সংখ্যা - ১- ১৩, ১৫, ১৭-১৯- ২১-৫০, ১৩৩৪-১৩৩৫

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পরসাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

ষষ্ঠ বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১৩৩৪ ভাদ্র হইতে মাঘ ১৩৩৪)

সম্পাদক

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

সহকারী সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ

কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪১

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

P 27492

অষ্টম বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

১ম—২৫শ সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
সাময়িক প্রসঙ্গ	১।১
গৌড়ীয়ের প্রতি (পদ্য) [শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা]	১।৩
পঞ্চবর্ষীয় গৌড়ীয়ের পুনরাবৃত্তি	১।৪
আমি চাই শুধু বন্ধনা	১।৯, ৭।৮
শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক	১।১২, ১১।৫, ১৪।১, ১৯।৫
শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী	১।১৪, ১০।৭, ২১।১৫
বড় চতুর কে ? (পদ্য) [শ্রীগোপালগোবিন্দ মহান্ত]	১।১৫
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (বাউল-মত সম্বন্ধে বিচার)	১।১৭
শ্রীনবদ্বীপ-বাসপ্রার্থী পরাবিদ্যাপীঠ সার্ব্বভৌম পরীক্ষার বিষয়-তালিকা	১।২০
শ্রীবলদেব-প্রকটোৎসবে নিবেদন	১।২১
প্রাপ্তপত্র (শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়)	১।২২
প্রচার-প্রসঙ্গ ১।২৩, ২।১৬, ৩।১৪, ৬।১৬, ৭।১৬, ৮।১৩, ১০।১৫, ১২।১৬, ১৩।১১, ১৪।১৬, ১৮।১৫, ১৯।১৫, ২০।১৫, ২১।১৬, ২২।১৬	
শ্রীবলদেব	২।১
আচার্য্যের অসমোর্দ্ধ-মহত্ত্ব	২।৪
সাত্বত-সম্প্রদায়	২।৯
আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী	২।১১
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের মত-বিচার)	২।১৫
নির্য্যাণ (কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ও নিশিকান্ত মৌলিকের সহধর্ম্মিণী ও বটুবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের)	২।১৬, ২৪।১২
জন্মাষ্টমী	৩।১
আত্মগুপ্তি কল্পনা	৩।৪
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ—	
১। প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে পঞ্চতত্ত্বের অবস্থান	৩।৯
২। কর্ত্তাভজাবাদ-খণ্ডন	১১।৩
৩। নেড়া, দরবেশ ও সাঁইবাদ-বিচার)	৩।১২
প্রাপ্তপত্র (শ্রীমধুসূদন অধিকারী)	৩।১৩
সমালোচনা (হিতবাদীর প্রতিবাদ) [শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী]	৩।১৩
আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য	৪।১
হাতযশ (প্রেরিত)	৪।৬
প্রচার-পুষ্টি	৪।৭
প্রতিবাদ (হিতবাদীর কল্পিত মতের বিরুদ্ধে) [শ্রীনিবারণ চন্দ্র মিত্র]	৪।১৪
শ্রীরাধাষ্টমী	৫।১
শ্রীভক্তিবিনোদ ও তাঁহার জগদ্গুরুত্ব	৫।৬
গঙ্গা (শ্রীপাদ কলিবৈরী বেদান্তভূষণ)	৬।১
শ্রীভক্তিবিনোদ-জয়-গুণগান (পদ্য)	৬।৪
শ্রীভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলী	৬।৬
গুরুকরণ (শ্রীনিমানন্দ দাস অধিকারী, আসাম)	৬।৭
শ্রীগায়ত্রী-প্রশ্ন (শ্রীযুক্ত বসন্তকান্ত শর্ম্মা, নবদ্বীপ)	৬।১২
আচার্য্য শ্রীরামানুজ ৭।১, ৮।১০, ৯।৬, ১০।১, ১১।১১	
প্রকটবাসরে বিজয়-গীতিকা (পদ্য) (শ্রীভক্তিবিনোদ-জন্মোৎসব-উপলক্ষে)	৭।৫
'গঙ্গা' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট	৭।৬
গায়ত্রী-প্রশ্নের উত্তর	৭।১০
আত্মবঞ্চনা	৭।১২
প্রভুপাদের উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র দর্শন (প্রভুপাদের পত্রাবলী ও ডায়েরী হইতে সংগৃহীত)	৮।১
কাশীতে গৌর-প্রকট ও সঙ্কীর্ত্তন-বন্যা, শ্রীবৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র ও নৈমিষারণ্যে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব	৮।৬
নিমন্ত্রণ-পত্র (কাশীমঠের উৎসবোপলক্ষে)	৮।৮
নিবেদন	৮।১১
শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ	৮।১৯
আত্মবঞ্চনা (২)	৮।১৪
বৈষ্ণব ধর্ম্ম	৯।১
মাসপঞ্জী ও রাশিচক্র	৯।৩

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব' প্রথম খণ্ডের)	২২।১৪
শ্রীগৌড়পুর সারস্বত তীর্থ	২৩।৬
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব	২৩।১৪
নিমন্ত্রণ-পত্র	
(শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব, নবদ্বীপ	
পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে)	২৩।১৫।১৬
শ্রীতি (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)	২৪।১
প্রকৃত সেবা কে ? (শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)	২৪।৪
সঙ্কলন ও সমালোচন (জাগরণ ও বৈশ্য সাহা-সমাজ)	২৪।৭
সমালোচনা (সমাজ ও তাহার আদর্শ প্রবন্ধ সম্বন্ধে)	২৪।১০

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-সূচী আদি দর্শনে	
(শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী)	২৪।১১
শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মমহোৎসব	২৪।১২
চয়নিকা (উদ্বোধন পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)	২৪।১৩
বাঙ্গালার কথায় উদ্ধৃতাংশ	২৪।১৪
স্বতন্ত্রের (হিন্দি) উদ্ধৃতাংশ	২৪।১৫
সজ্জনতোষণী পত্রিকা সম্বন্ধে (অমৃতবাজার পত্রিকা)	২৪।১৪
প্রচার-প্রসঙ্গ	২৪।১৬, ২৪।২২
শ্রীগৌড়পুর পরাবিদ্যাপীঠ	২৪।১৬

ওঁ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভো ভোঃ কৃষ্ণপদারবিন্দমধুপাঃ সদ্বৈষ্ণবাগ্রেসরাঃ
শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহাপরমহংসব্রহ্মচর্য্যাশ্রয়ে।
পঞ্চম্যামসিতেঽপরাহ্ণসময়ে মাঘস্য সাক্ষর্ষিকা-
প্রেমানির্ভিতসত্ত্বমূর্ত্তিধরঃ সন্ধিঃ প্রতিষ্ঠাপ্যতে ॥

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীগুরুমহাবির্ভাবপুণ্যোৎসবে
রাধাবল্লভনামকীর্ত্তনকথাভক্তিপ্রচারো ভবেৎ।
তত্তেজো ভগবৎপ্রসাদবরসম্মানং মহীয়াশ্রিতৈঃ
সর্ব্বৈ বৈষ্ণবমানবীহরিজনাস্বাদ্যাবিতি প্রার্থ্যতে ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠঃ
মাঘী শুক্লাদশমী,
গৌরাব্দঃ ৪৪১

নিবেদকৌ
শ্রীঅতুলচন্দ্রদেবশর্ম্মা
শ্রীকুঞ্জবিহারিবিদ্যাভূষণশর্ম্মা।

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
অবধূত গীতোপাখ্যান	৯।৮
ধারণার ভ্রান্তি	৯।১৭
বিলাস ও বিরাগ	১০।৫
প্রাপ্তপত্র ও প্রতিবাদ-প্রবন্ধ (শ্রীমধুসূদন তত্ত্ব বাচস্পতি-সঙ্কলিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ইতিহাস' পুস্তকের সমালোচনার সমালোচনা)	
[শ্রীশচীনন্দন অধিকারী]	১০।১০
আচার্য্য-কৃপা (ভৈঃ ভাঃ)	১০।১৩
শ্রীমঠের পথে	১০।১৫, ১১।১৫, ১৩।১৩
আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ	১১।১, ১২।২, ১৩।৮, ১৪।১৩, ১৫।১, ২৩।১
প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-বেদ্য ভগবান্	১১।৮
শ্রীমদ্ভাগবত-নিন্দা-গর্হণ (শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী)	১১।১৩, ১৩।১১
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব (শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল রূপসনাতনের বিপ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ না করিবার কারণ কি? কৃষ্ণনামে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা না রাখা সত্ত্বেও শ্রীল সনাতন প্রভু কৃষ্ণমন্ত্রের দুই পুরশ্চরণ করাইলেন কেন? শ্রীরাধা-চরণে তুলসী অর্পণ করিলে শ্রীতুলসীর মনোভীষ্টপূর্ত্তিরূপা তুলসী-সেবা হয় কি না? কৃষ্ণোপাসকগণের পক্ষে তিলকাদিমন্ত্রে বিষ্ণুর অপর দ্বাদশ মূর্ত্তি ধ্যানের আবশ্যকতা কি? একই সাধকের পক্ষে এতগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তিধ্যান কিরূপেই বা সম্ভব? বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত সেই বিষ্ণুমূর্ত্তিগণকে ক্ষুদ্রজীবের ললাটাদি অঙ্গে চিন্তা করিবার তাৎপর্য্য কি?)	১২।৫
আচার্য্যানুগমনে (কাশীতে, কানপুরে, জয়পুরে, গয়াতীর্থে)	১৩।১, ১৪।৬, ১৫।১, ১৬।১
প্রবন্ধ-সমালোচনা ("প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-বেদ্য ভগবান্" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে)	১৩।১৪
"শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-মহিমা" (পদ্য) [শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী]	১৪।৮
তত্ত্বাৎ কোথায়? (অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস)	১৪।১১
অত্যাহার (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)	১৪।১৪
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব (সহজিয়া বাদ-বিচার)	১৬।৫
দুষ্টতা কেন?	১৬।১৪
নিমন্ত্রণ-পত্র (আমলাজোড়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহোৎসব)	১৬।১৬
সন্দিগ্ধবাদে শ্রীল প্রভুপাদ	১৭।১
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব (সখীভেকিবাদ-বিচার)	১৭।৫
শ্রীকুরুক্ষেত্র ও শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কীর্ত্তন-মহোৎসব	১৭।১০
পূর্ণবঙ্গে প্রচার (শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ, এম, এ, বি, এল)	১৭।১৩
মুদ্রাকর-প্রমাদ ও ত্রুটী স্বীকার	১৭।১৬
পুরুষে প্রভুপাদ (প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে উদ্ধৃত)	১৮।১
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব (স্মার্ত্তবাদ-বিচার)	১৮।৩, ২১।৬, ২৩।৯
প্রাপ্তপত্র ও উত্তর (গৌড়ীয়ের সহজিয়াবাদ-পাঠে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, ২য় পত্র—শ্রীপঞ্চু দত্ত, ডাকার	১৮।৭
বৈষ্ণবাচার্য্যের সমালোচক !! (শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ, মৌজোগ পোঃ ও গ্রাম, খুলনা)	১৮।১০
আসামীরে প্রভুপাদ	১৯।১, ২০।১
হৃদয়োল্লাস-কীর্ত্তন (পদ্য) [শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন]	১৯।৪
জ্ঞান (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)	১৯।১০
সম্পাদকীয় মন্তব্য— বৈষ্ণবাচার্য্যের সমালোচক-'শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে'	১৯।১২
শ্রীমায়াপুরে কয়েক দিবস	২০।৩, ২১।১
নীতি ও ভক্তি	২০।১০
বৈষ্ণবাচার্য্যে জাতিবুদ্ধি ! (মহাভারিণী পত্রিকাধৃত শ্রীরঙ্গাচার্য্য-লিখিত 'সদ্দর্শন সর্ব্বস্ব' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)	২০।১২, ২২।১২
প্রচার-প্রণালি চয়নিকা	২০।১৫
বৈষ্ণব (পদ্য)	২১।৫
নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)	২১।১১
দ্বারকায় পথে প্রভুপাদ	২২।১
সঙ্কলন ও সমালোচন (চারুমিহির পত্রের উদ্ধৃতাংশের সমালোচন)	২২।৮
গ্রন্থ-সমালোচনা (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত	

গৌড়ীয়া

পরমার্থ-বিদ্যা এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপর অর্থ-বিদ্যার সমালোচক

পরমাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

ষষ্ঠ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৩৪ মাঘ হইতে ১৩৩৫ ভাদ্র)

—:•:—

সঙ্কলপতি

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামী

সমঙ্ক-সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—•—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ঘরে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

—

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪২

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ সূচি

অষ্টবর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

২৬শ—৫০ সপ্তম সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রদ্ধাঞ্জলি (পদ্য)	১৬।১
উপায়ন	২৬।৩
'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (পদ্য)	২৭।২৭
দীনের অর্ঘ্য (পদ্য)	২৭।২৮
নীলাচল-কুসুম-স্তবক (উড়িয়া)	২৭।৩০
ক্ষমা-ভিক্ষা	২৭।৩০
বিভিন্ন মঠে ব্যাসপূজা	২৭।৩০
সুভক্তি প্রসূনাঞ্জলি (উড়িয়া)	
[শ্রীরাধামোহন পট্টনায়ক]	২৭।৩১
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও	
শ্রীশ্রীগৌর জন্মোৎসব	
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের ক্ষমা প্রদর্শন	
(শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথের প্রতি)	২৭।৩২
শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীশ্রীচরণকমলেষু (আসামী)	২৮।১
শ্রীব্যাসগৌড়ীয়-মঠাশ্রিতগণকা কীর্ত্তনারাত্রিক (হিন্দি)	২৮।৩
হিন্দি কীর্ত্তনারাত্রিকের বঙ্গানুবাদ	২৮।৪
শ্রীপরমহংস-মঠ-সেবকগণ-বিরচিত	
নৈমিষকুসুম-স্তবক (হিন্দি)	২৮।৬
হিন্দি নৈমিষ কুসুম-স্তবকের বঙ্গানুবাদ	২৮।৭
প্রকটোৎসবকী পুণীমেঁ (উর্দ্দু)	২৮।৯
উর্দ্দু ভাষায় অভিনন্দনের বঙ্গানুবাদ	২৮।১০
কর্ণাটক-দেশীয় ভক্তবর্গাভিনন্দন মুক্তাকলার্পণম্	২৮।১১
(কর্ণাটক ভাষা)	
কর্ণাটক ভাষায় অভিনন্দনের বঙ্গানুবাদ	২৮।১২
প্রতিনিবেদন (শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ)	২৮।১৩
শ্রীমায়াপুর-পূর্ণচন্দ্রোদয়	২৯।২১
পরমার্থ	২৯।২৭
শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ (প্রাপ্ত)	
[শ্রীকুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ]	২৯।২৯

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রীগুরুবৈষ্ণবাভ্যুদয়াভিনন্দনম্ (সংস্কৃত)	২৯।৩০
[পণ্ডিত শ্রীমদ্দামোদর সিদ্ধান্তাচার্য্য]	
আর্ত্তি-নিবেদনম্ (সংস্কৃত)	২৯।৩১
[পণ্ডিত শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পঞ্চতীর্থ সুদর্শনব্যাকরণতীর্থ]	
শ্রীসজ্জনতোষণী সম্বন্ধে	২৯।৩২
গৌর-পূর্ণিমা-প্রশস্তি (পদ্য)	৩০।১
শ্রীগুরুচৈতন্য	৩০।২, ৩১।৯, ৩২।১৩
আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ	৩০।১০, ৩৩।৪
(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ সংখ্যার পর)	
প্রচার প্রসঙ্গ	৩০।১৪, ৩২।১৪, ৩৪।১৫, ৩৭।১৬, ৩৮।১৬, ৩৯।১৭, ৪০।১৫, ৪১।১৬, ৪৩।১৬, ৪৪।১৫, ৪৬।১৬, ৪৭।১৬, ৪৮।১৬,
নির্য্যাণ (শ্রীপাদ সনাতন দাস ব্রহ্মচারীর)	৩০।১৫
পরিক্রমা ও মহোৎসব	৩১।১
শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন (প্রাপ্ত)	৩১।১১
[শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, শান্তিপুর]	
সম্পাদকীয় বক্তব্য	
('শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন'-শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে)	
আসামী ভাষায় অভিনন্দন পত্রের বঙ্গানুবাদ	৩১।১৪
(গৌড়ীয় ২৮শ সংখ্যার)	
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার	
চতুস্ত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী	৩২।১
পরলোকে সাক্ষীগোপাল বড়াল ও ললিতকুমার মিত্র	৩২।১৬
প্রভুপাদের ডুমুরকোন্দায় গমন	৩২।১৬
("দৈনিক বসুমতী")	
গৌরপুর	৩৩।১
শ্রীগৌর-জন্মস্থান	৩৩।২
আসল ও নকল	৩৩।৩
শ্রীল প্রভুপাদের ডুমুরকোন্দা	
শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয়	৩৩।৬, ৩৬।১১

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
প্রভুপাদের মানভূমে শুভাগমন উপলক্ষে অভিনন্দন	৩৩।৭
মায়াপুর দর্শন	৩৩।৯
[শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বরিশাল]	
("কাস্তিপুর নিবাসী",	
মহাসঙ্ঘর অন্তর্গত অন্নোৎসব ("উদ্বোধন")	৩৩।১০
[শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়,]	
নবদ্বীপ-পরিক্রমা-বিবরণ (আনন্দবাজার)	৩৩।১১
মায়াপুরে মহোৎসব ("দৈনিক বসুমতী")	৩৩।১২
মায়াপুর ধর্মশালা ("বাঙ্গালার কথা")	৩৩।১২
শ্রীচৈতন্যদেব-জয়ন্তী (হিন্দি "নিষ্কমিত্র")	৩৩।১২
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব (হিন্দি "স্বতন্ত্র")	৩৩।১৩
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা (হিন্দি "স্বতন্ত্র")	৩৩।১৩
Sri Chaitanya-Anniversary (Forward)	৩৩।১৩
Generous gifts for Sri Mayapur Dharamsala. (Forward)	৩৩।১৪
সমালোচনা ("মাতৃমন্দিরে")	৩৩।১৪
(শ্রীগৌড়পুর-পর-বিজ্ঞাপীঠের আলোচনা সম্বন্ধে)	
কৃতজ্ঞের নিবেদন	৩৩।১৫
[শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস শান্তিপুর]	
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান (প্রতিবাদ)	৩৩।১৬
("দৈনিক বসুমতী")	
অহৈতুক ধাম-সেবক ("দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ")	৩৪।১
সর্বপ্রধান বিবেচনার বিষয়	৩৪।৫
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ("দৈনিক বসুমতী")	৩৪।৬
Birth place of Sri Gauranga. (Quoted from Forward and Basumati)	৩৪।৭
"বঙ্গের গৌরব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"	৩৪।৮, ৩৫।৪
ভাই কুতার্কিক !	৩৫।১
শ্রীমায়াপুর-বৈভব-প্রশস্তির বঙ্গানুবাদ (পণ্ডিত শ্রীঅন্নদার বিদ্যাবিনোদকৃত)	৩৫।১৪
দ্বারকায় প্রভুপাদ	৩৯।১
শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণ	৩৯।১৪, ৩৮।১৪
পরলোকে ধনুরভঙ্গ-মহারাজ	৩৮।১৬
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীরামসুন্দর চক্রবর্তী	৩৭।১, ৩৮।৭
"মনোরথ ভঞ্জন"-পাট, কুলিয়া	৩৭।১০
[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	
হরিকথা	৩৭।১৫
বর্তমান যুগে ভাসিবার কথা	৩৮।১
কৃষ্ণ-ভক্ত নির্মৎসর নহেন	৩৮।১১
প্রাচীন কুলিয়ায় সহর নবদ্বীপ (দৈনিক "নদীয়া-প্রকাশ")	৩৮।১২
কপটতা দরিদ্রতার মূল	৩৮।১৫
Birth-site of Sree Gauranga (Forward)	৩৮।১৬
লোক-প্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধান	৩৯।১, ৪০।৩
সুধামাপুরীতে প্রভুপাদ	৩৯।৬
শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী	৩৯।১০
একচক্রঃ	৩৯।১১
পুণ্যারণ্য	৩৯।১২
গৌড়ীয় গলদ	৩৯।১২
চৈতন্যদেবের জন্মস্থান (বাংলার কথা)	৩৯।১৩
[শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়]	
উদ্দেশ্য ধরা পড়িয়াছে	৩৯।১৪
পরলোকে পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী	৩৯।১৫
জুনাগড়-গিরির পথে প্রভুপাদ	৪০।১, ৪৭।৬
বর্তমান সাহিত্যের গতি	৪০।৮
বৃন্দাবনে পত্নীপূজা	৪০।১৩
শ্রীপুরুষোত্তম-মহোৎসব	৪০।১৬
শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক-জোষাল	৪১।১, ৪৯।৯, ৫০।৩
নীলাচলে মহাপ্রভু	৪১।৬, ৪২।১, ৪৩।৬, ৪৪।২, ৪৫।৩ ৪৬।৪, ৪৮।১, ৪৯।৬, ৫০।৫
শ্রীনীলাচল-মহাপ্রসাদোৎসবে আহ্বান	৪১।১২
আনন্দ-সংবাদ (জনৈক ছাত্রের হরিনামামৃত ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় কৃতিত্ব)	৪১।১৪
সংশোধন (মধুসূদন গোস্বামীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে)	৪১।১৪

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রাপ্ত-পত্র (শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে)	৪১।১৪, ৪৭।১৫
[শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী]	
সম্পাদকীয় মন্তব্য	৪১।১৬
(শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রীর প্রাপ্ত-পত্র-বিষয়ক)	
তর্কভূষণ ও বিদ্ধ-স্মার্ত্তবাদ	৪২।৭
(হিন্দুসভার অভিভাষণের সমালোচনা)	
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ	৪২।১৪
(শ্রীমন্মহাপ্রভু কি প্রকারে অপ্রকট হইয়াছিলেন)	
নীলাচলে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ	৪৩।১, ৪৪।১
শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-মহা-মহোৎসব	৪৩।৫
বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি (পদ্য)	৪৩।৫
[শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন]	
বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-প্রসঙ্গে	৪৩।৯
[শ্রীবহুনন্দন অধিকারী বি, এ]	
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ	৪৩।১২
(শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জে কোন ভণ্ড পাষণ্ডব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রচারিত "সত্য-সনাতন ধর্ম্ম" নামক একটী জগজ্জঞ্জালকর মনোধর্ম্মপর মত সম্বন্ধে)	
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (স্মার্ত্তবাদ)	৪৪।৪, ৪৫।৯
	৪৬।৭, ৪৮।১০, ৪৯।১২, ৫০।৯
[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৩শ সংখ্যার পর]	
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ	৪৪।৮
বিরহ-মহোৎসব	৪৪।১৩-১৫
(গোক্রমে ও পুরুষোত্তমে)	
শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন	৪৫।১
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ	৪৫।১২
(ঔষধ সেবন করা বিধি কি না ? মৎস্য প্রভৃতি জলজ প্রাণীর জীবাত্মা আছে কি ? "ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ" তবে পথ্যার্থে অণ্ডের সেবন করা যাইতে পারে কি না ?)	
একখানি পত্র	৪৫।১৪
চাতুর্ম্মাস্য	৪৬।১
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ	৪৬।১০
১নং—শ্রীনাম—সাধন, কিন্তু সাধ্য কিরূপে ? নামীকে পাইবার পর নাম করিবার সার্থকতা আছে কিনা ? ২নং—বৈষ্ণবের স্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধ এবং মাতৃ-অশৌচের চিহ্নস্বরূপ গলায় দড়া ধারণ করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য কিনা ?	
গৌড়ীয়-গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন	৪৬।১৬
শ্রীপুরুষোত্তম-মাস মাহাত্ম্য	৪৭।১
সাধক জীবনের দুই একটী কথা	৪৭।১০
বিরহমহোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক	৪৮।১
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ	৪৮।১৩
(জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি ? এই সংসার-চক্রে কি সুখ আছে ? ইহাতে ভোগ্য পদার্থ কি ? ইহা মরীচিকা জলের ন্যায় বিনষ্ট হয় কেন ?)	
প্রভাসতীর্থে প্রভুপাদ	৪৯।১
আবার সত্যযুগ !	৪৯।১৫
কলিকাতা আলবার্ট হলে বক্তৃতা	৪৯।১৬
বর্ষশেষে নিবেদন	৫০।১
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ (স্মার্ত্তবাদ ও হরিনাম)	৫০।১০, ১১
লোকান্তরে ভূষণচন্দ্র	৫০।১২

আলবার্টহলে বক্তৃতা

আগামী ২০ শে শ্রাবণ, ২৭ শে শ্রাবণ ও ৩রা ভাদ্র রবিবারত্রয় কলিকাতার প্রসিদ্ধ আলবার্টহলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীযুক্ত ভক্তিবান্ধব বিদ্যাবিনোদ, "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহাশয় **শ্রীচৈতন্যের দান** সম্বন্ধে অপরাহ্ণ ৫-৩০ হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিবেন। আদি ও অন্তে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, বি, এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কীর্ত্তন হইবে। প্রথম দিবস দেশমান্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু, দ্বিতীয় দিবস বনামধন্য পণ্ডিত ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তৃতীয় দিবস লোকমান্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। সকলের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৮শে শ্রাবণ ১৩৩৪, ১৩ই আগষ্ট ১৯২৭ | ১ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয় পঞ্চবর্ষকাল ওজস্বিনী ভাষায় সত্যপ্রচারকার্য্য করিয়া আজ ষষ্ঠ বর্ষে প্রবেশ করিলেন। গৌড়ীয় এই পঞ্চবর্ষকাল ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট সংস্থাপক কি কি সেবা করিয়াছেন, তাহার একটী নিকাশপত্র প্রবন্ধান্তরে প্রদত্ত হইল। গৌড়ীয়ের সুধীপাঠকগণ সেই পত্র-দৃষ্টে গৌড়ীয়ের পঞ্চবর্ষব্যাপী বিপুল-সেবা-সৌন্দর্য্য-দর্শনে সুখী হইতে পারিবেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য-সমৃদ্ধির দিক হইতেও গৌড়ীয়ের সেবা বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বঙ্গ-সাহিত্য যেরূপ প্রকৃতি-জনমোহনে ব্যস্ত থাকিয়া ক্রমশঃ প্রসাদগুণ হারাইয়া সম্পূর্ণ প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গভাষা কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তদ্বিষয়ে অনেক গম্ভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

নবন্যাস, উপন্যাস, নাটক, ইংরেজীধরণের অনুকরণে রচিত কবিতাবলী বঙ্গসাহিত্যকে যেরূপ প্রাপঞ্চিক করিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার অতল জলে ডুবাইয়া দিতেছে, তাহাতে অনেক সজ্জনব্যক্তিই গৌড়ীয়ের আবির্ভাব দর্শনে আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বপু এবং শ্রীগৌরসুন্দর ও নিখিল বৈষ্ণবগণের পরমপ্রিয় সম্পত্তি। এমন কোন রত্ন নাই—ভাগবত-রত্নাকরে যাহার অসদ্ভাব আছে। কাব্য, ছন্দঃ, অলঙ্কার, শব্দ-সৌন্দর্য্য, সাহিত্য-সৌন্দর্য্য, বর্ণন-সৌন্দর্য্য সমস্তই শ্রীমদ্ভাগবতে বিলাসিত। এই শ্রীমদ্ভাগবত-রত্নাকর হইতে কত অমূল্য চিন্তাবিলাস-সাহিত্যাদি জগতে বিতরিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গৌড়ীয়ের আদি কবি স্বয়ং ব্যাসাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বা ব্যাসাবতার আদি কবি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবত কিম্বা কবিকুলশিরোমণি কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি যে সকল অপ্রাকৃত গ্রন্থরাজ বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাকট্যবিধান করিয়াছেন এবং প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের ভোগবুদ্ধি-বাহিত বিষয়ের পরপারস্থ বৈকুণ্ঠের সাহিত্যগত বিচিত্রতা লক্ষ্য করিবার সুযোগ দিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থরাজও তাঁহাদের শব্দ-ভাণ্ডার এবং সাহিত্য-সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অসমোর্দ্ধ আকরস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে অনেকেই ভাগবত সাহিত্যকে নানাদিক

হইতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের বিরোধী মনে করিয়া জড় সাহিত্যিকগণের—প্রাকৃত কবিগণের ভাবনা-স্রোত হইতে উদক আহরণপূর্ব্বক পিপাসা শান্তি করিবার চেষ্টা দেখাইতেছেন। কিন্তু ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া শুষ্কনরোচ্ছন-কৃমিভায় যে চমৎকার-পরাকাষ্ঠারূপ ভাগবত-রসামৃত সমুদ্র-প্রবাহিত, সেই অমৃতপ্রবাহের তীরে এক প্রকার কেহই যাইতে যত্ন করিতেছেন না। সেই ভাগবত-সাহিত্য-সৌন্দর্য্য-সিদ্ধান্তামৃত-রস সুলভ করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় অনুভব গ্রন্থ ও ভক্তভাগবতসেবা-ভাণ্ডার হইতে তাঁহার শব্দ ও সিদ্ধান্তকদম্ব আহরণ করিয়াছেন; সুতরাং বুদ্ধিমানগণের পঙ্কাভীর বাস করিয়া শাকোদক পানের অভিলাষ পরিত্যাগ করাই উচিত।

অনেকের বিচার যে, অপ্রাকৃত-গৌড়ীয়প্রবাহে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার গর্হণাদি বা সাধারণের বিচারে লোকনিন্দা প্রভৃতি স্থান পাওয়া শোভনীয় নহে। আমরা আমাদের মূলভাণ্ডার শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি সিদ্ধান্তামৃত-বারিধি ও সিদ্ধান্ত-স্বর্ধুনী হইতে বর্ত্তমান বর্ষে 'আচার্য্যকৃপা' নামক যে সকল রস আহরণ করিয়াছি, তাহা সুধীজনের সমক্ষে প্রদর্শন করিলে আশা করি, সুপরমাজ তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, যদিও আচার্য্যগণ সাধারণভাবে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার গর্হণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা ব্যক্তিগত নামোল্লেখ করিয়া কাহারও দোষ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহাদের ছলপূর্ণ বিচারে অবৈষ্ণবগণকে বৈষ্ণবগণের চর্চ্চার অধিকার প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণবদাসগণের বৈষ্ণব-গুরুবর্গের নিন্দা শ্রবণ করিয়া নীরব থাকাই উচিত, এরূপ বিচার নিজকে অতিমাত্র বৈষ্ণব-জ্ঞান বা বিচারকের আনুকরণিক-চেষ্টারূপ অবৈষ্ণবতা এবং প্রকৃতপক্ষে তর্কানুগতা-রাহিত্য বা অযৌক্তিকতাবশতঃ মাত্র; কারণ আচার্য্যগণের আদর্শে তত্ত্বৈষণরীতা দৃষ্ট হয়, শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের উপদেশ ঐ বিচার সমর্থন করেন না। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শুধু 'তবে লাথি মার তার শিরের উপরে' বলিয়া নিত্যানন্দ-নিন্দকের প্রতি দণ্ড-বিধান করেন নাই। পরন্তু যাহারা বিষ্ণু বা বৈষ্ণবাচার্য্য-গণকে উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের কল্যাণকামনাই করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রামচন্দ্র খাঁ, গুণার্ণব মিশ্র, শ্রীরামচন্দ্র-পুরী, বঙ্গদেশীয় বিপ্র, ছোট হরিদাস, কালাকৃষ্ণদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, বাউলিয়া বিশ্বাস কিম্বা শ্রীচৈতন্যভাগবতে হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ, রাঢ়দেশের গোপাল-ক্রব শৃগাল, দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি ব্যক্তিগণের বহির্ম্মুখতার গর্হণই ইহার নিদর্শন।

যখনই কোন সত্য-প্রচার হয় কিম্বা জগতে কোন শ্রেষ্ঠবস্তু প্রদত্ত হয়, তখনই কতকগুলি লোক তাহাদের প্রকৃতি-বশতঃ খাঁটি জিনিষের একটী নকল সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে। ব্যবহারিক রাজ্যেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। খাঁটি ঔষধের বহু জাল হইয়া থাকে, খাঁটি সোনা আবিষ্কৃত হইলে কৃত্রিম সুবর্ণেরও সৃষ্টি হয়। ভগবান্ ও ভক্তের অবতার হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথিত রাঢ়দেশের গোপালক্রব-শৃগালেরও আবির্ভাব হয়। হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাবের পরে চন্দ্রবিপ্রেরও আবির্ভাব হয়। পরদুঃখ-দুঃখী শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা সুপ্ত শ্রীগৌর-জন্মস্থলী উদ্ধারের পর অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের কল্পিত ব্যবসায়ের স্থলবিশেষও সৃষ্ট হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রকটের পর চন্দ্র প্রেয়ঃপন্থী আনুকরণিকগণের নৃত্যগীতাদির বৈঠক-খানাও প্রস্তুত হয়। গৌড়ীয়ের প্রচারের পর তদনুকরণে গৌড়ীয়-বিরোধী বার্ত্তাবহগণেরও আবির্ভাব হয়। এখন আবার গৌড়ীয়ের প্রচার-প্রণালীর বিস্তৃতির পর এবং গৌড়ীয় গ্রন্থ-ভাণ্ডারের সমৃদ্ধির পর চন্দ্র-সম্প্রদায়ের তাহার অনুকরণ চেষ্টাও দেখা যায়। কিন্তু সজ্জনগণ বলিবেন, অনুকরণ-কার্য্যরূপ অপরাধ ও লোকবঞ্চনা না করিয়া বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-সংরক্ষক লোকাচার্য্যগণেরই অনুসরণ করিলেই ত' তাহাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে; নতুবা চন্দ্রবিপ্র যেরূপ ঠাকুর হরিদাসের বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা দর্শনে মাৎসর্য্যান্বিত হইয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়াছিল, সেরূপ অবস্থা বরণ করা শোভনীয় নহে। আমরা আনুকরণিক সম্প্রদায়ের পরম-হিতকাঙ্ক্ষি-সূত্রে গলদশ্রুকৃতবাদে তাঁহাদিগকে ইহাই নিবেদন করিতেছি।

গৌড়ীয়ের প্রতি

[শ্রীসেবেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কবিভূষণ]

জয় জয় গুরু-গৌর জয় গিরিধারি,
জয় গান্ধর্ব্বিকা, জয় বৈষ্ণব-সকল,
সর্ব্বপদে নমি' গাই গৌড়ীয়ের গুণ,
আজ পবিত্রিতে। পঞ্চ চাতুর্মাস্যকাল
প্রকটি ধরায়, হে গৌড়ীয়, ষষ্ঠবর্ষে
করিলে প্রবেশ ; জাগাইতে জগজনে
এ জগন্মণ্ডলে আসিয়াছ মহাপ্রভু-
আজ্ঞা শিরে ধরি'। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তব
নিত্যানন্দ বল, স্বরূপ পালক নিত্য
রূপ রঘুনাথ আর শ্রীজীব গোস্বামী,
তদনুগ জনগণ আত্মীয় স্বজন,
বিশ্ববাসী সকলেই কুটুম্ব তোমার।
প্রভু-কৃপাবলে তব সর্ব্বত্র বিজয়,
সুশাসন-গুণে পুষ্ট তুমি, তুষ্ট সবে
আত্মীয় স্বজন, বিশ্ববাসিগণ-দৃষ্টি
করি' আকর্ষণ আনন্দে বিভোর হও
হরি-গুণ-গানে। যদ্যপিহ সর্ব্বজীব
স্বরূপে সমান, তথাপি সে বদ্ধ দোষে
ত্রিবিধ স্বভাব 'দৈবাসুর' নাম, সাধু-
শাস্ত্র-সুবিদিত। অন্বয় ও ব্যতিরেক
দুইভাবে সর্ব্বদৃষ্টি কৈলে আকর্ষণ,
ব্যতিরেকে সমধিক প্রচার তোমার।
তব গুণ-গানে সদা অধিত বৈষ্ণব
অসুর স্বভাবে তোমা দেখিতে না পারে
সুপ্রসিদ্ধ চিরদিন বন্য দৈবাসুরে।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে তাপিত পরাণ
ভয়ে যথা লুকায় উলূক—সেইরূপ
হে গৌড়ীয়, শ্রীগৌড়মণ্ডল আখণ্ডল !
তব-দৈব-তেজোরাশি হেরি' আপনার
লুকাইছে কুজন গহনে, সৌর-তেজ
সহে কি অসুর ? বিশ্বের বান্ধব তুমি,
অমৃত-আধার সুধাকর-সম তোমা
বাসিছে সুজন। চিদানন্দ-বার্ত্তাবহ
হে বৈকুণ্ঠ-দূত ! অন্তর্ধর্ম্ম নাশি' তুমি
শিখাইছ আত্মার ধরম, শুদ্ধ-গৌর
অনুগত হ'য়ে। গ্রাম্য বার্ত্তাবহকুল
কলি-কোলাহল, হলাহল-সম যারে
মানে সাধুগণ ; সে জানে কি মহিমা
তোমার ? কণ্টকের পত্রভোজি ক্রমেলক,
জানে কিগো—সুরস-রসাল-স্বাদ-সুধা-
বিনিন্দন ? দুইজন তব সেব জানে
সাধুগণ, গ্রসিষ্ণু ও প্রভবিষ্ণুময়,
"কৃষ্ণ-ভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে"
এই ন্যায়ে কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকটিয়া
দেখাও প্রভাব কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-মূলে।
উদ্ধমশার্ব্বরহর হে গৌড়ীয় প্রভো !
হর তুমি হর-সম গ্রসিষ্ণু স্বরূপে
অপধর্ম্ম ঘন-অন্ধকার, 'নিশা'-চর
ক্লেশ মানে তায়, ধনাপহ-গণাদহ
হেরি সে প্রভাব, সুখী তাহে সাধুজন,
বিগ্রহীনে মগ্ন মন কৃষ্ণের ভজনে
পরম মঙ্গল যাচে কৃষ্ণের চরণে ॥
হে গৌড়ীয়, সুধাধারাপহ ! অন্য দিকে
প্রভবিষ্ণুরূপতব সজ্জন-তোষণ
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের গুণগানে পূর্ণ,
অসমোর্দ্ধ সুমাধুরিধারা অনুক্ষণ
বর্ষ তুমি ধরণি-মণ্ডলে, অনুগত
ভকত-মণ্ডলী পান করি' মত্ত রয়
সুধারস-সার। বজ্র হৈতে সুকঠিন—
কুসুম-কোমল, কে বুঝিবে মহান্ত-স্বভাব !
হে গৌড়ীয়, জগৎমঙ্গল ! সাধিতেছ
অপার কল্যাণ শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ করি'
জীবে,—'নিষ্কপট না হৈলে ধর্ম্ম না যায়
শিক্ষণ'—এই ব্রতে ব্রতী তুমি হ'য়েছ
হে প্রভো ! হে বৈভবহীন জগৎ-আচার্য্য !
আচরিয়া প্রচারিছ আত্মার ধরম।
বেদ-অধ্যয়ন, দান, তপস্যা প্রবল,

জন্ম, অস্থি, সুধা-উপাসনা, সন্ন্যাসাদি-
কোটী পুণ্যে, তব বাক্যে শ্রদ্ধা নাহি লভে
গুরুব্রজন, হে মহান্ ! সুকৃতির
ভবপদরজে, যাবৎ পর্জিত শির
নহে অভিষিক্ত ; পুণ্য বিনা শ্রবণেচ্ছা
না হয় কাহার ? হে গৌড়ীয়, চিদানন্দ
বার্ত্তাবহবর ! অনুক্ষণ কর তুমি
কৃষ্ণ-গুণ গান, গ্রাম্যকথা-সুবিষাত
যাহে নিস্তোদর-পরায়ণ প্রিয় নিত্য।
কোন পুণ্যে যদি কোন লব্ধপ্রজ জীব
শ্রবণ সৌভাগ্য লাভ করে তব বাণী
অনুদিন আদরেতে করে নিষেবণ,
অহো ! তবে সেই ভাগ্যবান, অতিশীঘ্র
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সর্ব্ববাঞ্ছা ছাড়ি'
অকৈতবে, ভজিতে প্রপটু হয় কৃষ্ণ-
পাদপদ্ম, অভয় অশোক নিত্যশুদ্ধ
অমৃত-আধার,—পরে, শুদ্ধারতি লভি'
পরানন্দে মগ্ন হয় মন। হে গৌড়ীয়
কৃপাসিন্ধো ! অকারণ দীনের বান্ধব !
সবান্ধব নমি তব পদে ; কৃপাকর
কৃপায় ক্ষমি অপরাধ, মতি যেন
তব বাক্যে থাকে চিরদিন।

পঞ্চবর্ষীয় গৌড়ীয়ের পুনরাবৃত্তি

বর্ষ প্রারম্ভে আমরা গৌড়ীয়ের গত পঞ্চবর্ষের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সাধারণের হিতের জন্য পুনরায় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রবন্ধগুলি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ঐগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইয়া পরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিলে সাধারণের তত্ত্ব-বোধের সুবিধা হইতে পারে। প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক। সমস্ত প্রবন্ধই পূর্ব্ব ও পর মহাজনানুগত্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে বিচারিত হইয়াছে। গৌড়ীয় পরমার্থ-ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, সমাজ-বর্ণাশ্রম, সাহিত্য-কাব্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতির নিরপেক্ষ দর্শক। ঐসকল সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক প্রবন্ধগুলিকে 'অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ' (অর্থাৎ অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রই মহাভাগবত বলিয়া কথিত হন) —এই বিচারানুসারে স্ব-স্বরূপ, পর-স্বরূপ, উপায়-স্বরূপ, ফল-স্বরূপ ও বিরোধি-স্বরূপ এই পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া উক্ত অর্থপঞ্চকেরই অন্তর্গত সমাজ, বর্ণাশ্রম, কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ঐতিহ্য—এই গুলিকে পৃথক্ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। গৌড়ীয়-পাঠক উপরি-উক্ত দার্শনিক বিচার অবলম্বন গৌড়ীয় পূর্ব্বক-প্রবন্ধমালা পুনরাবৃত্তি করিলে পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা (যে বিদ্যাদ্বারা জীবের অজ্ঞান সম্পূর্ণ-ভাবে বিনষ্ট হয়)-পাঠের বা গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক বিদ্বদ্বৃত্তি-বৃত্তিতে বেদ অধ্যয়নের ফল সম্যগ্রূপে লাভ করিয়া 'ব্রহ্মলাভঃ পরঃ পুংসামতো নারায়ণ-স্মৃতিঃ' এই ভাগবতীয় পন্থানুযায়ী অন্তে পরাগতি লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

জড়ালঙ্কারিক বা বিদ্যোৎসাহিত্যক্তিমাত্রেরই কাব্য ও সাহিত্য-পাঠে অনুরাগ দেখা যায়। বস্তুতঃ জড়কাব্য জীবকে খণ্ড-রসে আবদ্ধ করিয়া অন্তে জীবকে পশু-যোনি প্রাপ্তির উপযোগী করিয়া তুলে। প্রাকৃত সাহিত্য জীবের প্রকৃত হিতসাধন না করায় উহা জীবের প্রেয়ঃ হইলেও নিঃশ্রেয়ঃ বা চরমকল্যাণ-লাভের উপযোগী নহে। জড়বিজ্ঞান, জড়দর্শন, ঐতিহ্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই কথা। পরন্তু ঐগুলি পরাবিদ্যার হেয় প্রতিফলন মাত্র। 'অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ' মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে উহার সাধন-স্বরূপ পরাবিদ্যা-অনুশীলন বা গৌড়ীয় পাঠে কেহই উদাসীন বা বিরত থাকিতে বাহা করেন না বা করিবেন না, ইহাই আমাদের ধারণা।

(১) স্ব-স্বরূপ

জীবের অবস্থাভেদ ১।৯, নিজ-পরিচয় ১।২৪, যমদণ্ড ২।১০, জীব ও ব্রহ্ম ২।১৪, কে আমি ২।২০, ২১, আমি কে ২।৪৯, তত্ত্বাষ্টকী ৩।৯, ১০, অচিৎ প্রতীতি ৩।১৩, শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী ৫।৪১

(২) পর-স্বরূপ

"কৃষ্ণ, গুরুরূপ, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস।" (চৈঃ চঃ)

বৈষ্ণব কি শাক্ত ? ১।৩, গুরুর আচরণ ১।৪, গোস্বামী ১।১২, সামান্য ও শুদ্ধ বৈষ্ণব ১।১২, বৈষ্ণব ও অভক্ত

১১৪, প্রকৃত বন্ধু কে ? ১১৬, শ্রীনবদ্বীপধাম (তত্ত্বগত-বৈভব) ১২২, নশ্বর জগৎ ১২, চিন্ময় স্বদেশ ১৩২, নির্মৎসর ১৩৯, নাম ও নামী ১৪৫, ব্রহ্মবাদের (ইহাতে স্ব-স্বরূপ-বিচারমুখে পর-স্বরূপ ও উপায়-স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে) ২১১, গোপীঠ ও ভক্ত ২১৩, আচার্য্য ২১৪, ভগবদ্বহির্মুখতি ২১৪, সামঞ্জস্য ২১৬, আচার্য্যত্ব ২১৭, গৃহস্থভক্ত ও বৈরাগী ২১৭, দুর্গা ২১১১, গোস্বামিপাদ ২১১৩, শ্রীবিগ্রহ ২১১৭, শ্রীগৌর-বিগ্রহ ২১১৭, স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব ২১২০, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ২১২৫, প্রকৃত ভোক্তা কে ? ২১২৬, বিষ্ণুমায়া ২১২৭, ২৯, শ্রীনামদর্শন ২১২৯, শ্রীগৌরধামের স্বরূপ ২১৩০, শক্তি-রহস্য ২১৩৪, ৩৪, ভাগবতত্ত্ব ২১৪০, ৪১, পরতত্ত্ব ২১৪০, ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক (রাধাতত্ত্ব-বিচারে) ৩১৫, বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ ৩১৬, অবতারে ৩১৭, মহামায়া ৩১১, ব্রহ্ম-পরমাত্মবিচার ৩১৩৬, বৈষ্ণব কি অব্রাহ্মণ ? ৩১৪৭, অবিচার-প্রবোধিনী (ভক্ত ও ভজনীয়) ৪১১, দেবকী-নন্দন ও যশোদানন্দন ৪১১, শ্রীগঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক (রাধাতত্ত্ব-বিষয়ক) ৪১৪, ৫, মহাজন ৪১৯, নৃসিংহ ৪১৯, বৈষ্ণব কি হিন্দু ? ৪১১২, নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলা ৪১১২, ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক ৪১১২, ১৩, ২৯, (তত্ত্বপরিবর্ত্তন-বিষয়ক) ৪১৪২, ৫১৪, ৭, ৮, ১০ (সীতাবির্ভাব বিষয়ে), ৫১৫, ৪৮, ভক্তই পণ্ডিত ৪১১৪, বিপ্রসাদ্য (বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণতা-বিষয়ক) ৪১১৬, সারকথা ৪১৩৪, শ্রীক্ষেত্র ৪১৪৬, আলালনাথ ৫১৫, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব ৫১৯, পরোপকারী কে ? ৫১১৫, শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য ৫১২২, ২৩, ২৪, শ্রীপ্রভুর আবির্ভাব ৫১২৬, ফাল্গুন পূর্ণিমার বিজয়রাজ ৫১৩০।

(৩) উপায়-স্বরূপ

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।" (চৈঃ চঃ ম ২২।১৭)

ভক্তের অবস্থা (নিষ্কর্ম্ম-জ্ঞানমুখে অভিধেয়-বিচার) ১৪, বৈরাগ্যাবিলাস ১৫, আত্মবুদ্ধি ১৬, সনাতন ধর্ম্ম ১৬, সেবা-পর নাম ১৭, একাদশী ব্রত ১৮, ২, ভক্তের ভিক্ষা কি ? ১১০, সৌভাগ্য ১১১, কর্ম্ম ও ভক্তি ১১১, সৎসংসর্গ ১১২, ১৩, নামাভ্যাধিকার ১১২, শ্রবণ ১১৪, কীর্ত্তন ১১৫, আমাদের কর্ত্তব্য ১১৬, জীবে দয়া ১১৮, শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ১১২৩, পূজাধিকার ১১২৪, ভক্তি না মুক্তি ১১২, গৌরভজন ১১২৬, গৌর-জন্মোৎসব ১১২৭, গুরুপূজা ১১২৯, ধামসেবা ১১৩০, ভাগবত-শ্রবণ ১১৩১, বিষ্ণু-স্মরণ ১১৩৩, সেবা ১১৩৪, মাধুকরী ১১৩৫, দৈন্য ১১৩৫, পাদসেবন ১১৩৭, গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম ১১৩৮, শক্তি-সঞ্চার ১১৪০, শুষ্কবিরাগ ১১৪১, শ্রীনাম ১১৪৪, কলিদোষ উপদেশ ১১৪৫, অর্চ্চন ১১৪৫, বন্দন ১১৪৬, বৈরাগ্য ১১৪৯, শরণাগতি ১১৪৭, চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাস ১১৪৭, দাস্য ১১৪৮, শ্রীপুরুষোত্তম মহোৎসব ১১৪৮, নামাভাস ১১৪৯, সখ্য ১১৪৯, পরলোক ১১৫০, আত্মনিবেদন ১১৫০, রাগ ও বিধি ২১১, ভগবৎ প্রসাদ (ইহাতে প্রসাদ সেবার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে) ২১৩, তৃণাদপিসুনীচ ২১৪, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ২১৫, ভক্তিপথে বিঘ্ন ২১৫, কীর্ত্তনে বিজ্ঞান ২১৮, মঠের উৎসব ২১৭, দীক্ষিত ২১৮, কাশীতে বক্তৃতা (মায়াবাদ-খণ্ডনমুখে শুদ্ধভক্তি স্থাপন) ২১৮, আত্মসমর্পণ ২১৯, পথিকের উপলব্ধি ২১৯, অদ্বৈতবাদ ও নিঃশ্রেয়ঃ ২১৯, বিরোধভঞ্জন ২১১১, গুরুকরণের আবশ্যকতা ২১১২, গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী ২১১৩, তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তনীয় কিনা ? ২১১৯, লৌকিক ও অপবর্গ্য ধর্ম্ম ২১২১, গুরুসেবা ২১২৩, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনের আবশ্যকতা ২১২৭, কলিতে সন্ন্যাস ২১২৯, শ্রীকৃষ্ণজন্ম ২১১, শ্রীগৌরজন্ম ২১৩০, শ্রীধাম-পরিক্রমা ২১৩১, সার্ব্বজনীন ২১৩২, ৩৪, অভিভাবন (ব্যতিরেক ভাবে ভক্তির সংস্থাপন) ২১৩২, অর্চ্চনাধিকার ২১৩৫, ষষ্ঠ মহাবাদশী ২১৩৬, বৈষ্ণবাচার ২১৩৬, তৃণাদপি শ্লোক ২১৩৭, হরিকথা ২১৩৯, ভগবানের ভোগ্য কি ২১৩৯, প্রহ্লাদের উপদেশ ২১৪৩, ৪৫, জীবের নিত্যধর্ম্ম ২১৪৫, শুচিতামার্জ্জন ২১৪৬, বৈরাগ্য ২১৪৬, ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক ৩১৩, প্রভুর প্রচার ৩১৪, জগৎ কাহার ভোগ্য ৩১৪, হরিভজন ৩১৮, মুগধর্ম্ম ৩১৯, ভক্তের অঙ্গ (সাধুসঙ্গ) ৩১৯, শিক্ষা ৩১০, উপাদনা ৩১০, দেওয়ানী (দীক্ষাবলী) ৩১১, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ৩১৪, ১৫, ১৭, অভিধেয়-বিচার ৩১৭, মুক্তি পিশাচী কেন ৩১৮, সেবা ও কৃপা ৩২২, রোগ, ভোগ ও যোগ ৩২৫, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ৩২৭, ৪২৮, বৈরাগ্য ৩২৯, শ্রীপুরুষোত্তম-উৎসব ৩৩৪, শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার মর্ম্ম ৩৩৬, ভগবান্‌ই একমাত্র ভজনীয় বস্তু ৩৩৮, সেবাই শোভা ৩৩৯, ঠাকুরের বক্তৃতার মর্ম্ম ৩৪০, দুটী স্রোত (অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার) ৩৪৪, স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম ৩ ৪৭, নিষ্কপট কীর্ত্তনানুরাগী ৩৪৮, অদ্ভুতপূর্ব্ব আবিষ্কার ৪১১, কেন ভজন হয় না ৪১১, ২, চরম শ্রেয়োলাভ ৪১১, ২,

১, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১, ১২, শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক (আমার নিত্যবৃত্তি-বিষয়িণী আলোচনা), ৪।৩ নামকীর্ত্তন ৪।৪, সময় নাই ৪।৫, শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক ৪।৭, ১৪, (নামকীর্ত্তন সম্বন্ধে) ৪।১৬, ২১, ২৫, ৩২, ৩৯, (রাধা-সেবা-সম্বন্ধে) পূজা ও সেবা ৪।৮, গোবর্দ্ধন-পূজা ৪।১০, দুই ভিখারী (আত্মসমর্পণ-বিষয়ক প্রবন্ধ) ৪।১১, শ্রীশ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে মহা-মহোৎসব ৪।১৪, দয়া না সেবা ৪।১৫, সাহিত্য ও ভগবদ্ভক্তি ৪।১৫, গুরুভক্তি ৪।১৮, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ৪।১৮, সারকথা (নাম সম্বন্ধে) ৪।২২, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৬, পাঠকগণের প্রতি ৪।২২, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব ৪।২২, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীনাম-যজ্ঞ ৪।২২, গৌড়ীয় দুর্ব্বোধ কেন ? ৪।২৪, ভক্তি কুসুমাঞ্জলি ৪।২৬, সাধু সাবধান (ভক্তগণের আচরণীয় প্রচার্য্য বিষয়) ৪।২৭, ব্যাস-পূজা ৪।২৯, প্রাপ্ত প্রবন্ধ (বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি ? গৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয়, শিক্ষা সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত, দীক্ষা গুরু সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠক ও কথক সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের উপদেশ, লীলারস কীর্ত্তন সম্বন্ধে গৌড়ীয়ের মত) ৪।৩১, আমাদের বক্তব্য ৪।৩২, বিগ্রহ মহা-মহোৎসব ৪।৩৩, আত্মরক্ষা ৪।৩৬, উপায়-সংগ্রহ ৪।৩৮, শ্রীল ঠাকুরের কীর্ত্তন (পত্রিপ্রশ্ন) ৪।৪৩, শ্রীপুরুষোত্তমষষ্ঠোৎসব ৪।৪৭, চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ৪।৪৮, নগর সংকীর্ত্তন ৪।১, মঙ্গলাচরণ ৪।১, মানস-পূজা ৪।২, পরমহংস ঠাকুরের উপদেশ (গুরু-করণ সম্বন্ধে) ৪।২, ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক (নামগ্রহণের অনুকূল বিষয়ে) ৪।৩, ৫, ১১, ৩৪, ৩৫, ধ্যান ও সংকীর্ত্তন ৪।৪, গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব ৪।৬, মুক্তি ও ভক্তি ৪।৮, সারকথা ৪।৭, মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় ৪।৯, মধ্বাচার্য্য-আবির্ভাব মহামহোৎসব ৪।১১, প্রার্থনা-বিবৃতি ৪।১৩, ১৪, ১৫, বিগ্রহ মহামহোৎসব ৪।১৪, শ্রীসরস্বতী ৪।২৫, নামযজ্ঞ ৪।২৬, প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলি ৪।২৭-২৮, শ্রীব্যাস-পূজা ও মহামহোৎসব ৪।২৭-২৮, শিবরাত্রি ব্রত ৪।২৯, চরিতামৃত শিক্ষা ৪।৩০, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহামহোৎসব ৪।৩১, দীক্ষা বা বিবাহ ৪।৩২, শ্রীচৈতন্যলীলাশিক্ষা ৪।৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪০, রূপদর্শন ৪।৩৭, গৌড়ীয়ের ভিক্ষা কি ? ৪।৪০, শ্রীঠাকুরের পত্রাবলী ৪।৪, (নামগ্রহণ-সম্বন্ধে) ৪।২৭-২৮, ৩২, ৩৫

প্রশ্নোত্তর

(উপায়-স্বরূপ অর্থাৎ সম্বন্ধ-পূজা—এই সাধনভক্তির অন্তর্গত) ১।১৮, ৩২, ২।১১, ১৭, ১৮, ২৮, ৩২, ৪।৩৭, ৪৮, ৫।৩, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৯, ২১, ২৪, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৭, ৪৮, ৪৯

(৪) ফল-স্বরূপ

পরমার্থ ১।২, সাধ্য ও সিদ্ধতত্ত্ব ১।১৯, রস ১।২০, পরমার্থ ও জাতি ১।৪৩, ভাব ২।১৯, প্রেমস্বরূপ ২।৩০, প্রেমে বশ্য ৩.২১, স্বকীয় ও পরকীয় ৪।৫, সুখ কি ৪।৩৭

(৫) বিরোধী-স্বরূপ

পরমার্থে ভেকাল (উপায়-স্বরূপ-বিরোধী) ১।১, মধুর লিপি (উপায়-স্বরূপ-বিরোধী) ১।২, ও কুতর্ক-পাঠক (পরস্বরূপ-বিরোধী) ১।২, আমার চশমা ১।৩, ছুনি-য়ার দৌড় (স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ ও উপায়স্বরূপ-বিরোধী) ১।৫, যে দিকে ধাতাস (উপায়-স্বরূপ-বিরোধী) ১।৬, আর্ত্তের কাণ্ড (উপায়স্বরূপ-বিরোধী) ১।৭, কলির আত্মকাহিনী ১।৮, হরনাথ কে ? (সম্প্রদায়-বৈভববিরোধী) ১।৮ ও ১।১৫, স্বরূপ-ভ্রম (স্ব-স্বরূপ-বিরোধী) ১।৮, মায়াবাদীর উক্তি ১।৯, কে চোর ? ১।১১, দম্ভ-বর্জ্জন ১।১১, কুতর্ক-প্রোতা (স্বস্বরূপ-বিরোধী) ১।১৩, আসুরিক প্রবৃত্তি ১।১৪, বহুবীহির বাদ ১।১৫, নামাপরাধ ১।১৬, ৪৭, সাধু-নিন্দা ১।১৭, সংস্কৃতে কথা ১।১৭, ইহারা কে ? ১।২০, বিষ্ণু-নিন্দা ১।২১, অযোগ্য সন্তান ১।২৩, অশুদ্ধ দীক্ষা ১।২৩, অনাত্মজ্ঞান ১।২৪, গুরুনিন্দা ১।২৬, ধাপ্পা ও ভাঁওতা ১।২৮, অবৈধ দানে ১।২৯, প্রচারে ভ্রান্তি ১।৩০, হিংসা পশু (স্বস্বরূপ বিরোধী) ১।৩১ ; আহ্বে অধিকার (উপায়স্বরূপ-বিরোধী) ১।৩২, মৎসরতা ১।৩৪ ; ব্যবহার ১।৩৬, কমি না ১।৩৭, কপটতা ১।৪০, অত্যাহার ১।৪০, প্রয়াস ১।৪১, প্রবন্ধ ১।৪২, নিয়মাগ্রহ ১।৪৭, কুগুরু ১।৪৩, কীর্ত্তনে ঔদাসীন্য ১।৪৪, জীবহিংসা ১।৪৪, কলি (স্বরূপ-বিরোধী) ১।৪৫, সমালোচনা ১।৪৬, কলির বিক্রম ১।৪৮, ইহলোক ১।৪৯, কুসঙ্গিৎ ভজন ১।৪৯, অনয়জ ১।৪৯, বৈষ্ণব-অপরাধ ১।৫০, লোভা ১।৫০, বর্ণাশ্রমিমান (স্বস্বরূপ-বিরোধী) ২।২, নাগরীয় প্রশ্নোত্তর (উপায়স্বরূপ-বিরোধী) ২।২, গুরুত্যাগ (পরস্বরূপ-বিরোধী) ২।৫, কাম (ফলস্বরূপ-বিরোধী)

২।৫, বোধ চতুষ্টয় ২।৭, ক্রোধ ২।৯, শারদীয় পূজা (উপাদ্যস্বরূপ-বিরোধী) ২।১১, দুর্গাপূজা ১।৫, সমন্বয় ২।১২, সমালোচনা ২।১৩, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি ২।১৪, লোভ ২।১৪, মনোধর্ম্ম ২।১৮ ও ৫০, সমালোচনা (অসমত-নিরসন) ২।২২, জাতিবুদ্ধি (স্বরূপবিরোধী) ২।২৫ ও ২৬, কালধর্ম্ম ২।৩২, সূত্রবিন্যাস ২।৩৮, কীর্ত্তন-বিরোধ ২।৩৮, মৎসরতা ২।৪০, প্রতিবাদ ২।৪০, অভিমান ৩।২ ও ৭, মোহ ৩।৭, গৃহব্রত ৩।৭, জিহ্বাবেগ ৩।৯, সমালোচনা (স্বরূপ-বিরোধী) ৩।১২, দুঃসঙ্গবর্জ্জন ৩।১৪, ব্রহ্মচারীর আলাপ (ভক্তিপ্রতিকূলমত খণ্ডন) ৩।২৭, কুতর্কের সদুত্তর (তার্কিকগণের দুষ্টমত খণ্ডন) ৩।৩২ ও ৩৩, গুরুক্রিয়া (পরস্বরূপ-বিরোধী) ৩।৪০, কর্ম্মচক্র ৩।৪৩, শাস্ত্রবাক্যের ব্যভিচার ৩।৪৪, সর্ব্বদেবৈক্য বাদ (বহুশ্বর-বাদ খণ্ডন) ৩।৪৫, গৌড়ীয়ের কথা (প্রতিকূল-মতবাদ খণ্ডন) ৪।২, আত্মবঞ্চনা ৪।২, হরিভজন হ'ল না ৪।৩, বঞ্চক ও বঞ্চিত ৪।৪, ভজনের শত্রু কে? ৪।৫, অনধিকার চর্চ্চা (মায়াবাদ নিরসন) ৪।৫, ভ্রমপূর্ণনব্যগ্রন্থের সম্বন্ধভ্রমপ্রদর্শনী (এই প্রবন্ধে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তদর্পিনী-নামক একটী ভ্রমপূর্ণ ঐতিহ্য গ্রন্থের সমালোচনা—গুরুসম্প্রদায়-বৈভব-বিরোধী) ৪।৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ৩৪, ৪৩, ঠাকুরের কীর্ত্তন (গৌরনাগরী, কর্ত্তাভজা, গুরুভজা প্রভৃতি অসমত-খণ্ডনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধমতস্থাপন) ৪।৮, কোমলিপিতে সিদ্ধতারোপ (সম্প্রদায়বৈষ্ণব-বিরোধি মতবাদ খণ্ডন) ৪।৯, বঞ্চক-বৈষ্ণব (স্বরূপ বিরোধী) ৪।১১, সমালোচনা (পরস্বরূপ-সম্বন্ধে বিরোধি-মতবাদ খণ্ডন) ৪।১১, ১২, সাময়িক প্রসঙ্গ (এই প্রবন্ধে নাম-সংস্কার বা গুরুপ্রদত্তভক্তিসূচক নাম বা উপাধি-বিরোধিমতবাদ-খণ্ডন) ৪।১৩, প্রাকৃত সহজিয়া ৪।১৩, বিবর্ত্তনিরাস ৪।১৪, ১৬, সহজিয়ার আর একটী চিত্র ৪।১৪, সহজিয়ার অসৎচেষ্টা ৪।১৫, প্রেরিত পত্র (ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-জন্য যে-সকল কুমত প্রতিষ্ঠা-প্রিয় ব্যক্তিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা খণ্ডনপূর্ব্বক শুদ্ধমত স্থাপন) ৪।১৬, নব্যমতবা মনোধর্ম্ম খণ্ডন ৪।১৭, আমার নির্জ্জন ভজন ৪।১৭, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিপন্ন (শ্রীবিগ্রহ ও বৈষ্ণবসম্বন্ধে সার্ব্বসাধারণানুকূল মত খণ্ডন) ৪।১৮, সাধারণ ভুল ৪।১৯, অনুভোগসন্দিগ্ধ ৪।১৯, ভ্রমনিরাস বর্ত্তিকা ৪।১৯, ২১, দুঃসঙ্গে অসদুযোগ ৪।২০, কলিবৈরী (বৈষ্ণব-গ্রন্থের অপ-সিদ্ধান্তপূর্ণ বিকৃত ব্যাখ্যাবাদ খণ্ডন) ৪।২০, ২১, ২৩, ২৪ ও ২৭, কুতর্কভেদিকা ৪।২১, ২২, ভঙ্গবিপ্র ৪।২২, লিপীলিকা পন্থতি ছিদ্রম্ ৪।২২, অনবিষ্ণা ভয়ঙ্করী (ভাগবতের বিকৃত অর্থবাদ খণ্ডন) ৪।২২, ২৪ জাতি-সামান্যবাদ ৪।২৩, জগৎ চায় কি? ৪।২৪, গৌড়ীয়-কুল ও গৌড়ীয় (গৌড়ীয়-মত-বিরুদ্ধ কতিপয় মতের খণ্ডন), ৪।২৭, কৃষ্ণ-ব্যবসায় ৪।২৯, সম্পাদকীয় মন্তব্য (সাধারণের গৌড়ীয়ের ধারণার প্রতিকূলমতবিষয়ক অভদ্রতার খণ্ডন) ৪।৩০, সাময়িক প্রসঙ্গ ৪।৩১, পতিতবাদ (আচার্য্যগণের বিরুদ্ধে কোন নাস্তিকের মতবাদ খণ্ডন) ৪।৩২; অশ্রৌত দর্শন ৪।৩৮, গৌরনাগরীর পৌত্তলিকতা (নাগরী-মতবাদ খণ্ডন) ৪।৩৯, আমার দুর্দ্দৈবের কথা (ভজন-প্রতিকূল মত অবলম্বনে) ৪।৪০, জাতি গোস্বামিবাদ খণ্ডন ৪।৪২, সাময়িক প্রসঙ্গ (গোবিন্দ দাসের কড়চানামক সম্প্রদায়-বিরোধী জাল পুঁথি সম্বন্ধে) ৪।৪৪, গোস্বামী ও জাতি গোস্বামী (জাতি গোস্বামিত্ব খণ্ডনপূর্ব্বক শুদ্ধ গোস্বামিত্ব সংস্থাপন) ৪।৪৪, সম্পাদকীয় মন্তব্য (সম্প্রদায়-বিরোধী কোন নাস্তিকের সম্বন্ধে) ৪।৪৫, সাময়িক প্রসঙ্গ (নৈষ্কর্ম্যবাদ খণ্ডন) ৪।৪৬, ৪৭, চঙ্গবাদ (শ্রীনাম-প্রচার সম্বন্ধে বিরোধি-মতবাদ খণ্ডন) ৪।৪৮, শ্রীল পরম-হংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক (শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদুপদেশ-সম্বন্ধে দুষ্টমতবাদ খণ্ডন) ৪।৪৮, অদ্ভুত দীপো বহিরন্ত ধীতম্ (জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্তগ্রন্থ-বিষয়ে বিরোধিমতের আলোচনা) ৪।৪৯, বুকশি নারদেরা: (গুরু-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, গুরুসেবে মনুষ্য-বুদ্ধি প্রভৃতি মতবাদ খণ্ডন) ৪।২, সম্পাদকীয় মন্তব্য (সম্প্রদায়বিরোধী জাল পুঁথি সম্বন্ধে) ৪।৪, সন্দেহ-নিরসন (পরস্বরূপ শ্রীমতী রাধিকা সম্বন্ধে) ৪।৫, ভবানী-ভর্ত্তা ৪।১৭, সহজ ও কৃত্রিম ৪।১৭, সমালোচনা (সমন্বয়বাদ-নিরসন) ৪।১৭, গৌরনাগরী পৌত্তলিক কেন? (নাগরী-মতবাদ নিরসন) ৪।১৮, গৌরনাগরী গৌরভোগী কেন? (নাগরী-মতবাদ নিরসন) ৪।১৯, গৌরনাগরী ভেদবাদী কেন? ৪।২০, কুরাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর (শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে অসমত নিরসন) ৪।২০, ২২, ২৩, ৩৭, ও ৩৪, গৌরনাগরী লীলাবিনাশিনী কেন? ৪।২১, গৌরনাগরী অর্থপরাধী কেন? ৪।২৩, গৌরনাগরী রসকবান্ধ কেন?

৪।২৪, ৬০ বঙ্গ ।৮ (সংক্ষেপে গৌরনাগরী মতবাদ নিরসন) ৪, ৮, সহরিয়া (সহজিয়ামত নিরসন) ৪।২২, বিলাসিপ্রায় দর্শনাদি (নবীনানাগরীবাদ নিরসন) ৪।২৪, দর্শনে ভ্রান্তি ৪।৩৮, ফাজিলামি কেন ? ৪।৩৯, সভোর ঘোষণা ৪।৪১, আমোদ চুর্ণ্ডি ৪।৪৪, আমি তোমাটে থাকিব (জাতিসামান্যবাদ) ৪।৪৫, মৎসরতা ভক্তি নহে ৪।৪৬, কল্যাণ-কামনা (বৈষ্ণবধর্ম্ম বিরোধী স্মার্ত্তধারণা-মূলে বিষ্ণু-মন্ত্রবাদ নিরসন) ৪।৪৭, জাকাবোকার বকুনা (বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধী সম্প্রদায় সম্বন্ধে) ৪।৪৯, ভজনের মূল প্রতিবন্ধক কি ৪।৫৮ ? শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী (কোন ভক্ত নামধারী বৈষ্ণবদিষ্টি সম্বন্ধে) ৪।৩২

(ক) বিজ্ঞান ও দর্শন

(ইহাকে উপায়-স্বরূপের অন্তর্গত করা যাইতে পারে)

অপ্রাকৃত দর্শন ও অধোক্ষজজ্ঞান ১।৭, বৃন্দাবন দর্শন ১।১০, বৈষ্ণব-দর্শন ১।১৮, ভগবজ্জ্ঞান ২।২, সিদ্ধান্ত ২।১০, পরমাণু-বিচার ২।১২, অর্থ পঞ্চক ২।১৫, ১৬, তত্ত্বাভাস ২।১৬, ১৭, প্রতিনিধাষণ ২।২৮, সুদর্শন ২।৩৪, অন্বয়জ্ঞান ২।৩৮, ৩৯, দর্শন ২।৪১, ৫২, আস্তিকতা ৩।৪, ৬, সাংখ্যদর্শন ৩।১২, বুদ্ধিতত্ত্ব ৩।১৪, প্রাকৃত জ্ঞান-বিচার ৩।১৬, ঠাকুরের বক্তৃতার মর্ম্ম ৩।২০, পারমার্থিক প্রসঙ্গ (প্রত্যক্ষ পরোক্ষ, অপরোক্ষ ও অধোক্ষজবাদ) ৩।২০, পরমহংস, ঠাকুর ও ব্রাহ্মধর্ম্ম ৩।৩৭, বৈশেষিক দর্শন ৩।৪৭, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ৩।৪৮, বিচারভেদ ৪।৩, পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক ৪।৬, ঠাকুরের কীর্ত্তন (সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়ক) ৪।৯, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ৪।১৭, শ্রীব্যাসপূজায় অভিভাষণ ৪।২৬, বেদান্তাচার্য্যের সিদ্ধান্ত (গুরুপাদাশ্রয়-সম্বন্ধে) ৪।৫, সুসিদ্ধান্ত-সমালোচি ৪।১৬, ১৭, ১৮, ২১ ও ২৩, শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ ৪।২৭ ও ২৮ ।

(খ) সম্প্রদায়-বৈভব ।

আবার কেন ? ১।১, ভক্তাবির্ভাব—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১।৩, শ্রীজীবগোস্বামী ১।৪, গৌড়ীয়ে প্রীতি ১।৫, বেদান্ত পূর্ণভাষ্য ১।৫, সেকাল ও একাল ১।৭, মাধব-জন্ম-তিথি ১।৯, অপ্রকট তিথি ১।১০, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ১।১৫, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১।১৮, ধর্ম্ম সম্প্রদায় ১।২১, শ্রীধরস্বামী ১।৩৫, নারদচরিত ১।৩৭, পরীক্ষিৎ ১।৩৮, অপ্রকট তিথি ১।৪৬, আবির্ভাব তিথি ২।৬, অজের ভগবান (শ্রীধর) ২।৪১, ৪৪, শ্রীগোপাল ভট্ট ৩।১, ৩ ও ৫, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ৩।৫, ৬, ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক (মন্ত্রধ্বনি সম্বন্ধে) ৩।১০, ১৪ ও ১৫, শ্রীকুলশেখর ৩।১১, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী ৩।১৩, ১৪, পরিক্রমার প্রস্তাবিত তালিকা ৩।২২, গৌড়মণ্ডল ৩।২৩, শ্রীগৌড়মণ্ডল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন ? ৩।২৪, আচার্য্যাশ্রয়নে (শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ডায়েরী) ৩।২১, ২৩, ২৫, ২৩, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৪, ৪৮, ৪।৫, ৬, ৮, ১১, ১৪, ২১, ৩৭, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, শ্রীশ্রীধাম প্রচারিণী-সভা ৩।৩২, প্রচারের ডায়েরী ৩।৪১, ৪২, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ ৩।৪৪, সর্ব্বজ্ঞ-বেশ ৩।৪৬, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীঅপরাধি ৪।১, আমার প্রভুর কথা ৪।২, গণোদ্ধী পরমহংস ঠাকুর ৪।২, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ৪।৩, রূপ গোস্বামী ৪।১০, শ্রীল গৌরকিশোর ৪।১১, বাউলিয়া বিশ্বাস ৪।২, পারমার্থিক গৌড় ৪।১, ২, ৩, ৪, ১৬, ৩১, ৩৮, ৩৯ ও ৪০, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ৪।৩, ভগবান আচার্য্য ৪।৫, আলালনাথ ৪।৫, বাটীরমাতা ৪।৫, গৌড়ীয় মঠ কি করেন ? ৪।৬, শ্রীজীব ৪।৬, ভক্তিবিনোদাবির্ভাব ৪।৬, সীতাবির্ভাব ৪।৬, বিরহস্মৃতি (শ্রীল গৌরকিশোর পরমহংস-বাবাজী) ৪।১৩, অধিবেশন-বিবরণী ৪।৩১, গৌরপদাঙ্ক-পূতস্থান তালিকা ৪।৩৬, শ্রীমদ্বিত্যানন্দ পর্য্যটিত তীর্থ ৪।৩৮, পরাবিদ্যাপীঠ ৪।৪২, শ্রী। ঠাকুরের পত্রাবলী ৪।১৪, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ৩৬, ৩৭ ও ৪৬

(গ) স্মৃতি

সদসদাচার (স্মৃতিবিষয়ক আলোচনা) ১।১০, দীক্ষাবিধান (স্মৃতিবিষয়ক আলোচনা) ১।১৪, সদাচারস্মৃতি ১।১৬, পঞ্চ-রাত্র ১।১৭, নিগম ও আগম ১।১৭, তৃতীয় জন্ম (স্মৃতিবিষয়ক আলোচনা) ১।২৮, প্রায়শ্চিত্ত (স্মৃতিবিষয়ক আলোচনা) ২।৪০, শ্রাদ্ধতত্ত্ব ৩।১৪, বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ ৪।২৫, শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী (স্মৃতি অর্থাৎ চাতুর্ম্মাস্য, ঊর্জ্জাব্রত পালন সম্বন্ধে নিয়মোপদেশ) ৪।৩২

(ঘ) সমাজ ও বর্ণাশ্রম

সামাজিকভেদ ১।১১, চাতুর্গোত্র ১।১২ বর্ণাশ্রম ১।১৯ পরিচয়ে জাত্র ১।২০, বংশপ্রণালী ১।২৪, লোকবিচার ১।২, বৈদ্য ব্রাহ্মণ ১।২৯, সমাজ ও ধর্ম্ম ১।৩১, ব্রাহ্মণ ক্রব ১।৩১, একজাতি ১।৩২, নাস্তিক ১।৩২, ভিক্ষোপজীবিকু-নীতি ১।৮, বর্ণাশ্রম ১।১০, বর্ণাশ্রম বিধি ২।৬, দৈব বর্ণাশ্রম ২।৭, বেদে

বর্ণ-বিধান ২।৮, বংশ ও পরিধান ২।৯, চাতুর্ব্বর্ণ্য ২।১৮, ১৯, জবালা-কথা ২।১৯, ২১ সামাজিক অহিত ২।২০, ব্রহ্মচর্য্য ২।৪১, আশ্রমধর্ম্ম ২।৪২, গৃহস্থ ৩।১, বানপ্রস্থ ৩।৩, চতুর্থাশ্রম ৩।৫, দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ৩।১০, বৈশ্য ধর্ম্ম ৩।১৬, বিদগ্ধ ৪।১০

(ঙ) ঐতিহ্য

এ কেমন পাগল (সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিষয়ক) ১।৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪৪, ৪৭ ও ৪৮, পূতনা ১।১০, দেবানন্দের কথা ১।১১, অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা ১।১৩, তৃণাবর্ত্ত ১।১৪, শকটভঙ্গ ১।১৫, যমলার্জ্জুন ১।১৬, বৎসাসুর ১।১৭, বকাসুর ১।২৯, ৩৯, ধ্রুব ১।৩৯, কপিল-দেবহূতি সংবাদ ১।৪০, পৃথুপাখ্যান ২।৩, হরিশরণ গুরু-গৃহে (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বিষয়ক ২।১০, ১৮, ২২, ২৭ ৩৩, ৩৫, ৪৩, ঋষভদেবের কথা ২।৪২, অঘাসুর ২।৪৭, দক্ষ ও শিব ৩।৪২, ভরত ও রন্তিদেব ৪।৯, দ্বাদশবৈষ্ণব (স্বয়ম্ভু) ৪।১৭, নারদ ৪।১৮, ১৯, ২১ ও ২২, শম্ভু ৪।২৩, কুমার ৪।২৪, ৪।২৫ ও ৩৬, কপিল ৪।৩৭, ৩৮, মনু ৪।৪০, প্রহ্লাদ ৪।৪১, ৪৩ ও ৪৮, পঞ্চাবতী ৫।৪, জনকরাজ ৫।৫, ভীষ্মদেব ৫।৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ৩৮, ৩৭, ৪২, ৪৪ ও ৪৮,

(চ) সাহিত্য ও কাব্য

গৌড়ীয় মঠ কি করেন? ৫।৬, প্রপত্তিপ্রার্থনাঞ্জলি ৫।২৭-২৮, সাময়িক প্রসঙ্গ ৫।৪৯, বর্ষশেষে নিবেদন ৫।৫০

আমি চাই শুধু বঞ্চনা

'আমি চাই কি?' —এ কথাটি একবারও ভেবে দেখেছি? যেখানে সেখানে কিন্তু গানের ফোয়ারা উঠাইয়া—সুরের লহরীতে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া প্রাণমাতান উদাত্ত সুরে গাহিয়া থাকি—

'আমি আর কিছু ধন চাই না হরি!
(কেবল) তোমার ঐ রাঙ্গাচরণ ভিখারী॥'

কখনও বা দশজনের নিকট ভক্ত ব'লে প্রচারিত হ'বার জন্য বৈষ্ণব-বন্দনার সুরের অনুকরণ ক'রে ব'লে থাকি—

'অমায়ায় কর কৃপা বৈষ্ণব ঠাকুর।'

আমি কতটুকু তাঁর 'চরণ' চাই, তাহার একটুকু আভাস মাত্র বুঝিয়ে দিবার জন্য যখন শ্রীহরি তাঁর গচ্ছিত ধন-জনের কিয়দংশ হরণ করতে প্রস্তুত হন, অথবা যখন অহৈতুক-কৃপাময় ভক্তিভক্ত-বৈষ্ণব আমি কতটুকু 'আমায়' চাই, আমার নিকট ব'লে দেওয়ার জন্য আমার নিকট হইতে সত্য কথা শুনবার একটু সময় ভিক্ষা করেন, আমাকে শ্রীহরির ধন-জনের কিয়দংশ হরিসেবায় নিযুক্ত করবার বুদ্ধি প্রদান করেন, তখন কিন্তু আমার প্রাণমাতান উদাত্ত সুর থেমে যায়, বৈষ্ণব-বন্দনার সুরটীও আমার জনগিরি-গহ্বরে ধ্বনায়িত বৈষ্ণববিদ্বেষ বহ্নির হেতু-রূপে পরিণত হয়। তাই বলছিলাম—'আমি চাই শুধু বঞ্চনা'।

হরিভজন করতে এ'লেও অথবা আর একটুক্ খাটি কথায় বলতে গেলে হরিভজনের অভিনয় দেখাতে এ'লে আমার যে পদে পদে বঞ্চিত হ'বার যোগ্যতা র'য়েছে, সে কথা আমি চিন্তা করি কি? আমি সে কথা চিন্তা করবার অবসর পাই না। আমার ধর্ম্ম ক'রবার প্রবৃত্তি কিরূপ জান? আমি মনে করি, যদি আমি একটা বর্ণের আবরণ না নেই, তা' হ'লে যে আমার সম্মান প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হয় না। খোল-দোষাকী ধর্ম্ম করতে গিয়ে দশটা বড়লোকের সঙ্গে আলাপ হ'বে—খাতির হবে, সে সুযোগে যদি আমি আমার নাম কিনে নিতে পারি, তবে মন্দ কি? এরূপ আমার ধর্ম্ম।

আবার কেউ যদি আমাকে আমার এ সকল গলদ-গুলি জানিয়ে দেয়, তখন তা'কে বলি, কেন কৃষ্ণই যে বলেছেন,—'আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব? স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব'। সুতরাং আমি ঐ পরাবের সুযোগ নিয়ে ফাঁকাবোকা সেজে খুব বিষয় ভোগ চালা'তে থাকি। আমি যখন মূর্খ, তখন ত' আমি বিষয় চাহিব-ই, কৃষ্ণের কাজ আমাকে রক্ষা করা। আমি বঞ্চিত হ'তে চাই ব'লে আমার কপটতা আমি ধরতে পারি না। আমি ফাঁকাবোকা সেজে বুঝি না যে, নিকপট ব্যক্তিকেই ভগবান্ কৃপা করেন। ধ্রুব ও' আর আমার মত কপটতা করে, যেন তেন প্রকারেণ বিষয়

ভোগ চালাইব—এইরূপ চরিতসন্ধি নিয়ে পদ্মপলাশলোচন হরির কাছে যাব নাই ; সে ত সরলভাবে বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তুর কথা কিছু না জেনে বিষয়ের অনুসন্ধান কচ্ছিল ; আর আমি যে জেনে শুনে ফাঁকাবোকা দেখেছি। অন্তরে মহাপণ্ডিত অভিমানটী বজায় রেখে কপটতা ক'রে স্বার্থসিদ্ধির জন্য 'মূর্খ' সাজ্‌ছি। তাই বল্‌ছিলাম,—আমি চাই শুধু বঞ্চনা।

আমার বয়স হ'য়েছে, চুলগুলো একটী একটী ক'রে সব পেকে গিয়েছে, দাঁতগুলো সব নড়ে গিয়েছে, তখন যদি কেউ আমাকে হরির কথা ব'লে, তখন আমি উহাকে 'হরিকথা' ব'লে শুনবার যথেষ্ট উৎসাহ দেখাই। কেন না, এই বৃদ্ধ বয়সে যখন ইন্দ্রিয়গুলি সব শিথিল হ'য়ে পড়েছে, তখন ত' আর কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি দ্বারা ভোগ করা যাবে না। এখন যদি সেই ইন্দ্রিয়গুলি ভোগবৃত্তির ক্ষতিপূরণটা রসায়ন ব্যাখ্যা শুনে মুখে-আসলে আদায় ক'রে নেওয়া যায়, তবে মন্দ কি? কিন্তু যদি কোন সাধু কোন সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বকথা কীর্ত্তন করেন, সে সময় আমার উৎসাহ থাকে না ; তখন বলে থাকি,—এখন কি আর আমাদের সময় আছে, ছেলেপিলেদের উৎসাহ আছে, তারাই হরিকথা শুনতে পারে, ও সব তত্ত্বকথা মনে রাখ্‌তে পারে। কিন্তু যদি আমার ছেলেটী সাধুর কাছে হরিকথা শুনতে যায়, তখন বলি, ঐ সাধুর আমার ছেলের উপর নজর পড়েছে। এখন কি ওদের ধর্ম্মকর্ম্মের সময় এখন লেখাপড়া করবে, মানুষ হবে। ছেলের যৌবনকাল বলি,—এখন ঘর-সংসার করবে, পয়সা আনবে, সংসার করা একটা বড় ধর্ম্ম, ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা করার মত আর ধর্ম্ম নাই। আর 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ'। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা মাতাকে ছেড়ে আবার ধর্ম্ম কোথায়? 'পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ' এই ত' শাস্ত্রের কথা। কিন্তু সাধু যখন বলেন, মশায়, আপনি ত পঞ্চাশ পার হয়েছেন, তখন কিন্তু বলি,—'রেখুন, এখন কি আর ছেলেপিলেদের মত উৎসাহ আছে'! তা'হলে দারাজীবনের মধ্যে আমার নিজের হরিভজনের কোন সময় হলো না, তবে অপরকে হরিভজনে বাধা দিবার সময়টী বেশ ছিল এবং এই বৃদ্ধ বয়সেও অন্য কোন উৎসাহ থাকুক বা না-থাকুক, যারা সত্যি সত্যি হরিভজনের দিকে যেতে চায়, তা'দিগকে বাধা দিবার বেশ উৎসাহ আছে, তাই বল্‌ছিলাম—আমি চাই শুধু বঞ্চনা।

যখন আমি সংসারে প্রবেশ করি অনেক গুলো ছেলে-পিলের জনক হয়ে পড়ি, তখন ব'লে থাকি, ছেলেপিলেরাই ভগবান্ ; ভগবান্ আবার কোথায়? যখন স্ত্রীতে আসক্তি প্রবল হয়, তখন বলি, নারীজাতি ভগবানের শক্তি, শক্তি পূজাই ধর্ম্ম। তখন ভবানী-ভর্ত্তা সেজে জগতের লোকের কাছে মিছা ধার্ম্মিক ব'লে পরিচিত হই। কখনও বা বলি, মাতাপিতাই ভগবান্ অর্থাৎ যখন যেগুলো আমার ভোগের প্রকরণ হয়, সেই সময় সেইগুলোই আমার বিচারে ভগবান্। যখন আবার স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা প্রভৃতি ছেড়ে একটুকু উদার ধার্ম্মিকের সঙ্গ লইয়া অধিক প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া পড়ি, তখন বলি,—'বহুরূপে তোমার সম্মুখে ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর, তখন 'ইউটিলিটেরিয়েন্' হ'য়ে বলি, বিষ্ণুর অর্চ্চা বিগ্রহগুলি উঠায়ে দিয়ে তৎপরিবর্ত্তে হাসপাতাল খুলে রোগীর পূজা করলেই অর্থ ও সময়ের সদ্ব্যবহার হয়। ভগবানকে খাট-পালঙ্কে না শোয়িয়ে রোগীর জন্য সেই খাট-পালঙ্ক ব্যবহার করলে অধিক কার্য্য হয়! তুলসী গাছে জল না দিয়ে সেই সময়টুকু যদি বেগুন গাছে জল দেওয়া যায়, তা হ'লে অধিক ফসল উৎপন্ন হ'তে পারে এবং অনেক মানুষ খেয়ে বাঁচিতে পারে। ঠাকুর পূজা না ক'রে যদি সেই সময়টী চরকায় সূতা কাটা যায় কিম্বা কৃষিকার্য্যাদি করা যায়, তা' হইলে জগতের অধিক কল্যাণ হ'তে পারে। আর হরিনাম কীর্ত্তন বা মহোৎসবাদিতে শক্তি ও অর্থ বৃথা ব্যয় না ক'রে যদি সেই শক্তি ও অর্থ বন্যা, দুর্ভিক্ষাদি নিবারণ বা দুঃখের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে সমাজের অনেক উপকার হয়। মায়াদেবী আমাকে এইরূপ ভাবে বঞ্চিত হইবার কত প্রকার যে বুদ্ধি প্রদান করেন, তা'র ইয়ত্তা নাই।

কারণ আমি চাই যে বঞ্চিত হ'তে। লক্ষ লক্ষ জন্ম ধ'রে—অনাদি কাল ধ'রে আমি বঞ্চিত হ'য়ে আস্‌ছি ; তাই বঞ্চিত হওয়ার ধর্ম্মটা আমার বর্ত্তমান বিকৃতগ্রস্ত স্বভাবের একটা অঙ্গের ধর্ম্ম হ'য়ে প'ড়েছে—আমার রক্ত-মাংসমজ্জাগত হ'য়ে প'ড়েছে।

আমি এইরূপ বঞ্চিত হওয়ার স্বভাব ও রোগাটা

নি'য়ে এই সুখ-দুঃখ-কণ্টময় মায়া-মরুতে প্রথম মুখেই শান্তি-মরীচিকার একটী মূর্ত্ত হ'য়ে পড়ি। এই মায়া-মরুটী ক্ষুদ্র নয়। কেউ বলেন,—চতুর্দ্দশ ভুবন, কেউ বলেন,—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত এর বিস্তৃতি। সুতরাং আমার মত শান্তি-সুখ-তৃষ্ণিকার অন্বেষণকারী অনেক মুসাফির এখানে আছে। আমি তাঁহাদিগকে আমারই সমধর্ম্মী ও সমধর্ম্মী জেনে তা'দের পরামর্শ নেই।

আমি তাঁহাদিগকে আমার বর্ত্ম-প্রদর্শক বা শ্রবণ গুরু ক'রে আমার দীক্ষা-গুরু বরণে কৃতসঙ্কল্প হই। অনেক সময়েই আমার এই গুরুবরণ কার্য্যটা একটা কালোচিত ফ্যাসানের অনুবর্ত্তন। জগতে যত বেশী বহির্ম্মুখ লোক অর্থাৎ যাঁহারা 'ভাগবতের মতে শুদ্ধ ভগবৎকীর্ত্তনে অযোগ্য—রসিক—মানে যাঁরা জগতের বিচারে কুলীন-পণ্ডিত-ধনী ঐশ্বর্য্যবান্, এক কথায় যাঁরা মহাপ্রভুর কথা অনুসারে ভগবানের অহৈতুক কৃপা হ'তে বঞ্চিত—তাঁ'রা যাকে সদ্‌গুরু, বৈষ্ণব, নিষ্কিঞ্চন, সাধু, গোস্বামী, মহাত্মা, রসিক, প্রেমিক, শুদ্ধ প্রকৃতি ব'লে ভোট দেন, গড্ডলিকা প্রবাহ-ন্যায়ের পক্ষপাতী আমি তাঁ'কেই আমার গুরু ব'লে মেনে নিয়ে—কার্য্যতঃ তাঁ'কে আমার ভোগ্য ক'রে পোষ পোষাকী ধর্ম্ম সভায় গি'য়ে বড়াই করি—আমি সদ্‌গুরু লাভ ক'রেছি। বহির্ম্মুখ বা ব্যবহারিক ভোট নিয়ে আমার পারমার্থিক গুরুর ইলেক্‌সন্ হয়। কিম্বা আমি এমন গুরু নির্ব্বাচন করি, যে নিজে বঞ্চিত এবং বঞ্চনাভিলাষী আমাকে বঞ্চনা কর্‌তে বিশেষ পটু। আমি জন্ম-জন্মান্তর হ'তে যে বঞ্চনার স্রোতে ভেসে আস্‌ছি, তা'তে যে আরও অধিক ক'রে ঘূর্ণিপাক এনে দিতে পারে, তা'কেই আমি আমার মনের মতন বিবেচনা করি। কেন না—'আমি যে চাই শুধু বঞ্চনা'।

যিনি আমার জন্ম-জন্মান্তর বহির্ম্মুখতার সমর্থন কর্‌তে পারেন, আমার খেয়ালের অনুমোদনকারী হ'তে পারেন, আমার 'প্রেয়ঃ'কে শ্রেয়ঃ বলে ব্যাখ্যা কর্‌তে পারেন, আমার কপটতাকে সোজামিল দি'য়ে সরলতা ব'লে চালিয়ে দিতে পারেন, তাঁকেই আমি পছন্দ করি। আমার এই পছন্দটী স্কুল-পালান-ছেলের নিজ বিচারে বা উৎসমধর্ম্মী অন্য ছেলে-গুলোর বুদ্ধি নিয়ে, অভিভাবক পছন্দ করার ন্যায় অথবা প্যাক্টিন্ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসক নির্ব্বাচনের ন্যায়। তাই বলিতেছিলাম—'আমি চাই শুধু বঞ্চনা'।

আর যদি আমাকে বঞ্চনা না ক'রে আমার ন্যায় ঘুঘুনো বা ঘেপে ঘুঘুনো ব্যক্তির মনে আঘাত দিয়ে আমার আড্ডা ভাঙ্‌তে চান, আমার মর্ম্মে আঘাত ক'রে আমার ঘেপে ঘুঘোনোর কপটতার গ্রন্থিটীকে ছিন্ন কর্‌তে চান, তাঁকে আমার পছন্দ হয় না। কারণ, 'আমি চাই বঞ্চনা।'

আমার এই বঞ্চনাভিলাষটী আবার লোকের নিকট ঢেকে রাখবার জন্য অর্থাৎ অপরকে বঞ্চনা কর্‌বার জন্য আমি ব'লে থাকি,—এঁরা বড় পর-চর্চ্চক, এঁদের কথা বাজে ছাড়া, এঁদের সঙ্গে কারো মত মেলে না। আমার ন্যায় বঞ্চনাপ্রিয় ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ—যাঁ'দের সংখ্যা রূপ-শিক্ষার মহাপ্রভুর প্রদত্ত সেন্‌সস্ ° অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই—এত অধিক সংখ্যক জীবের কেহই যখন ইহাঁদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে পছন্দ করে না এবং ইহাঁদের ভোট দেয় না, তখন আমি Vox-populiর কথা অগ্রাহ্য ক'রে—এদের কথাকে Vox Dei মনে কর্‌তে পারি না! তাই বলছিলাম, বঞ্চিত হওয়ার প্রবৃত্তিটী আমার অস্থি-মজ্জায় মি'শে গ'ড়েছে, ওটী ছাড়বার যো নাই। ওটী ইচ্ছে ক'রেই ছাড়্‌তে চাই না, তা হ'লে যে মুস্ক হ'য়ে পড়্‌ব। আমার সাধের বঞ্চনাপ্রিয়তা—যা'র সঙ্গ-সুখ আমি অনাদি কাল হ'তে ভোগ ক'রে আস্‌ছি, তা'কে বিসর্জ্জন দেওয়া কি দোজা কথা! বিষ্ঠার কৃমি বিষ্ঠা ছাড়া হ'য়ে থাকতে চায়? শূকররূপী ইন্দ্র শূকর যোনির অমেধ্য-ভোজন ছেড়ে অমেধ্য শূকরের পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'রে কি একমাত্র ব্রহ্মার কথা শুনতে চায়? ব্রহ্মাকে যে তখন শত্রু ভাবে, কারণ ব্রহ্মা

° এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ।
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ।
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর।
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিন্দক পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে।
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্ম-নিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ।
কোটি জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণ ভক্ত।

তা'কে লক্ষ্য না ক'রে প্রকৃত মিত্রের কাছ থেকে এসেছে; আর অসংখ্য শূকর তা'কে বঞ্চনা ক'রে—তা'দের রাজ্য চাড়া প্রভৃতির কথায় কাণ দিতে নিষেধ ক'রে অসংখ্য মিত্রের বেশে শত্রুর কাজ করছে। তাই বলছিলাম, প্রতি পদে পদে 'আমি চাই শুধু বঞ্চনা'। (ক্রমশঃ)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব প্রকাশিত ৫ম বর্ষ ৪৮ সংখ্যার পর)

এই জগতে শ্রৌতপন্থার দ্বারা বিদগ্ধরুচি-বৃত্তিতে সারদর্শিতা লাভ হ'তে পারে। কিছুদিন পূর্বে নাস্তিক-সম্প্রদায় বা হিন্দুবিদ্বেষী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী চিন্তা-স্রোতের উদয় হ'য়েছিল। তাঁরা বলেছেন যখন শব্দতত্ত্বের সাহায্যেই সমস্ত অজ্ঞানে তিরোহিত হয়, তা'হলে আর প্রতিমা পূজার আবশ্যক কি? প্রতিমা পূজা তাঁহাদের মতে শ্রুতি-পন্থার বিরোধী। তাঁরা বলেন—বৈষ্ণবদের প্রতিমা পূজা বৌদ্ধ-পদ্ধতির অনুগমন মাত্র, শ্রৌত-পদ্ধতি নহে। পরমার্থের রাজ্যে, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহার Proxy বা প্রতিভূ হত্তে লেপ্য, লেপ্য প্রভৃতিরূপে প্রতিমা এসে উপস্থিত হয়। অন্বয় জ্ঞানের বিকৃতবুদ্ধি হ'তে আমাদের প্রতিচ্ছবি জ্ঞান উপস্থিত হয়। নাম,—নামী, নামীর রূপ—গুণ—লীলাবৈচিত্র্যে ভেদবুদ্ধিই অন্বয়জ্ঞানের বিকৃত বুদ্ধি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব বলেন, 'শ্রীমূর্ত্তিকে অপর জড় বস্তু বা তোমার ভোগের বস্তুর সমান বস্তু মনে কর্ত্তে নাই।' মন্ত্রার্থ জ্ঞানের অভাবে—অন্বয় জ্ঞানাভাবে অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে পার্থক্য বুদ্ধি উদিত হয়। অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে যেখানে অন্বয় জ্ঞান সেখানে ওরূপ ভেদ-জ্ঞান নাই। শ্রীগুরুদেব ভগবানের সহিত ভক্তিযোগের দ্বারা সম্বন্ধ করিয়া দেন, সেবা ক'র্বার ভার দিয়ে দেন। শ্রীগুরুদেব যোগ্যকে মন্ত্রের অর্থ বলেন, অযোগ্যকে বলেন না। শ্রীগুরুদেব সংস্কার দেবার পর মন্ত্রের অর্থ বল্‌লেন।

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্যাৎ আত্মানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥
(নারদ-পঞ্চরাত্র-ঔত্তরাত্র সংহিতা ২য় অঃ ৩৪ শ্লোক)

আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যের পুনর্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্য পুত্রাদিগকে বৈদিক দশ, ষোড়শ, চত্বারিংশৎ বা অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষা-বিধি।

পৌত্তলিকতা বড় খারাপ জিনিষ। কাঠের সিংহ চুপ ক'রে ব'সে থাকে। কাঠের ঠাকুর, মাটীর ঠাকুর যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উদিত হচ্ছে না। প্রাকৃত-সাহজিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পুতুল পূজা ব্যবস্থা আছে। এই জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি কেহ কেহ ব'লে থাকেন, বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধ সহজিয়ার একটী শাখা [illegible] বল্‌তে গিয়ে তাঁ'রা প্রাকৃত সহজিয়াকেই আলোচনা বা বৈষ্ণবের আদর্শ জ্ঞান করেছেন, প্রাকৃত সহজিয়া বাদকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম মনে কচ্ছেন।

কতকগুলি লোকের বিচার, প্রাকৃতবস্তুসমূহে দেবজ্ঞান সংহিতাংশে বর্ণিত আছে। আর্য্যগণ নিজেদের দরিদ্রতা অনুভব ক'রে প্রাকৃত বস্তু যথা নাসিকা বায়ু প্রভৃতি সৃষ্ট বস্তুতে দেবত্ব বা ঐশ্বর্য্য আরোপ ক'রে "অগ্নিমীলে" প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা আরোপিত প্রাকৃত বস্তুর আরাধনা ক'রেছেন। পরন্তু শ্রুতি-মৌলি উপনিষদে ব্রহ্ম বস্তু বিচারে এরূপ পৌত্তলিকতা স্বীকৃত হয় নাই।

উপনিষদ-বিচার বৌদ্ধ বিচার দ্বারা বিধ্বংসিত হ'য়েছে। বর্ত্তমান তথা কথিত পঞ্চোপাসক হিন্দুদিগের প্রতিমা পূজা —পুতুল পূজা বা পৌত্তলিকতা। আমরা বলি, বৈষ্ণবেরা কখনও ঐরূপ প্রতিমা পূজা করেন না, তাঁহারা সাক্ষাদ্বস্তুর পূজা ব্যতীত কখনও অন্যবস্তুর পূজা করেন না।

অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল-কলুষ-বিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি, এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সম-বুদ্ধি করে, সে নারকী।

পৌত্তলিকগণ—অধঃপতিত, তাদের অচ্চ্যে শিলাধী। শালগ্রাম—গণ্ডকী শিলা, গুরুদেব মনুষ্যের সহিত সমান বা মনুষ্যজাতি প্রভৃতি বিচার পৌত্তলিক নারকীদের বিচার। বৈষ্ণবগণ সেই প্রকার পৌত্তলিক নহেন; তাঁরা অর্চ্চ্য বস্তুতে শিলাবুদ্ধি করেন না—ভূতশুদ্ধি না ক'রে পূজা করতে বসেন না—যে ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য রূপ-রসাদি গ্রহণ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁরা পূজা করেন না।

যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্য্যামিসূত্রে বিষ্ণু পরতত্ত্ব ভগবান্‌কেই দর্শন করেন, যেমন আকাশে সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত সূর্য্যদেবতা, তদন্তর্বর্ত্তী বলদেব প্রভু, বলদেব প্রভুর হৃদ্দেশে মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর হৃদ্দেশে চিল্লীলা মিথুন রাধাগোবিন্দ। রাধা-গোবিন্দের বস্তুতত্ত্ব বলদেব প্রভু আমার। আমরা দেবতার মূর্ত্তি দর্শন করি, দেবতা দর্শন করি, কিন্তু তদন্তর্ভুক্ত বলদেব-কৃষ্ণ দর্শন করি না। অণু-পরমাণুতে এইরূপ পঞ্চতত্ত্ব আছেন। ভূত-শুদ্ধি হয় না ব'লে আমাদের পঞ্চতত্ত্ব দর্শন হয় না। আমাদের যদি এই বিচারের অভাব হয়, তবে পুতুল পূজা হ'য়ে যাবে।

সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীচৈতন্য সচ্চিদানন্দ বস্তু শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘনে প্রকাশমান হচ্ছেন। শ্রৌতপন্থা গ্রহণ করবার বিধি পরিত্যাগ ক'রে যদি আমরা অন্য পন্থা গ্রহণ করি, তবে পৌত্তলিক, প্রাকৃত সহজিয়া, অজাতরতি বৃত্তির যাজক, বিবর্ত্তবাদী বা Psilanthrophist হ'য়ে যাব। শ্রীচৈতন্য চন্দ্র শ্রীজগন্নাথ দেবকে সাক্ষাদ্ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন করবার লীলা প্রদর্শন করেছেন। নিম্বকাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠের অভ্যন্তরে ভগবান্ আছেন পৌত্তলিকের এইরূপ শ্রীবিগ্রহে দেহদেহী-ভেদ-বিচার তিনি প্রদর্শন করেন নাই। তিনি অন্যত্র বলেছেন,—"প্রতিমা নহে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

অজাতরতি বৃত্তিদ্বারা চালিত হ'য়ে যে ভাব হৃদ্দেশে উদিত হয়, তদ্দ্বারা, সত্যের অপলাপ হ'য়ে থাকে। গামের অভ্যন্তরস্থ চিত্রের বিষয়ে উদ্‌গ্রীব হ'লে বাহিরের খামখানা দেখবার অবসর হয় না। বৃক্ষের শাখার পার্শ্বে চন্দ্র আছে ব'লে চন্দ্র দর্শন হ'লে আর শাখার প্রতি দৃষ্টি করবার আবশ্যক হয় না, চন্দ্রই দেখতে থাকি। বাহ্য জগতের বিচার প্রণালীদ্বারা অন্তর্য্যামীর সেবা হয় না। একমাত্র শ্রৌত-পন্থার দ্বারা সেবা হ'য়ে থাকে।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।

ভগবান্ চৈতন্যচন্দ্রের যাবতীয় স্মৃতির কথা যাতে উদিত হয়, সেইরূপ নামের দ্বারা ভগবান্‌কে আহ্বান, সেইরূপ মন্ত্রদ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করি—কোন প্রকার বৌদ্ধ পন্থা দ্বারা পরিচালিত হই না। সুতরাং যাতে নরকপ্রাপিকা বৃদ্ধি হ'তে ছুটী হয়, তা'হতে সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান হ'তে হ'বে।

ভগবান্ পৌত্তলিকের সঙ্গ হ'তে দূরে থাকেন, তিনি বৈদিকের চিদ্দর্শনে অতি সমুখ। বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র বৈদিক ধর্ম্ম। বেদের কথা বৈষ্ণব ছাড়া আর কেহ বুঝতে পারেন না।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামযং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ৪র্থ প্রেমভক্তি লহরীতে ১১শ শ্লোক)

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজন ক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থ নিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি,—এই পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি; তাহা হইতে ক্রমশঃ 'ভাব', অবশেষে 'প্রেম' উদিত হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানিবে।

মুক্তকুল ভগবানের উপাসনা করেন কীর্ত্তন-পদ্ধতিতে—মন্ত্রাদিতে, যাহা শব্দাত্মক, যাহা অতীত বস্তুর বাচক—তাহাতে শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়ে ভেদ নাই। 'আদৌ শ্রদ্ধা' প্রভৃতি ক্রমপন্থা অবলম্বন করলে আমাদের হৃদয়ে ভগবৎ প্রীতির উদয় হয়।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮)

প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তি চক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ ভগবান্‌কে আমি ভজনা করি।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ

নবীয়া ১১ই পৌষ ১৩২২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭ দামোদর এবং ২৭ কেশব তারিখের দুই খানি পত্র আমি যথাকালে পাইয়াছি। • • • এক্ষণে পত্রের যথাকালে উত্তর দিতে পারি নাই। • লিখিতেছি।

'পবিত্র' ও 'অপবিত্র' সংজ্ঞা দুইটীর ব্যক্তিবিশেষে ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। কর্ম্মিগণ যাহাকে 'পবিত্র' বলেন, ভক্তগণের নিকট তাহার পবিত্রতা না থাকিতে পারে, আবার কর্ম্মিগণের বিচারে অপবিত্র বস্তু ভক্ত 'পবিত্র' জ্ঞান করেন। 'অপবিত্র' শব্দে অনেধ্য বুঝাইলে তাহা কখনই ভগবান্‌কে কেহ নিবেদন করিতে পারেন না। সাত্ত্বিক বস্তু ব্যতীত রাজসিক তামসিক বস্তু ভগবানে নিবেদন করা যায় না। যদি কেহ কোন অপবিত্র বস্তু ভগবান্‌কে নিবেদন করেন, তাহা তিনি কখনই গ্রহণ করেন না। কোন অপবিত্র বস্তু ভগবন্নিবেদিত বলিয়া কেহ দিতে আসিলে তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু অভক্তকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না। বিষ্ণুবৈষ্ণবভোগ্য পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তুই প্রাকৃত। সাত্ত্বিক বস্তু ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ উহার অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে পারেন তখন সে বস্তু বিষ্ণুবৈষ্ণবভোগ্য নহে পরন্তু ভগবৎপ্রসাদ বুদ্ধিতে সম্মাননীয়। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য নর, দেব বা ব্রাহ্মণের ভোগ্য। তাহা প্রাকৃত ও অপবিত্র।

শ্রীএকাদশী তিথিতে ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রসাদ বা শ্রীমহা-মহাপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া উপবাস করেন। মহাপ্রসাদ প্রভৃতি কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হয়, সুতরাং হরিবাসরের সম্মান থাকে না। শ্রীমহাপ্রসাদ ত্যাগের নামই উপবাস বা তিথি পালন। তবে অসমর্থ পক্ষে অন্নকল্পাদির ব্যবস্থা তিথি সম্মানের প্রতিকূল নহে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

২৭।১।২২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ই আশ্বিন তারিখের পত্র পাইয়াছি। শ্রীকে • • • • • • গৌড়ীয় পত্রিকা পাঠান হইয়াছে। পূর্ব্ব-প্রকাশিত গৌড়ীয়ের সংখ্যা গুলি এখন আর পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। যদি সম্ভাবনা থাকে; পরে আপনাকে জানাইব।

গ্রহণের সময় শাস্ত্রের মতে অশুদ্ধ কাল। অশুচি অবস্থায় যে সকল কার্য্য তাহাদের করিতে নাই; তাহা তাহারা করে না। কিন্তু সেবাপর বৈধ ভক্তগণের ঐ সকল বিধি অপেক্ষা বলবত্তর হইলে যথাকালে সেবা করাই কর্ত্তব্য। যখন শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন নাই, সেইকালে ভক্তগণ গ্রহণের সময় স্নানাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর শ্রীনাম প্রচারের পর সকল সময়ই হরি-সঙ্কীর্ত্তন বিহিত হইয়াছে। তাহাতে কালাকাল বিচার নাই। পুণ্য সংগ্রহার্থীই কালাকাল বিচার করেন। গ্রহণ কালে বৈধ ভক্ত গঙ্গাস্নান উপবাসাদি করেন না অর্থাৎ ফলা-কাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহারা কোন কর্ম্ম করেন না। অদ্য পাঞ্জাব-মেলে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানের জন্য মাথুরমণ্ডলে যাইতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতা ১১ই মে ১৯২৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা হইলে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাই ক্রোধ।

ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সেবাকার্য্যে বাধা দিতে গেলে বাধাদাতাকে 'ভক্ত-দ্বেষী' বলা যায়। সুতরাং ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের বৃত্তি ভজনের প্রকারভেদ মাত্র। তাদৃশ ভজন-বৃত্তিকে যাহারা সাধারণ ক্রোধের সহিত সমজ্ঞান করে, তাহারা নাস্তিক। ভোগপর ইন্দ্রিয়কুলির ব্যাঘাত সহ্য করিবার শক্তি ভক্তের আছে। সুতরাং তিনি নিজের ভোগের অতৃপ্তিতে সহিষ্ণু। কিন্তু কৃষ্ণ সেবায় বাধাদাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ায় ভজন তৎপর।

বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা ত্যক্তগৃহই হউন, তাঁহার কোনও অশৌচ বা শোক নাই। হরিসেবা করিলেই পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সমাধা হয়। স্বতন্ত্র ভাবে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয় না। তবে লোকব্যবহারের জন্য গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ হরি-নাম গ্রহণ-জনিত নিত্য শুচি হইয়া যে কোনও দিন মহা-প্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারেন—তাহাই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ। শ্রীমান্ • • • প্রভুকেও আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবেন। • • ইতি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

বড় চতুর কে ?

(১)

পতিত-পাবন দীনে করুণা প্রচুর।
গুরু-গৌর- নিত্যানন্দ-
শ্রীঅদ্বৈত-ভক্তবৃন্দ-
অভয়-পদারবিন্দে সমাশ্রিত শূর।
"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(২)

গৌরাঙ্গ-ভক্তগণ দয়ার ঠাকুর।
তা'সবার পদধূলি,
তাহে করি স্নান-কেলি,
নষ্টি দুষ্ট-অবশেষ অমিয় মধুর।
"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(৩)

ভক্ত-সঙ্গে উপজয় ভক্তির অঙ্কুর।
এই চিত্তে দৃঢ় মানি,
উপেক্ষিয়া কর্ম্মী-জ্ঞানী,
সাংখ্য-যোগ-মীমাংসক নানা মতাতুর।
"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(৪)

তুলি মানব-জন্ম অমূল্য প্রচুর।
লভিয়া সুকৃতি-বলে,
মায়া-মোহে নাহি ভুলে,
অবিরত রেখে চিত্ত চরণে গুরুর।
"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(৫)

রিপুগণ মহাবলী অতিশয় ক্রূর।
সেবা কার্য্যে স্থানে স্থানে,
নিয়োজিয়া ছয় জনে,
দূর করি তাহাদের স্বভাব আসুর।
"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(৬)

বর্ণাশ্রম-অভিমান পরিহরি দূর।
গৃহী যতি ব্রহ্মচারী,
বানপ্রস্থ এই চারি,
কিবা শূদ্র কিবা বৈশ্য ক্ষত্রিয় কুসুর।
"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(৭)

অসার সংসার-সুখ সকলি ভঙ্গুর।
রাজা করে রাজ্য জয়,
তার সুখ স্থায়ী নয়,
নিমিষেকে গত হয় রবি-সুত-পুর।
"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(৮)

প্রাকৃত-পাণ্ডিত্য-প্রভা, থাকে কতদূর ?
বিদ্যা অভিমানে কত
চলে বক্র করি স্ফীত,
পলকেই হয় গত গৌরব প্রচুর।
"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(৯)

জ্ঞান-যোগ-সাধনের আশ্বাস কঠোর।
কিন্তু ফল তুচ্ছ অতি,
তাহে নহে শুদ্ধ মতি,
সাষ্টি সাযুজ্যাদি মুক্তি তেয়াগিয়া দূর।
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(১০)

ভক্তি-সুখ সিন্ধু, ব্রহ্ম-সুখাদি গোষ্পদ।
অপবর্গে স্বর্গলোকে,
নরকে সমান দেখে,
নাহি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছার অঙ্কুর।
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(১১)

অমানী মানদ, নিত্য-কিঙ্কর বিদুর।
তৃণ হৈতে সুনীচতা,
তরু-সম সহিষ্ণুতা,
আচরিয়া হরিনাম-কীর্ত্তনে বিভোর।
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(১২)

গীতা-শাস্ত্রে শ্রীমুখের বাণী সুমধুর।
অল্প-মেধা যেই জন,
পূজে অন্য দেবগণ,
অন্তবন্ত ফল পায়, যায় দেব-পুর।
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(১৩)

মায়া-পাশে বিজড়িত দেবনরাসুর।
মায়া-বদ্ধ জীবগণে,
কে তারিবে কৃষ্ণ বিনে?
অন্যের শকতি কিবে কাটিতে সে ডোর।
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(১৪)

শুনে বিশ্ব পূতনার হৃদয় নিঠুর।
বধিতে করিয়া মতি,
লভিল গায়ত্রীর গতি,
কৃষ্ণ বিনা কেবা যেন দয়ার ঠাকুর?
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(১৫)

যথা মূল-সেকে বাড়ে শাখাদি তরুর।
অচ্যুতাজ্যি-নিষেবন,
করে তথা সর্ব্বার্চন,
এ জন্য আসক্তি অন্য-সেবে করি দূর।
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(১৬)

শ্যাম-রূপ শ্রেষ্ঠরূপ ধাম মধুপুর।
আভরণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
কৈশোর পরম জ্যেষ্ঠ,
শুনি এই বাণী কৃষ্ণ-চৈতন্য প্রচুর।
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(১৭)

গোপ-বধূ-মুখ-বিধু-তৃষিত-চকোর।
নিখিল গুণের খনি,
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি,
ব্রজ-বন-বর-বামা-চিত্ত-বিত্ত-চোর।
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(১৮)

ব্রজবধূ-নিকরের ভাবটী মধুর।
তাতে লোভে অনুগতি,
করে ভাগ্যবান অতি,
শ্রীরাধা-গোবিন্দে রতি ভুক্তিমুক্তি ভোর।
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(১৯)

রূপবতী রসরাজ যুগল কিশোর।
শ্রীরূপ-অনুগা হ'য়ে,
যুগলের সেবা পেয়ে,
প্রেম-রসে ডগমগ নিত্য ব্রজপুর।
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(২০)

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট সেবানন্দে ভোর।
যথা গৌড়ীয়াদি মঠে,
মায়াপুর যোগ পীঠে,
সপার্ষদ সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।
"সেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

(২১)

দয়া কর দীন হীনে বৈষ্ণব ঠাকুর !
অধম বৈষ্ণব-দাসে,
রাখ শ্রীচরণ পাশে,
অন্তে জন্মে হই যেন দ্বারের কুকুর।
"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥"

হরিজন-কিঙ্কর—শ্রীগোপালগোবিন্দ মজুমদার
গোঃ আঃ গোপালটীলা, শ্রীহট্ট।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে, এই তেরোর সঙ্গ নাহি করি॥

এই তেরটীর পরিচয় বিশেষভাবে বিস্তারিতরূপে জানিবার একান্ত লালসা। বিশদভাবে জানাইয়া বাধিত করিলে উপকৃত হইব।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী
শ্রীরাধাচরণ দত্ত
শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর

গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ৪৬শ সংখ্যায় 'আউল' মতের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এখন 'বাউল' মত বিচারিত হইতেছে। বাউলগণ বলেন, জীবের উপাস্য পরমপ্রীতি-বিগ্রহ শ্রীরাধা-কৃষ্ণ জীবের স্থূল দেহেই বিরাজিত ; সুতরাং উপাস্য পদার্থ প্রাপ্তির জন্য আপনাপন দেহত্যাগ করিয়া অন্যত্র অন্বেষণ করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গোলোক-বৈকুণ্ঠ-বৃন্দাবন সমস্তই দেহমধ্যেই বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, সমস্তই মানব শরীরে বিরাজমান। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" তাঁহারা বলেন স্ত্রীলোক বা বাউলের ভাষায় 'প্রকৃতি' লইয়া গুহ্য সাধন করিলে পরিপক্কাবস্থায় সাধকের পুরুষ বা স্ত্রী, জড় বা চিৎ প্রভৃতি পার্থক্য বিদূরিত হয়। এই 'প্রকৃতি'-সাধনের অন্তর্গত 'চারিচন্দ্রভেদ' নামে একটী প্রক্রিয়া আছে। ইঁহারা বলেন, ঐ 'চারি চন্দ্র' অর্থাৎ দেহ হইতে নির্গত ঘৃণিত হেয় তাজ্য পদার্থ শুক্র, শোণিত, মল, মূত্র পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় সুতরাং ঐ পদার্থ চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় শরীর-মধ্যে গ্রহণ করাই উচিত। অতএব উক্ত চতুর্ব্বিধ ঘৃণিত তাজ্যবস্তু ভক্ষণ করা ইঁহাদের সাধনের মধ্যে পরিগণিত। লোকসমাজে লোকাচার ও সদ্গুরুর (?) মধ্যে তদতীত সদাচার পালন করাই বিহিত ধর্ম্ম। ইঁহারা বৈষ্ণব-স্মৃতি-চিহ্ন তিলক মালা প্রভৃতির সহিত রুদ্রাক্ষ স্ফটিকাদির মালা ব্যবহার করেন। বহির্ব্বাস কৌপীনের সহিত মুসলমান ফকিরের ন্যায় আলখেল্লা বেশ ও শঙ্খ প্রভৃতি রাখিবার ব্যবস্থা ইঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং ইঁহারা ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি (একরূপ দীর্ঘাকার নারিকেল মালা) সঙ্গে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হন। ইঁহারা মস্তকে কেশ সংরক্ষণ করিয়া মস্তকোপরি ঝুঁটী বন্ধন করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকের 'ক্ষ্যাপা' উপাধি শুনিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-বিধি-শাস্ত্রোক্ত উপবাস, শ্রীমূর্ত্তি-পূজা প্রভৃতি ইঁহাদের মতে নিষিদ্ধ। ইঁহারা কোন প্রকার বেদ বা বেদানুগ শাস্ত্র স্বীকার না করিয়া নিজের মনের খেয়াল ও ঘৃণিত ভোগের অনুকূল কতকগুলি বাংলা পুঁথি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে, স্বরূপ দামোদর ও মীরাবাইএর কড়চা (?) তাঁহাদের মতের প্রমাণ। পরন্তু ভক্তিবিরোধী ভাল পুঁথি-ব্যতীত শ্রীস্বরূপ দামোদরের কড়চা কোথায়ও পাওয়া যায় না। আর গৌড়ীয়ের মাসিক মহাপ্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক, অপ্রাকৃতে প্রাকৃত জ্ঞান ও প্রাকৃতে অপ্রাকৃত আরোপকারী বঙ্গদেশীয় বিদ্বেষের শাসক, ভগবান্-আচার্য্যানুজ গোপাল ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ-সিদ্ধান্তদূষক শ্রীল স্বরূপ দামোদর কখনও এইরূপ অত্যন্ত বিগর্হিত, হেয়, ঘৃণিত, সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ববিরুদ্ধ, রসাভাসদুষ্ট মায়াবাদ-বিদ্ধ গ্রাম্য মতবাদের প্রচারক বা সমর্থক হইতে পারেন না।

শাস্ত্রে বৈধী ও রাগানুগা দুই প্রকার ভক্তির উপদেশ দেখা যায়। বাউলেরা কোন প্রকার বৈধী ভক্তি আচরণ করেন না। রাগানুগাভক্তির ছলে নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া থাকেন মাত্র। বস্তুতঃ রাগানুগাভক্তি অতিশয় পবিত্র। তাহাতে লেশমাত্র জড়ীয় ব্যাপার নাই। আত্মার

অপ্রাকৃত সহজ রস ও ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়। বাউলেরা কখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও কখন শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুকে তাঁহাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা কখনই বাউলদিগের কুপ্রথা শিক্ষা দেন নাই। শ্রীবীরভদ্র প্রভুর সময় হইতে বাউল, চূড়াধারী প্রভৃতি অসৎ মত উৎপত্তি লাভ করিলেও চৈতন্যভক্তিমণ্ডলের মূলতত্ত্ব শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামী প্রভু কখনই মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী গ্রাম্য মত সমূহের সমর্থক বা অবৈধ অড়সম্ভোগের প্রচারক নহেন। পরবর্ত্তিকালে উন্মার্গ-গামিব্যক্তিগণ তাঁহাদের অসন্মতের মৌলিকত্ব স্থাপনের জন্য মিথ্যা করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তাচার্য্যগণকে তাঁহাদের অসন্মতের প্রবর্ত্তক রূপে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীল সনাতন-রূপ প্রভৃতি মহাজন বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত সহজ রাগমার্গে ভজন করিয়াছেন। তাঁহারা কখনই বাউল মতের প্রাকৃত রসাশ্রয় বা ভাবাশ্রয়াদি করেন নাই। অতএব বাউলগণ নানাছলে সেই সকল অপ্রাকৃত রস-রসিকগণের সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা আখ্যায়িকা রচনা করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধী হয় এবং দুষ্কলঙ্কের মুখ পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্ম-ছলনায় দুর্নীতির পথে লইয়া যায়।

বাউল মত কোন সচ্ছাস্ত্র-সিদ্ধ নহে। কতকগুলি কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি অপ্রাকৃত রসশাস্ত্রের কোন কোন স্থলের অনর্থ করিয়া তাহাদের অড় সুখজনক একটী কল্পিত মত সৃষ্টি করিয়াছে। বাউলেরা শাস্ত্রের কোন বিশেষ বাক্যের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু আবশ্যক হইলে চরিতামৃতের কোন কোন পয়ারাংশ বা শব্দ ধরিয়া নিজ মতের খোঁয়ারভাঙ্গী রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। মতবাদ-স্থাপক মাত্রের ইহাই একটী বিশেষ লক্ষণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণপ্রেমিক পুরুষ বা অপ্রাকৃতরসবাতুল বুঝাইতে যে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, প্রাকৃত বাউলগণ সেই শব্দগুলি পাইয়া অপ্রাকৃত চেষ্টা বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর প্রেমকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণপর বা হেয়, স্থগিত—এমন কি সামাজ-সভ্য-সমাজবিগর্হিত চেষ্টার সহিত সমধারণাপূর্ব্বক তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর অসন্মত চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে

'বাউল' শব্দ 'বাতুল' শব্দের অপভ্রংশ। কামোন্মত্ত পুরুষ বা অড়সম্ভোগবাদী কখনও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত 'বাউল' শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'কৃষ্ণায়েষণ-লীলা-প্রদর্শন-মুখে—'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ' প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং বিপ্রলম্ভগত দিব্যোন্মাদের অবস্থায় গোপী-ভাবান্বিতলীলায় নিজকে একজন 'বাউল' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অড়-সম্ভোগবাদী ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুকে যে তাঁহাদের কাম-দুষ্টিগন্ধময় মত-সমর্থক 'বাউল' সাজাইতে চান, তাহা অপেক্ষা আর মহাপ্রভুর চরণে অধিকতর অপরাধের পরিচয় কি হইতে পারে? 'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ' বাক্যের সহিত অড়সম্ভোগবাদী বাউলের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। অতএব বাউল মত মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ অননুমোদিত এবং সম্ভোগবাদী কুরুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কল্পিত।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে নিম্নলিখিত স্থানে 'বাউল' শব্দটী দৃষ্ট হয়।

শুদ্ধ প্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥
(চৈঃ চঃ ম ২।৪২)

সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
'কৃষ্ণ' কহি' নাচে, কান্দে, গড়াগড়ি যায়॥
(চৈঃ চঃ ম ১৬।১৬৬)

এত কহি' সেই চর 'হরি' 'কৃষ্ণ' গায়।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় বাউলের প্রায়॥
(চৈঃ চঃ ম ১৬।১৬৮)

আমি ত' বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্রোতে আমি যাই বহি'॥
(চৈঃ চঃ ম ২১।১৪৬)

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায়-চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কাহে পুছোঁ, কে কহে উপায়?
(চৈঃ চঃ অ ১৭।৫২)

তোমার সেবা ছাড়ি, আমি করিমু সন্ন্যাস।
'বাউল' হঞা আমি কৈলু ধর্ম্ম নাশ॥
(চৈঃ চঃ অ ১৯।৯)

বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিহ,—কাহে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল॥
(চৈঃ চঃ অ ১৯।২০, ২১)

দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি', 'মহাবাউল' নাম ধরি'
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্ব-সদন, বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি' গেলা বৃন্দাবন॥
(চৈঃ চঃ অ ১৪।৪৭)

তেঁহো কহে,—"বাউলি, কেনে মরিস্ কান্দিয়া?
সকল আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা"॥
(চৈঃ চঃ অ ১২।২৩)

যেবা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী-চিত্ত আউলায়।
নীবি-বন্ধ পড়ে খসি' বিনা-মূলে হয় দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥
(চৈঃ চঃ অ ১৭।৪৬)

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতাংশের সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত প্রেমোন্মত্ত পুরুষকে 'বাউল' বা 'বাতুল' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যে স্থানে সম্ভোগবাদ বা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণকে জীবজ্ঞানে দরিদ্র-বুদ্ধিরূপ মায়াবাদ কিম্বা অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃতের সমন্বয় চেষ্টা, সেইরূপ প্রাকৃত বাউল মতকে মহাপ্রভু সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাসের বাউল মত বা মায়াবাদ গর্হণ করিয়া 'বাউলিয়া' বিশ্বাসে দণ্ডের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক জগজ্জীবকে বাউলমতরূপ মায়াবাদ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, যথা—

গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,—ইহাঁ আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে॥
প্রভু কহে,—বাউলিয়া ঐছে কেনে কর।
আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম-হানি সে আচর॥
(চৈঃ চঃ আ ১২।৩৬)

কিছুকাল পূর্ব্বে ময়মনসিংহ, যশোহরাদি পূর্ব্বদেশে 'ঘর-পাগ্‌লা' বা 'গৃহী বাউল' নামক এক প্রকার কৃষ্ণ-বিমুখ জড় বিচারপর সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মতে—মহাপ্রভু একজন ঘর-পাগ্‌লা বা গৃহী বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ তাহারা বলে যে, মহাপ্রভু, কৃষ্ণ-ভজনোদ্দেশে সন্ন্যাসাদি লীলা বহিরঙ্গ লোকের নিকট প্রদর্শন করিলেও 'এবং নিশ্চিন্তনস্ত ভগবদ্ভজনোন্মুখস্ত' শ্লোক রচনা করিলেও গোপনে গোপনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি আসক্ত ছিলেন। এমন কি সন্ন্যাস গ্রহণান্তরও বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য নীলাচল হইতে শান্তি, উত্তমোত্তম খাদ্যাদি প্রেরণ করিতেন। গৃহি-বাউল-সম্প্রদায়ের এরূপ নানাপ্রকার অদ্ভুত মত শ্রুত হইয়া থাকে। ইহারা কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভাবতারী গৌরলীলা বুঝিতে না পারিয়া জড় সম্ভোগ বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক 'গৃহি-গৌরাঙ্গ-উপাসনা' সৃষ্টি করিয়াছে।

এই বিকৃতমত যে কোনপ্রকারে বৈষ্ণব-মত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। গৌড়ীয় ৪র্থখণ্ড ৪৬শ সংখ্যায় আউলমতবাদ খণ্ডনের যুক্তিগুলি এই স্থানে প্রযোজ্য। আউল সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের কিঞ্চিৎ আচার-ব্যবহারের ভেদ থাকিলেও আউল, কর্ত্তাভজা, বাউল মত প্রায় সমজাতীয় এবং সকলেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে অবৈধ গৃহমেধ-যজ্ঞের পক্ষ গ্রহণে মায়াবিলাস বা মায়াবাদে রত। জাড়া-সম্প্রদায় বাউল মতেরই অন্তর্গত।

(ক) বাউল-মতবাদ শাক্তবাদ ও তামস তান্ত্রিক-বাদের দার্ঢ্যক্রমে উদ্ভূত হয়; সুতরাং ইহা কিছুতেই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বা মহাপ্রভু ও তদনুগত গোস্বামিগণের প্রচারিত মত নহে।

(খ) বাউলগণ জড়-সম্ভোগবাদী; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর জগতে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলারূপ চিদ্‌বিপ্রলম্ভরসের প্রকটনকারী। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীরায়রামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণও সেই সিদ্ধান্তের আচার প্রচার করিয়াছেন।

(গ) শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ লীলাপুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও তাঁহার শ্রীশিক্ষাষ্টক প্রভৃতিতে নিজকে বিষয়ালম্বন দূরে থাকুক, মূল আশ্রয়ালম্বনরূপেও পরিচয় প্রদান করেন নাই; পরন্তু মূল আশ্রয়ের অনুগত কিঙ্করী-বিশেষ বা আশ্রয়-বিগ্রহের পদধূলিরূপে নিজের পরিচয়

প্রদান করিয়াছেন। 'কিন্তু কাম-ক্রোধাদিযুক্ত ক্ষুদ্র জীব হইয়া যাহারা নিজদিগকে প্রকৃতির ভোক্তা, বাউল প্রভৃতি-রূপে পরিচয় প্রদান করে, তাহারা যে মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ বিরোধী, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? নিজকে সম্ভোগবাদী বাউল-জ্ঞান বা অপর তাহার প্রকৃতির ভোক্তা কৃষ্ণজ্ঞান সোঽহংবাদ বা মায়াবাদেরই প্রকার বিশেষ। অতএব বাউল মত সম্পূর্ণ অবৈষ্ণব মত ও অগ্রাহ্য।

(ঘ) বাউলগণ ইহাদের ভোগপ্রবৃত্তিজাত মনোধর্ম্মের অনুকূলে বলিয়া থাকে যে, ইহজগতের স্ত্রী-পুরুষের মিলনেই রাধাকৃষ্ণের লীলা অনুভূত হয়। এইরূপ চিন্তা-স্রোত অত্যন্ত কামান্ধতা ও দেবাবিমুখতা ব্যতীত আর কিছু নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কাম ও প্রেমের স্বরূপ লক্ষণে তুলোক-গোলোকপার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যে অনৈতব কৃষ্ণপ্রেম ভূলোকে পর্য্যন্ত সম্ভব নহে, সেইরূপ অপ্রাকৃত প্রেম কখনও প্রাকৃত কামের সহিত সমন্বিত হইতে পারে না। এইরূপ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ শাঙ্কর ও তান্ত্রিক তান্ত্রিকবাদের সাহচর্য্যক্রমে বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণব-মত বলিয়া অগ্রাহ্য।

(ঙ) শুক্র-শোণিত-মল-মূত্র প্রভৃতি ত্যক্ত ঘৃণিত বস্তু-ভোজন যে সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী বা সদাচার, সেইরূপ অসৎ-সম্প্রদায়ের সহিত মহাপ্রভুর বা গোস্বামিবর্গের কোন সম্বন্ধ নাই।

(চ) এই সম্প্রদায়ে নরবধ-প্রথা না থাকিলেও মৃত মনুষ্যের মাংস ভোজন-প্রথা কোথায় কোথায়ও দৃষ্ট হয়। এইরূপ ঘৃণিত আচার যে সম্প্রদায়-মধ্যে প্রচলিত, তাহার সহিত মহাপ্রভু, গোস্বামিবর্গ বা কোন সদ্বৈষ্ণবের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। মূল কথা, এইরূপ বাউলমতটী শঙ্কর মত ও তান্ত্রিকতন্ত্র-মতের সংমিশ্রণ মাত্র।

এই বাউলমতবাদ নিরাস করিবার জন্য অপ্রাকৃত কবি চাঁদ-বাউলের ভণিতায় অনেকগুলি সঙ্গীত প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা বাউলমত নিরাসক একটী সঙ্গীত পাঠকগণকে উপহার দিতেছি—

বাউল বাউল বল্‌ছে সবে হচ্ছে বাউল কোন্ জনা।
দাড়ী চুড়া দেখিয়ে (ওতারে) করছে জীবকে বঞ্চনা॥
দেহ-তত্ত্ব জড়ের তত্ত্ব, তাতে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত্ত,
চিদানন্দ পরমার্থ, জান্‌তে ত তায় পারবে না॥
যদি বাউল চাওরে হ'তে, তবে চল ধর্ম্ম পথে,
যোষিৎসঙ্গ সর্ব্বমতে ছাড়রে মনের বাসনা॥
বেশ ভূষা রঙ্গ যত, ছাড়ি নামে হওরে রত,
নিতাই চাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি সব দুর্ব্বাসনা॥
মুখে হরে কৃষ্ণ বল, ছাড়রে তাই কথার ছল,
নাম বিনা ত সুফল, চাঁদ বাউল ত আর দেখে না॥

শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর পরা বিদ্যাপীঠ

সার্ব্বভৌম পরীক্ষার বিষয় তালিকা

১। শ্রুতি (মুখ্য)—১। দশোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর, কঠোপনিষৎ, চৈতন্যোপনিষৎ, কলিসন্তরণোপনিষৎ। ২। গোপাল তাপনী।

(গৌণ) ১। চতুর্ব্বেদসংহিতা। ২। অরণ্যসমূহ। ৩। ব্রাহ্মণসমূহ। ৪। তাপনীসমূহ। ৫। উপনিষৎ সমূহ।

২। বেদান্ত (মুখ্য)—১। গোবিন্দ-ভাষ্য। ২। পূর্ণ-প্রজ্ঞদর্শন। ৩। শ্রীভাষ্য। ৪। পারিজাত-ভাষ্য (নিম্বার্ক)। ৫। অনুভাষ্য (বল্লভ) ৬। রামানুজীয় বেদান্ততত্ত্বসার, বেদান্ত-স্তবগুচ্ছ, সিদ্ধান্তরত্ন (বলদেব) ৭। গীতা, (রামানুজ, মধ্ব, বলদেব ভাষ্যসহ)।

(গৌণ) ১। আত্মারামসূত্র (সভাষ্য) ও তত্ত্ববিবেক। ২। বেদান্তসার (সদানন্দ) ৩। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ। ৪। শারীরক-ভাষ্য ও দশোপনিষদ্ ভাষ্য। ৫। পঞ্চদশী ও অপরোক্ষানুভূতি। ৬। বেদার্থ সংগ্রহ (রামানুজ)। ৭। তত্ত্ববিবেক ৮। তত্ত্বসূত্র ৯। যুক্তিমল্লিকা।

৩। ভাগবত (মুখ্য)—১। শ্রীমদ্ভাগবত। ২। ভাগবত-সন্দর্ভ (শ্রীজীব) ৩। বৃহদ্ভাগবতামৃত (শ্রীসনাতন)। ৪। লঘু-ভাগবতামৃত (শ্রীরূপ) ৫। সর্ব্বসংবাদিনী (শ্রীজীব)।

(গৌণ) ১। ভাগবত-তাৎপর্য্য (শ্রীমধ্ব) ২। ক্রম-ভাগবত। ৩। দশোপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র। ৪। সিদ্ধান্ত-দর্পণ (বলদেব)।

৪। একায়ন পঞ্চরাত্র (মুখ্য)—১। নারদ-পঞ্চরাত্র।

২। হরিভক্তিবিলাস। ৩। সংক্রিয়া সারদীপিকা। ৪। হারীত-সংহিতা। ৫। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

(গৌণ) ১। নৃসিংহ-পরিচর্য্যা। ২। বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র। ৩। সাম্বত পুরাণষট্‌ক। ৪। সাত্বিক তন্ত্রসমূহ। ৫। রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা। ৬। জ্যোতিষশাস্ত্র পঞ্চাঙ্গ ও কাল। ৭। সদাচারস্মৃতি কৃষ্ণামৃতমহার্ণব। ৮। স্মৃত্যর্থ সাগর। ৯। স্মৃতিমুক্তাবলী। ১০। আগমপ্রামাণ্য।

৫। সাহিত্য (মুখ্য)—১। কাব্য—গোবিন্দলীলামৃত, চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণভাবনামৃত, চৈতন্যচন্দ্রামৃত। ২। চম্পূ—গোপাল চম্পূ, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ। ৩। অলঙ্কার—অলঙ্কার-কৌস্তুভ, নাটকচন্দ্রিকা, চন্দ্রালোক। ৪। নাটক—চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব। ৫। ব্যাকরণ—হরি-নামামৃত (শ্রীজীব) ৬। ছন্দ—ছন্দোমঞ্জরী। ৭। গীতি—জয়দেব, জগন্নাথবল্লভ, পদকল্পতরু। ৮। বাদ্য—ভক্তি-রত্নাকর। মৃদঙ্গে নৈপুণ্য।

(গৌণ) ১। স্তবমালা, নৃসিংহচম্পূ, ভাগবত দশম-স্কন্ধ, সাহিত্যদর্পণ, স্তবাবলী। মল্লবিজয়।

৬। ঐতিহ্য (মুখ্য)—১। মহাভারত। ২। রামায়ণ। ৩। হরিবংশ। ৪। অষ্টাদশ পুরাণ।

(গৌণ) ১। পৃথিবীর ধর্ম্মসমূহের ইতিহাস। ২। ভূগোল, খগোল ও কালতত্ত্ব। ৩। ললিত-বিস্তর ও শঙ্কর-বিজয়।

৭। সম্প্রদায়-বৈভব (মুখ্য)—১। চৈতন্যচরিতামৃত (অমৃতপ্রবাহ ও অমৃতভাষ্যদয়) ২। চৈতন্যভাগবত। ৩। ভক্তিরত্নাকর। ৪। সজ্জনতোষিণী ও গৌড়ীয় (চতুঃসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত) ৫। হরিভক্তিবিলাস।

(গৌণ) ১। প্রেমামৃত। ২। মল্লবিজয়। ৩। ভক্তমাল। ৪। অন্যান্য ভক্তচরিত্র। ৫। মনুষ্য-সমাজস্থিতি। ৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার। ৭। ব্রাহ্মণবৈষ্ণবের তারতম্য-নিদ্ধান্ত। ৮। আচার্য্য ও আচার্য্য।

৮। ভক্তি-শাস্ত্র (মুখ্য)—১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ২। চৈতন্যচরিতামৃত। ৩। স্তবমালা। ৪। স্তবামৃত-লহরী। ৫। ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চমাধ্যায়। ৬। কৃষ্ণকর্ণামৃত। ৭। পদ্যাবলী। ৮। ভজনামৃত। ৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম।

(গৌণ) মুকুন্দমালা (কুলশেখর)। ২। স্তোত্ররত্ন (আলবন্দার) ৩। হরিভক্তিকল্পলতিকা। ৪। নিম্বার্ক দশশ্লোকী। ৫। প্রার্থনা ও কল্যাণকল্পতরু। ৬। গৌড়ীয় গ্রন্থ। ৭। সাধনপথ। ৮। কিরণবিন্দুকণা, মাধুর্য্যকাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা।

৯। তত্ত্ব (মুখ্য)—১। ভাগবত। ২। ভাগবত-সন্দর্ভ। ৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ৪। সিদ্ধান্তরত্ন। ৫। সাধ্যের রত্নাবলী। ৬। চৈতন্য-চরিতামৃত। ৭। বৈষ্ণবধর্ম্ম (ভক্তিবিনোদ)।

(গৌণ) ১। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ। ২। তত্ত্ববিবেক (ভক্তিবিনোদ)। ৩। অর্থপঞ্চক। ৪। মায়াবাদ-শতদূষণী। ৫। বেদার্থ-সংগ্রহ (রামানুজ) ৬। মুক্তি-মল্লিকা। ৭। কৃষ্ণসংহিতা। ৮। ব্রহ্মসংহিতা। ৯। চৈতন্যশিক্ষামৃত। ১০। মহাপ্রভুর শিক্ষা। ১১। বৃহদ্ভাগবতামৃত। ১২। লঘুভাগবতামৃত।

১০। রস (মুখ্য)—১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ২। উজ্জ্বলনীলমণি। ৩। স্তবাবলী (রঘুনাথ) ৪। স্তব-মালা (শ্রীরূপ) ৫। প্রীতিসন্দর্ভ, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম (বিশ্বনাথ) ৬। গোবিন্দলীলামৃত। ৭। গোপীগীতা, ভ্রমরগীতা, মহাজনপদাবলী। ৮। চৈতন্যচরিতামৃত। ৯। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জগন্নাথবল্লভ, কৃষ্ণকর্ণামৃত। ১০। রাধারসসুধানিধি।

(গৌণ) ১। স্তোত্ররত্ন। ২। মুকুন্দমালা। ৩। দ্বাদশস্তোত্র। ৪। ভাবনামৃত।

শ্রীবলদেব প্রকটোৎসবে নিবেদন

অশেষ-গুণ-বিভূষিত স্বধর্ম্ম-সেবা-সমৃদ্ধ সজ্জন-বৃন্দ,

আপনারা অনেকেই জানেন যে, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের স্নানযাত্রা হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আপনারা সকলেই এই মহোৎসবের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত। কারণ আপনারা যে পরম পাবন-তীর্থে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—যাহা গৌড়দেশ বলিয়া সমগ্র সভ্যজগতের নিকট সুপরিচিত, সেই তীর্থে একদিন প্রেমের পসরা লইয়া প্রেমাবতার গৌরচাঁদ ও

প্রেমভাণ্ডারের মালিক নিতাই চাঁদ দ্বারে দ্বারে অযাচকে শ্রদ্ধামূল্যে গৌরলোকের প্রেম-সম্পত্তি বিতরণ করিয়াছিলেন। সেই পবিত্র তীর্থের লোক আপনারা; মহামহোৎসবের উদ্দেশ্য আপনাদিগকে অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে মনে করি না। তবে গৌড়ের নৈমিষ-কাননে এই গৌড়ের আদি কবি গৌড়ীয় ভাষায় যে কয়েকটী মধুর পদ গাহিয়াছেন, আজ মহোৎসবের দিনে সেই গানটী আপনাদের ন্যায় সাধুর সভায় পুনরাবৃত্তি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কবির ভাষায় গানটী এই—

"যেখানে তোমার নাহি হরির প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণব-জনের অবতার।
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
হেন লোক হইতেও ভাগ্য নাহি চাই॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ১।২২১-২২২)

সুতরাং আপনাদের কাছে বলিতে পারি, আমাদের সনাতন বৈদিকধর্ম্মের সংরক্ষক ব্যাসদেব যে মহামহোৎসবের কথা বলিয়াছেন, তাহা তৌর্য্যত্রিক মধ্যে গণ্য নহে; উহা জীব-মাত্রের নিত্যধর্ম্ম। এই মহামহোৎসবের প্রধান অঙ্গ—হরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন। ইহা বোধ হয় আপনাদের ন্যায় অভিজ্ঞ ও মহৎ ব্যক্তিগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে, বেদান্ত-ভাষ্য হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকেই জীবের একমাত্র নিত্য ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন,—হরিকথা-শ্রবণ-ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে এই ভবসিন্ধু উত্তরণের উপায় নাই।

সংসারসিন্ধুতরিতস্তরণিষ্ঠিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবোপশান্তিঃ॥

আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। অমৃতে আমাদের অধিকার আছে—শুধু অধিকার মাত্র নাই—সম্পূর্ণ দাবী আছে। আমরা সেই 'অধিকার'টুকু—'দাবী'টুকু ভুলিয়া গিয়াছি; তাই আমাদের অভাব—অসুবিধা—শোক—মোহ—ভয়! তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—

"আত্মাত্বাম্যামৃতেরোহমর্ত্যঃ" (বৃঃ আ ৩।৭।২৩)
"নান্যমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" (মুণ্ডক ৩।২।৪)

পরমাত্মা বিষ্ণুই অমৃতস্বরূপ। আমরা সেই অমৃতের সেবক—জীবাত্মা; আমাদের নিত্যধর্ম্ম—অমৃতের সেবা। কিন্তু সেই অমৃতের সন্তান বলহীন ব্যক্তির পক্ষে নহে।

আমরা আজ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, এ দুর্ব্বলতা কি জানেন? আমরা হৃদয়-দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থের পীড়ায় পীড়িত। বলদেব ছাড়া আর এ দুর্ব্বলতা দূর করিতে কেহ সমর্থ নহেন। তাই আজ গৌড়দেশবাসী—গৌড়দেশবাসী কেন, ভারতবাসী—ভারতবাসীই বা বলি কেন, সমগ্র-জীবের—যাহারা নিজদিগকে অমৃতের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন, সকলেরই সর্ব্বস্ব-পুষ্পাঞ্জলি লইয়া বলদেবের পূজা করা উচিত। আমরা সকলে মিলিয়া বলদেব-প্রভুর সেবা করিব—এই আশায়ই আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি।

হে সজ্জনবৃন্দ, আমরা যেন আজ বলদেবের পূজা করিয়া এমন বল পাই—যে বল শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, শ্রীনন্দোৎসব, পরমমুখ্য-আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব এবং রাধাপ্রিয়-সখী শ্রীললিতা দেবীর আবির্ভাব, ললিতানুগ শ্রীদাস গোস্বামী; শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর আবির্ভাবোৎসবে আমাদিগের হৃদয়ের স্বতঃসিদ্ধ সেবাকমলকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিতে পারে। আশা করি, সেই সকল দিনেও আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের নিত্য স্বধর্ম্ম যাজন করিতে পারিব।

আগামী-উৎসব-বাসর—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উৎসব—৩রা ভাদ্র শনিবার; শ্রীনন্দোৎসব—৪ঠা ভাদ্র রবিবার; শ্রীসীতা দেবীর আবির্ভাব—১৫ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার। শ্রীললিতা সপ্তমী—১৭ই ভাদ্র শনিবার; শ্রীরাধাষ্টমী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব—১৮ই ভাদ্র রবিবার; শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব,—শ্রীভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব, (সাধারণ মহামহোৎসব)—২৩শে ভাদ্র শুক্রবার।

—•—

প্রাপ্ত পত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়
বরাবরেষু—

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

প্রায় দুই বৎসর কাল অতীত হইতে চলিল—মহাজনবর শ্রীশ্রীচণ্ডীদাসের পদাবলী ও রজকিনী রামী সম্বন্ধে একটী

আন্দোলনের সূত্রপাত আপনার শ্রীপত্রে হইয়াছিল। উক্ত মহাজন এবং অন্যান্য মহাজনদের পবিত্র নামে সংজিয়াবাদের কলঙ্কারোপ-চেষ্টায় বাস্তবিকই এতকাল মর্ম্মাহত ছিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের সেই মর্ম্মের করুণ-কাহিনী শুনিতা-ছেন। স্বনামধন্য স্বর্গতপূর্ব্ব আগরতলার (ত্রৈপুর) রাজমন্ত্রী (স্বর্গীয়গত) রাধারমণ ঘোষ ভক্তিভূষণ মহোদয়ের আবেগের কথাগুলি এতদিনে ফলিল। তাঁহার কথাগুলি আপনার শ্রীপত্রিকায় ৪৩১ গৌরাব্দ, বঙ্গাব্দ ১৩৩২ সন ২১শে কার্ত্তিক তারিখের সংখ্যার ২০শ পৃষ্ঠায় প্রেরিত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ প্রবাসী পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু লিখিত 'চণ্ডীদাসপর' নামক বিস্তৃত প্রবন্ধে বহু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব দেখা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাজনবর শ্রীচণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধেও অনেক নূতন কথার আভাস পাওয়া যায়। মোটামুটি ঐ প্রবন্ধে পাই যে, রজকিনী রামী সংক্রান্ত ঘটনা দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নহে। একটা কিম্বদন্তীমূলে কত বড় একটা ঘটনা উক্ত মহাজনের পবিত্র নামের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। কলিকাতার রঙ্গালয়ে তাহাই নাটকাকারে অভিনীত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তরুণ চিত্তক্ষেত্রে কি জাতীয় বীজ উপ্ত করা হইতেছে, তাহা খুবই চিন্তার বিষয়। উক্ত অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া "আত্মশক্তি" নামক পত্রিকায় যে মন্তব্য বাহির হইয়াছে, তাহাতেও উক্ত ঘটনার মূলে কিম্বদন্তী ভিন্ন কিছুই বিবৃতিত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহার গীতিকবিতা শুনিয়া ভাবসাগরে ডুবিয়া যাইতেন, সেই মহাজনের নামের জয়জয় হউক। দেশবাসী সকলের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া আদর্শমুখী হউক এবং আপনার শ্রীপত্র এইরূপ বৈধ-আন্দোলনে নিত্যকাল ব্রতী থাকুক। আমরা অতি দীন; আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন সত্যের প্রতি সতত মতি থাকে।

বিনীত—

শ্রীনগেন্দ্রকুমার দাস, কবিরাবাদ, ঢাকা।

—•—

প্রচার-প্রসঙ্গ

উৎকল-দীপিকা পত্রিকা হইতে ১৩শে জুলাই ১৯২৭ সাল

মহাশয়!

চলিত জুলাই মাস ৪ তারিখেরে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা প্রতিষ্ঠিত কটক সহর উড়িষ্যা বাজারস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠর দ্বিতীয় বার্ষিক বিরাট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হই, ক্রমান্বয়ে ১২ তারিখ পর্য্যন্ত চলি মহাসমারোহরে সম্পন্ন হই যাইগছি. প্রত্যহ হরিনাম সংকীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার, ভক্তি-গ্রন্থাদির আলোচনা ও সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যরে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ হইথিলা, সমস্তঙ্କ কাপিরে মঠকু আসি উৎসবরে যোগদান করি সম্ভবপর হইছু পারে সেথি যন্তু মঠক এক বিরাট নগর কীর্ত্তন বাহার হইথিলা। সেথিরে শত শত লোক যোগদান করি শুদ্ধ সুমধুর নামামৃত পান করিবার সুযোগ পাইথিলে।

জুলাই ৯ তারিখ প্রাতঃকালরে পরম পূজ্যপাদ শ্রীপরম-হংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বপরিষদরে কলিকাতা নগরীরে শুভাগমন করিথিলে। উক্ত দিবস সায়ংকালরে সচ্চিদানন্দ মঠরে শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌর বিগ্রহ যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত হইথিলে, তদুপলক্ষে গুটারে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হইথিলা; সুদূর বিষয় সেথিরে স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিথিলে। পরমারাধ্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজঙ্କর সভাস্থলরে প্রতিপ্রতিপাদ্য শ্রীসনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শ্রৌতপন্থা জীবর একমাত্র মুখ্য অবলম্বন ও ভগবত-স্বরূপ এবং শ্রীবিগ্রহ অভিন্নতা-তত্ত্ব সম্বন্ধরে গভীর গবেষণা-পূর্ণ অভিভাষণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইথিলা। যেউ মানে উপলব্ধি করিবাহুবা সে মানে তাইর সারবত্তা নিশ্চয় হৃদয়ঙ্গম করিথিবে। সভাভঙ্গ পরুরে শ্রীবিগ্রহর সম্মুখরে সুমধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন সমস্তঙ্କ হৃদয়রে অভিনব প্রেম ভক্তি রসর সঞ্চার করিথিলা; পরিশেষরে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ হই—উক্ত দিবসর মহোৎসব সাঙ্গ হেলা। তৎপর দিবসমানঙ্କରে মধ্য শ্রীমদ্ পরমহংস মহারাজ সাধ্যসাধন-তত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ও শ্রীসনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মর পারমার্থিকতা সম্বন্ধরে সারগর্ভ অভিভাষণ করি শ্রোতৃবর্গঙ্କ ধন্য করিথিলে।

১১ তারিখ সন্ধ্যা গাড়ীযোগে উক্ত মহাত্মা কলিকাতায় যাত্রা করেন।

গত ১৩ তারিখ বুধবাসরে শ্রীল সনাতন গোস্বামিকর তিরোভাব অধিবাস মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, এই মহোৎসবরে অনেক লোক যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সহরস্থ কেতেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। সভাস্থলরে ভক্তবীর আদর্শ-চরিত্র ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী মহারাজমানবর ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধরে ওজস্বী অভিভাষণ শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়িলা। হরিনাম সংকীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ হইয়িলা। উক্ত মহোৎসব উপলক্ষে পুরীর স্বনামধন্য সদাশয় শ্রীরাজা সাহেব শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর উপাদেয় মহাপ্রসাদ মান পঠাই আমাদিগকর ধন্যবাদর্হ হইয়ছিন্। মঠবাসী সেবকবৃন্দকর অপার আন্তরীকতা, উৎসাহ ও উদ্যম বাস্তবিক প্রশংসনীয়। দেশবাসী ভক্তবৃন্দ এহি সদ্ অনুষ্ঠানরে যথাশক্তি অর্থদান করি নিজ নিজর অর্থর সার্থকতা সাধন করিনাহান্তি কি?

ভগবত্তত্ত্ববিমুখ বর্ত্তমান জড়বাদী যুগরে সুপ্ত জীবর জাগরণ ও বিবাদ বিসম্বাদর উপসম নিমিত্ত এহি পরিষদ্ অনুষ্ঠানর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি পারিলে জীবর প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হেব, এথিরে কিছু মাত্র সন্দেহ নাহি। ইতি—

আপনঙ্কর—

শ্রীরাধামোহন পট্টনায়ক।

ডগরপাড়া, কটক। ১৭।৭।২৭

গত ২২শে শ্রাবণ রই আগন্ত রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এক মহানগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হয় এবং হাল্সী বাগান, অপার সার্কুলার রোড্, মানিকতলা ষ্ট্রীট্, আমহার্ষ্ট্ ষ্ট্রীট্, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলেজ ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ও সুকিয়া ষ্ট্রীট্ হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর অগ্রণী হইয়া ভক্তগণকে হরিকীর্ত্তনে বল প্রদান করিয়াছিলেন। এই মহাসংকীর্ত্তনে বহু ভক্তের একত্র সম্মিলন হইয়াছিল। সকলেরই শ্রীহস্তে শ্রীপতাকা শোভা পাইতেছিল। মৃদঙ্গ, করতাল, শিঙ্গা, কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিতে মহানগরী প্রতিধ্বনিত ও ভক্তবৃন্দের কৃষ্ণ-কোলাহলে কর্ম্মকোলাহলময়ী নগরীর ইতর কোলাহল কিছুকালের জন্য স্তম্ভীভূত হইয়াছিল। তৎকালে এই মহাসংকীর্ত্তনে যোগদানকারী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে "প্রণারিত-মহাপ্রেম-পীযূষ-রস-পাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যে দীনো দীন এব সঃ"—শ্রীমন্মহাপ্রভু উদিত হইয়া মহানাম সংকীর্ত্তনরূপ রস-পাগর বর্দ্ধন করিলে যে দীনব্যক্তি উহাতে পক্ষিত হইলেন, তিনি যথার্থ-ই দীন —এইরূপ একটী ভাব জাগাইয়া দিতেছিল।

গত ২৭শে শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে এক মহতী বিদ্বৎ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমে ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীবলদেবের মহিমাসূচক কীর্ত্তন-মুখে মঙ্গলাচরণ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় নির্দ্দিষ্ট মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোন সেবক শ্রীগুরু বৈষ্ণবের আদেশে কিছুকাল শ্রীবলদেব প্রভুর পূজার আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর 'চারিবেদে গুপ্ত' (চৈঃ ভাঃ) শ্রীবলদেব প্রভুর নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিয়া তত্ত্ব-পিপাসু-জনগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। প্রভুপাদের বক্তৃতার অন্তে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ বি, এল মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তন দ্বারা সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। উক্ত সভায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশবাসী ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসি-গণও বলদেব প্রভুর পূজার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বহু স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। রাজা, মহারাজা, বিচারপতি, অধ্যাপক, পণ্ডিত, ভক্তগণ-দ্বারা সভাটী সুশোভিত হইয়াছিল। সকলকেই শ্রীবলদেবপ্রভুর বিচিত্র প্রসাদ-নির্ম্মাল্য বিতরিত হইয়াছিল। মহাপ্রসাদ সেবাকালেও শ্রীবলদেবপ্রভুর জয়ধ্বনিতে শ্রীমঠ সমুখরিত হইয়া প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে চিদ্বল সঞ্চার করিতেছিল এবং সকলেই হৃদ্দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া অধিকারানুসারে শ্রীমহাপ্রসাদের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতেছিলেন।

—•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩রা ভাদ্র, ১৩৩৪, ২০শে আগষ্ট ১৯২৭ | ২য় সংখ্যা

শ্রীবলদেব

(গত ২৭শে শ্রাবণ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে লিখিত)

গর্ভ-সঙ্কর্ষণাদ্ যং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রায়াৎ॥
(ভাঃ ১০।২।১৩)

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীযোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবকীর 'সপ্তম গর্ভ' মূলসঙ্কর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকের রতি উৎপাদন করেন বলিয়া 'রাম', আর বলের আধিক্য-হেতু 'বলভদ্র' নামে কথিত হইয়া থাকেন।

শ্রীবলদেব প্রভুই মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁহারই অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ এবং পাতালে সঙ্কর্ষণাবেশাবতার—যিনি সাধারণতঃ 'সঙ্কর্ষণ' নামে খ্যাত। এই শেষোক্ত সঙ্কর্ষণ বা শ্রীশেষই তাঁহার সহস্রফণ মস্তকের একটী ছাগে একটী সর্ষপের ন্যায় পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। এই সঙ্কর্ষণাবতার শেষ মহাবাগ্মী। সনকাদি মুনিগণ তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে ভাগবত শ্রবণ করেন। হরিকীর্ত্তনকারিগণের বাগ্মিতার মূলকারণ এই মহাবাগ্মী শ্রীশেষ প্রভু। আর জগতে যে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বাগ্মিতা বর্ত্তমান, তাহাও শ্রীশেষ প্রভুর বাগ্মিতা-শক্তির হেয় প্রতিফলন।

লোকের মনোহারিণী অনর্থের বিনাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতি উৎপাদন করেন বলিয়া মূলসঙ্কর্ষণ প্রভু 'বলরাম' নামে খ্যাত। মায়াদেবীর মূল 'প্রেম-বিরোধ' শক্তির প্রভু শ্রীবলরামের কৃপা ব্যতীত কাহারও শ্রীরাধা-গোবিন্দে রতি উৎপাদিত হইতে পারে না। এই জন্যই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

'হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইবে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।'

শ্রীবাম মায়িনী শক্তির ঐশ্বর্য্যমুখে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিয়া দেন। জীব নিজের বলে কখনও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইতে পারে না; নিজের মনঃপ্রযোগ-দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির যে অবৈধ চেষ্টা তাহারই নাম আরোহবাদ। ঐরূপ আরোহবাদ-মূলে শুষ্ক-তর্কানুসন্ধান জীবকে অন্ধকার পাতালে বা নির্ব্বিশেষ রাজ্যে পাতিত করে। কিন্তু মায়াদেবীর মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বলদেব প্রভুর অনুগতো যে আরোহণ-রহিত শুদ্ধ-জীবাত্মার মূল-বিষয়-বিগ্রহের অনুশীলন, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের সন্ধান প্রদান করিতে পারে।

বলদেবের মত মহাবলী আর কোথাও নাই। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—"বলোজ্জ্বাং বলভদ্রঃ"—বলাধিক্য-বশতঃ 'বলভদ্র' নাম। তিনি নিখিল চিৎলোকের মূলকারণ। তাঁহার অংশাংশ, কলা, বিকলা জগতে যে বলের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কোন মর্ত্যজীব এমন কি অতিমর্ত্য পুরুষগণও ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহার অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ হইতে কারণার্ণবশায়ী, কারণার্ণবশায়ী হইতে সমষ্টি বিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী, সেই গর্ভোদশায়ী হইতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহ, বামনাবতার, পরশুরাম, প্রলম্বারি বলরাম, কল্কি প্রভৃতি যে সকল লীলাবতার বা কল্পাবতার আবির্ভূত হন, তাঁহাদের বলের ইয়ত্তা করিতে পারেন, ত্রিলোকে এমন কোন্ পুরুষ আছেন? শ্রীমদ্ভাগবত দেব স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে হয়গ্রীব নামক মহাবলশালী দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণ করেন। শ্রীকূর্মদেব অনায়াসে পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণ পূর্বক স্বীয় মহাবলের পরিচয় প্রদর্শন করেন। শ্রীবরাহদেব প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রসাতল-গামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রলয়ার্ণব-মধ্যে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্তদ্বারা বিদারিত করেন। রামাবতারে বলশালি-দৈত্যাধিপের জয়ী দশাননকে বধ করেন। নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপুকে বধ এবং পঞ্চম বর্ষীয় বালক প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর বহুবিধ অত্যাচার-নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া হিরণ্য-কশিপুর হেয় পাশবিক বল হইতে বলদেব-অংশাংশের কৃপাপাত্র শিশুরূপী প্রহ্লাদের উপাদেয় চিন্ময়ের অনন্ত-গুণে শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। হয়শীর্ষাবতারে মধু কৈটভ নামক প্রচুর বলশালী দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া বেদ উদ্ধার করেন। পরশুরামাবতারে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী অশেষ বলশালী ক্ষত্রিয়বর্গকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্যা করেন। প্রলম্বারি বলরাম-রূপে তিনি আসুরবলিক প্রাকৃতসহজিয়ার আদর্শ প্রলম্বাসুরকে বধ করেন এবং কল্কি অবতারে দস্যুপ্রকৃতি পাশবিক-বলদৃপ্ত নৃপতিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং যে বলদেবের কলা-বিকলা দ্বারা এইরূপ মহাবলের আদর্শ জগতে প্রচারিত হইয়াছে, সেই মহামহাবলী বলদেব যে নিখিল বল-মূলাশ্রয়, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? অধিক কি বলদেবের বিকলা-স্বরূপ যে গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার, তাঁহার অংশ যে তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ বিষ্ণু—যিনি ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী, সেই পরমাত্মরূপী মহাবিষ্ণু যদি জগতের বলদৃপ্ত ব্যক্তিগণের দেহে অবস্থান না করেন, তাহা হইলে তাহাদের সেই বলটুকুই বা কোথায় থাকে? হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ বা দশানন প্রভৃতি অসুরগণ যে বলের অহঙ্কার করিয়াছিল, বলদেবের বিকলার অংশস্বরূপ উক্ত অসুরগণেরও অন্তর্যামী অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর অপগমে তাহারা সেই সমস্ত বল হইতেই বিচ্যুত হইয়াছিল। সুতরাং অসুরের বলেরও কারণরূপে শ্রীবলদেবই। তবে সেইটী বলদেবের স্বরূপ বল বা স্বরূপ-শক্তির প্রভাব নহে, তাহা তাঁহার বহিরঙ্গা বিরূপশক্তির প্রভাব মাত্র। আত্মোৎকর্ষবাদি জ্ঞানিগণ যে আত্মবলে বলীয়ান্ হইবার জন্য রুদ্রের উপাসনা করেন, সেই প্রলয়কর্তা রুদ্রের তামসিক কার্য্যেরও কারণরূপে শ্রীবলদেবের অংশ রূপ চতুর্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণ। এই জন্য ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিকে 'তামসী মূর্ত্তি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তি কারণ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ এই উপাধিত্রয়ের অতীতা শুদ্ধা চিন্ময়ী তুরীয়া মূর্ত্তি হইলেও প্রলয় প্রভৃতি তামসিক কার্য্যের কারণ বলিয়া ব্যবহারতঃ উহাকে 'তামসী' বলা যায়। ভগবান্ ভব ভগবতী ভবানীর সহস্র অর্বুদ পরিচারিকার সহিত সেই সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিকে আপনার মূলকারণ জানিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার উপাসনা করেন। অতএব যাঁহার কলা বিকলার বলের কিয়দংশের পরিচয়গুরুস্থল রুদ্রাদি দেবতাগণ ধারণা করিতে পারেন না, সেই মূল পুরুষ 'ক্রিয়াশক্তি-প্রধান, মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব প্রভুর বলের আধিক্য আর কাহাকেও অধিক বুঝাইতে হইবে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

শ্রুতিকথিত এই 'বল' শব্দ বিরোচন ও ইন্দ্রের ন্যায় বিভিন্ন অধিকারী তাঁহাদের স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী বিভিন্ন তাৎপর্য্যে বুঝিয়া কেহ বা শব্দের অজহল্লক্ষণা বৃত্তি দ্বারা বঞ্চিত হন, কেহ বা বিদ্বল্লক্ষণা বৃত্তি দ্বারা শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন।*

* অসুরেন্দ্র দেবতাসভায় 'বল' নামক এক অসুরের কথাও শ্রুত হয়। এই অসুর ইন্দ্রহস্তে নিহত হইয়াছিল। ইহার মৃতদেহের লোম, নখ, অস্থি, মাংস প্রভৃতিতে মুক্তা মণি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল, এইরূপ একটি আছে।

এই জন্যই বিশ্ব-কুল-শিরোমণি চৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রুতিকথিত এই মন্ত্রের অর্থ উদ্ঘাটন করিয়া বলিয়াছেন,—

'চারিবেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত॥'

(চৈঃ ভাঃ আ ১।৭১)

আবেশাবতার শ্রীশেষই বলদেবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, কেহ কেহ এরূপ মনে করিয়া থাকেন। "বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়-চিকীর্ষয়া॥" (ভাঃ ১০।১।২৪)—এই ভাগবতীয় বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে শ্রীবলদেব আবেশাবতার শ্রীশেষ বলিয়া প্রতীত হন; পরন্তু শ্রীবলরাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ বিগ্রহ বা দ্বিতীয় দেহ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের সমভাবে যুগলরূপ বর্ণনা ও একসঙ্গে সমভাবে বিহার, বলদেবে শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ ভগবল্লক্ষণ-সমূহের স্থিতি এবং দেবকীর হর্ষশোক-বিবর্দ্ধন 'সপ্তমগর্ভ' প্রভৃতি বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বলদেব আবেশাবতার নহেন, পরন্তু স্বয়ং অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ। উপরিউক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে, 'স্বরাট্' শব্দের দ্বারা শ্রীবলদেব যে অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, তাহাই সূচিত হইয়াছে। "রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগত্তী জগতঃ পতে॥"—হে রাম! হে মহাবাহো জগৎপতে! যাঁহার একাংশ ('শেষ' নামক অংশ—শ্রীস্বামি-টীকা) দ্বারা জগৎ বিশেষরূপে ধৃত হইয়াছে, আমি সেইরূপ তোমার বিক্রম অবগত নহি—এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীবলদেব জগদ্ধারণ-কর্ত্তা আবেশাবতার শেষ নহেন; পরন্তু ধরণীধর শেষ বলরামেরই অংশ বা বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণের আবেশাবতার। বলদেবের অংশ যে সঙ্কর্ষণ, তিনিও শেষ হইতে পরম স্বরূপ বলিয়া নারায়ণধর্ম্মে শ্রীবলদেবের শেষ হইতে অন্যত্ব ও শক্তির অতিশয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, বলদেব সর্ব্ববিধ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু শেষ কেবল সর্প হইতে রক্ষা করিতে পারেন। অতএব শ্রীবলদেব আবেশাবতার নহেন, তমালশ্যামলকান্তি-যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শব্দের মুখ্যবৃত্তিত্ব-হেতু তাঁহার দেবকীর সপ্তমগর্ভে বলদেবের মুখ্যবৃত্তিত্ব-হেতু তাঁহার সাক্ষাৎ অবতারত্ব। 'শেষ' নামক বলদেবাবিষ্ট পার্ষদবিশেষ অংশি-বলদেবের আবির্ভাব সময়ে বলদেবে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—ইহাই সিদ্ধান্ত।

বলদেবপ্রভু তাঁহার বাল্য-লীলায় গর্দ্দভরূপধারী ধেনুকাসুরের বিনাশ ও প্রলম্ব নামক অপর অসুরের শিরো-বিদারণ-পূর্ব্বক সংহার সাধন করিয়াছিলেন। অবশ্য এই অসুর-মারণাদি কার্য্য অংশি বলদেবে প্রবিষ্ট অংশের দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। এই অসুর-বধ দ্বারা শ্রীবলদেব প্রভু 'একলীলায় প্রভু করেন কার্য্য পাঁচ সাত'—এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিশ্বরাজ ঐ দুইটী কার্য্যে জগজ্জনের প্রতিকূল অনর্থ-বিনাশরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করেন অর্থাৎ জীবের ভুল বুদ্ধি, সত্য-জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বাজ্ঞতা, স্বরূপজ্ঞান-বিরোধ বা দেহাত্মবুদ্ধিরূপ গোখর ধর্ম্ম—যাহা গর্দ্দভরূপী ধেনুকের আদর্শ এবং আসুরপ্রকৃতিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের চরমবাদ—যাহা প্রলম্বাসুরের আদর্শ, সেই দুইটী ব্রজ-জনের প্রতিকূল অনর্থের বিনাশ শ্রীবলদেব কর্তৃক কৃপায় সাধিত হয়। শ্রীবলদেব প্রভু রুক্মিণী দেবী শিশুপালের বন্ধু রুক্মীকে দ্যূতক্রীড়ায় পাশাঘাতে বিনাশ করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণববিদ্বেষী ও তাহাদের সহচরগণ তাঁহার (বলদেব প্রভুর) দ্বারা কিরূপ রক্ষিত হন, তাহার আদর্শলীলা প্রচার করেন। বলদেব প্রভু সন্ধিনী শক্তি-প্রভাবে নিত্য চিদ্ধামের নিত্য প্রাকট্য বিধান, মহা-সঙ্কর্ষণ হইতে মহতত্ত্বের স্রষ্টা প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষের আবিষ্কার এবং গর্ভোদশায়ী পুরুষ হইতে নানাবিধ লীলাবতার তথা ব্রহ্মা, অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রকাশ করিয়া অন্বয় জ্ঞানোপলব্ধির সন্ধান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "জ্যেষ্ঠ হইল সেবার কারণ" (চৈঃ চঃ আ ৪।১৪২) এই বাক্যের আদর্শ ও "কৃষ্ণের সমতা হৈতে শুদ্ধ পদ বড়" —এই বাক্যের সার্থকতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীবলদেব প্রভু তাঁহার তীর্থ-পর্য্যটন-লীলায় নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে রোমহর্ষণ-সূতকে বধ করিয়া অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়াবলম্বী শুষ্ক-বৈষ্ণব-পূজাবিমুখ ধর্ম্মধ্বজী দাম্ভিক বিষ্ণু-পূজক অনুষ্ঠান-মানিগণের আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছেন। অতএব সেই বলদেব প্রভুই কৃষ্ণের সন্ধান-প্রদাতা, বলদেহে অর্থাৎ মর্য্যাদা-মার্গে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবক গুরুদেব।

তিনি—"আপনে সকল রূপে দেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ১।৪৫)

সেই বলদেব প্রভু হইতেই সকল সত্তার প্রকাশ, তাঁহার

নামাভাস প্রবণ কীর্ত্তনেই সন্ধানর্থ নাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণ কীর্ত্তন করিবার জন্য 'অনন্ত বদন'; অতএব তিনি চিদচিজ্জগতের মহাবিদারিনী শক্তির শক্তিমন্ত, সেই বল-দেবের পূজা নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক জীবমাত্রেরই যে একান্ত ধর্ম—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। অতএব যাঁহারা সজ্ঞবদ্ধবৃত্তি চালিত হইয়া জগতে বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃত বল-সঞ্চয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যদি বিজ্ঞ-বৃত্তির অনুসরণ করিয়া শ্রীবলদেব প্রভুর পূজা শিক্ষা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের প্রকৃত বলপ্রাপ্তি ঘটিবে। অথবা স্ত্রীগণ যদি মনসাদি গ্রাম্য দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী মহাবীর্য্য-প্রভাবশালী ধরণীধর শ্রীশেষসর্পের আরাধনা শিক্ষা করেন, আত্মরক্ষায় অসমর্থ শিশুগণ যদি প্রহ্লাদের ন্যায় বলদেব প্রভুর কলাবিকাশ স্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা শিক্ষা করিয়া চিদ্বল সংগ্রহ করেন, পুরুষগণ যদি প্রাকৃত বাহুবলের হেয়তা, নশ্বরতা ও ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অনন্তবল, মহাবাগ্মী শ্রীসঙ্কর্ষণের নিকট হইতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বল প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ—বিশ্ববাসী সকলেই প্রকৃত নিত্য বলে বলীয়ান্ হইয়া পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

তাই অশোক-অভয়ামৃত-লেবনেচ্ছু নিঃশ্রেয়সার্থীর শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-রাম-পদাশ্রয়-কর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করিয়া আদি কবি গাহিয়াছেন,—

'সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১।৭৭)

আচার্য্যের অসমোর্দ্ধ-মহত্ত্ব

অনেকের ধারণা, ভক্তিমার্গটী বুঝি কোমল পুষ্পাস্তরণে আচ্ছাদিত। অন্ধ বিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, যথেচ্ছাচারিতা, বিচার-রাহিত্য, ভাবপ্রবণতা, মনের উচ্ছ্বাস—এই সমস্তই ভক্তি পর্য্যায়ে গণ্য! কিন্তু শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের বাক্য হইতে জানা যায় যে, ভক্তি পথটী জীবের পরম প্রয়োজন লাভের একমাত্র রাজকীয় বর্ত্ম হইলেও উহা কণ্টক-রুদ্ধ। বিশেষতঃ কলি বা তর্ক-বিবাদযুগে উহা কোটি-কণ্টক-রুদ্ধ।

ভক্তিপথের যাত্রিগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্ন ও নিরাপদে কৃষ্ণচরণকল্পতরুর সন্নিধানে পৌঁছিয়া প্রেমামৃত-ফল আস্বাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য নির্হেতুক-কৃপাসিন্ধু ভগবদ্ভক্তপ্রেরিত আচার্য্যগণ ভক্তিপথে প্রবেশেচ্ছুগণকে পথের কোটি বিঘ্নরাশির কথা জানাইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকেন। আচার্য্যগণের এইরূপ স্বভাব-সুলভ অহৈতুকী বৃত্তিটী জীবের প্রতি অমন্দোদয়-দয়ার উদাহরণ।

কণ্টক উন্মূলন কালে হস্ত ক্ষত-বিক্ষত হইতে পারে এবং কণ্টক-বনস্থিত সর্পাদি ক্রূর-স্বভাব হিংস্রজন্তু দংশনাদিও করিতে পারে, ইহা জানিয়াও যেমন কণ্টক-উন্মূলনকারীর তৎকার্য্যে নিরুৎসাহ দেখা যায় না, পরন্তু যাহাতে কণ্টকরাশি ও হিংস্রজন্তুকুল পথিকের কোনও প্রকার অমঙ্গল করিতে না পারে, তৎসাধনেই কণ্টকোন্মূলনকারীর বিশেষ প্রচেষ্টা ও উত্তরোত্তর উৎসাহ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আচার্য্যের চরিত্রেও ভক্তিপথের কোটি কণ্টক উন্মূলনে উত্তরোত্তর অধিকতর উৎসাহ-ই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যাহারা স্বার্থপর, স্বসুখকামী, জাড্যগ্রস্ত বা অধার্ম্মিক-লোকভীরু, তাহারা বহির্ম্মুখ লোকগণের চীৎকারে হটিয়া যায়, কিম্বা মনে করে যখন আমার স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা বা স্বসুখটীই দরকার, তখন অপরের উপকার করিতে গিয়া নানাপ্রকার হাঙ্গামা পোহাই কি দরকার? বহির্ম্মুখ লোকের গালি-গালাজ শুনাই বা কি আবশ্যক? আর এক শ্রেণী মনে করেন, নির্জ্জন-ভজনানন্দী হইয়া গেলে এসব কিছু হাঙ্গামা নাই। লোকের ভাল-মন্দ-গঞ্জনা কিছুই শুনিতে হয় না। কিন্তু পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্য এইরূপ স্বার্থপর, স্বসুখকামী বা জাড্যগ্রস্ত নহেন; তিনি লোকভীরু নহেন। তিনি বলেন, যদি শত শত লোকের এমন কি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত বহির্ম্মুখ জীবের সমবেত কণ্ঠে সমুচ্চারিত পৌরুষভাষাও আমার উপর বর্ষিত হয়, তাহাও আমি বরণ করিয়া বাস্তব-সত্যের কথা তারস্বরে ঘোষণা করিব। ঐরূপ নিত্যকথা যদি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আনখ-কেশাগ্র কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ কোটি কোটী জীবের মধ্যে একটীরও কর্ণে প্রবিষ্ট

হইয়া তাঁহার হৃদয়ের কৈতব-কালিমা বিধূরিত করে, তাহা হইলেও আমি বুঝিব যে, আমি মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট সেবা করিতে পারিলাম। কারণ আমি জানি, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যতজীব, তাহারা কৃষ্ণ বহির্মুখতা-ফলেই ব্রহ্মাণ্ডে মধ্যে গতায়াত করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবকোটি—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কৃষ্ণবহির্মুখ—পরম সত্যবিমুখ। অতএব সকলে সত্য কথা শুনিবে না, কোটি জীবের মধ্যে যদি একটীও সত্য কথা শুনিবার লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলেই যথেষ্ট। আবার সেই জীব সত্যে অধিষ্ঠিত হইয়া অপরকে পরম সত্যের কথা শুনাইতে পারিবেন। এই জন্যই বোধ হয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, "রুচিক্রমে যে সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।" (সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ৩১ পৃঃ)

জগতে যাঁহারাই সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকেই বহির্মুখ, অপসার্থাক, মাৎসর্য্যপর সমাজের সত্য-বিরোধ-চেষ্টা লক্ষ্য করিতে হইয়াছে। যাঁহারা মাত্রাপ্রিয় ও স্বসুখ-প্রয়াসী মাত্র হইয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ-ন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গতানুগতিক ধর্ম্মকে নিষ্কপট বিবেচনায় বরণ করিয়াছেন বা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত আব্রহ্মস্তম্বের মানব-কেশাগ্র কৃষ্ণবিমুখতা-দর্শনে তাহাদের মঙ্গলোদয়-বিষয়ে নিরাশ হইয়া তাহাদের প্রতি উদাসীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব ভজনানন্দে মগ্ন হইয়াছেন কিংবা অত্যন্ত মাত্রাগ্রস্ত আর এক শ্রেণীর আনুকরণিক-সম্প্রদায়—চঙ্গবাদি-সম্প্রদায়—যাঁহারা আত্ম ও পরবঞ্চনার্থ কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠা ও আরামকামী হইয়া প্রকৃত ভজনানন্দিগণের অনুকরণ মাত্র করিতেছেন, এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় সম্প্রদায় সম্পূর্ণ কপট, স্বসুখ-কামী ও অধাক্ষিকলোকভীরু অর্থাৎ প্রকারান্তরে পারমার্থিকের বেশে কৃষ্ণ-বহির্মুখ লৌকিক সমাজেরই অন্তর্গত হওয়ায় তাঁহারা বহির্মুখ-লোক-প্রিয়তাকেই তাঁহাদের পরম প্রয়োজন ও কৃতার্থতার বিষয় মনে করিতেছেন। সুতরাং সেই প্রকার লোক-প্রিয়তা-কাঙ্ক্ষিব্যক্তিগণের কোন প্রকার লোক-নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় না। তাহারা 'অন্তঃশাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবোমতঃ' হইয়া নিয়ত লোকপ্রিয়তা ও কনক-কামিনী অর্জ্জনার্থই ব্যস্ত আছেন। সুতরাং মাৎসর্য্যবাসেবিসমাজে যেমন দুগ্ধপানের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বহির্মুখ লোক-সমাজে বা বহির্মুখ লোকপরিচালিত ব্যবস্থা-বন্ধের স্তম্ভে উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর অর্থাৎ স্ব-সুখ-প্রয়াসী গতানুগতিক ধর্ম্মাবলম্বী নাম-মন্ত্র-ভাগবত-ব্যবসায়ী প্রভৃতি এবং ভজনানন্দী পরমহংস বৈষ্ণবের অনুকরণকারী নিষ্কিঞ্চন-ভক্তগণের প্রশংসাই শ্রুত হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই একটী প্রকৃত ভজনানন্দী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব (যেমন কুলিয়ার চড়ার শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ) তাঁহারা পার্থিব সমস্ত ব্যাপার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মৎসর ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে আপনাদের ভোগ্য ভাগের অংশীদার হইতে বিচ্যুত, সমাজ হইতে দূরগত, অসমর্থ ও উহাদের চতুরতা বুঝিতে অক্ষম মনে করিয়া যেন কৃপা পূর্ব্বকই তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দাবাদাদি করেন না। কিন্তু আচার্য্য প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর ন্যায় বহির্মুখ লোক-প্রিয়তার অপেক্ষা করেন না বা শেষোক্ত ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের ন্যায় কেবল স্বভজনে রত থাকেন না; পরন্তু স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে জগতের হিতার্থ জগতের সহিত আচার-ব্যবহার করেন বলিয়া তিনি বহির্মুখ লোকের স্বভাব-সুলভ মৎসরতার দৃষ্টিতে পতিত (?) হইয়া থাকেন।

তাই, সত্যপ্রচারকারী পুরুষমাত্রেরই বিষ্ণু-বিমুখ লোক-সমাজ হইতে সাধারণ লোক-চক্ষে নির্য্যাতনের দৃষ্ট ও দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ লোক-চক্ষে পরিলক্ষিত হয় বলিবার কারণ এই যে, প্রপঞ্চাতীত বিষ্ণু-বৈষ্ণবে রাবণের মায়া-সীতা হরণের ন্যায় প্রকৃতি-জনের মৎসরতার স্পর্শ নাই।

প্রহ্লাদ নিত্যসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রচারকের আসন গ্রহণ না করিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও দৈত্য-সমাজের নয়নতারা, কণ্ঠের মণি ও হৃদয়ের নিদিধ্যাসন আদর, যত্ন, স্নেহ, বাৎসল্য, স্তুতি-প্রশংসার পাত্র ছিলেন। কিন্তু যে দিন হইতে দৈত্যরাজের সমীপে মুখ ফুটিয়া সত্য কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন—বিষ্ণুভক্তির ঐকান্তিকতা, পুত্রত্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হরিজনের প্রয়োজনীয়তা,

গৃহব্রত কুলঙ্গনাগণের অকর্ম্মণ্যতা, পরমহংসকুলের সেবা এবং সমবয়স্ক দৈত্যবালকগণের নিকট গৃহব্রত দৈত্যকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিভজনের আবশ্যকতা প্রচার করিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতে প্রহ্লাদের শত্রু এক একটী করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বন্ধজীবের নিকট পিতা-পুত্রবৎ যে একটী ঘনিষ্ঠ মায়িক সম্বন্ধ—যে মায়িক সম্বন্ধ ও মোহে পড়িয়া পিতা 'অসিতবরণ' পুত্রকেও কবিহ-কাঞ্চনরূপে দর্শন করেন, কাল পুত্রকেও পদ্মপলাশলোচন দেখেন, কুলাঙ্গারকেও বংশ-বিভূষণরূপে জানেন, পুত্রের শত দোষও পিতার মোহ-দৃষ্টিতে গুণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, আজ কি না প্রহ্লাদের সত্যকথা প্রচার কার্য্যটী সেইরূপ মোহগ্রস্ত পিতার নিকটও এমন একটী মহান্ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইল—যাহার জন্য হিরণ্যকশিপু আত্মা হইতেও অধিকতর প্রিয় পুত্রের প্রতি শতপ্রকারে বিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জাগতিক দৃষ্টান্তে কে কখন্ শুনিয়াছে যে, কোন্ পিতা নিজ স্বার্থের জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে—যে পুত্র এখনও স্ত্রীর প্রলোভনে পড়িয়া পিতাকে কোন প্রকারে অনাদর করিতে শিখে নাই কিম্বা বাদসাহ আওরঙ্গজেবের মত রাজ্যের লোভ-বশবর্ত্তী হইয়া পিতার শত্রু হয় নাই—পাঁচ বৎসরের কমনীয় বালক মাত্র—সেই পুত্রকে মত্ত হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিতে পারেন, পর্ব্বত হইতে পাতিত করিতে পারেন, অগ্নি অনলে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, বিষ-প্রয়োগ করিতে পারেন! প্রহ্লাদের দোষ—তিনি সত্য কথা প্রচার করেন! সত্যকথা প্রচারকারীর শত্রু বাহিরের স্বার্থপরায়ণ লোকে হইলে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যেখানে দেখা যায়, সত্যযুগে—যে সময় চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল, সে সময়ও সত্যকথাপ্রচারকারী পুত্রের শত্রুতা আচরণ করিতে পিতা পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হন নাই! পিতার স্বভাব-সুলভ বাৎসল্যমাখা হৃদয়ও সত্যকথাপ্রচারকারী পুত্রের প্রতি নৃশংস হইয়াছিল! ধন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিষ্ণু-বহির্ম্মুখতার শক্তি! জীব আত্মধর্ম্মকেশাগ্রে এতই বিষ্ণুবিমুখ যে, সত্যকথা—কৃষ্ণের স্বরূপ-লক্ষণের কথা কিছুতেই শুনিবে না—ইহা যেন তাহার বিমুখতার একটী ব্রত—তাহার স্বভাবের একটী প্রতিজ্ঞা।

যে স্থানে সত্যযুগেও এইরূপ সত্যে অনাদর ও সত্য-প্রচারকারীর প্রতি নৃশংসতার আদর্শ উদাহরণ দৃষ্ট হয়, সে স্থানে কলি বা বিবাদ-তর্কযুগে যে সত্যের প্রতি বিরাগ ও সত্যপ্রচারকারী আচার্য্যগণের প্রতি শতমুখী বিরোধ-চেষ্টা প্রদর্শিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সার্ব্বভৌম-প্রচারক আচার্য্য-চতুষ্টয়ের অন্যতম শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীরামানুজ যখন বাল্য বয়সে গুরু যাদবপ্রকাশের নিকট "কপ্যাসং পুণ্ডরীক-াক্ষং" প্রভৃতির ব্যাখ্যা শুনিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সেই বিষ্ণু-বিরোধিগুরু-ভ্রমের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া সত্যকথা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়াছিল। শুধু নির্য্যাতন নয়, গুরু-অভিমানী যাদবপ্রকাশ শিষ্যের প্রাণসংহার করিবার জন্য বিপুল ষড়যন্ত্র করিয়াছিল; এমন কি, শ্রীবিষ্ণুর মনোঽভীষ্ট-প্রচারক শ্রীরামানুজকে লোক-চক্ষে পলায়ন-লীলা প্রদর্শন করিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হইয়াছিল! শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথের পূজকগণ শ্রীবিষ্ণু-ভোগ্য-দ্রব্যাদি অপহরণ করিতেন এবং বিষ্ণু সেবায় উদাসীন থাকিয়া বিষ্ণুর অর্থে স্ব স্ব স্ত্রী-পুত্রের সেবাকেই বিষ্ণু-সেবা বলিয়া সাধারণ লোককে বঞ্চনা করিতেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য দেবলগণের ঐপ্রকার চৌর্য্য ও ভোগলালসার প্রতিবাদ করিলেন। যেখানে সত্য প্রচার, সেখানে স্বার্থান্ধ, সত্যবিরোধিগণ সত্য-প্রচারকের শত্রু হইয়া উঠিবে, ইহা অনিবার্য্য। তাই শ্রীরঙ্গমের পূজারিগণ শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রাণসংহারার্থ প্রথমে বিষ-মিশ্রিত অন্ন প্রদান করিলেন। কোন পূজারীর সরল-প্রাণা স্ত্রী আচার্য্য রামানুজকে ইঙ্গিতে পূজারিগণের দুষ্ট অভিসন্ধির কথা জানাইলে আচার্য্য সেই অন্নগুলি একটী কুক্কুরকে প্রদান করেন; কুক্কুরটী সেই অন্ন খাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। আর একদিন উক্ত পূজারিগণ শ্রীরঙ্গনাথের চরণামৃতের সহিত শ্রীরামানুজকে বিষপ্রদান করিয়াছিলেন। এই মায়িক জগৎ সর্ব্বকালেই বিষ্ণু-বিরোধিগণের সংখ্যাধিক্য ও আধিপত্যদ্বারাই পরিবেষ্টিত ও শাসিত। দুষ্প্রবৃত্তি ও দুষ্প্রোপ্য ভক্তি-নিধির সংরক্ষণার্থই অসুর-মোহন বিষ্ণুর ইচ্ছায় এইরূপ ব্যবস্থাপিত। শ্রীরামানুজাচার্য্যের অভ্যুদয়কালে এক বিষ্ণু-বিরোধিস্মার্ত্ত চোলরাজ্যের অধিপতি ছিলেন; আচার্য্য রামানুজ যখন ঐ স্মার্ত্তরাজার রাজ্যমধ্যে বিষ্ণুপাসনা ও সত্যকথা প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ঐ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত

কক্রোপাসক চোলরাজের মাৎসর্য্যানল প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। উক্ত কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তরাজ রামানুজকে বলপূর্ব্বক স্মার্ত্ত শৈব করাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত কখনও অপ্রাকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যের কেশও স্পর্শ করিতে পারেন না।

হউক না কেন কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত বহির্ম্মুখ সমাজের নেতা, আবার কি হউক না কেন রাজ্যের অধিপতি—দণ্ডমুণ্ডবিধাতা, বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবাচার্য্য কখনও কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের শাসনের অধীন বা প্রজা নহেন। কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের আরক্তনয়নে স্মার্ত্তদাবলেহি-বৈষ্ণবরুগণ ভয় পাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব কখনও কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের কোন ধার ধারেন না—কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত হুঁকা বন্ধ করিলেন বলিয়া সর্ব্ব কলি-দোষ-বর্জ্জনকারি আচার্য্য বৈষ্ণব কখনও ভীত হন না। তাই আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দ্বেষি, স্মার্ত্ত চোলরাজের চোল-রাজধানীতে প্রবলবেগে কোটিকণ্ঠে সত্য কথা প্রচারে বিরত হন নাই। শ্রীরামানুজের আদর্শ শিষ্য কুরেশ চোলাধিপতি কৃমিকণ্ঠের দ্বারা উৎপাটিতচক্ষু হইয়াও স্মার্ত্তমত স্বীকার করেন নাই। অতএব দেখা যায় যে, যে সময়ই জগতে সত্যকথা প্রচার হইয়াছে, সেই সময়ই বিষ্ণু-বিরোধি অদৈব ব্যক্তিগণ দৈব-প্রকৃতি সত্য-প্রচারক ব্যক্তিগণকে নানাপ্রকারে বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহাও কোন্‌টী অবৈষ্ণব সত্য তাহা বুঝিয়া লইবার একটী প্রধান ও স্পষ্ট লক্ষণ। কারণ যে সকল মত বা সিদ্ধান্তে জগতের সকল বহির্ম্মুখ লোক মিলিয়া ভোট প্রদান করে, সে সকল মত যেমন নিশ্চয়ই বহির্ম্মুখ মত, তদ্রূপ যে সিদ্ধান্ত প্রচারের বিরুদ্ধে জগতের সমস্ত বহির্ম্মুখ মিলিয়া তাহার বিরোধ করিবার চেষ্টা করে, তাহাও বহির্ম্মুখ-বিরোধী বলিয়া নিশ্চয়ই পরম সত্য।

এই ত গেল একজন আচার্য্যের কথা। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীমধ্বমুনি, শ্রীমদ্বিদ্যাদিত্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ যখন সত্য কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রতিও কিরূপ বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিলে একাধারে ভক্তদ্বেষিজনের ক্রোধ, অপরদিকে আচার্য্যগণের অসীমাম্ব অহৈতুক লোক-হিতৈষণার আদর্শ উপলব্ধি করিয়া জগৎ-পালক শ্রীবিষ্ণুর প্রতি প্রাণ যেন আপনা হইতেই ভক্তিভাবে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। ধন্য শ্রীসনাতন-ধর্ম্ম-রক্ষী পুরুষোত্তম সত্যনিধি বিষ্ণু! আর অনন্তগুণে ধন্য তাঁহার প্রেরিত জগন্মঙ্গল-বিধায়ক অহৈতুক-কৃপাবারিধি সাত্বত আচার্য্যগণ!

এখন একটু সর্ব্বাচার্য্যের শিরোমণি—সর্ব্বাচার্য্যের অবতারী-শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজ জন আচার্য্যবর্গের কথা আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সত্য কথা প্রচার আরম্ভ করিলে কিরূপ লোকের অপ্রীতিভাজন হইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বাচার্য্যশিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরেও বিশেষ ভাবে দেখিতে পাই। যতদিন বিষ্ণু বা বৈষ্ণব বহির্ম্মুখগণকে বঞ্চনা করেন, ততদিনই বহির্ম্মুখ-লোকসমাজ তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন বহির্ম্মুখলোক-রক্ষণার্থ সাধারণ বহির্ম্মুখ সমাজের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ন্যায় একজন নীতিধর্ম্মপালক গৃহস্থের অভিনয়, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-লীলা, স্বামি-বিয়োগ-বিধুরা, দীনা জননীর সেবা, জন্মভূমি ও স্বজন-প্রীতি, পিতার ঔর্দ্ধদেহিক-কৃত্য সম্পাদন—গয়াশ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের অভিনয়, দেব-দ্বিজে-ভক্তি প্রদর্শনের অভিনয়ার্থ বিষ্ণুপাদোদকপানাদি-লীলা প্রদর্শন করিলেন, তখন কর্ম্মজড়গণ বিষ্ণু-বিমোহনকারী বিষ্ণুর কার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে তাঁহাদেরই অন্যতম জীব-বিশেষ জ্ঞানে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই প্রশংসা আর বেশী দিন স্থায়ী হইল না; যাঁহারা একদিন নিমাইকে তাঁহাদেরই অন্যতম জ্ঞানে নিমাইর শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন, আজ যখন নিমাই গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন—শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণের মনের বাসনা পূর্ণ করিলেন, সত্য কথা প্রচার আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতেই সেই স্মার্ত্ত হিন্দুগণ চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নিমাইর নিন্দা আরম্ভ হইল। নিমাই আর এখন ভাল নহে; কারণ সে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে বসিয়াছে—মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি-পূজা ও তদুপলক্ষে তৌর্য্যত্রিকের অনর্থকতা প্রচার করিয়া ভগবৎকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে, গয়াশ্রাদ্ধ অপেক্ষা অনন্তগুণে বৈষ্ণবদর্শন ও শুদ্ধচরণামৃতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতেছে, অবৈষ্ণববিপ্র যবনের ন্যায় অদৃশ্য ও অনস্পৃশ্য আর যবনকুলে অবতীর্ণ বৈষ্ণব পরম পাবন ও পরম পূজ্য—এই সত্য কথা প্রচার করিতেছে, পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড় পঞ্চব্রাহ্মণকে সত্য

কথা কীর্ত্তনে বিঘ্ন করার চেষ্টা লইয়া মাথিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছে না—

"পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
পরা হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
• • •
সবে মিলি করে তবে প্রভুর নিন্দন॥
সব দেশ হৈল একলা নিমাঞি।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই॥
পুনঃ যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে॥

(চৈঃ চঃ আ ১৭)

নিমাই কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণের এইরূপ দুর্বুদ্ধি দর্শনে তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া নিজকে সাধারণ লৌকিক স্মার্ত্তসমাজ হইতে পৃথক্ জানাইবার জন্য কর্ম্মজড়ের দুঃসঙ্গ-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শনের সঙ্কল্প করিলেন। আচরণ দ্বারা প্রচার করিলেন যে, বৈষ্ণব কখনও সাধারণ স্মার্ত্তসমাজের অধীন নহেন; স্মার্ত্তের বৈষ্ণবকে তাঁহাদের সমাজের অন্যতম জ্ঞান করা তাঁহাদের বঞ্চিতাবস্থা ও দুর্ভাগ্যমাত্র। হে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, তুমি যে তোমার অস্থি-মজ্জাগত স্বভাব বিষ্ণুবৈষ্ণবে জাতি-সামাজ-বুদ্ধিরূপ ভোগবুদ্ধি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে একদিন তোমারই ন্যায় গৃহব্রত মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেছিলে, আজ তোমাকে অযাচিত উহ্য-কৃপা করিবার জন্য গৌরসুন্দর ভার্য্যা-ভরণাদি নীতিধর্ম্ম-লঙ্ঘনের আদর্শ দেখাইয়া, স্বামি-বিয়োগ-বিধুরা জননীর সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে তাঁহার অনির্ব্বাপিত শোকানল আরও দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত করিয়া, জন্মভূমি ও স্বজন-প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া, সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবার নিকট গয়াশ্রাদ্ধ, তীর্থ পর্য্যটনাদির অকর্ম্মণ্যতা প্রচার করিয়া, বিপ্রপূজাদোষক-পানের তাৎপর্য্য কর্ম্মমার্গীয় চেষ্টা নহে পরন্তু সেবক-বাৎসল্য প্রদর্শনমুখে বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদন ইহা জানাইয়া, কলিতে সন্ন্যাস-নিষেধ-বিধি-রূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের উপযোগী আইন লঙ্ঘন করিয়া লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তাদির দুঃসঙ্গত্যাগরূপ সন্ন্যাস-লীলা গ্রহণ করিলেন, আবার সন্ন্যাস-গ্রহণলীলার অব্যবহিত পরেই স্বীয় আচরণ ও কৌশলে নিত্যানন্দাদ্বৈত জগদ্গুরু আচার্য্যদ্বয়ের আচার দ্বারা বিদ্ধস্মার্ত্তধর্ম্মের নিরর্থকতা, কৃষ্ণের প্রসাদে ভূতাজ্ঞান (চৈঃ চঃ ম ৩।৯৯), বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি (চৈঃ চঃ ম ৩।৯৭) প্রভৃতি কর্ম্মজড় চিন্তাস্রোতের গতি পরিবর্ত্তনার্থ 'সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতিধর্ম্ম' (চৈঃ চঃ ম ৩।১০১),—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মুখ হইতে এই সকল উক্তি নির্গত করাইয়া স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার তাৎপর্য্য যে স্মার্ত্তধর্ম্মের শেষনিঃশ্বাস নির্ব্বাপণ, তাহা প্রচার করাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শান্তিপুরে হরিদাস, মুকুন্দের সহিত যথেচ্ছভাবে নিজ উচ্ছিষ্ট-ভোজনে আদেশ করিয়া (চৈঃ চঃ ম ৩।১০৬), বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদে জাতি-সামান্য-বুদ্ধিরূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের অপরাধময় বিচারের নিরর্থকতা প্রচার করিলেন। তখন কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের ঘনিষ্ট মিত্র (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদির ন্যায়) স্মার্ত্ত নির্ব্বিশেষবাদী অভিনয়কারিগণ বা (প্রকাশানন্দের ন্যায়) মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ নানাপ্রকারে মহাপ্রভুর সত্যপ্রচারের প্রতি কটাক্ষ ও মহাপ্রভুর নিন্দা করিতে লাগিলেন। আবার রামচন্দ্রপুরী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যের অভিনয় দেখাইয়া মহাপ্রভুর ভোজনের নিন্দা প্রভৃতি করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সত্যপ্রচারকারী আচার্য্যকে এইরূপ বহুপ্রকার বহির্ম্মুখ লোক হইতে বহুপ্রকার নিন্দাবাদের পসরা মাথায় লইয়া বহির্ম্মুখ সমাজের মঙ্গলের জন্য সত্যকথা প্রচার করিতে হয়। অতএব আচার্য্য-হৃদয় কতদূর মহান্ ও জীবদুঃখকাতর তাহা অবর্ণনীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলে বৌদ্ধগণ কিরূপভাবে মহাপ্রভুকে নির্য্যাতন (?) করিবার প্রয়াস দেখাইয়াছিল, তাহা শ্রীচরিতামৃত-মধ্য-নবম-পরিচ্ছেদ-পাঠকগণের অবিদিত নাই। অতএব যে যেসময়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সত্যকথা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, সেই সেই সময়েই আত্মমঙ্গলে কৃতসঙ্কল্প জগদ্বঞ্চক বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছেন আর যদি ঠাকুর হরিদাস বা শ্রীনিত্যানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হরিকথা ও হরিনাম প্রচার না করিয়া নির্জ্জন ভজনের লীলা দেখাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে একজনের বাইশ বাজারে প্রহার (?) আর একজনের কাজীর কানার আঘাত (?) পাইতে হইত না। সত্যকথা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া আজও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজ ঠাকুর হরিদাসকে 'ব্রাহ্মণের পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র-ভোজনকারী, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অসম্মান-

কারী যবন' প্রভৃতি বলিয়া হরিদাস ঠাকুরের চরণে ভীষণ অপরাধ করিয়া থাকেন। আজও নিত্যানন্দকে নীচজাতির হস্তপাচিত অন্নভক্ষণকারী, স্মার্ত্তের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লঙ্ঘনকারী, অনাচারী প্রভৃতি বলিয়া নিত্যানন্দের নিন্দা করিয়া থাকেন। আবার পরম করুণাময় বৈষ্ণবঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন এই সকল কর্ম্মজড়কে বিষ্ণুনিন্দা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 'তবে লাথি মার তার শিরের উপরে।'—এই বাক্য প্রয়োগ করেন বলিয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের কেহ কেহ তাঁহাদের নিজের কলঙ্ক বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখান।

কালের প্রাচীনতা দুর্জ্জনকেও সজ্জন পদবীতে আরূঢ় করে। কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে উদিত জগদ্গুরু গৌর-নিত্যানন্দ, ঠাকুর হরিদাস, ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভৃতি আচার্য্যগণকেও যখন বর্ত্তমানে অনেক ব্যক্তি, তন্মধ্যে অধিকাংশ অন্তরে, কেহ বা প্রকাশ্যে নানাপ্রকার নিন্দা করিয়া থাকেন, তখন জানা যায়—এই জগৎ কতদূর হরি-বিমুখ। আর আচার্য্যগণ কিরূপ পরদুঃখ-দুঃখী—অমন্দোদয়-দয়া বিতরণকারী মহাবদান্য মহাপুরুষ।

—•—

সাত্বত-সম্প্রদায়

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজঃ শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঃ চতুর্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

বেদান্ত-সূত্রকার ব্রহ্ম-নারদ-শিষ্য শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন, সৎসম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না। এই হেতু সনাতন-ধর্ম্ম-বর্ত্ম-পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছায় কলিকালে চারিটী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মূল আচার্য্যের আবির্ভাব হইবে। 'কলি' শব্দের অর্থ—'বিবাদ' বা 'তর্ক'। কলিকালে তর্ক-পন্থারই বাহুল্য দৃষ্ট হয় এবং শ্রৌতপন্থার নিতান্ত অনাদর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধবাদ, প্রকৃতি-লয়বাদ বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বা প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি-লয়বাদরূপ মায়াবাদ অবৈষ্ণবরূপে 'শ্রৌতপন্থা' বলিয়া দাবী করিলেও উহা সূক্ষ্মবিচারে 'তর্কপন্থা' ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই তর্ক-পন্থার কবল হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিয়া শ্রৌত-পন্থায় প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-চতুঃসন—এই চারিটী সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবন-পাবন সাত্বত-আচার্য্য-চতুষ্টয় উৎকল দেশে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উদিত হইবেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরিচিত হইলেও শ্রীগৌর-সুন্দর এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের সেবা-প্রণালী অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের শুদ্ধভজন-প্রণালীই তাঁহার আশ্রিত জনে পুরুষোত্তমে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সম্প্রদায়ের পরিচয় ব্যতীত মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অনিদ্দিষ্ট অস্তিত্বানে জীব সর্ব্বদাই চঞ্চলমতি। চঞ্চলমতি ব্যক্তি একা ব্যবসাবাত্মিকা বুদ্ধি লাভ করিবার পরিবর্ত্তে বহুশাখাবলম্বী অব্যবসায়ী। এইরূপ ব্যক্তি অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যাবতীয় মনোধর্ম্মোত্থ মত সমভাবে সমর্থন করিতে গিয়া চিচ্ছক্তিসমন্বয়বাদী ও কার্য্যতঃ মনঃকল্পিত সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে বিশ্ব-জনীন অসাম্প্রদায়িকতার মাহাত্ম্য শুনা গেলেও তাহা সাম্প্র-দায়িকতার হেয়াংশের পরিচয় মাত্র। সম্প্রদায়ের বিরোধি-গণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক মনে করেন, ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাঁহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। গম্ভীরভাবে বিচার করিলে উদারতার নামে অসাম্প্রদায়িক মত অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতা বা আসুরতা-গ্রাহিত্যের পক্ষপাতি-ব্যক্তিগণকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়াই স্থির করা যাইতে পারে। সৎসম্প্রদায়-স্বীকার জীবের একটী স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যাঁহারা সৎ-সম্প্রদায় স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা হয় নিজ-দিগকে 'পরম মুক্ত', নয় 'পরম বদ্ধ' স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু পরমমুক্তগণও লোকশিক্ষা-ছলে আপনা-দিগকে সৎ-সম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উদারতার নামে সৎ-সম্প্রদায় স্বীকারে বীতস্পৃহার আদর্শ বালকের গুরুমহাশয়ের শাসন বা পিতা-মাতার প্রদর্শিত পন্থা আপাততঃ দুঃখদায়ক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া আপাতসুখদায়িনী, পরিণামে অমঙ্গল-প্রসূতি স্বতন্ত্রতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার বরণ। সরল, বুদ্ধিমান, আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণ সৎ-সম্প্রদায়ে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহা সকলের নিকট স্বীকার করেন, আর অসরল অদূরদর্শী বিতর্ক-প্রিয়

ব্যক্তিগণ স্বরূপতঃ সাত্বত-সিদ্ধান্ত-বিরোধী একটী সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াও লোকের নিকট আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা কেবল আত্ম-বঞ্চনারূপ মন্দ ফল লাভ করেন।

ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এই ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতবর্ষে কখনই সৎসম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত আশ্রয় পূর্ব্বক কেহ আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে অবধি ভারতের সংস্রব হইয়াছে, সেই সময় হইতেই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতম্মন্যী যখন শ্রৌত-পন্থার আনুগত্য-ত্যাগরূপ স্বেচ্ছাচার অপব্যবহার—যাহা স্বরূপ-বিভ্রান্ত জীবের স্বভাব বলিয়া আপাত-প্রীতিকর—সেইরূপ কোন বৃত্তিকেই 'উদারতা' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তখন সেই বিচারটী বহির্ম্মুখ-জীবকোটির অনেকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্ছৃঙ্খলতা ও মনোধর্ম্ম সমর্থনের একটী বেশ উপায় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদিগণ—যাঁহারা জীব, জগৎ, ভগবান্, পরিকর, ধাম প্রভৃতির পারমার্থিক সত্যত্ব স্বীকার করেন না অর্থাৎ চরমে সকলেরই নির্ব্বিশেষ-পরিণাম বিচার করেন, তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী হইলেও যাঁহারা জীব, জগৎ, ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্য সত্যত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা কখনই গ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা বেদব্যাসকৃত ও তদকৃত্রিম ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিবেন।

আদি-গুরু লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং চতুঃসন—এই চারি-জনের অবলম্বনেই কলিকালে সৎ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকালে চারিজন শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মূল আচার্য্য এই চারিজন মূল প্রবর্ত্তকের সাত্বত মত বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম দেবের আশ্রয়ে সাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয়ের চরম মীমাংসা শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিতজনই জগতে প্রচার করিয়াছেন। পুরীধামে এই চারি সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মঠ সমূহ শত বৎসর পূর্ণ পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া কালে কালে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক-বৈষ্ণব জনসমাজে বিস্তার ও জীবদ্দশকে বিষ্ণু-সেবারূপ নিত্যধর্ম্মে নিযুক্ত করিলেও শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহাদের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সার-সিদ্ধান্ত আশ্রিত জনগণে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে, সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎ-কুমার শ্রীনিম্বার্ক-স্বামীকে, শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরামানুজ-স্বামীকে এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মধ্বস্বামীকে কলিকালে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মূল-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের অনুগমনের কালবিচারে সর্ব্ব-প্রথম নিত্যবিষ্ণুসঙ্গিনী লক্ষ্মী, তৎপরে গর্ভোদশায়ী মহা-বিষ্ণুর নাভিকমলোদ্ভূত ব্রহ্মা, দ্বিতীয়-মহাবিষ্ণু হইতে রুদ্র ও ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুঃসনের অনুগমন দৃষ্ট হইলেও মূলাচার্য্যগণের কালবিচারে সর্ব্বপ্রথমে বিষ্ণুস্বামী, তৎপরে শ্রীনিম্বাদিত্য, তৎপরে শ্রীরামানুজ এবং তৎপরে শ্রীমধ্বের আবির্ভাবকাল পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে এই সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে খুব কম লোকেই খবর রাখেন, এমন কি যাঁহারা বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও গবেষণানিপুণ বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁহারা পর্য্যন্ত বৈষ্ণব আচার্য্য চতুষ্টয়ের-মতের বিচার দূরে থাকুক, কোন্ আচার্য্য কোন্ মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার নামটী মাত্র বলিতে গিয়া যে সকল ভ্রম করেন, তাহা পাঠ করিলে বঙ্গদেশের গবেষণানিপুণ ব্যক্তিগণের গবেষণার শৈথিল্য-দর্শনে হৃদয়ে বড়ই দুঃখ হয়।

ব্রহ্মার সাতটী বিভিন্ন জন্মে সাত্বত ধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে সেই শ্রৌতধর্ম্ম ন্যূনাধিক লুপ্ত হইয়া কলিযুগে বিবিধ তর্ক-পন্থার আবাহন করিয়াছে। ব্রহ্মার প্রথম মানসজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে হংসগণ সাত্বত ধর্ম্মের কথা অবগত হন। হংসগণ হইতে বৈখানস-গণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে চন্দ্র সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সত্য লাভ করেন। ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষজন্মে নারায়ণের কৃপাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র, এবং রুদ্র হইতে বালখিল্য-গণ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্য শ্রবণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিকজন্মে নারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋষেদের আকরমন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিষ্বক্সেন-সম্প্রদায় এবং বিষ্বক্সেনগণ হইতে মহোদধি ঐকান্তিক ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্রহ্মার চতুর্থ শ্রবণজন্মে আরণ্যক-সহ বেদশাস্ত্রে সাত্বতধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষ মনু, তাঁহা হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং শঙ্খপদের পুত্র সুবর্ণাক্ষ সাত্বতধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার মানসজন্ম, চাক্ষুষজন্ম, বাচিকজন্ম ও শ্রবণজন্ম,—এই চারি প্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে ধর্ম্ম

প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার পঞ্চম মানস-পুত্র সনৎকুমার ব্রহ্মে নারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিক ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সনৎকুমার হইতে বীরণ, বীরণ হইতে বৈন্য, বৈন্য হইতে কুক্ষি ঐকান্তিক ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সেই সময়ে ব্রহ্মার ষষ্ঠ অঙ্গজ অঙ্গে ব্রহ্মা হইতে বর্হিষৎ ও তদপ্রজ অধিকল্পন প্রভৃতি ঐকান্তিক ভাগবতধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মার ষষ্ঠ অঙ্গেই সর্ব্বপ্রথমে সামবেদগানের ধ্বনি উদ্গীত হয়। ব্রহ্মার সপ্তম পাদ্মজন্মেই নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা, হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ভাগবত-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীসম্প্রদায় —রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাক্যাদ্রজন্মে প্রকটিত হন। ব্রহ্মসম্প্রদায় ও রুদ্র সম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপালাভ করেন। তাঁহাদের অবতন্ত্র আচার্য্যগণই ব্রহ্ম ও রুদ্র-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করেন। সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসত্য পঞ্চম অঙ্গে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রেতা প্রারম্ভে ঐকান্তিক ধর্ম্ম লাভ করেন।

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাণ্ড্যদেশে (১) পাণ্ড্যবিজয় বা পাণ্ডুবিজয় নামে এক মহাপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্যাধিপতি হইয়াও সর্ব্বদা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পূজায় রত থাকিতেন। এই নৃপতির রাজ্যকাল বুদ্ধের আবির্ভাবের তিন শত বৎসরকাল পরবর্ত্তী। সুতরাং পাণ্ড্য-বিজয় নৃপতির আবির্ভাবকালে বৌদ্ধবিপ্লবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার পাণ্ড্যদেশে ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিল। প্রবলপরাক্রান্ত পাণ্ড্যবিজয় নৃপতি তদানীন্তন প্রচারিত বৌদ্ধ-মতবাদ বিনষ্ট করিয়া পাণ্ড্যদেশে সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনঃ স্থাপনার্থ বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা প্রদর্শন করেন। পাণ্ড্যবিজয়ের এক পরম বিষ্ণুভক্ত পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীদেবেশ্বর। এই পুরোহিত-প্রবর বৈষ্ণব-মহারাজকে সর্ব্ববিষয়ে মন্ত্রণা প্রদান করিতেন। শ্রীদেবেশ্বরের মন্ত্রণায় পাণ্ড্যরাজ তাঁহার রাজ্যকে সম্পূর্ণ বিষ্ণু-সেবার অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন। পাণ্ড্যবিজয় এই সপুত্রক পুরোহিত মন্ত্রীর সাহায্যে শ্রীনীলাচলের নীলমাধব মূর্ত্তিসহ বলভদ্র ও সুভদ্রা—যাহা বৌদ্ধগণের দ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ নামে ধর্ম্মফলদাতা নরদেবতামাত্র বলিয়া অবৈধ-ভাবে পূজিত হইতেছিল, সেই শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের সেবাবিচার বৌদ্ধগণের কবল (?) হইতে উদ্ধার এবং তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া সুন্দরাচলে (২) লইয়া গিয়া তথায় সংরক্ষণ করেন এবং বৌদ্ধগণের বৌদ্ধবিচার ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন করেন। পরে তাঁহারা পুনরায় নীলাচলের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহত্রয় আনয়ন করেন। পাণ্ড্যবিজয়ের নামানুসারে এখনও রথযাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথারোহণ 'পাহাণ্ডি' বা পাণ্ডুবিজয় নামে এবং সুন্দরাচল হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের নীলাচলে পুনরাগমন 'পুনর্যাত্রা' নামে উক্ত হয়। পাণ্ড্য-বিজয়ের সপুত্রক পুরোহিতের নাম হইতেই জগন্নাথদেবের সেবাধিকারিগণ সেবকাদন্তন-সূত্রে 'পাণ্ডা' নামে খ্যাত হইয়াছেন। পাণ্ড্যবিজয়ের পুরোহিত শ্রীদেবেশ্বর বৌদ্ধগণের চেষ্টার প্রতিকূলে তাহাদিগের মতি পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তম দেবের যথাবিহিত সেবার বিধান করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম দেবেশ্বরের অনাদি কালীয়া সেবা-চেষ্টায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট যাহাতে আরও সুষ্ঠুরূপে জগতে প্রচারিত হয় এবং নিত্যকাল জগতে বিষ্ণুসেবার উৎকর্ষ সংরক্ষিত হয়, এই জন্য কোন যোগ্য পুরুষে নিজশক্তি আবিষ্ট করিয়া দেবেশ্বরের গৃহে দেবেশ্বরের পুত্ররূপে এক মহাপুরুষের প্রকট করাইয়াছিলেন। এই ভগবৎ-শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষ দেবেশ্বরের গৃহে আবির্ভূত হইলে দেবেশ্বর ইঁহার অমিত-তেজঃসম্পন্ন দেবদর্শন তনু-দর্শনে পুত্রের 'দেবতনু' নামকরণ করিয়াছিলেন। এই দেবতনু অতি শৈশবকাল হইতেই বিষ্ণুসেবায় রত ছিলেন এবং বিষ্ণুসেবার বিরোধী যাবতীয় কার্য্যকে তিনি সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিতেন। দেবতনু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের প্রকটলীলা প্রদর্শন করিলেন।

(১) দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমাবস্থিত তাম্রপর্ণীকূলবর্ত্তী একটী প্রাচীন রাজ্য। প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ।

(২) সুন্দর পাণ্ড্যের নামে এই স্থানের নাম 'সুন্দরাচল' হয়।

দেবতনু শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের বিধানানুসারে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক 'বিষ্ণুস্বামী' নামে খ্যাত হন এবং জগতে কলিযুগে বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের বিধান পুনঃ প্রচার করেন। তাঁহার সময়ে আমরা অষ্টোত্তর-শতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর কথা ও তাঁহার অধস্তন শিষ্য-পারম্পর্য্যে সাতশত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর পরিচয় প্রাপ্ত হই। প্রবন্ধ-গৌরব-ভয়ে এ স্থানে ঐ সকল ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের পরিচয় প্রদত্ত হইতে পারিল না। বিশেষ অনুসন্ধিৎসুগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' নামক গ্রন্থে অষ্টোত্তর শত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর তালিকা ও বৈষ্ণব-মহত্ত্ব পাত্র-সংখ্যায় সাত শত ত্রিদণ্ডীর পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাঁহারা মনে করেন যে, শঙ্করাচার্য্যই সর্ব্বপ্রথমে দশনামসন্ন্যাস-প্রথা প্রচার করেন, তাঁহাদিগের এই ভ্রম-ধারণা বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব-বিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত হইবে এবং আরও বুঝিতে পারিবেন যে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তি-কালের নহে, উহা অনাদিকাল হইতে জগতে প্রচারিত এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে দেবতনু বিষ্ণুস্বামীর সময়ে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

যাহা হউক, দেবতনু ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক 'আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী' নামে জগতে খ্যাত হইলেন। পরবর্ত্তিকালে আরও দুই জন পৃথক্ বিষ্ণুস্বামী বিশেষভাবে আচার্য্যরূপে প্রতিপত্তি লাভ করায় দেবতনু আদি বিষ্ণুস্বামী নামেই বিখ্যাত। এই আদি বিষ্ণুস্বামী বেদবিরোধি-বৌদ্ধগণের সনাতনধর্ম্ম-বিলোপ-সাধনের চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন। বৌদ্ধগণ বহুপ্রমাণ-গ্রন্থরাজি লোক-লোচন হইতে লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া আদি বিষ্ণুস্বামী সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্রের সারস্বরূপ ব্রহ্মসূত্র বা বাদরায়ণসূত্র-সমূহ চয়ন করিলেন এবং এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রচার-দ্বারাই জগতে পুনরায় লুপ্ত সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে বিবেচনা করিয়া তাঁহার এক পূর্ণতর ভাষ্য রচনা করিলেন। এই ভাষ্যই বিদ্বৎসমাজে সর্ব্বজ্ঞ-সূক্ত নামে বিদিত। কেবলাদ্বৈত-বিচারপর সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনিকে কেহ কেহ আদি বিষ্ণুস্বামীর সহিত ভ্রম করেন। সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি অদ্বয়ব্রহ্মোপাসক মায়াবাদ-বিচারপর। সর্ব্বজ্ঞ মুনি শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারপরভাষ্যে বিষ্ণুর পরাৎপরত্ব, জীবের নিত্যত্ব, নামের সেব্যত্ব, মুক্ত অবস্থারও ভক্তির নিত্যত্ব, পরিকর-সহিত ভগবানের নিত্য সত্যত্ব, তদীয় সর্ব্বস্বত্ব প্রভৃতি সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী বা সর্ব্বজ্ঞমুনির ভাষ্যের সিদ্ধান্ত কেবলাদ্বৈত ভক্তিহীন-বিচার রহিত হইয়া 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত' নামে বিদিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুস্বামী আপনাকে শ্রীরুদ্রের অনুগত ও শ্রীরুদ্রাম্নায়ী নৃপকান্ত বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীরুদ্রসম্প্রদায় ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষমন্বে শ্রীনারায়ণ-কৃপাক্রমে জগতে প্রকাশিত হন। শ্রীরুদ্রসম্প্রদায়ের অধস্তন বাদশিখ মুনিগণই বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার ও সম্প্রদায় সংরক্ষণ করেন। শ্রীশিবস্বামি-সম্প্রদায় এবং পরে নিম্বাদিত্যসম্প্রদায় হইতে প্রকারভেদে দাম্পত্যরসের সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাসদের বিচার ও সম্প্রদায় উৎপত্তি লাভ করে। আমরা সর্ব্বজ্ঞসূক্ত ব্যতীত পরবর্ত্তিকালে সায়নমাধবের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের অন্তর্গত রসেশ্বর দর্শনেও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নাম ও তাঁহার উপাস্যদেব নৃপকান্ত বিষ্ণু এবং নৃসিংহ উপাসনা সম্বন্ধে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—"বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপকান্তা-শরীরস্য নিত্যত্বোপপাদনাৎ। তন্ত্রকৃৎ সাকারসিদ্ধৌ—"সচ্চি-ন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণনৈজবিগ্রহম্। নৃপকান্তমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতমিতি চ" (রসেশ্বরদর্শন)

পাণ্ড্যবিজয় রাজার রাজ্যকালে মাদুরা প্রদেশে বেঙ্কটেশ্বর ভট্টসেশিকের গৃহে আবির্ভূত শ্রীদেবতনুই আদি বিষ্ণুস্বামি-রূপে জগতে প্রচারিত হন এবং তাঁহার পরবর্ত্তিকালে তাঁহার অধস্তনসূত্রে সাতশত ত্রিদণ্ডী আচার্য্য জগতে সর্ব্বজ্ঞ-সূক্তানুযায়ী বিষ্ণু-উপাসনা প্রচার করেন। শ্রীরঙ্গনাথের রচিত পূর্ব্বগুরুপংসন-বিবরণে ও শ্রীবল্লচন্দ্রের শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়ে এ সকল কথার উল্লেখ আছে। এই সাতশত ত্রিদণ্ডীর শেষ আচার্য্যের নাম শ্রীব্যাসেশ্বর। ব্যাসেশ্বর আচার্য্যের পরে আদি বিষ্ণুস্বামি-পর্য্যায়ের প্রচার একরূপ লুপ্ত হইয়া যায়; তৎপরে দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামি-পর্য্যায়ে আমরা বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় এগারশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরাজ-গোপাল বিষ্ণুস্বামীর নাম দেখিতে পাই। এই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ বা রাজগোপালদেব বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তথায় স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি

দ্বারকাতে শ্রীরণ্ছোড় লাল বিগ্রহ স্থাপন এবং নিজ মোক্ষধামিকা পুরীতে বিষ্ণুবিগ্রহসমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের ঔজ্জ্বল্য প্রচার করেন। শিবস্বামি মিশ্র বা বিষমঙ্গল এই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী বা দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর প্রশিষ্য বলিয়া শ্রুত হন। রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর তৃতীয় অধস্তনের সময়ে প্রাচীন শিবস্বামিসম্প্রদায়সহ বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের পূর্ব্বের ন্যায় বিপুল বিবাদ সংঘটিত হয়। শিবস্বামিগণ মায়া-বাদ আশ্রয়ে রুদ্রকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে প্রচার করেন। কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বি-বিষ্ণুস্বামিগণ শ্রীরুদ্রকে পরাৎপর পুরুষ শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন বা তৎপ্রিয়তম সখা ভক্তজ্ঞানে দর্শন করেন। শুদ্ধাদ্বৈত-মতাবলম্বিগণের এই তত্ত্বীয়-সর্ব্বস্ব বিষয়ে ও কেবলাদ্বৈতবাদীর নির্ব্বিশেষ-বিচারের সূক্ষ্ম পার্থক্য অতাত্ত্বিকগণ বুঝিতে না পারায় অনেকেই মায়াবাদের আপাত প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া শিবস্বামি-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। এরূপ শ্রুত হয় যে,সেইকালে এইরূপ সুযোগ দেখিয়া বিষ্ণুবিরোধী শিবস্বামিগণ জগৎ হইতে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়কে নির্লুপ্ত করিবার বিশেষ প্রযত্ন করেন। এমন কি সেই সময় বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়িগণ সর্ব্বজ্ঞসূক্তের বিচার কিছু গোলমাল করিয়া দিয়া উহাকে শিবস্বামি-সম্প্র-দায়ের ভাষ্যরূপে চালাইবার প্রয়াস করেন। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিপাদকে বিদ্ধ সামান্য বৈষ্ণব-ক্রব সম্প্রদায় তথা কেবলাদ্বৈত-বিচারের পক্ষপাতি-সম্প্রদায় 'কেবলাদ্বৈতবাদী' বলিয়া থাকেন, সেইরূপ অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত বিচার বিষ্ণুস্বামিগণের প্রতি শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের বিবাদ-কালেও সাধারণ সমাজে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কালে মায়ার প্রভাবই জগতে অধিক বিস্তারিত হইল ; লোকে বিষ্ণুস্বামীর নামগন্ধ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে থাকিল। শিবস্বামিগণেরই প্রাধান্য হইল।

দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর পরে যখন জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের নিতান্ত দুর্ভিক্ষ পরিলক্ষিত হইতেছিল, তখন ভগবান্ বিষ্ণু পুনরায় আর একজন বিশেষ শক্তিশালী আচার্য্য প্রেরণ করিলেন ; ইনি আদ্য বিষ্ণুস্বামী বা তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী নামে খ্যাত হইলেন। এই তৃতীয় পর্য্যায়ের বিষ্ণুস্বামীই গৃহস্থ শিষ্যের পারম্পর্য্যে বালভট্ট, প্রেমাকর, লক্ষ্মণভট্ট প্রভৃতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। লক্ষ্মণভট্টেরই পুত্র শ্রীবল্লভভট্ট। এই বল্লভভট্টই পরবর্ত্তিকালে শ্রীবল্লভাচার্য্য নামে খ্যাত হন এবং তৎসম্প্রদায়ের বিচারে শ্রীবল্লভাচার্য্য তৃতীয় বিষ্ণু-স্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন বলিয়া প্রচারিত হন। প্রবন্ধান্তরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের জীবনী বিশদভাবে আলোচিত হইবে বলিয়া এস্থানে আর তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিত হইল না।

আচার্য্য শ্রীল শ্রীধরস্বামী ও তাঁহার গুরুভ্রাতা লক্ষ্মীধর উভয়ই বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও আচার্য্য ছিলেন। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাঁহাদের বিস্তৃত জীবনী আলোচনা করিব। শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়েরই আচার্য্যগণের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থরাজের ঔজ্জ্বল্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, জানা যায়। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ সম্প্রদায়ানুরোধে পৌর্ব্বাপর্য্যানুসরণপূর্ব্বক উক্ত অপ্রাকৃত গ্রন্থের ভাবার্থদীপিকা রচনা করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণে নৃসিংহদেবের স্তব এবং মাধব ও উমাধব (শ্রীরুদ্র)কে 'পরম্পরাত্মা' ও 'পরম্পরনতিপ্রিয়' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া আপনাকে শ্রীরুদ্রের আনুগত্যে শ্রীনৃসিংহোপাসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রুতি-স্তবের টীকায়ও শ্রীধরস্বামিপাদের নৃসিংহোপাসনার কথা আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। যাহা হউক, স্বামিপাদের সম্বন্ধে আমাদের এস্থানে অধিক আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধের বিস্তৃতি হইয়া পড়ে।

শ্রীবিষ্ণুস্বামি-প্রচারিত সিদ্ধান্ত—শ্রীবিষ্ণুস্বামী অদ্বয়জ্ঞান বা অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। পরবর্ত্তিকালে অদ্বয়জ্ঞান-বিরোধী বিদ্ধমতবাদ প্রচারিত হইলে সাত্বত আচার্য্যগণ শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তকে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' এবং মায়াবাদিগণের বিদ্ধমতবাদকে 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বা 'বিদ্ধা-দ্বৈতবাদ' বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন।

শ্রীবিষ্ণু-স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত মতে বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য্য জগৎ—ইহারা সকলেই 'বস্তু' পদবাচ্য ; কেহই বস্তু হইতে পৃথক নহে—"বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্তুন্যেব ন ততঃ পৃথগিতি"।

(১) জীববিষয়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত—জীব যে বস্তুর অংশ, তদ্বিষয়ে আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী ব্রহ্মসূত্র হইতে প্রমাণ দিতেছেন,—"অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" (ব্রঃ সূ ২।৩।৪২) অর্থাৎ বেদ কোথায়ও জীবকে 'ব্রহ্ম', কোথায়ও 'অজ', কোথায়ও 'চিদ্রূপ', কোথায়ও 'দাস', কোথায়ও

'অণু' বলিতেছেন; এইরূপ নানাপ্রকার বর্ণনা হইতে স্থির হইতেছে যে, জীবই ব্রহ্মের অংশ। তৎপরবর্তী কয়েকটী সূত্র উদ্ধার করিয়া সঙ্কর্ষণ-ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, তদধিকরণস্থ পরবর্তী সূত্রসমূহ হইতেও অতি স্পষ্টভাবে ব্রহ্মের অংশই যে জীব, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সূত্র যথা—"মন্ত্রবর্ণাৎ" (২।৩।৪৩), "অপি স্মর্য্যতে" (২।৩।৪৬), "প্রকাশাদিবন্ নৈবং পরঃ" (২।৩।৪৫) ইত্যাদি। "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি" (বৃঃ আঃ ২।১।২০ ও ৪।৩।২), "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৩) প্রভৃতি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা ১৫।৭)। যেরূপ অগ্নির অংশ বিস্ফুলিঙ্গসমূহ 'দাহক' বলিয়া 'অগ্নি' নামে উক্ত হয়, তদ্রূপ জীবও 'ব্রহ্ম' নামে উক্ত হয়। যেরূপ অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উভয়ে দাহক বলিয়া উভয়কে 'অগ্নি' বলা গেলেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতেই যেরূপ সর্ব্বতোভাবে শীতাদি-আপত্তি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জীব অংশ-অংশিসূত্রে সমজাতীয় হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে অর্থাৎ জীব 'পরব্রহ্ম' নহে।

(২) জগৎ বিষয়ে বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত—আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী জগৎকে ব্রহ্মের কার্য্য বলেন। ব্রহ্ম-সমবায়ী এবং ব্রহ্মরূপ এই জগৎ সত্য। সুবর্ণ যেরূপ, তদ্বিনির্ম্মিত কুণ্ডলাদিও তদ্রূপই হইয়া থাকে। পটরূপ কার্য্যের কারণরূপ তন্তু সূক্ষ্ম, রক্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ হইলে তদনুসারে কার্য্যরূপ পটও সূক্ষ্ম, রক্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ হয়। অতএব সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম যখন সত্য ও নিত্য, তখন কার্য্যরূপ এই জগৎও সত্য ও নিত্য। যদি বল যে, জগৎকে কিরূপে সত্য ও নিত্য বলা যায়? যখন জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় রহিয়াছে, তখন জগৎকে আমরা সত্য ও নিত্য না বলিয়া বিবর্ত্তমাত্র বলিব। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, বস্তুর তাৎকালিক অদর্শনে তাহার অবিদ্যমানতা সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। যেমন অতিশয় দূরে বিদ্যমান থাকে বলিয়া আকাশে উড্ডীয়মান শ্যেনপক্ষী কিম্বা গন্ধর্ব্ব-নগর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, অতিশয় সমীপস্থ বশতঃ চক্ষুঃস্থিত কজ্জল দৃষ্টিগোচর হয় না, অতিশয় সূক্ষ্মত্ব হেতু 'পরমাণু', ব্যবহিত বা অন্তরালে স্থিত বলিয়া 'রাজমহিষী', অভিভূত অর্থাৎ পুরাস্থিত বলিয়া দিবাভাগে 'তারকাদি' দৃষ্ট হয় না, সমজাতীয় বস্তুর একত্র সঙ্গম-হেতু সরোবরে পতিত বারিবিন্দুর পৃথগ্‌দর্শন বা তদ্বিরূপণ সম্ভবপর হয় না, অতিশয় অস্পষ্টভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়া দধিতে ঘৃতের বিদ্যমানতা দৃষ্টির বিষয় হয় না, সর্ব্বদিক্ জলে সর্ব্বের অধিষ্ঠান নয়নেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু দৃষ্টির বিষয় না হইলেও ঐ সকল বস্তুর বিদ্যমানতা বিষয়ে কাহারও মনে (অপরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও সিদ্ধ বলিয়া) কখন সন্দেহের কারণ উদিত হয় না। যদি অদর্শনের ছল অবলম্বন করিয়া কোন বস্তুর অবিদ্যমানতা সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ধের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তকারী ব্যক্তি নিজকে 'অবিদ্যমান' বলিয়া প্রমাণিত করুন। অতএব মৃত্তিকারূপ কারণে যেরূপ ঘটাদি কার্য্য বিদ্যমান থাকে বলিয়াই মৃত্তিকা হইতে ঘটাদির উৎপত্তির সম্ভব হয়, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বেই জগদ্রূপ কার্য্য সর্ব্বকারণ ব্রহ্মবস্তুতে বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্ম যখন পরিণাম প্রাপ্ত হন, তখন জগৎ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৩।২৩।১ মন্ত্রে যে ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব শক্তিদ্বয়ের বিষয় উক্ত হইয়াছে, স্বতন্ত্রেচ্ছ শক্তিমান ভগবান্ যখন সেই আবির্ভাব শক্তির ব্যবহার করেন, তখন পদার্থ দৃষ্ট হয়, আর যখন সেই তিরোভাব শক্তির ব্যবহার করেন, তখন আর পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; যদি বল যে, ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণই হউন; উপাদান কারণ বলিলে বস্তু বা ব্রহ্মের জগদ্রূপ কার্য্যের পরিণাম দ্বারা তাঁহার বিকার দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন, পরিণাম দ্বিবিধ; (১) বিকৃত পরিণাম বা বিকার, আর (২) অবিকৃত পরিণাম বা কারণের কার্য্যরূপ পরিগ্রহণ। পূর্ব্বস্বরূপের পরিবর্ত্তনের পর পূর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্তি অসম্ভব হইলে উহা 'বিকার' নামে অভিহিত হয়। যেরূপ দুগ্ধের দধিত্ব প্রাপ্তি; দধিরূপ পরিণাম প্রাপ্তি হইলে দুগ্ধের স্বীয় স্বরূপের অন্যথা হয়। কিন্তু পরিণাম প্রাপ্তির প্রাক্কালে, পরিণাম প্রাপ্তির সময়ে ও পরিণাম প্রাপ্তির পরে কোন প্রকার অন্যথা-ভাব-বিবর্জ্জিত যে পরিণাম অর্থাৎ কারণের কার্য্যরূপ পরিগ্রহণ, সেই পরিণাম অবিকৃত পরিণাম। ব্রহ্মের জগদ্রূপ পরিণাম-প্রাপ্তি এই প্রকার। ব্রহ্ম স্বীয় বহুভবন-সামর্থ্য বা ইচ্ছা-শক্তিযোগে জগদ্রূপ অবিকৃত পরিণাম প্রাপ্ত হন। জগদ্রূপ

পরিণাম প্রাপ্তির পূর্ব্বে, জগদ্রূপ পরিণাম প্রাপ্তির সময়ে এবং জগদ্রূপ পরিণাম প্রাপ্তির পরে ব্রহ্ম সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই থাকেন। সুবর্ণাদি যাবতীয় তৈজস পদার্থ কটক, কুণ্ডল, হারাদিতে পরিণত হইলেও পুনরায় সুবর্ণাদিরূপ কারণাবস্থা লাভ করিতে পারে। কটক, কুণ্ডল, হারাদি সুবর্ণাদির কেবল অবস্থান্তর মাত্র। এইরূপ অবস্থান্তর বিকার বা ভেদ নহে। উপাদান-কারণ-ব্রহ্মের জগদ্রূপ অবস্থাও এইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র।

অতএব জগৎ বস্তুর কার্য্য বলায় বস্তুতে কোন প্রকার বিকারদোষ আরোপিত হইতে পারে না।

(৩) **ঈশ্বর-বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত**—"হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ তথা,—'স ঈশো যদধীনে মায়া স জীবো যন্মায়ার্দ্দিতঃ। স্বাবিদ্যুতঃ পরানন্দঃ স্বাবিদ্যুতঃ দুঃখকৃৎ ॥" (শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত)। হ্লাদিনী এবং সম্বিৎশক্তি (সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি) দ্বারা আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই ঈশ্বর। অবিদ্যা-সংবৃতত্ব ও সংক্লেশসমূহের আকর-স্বরূপত্বই বদ্ধজীবের লক্ষণ। অংশী ঈশ্বরের সহিত অংশস্বরূপ শুদ্ধ জীবের যে সেব্য-সেবকভাবে অবস্থানরূপ অন্বয়জ্ঞানাবস্থা সেই শুদ্ধজ্ঞান হইতে বিচ্যুতি এবং উপাধিবশতঃ জড়ের জ্ঞেয়গত-সত্তা-দর্শনে আপনাকে অবিদ্যাদ্বারা আবৃত ও সংক্লেশের আকরস্বরূপ দ্বিতীয় জ্ঞানই বদ্ধজীবাভিমান। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ; ঈশ্বর স্বপ্রকাশ পরানন্দ-স্বরূপ, জীবও অংশীর অংশসূত্রে স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ হইয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ অত্যন্ত দুঃখের ভূমিকায় আরূঢ়।

বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-মতে ঈশ্বর নিত্যমুক্ত, তিনি কোন উপাধি-বদ্ধতা প্রাপ্ত হন না। তিনি অপ্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বকর্ম্মফল-প্রদাতা, সমস্ত কল্যাণগুণনিলয় ও সচ্চিদানন্দ বস্তু। ইহাই শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু বলিয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামী আচার্য্যের মত। যথা—"ঈশ্বরস্যোপাধিবশ্যতা-ভাবেন নিত্যমুক্ততাম্। সত্যগমের গুণৈরনভিভূতং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বনিয়ন্তারং সর্ব্বোপাস্যং সর্ব্বকর্ম্মফল-প্রদাতারং সমস্তকল্যাণগুণনিলয়ং সচ্চিদানন্দং ভগবন্তং শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্তি। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ। যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ সর্ব্বজ্ঞ বশী সর্ব্বস্যেশানঃ॥ যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ সোঽকাময়ত বহু স্যাম্। স ঐক্ষত, তত্তেজোঽসৃজত। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদ্যাঃ।"

শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রের আনুগত্যে নৃপকান্তের উপাসক। তিনি ভগবানের দেহ সচ্চিদানন্দ বলিয়া তাঁহার ভাষ্য মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন; পূর্ব্বে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। বিষ্ণু-স্বামী যে শ্রীভগবন্নামাশ্রিত ছিলেন, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। এতদ্বিষয়ে আমরা অন্যত্র প্রমাণ প্রদর্শন করিব। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ উপাসনা, উপাসক, উপাস্যের নিত্যত্ব স্বীকার করেন যথা—তৎকৃত ভাষ্যে—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"।

আদি বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে শ্রুতির মধ্যে "নৃসিংহতাপনী" এবং পঞ্চরাত্র ও পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত শ্রীবিষ্ণুপুরাণেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আদি বিষ্ণু-স্বামীর রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞসূক্তেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের অবস্থন আচার্য্যগণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য এবং নৃসিংহ-পরিচর্য্যা প্রভৃতি স্মৃতিনিবদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-প্রথা এবং সন্ন্যাসাশ্রমেও শিখা-সূত্র-সংরক্ষণ ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

বর্ত্তমানকালে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় একরূপ লুপ্তপ্রায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্তের প্রচারও অতি বিরল। শ্রীবল্লভাচার্য্য আপনাকে বিষ্ণুস্বামি-মতানুসারী বলিয়া প্রচার করিলেও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর প্রকৃত সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার প্রচারিত মতের স্থানে স্থানে পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রথম সংখ্যার পর)

পূর্ব্বসংখ্যায় বাউল মতের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এখন '**কর্ত্তাভজা**' সম্প্রদায়ের মত আলোচিত হইতেছে। আউলেচাঁদ এই সম্প্রদায়ের জন্মদাতা। আউলেচাঁদের শিষ্যগণ তাঁহাকে 'জয়কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন করিত বলিয়া এই সম্প্রদায় 'কর্ত্তাভজা' নামে বিখ্যাত। আউলেচাঁদ নদীয়া জেলার উলা নামক গ্রামে মহাদেব ধাকই নামে জনৈক ব্যক্তির গৃহে প্রতিপালিত হন। ইঁহার বাইশজন শিষ্য থাকার কথা শ্রুত হয়। তন্মধ্যে সদ্গোপ রামশরণ পালই সর্ব্বপ্রধান। রামশরণ ঘোষপাড়ার কর্ত্তা-ভজাদের দলপতি ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে আউলেচাঁদ জন্মগ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। রামশরণ পালের দলের পরেই ঘোষপাড়ায় কানাই ঘোষ-সম্প্রদায়ের বহুল প্রচার হয়। ইঁহাদের মতে ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা, তাঁহার উপাসনা করা উচিত; গুরুই ঈশ্বর বা কর্ত্তা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ।' 'তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার', 'কৃষ্ণকর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়'। (চৈঃ চঃ আ ৫।৬২-৬৩) প্রভৃতি স্থানে ঈশ্বরের একমাত্র স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব স্থাপনোদ্দেশে 'কর্ত্তা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বোধ হয় এই শব্দ গুলিকে

অবলম্বনপূর্ব্বক 'কর্ত্তাভজা' নামে একটী সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর মতবিশেষ চালাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। এই মতে আউলেচাঁদই কর্ত্তা অর্থাৎ কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গের অবতারবিশেষ। শুনা যায়, আউলে চাঁদের অনেক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি ছিল। এই জন্য কেহ কেহ বলেন, ঐ নামটী তাঁহার প্রকৃত নাম নহে; কিন্তু ঐটী ইঁহার উপাধি বিশেষ। পারস্য ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুজরুক। ইনি অনেক বুজরুকী দেখাইতেন বলিয়া ইঁহার নাম 'আউলিয়া চাঁদ' বা 'আউলেচাঁদ'।

এই সম্প্রদায়গুলিতে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের কথা সর্ব্বদাই আলোচিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে কোন একটী সম্প্রদায়ে ত্রিবিধ কায়-কর্ম্ম, ত্রিবিধ মনঃ-কর্ম্ম ও চারিপ্রকার বাক্-কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সাধন। সম্প্রদায়ের প্রারম্ভে জ্ঞানবাদকে মূল করিয়া ইঁহারা বৈরাগ্যাদি জ্ঞানবাদের সপ্ত প্রহরী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কালে জ্ঞানই তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে। কোন দলে উচ্ছিষ্ট ভোজনের ব্যবস্থা আছে, অপর দলে তাহা নিষিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে কোন দলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া চলিত আছে, আবার কোন দলে সাত্ত্বিক বিকারাদির কৃত্রিম অনুকরণের ও ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন আচার হইলেও সকলেই আপনাদিগকে একমনে বা 'একমনে' বলিয়া সংজ্ঞিত করেন। জ্ঞানবাদী মাত্রেই যেরূপ গুরু লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠেন, গুরুকে অন্তর্গত করিবার চেষ্টা করেন, ইঁহারাও তদ্রূপ। কর্ত্তাভজাদের অনেক গান আছে। জ্ঞান-প্রাবল্য হেতু বৈষ্ণব-সদাচার ও কুণ্ঠার ইঁহারা বিরোধী। আউলের দেহতত্ত্ব ও আউলের তত্ত্ব প্রায় এক। রামশরণ পালের স্ত্রী সতীকে ইঁহারা পূজা করেন। ——— (ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠে, ঢাকা শ্রীরাধাগোড়ীয় মঠে ও কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের ফুলনযাত্রা মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্তাঙ্গ বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ———

নির্য্যাণ

গত ২৯শে শ্রাবণ রবিবার কলিকাতানিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। গত ২৭শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসবে এই মহাশয় যোগদান করেন এবং পরমহংসঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীবলদেবাবির্ভাব-সম্বন্ধিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হন। তিনি ঐ সমস্ত কথা পূর্ব্বে জানিতেন না, সম্প্রতি বক্তৃতা-শ্রবণান্তে ঠাকুরের সকল কথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা ঠাকুরের নিকট অতিশয় উল্লাসের সহিত প্রকাশ করেন। তদনন্তর শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে করিতে তিনি যেন অবশ ও অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং সেইরূপ অবস্থায় তাঁহার হস্ত শ্রীশ্রীগুরুপাদের শ্রীচরণ স্পর্শ করায় মনে হইল যেন তিনি তাঁহার চরণে কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। ইহার পর তিনি আর কোন গ্রাম্যকথা-শ্রবণ বা কীর্ত্তন কিম্বা শ্রীবিষ্ণুপাদোদক ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য প্রয়াণ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে কৃষ্ণোন্মুখী হওয়ার আদর্শ প্রদান করিবে সন্দেহ নাই।

গত বলদেবাবির্ভাব দিবসে ধানবাদ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক মহাশয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি (শ্রীআলেখ্য) দর্শন করিতে করিতে ইহধাম হইতে প্রয়াণ করিয়াছেন।

শ্রীবলদেবাবির্ভাব মহামহোৎসবের পরদিবস ২৮শে শ্রাবণ শনিবার পাইকপাড়ার রাজদুহিতা পরমভক্তিমতী শ্রীযুক্তা কৃষ্ণকামিনী দেবী মহোদয়া শ্রীহরিধামঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ভক্তিমতী রমণীর শুদ্ধভক্তির প্রতি বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। ইনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিলেও বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবাই ইহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বিশেষতঃ পুনরায় ষড়্‌গোস্বামিগণের প্রচারিত ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ ও নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের দ্বারা জগতে প্রচারিত হউক, ইহা তাঁহার হৃদয়ের একটী বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। তিনি পরম বিদুষী রমণী ছিলেন। তিনি কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে পাঠ তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের একটী ব্রত ছিল। তিনি আজীবন যে সাধনা করিয়াছিলেন, হরিধামঃ প্রাপ্তিতে অন্তকালেও তাঁহার সেই ফলই লাভ হইল।

মহা-নগর-সংকীর্ত্তন

আগামী ৪ঠা ভাদ্র রবিবার নন্দোৎসব-বাসরে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন বহির্গত হইবে। সময় অপরাহ্ণ ৪॥টা হইতে ৭॥টা। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়। ৫ই ভাদ্র সোমবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে নন্দোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন ও সংকীর্ত্তন-মহোৎসব হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সূচী প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১০ই ভাদ্র, ১৩৩৪, ২৭শে আগষ্ট ১৯২৭ | ৩য় সংখ্যা

জন্মাষ্টমী

'জন্মাষ্টমী' শব্দটী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বাসরেই রূঢ়। যদিও অষ্টমী তিথিতে অন্যান্য বহু দেবতা-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিন্নর-নর প্রভৃতির আবির্ভাবের কথা শ্রুত হয়, তথাপি 'জন্মাষ্টমী' শব্দটী প্রসিদ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-দিনকেই লক্ষ্য করে।

'জন্মাষ্টমী' শব্দটী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বাসরে রূঢ় হওয়ায় আপাত দৃষ্টিতে উহা বিরুদ্ধ-অর্থ-জ্ঞাপক বলিয়া মনে হয়। কারণ সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি আছে যে, ভগবদ্বস্তুর জন্মাদি নাই। অজের জন্ম, কালাতীত ভগবদ্বস্তুর কোনও কালবিশেষের মধ্যে আবির্ভাব—বড়ই বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-জ্ঞাপক। কারণ, 'অজ' কখনই জন্মগ্রহণ করেন না। আর ভূতবস্তুও কখনই 'অজ' হইতে পারেন না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কৃষ্ণ যখন কোন কালবিশেষে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্‌ও বলা যাইতে পারে না। কারণ পরব্রহ্ম অনাদিসিদ্ধ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরশেষে আবির্ভাবের কথা শ্রুত হয়।

এই সকল পূর্ব্বপক্ষের সমাধান কি? এই সকল পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা আমরা সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতোপনিষদে দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণ অনাদিসিদ্ধ। তাঁহার জন্মলীলাও অনাদি। তিনি স্বেচ্ছাবশতঃই প্রপঞ্চে যোগমায়াবিজৃম্ভণে পুনঃ পুনঃ এই জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথির কথা পশু-পক্ষী-কীটাদি ও অজ্ঞপ্রকৃতি-সম্বলিত জনগণ ধারণা করিতে অসমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।২।১৪ শ্লোক) উক্ত হইয়াছে—

স্বশাস্ত্রপথেষ্বিতরৈঃ স্বকৌশলাদ্ধর্ম্মায়নেশগুরুষ্বপিপ্লবম্।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো জজ্ঞেঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥

স্বীয় শাস্ত্রপথ বসুদেবাদি ভক্ত তদ্বিরুদ্ধ বিকৃত ও ভাস্কর আকার কংসাদি দৈত্য-দ্বারা পীড়্যমান হইলে, অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্নি প্রকটিত হয়, তদ্রূপ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লোকের অধীশ্বর পরাবরেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হইয়াও বৈকুণ্ঠাধীশ-ক্ষীরোদ-তদংশপুরুষ-তদংশলীলাবতারাদি রূপান্তরের সহিত যোগপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় লোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। যেরূপ অগ্নি (অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠে) বা পাষাণে বহ্নি নিত্যকাল অবস্থান করে, কিন্তু কোন (মথন বা আঘাতাদি) হেতু-বশতঃ কাষ্ঠাদি হইতে অগ্নি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কোন কালবিশেষে (যেমন বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় দ্বাপরাবসানে) স্বীয় লীলার বিস্তার-হেতু সাধক ভক্তমণ্ডলীকে অনুগ্রহ করিবার অভিপ্রায়েই জন্মাদি-লীলা প্রকট করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চ-

হিত সাধক প্রেমিক ভক্তের আকর্ষণাদি করিতে স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই সমর্থ নহেন। ধ্রুবদেব ও বহুলাশ্ব প্রভৃতি ভক্তজনকে দর্শন-দ্বারা আনন্দ প্রদান এবং দানবদলের বিনাশ দ্বারা বসুদেবাদি প্রিয়জনের প্রতি অনুকম্পা—এই দুইটীই ভগবজ্জন্মলীলাবিস্তারের মুখ্যকারণ। আর পৃথিবীর ভারহরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণের যে প্রার্থনা, তাহা তাঁহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক বা গৌণ-কারণ মাত্র। মুখ্যকারণ ফলোন্মুখ না হইলে পূর্ণাবতার ঘটে না। পূর্ণাবতারকালে আবার দুষ্টভারহরণাদি কার্য্যের জন্য অংশাদির পৃথক্ অবতরণেরও প্রয়োজন হয় না। সার্ব্বভৌম সম্রাট্ যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, তখন যেমন মণ্ডলাধিপ রাজন্যবর্গ তাঁহার অনুগমন করেন, তদ্রূপ যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার বিলাস পরব্যোমনাথ, তদ্ব্যূহ, তাঁহার অংশ, পুরুষাদি অবতার রাম-নৃসিংহ-বরাহ-বামন-নরনারায়ণ প্রভৃতিও অংশী শ্রীকৃষ্ণের সহিত জগতে অবতীর্ণ হন। তাই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে শ্রীবৃন্দাবনে সেই সেই অবতারাদির লীলার প্রকটা দৃষ্ট হয়। বৃন্দাবনে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডনাথের সহিত যে অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডকোটি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা বৈকুণ্ঠনাথেরই লীলা। মথুরা ও দ্বারকাদিতে বাসুদেবাদি রূপে বাসুদেবাদির যে লীলা প্রকাশিত হয়, তাহা ব্রজমধ্যেও বাল্যলীলার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। যেমন শ্রীদামা গরুড় হইলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ এবং স্তবাদিতা আসিয়া প্রণাম করিলে শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীরূপ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শেষশায়িরূপ মূর্ত্তিসমূহদ্বারা মাথুরমণ্ডলে পুরুষাবতারের লীলাসমূহও প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় লীলায় যে সকল রামাদিরূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সকল শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাপি মাথুর মণ্ডলে বিরাজমান আছেন। গোপরাজের পয়োরাশিদ্বারা ক্ষীরসমূহের প্রকাশ ও গোপগণকে দেবাসুর করিয়া স্বয়ং মূর্ত্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদক মথন করিয়াছিলেন। যেমন মহাগ্নি হইতে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া পুনরায় তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ অংশী শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ অন্যান্য অবতারগণ পুনর্ব্বার অংশীতেই একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন গ্রাম-নগরাদি দগ্ধ করিতে হইলে দীপ ও অগ্নিপুঞ্জের শক্তি সমান হইলেও অগ্নিপুঞ্জ হইতেই ইতাদির আধি নাশজনিত সুখাতিশয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ পুরুষাদি অবতারের দ্বারা জগতের ভারহরণাদি কার্য্য সাধিত হইলেও অংশী শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপরের দ্বারা প্রেমিক ভক্তগণের সুখাতিশয্য হয় না।

বিরুদ্ধগুণ প্রাকৃত বস্তুতে সম্ভব না হইলেও অপ্রাকৃত বস্তুতে যুগপৎ বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ইহাই অপ্রাকৃতত্বের একটী বিশেষত্ব। সুতরাং অপ্রাকৃত ভগবানের অণুত্ব ও অস্মিত্বের মধ্যে বিরুদ্ধভাব আশঙ্কা করা সমীচীন নহে। শ্রুতিতেও ভগবানে এইরূপ বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশের বিষয় শ্রুত হয়, যথা,—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" শ্রীগীতায়ও (৪।৬) ভগবান্ বলেন,—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" (শ্রীঃ ধঃ)—"স্বাং তদ্বদস্বাধিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ।" (শ্রীধর)

শ্রীভগবানের জন্মাদি-লীলা স্বরূপশক্তির কার্য্য। স্বরূপশক্তিটী স্বরূপ হইতে ভিন্না নহে, স্বরূপেরই অধীনস্থা। স্বরূপের যাবতীয় ইচ্ছাপূর্ত্তিকারিণী শক্তিবিশেষই স্বরূপশক্তি। শ্রীভগবান্ স্বীয় তদ্বদস্বাধিকা স্বরূপশক্তি দ্বারা স্বেচ্ছায় জন্মাদি-লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। আর তাঁহার স্বরূপশক্তি হইতে অভিব্যক্ত যে সকল পরিকর, তাঁহারাও তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার লীলার সহায়রূপে জগতে অবতীর্ণ হন। যে শক্তিদ্বারা জীবের জন্মাদি লাভ ঘটে, তাহা জীব-স্বরূপ হইতে ভিন্না; কিন্তু যে শক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হন, তাহা তাঁহার নিজ স্বরূপেরই অধীন, তাঁহারই ইচ্ছাপূরণকারিণী। যে শক্তিদ্বারা জীবের জন্মাদি ঘটে, তাহা জীব-স্বরূপ হইতে ভিন্না বলিয়াই জীবের সেই মায়াশক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর আর জীবের জন্মাদি সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে শক্তিদ্বারা ভগবান্ জন্মাদি-লীলা আবিষ্কার করেন, তাহা তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্না বলিয়া—তাহা তাঁহার স্বরূপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সতত অবস্থিত বলিয়া ভগবানের জন্মাদি-লীলা নিত্যা ও শুদ্ধা, উহা জীবের ন্যায় কর্ম্মফলভোগ নহে।

এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি ভগবানের জন্মাদি-লীলাকে নিত্যা বলা হয়, তাহা হইলে ত' ভগবান্‌কে চিরকাল ধরিয়াই জন্মাদি-জন্য বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল; বরং জীব কখনও মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়া

জন্মান্তর গ্রহণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু ভগবানের পক্ষেত্ত সেটীও ঘটিল না। তত্ত্বতত্ত্ব এই যে, শ্রীভগবান্ স্বীয় নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় স্বরূপস্থিতা সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপশক্তি-দ্বারা জন্মাদি লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। ভগবান্ যেমন নিত্য, তাঁহার স্বরূপশক্তিও সেইরূপ নিত্যা। আবার শ্রীভগবানের ক্রীড়াবিলাস করিবার ইচ্ছাও নিত্যা; সুতরাং সেইরূপ নিত্য-স্বরূপ-শক্তি সমন্বিত লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ নিত্য-লীলা-বিলাসেচ্ছায় নিত্য-স্বরূপশক্তিদ্বারা নিত্য-জন্মাদি-লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার নিত্য-স্বরূপের, নিত্য-পরিকরবর্গের এবং প্রপঞ্চস্থিত নিত্য-সাধক ভক্তগণের নিত্যানন্দামৃতাম্বুধি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ভগবানের স্বেচ্ছায় জন্মাদি-লীলা আবিষ্কার, আর জীবের কর্ম্মবাধ্য হইয়া জন্মাদি পরিগ্রহণ। ভগবানের স্বরূপস্থিতা স্বরূপ হইতে অভিন্না শক্তিদ্বারা জন্মাদি-লীলা বিস্তার, আর জীবের তাহার স্বরূপ হইতে ভিন্না মায়াশক্তির দ্বারা জন্মপ্রাপ্তি। যে শক্তিদ্বারা ভগবানের জন্মাদি-লীলার আবিষ্কার, সেই শক্তি সচ্চিদানন্দময়ী; আর জীবের যে শক্তির দ্বারা জন্মাদি পরিগ্রহণ, সেই শক্তি ত্রিতাপময়ী। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ক্রীড়া-বিলাসার্থ স্বরূপশক্তি-প্রকটিত পরিকর ও ধামাদির সহিত অবতরণ, আর অস্বতন্ত্র জীবের কর্ম্মফল-ভোগার্থ মায়াশক্তি-প্রকটিত অনিত্য জগৎ ও মায়াশক্তি-বাধ্য অন্যান্য জীবের সহিত পান্থ-পরিচয় মাত্র। সুতরাং জীবের কর্ম্মফল-ভোগরূপ জন্মাদির সহিত নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় ক্রীড়ামোদী ভগবানের অবতরণরূপ জন্মাদি লীলা এক নহে। এই জন্যই শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন —"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

শ্রীভগবানের জন্মাদি-লীলা স্বরূপশক্তির বিলাস বলিয়া প্রমাণিত হইল; কিন্তু তাঁহার পরিকরগণের যে জন্মাদি ও নানাবিধ দুঃখ-কষ্টাদির কথা শ্রুত হয়, তাহাতে মনে হয় যে, তাঁহাদের জন্ম ও কর্ম্মফল ভোগাদি জীবেরই ন্যায়। নতুবা স্বয়ম ভগবানের সহিত অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে দুঃখাদির প্রসক্তি কিরূপে হইতে পারে? দেবকী-বসুদেবের কারাগৃহে অবস্থান, ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে শোক, নন্দ-যশোদারও প্রাকৃত পিতামাতার ন্যায় পুত্রের প্রতি অত্যাসক্তি, এ সকল কি? এইরূপ আক্ষেপের সমাধান জীব স্বরূপস্থ হইলেই সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। ভগবৎ-পরিকরগণ সকলেই স্বরূপশক্তিরই বৈভব। তাঁহাদের জন্মাদিও স্বরূপশক্তিরই বিলাস। শ্রীহরির ইচ্ছায়ই তাঁহারা লীলার সহায়করূপে তাঁহারা জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের দুঃখাদির অভিনয় লীলা-রসাস্বাদনের পরিপাটী-বিশেষ। জগতের যাবতীয় দুঃখাদির ন্যায় উহা কর্ম্মফল ভোগ নহে, পরন্তু নব-নবায়মানভাবে কৃষ্ণ-সেবা-মাধুরী-চমৎকারিতা আস্বাদনের একটী বিচিত্রতা মাত্র। প্রাকৃত মাতাপিতার পুত্রের জন্য আসক্তি মূল অপ্রাকৃতবৎসল-রসাশ্রয়ালম্বনগণের অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় ও একমাত্র বাঞ্ছনীয় আসক্তির হেয় প্রতিফলন মাত্র। প্রাকৃত পিতা-মাতার প্রাকৃত অনিত্য পুত্রের জন্য আসক্তি কর্ম্মফল ভোগ বলিয়া উহা হেয়—পরিত্যাজ্য; কিন্তু নন্দ-যশোদার নিত্য-পুত্রের জন্য আসক্তি পরমোপাদেয় ও অপ্রাকৃত অনুরাগি-জনগণের অনুসরণীয়।

এখানে আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে, যদি ভগবানের জন্মাদি-লীলা নিত্যই হয়, তাহা হইলে ভগবানে 'অজ' শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা কিরূপে সিদ্ধ হয়? শাস্ত্র এই আক্ষেপের সমাধান করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন,—শ্রীহরির গুণ সাকল্য-ভাবে বলা যায় না বলিয়া তিনি 'অনামা', তাঁহার রূপ প্রাকৃত না হওয়ায় তিনি 'অরূপ' এবং তাঁহার জন্ম প্রাকৃত-পুরুষগণের জন্মের ন্যায় না হওয়ায় তাঁহাকে 'অজ' বলা হয়। কিন্তু যদি এইরূপ শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'অনামা' 'অরূপ', 'অজ', 'অবর্ণ্য' প্রভৃতি ভগবদ্‌বিশেষণ-বাচক শব্দের অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া অর্থ করা হয়, তাহা হইলে ভগবানের স্বরূপশক্তি অস্বীকার করিতে হয়। স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত ভগবৎ-শব্দটীও নিরর্থক।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ২৪ অধ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কালীন গ্রহ-নক্ষত্রাদির সন্নিবেশ হইতে যে গণনা করিয়া-ছিলেন, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকাল কিঞ্চিদধিক পঞ্চ সহস্র বৎসর হয়। বর্ত্তমান কলিযুগের প্রাক্কালে অর্থাৎ অতীত দ্বাপরযুগের শেষভাগে অথবা তদুভয়ের সন্ধিকালে স্বয়ং ভগবান্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মাথুরমণ্ডলে বসুদেব-দেবকীকে দ্বার করিয়া আবির্ভূত হন। আমরা শ্রীবসুদেব-দেবকীর পূর্ব্ব ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ-

জন্ম-অপেক্ষায় তৃতীয়-পুরুষরূপে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বসুদেব সুতপা নামক প্রজাপতি এবং দেবকী পৃশ্নি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মাকর্তৃক প্রজা-সৃষ্টি-নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমনপূর্ব্বক দেব-পরিমাণে বারশ সহস্র বর্ষ সন্ত্রীক সহকারে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভক্তি-ভাবিত নির্ম্মল হৃদয়ে চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইয়া বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা ভগবানের নিকট তৎসদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেন, সেই সময় ভগবান্ তাঁহাদের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া 'পৃশ্নি-গর্ভ' নামে খ্যাত হন। তৎপরে দ্বিতীয় জন্মে যখন 'সুতপা' ও 'পৃশ্নি'—'কশ্যপ' ও 'অদিতি' নাম ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হন, তখনও বিষ্ণু ইন্দ্রানুজ বামনরূপে উদিত হইয়া 'উপেন্দ্র' এবং 'বামন' নামে বিখ্যাত হন। এইরূপ প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রহণ করিলে বসুদেব-দেবকীকে সাধনসিদ্ধ জীববিশেষ বিচার করিতে হয়; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পিতা-মাতা বসুদেব-দেবকী কখনই এইরূপ সাধনসিদ্ধ জীব হইতে পারেন না। তবে যে শ্রীবসুদেবাদির পূর্ব্বজন্মে সাধক-রূপে সাধনাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীভগবানেরই মত তদ্বিস্তারক্রমে লোকসংগ্রহের জন্য বসুদেবাদির অংশাবতারত্বরূপ সাধক-জীবে আবেশ হেতু সম্ভাবিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বসুদেবাদি নিত্য-সিদ্ধ, তাঁহারা কখনও সাধনাদি করেন নাই; তবে কেনে সাধক জীববিশেষে তাঁহাদের অংশ আবিষ্ট হইয়া লোকসংগ্রহার্থ সাধন করিয়াছেন এবং পরে অংশ-অংশীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অংশ-অংশীর ঐক্য-প্রকাশ-বিবক্ষায় ঐরূপ উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মার আদেশে দেবাদির অংশপরম্পরা অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বসুদেবাদির অংশ স্বর্গস্থিত কশ্যপাদি, নিত্য-লীলাস্থিত বাসুদেবাদির অংশীর সহিত শূর প্রভৃতি হইতে মথুরাতে আবির্ভূত হন। বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণ যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় স্বীয় লীলা বিস্তার করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমতঃ সঙ্কর্ষণ ভ্রাতাকে প্রকট করেন, তৎপরে আপনার অন্তরস্থিত প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে যথাকালে আবির্ভূত করাইবেন সঙ্কল্প করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেবের হৃদয়ে প্রকটিত হন। তখন পৃথিবীর ভার-হরণকালও উপস্থিত হয়। স্থিতিকর্ত্তা অনিরুদ্ধ বিষ্ণুই জগতের ভারহরণের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা; ভার-হরণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে। অতএব দেবগণের প্রার্থনায় তখন ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ বসুদেবের হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া বসুদেবের হৃদয় হইতে বিশুদ্ধ-সত্ত্বমূর্ত্তি-স্বরূপা শ্রীদেবকীর হৃদয়ে প্রকটিত হন। দেবকীর বাৎসল্য-প্রেমানন্দামৃতদ্বারা লালায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি আবিষ্কার করিতে থাকেন। অনন্তর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বুধবারে রোহিণী-নক্ষত্রে মহানিশায় দেবকীর হৃদয় হইতে কংস-কারাগারস্থ সূতিকা-গৃহে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় চরম-ধাতু প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব ও তদ্বিগ্রহা দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃত সত্ত্বে আবিষ্ট হইয়াই জন্ম-লীলা আবিষ্কার করেন। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩।১৯) বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বদিক যেরূপ আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ দেবকী-দেবী বসুদেবকর্ত্তৃক বৈদ-দীক্ষাবিধানে সমর্পিত জগন্মঙ্গল সর্ব্বাংশ-পরিপূর্ণ সর্ব্বসুখস্বরূপ সর্ব্বসুখনিধান শ্রীহরিকে মনোময়ে পুত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন। বাৎসল্য-প্রেম-হেতুই শ্রীবসুদেব-দেবকীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যে প্রাকৃত ব্যক্তির জন্মের ন্যায় নহে, তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে, প্রাকৃত জন্মশীল শিশু সর্ব্বতোভাবে দিগ্‌বসন হইয়াই মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন ভাগবতীয় বর্ণনাতে দেখা যায় যে, তিনি চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃক্, কিরীট-কুণ্ডলাদি নানাপ্রকার ভূষণে বিভূষিত, অপরিমিত কেশদামযুক্ত ও পীত-বসন-পরিহিত। প্রাকৃত বালক কখনও মাতৃকুক্ষি হইতে বসনাদি-পরিহিত বা অলঙ্কারাদি-বিভূষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না।

শ্রীভগবানের এইরূপ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভাবের কারণ শ্রীভগবান্ স্বমুখে জানাইয়াছেন। বিষ্ণুই তাঁহার স্বরূপ, কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র-বাৎসল্য-রসরসিকত্বরূপ পূর্ব্ব-জন্মের কথা স্মরণ করাইবার জন্যই তিনি চতুর্ভুজরূপ প্রকট করিয়াছিলেন।

তাই,— • • ভগবানাত্মমায়য়া। পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ

সম্ভো বসুব প্রাকৃতঃ শিশুঃ।" এ স্থানে 'আত্মমায়া' ও 'প্রাকৃত শিশু' এই পদদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দ্বিভুজ-রূপকেই তাঁহার স্বরূপবিগ্রহ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেবাচার্যপাদ মহা-সংহিতাবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, 'আত্মমায়া' অর্থে—ভগবদিচ্ছা। 'প্রকৃতি' অর্থ—স্বরূপ। স্বরূপে বাক্য বলিয়া প্রাকৃত অর্থাৎ শ্রীমন্নরাকার বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। সেই স্বরূপে আবির্ভূত বলিয়া তিনি প্রাকৃত, ইহাই প্রাকৃত শব্দের বিদ্বদ্ভোগ্যবৃত্তি প্রতিপাদন করিতেছেন। এই কৃষ্ণরূপী দ্বিভুজ বাসুদেব বা দেবকী-নন্দন দ্বিভুজ স্বয়ংরূপেরই বৈভবপ্রকাশ। আর পূর্বোক্ত কৃষ্ণরূপী চতুর্ভুজ বাসুদেব দেবকীনন্দনরূপ দ্বিভুজ বাসুদেবেরই প্রকাশ-বিগ্রহ।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হইলে, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গোকুলে যশোদার গৃহে প্রবেশপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে তথায় রাখিয়া যশোদার শয্যাস্থ যোগমায়াকে লইয়া নিঃসৃত হন। এ স্থানে কোন কোন প্রাচীন ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন যে, কংস-কারাগারে বসুদেব-গৃহে প্রথম ব্যূহ বাসুদেব আর গোকুলে নন্দগৃহে যোগমায়ার সহিত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। বসুদেব যশোদার সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইয়া কেবলমাত্র একটী কন্যাই দেখিতে পান। তিনি কংস-বঞ্চনার্থ সেই যোগমায়াকে লইয়া মথুরায় আগমন করেন। এদিকে বাসুদেবও স্বয়ংরূপে প্রবিষ্ট হন।

দেহলীদীপন্যায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন ও দেবকীনন্দন—এই উভয় নামে প্রসিদ্ধ। বাৎসল্যপ্রেমহেতু শ্রীবসুদেব-দেবকী এবং শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী উভয়ত্র শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইলেও ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীতে সেই বাৎসল্যপ্রেম প্রচুর ও ঐশ্বর্যগন্ধহীন। আমরা 'শ্রীনন্দোৎসব' সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

আজগুবি কল্পনা ! !

গৌড়ীয় অনেক সময় ভক্তিপ্রতীপগণের মত নিরাস করেন বলিয়া সাধারণ সাম্যবাদিব্যক্তিগণের অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, গৌড়ীয় অপরের উপর কটাক্ষ করাই গৌড়ীয়ের একটী কার্য। এইরূপ অনুমান করিবার তাঁহাদের দিক্ হইতে কারণ আছে—একথা আমরা স্বীকার করি। কারণ অধিকাংশস্থলেই ভক্তিবিরোধিগণের বিরুদ্ধ কথাগুলি নিতান্ত হেয়জ্ঞানে গৌড়ীয়ে উদ্ধৃত না হইয়া কেবলমাত্র তাহার সমালোচনা ও প্রতিবাদগুলিই প্রকাশিত হয়। ইহাতে অনেকে কেবল মাত্র সমালোচনা ও প্রতিবাদটী দেখিয়াই একদেশীয় বিচারে গৌড়ীয়ের প্রতি এইরূপ বিপরীত ধারণা পোষণ করিতে পারেন।

কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে কোনও প্রকারে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ দেওয়া গৌড়ীয়ের বিন্দুমাত্রও সঙ্কল্প বা ইচ্ছা নাই। তবে যাঁহারা 'অসত্য'কে 'সত্য' মনে করেন বা সত্যের বিরুদ্ধে অসত্য কথা প্রচার করেন, তাঁহাদের অত্যাচার হইতে সত্য রক্ষা করা সত্যপ্রচারকারী গৌড়ীয়ের একটী প্রধান কর্তব্য।

আমরা বর্তমান বর্ষে একটী সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, যখন বঞ্চিত বঞ্চক, ও বঞ্চনাকামী জগৎ, সরল ও সহজভাবে অকৈতব নিরপেক্ষ সত্যকথা শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুক, তখন কাহাকেও প্রভুপদেশ এবং মিত্রোপদেশের পরিবর্তে কান্তোপদেশ প্রদান করিতে না গিয়া একটু ঐশ্বর্যশিথিলভাবেই শ্রোতৃবৃন্দের অধিকারানুযায়ী সত্যকথা কীর্তন করিব। আমরা বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের বৈষ্ণবপ্রতিকূলমতের বিরুদ্ধে নানা স্থান হইতে যে সকল প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা বর্তমান বর্ষের শ্রীপত্রে এইজন্য প্রকাশ করি নাই।

কিন্তু পাষণ্ডদলনকারী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় আমাদিগকে আজ ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটী কথা আলোচনা করিতে বাধ্য হইতে হইল। কারণ ব্যবসায়িসম্প্রদায়ের মত অপস্বার্থের বশে লোক-মনোরঞ্জনমাত্র কার্যে ব্যস্ত হইয়া সত্যকথা কীর্তনে বিরত হইলে আমরা নিশ্চয়ই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণে অপরাধী হইব; দ্বিতীয়তঃ অসত্য কথার বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদের অভাব বা মৌনাবলম্বন দেখিলে সাধারণ ব্যক্তিগণও বলিবেন যে, 'মৌনং সম্মতি-লক্ষণং' ন্যায়ানুসারে গৌড়ীয় নিশ্চয়ই সত্যবিরোধিগণের মিথ্যা আরোপিত দোষে অভিযুক্ত।

সুধী সমাজ অবগত আছেন যে, গৌড়ীয়ের বহুল প্রচার-ফলে আজ সমগ্র গৌড়দেশ এক সনাতন-সত্য-সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে সত্যের বিরোধী গোমুখ-ব্যাঘ্র-ন্যায়াবলম্বী দুই শ্রেণীর ব্যক্তির (তাঁহাদের বিচারে)

বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে। একটী ধর্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায়, আর একটী বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী কর্ম্মজড় দল। এই সম্প্রদায়দ্বয়ের মতবাদ-প্রচারকারী গ্রাম্যবার্ত্তাবহগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোনও প্রকার ছিদ্র শত অন্বেষণেও খুঁজিয়া না পাইয়া মৎসরতা-বশে বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও বিষ্ণু-ভক্তিকে প্রাকৃতবুদ্ধিতে দর্শন করিয়া উহা অনভিজ্ঞ প্রাকৃত লোকের নিকট প্রচার করিতেছেন। তাহাতেও সফলকাম না হইয়া তাঁহারা এখন নানাপ্রকার অমূলক গল্প সৃষ্টি করিয়া কোমলশ্রদ্ধ ও বিচার-বিমুখ ব্যবহারিক লোকসমূহকে সত্য জানিতে বাধ্য প্রদান করিবার প্রযত্ন করিতেছেন। কারণ সত্যের প্রচার কম হইলে অসত্যের প্রাবল্য—ধর্ম্মব্যবসায়াদি কার্য্য অবাধগতিতে চলিতে পারে।

সম্প্রতি কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত কোনও ভাগবত-বিরোধী কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ যে একটী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বর্ত্তমান সমাজের বিশেষতঃ বৈষ্ণবব্রুব আনুকর্ণিক সমাজের সামান্য লৌকিক নীতি-হীনতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ঐ সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের কেহ কেহ অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্দির উৎপাদনকারী ও বহির্দ্বীপ কাকড়ের মাঠ শ্রীরামচন্দ্রপুরের বেদধারী শ্রীযুক্ত ব্রজমোহনদাসের উপর বহুভাবে অত্যাচার করিয়াছেন।

দাসজী যতই সেবাবিমুখ হউন না কেন, এইরূপ অবৈধ-কার্য্য গৌড়ীয় মঠ কখনও কল্পনার মধ্যেও কোনদিন স্থান প্রদান করেন না। এইরূপ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় মঠ এইরূপ সভ্য-মানব-বিগর্হিত কার্য্য করা দূরে থাকুক, যাঁহারা এইরূপ কার্য্যের কোনও প্রকার সমর্থন করেন, গৌড়ীয় মঠের তাঁহাদের প্রতি কোনও প্রকার সহানুভূতি নাই। তাঁহাদিগকে গৌড়ীয় মঠ ভক্তিবিরোধী মানবের প্রকৃতি-বিশিষ্ট বলিয়া গণনা করেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—"প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" ভূতপীড়া ভক্তিশাস্ত্রের অননুমোদিত। যাহারা অত্যন্ত অসচ্চরিত্র ও তামসপ্রকৃতি, তাহারাই প্রহারাদি-দ্বারা সমধীন ভূতের পীড়া দিয়া থাকেন। শ্রীমঠে এরূপ কেহ থাকিতে পারেন না। যে কথা শ্রীগৌড়ীয় মঠ কখনও কল্পনায়ও আনিতে পারেন না, সেইরূপ কথা গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে সৃষ্টি করিবার কারণ কি? এইরূপ আবরণ-কৌশল দ্বারা কি কখনও সত্যকে ঢাকা যাইবে?

ঐ পত্রিকায় আরও প্রকাশ যে, "সন্ধ্যাকালে দাস-মহাশয়কে শত্রুপক্ষীয় কয়েকজন লোক ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রহারে জর্জ্জর করিয়া তাঁহার নিকট যে সকল দলিল পত্র ও অর্থাদি ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে পথে বাহির করিয়া দেয়।" এইরূপ অসংলগ্ন কথাগুলি হইতে কি গল্পটী যে সম্পূর্ণ মাৎসর্য্য-মূলে সৃষ্ট, তাহা বুঝা যায় না? দাসজী কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশু নহেন? তাঁহার ন্যায় বয়োজ্যেষ্ঠ ও সুচতুর ব্যক্তি কি উদ্দেশ্যে বা কোন্ অভিসন্ধিমূলে শত্রু পক্ষীয়গণের তপোবনে, ভ্রান্ত হইবার ছলনায় গমন করিলেন? তিনি পূর্ব্ব হইতেই যাঁহাদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ মনে করিতেন বলিয়া স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের ভগবন্মন্দিরাদিতে কি কেহ কখনও গিয়া থাকেন?

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লোভেই বদ্ধজীবের মোহ উপস্থিত হয়। চতুর ভক্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি শত্রুর ভোগ্যার ভুলিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

কাহারও কোনও বিষয়ে কিছু বাদ-প্রতিবাদ করিতে হইলে, তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে বাক্যাদির দ্বারাই করা আবশ্যক, ইহাই নীতিপরায়ণ সভ্যসমাজের প্রথা। কিন্তু তাহার উল্লঙ্ঘন করিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিলে কি কখনও সুধীসমাজ গ্রহণ করিবেন? এরূপ নানাবিধ কৌশল ও কূটনীতিবিস্তার বৈষ্ণব-পরিচয়ে সজ্জিত নহে। বৈষ্ণবের সরলতা অর্থাৎ নিষ্কপটতাই প্রধান লক্ষণ। কুমিল্লার পত্রিকায় প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসকে রামচন্দ্রপুর হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য 'রসড়া ষ্টেট' ক্রমে তিনটী মোকর্দ্দমা সৃষ্টি করিয়াছেন। গৌড়ীয় মঠের সহিত এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রস্তাব উল্লেখ করিবারই বা কারণ কি? রসড়া ষ্টেটের সহিত গৌড়ীয় মঠের সংযোগিতার কথা আমরা জানি না। শ্রীশ্রীমায়াপুর মঠের প্রতিকূলেও তাঁহারা দাসজীর ন্যায় বিবাদীসূত্রে বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং কথাগুলি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন। এ সকল দৃষ্টান্ত হইতে সম্পূর্ণ প্রতীত হয় যে, কোনও কথা না থাকিলেও গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে অথবা

অপবাদ প্রচার করিবার সঙ্কল্পেই এইরূপ অযৌক্তিক এক অভিনব গল্প সৃষ্টি করা হইয়াছে।

আর কুমিল্লার নাথ মহাশয়ের পত্রিকায় ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হিতবাদী পত্রিকাতেই বা এইরূপ সৃষ্ট গল্প প্রকাশের তাৎপর্য্য কি, তাহাও সুধীসমাজের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ইঁহারা কি মহাপ্রভু ও গোস্বামিবর্গের অননুমোদিত ধর্ম্ম-ব্যবসায় সমর্থন করেন? বা বিষ্ণু-বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি ও মায়াবাদ-সমর্থনকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া বিচার করেন?

কুমিল্লার নাথ মহাশয় কয়েকবৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং সুপ্রাচীন শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিয়া সংবাদপত্রে স্বীকার করিয়াছিলেন, "ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা মায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি আছে, তাহা আমি জানিতাম না।" আজ কোন্ অপকার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের মুখোদ্গীর্ণ কথাকে নিজেই উল্টাইতে বসিয়াছেন? সুধীসমাজ ইহার কারণ অনুসন্ধান করুন।

নাথমহাশয়ের মতে হিতবাদী পত্রিকার লেখক "বাবা-ঠাকুরের সন্তান সম্প্রদায়ের" সত্যেন বাবু একজন 'পরম বৈষ্ণব'। সত্যেন বাবু কি 'মায়াবাদ', 'মৎস্য-মাংস-ভোজন', 'পঞ্চোপাসনা', 'কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ', 'শাক্তের মতবাদ', 'হাটে বাজারে রসকীর্ত্তন', 'নামকীর্ত্তন-ব্যবসায়', 'বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রাকৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় জন্ম-মৃত্যু', 'বৈষ্ণব-নিন্দা' প্রভৃতি সমর্থন করেন বলিয়া নাথ মহাশয়ের বিচারে 'পরম বৈষ্ণব' হইয়া পড়িলেন। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে মনে হয় তিনি কোনও প্রকার বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বা বৈষ্ণবাচারের ধারই ধারেন না—এমন কি 'বৈষ্ণবের কৃষ্ণেতর বস্তুতে স্বাভাবিক বিরাগ' একথা পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ ব্যক্তিই কি নাথ মহাশয়ের বিচারে 'পরম বৈষ্ণব'? সত্যেনবাবুর বিষয়ে আত্মীয় বন্ধুর মুখে অযাচিতভাবে শ্রুত সত্যেনবাবুর বিষয় হরিজন-সমাজে আলোচনা করিতে লজ্জা ও মর্য্যাদা-বিরুদ্ধ মনে করি। সত্যেনবাবুকে তাঁহার কোনও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিশেষ আত্মীয় ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "যদি তোমার সত্য সত্য কিছু প্রতিবাদ করিবার থাকে, তাহা হইলে তুমি ত' সেই সকল কথা গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া লোকসমক্ষে শিষ্টাচারের সহিত প্রতিবাদ করিতে পার?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের এরূপ একটী Personality ও অদ্ভুত শক্তি যে আমি তাঁহার সমীপে গমন করিলেই আমার মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে—আর বাদ-প্রতিবাদ করিতে পারিব না।"

মায়াবাদ সমর্থনকারীকে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈতপ্রভু বা গোস্বামিগণ পরমবৈষ্ণব দূরে থাকুক, কখনও একটী সামান্য বৈষ্ণব বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন কি? যাহা হউক আজ নাথমহাশয়ের পরম বৈষ্ণবতার আদর্শ তাঁহার মুখ হইতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সুধী-সমাজের এখন আর নাথমহাশয়ের বৈষ্ণবতার ওজন বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

নাথমহাশয় ধান ভানিতে যে সকল শিবের গীত গাহিয়াছেন, তাহাও তাঁহার তৃণাদপি সুনীচধর্ম্মের একটী আদর্শ বটে! তাঁহার মতে শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতি অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করা—'পরমবৈষ্ণবতা', কিন্তু বৈষ্ণব বিরোধিগণের মতবাদের প্রতিবাদ করা—'গালাগালি বা নিন্দা'! পুলিশ ইন্সপেক্টর মহাশয়ের দ্বারা উত্তেজিত হওয়ার ফলেই কি এই বিচার? এ যাবৎ নাথ মহাশয় বা তাঁহার সমর্থক সত্যেন বাবু, কাল্পনার বিলুপ্ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-পত্রিকার আচারবিদ্বেষি-সম্পাদক, প্রভৃতি কেহই ঐ সকল প্রতিবাদের কোনও উত্তর প্রদান করিতে পারেন নাই বলিয়াই উঁহাদিগকে 'গালাগালি' বলিতেছেন। নাথ মহাশয়ের প্রতিযোগী ও সহযোগী যোগেন্দ্র দেব মহাশয়ের যেরূপ চিত্র নাথমহাশয় ও নাথমহাশয়ের গুরু-দেব কর্ত্তৃক একবৎসর পূর্ব্বে নাথমহাশয়েরই পত্রিকায় অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাতে যোগেন বাবুর কথা কতদূর সত্য কিম্বা শ্রীব্রজমোহনদাসের গল্পের ন্যায় সম্পূর্ণ সৃষ্ট, তাহা নাথ মহাশয়ের বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল। বৈষ্ণববিদ্বেষ একটা রোগ। কুপথ্যে রোগ বৃদ্ধি হয়। 'যা'র দেখ্‌তে নারি, তা'র চরণ বাঁকা'—এই প্রবাদানুসারে কোনও অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেই যদি 'গণ্ডগোলান' হয়, তবে বলিতে হইবে যে ঐরূপ বিচারমূলে আদৌ সত্য নাই, কেবল তাহাতে পাঠককে ভ্রান্তপথে চালিত করা যায়। ট্রেণে জনৈক সম্ভ্রান্ত উচ্চ পুলিশ-কর্ম্মচারী মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন এবং আমাদিগকে জানাইয়া-

ছিলেন, তাহা নিতান্ত অপ্রীতিকর ব্যক্তিগত চরিত্রবিষয়িণী আলোচনা হইবে বলিয়া আমরা প্রকাশ করি নাই। কিছুকাল পূর্ব্বেও যোগেনবাবু ঢাকায় কোন অধ্যাপকের দ্বারা তাঁহার পত্রিকা-পরিচালনাবিষয়ে গৌড়ীয়-সম্পাদক-বর্গের সংবাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

মুন্সিগঞ্জ হইতে কোনও একটী বি, এ ক্লাসের ছাত্রের পিতা পুত্রকে বিষ্ণুসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে দেখিয়া নাথমহাশয়কে জানাইয়াছেন যে, গৌড়ীয় মঠ তাঁহার পুত্রকে প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এরূপ অভিযোগের বিকশিত আদর্শ হিরণ্যকশিপুও একদিন দেখাইয়াছিলেন। তজ্জন্য নাথগোস্বামিপ্রভুকে নাথমহাশয় বোধ হয় দোষারোপ করিতে পারেন, কিন্তু তদুত্তরে ভগবান্ ঋষভদেব বলিবেন, "পিতা নস্ স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।" বি, এ পড়া ছাত্র কি গুরুপোষ্য শিশু? গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথকে মহাপ্রভু হরিভজনের উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুকে 'বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া'-সদৃশ ব্যক্তিগণই দোষারোপ করেন এতদিন জানিতাম, কিন্তু ভক্তপরিচয়াকাঙ্ক্ষীরও ঐরূপ প্রবৃত্তি আছে, আজ তাহার সাক্ষ্য পাইলাম।

সুধী পাঠকগণ! সুধী গৌড়বাসিগণ! আপনাদের বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই যে, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের অপস্বার্থের ক্ষতি হইলেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে কিরূপ শত্রু ভাবেন—বিকারগ্রস্ত রোগী তিক্ত ঔষধ প্রদানকারী চিকিৎসককে কিরূপ পরম শত্রু বলিয়া বিবেচনা করেন, আর প্রকৃতশত্রুকেই বা কিরূপ পরম মিত্র জ্ঞান করেন। ধর্ম্মব্যবসায়ীর ধর্ম্মব্যবসায়ের ক্ষতি হইলে, প্রাকৃত সহজিয়ার ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা পড়িলে, পিতার কৃষ্ণভোগ্য পুত্রকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের কৃষ্ণবিমুখতানিবন্ধন ভোগে বাধাপ্রদানকারী কৃষ্ণসেবকগণের যে শত্রু হইয়া পড়িবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

হে সুধীসমাজ, আপনাদের বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই যে, গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে এইরূপ নানা প্রকার অপবাদ সৃষ্টি করিয়া সাধারণ সরলমতিব্যক্তিগণকে বিপথগামী করিতে পারিলেই জগতে অবাধগতিতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারী রক্ষা হইতে পারে, সাধিবে বৈষ্ণবের কাচ বা বৈষ্ণবতার অনুকরণের ছবি দেখাইয়া ধর্ম্ম ব্যবসায় ও যাবতীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ চলিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই মৎসর সম্প্রদায়ের এইরূপ নানাবিধ সৃষ্টি, কল্পিত ও অতিরঞ্জিত কথার অবতারণা। যাঁহাদের দুর্ভাগ্য, তাহারা এই সকল ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন এবং ফলস্বরূপে আত্মবঞ্চনা লাভ করিবেন।

আমরা সমগ্র সাধুসমাজের নিকট করযোড়ে ভিক্ষা করিয়া বলিতেছি যে, গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত গল্পগুলি **সম্পূর্ণ অসত্য—সম্পূর্ণ অসত্য—সম্পূর্ণ অসত্য।** উহা মাৎসর্য্যবশে মৎসরব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক সৃষ্ট—কল্পিত—রচিত। এই সকল কাল্পনিক কৌশল-বিস্তার-ব্যতীত তাহাদের অবৈষ্ণবতাকে বৈষ্ণবতার পরিচ্ছদে প্রচলন করা দিন দিনই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে অন্য কোনও প্রকার ছিদ্র না পাইয়া নিরপেক্ষ সত্যপ্রচারের বিরোধিগণ এখন নানাপ্রকার গল্প সৃষ্টি করিয়া অধিকাংশ সত্যবিমুখগণের আশ্রয়-স্থান এই জগতে সত্য ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ চেষ্টা যুগে যুগে ভক্তিপ্রচারক আচার্য্যগণের সময়ে হইয়া থাকে। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী রামচন্দ্র খান ঠাকুর হরিদাসের বিরুদ্ধে কতই না গল্প সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, সাক্ষাৎ বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিরুদ্ধে কতই না গল্প সৃষ্টি হইয়াছিল, আচার্য্য রামানুজ ও মধ্বের বিরুদ্ধে সত্যবিরোধিগণ কত প্রকারই না গল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, পারমার্থিক ইতিহাসের প্রতিপত্র—প্রতিছত্র তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হে সাধুগণ, আপনারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করুন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের আদর্শ জীবন অনুধাবন করুন, তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব কিরূপে কৃষ্ণসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করুন, তাঁহারা প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত কি করেন, তাহা স্বচক্ষে আসিয়া দর্শন করুন, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে নিশীথ মধ্য-রাত্র পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের কি কি কার্য্যে সময় ব্যয়িত হয়, তাঁহারা সেই সময়ের মধ্যে বিষ্ণুসেবা ব্যতীত মনের দ্বারাও পরেচ্ছাক্রমে প্রকার ইষ্ট চিন্তা ব্যতীত অনিষ্ট চিন্তা করেন কিনা তাহা নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যান, তাঁহাদের পরহিতার্থে প্রাণঢালা পরিশ্রম, অকাতর সেবা, গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় অপ্রতিহত উৎসাহ একবার দেখিয়া যান, তাহা

হইলে আর আপনারা অজ্ঞাতিলাষী মহেশ্বরগণের কল্পিত কথায় পড়িয়া বৈষ্ণবে অমঙ্গলকর চেষ্টা দেখাইয়া বিপথগামী হইবেন না, বা সত্যকে 'অসত্য', অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া ধারণা করিবেন না। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ সংসারের বিবিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য, জগতের প্রত্যক্ষ দেবতাগণের স্নেহ, ভালবাসা, কৌলীন্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, রূপ, গুণ প্রভৃতির মর্য্যাদাকে মলবৎ পরিত্যাগ করিয়া উত্তমশ্লোকের সেবা-লালসায় সব ঢালিয়া দিয়া কিছু ভূতপীড়াকেই আদর্শ বা প্রয়োজন বলিয়া বরণ করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণবিমুখ আত্মসুখের বিকল্পাচরণ সহ্য করিয়াও একমাত্র সত্যের জন্য অনুপাখিত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদিগের এইরূপ ঐকান্তিকতা। তাঁহারা নিজ-মঙ্গলচেষ্টা ও পরমঙ্গলকামনা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার চেষ্টায় সময় অতিবাহিত করেন না। যে ব্যক্তি এইরূপ চেষ্টা ছাড়িয়া অন্য ইতর-কার্য্যে ধাবিত হয়, গৌড়ীয় মঠ তাহাকে স্থান প্রদান করেন না, পূর্ব্বে কখনও করেন নাই বা ভবিষ্যতে কখনও করিবেন না। যিনি নিত্যকাল নিজ-ইষ্ট-চিন্তায় ও পর-ইষ্ট-চিন্তায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তিনিই গৌড়ীয় মঠের সেবক বলিয়া অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালে স্বীকৃত। ভূতপীড়াদায়ক ব্যক্তি কখনই মহাপ্রভুর অনুগত নহেন, ভক্তিদ্রোহী হেন, সুতরাং গৌড়ীয় মঠের সেবকও নহেন। সুধী সমাজ এই সকল কথা নিরপেক্ষ হইয়া বিচারপূর্ব্বক সত্য গ্রহণ করুন। জগতের সমস্ত লোকও যদি সত্যের বিরুদ্ধ হয়, তথাপি সত্যের বাস্তবসত্তা পরিবর্ত্তিত হইবে না। তাই কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—'কোটী মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।' পরম দুর্ল্লভ হইলেও আমরা সেই কৃষ্ণভক্তের সেবক হইবার চেষ্টা করিব। আমরা আনুকরণিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তে কৃষ্ণভক্তের সঙ্গমাভাস গ্রহণ করিয়া প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্যুত হইব না, ইহাই যেন আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প হয়, সুধী পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক ইহা অবধারণ করুন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

ভাগবতপরায়ণ [৯]

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি গৌড়ীয়ের গ্রাহক ও পাঠক। গত পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বকে একটী অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টাকারে সিদ্ধান্ত প্রার্থিত আছে। অনুগ্রহ করিয়া উহা বিস্তার করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিলে অনেকে উপকৃত হইবেন।

"যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্যামি সূত্রে বিষ্ণু-পরতত্ত্ব ভগবানকেই দর্শন করেন, যেমন আকাশে সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত সূর্য্যদেবতা, তদন্তর্ব্বর্ত্তী বনদেব প্রভৃতি বনদেব প্রভুর স্কন্ধদেশে মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর স্কন্ধদেশে চিরীলা-মিথুন রাধা-গোবিন্দ। .....অনুপরমাণুতে এইরূপ পঞ্চতত্ত্ব আছে। ভূতশুদ্ধি হয় না ব'লে আমাদের পঞ্চতত্ত্ব দর্শন হয় না।"

নিঃ—শ্রীবৃষভধ্বজ দাস

পাবনাবী বাজার বহরমপুর; ৭ই ভাদ্র ১৩৩৪

উত্তর

উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটী অত্যন্ত গূঢ় ও অপ্রাকৃত সহজ অনুভূতি-সাধ্য। যদিও উহা সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি জীবন্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা কাহারও উপলব্ধির বিষয় হয় না। আমরা কেবল শ্রীগুরুবৈষ্ণবতত্ত্বাকাঙ্ক্ষী বিচার-মুখে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিলাম মাত্র। অন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা কাহারও বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ্য নাই। (শ্রীঅতুলচন্দ্র বেদশর্ম্মা, সম্পাদক)

আর্য্যগণের শাস্ত্রে দেবাসুরাদির কথা চিরপ্রসিদ্ধই অবগত আছেন। মানব অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণীভূমিকায় উন্নত স্বর্গরাজ্যে দীপ্তিমন্ত দেবগণ অবস্থান করেন। এজন্য দেবগণ মানবগণের পূজ্য। অসুরগণ দেবতার সহিত সমকক্ষ হইলেও তাহারা রজস্তমো-গুণাবলম্বী হওয়ায় দেবগণের ন্যায় পূজ্য নহে। সাধারণতঃ ক্ষীণবল জীব প্রবল-দেবগণের সম্মানদাতা। দুর্ব্বল জীবসঙ্ঘ প্রবল দেবগণকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত। এই বৃত্তি হইতে ভারতবর্ষে নানাবিধ দেবোপাসক সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে কালে তাৎকালিক ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের 'একজাই' করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহার মধ্য হইতে পাঁচটী সম্প্রদায়কে তিনি তাঁহার অধীনতায় আনয়ন পূর্ব্বক সকলকেই সমর্থন করেন। এই পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় বহুকাল যাবৎ অজ্ঞান দ্বারা চালিত হইয়া সগুণ দেবদলের উপাসনা করেন। পরে জীবন্মুক্ত অবস্থায় মৈথিক উপাস্য দেবতার সম্মান করিলেও বস্তুতঃ সেই

দেবতাকে বিশেষ অসম্মানিত করিয়া তাঁহার সিংহাসন হইতে তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া স্বয়ং তত্তদ্দেবাভিমানে তথায় বাস করেন। অতঃপর বিবেচনাকালে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরূপ অসাজাত্য দিয়া নির্ভেদ নিষ্প্রিকার ব্রহ্মে নিষ্প্রিপ্রিষ্ট হইয়া পড়েন। নিষ্প্রিপেষবাদী বৈদান্তিকগণের একোপাসনার সমর্থনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বেদের সংহিতা-অংশে উল্লিখিত দেবগণের পৃথক্-সম্প্রদায় কল্পকালের আবাহন করিতেন এবং কতিপয় দেববিশেষের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অপর দেবগণকেও সম্মান করিতেন। সকাম-দেবোপাসক সম্প্রদায় বিষ্ণুর পরমপদ বিচারে অসমর্থ হইয়া লৌকিক ব্যবাদির কামনা করিতেন। কাম-মুক্ত দেবোপাসক-সম্প্রদায় ঠিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ব্যতীত বিষ্ণুর পরদেবত্ব লক্ষ্য করিতেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মধ্যে সংহিতোক্ত দেববিচার-বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করি যে, বিষ্ণুকে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ্যবিদ্বেষেরই অন্যতম জ্ঞান করেন। অর্য্যমা, ভগ, পূষণ প্রভৃতি দেবসমূহ বিষ্ণুপর্য্যায়ে কথিত, একথাও তাঁহারা বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুব্যতীত অন্য দেবদর্শন জীবের কামনাময়ী দৃষ্টিতে আবদ্ধ মাত্র। যিনি যেরূপ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পরমপূজ্য বিষ্ণুদেবকে তাঁহার কামনা পরিতৃপ্তির যন্ত্রবিশেষ জ্ঞান করিতেন, তিনি বিষ্ণু বস্তুকে দর্শন করিবার প্রবৃত্তি-রহিত হইয়া ইতর দেবতা এবং প্রাকৃতরাজ্যে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ স্তুত্য জ্ঞান করিতেন। এখনও ন্যূনাধিক সেই প্রবৃত্তিই কল্পকালগত বদ্ধজীবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ নিষ্কাম; বিষ্ণু ব্যতীত বৈদিক অন্য দেবোপাসকগণ অবৈষ্ণব সংজ্ঞায় কথিত হন। বিষ্ণুর দ্বারা স্থূল সূক্ষ্মদেহের কার্য্যনির্ব্বাহের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু অন্যদেবগণদ্বারা কামনাপরিতৃপ্তিরূপ স্থূল-সূক্ষ্মদেহের সেবা আবদ্ধ আছে। বিষ্ণুই সেব্য বস্তু। যাঁহারা সমগ্র পূজ্য দেববস্তুতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিতে অসমর্থ, তাঁহারাই কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক। উপাসনাকাণ্ডে নিষ্কাম বিষ্ণুভক্তগণ বিষ্ণুসেবাই করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের ভোগ-প্রবৃত্তি নাই এবং বিষ্ণুতে ভোগ্য বুদ্ধি নাই। এজন্যই আমরা শুনিয়াছি যে, "যে কোন দেবতাই আশ্রয় না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্য্যামিসূত্রে বিষ্ণুপরতত্ত্ব ভগবান্‌কেই দর্শন করেন।"

বিষ্ণুবস্তু নরজাতির দেবকবস্তু না হইলেও তাঁহারই অংশসম্ভূত দেবগণ নরজাতির স্থূল সূক্ষ্মাদি শরীরের সেবা করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা লঘুবিষ্ণুশক্তিক হইয়া বিষ্ণুর পালনী শক্তির নিবর্ত্তন জ্ঞাপন করেন। সূর্য্যদেবতা জীবজগতের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা বৃত্তি জীবের খাদ্য প্রদানকালে সাহায্য করেন। তাঁহা হইতেই জগতে আলোক বিস্তৃত হইয়া শস্যাদি উৎপত্তির সাহায্য করে, পৃথিবীর আধ্যাত্মিক শৈত্য নিবারণ করে, সূর্য্যদেবতা বৃহত্তত্ত্বাদি ছয়টী গ্রহের কেন্দ্ররূপে অবস্থান করিয়া দেশকালের আধার বা পাত্ররূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। এইগুলি আধ্যক্ষিক জ্ঞানের দ্বারা সূর্য্যাধিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা। সেই জ্যোতিঃপিণ্ডের মালিকসূত্রে বিষ্ণুর অংশদেবতা বায়ুদেবতা হইতে ভিন্ন। বায়ু দেবতার সম্পত্তি রূপে ভৌতিক নাসিকাবায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে বহুরূপী। বিষ্ণুশক্তির অংশবিশেষ বায়ু বদ্ধজীবের শরীর-পালনে বিষ্ণুশক্তির ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। ইন্দ্র বিষ্ণুকে বহন করেন এবং বারিবর্ষণদ্বারা প্রাকৃতজগত বৈষ্ণবগণকে শস্যাদি প্রদানের সাহায্য করেন। তিনিও উপেন্দ্রের একটী মাত্র অংশ। তদ্ব্যতীত ঐতিহ্যে দেবগণে বিষ্ণুশক্তির আংশিক প্রকাশরূপে বর্ণন আছে। বিষ্ণুই বিভিন্ন অংশে দেবগণ, মনুষ্যগণ, যক্ষরক্ষপিশাচাদি প্রাণিগণ, প্রস্তরাদি জড় পরমাণু হ্রস্ব-দীর্ঘ-পরিমণ্ডল সমষ্টি। বিষ্ণুবর্জ্জিত ভাবে যে 'অভাব' নামক ইন্দ্রিয়জ বৃত্তিগ্রাহ্য ব্যাপার অনুভূত, তাহাই বিষ্ণুর নির্ব্বিশেষ শক্তিপ্রকাশ মাত্র। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা সগুণ দেবসমূহ সকলই বিষ্ণুর আংশিক প্রকাশ-বর্ণন মাত্র। তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠানে নিত্যতার অভাব ও পরব্রহ্ম বিচারের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। খণ্ডিত বস্তু বা বিষ্ণুব্যতীত অন্য দেবতা বা জীবের নির্ব্বিশেষ প্রতীতিগত ব্রহ্ম সকলেই বিষ্ণুর অংশবিশেষ, কেহই পূর্ণতত্ত্ব নহেন। তজ্জন্য গোবিন্দের বৈভবপ্রকাশ বলদেবপ্রভু সকল দেবের অন্তর্য্যামিসূত্রে—সকল অণু-পরমাণুর অন্তর্য্যামিসূত্রে তাঁহাদের নিজ নিজ স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের অভ্যন্তরে নিহিত বা জনকসূত্রে অবস্থিত আছেন। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব; তাঁহারই আংশিক শক্তি লাভ করিয়া দেবগণের তত্তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃত্বাত্মক শক্তিমত্তা। প্রাণী ও জড় বা কার্য্যরহিত যাবতীয় ভেদাবস্থিতি বিষ্ণুবিধায়ক উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হয়ে। বৈদিক দেবসমূহ যেরূপ প্রাকৃত রাজ্যে

বিভিন্ন অধিকার অবলম্বনে আধ্যক্ষিকগণের গোচরীভূত হন, কিন্তু কখনও তাদৃশ অক্ষজজ্ঞানবাদীর দৃশ্য প্রকৃতিস্থাত দেববিশেষে পরিণত হন না। যিনি পরিণত না হইয়া প্রাকৃত জগতে স্বীয় বিবিক্তন প্রকাশ করিতে সমর্থ, তাঁহাকেই 'অধোক্ষজ বিষ্ণু' বলা হয়।

বলদেবপ্রভু বৈকুণ্ঠপ্রকাশলীলা প্রদর্শনার্থ তুরীয় মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া কারণবারিতে, প্রধানের দ্বারা পর্জ্জবারিতে, অনিরুদ্ধ দ্বারা ক্ষীর বারিতে অধিষ্ঠিত আছেন। তত্তদধিষ্ঠানের সহিত তাঁহাদের সেবক গণও সংস্থিতি থাকেন। এই তত্ত্ব অবগত হইলে জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমান বা জড়জগৎ হইতে মুক্তি ঘটে। তখন জীব জানিতে পারেন যে, স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধির মালিকরূপে বিষ্ণুর শক্তিবিশেষই দেবতা এবং সেই দেবতা বলদেবের অংশ-বিশেষ। ব্রহ্মাণ্ড ও নিত্য অনিবার্যবিচিত্রতাযুক্ত বৈকুণ্ঠ বলদেবের শক্তিপরিচালনায় প্রকটিত। তৈতরোপাদি বা অচিৎ আধার ভূতাকাশ সেই বলদেবেরই চিদংশবর্জ্জিত শক্তির প্রকাশ অর্থাৎ বহিরঙ্গাশক্তিগঠিত বদ্ধজীবের ভোগ-ভূমিকা। ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রাহ্য কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত বদ্ধজীব ও প্রাকৃত দেবগণ স্বর্গাদি বিভিন্ন আধারে অবস্থিত হইয়া জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের কৃত্যবৃত্তিতে অবস্থিত। বদ্ধজীব ঐ সকল পৃথগ্দেবগণের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিয়া ভগবৎসেবাবিমুখ হন। আত্মার নিত্যধর্ম্ম যে ভক্তি, তাহার স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন।

বলদেব প্রভু ঐশ্বর্য্যপ্রকাশে বিষ্ণুতত্ত্বের মূল পুরুষ। অচিন্ত্যবিগ্রহ শক্তি-শক্তিমান অর্থাৎ চিল্লীলা-মিথুন উভয়ে মাধুর্য্যশক্তিতে নিত্যাধিষ্ঠিত থাকিয়া মাধুর্য্যশক্তির পরিপোষক তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যপ্রধানশক্তি বলদেবের স্কন্ধদেশে ন্যস্ত করেন। তাহাতেই অচিন্ত্যস্কন্ধ বলদেব মূর্ত্তিতে অসংখ্য বিষ্ণুপ্রকাশে প্রকাশিত হইবার লীলা প্রদর্শন করেন। চিল্লীলা-মিথুনের শক্তির শক্তিমত্তত্ত্বরূপে বলদেবের অধিষ্ঠান। উঁহারই নামান্তর কৃষ্ণসেবা-সঙ্গিনীশক্তি শ্রীমনঙ্গমঞ্জরী। শ্রীমনঙ্গমঞ্জরীর সেবা-ভূমিকায় নিত্য অধিষ্ঠিত আকর বস্তু চিন্ময়লীলা-মিথুন গান্ধর্ব্বাগিরিধর। তাহাতে আধ্যক্ষিক জ্ঞানের সন্দেহ বীজ আরোপিত হইতে পারে না। বলদেব হইতে অন্তঃপ্রকোষ্ঠে গোকুল, দ্বারকা ও বৃন্দাবনরূপ গোলোক অবস্থিত। এই সকল কথা অক্ষজজ্ঞানবাদীর বিচারণা বিষয়ে। অন্তর্মুখ না হওয়ায় এবং কেবল দেবোন্মুখের সহজপ্রাপ্য অনুভূতিতে অবস্থিত হওয়ায় সংবাদপত্রের স্তম্ভে যে বিষয়বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শব্দসৃষ্টি, তদ্দ্বারা অক্ষজবুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালিত কর্ণ পরব্রহ্মের অনুসরণ করিতে অসমর্থ। চিল্লীলামিথুনের অসামান্য কৃপাকণা—যাহাকে কৃষ্ণপ্রসাদজ 'সুকৃতি' বলে, সেই সুকৃতিমান্ পুরুষই ইহার অধিকারী। প্রাকৃত অক্ষজবুদ্ধিবৃত্তি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মকত্বেই অবস্থিত। অক্ষজবুদ্ধিবৃত্তিতে যে পরমাণু বিচারিত হয়, তদবস্থায়েও পঞ্চতত্ত্ব অবস্থিত। অচিৎপরমাণু বস্তুটী আর কিছুই নহে, কেবল জীবের বিনষ্টজন্য আবৃত তদবস্থা অর্থাৎ চিদ্বৃত্তি রাহুগ্রস্ত সূর্য্যচন্দ্রের ন্যায় যেখানে, সেখানেই চেতনের প্রকাশধর্ম্ম আবৃত হওয়ায় চিদ্ধর্ম্ম হইতে বিক্ষিপ্ত বা ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। অক্ষপাদধর্ম্ম ও তদবলম্বী হৈতুকি-গণ চেতনরাজ্যে পক্ষাঘাতে অর্থাৎ দুরূপাশে আবদ্ধ থাকায় অচিৎপদার্থসমূহের আকর অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ। শ্রীগুরুকৃপায় চিন্ময় ভক্তিফলে জীবের বদ্ধাবস্থা অপসারিত এবং অন্তর্দিশায় বাহ্যানুভূতি বা ভোগাকাশে অবস্থান রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল বিভিন্ন অধিষ্ঠানকে আবরণরূপে প্রতীত হইবে।

উত্তর

[২]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় সংখ্যার পর)

কর্ত্তাভজাবাদ-খণ্ডন

কর্ত্তাভজাবাদ ও বাউল মতেরই প্রকারভেদ ; এই জন্য এই মত খণ্ডনের জন্য অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না।

(১) কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ে গুরুকেই 'কর্ত্তা' বা 'ঈশ্বর' বলা হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আউলেচাঁদকেও গৌরাঙ্গের অবতার বিশেষ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই প্রকার মতবাদ সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী এবং মায়াবাদের অন্যতম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই মতে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদিগণ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যাবলম্বনে গুরু ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পান না। বস্তুতঃ গুরু ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সহিত গুরুদেবের কোন অংশে ভেদ নাই—এরূপ শিক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা তদনুগগণের মধ্যে দেখা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদভিন্ন গোস্বামিবর্গের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে গুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় বিগ্রহ, সুতরাং মুকুন্দ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্তিত

হইয়াছেন। 'গুরুরূপে কৃষ্ণ-রূপেতে আপনে পরমকরুণ নন্দ নন্দনঃ' (দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা)।

(২) শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনরূপ মায়াবাদ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতকে কোন প্রকারে আদর করেন নাই, ইহা তাঁহার পার্ষদগণের রচিত গ্রন্থে প্রতি অক্ষরেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুরু ও ঈশ্বর মধ্যে যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ তাহাও তাঁহাদের গ্রন্থে অতিশয় সুস্পষ্ট ভাবে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

সেই মহাপ্রভু পরবর্ত্তিকালে আউলেচাঁদরূপে আবির্ভূত হইয়া মায়াবাদের পক্ষপাতী হইলেন, তাঁহার নিত্য-পার্ষদ গোস্বামিবর্গের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মতবাদ ও ভক্তিবিরোধী ভজনসাধনাদির প্রবর্ত্তক হইলেন,—ইহা কখনই যুক্তি বা বিচারের দ্বারা সমর্থন করা যাইতে পারে না। অতএব ইঁহাদের মতে আউলেচাঁদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার ইহা সর্ব্বতোভাবে কল্পিত।

(৩) শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মজ্ঞান শূন্য শুদ্ধভক্তির কথা প্রতি দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর একমাত্র উপদেশ। কিন্তু এই মতে জ্ঞানের প্রাবল্য ও নানাবিধ ভক্তি-বিরুদ্ধ আচরণ দৃষ্ট হয়; অতএব ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোনওটীরই অন্তর্ভুক্ত নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক কৃত্রিম উপ-সম্প্রদায় বা ছলনাময়ীদের অসৎ চেষ্টা মাত্র।

(৪) ইঁহাদের কোন একটী শাখায় সর্ব্ব-সমন্বয়বাদ স্বীকৃত হইয়াছে। ইঁহারা বলেন,—"কালী, কৃষ্ণ, গড্, খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাধীর বিবাদে বিধি তাতে নাহি উলোরে। মন! কালী, কৃষ্ণ, গড্, খোদা বলরে।" এই প্রকার সর্ব্বদেবৈক্যবাদ সর্ব্বপ্রতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ —নির্ব্বিশেষবাদের অন্যতম। নির্ব্বিশেষবাদিগণ সাধকগণের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার দেব-দেবীর রূপ কল্পনা করিয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ব্রহ্মের স্থাপন করেন। এইপ্রকার মতবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা তদভিন্ন গোস্বামিবর্গের এবং সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। "বিষ্ণো সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ" —ইহাই বেদান্ত-সূত্রকারের সিদ্ধান্ত।

নেড়া-মত-বিচার

মুণ্ডিত মস্তককে চলিত ভাষায় নেড়া বলে। কিম্বদন্তী এই যে, শ্রীবীরভদ্র প্রভুর অনুগত্রয় বার শত নেড়া ও তের শত নেড়ী ছিলেন। শ্রীবীরভদ্র প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবেশেচ্ছুগণকে অন্যত্র বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া ভজনের উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে ঐ সকল নেড়ানেড়ি হরিভজন করিবার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া একটী স্বতন্ত্র অসদাচারি-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। জীব যেরূপ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া নানাপ্রকার অসন্মার্গে ধাবিত হইতেছে বলিয়া বিভু তাহার ভক্ত দাসী বা বিভুই তাহার প্রভুপদাতা—এইরূপ কথা বলা যায় না, সেইরূপ যথেচ্ছাচারী নেড়ানেড়ি সম্প্রদায়ের নেতা অনিরুদ্ধ বিভু শ্রীবীরভদ্র প্রভু—এইরূপ বাক্যও বলা যাইতে পারে না। এই সকল কথা বিভু-বৈষ্ণব-অপরাধমূলে সৃষ্ট হইয়াছে।

নেড়া নেড়ীর দলে বৈষ্ণবাচার-বিরুদ্ধ নানা প্রকার অসচ্চেষ্টা, মৎস্যাদি ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহারা কোনপ্রকার শাস্ত্র বা মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজন-প্রণালী অথবা গোস্বামিগণের কোন কথার ধার ধারে না। কল্পিত স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা শ্রীবীরভদ্র প্রভুর কোন সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না। এই দলের ক্রিয়া-কলাপে স্মার্ত্তাচার ও বৈষ্ণবসমাজ বিপন্ন হওয়ায় শ্রাদ্ধাদি বৈদিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে মালসা ভোগাদির ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল, এইজন্য বীরভদ্র প্রভুর পত্নীত্রয় তিনটী শিশুকে পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, এরূপ কিম্বদন্তী আছে।

দরবেশ-সম্প্রদায়-বিচার

দরবেশ কথাটীর ব্যবহার মুসলমানদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। মুসলমানিতে উহার অর্থ—'দর'—দ্বার, 'বিহ্‌তান্'—ভিক্ষা করা অর্থাৎ মুসলমানদিগের ভিক্ষোপজীবী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিশেষ। শ্রীল সনাতন গোস্বামী যবন কারারক্ষককে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন,—'দরবেশ হঞা আমি মক্কাকে যাইব'। (চৈঃ চঃ ম ২০।১৩) এই বাক্যটীকে অবলম্বন করিয়া দরবেশীরা নিজ কৃত্রিম সম্প্রদায়ের গঠন করিয়াছে; বস্তুতঃ শ্রীসনাতন গোস্বামী মুসলমান দরবেশ হইয়া মক্কা যান নাই; সুতরাং সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ত' কোন কথাই নাই, সাধারণ হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যেও 'দরবেশ' বলিয়া কোন সম্প্রদায় থাকিতে পারে না।

এই সম্প্রদায়ে শ্রীবিগ্রহ সেবার প্রচলন আদৌ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, যে সম্প্রদায়ে শ্রীবিগ্রহ-সেবার আদর নাই, তাহা নাস্তিকতা পরিপূর্ণ। ইন্দ্রিয়-তর্পণই ইহাদের সাধন। "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" সনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশের বিপরীত আচরণ এই ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়। ইহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বিগণের ন্যায় স্ফটিক ও প্রবালের মালা ধারণ এবং আলখেল্লা পরিধান করে, মুসলমানদের সহিত সঙ্গ করে। সুতরাং ইহাদের কথা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

সাঁইবাদ-বিচার

'সাঁই' কথাটী 'স্বামী' শব্দের অপভ্রংশ। এই মতাবলম্বিগণ ন্যূনাধিক বাউল সম্প্রদায়েরই মত। ইঁহারা প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বিশেষবাদী। ইঁহারা বলেন

যে, নানক সাঁই, আলেকসাঁই, ফীকোদসাঁই, গরুসাঁই ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায়ভেদী, ইহারা বিশেষ আচার পালন করিতে বাধ্য নন, ইঁহারা মুসলমানদিগের অনেক ব্যবহার আপনাদের করিয়া লইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কোথাও সুরাপান ও মহামাংসাদি গ্রহণের প্রথাও প্রচলিত আছে। ইঁহাদের সহিত সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা কি, কোন হিন্দু ধর্ম্মের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। দাউদ, দরবেশ, সাঁই—এইগুলি প্রায় একই প্রকার এবং মতবাদ ও মনোধর্ম্মের বিভিন্ন বৈচিত্র্য মাত্র। ইহারা রোগাদিনোদন কল্পে ফকিরপন্থায় ঔষধাদি বিতরণ করে।

(ক্রমশঃ)

—•—

প্রাপ্ত পত্র

শ্রীশ্রীগৌরহরিজয়তি

ভক্ত-ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারক

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—সভক্তি-বৈষ্ণবাভিবাদন-পুরঃসর নিবেদন—

মহোদয়, আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ ঘটিলেও দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের সুযোগ না হওয়ায় বিশেষ দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত আছি। যাহাহউক সে সৌভাগ্যের প্রতীক্ষায় রহিলাম। জানি না মাদৃশ কর্ম্মজড় বিষয়কীটের ভাগ্যে সে দুর্লভ কৃপাসঙ্গ লাভ কতদিনে হইবে? প্রভুপাদ শ্রীমৎসরস্বতী ঠাকুরের নিকট মাত্র ৪ ঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়া যে উপদেশামৃত পান করিয়াছি, তাহা অশ্রুত-অপূর্ব্ব—তজ্জন্য আপনারা সে অমৃতপানে নিত্য বিভোর।

আমাদের যে কয়টী সংশয় ছিল, তাহা তাঁহার উপদেশ-মূলেই নিরাকৃত হইয়াছে।

গৌড়বঙ্গে কনোজ হইতে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আগমনের পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা সাতশতী ও পরাশর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। "ব্যাসবশিষ্ঠ-বশিষ্ঠো বশো পারাশরঃ স্মৃতঃ।" এই পরাশরীয় স্মৃতি-প্রমাণে একশ্রেণী পারাশর স্মার্ত্ত, অপর সাতশতী অর্থাৎ বৈদিক সাত্বত সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। এই সাত্বতী ব্রাহ্মণগণই 'সাত্বতী' শব্দের অপভ্রংশে 'সাতশতী' পরে সপ্তশতী হইয়াছেন। ইহারা বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই পরবর্ত্তিকুলাচার্য্যগণ ইঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাগল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রভুপাদ আমাদের এ সিদ্ধান্ত সাদরে সমর্থন করিয়াছেন। শাস্ত্র, ইতিহাস ও কিম্বদন্তী প্রমাণে ইহার পরিপোষক আরও কিছু প্রমাণবাক্য পাওয়া যায় কিনা, কৃপাপূর্ব্বক 'গৌড়ীয়ে' তাহার আলোচনা করিলে সুখী হইব।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে হিতবাদীর সমালোচনার একটী প্রতিবাদ হিতবাদীতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। তাহারই একটী প্রতিলিপি এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

• ০ •

আমরা ও একটি বিস্তৃত প্রতিবাদ হিতবাদীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছি, জানি না হিতবাদী সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিবেন কিনা। আমাদের 'ভক্তিপ্রভাতে' ও একটী প্রতিবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছি।

• • •

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদকে এ অধমের অসংখ্য প্রণাম জানাইবেন। আপনারাও কৃপা করিবেন। ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—শ্রীমধুসূদন অধিকারী তত্ত্বাচস্পতি।

৪ঠা ভাদ্র ১৩৩৬

[এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত শাস্ত্রযুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত ও আলোচনা যথাসময়ে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের প্রবন্ধটী অতি বিস্তৃত বলিয়া স্থানাভাবে বর্ত্তমান সপ্তাহে প্রকাশিত হইতে পারিল না। গৌঃ সঃ]

—•—

সমালোচনা

[প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদকসঙ্ঘ দায়ী নহেন]

গৌড়ীয় ৪৯ সংখ্যার ১২ পৃষ্ঠায় দেখিলাম যে, হিতবাদী "শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি ঈর্ষা মূলে" কি কথা কহিয়াছেন। হিতবাদী প্রকৃতি পত্রিকা গ্রহণ করি না কারণ ঐ জাতীয় পত্রিকা বহির্ম্মুখ গ্রাম্য সংবাদ ও নানা অনধিকার চর্চ্চা, সাধুবৈষ্ণবনিন্দা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। কোথাও হত্যা, কোথাও নারী-নির্য্যাতন ইত্যাদি সংবাদে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়; এক ত আমাদের হৃদয় শুষ্ক কারণ শ্রীহরিলীলামৃত-

পানে হৃদয়কে সরস করিতে পারি না। জননী-জঠর হইতে যখন জীব সংসারে আগমন করেন, তখন ভগবানকে করিয়া আসেন, ভাঃ ৩।৩১।২১—

তস্মাদহং বিগত-বিক্লব উদ্ধরিষ্যে
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা সমনমেত্তদনেক-রন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাশঃ॥

তৎপরিবর্ত্তে কি করিতেছি? ভগবানের ভক্তগণের নিন্দা বিদ্বেষ প্রভৃতিতে তন্মতি মনুষ্য জন্ম অতীত করিতেছি। ৮৪ লক্ষ যোনির পর মনুষ্যজন্ম, তাহা লাভ করিয়া সাধন-ভজন করিব, না পরচর্চ্চা করিব? ভগবানের নাম ব্যতিরেকে জীবন যাপন করা পাষণ্ডের লক্ষণ, যথা শ্রীভাগবতে (২।৩।১৭-২৪)—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোক-বার্ত্তয়া॥ ইত্যাদি

আমরা এ সমুদয় জানি, তথাপি পরনিন্দা বা বিদ্বেষ করি কেন? স্বভাব; স্বভাব জন্ম জন্ম আশ্রয় করিয়া থাকে

সতীব যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা
পুনাংসমন্যোতি ভবান্তরেষপি॥ (মাঘঃ ১।৭২)

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবশতঃ এজন্মে আমরা কার্য্য করিয়া থাকি—"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ॥" (পাতঞ্জল দর্শনে ২।১৩)

জন্ম ও কর্ম্ম অনাদি; (জন্ম হইলেই কর্ম্ম) যথা—
ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ॥ (বেদান্তদর্শনে ২।১।৩৫)

এই নরদেহ এত আদরের যে দেবতাগণও নরদেহ ধারণ করিয়া থাকেন, তাহার তাঁহাদের কতকগুলি অসম্পূর্ণ ক্রিয়া আছে; তাঁহাদের চক্ষের পাতা পড়ে না, ভূমে পদ স্পর্শ করে না, তাঁহাদের ছায়া নাই—"স্থিতিং নোহস্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা।" শ্রীভাগবতে ১১।২০।১২।

এমন সাধের দেহ পাইয়া কোথায় সৎ চিন্তা করিব, না সাধুবৈষ্ণব-নিন্দা বা বিদ্বেষ করিয়া মনুষ্য জীবনকে নষ্ট করিব? মনুষ্য জীবন আহার বিহারের জন্য নহে; আহার বিহার শূকরাদি পশুরও আছে—নৃদেহমাদ্যং সুদুর্লভমিদং ইত্যাদি। সুতরাং আমাদের সৎ চর্চ্চা করাই কর্ত্তব্য। গৌড়ীয়ে পুনরায় লিখিয়াছেন যে—"বহুলোকমান্য দয়ানন্দ সরস্বতী, প্রসিদ্ধ কবিরাজ মৃত গঙ্গাধর সেন বৈদ্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মত—('শ্রীমদ্ভাগবত' ব্যাসদেবের রচিত নহে)" ইত্যাদি। দয়ানন্দ সরস্বতী প্রথমে শৈবতান্ত্রিক ছিলেন, পরে তিনি আর্য্য সমাজের হইয়াছিলেন; সুতরাং এক সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া যখন অন্য সম্প্রদায়ে গিয়াছিলেন, তখন তিনি কালাপাহাড়ের মত শ্রীভাগবতকে অকারণ নিন্দা ও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। "সত্যার্থ প্রকাশ" বা "মিথ্যার্থ প্রকাশ" যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাহা দেখিয়াছেন যে, যে ব্যাসদেব শ্রীভগবানের সপ্তদশ অবতার—"ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।" (ভাঃ ১।৩।২১) তাঁহাকেও তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মত যে, শ্রীভাগবতের ন্যায় গ্রন্থ বেদব্যাসের রচিত নহে। এ বিষয়ে আমি একটি "সমালোচনা" করিয়াছি, তাহা পাঠাইতেছি, আশা করি সম্পাদক মহাশয় কৃপা করিয়া মুদ্রিত করিবেন * (যদি শ্রীভাগবতের নিন্দা তাঁহার অসহ্য হয়)। ঐ সমালোচনাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা গল্প বলিয়াছেন এবং বঙ্কিম বাবু তাঁহার 'কৃষ্ণচরিতে' শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ কখনই করিতে পারেন নাই প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছি। কবিরাজ গঙ্গাধর সেন কেন যে শ্রীভাগবতকে বিদ্বেষ করিতেন, তাহাও কহিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি কংসের কুবলয়াপীড় নামক ছয়শত হস্তীকে বধ করিতে গিয়া হস্তিপককে কহিয়াছিলেন—শ্রীভাগবতে ১০।৪৩।৪

অম্বষ্ঠাদ্য মার্গং নৌ দেহ্যপক্রম মা চিরম্।
নো চেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসাদনম্॥

তেলী, তামুলী, কোল, দাঁওতাল প্রভৃতি থাকিতে কংস একজন অম্বষ্ঠকে হস্তিপ রাখিয়াছিলেন! ধন্য কংসের সাহস! তজ্জন্য কংসকে না পাইয়া বোধ হয় কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীভাগবতে বিদ্বেষ ছিল। সে কারণেই তিনি শ্রীভাগবতকে ব্যাসদেবের রচিত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কোন জাতি বা ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে,

* প্রবন্ধগুলি লেখকের বক্তব্য ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। কারণ সংযত সমর্থন ও সংক্ষেপ বলিলেই লোক অনায়ত্ত হয়। ইহাই বহির্মুখতার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। গৌঃ সঃ

পরম ভাগবতনিন্দকের দুর্বুদ্ধির অসাধুতা যে দেহাত্মবুদ্ধিরূপ সঙ্কীর্ণতা বা বিবর্ত্তজ্ঞানোত্থ, তাহা প্রতিপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতকারও বলিয়াছেন,—"ভাগবত যে না মানে সে পামর সম। তাহারো আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥" কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত মুগ্ধবোধ-রচিয়তা বোপদেবের রচিত, তাহা যে নহে, তাহা পূর্ব্বোক্ত সমালোচনায় প্রদর্শন করিয়াছি। কেহ প্রতিবাদ করিলে সুখী হইব।

পরিশেষে বিদ্বেষকারিগণের চরণে ধরিয়া নিবেদন যে, শিশুপালের হঠকার ত্যাগ করিয়া একবার গৌড়ীয় মঠে গিয়া পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামি, নিখিল বৈষ্ণবশাস্ত্রের অমর্ম্মজ্ঞ পূজ্যপাদ শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের সহিত দিন কতক আলাপ করুন, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ-প্রভাবে তাঁহাদের মনের মলিনতা দূর হইয়া বিশুদ্ধ মন হইবে যে বিদ্বেষ ভাব থাকিবে না এবং মেঘের ন্যায় হইবেন, কারণ মেঘ যেরূপ ত্রিভুবনের তিক্ত, কষায়াদি রস আকর্ষণ করিয়া নির্ম্মল স্বাদু বারি বর্ষণ করেন তদ্রূপ হইবেন, সর্পের ন্যায় হইবেন না, কারণ সর্পকে কতও দুগ্ধ পান করাইলেও সে কখনও বিষ-ভিন্ন দুগ্ধ দিবে না—

গুণাদত্তে দোষাং সুজন-বদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণা দোষাদত্তে কিমিতি পরমং বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোঽয়ং লবণজলবার্দ্ধেঃ কমযুতং
পপী পীত্বা ক্ষীরং বমতি পরমং দুঃসহতরম্॥

কিরূপ পবিত্র জীবন তিনি যাপন করেন একবার গিয়া দেখুন না। অধিক দূরও নহে। শিষ্যগণের প্রতিও তাঁহার স্নেহ আশ্চর্য্যজনক। শ্রীমন্মহাপ্রভুতে তাঁহার অচলা ভক্তি; সাহেবগণও আসিয়া মহাপ্রভুর প্রসাদ পাইয়া যান। একবার সামান্য মাত্র প্রসাদ অবশিষ্ট ছিল, সে সময়ে ২৫টি অভ্যাগত আসিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার এত বশ (কারণ ভগবান্ ভক্তের বশ) যে, সেই সামান্য প্রসাদে ততগুলি লোক উদর পূর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা আমার চক্ষের দেখা। মংস্য বা পশু ভক্ষ যিনি আহার করেন, তিনি ত পশু-সদৃশ, সুতরাং মৎস্যাহারিগণ ত দ্বিপদ পশু। শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের বাসিগণ মৎস্যাহারীকে "চামার" করিয়া থাকেন। সুতরাং চামার কি তাঁহার সহিত তুলনায় আসিতে পারে? পাশ্চেই এত পার্থক্য, তাহা হইলে ত মনে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যের পার্থক্য! তাঁহার গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না—মহিমানং ব্রহ্মকীর্ত্তা তব সংস্তুবতে বচঃ। শ্রমেব তব শক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১০।৩২)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের সহিত তুলনার আবশ্যক নাই। তাঁহার শিষ্য শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত তুলনা হইতে পারে না, কারণ শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাকালে প্রতি বেলায় অন্যূন ১০০০ লোক প্রসাদ পান, কিন্তু সকলকে ষোড়শোপচারে ভোজন করাইয়া তিনি প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহা গুরুদেবের শিষ্যে শক্তি-সঞ্চার ভিন্ন কিছুই নহে। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভুর ও কীর্ত্তন ও ভক্তি—শ্রবণ-মনোহর ও প্রশংসনীয়। সুতরাং এই সকল মহানুভবের সহিত মিলন ও বাঞ্ছনীয়, তজ্জন্য বিদ্বেষকারিগণকে তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আর কেন, বেলা ত গেল! এখনও যাহা সময় আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করুন; কারণ মৃত্যু অনিবার্য্য, আমাদের পাপের ত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।
আকুই, বর্দ্ধমান।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ৩রা ভাদ্র শনিবার দিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে অহোরাত্র কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, শ্রীচরিতামৃত-পারায়ণ ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কৃষ্ণজন্ম-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বিচিত্র পুষ্প-ভূষণে অতি-রমণীয় ভাবে পুষ্পাবেদিহিত হইয়াছিল। দেবোন্মুখ ভক্তগণের হৃদয়ে গোকুল মহাবনের অপ্রাকৃত সুষমা জাগাইয়া দিতেছিল। শ্রীমন্দির, তোরণ, দ্বার প্রভৃতি পুষ্প, পত্র ও বিচিত্র মালিকা-যোগে সজ্জিত হইয়াছিল। ধূপ, দীপ ও কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মস্থিতা তুলসীর সৌগন্ধ দেবোন্মুখ ভক্তগণের হৃদয়ে অধিকতর ভাবে কৃষ্ণ-দেবোদ্দীপনা করিয়া দিতেছিল। শ্রীমঠের সমস্ত কৃষ্ণ-কোলাহল, কৃষ্ণ-চরিত আলোচনা, কৃষ্ণ বিষয়ে ইষ্টগোষ্ঠী, কৃষ্ণতত্ত্ব-বিচার, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের শ্রীমুখ হইতে কৃষ্ণ-লীলা-সুরধুনীর অপ্রতিহত প্রবাহ শ্রীমঠে অধোক্ষজ কৃষ্ণ-

সুচিন্তিত বক্তৃতা দানেরও ব্যবস্থা করিয়াছিল। বিশুদ্ধ মতের বাহুল্যের অধিষ্ঠান বা প্রকাশ। এইরূপ সেবোন্মুখতার আদর্শ দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন আজ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধাম হইতে ঐ সকল বিশুদ্ধমতের অনন্ত আকাশে নিজকে প্রকট করিবেন।

তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসব। যেখানে সেবোন্মুখতা, সেখানে নিত্যানন্দের সমাজ। শ্রীমঠ হইতে নন্দোৎসবের দিন এক মহানগর সংকীর্ত্তন বহির্গত হইয়াছিল। ঐ বিরাট সংকীর্ত্তনের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ তিনটী সম্প্রদায় রচিত হইয়া গৌর-বিহিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। কলিকাতা মহানগরীতে এইরূপ বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন পূর্ব্বেও দুই একটী দেখা গিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক এই নগর সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। নগর-সংকীর্ত্তন-সঙ্গীত গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল। কর্ম্মকোলাহল মত্ত মহানগরী ঐরূপ মত্ততার কিছুক্ষণের জন্য তাহা হইতে বিরাম লাভ করিয়া গৌরনিত্যানন্দের নামের সঞ্চার ভাসিয়াছিলেন। এই বিরাট মহানগর সংকীর্ত্তন দর্শন করিবার জন্য কলিকাতার চতুর্দ্দিকের লোক—কেহ বা রাস্তায় দণ্ডায়মান হইয়া, কেহবা অট্টালিকা ও প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া, কেহবা আপন আপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উৎকর্ণ উদ্গ্রীব ভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এমন কি রাজপথ দিয়া যখন বিরাট মহানগর সংকীর্ত্তন বিজয় করিতেছিলেন, তখন রাজপথের ট্রাম, মটর-যান, অশ্বযান প্রভৃতিও কিছুকালের জন্য তাহাদের গতি স্তব্ধ করিয়া আরোহিগণকে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন শুনিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলে এই নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া ভক্তানুশী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সময় সময় সংকীর্ত্তনের মধ্যে পুষ্প, মাল্য, বাতাসা প্রভৃতি বৃষ্টি হইতেছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিজয়বৈজয়ন্তী ও জয়ধ্বনি সুপ্ত জীবের চেতনতার উদ্বোধন করিয়া দিতেছিল।

এই বিরাট নগর-সংকীর্ত্তনটী সন্ধ্যার পরে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেইদিন মঠে বিরাট জনতা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডি গোস্বামিগণ নন্দোৎসব সম্বন্ধে আলোচনা ও শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

তৎপর দিবস অপরাহ্ণে নন্দোৎসবোপলক্ষে শ্রীমঠে একটী বিশেষ অধিবেশন হয়; সেই অধিবেশনে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুভক্ত ও পণ্ডিত যোগদান করেন। কলিকাতা মহানগরীর উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত বহু বহু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেদিন এরূপ জনতা হইয়াছিল যে, শ্রীমঠের উপরে, নীচে, আঙ্গনে, জগ-মোহনে, অলিন্দে এবং রাজপথে লোকসমূহ শিল্পীলিকা শ্রেণীর ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছিলেন। অপ্রাকৃত বাগ্মীবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বনমহারাজ শ্রীনন্দোৎসব সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জন্ম-ক্ষেত্র উডুপী হইতে সমাগত বৈদান্তিক-পণ্ডিত-কুল-শিরোমণি দ্বৈত-বেদান্ত-বিদ্বান্ মহোদয় বেদ ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে একটী সুললিত বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি এল মহোদয় সুললিত সংকীর্ত্তন দ্বারা সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন। অতঃপর সমবেত জনমণ্ডলীকে নিশীথরাত্র পর্য্যন্ত কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ রামলপুর রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় এক বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত সভায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া স্বামিজীর ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হন। তৎপরে তিনি ভাগলপুরে 'শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত প্রেমভক্তির সহিত বেদান্তদর্শনের সম্বন্ধ'-বিষয়ে স্থানীয় "রঘুনন্দন হলে" ইংরেজী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সত্যানুসন্ধিৎসুমাত্রেই স্বামিজীর আচারযুক্ত প্রচারের আদর্শ উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হন। অতঃপর স্বামিজী মুঙ্গের টাউনহলে প্রাচ্যদর্শন সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় আর একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। মুঙ্গেরে প্রচার করিবার পর পাটনার Bihar Youngmen's Institute হলে 'বেদান্তদর্শন ও শ্রীগৌরাঙ্গ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে স্বামিজীর বক্তৃতার প্রশংসা বিঘোষিত হইয়াছে। গত ১০ই শ্রাবণ ২৬শে জুলাই শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বহরমপুরে শুভবিজয় করিয়া স্থানীয় প্রাণ্ট হলে সমবেত একটী মহতী সভায় "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল, প্রফেসার এবং বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীর শাস্ত্রীয় সুযুক্তিপূর্ণা বক্তৃতাশ্রবণে সকলেই বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষতঃ মহারাজ বাহাদুর ও প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পাল এম্,এ, মহাশয়ের আগ্রহে তৎপর দিবসও স্বামিজী ঐ স্থানে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। মাৎসর্য্যপরায়ণ শুষ্ক-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকগণের মুখে দূর হইতে যে সকল কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা শুদ্ধ ও নিরপেক্ষ ভক্তিপ্রচারকবর্গের প্রতি ভ্রম-ধারণা পোষণ করিতেছিলেন, ত্রিদণ্ডিস্বামিজীর মুখে হরিকথা-শ্রবণে তাঁহারা সেই ভ্রমধারণার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। আশা করি, তাঁহাদের ন্যায় মহানুভবগণ সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া লৌকিক সত্য হইতে অলৌকিক পারমার্থিক সত্যের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৭ই ভাদ্র, ১৩৩৪, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ | ৪র্থ সংখ্যা

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য

পূর্ব্বকালে তৈলঙ্গ দেশের অন্তর্গতী 'বৈদূর্য্য-পত্তন' নামে একটী নগর ছিল। বর্ত্তমানে সেই নগর 'মুঙ্গের-পত্তন' বা 'মুঙ্গীপাটেন' নামে পরিচিত; এই নগরে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ আরুণি মুনি সহধর্ম্মিণী শ্রীজয়ন্তীদেবীর সহিত বাস করিতেছিলেন। কথিত হয় যে, ভাগবতে (১১।২।১১) পরীক্ষিৎ-সভায় আগত যে অরুণ মুনির নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইনি (আরুণি) সেই বংশীয়।

যাপ্যাবসানে যখন ভাগবত-সূর্য্যাকাশ কৈতব-কুজ্ঝটিকায় তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল এবং নানাপ্রকার ক্ষুদ্র মতে আকৃষ্ট হইয়া লোকসঙ্ঘ জীবমাত্রের স্বরূপধর্ম্ম যে একমাত্র ভগবদ্ভক্তি, তাহা হইতে দূরে পতিত হইতেছিল, তখন পরম করুণাময় শ্রীবিষ্ণু এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভক্ত-সনাতন-ভক্তিধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থ তাঁহার একটী শক্ত্যাবেশ অবতারকে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। পরম-বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শ্রীমদ্ আরুণি ও পরম ভক্তিমতী শ্রীজয়ন্তী দেবীকে আশ্রয় করিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথির সন্ধ্যাকালে সূর্য্যসমপ্রভ একটী বালকরূপ সজ্জন-হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইলেন। আরুণি মুনি পুত্ররত্নকে যথাবিহিত বৈদিকসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া ক্রমে শাস্ত্রাদি আলোচনার্থ গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। বালকের অতি অল্পবয়সেই অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, অখিল করণীয় কলা-কৌশল বিশেষতঃ অধ্যাত্মশাস্ত্রে সুপ্রবীণতা প্রকাশ করিলেন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যব্রত পুরুষবর সূর্য্যসমপ্রভ হইয়া বিরাজ করিতে থাকিলেন এবং সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্তমনা হইয়া যথাবিহিত শাস্ত্রীয় বিধানে বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শনোৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রজে নন্দগ্রামে আগমন করিলেন। সেইস্থানে 'বিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণ-স্তব' নামক পঞ্চবিংশতি পদ্যাত্মক একটী সুমধুর স্তোত্র রচনা করিয়া গোপালদেবের চরণে উপহার প্রদান করিলেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধনের নিকট একটী পর্ণকুটীর রচনা করিয়া সেইস্থানে ঐকান্তিক ভাবে কৃষ্ণ-ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। যেস্থানে আচার্য্য পর্ণকুটীর রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন, সেই স্থান বর্ত্তমানে 'শ্রীনিম্বগ্রাম' নামে প্রসিদ্ধ। কথিত হয় যে, একদা কোন এক জৈন যতি দিগ্বিজয় করিবার অভিলাষে শ্রীমথুরাপুরীতে আগমনপূর্ব্বক তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। বৈদিক ধর্ম্মের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করাই উক্ত জৈন যতির প্রবল উদ্দেশ্য ছিল। আচার্য্য এই কথা জানিতে পারিয়া বিচারে উক্ত জৈন যতির মতবাদ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডিত করিয়া দিলেন। জৈন যতি পরাজিত হইয়া আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিলেন; আচার্য্যও তাঁহাকে বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। একপ কিম্বদন্তী আছে যে, যখন উক্ত জৈন যতি ও আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইয়াছিল, তখন ক্রমিক শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে

সূর্য্যের অস্তগমন লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য আশ্রমগত অতিথির প্রাপ্তি মুহূর্ত্তে ভোজনপাত্রসহ তাঁহার নিকট কিছু বিষ্ণু-প্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বৈষ্ণব অতিথিগণের সন্ধ্যা অথবা রাত্রিকালে ভোজন করা নিষিদ্ধ, সুতরাং বৈষ্ণব সন্ন্যাসী আচার্য্যের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিরত হইলেন। তখন আচার্য্য আশ্রমস্থিত একটী নিম্ববৃক্ষের উপর আসীন হইয়া অতিথির ভোজন-সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবকে ধারণ করিলেন। কাহারও মতে তিনি নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ-পূর্ব্বক তদুপরি আকাশে শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্র আহ্বান করিয়া স্থাপিত করেন এবং সেই চক্র সূর্য্যাসন-প্রভাবযুক্ত বলিয়া অতিথি-অতিথির নিকট 'সূর্য্য' বলিয়াই প্রতিভাত হন। নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া আদিত্য বা অর্কর্রূপে প্রকাশিত হওয়ায় আচার্য্য 'নিম্বাদিত্য', 'নিম্বার্ক' বা 'নিম্বাদিত্যবন্ধু' নামে খ্যাত হন; ইনি কোথাও কোথাও 'আরুণের', 'নিয়মানন্দ' ও 'হরিপ্রিয়াচার্য্য' নামেও বিদিত। কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র যেকালে মথুরামণ্ডলের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়েই নিম্বার্কাচার্য্যের প্রাচীন গুরু-গণের অভ্যুদয়কাল।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম সূত্রের বর্ত্তমান প্রচলিত শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কের গুরু-পরম্পরা এইরূপ দৃষ্ট হয়। ভাষ্য যথা,—পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরুক্তম্ ভগবতে শ্রীনারায়ণায়োপদিষ্টো "ভূমানমেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যাদি।" অর্থাৎ পরমাচার্য্য শ্রীসনৎকুমার ঋষি, তচ্ছিষ্য শ্রীনারদ গোস্বামী, তচ্ছিষ্য শ্রীনিম্বার্ক।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের বেদান্ত-ভাষ্য 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামে বিদিত। নিম্বার্ক-শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য এই পারিজাত-সৌরভের কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি করিয়া 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' নামে আর এক ভাষ্য প্রচার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কেশবকাশ্মীরী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া বেদান্ত-কৌস্তুভের "কৌস্তুভপ্রভা" নাম্নী একটী চুর্ণিকা রচনা করেন। (১) 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ' ব্যতীত নিম্নলিখিত ভাষ্য ও গ্রন্থগুলি আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের রচিত বলিয়া তৎসম্প্রদায়িগণ বলিয়া থাকেন। (২) গীতাভাষ্য, (৩) সদাচার-প্রকাশ—(স্মৃতিগ্রন্থ), (৪) দশশ্লোকী, (৫) সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র, (৬) প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্ (বেদান্ত-গর্ভিতস্তোত্রম্)। উপরিউক্ত ষড়্গ্রন্থের মধ্যে 'বেদান্ত-পারিজাত সৌরভ' (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য), 'দশশ্লোকী', 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তব' ও 'প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্'—এই চারি-খানি গ্রন্থই আধুনিক নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বাদিত্য-প্রণীত বলিয়া প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সনকাদি মুনি শ্রীনারদ মুনিকে উপদেশ করেন, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস, শ্রীপ্রহ্লাদ ও পাবম্পর্য্যক্রমে শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি উপদেশ প্রাপ্ত হন।

শ্রীনিম্বার্কস্বামী কলিকালে শ্রীনারায়ণপ্রোক্ত ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সাত্বতসম্প্রদায় গঠন করেন। সেই সাত্বত সম্প্রদায় 'নিম্বার্ক-সম্প্রদায়'নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কথিত আচার্য্যপরম্পরা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—(১) শ্রীনারায়ণ, (২) হংস, (৩) সনকাদি চতুঃসন, (৪) নারদ, (৫) নিম্বাদিত্যাচার্য্য, (৬) শ্রীনিবাসা-চার্য্য (বেদান্ত-কৌস্তুভভাষ্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকার), (৭) ভাস্কর-ভট্টাচার্য্য (বেদ ও ব্রহ্মসূত্রাদির ভাষ্যকার), ৫(৮) বিশ্বাচার্য্য, (৯) পুরুষোত্তম আচার্য্য, (১০) বিলাস আচার্য্য, (১১) স্বরূপা-চার্য্য, (১২) মাধবাচার্য্য, (১৩) বলভদ্রাচার্য্য (১৪) পদ্মাচার্য্য, (১৫) শ্যামাচার্য্য বা শ্যামলাচার্য্য, (১৬) গোপালাচার্য্য, (১৭) কৃপাচার্য্য, (১৮) দেবাচার্য্য (বেদান্তসূত্রের 'বেদান্ত-সিদ্ধান্তরত্নাহ্বয়া' নাম্নী টীকার প্রণেতা), (১৯) সুন্দর ভট্ট, (২০) পদ্মনাভ ভট্ট, (২১) উপেন্দ্র ভট্ট, (২২) রামচন্দ্র ভট্ট, (২৩) বামন ভট্ট, (২৪) কৃষ্ণভট্ট, (২৫) পদ্মাকর ভট্ট, (২৬) শ্রবণ বা শ্রবণেশ ভট্ট, (২৭) শ্রীহরিভট্ট, (২৮) মাধব ভট্ট, (২৯) শ্যাম ভট্ট, (৩০) গোপাল ভট্ট, (৩১) বলভদ্র ভট্ট, (৩২) গোপীনাথ ভট্ট, (৩৩) গোকুল ভট্ট বা গোকুলা ভট্ট, (৩৪) কেশব ভট্ট (ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক কেশব কাশ্মীরী নামে খ্যাত এবং 'ক্রমদীপিকা' গ্রন্থনির্ম্মাতা; নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অনুগগণের মতে ইনি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যকার; শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই কেশবকাশ্মীরীই ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের অন্বেষণে আসিয়া পরে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং স্বীয় অনুচিতমানিতায় অসাধুতা উপলব্ধি করিয়া দিগ্বিজয়বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে), (৩৫) শ্রীভট্ট, (৩৬) হরিব্যাসদেবাচার্য্য (ইনি

* শ্রীহরিব্যাসদেবের কেশবকাশ্মীরীর গুরুপরম্পরায় আসিবার কারণ উল্লেখ নাই। আর সময়ই মিল আছে।

অন্যূন পঞ্চাশৎ অধিকারেণীকে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে), (২১) বসুদেবাচার্য্য, (২৮) চতুরচিন্তামণিদেবাচার্য্য প্রভৃতি।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়িগণের বর্ণনা-মতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ে এই কয়েকটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গ্রন্থকার উদিত হইয়াছিলেন। (১) পরপক্ষগিরিবজ্রকার শ্রীনিবাস-মুকুন্দ, (২) বেদান্তরত্নমঞ্জুষাকার শ্রীঅনন্তরাম,(৩) পঞ্চাস্তুস্তবরক্ষকার শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মঠসমূহের স্থান নির্দ্দেশ—(১) সলিমাবাদ—কুষ্ণগড়, উদয়পুর (আজমীঢ় হইতে যাইতে হয়), (২) বর্দ্ধমান—রায়পুর রামরঙ্গমঠ (ইঁহারা বলেন, বর্দ্ধমান মঠই তাঁহাদের সকল মঠের আদি মঠ।—শ্রীবিগ্রহ রাধাগোবিন্দ, হংসভগবান্, রামজী, বলদেবজী,(৩) উপ্‌রা (অণ্ডাল ষ্টেশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশন উখ্‌ড়া, ষ্টেশন হইতে মঠ একমাইল বর্ত্তমান মহান্তের নাম শ্রীরঙ্গভূষণশরণদেব), (৪) যুগলকিশোর মঠ—আড়ংঘাটা, আদি মহান্তের নাম শ্রীগঙ্গানারায়ণ দেব এবং বর্ত্তমান মহান্তের নাম সনকাদি শরণদেব, (৫) চৈতুয়া—ঘাটাল হইতে তিনক্রোশ দূরে নিমতলা, নিমতলা হইতে তিনক্রোশ চৈতুয়া—মঠের নাম বৈকুণ্ঠপুর মঠ—শ্রীবিগ্রহ (ক) রামলালা, (খ) গোপাল, (গ) রামলক্ষ্মণজানকী, (ঘ) ক্ষেত্রপাল শিব এবং (ঙ) বিহারীজী; প্রথমে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের পৃথক্ মন্দির ছিল, একণে সেই সকল ভগ্ন হওয়ায় সকল শ্রীবিগ্রহই শ্রীবিহারীজীর মন্দিরে আছেন, বর্ত্তমান মহান্ত বলদেব দাস, (৬) আদমানপুর কুসুরী গোষ্ঠ অফিস, নদীয়া (আলমডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে দুইক্রোশ দূরে), বৃন্দাবন হইতে এই মঠের মূল উৎপত্তি বলিয়া ইঁহারা বলেন—শ্রীবিগ্রহ গোপীনাথজী, মহান্ত রামগোপাল দাসজী, (৭) কেন্দুলী—এই মঠ পূর্ব্বে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া কথিত হয়, তিন পুরুষ যাবৎ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের হইয়াছে, এরূপ শুনা যায়, মহান্ত রাসবিহারী শরণজী, (৮) লোহাগড় (আজিমগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এক মাইল, মুর্শিদাবাদ), শ্রীবিগ্রহ—গোপীনাথজী, মহান্ত মদনমোহন-শরণজী, (৯) বিনোদলালা—(আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট), (১০) বস্তানগর (রাণীগঞ্জ ষ্টেশন হইতে একক্রোশ)—ইঁহারা বলেন, বৃন্দাবন হইতে ইঁহাদের মূল—শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন জী, (১১) উলসী (নাওয়াগড় ষ্টেশন হইতে একক্রোশ—আদমানপুর, বস্তানগর ও উলসী মঠত্রয় শ্রীরূপাবনের পরমার্থজী মঠের অন্তর্গত; তবে পরমার্থজী মঠ এখন মহাসমারোহে, মহান্ত গৃহস্থধর্ম্মী হইয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।), (১২) শ্রীশ্যামকুণ্ডবনে পরমার্থজী মঠ, (১৩) শ্রীক্ষেত্রে লোকনাথের নিকট দুঃখিস্থার মঠ, তিনবৎসর হইল মহান্ত দুঃখিস্থামজীর দেহত্যাগ হইয়া গিয়াছে, (১৪) কটকে গোপালজী মঠ, (১৫) বুন্দেলখণ্ডে আনন্দবিহারী মঠ, পোষ্ট অফিস—সাগর, জিলা সাগর, শ্রীবিগ্রহ—শ্রীঅটলবিহারী, (১৬) নিম্‌কা থানায়ও একটী নিম্বার্কের মঠ আছে, ফুলেরা জংসন হইতে একটী ব্রাঞ্চ লাইনে নিম্‌কাথানা ষ্টেশন; জয়পুরের রাজার একহাজার নিম্বার্ক পণ্টন আছে—ইঁহারা কেহই গৃহস্থ নহেন, কিন্তু বেতন লইয়া রাজার পণ্টনের কার্য্য করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আরও কয়েকটী মঠ রহিয়াছে। গোবর্দ্ধনের নিকট নিম্বগ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ও আচার্য্যের পাদুকা পূজার ব্যবস্থা আছে। পঞ্জাবের নিকট 'খাড়া' নামক স্থানেও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের একটী মঠ আছে।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সদাচারাদি—(১) কণ্ঠে শ্রীতুলসীমালা ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য, চতুর্থাশ্রমিগণের পক্ষেও শিখাসূত্রাদি সংরক্ষণীয়, চতুর্থাশ্রমিগণ কাষায় বস্ত্র ধারণ করিবেন, দীক্ষাকালে পঞ্চসংস্কার অবশ্য প্রয়োজনীয়; (২) চারি আশ্রমীর পক্ষেই কায়মনোবাক্যে জীবহিংসা পরিবর্জ্জনীয়, বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজনই প্রত্যেকের পক্ষে বিধি; (৩) অন্যদেবতা পূজা, অন্য দেবতার নৈবেদ্য-ভক্ষণ বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ; (৪) জন্মাষ্টমী, একাদশী, ব্যাসপূজা প্রভৃতি ব্রত যথাবিধি পালনীয়; (৫) বিদ্ধা একাদশী বা জন্মাষ্টমী সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়; (৬) গৃহস্থ বৈষ্ণবের বিষ্ণুনৈবেদ্যের দ্বারা বৈষ্ণব-বিধানে শ্রাদ্ধ করণীয়, প্রেতশ্রাদ্ধাদিকরণে মহান্ প্রত্যবায়।

শ্রীনিম্বাদিত্য-প্রচারিত সিদ্ধান্ত—আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। শ্রীনিম্বাদিত্য শ্রুতিকেই স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যক্ষগত অন্যান্য শাস্ত্রও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত। চতুঃসন শ্রীনারদ গোস্বামীকে

ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত-পারম্পর্য্যে শ্রীনারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য জগতে প্রচার করেন। ছান্দোগ্যের সপ্তম প্রপাঠকে শ্রীনারদ গোস্বামীর প্রতি শ্রীল সনৎকুমারের উপদেশে একায়ন-শাখার উল্লেখ (৭।১।২), ভূমাদির পঞ্চম-বেদত্ব (৭।১।৪), বিষ্ণুর সর্ব্ব-কর্তৃত্ব (৭।১৫।১), শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাত্রয়ী ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য (৭।১১-২০।১), ভগবৎ-প্রেমার অসমোর্দ্ধত্ব (৭।২৩।১), নিত্য ভগবদ্ধামের মাহাত্ম্য (৭।২৪।১), ভগবানের অঙ্গ-নিরপেক্ষত্ব (৭।২৪।২), পরম-মুক্তগণের নিত্য-ভগবৎ-পরিকরত্ব ও ভগবানের সহিত চিদ্‌বিলাস-ধামে নিত্য-বিলাস (৭।২৫।২), ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব-শক্তিমত্তা (৭।২৬।১), বৈষ্ণবের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব (৭।২৬।২), ভগবৎ-প্রসাদের মাহাত্ম্য (৭।২৬।২) প্রভৃতি সিদ্ধান্ত হয়। বর্ত্তমানে প্রচলিত দশশ্লোকী—যাহা শ্রীনিম্বার্কের রচিত বলিয়া কথিত হয়, তন্মধ্য হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা যায়,—

সর্ব্বং হি বিজ্ঞানময়ো যথার্থকং
শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং
ত্রিরূপতাপি শ্রুতিসূত্র-সাধিতা॥

সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। বেদবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মরূপ সত্য হইতে অসত্যের উদয় হইতে পারে না। বস্তু-বিজ্ঞানই নিখিল বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে জানা যায়। কোন স্থানে অদ্বৈত বাক্য, কোন স্থানে দ্বৈত বাক্য এবং কোন স্থানে উভয়-নিষ্ঠবাক্য প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদ স্থান পায় না। শ্রুতি ও সূত্র-বিচারে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয়ই সিদ্ধ হওয়ায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদই শাস্ত্রতাৎপর্য্যরূপে গ্রহণীয়।

জীব-সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত—

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্ব-মধীয়ত একে" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৩),—এই সূত্রের নিম্বার্ক-ভাষ্যে জীব-পরমাত্মার ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ভাষ্য যথা—"অংশাংশি-ভাবাজ্জীব-পরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্মনো জীবোঽংশঃ "জ্ঞাজৌ দ্বাবজাবীশনীশাবি"-ত্যাদিভেদব্যপদেশাৎ, "তত্ত্বমসী"-ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চ আথর্ব্বণিকাঃ "এষ্টব্যাস্ত এষ্টব্যাস্ত এষ্টব্যিতব্যা" —ইতি ব্রহ্মণো হি দাশকিতবাদিত্বমধীয়তে।" অর্থাৎ সূত্রকার জীব পরমাত্মার অংশাংশী ভাব বা ভেদাভেদ ভাব প্রদর্শন করিতেছেন,—জীব পরমাত্মার অংশ, কারণ 'জ্ঞ' ও 'অজ্ঞ'—ঈশ্বর ও 'জীব'—উভয়ই অজ এবং নিত্য—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, আবার তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব্বশাখিগণ দাশ এবং ধূর্ত্তগণকেও 'ব্রহ্ম' বলিয়া উক্তি করেন, অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ বা অংশাংশিভাব-সম্বন্ধ। দশশ্লোকী হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা যায়,—জীবজ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ, অহংপদবাচ্যত্বহেতু—জ্ঞান-স্বরূপ, আর চৈতন্যধর্ম্মবত্তঃ—জ্ঞাতাস্বরূপ। সূর্য্য যেমন স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হইয়া ও জগৎ-প্রকাশক-স্বরূপ হইয়াছেন, তদ্রূপ চৈতন্যধর্ম্মবিশিষ্ট জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃধর্ম্মযুক্ত। জীব অণু-চৈতন্য—বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের অধীন। জীব সংখ্যায় অনন্ত। প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করেন, অণুত্ব প্রযুক্ত জীব মানিক, শরীরের যোগ-বিয়োগ-যোগ্য। জীব যখন মায়া-কবলিত থাকেন, তখন লিঙ্গ ও স্থূল শরীরে যুক্ত, মুক্তাবস্থায় জীব তাহা হইতে বিয়োগ লাভ করেন। সেই জীব ত্রিবিধ—(১) মুক্ত, (২) বদ্ধমুক্ত ও (৩) বদ্ধ। যাঁহারা শ্রীহরির পদাশ্রিত, তাঁহারা 'মুক্ত', যাঁহারা পূর্ব্বে মায়াবদ্ধ থাকিয়া সাধু-গুরু-কৃপায় ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহারা 'বদ্ধমুক্ত', আর যাঁহারা ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা স্বীকার-পূর্ব্বক মায়াভোগ করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা বদ্ধ। মুক্ত, বদ্ধমুক্ত ও বদ্ধজীবগণ আবার অবস্থাভেদে বহু প্রকার। (১) মুক্তগণ পার্ষদ ও পার্ষদানুগত ইত্যাদি অবস্থায় বিবিধ। (২) বদ্ধ-মুক্তগণ পার্ষদ ও সাধক-ভেদে বিবিধ। (৩) বদ্ধগণ বিষয়ী, বিবেকী ও মুমুক্ষুভেদে বিবিধ। মায়া অনাদি, ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা প্রযুক্তই জীবের মায়াবন্ধ; সুতরাং একমাত্র ভগবৎপ্রসাদেই জীব অনাদি মায়া হইতে মুক্ত হন—অন্য উপায়ে অসম্ভব।

জড়-সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত—জড় বা অচেতন পদার্থ দ্বিবিধ—কাল ও মায়া। তন্মধ্যে কাল অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত ভেদে দুই প্রকার। অপ্রাকৃত কাল মায়া প্রকৃতির অতীত চিৎস্বরূপ। ভগবদিচ্ছাতেই কালের ক্রিয়া। সুতরাং কাল স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ ক্রিয়াহীন

প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত চিদ্‌বিশেষ, নিত্য বর্ত্তমান; প্রকৃতির অন্তর্গত অপ্রাকৃত ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানাদ্যন্তর্হিত জড়দ্রব্যবিশেষ। বস্তুতঃ চিৎকালের মায়িক বিকার দর্শনই মায়িক কাল। ছায়া-ধর্ম্মবিশিষ্টা মায়াপ্রকৃতি চিদ্বিকার-মাত্র। তাহা প্রধান ও অচিন্ত্য-ভেদে এবং নিমিত্ত ও উপাদান-ভেদে নানা পদবাচ্য। বেদে "অজামেকাং লোহিত-কৃষ্ণশুক্লাং" এই মন্ত্রদ্বারা মায়ার ত্রিগুণত্ব ভেদাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াতত্ত্ব চিত্তত্ত্বের সম হইলেও অর্থাৎ ছায়ারূপী বস্তুতে আদর্শের সমতা থাকিলেও তদ্বিতরত্ব-ভেদ দৃষ্ট হয়। সমস্ত জড় জগৎ এবং বদ্ধ-জীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ অচেতন তত্ত্ব।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত—ভগবত্তত্ত্ব নির্দ্দোষ; মোহ, তন্দ্রা, ভ্রমাদি অষ্টাদশ দোষ ভগবৎ-স্বরূপে নাই। অশেষকল্যাণরাশি ভগবৎ-স্বরূপে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, সেই ভগবত্তত্ত্ব কৃষ্ণস্বরূপে পরম-ব্রহ্ম। তিনি সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মূল; গোলোক-চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ ও অন্যান্য চতুর্ব্যূহগণ তাঁহার অঙ্গ বলিয়া তিনি মূল অঙ্গী; তিনি স্বরূপশক্তি বৃষভানুজার সহিত এবং বৃষভানুজার কায়-ব্যূহস্বরূপ সহস্র সহস্র সখীগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিসেবিত হইয়া জীবের নিত্যারাধ্য। তিনি নিত্য অপ্রাকৃত বিগ্রহবান্; তিনি প্রাকৃত-করাদি রহিত- বলিয়া প্রাকৃত চক্ষুর নিকট 'নিরাকার', আবার অপ্রাকৃতকরাদি-বিশিষ্ট বলিয়া অপ্রাকৃত চক্ষুর নিকট 'সাকার'। তিনি স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অবিচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন এবং ব্রহ্ম-শিবাদি-দেবগণদ্বারা নিত্য বন্দিত।

উপাসনা—অনন্যভাবে একমাত্র ব্রহ্মশিবাদিবন্দিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা কর্ত্তব্য; বিষ্ণু ব্যতীত ইতর দেবতা-উপাসনার নিন্দা ও নরক-পাত শ্রুত হয়। উপাসনা বা ভক্তি দুই প্রকার—(১) সাধনরূপী অপরাভক্তি এবং (২) প্রেমলক্ষণা উত্তমাভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি যাজনের দ্বারা প্রেম-লক্ষণা উত্তমাভক্তির উদয় হয়।

"শ্রীনিম্বাদিত্য হইতে নিম্বার্ক সম্প্রদায় প্রচলিত হইয়াছে। কেহ কেহ নিম্বানন্দি-সম্প্রদায়কে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের নামান্তর মনে করিয়া গোলমাল করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষয় তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী নাম 'নিমানন্দি'। নিমানন্দি নামটী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অতিশয় প্রিয় বলিয়া শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল-গুরু-গোস্বামী মহাপ্রভুকে 'নিমানন্দ' আখ্যায় প্রচার করিয়াছেন। যথা তৎকৃত পদ্যে;—

"ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥"

যাঁহারা শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ঈশ্বরপুরী পর্য্যন্ত (আমায়) পরিত্যাগপূর্ব্বক একটী (নবা) সম্প্রদায় স্থির করেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর 'নিমানন্দ' নাম লইয়া 'নিমানন্দ-সম্প্রদায়' বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, বস্তুতঃ নিমানন্দ-সম্প্রদায় নিম্বার্কের সম্প্রদায় হইতে পৃথক্।" (সজ্জন-তোষণী ৭ম খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

শ্রীনিম্বাদিত্য-প্রচারিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত অচিন্ত্য ভেদাভেদের যে পার্থক্য আছে, তাহা আমরা সাম্বত-আচার্য্য-চতুষ্টয়ের প্রচারিত সিদ্ধান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের তুলনাকালে পৃথক্ প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শন করিব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আকৃতি শ্রীনিম্বাদিত্য-স্বামী সনৎকুমার-শিষ্য নারদের নিকট যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, সেই মতানুগত সম্প্রদায় বহু পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এজন্য সাধনমাধবের দর্শন-সংগ্রহে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বের নাম ও প্রচারিতসিদ্ধান্তের উল্লেখ থাকিলেও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের বা তৎপ্রচারিত মতের নাম গন্ধও নাই। অতএব নিশ্চয়ই বর্ত্তমান নিম্বার্ক-সম্প্রদায় কিছুকাল পূর্ব্বে—কেহ কেহ বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত, উপাসনাদির সহিত অনেকটা সাম্য হইতে এবং অন্যান্য বিবিধ কারণ হইতে অনেকে এই কথা মনে করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্‌বিষ্ণুস্বামী, শ্রীমদ্রামানুজ, শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায়ের নাম ও সিদ্ধান্ত সন্দর্ভ ও সর্ব্বসম্বাদিনীতে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন নামোল্লেখ করেন নাই কেন? ইহারই বা কারণ কি? ইহা হইতে অনেকেই অনুমান করেন যে, বোধ হয় 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' রচনার পরে এমন কি, বৃন্দাবনস্থ-গোবর্দ্ধনাদি স্থান-নিবাসী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামিগণের সময়েও বর্ত্তমান প্রচলিত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের

মত বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। যাহা হউক, আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য যে একজন সুপ্রাচীন সাত্বত বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে প্রচলিত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মত সঙ্কাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জগতে প্রকাশিত হইলেও প্রাচীন সাত্বত আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের প্রচারিত সিদ্ধান্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকের সনৎকুমারের উপদেশ হইতে সংগ্রহ করা যায়। এতৎসম্বন্ধে আর ও অন্যান্য কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

হাস্যরস

(প্রেরিত)

রস পাঁচ প্রকার। ইহাদিগকে মুখ্যরস বলে। গৌণ রস সাতপ্রকার। এতদিন আলঙ্কারিকগণ গৌণ-রসগুলি মুখ্য-রসের পোষণ করে এবং মুখ্যরস ভাবী। কিন্তু "সাধনা"-পাঠে হাস্যরসের উদাহরণ আমাদিগের নিকট বড়ই অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইয়াছে।

'সাধনা' বলেন, দ্বাদশ বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূন কালের পূর্ব্বে জনৈক বেষধারী যে কাঁকড়ের মাঠকে মায়াপুর বলিয়া বসাইলেন, তাহা চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত মায়াপুর অপেক্ষা প্রাচীন! "সাধনা"র মতে দ্বাদশ বৎসর চৌত্রিশ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন! তজ্জন্য চৌত্রিশ বৎসরের প্রকাশিত মায়াপুর 'নব্য মায়াপুর', আর দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কল্পিত মায়াপুর 'প্রাচীন মায়াপুর'!!

বাহির-দ্বীপে কাঁকড়ের মাঠ রামচন্দ্রপুর, ভিতর দ্বীপ বা নবদ্বীপের মাঠ মায়াপুর। মায়াপুর অন্তর্দ্বীপের অংশ-বিশেষ। 'অন্তর্দ্বীপের বাঙ্গালা মানে বাহির দ্বীপ'—এই কথা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া শ্রীব্রজমোহন দাস নিঃসন্দিগ্ধভাবে মায়াপুরের স্থাপন-কর্ত্তা এবং তাহাই সর্ব্ব-বাদিসম্মত! ইহা উক্ত রসের দ্বিতীয় উদাহরণ।

শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্ম-স্থান যোগপীঠ অবস্থিত। শ্রীগৌরাঙ্গসিংহের জন্মস্থান রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ের মাঠ। সুতরাং বাহির দ্বীপের রামচন্দ্রপুর পুরাতন মায়াপুর! শ্রীগৌরাঙ্গসিংহের জন্মকাল খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ. শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষকাল। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর 'নব্য মায়াপুর' এবং শ্রীগৌরাঙ্গসিংহের জন্মস্থান 'পুরাতন মায়াপুর'! খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দী আধুনিক ও নব্য সপ্তদশ শতাব্দী পুরাতন! ইহাই তৃতীয় উদাহরণ।

শ্রীব্রজমোহন দাস আদৌ সংস্কৃত জানেন না, ভাল ইংরাজী জানেন না; সুতরাং তিনি পণ্ডিত ও বিদ্বান্! তিনি আলাপোলাপে শুনা যায় যে ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে কোর্টের কার্য্য করিতেন, তাহার দ্বারা কল্পিত ম্যাপগুলি নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুরের অঙ্কিত ম্যাপ হইতে অধিক পূর্ত্তবিদ্যায় পারদর্শিতা জ্ঞাপক! যেহেতু ডাঃ প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয় চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া এতদ্বিষয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পরীক্ষক হইয়াছিলেন! শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য এই দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থে শ্রীব্রজমোহন দাসের অধিকার না থাকায় ঐ গ্রন্থদ্বয় অপ্রামাণিক,—ইহা পাশ করা পণ্ডিতেরা স্থির নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন! সুতরাং সূর্য্যের উদয়, দিবসে হইতে পারে না, ইহা স্থির হওয়ায় সূর্য্যের উঠা বন্ধ করা বৈষ্ণবজগতের একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে! ইহা চতুর্থ উদাহরণ।

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত হইয়া হরিভজন হয় না—ইহা গোস্বামিগণের মত। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণব হইবেন, তাঁহাদিগের এই সকল বিষয়ে আসক্তি থাকিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় এবং গোস্বামি-মত উঠাইয়া দিতে পারিলে বৈষ্ণবজগতের মঙ্গল হয়, এইরূপ বিচার যাঁহাদের—তাঁহারাই বৈষ্ণব, ইহা বৈষ্ণবধর্ম্মবিদ্বেষী স্মার্ত্ত সমাজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন! ইহা পঞ্চম উদাহরণ।

যেহেতু গৌড়ীয় মঠের ঐকান্তিক সেবকগণ ঘোষিৎসঙ্গী, বিষয়ী ও ঘোষিৎ-ত্রিবর্ণাদি ভোগে উদাসীন হইয়া ভাগবত-সেবা করেন, সুতরাং নিরীহ বৈষ্ণবদিগকে প্রতারণা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রহার করাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম! আর সহর নবদ্বীপের নাবসার উপলক্ষে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নিরীহ পল্লিবাসী ব্যক্তিগণকে যাঁহারা হরেক রকম পৈশাচিক পাশব বলে প্রাণবধেরও চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ওস্তাদি 'জহর' নামে প্রসিদ্ধ! ইহা ষষ্ঠ উদাহরণ।

আপনার মহাশয়ের নির্দ্দেশে শ্রীরঙ্গমোহন দাসের নিরূপিত কাঁকড়ের মাঠ পুরাতন মায়াপুর হইতে তাহার পশ্চিমে গঙ্গার স্রোত ও পারপারে কুলিয়া পাকা আবশ্যক এবং দাসজীর নিরূপিত মাঠ কুলিয়ার পূর্ব্বে গঙ্গা প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক ও গঙ্গার পূর্ব্বপারে পুরাতন মায়াপুরের অবস্থিতি ছিল, এই প্রমাণবলে উত্তর-দক্ষিণে চার ক্রোশ ব্যবধানকেই পূর্ব্বপশ্চিম বলা পাণ্ডিত্যের পরিচয়। ইহাই সপ্তম উদাহরণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রী.....

—•—

প্রচার-পুষ্টি

ইহা একটী নিত্যপরীক্ষিত সত্য যে, যখন মানুষ বা কোন সম্প্রদায় তাঁহার বা তাঁহাদের জ্ঞানগম্য দোষগুলি আবরণ বা কোন প্রকারে সমর্থন করিতে পারেন না অথচ ঐ দোষগুলি লোকলোচনের নিকট আবরণ করিতে বা কোনও প্রকারে সমর্থন করিতে না পারিলেও অপর মনুষ্য-সমাজের সহিত চলাফেরা করা যায় না, এমন কি, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া রাখিয়া থাকা পর্য্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, তখন তত্তদ্দোষদুষ্ট মানব বা সম্প্রদায় বাস্তবতার ভিতরে কোন প্রকার আশ্রয় না পাইয়া কল্পনা-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইরূপ উর্ব্বর মস্তিষ্কের 'কসরতের' ফলে যে কল্পনা-সমষ্টির উদয় হয়, তদ্দ্বারা সত্যাবরণ আবরণ করিবার কৌশলটী অসত্যপক্ষাশ্রিতগণের দুর্ব্বলতার চরমসীমা মাত্র অর্থাৎ অসত্যপক্ষীয়গণ যখন একেবারে গতাসু হইয়া পড়েন, তখনই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া বিভীষিকাময়ী রজনীতে ভীষণ তরঙ্গায়িত অকূল পাথারে পতিত জীবের অনালম্ব তৃণ ধারণ করিবার প্রয়াসের ন্যায় তাঁহারা কল্পনা-কৌশল তৃণকে অবলম্বন-বোধে ধারণ করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি বিরোধ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি-পোষণকারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান দশাটী এইরূপ।

যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যপ্রচারে সহানুভূতি করিবার পরিবর্ত্তে তাহার প্রতিকূলে কোনও প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বাপর চেষ্টাগুলি প্রথম হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত প্রয়াসগুলি একটীর পর আর একটী কখনও বা যুগপৎ অবলম্বন করিয়াও তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যপ্রচারে বাধা প্রদান করিতে সফলকাম হন নাই। সফলকাম হন নাই বলিয়াই অবশেষে একেবারে 'মরিয়া' হইয়া গিয়া উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট-কল্পনা-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের মাৎসর্য্যবহ্নির শেষ পরিণাম।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিকূলে সত্যবিরোধিগণ এই কয়েকটী চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

(১) প্রচারকারী আচার্য্য লোকহিতার্থ লোকসংগ্রহ করেন। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয়েই জীবের প্রকৃত হিত হয়। প্রাকৃত লোকের বর্ত্তমান স্বভাবজ ধর্ম—অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি। গৌড়ীয় মঠের সত্য-প্রচারের বিরোধি-ব্যক্তিগণ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের সেই দুর্ব্বলতাটী জানিয়া প্রাকৃত-বিচারান্ধ ব্যক্তিগণের নিকট অপ্রাকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"—এই আচার্য্যবাণীর বিরুদ্ধে প্রাকৃত পরিচয়ে পরিচিত করাইবার সর্ব্বেই চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন নিখিল-বৈষ্ণব-শাস্ত্র এবং সমগ্র বৈষ্ণবাচার্য্য বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার হইতে তদ্বিরুদ্ধে অশেষ যুক্তি ও প্রমাণ জগতে প্রচারিত হইল, যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী—"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।", যখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীমুখবাণী—"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন", যখন ষড়্‌গোস্বামিগণের সমবেত কণ্ঠ-নিনাদিত কীর্ত্তনবাণী—"সর্ব্ববেদান্তবিৎকোটা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে", অমলপ্রমাণ ভাগবতে শ্রীকপিলদেবের সত্যবাণী "তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে" প্রভৃতি অসংখ্য প্রমাণ বিশেষরূপে লোকের অন্ধনয়ন ফুটাইয়া দিল, তখন প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় আপনাদের প্রথম বিপদ গণিলেন।

(২) প্রাকৃত সহজিয়াগণ দেখিলেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থ ও পারমার্থিক পত্রের বহুল প্রচারফলেই প্রাকৃত বিচারান্ধ জীবের চক্ষু ফুটিয়া যাইতেছে; অতএব গ্রন্থ ও পারমার্থিক পত্রের প্রচারে বাধা দেওয়া যাউক। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা গৌড়ীয় মঠের প্রচারিত গ্রন্থের সিদ্ধান্ত-

নিরোধ (!!), পারমার্থিক পত্রের মধ্যে যেসকল স্থানে অসদাচার নিরাস করা হয়, সেই সকল স্থানকে তাঁহারা 'নিন্দাবাদ' (তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে সেই সকল দোষে দোষী বলিয়া), আর যেসকল স্থানে ভক্তি সুসিদ্ধান্ত-কথা-কীর্ত্তন, সেই সকল স্থান 'দুষ্কোষা' বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক আত্মহিতে উদাহরণীন জনমণ্ডলীকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থ ও পারমার্থিক পত্র পাঠ হইতে বিরত করাইতে যত্নবান্ হইয়া ভাগবতকথিত পাষণ্ডের কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যখন তাহাতেও সফলকাম হইলেন না, দেখিলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থরাজি দিন দিন অধিকতর ভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে, এমন কি, গ্রন্থের এক চতুর্থাংশ মুদ্রিত হইতে না হইতেই গ্রন্থের সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, যখন জানিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমান পারমার্থিকজগতে যেসকল সংবাদপত্র রহিয়াছে, তাহাদের সকলের সমষ্টি অপেক্ষাও গৌড়ীয়পত্রের প্রচার আরও অনেক বেশী, তখন তাঁহারা দ্বিতীয় বিপদ গণিলেন।

(৩) আপনাদের দ্বিতীয় বিপদ দেখিয়া তাঁহারা এবার বিচার করিলেন,—"শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত গ্রন্থ, পারমার্থিক সাময়িক পত্র-প্রচার এবং বণিকের ন্যায় বিনিময়ে কোনও প্রকার পার্থিব ভোগ্য-বস্তু গ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূলে দ্বারে দ্বারে হরিকথা-কীর্ত্তনে প্রচারকগণের যাহা ও অর্থাদির আবশ্যক, সুতরাং তাঁহাদের সত্যকথা প্রচারের আনুকূল্য-স্বরূপ ভিক্ষাদি গ্রহণকে যদি ধর্ম্ম-বাণিজ্যের সহিত এক বলিয়া প্রচার করিতে পারি, তাহা হইলে জগতের অজ্ঞতিবৃত্তিচালিত সাধারণ লোক—যাঁহারা অধিকাংশ সময়েই বাহিরের সমতা দেখিয়াই বস্তুর স্বরূপগত সাম্যের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহাদের বস্তুদ্বয়ের স্বরূপ তলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা নাই, সেইরূপ অধিকাংশ ব্যক্তিগণকে আমাদের পক্ষে পাইতে পারিব, কারণ আমরা সত্যপ্রচারকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠের যথাযোগ্য ঔষধপ্রদানরূপ চিকিৎসা-প্রণালীর পরিবর্ত্তে লোকের আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের বর্ত্তমান সহজ প্রবৃত্তির আনুকূল্য করিতে পারি; সুতরাং ভব-বিকার-রোগগ্রস্ত রোগী তাঁহাদের বর্ত্তমান সহজ হরিবিমুখতা স্বভাবনিবন্ধন প্রকৃত হিতকারী চিকিৎসককে আনুকূল্য করিয়া আপনাপন রোগ-নিবৃত্তি করিবার সুবুদ্ধি ও সুরুচির অভাববশতঃ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে আনুকূল্যকারী আমাদেরই আনুকূল্য বিধান করিবেন।" যাঁহারা কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বহিতার্থ জীবের 'সর্ব্বস্ব' ভিক্ষা-প্রার্থনা করেন, যাঁহাদের 'ভিক্ষা' অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি পথের পথিকগণের ভিক্ষার ন্যায় আত্ম-ভোগার্থ নহে বা যেখানে দানকারী দানগ্রাহী ভিক্ষুককে অর্থ প্রদান করিয়া ভিক্ষুকের কিছু উপকার করিয়া দিলেন—ভিক্ষুক দাতার অনুগ্রহপাত্র বা মুখাপেক্ষী—এইরূপ বিচারের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই, পরন্তু দানকারী যতটুকু দান বা 'কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভোগ-ত্যাগ' করিলেন, ততটুকুমাত্র আত্মহিত বরণ করিয়া লইলেন এবং সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহারও ভাগ্যে সর্ব্বস্ব অর্থাৎ পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা পরমার্থে ঘটিল না, ততটুকু পরিমাণে অনর্থ থাকিয়া গেল—এইরূপ দিব্যজ্ঞানের বাণী যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন এবং সেইরূপ দীক্ষায় উদ্ভাসিত হইয়াছেন, সেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগণকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সত্যপ্রচারের বিরোধি-গণ শুক্রাচার্য্যের প্রবৃত্তি লইয়া বিষ্ণুসম্প্রদায়ের নিকট ছলনাকারী বামনদেবের চর বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুগণের ভিক্ষা-সঙ্কোচ করিবার চেষ্টা দেখাইলেন অর্থাৎ জীব যদি বলি মহারাজের আদর্শে ত্রিবিক্রম মহাবিষ্ণুর দূত ত্রিদণ্ডিগণকে বিষ্ণু-সেবায় ভক্ত বলি প্রদান না করেন, তাহা হইলে বিষয়ভোগেচ্ছু জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণটী বজায় থাকে; দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের লৌকিক-লৌকিক গুরুস্বরূপ শুক্রাচার্য্যের অনুগত সম্প্রদায়েরও সেই সকল বিষয়ীর বিষয়-ভোজন কার্য্যটী লৌকিকলম্পটতার অবাধগতিতে প্রবাহিত থাকিতে পারে। কিন্তু শুক্রাচার্য্যের আদর্শ-গ্রহণকারী সম্প্রদায় যতই কেননা ত্রিবিক্রমের দূত ত্রিদণ্ডিগণকে এস্থানে কৃষ্ণার্থে বলি প্রদান করিতে বাধা প্রদান করুন না কেন, ইহা যে পরমেশ্বর ভারতবর্ষ; এস্থানে যেমন শুক্রাচার্য্য আছে, তেমন বলিও আছেন; এস্থানে যেমন হিরণ্যকশিপু আছে, তেমন প্রহ্লাদ মহারাজও আছেন; এস্থানে যেমন দুর্ব্বাসা আছে, তেমন অম্বরীষ মহারাজও আছেন; এস্থানে যেমন ভক্তিপথে বিঘ্নকারী কূটনীতিজ্ঞ বৃহস্পতি আছে, তেমন বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ শুদ্ধভক্তি প্রচারের আনুকূল্যকারী উপরিচর মহারাজও আছেন; সেই সকল বৈষ্ণবসেবা-পরায়ণ মহাত্মগণ সেবোন্মুখতার প্রভাবে কৃষ্ণসেবার্থ-ভোগ-ত্যাগী ও কৃষ্ণভোগীর পার্থক্য বুঝিতে পারেন—আসল ও

নকল, অনুসরণ ও অনুকরণ করিতে পারে। যখন সেইরূপ বৈষ্ণবসেবোন্মুখ মহাত্মগণ যদি মহারাজের ন্যায় শুদ্ধচৈতন্য-মুখপত্র সম্প্রদায়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ত্রিবিক্রমের ন্যায় ভিন্নাভিগণকে বিষ্ণুসেবার্থে দণ্ডেই আনুকূল্য করিতে থাকিলেন, তখন শ্রীগৌড়ীয় মঠের সত্য-প্রচারের বিরোধিগণ তৃতীয় বিপদ গণিলেন।

(৪) এবার দেখিলেন যে, এই ধর্ম্মকের ভারতবর্ষে উদারহৃদয় মহাত্মগণ শুদ্ধ-সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণের জন্য সর্ব্বদাই আনুকূল্য করিয়া থাকেন। এখন যদি গৌড়ীয় মঠকে সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলেই সেই সকল মহাত্মার নিকট হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ কোনও প্রকার আনুকূল্য পাইতে পারিবেন না, এইরূপ দুরভিসন্ধি লইয়া বিরোধিগণ গৌড়ীয় মঠের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত থাকিলেন—"প্রভুর যতেক গণ স্পর্শিতে নারিল। ছিদ্র চারি বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল। সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ। এই ছোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয় বারণ॥ এই নিন্দা করি কহে সর্ব্বলোক স্থানে।"—রামচন্দ্র পুরীর ন্যায় এইরূপ মৎসর প্রবৃত্তি লইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের সত্যপ্রচারের বিরোধিমৎসরগণ লোকের নিকট প্রচার করিলেন,—গৌড়ীয়-মঠ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানেন না, গৌড়ীয়মঠ যা'কে তা'কে সংস্কার দেন, গৌড়ীয় মঠের কোন সহযোগী গৌড়ীয়মঠের সহযোগিতা ছাড়িয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে ইত্যাদি। যখন নিরপেক্ষ লোকমাত্রেই জানিতে পারিলেন যে, গৌড়ীয় মঠই প্রকৃত বৈষ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করেন, একমাত্র গৌড়ীয় মঠেই পরমহংস বৈষ্ণবের দাসসূত্রে বেদ-উপনিষদ-ভাগবত-ভাগবত-প্রোক্ত পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণ এবং হরিভজনকারী ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসী এই চতুরাশ্রমী বর্ত্তমান, অন্যত্র কেবল গতানুগতিক প্রথানুসারে হরিভজন-বিহীন প্রাকৃত বর্ণাভিমান এবং হরিভজন-প্রতিকূল ভাগবত-বিনিন্দিত গৃহব্রতাদি আশ্রমীর বাহুল্য—যে বর্ণাশ্রম গীতাদি শাস্ত্রে অবৈষ বর্ণাশ্রমরূপে উক্ত হইয়াছে, যে বর্ণাশ্রমিগণকে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবত-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"—এই বাক্যদ্বারা তাহাদের রৌরব নরক-প্রাপকত্ব স্থাপন করিয়াছেন, আর ও শ্রীল গোপালভট্ট ও সনাতন গোস্বামিপ্রভু প্রকৃতি আচার্য্যগণের দ্বারা বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্রাহ্মণেরই পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব ও তাঁহাদের দৈববর্ণাশ্রমত্ব প্রচার করাইয়াছেন, তখন 'শ্রীগৌড়ীয় মঠ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী'—মৎসরতামূলে দুষ্টমতি বিরোধিগণের এইরূপ গল্প আর কোন সুধী ব্যক্তি কর্ণে স্থান দিলেন না। যখন শ্রীগৌড়ীয় মঠ শাস্ত্রের প্রমাণ ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরণ ও অসংখ্য নজির দ্বারা বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির সংস্কার-গ্রহণ রূপ সদাচার আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,ইহা বিশেষরূপে জানাইয়া দিলেন,তখন নিরপেক্ষ সত্য-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেই স্বার্থিক ব্যক্তিগণের প্রচলিত কুসংস্কারের অনুকূলে প্রচারিত কথাগুলিকে আপাত সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন না। আরও যখন দেখিলেন যে, বহু সহ পূত চরিত্র, শাস্ত্রজ্ঞাননিপুণ কৌলীন্যাদি মর্য্যাদাবিমণ্ডিত কুলগুরুগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের আনুগত্য করিতেছেন, তখন সুধী-সমাজ আর বিরুদ্ধ পক্ষীয়গণের ভোগায় ভুলিলেন না। সুধী ব্যক্তিগণ এইরূপ নিরপেক্ষ বিচার করিলেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সহযোগিতা পরিত্যাগ করিয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ গল্পও সত্য নহে, আর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম হইতে কোন ব্যক্তি যদি অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে যেমন হিন্দুধর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন হয় না বা সকল হিন্দুই ইতর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্তিত হয় না, তদ্রূপ শুদ্ধ-সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠের যখন ঐরূপ কোন ব্যাপারে কোন প্রকার সহযোগিতা নাই, তখন শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি ঐরূপ অপবাদ বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের দ্বারাই কল্পিত, ইহাই সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হইয়া যায়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সত্যপ্রচারের বিরোধিগণ যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা চতুর্থ বিপদ গণিলেন।

(৫) এবার মনে করিলেন, তাহা হইলে ত' শ্রীগৌড়ীয় মঠ যথেষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি বলে শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-আচার-প্রচারকারী বলিয়া সুধী সমাজের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, তবে এক কার্য্য করা যা'ক্—যে গোস্বামিবর্গের শাস্ত্রসম্মত স্মৃতির বিধান-বলে তাঁহারা লুপ্ত দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই গোস্বামিবর্গের আচরিত গ্রন্থগুলিকে (বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার-

বিরোধী মায়াবাদিগণের শ্রীরামানুজানীত যোষাখন বৃত্তিকে কল্পিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ন্যায়) কল্পিত গ্রন্থ বলিয়া সাধারণে প্রচার করিয়া দেওয়া যাউক। তখন বর্ত্তমান বৈষ্ণবক্রব-সম্প্রদায়ে কৌশলে একটু ঘুণ ধরিয়া থাকিয়া একটী কণ্ঠরড় স্বার্থের গ্রামাবার্ত্তাবহের ভিতর দিয়া ঐরূপ একটী অসত্য কথা প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এইরূপ করিবার কারণ এই যে, সাধারণ লোক গ্রাম্যবার্ত্তাবহাদি অধিকরূপে পাঠ করিয়া থাকেন এবং ঐ কথাটী বৈষ্ণবক্রব সমাজের নিকট হইতে বহির্গত না হইয়া সাধারণ হিন্দু সমাজের কোনও একটী লোকের লেখনী হইতে বহির্গত হইয়াছে এরূপ বিবেচিত হইলে তাঁহাদের কার্য্যের পক্ষে সুবিধা হইবে। কিন্তু এবারও তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। যখন চতুর্দ্দিক হইতে বহু প্রতিবাদ ও শ্রীসংক্রিয়া-সারদীপিকা প্রভৃতি যে শ্রীগোপালভট্ট পাদের রচিত তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে স্থাপিত যথেষ্ট প্রমাণ প্রদত্ত হইতে থাকিল এবং নিরপেক্ষ সজ্জনসমাজ তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিলেন, তখন সুধী ব্যক্তিমাত্রেই সত্যবিরোধিগণের মৎসরতা বুঝিতে পারিলেন। এইরূপে একবার—দুইবার—তিনবার—চারবার—পাঁচবার পুনঃ পুনঃ বিরোধ-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াও যখন সত্যবিরোধিগণ কোনও প্রকারেই সফলকাম হইলেন না, তখন তাঁহারা যেন একেবারে 'মরিয়া' হইয়া পড়িলেন। 'মরিয়া' ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তির আশ্রয়গ্রহণ-ব্যতীত আর অন্য কোন প্রকার অবলম্বন নাই। তাই এবার এক অদ্ভুত আজগুবি গল্প সৃষ্টি করিলেন—গৌড়ীয় মঠ বহির্দ্বীপ কাকড়ের মাঠে রামচন্দ্রপুরের বৈরাগীকে ধরিয়া মারিয়াছে! ধন্য মরিয়াগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তি! অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রামচন্দ্র খাঁ যদি শ্রীকবিরাজ ঠাকুরের কোন ছিদ্র না পাইয়া ঠাকুরের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করিবার প্রয়াস করিতে পারেন, স্মার্ত্তকুল যদি চৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন "রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিতা" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বাক্য নিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞার ভাগবতগ্রন্থ-মধ্যে স্থান দিয়াছেন বলিয়া ঠাকুরের বিরুদ্ধে ভীষণ অপরাধময় গল্পের সৃষ্টি করিতে পারেন, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও রামানুজের বিরুদ্ধে যদি ভক্তিবিরোধিগণ শত শত গল্প সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে যে বর্ত্তমান প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সত্য-প্রচারকারী গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে গল্প সৃষ্টি করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সেদিন শ্রীগৌড়ীয় মঠের সত্য-প্রচারের বিরোধিগণের রচিত ঐরূপ কল্পিত গল্পের কথা শ্রবণ করিয়া বর্ত্তমান জগতের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কোন একটী সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত সজ্জন বলিয়াছিলেন,—শ্রীগৌড়ীয় মঠ গত তিন শত বৎসরের পারমার্থিক সমাজের ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া যে যুগান্তর আনয়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাতে গতানুগতিক সমাজের দিক হইতে যে এইরূপ দু'চারিটী ক্ষুদ্র প্রয়াস, ইহা ত' অতি সামান্য কথা।

বিরোধ-চেষ্টা বিবিধরূপে প্রদর্শিত হইতে পারে—(ক) একটী সাক্ষাদ্ভাবে প্রতিকূলাচরণ, আর (খ) একটী সত্যের অনুকরণ-চেষ্টা দ্বারা লোককে ধোঁকা দিয়া সত্যের বিরোধ। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিরোধিগণ এই দুই প্রকার উপায়ই গ্রহণ করিয়াছেন। সাক্ষাদ্ভাবে প্রতিকূলাচরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা সত্য-প্রচারের অনুকরণ-পন্থা দ্বারা বিরোধ করিবার উপায়টী অবলম্বন করিয়াছেন।

সত্যের অনুকরণ

(১) বৈষ্ণব জগতের মুকুটমৌলি বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশে গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন লুপ্ত গৌর-জন্মস্থলী প্রকাশ করিলেন, তখন সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ ও তদানীন্তন বিবুধমণ্ডলী ঠাকুরের অকৃত্রিম সেবাকপটী বরণ করিয়া লইলেন। ঠাকুরের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল। এদিকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কৃত ও তথায় শুদ্ধভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ধাম-পাষণ্ডিগণের বহু ক্ষতি হইতে থাকিল। একদিন ঢঙ্গবিপ্র ভজের দ্বারা প্রেমিক-নিরোমণি ঠাকুর হরিদাসকে সম্মানিত হইতে দেখিয়া ঠাকুর হরিদাসের অপ্রাকৃত ভাবমুদ্রা কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তদনুকরণে সুপ্রাচীন অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীগৌরজন্মস্থলী আবিষ্কৃত হইবার বহু বৎসর পরে বহির্দ্বীপ কাকড়ের মাঠে একটী নব্য মায়াপুর সৃষ্ট হইল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীভক্তিরত্নাকর, এতদ্ব্যতীত পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও বিবরণ, রেভেন্স সাহেবের মানচিত্র ও প্রাচীন কাগজপত্রের বহু প্রমাণ এবং সর্ব্বোপরি সিদ্ধভক্ত-মহাজনগণের

অনুভূতি ও সাক্ষাদ্দর্শন—এই সকল নিরপেক্ষ অকাট্য প্রমাণাবলীর বিরুদ্ধে কোনও একটী বিদেশীয় ব্যক্তির সাময়িক পক্ষপাতের কদর্থ করিয়া বহির্দ্বীপের একটী নব্য স্থানকে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর বলিয়া খাড়া করিবার চেষ্টা হইল! কিন্তু যখন নিরপেক্ষ বিচারক সুধীগণ কল্পিত বস্তুতে শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া আসল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, একদিকে শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবার ঔজ্জ্বল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, অন্যদিকে কল্পিত মায়াপুর-সৃষ্টিকারিগণের সভা-সমিতিতে বাগাড়ম্বর, গ্রামবার্ত্তাবহের স্তম্ভে বৃথা কল্পনা-কৌশল-কলা-বিস্তার, অভিচারাদির দ্বারা প্রতিপক্ষগণের বিনাশ-কামনার্থ আয়োজনের ন্যায় 'চাতুর্ম্মাস্যে নামযজ্ঞ' (!!) প্রভৃতি কত কি করিয়াও অপ্রাকৃত শ্রীধাম-মায়াপুরের অপ্রাকৃত ধূলিকণার একটীও যখন অদৈব প্রকৃতির ব্যক্তিগণ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা শোকে, দুঃখে, নিরাশায়, মৎসরতায় জর্জ্জরিত হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরের সেবকগণের বিরুদ্ধে তাহাদের অপরাধময় মস্তকের উর্ব্বরতা শক্তির দ্বারা এক একটা উদ্ভট গল্প সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইল! মনে করিল, 'চক্র বিপ্র যেরূপ ডঙ্কের দ্বারা গ্রন্থ হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, আমি যদি প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ না হইয়াও 'গ্রন্থ হইয়াছি' বলিয়া রটনা করিয়া দিই, তাহা হইলে সাধারণ লোকের নিকট যে কোনও রূপে হউক প্রচারিত হইয়া তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিব! হায়! মৎসরতা কি মানুষকে এতদূর বুদ্ধিহারা করিয়া ফেলে!

(২) গৌড়মণ্ডলের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির আলোচনা ও প্রচারকেন্দ্র-স্বরূপ শুদ্ধভক্তিবিহার সমূহ স্থাপিত হইতে দেখিয়া চক্রবিপ্রের আদর্শ-গ্রহণকারী আনুকরণিক সম্প্রদায় কিছুকাল পরে ধর্ম্মালোচনার আবরণে রূপকীর্ত্তনাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধানোদ্দেশে বৈঠকখানা খুলিলেন। সাধারণ বহির্ম্মুখলোক যাহারা বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কুপথ্যেই রুচিবিশিষ্ট, তাঁহারা প্রকৃত চিকিৎসাগার গৌড়ীয় হাসপাতাল পরিত্যাগ করিয়া আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণের স্থানেই গমন করিবে, ইহাই আনুকরণিক সম্প্রদায়ের বিশেষ আশার স্থল হইল। কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বুঝিতে পারিলেন, যেরূপ গ্রামে-কোনও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হয়, কলিকাতার রঙ্গালয়েও 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ', 'গৌরাঙ্গ', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'তুলসীদাস', 'জয়দেব', 'আত্মদর্শন', 'প্রেম', 'ভক্তি' প্রভৃতি অভিনয় হয়, কিন্তু তাহার দ্বারা জীবের অধোগতি ব্যতীত কখনও ঊর্দ্ধগতি হয় না, তদ্রূপ আনুকরণিক সম্প্রদায়ের অর্থ লইয়া ভাগবত পাঠ, কিম্বা লোককে ভোগা দিবার জন্য নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণের অনুকরণে অর্থ না লইয়া ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তনে প্রাণ নাই—চেতনতা নাই—জীবন্ত আদর্শ নাই—সত্যের জলন্ত মূর্ত্ত দৃষ্টান্ত নাই।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তিগ্রন্থ ও পারমার্থিক পত্রের বহুল প্রচার দেখিয়া মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ চক্রবিপ্রের ন্যায় তাহারও অনুকরণ আরম্ভ করিল। কয়েকটী পারমার্থিকরূপ পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিদ্বেষ করিতে করিতে অত্যল্পকাল মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। আর তন্মধ্যে কয়েকটী শুম্ভ নিশুম্ভের ন্যায় পরস্পর আত্মকলহ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে থাকিল।

(৪) আনুকরণিক সম্প্রদায় গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী গুলির অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থ ভোগত্যাগের অকৃত্রিম আদর্শটী অনুকরণ করিতে পারিল না। অতি কষ্টেসৃষ্টে যে দু'একটী অপক্ক ব্যক্তি ত্যাগের আদর্শের অনুকরণ করিতে গেল, তাহারাও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কনকবৈরাগী হইয়া পড়িল।

বিরোধিগণের পূর্ব্বাপর বাক্যের অসঙ্গতি

(১) শ্রীধাম মায়াপুর প্রকাশিত হইলে সকল বিবুধ-জনই ইহাকেই শ্রীগৌরজন্মস্থলী বলিয়া স্বীকার করিলেন। কাম্পিচন্দ্র রাঢ়ী নামে একব্যক্তিও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রকাশিত মায়াপুরই যে শ্রীগৌরজন্মস্থলী একথা তাঁহার একটী পুস্তকমধ্যে স্বীকার করিলেন। পরে শুনা গেল, কোনও একটী ধর্ম্মব্যবসায়ীর প্রয়োচনায় পড়িয়া ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে নিজের মুখোদ্গীর্ণ কথা নিজেই উল্টাইয়া ফেলিলেন। তখন মায়াপুরের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

(২) মৃত প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয় তাঁহার জীবিতাবস্থায় শ্রীশরণাগতির সঙ্গীতগুলি শ্রবণ করিয়া তাহাদের উচ্চ প্রশংসা করিলেন। কিন্তু যখন শুনিতে পাইলেন যে, এই সঙ্গীতগুলির রচয়িতা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন সেই এক মুখেই দুই কথা বাহির হইল;—"আমি যাহা বলিয়াছিলাম,

তাহা ঠিক নহে, গানগুলি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণপর নহে।"

(৩) তুতিন বৎসর পূর্ব্বে কুমিল্লার শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় তাঁহার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা শ্রীধাম মায়াপুর স্থাপন করিয়াছেন।" তিনি নিজেও মায়াপুর-দর্শনে গমন করিয়া নিবন্ধে "গৌরাঙ্গধাম" বলিয়া পত্রিকায় প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিতে পাইলেন যে, "তাঁহার পুরাণগণের ভাগবত বহির্দ্দি অবৈধ ব্যবসায় মহাপ্রভু ও গোস্বামিবর্গের অনুমোদিত নহে" বলিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রচার করেন, তখন তিনি মায়াপুরের বিরোধী হইয়া পড়িলেন। একবুকে দুইরূপ বলিতে লিখিলেন। যে জন্য একদিন তিনি বৈষ্ণবচরণে করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া বৈষ্ণবাপরাধকেই বরণ করিয়া লইলেন!

আমরা গৌড়ীয় মঠের সত্যপ্রচারের বিরোধিগণের পূর্ব্বাপর বাক্যের অসঙ্গতির দুই তিনটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম। এইরূপ অন্ততঃ একশত উদাহরণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, শুধু অপসার্থের অতি হওয়াতেই ইঁহারা সত্যের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

হে সুধীমণ্ডলি, যদি আপনারা কাহারও মুখে কোনও সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সত্য-প্রচারের বিরুদ্ধে কোনও কথা সাক্ষাদ্ভাবে বা ইঙ্গিতে শ্রবণ করেন, তাহা হইলে সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে কৃপা করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, কটাক্ষকারী বা নিন্দাকারিব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত মতের কোনও একটীর যাজক কিনা?

(১) তাঁহারা ধর্ম্মব্যবসায় করেন কিনা?

(ভাঃ ৭।৯।৪৬, ৭।১৩।৮, হঃ ভঃ বিঃ ৮।১১১)

(২) তাঁহাদের চরিত্রে অন্তরে ও বাহ্যতঃ কোন প্রকার দোষ আছে কিনা?

(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১, ১১।২৩।২৬, ৭।১৪।৫৫)

(৩) তাঁহারা ব্যভিচার লাম্পট্যাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন কিনা? (চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ৮।২৪)

(৪) তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রীতে আসক্ত বা রৈণ কিনা?

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪, ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১, ৩।৩২।৩০-৩৪, ৫।৪।২১৩)

(৫) তাঁহারা গৃহব্রত ধর্ম্ম সমর্থন করেন কিনা?

(ভাঃ ৭।১৩।৪৪, ১১।২৭।৫৩ ৫৮)

(৬) তাঁহারা মৎস্য-মাংস-পান-তামাক-গাঁজা-চরস-চা-চুরুট প্রভৃতি নেশায় আসক্ত কিনা?

(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১, মনু ৫।১৪)

(৭) তাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণকে 'ভক্তি' বলেন কিনা?

(ভাঃ ৭।৯।৪০, চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৪, ১৬৬)

(৮) তাঁহারা হাটে বাজারে রসগান শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন কিনা? (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

(৯) তাঁহারা ভাড়াটিয়া পাঠক বা বক্তা কিনা?

(ভাঃ ৭।১৩।৮, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি খণ্ড ২১ অঃ, মনু ৩।১৫৭)

(১০) তাঁহারা মুখে শাস্ত্র মানিয়া বা লোক দেখান শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া কার্য্যকালে নিজেরা অন্যরূপ আচরণ করেন কিনা? (চৈঃ ভাঃ ১।২।৬৭-৬৮)

(১১) তাঁহারা কোন অবতারাদি খাড়া করিয়াছেন কিনা? (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪৭৬ ৪৭৮)

(১২) তাঁহারা মর্কটবৈরাগী কিনা?

(ভঃ রঃ পূঃ বিঃ ২।১২৬, চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০)

(১৩) তাঁহারা মহাপ্রভুর প্রচারিত নাম-কীর্ত্তনাদি ছাড়িয়া ছড়া কীর্ত্তনাদি করেন কিনা?

(কলিসন্তরণোপনিষৎ, স্তবমালা-বিভূষণ-ভাষ্য ইত্যাদি)

(১৪) তাঁহারা প্রাকৃত পুরুষ দেহকে অপ্রাকৃত গোপী-দেহ বলেন কিনা বা সেইরূপ অভিনয় করিবার চেষ্টা করেন কিনা? (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৩; মঃ ৯।১২৪)

(১৫) তাঁহারা বৈষ্ণবাশ্রম স্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে সমাজের বিকৃত পতাহুগতিক প্রথাকে 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম' বলেন কিনা? (পদ্মপুরাণ, বিঃ পুঃ ৩।৮।৯, গীতা, ১৮।৪৬-৪৮)

(১৬) তাঁহারা মহাপ্রসাদকে স্পর্শদোষ-দুষ্ট বলিয়া অপ্রাকৃত ব্রহ্মবৎ নিত্যিকার বস্তুতে প্রাকৃতত্ব আরোপ করেন কিনা? (হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৪ শ্লোকধৃত বিষ্ণুপুরাণবচন)

(১৭) তাঁহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করেন কিনা?

(চৈঃ ভাঃ, মর্ত্ত্যেদ্বিষ্ণৌ ইত্যাদি—পদ্মপুরাণ)

(১৮) তাঁহারা অপ্রাকৃত বৈষ্ণবতাকে পৌত্রগত প্রাকৃত ব্যাপার বলেন কিনা? (হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ধৃত পাদ্মবাক্য)

(১৯) তাঁহারা আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঁই,

অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী — এই মহা পতুর আশু গতা পরিত্যাগকারী ত্রয়োদশ প্রকার অসুগতকব-সম্প্রদায়ের কোন না কোন একটীর সহিত আচার, ব্যবহার, পরিচয়, আলাপ, আনুগত্য, শিষ্যত্ব প্রভৃতি দ্বারা কোনও প্রকার সম্বন্ধ রাখেন কিনা? (ভাঃ ১১।২৩।২৬, মহাজন-বাক্য)

(২০) তাঁহারা ঐ ত্রয়োদশ ভাগবত-বিবেদিসম্প্রদায়ের কোন না কোন একটীর দলপতি বা মত-সমর্থনকারী কিনা?

(২১) তাঁহারা উন্মার্গগামী গুরুর শিষ্য কিনা?

(মহাভাঃ উদ্যোগপর্ব ১৭৯।২৫)

(২২) তাঁহারা বৃষলীপতি কিনা? (চৈঃ চঃ নাটক ৮।২৪)

(২৩) তাঁহাদের গুরুদেব কোন প্রকারে শিষ্যের বৃষলী-পতিত্বে প্রশ্রয় দেন কিনা? (হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২)

(২৪) তাঁহাদের গুরুদেব পতিত ও পতিতাগণের পাতিত্য সংরক্ষণ করিয়া শিষ্য করেন কিনা? (হঃ ভঃ বিঃ ২।৭)

(২৫) গৌড়ীয় মঠের প্রচার-ফলে তাঁহাদের ঐ সকল অসম্মত—যাহা গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতে (?) প্রায় তিন শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রসারের কোন ক্ষতি হইয়াছে কিনা?

(২৬) গৌড়ীয় মঠের প্রচারের ফলে গুরু বা শিষ্য-রূপে তাঁহাদের বুজরুকী, ভূয়িস্তারী, কপটতা, 'ভক্ত' বলিয়া প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইতেছে কিনা? কোনও প্রকারে অর্থ, সম্মান বা ভোগের ক্ষতি হইতেছে কিনা? শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদের আচরণকে ঘৃণা করিতেছেন কিনা?

(মহাভাঃ শাঃ পঃ মোঃ ধঃ ১৮৮।১৩ ; ১৮৯।৭)

(২৭) বৃত্তবৈষ্ণবতা ও ব্রাহ্মণতা জগতে পুনঃ প্রচলিত হইলে তাঁহাদের বৃত্ত অর্থাৎ বৈষ্ণবগুণ ও ব্রাহ্মণ-গুণের অভাবহেতু তাঁহাদের ব্যবসায়াদির ক্ষতি হইবে কিনা? (ছাঃ ৪।৬।৪ ; ভাঃ ৭।১১।৩৫ ; মহাভাঃ বনপর্ব্ব ২১৫।১৩-১৫)

(২৮) তাঁহারা 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিয়া স্মার্ত্তের সহিত আচার ব্যবহার রাখিতে বাধ্য হন কিনা? (ভাঃ ৬।২।৭-৯ সারার্থ-দর্শিনী)

(২৯) তাঁহারা গৃহব্রত হওয়ায় কন্যা-বিবাহাদির সময় তাঁহাদের স্মার্ত্তের ভোজ্যান্নাদি করিতে বা তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইতে হয় কিনা এবং স্মার্ত্তের মন যোগাইবার জন্য বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া স্মার্ত্তসমাজের সহিত সংযোগ রাখিতে হয় কিনা? (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০০-২ ; হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩)

(৩০) তাঁহারা স্মার্ত্তের আদর্শে মহাপ্রসাদে জাত-ভাত বুদ্ধি করেন কিনা? (হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৪)

(৩১) তাঁহারা অন্যদেব-পূজক-মানী কিনা অথবা মুখে কৃষ্ণোপাসনা স্বীকার করিয়া পঞ্চোপাসক সমাজের সহিত সংযোগিতা রাখিবার জন্য কার্য্যতঃ অন্য দেবপূজক কিনা? (গীতা ৯।২৩, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ; সংক্রিয়াসার-দীপিকা ২০শ সংখ্যা ধৃত পাদ্মবাক্য)

(৩২) তাঁহারা জগতের দশটা তথাকথিত বড়লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য তাঁহাদের মনোধর্ম্মের অনুকূলে আচার প্রচার করিয়া থাকেন কিনা? (চৈঃ চঃ অ ৪।১৭৭)

(৩৩) তাঁহাদের শিষ্যানুবন্ধ আছে কিনা? শিষ্যের নিকট হইতে অর্থাদি প্রাপ্তির লোভে শিষ্যের অসদাচার—যেমন মৎস্য-মাংসাদি ভোজন, মদ্যাদি পান, স্ত্রৈণতা বা অবৈধ স্ত্রী আসক্তি প্রভৃতির বিরুদ্ধে বলিবার সৎ সাহস রাখেন কিনা এবং ছয় প্রকার সঙ্গের কোনও না কোন প্রকারে ঐরূপ শিষ্যের সঙ্গ করেন কি না? (ভাঃ ৭।১৩।৮)

(৩৪) তাঁহারা দেবতা কিনা? (শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগম প্রামাণ্যম্)

(৩৫) তাঁহারা কোনও প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ বা রসাভাসদোষের প্রশ্রয় দেন কিনা? (চৈঃ চঃ অ ৫।১৭, ১০২-৩ ; ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৯ম লঃ)

(৩৬) তাঁহারা বিচাররহিত প্রাকৃত ভাব-প্রধান কিনা? (চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

(৩৭) তাঁহারা হরিভজনকেই একমাত্র জীবনে মরণে সার জ্ঞান না করিয়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া হরিভজনের অভিনয় দেখান কিনা? (হরিভক্তিসুধোদয় ৭।২৮ ; ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৯৩ ধৃত নারদপঞ্চরাত্র বাক্য)

(৩৮) তাঁহারা ঘুড়িমিছরিকে এক করিবার পক্ষ-পাতী বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী কিনা? (পদ্মপুরাণ)

(৩৯) তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব-গুরুর কৃপায় মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম—এই ত্রিবিধ অধিকারী নির্ণয়পূর্ব্বক প্রত্যেককে যথাযোগ্য সম্মান

অথবা দুষ্টি-মিষ্টিকে একবরের বস্তু মনে করার ন্যায় ত্রিবিধ অধিকারীকেই সমান সম্মানের পাত্র মনে করেন কি না? (ভা: ১১।২।৪৬ ৪৭)

(৪০) তাঁহারা গুরু ও বৈষ্ণবকে শিক্ষা বা শাসন করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করেন কিনা? (ভা: ১১।১৭।২৭)

(৪১) তাঁহারা সদ্‌গুরুর সমীপে অবস্থান করিয়া এবং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ যাবতীয় ভোগ বিসর্জনপূর্ব্বক নিষ্কপটে গুরু-কৃষ্ণসেবা করেন কিনা? (ভা: ৭।৫।৩১)

(৪২) তাঁহারা গুরু ও কৃষ্ণে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে গুরুর পাদে তুলসী প্রভৃতি প্রদানে ও পাদস্পর্শ আচরণ করিয়া মায়াবাদ অঙ্গীকার করেন কিনা? (চক্রবর্ত্তী, মনঃশিক্ষা, ভাগবত, ভক্তিসন্দর্ভ, ধ্যান-চন্দ্র পদ্ধতি ইত্যাদি)

(৪৩) তাঁহারা গুরু-বৈষ্ণবকে মর্ত্যবস্তু বলিয়া বিচার পোষণ করেন কিনা? (পদ্মপুরাণ ও ভা: ১১।১৭।২৭)

(৪৪) তাঁহারা ব্যবসায়িগুরুগণের দালাল সমূহের দ্বারা কোনও প্রকারে গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে প্ররোচিত হইয়াছেন কিনা?

(৪৫) শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধিগণ ধামে (?) বসিয়া ব্যবসায় করিবার পক্ষপাতী কিনা বা ঐরূপ ব্যবসায় করেন কিনা? (ভা: ৭।৯।৪৬; ৭।১৩।৮; ১০।১।৪; ব্র: বৈ: প্রকৃতি খণ্ড ২১ অ:)

(৪৬) তাঁহারা ধামাপরাধী ও নামাপরাধী কিনা? এবং অপরার্থীক হইয়া ধামাপরাধকে 'ধামবাস' ও নামাপরাধকে 'নাম' বলিয়া প্রচার করিতে প্রচেষ্ট কিনা? (ঐ)

(৪৭) তাঁহারা ধামে (?) বসিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন কিনা? (ঐ)

(৪৮) তাঁহারা ধামে বসিয়া মিথ্যা তাল জুয়াচুরী বা ব্যভিচারাদি করেন কিনা? (ঐ)

(৪৯) সুপ্রাচীন মায়াপুরের প্রকাশ ও তথায় দিন দিন বিবিধভাবে তাঁহার সেবার উজ্জ্বল্য তাঁহাদের অপস্বার্থের কোনও প্রকারে বিন্দুমাত্রও ক্ষতির কারণ হইয়াছে ও হইতেছে কিনা?

(৫০) যাঁহারা ধাম-ব্যবসায়ী বা নাম-ব্যবসায়ী নহেন কিম্বা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোন লোকও নহেন, কেবল সাধারণ ভদ্রলোক মাত্র, ইঁহাদেরও নামব্যবসায়ী ও ধাম-ব্যবসায়ী প্রভৃতির সঙ্গে কোনও না কোনও প্রকার আত্মীয়তা, বান্ধবতা বা সহযোগিতা আছে কিনা এবং শ্রীধামের উন্নতিতে তাঁহাদের মাৎসর্য্যোদয় সম্ভাবনার কোনও প্রকার অন্তর্নিহিত কারণ আছে কিনা?

হে সুধীসমাজ, যদি আপনারা শ্রীগৌড়ীয় মঠ বা শ্রীধাম মায়াপুরের প্রচারের বিরুদ্ধে কোনও কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে প্রথমেই কৃপাপূর্ব্বক ঐরূপ বিরুদ্ধ বক্তৃগণের মধ্যে উপরিউক্ত লক্ষণগুলি আছে কিনা দেখিয়া লইবেন। কারণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ বা শ্রীধাম মায়াপুরের সেবকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্মে আজ প্রায় তিন শত বৎসর যাবৎ উপরিউক্ত যে সকল আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পরিষ্কৃতির জন্যই ব্রতী হইয়াছেন। সুতরাং তত্তদ্দোষে দোষিব্যক্তিগণ যে লোককে দোঁকা দিবার জন্য প্রকৃত চোরের সাধুকে 'চোর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার ন্যায় আবরণ-কৌশল-পন্থা অবলম্বন করিবেন, ইহা নিরপেক্ষভাবে আপনারাই বিচার করিতে পারেন। উপরে যে পঞ্চাশটী শুদ্ধভক্তি-প্রতিকূল লক্ষণ উদাহৃত হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণ যে ভাগবত ও গোস্বামিশাস্ত্র-বিরোধী অভক্তিলক্ষণ, তাহা আমরা উহাদের পার্শ্বদেশে শাস্ত্রীয় প্রমাণ-নির্দ্দেশের সহিত প্রদর্শন করিয়াছি। সে গুলিও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক।

প্রতিবাদ

মাননীয় গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু

মহাশয়!

আমি এই প্রতিবাদ-পত্রটী হিতবাদী-সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। কারণ যে পত্রের প্রতিবাদ সেই পত্রে প্রকাশিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হিতবাদী পত্রিকা পারমার্থিক-গণ পড়েন না বলিয়া আপনাদের পারমার্থিক সাপ্তাহিকে এই প্রতিবাদটী কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আশা করি অনতিবিলম্বে প্রতিবাদ পত্রটী প্রকাশিত করিয়া হিতবাদীর সেনাধী পত্র লেখকের ভ্রম-সমূহ নিরাকরণপূর্ব্বক সাধারণকে প্রকৃত সত্য জানিবার সুযোগ প্রদান করিবেন।

মাননীয় হিতবাদি-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়

আপনার বহু ভাগ্যের হিতবাদী পত্রে 'মায়াপুর না মিশ্রাপুর' শীর্ষক প্রেরিত প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। আপনার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সেই পত্র-লিখিত কয়েকটী ভ্রম জানাইতেছি, আশা করি আমার পত্রখানি প্রকাশ করিয়া লেখকের ও পাঠকগণের ভ্রমাপনোদন করিবেন।

পত্রলেখক লিখিয়াছেন, মিশ্রাপুর-নিবাসী গৌর-মাঝির নৌকায় তিনি মায়াপুরে গিয়াছিলেন। মায়াপুরে কোনও হিন্দুর বাড়ী নাই। কেবল মহাপ্রভুর জন্মস্থানে কয়েকটী হিন্দু সেবক বাস করেন। তাঁহাদের নৌকা নাই বা তাঁহারা মাঝির কার্য্য করেন না। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মায়াপুরকে মুসলমানগণ মেয়াপুর বলিত এবং তাহাদের অনুগত লোকেরা মায়াপুর উচ্চারণ করিতে না পারিয়া উহাদেরই মত সেইরূপ অভিধানে মায়াপুর গ্রামকে সংজ্ঞিত করিত। এই মায়াপুর গ্রাম বর্ত্তমান বল্লালদীঘির মৌজার অন্তর্ভুক্ত। বল্লালদীঘিতে গৌরমাঝি থাকিতে পারে। ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী নামক জনৈক বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরবাসী মোক্তার মহাশয় বিবাদসূত্রে মায়াপুরকে মিশ্রাপুর নাম দিয়াছিলেন। বারশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্ত প্রিয়দাস বাবাজী মহাশয়কে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "মায়াপুর গ্রামের নামকে 'মেয়াপুর' কেন বলে"—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন উক্ত বাবাজী মহাশয় তদুত্তরে বলেন যে—অশিক্ষিত মুসলমানেরা এবং অনভিজ্ঞ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা ঐরূপ বলিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চারণে অধিকার না থাকায় এরূপ ভাষার বিকৃতি হইয়াছে মাত্র। এখানেও দেখা যায়, অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীস্থ মাঝি সেইরূপ ভ্রমে পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং অশিক্ষিত নৌকাবাহককে অধ্যাপক সাজাইয়া তাহার নিকট হইতে তত্ত্বনিরূপণ করিবার প্রয়াস, আমাদের বিচারে সমীচীন বোধ হইল না।

পত্রলেখক লিখিয়াছেন—গৌড়ীয় মঠের স্থাপিত দেবালয় শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে অবস্থিত ঠাকুর বাড়ী। বলা বাহুল্য, এই স্থানে যে ঠাকুর বাড়ী পত্র-লেখক দর্শন করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার উদ্যোগে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ উচ্চশ্রেণীর অনেকেই মিলিত হইয়া এই স্থানে সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়ীয় মঠ শ্রীধামমায়াপুরে কোনও দেবালয় স্থাপন করেন নাই। গৌড়ীয় মঠ ১০ বৎসর যাবৎ কলিকাতায় সার্কিউলার রোডের নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ৩৩ বৎসরের পূর্ব্বের দেবালয় গৌড়ীয় মঠের দ্বারা কি প্রকারে স্থাপিত হইল, বুঝা যায় না। পত্র-লেখক যে নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, সেই উচ্চ চূড়া-বিশিষ্ট মন্দির শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত M. R. A. S. মহাশয় স্থাপিত করিয়াছেন। উহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে গৌরনিতাই বিগ্রহ নাই। পত্রলেখক যাহাকে গৌরনিতাই বিগ্রহ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, সেই বিগ্রহদ্বয়ের একটী বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি শ্রীগৌরনারায়ণ এবং অপরটী গোলোকপতি গৌরকৃষ্ণ। শ্রীবিগ্রহ দর্শনেও পত্রলেখকের ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। পত্রলেখকের দর্শনকালে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় দর্শনের ভুল হইয়াছে, কিন্তু সংবাদদাতা গ্রামাধিকতা বিষয়ে তিনি যাহাকে স্থির করিয়াছেন, সেই মাঝির নিকট হইতে এইরূপ ভ্রান্তিজনক বাক্যই তিনি শুনিতে পাইবেন। পত্রলেখকের সৌক্ষ্ম ব্রাহ্মণ ও বৈক্ষ ব্রাহ্মণ প্রশ্ন হইতে তিনি পক্ষপাত-দোষে দূষিতচিত্ত হইয়াছিলেন বুঝা যায়। যাহারা পূর্ব্ব হইতেই ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত, তাহাদিগের নিকট হইতে কোন প্রকৃত তথ্য জানা যায় না। আপনার নিরপেক্ষ দর্শনে আমরা হিতবাদীর পাঠক পক্ষপাতশূন্য সংবাদই আশা করি।

পত্র-লেখক শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, ভক্তমাল গ্রন্থে গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের নাম পাইয়াছেন এবং শ্রীমন্দিরের বর্ত্তমান অধিকারী মহাশয় তাহা পান নাই বলায়, সত্য কোন্ পক্ষে বর্ত্তমান, তাহা পাঠকমাত্রেই বিবেচনা করিবেন।

শ্মশ্রুসহিত বৈষ্ণবের বেষকে গৃহী বাউল বেষ বলায় কি তিনি দোষী হইয়াছেন? দাড়ি চুল ত বাউল সম্প্রদায়ের বেষ আমরা জানি। পত্রলেখক অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, শ্রীকৃষ্ণের বাসভবন সমুদ্রের দ্বারা বিনষ্ট হয় নাই। অদ্যাপি মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থান অধিকৃত হইলেও সে স্থান নষ্ট হয় নাই। অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মস্থানে মসজিদ হইয়া গেলেও জন্মস্থানটুকু ধর্ম্মান্তর-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আক্রমণ করেন নাই। সুতরাং গঙ্গাদেবী ভগবৎপাদ-

নিঃস্পৃহতা হইতে বিরুদ্ধ পক্ষের ন্যায় কোন কার্য্য করেন না বলিতে গিয়া অধিকারী মহাশয় কি অপরাধ করিয়াছেন?

পত্র-লেখকের আর একটী কথা এই যে, সাধারণ বিষ্ণুগণের দেবালয়ে আকাশবৃত্তিদ্বারা দেবসেবা নিষিদ্ধ হয়। তাহাতে ভগবৎপ্রাপ্য দেবকোষেও তাঁহার হিংসা-বৃত্তির পরিচয় দেখা যায়। তবে পত্রলেখকের গুণগ্রহণে আমি একপ ধারণা করিয়াছি যে, তিনি বলিতে চান, মহর নবদ্বীপের দেবকোষোপজীবিগণের ন্যায় মায়াপুরের ঠাকুর বাড়ীর পরিচালকগণ অত্যাচারী নহেন। সেই দেবালয়ে কোনও ভেট নাই। পত্রলেখক মহাশয়, অধিকারী মহাশয়ের কথায় অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার চিত্তের শান্তির ব্যাঘাতটা কি পূর্ব্ব লক্ষিত ঈর্ষার পরিচয় নহে? 'ব্রাহ্মণ' এবং 'ব্রাহ্মণকুল' এক নহে। বৈষ্ণবেরা 'ব্রাহ্মণ' এবং বিষ্ণুভক্তি রহিত ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে যদি 'ব্রাহ্মণ'সম্ভোষে সম্বোধিত করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, একথা বলায় কি অধিকারী মহাশয়ের দোষ হইয়াছে? লেখক মহাশয় অধিকারী মহাশয়ের ভক্তি এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রশংসা করায় আপনি যেরূপ ব্যঙ্গোক্তি মনে করিয়াছেন, তাহা নহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ছত্রী সরস্বতী ও সরস্বতীর কথা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করিলে আপনার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

পত্রলেখকের নাম নাই কেন? ধর্ম্মাধিকরণে প্রতীকারে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে কি এই সকল অলীক কথা বিনামূলে সত্রস্ত হইয়াছে?

নিঃ—শ্রীনিবারণচন্দ্র মিশ্র
কোরগর

আগামী ১৮ই ভাদ্র ৪ঠা সেপ্টেম্বর রবিবার দিবস
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী
ও
শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-
উপলক্ষে
শ্রীগৌড়ীয়ধামে
বিশেষ অধিবেশন হইবে।

ভক্তিগ্রন্থ সংগ্রহের অপূর্ব্ব সুযোগ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব উপলক্ষে নিম্নোক্ত গ্রন্থবাদে বিবিধ অমূল্য ভক্তি-গ্রন্থ গ্রাহকগণ ন্যূন ভিক্ষায় পাইতে পারিবেন। এ সুযোগ অধিক দিন থাকিবে না। গ্রাহকগণ সত্বর শ্রীগ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করুন্।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত— ১০৲ টাকা
শ্রীমদ্ভাগবত ১ম হইতে ৮ম স্কন্ধের অষ্ট অধ্যায় পর্য্যন্ত—১৭৷৵০
ঐ গৌড়ীয় গ্রাহক পক্ষে ১২৸০
শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ. (খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশমান) ৭৲
ঐ গৌড়ীয়-গ্রাহক-পক্ষে ৬৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৪শে ভাদ্র, ১৩৩৪, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীরাধাষ্টমী

নন্দীশ্বর গিরির দক্ষিণে বরসানু নামে একটী ভূধরাজ বিরাজিত আছে। উক্ত বরসানু পর্ব্বতের অধিত্যকায় বৃষভানু নামে এক গোপরাজ বাস করিতেন। বৃষভানু সহধর্ম্মিণী কীর্ত্তিদা সহিত তথায় বাস করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিতেছিলেন। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে বিশাখা-নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে বৃষভানুরাজের গৃহে একটী কন্যারত্ন আবির্ভূত হইলেন, কন্যারত্নের আবির্ভাব সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম সময়ের ন্যায় চতুর্দ্দিক সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, সজ্জনগণের হৃদয়ে প্রচুর আনন্দের সঞ্চার হইতে থাকিল। বৃষভানুপুরে গোপরাজ বৃষভানু, রত্নভানু ও সুভানু ভাতৃগণের সহিত আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিলেন। মহাভাগ্যবতী কীর্ত্তিদা চন্দ্রকলিকা কন্যারত্নের মুখকমল দর্শন আনন্দে আত্মহারা হইলেন; সুখপুরে ও ব্রজপুরে বিপুল আনন্দোৎসব হইল। এই কন্যারত্নই জগতে 'বৃষভানু-নন্দিনী রাধা' নামে খ্যাতা হইলেন।

"তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূৎপরম্॥"

(ভাঃ ১০।৫।১৮)

—এই ভাগবতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ব্রজরাজ-শিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজকুমারী শ্রীরাধিকার প্রাকট্য-মাত্র-জন্ম সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে নিত্য অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-বিহার-ভূমি বলিয়া ব্রজ সদা সর্ব্বসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্য আরম্ভ করিয়া এই নন্দ-ব্রজ সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী ব্রজ-কিশোরিকা-শিরোরত্ন বৃষভানুরাজকুমারীর ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল। 'এই ভূমি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল হইতে শ্রীমতী রাধিকা-প্রমুখা ব্রজরামাগণের বিহারাস্পদ হইয়াছিল' —এই বাক্যে বৈকুণ্ঠ তখনই শ্রীরাধিকা-প্রমুখা ব্রজদেবীগণ তথায় বিহার করিতেছিলেন, তাহা নহে; শ্রীহরির নিবাস-ভূমিস্বরূপ শ্রীনন্দগোকুলে শ্রীনন্দনন্দন যাবৎ নিগূঢ়ভাবে

বিহার করেন, তাবৎ শ্রীরাধাপ্রমুখা ব্রজরামাগণও নিগূঢ়-ভাবে বিহার করিয়া থাকেন। আর শ্রীনন্দকুমার যখন প্রকটরূপে বিহার করেন, তখন ব্রজরামা-শিরোমণি শ্রীরাধা তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ গোপীগণের সহিত প্রকটরূপে বিহার করিয়া থাকেন;—ইহাই 'তোষণী' ও 'সন্দর্ভ' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যেমন "যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কাম সেবন-প্রবৃত্তি বিদ্যমানা, তাঁহাতে নিখিল দেবতা নিখিল সদ্‌গুণরাশির সহিত নিত্য বাস করেন," তদ্রূপ যাঁহাতে প্রেম-বৈশিষ্ট্য আছে, ঐশ্বর্য্যাদিরূপা অন্য নিখিল শক্তি—অতিশয় আদৃতা না হইলেও তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে, এই জন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধিকাতেই স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ-প্রেমোৎকর্ষ-পরাকাষ্ঠারূপিণী বলিয়া অন্য নিখিল শক্তি তাঁহার অনুগামিনী; তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী—নিখিল শক্তি-বর্গের অংশিনী। অতএব অন্যান্য প্রেয়সী বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীমতী রাধিকার পরম-মুখ্যাভিপ্রায়ে বৃন্দাবনাধিকারিণী-রূপে তাঁহার নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শৌনক-নারদ-সংবাদে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

"বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রকাশতঃ।
কৃষ্ণেনাস্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে বৃন্দাবনাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃত বা সাধারণ দেশে দেবী তাঁহার অধিকারিণী, কিন্তু দেবীধামের পরপারে বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোপরি যে বৃন্দাবন নামক অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিহার-স্থল বিরাজিত, সেই বৃন্দাবন নামক বনে শ্রীরাধিকাই একমাত্র অধীশ্বরী। স্কন্দপুরাণ এবং ব্রহ্ম-পুরাণেও দৃষ্ট হয়,—"দ্বারাবতীতে বিশালাক্ষী, পুরুষোত্তমে বিমলা, দ্বারাবতীতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবন-বনে রাধিকা।" —এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন,—"শক্তিমাত্র-সাধারণ্যেনৈব লক্ষ্মীসীতা-রুক্মিণী-রাধানামপি দেব্যা সহ গণনম্। বৈশিষ্ট্যন্তু লক্ষ্মীবৎ সীতাদিষ্বপি জ্ঞেয়ম্। তস্যাঞ্চ দেব্যা সহ লক্ষ্ম্যাদীনামৈক্যম্। শ্রীরামতাপনী-শ্রীগোপালতাপন্যাদৌ তাসাং স্বরূপভূতত্বেন কথনাৎ। শ্রীরাধিকায়াশ্চ ধামনি পূর্ব্বোদাহৃতপদ্মত্রয়ানন্তরং, 'বৃন্দারণ্যস্থিতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ। গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদেতি।' অত্র বৃন্দাবনবিষয়ক-তৎসহিত-সর্ব্বদাক্রীড়িত্বলিঙ্গাবগতের্ন পরস্পরাব্যভিচারেণ স্বরূপ-শক্তিত্বম্। সতীষ্বপ্যন্যাসু একয়া ইত্যনেন তত্রাপি পরম-মুখ্যাত্বমভিহিতম্।" উপরি-উক্ত শ্লোকে দেবীধামেশ্বরী শ্রীদুর্গাদেবী বা মায়াশক্তির সহিত যে-শ্রীলক্ষ্মী, সীতা, রুক্মিণী ও শ্রীরাধার একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বারা সকলের সমত্ব মনে করা উচিত নহে। দেবীধামেশ্বরী মহামায়া দুর্গাদেবী কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বহিরঙ্গপ্রকাশ-স্বরূপিণী বিরূপ-শক্তি; শক্তিমাত্র-সাধারণ্যহেতু অর্থাৎ কি অন্তরঙ্গা, কি বহিরঙ্গা, কি স্বরূপাশ্রিতা, কি অপাশ্রিতা—সকলেই শক্তি-তত্ত্ব বলিয়া অন্তরঙ্গাশক্তি শ্রীলক্ষ্মী, সীতা, রুক্মিণী, রাধা প্রভৃতিকেও দুর্গাদেবীর সহিত গণনা করা হইয়াছে। দেবী হইতে লক্ষ্মীর বৈশিষ্ট্যের ন্যায় শ্রীসীতা প্রভৃতিরও বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে। এই জন্যই দেবীর সহিত লক্ষ্মী প্রভৃতির ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে না, যেহেতু শ্রীরামতাপনীতে শ্রীসীতা-দেবীর এবং শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতিতে শ্রীরুক্মিণী ও শ্রীরাধার স্বরূপভূতত্ব উক্ত হইয়াছে। শ্রীরামলে উক্ত হইয়াছে যে, "শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজবিশিষ্ট, তিনি কখনও চতুর্ভুজ নহেন; তিনি একটী গোপীর সহিত মিলিত হইয়াই অহরহ ক্রীড়া করেন।" এস্থানে 'দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে একটী গোপীর সহিতই সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন'—এই বাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পরস্পরের অব্যভিচার-হেতু স্বরূপ-শক্তিত্ব নিশ্চিত হইয়াছে। অন্য বহু গোপী বিদ্যমান থাকিলেও একটী গোপীর সহিত ক্রীড়া করেন—এইরূপ বিশেষ উল্লেখ থাকায় শ্রীরাধার পরমমুখ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "অতএব শ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্ব-নিবন্ধন বৃহদ্-গৌতমীয়তন্ত্রের প্রসিদ্ধ বাক্য—'শ্রীরাধা 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্ব্বকান্তি', 'আকর্ষণমোহন মনোমোহিনী', 'পরা'শক্তি'—সর্ব্বতোভাবে সার্থকতা লাভ করিতেছে। এই সকল প্রমাণ-দ্বারা জানা যায় যে, মূলাশ্রয় রাধিকা হইতেই আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনাসমূহ, রেবতীপ্রমুখ প্রকাশাশ্রয়বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতাপ্রকৃতি তত্তদ্-বিষ্ণুবতারের স্বরূপ-শক্তিগণ এবং নিত্যসিদ্ধজীবগণের কায়া বা দুর্গারূপিণী কায়াস্বরূপা-অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির ছায়াস্বরূপা বহিরঙ্গা বিরূপশক্তিরূপে দেবীধামে নিত্যকাল কৃষ্ণবহির্মুখ-প্রাকৃতজন-পূজিতা হইয়া লক্ষাশিরা আছেন।

শুরু-পরিশিষ্টশ্রুতিতেও আমরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-রূপে শ্রীরাধার উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।" নিজ-জন-সমূহে শ্রীরাধার দ্বারা শ্রীমাধব বিহারশীল বা দ্যুতিমান; মাধবদ্বারা রাধিকা সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।

বেদাদের অকৃত্রিম-ভাষ্যের মূর্দ্ধণ্য শ্লোকে অর্থাৎ 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম-মাধুরী পরমমূল্য বুদ্ধির দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্দ্ধণ্য শ্লোকটী এই—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

অন্বু + অয় = অন্বয়ঃ, অন্বু—পশ্চাৎ, অয়—'ই' (ইন্—গত্যর্থে) ধাতু নিষ্পন্ন; নিজ-পরমানন্দ-শক্তিরূপা শ্রীরাধিকার সর্ব্বদা অনুগতি করেন বা আলম্ব থাকেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'অন্বয়'; ন্যায়-পরিভাষানুসারে 'তাহা থাকিলে তাহা থাকা'র নাম—'অন্বয়' অর্থাৎ স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা-ব্যতীত কৃষ্ণের অবস্থান নাই। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ 'অন্বয়'। শ্রীকৃষ্ণের ইতরা অর্থাৎ সর্ব্বদা দ্বিতীয়া বলিয়া ইতরা বা সর্ব্বদা দ্বিতীয়াই 'শ্রীরাধা'। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ একস্বরূপ হইয়াও আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে দুই দেহ; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় ইহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

"মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

(চৈঃ চঃ আ ৪র্থ)

যে অন্বয় (শ্রীকৃষ্ণ) ও ইতর (শ্রীরাধা) হইতে 'আদ্য' অর্থাৎ আদিরসের জন্ম (তত্তত্বরূপকে ধ্যান করি)। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণই আদিরসবিগ্রহের পরম নিধান। যিনি 'অর্থ'-সমূহে অর্থাৎ তত্তদ্‌বিলাস-কলাপে 'অভিজ্ঞ'—বিদগ্ধ, আর যে স্বরূপশক্তি তথাবিধ বিলাসবিবর্ত্তস্বরূপে বিরাজ করেন—বিলাস করেন বলিয়া 'স্বরাট্'; যাঁহারা 'আদি কবি' অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের লীলাবর্ণন আরম্ভকারী শ্রীবেদব্যাসকে অন্তঃকরণে দ্বারাই 'ব্রহ্ম'—নিজ-লীলা-প্রতিপাদক শব্দব্রহ্ম বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ যাঁহারা আরম্ভসময়কালেই সমগ্র ভাগবত আমার (শ্রীবেদব্যাসের) হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন (তত্তত্বরূপকে আমি ধ্যান করি)। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১।৭।৪)—'তদ্ভিযোগেন মনসি' শ্লোকটী আলোচ্য। যে শ্রীরাধার নিকটে 'সূরয়ঃ'—দেবাদি পর্য্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ স্বরূপ-সৌন্দর্য্য-গুণ প্রভৃতি দ্বারা অত্যদ্ভুতা শ্রীরাধাকে নিশ্চয়রূপে বলিতে আরম্ভ করিয়া নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন না।

তেজঃ, বারি, মৃত্তিকা—ইহাদের যে প্রকার বিনিময় অর্থাৎ পরস্পর স্বভাব-বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়, তদ্রূপ যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তেজঃ পদার্থ চন্দ্রাদি জ্যোতির্ম্ময় বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ-কান্তি-দ্বারা বারি-মৃত্তিকার নিম্নোন্নত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; বারি—নদ্যাদি তীরের বৃক্ষে বাস্তাদি দ্বারা নদ্যাদি তেজঃপদার্থের মত উদ্গমনশীলতা এবং পাষাণাদি মৃৎপদার্থের মত স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হয়; মৃৎপদার্থ পাষাণাদি যাঁহার বিদ্যুদ্বিভ-কান্তিকলা দ্বারা তেজোবৎ ঔজ্জ্বল্য এবং বেণুবাদনাদি দ্বারা বারিবৎ দ্রবতা প্রাপ্ত হয়।

'যাঁহাতে'—শ্রীরাধা বিদ্যমানে, ত্রিসর্গ—শ্রী-ভূ-লীলা—এই শক্তিত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবন—এই স্থানত্রয়গত শক্তিবর্গত্রয়ের প্রাদুর্ভাব কিম্বা শ্রীবৃন্দাবনেই বল-ব্যবহারে সুহৃদ্, উদাসীন ও প্রতিপক্ষ নায়িকারূপ ত্রিবিধ ব্রজদেবীর প্রাদুর্ভাব মৃষা—মিথ্যা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি গুণ-সম্পদ দ্বারা তাঁহারা শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রয়োজন-কারণ হন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় ইহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে,—

"রাধাসহ ক্রীড়া-রস-বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥"

(চৈঃ চঃ আ ৪।২১৭-২১৮)

শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নিবর্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

(চৈঃ চঃ ম ৮।১১৫)

সেই দুইজন অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের নিজ-প্রভাবে লীলা-প্রতিবন্ধক জরতী প্রভৃতি এবং প্রতিপক্ষ-নায়িকাগণের 'কুহক'—মায়া সর্ব্বদা নিরস্ত হইয়াছে।

তাদৃশরূপে 'সত্য'—নিত্যসিদ্ধ অথবা পরস্পর-বিলাসাদি

দ্বারা আনন্দসন্দোহ-দানে কৃতসত্ত্ব অর্থাৎ নিপুণ; অতএব 'পর'—এরূপ আর অন্যত্র কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। তত্ত্ব-লীলাদি দ্বারা বিশ্ব বিস্ময়কর্তৃত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইরূপ গুণলিপ্ত-শ্রীরাধামাধবকে শ্রীমদ্ভাগবতাদি আপন-অন্তরঙ্গ-জন-শ্রীশুকদেবাদির সহিত ধ্যান করিতেছেন।

যদি এখানে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, যদি স্বরূপ শক্তি শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম সত্য ও পরম সত্যাশ্রয়ী অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণের নিত্য ভোগ্য বস্তু হইবেন, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধিকার নাম উল্লেখ করেন নাই কেন?

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ভাগবতগণ প্রদান করিয়াছেন—প্রকৃত-ভজন-পরায়ণ অপ্রাকৃত-সাহজিক প্রেমিক পুরুষোত্তম স্বীয় নিগূঢ় ভজনীয় বস্তুর কথা কখনও যথা তথা প্রকাশ করেন না; তবে অন্য ভোগ্যজনকে তাঁহাতে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মহিমামাত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুও শ্রীমদ্ভাগবতে পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য-পরাকাষ্ঠা মূলাশ্রয়া গোবিন্দানন্দিনী শ্রীমতী রাধিকানীর মহিমার কথা "অনয়ারাধিতো নূনং" (ভাঃ ১০।৩০।২৮), "বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্" (ভাঃ ১০।৩০।৩৬), ১০।৩০।২৯ প্রভৃতি বহু বহু শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণে একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনীয় বস্তুর নামটী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই। কোন কোন ভাগবতগণ বলেন যে, পরমহংসকুলশিরোমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু যদিও কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয়া রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের নামাবলী সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিতেন, তথাপি শ্রীরাধা প্রভৃতি সমর্থারতি-বিগ্রহ ব্রজ-গোপীগণের নাম কখনও মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি যে গৌরব-নিবন্ধন শ্রীরাধিকানীর নাম উচ্চারণ করিতেন না, তাহাও নহে; কারণ তিনি কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়াই নাম-কীর্ত্তন করিতেন। তাহাতে গৌরব বা মর্য্যাদার অবকাশ নাই। তবে অতি নিভৃত, সর্ব্ব-বিলক্ষণ, পরম-প্রকটিত প্রেমানল-শিখার তাপে দগ্ধ গোপীগণের নামকীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের স্মরণে তৎসম্বন্ধীয় তীব্র প্রেমানল হইতে সমুত্থিত উচ্চ শিখাপ্রকলিকার স্পর্শমাত্র বৈকল্যের উদয় হয় বলিয়া তিনি ব্রজবধূগণের নাম মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। এই-জন্য শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে গোপীগণের কথা সামান্যভাবে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদের আচরিত ব্যাপার সমূহ বর্ণিত হইলেও নাম গ্রহণাদি দ্বারা বিশেষভাবে বর্ণিত হয় নাই।

এইরূপ ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে শ্রীরাধিকানী প্রভৃতি পরমযুথা গোপীগণের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় যথাযথ দুইটী পরমোপকার সাধিত হইয়াছে। পরম গুপ্ত, ভজনীয় নিধি গোপীশিরোমণি শ্রীরাধিকানীর কথা অনধিকারি ও সাধারণকৃচিবৃত্তি-চালিত জগতের যোগ্যতার নিকট অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভজনের সন্ধান না পাইয়া কেহ বা 'বিষ্ণুমায়া', কেহবা 'বিষ্ণুর ভজনে যোগ্যতা'মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। জীবের স্বরূপ 'কৃষ্ণের নিত্যদাস' হইলেও পরমসত্যস্বরূপ পরিপূর্ণ বস্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট সুপ্রকাশিত হন না। একমাত্র আত্মার সৌন্দর্য্যই তাঁহার মূল্য স্বরূপ, উহা ঐশ্বর্য্য-শিথিলভজনে কিম্বা প্রাকৃত অস্মিতায় বিচরণশীল ব্যক্তিতে অসম্ভব। ঐশ্বর্য্য-কামগন্ধহীন প্রেমিক পুরুষে সেই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য প্রচুর বলিয়া আজিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিকট নিত্য হন অর্থাৎ পরম-নিজ-মন্ত্রণাশক্তি পরম-মূল্যাশ্রয় শ্রীরাধিকানী ব্যতীত যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার চেষ্টা, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিষ্ণুরই উপাসনা। উহাকে যথার্থ কৃষ্ণোপাসনা বলা যাইতে পারে না। ব্রজের শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসরসিকগণ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াজনের সহায়ক বলিয়া তাঁহাদের উপাসনাও শ্রীকৃষ্ণোপাসনা।

অতএব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রুতিগুহ্য শ্রীরাধিকানীর নাম স্পষ্টভাবে প্রকাশ না করিয়া একাধারে প্রেমিক ভক্তগণের ভোগ্য ও ঐশ্বর্য্য শিথিল ভক্ত ও অভক্তগণের মোহন করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী-প্রভুর ভাষায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর উদ্দেশ্য এইরূপভাবে বর্ণিত হইতে পারে—

"অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি' কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥"

(চৈঃ চঃ আ ৪র্থ)

রাধাভজন ব্যতীত কৃষ্ণভজন হইতে পারে না, রাধা-বিরহিত মাধব বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না; স্বরূপশক্তি ব্যতীত শক্তিমান্ অদ্বয়তত্ত্বের অবস্থান নাই। শ্রীমতী রাধিকাকে বাদ দিয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। তাই শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'তে আমরা দেখিতে পাই—

"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বক্ষেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥"

হে বরোরু! এখন আমি অমৃতসাগরতুল্য আশাতিশয়-কথায় অতি কষ্টেসৃষ্টে কালাতিপাত করিলাম; তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা॥
আতপ-রহিত সুরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি॥
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী।
রাধা-অনাদর করই অভিমানী॥
কবহুঁ নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদ-শ্রুতি-নারায়ণী।
রাধিকাপদরজঃ পূজয়ে মানি॥
উমা-রমা-সত্যা-শচী-চন্দ্রা-রুক্মিণী।
রাধা-অবতারে সবে আয়ান-বাণী॥
হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতি-বিনোদ তাঁয় মাগয়ে চরণ॥"

একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরই আশ্রয় জাতীয়-কারে মূল আশ্রয় শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর কথায় যে জীব-মাত্রের প্রয়োজন আছে, তাহা জগতে জানাইয়াছেন। অণুসচ্চিদানন্দ জীব বিভুসচ্চিদানন্দ অদ্বয়জ্ঞানের সন্ধিনী-শক্ত্যাশ্লিষ্ট বিগ্রহ শ্রীবলদেব, সম্বিৎশক্ত্যাশ্লিষ্ট বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং হ্লাদিনীশক্ত্যাশ্লিষ্ট-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দানন্দিনী ও ভক্তানন্দদায়িনীর সেবা ব্যতীত কখনও তাঁহার স্বরূপত্ব রক্ষা করিতে পারেন না। এই জন্য মায়াবিলাসী ভোগীর বা মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু ত্যাগীর নিকট কাগতঃ সচ্চিদানন্দোপলব্ধি পশুশ্রমের ন্যায় নিরর্থক। তাঁহারা উভয়েই আত্মঘাতী। মধুরবলে বলদেবই শ্রীযমুনানদীর কনিষ্ঠাভগিনী অনন্তমঞ্জরীরূপে অবস্থিত হইয়া শ্রীরাধামাধবের সেবার সন্ধান প্রদাতা। শ্রীরাধারস-সুধা-নিধিকার বলিয়াছেন,—

"প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবননিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিষ্চকার॥"

—'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কে-ই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দাবনের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কে-ই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ়-ভাবাখ্য-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধিকাকে (উপাস্য বস্তুরূপে) জানিত? এক চৈতন্য-চন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

সুধানিধিকার আরও বলিয়াছেন,—

"যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথাতথোৎসর্পতি হৃত্কলাং রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ॥"

—পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষ শ্রীগৌর পদকমলে যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধা-পাদ-পদ্মের প্রেমসুধা-সমুদ্র ও তাদৃশ ভাবেই উদ্গত হইয়া থাকে।

অতএব গৌর-পদাম্বুজ বিপ্রলম্ভরস-পোষ্টা শ্রীগুরু ও গৌরভক্তগণের আনুগত্যে বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের পরিপূর্ণ সেবাফলেই পরিপূর্ণ শ্রীরাধাদাস্য লাভ হইতে পারে। আত্মবৃত্তিতে রাধাদাস্যাভিলাষের সহিত নিরন্তর গৌর-বিহিত কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই গৌরারাধনা।

শ্রীভক্তিবিনোদ ও তাঁহার জগদ্‌গুরুত্ব

[ঠাকুর ভক্তিবিনোদবিরহোৎসবোপলক্ষে লিখিত]

"'আচার', 'প্রচার',—নামের কহই দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥"
(চৈঃ চঃ অ ৪।১০৩)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ঠাকুর হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাটী বলিয়াছিলেন। আচার-পরায়ণ প্রচারকই—জগদ্‌গুরু। যাঁহারা কেবল আচার পরায়ণ, তাঁহারা বিবিক্তানন্দী; বিবিক্তানন্দিগণের পরমহংস-ধর্ম্মের আচরণই প্রচার, কিন্তু তদ্দ্বারা উত্তরাধিকারী ভক্ত ব্যতীত সাধারণ জীবমাত্রেই উপকৃত হইতে পারেন না। "প্রচার করিতে গেলে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন নষ্ট হইবে, অতএব নির্জ্জনভজন বা আচার করাই ভাল"—এইরূপ স্বরূপ-বিচারহীন জনগণ জগতের উপকার করা দূরে থাকুক, নিজেরাও সম্যক্ উপকৃত হইতে পারেন না। আবার যাঁহারা আচার-বিহীন হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহার্থ কেবলমাত্র প্রচারের পক্ষপাতী, তাঁহারাও 'জগদ্‌গুরু' পদবাচ্য হইতে পারেন না। যেমন কোন ব্যক্তি প্রচারকের সঙ্গে সাধারণো ভাগবত পাঠ বা নাম-কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু সেইব্যক্তি যদি ঐরূপ ভাগবত-পাঠ বা নামকীর্ত্তনের বিনিময়ে কনক-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ইচ্ছা করেন বা কোন প্রকারে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার 'আচার' হইল না; ঐরূপ আচার-বিহীন প্রচারকের দ্বারাও জগতে কোন সত্যের আদর্শ স্থাপিত হইতে পারিল না—ঐরূপ কার্য্যে তাঁহারও ব্যক্তিগত কোন পারমার্থিক লাভ হইল না, বরং তাহা দ্বারা শ্রীভাগবত ও শ্রীনাম-রূপী ভগবানের চরণে ভীষণ অপরাধই সঞ্চিত হইল—তাঁহার আচারহীন প্রচারে জগতে অসত্যের আদর্শই স্থাপিত হইল মাত্র; সুতরাং সেইরূপ আচারহীন প্রচারক কখনও 'জগদ্‌গুরু' পদবাচ্য হইতে পারেন না।

সাধুগণের আচরণের অনুবর্ত্তন করার নামই—আচার, আর সাধুগণের আচারের কথা জগতে কীর্ত্তন করার নামই—প্রচার। উপরি-উক্ত উদাহরণে সাধুগণের আচারের অনুবর্ত্তন হইল না। সুতরাং আচারহীন হওয়ায় ঐরূপ ব্যক্তির প্রচারের অভিনয়ও 'বিপ্রলিপ্সা' বা 'বঞ্চনাময়ী চেষ্টা' মাত্র হইয়া পড়িল।

কিন্তু যাঁহারা 'সর্ব্বগুরু'—যাঁহারা জগতের আর্য্য, তাঁহারা গুরুবর্গগণের ন্যায় 'আচার-বিহীন প্রচারক' বা অপর ভাষায় 'প্রতারক' নহেন, কিম্বা কেবলমাত্র আচারের অভিনয়কারী কপট নির্জ্জন-ভজনানন্দীও নহেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আসক্ত, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিও সাধুসঙ্গের অভাবে কুযোগী। কিন্তু আচার-পরায়ণ প্রচারকে সেইরূপ উৎপাতের সম্ভাবনা নাই, কারণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আদেশবাহকই মহাবীর সার্ব্বভৌম সম্রাটের ন্যায় সর্ব্বোপরি বিরাজমান থাকিয়া তাঁহার যাবতীয় বিঘ্ন লৌহ-মুদ্গরাঘ্রে কাচভাণ্ডের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবার যোগ্যতা ধারণ করিতেছে—

"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

(চৈঃ চঃ ম ৭।১ ৮-১২৯)

অনুক্ষণ কীর্ত্তনকারিগণ "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—প্রতির আচার-প্রচার-লীলাভিনয়কারী কীর্ত্তন-বিগ্রহ গৌরহরির অনুক্ষণ সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা অভ্র-প্রতিষ্ঠার ন্যায় তাঁহাদিগের কীর্ত্তন-সেবার বিঘ্নোৎপাদিকা না হইয়া সেবা-সহায়কারিণীরূপেই অবস্থান করেন। অতএব যুগপৎ আচার ও প্রচার-পরায়ণ মহানুভব পুরুষই—জগদ্‌গুরু।

আমরা বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল-পুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদে এই 'জগদ্‌গুরুত্ব' পরিপূর্ণরূপে দেখিতে পাই। তিনি নিরন্তর আচার ও প্রচার-পরায়ণ ছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন যে, (চৈঃ চঃ অ ৭।১১)—

"কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥"

তিনি গৌর-কৃষ্ণের অমন্দোদয়-কৃপাশক্তির অবতার। শ্রীগৌর-সুন্দরের 'অন্তরঙ্গ মন্ত্রী', শ্রীগৌরহরির দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদর নীলাচল-ক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের পদযুগলে যে অপূর্ব্ব প্রেমকমলটী অর্ঘ্যস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেই আমরা প্রথমে গৌর-সুন্দরের অমন্দোদয়-দয়া-শক্তিরূপে

৫ম সংখ্যা]

'ভক্তিবিনোদ' নামটীর প্রথম আবির্ভাব লক্ষ্য করি। সুতরাং 'ভক্তিবিনোদ' মহাবদান্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের অমন্দোদয়-দয়াশক্তি—যে শক্তি নিরন্তর জীবের ভক্তিবিনোদন অর্থাৎ জীবাত্ম-স্বরূপকে তাহার স্বভাবে প্রেরণ করিয়া থাকেন। জীবের স্বভাবটী কি, তদ্বিষয়ে আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় এরূপ দেখিতে পাই—**'জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।'**

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার এই একটী মাত্র বাক্যেই বিষয়-প্রতীতি-বিশিষ্ট সেবোন্মুখজনগণের নিকট তাঁহাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার ঐ বাক্যটী আলোচনা করিলেই তিনি কিরূপ ছিলেন, তাহা অতি সুন্দরভাবে জানা যায়। তিনি সম্ভোগবাদী ছিলেন না, কিন্তু তিনি বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসের পরিপোষী ছিলেন; তিনি স্বরূপগণের অনুগত ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ জগদ্-গুরু আচার্য্য।

আমরা সেই গৌরজন জগদ্গুরু আচার্য্যের চরিত্র এবং স্ব-প্রকাশ বস্তুসকল তিনি স্বয়ং তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক যেরূপ প্রকাশিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার আবির্ভাব-দিবসে দিগ্‌দর্শন করিবার প্রয়াস করিব। এ বিষয়ে তাঁহার কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ক্ষেত্র ও নীলাভূমি নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা (বর্ত্তমান নামনগর) নামক একটী মনুষ্যপল্লী জনসমক্ষে গৌরাব্দ ৩৫৭, বঙ্গাব্দ ১২৪৫,—১৮৩৮ ভাদ্র রবিবার শুক্লাবতোদশী তিথিতে কৃপা-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হন।

তিনি যে গৃহে অবতীর্ণ হন, সেই গৃহের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গদেশ কেন—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষ সম্মানাস্পদ, সম্ভ্রান্তমান ও নানাবিধ লৌকিক পুণ্যাদি কার্য্যে বিশেষ অগ্রণী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেও ঐকান্তিক বৈষ্ণবতা-বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন; কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃপা-

(: বিষ্ণুবর ও বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

ঠাকুরের বাণী

শুদ্ধ-ভকত- চরণ রেণু-
ভজন-অনুকূল।
ভকত সেবা, পরম সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল।"
"আমি ত বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
অতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী।"

ঠাকুরের বাণী

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত
সেও ত পরম সুখ।
সেবা সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ।"
পূর্ণ ইতিহাস, দুলিখ যখন,
সেও সুখ দেয় মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর জনে।"

পূর্ব্বক সেইরূপ গৃহে অবতীর্ণ হইয়া বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণসেবোন্মুখতার পরিচয় প্রদান করেন, তজ্জন্য প্রাজ্ঞগণ তাঁহাকে অনেক সময়ে "বৈষ্ণবকুলের প্রহ্লাদ" বলিয়া রহস্যাভিধান করিতেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, উর্দ্দু, পারস্য প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় লিখিত প্রবন্ধসমূহ অন্যাদি তাঁহার অপ্রাকৃত সুপণ্ডিতা-গৌরব ঘোষণা করিতেছে। তিনি বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণ-বিমুখিনী জড়বিদ্যাকে আদর না করিয়া কৃষ্ণোন্মুখিনী পরা বিদ্যারই আদর করিয়াছেন। তাঁহার নিজ ভাষায় সুধীপাঠকবর্গকে সেই কথাটী শুনাইয়া দেই—

"প্রভুবিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিত, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥
• • •
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণমতি দূরে মনে,
তাহারি আদর ভাল নয়।
ভক্তি বাধা যায় যাতে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব॥
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর ক্রিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব॥"

(শ্রীঃ গীঃ, কঃ ১০।১০)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অতীব বাল্যকালীন লীলায় যে সকল "তৃণাদপি সুনীচতা"-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি অতীব বাল্যকালেই হরিপ্রসাদে বিশ্বাস, শুদ্ধ ভগবৎ-প্রয়োজন ব্যক্তি ঘোর সংকোচতার দ্রষ্টা, ঐকান্তিকতা, পরোপকার-প্রবৃত্তি ও সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি গুণে বিমণ্ডিত থাকিবার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় যে মহৎ-কার্য্যের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইটী তাঁহার অতীব বাল্যকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতেই আমরা বুঝিয়া লইতে পারি; উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি নদীয়া জেলার যে 'ঈশা' গ্রামে সর্ব্বপ্রথমে ভাস্করালোক দর্শন করেন, সেই গ্রামে কর্ত্তাভজা ধর্ম্মের আদিগুরু আউলে চাঁদ তৎপূর্ব্বেই পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই স্থানটীর স্মৃতি কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা ভাবীকালে স্বপ্রচারিত নির্ম্মলধর্ম্মে আগন্তুক আবর্জ্জনারাশি বিদূরিত করিয়া পুনরায় শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিবেন বলিয়াই বোধ ঠাকুরের বাল্যকালেই উপ ও অপ-সাম্প্রদায়িকগণের আচরণে ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ নিজ জন ঠাকুরকে ঐরূপ একটী স্থানে আবির্ভূত করাইয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অতীব বাল্যকালেই কর্ত্তাভজা, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার পরিদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার পাঠ্যাবস্থায়ই সাময়িক ইংরেজী সংবাদ-পত্রাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং সভা-সমিতিতে ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিতেন। এই সময় তিনি ইংরেজী ভাষায় একটী কাব্য-গ্রন্থও রচনা করেন। তৎ-কালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অর্থাভাব অত্যন্ত প্রবল হইল, কিন্তু অর্থাটন হইলেও তাঁহার গ্রন্থ-রচনাপদ্ধতি ও বক্তৃতাশক্তি প্রভৃতি দেখিয়া অনেক মহানুভব আঢ্য ব্যক্তি তাঁহাকে তাঁহার ঐরূপ কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ অর্থাদি প্রদানে প্রলুব্ধ হইলেন; কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐরূপ অল্প বয়সেই ব্যবসাতি-সম্প্রদায়ের মত বক্তৃতাদি দ্বারা অর্থার্জ্জনের উপায়কে অত্যন্ত নৈতিক দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ ধর্ম্মপরিপন্থিনী বক্তৃতাদির বিনিময়ে অর্থাদিগ্রহণকে নরক-প্রাপক অপরাধের কার্য্য জানিয়া ঐরূপ নীতিবিগর্হিত ব্যবসায় কোনও প্রকারেই অবলম্বন করিলেন না। আপদ্-ধর্ম্মের ছলে অপরাধ, অধর্ম্ম, অবৈধ কখনও অবলম্বনীয় নহে বিচার করিয়া তিনি কোন শুষ্ক বৃত্তি দ্বারা অর্থার্জ্জনের চেষ্টা করিলেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুরী যাত্রা করেন এবং কটক-বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ লাভ করেন; ইতঃপূর্ব্বে তিনি কেন্দ্রাপাড়া মহকুমায় একটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তথায় শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি ভদ্রক হাইস্কুলেও কিছুকাল গমনে শিক্ষকের পদে আসীন ছিলেন। এই সময় তিনি উড়িষ্যার মঠ সমূহের বৃত্তান্ত অবলম্বনে একটী গ্রন্থ রচনা করেন, ঐ গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের চিত্ত আকর্ষণ করায় তিনি তাঁহার নিজকৃত গ্রন্থে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থ ও মতের প্রশংসা করেন।

মেদিনীপুর অবস্থানকালে তিনি তথাকার সমাজের তিনপ্রকার লোক দেখিতে পান—(১) নীতিরহিত মাদক-দ্রব্যাদি-সেবী ধর্ম্মহীন, (২) ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ও (৩) স্মার্ত্ত-হিন্দু। (১) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চিরকালই দুর্নীতিকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতেন ও সকলকে সেইরূপ উপদেশ দিতেন। যাহারা নীতিরহিত—যাহারা পান, তামাক, গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবনরত, তাহারা কখনই ধর্ম্মের যাজক হইতে পারে না—ইহা তিনি বিশেষভাবে তাঁহার নিজের আচরণের দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহার আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল। তিনি কখনও পান, সুপারী, তামাক কিম্বা কোনও প্রকার কলি-সহচর মাদকদ্রব্য স্পর্শও করেন নাই। তিনি বলিতেন যে, ঐসকল দ্রব্য কখনও মানব জীবনের প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। যাহারা ঐসকল দ্রব্যে আসক্ত, তাহাদের কৃষ্ণাসক্তির অভাব। (১) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবনে কোন দিন কাহারও নিকট এক কপর্দ্দকও ভিক্ষা করেন নাই বা উৎকোচ গ্রহণে স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন কিংবা কোন পাপ বা অপরাধের প্রশ্রয় কখনও প্রদান করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন বৈষ্ণব-ব্রুব প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, অর্থগৃধ্নু কতিপয় ব্যক্তি অর্থ ও উৎকোচের বশবর্ত্তী হইয়া পুরীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত অতিবাড়ী বা গুরু-বিরোধি-সম্প্রদায়কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সে বিষয়ে সহায়তা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই দৃঢ়তা সহকারে ঐরূপ ভক্তিবিরোধিনী চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পরলোকগত নাট্যবিদ্যা-কুশল গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার নিজ রচিত চৈতন্য-লীলার নাটকের প্রথম অধিবেশন দিবসে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অনুমোদন লাভ করিবার জন্য সম্মতি গ্রহণ করিতে আসিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহাতে অস্বীকৃত হইয়া জগতে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম ও শুদ্ধভক্তির পার্থক্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (২) তিনি আরও বলিতেন যে, আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনও জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম হইতে পারে না; তিনি একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। অখিল জীবাত্মার যে নিত্যধর্ম্ম, তাহাই সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম। তিনি তাঁহার স্বরচিত 'প্রেম-প্রদীপ' নামক ধর্ম্মমূলক উপন্যাস-গ্রন্থে এই সকল কথা বিশেষভাবে বিচার করিয়াছেন। (৩) স্মার্ত্তধর্ম্ম—দেহ ও মনের ধর্ম্ম, সুতরাং উহা অতীব সঙ্কীর্ণ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম যে পরম পুরুষের উপাসনা, সেই আত্মধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্মেরই আচার-পরায়ণ প্রচারক ছিলেন। কোন প্রকার বন্ধু বা স্বজনের অনুরোধ, উপরোধ, লোক-প্রিয়তা প্রভৃতি কিছুই তাঁহাকে আত্মার সেই স্বতঃসিদ্ধ অপ্রাকৃত বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত করিয়া কোন প্রকার প্রাকৃত ধর্ম্মকে সহযাজন করিতে দেয় নাই। ব্রাহ্মাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠাত্মজ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নববিধান সমাজের প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এবং তদানীন্তন স্মার্ত্ত হিন্দুসমাজের বহু প্রতিষ্ঠানমান্য ব্যক্তি তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন; কিন্তু তিনি একমাত্র পরিপূর্ণ পরম সত্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবারূপ আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লোকপ্রিয়তার খাতিরে কোন প্রকারে কোন অনাত্মধর্ম্মের সহিত আত্মধর্ম্মের সমন্বয় বা মিলমিশ করিবার অবৈধ আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। অনেক ধর্ম্মাচার্য্যাভিমানী ব্যক্তি লোকপ্রিয়তার খাতিরে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, চিৎ ও জড়, কৃষ্ণ ও মায়া, আত্মধর্ম্ম ও মনো-ধর্ম্মের অবৈধ সমন্বয় করিবার ন্যূনাধিক চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। সার্ব্বভৌমিক আত্মধর্ম্মের একনিষ্ঠ প্রচারক ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে এইরূপ সংক্রামক ব্যাধি কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই; ইহা আত্মধর্ম্ম-প্রচারক ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে সময় ভক্তিধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন, সেই সময় তদানীন্তন সভ্য সমাজে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধানই ছিল না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার নিত্যসিদ্ধা অনুসন্ধিৎসা হইতে জানিতে পারিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব এই বঙ্গদেশে নির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রচারিত মত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কয়েকটী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই সময় বৈষ্ণব-গ্রন্থের সুষ্ঠুভাবে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য মোটেই আরম্ভ হয় নাই। ঘটতলা প্রভৃতিতে তখন এই সমস্ত গ্রন্থের ভ্রমপূর্ণ সংস্করণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবগতির বিষয় ছিল না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহু অনু-সন্ধান-ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত ও আচার-প্রচার-লীলা-প্রতিপাদক হস্তলিখিত গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজ-হস্তে সেই সকল গ্রন্থ লিপি করিয়া লন এবং তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিষৎপ্রতীতির সাহায্যে সেই সকল গ্রন্থের সিদ্ধান্ত-সার সমূহ উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন তিনি সেই সকল গ্রন্থ-প্রচারে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া পড়েন। বর্ত্তমানকালে সাধারণ্যে বিশেষতঃ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের

আলোচনা চলিতেছে, তাহার মূল প্রবর্ত্তক যে একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই—ইহা অকপট নিরপেক্ষ ব্যক্তি-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিছুকাল দিনাজপুরে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার করেন, এই সময় তাঁহার 'ভাগবত শিক্ষা' নামক একটী ইংরেজী বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য দেশীয় পুরুষগণ এই বক্তৃতা শ্রবণে সনাতন ধর্ম্মের সারত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিনাজপুর হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চম্পাবণ্য এবং চম্পারণ্য হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করেন। প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবোদ্দিত লীলা ঠাকুরের হৃদয়ে স্বতঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় ঠাকুর অপ্রাকৃত সুখসাগরে নিমজ্জিত হইতেন। তৎকালে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সমসাময়িক অতিবাড়ী জগন্নাথদাসের অনুগ 'বিষ্কিষণ' নামে এক ব্যক্তি আপনাকে অবতার বোলাইয়া বহু উৎপাতের সৃষ্টি করে; যোগসিদ্ধিবলে বিষ্কিষণ যাহাকে যে ঔষধ প্রদান করিতেন বা যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহা প্রায়ই অব্যর্থ হইত। এই ব্যক্তি নিজকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া প্রচার করাইয়া নানাপ্রকার অবৈধ গর্হিত ব্যাপারে নিজকে লিপ্ত করিয়াছিল; কিন্তু সাধারণ অনভিজ্ঞ সমাজ তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অথবা তাঁহার বুজরুকের যোগসিদ্ধি প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার কবলে কবলিত হইত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অসীম জ্ঞানবল, ঈশ্বরানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা বলে ঐরূপ যোগসিদ্ধ বিষ্কিষণকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করাইয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যের অপ্রাকৃত শক্তির নিকট যোগসিদ্ধ বিষ্কিষণের প্রাকৃত ঐশীশক্তি বা বিকৃতি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান কালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীস্বামীর টীকার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত এবং সমগ্র ষট্-সন্দর্ভ ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু কীর্ত্তন-মুখে প্রচার করেন। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, তত্ত্বসূত্র, তত্ত্ববিবেক বা সচ্চিদানন্দানুভূতি প্রভৃতি কয়েকটী সারগর্ভ তত্ত্বগ্রন্থ এবং বাঙ্গালা মধুর কবিতায় কল্যাণকল্পতরু রচিত হয়। শ্রীকৃষ্ণসংহিতার তত্ত্ববিষয়ে আলোচনা দেখিতে পাইয়া কেহ কেহ ঐ গ্রন্থে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ খিয়োজফিষ্ট মত সমর্থন করিয়াছেন—এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐসকল ব্যক্তিকে তখন বুঝাইয়া দেন যে, তথাকথিত খিয়োজফিষ্ট কখনও আত্মধর্ম্ম পদবাচ্য হইতে পারে না। কৃষ্ণের নিত্য অপ্রাকৃত লীলাবলীকে অধ্যাত্ম ব্যাখ্যাদ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা লীলা-বিরোধিনী নাস্তিকতা মাত্র। লীলা-পুরুষোত্তম অচিন্ত্য শক্তি ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলার অবিশ্বাস হইলেই জীবের মনোধর্ম্মে এইরূপ দুর্বুদ্ধির উদয় হয়; সুতরাং খিয়োজফি বা অধ্যাত্মবিদ্যা কখনও আত্মধর্ম্ম-পদবাচ্য নহে।

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তিমণ্ডপ স্থাপন করিয়া তথায় ভাগবত আলোচনা ও ইষ্টগোষ্ঠী করেন; শ্রীরায়ানন্দ রায়ের ভজনস্থলী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র শ্রীজগন্নাথ-বল্লভোদ্যানে ভাগবত-সংসৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়া হরিকথা-আলোচনায় উদ্যোগ করেন। এই সংসদ্ভিতে তাৎকালিক হরিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই যোগদান করিয়াছিলেন। কেবল প্রসিদ্ধ কাঠাধারী রঘুনাথ দাস বাবাজী যোগদানে বিরত ছিলেন। উক্ত বাবাজী মহাশয় কিছুদিনের মধ্যেই অরণ্টায় পীড়িত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ভক্তচরণে স্বীয় অপরাধের বিষয় অবগত হইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপাপ্রার্থী হন। এই সময় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীস্বরূপ দাস বাবাজী নামে একজন নির্ম্মৎসর পুরুষ অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম ভজনে ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি অনেক সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত নিরন্তর কৃষ্ণ নাম ভজন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু-পদচিহ্ন-সংরক্ষিত প্রাঙ্গণে শ্রীটোটা গোপীনাথে ও অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণরূপ আচার ও প্রচারে ব্যস্ত থাকিতেন।

এইরূপে কিছুদিন পুরুষোত্তমে অবস্থান করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের ইচ্ছা ক্রমে গৌড়মণ্ডল হইতে ব্রজমণ্ডলে গমন করেন এবং তথায় ভজনানন্দী বৈষ্ণবদিগের সঙ্গ করিয়া প্রকৃত আনন্দ প্রাপ্ত হন। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের নাম উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবন ধামে করিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সজ্জনতোষণী নাম্নী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

ভক্তিস্বরূপিণী সজ্জনতোষণীর সেবা-নিয়ম উপস্থিত হইবে বলিয়া অধিকদিন শ্রীধামবৃন্দাবনে অবস্থান করিবার পরিবর্ত্তে

শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা প্রভৃতি অনেক দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করেন। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয়। এই সময় শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা, চৈতন্যোপনিষদ্ ভাষ্য, আত্মতত্ত্ব, শ্রীচরিতামৃতের অমৃত-প্রবাহ-ভাষ্য রচনা ও ভক্তিপ্রচার কল্পে কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য যন্ত্র স্থাপন করেন।

ঠাকুরের সংগৃহীত
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ

শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে তিনি বিশ্ববৈষ্ণব সভার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের প্রচার কল্পে বিবিধ অনুষ্ঠান করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্যাব্দের প্রচলন কল্পে শ্রীচৈতন্যপঞ্জিকা প্রচার এবং হরিকথা প্রচার উদ্দেশ্যে নানাহরিসভায় ও বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে বক্তৃতা প্রদান প্রভৃতি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অহৈতুকী চেষ্টা জীবের নিত্য কল্যাণ সাধন করিতেছে। সেই সময় হইতেই শ্রীগৌর-জন্মোৎসব বঙ্গদেশে জাতীয় পর্ব্বের ন্যায় প্রতি ঘরে ঘরে লক্ষিত হইতেছে। গৌরচন্দ্রপতাকীর অন্তে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রীগৌর আলোচনার যে প্রবৃত্তি লক্ষিত হইতেছে তাহার একমাত্র সজীব মূল কারণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

ইংরাজি ১৮৮৭ সালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মাথুরমণ্ডলে কোন যামুনপুলিনময় বনে নির্জ্জনে ভজন করিবেন ইহা স্থির করিলেন। এমন সময় একদিন রাত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে তাঁহাকে বলিতেছেন—"তুমি বৃন্দাবনে যাইবে, তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীধাম নবদ্বীপে যে কার্য্য আছে তাহার কি করিলে?" এই স্বপ্ন দর্শনের পর ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া নীয় প্রভুর আদেশ পালনে বিশেষ যত্নবান হইলেন। তিনি কৃষ্ণনগর যাত্রা করিয়া তথায় অবস্থানপূর্ব্বক প্রভুর লীলাস্থানসমূহ দেখিবার জন্য নানারূপ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎ-কালে স্থানীয় লোকসমূহ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি চেষ্টায় সর্ব্বদা বিব্রত থাকিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রাকৃত চেষ্টার কোন প্রকার সহায়তা করিতে সমর্থ হন নাই। একদিন সন্ধ্যার পর গভীর অন্ধকারময় রজনীতে গঙ্গাতীরে একটী দালানের ছাদে উঠিয়া গঙ্গার উত্তরাংশে একটী আলোকময় অলৌকিক অট্টালিকা তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে সেই দিকে বল্লালদিঘী নামক গ্রাম আছে। পর সপ্তাহে বল্লালদিঘীতে রাত্রি যাপন করিয়া গভীর রজনীতে পদব্রজে ঐসকল জ্যোতির্ম্ময় স্থান দর্শন করেন এবং পুরাতন লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে, উহাই শ্রীপ্রভুর প্রকট ভূমি। পরে ঠাকুর পরমানন্দ ও নবহরি চক্রবর্ত্তীর পরিক্রমা, শ্রীভক্তি রত্নাকর ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত আলোচনা করিতে গিয়া ঐসমস্ত পল্লীর উল্লেখ দেখিতে পাইলেন। এই সময়েই শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য রচিত হয়। বাংলা ১৩০০ সালের মাঘ মাসে কৃষ্ণনগরে একটী সভায় শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারের ব্যবস্থা হয় এবং শ্রীমায়াপুরে সেবা প্রকাশ হইবে স্থির হয়। এই বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল-বিগ্রহের সহিত মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার স্ব-লিখিত জীবনীর ২০১ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশিত হইলে আধুনিক কুলিয়া নবদ্বীপে বড়ই হিংসার উদয় হইল। কত কথা বলিতে লাগিল, গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে অনেক প্রকার গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সহতানী কথায়

কেন পশ্চাৎপদ হইবেন ? তাঁহারা বহির্মুখ ধনলোভী লোকদিগের কথাই কর্ণপাত না করিয়া দেব-সেবা ও মন্দির স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।" তিনি তাঁহার সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার ৮ম খণ্ডে (৮ম বাঙ্গালা ১৩০৩ সালে প্রকাশিত) এ সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন,—"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেদিন হইতে শ্রীমায়াপুরের যাথার্থ্য গোপন করিয়া কতকগুলি লোক কনক-কামিনী সঞ্চয়ে যত্নবান্ ছিল। যে মুহূর্ত্তে শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তেই ঐসকল কলির চেলাগণ নানা আকারে এবং নানা কৌশলে ধামের মাহাত্ম্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পরমেশ্বর ও তাঁহার সত্য অক্ষয়, এই দুই বৎসরের মধ্যে কলির চেলাদিগের মুখে কালি চূণ পড়িয়াছে, তজ্জন্যই আর তাহাদিগের কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং নিজে নিজেই তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। কলির কি খেলা, অমাবস্যাকে পূর্ণিমা বলিয়া প্রকাশ করিয়া, তাহাতে তাহাদের ক্রিয়া আরম্ভ করিল, কিন্তু লোকে সহসা তাহাদিগের কার্য্য চিনিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকে তাহাদিগের প্রতি ধাক্কা করিতেছে।" (সঃ তোঃ ৮।২)

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীহরিনাম প্রচার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্থানসমূহে এবং তৎপর বৎসর কাঁথি মহকুমায় সাউরী প্রভৃতি অনেকগুলি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই কালে শ্রীরামানুজীয়-সম্প্রদায়ের দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীরাঘবাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিত "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্"—শ্লোকানুসারে বর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহাকে গৌরবিহিত কীর্ত্তনের সর্ব্ব-শ্রৌতাভিধেয়ত্ব বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার ব্রজবিজয়-কালাবধি অনুক্ষণ নাম-ভজনে ব্যাপৃত ছিলেন। তথাপি শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী তাঁহার শ্রীমুখ-কমল হইতে অনেকগুলি শ্রীগ্রন্থ লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জৈবধর্ম্ম, ভাগবতার্ক-মরীচিমালা, ভজন-রহস্য, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণির ন্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [স্থানাভাবে ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রদত্ত হইতে পারিল না। আগামী সংখ্যায় প্রদত্ত হইবে।]

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জনরূপ বৈষ্ণবাচারের আদর্শ প্রদর্শনকল্পে ও জড়াসক্ত প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিষয়প্রবৃত্তি নিরাসকল্পে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যে ভাগবত-পরমহংস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি 'স্ব-নিয়ম দ্বাদশকম্' নামক একটী গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় দেখিতে পাই—"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'। ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি॥" তাই ঠাকুর নিত্যকৃষ্ণবহির্ম্মুখ জগতের স্বাভাবিকী রুচি দর্শন করিয়া এবার সাধারণ লোকচক্ষে ব্যবহারিক দুঃখ প্রকাশচ্ছলে মৌনাবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিলেন। আমাদের প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

শ্রীগৌরবিমুখ ভাব, রাধাকৃষ্ণ প্রেমাভাব,
ভকতিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি,
ব্যাধি-ছলে মৌনী তবে॥
অবনদি-জড়ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজলাভ,
অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য ধরা, দেখি প্রকাশিল ত্বরা,
অন্তর দশায় দুঃখে সুখে॥
মিছা ভক্ত অভিমানে, মূঢ় লোক নাহি জানে,
অপরাধ কৈল ভক্ত পায়।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্তে দেখিবারে,
অবশেষে অপরাধ হায়॥
জীবের দুর্গতি হেরি, কত অশ্রুপাত করি,
শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আদেশিল ভক্তরাজ, কর গৌরহরি-কায,
এবে তুমি করিয়া আচার॥
হৃদয়ে বলিল কেবা, দয়িত দাসের সেবা
গোপীধন কথার কীর্ত্তন।
পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি, তার কর অনুবৃত্তি,
প্রচার করহ অনুক্ষণ॥
বিনোদের পদরেণু, স্মরি যবে আরম্ভিনু,
অনুবৃত্তি লিখিতে যখন।
অষ্টশ্লোক হলে পর, ভকতিবিনোদ বর,
বিজয় করিল ব্রজবন॥

১৩২১ বঙ্গাব্দে ৯ই আষাঢ় মধ্যাহ্নের অনতিপূর্ব্বেই শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট তিথিতে রূপানুগ গৌরজনবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রূপানুগজনগণের একান্ত-

ঈশিত রাধাকুণ্ড তটস্থিত আনন্দ-সুখদকুঞ্জ নামক মাধ্যাহ্নিক কৃষ্ণবিহার স্থলীতে বিহার করেন।

আমরা পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয় দয়াশক্তির অবতাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি, পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে কিরূপ দয়া বিতরণ করিয়াছেন, ইহার উত্তর আমরা নিজেরা প্রদান না করিয়া স্বয়ংপ্রকাশ বৈষ্ণবাচার্য্য নিজকে নিজে যেরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি তাঁহার স্ব লেখনীতে যেরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন, আমরা তাহাই উদ্ধার করিতেছি মাত্র। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের একটী পয়ার উল্লেখ করিয়া দয়ার প্রকাশ সম্বন্ধে এরূপ লিখিতেছেন,—

"ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি হয়।
সেই কর্ম্মভক্তিহীন পরহিংসা যায়॥

দয়াহীন ভক্ত হইতে পারে না, তবে ভক্তিহীন দয়াদৃতা যাহা দেখা যায়, তাহা কেবল চিত্তের আর্দ্রতার কুণ্ঠভাব মাত্র। কুণ্ঠভাব দূর হইলেই ভক্তি ও জীবে-দয়া এক হইয়া প্রতীত হয়, সুতরাং মহাপ্রভুর উপদেশ চৈতন্যভাগবতে এই যে,—

প্রভু বলে বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি'।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে দয়া করি॥

সর্ব্বভূতে দয়া তিন প্রকার। জীবের স্থূলদেহ সম্বন্ধে যে দয়া তাহা সৎকর্ম্মের মধ্যে গণিত। ক্ষুধিত জীবকে ভোজন দান, পীড়িত জীবকে ঔষধ দান, তৃষিত জীবকে জল দান, শীত-পীড়িত জীবকে আচ্ছাদন দান এই সকলই দেহ সম্বন্ধীয় দয়া হইতে নিঃসৃত। বিদ্যাদানই জীবের মনঃসম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। কিন্তু জীবের আত্মসম্বন্ধিনী দয়াই সর্ব্বোপরি। সেই দয়া হইতেই জীবগণকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সংসার-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন হয়। কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণ-জীবের নিত্যমঙ্গল তত্ত্বের অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধিনী ও মনঃসংশ্লিষ্টা দয়াকে অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণ মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকে অধিক আদর করেন। শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিপ্রচারদ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গল সাধনের যত্ন করেন। দয়া কখনই ভক্তি হইতে পৃথক্ নয়। মূলবৃত্তি প্রেমা। সেই প্রেম কৃষ্ণে প্রযুক্ত হইলে ভক্তি, সৎজীবে প্রযুক্ত হইলে মৈত্রী, অমঙ্গলপ্রাপ্ত জীবে প্রযুক্ত হইলে দয়া এবং বিদ্বেষী অর্থাৎ দুষ্ট অসৎ ব্যক্তিতে প্রযুক্ত হইলে উপেক্ষারূপেই লক্ষিত হয়।" (সজ্জনতো ১।১।৮)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই চতুর্ব্বিধ ভাবেই প্রেম যাজন করিয়া জগতে ভক্তিবিনোদন কার্য্যের আদর্শ স্থাপনপূর্ব্বক সার্থকনামা হইয়াছেন। একদিকে গৌরকৃষ্ণে তাঁহার যেরূপ অহৈতুকী অপ্রতিহতা প্রেমভক্তির আদর্শ লক্ষিত হয়, অন্যদিকে শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, অমঙ্গল প্রাপ্ত জীবের প্রতি অমন্দোদয়-দয়া এবং ভক্তি ও ভক্তিবিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষারূপ দয়ারও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গৌরকৃষ্ণ প্রেমের আদর্শ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একান্ত গৌরৈকনিষ্ঠ গৌরজন হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের পরাৎপরত্ব, অবতারিত্ব বা স্বয়ং-রূপত্ব এবং গৌরমন্ত্রে গৌরপূজা সঙ্কৃতি সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিলেও তিনি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া উৎপাতস্বরূপিণী ঐকান্তিকী গৌরভক্তি (?) প্রদর্শন করিতে যান নাই, তিনি গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ নিজ-জন শ্রীস্বরূপ রূপের অনুগত হইয়াই গৌরৈকনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি গৌরকৃষ্ণে ভেদবাদী গৌরভক্ত বা গৌরনাগরী-মতকে 'গৌরভক্তি' বলিয়া কোন দিনই স্থান দেন নাই; ইহা তাঁহার লেখনী সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিতেছে—

"আজকাল কতকগুলি লোকের মনে এইরূপ হইয়াছে যে, কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর গতি নাই। তাঁহার নামস্মরণ ও তাঁহার মন্ত্র উপাসনা ব্যতীত আর উপাসনা নাই। এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই—একথা নিতান্ত সত্য, কিন্তু কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ আশ্রয় করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহারাই জগতে পরম ধন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করা যাঁহাদের মত হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। গৌর-কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই, যাঁহারা মনে করেন গৌরাঙ্গচরণ আশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাঁহাদের গৌর-কৃষ্ণে ভেদ জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। কৃষ্ণ-লীলায় ভজন বিষয় প্রতিষ্ঠিত; গৌর-লীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র

যত পাঠ করা যায় কৃষ্ণলীলায় ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা যত পাঠ করা যায় ততই গৌরলীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া গৌর এবং গৌর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। গৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদিত হয়। এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। 'আমরা গৌর ভজিব আর কৃষ্ণ স্মরণ করিব না'—একথা একটী দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ 'কৃষ্ণ ভজিব গৌরকে স্মরণ করিব না',—ইহাও মহাদুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে কলিজীবের পরমাদৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণশূন্য গৌর-উপাসনা একটী নূতন প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের দ্বারা গৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না। সমস্ত গোস্বামি-মণ্ডলীর উপদেশ অবজ্ঞাপূর্বক যাহারা কেবল গৌরবাদী হইবেন, তাহাদের একটী নূতন পন্থা হইল বলিতে হইবে।" (শ্রীঃ তোঃ ১১।৬।১৯)

"গৌরভক্তকে কৃষ্ণ হইতে কোন ক্রমে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটী পৃথক্ ভজন-লীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে 'নবদ্বীপ-নাগর' মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না; কিন্তু রসমার্গে তিনি শ্রীরাধাবল্লভরূপে একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্দন-রূপে সেই ব্রজরসের একমাত্র গুরুরূপে উদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞান কর। অষ্টকালীয় কৃষ্ণলীলার উদ্বোধক ভাবস্বরূপ গৌরলীলা সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ কর।" (বৈষধর্ম্ম ৩৯ অঃ)

(১) ঔকুলেরা গৌরাঙ্গকৈঙ্কর্য্যনিষ্ঠা-রূপ প্রেম

"শুদ্ধ-ভক্তি-পরিপন্থি সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥
ভক্তি-প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব॥
গৌরাঙ্গ-বর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান কভু নাহি আনি॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তিবহির্ম্মুখ নিজ-জনে জানি পর॥
ভক্তির বাধিকা শূন্যা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥" (শরণাগতি)

শ্রীঠাকুরের ভিন্ন নিত্য স্বরূপ ও জীব গৌরকিশোর

(২) ঔকুলের গুরুবৈষ্ণবে মৈত্রীরূপ প্রেম

নিঃসঙ্গ বা প্রকৃত নির্জ্জন ভজন কি?

"শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। • • • কেবল গ্রন্থচর্চ্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম-ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর যোগাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবা দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্নসহকারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব-সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতা উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু-বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ প্রেমরূপে পরিণত হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য-প্রকার সকল যত্নই বিফল হয়।" (বৈষধর্ম্ম ১৭শ অঃ ও শ্রীঃ তোঃ ৮।২।৬৭-৬৮)

(৩) ঠাকুরের শুদ্ধভক্তি-প্রচার-রূপা অমন্দোদয়-দয়া

ধর্ম্ম কি এক না বহু ?

"বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই, অন্যান্য যত প্রকার ধর্ম্ম জগতে চারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপান-স্থলে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে, বিকৃতি-স্থলে অনুযায়রহিত হইয়া নিজের শুদ্ধিতত্ত্ব আলোচনা করিবে। অন্য কোন পন্থাকে হিংসা করিবে না ; যাহার যখন শুভদিন হইবে, সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে সন্দেহ নাই।" (জৈবধর্ম্ম ৮ম অঃ)

বিষ্ণুপাসনা মাত্রই কি শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম ?

"পঞ্চ-উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণু-উপাসনা, তাহাতে দীক্ষা, পূজা সমস্ত বিষ্ণু-বিষয়ক ; কখনও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নয়। এবম্বিধ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে পৃথক করিলে যে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। কলি-দোষে অনেকেই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ধর্ম্মকেই 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' বলেন।" (জৈবধর্ম্ম ৪র্থ অধ্যায়)

বৈষ্ণবতা কি পৌরুষপরম্পরাগত ?

"সাংসারিক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে, তাহাতে পরমার্থ-ধর্ম্মের সংস্রব নাই। পরমার্থ ধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তিনিষ্ঠ। • • 'বৈষ্ণববংশ' বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ-পরম্পরা যে কেহ 'বৈষ্ণব' হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবনকুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে 'বৈষ্ণব' হইয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়। আবার নিতান্ত অনার্য্যকদিগের বংশে অনেক 'বৈষ্ণব' উৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং 'বৈষ্ণব-জাতি' বা 'বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ' বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে। স্বার্থপরতা ও অযোগ্যতাই ইহার মূল।" (সঃ তোঃ ৯।৯।২)

"গোস্বামী-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা সরল গৌর-ভক্তি অর্জ্জন করিতে পারি না। অত্যাপত বৈষ্ণবের নিকট ভেক ধারণ করিয়াও আমরা কেবল সংসার-উপাসনা করিতে থাকি। কলিই আমাদের সকল উৎপাতের একমাত্র কারণ হইয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করে।"

"আদৌ মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দ্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পরস্ত্রী, পরের ধন, পরের সম্পত্তি—এই সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐসকল কার্য্যে কখনই রত হন না। ভণ্ড তপস্বী ও বৈড়ালব্রতিগণেরাই 'মন্ত্রাচার্য্য'-পদের বলে নানাবিধ পাপ-কার্য্য করেন।" (সঃ তোঃ ৪।১০।১৯৭)

কৃষ্ণনামাদি কি ভোগীর পণ্য দ্রব্য ?

"হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার নির্ব্বাহের বৃত্তিস্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নাম-দাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেমফল লাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়, একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য ; অতএব শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।" (সঃ তোঃ ৮।৪।২৫)

প্রচারকের যোগ্য কাহারা ?

"শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নামরস সেবন করেন, তাঁহারাই প্রচারকের যোগ্য। প্রচারকদিগের নামাপরাধগুলি ভালরূপে জানা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম-প্রচারক হইবেন। নাম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।"

(সঃ তোঃ ১০।১২।২৪)

প্রকৃত মানদধর্ম্ম কিরূপ ?

"বৈষ্ণবেরই সম্মান। 'বৈষ্ণব-সম্মান' যদি শুদ্ধবৈষ্ণব হন, তবে তাঁহার ভক্তি-তারতম্য-ক্রমে সম্মানের তারতম্য। 'বৈষ্ণব-সন্তান' যদি কেবল **ব্যবহারিক মনুষ্য** হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যবহারিক মনুষ্য মধ্যেই গণনা করিবে; **'বৈষ্ণব' বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না।** যিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে **বৈষ্ণবোচিত সম্মান** করিবে, যিনি বৈষ্ণব নন, তাঁহাকে **মানবোচিত সম্মান** করিবে ; অন্যের প্রতি 'মানদ' না হইলে হরিনামে অধিকার জন্মে না।" (জৈবধর্ম্ম ৮ম অধ্যায়)

কলির সেবক কাহারা ?

"কেহ কেহ কপট ভক্তি দেখাইয়া অর্থ-সংগ্রহ করে। হরিনাম-কীর্ত্তন যে ভাল কর্ম্ম, তাহা দেখাইয়া হরিসংকীর্ত্তনের দল করিয়া প্লেগ, মহামারী ও অন্যান্য পাপ-নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বার্থ-সাধক নগর-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে। কর্ম্মিগণ অর্থপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া একটী কপট পন্থা বাহির করে। নাস্তিকগণ শূন্য বা শূন্যপ্রায় কল্পিত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদিগকে 'ধার্ম্মিক' বলিয়া চালাইতে চায়। প্রতিদিনই জগতে ঐ প্রকার কপট-ক্রিয়া চলিতেছে। আবার উহাদের কথা এই যে, ভাল বস্তুর ভাণও ভাল। এই উপদেশ দিয়া তাহারা কপট-বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কলির সেবা করিতেছে।" (সজ্জনতোষণী)

শুদ্ধভক্তিযাজীর নিরপেক্ষতা কিরূপ ?

"কেবল দীক্ষাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্যভক্তিতে যাঁহার অনন্যশ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচি পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ। আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন—যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না, ভক্ত দেখিলেই অঙ্গ পুলক হয়, কখনও কখনও কথা আলোচনার দশা প্রাপ্ত হন; আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সহায়তা করেন; বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠক-বর্গ! এই প্রকার লোকসকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তিতত্ত্বের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা-লাভের লোভে এবং কোন স্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তি-লোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।" (সঃ তোঃ ৮।১০।২৯৭)

বৈষ্ণবর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কিরূপ ?

"শূদ্রাদি গৃহে যদি শম-দম-বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম হয়, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে, অর্থাৎ জন্ম বশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না, কেবল ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে জ্ঞানহীন ও সমাধিবিহীন হইলে বিপ্র-সন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলা যাইতে পারে, তাহা মনুও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।" (তত্ত্বসূত্র ১২২ পৃঃ)

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী আচার কিরূপ ?

"ভাক সন্ন্যাসীদিগের বর্ণাশ্রম-লোপরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুলপটীয়া, অতি-বাড়ী, স্বেচ্ছাচারী ভাক ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ চেষ্টা সকল অত্যন্ত অহিতকর। ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা যে পাপ সঞ্চয় করে, তাহা জগন্নাশকার্য্য বিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ।"

সহজিয়াগণের চেষ্টা কিরূপ ?

"চিৎশরীরে যে জীবের গোপীদেহ প্রাপ্তি ও কৃষ্ণসঙ্গ লাভ, তাহা প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত। উক্ত সম্প্রদায়ে যে কোন পুরুষ বেশ থাকিলেও চিদ্দেহে সকলেই স্ত্রী। বাহ্যদেহগত স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক এবং পুরুষদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক। কেন না একত্র হইলে রস-তত্ত্বে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষগত বৈরস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্ত্রের অন্যার্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে বাঁচাইবার চেষ্টায়, উত্তম সাধু-দিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকারে গুপ্ত রসিকগণ অনেকেই পতিত হইয়া সাধারণ লম্পট স্ত্রীপুরুষের ন্যায় জগতে ঘৃণিত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণভজন করিতে হইলে প্রথমে সাধুচরিত্র হওয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষসঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। জড়চিন্তা ও জড়সঙ্গকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী না হইতে পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।" সঃ তোঃ ১০।৮।১৭

কেবল শাস্ত্র পড়িয়া কি শুদ্ধ বৈষ্ণবতা লাভ হয় ?

"কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাদৃশ জ্ঞান-কর্ম্ম প্রয়াস পরিত্যাগ করতঃ ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ ভজনের মূল, তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।" (সঃ তোঃ ১১।৭।২)

(৪) ঈক্ষুরের উপেক্ষা-রূপা কৃপা

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণ পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।" (সঃ তোঃ ১৩।১।২)

"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতি বিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি॥" (বন্ধুতত্ত্ব)

"কেশব তুয়া জগত বিচিত্র।
করম বিপাকে, ভব বন ভ্রমই,
পেখলুঁ বহু বিচিত্র॥ ১॥
তুয়া পদ বিস্মৃতি, আমর যন্ত্রণা,
ক্লেশ দহনে দহি যাই।
কপিল পতঞ্জলি, গোতম কণভোজী,
বৈমিনী বৌদ্ধ আওয়ে ধাই॥ ২॥
তব কই নিজ মতে, মুক্তি যাচত,
পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো সব বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ॥ ৩॥
বৈমুখ জনকে, ভটসো সব,
নিরমিল বিবিধ পসার।
অতএব দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকত চরণ করি সার॥" ৪॥ (শরণাগতি)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৪, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

গঙ্গা

[শ্রীপাদ কলিবৈরি বেদান্তভূষণ]

গঙ্গা পতিতপাবনী, সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী। গঙ্গার মাহাত্ম্য ভারতবর্ষে কাহারও অবিদিত নাই। কি শাক্ত, কি শৈব, কি সৌর, কি গাণপত্য, কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি পাপী, কি পুণ্যবান্—সকলেই সমস্বরে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অধিক কি নাস্তিক-গণের মুখেও অনেক সময় গঙ্গার মাহাত্ম্য শুনা যায়; অতএব গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতবুদ্ধির সাহায্যে চিদ্‌ঘন-স্বরূপিণী বিষ্ণুপাদপদ্মস্থা গঙ্গাকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত বৈষ্ণব-গণের অপ্রাকৃতানুভূতির সূক্ষ্ম পার্থক্য বিচারপূর্ব্বক গঙ্গার প্রকৃত মাহাত্ম্য বর্ণন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রস্তাবিত বিষয় বর্ণন করিবার পূর্ব্বে আমরা সাধারণের গোচরার্থ সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ক ঐতিহাসিক বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। ঋগ্বেদ (১০।৭৫।৫) কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, শতপথব্রাহ্মণ, পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি সকল প্রাচীনগ্রন্থেই 'গঙ্গা' নামের উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গঙ্গাদেবীকে সৃষ্টির আদিতে গোলোকে রাসমণ্ডলে গোপ-গোপীগণাকীর্ণ শুভ রাসা-মহোৎসবে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-অঙ্গদ্রব-সম্ভূতা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণে গঙ্গাদেবীকে গিরিরাজ হিমালয়ের মেনকা নাম্নী পত্নীর গর্ভ-জাত কন্যা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। দেবগণ দেবকার্য্য সাধনেচ্ছু হইয়া হিমালয়ের নিকট হইতে গঙ্গাদেবীকে ভিক্ষা করিয়া লন; পরে কপিলের শাপে সগরবংশ ধ্বংস হইলে বিনতা-নন্দন গরুড়ের উপদেশানুসারে অংশুমান্ গঙ্গাকে মর্ত্তালোকে আনিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে ঐ বংশে দিলীপ-পুত্র রাজর্ষি ভগীরথ লোকার্ণে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া গঙ্গা-দেবীকে ভূতলে আনয়ন করেন। ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন-কীর্ত্তি ভারতবর্ষীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারও অবিদিত নাই। অতএব তৎসম্বন্ধে এস্থলে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায়ে গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণু বলিরাজের যজ্ঞে

ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দুই পদে ত্রিভুবন অধিকার করেন। তৎকালে তাঁহার বাম-পদাঙ্গুষ্ঠের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ঊর্দ্ধভাগ বিদীর্ণ হইয়া একটী ছিদ্র হয়; ঐ ছিদ্রপথে একটী জলধারা উদ্গত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম ধৌত করিয়া সহস্রধারায় স্বর্গে বিশেষভাবে প্রবাহিতা ছিলেন। ঐ ধারা ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা বলিয়া বিষ্ণুপদী নামে কীর্ত্তিতা হইতেন। তৎকালে তাঁহার ভাগীরথী প্রভৃতি সংজ্ঞা ছিল না। বিষ্ণু যে অদ্রিতে হরি এবং সপ্তর্ষিগণ-প্রমুখ ভক্তগণ সকলে গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিতেন। হরিপদ-প্রসূতা গঙ্গাধারা আকাশপথে চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া প্রথমে সুমেরু-শিখরে ব্রহ্মালয়ে পতিত হন। তথায় চারিধারায় বিভক্ত হইয়া সীতা, অলকানন্দা, বক্ষু ও ভদ্রা এই চারি নামে সাগর প্রবেশ করেন।

এই ত গেল গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়িণী কথা। এখন গঙ্গাসম্বন্ধে অপ্রাকৃতত্ব বিষয়টি আলোচনা করিলে গঙ্গার মাহাত্ম্য সাধারণের উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে। দ্রষ্টার প্রতীতি-ভেদে একই বস্তু বিভিন্নরূপে প্রতীত হন; দ্রষ্টৃ-ভেদে প্রতীতি-ভেদ, সুতরাং কর্ম্মিগণের প্রতীতির সহিত জ্ঞানী বা যোগিগণের প্রতীতির, আস্তিকগণের প্রতীতির সহিত নাস্তিকগণের প্রতীতির ভেদ আছে, আবার অপ্রাকৃত জ্ঞানী ভক্তের প্রতীতি এবং প্রাকৃত জ্ঞানীর বা কর্ম্মীর অথবা প্রাকৃত নির্ব্বিশেষবাদীর কিম্বা আস্তিক-রূপ ও নাস্তিকের ধারণা কখনই এক নহে।

কর্ম্মিগণ প্রাকৃত সলিলে তীর্থ অর্থাৎ পবিত্রবুদ্ধিবিশিষ্ট। তাহাদের ধারণা প্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্র সংযোগে এই জড় শব্দটী অপবিত্র হয়। গঙ্গাজলে স্নান করিলেই সেই অপবিত্রতা দূরীকৃত হয়। কুপথে আত্মবুদ্ধি হইতেই এইরূপ বুদ্ধি। বস্তুতঃ দুরাকুল জলে মৌত করিলে যেরূপ শুদ্ধ হয় না, গঙ্গার সেরূপ শত সহস্রবার বিধৌত হইয়াও স্বীয় মলিনত্ব পরিত্যাগ করে না, আধিক মলোন্নিক্ত এই দেহটীও সেইরূপ শতসহস্রবার গঙ্গাদি তীর্থ সলিলে মৌত করিলে কখনই পবিত্র হইতে পারে না। কর্ম্মিগণের ধারণার প্রতিকূলে শ্রীল বোপদেবের শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটী নিম্নোদ্ধৃত করিয়াছেন,—(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"যজ্জাধীঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

যিনি বাত-পিত্ত-কফাত্মক শবতুল্য জড় শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদিতে আমার বুদ্ধি, পার্থিব প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধি এবং জলাদি জলে তীর্থবুদ্ধি করিয়া থাকেন, কিন্তু তীর্থপাদ ভগবানে ও তদ্ভক্তে তীর্থবুদ্ধি, পূজ্যবুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধি করেন না, তিনি গবাদিপশুগণের মধ্যে রাসভতুল্য অর্থাৎ অত্যন্ত নির্ব্বোধ। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ ও তৎসম্বন্ধিবস্তু সকলই চিন্ময়, সুতরাং নিত্য ও পবিত্র। ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান বা চিন্ময়বুদ্ধিরহিত হইয়া প্রতিমাদিতে ঈশ্বরবুদ্ধি বা জলে তীর্থবুদ্ধি পৌত্তলিকতার অন্তর্গত; তাহাই মায়া।

পৌত্তলিকগণের বুঝা উচিত, গঙ্গার এত মাহাত্ম্য কেন? তিনি বিষ্ণু-পাদপদ্মোদ্ভূতা বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই বিষ্ণু জড় বা জড়দেশ-কালাতীর্ণত বস্তু নহেন, তিনি বিশুদ্ধ চিন্ময়। বিষ্ণু-পূজক বৈষ্ণবগণও তাদৃশ; বৈষ্ণবের বিশুদ্ধ চিন্ময় হৃদয়ে ভগবান্ বিষ্ণুর অবস্থান। ভক্তের জিহ্বায় বিষ্ণু শব্দ-ব্রহ্মরূপে নিরন্তর নৃত্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-দর্শন বা বৈষ্ণব-সেবাই বিষ্ণু-দর্শন বা বিষ্ণুসেবা। অতএব বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা-শ্রবণরূপ বৈষ্ণব-সেবাপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়স্কর বস্তু জীবের আর কি থাকিতে পারে? পৌত্তলিকগণ বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণ অপেক্ষা গঙ্গাস্নানাদিকে যে বহুমানন করেন তাহা তাঁহাদের চিন্ময় বুদ্ধির অভাব বা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। তাঁহাদের জানা উচিত যে, গঙ্গাদেবীও ভক্তগণের বন্দনীয়া। দেবতাগণ ভক্তগণের অঙ্গ-স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করেন, কেন? ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের নিত্য-অবস্থান বলিয়া। গঙ্গা স্পৃষ্ট হইলে পবিত্র করেন, কিন্তু ভক্তের দর্শনমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মপাশ ছিন্ন হইয়া জীবমাত্রকেই ভগবদ্ভজনের উপযোগী করিয়া তুলে; কেননা ভক্তের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবান্, যাঁহার পাদ-পদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, তিনি নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ারূপে বহুরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। এই-জন্য শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

"হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্ম-পাশ॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ১৬।২০২-২৪০)।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি ভক্তগণ গঙ্গা-স্নানাদি করেন না? শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীবাসপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ সকলেই ত গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছেন; এমন কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতা বসুদেব প্রতিম জগন্নাথমিশ্রও গঙ্গাবাসের উদ্দেশ্যে নিজ-পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া নদীয়াতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কথার যথার্থ সিদ্ধান্ত কি? ইহার উত্তর এই যে, গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি ব্যাপার নিত্যনীয় বা অকর্ত্তব্য—এরূপ নহে; তবে লৌকিক বা প্রাকৃত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আনুষঙ্গিক ঐ সকল কার্য্য নিতান্ত হেয় বা তুচ্ছ—ইহাই আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য।

গঙ্গা বিষ্ণু বস্তু, তাঁহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভোগ্য বুদ্ধি বা আমাদের অগ্রিন্দ্রিয়ের স্পৃহ সামান্য জলবুদ্ধি গঙ্গার চরণে অপরাধকার। এতৎপ্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ভাগবতীয় পদ্যটী একান্ত আলোচ্য। বিষ্ণু, বৈষ্ণব, গঙ্গা প্রভৃতি ভগবৎসম্বন্ধি চিন্ময়বস্তুর সম্বন্ধ জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধজ্ঞানহীন অচিদ্বস্তুর ন্যায় সেবাদ্বারা কখনই নিতান্ত কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নাই; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে গঙ্গার মৎস্যাদি জলজন্তু সমূহও মুক্ত হইয়া পরা গতি লাভ করিত।

এই সকল প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলেন, জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক অগ্নিতে হস্ত দিলে যেমন উহা দগ্ধ হইবেই হইবে, তদ্রূপ জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক গঙ্গাস্নান করিলেই হইল; তাহাতে জীবের মুক্তিলাভের সম্বন্ধে কোন প্রকার বিঘ্ন হইতে পারে না। এইরূপ বিচার গঙ্গার প্রাকৃত জলবুদ্ধি হইতেই হইয়াছে, কেননা অগ্ন্যাদি জড়বস্তু, উহার ইচ্ছাশক্তি নাই, প্রকৃতির অধীন হইয়া পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে দহন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কৃষ্ণনাম, গঙ্গা এ সকল চেতনময় বস্তু, অচেতন নহে, তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি আছে। তাঁহারা পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া অনুগ্রহ-নিগ্রহ করিতে পারেন। সুতরাং গঙ্গা-সম্বন্ধে ঐ প্রকার জড়ীয় উদাহরণ কার্য্যকারী নহে। আমরা পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি দুই একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। মনে করুন, কোন কর্ম্ম-জড় গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক গুরুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার তখনও কর্ম্মগণের ধ্বংসতা ঘুচীভূত হয় নাই। দশহরা দিন গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য শুনিয়া কর্ম্মিগণের সমাদর্শে গুরুমুখে হরিকথা শ্রবণাপেক্ষা ঐ দিবস গঙ্গাস্নান করিবার জন্য যদি তিনি ব্যস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার গঙ্গাস্নান বা হরিকথা শ্রবণ উভয়ই হইল না। তিনি হরিনাম, হরিভক্ত ও গঙ্গার চরণে অপরাধী হইয়া পড়িলেন। নামাপরাধী ব্যক্তির নামাভাসের ফলে স্বর্গসুখ, রোগমুক্তি প্রভৃতি মুক্তি-মুক্তি অবান্তর অনিত্য ফল লাভ করিয়া থাকেন, নিত্যফলাদি লাভ করিতে পারেন না, স্মার্ত্তকুলও সেইরূপ গঙ্গাস্নান, বহু হরিনাম গ্রহণ, এবং সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াও ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। বৈষ্ণব ও প্রাকৃত দর্শনিকগণের সাধনা স্মার্ত্তকুলের অনুরূপ।

একাদশী কালে স্মার্ত্তকুলের গঙ্গাস্নানাদি করা কর্ত্তব্য কিনা—এইরূপ প্রশ্ন হইলে বলা যাইতে পারে যে গঙ্গাদেবীর মানস স্মার্ত্তমতে অতদ্বকাল; সুতরাং অনুকূল অবস্থায় যে সকল কার্য্য করিতে নাই, তাহা তাঁহারা করেন না। কিন্তু সেবাপর ভক্তগণ ঐ সকল স্মার্ত্ত বিধি পালন না করিয়া হরিসেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। যদি কোন বৈষ্ণবনামধারী প্রাকৃত সহজিয়া স্মার্ত্তের অনুকরণে ঐ সকল সময় হরিসেবাদি কার্য্যে অবহেলা করিয়া গঙ্গাস্নানাদি দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাঁহার আত্মশুদ্ধির কথা দূরে থাক, আত্মা তদপেক্ষা অধিক কলুষিত হইয়া পড়ে। "যাঁর হৃদয়ে পুণ্ডরীকাক্ষ সে বাহ্যাভ্যন্তর শুচি"—এই বাক্যটী বিস্মৃত হইলেই বিষ্ণু-স্মরণের পরিবর্ত্তে অজ্ঞাতে কৃত্য আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। বৈষ্ণবকুল প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করেন না অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্মার্ত্তের অনুগমনে তাঁহারা কোন কর্ম্ম করেন না। তবে যে ভক্তগণের প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানের কথা শুনা যায়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর যতদিন ভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন নাই, ততদিন ভক্তগণ প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামপ্রচারের পর সকল সময়েই হরি-সংকীর্ত্তন বিহিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৯০।৪৭ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় লিখিত হইয়াছে—ইতঃ পূর্ব্বং যঃ সন্নিধেন, সম্প্রত্যেতদধিকং তীর্থমিত্যাসীৎ। ইদানীন্তু বহুশ্বং অঞ্জলি জাতং তীর্থং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তিরূপমেতৎ স্বসন্নিধ্যং পাদশৌচং-তীর্থম্ উদমন্ত্রং চক্রে স্বয়মেব সর্ব্বতীর্থো-পরি বিরাজত ইত্যর্থঃ—ইতঃপূর্ব্বে যুধিষ্ঠির সন্নিধেন তীর্থ ছিলেন, অধুনা বহুবংশে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপ যে তীর্থের

আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা শ্রীবামনদেবের পাদশৌচতীর্থ গঙ্গাদেবীও অল্প করিয়াছেন অর্থাৎ গঙ্গার মহিমা হইতে শ্রীকৃষ্ণের বা তদভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমা তথা নামোচ্চারণকারী ভক্তের মহিমা অনেক বেশী। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী বিচার করিলে উপরি উক্ত সিদ্ধান্তবিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

"যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূতমুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুনীাপোঽনুসেবয়া॥"

(ভাঃ ১।১।১৫)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রিত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ পরমশান্ত মুনিগণ দর্শন-দানদ্বারা সদ্য পবিত্র করেন, আর গঙ্গা'জল বারংবার স্নানাদিদ্বারা সেবিত হইলে পবিত্র করেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু কৃষ্ণসম্বন্ধে বলিয়াছেন, সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ জনার্দ্দন দ্রবরূপে গঙ্গাবারি তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হেতু স্বয়ং চিৎস্বরূপা হন এবং সাক্ষাৎ শ্রীবামনদেবের চরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি সেই গঙ্গার অনুসেবা অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্নান, পান, ভোজনাদিদ্বারা বারংবার সেবা করিলে সেইরূপ শোধন করেন। কিন্তু সান্নিধ্যমাত্রেই শোধন করিতে পারেন না। সাক্ষাদ্ভাবে সেবিত হইলেও সদ্য শোধন করিতে পারেন না; অতএব গঙ্গা হইতেও কৃষ্ণাশ্রিতগণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে। এই ভাগবতীয় পন্থাবলম্বনে শ্রীল ঠাকুরমহাশয় তাঁহার প্রার্থনা মধ্যে বলিয়াছেন,—

'গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥'

কর্ম্মিগণের ধারণা লইয়া কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, গঙ্গা বিষ্ণু-পাদ-পদ্মোদ্ভূতা; তখন বিষ্ণুর স্নান, আচমন, পানাদির জন্য গঙ্গোদকের ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? গঙ্গার স্বরূপ-বিচাররহিত হইলেই এইরূপ প্রশ্নের অবসর হয়। অতএব এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে অগ্রে গঙ্গার স্বরূপ বিচারিত হইতেছে—

'ভাগবত তুলসী গঙ্গার ভক্ত জনে।
চতুর্থা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥'

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।৮০)

অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, বলদেব তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ, তিনিই বিষ্ণুতত্ত্বের মূল ও আদিপুরুষ হইয়া ছত্র, পাদুকা, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন প্রভৃতি বিবিধরূপ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। তিনিই সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী, শেষ ও সঙ্কর্ষণ—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া ভগবানের সৃষ্ট্যাদি লীলার সহায়ক। সেই বলদেবের অংশ, প্রকৃতির অন্তর্য্যামী কারণার্ণবশায়ী পুরুষ; কারণার্ণবশায়ীর অংশ সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী। এই গর্ভোদশায়ী পুরুষই রাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি লীলাবতারগণের অংশী। এই বামনদেব হইতেই গঙ্গার উদ্ভব; সুতরাং গঙ্গা কখনই একপাদ-বিভূতির অন্তর্গত বস্তু নহেন। ত্রিপাদ-বিভূতির অন্তর্গত গঙ্গাকে একপাদ-বিভূতির অন্তর্গত প্রাকৃত জলের সহিত পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু-পাদ-পদ্মোদ্ভূতা বলিয়া বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ভগবানের ত্রিপাদ-বিভূতির অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু চিন্ময়; সুতরাং ভগবানের সেবোপকরণ, ভগবান্ হইতে অভিন্ন। অতএব তাহা দ্বারাই ভগবানের সেবা অনুরূপে হইতে পারে।

ভগবানের চতুষ্পাদ-বিভূতি হইতেই যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি; অতএব যাবতীয় বস্তুই ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বেদ বলিয়াছেন "পদ্ভ্যাং ভূমিঃ" অর্থাৎ পদযুগল হইতে পৃথিবী, কেবল গঙ্গা নহে, অতএব কর্ম্মিগণের পূর্ব্বোক্ত বিচার অবলম্বন করিলে শুধু গঙ্গাজল কেন, কোনদ্রব্যই ভগবানকে নিবেদন করা যাইতে পারে না। পার্থিব ফল পুষ্পাদিও ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাদ্বারাই বা কি প্রকারে ভগবানের পূজা হইতে পারে?

শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিকে জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করিতে যেরূপ নিষেধ করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা মধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতিকে লক্ষ্য করিয়া জল-ব্রহ্মের সেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য অধিকারানুযায়ী বুঝিতে হইবে। লৌকিকশ্রদ্ধ প্রাকৃত অর্চ্চা-পূজক চিন্ময় সম্বন্ধভাবরহিত, সুতরাং তাঁহাকে গঙ্গা-জলাদিতে প্রাকৃত বুদ্ধি হইতে রক্ষা করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ প্রকার উপদেশ; আবার অপ্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ভক্তগণের প্রতি জল-ব্রহ্মের সেবা উপদেশ করিয়া গঙ্গার সেব্যত্ব, অপ্রাকৃতত্ব ও ভগবদভিন্নত্ব-বিষয়ে নিঃসন্দেহ

করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিষ্ণু হইতে আবির্ভূতা গঙ্গা বিষ্ণুতত্ত্ব, যথা কূর্ম্মসংহিতে ১৭ অধ্যায়ে—

"যোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ।
স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ॥"

গঙ্গাকে বিষ্ণুবস্তু জানিয়া ভক্তগণ যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, অন্যে কেহই তাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন না। গঙ্গাকে বিষ্ণু হইতে অভিন্ন বোধে ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে উত্তমাঙ্গে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-প্রবর শম্ভুই তাহার নিদর্শন। আবার বর্ত্তমান যুগে শ্রীশ্রীগৌরলীলায় ভক্তগণের গঙ্গার প্রতি আচরণ বিশেষ-ভাবে আলোচ্য। ভক্তপ্রবর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পাদস্পর্শ ভয়ে গঙ্গাস্নান করিতেন না, এমন কি লোকসকল গঙ্গায় প্রাকৃত জলবুদ্ধি করিয়া কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার করিত বলিয়া দিবাভাগে গঙ্গা-দর্শন পর্য্যন্ত করিতেন না। কর্ম্মিগণের একদিকে গঙ্গায় পূজাবুদ্ধি, অন্যদিকে সামান্য জল জ্ঞানে দন্তধাবনাদি অনাচার দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখের উদয় হয়; কিন্তু মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণ যে গঙ্গাস্নানাদি কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের আচরণ ঐসকল কর্ম্মীর অপরাধপূর্ণ আচরণের সহিত কখনই এক নহে, তাহা কখনও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির দুঃখের কারণ হইতে পারে না। এস্থলে সংশয় হইতে পারে—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জল-ব্রহ্মজ্ঞানে গঙ্গাস্নানাদি করিতেন না, আর অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকিতেন। ইহাদের আচরণ পরস্পরবিরুদ্ধ। এই বিরোধের সমাধান কি? ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, ভক্তগণের আচরণ প্রাকৃত চক্ষে পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃ বিরুদ্ধ নহে, এক তাৎপর্য্যপর। ভক্তগণ বিভিন্ন প্রকার আচরণের দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আচরণে গঙ্গা যে অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তু, তাহাতে কর্ম্মিগণের ন্যায় প্রাকৃত বুদ্ধি অপরাধ—ইহাই জানা যায়; আবার অন্য-দিকে ভক্তের আনুগত্যে চিন্ময় বুদ্ধির সহিত স্নান-পানাদির দ্বারা গঙ্গাসেবা করাই কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই বিষ্ণুর সন্তোষ হয়—ইহাই বুঝা যায়। অতএব উভয়েরই আচরণ এক তাৎপর্য্যপর। গঙ্গাস্নানাদি যাবতীয় কার্য্য ভক্তের আনুগত্যেই করিতে হইবে, তাহা হইলেই সেই সকল কার্য্য ভগবানের সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হইবে। ভক্তের আনুগত্য ছাড়িয়া স্মার্ত্তকুল অথবা নির্ব্বিশেষবাদীর আনুগত্যে সেই সকল কার্য্যই অপরাধপূর্ণ হইয়া জীবকে অধোগামী করে: কর্ম্মি-জ্ঞানিগণ ভক্তের ন্যায় শ্রীনাম-গ্রহণ, বিষ্ণুপূজা, সদাচার করিয়াও ভগবানের সন্তোষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হন না। স্মার্ত্তকুল গঙ্গার মাহাত্ম্য একেবারেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তাঁহারা মুখে গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদ-পদ্মোদ্ভূতা বলিয়া তাহাতে স্পর্শাদি-দোষ বিচার করেন। অনেক তীর্থস্থলে দূর হইতে পূজার জন্য গঙ্গাজল ট্রেনাদিতে যাতায়াত করিলে স্পর্শদোষ ঘটিবে বলিয়া চলাপথে আনিবার ব্যবস্থা আছে। বিষ্ণুপাদজলে সামান্য জলবুদ্ধি, নামে প্রাকৃত শব্দবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবদেবীর সাম্যবুদ্ধি অনন্তনরক লাভের মূল কারণ। অপ্রাকৃত সেবাপর ভক্তব্যতীত ভক্ত-ক্রব বা অন্যান্য যাবতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐসকল দোষ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

ভক্তগণ কিরূপ চক্ষে গঙ্গাকে দেখিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ লীলায় আচরণপূর্ব্বক সর্ব্বজীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, যথা—

প্রেমরূপ স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে সে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১।১১৪-১১৭)

[বারান্তরে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইবে]

শ্রীভক্তিবিনোদ-জয়-গুণ-গান

জয় জয় হরিজন ভক্তিবিনোদ।
চিদানন্দময় তনু ভক্তপ্রাণমোদ॥
উদ্ধার করিল লুপ্ত তীর্থ মায়াপুর।
জয় নামাচার্য্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর॥
জয় জয় ভক্তিবিনোদ প্রভুবর।
প্রবাইল গৌর-প্রেমে জীবের অন্তর॥

ভকতিবিনোদ জয় দয়ার্দ্রহৃদয়।
ভক্তপ্রেমময় তনু ভাক্তরসানন্দ॥
জয় জয় ভকতিবিনোদ মহাশয়।
অপ্রাকৃত দেহ যাঁর চিদানন্দময়॥
আনন্দ কুঞ্জ কুঞ্জ রাধাকুণ্ড-তীর।
বিশুদ্ধ ভজন-স্থান সমাধি-মন্দির॥
জয় জয় নীলাচল শ্রীভক্তি-কুটীর।
শ্রীভক্তিবিনোদ-স্থান সমুদ্রের তীর॥
জয় জয় শ্রীগুরুগৌর-কল্পতরুরাজ।
ঠাকুর আনিয়া যাহা ধরণীর মাঝ॥
শ্রীভক্তি ভবন জয় গিরিধর-স্থান।
জয় তিরোভাব-তিথি ভক্তগণ-প্রাণ॥
জয় গৌর-পাদপদ্ম-রস-মধুকর।
নাম রসে ভাসাইলা জীবের অন্তর॥
জয় উপদেশামৃত মধুর মূরতি।
জানাইলা জীবগণে নামের শকতি॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজ প্রিয়জন।
গৌর-নাম প্রচা রতে যাঁর আগমন॥
ভকতিবিনোদ প্রভু গৌর-নিজ-জন।
হরিনাম মহামন্ত্র যাঁহার সাধন॥
ভকতিবিনোদ-পদ ভরসা যাহার।
জয় গুণগান গাহে অধম সে ছার॥
দয়া করি' শ্রীচরণ-সেবা অধিকার।
দিও দেব! ইহা ছাড়া আশা নাহি আর॥

শ্রীভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কয়েকখানি গ্রন্থের নাম ও তদ্রচনাকাল নিম্নে প্রকাশিত হইল—

(১) হরিকথা (বাঙ্গালা পয়ার)—১২৫৭ সাল; (২) ওজ ও নিওজের সহিত আত্মশক্তির যুদ্ধ (ঐ)—১২৫৮ সাল; (৩) সাময়িক পত্রিকাগুলিতে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন—১২৬২ সাল; (৪) পোয়েমেড্, প্রথম ভাগ (ইংরাজী কাব্য)—১২৬৪; (৫) পোয়েমেড্, দ্বিতীয় ভাগ (ঐ)—১২৬৫ সাল; (৬) উড়িষ্যা ও মঠ (ইংরাজী)—১২৬৭

সাল; (৭) বিজন গ্রাম (বঙ্গ ভাষায়), কাব্য, (৮) সন্ন্যাসী (ঐ), (৯) আওয়ার ওয়ান্টস্ (ইংরাজী)—১২৭০ সাল; (১০) বালিবে রেজিষ্ট্রি (উর্দ্দুতে রচিত), (১১) গৌতম শিচ (ইংরাজী)—১২৭৩ সাল; (১২) ভাগবত শিচ (ইংরাজী)—১২৭৬ সাল; (১৩) গর্ভস্তোত্র-ব্যাখ্যা অথবা সদ্ধর্ম-তত্ত্ব-চন্দ্রিকা (বাংলো)—১২৭৭ সাল; (১৪) রিফ্লেক্‌শন্ (ইংরাজী কাব্য), (১৫) ঠাকুর হরিদাসের সমাধি সম্বন্ধে পয়ার; (১৬) পুরীর জগন্নাথ-মন্দির ও পুরীর আখড়া প্রভৃতি (ইংরাজী)—১২৭৮ সাল; (১৭) দত্তকৌস্তুভম্ (সংস্কৃত তত্ত্ববিষয়ক রচনা)—১২৮১ সাল; (১৮) বংশমালা (সংস্কৃত শ্লোক)—১২৮৩ সাল; (১৯) কৌস্তুভের কাব্য (ঐ)—১২৮৫ সাল; (২০) শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (সংস্কৃত শ্লোক, বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি সহ)—১২৮৭; (২১) কল্যাণকল্পতরু (বাংলো হরিকীর্ত্তন-গান), (২২) শ্রীমদ্ভজনরহস্য (বঙ্গভাষায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অর্থাৎ শ্রীরূপানুগ ভজনপ্রণালীর সুপত্র)। ইহা

তাঁহার সম্পাদকতায় ১৭শ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন ইহার পঞ্চবিংশ বর্ষ চলিতেছে)—১২৮৮ সাল; (২৩) 'নিত্যধর্ম্ম-সংস্থাপন' সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা (ইংরাজী)—১২৯০ সাল; (২৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা ও বাংলায় 'রসিকরঞ্জন ভাষ্য'),(২৫) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত (বাংলা পদ্য ১৩৫১), (২৬) শ্রীশিক্ষাষ্টকের সংস্কৃত 'সম্মোদন' টীকা, (২৭) শ্রীমনঃশিক্ষা (হরিভজন সম্বন্ধে বাংলা গান), (২৮) শ্রীভাবাবলীর সংস্কৃত টীকা, (২৯) প্রেমপ্রদীপ (তত্ত্ব বিষয়ক বাংলা উপন্যাস), (৩০) শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম প্রকাশ (শ্রীল বলদেবকৃত ভাষ্য সহ)—১২৯৩ সাল; (৩১) "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" প্রকাশ, (শ্রীগুণরাজ খান-কৃত) (৩২) শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ (সংস্কৃত ভাষ্যের টীকা সহ প্রকাশ)—১২৯৪ সাল; (৩৩) শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা (বাংলা)—১২৯৫ সাল; (৩৪) শ্রীমদ্ব্যাস-সূত্রম্ (সংস্কৃত সূত্র টীকা ও বাংলা ব্যাখ্যা সহ), (৩৫) শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (বাংলা পদ্য)—১২৯৭ সাল; (৩৬) শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা (শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ টীকা ও বাংলায় বিদ্বদ্রঞ্জন ভাষ্য সহ) এই বর্ষে নামহট্টের কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং নিম্নলিখিত পাঁচখানি শ্রীগৌড়ীয়কণ্ঠাভরণম্ প্রকাশিত হয়—১২৯৮ সাল; (৩৭) শ্রীহরিনাম, (৩৮) শ্রীনাম, (৩৯) শ্রীনাম তত্ত্ব (শিক্ষাষ্টক), (৪০) শ্রীনাম মহিমা, (৪১) শ্রীনাম প্রচার—এই ৬টীগুলিতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালার সংখ্যারূপে ঠাকুরের রচিত গান প্রকাশিত হয়, (৪২) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাংলা)—১২৯৯ সাল; (৪৩) শ্রীতত্ত্ববিবেক বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি (সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা ব্যাখ্যা), (৪৪) শ্রীশরণাগতি (বাংলা গান), (৪৫) শ্লোকশাতন (ঐ), (৪৬) জৈবধর্ম্ম (বাংলা)—১৩০০ সাল; (৪৭) শ্রীতত্ত্বসূত্র (সংস্কৃত সূত্র ও ভাষ্য এবং বাংলা ব্যাখ্যা), (৪৮) ঈশোপনিষদের বেদার্কদীধিতি ব্যাখ্যা, (৪৯) শ্রীতত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ শত দূষণীর বাংলা ব্যাখ্যা—১৩০১ সাল; (৫০) শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহ' ভাষ্য (বাংলা)—১৩০২ সাল; (৫১) শ্রীসৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল স্তোত্র (সংস্কৃত শ্লোক) ও তদ্বহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইংরাজী জীবনী ও শিক্ষা, (৫২) শ্রীরামানুজ-উপদেশ-ব্যাখ্যা (বাংলা)—১৩০৩ সাল; (৫৩) শ্রীব্রহ্মসংহিতার 'প্রকাশিনী' নামক বাংলা ব্যাখ্যা—১৩০৪ সাল; (৫৪) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের বাংলা ব্যাখ্যা, (৫৫) শ্রীউপদেশামৃতের 'পীযূষবর্ষিণী' বৃত্তি, (৫৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাধবভাষ্য প্রকাশ, (৫৭) শ্রীভগবন্নামামৃতের সংস্কৃত টীকা ও বাংলা ব্যাখ্যা—১৩০৫ সাল; (৫৮) শ্রীভজনামৃতের বাংলা ব্যাখ্যা, (৫৯) শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ (বাংলা পয়ার)—১৩০৬ সাল; (৬০) শ্রীহরিনাম চিন্তামণি (বাংলা পদ্য)—১৩০৭ সাল; (৬১) শ্রীভগবত্তার্ক-মরীচিমালা (শ্লোক) ও বাংলা ব্যাখ্যা, (৬২) শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমের বাংলা ব্যাখ্যা, (৬৩) শ্রীপদ্মপুরাণ সমগ্র প্রকাশ—১৩০৮ সাল; (৬৪) শ্রীভজনরহস্য (বাংলা পয়ার)—১৩০৯ সাল; (৬৫) সংক্রিয়া-সারদীপিকা প্রকাশ—১৩১১ সাল; (৬৬) শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (পরিবর্দ্ধন)—১৩১২ সাল; (৬৭) শ্রীপ্রেম-বিবর্ত্ত (জগদানন্দ পণ্ডিত কৃত প্রকাশ)—১৩১৩ সাল; (৬৮) স্বনিয়ম দ্বাদশকম্—১৩১৪ সাল। (৬৯) সিদ্ধান্ত দর্পণানুবাদ, ১২৯৭ সাল। (৭০) বেদান্তাধিকরণ-মালা ১৮৭২। (৭১) দশোপনিষদ্বর্ণিকা ১২৯৩ সাল।

এতদ্ব্যতীত ঠাকুরের রচিত আরও বহু অপ্রকাশিত গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছেন।

গুরুকরণ

পাঠ্যাবস্থায় একজন ভিক্ষুকের মুখে প্রায়ই একটি গান শুনিতাম। গানটির প্রথম কয়েকটি পংক্তি এই—

ক্ষেপা তোর গুরুকরণ হ'ল নারে,
পড়্‌লি তুই বিষম ফেরে।
কেন অনর্পিত রাখ্‌লি দেহ,
দিলি না অর্পণ করে॥

গানটির সুর-তাল-মানে আকৃষ্ট হইয়া উৎকর্ণ হইয়া গানটি তখন শুনিতাম, কিন্তু গানের অর্থ তখন আদৌ প্রাণে বাজে নাই। আজ পরম দয়ালু বৈষ্ণব-ঠাকুরগণের কৃপায় গুরুকরণ ব্যাপারটির গুরুত্ব কতকটা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি, এবং আত্মসমর্পণের অভাব হেতু নিজের গুরুকরণ হয় নাই বলিয়া বড়ই ব্যথিত হইতেছি। গানটি সময়ে সময়ে স্মৃতিপটে উদিত হইয়া নিজের অসারত্বকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিবার অবসর প্রদান করিতেছে।

দুর্লভ মানবজন্ম বহুকষ্টে লাভ করিয়া তাহার সাফল্য বিধানার্থে যিনি হরিভজনকে জীবনের একমাত্র কৃত্য বলিয়া বরণ করিতে পারিলেন না, এবং হরিভক্তি-লাভের জন্য

তাহার মূল্যস্বরূপে নিজের দেহ, গেহ, ধন, জন যা কিছু শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ করিতে পারিলেন না, সেই চিৎ-স্বরূপ-প্রাপ্ত বাকি ঋণিকের জন্য স্বরূপ-প্রাপ্ত কেন্দা হইতে যে অধিকতর নিশ্চিন্ত তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস', মহাপ্রভুর এই শিক্ষা যাঁহারা মুখে স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ অন্যরূপ আচরণ করেন, যাঁহারা বাহিরে কৃষ্ণদাসের বেশ গ্রহণ করিয়াও চিত্তরে নিজকে 'কর্ত্তা' মনে করেন, যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণ-ভক্তগণের অনুকরণ করিতে গিয়া দেবাদেবাচ্ছলে বিষয়গ্রহণ করেন, সেই ধূর্ত্ত, কপট, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ সমাজে যে কেন্দা হইতেও অধিকতর অজ্ঞান সৃষ্টি করেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? গুরুকরণ ব্যতীত হরিভক্তি-লাভের আর কোন উপায় যদি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট না থাকে, মহাজনগণ যদি শ্রৌতপন্থাকেই ধর্ম্মলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যাঁহারা গুরুকরণের আবশ্যকতা আদৌ স্বীকার করেন না, যাঁহারা তাহা মুখে স্বীকার করিয়াও নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে যাহা পড়িবে তবে গুরুকরণ করিতেছেন না, যাঁহারা ধর্ম্মব্যবসায়ি-জাতিগোসাঁই প্রভৃতি শৌক্রপন্থায় নির্দ্দিষ্ট অযোগ্য কুলগুরুগণকে গুরুরূপে বরণ করিয়া হরিভক্তি হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন দেখিয়াও তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ-বিশিষ্ট সদ্‌গুরু-লাভের চেষ্টা করিতেছেন না, যাঁহারা মায়া-বাদিগণকে গুরুরূপে বরণ করিয়া কৃষ্ণভক্তিকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক মুমুক্ষারূপ দুর্ব্বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, আবার কোন কোন স্থলে পঞ্চোপাসনান্তর্গত বিদ্ধাভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণভক্তিকে উপহাস করিতেছেন, এবং যাঁহারা বহু ভাগ্যফলে সদ্‌গুরু লাভ করিয়াও তাঁহার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় আত্মঘাতী বলিয়া অভিহিত করিতে হয়।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

তটস্থ জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে অনাদিকাল হইতে লিঙ্গশরীর প্রাপ্ত হন। লিঙ্গিত জীবের জড়োপাধিগণের মধ্যে মনুষ্যোপাধি অতিকষ্টে লাভ হইয়া থাকে। সংসারপ্রবিষ্ট জীবগণ কেবলমাত্র মনুষ্যদেহেই দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ সংসার-দশা হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় বলিয়া, এই দেহ সংসার-সমুদ্রে সুযোগ্য তরণী বলিয়া বিবেচিত হয়। যে ব্যক্তি গুরুকে এই তরণীর কাণ্ডারীরূপে বরণ করতঃ, কৃষ্ণানুকূল বাতাসের সাহায্যে এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, বা চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

গুরুকরণের আবশ্যকতা সাধু ও শাস্ত্রগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মলাভে বদ্ধজীবের পুরুষ-চেষ্টাকে অতি অসার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষ কাণ দশার জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রাইব্য শ্রোতব্য॥ চৈঃ চঃ।

অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসজ্জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥
গুরুমুখ-পদ্ম-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর।

যদি চাহ নিত্যানন্দ প্রভুর সেবিতে
অবিরত, গুরুপাদাশ্রয় কর জীব।
নীরস ভজন সমুদয় পরিহরি
ভজ চিত্ত আদি যত, সখা সাধ রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে,
পুরুষত্ব অহঙ্কার নিতান্ত দুর্ব্বল তব।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ শ্রৌতপন্থানুগ। ইঁহারা অলৌকিক জ্ঞান-লাভে জীবের চেষ্টোদ্যোগ নয় বলিয়া, কৃষ্ণকৃপাকেই তদ্লাভের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। ভগবানকে তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা লাভ করা যায় না। তৎকর্ত্তৃক যোগ্য বলিয়া বিবেচিত ব্যক্তির নিকটেই তিনি কৃপাপূর্ব্বক নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণভক্তিই জীবকে কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে সামর্থ্য প্রদান করে। জ্ঞান কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ, কৃষ্ণকৃপা ভক্তিসাপেক্ষ। এইজন্য সাধু শাস্ত্রগণ ভক্তিরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি কুদ্র ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥
(চৈঃ চঃ)

জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, অন্তকা তাহারে করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে মনে পতি,
প্রেমভক্তি কিছুই না জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার সে ছাড় ভাবনে॥
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ-তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণপ্রাণ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর।

মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর একদিকে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অসদ্ধর্ম্মাবলম্বী মায়াবাদিগণকে কৃপা করিয়া, এবং অন্যদিকে সদ্ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির শুদ্ধভাবে যাজন সংরক্ষিত করিয়া বলিতেছেন,—

"ভক্তি হইতে বড় আছে যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর মাঠি মারে মোরে সেই জনে॥" (চৈঃ ভাঃ)।

শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি হইতে ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং যোগ উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

—হে উদ্ধব, যোগ, জ্ঞান, শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপস্যা, ত্যাগ প্রভৃতি আমাকে তেমনটি সাধন করে না, যেমনটি আমাতে উদ্দীপিতা ভক্তি আমাকে সাধন করে।

এই কৃষ্ণভক্তি গুরুকৃপাপেক্ষ, শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ। মায়াকবলিত জীবগণের প্রতি করুণাপরবশ হইয়াই ইনি জগতে আগমন করেন, এবং উহাদিগকে প্রাকৃত চিন্তাস্রোত হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া, স্বরূপোদ্বোধনক্রমে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবে পুনঃ নিযুক্ত করেন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের দাস অভিমান করিলেও, তিনি তাঁহারই প্রকাশ।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে তাঁকে তাঁহার প্রকাশ॥

ইনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য নহেন। ইহাই ইঁহার ঐশিত্ব।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ (ভাঃ)

—প্রকৃতির হইয়া ইহার গুণে আকৃষ্ট না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিত্ব। বদ্ধজীবের বুদ্ধি যখন ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহা প্রকৃতির সন্নিকর্ষেও তদ্গুণে যুক্ত হয় না।

মায়াবাদিগণের সম্প্রদায়ে নিতান্ত শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্য গুরুকরণের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইলেও, চিতের বৈচিত্র্য অস্বীকৃত হওয়ায় গুরু নিত্যতত্ত্ব বলিয়া বিবেচিত হয় না। নির্ব্বিশেষ আলোচক দোঽহংবাদিগণ তাঁহাদের কল্পিত অদ্বৈতবাদ সংরক্ষণের জন্য, গুরুকে বা অন্য কোন বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্য প্রদান করিতে অসমর্থ। আসামের নির্ব্বিশেষবাদী শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গুরুকে 'উপকারী গুরু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিবারই ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা নিরাস করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিতেছেন,—

নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

সুতরাং বৈষ্ণব ছাড়া আর সকলেই অতত্ত্বজ্ঞ। অন্যান্য সম্প্রদায়ে গুরুকরণ লীলার অভিনয় করিয়া শাস্ত্রোক্ত অপ্রাকৃত গুরুবরণ ব্যাপারটিকে উপহাস করে মাত্র। বৈষ্ণব ব্যতীত আর কেহ জীবের গুরুত্ব কার্য্য করিতে পারেন না।

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

—মহাকুলে জাত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং বেদের সহস্র শাখাধ্যয়নকারী ব্যক্তি যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তিনি গুরুর কার্য্য করিতে পারেন না।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ (চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণও আদিপুরাণে অর্জুনকে বৈষ্ণবের পূজা উপদেশ করিয়া বলিতেছেন,—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সদ্যো সপ্তদেবমিদং জগৎ॥

—হে কৌন্তেয়, অন্য দেবতার পূজা ছাড়িয়া বৈষ্ণবের পূজা কর। বৈষ্ণবগণ সপ্তদেবতার সহিত জগৎকে পবিত্র করেন।

বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত শ্রীভগবানের পূজা হয় না। যাঁহারা বৈষ্ণব উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণভজন করিতে যান সেই সমস্ত প্রাকৃতাভিমানী ব্যক্তি কৃষ্ণভজন বিষয়ে আদৌ অগ্রসর হইতে না পারিয়া মনোধর্ম্ম অনুচ প্রাপ্ত হন।

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে পার্থ, আমাকে যে স্বাধীন ভাবে ভক্তি করে, সে আমার ভক্ত নহে, আমার ভক্তের যে ভক্ত, সেই আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ।

এইরূপ বাক্য অন্যত্রও দৃষ্ট হয়।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥"

—শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—হে দেবি, সমস্ত আরাধ্য বস্তু অপেক্ষা বিষ্ণু আরাধনা শ্রেষ্ঠ। আবার বিষ্ণু আরাধনা হইতে তাঁহার ভক্তের সমাক্ অর্চ্চন আরো শ্রেষ্ঠ।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই সমস্বরে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন।

এই বৈষ্ণবতত্ত্ব অপ্রাকৃত, এবং তাঁহার চেষ্টা সমূহও প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই ছাড়-মাংসের পরীর বিচারে নিপুণ প্রাকৃত বুদ্ধি-বিশিষ্ট যে সমস্ত ব্যক্তি বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জনে বিন্দুমাত্র প্রয়াস না করিয়া, তাঁহাকে তাঁহারেই মত একজন মায়াকবলিত জীব মনে করেন, এবং আপনা-দিগকে অধিকতর পণ্ডিত ও চতুর মনে করিয়া, তাঁহার চরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, অল্পে তাঁহারাই বৈষ্ণবাপরাধ-ক্রমে কৃষ্ণভক্তি হইতে চিরতরে চ্যুত হইয়া, অধঃতমিস্র পথের পথিক হন। সাধু শাস্ত্রগণ এই সমস্ত মোটবুদ্ধিবিশিষ্ট লোকগণকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন,—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে কভু প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥ (চৈঃ চঃ)

'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়'।
'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি'॥ (চৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণব পরীর, অপ্রাকৃত দেহ,
স্বভাব সম্ভব দেহে।
কভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে,
পড়ে সে বিষম সন্দেহে॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ)

—আচার্য্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে। মর্ত্য বুদ্ধিতে তাঁহাকে কখনও অনাদরও করিবে না এবং অসূয়াও করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

সেবাই অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের একমাত্র দ্বার। যে সমস্ত শ্রদ্ধাবান্ সরল ব্যক্তি সেবাবৃত্তি লইয়া বৈষ্ণবের নিকট গমন করেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই বৈষ্ণবের কৃপায় তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বৈষ্ণব চিনিবার যে প্রণালী আমাদের শিক্ষার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদের সেই প্রণালী গ্রহণ করা উচিত।

আমি ত দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥

— শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

আজকাল প্রাকৃত বিজ্ঞানালোকে উদ্ভ্রান্ত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যেমন একদিকে গুরুকরণের আবশ্যকীয়তা অস্বীকার পূর্ব্বক মানব সমাজকে ঘোর ব্যভিচারের স্রোতে ভাসাইয়া দিতে চলিতেছেন, অন্যদিকে পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত রীতির দোহাই দিয়া স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ, প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসার অভাবে, গুরুকরণ ব্যাপারটিকে বিবাহ, উপনয়নাদির ন্যায় একটি প্রাকৃতানুষ্ঠান মনে করতঃ, অজ্ঞাতসারে সেই ব্যভিচার স্রোতেরই সংবর্দ্ধন করিতেছেন। গুরুকরণ ব্যাপারটীকে ইহারা একটি সখের ব্যাপার বলিয়াই মনে করেন। ইহারা ধারণা করিতে পারেন না যে, বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত আমাদের চিত্তের সমস্ত অসৎপ্রবৃত্তির উচ্ছেদসাধনক্রমে অমল চিত্তে কৃষ্ণানুবৃত্তি-লাভ করাই গুরুকরণের উদ্দেশ্য, বিষয়-প্রাপ্তি বা বিষয়-সংরক্ষণ নহে। ইহাদের গুরুকরণ অনেকটা বৈঠকখানা (drawing room) আসনের মত। বৈঠকখানাতে যেমন চিত্রপটের বৈচিত্র্য-

রঞ্জনের দ্বারা চিত্তবিনোদন উদ্দেশ্যে পদ্মরাগ, শকুন্তলা, মেনকা প্রভৃতি কামোদ্দীপক চিত্রপটের সহিত বিশ্বামিত্র, মেনকা প্রভৃতি চিত্রপটের সংরক্ষণ প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ ভোগের আয়তন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহাদের অঙ্গীয় সুখপ্রদ নয় অনুষ্ঠানের সহিত গুরুকরণ কার্য্যেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। গুরুকরণে পরমার্থ উদ্দিষ্ট না থাকিলে, উহা যে একটি প্রাকৃত অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হয়, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

একদল লৌকিক গুরুরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিয়া, প্রকৃত আচার্য্যের অনধিকারক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত শুদ্ধভাগবতধর্ম্মকে, নিজের মনোমত প্রচার করিতে গিয়া, দুর্গন্ধময় অবস্থা প্রাপ্ত করাইতেছেন, এবং অন্ধভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ঠাভক্ষণ লাভ হইতেছে জানিয়াও, অর্থার্জ্জনের এইরূপ সুগম পন্থার পরিহার করিতে পারিতেছেন না।

এইরূপে মনোধর্ম্মিগণ জনসমাজে এই চর্ম্মময় কোষের আধিক্যে 'বাহাদুরী' বিশেষভাবে বৃদ্ধিকরণ উদ্দেশ্যে ধর্ম্মকে নানাভাবে বলথা করিতেছেন এবং প্রতিষ্ঠালোলুপ হইয়া জনসমাজে আপন আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, ফলে, হিন্দু-সমাজে মতের নামে মতবাদ, সম্প্রদায়ের নামে অসৎসম্প্রদায়, উদারতার নামে সঙ্কীর্ণতা, সত্যের নামে অসত্য, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, সদাচারের নামে ব্যভিচার, শান্তির নামে ঘোর অশান্তির অভ্যুদয় হইল; এবং বিচারে অনিপুণ সরল প্রকৃতির মানবগণ এই সহস্র জড়বাদীকে ধর্ম্মোপদেষ্টৃরূপে বরণ করতঃ, সত্যের অনাদর করিতে শিক্ষা করিলেন এবং ঘোর সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়াও, আমি 'বড় গুরুর চেলা' ইত্যাকার অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া, সূর্য্যের কিরণ দর্শনে অন্ধ উলূকের ন্যায় প্রকৃত সাধুর সাধুত্ব দর্শনে অসমর্থ হইলেন; পরমদয়ালু সাধুগণ তাঁহাদের এই দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া, কলিযুগের প্রভাবকেই ইহার একমাত্র কারণ নির্দ্ধারণক্রমে, তুলসীদাসের ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—

বড় কলিযুগ, তেরি তামাসা,
মুখ লাগে অউর হাসি!
চোরকো ছোড়ে, সাধুকো বাঁধে,
পথিককো লাগা ওয়ে ফাঁসি॥

গুরু যেই হউক যেই হউক, একথা কৃষ্ণভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি কখনও বলিতে পারেন না। তিনি বরং বলিবেন, আমি হরিভজন করিতে আসিয়াছি, কোন পথে গুরুদেব আরোপ করিয়া তাঁহার সেবাদ্বারা হরিভজন সুষ্ঠু করিতে আসি নাই; ইহাতে কাহারও গুরুত্ব (?) লোপ হয় হউক, আমার তাতে কি? অসদ্গুরুবরণ দ্বারা যাহারা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে চান তাঁহাদিগকে সাধু শাস্ত্র সাবধান করিয়া বলিতেছেন,—

যো বাঞ্ছি ভ্রান্তরহিতমস্বারেণ শুশ্রোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ)

যে বাক্তি অসিদ্ধ হইয়াও অর্থ, প্রতিষ্ঠা দির লোভে শিষ্য করেন, এবং যে বাক্তি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও ইহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া, ইহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়ই ঘোর নরকে অক্ষয়কালের জন্য গমন করেন।

স গুরুঃ পরমো বৈরী যো দদাতি হরিস্মৃতিং।
তং নমস্কৃত্য সংত্যজ্য প্রয়াতি জ্ঞানদং গুরুং॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ প্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে॥
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥
(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

যে গুরু শিষ্যকে অসৎ মতি প্রদান করেন, সংশিষ্য তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জ্ঞানদাতা গুরুর নিকট গমন করিবেন। গুরুও যদি ঔদ্ধত্যী এবং কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাঁহাকেও ত্যাগ করা বিধি। অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরক লাভ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধি বৈষ্ণবগুরু হইতে পুনঃ মন্ত্র গ্রহণ করিবেন।

অসাধু সঙ্গে নাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
(শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত)

এইরূপ বহু শাস্ত্র ও মহাজন বাক্য দ্বারা দেখান যায় যে অসদ্গুরুর বরণ দ্বারা কাহারও পরমার্থ লাভ ঘটে না। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজ বহুবার অসদ্গুরুর পরিত্যাগ-লীলা প্রকট করিয়া, আমাদিগকে সদ্গুরু-বরণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

জীবের অনন্ত গুরু-বরণ দ্বারা প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু জীব যদি সরল হয় এবং কৃষ্ণভজন ছাড়া যদি অন্য কোন অসাধুর কামনার বশীভূত না হয়, তবে তিনি চিরকাল প্রতারিত থাকিতে পারেন না। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সদ্‌গুরু-লাভের সহায়ক হন।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে॥ (চৈঃ চঃ)

কিন্তু হরিভজন বাতীত যদি অন্য কোন কামনা আমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে,

'তোরে তোরে মায়ামুগ্ধো জীব'

এই ভাবানুযায়ী, দীর্ঘকালের জন্য যে আমাদের জগতে প্রীতি থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

শ্রীগুরুদেব কখনও সাধু ও শাস্ত্রের মত পরিচালিত করেন না, সাধু শাস্ত্রের মতের সহিত তাঁহার মতের মিলই তাঁহার গুরুত্বজ্ঞাপক, এই মতের মিল দেখিলেই শিষ্যকে জানিতে হইবে যে, তাঁহার সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ঘটিয়াছে। তখন তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণরূপে প্রীতির সহিত তাঁহার সেবাই প্রকৃত গুরুকরণ। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিতেছেন,—

সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, এ তিনে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ অভিলাষ।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশ॥

হে সুকৃতিফলে জীবের সদ্‌গুরু লাভ হয়। শিষ্য গুরু-সেবাফলে গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবেন। গুরু কোন ক্ষেত্রেই শিষ্যের উল্লঙ্ঘনের পাত্র নহেন। এ সম্বন্ধে, শিষ্য রামচন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরীর সহিত গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর ব্যবহার নিয়ত স্মরণ রাখিয়া, আমাদিগকে ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

'রামচন্দ্র পুরী হয় উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে॥
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল॥
ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মল মূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ লীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা 'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥
সেই হইতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর॥
গুরুর উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে সেঠকয়॥ (চৈঃ চঃ)

[শ্রীনিমানন্দ দাস অধিকারী বি, এ, জি, বি, টি]
আসাম।

—:০:—

শ্রীগায়ত্রী-প্রশ্ন

[শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত শর্ম্মা, নবদ্বীপ]

গায়ন্তং ত্রায়তে গায়ৎ ত্রা-কা। (অতোঽনুপসর্গেকঃ পাঃ ৩।২।৩) ততো গৌরাদিত্বাৎঙীষ্। যদ্বা গয়া এব গায়াঃ গয়, স্বার্থে অণ্ গায়ন্ প্রাণান্ ত্রায়তে। গায়—ত্রা, এ—ঙীষ্।

১ বেদমাতা, দ্বিজবর্গের উপাস্য বৈদিক মন্ত্র বিশেষ। ২ ত্রিপদা বৈদিক ছন্দো বিশেষ। ৩ দুর্গা। ৪ গঙ্গা।

"ঋক্ সামধেনী ধাত্র্যা চ বা ত্রাদগ্নি সমিন্ধনে।
গায়ত্রী প্রমুখং ছন্দো হরা পাকে চরুঃ পুমান্॥ ১॥"
(অমর কোঃ ১৭।২২)

"লৌকিক ছন্দঃ শাস্ত্রে যে সমস্তুভের প্রত্যেক চরণে ৬টী অক্ষর বা স্বরবর্ণ যুক্ত, তাহাকে গায়ত্রী বলে। বেদে সমস্তুভ চারিটী চরণ বলিয়া কোন নিয়ম নাই, যাহাতে সর্ব্বসমেত চব্বিশটী অক্ষর থাকিবে তাহাকে গায়ত্রী বলা যাইতে পারে। কাত্যায়নকৃত অনুক্রমণিকা ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের মতে বৈদিক গায়ত্রীছন্দে অষ্টাক্ষরযুক্ত তিনটী চরণ থাকে। এই নিয়মানুসারে বলিতে হইলে বৈদিক অনেক মন্ত্রকেই গায়ত্রী বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই গায়ত্রী শব্দটী যোগরূঢ়, কেবল বৈদিক "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রটীই বুঝায়, অপর কোনটীকে বুঝায় না। বাস্তবিক পক্ষে গায়ত্রী ছন্দের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই যে ইহাকে গায়ত্রী বলা হয়, তাহা নহে,—যাহারা এই মন্ত্রটী গান বা পাঠ করেন, তাহাদিগকে ত্রাণ করেন বলিয়া এই মন্ত্রটীর নাম গায়ত্রী হইয়াছে*। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গায়ত্রী শব্দের অন্য

* "গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীত্বং ততঃ স্মৃতা।" (যাজ্ঞঃ)
† "সা বৈসা গয়াঃ স্তত্র প্রাণাবৈ গয়াস্তৎ প্রাণাঃ স্তত্রে তদ্ যদ্ গয়া স্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম।" (বৃহদারণ্যক ৫।১৪।৪)

প্রকার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার মতে 'গয়' শব্দের অর্থ প্রাণ; যিনি প্রাণ রক্ষা করেন, তাঁহাকে গায়ত্রী বলে। † গায়ত্রী—ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মুদ্রিত অথর্ব্ব সংহিতায় গায়ত্রী নাই। **তিন বেদেই** গায়ত্রী এইরূপ লিখিত আছে,—

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।
ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ॥"

(ঋক্ ৩।৬২।১০; সাম ২।৬।৩।৩।১; বাজসনেয়ঃ ৩।৩৫।২২,৯)

"গায়ত্রী ছন্দের সমুদায়ের অক্ষর গণনা করিলে সর্ব্বসমেত চব্বিশটী অক্ষর হয়। কিন্তু দর্শিত "তৎসবিতু র্বরেণ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রটী গণনা করিলে ২৩টী মাত্র অক্ষর বা স্বরবর্ণ হইবে, একটী অক্ষর কম হয় বলিয়া ইহা গায়ত্রী ছন্দের লক্ষণাক্রান্ত হয় না। এই কারণে উপনিষদে 'বরেণ্যং' এই পদটী বিশ্লেষ করিয়া 'বরেণীয়ং' এইরূপ কল্পিত এবং ইহাতেই চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যা পূরণ হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের মতেও গায়ত্রী ত্রিপাদ্ লৌকিক ছন্দের ন্যায় ইহাতে চারিটী চরণ না থাকিলেও চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর আছে বলিয়াই ইহাকে গায়ত্রী ছন্দ বলা হইয়াছে।"

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যথাকালে যথানিয়মে বেদ পারদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তখন তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় এবং তখন হইতে দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে ত্রিসন্ধ্যায় পবিত্রভাবে গায়ত্রী জপরূপ উপাসনা করিতে হয়। এই নিয়মটী বর্ণত্রয়ের মধ্যে চিরদিন প্রচলিত, * কোন্ সময়ে কোন্ মহাত্মা এই নিয়ম প্রথমে প্রচলন করিয়াছেন তাহার নির্ণয় নাই। প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রেরই একটী ঋষি আছে, কোন কোন পদ্ধতিকারের মতে বেদমন্ত্র অনাদি হইলেও যে ঋষি সর্ব্বপ্রথমে যে মন্ত্রটী দ্বারা কোন কার্য্য করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন তাহাকেই সেই মন্ত্রের ঋষি বলা হইয়া থাকে। গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র। ‡ এরূপ স্থলে তাঁহাদের মতে বিশ্বামিত্র ঋষিই সর্ব্বপ্রথমে গায়ত্রী জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এইরূপ বলিতে হইবে। বেদের টীকা কার সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদ ভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "যুগান্তে ইতিহাসাদির সহিত সমস্ত বেদ অন্তর্হিত হইয়া যায়, ঋষিগণ বেদ প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহে পুনর্ব্বার বেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই ভাবে বেদ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হয়। যুগান্তে বেদ অন্তর্হিত হইলে, তৎপরে যে ঋষি সর্ব্বপ্রথমে যাহা প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাকেই তাহার ঋষি বলা হইয়া থাকে।" অতএব সায়ণের মতেও সর্ব্বপ্রথমে না হউক "এই যুগের সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বামিত্র ঋষিই গায়ত্রী মন্ত্র প্রাপ্ত হন বা জপ করিবার প্রণালী প্রচলন করেন।"

"গায়ত্রী চতুর্ব্বর্গ সাধিনী, ইহা শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণে ভূয়ো ভূয়ঃ লিখিত আছে। প্রথম বেদ যাউক স্বয়ং শ্রুতি এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। প্রথমতঃ গায়ত্রী একটী বৈদিক ছন্দঃ, উষ্ণিগাদি অন্য ছন্দ অপেক্ষা গায়ত্রীই প্রধান ছন্দঃ, ইহা **অষ্টাক্ষরা ত্রিপদী** অথবা চতুষ্পদী ¶। ইহা ছন্দ হইলেও যোগবল শক্তিদ্বারা মন্ত্র বিশেষেরই বোধক।"

ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

"গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগৈব গায়ত্রী বাগ্ বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ইত্যাদি।" (সাম বেদীয় ছান্দোগ্য উঃ ৩।১২।১—৯)

'বাগ্ বা ইদং সর্ব্বং ভূতং। তস্মাৎ বাক্ শব্দ কৃতা সতী সর্ব্বং ভূতং **গায়তি চ ত্রায়তি** চেতি ঔপমন্যবো গৌরিখ ইতি ব্রাহ্মণে। রক্ষত্যনুগ্রাহ্যং বৈনীঃ কিংতে ভয়মুপস্থিতমিত্যাদি। সর্ব্বতোভদ্রা ত্রিবৃত্তমানো বাচা ত্রাতঃ সাম। যদ্ বাগ

'না বৈষা গয়াং তত্রে ত্রাততবী, কে পুনর্গয়াঃ? প্রাণা বাগেষাং বৈ গয়াঃ শ্রম করণাং তান্ তত্রে নৈষা গায়ত্রী তদ যদ্ধাদ্ গয়াং তত্রে গায়ত্রী নাম গয় ত্রাণাং গায়ত্রীতি শ্রুতিঃ।' (কাণ্ড)

* 'চির প্রচলিত' বলিতে আমার বিশ্বাস আর্য্য যুগের কথা, সামবাদ যুগের কথা নয়। সত্যব্রত যাজ্ঞবল্ক্য গায়ত্রী মন্ত্রকে জপমাত্র যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সময়ে নয় কি?

‡ ক্ষত্রিয় গাধিরাজ নন্দন বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী মন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম উপাসনা বা সফলতা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে বৈদিক গায়ত্রীর মাহাত্ম্য চ্যুতি হয় না ত? অথবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণের গায়ত্রী বিহীন দ্বিজ ছিলেন না কি?

† "যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবেতি॥" (ঋক্ ভাঃ ১।১।১)

] বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী জপসিদ্ধির পরে সামগান আর হইত না কি? বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী জপসিদ্ধি বা জপপ্রণালী প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রণব-ব্যাহৃতী বর্জ্জিতা ছন্দোময়ী গায়ত্রী (সামবেদীয়) গানের বাধা ঘটে নাই ত?

ভূতং গায়তি ত্রায়তে চ গায়ন্তোবেতদ্ গায়তি চ বাচোঽনক্তত্বাৎ **গায়ন্ত্র্যা গায়ন্ত্রীত্বং ত্রাণাচ্চ গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্ব**মিত্যাদি। • • • যথা গানং ত্রাণকর্ত্তাং ভূত সম্বন্ধো গায়ত্র্যা এবং ভূত প্রতিষ্ঠানাদ্ভূত সম্বন্ধাচ্চা পৃথিবী অতো গায়ত্রী পৃথিবী যা বৈ সা পৃথিবী গায়ত্রীত্বং যাবৎ সা ইদমেব ইত্যাদি।' • • • (ঋ.ভা)

অথ বৃহদারণ্যক শ্রুতির কথা এই—

"সৈষা গায়ত্রো ত্রয়িং স্তুতীত্যাদি • • • । সা বৈষা গায়ং স্তত্রে প্রাণা বৈ গয়স্তৎপ্রাণাং স্তত্রে তদ্ধরা তৃত্বা গচ্ছৎ। তিস্রো ভং প্রাবিশন্ সৈবেকমক্ষরং হিত্বা ত্রাক্ষরা তৃত্ব গচ্ছৎ। গায়ত্রীং প্রাবিশৎ চতুষ্পদাপি বৈ তর্চি **ছন্দাং স্যাসন্ সা তানি চাক্ষরাণি হিত্বা গচ্ছ দষ্টাক্ষরা তৃত্বা।**" (তাণ্ডো ব্রাঃ)

"পুরং সাধ্যাগা দেবা আসন্ তে সর্ব্বে যজ্ঞেন সোপকরণেন সোমাদি সাধনমাদায়ৈব স্বর্গং লোকমায়ন্নগমন্ তে প্রাসহ্য ইত্যাদি।' (তাণ্ড)

"যোগাযত্তে যজ্ঞ। বিশেষত্ত যোগকঃ"—

"গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীত্বং ততঃ স্মৃতা।"

"যিনি এই মন্ত্রের গান করেন, উচ্চারণ করেন, এই মন্ত্র তাঁহাকে ত্রাণ করেন বলিয়া ইহার নাম গায়ত্রী। প্রথমতঃ নামের ব্যুৎপত্তি দ্বারাও বুঝা যায় যে, গায়ত্রী ত্রাণকারিণী। আবার অন্য ব্যুৎপত্তিতে দেখি—"গীয়তে অনেন বৈখরী-মধ্যমা-পশ্যন্তী নিষ্পাদনে মুহুঃ গয়ঃ প্রাণস্তং ত্রায়তে।" গায়ত্রী প্রাণের ত্রাণকারিণী। ত্রাণকারিণী বলিলেই ভ্রান্ত অসাবধান ব্যক্তিগণ বিশেষ পরেশান হইয়া উঠিবেন, কিন্তু শাস্ত্র বলিলে আমরা কি করিব? শুধু শাস্ত্র নয়, কাজেও হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে।"

"সাধ্যা বৈ নাম দেবা আসংস্তে সর্ব্বে যজ্ঞেন সহ স্বর্গং লোকমায়ন্তে দেবাশ্চাসুরাশ্চ সাক্রমন্ সোম মোহর তেভি। তে ত্বাগাং প্রাবিশন্ সা ত্রীণাক্ষরা হিত্বা একা তদ্ যদ্ গয়ঃ স্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম স যাবৈ যাবৎ সাবিত্রী ঋগ্বৈ বৈ স যদ্ধা ঋগ্বাহ তস্য প্রাণাঃ ত্রায়তে • ।" (শুক্ল যজুঃ বৃহদারণ্যক উপঃ ৫।১৪।৪)

• • • সৈষা বা সা গায়ত্রী তৎ যদ্ধ্যং গয়ঃ স্তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। • • • তস্য মানবকস্য গয়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে নরকাদি পতনাৎ ইত্যাদি।' (তাণ্ড)

অথ স্মৃতি সংহিতার প্রমাণ সকল—

"সন্ধ্যোপনা হি বা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু সংস্থিতা।
গায়ত্রী মোক্ষ হেতু বৈ মোক্ষদ্বারমনুত্তমম্ ॥১৯॥"

(অত্রিসংহিতা)

"গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাদ্ গায়ত্রীত্বং ততঃ স্মৃতা ॥২৮॥"

"গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাদ্ গায়ত্রীতি প্রগীয়তে ॥৯॥"

"গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রীত্বং ততঃ স্মৃতা ॥৩৪॥"

(ব্যাসসংহিতা কাশীখণ্ডাদি ৮)

"গায়নাদ্ গমনাদ্ বাপি গায়ত্রী ত্রিদশার্চ্চিতা।
সাধনাৎ সিদ্ধিরিত্যুক্তা সাধকৈ র্যাথ ঈশ্বরী ॥৭॥"

(দেবীপুরাণ ৪৫ অধ্যায়)

"ছন্দ স্তুপাত্ত গায়ত্রং গায়ত্রীত্বাচ্চতে ততঃ।
"গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।
মরীচে কলনাৎ তস্মাদ্ গায়ত্রী কীর্ত্তিতা ময়া ॥ ৬ ॥
তব বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠ নিত্যং সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ ॥ ৭ ॥
জপতি যে সদা তেষাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
জপকৃত্যঃ প্রকর্ত্তা সঃ রাত্রাহোর্যৎকৃতং লঘু ॥ ৮ ॥ •
ইত্যাদি (বহ্নিপুরাণে গায়ত্রীকঃ)

(১) অপর পক্ষে প্রমাণঃ—

"মোহদীতেহ্ হস্ত যজ্ঞেতাং ত্রীনি বর্ষাণ্যত্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমেষ্ঠ্যতি বায়ু ভূতঃ খ মূর্ত্তিমান্ ॥ ৯ ॥

(বৃহৎ যমসং)

"গায়ত্রী জপনিরতা পঞ্চত্বামৃতাতাং ব্রিজাঃ ॥ ১০ ॥

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

"প্রণবঃ ব্যাহৃতিত্যাক্ত গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যাং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১১ ॥"

(আহ্নিকতঃ সবিতৃরূপস্থাঃ শব্দ)

"নোচ্চৈরুপাংশু বৃধঃ কুর্য্যা সাবিত্র্যাক্ত বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥"

(,, ,, যোগি যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

• অষ্টাক্ষরা চতুষ্পদী গায়ত্রীর বিষয়ও দ্রষ্টব্যঃ উঃ ঘঃ (১৯।৯-৩০) দেখা যায়। উহার চতুর্থ পাদে—"পদো ব্রহ্মণে সাধয়েৎ," এই আটটী অক্ষর পরিদৃষ্ট।

! মনু বলিলে, "ওঙ্কারাদি সমাকৃতিত্যাদি" নয় কি? অত্র প্রবন্ধ ১১—১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য

• বৃহদারণ্যক অপেক্ষা সামবেদীয় ছান্দোগ্যের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ়তা অধিক নয় কি? দেখেছু।—"বেদানাং সাম বেদোঽস্মি" ভি শ্রীভগবদ্বাক্যং: (গীতা)

• ইহা দ্বারা সপ্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রীর জপও ওঙ্কার হলো - গায়ত্রীর (গয়ন) শক্তি প্রমাণিত হয় না কি?

"ওঙ্কারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ভূর্ভুবঃ স্বস্তয়ঃ পরম্।
গায়ত্রী প্রণবসঙ্ঘাতে জপেজ্ঞেয় মুদাহৃতা ॥ ১১ ॥"

'ইতি যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বচনেন জপে গায়ত্র্যা আদৌ প্রণব যোজিতায়াং প্রাগুক্ত পূর্ব্বত্রিকং জপেদিত্যাদি প্রণব যুক্ত যোজিতাদি।' (কাঃ ভাষ্যে—রঘুনন্দন)

" অথ মন্ত্র যোজায়া মুক্তত্বমাহ যোগি যাজ্ঞবল্ক্যঃ—
"যস্যানং চাতিরিক্তঞ্চ বর্দ্ধিতং যদবর্জ্জিতম্।
যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাত যামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তদোঙ্কার প্রযুক্তেন সর্ব্বকালিকলং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥"
(আহ্নিকতঃ সঙ্কেপাঃ)

" ওঙ্কারাদি সমাযুক্তঃ মমস্কারান্ত কীর্ত্তিতম্।
অনাদি সর্ব্ব মন্ত্রানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৪ ॥" *

(.. _ দেবপুঃ প্রকঃ ব্রহ্মপুঃ)—

শ্রীগায়ত্রী গৌরব।—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ ॥ ১৬ ॥
(শ্রীহরি ভঃ বিঃ ১০।২৮২ ; গরুড় পুঃ)—
"প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই কয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥

• • • •

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
সত্যং পরং ধীমহি—সাধনে প্রয়োজন ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্যম্)

---

† ইহা দ্বারাও ২৪ অক্ষরা ছন্দোময়ী ত্রিপদা গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবার পক্ষে কিছু ব্যবধান ঘটে কি ?

* তাহা হইলে, প্রণব—ব্যাহৃতি বর্জ্জিতা শুদ্ধ ২৪ অক্ষরা ত্রিপদী (ছন্দোময়ী গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব পক্ষে বাধক প্রমাণ কি আছে ?

—•—

মাননীয়

শ্রীযুক্ত শ্রীগৌড়ীয় পত্র-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহোদয়,

সপ্রণব ব্যাহৃতি মস্তকা শ্রীগায়ত্রীর উপাসনার বিষয় উপনীত ব্রাহ্মণমাত্রেই অল্পবিস্তর পরিজ্ঞাত। কিন্তু 'সাম গান যুগে'—উক্ত সাম বেদীয় (প্রণব—ব্যাহৃতি বিরহিতা। শুদ্ধ চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মিকা (ছন্দঃ—ত্রিপদী) গায়ত্রী স্বর মূর্চ্ছনাদি দ্বারা ঋষিগণের কণ্ঠপদ্মিতে গীত হইতেন কি না, প্রেরিত 'শ্রীগায়ত্রী' প্রবন্ধের দ্বারা তাহাই আমার প্রধান জিজ্ঞাস্য।

মাদৃশ ব্রাহ্মণাভাস ঐরূপ জটিল বা একান্ত গভীর বৈদিক বিষয়ের আলোচনা করিবার বাস্তবিক অযোগ্য হইলেও,—ঋক্, যজুঃ এবং সাম এই বেদত্রয়ের গায়ত্রী যে একই প্রকার,—সকলেই যে, অষ্টাক্ষরা ছন্দোময়ী সমযুক্ত ত্রিপদী,—একথাটা বলিতে আমার বোধ হয় ভুল হইতেছে না।

তাহা হইলে **সামগান উপাসনা যুগে** বৈদিক ঋষি মহোদয়েরা গায়ত্রীটী পরিত্যাগপূর্ব্বক 'সামের' অংশাংশ গান করিতেন ইহা মনে করা যায় কিরূপে বা কোন আদেশের বলে ? স্মরণার্থে নিবেদন করিতেছি,—'প্রণব—ব্যাহৃতি বর্জ্জিতা' শ্রীগায়ত্রীটী যে, অষ্টাক্ষরা ছন্দোময়ী ত্রিপদী অথবা শুদ্ধাক্ষরা চতুষ্পদী।

এখন যেন যাউক,—সামবেদের বিষয় আলোচনা করিলে প্রণব—ব্যাহৃতি বর্জ্জিতা গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব পক্ষে আমরা কোন প্রতিকার পাইতে পারিকি না ;—

(১) "গায়ং সাম নভস্তম্।" (ঋগ্বেদ ১।১৭।১।১)

(২) "ঋচো বৈ বিষ্ণুঃ যজুংসি সামানি।" (শঃ ব্রাঃ ৪।৬।৭।১)

(৩) "স্তোত্রাদীনি তু সামবেদে।" (বৈতানিকাদি ভূমিকা)

(৪) "ঋক্ পাদবদ্ধো, গীত সাম, গদ্যং যজুর্ব্বিদঃ। (সর্ব্বানুক্রমণী ভূঃ টীঃ)

(৫) "তেষামৃগ্ যথার্থবশেন পাদব্যবস্থা। গীতেষু সামাখ্যা। শেষে যজুঃ শব্দঃ।" (মীমাংসাদঃ ২।১।৩২-৩৪)

(৬) "গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি।" (অধিকরণ মাঃ ২।১।৫০ মাধবাচার্য্য)

(৭) "সাম শব্দ বাচ্যস্য গানস্য স্বরূপমুপলক্ষয়েন্ ক্রুষ্টাদিভিঃ সপ্তভিঃ স্বরৈঃ অক্ষরবিকারাদিভিশ্চ নিষ্পাদ্যতে। ক্রুষ্টঃ প্রথমঃ দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ঃ চতুর্থঃ পঞ্চমঃ ষষ্ঠশ্চ ইত্যেতে সপ্তস্বরাঃ।" (সাম সঃ ভাষ্য)

(৮) "যোহসৌ কৃষ্টেতনঃ ইব সাহং স্বরন্তং দেবা উপজীবন্তি। যোহবেদাহং ব্রহ্মসন্তং মনুষ্যাং যো দ্বিতীয়ন্তং পুরুষা নবেদো বসুতীর্থ স্তং পশবো সচন্তুর্থ স্তং দিতরো যে চাতেভ্য স্তেহপি যঃ পঞ্চমন্তমন্তর ব্রহ্মাদিনি যোহস্মা সুমেধাদেভো বনস্পতিভো যজ্ঞাভিজ্ঞাবং।" (সা॰ বি॰ গা॰ ১৮ ৮)

(৯) "সাবিত্রেদিদং গীতং সংক্রান্তং পিতামহং।" (মহাভারত ১৮ ৫)

১০। "গীতিনাম ক্রিয়াকলাপস্তস্য প্রস্তুত করা, স্বর-বিশেষাদ্যাশ্রিতত্বাদিরূপা, সাম পদাদিলক্ষণা, সা নিয়তপ্রমাণা ঋচি বর্ত্ততে। তৎ সম্পাদনার্থোহয়ুগাকর বিকারো বিপ্রেষো বিকর্ষণমভ্যাসো বিরামঃ স্তোভং ইত্যেতন্মানঃ সর্ব্বে সামবেদে সমাম্নাতস্তে।" (শী॰ ভা॰ সু॰ ভাষ্য সাধারণ শঙ্কর স্বামী)

(১১) "সামবেদ।—তত্রলক্ষণমাহ জৈমিনিঃ। গীতেষু সামাখ্যা ইতি। গীয়মানেষু মন্ত্রেষু সাম সংজ্ঞেত্যর্থঃ।" (তিথ্যাদিত॰)

উপসংহারে নিবেদন এই,—

আপনারা "শ্রীগৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় মহাত্মগণ বেদোপনিষৎ, মন্বাদি স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহাপুরাণ-উপপুরাণ এবং শ্রীল গোস্বামী গ্রন্থসমূহে পরম-প্রাজ্ঞ। বৈদিক গ্রন্থ সমস্তই আপনাদের দেখা আছে এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাগারে উপস্থিত আছে। অতএব তত্রাদৃশ মহাত্মাগণই আমার প্রশ্নের সুমীমাংসা করিতে,—মাদৃশ অজ্ঞজনের মনের ধাঁধা বা চিত্তের অন্ধকার ঘুচাইতে বাস্তবিক সুসমর্থ।

শ্রীগায়ত্রীর গেয়ত্ব এবং তদ্যাত্ব সম্বন্ধে আপনাদের সময় বা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম দাবীর জন্য আমি তজ্জ,—যথাসাধ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাকারে অর্পণ করিয়াছি ভরসা করিতেছি—প্রবন্ধটী আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিবেন ;—সংগ্রহবিষয়ে মাদৃশ হস্তীমূর্খের ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি পরিশোধনপূর্ব্বক,—আমার উদ্দেশ্যসফলে (শুদ্ধ ২৪ অক্ষরা ছন্দোময়ী গায়ত্রীর (গায়ত্র পক্ষে) সিদ্ধান্তপূর্ণ একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ, শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয় পত্রে প্রকাশ করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় — বিনীত

গ্রাহক নং ৩৯৩৪। শ্রীবরদাকান্ত শর্ম্মা

(ভক্তিবিনোদ)

[আগামী সংখ্যার পত্রে উত্তর প্রকাশিত হইবে]

গৌঃ সঃ

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১৮ই ভাদ্র রবিবার দিবস শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিশেষ অধিবেশন ও সংকীর্ত্তন মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উষঃকাল হইতেই শ্রীমঠ তুমুল সংকীর্ত্তনোৎসবে মহামুখরিত হইয়াছিল। শ্রীরাধাবির্ভাবের সময় অভিষেক, পূজা, আরাত্রিক, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্তাঙ্গের যথাবিহিত অনুষ্ঠান হয়। অপরাহ্নে শ্রীরাধাবির্ভাব-সম্বন্ধে শুদ্ধবৈষ্ণব-মহাজনগণের বিরচিত পদাবলী কীর্ত্তন হয়। এই ঘটিকা হইতে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য মহাশয় শ্রীগীতাবলী হইতে 'রাধাষ্টক' কীর্ত্তন করেন, তৎপরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীরঘুনাথ সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ-বক্তৃতা করেন। গুরুপাদের বক্তৃতার পরে শ্রীমদ্ভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্বনমালী বিদ্যাচার্য্য 'বৈষ্ণব-বেদান্তবিধান' মহোদয় দেবভাষায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অতীব প্রাঞ্জল ও সুমধুর উপন্যাস (বক্তৃতা) কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার অন্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয় সুমধুর কীর্ত্তন দ্বারা সজ্জনগণের আনন্দ-বর্দ্ধন করেন। সংকীর্ত্তনান্তে সমবেত সহস্র সহস্র শ্রোতৃবৃন্দকে উচ্চ সংকীর্ত্তন সংযোগে চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত-শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। নিশীথ ও ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ কার্য্য চলিয়াছিল। স্থানীয় অগণিত শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, কুলীন, পণ্ডিত, ধনী সকলেই স্ব স্ব প্রাকৃত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক নিজদিগকে পরম সুকৃতিমান্ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিদ্বান্, পণ্ডিত ও আভিজাত্য-সম্পন্ন মহানুভব পুরুষগণ এই মহা-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

—•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

আচার্য্য-শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজস্য বিরহমহোৎসবঃ।
শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজস্য বিরহমহোৎসবঃ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীচরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৭ই আশ্বিন, ১৩৩৪, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ | ৭ম সংখ্যা

আচার্য্য শ্রীরামানুজ

ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা হারীতের বংশে কেশবাচার্য্য নামক এক-জন দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ মাদ্রাজ হইতে প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে শ্রীপরমবন্তুর বা শ্রীমৎভূতপুরী নামক গ্রামে শকাব্দীর দশম শতাব্দীর শেষান্তে বাস করিতেন। কেশব ও তদীয় পত্নী কান্তিমতী উভয়েই সদাচার-সম্পন্ন ও নানা সদ্গুণ-বিভূষিত ছিলেন। তাঁহারা একদা পুত্রকামনায় বৈতরণি-নাগর-সঙ্গমে স্নানপূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিকট স্ব-স্ব-মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ভগবান্ পার্থ-সারথি তাঁহাদের মনোভীষ্ট পূর্ণ করিবেন বলিয়া আশ্বাসবাণী প্রদান করেন।

এই কালে সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ ভক্তি-বিরুদ্ধবাদিগণের দ্বারা প্লাবিত হইয়াছিল। পরমমঙ্গলময় শ্রীহরি জীবকুলকে এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় স্বীয় সঙ্কর্ষণ-শক্তিকে বিষ্ণুবিদ্বেষ প্লাবিত-প্রদেশে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সদাচারনিষ্ঠ আসুরি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা শ্রীকান্তিমতীকে আশ্রয় করিয়া মহাভূতপুরী গ্রামে ৯৩৮ শকাব্দার চৈত্র-শুক্ল-পঞ্চমী তিথিতে আর্দ্রা-নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ভগবদিচ্ছায় সঙ্কর্ষণ-শক্তি জগতে অবতীর্ণ হইলেন। কাহারও মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেশব-তনয়ের জগতে আবির্ভাব গণিত হয়।

কান্তিমতী প্রসিদ্ধ দিব্যসূরি শ্রীযামুনাচার্য্যের শিষ্যবর শ্রীশৈলপূর্ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেন; কান্তিমতীর গৃহে এক পুত্ররত্নের আবির্ভাব হইয়াছে শ্রবণ করিয়া শ্রীশৈলপূর্ণ বালককে দর্শন করিতে আসেন এবং শিশুবরে শ্রীরামানুজ-লক্ষ্মণের সমুদয় লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাইয়া বালককে 'লক্ষ্মণ' নামে অভিহিত করেন।

অতীব শৈশবকাল হইতেই লক্ষ্মণের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অপূর্ব্ব প্রতিভা লক্ষিত হইতে লাগিল। বাল্যকালেই লক্ষ্মণের ভগবদ্ভক্তির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সঙ্গম ও বৈষ্ণব-সেবায় অসামান্য লোলা পরিলক্ষিত হইত। কাঞ্চিপূর্ণ নামে এক পরম ভগবত কাঞ্চিনগরীস্থ শ্রীবরদরাজের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন; কাঞ্চিপূর্ণ বৈষ্ণবের অতিকুলের নিরপকতা প্রচারার্থ কৃপাপূর্ব্বক নীচশূদ্রকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই ভাগবতবর প্রত্যহই শ্রীবরদরাজের পূজা-বিধানার্থ স্বীয় আবির্ভাব-ভূমি পুণ্যমেলি হইতে কাঞ্চিপুরীতে গমন করিতেন। কাঞ্চিনগরীতে গমনকালে তাঁহাকে কেশবের গৃহের পার্শ্বদিয়া যাতায়াত করিতে হইত। বালক লক্ষ্মণ কাঞ্চি-পূর্ণকে দৃষ্টিমাত্রে 'পরম বৈষ্ণব' বলিয়া অবগত হইয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। মাতা-পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই একদিন বালক লক্ষ্মণ কাঞ্চিপূর্ণকে

গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন এবং নিজ হস্তে তাঁহাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে উদ্যত হইলেন। কাঞ্চিপূর্ণ সদ্বংশজাত-ভনয়-লক্ষ্মণের এইরূপ ব্যবহার-দর্শনে স্বীয় বৈষ্ণবোচিত বৈশ্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন যে, তিনি অত্যন্ত নীচ শূদ্র; সুতরাং ব্রাহ্মণ-তনয় লক্ষ্মণের পক্ষে শূদ্রের সেবা উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া বালক লক্ষ্মণ মহাদুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো, বৈষ্ণব কখনও শূদ্র নহেন, বৈষ্ণবই ব্রাহ্মণের গুরু; দেখুন, 'তিরুপ্পান আলোয়ার' চণ্ডালকুলে আবির্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজনীয় হইয়াছিলেন।" বাল্যকালেই লক্ষ্মণের এইরূপ বৈষ্ণবোচিত সদ্বুদ্ধি বা বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত বুদ্ধির আদর্শ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার কালে এই দ্রাবিড়-কুল-তিলক মাতুলিতার আগ্রহে দারপরিগ্রহ করেন। লক্ষ্মণকে দ্বিতীয়াশ্রমে অবস্থিত দেখিয়া কেশব দীক্ষিত প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিলেন। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর লক্ষ্মণ কিছুকাল জননীর সন্নিধানে সপত্নীক বাস করিয়াছিলেন। এই সময় লক্ষ্মণের শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবল ইচ্ছা হয়; শ্রীকাঞ্চিপুরীতে শ্রীযাদবাচার্য্য নামক জনৈক অধ্যাপকের বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বেদান্ত পাঠ আরম্ভ করিলেন। কাঞ্চিপুরী মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর অন্যতম এবং ভূতপুরীর নাতিদূরে অবস্থিত। কাঞ্চির বর্ত্তমান নাম কঞ্জিভিরাম, এই নগর মাদ্রাজের পশ্চিমে দ্বাদশ ক্রোশের মধ্যে স্থিত। চোলবংশ-গণের রাজত্বকালে কাঞ্চিপুরী বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র, সরস্বতী-সমার্চ্চনার পীঠ ও দাক্ষিণাত্যের শিরোভূষণ স্বরূপ ছিল।

শ্রীলক্ষ্মণদেশিক যখন কাঞ্চিতে যাদবাচার্য্যের নিকট যথারীতি গুরু শুশ্রূষার সহিত বেদান্তাধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন মন্ত্রশাস্ত্রকুশল যাদব ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত কাঞ্চিরাজকুমারীর প্রেতাপনোদনার্থ কাঞ্চিপুরাধিপতি-দ্বারা রাজগৃহে আহূত হন। যাদবাচার্য্য তাঁহার মন্ত্রশক্তিপ্রয়োগ-দ্বারা রাজকুমারীর প্রেতাপনোদনে অসমর্থ হইলে ব্রহ্মরাক্ষস নানালাকারে যাদবকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং যাদব পূর্ব্ব-জন্মে 'গোলাঙ্গ' ছিলেন, অজ্ঞাতসারে কোন বৈষ্ণবের পাত্রাবশেষ ভক্ষণ-ফলে বর্ত্তমান জন্মে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন—ইহা জানাইয়া তদদেশবাসী শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের পাদোদক পাইলে সে রাজকুমারীর দেহ পরিত্যাগ করিবে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তদনুসারে শ্রীলক্ষ্মণ-দেশিক রাজকন্যার দেহাশ্রিত ব্রহ্মরাক্ষসকে কৃপা করিলেন। এই ঘটনায় যাদবাচার্য্য ক্ষুব্ধ-হৃদয় হইয়া স্বীয় শিষ্য লক্ষ্মণ-দেশিকের প্রতি মৎসর ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে শ্রীলক্ষ্মণ স্বীয় অধ্যাপকের অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন, এমন সময় যাদবাচার্য্যের জনৈক শিষ্য গুরু-সন্নিধানে আগমন করিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদের—"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" (১।৬।৭) মন্ত্রাংশ হইতে "কপ্যাসং" শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে যাদবাচার্য্য শিষ্যকে তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যানুসারে 'কপ্যাসং' শব্দে "কপির আসন" অর্থাৎ বানরের পৃষ্ঠভাগ বা অপান-দেশ—এইরূপ অর্থ করেন; 'কপ্যাসং' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা হইলে শ্রুতিমন্ত্রাংশের এইরূপ অর্থ হয়,—সেই হিরণ্ময়-পুরুষের চক্ষুর্দ্বয় বানরের অপানদেশের ন্যায় রক্তিম-পদ্মতুল্য। শ্রীলক্ষ্মণদেশিক অধ্যাপকের এইরূপ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ ব্যথিত হইলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া তাঁহার আন্তরিক ব্যথার আতিশয্য জ্ঞাপন করিল। শ্রীলক্ষ্মণদেশিক অধ্যাপকের সেবা করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয়-দুঃখনিবন্ধন অতিব্যক্তক দুই একটী অশ্রুফ অশ্রুবিন্দু লক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারে অধ্যাপকের অঙ্গেও পতিত হইল। যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণকে হঠাৎ বিনা কারণে এইরূপ অশ্রুপূর্ণলোচন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মণ বলিলেন যে, তিনি 'কপ্যাসং' শ্রুতি-মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নয়নদ্বয়ের রক্তিম-আভাকে বানরের অধোভাগের সহিত তুলনা করা অপরাধ-পরাকাষ্ঠার পরিচয়। যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন,—মূঢ়, তুমি আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যায় দোষারোপ করিতেছ, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! শক্তি থাকে ত দেখাও তুমি ইহা অপেক্ষা অন্য কি প্রকার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিতে পার। শ্রীলক্ষ্মণ তখন 'কপ্যাসং' শব্দে বানরের অপানমার্গ বা অধোভাগ এইরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া—"কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ = সূর্য্যঃ এবং 'অস্' ধাতু ক্ষিপনার্থে সুতরাং 'আস' শব্দে 'বিকসিত'; অতএব 'কপ্যাসং' শব্দের অর্থ সূর্য্য-বিকসিত, 'কপ্যাসং'

শব্দের এইরূপ অর্থ হইলে সমগ্র শ্রুতি-মন্ত্রাংশের অর্থ এইরূপ হয়,—'সেই আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুর চক্ষু দুইটী পুণ্ডরীকলিত পদ্মের ন্যায়।' যাদব লক্ষ্মণের এইরূপ অর্থ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ইহা মুখ্যার্থ নহে, গৌণার্থ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিলেন, এই বালক সামান্য নহে, ভবিষ্যতে ইনি শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত মতের একজন বিশেষ শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন।

আর একদিন যখন যাদবাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুসরণে তৈত্তিরীয়োপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (আনন্দবল্লী ২) মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণ ঐরূপ নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যায় নানাবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্থাপন করেন। যাদবাচার্য্য এইরূপে পুনঃ পুনঃ শিষ্যের নিকট অপদস্থ হইয়া এবং তাঁহাকে স্ব-সম্প্রদায়ের একজন ভবিষ্যৎকালীন পরম শত্রু জানিয়া লক্ষ্মণের প্রাণসংহারার্থ এক ষড়যন্ত্র করেন। একদিন ত্রিবেণীস্নানের এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহাতে লক্ষ্মণকে সম্মত করান। উদ্দেশ্য—হিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে হিংস্র জন্তুদ্বারা লক্ষ্মণকে সংহার করাইবেন। যাদবের প্রস্তাবানুসারে লক্ষ্মণ গঙ্গাস্নানার্থ যাদবের সহিত গমন করিলেন। কাঞ্চি হইতে প্রয়াগ-আগমনের পথে বিন্ধ্যগিরির সন্নিকটে লক্ষ্মণের মাতৃস্বসা-তনয় যাদব-শিষ্য গোবিন্দ যাদবের দুষ্ট অভিসন্ধি লক্ষ্মণের নিকট গোপনে প্রকাশ করিয়া স্বীয় প্রাণরক্ষার্থ সেই স্থান হইতে তাঁহাকে পলায়ন করিবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। রামানুজ যাদবের ষড়যন্ত্র হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য গন্তব্য পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য পথে দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে গমন করিতে থাকিলেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া একটী বৃক্ষমূল আশ্রয় করিলেন। ঐ সময় মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে থাকিলে যাদব ও তাঁহার সহযাত্রিগণ বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন; গোবিন্দকে একাকী আসিতে দেখিয়া যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দ বলিলেন যে, লক্ষ্মণ অগ্রেই চলিয়া আসিয়াছেন জানিয়া তিনিও এখানে চলিয়া আসিলেন। যাদবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার শিষ্যগণ লক্ষ্মণের অনেক অনুসন্ধান করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন; অবশেষে যাদব লক্ষ্মণের অপমৃত্যু নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

এদিকে শ্রীলক্ষ্মণদেশিক বৃক্ষমূলাশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ করিতে থাকিলে কিছুকাল পরেই এক ব্যাধ-দম্পতির সহিত তাঁহার দেখা হইল। শ্রীলক্ষ্মণ এই ব্যাধ-দম্পতিকে তাঁহার সহযাত্রী জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের সহিত চলিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে তাঁহারা কোন একটী বৃক্ষ আশ্রয়পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিলে ব্যাধপত্নী ব্যাধের নিকট পিপাসাতুরা হইয়া পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ ব্যাধ-পত্নীর জন্য জল আনিতে উদ্যত হইলে ব্যাধ লক্ষ্মণকে রাত্রিকালে কিছুতেই জল আনয়নার্থ অন্যত্র যাইতে দিলেন না। প্রাতঃকাল হইবামাত্র ব্যাধ লক্ষ্মণকে জল আনিতে আদেশ করিলেন, লক্ষ্মণও নিকটস্থ একটী সোপানবিশিষ্ট কূপ হইতে অঞ্জলিদ্বারা জল উঠাইয়া তিনবার ব্যাধদানে ব্যাধ-পত্নীর পরিতৃপ্তি করিলেন। চতুর্থবারে কূপ হইতে জল লইয়া উঠিয়া লক্ষ্মণ আর ব্যাধ-দম্পতিকে দেখিতে পাইলেন না। অধিকন্তু ভীষণ অরণ্যের পরিবর্ত্তে সন্নিকটে লোকালয় ও পথ দেখিতে পাইলেন। পথিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার অভীষ্ট কাঞ্চিপুরীতেই তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ সমস্ত বিবরণ পরম ভাগবত কাঞ্চিপূর্ণের নিকট নিবেদন করিলে কাঞ্চিপূর্ণ বলিলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ ব্যাধ-দম্পতিরূপে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তিন অঞ্জলি জল পান করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়াছেন। কাঞ্চিপূর্ণ লক্ষ্মণকে প্রত্যহ ঐ শালকূপ হইতে জল আনয়ন করিয়া বরদরাজের সেবা করিবার উপদেশ দিলেন।

এদিকে যাদব ও শিষ্যগণের সহিত কাঞ্চিপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তথায় লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বাহ্যে আনন্দের ভাব দেখাইয়া লক্ষ্মণকে পুনরায় তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মণ যাদবকে ভবিষ্যতে কৃপা করিবার জন্য অধ্যাপকের অনুরোধে সম্মত হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন।

ক্রমে লক্ষ্মণের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকিলে শ্রীরঙ্গমে বিদ্যাসুরি শ্রীযামুনাচার্য্য ও শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের বৈষ্ণবী প্রতিভার কথা শুনিতে পাইয়া লক্ষ্মণকেই ভবিষ্যতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। অল্পদিন পরে বরদরাজ-দর্শন-মানসে কাঞ্চিপুরীতে আগমন করিয়া যামুনাচার্য্য যাদবাচার্য্যের সহিত লক্ষ্মণকে দেখিতে

পাইলেন। যামুনাচার্য্য লক্ষ্মণকে দূর হইতে দর্শন করিয়া বিশেষ উৎফুল্ল হইলেন এবং স্বীয় মনোভাব প্রকাশ বা শ্রীলক্ষ্মণকে অন্য কোন সম্ভাষণাদি না করিয়া তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যামুন স্বীয় নগরে ফিরিয়া গিয়া নিজ শিষ্য পূর্ণাচার্য্যকে কাঞ্চিস্থ বরদরাজের নিকট স্বরচিত 'স্তোত্ররত্ন' পাঠ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবরদরাজের মন্দিরে পূর্ণাচার্য্যের মুখে যামুনাচার্য্য-রচিত অপূর্ব্ব স্তোত্ররত্ন শ্রবণ করিয়া যামুনমুনির দর্শন লাভের জন্য ব্যগ্র হইলেন। পূর্ণাচার্য্যও সাদরে শ্রীলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন; কিন্তু পথে যামুনাচার্য্যের অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উভয়েই ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়িলেন। শ্রীযামুনাচার্য্যের চিদানন্দ কলেবর যাহাতে কোন প্রকারে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্পৃষ্ট না হয়, তজ্জন্য মহাপূর্ণ ভীষণ বিরহ-বেদনা মধ্যেও আপনাকে ও লক্ষ্মণকে কোন প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীযামুন-কলেবরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শ্রীলক্ষ্মণদেশিক যামুনাচার্য্যের তিনটী অঙ্গুলি সঙ্কুচিত দেখিয়া বিষৎপ্রতীতিদ্বারা বুঝিলেন যে, এই মহাত্মার কোন তিনটী বিশেষ জগন্মঙ্গলকর মনোভীষ্ট অপূর্ণ রহিয়াছে; অনুসন্ধানদ্বারা সেই তিনটী মনোভীষ্টের কথা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রথম প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলিলেন,—(১) "আমি শ্রীবৈষ্ণব-মতে অবস্থিত হইয়া অজ্ঞান-মোহিত জীবদিগকে পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন, দ্রাবিড়-আম্নায়-পারদর্শী ও সর্ব্বথা প্রপত্তিধর্ম্ম নিরত করাইব" এইরূপ বলিবার পরই শ্রীযামুনাচার্য্যের কুঞ্চিত অঙ্গুলি ত্রয়ের একটী সরল হইল; লক্ষ্মণ দ্বিতীয়বার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—(২) "জগজ্জীবের কল্যাণার্থ আমি পরমতত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক বেদান্ত-সূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করিব" —এই বাক্যে যামুনের দ্বিতীয় অঙ্গুলি প্রসারিত হইল; লক্ষ্মণ তৃতীয়বারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—(৩) "পরাশর ঋষি জীব ও ঈশ্বরাদির স্বরূপ, উপায় প্রকৃতি প্রকাশ-পূর্ব্বক যে পুরাণ-রত্ন রচনা করিয়াছেন, আমি তাহার অভিধান নির্ম্মাণ করিব"—ইহা উচ্চারিত হইবামাত্রই যামুনের অবশিষ্ট অঙ্গুলিটি স্বাভাবিক ঋজুতা লাভ করিল। দর্শকবৃন্দ লক্ষ্মণের এই অলৌকিক শক্তি দর্শনে পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকেই ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

লক্ষ্মণ কাঞ্চিপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যামুন-শিষ্য কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইলেন। লক্ষ্মণের অতি বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণবের প্রতি নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত বুদ্ধির পরিচয় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কাঞ্চিপূর্ণ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও লক্ষ্মণ আপনাকে তাঁহারই নিকট দীক্ষাকর্ণ কৃপা-গ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্ন করিবার জন্য কৌশলে কাঞ্চিপূর্ণের উচ্ছিষ্টপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কাঞ্চিপূর্ণকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন; বৈষ্ণবের কাঞ্চিপূর্ণও একটী প্রতিকৌশল সৃষ্টি করিলেন এবং স্মার্ত্ত-বিচারবিশিষ্টা লক্ষ্মণ-পত্নীকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহার দ্বারা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লইলেন। কাঞ্চিপূর্ণের দ্বারা এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া লক্ষ্মণ তাঁহারই নিকট উপযুক্ত গুরুলাভের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ বরদরাজের নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া লক্ষ্মণকে তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। স্বপ্নযোগে কাঞ্চিপূর্ণ শ্রীবরদরাজের আদেশ জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে জানাইলেন যে, শ্রীমহাপূর্ণই শ্রীলক্ষ্মণের গুরু হইবার যোগ্য। ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণদেশিক দ্বিতীয়বার শ্রীরঙ্গমনগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যেই মথুরার নিকট অগ্রহার গ্রামে মহাপূর্ণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সেই স্থানেই শ্রীপূর্ণাচার্য্যের দ্বারা যথাবিধি পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন হইলেন। পূর্ণাচার্য্য লক্ষ্মণকে দীক্ষিত করিয়া কাঞ্চিপুরীতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণপত্নী পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-স্বভাববিশিষ্টা ছিলেন; একদিন লক্ষ্মণ-পত্নীর কূপ হইতে জল তুলিবার সময় পূর্ণাচার্য্যের ভার্য্যার রজ্জু হইতে একবিন্দু জল লক্ষ্মণভার্য্যার কুম্ভে পতিত হয়, তাহাতে লক্ষ্মণভার্য্যা গুরুপত্নীর নীচজাতিত্ব ও স্বীয় কৌলীন্যের উল্লেখ করিয়া গুরুপত্নীর প্রতি যথেষ্ট মর্ম্মন্তুদ-কটূবাক্য প্রয়োগ করিলেন। মহাপূর্ণ এই কথা জানিতে পারিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে আর এইরূপ অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত না হয়, তজ্জন্য লক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারেই নিস্তব্ধভাবে রঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ শ্রীগুরুদেবের এইরূপ হঠাৎ গমনবার্ত্তার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সমগ্র বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং

এইরূপ শুদ্ধবৈষ্ণব-বিদ্বেষিণী পত্নীর দুঃসঙ্গ চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। এই ঘটনার কয়েক-দিন পরেই একজন ক্ষুধার্ত্ত-ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ-গৃহে গমনপূর্ব্বক লক্ষ্মণপত্নীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া লক্ষ্মণের নিকট আসিয়া তদীয় পত্নীর দুর্ব্ব্যবহারের বিষয়ে অভিযোগ করেন। লক্ষ্মণদেশিকও এই সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণকে পত্নীর নিকট ভিক্ষুকবেশে পাঠাইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার হস্তে একখানি পত্র, হরিদ্রা ও নবরঙ্গ দিয়া বলিলেন,—"আপনি আমাদের গৃহে গমন করিয়া প্রকাশ করুন যে, আপনি আমার শ্বশুরালয় হইতে আমার পত্নীকে তাঁহার ভ্রাতার বিবাহোৎসবে লইবার জন্য আসিয়াছেন।" লক্ষ্মণের নির্দ্দেশানুসারে সেই বিপ্রটী পুনরায় লক্ষ্মণ-পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পত্রাদি প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ-পত্নী এইবারে ঐ ব্রাহ্মণকে বহুতর সম্মান প্রদান করিয়া ভূরি ভোজন করাইলেন। এদিকে লক্ষ্মণও উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লক্ষ্মণ-গৃহিণী পতির নিকট ব্রাহ্মণের প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলে লক্ষ্মণ তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং পত্নীর দুঃসঙ্গ চিরতরে বর্জ্জন করিবার জন্য কৌশলে পত্নীকে বলিলেন,—"তুমি যখন এবার ভ্রাতৃবিবাহোৎসবে পিতৃগৃহে যাইতেছ, তখন তোমার যাবতীয় বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি লইয়া যাওয়াই উচিত।" লক্ষ্মণ-পত্নী সচিব কৌশল বুঝিতে না পারিয়া অধিকতর উৎফুল্লচিত্তে তাঁহার যাবতীয় বিলাসোপকরণ-সহিত উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত পিতৃগৃহে গমন করিলেন।

এদিকে শ্রীলক্ষ্মণ শুদ্ধবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যক্ত হইল জানিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন এবং অবিলম্বে বরদরাজের সম্মুখে দাণ্ডবৎ প্রণিপাত পুরঃসর বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো, অদ্য হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার হইলাম, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন।" অনন্তর সন্ন্যাসের উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া বরদরাজের ইচ্ছাক্রমে অনন্তসরোবরের তটে শ্রীযামুনাচার্য্যকে স্মরণপূর্ব্বক ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রকটবাসরে বিজয়-গীতিকা

(শ্রীভক্তিবিনোদ অভ্যুদয়ের উপলক্ষে)

ঘোর-ঘনঘটা দুর্য্যোগ-নিশা,
নিস্তার ঘনে সব আলোক,
দৈত্য দানব- নৃত্যে ভীষণ
বিহ্বল যখন আবার লোক ;

পথাপথ সব একাকার ঘনে
প্রান্তর পুর গিরি গহন ;
শান্ত বিপথে পান্থ সকল
দস্যু-কবলে হয় নিধন ;

বঞ্চক চৌর প্রতারক শঠ
ছল-বেশে পুষ্টি লা' কিছু সব,
নৈশ-আঁধারে নরকের ভীতি
জাগাইয়ে তুলে নিকট সব ;

পূর্ণ প্রভাতে প্রোজ্জ্বল ভবে
ঘন তমঃ সেই করিয়া দূর,
ভাস্করবর ভাস্কররূপে
হইলে উদয় কে তুমি শূর!

বিশ্ব-ব্যাপক বিজ্ঞান-করে
অজ্ঞান-নিশা করি' বিলীন,
করিলে নষ্ট নিশাচর-ভয়,
দেখাইলে সত্য পথ প্রবীণ!

জয়-জয়-জয় **ভক্তি-বিনোদ.**
ভক্ত্যাচার্য্য ভারত-মণি!
আসমুদ্র আজি আর্য্য-ভবনে
লক্ষ জিহ্বায় তব জয়ধ্বনি!

পদাঙ্ক তব যে পরম বন্ধে
কৃপাপ্লবময়, পাষাণ-রেখা ;
অনুসরি' দৃঢ় উদ্ধ বাহু সে
চলে 'গৌড়ীয়' সঙ্ঘের একা!

কি আনন্দ-সিন্ধু উজল হৃদে
প্রকট বাসরে আজি তোমার!

প্রত্যেক ঘরে মন-মাঝারে
মন করে কি হুরে কথায়!
কর আরতি, কে দেব দরশন,
নিরাকার শুধু গৌর-নাম!
গাহে নিতাই, প্রত্যেক ঘরে,
যদি তব প্রীতি পূর্ণকাম!!

'গঙ্গা' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট

[গত সপ্তাহের 'গঙ্গা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

গত সপ্তাহের সংখ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিদাস বেদান্তভূষণ-বিরচিত যে 'গঙ্গা'-শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই পরিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে।

(১) প্রবন্ধ-লেখিকা শ্রীমদ্ভাগবতের (১।১।১৪) শ্লোক ও আচার্য্যগণের টীকা এবং ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার পদটী উদ্ধার করিয়া নিম্নবাক্যে লিখিয়াছেন,—"গঙ্গা হইতেও কৃষ্ণাশ্রিতগণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে।" এই বাক্যটী পাঠ করিয়া কাহারও কাহারও হৃদয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, যদি গঙ্গা সাক্ষাৎ চিদ্রূপিণী বিষ্ণুপদাশ্রিতা হন, তাহা হইলে তাঁহা অপেক্ষা মহান্ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য অধিক উচ্চ হইলে কি গঙ্গা ও শ্রীবৈষ্ণবে ভেদবুদ্ধি হয় না? আর যদি প্রবন্ধলেখক-ধৃত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতীয়—"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গার, ভক্তজনে। চতুর্থ বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥"—বচনানুসারে গঙ্গা ও মহান্ত-বৈষ্ণব স্বরূপতঃ এক তত্ত্বই হন, তাহা হইলে একের মাহাত্ম্য অপেক্ষা আর এক জনের মাহাত্ম্য অধিক—এইরূপ বলিবারই বা তাৎপর্য্য কি? এই সন্দেহটীর সুমীমাংসা আমাদের প্রভুপাদ তাঁহার ভাগবত-বিবৃতির (১।১।১৪) মর্ম্মে অল্পাক্ষরে এইরূপ করিয়াছেন,—"ভগবানের নামোচ্চারণকারী ভক্ত গঙ্গাদি তীর্থ অপেক্ষা বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক উপযোগী।"

এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য এই,—গঙ্গা ও মহান্ত-বৈষ্ণব উভয়েই অপ্রাকৃত অভিন্ন তত্ত্ব হইলেও নামকীর্ত্তনকারী মহান্ত-বৈষ্ণব বদ্ধ জীবের যোগ্যতার পক্ষে অধিক উপযোগী অর্থাৎ মহান্ত-বৈষ্ণব বীর্য্যবতী কীর্ত্তনবাণীদ্বারা জীবের প্রাকৃত বুদ্ধি নিরাস করিয়া তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধি উদয় করাইতে পারেন। অনর্থযুক্ত জীব যখন তাহার বিকৃতাবস্থায় সহস্রদল-নিবাসিনী বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা প্রভৃতি প্রপঞ্চাতীর্ণ বৈকুণ্ঠ বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া থাকে, তখন শ্রীবৈষ্ণব ঐ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট বৈকুণ্ঠবস্তুর স্বরূপের কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় করান। অপ্রাকৃত বুদ্ধি উদিত হইলে জীবের ভোগবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া সমস্ত বস্তুতে বিষ্ণুসেবোপকরণ বুদ্ধি হয়। কিন্তু শ্রীগঙ্গাদেবী অনর্থযুক্তজীবের নিকট তাদৃশ লীলা অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভাবে হরিকথা কীর্ত্তনদ্বারা জীবের হৃদয়কলুষ বিনাশ করিবার লীলা প্রদর্শন করেন না। যেমন অন্তরঙ্গ-লীলান্তর্গত নিত্যধাম অপেক্ষা গৌর নবদ্বীপ, বৃন্দাবন জীবের বর্ত্তমান যোগ্যতার পক্ষে অধিক উপযোগী, তদ্রূপ চিদ্বস্তুরূপিণী শ্রীগঙ্গাদেবী অপেক্ষা মহান্ত-বৈষ্ণব অনর্থযুক্ত জীবের বর্ত্তমান যোগ্যতার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। জীবে বর্ত্তমান যোগ্যতার অধিকতর উপযোগিতার দিক হইতে বিচার করিয়াই শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে গঙ্গা হইতেও মহান্ত-বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(২) কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, যদি গঙ্গা বিষ্ণু-পাদপদ্ম-নিঃসৃতা হন, তাহা হইলে সেই বিষ্ণু-পাদোদক-দ্বারা কিরূপেই বা বিষ্ণুসেবা হয়? প্রবন্ধকার এই প্রশ্নেরও মীমাংসা করিয়াছেন; আমরা তাহাই আরও একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছি। লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহারই দ্বিতীয়দেহ-বৈভব-প্রকাশ শ্রীবলদেব। তিনি বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইয়াও বৈকুণ্ঠ-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক বিবিধ উপকরণরূপে বিস্তৃত হইয়া কৃষ্ণসেবা করেন। সঙ্কর্ষিণী-শক্তি অধিষ্ঠিত-বিগ্রহ শ্রীবলদেব হইতেই ত্রিপাদ-বিভূতি নিত্যকাল প্রকাশমান। বলদেবই কারণার্ণব-শায়ীরূপে একপাদবিভূতির কারণ। বলদেবই যখন নিত্যকাল কৃষ্ণসেবোপকরণ ত্রিপাদবিভূতিরূপে বিস্তৃত, তখন ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্গত গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্য-প্রবাহমানা গঙ্গা যে দেবাবিগ্রহ বলদেবেরই বিভূতিরূপ নিত্য কৃষ্ণসেবোপকরণ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সেই নিত্যকৃষ্ণসেবোপকরণরূপা গঙ্গাই আবার বল-দেবাভিন্নবিগ্রহ কারণার্ণবশায়ীর সেবাসজ্জন কারণসমুদ্রের

বিগ্রহরূপে প্রকটে অবতীর্ণ * ; সুতরাং উহা নিত্য কৃষ্ণসেবোপকরণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতে যে গঙ্গা শ্রীরাধা-অঙ্গজা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তের সহিতও উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই ; যেহেতু, সর্ব্ব-কারণকারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত চিদংশ যখন সদংশকে ক্ষোভিত করেন, তখনই শ্রীবলদেবের আবির্ভাব ; আবার যখন আনন্দাংশকে ক্ষোভিত করেন, তখন হ্লাদিনী বা শ্রীরাধিকার প্রকাশ। মর্য্যাদামার্গে শ্রীবলদেব এবং রাগমার্গে শ্রীরাধাভাবই আশ্রয়তত্ত্বের অবধি। অতএব শ্রীগঙ্গাকে শ্রীবলদেব-কায়ব্যূহপত্নীর অঙ্গবস্তুই সিদ্ধান্ত করা হউক কিম্বা সর্ব্ব-সংক্ষোভিনী শ্রীরাধার অঙ্গজাই বলা হউক—উভয় সিদ্ধান্তেই শ্রীগঙ্গা নিত্য কৃষ্ণসেবার উপকরণ।

তবে যে গঙ্গায় "বিষ্ণুপাদপৌতবারিণি" প্রভৃতি অভিধান শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে জড়ভেদবাদী কর্ম্মী বা প্রচ্ছন্ন জড়ভেদবাদী নির্ব্ভেদজ্ঞানী 'পদ'-শব্দের দ্বারা যে খণ্ডিত বস্তুর ধারণা করেন, অধোক্ষজ 'বিষ্ণুপদ' সেইরূপ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়গত খণ্ডিত বস্তু নহেন। বিষ্ণুর প্রত্যেক অঙ্গ—পূর্ণ বিষ্ণু। শ্রীব্রহ্মসংহিতার "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়-বৃত্তিমন্তি" (৫।৩২) শ্লোকটী শ্রীল জীবগোস্বামিচরণের টীকার সাহায্যে আলোচ্য। বিশ্বের নিমিত্ত-উপাদান-কারণ সকলই যখন স্বয়ংরূপ বিষ্ণু, তখন বিষ্ণু-ব্যতীত অন্য অভিধানের অজ্ঞান-বশতঃ 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা'র ন্যায় বিষ্ণুবস্তুদ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হইয়া থাকে।

(৩) প্রবন্ধকার "পদ্ভ্যাং ভূমিঃ"—এই বেদমন্ত্রাংশ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, কেবল গঙ্গাই পদ হইতে উদ্ভূতা নহেন, পৃথিবীও বিষ্ণুর পদ হইতে উদ্ভূতা। সুতরাং জড়ভেদবাদী কর্ম্মিগণের বিচার অবলম্বন করিলে পার্থিব-ফল-পুষ্পাদিদ্বারাই বা কিরূপে বিষ্ণুপূজা সম্ভবপর? প্রবন্ধকারের এই বাক্যটী একটু বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে বোধ হয় সাধারণ পাঠকগণের কোন প্রকারে সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। বিষ্ণুর অর্চ্চনকালে শাস্ত্রে স্মৃতিশাস্ত্রে পুরুষের 'ভূতশুদ্ধি' ও পূজোপকরণ-ফল-পুষ্পাদির অপ্রাকৃত' বিধানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বিষ্ণুস্মৃতি বুদ্ধিতে 'ভূতশুদ্ধি'-ব্যাপারটী জীবের স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি বা নিজকে অণুচিদ্রূপানন্দ ভগবৎসেবকরূপে অনুভূতি, আর 'অপ্রাকৃত' ব্যাপারটীও যাবতীয় কাঙ্ক্ষিত উপাদানে চিন্ময় সেবোপকরণ বুদ্ধিরূপ দিব্যজ্ঞানকেই লক্ষ্য করে। শ্রীশিক্ষাষ্টক —"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (৯।২৬) শ্লোকটী চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা সহ আলোচ্য। আত্মস্বরূপ জ্ঞান ও সেবোপকরণে চিন্ময়বুদ্ধির অভাবে কখনও শুদ্ধরূপে বিষ্ণু-পূজা হইতে পারে না। স্ব-স্বরূপোপলব্ধির সহিত যাবতীয় বস্তুতে যে কৃষ্ণসেবোপকরণ বুদ্ধি হয়, সেইরূপ বুদ্ধিযুক্ত পুরুষেরই সেবা শ্রীবিষ্ণু গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই শিক্ষা প্রদর্শনার্থই বিশ্বের উপাদান-কারণাধিষ্ঠাতা মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য হরির-কীর্ত্তনমুখে উপাদান-বিষ্ণু-অবলম্বন-দ্বারা পরম সেবা বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবার আচরণ করিয়াছেন।

(৪) মাতাপিতা বা সখা যেরূপ পুত্রের বা সখার যাবতীয় আচরণ সম্প্রেমে ও সাদরে সহ্য করেন, তদ্রূপ শ্রীগঙ্গাদেবীও বিষ্ণুসেবাজীবাত্মু বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুসেবার্থ আচমন, দন্তধাবন, শৌচ, কেশ-সংস্কারাদি যাবতীয় আচরণ সাদরে স্বীকার করিয়া থাকেন। আর অভক্ত কর্ম্মি-জ্ঞানিগণ যে কুল্লোল, দন্তধাবন, শৌচ, কেশসংস্কারাদি করিয়া থাকেন, তাহা কোন প্রকারে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে হয় না বলিয়া (সারার্থদর্শিনী দ্রষ্টব্য) গঙ্গাদেবী তাঁহাদের আচরণ সহ্য করেন না ; সুতরাং কর্ম্মিজ্ঞানিগণের গঙ্গাতে পাপধৌতি বা তাঁহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া লইবার স্পৃহারূপ ভোগবুদ্ধি থাকায় তাঁহাদের গঙ্গার চরণে অপরাধ লক্ষিত হয়। যদি বল, এইরূপ পক্ষপাতিত্ব কি বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শোভনীয়? তদুত্তরে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত তারস্বরে বলিয়াছেন যে, বিষ্ণু একান্ত নিরপেক্ষ হইয়াও পক্ষপাতিত্ব-স্বভাবযুক্ত ; এই জন্য তাঁহার নাম—'ভক্তবৎসল ভগবান্'। অভক্তকুল ভগবানের এই অচিন্ত্য পরমসুন্দর স্বভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বঞ্চিত, মোহিত ও ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হয়। "তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা" (ভাঃ ১।১৩।১০)—এই ভাগবতীয় শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ভাগবতগণ স্বয়ং তীর্থ-স্বরূপ ; মলিনজন পাপাদি ধৌত করিবার বাসনায় গঙ্গাদি-তীর্থকে আশ্রয় করে বলিয়া গঙ্গাদি তীর্থ তথাকথিতরূপগণের মজ্জন বাঞ্ছা করেন। ভাগবত-গণ পাপমলিন তীর্থ-সমূহকে অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতা-

* "চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যাহ একরূপা গঙ্গা পতিতপাবন।" (চৈঃ চঃ আ ৫।১৩৫)

বলে মহাতীর্থ করিয়া থাকেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে—"গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন।"

ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইলেও গঙ্গা তাঁহার মজ্জন অভিলাষ করেন; আর মহাকুল-প্রসূত, চতুর্ব্বেদী কর্ম্মী-জ্ঞানীর গঙ্গায় ভোগবুদ্ধি (গঙ্গাদ্বারা পাপধৌত বা চিত্তশুদ্ধ করাইয়া লওয়ার বুদ্ধি—পক্ষান্তরে গঙ্গাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করা) থাকা-হেতু গঙ্গাদেবী তাঁহাদের নিকট হইতে শতযোজন দূরে থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের দেবীধামে আরব্ধ প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি লইয়া চিদ্ভুবন-স্বরূপিণী কারণ-সিন্ধু-বিন্দুরূপিণী গঙ্গার স্পর্শ-লাভ করিতে পারেন না। রাবণের মায়া-সীতাকে সীতা-বুদ্ধিতে হরণ করিবার প্রয়াসের ন্যায় তাঁহাদিগেরও গঙ্গায় ভোগবুদ্ধি তাঁহাদের বঞ্চনার কারণই হয়।

ভক্তগণের গঙ্গাতে কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি নাই, শ্রীগঙ্গা তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণসেবোদ্দীপন-বিভাবরূপে স্ফূরিত হন। তাঁহারা গঙ্গাদেবীকে জাতিসামান্যবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে 'প্রেমরস-স্বরূপ' জলব্রহ্ম জানিয়া তাঁহার সেবা করেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ভীষ্মই তাহার নিদর্শনস্বরূপ।

আমি চাই শুধু বঞ্চনা!

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি ভেঙ্কিওয়ালা বা বুজরুগদারের গুরু চাই; যে গুরু মহাপ্রভুর প্রচারিত অকৈতব সত্য-কীর্ত্তনকেই—হরিকথা-কীর্ত্তনকেই একমাত্র অস্ত্র ক'রেছে, সে আমার মনোরঞ্জন করতে পারে না ব'লে, আমি তা'কে গুরু বলতে প্রস্তুত হই না।

কখনও বা আমি কোন মূর্খকে—'গুরু' বলি; কেন না সে আমার কোথায় গলদ সেগুলো ধ'রে দিতে পারবে না, তা'হলে আমিও বঞ্চিত হ'য়ে থাকতে পারব। যদি বল, আমি ইংরেজী শিখেছি—এম এ, পি এইচ্ ডি, পি আর এস্ পাশ ক'রেছি কিম্বা মহামহোপাধ্যায়, পঞ্চতীর্থ, সপ্ততীর্থ হ'য়েছি, আমি কেন ওরূপ মূর্খকে গুরু করতে যাই তা জান না? সত্যি সত্যি সাধুকে চিনিনে যে আমার একটা মস্ত বড়াই। যখন কোন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সুপণ্ডিত, ইংরেজীশাস্ত্রপারদর্শী, সংস্কৃতশাস্ত্রপারদর্শী বহু ব্যক্তি কোন সত্যি সত্যি নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ পরমহংসকে (যেমন অবধূতাগ্রগণ্য শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি) গুরু ব'লে স্বীকার ক'রেছেন, তখন সেই সকল মহাপুরুষগণকে ভিনিচিনি'র জন্য আমি কোন একটী নির্ব্বোধকে 'পরমহংস', 'অবধূত', 'নিষ্কিঞ্চন' প্রভৃতি নাম দিয়ে যদি তা'কে বড় না ক'রে তুলি তা'হলে কিরূপেই বা আমি বাজারে আমার গলদগুলিকে ধর্ম্মমত ব'লে চালিয়ে একটা চোম্‌রা চোম্‌রা সোষ্টব ব'লে বিকোতে পারব? ওরূপ মূর্খকে নিষ্কিঞ্চন না সাজালে কেই বা ছাকাবোকা সাজা আমার মনোধর্ম্মকে প্রতি পদে পদে সমর্থন করবেন? তাই বলছিলাম—'আমি চাই শুধু বঞ্চনা'।

আমি বিজ্ঞিয়েসনের জন্য পারমার্থিক পত্রিকা পড়তে ভালবাসি, ব্যাপ্যা শুনতে ভালবাসি, কেত্তন ভালবাসি, কিন্তু যে পারমার্থিক পত্রিকায় আমার অনর্থগুলি জানিয়ে দিবে—কোথায় কোথায় আমার গলদ, কি রকমে আমি বঞ্চিত হ'তে চাই, সে-সকল কথাগুলি জানিয়ে দেবে, সেই পত্রিকাটী আমার পছন্দ হয় না। আমি উদরাময়ে ভুগ্‌ছি, পল্‌তার শুরু আমার ভাল লাগে না, আমি চাই—কালিয়া পোলাও। আমি মনে করি, আমার যখন যথেষ্ট ধন আছে, তখন ডাক্তারকে ভিজিট্ দিয়ে কেনই বা তেতো ঔষধ ও পল্‌তার তেতো শুরু খেতে যাব? যদি পত্রিকা পড়তে হয়, তা'হলে যাতে আমার মনের মতন কথাটী আছে, সেই পত্রিকা পড়াই ভাল। আমি ত আর রোগ সারাতে চাই না, আমি যে চাই শুধু বঞ্চিত হ'তে।

আমি ব্যাখ্যা শুনতে ভালবাসি বটে, কিন্তু যা'রা আমার ফরমাইস মত আমার মনের মতনটী ক'রে ব্যাখ্যা করতে পারে, আমি সেই সকল পেশাদারকে পছন্দ করি। ভাগবত শুনতে হ'লে আমার রাসলীলা, বস্ত্রহরণ, গোপীগীতা প্রভৃতি ছাড়া অন্য কিছুতে মন মজে না। চরিতামৃত শুনতে হ'লে আমার রসের কথা শুনা চাই, কিন্তু তাহার প্রকৃত বিচার-অংশটী শুনবো না। কোন পেশাদার যদি আমার ফরমায়েস অনুসারে মনের মতন ক'রে রসের ব্যাখ্যাটী ক'রে দেয়, তা'হলে আমি আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধন পেয়ে সেটী শুনব, চোখ দিয়ে জল বের ক'রব,

লোকে ব'লবে— ওগো, অত বড় লোক যখন ভক্ত হ'য়েছে, তখন মহাপ্রভুকে উদ্ধার ক'রে দিয়েছে !

আর আমার বড় বড় পুঁথির বাধা না শুনলে কাম-শাস্ত্র জান্‌বার আর অন্য উপায় হয় না। তাই আমি পেশাদারের কাছে কখনও বা রুক্মাচরিত, কখনও বা গীতগোবিন্দ, কখনও বা কর্ণামৃত, কখনও বা গোবিন্দলীলামৃত, কখনও বা ভাবনামৃত, কখনও বা নীলমণি, কখনও বা নাটক-চন্দ্রিকা, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতির ফরমায়েস করি। সত্যি সত্যি জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুগণ ত' আর রোগীর ফরমায়েস অনুসারে ঔষধ ব্যবস্থা ক'রবেন না, তাঁরা ত' আর আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণকারী মুখাপেক্ষী হবেন না, তাঁরা ত' আর আমার আরেক নয়ন বা অর্থের ধার ধারবেন না, আমার বা আমার মোসাহেবদের মনোরঞ্জন হ'লো বা না হ'লো তা দেখ্‌বেন না। সাধুগণ দেখ্‌বেন শুধু কোন্ ঔষধটীতে আমার রোগ সারবে, কোন্ পথ্যটী আমার পক্ষে উপযোগী হবে।

আমি কেত্তন শুনতে ভালবাসি বটে, কিন্তু কেহ যদি তত্ত্বকথাযুক্ত সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন, সেটী আমার কাছে বড়ই কটমট ব'লে মনে হয়। বলি কেত্তন, তাতে আবার তত্ত্ব কথা কেন ? তাতে আবার বিচার কেন ? বিচারের হাত-হ'তে এড়াবার জন্যই ত কেত্তন শুনা। তাই পেশাদারের কেত্তন ছাড়া —নামাপরাধীর কেত্তন ছাড়া আমার সাধুমুখের কীর্ত্তনে রুচি নাই। কেন না, আমি যে চাই শুধু বঞ্চনা।

বঞ্চিত হ'য়ে হ'য়ে তাতে আমার এমন মাদকতা এসে গিয়েছে যে, সে মাদকতা বা নেশার ঝুঁক ছাড়তে চাই না। তাই 'জেগে ঘুমোনো মানুষের' মত আমি সাধুর কথা শুনবার বেলা 'কাণে দেই তুলো, আর পিঠকে করি কুলো।' কখনও বা সাধু যদি আমার হৃদয়ের গ্রন্থি ছেদন করবার জন্যে কঠোর বাক্যে আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আঘাত করেন, তখন সেখানে বঞ্চনাকামী আমি কি ক'রে আরও বঞ্চিত হ'তে হ'বে, তার উপায় আবিষ্কার ক'রে বসে থাকি,— "আহা, সাধুর গালি, সাধুর প্রহার এ যে আমার বহু ভাগ্যের ফলে লাভ হ'য়েছে !" সাধু যদি আমাকে হরিকথা শুনবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন দৈন্যের ছলনায় ব'লে থাকি,— "আহা আমি কি এমন ভাগ্য ক'রে এসেছি, এমন ভাগ্যটী কি আমার আছে যে, সাধুর কথায় কাণ দিতে পারি, যদি ভগবান্ আনান, তবে আস্‌বো।"—অর্থাৎ আমি যেন ভগবানের সব আদেশগুলি মেনে চলি ! আমার দিক হ'তে যেন একটুও দোষ নাই, আমি চরিতার্থ করতে উদ্গ্রীব কিন্তু দোষটী ভগবানের ! ক্রমপরিণামিমনোধর্ম্মের চলচ্চক্রের আরোহী আমি ঠিক আছি, আর চ'লছে যত পার্শ্বের গাছগুলো—পাহাড়-পর্ব্বতগুলো !

আবার অনেক সময়ে বলি, আজ কাল দিন-কাল যেরূপ খারাপ প'ড়েছে, অর্থাভাব, তার উপর বিধর্ম্মী শাসকের শাসন, এর মধ্যে কি স্বধর্ম্মে থাকা যায় ? ভগবান্ এখন যা' করতে দিয়েছেন, তাই কচ্ছি !' যেন আমি বেশ ঠিক আছি, আমি খুব হরি-ভজনের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু দোষটী ভগবানের— কালের বা প্রবলের,—এইরূপ কত কি ছুঁতো বেপা'রে কামারকে ইস্পাত কাঁকি দিতে চাই। তাই বলছিলাম, বর্ত্তমানে আমার স্বভাবই হ'য়েছে—'শুধু বঞ্চনা চাওয়া'।

আমি বঞ্চিত হ'তে চাই ব'লে আমি অনেক সময়েই মনে করি, এবং আমার বন্ধুবান্ধবগণও আমাকে সেই পরামর্শই দেন যে, ধর্ম্মের মধ্যে একটা গোঁজামিলের ভাব না থাকিলে এদিক ওদিক দুদিক রক্ষা হয় না। তাই সমন্বয়ের পথটী আমার বড় প্রিয়। শুদ্ধ খাঁটি জিনিষটী বিচার ক'রে গ্রহণ করা বঞ্চিত হ'বার যোগ্য জীবের স্বভাব নয়। দুধের সঙ্গে একটু চুণগোলার সমন্বয় হউক, জলের সঙ্গে একটু মায়ার মিশ্রণ—থাকে থাকুক না কেন। 'মায়া মিশাইয়া এস ভগবান্' কথাটী আমার বড় প্রিয়, প্রথমে মায়াবিলাস আর চরমে মায়াবাদ, এ সিদ্ধান্তটী আমার বড় প্রিয়। এতে যে দংসার ও ভগবান্ এক চিলে দু' পাখী মারা যেতে পারে, মনে করি। ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও ধর্ম্মের মধ্যে যদি একটা গোঁজামিল বা সমন্বয় করা যায়, কাম ও প্রেমের মধ্যে যদি একটা আপোষ ক'রে নেওয়া যায়, তা'হলে সব দিক বজায় থাকে। তাই যাঁ'রা এ সকল গোঁজামিল দিতে পারেন, যাঁ'রা কাম ও প্রেমের মধ্যে সমন্বয় করতে পারেন, মায়ার সহিত কৃষ্ণের আপোস করিয়ে দিতে পারেন মনে করি, সেই সকল বঞ্চক ব্যক্তিগণকেই আমি আমার ধর্ম্মোপদেষ্টা ব'লে বরণ করি।

আজকাল আমার আমার ও আমার বন্ধু-বান্ধবের এমন একটা প্রবৃত্তি হ'য়েছে যে, আমরা ঘেলে শুলে বঞ্চিত হ'তে চাই। জলমিশ্রিত দুধের বিজ্ঞাপন দেখেও সেই দুধই

কিনতে যোড়াই। প্রকৃত বৈষ্ণবগণ ঢাক-ঢোল বাজা'তে,—প্রাকৃত লোকে, ব্যবসায়ী গুরু, পাঠক, কীর্ত্তনীয়ার জাল-জুয়োচুরি সম্বন্ধে জানিয়ে দিচ্ছেন তথাপি আমি সেই জল-মিশ্রিত দুধেরই খদ্দের হ'তে চাই। কারণ বঞ্চিত হওয়াই যে আমার অদৃষ্টলিপির ধর্ম্ম। তা'তে যে সম্প্রতি দুধের মত দেখতে অনেকগুলো জল বা চুণগোলা পাওয়া যায়। আজকাল আবার আমার মত অনেকেরই বিচার হ'য়েছে, জলমিশ্রিত দুধের মধ্যে যত জলই থাকুক না কেন, তবুও ত কিছু দুধ আছে! ভাগবত-ব্যবসায়িগণ যতই অনাচারী হউক না কেন, তবু ত তা'রা ভাগবত পড়ে। কিন্তু বঞ্চনাপ্রিয় আমি বুঝি না যে, যে ব্যক্তি জল-মিশ্রিত দুধ বেচ্‌তে পারে, সে যে তার সঙ্গে খড়িগোলাও দিতে পারে, চুণ-গোলাও দিতে পারে। যে এক রকম জাল জানে, সে সব রকম জাল ক'রতে পারে। আর জড়ের দর্পে জড়ে জড়ে মিল হয় ব'লে চিদ্ধর্ম্মে চিতে জড়ে, ভাগবতের সঙ্গে মায়ার সঙ্গে সমন্বয় হয় না, যদি এ কথা বুঝতুম, তা'হলে তৎক্ষণাৎ যে আমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হ'ত, আমি মঙ্গলের পথটী ধরতে পারতুম। তাই বলিলাম, আমি ত' আর আমার প্রকৃত মঙ্গল চাই না; আমি যে আত্মঘাতী হ'তে চাই—আমি চাই শুধু বঞ্চনা।

প্রকৃত সাধুগণ এক সময়ে আমার মনের মতন, অন্য সময় আমার অপ্রীতিভাজন কেন হন? যতক্ষণ সাধু আমাকে বড় বড় আসন, ভাল ভাল খাবার, আমার মনের মতন ক'রে উপদেশ অর্থাৎ আমার মতের সমর্থন করেন, আমার গলদগুলি দেখিয়ে দেওয়ার পরিবর্ত্তে আমি নিতান্তিক বড় ভক্ত আছি, এই সকল কথা ব'লে আমাকে বঞ্চনা করেন—তাঁর পাদ-পদ্ম হ'তে সহস্র-যোজন দূরে রাখেন, তখন সাধু আমার কাছে বড় মহাত্মা। আর যেই একটু মাত্র আমার গলদ ধরিয়ে দেবার আভাস মাত্র দেখলুম, অম্‌নি আমি সাধুকে বিষ নজরে দেখতে আরম্ভ করি।

আমি এমন বঞ্চিত যে, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে ভিংচানকেই আমার স্বজন মনে করি—আমি কৃপাহীন হ'য়ে পড়েছি, মহাজনের অনুগমন কভু বিবেচনা করি। মহাপ্রভু, 'চণ্ডীদাস', 'বিদ্যাপতি', 'রায়ের নাটকগীতি', 'গীত-গোবিন্দ', 'কর্ণামৃত' প্রভৃতি আস্বাদন ক'রতেন, কীর্ত্তন শুনতে শুনতে তাঁহার সমকালে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার হ'ত, শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ প্রভৃতি নিতান্তিক অপ্রাকৃত সাহজিকগণ নির্জ্জনাশ্রয় ক'রে লীলা-স্মরণাদি করতেন, আমিও বঞ্চিত হওয়ার ইচ্ছায় তাঁদিগের ঐ সকল অপ্রাকৃত সহজগণের অনুকরণ ক'রে তাঁদিগকে ভিংচিয়ে থাকি। অনর্থযুক্ত অবস্থায় চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ শুনবার অভিনয় করা, বা কৃত্রিম ভাবে মহাপ্রভুর অনুকরণে চোখ দিয়ে জল ফেলা, মুখ দিয়ে লালা বের করা, গা কাঁকা দেওয়া বা রূপসনাতনের মত লীলা স্মরণ বা নির্জ্জন ভজনের অনুকরণ করার মানেই মহাপ্রভু ও রূপসনাতনকে ভিংচান। হর্কট বা বানরগুলি নরজাতিকে ভিংচিয়ে থাকে, আমিও তদ্রূপ শুদ্ধ মহাজনসমাজকে ভিংচিয়ে কেবল অপরাধ সঞ্চয় ক'রে থাকি। তাই ব'লছিলাম "আমি চাই শুধু বঞ্চনা" !!

গায়ত্রী-প্রশ্নের উত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রশ্ন দ্রষ্টব্য)

গায়ত্রী, মন্ত্র প্রভৃতি বিষয় একমাত্র শুদ্ধমুখী বিদ্যার অন্তর্গত। শুদ্ধদেব উপাসনপর শিষ্যসিদ্ধের সন্নিধানে গায়ত্রী ও মন্ত্রের নিগূঢ়-রহস্য কীর্ত্তনমুখে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, অতএব ঐ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব কোন সাময়িক পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের গোচরীভূত করা বেদ-নিষিদ্ধ। কোন কোন গ্রন্থে মন্ত্রাদির অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে আলোচিত হইলেও সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত অদ্যাবধি কোন জীবের তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় নাই, হইবে না বা হইতেছে না; সুতরাং আমরা গায়ত্রী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে বিরত হইলাম, কেবল মাত্র প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

'গায়ত্রী' বলিলে লৌকিক ছন্দোবিশেষ বুঝাইলেও "ত্রিযোগমনহরতি"—এই ন্যায়ানুসারে ত্রিবৃত্তি দ্বারা দ্বিজগণের উপাস্যা বেদমাতা গায়ত্রীই একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু হন। গায়ত্রীর পরিস্তার অর্থ পুরুষসূক্তে এবং পুরুষসূক্তের অর্থ সমগ্র বেদে বিবৃত হইয়াছে। বেদ সমূহ শব্দাত্মক, সেই সকল বৈদিক শব্দ একমাত্র ভগবান্‌কেই উদ্দেশ করে। অতএব বিষয়বৃত্তিবৃত্তিতে গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা ও ঋষি একমাত্র ভগবান্। ছন্দঃও ভগবদাত্মক, এতদ্বিষয়ে

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য পূর্ব্বপ্রজ্ঞ ঋষি হরিদাস সংগ্রহে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন,—

"বেদমাতা তু গায়ত্রী দ্বিত্রিপাদ্দশাক্ষরাৎ। চতুর্ব্বিংশ-তিবর্ণযোগাচ্চ কথিতা সর্ব্বদেবতা। তদ্ভেদঃ সৌরভ্য সূক্তং বেদাঃ পুরুষসূক্তপাঃ॥ বৈদিকাঃ সর্ব্বশব্দাশ্চ তস্মাৎ সর্ব্বা-ভিধোহ্যয়ং॥ ঋষিশ্চ দেবতৈকোঽহং তারাদীনাং বিশেষতঃ। হ্রস্বো মধ্যা গায়ত্রী তারাষ্টাক্ষরয়োর্ম্মতা॥"

বেদমাতা গায়ত্রী 'সব্যাহৃতিকা' ও 'নির্ব্যাহৃতিকা' ভেদে ঋষিগণের দ্বারা পূর্ব্বাপর কথিত হইয়া আসিতেছেন। সব্যাহৃতিক-গায়ত্রী 'বিশ্বামিত্র গায়ত্রী' নামে কথিতা হন। নির্ব্যাহৃতিক-গায়ত্রীর নামান্তর প্রজাপতি বা ব্রহ্ম-গায়ত্রী। উপনয়ন-সংস্কার ও সূত্রধারণকালে নির্ব্যাহৃতি গায়ত্রী গীত হন। অতএব সব্যাহৃতিকা ও নির্ব্যাহৃতিকা উভয় গায়ত্রীই জপ্যা। তদ্বিষয়ে আচারবান্ ব্রাহ্মণমাত্রেই অবগত আছেন। উপরি উক্ত দ্বিবিধা গায়ত্রী সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ তন্ত্রসার-সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে,

বশ—বিশ্বামিত্রস্তু সব্যার্থে তদ্ভক্ত প্রজাপতিঃ।

মুনির্দেবস্তু সবিতৃনামা প্রষ্টুস্বতো হরিঃ॥

প্রশ্নকর্ত্তা লিখিয়াছেন,—"সামগান উপাসনা যুগে বৈদিক ঋষিমহোদয়েরা গায়ত্রীটী পরিত্যাগপূর্ব্বক সামের অপরাংশ গান করিতেন, ইহা মনে করা যায় কিরূপে বা কোন্ আদেশের বলে?" পারমার্থিকগণের বিচারে সামগান-উপাসনাযুগ বলিয়া কোন যুগ নাই; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগই প্রসিদ্ধ, আবার এই চারিযুগেই ব্রাহ্মণগণ বেদের বিভিন্ন শাখা অবলম্বন করিয়া বেদ-চতুষ্টয়ই কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। ঋষিগণ শ্রৌত-পন্থায় বেদকীর্ত্তন করিলে অবরোহমার্গে তাহা সৎ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বকালে ঋষিগণ প্রণব-ব্যাহৃতি-সংযুক্তা গায়ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্যাহৃতি গায়ত্রী জপ করিতেন, তদ্বিষয়ে কোন শাস্ত্রপ্রমাণ নাই।

এতদ্বিষয়ে বিশেষ বিচার—সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকটে প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লাভ করিয়াছিলেন। বেদে প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ভিন্ন মন্ত্ররূপে দৃষ্ট না হইলেও মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ভিন্ন; যেহেতু কর্ম্মভাগে মন্ত্রসমূহের বিভিন্ন প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বেদ অধ্যয়নের উপক্রমে একমাত্র প্রণবই উচ্চারিত হন। যজ্ঞাদি কার্য্যে হোমে—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা—এইরূপ ব্যাহৃতি সমূহমাত্র পঠিত হয়। আবার প্রেতোদ্ধার কোনে নির্ব্যাহৃতিক-গায়ত্রী মাত্র পঠিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মন্ত্রদ্রষ্টা—বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার ন্যায় প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পৃথক্ পৃথগ্ভাবে দৃষ্টি করিবার পরিবর্ত্তে সপ্রণব ব্যাহৃতিক-গায়ত্রীর দর্শন লাভ করেন। অতএব বেদে সপ্রণব ব্যাহৃতিক গায়ত্রীর উপদেশ লক্ষিত হয়। সুতরাং সপ্রণব ব্যাহৃতিক-গায়ত্রী ও নির্ব্যাহৃতিক গায়ত্রী—উভয়ই বেদ-প্রসিদ্ধ।

ঋগ্বেদ অষ্টকাত্মক, যজুর্ব্বেদ সপ্তকাণ্ডাত্মক ও সামবেদ ষট্‌কাণ্ডাত্মক। এই বেদত্রয়ে গায়ত্রী উপক্রমে ও উপসংহারে গীত না হইয়া কেবলমাত্র মধ্যে গীত হইয়াছেন। বেদ ব্যতীত গায়ত্রীর অস্তিত্ব অবস্থিতিও নাই। প্রণব ও ব্যাহৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র গায়ত্রী গান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?—এইরূপ প্রশ্ন হইলে, মুনিগণ বেদের পূর্ব্বোত্তরভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল বেদমধ্যস্থিত গায়ত্রী মাত্র গান করিতেন, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়—এইরূপ প্রশ্ন বা তর্কের উদয় হইয়া থাকে। অতএব জপকর্ত্তা স্বেচ্ছানুসারে উভয় প্রকার গায়ত্রীই জপ করিতে পারেন, ইহাই সিদ্ধান্ত।

আমরা পূর্ব্বেই 'বিশ্বামিত্র' ও 'প্রজাপতি'—এই দুই প্রকার গায়ত্রীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ উক্তিতে বিশ্বামিত্র-গায়ত্রী'র ঋষি 'বিশ্বামিত্র' এবং প্রজাপতি গায়ত্রীর ঋষি ব্রহ্মা বা প্রজাপতি। এখন বিশ্বামিত্র ও ব্রহ্মার পূর্ব্বে কেহ গায়ত্রী বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন কি না, ইহাই প্রশ্নের বিষয় হয়। তাহার উত্তর এই যে, বদ্ধজীবে, দেহ, মন ও আত্মা—এই তিনটীর অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। উক্ত ত্রিবিধ অস্তিত্বে জীবের প্রতীতিও ত্রিবিধ, যথা—অজ্ঞপ্রতীতি, অবিদ্বৎ প্রতীতি ও বিদ্বৎপ্রতীতি। অজ্ঞপ্রতীতি দ্বারা বেদের অর্থ উপলব্ধি করা যায় না, অবিদ্বৎ-প্রতীতি দ্বারা বেদের অর্থ বিপর্য্যস্ত হয়, সুতরাং বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে বিদ্বৎ-প্রতীতিই একমাত্র অবলম্বনীয়। তজ্জন্যই বেদ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"যত্র বেদে পরাভক্তির্যথা বেদে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" বিদ্বদ্গণ বলেন, বেদ—স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ; শাস্ত্র সমূহ

ঐ সূর্য্যের কিরণ। নিত্যমুক্ত জীবগণ ঐ সূর্য্যের আলোকে সর্ব্বদা আলোকান্বিত। ঐ সূর্য্যালোক কখনও তাঁহাদের হৃদয় হইতে অস্তমিত হন না; জড়জগতে ভগবানের যেরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষিত হয়, ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদেরও সেইরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র লক্ষিত হয়। যুগ-প্রারম্ভে ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদ বা বেদমাতা-গায়ত্রী পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অথবা বসুদেব-দেবকীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ন্যায় কোন ঋষি-হৃদয়ে স্বয়ং প্রকটিত হইলে ঐ ঋষিই তাঁহার জনক—এরূপ বলা যাইতে পারে না। ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ভগবানের জনক-জননী বসুদেব-দেবকীর পূর্ব্বে কেহই ভগবান্‌কে জানিতেন না, কিংবা তাঁহার উপাসনা মাত্র দ্বাপরযুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে—এইরূপ একটী অসৎ-সিদ্ধান্ত কল্পনা করিতে হয়। বস্তুতঃ নিত্য সত্য ভগবানে ঐ প্রকার কালগত ব্যবধান থাকিতে পারে না; ভগবানের শাব্দিক-অবতার বেদের সম্বন্ধেও বিচার ঐপ্রকার। এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, যদি বেদমাতা গায়ত্রী বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণেরও উপাস্যরূপে পরিচিতা ছিলেন, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রকে গায়ত্রীর ঋষি বলিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, ভগবান্ যেরূপ বসুদেব ও দেবকীর চিত্তে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে নারদাদি ঋষিগণের চিত্তেও আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি সেই ঋষিগণ ভগবানের জনক বলিয়া অভিহিত হন নাই, তাহার কারণ ভগবান্ ঋষিগণের চিত্তে আবির্ভূত হইলেও লোক-লোচনের গোচরীভূত হন নাই, বসুদেব-দেবকীর চিত্তে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই দেবকী-বসুদেবেই ভগবানের জনক-জনীত্ব-প্রসিদ্ধি, গায়ত্রীর মাতৃত্বও সেইরূপ প্রলয়ান্তে যুগারম্ভে বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রথমে বিস্তার লাভ করায় তাঁহাকেই ঐ মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী-তত্ত্ববিৎ ছিলেন না—এরূপ বিচার সুষ্ঠু নহে। সাম্বতন্ত্রের উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার অর্থ এই প্রকার—

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবেতি হ"

অর্থাৎ যুগান্তে ইতিহাসের সহিত বেদসমূহ অন্তর্হিত বা অপ্রকটিত হইলে ঋষিগণ অগ্রে অর্থাৎ প্রলয়ান্তে যুগারম্ভে তপস্যা অর্থাৎ নিষ্কপট সমাধিযোগে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানরূপ বেদ পুনঃ প্রাপ্ত হন, তদনন্তর অন্যে তাহা জানিতে পারেন, এই বাক্যে যেরূপভাবে গায়ত্রী বা বেদের নিত্যতা সূচিত হইয়াছে।

বিশ্বামিত্রের জপসিদ্ধির পর সামগান হইত কি না বা হইতেছে কি না, তাহার উত্তর—'হইত বা হইত না'—উভয়ই বলা যাইতে পারে, কেননা পরিবর্ত্তনশীল কালের গতিতে বৈদিক আচার ও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলা যাইতে পারে না।

'মন্ত্র' বলিলে ওঁকারাদি-সমাযুক্ত বুঝাইবে কিনা, ইহার উত্তর,—ওঁকার-রহিত-সহিত উভয়ই 'মন্ত্র' নামে অভিহিত হন, কিন্তু উচ্চারণকালে আদ্যন্তে ওঁকার সমাযুক্ত মন্ত্ররূপই কর্ত্তব্য, নতুবা মন্ত্ররূপ বিকল হয়। যথা শাস্ত্রবাক্যে—"প্রণবস্যোচ্চতঃ ব্রহ্ম পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে"—আদিতে ওঙ্কারোচ্চারণ-রহিত বেদ-কীর্ত্তন ফলজনকই হয় না, আর অন্তে ওঙ্কারোচ্চারণ-রহিত বেদ-কীর্ত্তনে প্রাপ্তফলও বিনষ্ট হয়।

এই সকল বিষয় সর্ব্বস্মৃতিসংগ্রহরূপা "স্মৃতি-মুক্তাবলী" গ্রন্থে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। আমরা শাস্ত্রানুরোধে সর্ব্ব-সাধারণের আলোচ্য সাময়িকপত্রে সকল কথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কেননা গায়ত্রী একমাত্র উপনীত ব্রাহ্মণগণেরই আলোচনার বিষয়; তাহা তাঁহারা গুরুপরম্পরায় শ্রবণ করিয়া থাকেন। অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

আত্মবঞ্চনা

গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্রের ৫ম বর্ষ পূর্ব্বার্দ্ধের ১৮শ, ১৯শ, ২০শ, ২১শ, ২৩শ, ও ২৪শ সংখ্যায় বিস্তৃত ও সারবান প্রবন্ধ-সপ্তকে যে-সকল প্রবলা, নিরবকাশা ও সুতীক্ষ্ণা যুক্তি-দ্বারা গৌরনাগরী-মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, সেই কেরলকর-বালবৎ প্রবন্ধসমূহের নিকট অদ্য কোন যুক্তি বা আক্ষেপের কোন প্রকারই ধারণা নাই। যথা বীর হনূমান্‌কে—"তিমিতিমিঙ্গিলোঽপ্যস্তি তদ্গিলোঽপ্যস্তি রাঘব"। সমুদ্রের মৎস্যসমূহ সরোবর ও নদীর মৎস্যকুলকে অতি সহজে ভক্ষণ

করে, সমুদ্রের মৎস্যকুলকে আবার তিমি মৎস্য অনায়াসে ভক্ষণ করিয়া থাকে, আবার সেই বৃহৎ তিমি মৎস্যকে 'তিমিঙ্গিল' নামক বৃহত্তর মৎস্য অনায়াসে গলাধঃকরণ করিতে পারে। আবার সেই তিমিঙ্গিল মৎস্যকে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম 'তিমিঙ্গিলগিল' নামক মহা-মৎস্য গ্রাস করিতে পারে, সমস্তকুলকে মনুষ্যজাতি জয় করিতে পারে, মানুষকে দেবতাগণ জয় করেন, সমস্ত দেবতাকে দেবরাজ ইন্দ্র জয় করিয়া থাকেন, সেই দেবরাজকে দশানন জয় করিতে পারেন, দশাননকে আবার শ্রীরামচন্দ্র পরাজিত করেন, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে আর কোন প্রতিপক্ষ জয় করিতে পারেন না। কারণ তিনি অতিমর্ত্য বিষ্ণুবস্তু। সেইরূপ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত, যাবতীয় কুমতবাদ ও অসৎ-সিদ্ধান্তকে নিরাস করিয়া থাকে; কিন্তু শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তরূপ পরম সত্য কখনও খণ্ডনীয় বস্তু হইতে পারে না। তদ্বিরুদ্ধে যাবতীয় 'তীব্রতর' প্রতিবাদ 'তিমি-তিমিঙ্গিল'ন্যায়ানুসারে ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু কালের কুটিলাগতিতে পরম সত্যের বিরুদ্ধেও 'তীব্রতর' প্রতিবাদ হইতে পারে—এইরূপ একটী কালোচিত ঘোষণাপত্র প্রচারিত দেখিতে পাইয়া সেই 'তীব্রতর' প্রতিবাদটীর স্বরূপ দেখিবার জন্য অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গপত্রের ১৩৩৩ সনের চৈত্র মাসের সংখ্যায় 'বৈষ্ণব-সংবাদ'-স্তম্ভে 'গৌরনাগরীবাদ' শীর্ষক প্রস্তাবে সম্পাদক মহাশয়ের উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্ ঘোষণাটীই কৌতূহলোদ্দীপনের কারণ। উক্ত ঘোষণা-পত্রে প্রকাশ যে, "শ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরীর প্রতিবাদ-স্বরূপ গৌড়ীয় পত্রে ক্রমশঃ যে প্রবন্ধ লেখা হইতেছে, তাহা তখনও খণ্ডনীয় দৃষ্টিতে দেখা হয় নাই; ক্রমশঃ খণ্ডনীয় দৃষ্টিতে দেখা আরম্ভ হইবে এবং সেই সকল প্রবন্ধের তীব্রতর প্রতিবাদ হইবে।"

কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, ঐরূপ খণ্ডনীয় দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবার পর তৎফল-স্বরূপে গৌর-নাগরীবাদের মুখপত্রে যে-সকল যুক্তি ও প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া গ্রীকদেশীয় একটী গল্পের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। একবার গ্রীকদেশে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ তাঁহার স্বভাব-সুলভ বৃত্তি-অনুসারে কতকগুলি ব্যক্তির নিকট উপবাসচ্ছলে বলিতেছিলেন যে, গ্রীকদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ও বৃহত্তম পর্ব্বত মধ্যে একটী ভীষণ শব্দ শুনা গিয়াছে। তিনি অনুমান করেন যে, ঐ পর্ব্বত হইতে নিশ্চয়ই কোন ভীষণ হিংস্র জন্তু—যাহা মানবজাতি কোনকালে দর্শন করেন নাই এইরূপ এক অদ্ভুত প্রাণী বহির্গত হইবে; সুতরাং সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। ক্রমশঃ এই কথাটী সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিল, এমন কি প্রবীণ বিজ্ঞগণও "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্" এই ন্যায়াবলম্বনে ঐরূপ অলীক বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই সাংঘাতিক দিনের অপেক্ষা করিতে থাকিলেন। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়েই ভীতির সঞ্চার হইল—কি জানি পর্ব্বত হইতে কোন্ ভীষণ জন্তু নির্গত হইয়া সকলের প্রাণ, এমন কি, সমগ্র দেশকে নষ্ট করিয়া ফেলে! কেহই সেই পর্ব্বতের নিকট যাইতে সাহসী হইলেন না, কেবলমাত্র অসীম হৃদয়বলে বলীয়ান্ স্বদেশ-প্রেমিক একজন পুরুষ-পুঙ্গব স্বদেশবাসীকে সাহস প্রদান করিবার জন্য কয়েকজন সহচর-সহ স্বয়ং সেই পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইলেন। কিছু-কাল পরে সেই পর্ব্বতের গহ্বর হইতে একটী মূষিক নির্গত হইয়া আসিল। সেই সাহসী পুরুষবর সকলকে সেই মূষিকটী দেখাইয়া বলিলেন,—"আপনারা সমস্তচিত্তে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যে ভীষণ জন্তুর নির্গমন অপেক্ষা করিতেছিলেন, ইহাই সেই ভীষণ জন্তু!" ক্ষুদ্র মূষিকটীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সকলের পেটে খিল ধরিল; উহাকে আর বৃথা উদ্বেগ না দিয়া সকলেই মূষিকটীকে ছাড়িয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রে প্রকাশিত গৌরাঙ্গ-নাগরীর স্বপক্ষ স্থাপনের দুর্ব্বল-যুক্তি-সিদ্ধান্তগুলির ও যাথার্থ্য দেখা যায় না। খণ্ডনীয়-দৃষ্টির ফলস্বরূপ তীব্র প্রতিবাদ হইতে এইরূপ যুক্তি কেহই আশা করেন নাই। ঐসকল প্রস্তাব কোন মতেই 'প্রতিবাদ'-পদবাচ্য হইতে পারে না। কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক বাক্যের অবতারণা করিয়া নিজের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও এক ঘেয়ে অসার যুক্তিগুলির দ্বারা প্রবন্ধ বিস্তার করিলেই তাহাকে 'প্রতিবাদ-প্রবন্ধ' বলা যায় না। পরপক্ষের যুক্তি, সিদ্ধান্ত পঞ্চাঙ্গ-ন্যায়দ্বারা নিরাস করার নামই 'খণ্ডন'। গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সপ্তকে গৌরনাগরীর এক একটী শব্দ, এক একটী যুক্তি, এক একটী সিদ্ধান্ত কিরূপ নিরবকাশ যুক্তিপ্রমাণদ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, তাহার সহিত গৌরাঙ্গ-নাগরীর যুক্তিগুলি তুলনা করিলেই উভয়ের পার্থক্য সুধী-সমাজ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অথবা ইহাতে আকর্ষিত হইবারও কিছু নাই, কারণ মানাভেরার হেত্বাভাসযুক্ত সিদ্ধান্ত, পরপক্ষের অপ্রাসঙ্গিক অযৌক্তিকতা ও দোষ প্রদর্শন, স্বকপোল-কল্পিত টীকাটিপ্পনিদ্বারা বিকৃতঅর্থ-স্থাপন-প্রয়াস, ক্রোধব্যঞ্জক বাক্য-প্রয়োগ, অথবা বাক্যের অবতারণা ও পরপক্ষের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা বাক্য স্পর্শ না করিয়া অবৈধভাবে নানা-প্রকার কষ্টকল্পনাদ্বারা পরপক্ষীয় পূর্ব্বাচার্য্যকে স্বীয় অসৎ-সিদ্ধান্তের সমর্থনকারীরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা প্রভৃতি লক্ষণ চরিত্র [illegible]কের একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাহার প্রমাণ,—শাস্ত্রযুক্তিমূলে গৌরনাগরী-মতবাদের নিরর্থকতা প্রদর্শিত হইবার পর বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রের ১৩৩৪ বৈশাখ সংখ্যায় 'অনভিপ্রায়', 'মায়াপুর-সংরক্ষিণী সভা', 'ব্রহ্ম-নিরসন', জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'গৌড়ীয় মঠের সংবাদ' প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক প্রস্তাবের অবতারণা লক্ষিত হয়। শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-গৌরাঙ্গের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় ও 'শ্রীগৌড়ীয় মঠের অশেষ প্রশংসা ব্যতীত কখনও অন্য কোন প্রকার কথা প্রকাশিত হইতে দেখা যায় নাই। উদাহরণস্বরূপ আমরা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ পত্রের ১৩১১ সালের ফাল্গুন মাসের ১ম সংখ্যার ১ম পৃঃ, ১৩১৩ সালের ১ম সংখ্যা ১৯ পৃঃ, ও ৪র্থ সংখ্যা ৭১ পৃঃ এবং তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার প্রশংসাই প্রকাশিত দেখিতে পাই। মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ও চিরকালই অকপটচিত্তে অনেকের নিকট ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াই আসিয়াছেন। গৌড়দেশ হইতে যখন যখন যে যে ব্যক্তি বৃন্দাবনে গমন করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহারই নিকট গোস্বামী মহাশয় এক বাক্যে বলিতেন যে, বর্ত্তমান যুগে একমাত্র গৌড়ীয় মঠই অসীম নির্ভীকতার সহিত নিরপেক্ষ-সত্যকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার এই সকল উক্তি গৌড়ীয় পত্রিকায়ও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া স্বয়ং যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয় আফিসে এখনও সংরক্ষিত আছে। মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহোদয়কে আমরা সত্যের প্রতি মর্য্যাদাবিশিষ্ট বলিয়াই জানিতাম, তবে তিনি কোন মতবাদি-সম্প্রদায়ের অন্যায় আবদারে বা অনুরোধে পড়িয়া যে-সকল অসত্য-দুষ্ট, সংসিদ্ধান্ত, সদ্যুক্তি ও গৌরাঙ্গমিশন-বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, নিরপেক্ষ সত্যের একনিষ্ঠ সেবক-গণের দাসানুদাসাভাসসূত্রে আমরা সেই স্বরূপ-উপায়-বিরোধী স্বরূপ-তদপিগোদি মতের সহিত একমত হইতে পারি না। এস্থলে কোন ব্যক্তিগত কথা উপস্থিত হয় নাই, কেবলমাত্র নিরপেক্ষভাবে সাধু-শাস্ত্র-আচার্য্যানুমোদিত সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম রক্ষণ না যায়।"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গপত্রের ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যায় 'নদীয়ানাগরীভাবের যুক্তিযুক্ততা' শীর্ষক প্রস্তাবেও কতকগুলি বৃথা অপ্রাসঙ্গিক কথা অবতারণার দ্বারা প্রবন্ধ বিস্তার মাত্র হইয়াছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলার্চ্চন এবং বর্ত্তমানযুগে তদনুগত শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলার্চ্চন প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগলার্চ্চন বৈষ্ণবমাত্রেরই অবশ্য করণীয়। তবে রূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কেহই রসাভাসদুষ্ট গৌরনাগরী নব্য-মতবাদকে আদর করেন নাই। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লেখনীতে অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যে, গৌরকৃষ্ণ অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের উভয়ের লীলাগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এই উভয়-লীলার বৈশিষ্ট্যকে একাকার করিলে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্‌গণ ঐরূপ চেষ্টাকে নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদীর চেষ্টার মধ্যে পরিগণিত করিবেন। গৌর-নাগরী গৌর-কৃষ্ণকে 'এক' বলিতে গিয়া উভয়-লীলার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে নারাজ; তাই তাঁহাদের মতবাদ সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদুষ্ট।

'নদীয়ানাগরীভাবের যুক্তিযুক্ততা' শীর্ষক প্রস্তাবে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশেরই অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে গেলে ক্রমাগত পূর্ব্বের ন্যায় আরও প্রবন্ধ-সপ্তকের আবশ্যক। আর 'বুঝিয়াও বুঝিব না, জাগিয়াও ঘুমের ভাণ করিব'—ইহাই যাহাদের সঙ্কল্প, তাঁহাদের নিকট প্রবন্ধ বিস্তারেও কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে কোমলশ্রদ্ধপাঠকের জন্য 'যুক্তিযুক্ততা' প্রবন্ধের কয়েকটী অযৌক্তিকতা বিবৃত হইতেছে।

(১) 'যুক্তিযুক্ততা' প্রবন্ধ-লেখক শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-অর্চ্চন ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-উপাসনা-সম্বন্ধে কোনরূপ উক্তি করিয়াছেন,

তন্মধ্যে 'যুক্তি' অপেক্ষা অলৌকিক জ্ঞানব্যঞ্জক বাক্যেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। তিনি গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-উপাসনা ও রাধাকৃষ্ণ-উপাসনাকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন; কিন্তু উপাসনা অর্চ্চনমার্গ ও ভাবমার্গ-ভেদে দ্বিবিধা। অর্চ্চনমার্গ স্বভাবতঃ ঐশ্বর্য্যপর বলিয়া অর্চ্চনমার্গে প্রকৃতপক্ষে রাধা-কৃষ্ণের বিশুদ্ধ উপাসনা হয় না। অর্চ্চনমার্গে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার অভিনয় কার্য্যতঃ মর্য্যাদাপথের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনারই অন্তর্ভুক্তরূপে পর্য্যবসিত হয়; তবে যে মহাভাগবতগণের আচরণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চনের অভিনয় দেখা যায়, তাহা মহাভাগবতগণের জগদ্গত ভাব-সেবার বহিঃ-প্রকটন মাত্র। বৈধ অর্চ্চনমার্গে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলের অর্চ্চন বিহিত হইলেও ভাবমার্গে গৌর-গদাধরের উপাসনাই প্রসিদ্ধ।

(২) 'যুক্তিযুক্ততা' প্রবন্ধে ব্রজপরিকরগণের সূর্য্য, কাত্যায়নী, চন্দ্রভাগা-পূজন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাও শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর সিদ্ধান্ত ও যুক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ বলেন,—নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের সূর্য্য, কাত্যায়নী, চন্দ্রভাগা প্রভৃতির অর্চ্চন অবিদ্বৎ-প্রতীতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বঞ্চনার উদ্দেশেই সাধিত হয়। বিদ্বৎপ্রতীতিতে উহাই শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা; যথা বিদগ্ধমাধবের প্রথমাঙ্কে,—"বৈষ্ণবসেনা কেবলমিহ বনযাত্রানুসারিণী মুদ্রা। ব্রজসুন্দরীরূপ কৃষ্ণে সহজঃ প্রেম্না স জাগর্ত্তি॥"—ব্রজাঙ্গনাগণের দেবোপাসনার অভিনয় একান্তে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার ছল মাত্র। বস্তুতঃ তাঁহাদের স্বাভাবিক কৃষ্ণপ্রীতি সর্ব্বদাই জাগরূক রহিয়াছে।

(৩) 'যুক্তিযুক্ততা' প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি এই যে, 'তর্ক'—জিজ্ঞাসুর পক্ষে নিষিদ্ধ, মুমুক্ষুর পক্ষেও নিষিদ্ধ; আবার ভাগবত-প্রেমেচ্ছুর পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ, অশ্রোতব্য ও অযথার্হ।"

অচিন্ত্য ভগবত্তত্ত্বে তর্কযুক্তির প্রতিষ্ঠা নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্রানুকূল তর্ক, বিচার বা যুক্তিও পরিত্যক্ত হইয়াছে—এরূপ যুক্তি গ্রহণ করিলে শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ, শ্রীমান্ নিম্বার্কদেশিক প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ এবং শ্রীল জীবগোস্বামী, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্য মহাজনগণের শাস্ত্রানুকূল যুক্তি, তর্ক ও বিচার প্রদর্শন করিবার আদর্শকে 'অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যাপার' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতামৃতটীকায় দৃষ্ট হয়—"ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ, তর্কশব্দে নানুমানং গ্রাহ্যম্, তর্কশ্চ বেদানুসারী ন নিষিধ্যতে"। 'যুক্তিযুক্ততা' প্রবন্ধলেখকের যুক্তি গ্রহণ করিলে লোকশিক্ষক-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভুর প্রদর্শিত আদর্শকেও ঘৃণার্হ বলিতে হয়; কারণ শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় দেখিতে পাই,—

"নির্ব্বন্ধ দুষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড।
* * *
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥"
(চৈঃ চঃ ম ৯ম)

দাবতীয় সজ্জায় ও আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত-মতে শাস্ত্রানুকূল তর্ক জিজ্ঞাসুর পক্ষে বিধেয়, উহাই 'পরিপ্রশ্ন' নামে বিদিত, মুমুক্ষুর পক্ষে উহা অবশ্য বিধেয়। কারণ সদসৎ বিচারহীন বা সৎসিদ্ধান্ত ও কুসিদ্ধান্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তি কখনও অপবর্গের পথে বিচরণ করিতে পারেন না। বিচারহীন ব্যক্তির প্রতি পদে পদে পতন অবশ্যম্ভাবী। ভগবৎ-প্রেমেচ্ছুর পক্ষে শাস্ত্রানুকূল যুক্তিতর্কে সুনিপুণতা অত্যন্ত বিধেয় ও একান্ত প্রয়োজনীয়; কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

"শাস্ত্রযুক্তো সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী তিঁহ তারয়ে সংসার॥"

যিনি শাস্ত্র-যুক্তিতে সুনিপুণ নহেন, তিনি মনোধর্ম্ম ও কৃত্রিম ভাবুকতাকেই 'প্রেম' বলিয়া রঞ্জিত হন, প্রতিষ্ঠাশা ভক্ত্যাভাসকে প্রেমের চিহ্ন মনে করিয়া প্রেম-লাভের অযোগ্য হন; এই জন্যই রূপানুগবর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শাস্ত্রানুকূল বিচারের আবশ্যকতা বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

"যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই, বেদজ্ঞান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"
(চৈঃ চঃ আ ৮ম)

শাস্ত্রানুকূল তর্ক বা বিচারে অনাদরকারী বা অলস ব্যক্তি কোটি-জন্ম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়াও কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রেমানন্দ-লাভের অধিকারী হইতে পারেন না।

"বিচারণ-পরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেরন্নঃ"—

"বিশ্বাসে পাইয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"—এই বাক্যে 'বিশ্বাস' শব্দে মনোধর্ম্মিজীবীর অন্ধ-বিশ্বাসকে লক্ষ্য করা হয় নাই। 'বিশ্বাসে' শব্দে এই স্থানে আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যক্ষানুভূতি। যাহাতে মনোধর্ম্মজীবীর ভোগোন্মুখ-চিত্তের সন্তোষ হয়, তাহা কখনও 'অধোক্ষজ ভগবান্' বা অধোক্ষজ ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণকল্পা উপাসনা নহে। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপরতা-হেতু ঐরূপ বঞ্চনাময়ী মায়াকে 'ভগবান্' মনে করা অথবা তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণাসক্তি কখনও 'বিশ্বাস' পদবাচ্য নহে; ঐরূপ 'আসক্তি,' 'নিষ্ঠা' বা 'বিশ্বাসের' নামে শাস্ত্রানুকূল তর্ক-বিচার পরিহারের চেষ্টা দেখাইলে চিচ্ছক্তি-সমন্বয়বাদী হইয়া বলিতে হয়—মায়াবাদ, প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ, গৌরভোগবাদ, কৃষ্ণভোগবাদ প্রভৃতি যে কোন অপেক্ষাকৃতিত্যাগে বিশ্বাস স্থাপন করিলেই 'কৃষ্ণপ্রেম' লাভ হইতে পারে। ঐরূপ অন্ধ-বিশ্বাসকে 'বিশ্বাস' বলিলে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ", অথবা "অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি, কায়মনে করিব ভজন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবী-দেবা', এই উক্তি পরম কারুণিক মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ'ল অনুগত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।"—প্রভৃতি শাস্ত্র ও মহাজন-উক্তি পরিত্যাগ করিয়া মনোধর্ম্মজীবীর—"চেকি স্বর্গে' গেলে ধান ভানে, কিবা আসে যায়, পিরে সুখে প্রেমমধু।" এই সকল প্রকল্পে অধিক আস্থা স্থাপন করিতে হয়। কৃষ্ণ-বিমুখতার চরমাবস্থা-প্রাপ্তিতেই জীবের শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য অপেক্ষা মনোধর্ম্ম-জীবীর ভোগানুকূল মনের নূতন বাক্যে অধিক আদর হয় এবং তৎফলে শাস্ত্রবাক্যের কদর্থ করিয়া শাস্ত্রানুকূল বিচারকে 'তর্ক' ও তৌর্যপর অন্ধবিশ্বাসকে 'শ্রদ্ধা' বলিয়া বরণ-পূর্ব্বক আত্মবঞ্চনার ও অন্যজন-বঞ্চনার পথটী পরিষ্কার করিবার অভিলাষ হয়। এই জন্য মহাজন বা শাস্ত্রবাক্য বুঝিতে হইলে শব্দের অন্যরূঢ়িবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতেই "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর" পদটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। 'যুক্তিযুক্ততা'—প্রবন্ধলেখক পণ্ডিত মহাশয়ের অন্যরূঢ়িবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই।

আমরা ক্রমশঃ তাঁহার অন্যান্য যুক্তিগুলির যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সমালোচনা করিব।

প্রচার-প্রসঙ্গ

এবার শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের মাসাধিকব্যাপী কীর্ত্তন-মহামহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিদিনই শ্রীমঠ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত হরি-সংকীর্ত্তনে মুখরিত থাকিত। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ ও সেই সকল শুদ্ধভক্তির উপদেশের আদর্শে জীবন-যাপন করিবার জন্য উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে শ্রীমঠে লোকসংখ্যা এত বিপুল হইত যে, মঠে তিল ধারণের স্থান থাকিত না। কলিকাতার সম্ভ্রান্তপরিবার, সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, বিদ্বজ্জন-মাত্রেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন; শুধু কলিকাতা নয়, বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে; শুধু বঙ্গ নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু ভগবদ্ভক্ত-পরিবার মহানুভব ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গের ভাদ্র শুক্লবার দুইজন শ্রেষ্ঠ কৃপানুগাচার্য্যের আবির্ভাব-বাসর ছিল। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জন্মোৎসবের দিন। সেই দিন মঙ্গলারাত্রিক হইতে নিশীথকাল পর্য্যন্ত অবিরত সংকীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ কার্য্য চলিয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয় এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সহস্র সহস্র কাঙ্গাল, অভ্যাগত প্রভৃতিকে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। কাঙ্গাল-গণও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের মুখনিঃসৃত শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের নাম শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া-ছিলেন। কলিযুগের অনর্থযুক্ত জীবের একমাত্র ঔষধ শ্রীহরিনাম ও একমাত্র পথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ সেবনে সৌভাগ্য লাভ করিয়া সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জনের অধিকারী হইয়াছেন। চতুর্দ্দিক শ্রীহরিনাম-ধ্বনিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর নিরন্তর গৌরকথামৃত-তরঙ্গিণী-সেচনে বিষয়োত্তপ্ত শুষ্ক-কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ধরাকে সঞ্জীবিত ও স্নিগ্ধ করিয়াছেন। মঠসেবকগণের অক্লান্ত সেবাচেষ্টা এবং সর্ব্বোপরি আচার্য্য-ত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অদ্ভুত সেবোৎসাহ সকলকেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। জয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়! জয় বৈষ্ণব-সমাজের জয়!

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের নিত্য-শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত ও শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠ-প্রতিষ্ঠান-সমূহের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের অনুগ্রহাশীর্ব্বাদ-পুষ্ট

গৌড়ীয়

প্রাণকিশোর বৃন্দাঃ হরিসর্ব্বস্বধনঃ।
বসুধুক্তিঃ পরত্যাগো বৈরাগ্যং কল্প কথাতে
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় তাহাতে ত্যাগে ভুল।

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৪ই আশ্বিন, ১৩৩৪, ১লা অক্টোবর | ৮ম সংখ্যা।

প্রভুপাদের উড়ুপী-দর্শন

(প্রভুপাদের পত্রাবলী ও ডায়েরী হইতে সংগৃহীত)

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে গোকর্ণক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। এই শৈলমালা ভাষা ও দেশভেদে "সহ্যাদ্রি", 'কোল-পর্ব্বত', 'মলয়গিরি' প্রভৃতি নামে খ্যাত। ঐ গিরিশ্রেণী একটী সুপ্রাচীন পুণ্যময় ভূভাগের পূর্ব্বদিকে মালিকাকারে বেষ্টিত থাকিয়া সেই পুণ্যস্থলীকে নিরন্তর অর্ঘ্যপ্রদানে পূজা করিতেছে। আর আকাশ-চুম্বিত বিশাল আরবসমুদ্র পশ্চিমে বিরাজিত থাকিয়া সেই পুণ্য-তীর্থের পাদধৌত করিয়া দিতেছে। এই পবিত্র ভূভাগ 'পরশুরামক্ষেত্র'রূপে পরিচিত। পুরা-কালে শ্রীপরশুরাম স্বয়ং কর্ম্মলেপ-রহিত হইলেও লোকো-পদেশার্থ মাতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের জন্য গোকর্ণ-ক্ষেত্র হইতে কন্যা-কুমারিকা ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বাণপ্রয়োগে সমুদ্রকে অপসারিত করিয়া এখায় এক নূতন ভূভাগ নির্ম্মাণ করেন এবং উহা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। স্কন্দ-পুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে এইরূপ উপাখ্যান শ্রুত হইয়া থাকে। এই পরশুরামক্ষেত্র উত্তরসীমা হইতে দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত আদিকেরল, মধ্যকেরল ও অন্তকেরল—এই তিনটী ভাগে বিভক্ত। আদিকেরল উত্তরকর্ণাট ও দক্ষিণকর্ণাট—এই বিবিধ প্রদেশে পরিগণিত। উত্তরকর্ণাটকে 'কেনারিজ' ভাষার প্রচার, আর দক্ষিণকর্ণাটকে 'তুলু' ভাষারই বিশেষ প্রচার লক্ষিত হয়। এই দক্ষিণ-কর্ণাটক-প্রদেশই 'রজতপীঠপুর' বা 'রৌপ্যপীঠপুর'—এই প্রাচীন সংজ্ঞা-পরিমণ্ডিত 'উড়ুপী' ক্ষেত্রদ্বারা সুশোভিত। সুতরাং উড়ুপীর অপর প্রাচীন নাম 'রজতপীঠপুর'।

এই পবিত্র ক্ষেত্র ছয়ক্রোশ-পরিধি-বিশিষ্ট। ইহার পশ্চিমদিকে আরব সাগর ও পূর্ব্বদিকে বেদাচল পর্ব্বত বিরাজমান, দক্ষিণে পাপনাশিনী এবং উত্তরে সুবর্ণা নাম্নী নদীদ্বয় প্রবাহিতা।

ত্রিসহস্রাব্দিক বর্ষ পূর্ব্বে পরশুরাম-ভক্ত রামভোজ নামক কোন ক্ষত্রিয় ভূপতি বিষ্ণুপ্রীতির জন্য একটী মহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়া যজ্ঞবিস্তারনিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছিলেন। কোথাও তাঁহার অভীষ্টানুযায়ী সুনিপুণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে পাঞ্চাল-দেশান্তর্ব্বর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ অহিচ্ছত্র দেশ হইতে কর্ম্মকাণ্ডনিপুণ, পরম পণ্ডিত, অগ্নিহোত্রী বিংশত্যুত্তরশত (১২০) ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের কুটুম্বগণের সহিত স্বদেশে আনয়ন করেন। সেই বিংশত্যুত্তরশত কুলীন ব্রাহ্মণবংশ অদ্যাপি পরশুরামক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। কালপ্রভাবে তাঁহাদের কয়েকটী বংশ লোপপ্রাপ্ত হইলেও

এখনও সপ্তাদিক ব্রাহ্মণবংশ তথায় দৃষ্ট হয়। ইঁহারা সকলেই শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের পর মধ্বমতাবলম্বী হইয়া 'মাধ্বব্রাহ্মণ' নামে পরিচয় লাভ করিয়াছেন। রামভোজ নৃপতি ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া যখন হস্তিরূপীর তন্ত্রির নিমিত্ত স্বহস্তে লাঙ্গলাদির দ্বারা ভূমির শোধন করিতেছিলেন, তখন একটী মহাসর্প লাঙ্গলপরিবেষ্টিত হইয়া স্বাভাবের ন্যায় দৃষ্ট হয়। রামভোজ নৃপতি তাঁহার সেই কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তার্থ উডুপীক্ষেত্রের চতুঃসীমায় 'ব্রাহ্মোডু', 'মাকোডু', 'অরিকোডু', 'কুচ্চিলকোডু' নামক দেবালয় চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করাইয়া মধ্যপ্রদেশে ক্রোশব্যাপী রজতময় পীঠ সংস্থাপন করেন এবং পীঠোপরি সুবর্ণ-'শেষ'-প্রতিমা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পূজা বিধান করেন। কালে সেই পীঠ ভূগর্ভস্থ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া শ্রুত হয়। যজ্ঞকালে ভগবান্ পরশুরাম রজতপীঠস্থ সুবর্ণসর্পফণার অগ্রভাগে নিজাকারে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। সেই শেষশায়ী 'অনন্তেশ্বর' নামক বিষ্ণুর পুরাতন দেবালয় অদ্যাপি উডুপী ক্ষেত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রজতপীঠের সংস্থান-হেতু সেই ক্ষেত্র প্রাচীন কাল হইতে 'রজতপীঠপুর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

এই ক্ষেত্রের 'উডুপী' আখ্যা বিষয়েও একটী উপাখ্যান পুরাণে শ্রুত হইয়া থাকে। অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি সপ্তবিংশতি-সংখ্যক তারকা চন্দ্রের পত্নী। ইঁহারা সকলেই দক্ষকন্যা। চন্দ্র দক্ষের অপর পুত্রীগণের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র রোহিণীতে অত্যাসক্ত ছিলেন। অপর পুত্রীগণের প্রার্থনায় দক্ষ চন্দ্রের এইরূপ অন্যায়াচরণের জন্য শাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, চন্দ্র ক্ষয়রোগে ঐরূপ কার্য্যের জন্য কলাহীন হইয়া পড়িবে। চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়া স্বীয় কলাক্ষয় পরিহারার্থ সেই পরশুরাম-ক্ষেত্রে 'অঞ্জারণা' * নামক স্থানে তপস্যাদ্বারা শঙ্করকে পরিতুষ্ট করেন। শঙ্করদেব চন্দ্রের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া রজতপীঠ-ক্ষেত্রস্থ মহা-সরোবর-মধ্যে প্রকটিত হন এবং চন্দ্রের সম্পূর্ণ কলাক্ষয় নিবারণার্থ চন্দ্রকে বিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তাঁহার একপক্ষে ক্রমে কলাক্ষয় এবং অপরপক্ষে ক্রমে কলা বৃদ্ধি হইবে। সেই সময় হইতেই কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের প্রচলন হইয়াছে, এইরূপ কথা শ্রুত হইয়া থাকে। চন্দ্রের অপর নাম 'উডুপ'। 'উডু' পদে নক্ষত্র এবং 'প'—পতি। চন্দ্রের তপঃপ্রসন্ন রুদ্রদেবতার অধিষ্ঠিত ক্ষেত্র বলিয়া এখানের নাম 'উডুপী' হইয়াছে। যে সরোবর-মধ্যে রুদ্রদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহার তটপ্রদেশে অধুনা শ্রীরুদ্র 'চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব' নাম ধারণ করিয়া সুবৃহৎ দেবালয়াভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। উডুপী-ক্ষেত্রস্থ বৈষ্ণবগণের দ্বারা বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য ও বিষ্ণুপাদসলিল উপকরণ-সহযোগে চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব বিষ্ণুলিঙ্গ-বিগ্রহরূপে নিত্য সম্পূজিত হইয়া থাকেন।

আমরা শ্রীঅনন্তেশ্বর ও চন্দ্রমৌলীশ্বরের মন্দিরের দ্বার-দেশে বৈতবেদান্ত-পাঠশালা দর্শন করিলাম। উক্ত দেবালয়ের উত্তরদিকে শ্রীকৃষ্ণমন্দির, মধ্বসরোবর, কৃষ্ণাপুর মঠ ও পীজর মঠ; পূর্ব্বদিকে 'কাণুর' মঠ, দক্ষিণে 'সোধে' মঠ, 'পুত্তিগে' মঠ ও 'অদমার' মঠ, পশ্চিমে পেজাবর মঠ, 'উত্তরাদি' মঠ, 'পলমার' মঠ, 'রাঘবেন্দ্র' মঠ বা 'আর্কট' মঠ অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে শ্রীমধ্বাচার্য্যপ্রাপ্ত শ্রীবালগোপাল শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। গোপালের দক্ষিণহস্তে দধিমন্থন-দণ্ড ও অপর হস্তে মন্থনরজ্জুতত্ত্ব। শ্রীমূর্ত্তির কমনীয়তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। শ্রীগৌরসুন্দর উডুপীতে পদার্পণ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন ও এইস্থানে প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত-সংকীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উডুপীতে কৃষ্ণ দেখি, তাঁহা হৈলা প্রেমোন্মাদী॥
নৃত্যগীতপ্রেমাবেশে পরম মোহন।
মধ্বাচার্য্যে কৃপা দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
গোপীচন্দনতলে আছিলা ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য ঠাঞি আইলা কোন মতে॥
মধ্বাচার্য্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাপিহ সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৪৫-২৪৯)

* উডুপী শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে এই কূপ বিরাজিত। ইহা বর্ত্তমানে পুষ্পবাটিকার পরিণত। এই স্থানের পুষ্পরাশি শ্রীবিগ্রহের পূজা হইয়া থাকে।

এই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে একটী উপাখ্যান শ্রুত হয়। উডুপী হইতে সমুদ্রকোল ধরিয়া দক্ষিণে অনন্তাসন গ্রামের অন্তর্গত মহাবল দেবস্থ জনৈক নাবিক তাঁহার নৌকামধ্যে বিপণি

[শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রাপ্ত 'নর্ত্তক-গোপাল' *]

সামগ্রী লইয়া দ্বারকায় গমন করেন। দ্বারকায় তাঁহার সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষিত হইয়া যায়। গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শূন্য নৌকায় কিঞ্চিৎ ভার গ্রস্ত করিবার জন্য দ্বারকাস্থ গোপীসরোবরতট হইতে কয়েকটী বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ড সংগ্রহ করিয়া স্বীয় নৌকায় স্থাপন করেন। আসিবার কালে তাঁহার নৌকা মাল্পী বন্দরের নিকট সমুদ্রোপকূলস্থ একটী চড়ায় ঠেকিয়া যায়। নাবিক তাঁহার শত চেষ্টায়ও নৌকাকে কিঞ্চিন্মাত্র চালিত করিতে না পারায় অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়েন। এমন সময় সমুদ্রের উপকূলে একজন জ্যোতিষ্মান পরম বলী সন্ন্যাসীকে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন দেখিতে পাইয়া নাবিক নৌকা হইতেই সেই সন্ন্যাসীর নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করেন। এই তেজোময় মূর্ত্তি সন্ন্যাসী—শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য। তিনি সমুদ্রে স্নানাদি সমাপন করিয়া ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। নাবিকের উচ্চ-আহ্বান-শ্রবণে নাবিকের তাৎকালিক অবস্থা জানিতে পারিয়া মুদ্রা প্রদর্শন-পূর্ব্বক (কোন মতে বরদকালনপূর্ব্বক) উক্ত নৌকাকে চালিত করিলেন। নাবিক সন্ন্যাসীর এই প্রকার অদ্ভুত শক্তি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত ও পরমোপকৃত হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে মধ্বাচার্য্য নাবিকের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিবার অভিপ্রায়ে এক খণ্ড গোপীচন্দন মাত্র গ্রহণ করিলেন। সেই গোপীচন্দন ভগ্ন হইবামাত্র তন্মধ্য হইতে একটী অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্বয়ং প্রকটিত হইলেন। শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য সেই শালগ্রামশিলাময়ী প্রতিমাকে লইয়া উডুপী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আসিবার সময় পথিমধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে যে সকল অপূর্ব্ব মধুর স্তোত্রাবলী বন্দনা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রসিদ্ধ 'দ্বাদশস্তোত্র' * নামে খ্যাত। যে স্থানে প্রতিমা প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই স্থান 'বড়ভণ্ডেশ্বর' নামে পরবর্ত্তিকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ স্থানে অধুনা 'বড়ভণ্ডেশ্বর' নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। 'বড়ভণ্ড' শব্দটী কর্ণাটক-ভাষাজাত। (বড়—ভিন্ন, ভণ্ড—পিণ্ড অর্থাৎ চন্দনপিণ্ড-ভঞ্জন)। শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য এই গোপীচন্দনলিপ্ত শ্রীমূর্ত্তিকে উডুপীতে আনয়ন করিয়া উডুপীর সেই বৃহৎ সরোবরে শ্রীমূর্ত্তির শ্রীঅঙ্গ সম্মার্জ্জন করেন। এই বৃহৎ সরোবরই শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্যের পর হইতে 'মধ্বসরোবর' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

এই শ্রীমূর্ত্তির সেবা শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য তাঁহার আট জন সন্ন্যাসী শিষ্যের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মধ্বানুগত সন্ন্যাসী ব্যতীত অপর কাহারও এই শ্রীমূর্ত্তির সেবাধিকার নাই। পূর্ব্বকালে দুইমাস অন্তর এক একজন সন্ন্যাসীর সেবাকাল নির্দ্ধারিত ছিল। সোদে মঠস্থ আচার্য্য-পরম্পরায় পঞ্চদশ অধস্তন শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামীর সময় হইতে দুই বর্ষকাল প্রত্যেকের সেবার পালা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

* গ্রন্থপাঠকের উডুপী হইতে আনীত। লেঃ সঃ।

* অবশ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ এই স্তবগুলি ইতঃপূর্ব্বে মঠ হইতে পৃথক্ পৃথক্ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এখনও সেই নিয়ম তথায় বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণমন্দির-চত্বরের বহির্ভাগে পশ্চিমোত্তরদিকে মুখ্যপ্রাণ বা শ্রীমদ্ হনুমদ্বিগ্রহের পূজা হইয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির দক্ষিণ-পশ্চিমে মুখ্যপ্রাণের মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগরুড়মূর্ত্তি বিরাজিত।

[শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য *]

শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের দ্বারদেশে শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্যের মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। এই শ্রীমূর্ত্তি বাদিরাজ স্বামিকর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। শ্রীবাদিরাজ স্বামী মধ্বসম্প্রদায়ে 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য' বলিয়া উক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের পশ্চিমদিকে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত কনকদাস নামক এক দাসকূটস্থ মাধ্ব ভাগবতের শ্রীবিগ্রহ দর্শনকল্পে শ্রীমন্দিরের একটী গবাক্ষ উন্মুক্ত আছে। দূরে শ্রীকনকদাসের একটী গৃহও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অধুনা এই স্থানে বেদাদ্যাদি শাস্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। শ্রীকনকদাসরচিত কনড়ভাষায় বহু সুললিত পদ্যগ্রন্থ বিরাজিত আছে। তাঁহার রচিত 'হরিভক্তিসার' নামক গ্রন্থ মাধ্বসম্প্রদায়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের একদিকে গোশালা। কিয়দ্দূরে কতিপয় মাধ্ব সন্ন্যাসীর সমাধি বর্ত্তমান। উদুপীক্ষেত্র হইতে কয়েককোশ ব্যবধানে আটটী মঠ বিভিন্নস্থানে অবস্থিত। সেই অষ্ট মঠের প্রতিষ্ঠাতৃ-

* প্রভুপাদকর্ত্তৃক উদুপীক্ষেত্র হইতে আনীত—গৌঃ সঃ।

স্বরূপ উদুপীক্ষেত্রে অনন্তেশ্বর ও চন্দ্রমৌলীশ্বরের শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে আটটী মঠ বর্ত্তমানকালে অবস্থিত। এই অষ্ট মঠের নাম ধূলগ্রামী মঠের নামানুসারে হইয়াছে। মাধ্ব-সম্প্রদায়িগণ বলেন যে, মধ্বাচার্য্যের সময় মধ্বশিষ্য আটজন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে একত্র বাস করিতেন। পরবর্ত্তিকালে এই আটজন সন্ন্যাসী বিভিন্ন স্থানে আটটী মঠ স্থাপন করেন। এই আটটী মঠ শ্রীকৃষ্ণমন্দির হইতে অল্প। পালাক্রমে এই মঠাধীশ সন্ন্যাসিগণই অধুনা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। এই আটটী মঠ আবার দুইটী দুইটী করিয়া 'ধ্বম্ব-মঠ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই ধ্বম্ব-মঠের অন্যতম মঠের একজন সেবাকার্য্যে আর একজনের সহযোগী। ধ্বম্বমঠাধীশ কোনও সন্ন্যাসী যদি শিষ্য না করিয়াই অপ্রকট হন, তাহা হইলে ধ্বম্বমঠের অন্যতম মঠের মঠাধীশ নিজশিষ্যকে সেই মঠের অধিকারী করিতে পারেন। কথিত হয় যে, কপটীর্থে শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য তাঁহার আটজন শিষ্যকে সমকালেই সন্ন্যাস প্রদান করেন। সন্ন্যাস-মন্ত্রোপদেশ প্রদানান্তর সন্ন্যাস-বেদিকার চতুর্দ্দিক হইতে এই আটজন সন্ন্যাসী দুই দুইজন করিয়া চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বহির্গত হন। তাঁহারাই পরবর্ত্তিকালে ধ্বম্বমঠাধিকারী হন।

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির প্রত্যহ নববিধা পূজার ব্যবস্থা আছে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপূজা-ক্রম যথা—

(১) নির্ম্মাল্য-বিসর্জ্জন পূজা—পূর্ব্বাহ্ণ	৫	ঘটিকা
(২) উষঃকাল-পূজা	৬	"
(৩) পঞ্চামৃতপূজা ও অভিষেক	৮	"
(৪) উদ্বর্ত্তন পূজা	৯	"
(৫) তীর্থপূজা ও মহাকলসাভিষেক	১০	"
(৬) অলঙ্কার-পূজা	১১	"
(৭) অবসর-পূজা	১১-৩০	"
(৮) মহাপূজা	অপরাহ্ণ ১২-৩০ হইতে ১টা	
(৯) রাত্রি-পূজা	৮-৩০টা	

এই নববিধা পূজা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে উষঃকাল-পূজার পরে গো-পূজা, উদ্বর্ত্তন পূজার পরে শ্রীনবনীত-পূজা, তদনন্তর সুবর্ণকলস-পূজা, সায়াহ্নে চামরসেবা প্রভৃতি পঞ্চপূজা হইয়া থাকে।

পলমার মঠ ও অদমার মঠ ইঁহারা ধ্বম্বমঠ। পলমার মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য শ্রীহৃষীকেশতীর্থ, বিগ্রহ—

শ্রীরামচন্দ্র। অদমার মঠে মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীনরহরি তীর্থ, বিগ্রহ—চতুর্ভুজ শ্রীকালীয়মর্দ্দন কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণাপুর মঠ ও পুত্তেগী মঠ স্বয়ং-মঠ। শ্রীকৃষ্ণাপুর মঠের মূলমঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীজনার্দ্দন তীর্থ, বিগ্রহ—দ্বিভুজ কালীয়মর্দ্দন কৃষ্ণ। পুত্তেগী মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবিঠ্ঠলদেব। শীরুর মঠ ও সোদেমঠ স্বয়ংমঠ। শীরুর মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীবামনতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবিঠ্ঠলদেব। সোদে মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবরাহদেব। কাণুক মঠ ও পেজাবর মঠ স্বয়ং-মঠ, কাণুক মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য শ্রীরামতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীনৃসিংহ। পেজাবর মঠের মূল মঠাধীশ—মধ্বশিষ্য শ্রীঅধোক্ষজ তীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবিঠ্ঠলদেব।

আমরা যেকালে উড়ুপীগ্রামে গিয়াছিলাম, তখন কৃষ্ণাপুর-মঠাধীশ শ্রীমদ্ বিদ্যাপূর্ণ তীর্থ কুরুক্ষেত্রের সেবাভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি মধ্বশিষ্য শ্রীজনার্দ্দন তীর্থ হইতে উনত্রিংশৎ অধস্তন। আমরা যেকালে শ্রীঅনন্তেশ্বরের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলাম, তখনই তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পরে স্বামিপাদ স্বয়ং গোশালায় উপস্থিত থাকিয়া গবাদির শুশ্রূষা অবলোকন করিতেছিলেন; আমরা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি একটী ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের সহিত দেবতাবার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার সেবাসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বৈষয়িক কার্য্য উপস্থিত হইতে লাগিল। আমরা গৌড়দেশ হইতে তথায় গিয়াছি শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন যে, আমরা কৃষ্ণজন্মস্থলী মথুরা হইতে আগমন করিয়াছি। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উড়ুপী আগমন ও তাঁহার প্রচারিত সিদ্ধান্তের কথা তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ বলিলে তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভেদবিচারে ভেদাভেদ স্বীকৃত হয় নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, প্রত্যহ তাঁহাকে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। তদ্বিষয়ে আনুকূল্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তিনি আমাদিগকে কিছু ভগবৎপ্রসাদ প্রদান করিলেন এবং দ্বিতলস্থ উড়ুপী ক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া ভগবৎমূর্ত্ত্যাদি দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমাদের সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন তথায় অবস্থান সম্ভবপর হইল না। পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি স্বদেশী শিল্প বিস্তারের বিশেষ পক্ষপাতী। উপাধ্যায় মহাশয় মীমাংসা শাস্ত্রে 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং কিছুকাল সরকারীকে কিউরেটরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি বিশেষ সদালাপী। আমরা উড়ুপী হইতে কতিপয় সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিলাম। একটী ব্রাহ্মণগৃহে আমাদের থাকিবার স্থান হইয়াছিল। তথায় পাকাদি করিয়া প্রসাদ সেবার পর মোটরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। সেইকালে উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আরও দুই তিনটী স্বদেশী বন্ধু সমভিব্যাহারে আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত কিছুক্ষণ আলাপের পর আমরা ম্যাঙ্গালোর যাত্রার জন্য উদ্গ্রীব হইলাম। শুনিলাম, তথাকার দেওয়ানী আদালতের মুন্সেফ মহাশয় শ্রীমধ্বশাস্ত্র স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়া তৎপ্রচারে বিশেষ উৎসাহবিশিষ্ট। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময়াভাব হওয়ায় আমরা দুঃখিত হইলাম। আসিবার কালে উপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রীমাধ্বশাস্ত্রাধীত একজন সুযোগ্য অধ্যাপকের অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। ম্যাঙ্গালোরে আসিতে পথিমধ্যে চারিটী স্থানে চারিবার নদী পার হইতে হইয়াছিল। অর্থাৎ পাঁচবার মোটর বদল করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই পারের জন্য নৌকা পাওয়া গিয়াছিল। ম্যাঙ্গালোর হইতে উড়ুপী ৩৬ মাইল। প্রত্যহই অনেক যাত্রী উড়ুপী হইতে ম্যাঙ্গালোরে যাতায়াত করেন। কয়েকটী কোম্পানির মোটর গাড়ী যাত্রীদিগের বহনকার্য্যে নিযুক্ত আছে। আমরা অপরাহ্ণে ম্যাঙ্গালোরে উপস্থিত হইলাম।

[পরবর্ত্তী ভ্রমণবৃত্তান্ত ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

দ্রষ্টব্য

[শারদীয়া পূজা-উপলক্ষে প্রেস্ বন্ধ থাকায় আগামী সপ্তাহে গৌড়ীয় প্রকাশিত হইবে। তৎপরবর্ত্তী সপ্তাহ হইতে পুনরায় নিয়মিতভাবে গৌড়ীয় বাহির হইবে।] কার্য্যাধ্যক্ষ,—গৌড়ীয়।

কাশীতে গৌরপ্রকট ও সংকীর্ত্তন-বন্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম, কুরুক্ষেত্র ও নৈমিষারণ্যে

সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব

কাশী মহাশ্মশানাদিকা; পুরীর অন্যতম। অনাদিকাল হইতে এই পুরী বৈষ্ণবগণের স্বরূপে পরিচিত। এই পরম পবিত্র তীর্থ সনাতন ধর্ম্ম ও বিশ্বজনীন কেন্দ্রকপে অবস্থিত থাকিয়া চিরকালই সজ্জনবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। কাশীর মাহাত্ম্য শাস্ত্রে প্রচুরকপে বর্ণিত আছে। বৈষ্ণব-সমাজে বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর আরাধ্যপুরী এই পরম বৈষ্ণবক্ষেত্রকে কিরূপ দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন, আমরা তাহার আদর্শ অস্মৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুপাদের সন্দর্ভ-গ্রন্থ হইতে সুষ্ঠুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু-বৈষ্ণব তীর্থে পুণ্যময়-দেশ সামান্য-বুদ্ধিকপ প্রাকৃত বুদ্ধি নাই। ভাগবততত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন যে, ভৌম বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি, সলিলাদিতে তীর্থবুদ্ধি কখনও অপ্রাকৃত বুদ্ধি নহে। ঐরূপ বুদ্ধিজাত পাপ ও পুণ্যের ধারণা সমস্তই মনোধর্ম্ম-পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত বলিয়া প্রাকৃত। ভাগবতের ভাষায় উহাই গোদরের ধারণা। বৈষ্ণব-গণের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ধামে এইরূপ মনোধর্ম্মবোধ প্রাকৃত বিচার নাই। তাঁহারা জানেন, যেখানে বৈষ্ণব বাস করেন, সেই স্থানে বৈষ্ণবের হৃদয়ে বৈষ্ণবের নিত্যসেব্য শ্রীগোবিন্দও নিত্য বিরাজমান আছেন। ইহা একদিন বৈষ্ণবরাজ শম্ভু ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে পার্ব্বতীকে উপদেশ করিয়া "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং"—শ্লোকে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এই কাশীধামে বিশ্বেশ্বর শিব তাঁহার নিত্যসেব্য শ্রীবিগ্রহ বিশ্বেশ্বরেশ্বর বাসুদেবের সহিত অবস্থান করিয়া দেবোন্মুখ জনগণকে সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃপা ও বিমুখ জনগণকে বিমোহন করিয়া বাহিরেকভাবে কৃপা বিতরণ করিতেছেন। উমাধব ও মাধব পরস্পর আলিঙ্গিত বিগ্রহরূপে বিরাজিত থাকিয়া বৈষ্ণবগণের নিত্য সেবনীয় হইয়া রহিয়াছেন।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ প্রপঞ্চাতীর্ণ বিষ্ণু-বৈষ্ণবধামের অপ্রাকৃতত্ব প্রদর্শনার্থ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—একদা শ্রীবিষ্ণুর নিকট মুনিগণ প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন, "হে ভগবন্, জলের উপরিভাগে ছত্রাকার জ্যোতিঃ-স্বরূপ উহা কি সকাশমান রহিয়াছে? সমগ্র ভূমণ্ডল জলময় হইলেও ঐ ছত্রাকার জ্যোতিঃটী কেনই বা নিমজ্জিত হইতেছে না? ইহাই কি বেদোক্তসত্যপ্রতিপাদ্য শাশ্বত ব্রহ্ম? অথবা ইহা কি তাপত্রয়-পীড়িত জীবকুলের জীবনছত্রস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে? হে জনার্দ্দন, হে জগদ্‌গুরো, আমরা এই জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আপনার দৃষ্টি কেনই বা উহাতে পুনঃ পুনঃ ন্যস্ত হইতেছে? আপনি পরমাশ্চর্য্য-স্বরূপ হইয়াও আশ্চর্য্যান্বিতের ন্যায় কেনই বা উহা দর্শন করিতেছেন?" দেবতাগণের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু উত্তর প্রদান করিয়া বলিতেছিলেন, "হে মুনিগণ, ঐ যে গগনচারী ছত্রাকার পরম জ্যোতিঃ দর্শন করিতেছ, তাহাই ভূমণ্ডলে 'কাশী' নামে বিখ্যাত। যেমন সুবর্ণ-মধ্যে রত্ন খচিত থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীতে এই কাশিকাপুরী খচিত রহিয়াছে। এই কাশীপুরী কখনও ভূমিময়ী নহে। এই জন্যই ইহা কখনও জলমগ্ন হয় না। সমস্ত জড়বস্তু মজ্জিত হইলেও চিদানন্দময়ী কাশী কখনও জলনিমগ্ন হইতে পারে না। যেহেতু আমি আমার প্রিয় শম্ভুর সহিত তথায় নিত্যকাল বিরাজমান আছি। একই দেহমধ্যে জড় ও পূর্ণ চেতন পরমাত্মা অবস্থান করিলেও যেরূপ পূর্ণ চেতন কখনও জড়ধর্ম্মে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ এই ব্রহ্মরূপা কাশী ও জড়রূপা পৃথিবী একত্র অবস্থান করিলেও চিন্ময়ী কাশীতে জড়ধর্ম্ম স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। যেমন জড়দেহের সৃষ্টি আছে, কিন্তু পরমাত্মার সেইরূপ সৃষ্টি নাই, তেমনই পৃথিবীর সৃষ্টি আছে, কিন্তু চিদানন্দময়ী কাশীর সৃষ্টি বা উৎপত্তি নাই। আমি বরাহরূপ প্রকট করিয়া যখন পৃথিবীকে উদ্ধার করিব, তখন পুনরায় আমার এই নিত্য কাশী পৃথী-মধ্যে অবস্থান করিবে। অন্তর্যামী পরমাত্মা দেহমধ্যে অবস্থান করিলেও যেরূপ তাঁহাতে দেহ-যোনাদির স্পর্শ নাই, তদ্রূপ কাশী প্রভৃতি বিষ্ণু-বৈষ্ণবধামসমূহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাদিগের প্রপঞ্চ ধর্ম্মের স্পর্শ নাই।"

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবক্ষেত্র কাশীপুরীকে এইরূপ দিব্য-দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রাদিতে এই সকল তত্ত্বরহস্যোপদেশ অনাদি-কাল হইতে লিপিবদ্ধ থাকিলেও, ভগবন্মায়া-বিমোহনযোগ্য জীব মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দ্বারা চালিত হইয়া নিত্য বিষ্ণু-

স্মরণের অভাবে ভগবদুপদেশ স্মরণ রাখিতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্র-ধৃত বাক্যকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যুগে যুগে ভগবান্ বিষ্ণু ও তদীয় পার্ষদ ভক্তগণ জগতে অবতীর্ণ হন।

প্রায় সার্দ্ধচতুঃশতাব্দী পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণব-বিদ্বেষে শিবেশ্বরদর্শন ও তীর্থ-ভ্রমণের ছল করিয়া সনাতন-ধর্ম্মক্ষেত্রে শুদ্ধসনাতন-ধর্ম্মের যথার্থ শিক্ষা জগদ্গুরুর নিকট সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশ করিবার জন্য কাশীপুরীতে আগমন করেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপন-মিশ্র নামক তাঁহার দুইজন ভক্তকে কাশীতে প্রেরণ করিয়া কাশীর জনমণ্ডলী-উদ্ধারের প্রাগ্ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৃন্দাবন যাইবার পথে মহাপ্রভু কাশীতে আগমন করেন। কিন্তু—"কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়" দেখিয়া মহাপ্রভু তখন নিন্দক সন্ন্যাসিগণকে উপেক্ষা করিয়া মথুরায় চলিয়া যান। মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কাশীতে দুইমাস কাল শ্রীচন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের সহিত অবস্থানপূর্ব্বক নিজ অন্তরঙ্গজন শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সার্ব্বজনীন সনাতন ধর্ম্ম উপদেশ করেন এবং মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রভক্তের প্রার্থনায় একদিন সন্ন্যাসিমণ্ডলীতে উপস্থিত হইয়া নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসিগণ প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে সংকীর্ত্তনাদিকে তৌর্য্যত্রিক মধ্যে গণনা করিয়া কর্ম্মত্যাগ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানের আদর করায় সনাতনধর্ম্মবর্ত্মা শ্রীগৌরসুন্দর প্রকৃত বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্ব, বেদপ্রতিপাদ্য সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব, পরমমুখ্যা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণসেবাই যে জীবের পরমপুরুষার্থ এবং শ্রীনামসংকীর্ত্তন বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত সকলেরই যে নিত্য উপাস্য, ইহা প্রতিপাদন করেন। পূর্ব্বে অনুষ্ঠানমানী হইয়া যাঁহারা সাধারণ-বুদ্ধিতে সনাতন ধর্ম্মের ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিদ্বারা প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম বা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের অনুসন্ধান পাইলেন। যাঁহারা সাধারণ রুচিতে সাযুজ্যাদি মুক্তিকেই 'মোক্ষ' স্বরূপে ধারণা করিয়া মোক্ষদায়িকা পুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাপ্রাপ্তিকেই 'পরমা মুক্তি' বলিয়া অবগত হইলেন এবং ব্রহ্মানুসন্ধান হইতে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ও ব্রহ্মানন্দ হইতে প্রেমানন্দের চমৎকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। প্রভুর কৃপায় ষষ্টিসহস্র সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ তাঁহার সমস্ত সন্ন্যাসিশিষ্যগণ সহিত স্ব স্ব ব্যবসা উপযুক্ত করিতে পারিয়া প্রভুর আনীত সংকীর্ত্তন বন্যায় ভাসমান হইলেন।

"বারাণসী হইয়া দ্বিতীয় নদীয়া নগর।

• • •

নাচে তুলি বলে প্রভু বল হরি-হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি'॥

• • •

সব কাশীবাসী করে নামসংকীর্ত্তন।
প্রেমে ভাসে নাচে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত-বিচার।
বারাণসী পুরী প্রভু করিলা নিস্তার॥"

অজ্ঞান-আবৃত-নয়ন ও অজ্ঞরুচিবৃত্তি-চালিত মানব আমরা কাশীতে অধুনা সেই দৃশ্য দেখিতে পাই না। যদিও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি-চালিত পুরুষগণ নিত্যকাল কাশীর চিন্ময়ত্ব ও কাশীবাসিগণের নিত্য বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবোন্মুখতা এবং "অদ্যাপিও সেইলীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"—এই মহাজনবাণী উপলব্ধি করিতে পারেন, তথাপি অজ্ঞরুচি-বৃত্তি-চালিত ভাগ্যহীনকেও কৃপা করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তাঁহার পরদুঃখদুঃখী নিজজনগণ গৌরমনোঽভীষ্ট প্রচার ও গৌর-প্রদর্শিত, গৌর-নিহিত আচরণের পুনরানুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। দুই বৎসর কাল যাবৎ কাশীতে শ্রীসনাতনশিক্ষা প্রচারার্থ "শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ" নামক একটী শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘারাম স্থাপিত হইয়াছে। এইবার সেই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলীতে শ্রীসংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর অর্চ্চাবতাররূপে প্রকটিত হইয়া কাশীপুরীতে মহাসংকীর্ত্তন-যজ্ঞ আনয়নপূর্ব্বক পুনরায় লোকলোচনের নিকট কৃষ্ণপ্রেমান্নের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ ভগবদিচ্ছা ভগবদ্ভক্তগণের কার্য্যকলাপের দ্বারেই প্রকাশিতা হন। মহালয়া হইতে কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে দিবাটী সংকীর্ত্তন-উৎসব আরম্ভ হইয়াছেন। প্রত্যহ শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা,

মহা-নগরসংকীর্ত্তন, দ্বারে দ্বারে হরিকথা-প্রচার, মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছেন। লক্ষ্মীপূর্ণিমা পর্য্যন্ত কার্ত্তিকে এই সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। লক্ষ্মী-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকপূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইবেন। কার্ত্তিক-পূর্ণিমা হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত গৌরপার্ষদিত কুরুক্ষেত্রে গৌরবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীমঠ-স্থাপন ও সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইবেন। তৎপরে ত্রয়োদশী হইতে দ্বিতীয়া-পর্য্যন্ত ভাগবত-কীর্ত্তনক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে শ্রীগৌরবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন ও নগর সংকীর্ত্তনাদি মহোৎসব হইবেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সেবকগণ বিশ্ববাসী সমস্তশ্রেণিস্থ জীবগণকে এই সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবে সানুনয়ে আহ্বান করিতেছেন। এই সকল অপ্রাকৃত ধাম ও এই সকল স্থানে ভগবানের অপ্রাকৃত-লীলা সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য শুদ্ধ-ভক্তগণের কৃপায়ই সম্ভব। শুদ্ধ-ভক্তের কৃপাই কৃষ্ণভজনের অনুকূল। অতএব জীবমাত্রেরই ভক্তসঙ্গে গৌরবিহিত কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে যোগদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আগামী ১৯শে আশ্বিন, ৬ই অক্টোবর গৌরদশমী ও শ্রীরামচন্দ্রবিজয়োৎসব-বাসরে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাবতিথি। সেই দিন হইতে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়া শ্রীরাস-পূর্ণিমা বা শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব-দিন পর্য্যন্ত মহোৎসব চলিবে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৮ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, রবিবার হইতে ২০শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর, সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-মহোৎসব পঞ্চকালব্যাপী অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন; নিম্নে উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল, নিবেদন ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তি-বিবেক ভারতী, ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসুন্দর বন। গোস্বামী অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ। শ্রীনিশিকান্ত সেবকশর্ম্মা এম-এ। শ্রীভূধরিধারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ, ১১।১ ডি কুণ্ডই চৌকী, কাশী।

উৎসবের স্থান—মাননীয় কাশী-নরেশের গোধূলিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণ।

উৎসব-তালিকা

২রা অক্টোবর রবিবার—শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা।

৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-উৎসব।

৮ই অক্টোবর—সাধারণ-মহোৎসব।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান

উষায়—অরুণোদয়-কীর্ত্তন।

প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, গীতা-ব্যাখ্যা, হরিকথা ও হরিসেবা।

পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান।

অপরাহ্নে—তন্ত্রশাস্ত্র ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন ও সদাচার-শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ ও বেদান্ত-ব্যাখ্যা।

প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

☞ বৈশ্বানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

নিবেদন

হিন্দুস্থানে আবহমানকাল সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আছে। কালে সেই সনাতনধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানাপ্রকার গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় ধর্ম্মপিপাসুদের ধর্ম্ম-জীবনলাভে ঔদাসীন্য দেখা যায়। সেই শিথিলতা দূর করিবার জন্য কালে কালে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ লোকহিতের জন্য জগতে আবির্ভূত হন।

সনাতনধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে সংস্থাপনের জন্য সম্প্রতি বহু ধর্ম্মপ্রচারক বিপুল প্রয়াস করিতেছেন। তন্মধ্যে অনেকেই স্থূল শরীরের ও সূক্ষ্ম শরীরের উন্নতিকল্পে যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। মানবের শরীর-সম্বন্ধে যত্ন নিত্যকাল স্থায়ী হয় না বলিয়াই সনাতন আত্মধর্ম্মের কথার অনুশীলন আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে আর্য্যাবর্ত্তে প্রধান তিনটী স্থানে (১। কাশী, ২। বৃন্দাবন, ৩। নৈমিষারণ্য) আত্মবিদ্‌গণের তিনটী মঠ স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি কুরুক্ষেত্রে আর একটী মঠ স্থাপিত হইবে। এই মঠচতুষ্টয়ে ভগবদ্বিগ্রহের স্থাপন ও নিত্যসেবা জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করিবে।

১। সপ্তমোক্ষদায়িকা-পুরীর অন্যতম বারাণসীক্ষেত্র ভারতের বিদ্বদ্‌গণের কেন্দ্র। এখানে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর হৃদয়ে সনাতনধর্ম্মের সকল কথা প্রকটিত হইয়াছে।

২। শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাবিলাসক্ষেত্র মানব-জাতির কাব্যালঙ্কারের পরমোচ্চ চিত্রসাহিত্য। ভগবৎ-প্রীতির পূর্ণবিকাশ-ভূমির উপলব্ধি হইতে মানবের সর্ব্বসিদ্ধি।

৩। অশ্রুতপূর্ব্ব-বেদব্যাখ্যানে ঋষিকুল একদিন যে স্থানে লোকাতীত বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ করেন, সেই স্থানের মহিমা-কিরণদ্বারা সকল জগতের আগন্তুক ভ্রান্তিরূপ অনুবিদ্যা অন্ধকার বিদূরিত হইবে। এস্থানে একটী স্থায়ী পাঠশালা পূর্ব্বগৌরবের স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৪। যেখানে ভক্তাধিরাজগণ ভজনীয় বস্তুর উদ্দেশে জনসাধারণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যাহা শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভুর জন্ম প্রকাশ করিয়াছেন, সেই স্থানেশ্বরী জগন্নাথের ভবন, বৈপায়ন হ্রদ ও সন্নীকূপ কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত। তত্রত্যোদ্ভাসিত স্থানের স্মৃতি, জীবের নিত্য কল্যাণ সাধন করিবে।

এই সকল বিষয় আর্য্যাবর্ত্তবাসী সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিয়া আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা যেরূপভাবে এইসকল কার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন, কৃপা করিয়া সেইরূপ বিধান করিবেন। নিবেদন ইতি—

উৎসবকাল—১। কাশী—মহালয়া হইতে লক্ষ্মীপূর্ণিমা। ২। বৃন্দাবন—লক্ষ্মীপূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা। ৩। কুরুক্ষেত্র—কার্ত্তিক পূর্ণিমা হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত। ৪। নৈমিষারণ্য—ত্রয়োদশী হইতে দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ — (গোস্বামী) শ্রীঅতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ

,, শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী — শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (এম-এ)

,, শ্রীভক্তিহৃদয় বন — শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী।

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠ

গত ৩১শে ভাদ্র ১৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে দিবসত্রয় নানভূম জিলার অন্তর্গত ডুবুরডাঙ্গা নামক স্থানে শ্রীরাধারমণ-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা-স্বরূপ "শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ" স্থাপিত হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ সেই স্থানে বিরাট সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রমানাথ দেবশর্ম্মা রায় মহোদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহেই গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ সেই স্থানের প্রাচীন সেবা গ্রহণ করিয়াছেন। সংকীর্ত্তন-মহোৎসবোপলক্ষে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী বহু স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত লোক যোগদান করিয়াছিলেন। পরমভাগবত শ্রীরায় মহাশয়ের সেবাবৃত্তি বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহার অদম্য উৎসাহে শুদ্ধভক্তির কথা তত্রত্য দেশবাসি-গণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। রায় মহাশয়ের সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ

[আচার্য্যের সন্ন্যাস হইতে অপ্রকট পর্য্যন্ত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭ম সংখ্যার পর)

শ্রীল রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর ক্রমে তাঁহার ৭৪ একজন করিয়া শিষ্য হইতে থাকিল। দাশরথি নামক শ্রীরামানুজের এক ভাগিনেয় সন্ন্যাসের তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন; তৎপরে কুরনাথ বা কুরেশ রামানুজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে শ্রীকুরনাথকে 'রামাংশ' ও দাশরথিকে 'ভরতাংশ' বলিয়া বিচার করা হয়। রামানুজের পূর্ব্ব অধ্যাপক যাদবাচার্য্যের জননী যতীন্দ্র শ্রীরামানুজের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া যাদবকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শ্রীরামানুজের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন। যাদব স্বীয় মতের নিরর্থকতা পূর্ব্বেই অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি নিজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্ব-সম্প্রদায়ের মতকেই প্রবল রাখিতে বাধ্য হন; এক্ষণে স্বীয় ভক্তিমতী মাতার একান্ত ইচ্ছায় শ্রীরামানুজের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক পরি-প্রশ্নের পর তাঁহার হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হইল। শ্রীরামানুজের অহৈতুকী কৃপায় যাদব মায়াবাদগর্ত্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীযামুনাচার্য্যের দ্বারা পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত ও যথাবিহিত ত্রিদণ্ড বৈষ্ণব-সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি 'শ্রীগোবিন্দদাস' আখ্যায় ভূষিত হইয়া শ্রীরামানুজের আজ্ঞায় পূর্ব্বাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বৈষ্ণবগণের মাহাত্ম্য-সূচক একটী গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার কিছুকাল পরেই শ্রীগোবিন্দদাস বৈকুণ্ঠধাম লাভ করিলেন।

রামানুজের মাতুলসা-তনয় গোবিন্দ জীবের নিত্য স্বরূপধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি যাজন করিবার পরিবর্ত্তে মায়াবাদপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন; শ্রীরামানুজ যামুন-শিষ্য শ্রীশৈলপূর্ণের দ্বারা গোবিন্দকে মায়াবাদ-গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

শ্রীরামানুজ এই সময়ে শ্রীযামুনাচার্য্য ও পূর্ব্ব গুরুপদিষ্ট শাস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীমহাপূর্ণের নিকট হইতে কালত্রয়, পুরুষ-নির্ণয়, গীতার্থ-সংগ্রহ, বেদসূত্র, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হন। শ্রীমহাপূর্ণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীরামানুজ পুণ্ডরীকাক্ষকে (শ্রীমহাপূর্ণ-তনয়) শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন।

শ্রীমহাপূর্ণের নিকট শ্রীরামানুজ শুনিতে পাইলেন যে, গোষ্ঠীপুর গ্রামে শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ নামে জনৈক মন্ত্ররহস্যবিৎ মহত্তম বৈষ্ণব বাস করেন। তিনি যামুনাচার্য্যের একজন প্রিয়শিষ্য, তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্ররহস্য ও তত্ত্ব-বিচার শ্রবণ করা আবশ্যক। রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলে গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের তত্ত্বজ্ঞান-স্পৃহা ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য রামানুজকে অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যান করিয়া অষ্টাদশবারের পর সরহস্য-মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং সেই মন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীরামানুজা-চার্য্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া গিয়াই তাঁহার চতুঃসপ্ততি সংখ্যক (৭৪) শিষ্যকে একত্র সমাবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ-দ্বারা যুগপৎ সকলকে দীক্ষিত করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ লোক-পরম্পরায় এই কথা শুনিতে পাইয়া বিশেষ রুষ্ট হইলেন এবং রামানুজকে একদিন সমীপস্থ দেখিয়া তাঁহার নরক-গমন অবশ্যম্ভাবী জানাইলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য তদুত্তরে বলিলেন,—প্রভো, আমার ন্যায় একজন দূষিত ব্যক্তির নরকলাভের পরিবর্ত্তে যদি আপনার কৃপায় সহস্র নরনারীর মঙ্গল হয়, তাহা হইলে আমার ন্যায় স্বার্থপরের অতটুক স্বার্থত্যাগ করিতে দাওয়া কি উচিত নহে? গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের এইরূপ মহদন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া নিজ-প্রিয়-পুত্র সৌম্যনারায়ণকে শ্রীরামানুজের নিকট দীক্ষিত করাইলেন।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও গুরুসেবাদ্বারাই একমাত্র শাস্ত্রের গূঢ়রহস্য জানা যায়, আভিজাত্য বা পাণ্ডিত্য-গৌরবাদির অভিমান থাকিলে কখনও তাঁহার নিকট শাস্ত্রমর্ম্ম প্রকাশিত হয় না; জগতে এই শিক্ষা স্থাপনার্থ শ্রীরামানুজ নিরন্তর নিকপট গুরুসেবায় নিযুক্ত স্বীয় শিষ্য শ্রীকুরেশের নিকট শ্রীগীতার চরম শ্লোকের রহস্য উদ্ঘাটিত করিলেন এবং তাঁহার অন্য শিষ্য দাশরথির কিঞ্চিৎ আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্যের অভিমান থাকিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দাশরথিকে বৈষ্ণবের পাচক-কার্য্যে নিযুক্ত ও ঐরূপ নীচ-সেবাদ্বারা তাঁহার অভিমান দূর করাইবার আদর্শ প্রদর্শন করাইয়া পরে তাঁহাকে চরম-শ্লোকার্থ প্রদান করিলেন।

কাঞ্চিপূর্ণ, মহাপূর্ণ, লোকপূর্ণ, মাণাধর ও বরদেশ এই পঞ্চমহাভূতের তাপসত শ্রীযামুনাচার্য্যের পরম অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন; শ্রীরামানুজ ইঁহাদের সকলকেই শিক্ষাগুরু-রূপে বরণ করিয়া শ্রীযামুন-মুনির দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্য এখন শ্রীরঙ্গমে মহা-সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও সংরক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কতকগুলি অনর্থার্থপর-চতুর শ্রীরামানুজের এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহারা নানা অসদুপায়দ্বারা আচার্য্যের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে ইষ্টিয়া পড়িতা লাগিলেও পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া রামানুজের প্রাণ-সংহারে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চকগণকে করতলগত করিয়া আচার্য্যের আহার্য্য ভগবদ্বিগ্রহে বিষ মিশ্রিত করিবার পরামর্শ করিলেন। আচার্য্য বৈষ্ণবগণকে নিন্দা করেন, রামানুজের অনুচর ও প্রচারকগণকে আর কেহ পূর্ব্ববৎ সম্মান করেন না, রামানুজকেই সর্ব্বাধিক সম্মান করিয়া থাকেন ও তদর্থেই শ্রীরঙ্গমস্থ সম্ভ্রান্তজনসমূহ অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন,—এইরূপ কতকগুলি কথা বলিয়া অপস্বার্থ-পর লোকগুলি অর্চ্চকগণের কাণভারী করিল। শ্রীরঙ্গমের প্রধানার্চ্চক তাঁহার পত্নীর নিকটে আচার্য্য-সংহারের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অনুমতি করিলেন। সরলা ব্রাহ্মণীর হৃদয়ে এইরূপ দুষ্কর্ম্মের সহায়তা স্থান পাইল না; তিনি বিষ-মিশ্র ভোজ্যপদার্থ রামানুজের সম্মুখে রাখিয়া ত্রিদণ্ডি রামানুজকে দণ্ডবৎ করিবার ছলে নিজ নখদ্বারা তাঁহার পদে কি যেন অঙ্কিত করিয়া রামানুজের হৃদয়ে সন্দেহ উৎপন্ন করিলেন। অশেষ বুদ্ধিশালী যতীন্দ্র ভোজ্যদ্রব্যের কিয়দংশ একটী কুকুরের দ্বারা পরীক্ষা করাইলেন এবং দেবলগণ তাঁহার বিনাশ-কামনায় নিযুক্ত হইয়াছে জানিতে পারিলেন। আর একদিন শ্রীরামানুজকে বিনাশ করিবার মানসে যজ্ঞদেবের অর্চ্চক স্বয়ংই নিজহস্তে শ্রীযজ্ঞদেবের স্নানজলের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া রামানুজকে প্রদান করিলেন, কিন্তু শ্রীরঙ্গনাথদেবের অপার কৃপায় উহা রামানুজের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না।

এই সময় 'যজ্ঞমূর্ত্তি' নামক এক মায়াবাদী দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী পণ্ডিত রামানুজের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে রামানুজকে কূটতর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলে আচার্য্য শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গনাথের আদেশে শ্রীযামুনাচার্য্য-প্রণীত 'সিদ্ধিত্রয়ে'র যুক্তি অবলম্বন করিয়া দিগ্বিজয়ীকে নিরস্ত করিলেন। যজ্ঞ-মূর্ত্তি রামানুজের শরণ গ্রহণ করিলে রামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তিকে শিখাসূত্র ত্যাগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনরায় শিখাসূত্র ধারণ ও পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করাইলেন এবং তাঁহাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করিলেন। তখন হইতে যজ্ঞমূর্ত্তি 'দেবরাট্' 'দেবপ্রস্থ' নামে অভিহিত হইলেন। শ্রীরামানুজ একটী সুবৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দেবরাট্‌কে সেই মঠের মঠাধীশরূপে স্থাপন করিলেন।

কিছুকাল পরে শ্রীরামানুজ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শ্রীশৈল বা তিরুপতি-ভগবান-দর্শনে গমন-পথে 'অষ্ট সহস্র' নামক গ্রামে বরদাচার্য্য ও গোবিন্দ নামক শিষ্যদ্বয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের চরিত্রের দৃষ্টান্ত-দ্বারা গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ স্থাপন করিলেন। বরদাচার্য্যের পত্নী অতিশয় সতী-সাধ্বী ও অকৃত্রিম গুরুভক্তি-পরায়ণা ছিলেন; এমন কি তিনি তাঁহার দেহ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া গুরু ও বৈষ্ণব-সেবা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বরদাচার্য্য-পত্নীর কৃপায় এক ধনাঢ্য বণিকের চক্ষুর্দ্বয় বিদূরিত হয় ও রামানুজের চরণাশ্রয় ঘটে। শ্রীরামানুজ শ্রীশৈলের উপরে আরোহণ না করিয়া নিম্নদেশ হইতেই ভূবৈকুণ্ঠ শ্রীশৈল দর্শন করিলেন। তত্রত্য রাজা বিট্‌ঠল রায় শ্রীরামানুজের চরণাশ্রয় করিয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাকে 'ইলয়ত্তীর' নামক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করেন; শ্রীরামানুজ উক্ত প্রদেশটী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিয়া দেন। রামানুজ ঘটিকাচলে গমন করিয়া নৃসিংহদেব দর্শন, তথা হইতে পক্ষীতীর্থে গমন ও স্নান-দর্শনাদি করিয়া কাঞ্চিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে গোবিন্দ শ্রীরামানুজাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

আচার্য্য রামানুজ এবার শ্রীযামুনাচার্য্যের নিকট তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শ্রীভাষ্যরচনায় সঙ্কল্প করেন এবং পূর্ব্বাচার্য্য বোধায়নের বৃত্তির অনুসরণে 'শ্রীভাষ্য' নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী হইয়া কাশ্মীরপ্রদেশান্তর্গত সারদাপীঠ (বুজরো) হইতে উক্ত বৃত্তিগ্রন্থ আনিবার জন্য নিজ শিষ্য কুরেশের সহিত স্বয়ং তথায় গমন করেন। কেবলাদ্বৈতবাদি-গণের দ্বারা এই গ্রন্থটী আবদ্ধ থাকায় অপ্রচারিত ছিল।

ইহাতে কেবলাদ্বৈতবাদের প্রতিকূলে অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণ-প্রকাশে ইহার প্রচারে কেবলাদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া পড়িবে—এই বিবেচনায় কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ঐ গ্রন্থ অতি গোপনে রক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীরামানুজ শারদা-পীঠে গমন করিয়া বোধায়নবৃত্তিখানি দেখিতে চাহিলে তত্রত্য অদ্বৈতবাদিগণ পুস্তকখানির অনস্তিত্ব জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীরামানুজ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিকট মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করিলে রাত্রিকালে শারদাদেবী স্বয়ং শ্রীরামানুজের হস্তে উক্ত গ্রন্থখানি প্রদান করেন এবং গোপনে অতি সত্বর সেই স্থান পরিত্যাগের আদেশ করেন। কিছুদিন পরে শারদাপীঠস্থ অদ্বৈতবাদিগণ বোধায়ন-বৃত্তিটী দেখিতে না পাইয়া রামানুজই এই পুস্তকখানি অপহরণ করিয়াছেন,—ইহা স্থির করিয়া বহু বলবান্ ব্যক্তিকে শ্রীরামানুজের অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। উহারা একমাস কাল দিবারাত্র অন্বেষণে গমন করিবার পর কূরেশের সহিত রামানুজকে দেখিতে পান এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বোধায়নবৃত্তিটী কাড়িয়া লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইল বিবেচনা করিয়া রামানুজ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তখন কূরেশ গুরুদেবকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, তিনি এই একমাস-কালের মধ্যে প্রতি রজনীতে সমগ্র বোধায়ন-বৃত্তিটী কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং তিনি সমস্ত বৃত্তিটী লিখিয়া দিতেছেন। শ্রুতিধর কূরেশ পাঁচ ছয় দিবসের মধ্যেই সমগ্র বৃত্তিটী তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে লিখিয়া শেষ করিলেন। রামানুজ কূরেশের এইরূপ অদ্ভুত প্রতিভা দর্শনে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া শ্রীভাষ্য রচনাকালে কূরেশকে নিজ লেখক করিয়া লইলেন। শ্রীভাষ্য রচনার পর আচার্য্য রামানুজ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হন। কাঞ্চিপুরী হইতে যাদবপ্রকাশের আজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক কুম্ভকোণম্, পরে পাণ্ড্যদেশের রাজধানী মাদুরা, তথা হইতে কুরুকাপুরী, কুরঙ্গনাথী, কেরল বা মালাবার ও তত্রত্য রাজধানী তিরুঅনন্তপুরম্ বা ট্রিভ্যাণ্ড্রম্ এবং ক্রমে তথা হইতে উত্তর দিকে বিজয় করেন এবং ঘায়াবতী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, প্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, মুসগয়া প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করেন। শ্রীরামানুজ দ্বিতীয়বার কাশ্মীরস্থ শারদাপীঠে উপনীত হন; কথিত হয় যে, শারদাদেবী আচার্য্যের ব্যাখ্যা-নৈপুণ্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীরামানুজকে এই সময় 'ভাষ্য-কার' আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু তখনও কাশ্মীরী কেবলা-দ্বৈতবাদী ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ রামানুজের প্রচারে প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও কূটচক্রাদি করিতে ক্ষান্ত হন নাই। অতঃপর শ্রীরামানুজ বারাণসীক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় দক্ষিণদিকে গমন করেন এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিয়া পঞ্চরাত্র-মত প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। অনন্তর কূর্ম্মক্ষেত্র, সিংহাচল ও গারুড় পর্ব্বত-স্থিত অহোবল-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পঞ্চরাত্র-বিধানমতে নৃসিংহ-মূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তন এবং তথায় এক মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-মত-প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করেন। তথা হইতে ক্রমে বেঙ্কটাচল বা তিরুপতিতে আগমন করিয়া শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে তত্রত্য বিগ্রহ লইয়া যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহা প্রশমন করেন এবং সেই বিগ্রহকে বিষ্ণুবিগ্রহ বলিয়া জানাইয়া সকলকে বিষ্ণুপূজায় ব্রতী করেন। তৎপরে কাঞ্চিপুরে পুনরাগমনপূর্ব্বক নাথমুনির প্রকটভূমি বীরনারায়ণপুর দর্শনানন্তর শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হন। শ্রীরঙ্গম এই সময় শ্রীরামানুজাচার্য্য-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া সমগ্র ভারতের নিকট সনাতন-ধর্ম্ম-শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপে শোভা পাইতে লাগিল। ব্রতিরাজ কূরেশের দুই পুত্র ও গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের ক্রমে পরাশর, বেদব্যাস ও পরাঙ্কুশ নামকরণ ও তাঁহাদের দেহ বিষ্ণুচিহ্নে চিহ্নিত করিলেন। আচার্য্যের কৃপায় বহুলোকের জীবন পরিবর্ত্তিত হইল। ধনুর্দ্দাস নামক শূদ্রকুলোদ্ভূত এক দুর্দ্দান্ত মল্লবীর রামানুজের কৃপালাভ করিয়া অলৌকিক-বুদ্ধি-উদয়ে ব্রাহ্মণোত্তম-রূপে সম্মানিত হইলেন। এই সময় শ্রীমহাপূর্ণ স্বয়ং 'মারণেরি নম্বি' নামক যাদুনাচার্য্যের এক শূদ্রকুলে প্রকটিত শিষ্যের ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার করায় আর্ত্তসমাজ রামানুজের গুরু মহাপূর্ণকে অত্যন্ত নিন্দা করিতে থাকিলে মহাপূর্ণ জানাইলেন যে, বৈষ্ণব কখনও জাতিকুলের অন্তর্গত নহেন; যাহারা বৈষ্ণবে জাতি সামান্য বুদ্ধি করে, তাহারা নিশ্চয়ই নারকী। শ্রীরামচন্দ্র তির্য্যগ্‌যোনিস্থ জটায়ুর সৎকার বিধান করিয়া-ছিলেন, যুধিষ্ঠির বিদুরের পূজা করিতেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের দ্বারা সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-মত প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া প্রবল স্মার্ত্তাবলম্বী শৈব চোল-রাজাধিপতি

'কৃমিকণ্ঠ' * রামানুজকে তাঁহার দ্বারা মধ্যে ধরিয়া আনিবার জন্য কয়েকটী বলিষ্ঠ রাজপুরুষকে তদভিমুখে প্রেরণ করেন। শ্রীআচার্য্যের গুরুসেবৈকনিষ্ঠ শিষ্য কুরেশ কৃমিকণ্ঠের ঐ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রামানুজকে না বলিয়াই রামানুজের বৈষ্ণবিক বেষ-পরিধানপূর্ব্বক কৃমিকণ্ঠ-প্রেরিত দূতগণের সহিত গমন করেন এবং রাজসভায় গিয়া আপনাকে 'রামানুজ' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কৃমিকণ্ঠের অনুগত কুতার্কিকগণ কুরেশকে বুধা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করান এবং নানাভাবে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে থাকেন। যখন কুরেশ কিছুতেই কর্ম্মকাণ্ডমাত্র ও মায়াবাদাশ্রিত শৈবমত স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না, তখন কৃমিকণ্ঠের আদেশে তদনুগত কতিপয় নৃশংস ব্যক্তি কুরেশের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলিল। কুরেশ এক ভিক্ষুকের সাহায্যে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার অল্পদিবস পরেই কৃমিকণ্ঠ এক উৎকট ও রুধির ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তত্তাদেশের জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা বল্লাল রাও শ্রীরামানুজের অপূর্ব্ব প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণপূর্ব্বক 'বিষ্ণুবর্দ্ধন' নামে পরিচিত হন এবং তৎসঙ্গে বহু বৌদ্ধগণও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর শ্রীরামানুজাচার্য্য যাদবাদ্রিতে যাদবাদ্রি পতি-বিষ্ণুবিগ্রহের নূতনসেবা ইচ্ছায় ও তথায় বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া অনেক শিষ্যের দ্বারা পঞ্চরাত্র মতে সেবার সুচারুতার ব্যবস্থা করেন। 'চেলগামী' নামক স্থানে গমন করিয়াও তথায় স্বীয় মত প্রচার এবং একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীরামানুজ কৃমিকণ্ঠের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীবরদরাজের কৃপায় কুরেশের হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সন্দর্শনোপযোগী নষ্ট দিব্য চক্ষু লাভ হইল।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ তাঁহার প্রকটকালের শেষ ষষ্টি বৎসর শ্রীরঙ্গমে বাস করিয়া স্বয়ং ও শিষ্যগণের দ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময় আচার্য্যের কতিপয় শিষ্য আচার্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করিলে শ্রীরামানুজাচার্য্য তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীরঙ্গমে আচার্য্যের প্রকটকালেই তদীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীরঙ্গমের শ্রীরামানুজ-মূর্ত্তি †

[আচার্য্যের প্রকট-কালে প্রতিষ্ঠিত]

ইহার পর একদিন আচার্য্য তাঁহার শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া নিজ-প্রাপঞ্চ-পরিত্যাগের ইচ্ছা জানাইলেন এবং তাঁহাদিগকে বহু সারগর্ভ বাক্য ও ভবিষ্যতে কিরূপে চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশাদি প্রদান করিলেন এবং উপযুক্ত শিষ্যগণকে প্রচারের বিভিন্ন ভার প্রদান করিয়া ১০৪৯ শকাব্দার মাঘী শুক্লাদশমী শনিবার মধ্যাহ্নকালে বৈকুণ্ঠ-বিজয় করিলেন। ঘটনাক্রমে শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্যগণ শ্রীরামানুজের আদেশানুসারে গৌড়-পাষণ্ড শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট প্রচার করিতে থাকিলেন। [ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২৪শে ভাদ্র ১০ই সেপ্টেম্বর শনিবার প্রাতঃকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ভাইস্ চেন্সলার স্বধর্ম্মানুরাগী মাননীয় শুর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, সি, আই, ই, ইত্যাদি, মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে বিষয়গুলীর সমক্ষে গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়

* বৈষ্ণবাপরাধী চোলাধিপতির কণ্ঠে এক তীব্র কত উৎপন্ন হয় ও কতস্থানে কৃমি জন্মে। এই জন্যই তিনি বৈষ্ণব-সমাজে 'কৃমিকণ্ঠ' নামে পরিচিত হন।

† শ্রীরঙ্গম হইতে শ্রীবৎসচিহ্নপাদকর্ত্তৃক আনীত ও নীলাচলস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে স্থাপিত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কতিপয় সেবক গৌরবিহিত সংকীর্তন করিয়াছেন। মাননীয় সভাধিকারী মহোদয়ের হরিকথা শ্রবণে স্নিগ্ধ ও বৈষ্ণবগণের প্রতি সৌজন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নানা ওজরকাজে ব্যস্ত থাকিয়াও হরিকথা-শ্রবণে যে আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই স্বধর্মানুরাগী গৃহস্থব্যক্তি-গণের আদর্শ। তিনি শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহার মহাভাগ্যেরই পরিচায়ক। হরিকথা-শ্রবণই বহু প্রমার্জিত বিদ্যার যথার্থ ফল। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥"

আত্মবঞ্চনা

[২]

শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব-বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিয়া অজ্ঞেয়বাদীরা 'যদি' শব্দ প্রয়োগ করিতে পারেন, প্রকৃত গৌরভক্ত তাদৃশ শব্দ উচ্চারণ করা দূরে থাকু, উহা শ্রবণ করিলেও অপরাধ হয় বিবেচনা করেন। গৌরভক্ত দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর—পরমেশ্বর-তত্ত্ব এবং চিন্ময়-মাধুর্য-বিগ্রহ। কিন্তু বদ্ধজীবসুলভ অজ্ঞকচিবৃত্তি-দ্বারা নদীয়ানাগরীভাবে যে মাধুর্যের অপব্যবহার বা বিকৃত ধারণা স্থাপন করেন, তাঁহারা তাহার অনুমোদন করেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের পরমেশ্বরত্বে এবং স্বরূপশক্তিময়-নিত্যলীলা-ধাম-নবদ্বীপে অবতরণ-কালে নাগরীভাবের অবস্তুস্থাপিত কোন্ বিচার বলে, অজ্ঞকচি বা বিষয়রুচিবৃত্তিতে স্থাপিত হইল, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণ বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে উহা ভক্তির প্রতিকূল অজ্ঞকচিবৃত্তির তাণ্ডব ক্রীড়া মাত্র। স্বরূপশক্তিময় নিত্যলীলা-ধাম-শ্রীনবদ্বীপে শ্রীভগবান্-গৌরসুন্দরের যে যে লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নাগরীভাবের কুদর্শন শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ে অথবা শুদ্ধভক্তির সিদ্ধান্তে কোন দিনই অনু-মোদন লাভ করে নাই। বলা বাহুল্য, শ্রীরূপানুগগণের দর্শনে শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনুই শ্রীগৌরসুন্দর; যে লীলায় শ্রীরাধিকার হৃদ্গতভাব গৃহীত হইয়াছে, সেই হৃদ্গতভাবে সঙ্কীর্তনে রোদনদান ও নৃত্যগীতাদিময় শ্রীবাস-অঙ্গনেই রাসস্থলীর লীলা-বৈচিত্র্য অবস্থিত। সে স্থলে কল্পিতা 'কাঞ্চনা' প্রভৃতি নাগরীর অধিকার নাই। শ্রীগৌর-সুন্দর ঈশ্বরীভাবে বিভাবিত হইয়া স্বীয় লীলাস্থল-প্রাকটো ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণের সেবায় সর্বতোভাবে উন্মত্ত। কৃষ্ণ-লীলার অনুকরণে নদীয়ানাগরীভাবে নাগরগৌরাঙ্গ-সেবার দুর্দর্শনে রসময়ের ব্রজভাব-সেবাই লক্ষিত হয়। শ্রীরূপ-গোস্বামিধৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতধৃতবিপলিত—

"সেব্য সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্য ব্রজলোকানুসারতঃ॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥
নিজাভীষ্টং কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥"

—এইরূপ ভাবেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিত্যভক্ত-গণের সম্বন্ধে লীলা। অন্য কাল্পনিক লীলার কথা শুদ্ধ-ভক্তগণ জানেন না। যাঁহারা স্বীয় অনর্থময় অবস্থায় মহাজনের পথ অতিক্রম করিয়া নবীন পন্থা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস করেন, তাঁহাদিগকে কোন রূপানুগভক্ত আদর করিতে পারেন না।

শ্রীগৌরসুন্দরের মধুর-রস আশ্রয়জাতীয় বিচারে অধিষ্ঠিত। বিষয়জাতীয় বিচারে অধিষ্ঠিত থাকিলে "রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত"—এইরূপ কথিত হইত না, 'কৃষ্ণ-ভাবদ্যুতিসুবলিত"—এইরূপ উল্লেখ থাকিত। আমরা এই সকল বিষয়ে বৃথা বিতণ্ডায় সময়ক্ষেপ করাকে ভক্তি-প্রতিকূল জানি। উহাতে প্রকৃত শ্রীগৌরভক্তগণের কোনও রুচি নাই।

শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য-লীলায় দোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কৃষ্ণলীলার ভাব-বিশৃঙ্খলা পোষণ করা সত্যানুই নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর নাগরীদিগের কল্পিত শাস্ত্র-বিগর্হিত অবৈধ ভাবযুক্ত হইলেই যে তিনি 'সর্বগ্রস' হইবেন এবং রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু থাকিলে তিনি 'অসর্বগ্রস' হইবেন, এই খণ্ড-বিচারের গতি বহুযোজন-বিস্তৃত নহে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কামান্ধ জনগণ 'প্রেম' সংজ্ঞার শব্দার্থ-বোধে বিমূঢ় হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে রাধাগোবিন্দের মিলিত-তনু স্বীকার করিবার পরিবর্তে গৌড়গণের বুদ্ধকে অবিভুত্বে

স্থাপন করার ছায় আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন মাত্র। কিন্তুগণ বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলেন, বৌদ্ধগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার না বলিয়া তদ্ব্যতীত অন্য স্বতন্ত্র নায়ক জ্ঞান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ হইতে বিচ্যুত করিতে গেলে অদ্বৈতবাদানুকরণে সাদৃশ্যবাদ আসিয়া জীবের অভিন্ন-গৌরকৃষ্ণ-দর্শনকে মায়াদেবীর বুদ্ধিদ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করায়। গৌরাঙ্গনাগরীগণের 'বিরহ' অনুমোদন না করিলেই তাঁহারা যদি গৌরভক্তগণকে 'অপরাধী' জানিয়া 'অনর্পরস'-বিচারে পাতিত করেন, তাহা হইলে পক্ষান্তরে তাঁহারাই 'সর্বরসা'ভিমানী নাগরীভক্ত-গণকে গৌরসুন্দরের লীলা হইতে বিপথগামী, অপরস-রসিক, অনর্থরসিক জানিবেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় সর্বরসের পরিপূর্ণতা আছে বলিয়া রসাভাস বা রসদুষ্টিকে সর্বরসের সংস্থাপন করা শুদ্ধ গৌরভক্তগণ অনুমোদন করেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় যে মধুররস বর্ত্তমান, তাহা আশ্রয়-বিগ্রহোচিত অর্থাৎ রাধাভাবগোত্রান্বিত সেবাময়-চেষ্টাযুক্ত—কৃষ্ণতাৎপর্য্যময় চেষ্টারহিত। সুতরাং লীলা-বিপর্য্যয়কারী বা অভক্তকামনারত জনগণকে কৃপানুগগণ 'গৌরভক্ত' বলেন না, 'গৌরভোগী' কর্ম্মজ্ঞানাদি দ্বারা আবৃত বিচারযুক্ত জানেন; এবং তাঁহাদিগকে ইহজীবনে ও জীবিতোত্তরকালে 'গৌর-ভক্ত' বলিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা গৌরপ্রভুকে স্বীয় অনর্থ-যুক্তদাস্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহারা কখনই গৌরভক্ত হইতে পারেন না। এই সকল কথা বুঝিয়াও না বুঝিলে গৌরভক্তগণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন। তাঁহারা গায়ের জোরে আপনাদিগকে ভক্তাভিমান করিতে পারেন। ভক্তির সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভে নিষ্ফল হইলে, অভক্তগণের এরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে, তাঁহাদের এইরূপ দুরবস্থা অত্যন্ত অনুশোচনীয়।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—শ্রীরূপানুগবর। সুতরাং মধুর-রসে গোপীর আনুগত্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় তাঁহার প্রচুর উৎসাহ বর্ত্তমান। যে বিষয়ে যাঁহারা মতভেদ করিয়া থাকেন, তাঁহারা 'মধুর রস' কাহাকে বলে, বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, মায়াবাদী বা তত্ত্ববিচারহীন গৌরনাগরীর কোনও প্রকারে অনুমোদন-কারী ছিলেন না। তিনি লক্ষ্মীপতি নারায়ণের শতসহস্র পরম-সেবাময় পরমমুক্ত আশ্রয়বিগ্রহগণকে অনাদর করেন নাই বলিয়াই যে তাঁহাদিগকে গোপীগণের ছায় মধুর-রসাশ্রিত বলিয়া—অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কল্পনা করিতে হইবে, তাহা নহে। রুক্মিণী-কৃষ্ণ, সীতারাম প্রভৃতিতে যে সকল শক্তিতত্ত্ব বর্ত্তমান, তাঁহারা স্বরূপে সকলেই গোপীর আনুগত্যে লোল-জিহ্বা। তাঁহারা কখনই প্রধানা গোপী নহেন অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে মধুর-রসাশ্রিতা নহেন। ঐশ্বর্য্যবিধি, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম প্রভৃতি যেখানে প্রবল, সে স্থলে মাধুর্য্যের পূর্ণবিকাশাভাব। শ্রীগৌরসুন্দরের পারমৈশ্বর্য্যের অধীনে ঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে লীলাপ্রকট-কালীয় শ্রীবাসাদির পত্নীগণ প্রিয়াজীর কৈঙ্কর্য্যে অবস্থিতা ছিলেন। আধ্যক্ষিক মূঢ়গণ কাঞ্চনাদিকে অভ্রান্তবুদ্ধিনী করাইয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণুপ্রিয়াদাস্য হইতে বঞ্চিত করাইতে পারেন না। রাধাগোবিন্দ-মিলিততনু গৌরসুন্দরের মহা-মহেশ্বরীত্বে প্রিয়াজীর দাস্যে যে সকল পুরুষভূতা সঙ্কীর্ত্তনের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাও কৃষ্ণবঞ্চিনী-স্বরূপা হইয়া বার্ষভানবীর এবং তদীয় অনুচরী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রতি প্রচুর গৌরব সেবোন্মুখ ছিলেন। শ্রীগৌরলীলা-প্রকটকালে যে সকল ভক্তপত্নী, ভক্তমাতৃগণ, ভক্তসেবিকাগণ বিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর দুই প্রকারে দাস্য করিয়াছেন, তাহাতেও কৃপানুগ শুদ্ধভক্তগণের কোনও মতভেদ নাই। সুতরাং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আশ্রিত সম্প্রদায়ে নদীয়ানাগরী-বিচারের দৌরাত্ম্য প্রবল না থাকিলেও তাঁহারা কোনও দিন বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস্যে অনর্থযুক্ত 'নদীয়ানাগরা'-ভাবের প্রশ্রয় দেন না। যাঁহারা প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদিগকে মায়া-বাদীর অনুগত জানিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করেন। কৃষ্ণকান্তাগণের মধুর-রসে যে উজ্জ্বলতা আছে, তাদৃশ উজ্জ্বলতা নন্দযশোদাদি মাতৃ-পিতৃবর্গে নাই বলিয়াই বাৎসল্যরসে মধুর-রসের স্বল্পাধিষ্ঠান থাকায় উহা তারতম্য-পর্য্যায়ে ন্যূন। সখ্যরসে মধুরভাব তদপেক্ষা ন্যূন। দাস্যরসে বাৎসল্য ও সখ্যরস তদপেক্ষাও ন্যূন এবং শান্তরসে মধুর রসের উপলব্ধি এত স্বল্প যে, তাহা গণনার মধ্যেই আসে না। ঐশ্বর্য্যমিশ্র বৈদ-লক্ষ্মী-নারায়ণ-দাম্পত্যে যে মধুররসের উদ্দেশ-রহিত, তাহাকে উহাকে অপরত্বাভাস দাস্যোজ্জ্বল রস বলিয়া অভিহিত হইলে অনেকের বিচার-ভ্রান্তি হইবে না। ঐশ্বর্য্যরসে মুসলার্জ্জনের সহিত কল্কিদেবের যুগলার্জ্জন এবং কল্কিদেবের যুগলার্জ্জনের সত্যভামা-রাজকেশের যুগলার্জ্জনের তুলনায় রাধাগোবিন্দের

মুগমার্জন তৎসমাজে গণিত হইতে যেসে রস-বোধের অভাব লক্ষিত হইবে। এ সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষের আলোচনা করিয়া লাভ নেই। তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাওয়া বোধ হয়। তথাকথিত ভজনানন্দিগণের নিকট 'সুভাব-বিশিষ্ট সাধক বৈষ্ণবাপেক্ষা অনধিকারী'—এই কথা বলিতে গিয়া 'শ্বশুর মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে কিনা'-প্রশ্নের ন্যায় হাস্যোদ্দীপক উক্তি হইয়াছে। সখীভেকীদিগের উপাদাস্প্রদায়িকগণকেই এই সকল কথা বুঝাইলে ভাল হয়, কেননা তাঁহারাই ঐ সকল কথা উত্তমরূপে জানিয়া স্বরূপে অবস্থিত হইবার সকল চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট ঐ সকল কথা বলিতে যাওয়া বৃথা মাত্র। তবে তাঁহাদিগের দ্বারা সমর্থিত হইবার জন্য নবীন অজ্ঞ-শিক্ষণার্থ নিজ সাহেরী ভজ ঐ প্রকার বাগচাতুরী করিতে পারেন। নতুবা এরূপ বিচার দেখাইবার কোনই আবশ্যকতা হয় না। যদি এই শ্রেণীর লেখক কোনও ভজনানন্দি-কথাপ্রসঙ্গের সহিত কোন দিন আলাপ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সংবাদপত্রের স্তম্ভপরিপূরণরূপ এই বৃথা পরিশ্রম করিতে হইত না। জড়ীভাবে ভাবিত থাকিয়া অথবা জড় পুরুষ বুদ্ধিসহ মেকিকাভিয়ানে ভাবুকসম্প্রদায়ের অঙ্গসেবা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। জড়পুরুষভাবে অসম্ভব হইলেও অপ্রাকৃত স্ত্রীভাবভাবিত যোগমুগত সিদ্ধস্বরূপে শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিগণ ভগবদ্বস্তুভাবার্থের সর্ব্বতোভাবে চিদনুসেবা করিয়া শ্রীগৌরানুগত্য করিয়াছেন। কর্ম্মী, কাল্পনিক জ্ঞানী নাগরীমন্যার যাহা অসম্ভব জ্ঞান করেন, গৌরপার্ষদবর্গের ইঙ্গিতক্রমে তাদৃশ সেবা সম্ভব, ইহাই শ্রীরূপ ও তাঁহার অনুগগণের সাক্ষাদনুভূতি।

শ্রীরূপানুগ গৌর-ভক্তগণের রাগাত্মিকা ব্রজদেবীর অভিমান নাই, পরন্তু তাঁহারা রাগানুগাভিমানী। রাগানুগাভি-মানিগণ আপনাদিগকে ভগবানের সেবোপকরণ জানিয়া নিত্যকাল হৃষীকেশের সেবা করিয়া থাকেন। উহা অনাত্ম-প্রতীতিগত মানসিকতার অথবা জড়রাজ্যের অচিদভিমান-গ্রস্ত বহুভোগ-স্পৃহা-সম্পর্কিত নহে। গৌর-ভক্তগণের জননী, পত্নী, ভগিনী, কন্যা, অনূঢ়া কন্যাগণ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর স্নানাদির কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন, করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। পারকীয় ব্রজনর্ত্তকীগণ যাঁহাদিগকে "নাগরী" বলা হয়, তাঁহারা যেরূপভাবে শ্রীরাধিকাদেবীর আদেশানুসারে হরিসেবা করিতে সমর্থা এবং তাঁহাদের স্বরূপগত পারকীয়ভাবে যেরূপ যোগ্যতা, সেই যোগ্যতা মহাভাবেশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অনুগত পরিচারিকাগণের কোনও দিন থাকিতে পারে না। তিনি 'থাকিতে পারে' বলিবেন, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াসঙ্গিনীগণকে শাস্ত্রবিরোধিনী, মর্য্যাদা-নাশিনী, কৃষ্ণানুগতা সমস্তরতি-সমন্বিতা পতিতা রমণীরূপে কল্পনা করিবেন। সেরূপ লীলা গৌরলীলা নহে,—আর কিছু। গৌর কখনও 'নাগর' নহেন। পারকীয় নদীয়ানাগরীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের কোনদিন সাক্ষাৎকার হয় নাই। যাঁহারা পারকীয় নদীয়া-নাগরীর সহিত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্মিলনাকাঙ্ক্ষিণী, তাঁহাদের কচির অতি প্রশংসা করিতে পারিলাম না। উচ্চভাষায়, তারস্বরে উজ্জ্বলনীলমণি-প্রমুখ গ্রন্থে ব্রজ-নাগরীগণের চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীরূপ ও তাঁহার অনুগসম্প্রদায়ে শ্রীগৌরসুন্দরের তাদৃশ লীলা-সাঙ্গের অনুমোদন আমরা কোথায়ও দেখি নাই। যাঁহারা তৎ-প্রবাদী, তাঁহাদিগকে 'মহাজন' বলিবার পরিবর্ত্তে 'বিরোধি-জন' বলিবার জন্য ভক্তভক্তগণ প্রস্তুত আছেন। এত কথায়ও যাঁহাদের আত্মবুদ্ধি উন্মেষিত হইতেছে না, তাঁহাদিগের প্রাকৃত অহঙ্কার আমাদের আদর্শ না হউক, ইহা শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলমূর্ত্তির নিকট প্রার্থনা। গৌর-ভজন-লোলুপজনগণের এরূপ দুর্ভাগ্যের উদয় না হউক যে, পারকীয় গৌরনাগরী-সম্প্রদায়ের মতবাদীকে 'গৌরভক্ত' বলিবার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হয়।

নদীয়ানাগরীভাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অঙ্গ সেবাকারিণী কাল্পনিক দাসী বা সখীকে যে গৌরভোগীর আদর্শরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা গৌর-লীলা-লেখক শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে,—

"সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে।
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
স্বপনেও না করিলা বিদিত সংসারে॥"

প্রবন্ধ-লেখক ভোগময়ী কল্পনার বলে যে উদাহরণটী প্রদান করিয়াছেন, তাহা কি কোন গোস্বামি-শাস্ত্র সম্মত যে ঐরূপ উদাহরণে কোন্ রস বর্ত্তমান, উত্তর দিতে হইবে? ঐরূপ ভোগময়ী কল্পনার দৃষ্টান্তটী ত' মাধুর্য্যরস নহেই, উহা ঔদার্য্যরস বা ঐশ্বর্য্যরসও নহে; উহাকে স্বরূপ-রূপানুগ রসতত্ত্ববিদ্ গৌরভক্তগণ মাধুর্য্যরস, ঔদার্য্যরস এমন কি ঐশ্বর্য্যরস বলিবার পরিবর্ত্তে 'কদর্য্যরস' বলিবেন। ইহা প্রাকৃত কল্পনোত্থ কুরস,—মেটেরস,—প্রাকৃতরস—অপদ্ধতিরস।

আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' ও 'নদীয়ানাগরীভাব' প্রস্তাবের সমালোচনা করিব।

—•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারিণী সভার মুখপত্র।
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতায় বুদ্ধ্যা: হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীভক্তি-রসামৃত
যারা অনাসক্তভাবে হরি-সেবায় বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ক্ষীণ।

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৮শে আশ্বিন, ১৩৩৪, ১৫ই অক্টোবর | ৯ম সংখ্যা

বৈষ্ণব ধর্ম্ম

পরিদৃশ্যমান্ জগতের সকল বস্তুর আকর বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুর মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত লুপ্ত-বিষ্ণু-পরিচয়কেই বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তু বলিয়া প্রতীতি হয়। যাঁহাদের সকল বস্তুর অভ্যন্তরে ও আকররূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান উপলব্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষ্ণুর সেবকস্থলে সেবা-প্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, তাঁহারাই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে পারেন। যাঁহাদের দিব্যজ্ঞান নাই, তাঁহারা পাপে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে "বৈষ্ণব" জানেন না, তজ্জন্য আবৃত বিষ্ণু-বস্তুকে স্বীয় ভোগের উপাদান জানিয়া আপনাদিগকে "অবৈষ্ণব" অভিমান করেন। বিষ্ণু-সেবারত জনগণের বৃত্তিকেই "বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" বলে।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ দেহ ও মনের ধর্ম্মে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম-যাজন করেন: পূর্ব্বকালে রুদ্র ও চতুঃসন, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মা, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কলিকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারক। জীবের ভোগ্য ধারণায় ঈশ্বরের অনুভূতি অন্তর্নির্ব্বিশেষ বাদে আবদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিশেষ চিদ্‌বিলাসবাদী, অচিৎপিণ্ডময় ভূতাকাশে স্থান লাভ করে আর পরব্যোমে চিদ্‌ঘন ও চেতনময় বিগ্রহ সমূহের অবস্থিতি। দেহমনের দ্বারা প্রকৃত নিত্য-সেবা হয় না। পরব্যোমে চিদ্‌বৃত্তির দ্বারা চিন্ময় বস্তু চিন্ময়ের সেবা করে।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজচরিত্র ও লীলায় এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বিষয়টী কালপ্রভাবে বিকৃত হইয়া অন্যাকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কথিত 'প্রেমে'র ধারণা কামে, 'অপ্রাকৃত-বিগ্রহ' অচিৎপিণ্ডে, 'সেবা-প্রবৃত্তি' ভোগপ্রবৃত্তিতে, 'পবিত্রতা' কুটীনাটিতে, 'স্বাধ্যায়' বণিগ্‌বৃত্তিতে, 'ভজন' ভোজনাদি-ভোগে পরিণত অর্থাৎ সকল কথাই বিপরীত গতি লাভ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত সুনির্ম্মল বৈষ্ণব-ধর্ম্মটী সংক্ষেপে এই,—

(১) মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অপর নাম 'সনাতন-ভাগবতধর্ম্ম'। তাহা জীব মাত্রের অহৈতুকী আত্মবৃত্তি, অতএব একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

(২) তাঁহার প্রচারিত নিরপেক্ষ ধর্ম্মে কোন প্রকার বাহ্যিচারাদি অসচ্চেষ্টা নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ড-লীলা তাহার সাক্ষ্য।

(৩) তিনি শ্রীবিগ্রহ ও ভাগবতকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিগ্রহ বা ভাগবতাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম।

(৪) মহাপ্রভু গুরু ও ভগবান্‌কে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করিতে বলিয়াছেন। যাহারা বৈষ্ণবকে কোনি প্রকারে অসম্মান করিবেন, তাহারা মহাপ্রভুর মতে নিরয়গামী। মহাপ্রভু বলেন, বৈষ্ণব-নিন্দার মত আর অপরাধ নাই; সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর সেই অপরাধের ক্ষমা নাই।

(৫) মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বর্ণে গণ্য করেন না বলিয়া বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক জাতিকুলের অন্তর্গত মনে করাকে তিনি অপরাধের চরমসীমা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসকে প্রচারকের আসন ও স্বয়ং রায় রামানন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন, শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে অদ্বৈতাচার্য্যকে ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দের সহিত একত্র ভোজনের আজ্ঞা প্রদান, ঠাকুর হরিদাসকে অদ্বৈতপ্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধে পত্র প্রদান প্রভৃতি আচারদ্বারা স্বীয় বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার অদীক্ষিত অবস্থার পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না; বৈষ্ণবী-দীক্ষা বিধানের দ্বারা নবমাত্রেই বিপ্রত্ব লাভ করেন।

(৭) মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলই বৈরাগ্য-প্রধান। তাঁহার গৃহত্যাগী-ভক্তগণই 'গোস্বামী' নামে পরিচিত। ষড়্‌গোস্বামী তাহার সাক্ষ্য স্থল। 'গোস্বামী' উপাধিকে তিনি জাতিগত বা গৌত্রবংশগত বিচার করেন নাই।

(৮) মহাপ্রভু জীবকুলকে বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। মহাকুলপ্রসূত পণ্ডিতও যদি অনন্য-কৃষ্ণশরণ না হন, তাহা হইলে তিনিও গুরুপদবাচ্য নহেন। এরূপ কৌলিক, লৌকিক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(৯) মহাপ্রভু অসৎসঙ্গত্যাগকেই 'বৈষ্ণব-আচার' বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর উপদেশে অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ, (১) স্ত্রীসঙ্গ ও (২) কৃষ্ণের অভক্তগণের সঙ্গ।

(১০) মহাপ্রভু মায়াবাদ নিরাস করিয়াছেন। মায়াবাদ শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিপরীত মতবাদ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর বিচারই তাহার সাক্ষ্যস্থল।

(১১) মহাপ্রভু বিষ্ণুকে জগৎকারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, শক্তিকে জগৎকারণ বলেন নাই।

(১২) মহাপ্রভু বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর করেন নাই। "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"—ইহাই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

(১৩) মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ এবং শ্রীনামভজনকেই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(১৪) মহাপ্রভু 'নামাপরাধ' ও 'নামাভাস' হইতে নামের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন।

(১৫) মহাপ্রভু 'জীবে দয়া' প্রচার করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার জীব-হিংসার নিষেধ করিয়াছেন।

(১৬) মহাপ্রভু সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন প্রচারের আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু প্রচারের নামে অন্যাভিলাষ-পোষণ বা ব্যবসায়াদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৭) মহাপ্রভুর উপদেশে প্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই প্রেম জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে পৃথক্।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত এইরূপ সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ত্তমানে যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য ভগবানের ইচ্ছায় কতিপয় ভগবদ্ধর্ম্ম-পরায়ণ, নিষ্পেক্ষ ভগবৎ-সেবক কলিকাতায় 'শ্রীগৌড়ীয় মঠ', শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে 'শ্রীচৈতন্য মঠ' প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র এবং আচারবান্ ও আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবগণের আবাস-স্থান স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। বেদান্ত-শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছাত্রগণকে হরিসেবাময় আদর্শ জীবন-যাপন করিবার সুযোগ প্রদানের সহিত হরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ, বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র সুনিপুণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বকালে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জগতের অশেষ মঙ্গলবিধান করিতেছেন। কিন্তু প্রপঞ্চে প্রতিপক্ষের অভাব না থাকায় তাঁহাদের কার্য্যে ও দোষারোপ করিবার জন্য কতিপয় ব্যক্তি চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে অসম্মান, তাঁহাদিগকে অপরের চক্ষে ঘৃণিত করিবার প্রয়াস প্রভৃতিও প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। যাঁহারা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিলে সমাজের উন্নতি ও সুখ সম্পাদিত হয়।

মানদান ও হানি

পরম প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর পৈশুন্যব্রণপীড়িত মৎসর সমাজের কল্যাণোদ্দেশে তদাশ্রিত জনগণকে পাপ-প্রবৃত্তিতাড়িত আত্মরক্ষিত জনগণের প্রতি সম্মান প্রদান করিবার আদেশ করিয়াছেন। আর আশ্রিতজনগণকে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অমিত-সহিষ্ণুতা ও বৈষ্ণবের পদাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে বিচার এই যে, জগতের সকলকে সম্মান দিতে হইবে, এই কথার সুবিধা লইয়া সম্মান প্রদানকারী নিষ্কিঞ্চন পরোপকারব্রত মহাভাগবতের প্রতি অনুরাগপর জনগণ দৌরাত্ম্য এবং অত্যাচার উপস্থিত করিতে পারেন। ঐ প্রকার যুক্তিহীন পাপ প্রথাদ্বারা প্রতারকগণ সুবিধা করিয়া লইয়া পারমার্থিককে অশেষ ক্লেশ প্রদান করিবেন এবং এই ক্লেশ প্রদান-ফলে মহাভাগবত অসীম সহগুণের দ্বারা তাঁহার অনবোর্দ্ধ মহত্ত্ব যতই খণ্ডিত করিবেন, ততই পাপপ্রবৃত্তি-প্রভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করা এবং পাপপ্রবৃত্তিকেই 'ধর্ম্ম' নামে প্রচার করিয়া বিচাররহিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবেন। সুতরাং পাপচিত্ত জনগণ স্বীয় দুরভিসন্ধি-মূলে 'বৈষ্ণবের মান নাই' এই উক্তিবশে মানবজাতির সর্ব্বোচ্চ গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসিবে। একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্ররূপী মহাভাগবত প্রহ্লাদের শ্রীচরণকমলে পিতৃত্বাভিমানে কতই না কদর্য্য ব্যবহার করিয়াছিল! রাবণ বিষ্ণুশক্তি সীতাকে পরমসহিষ্ণু অমানী জানিয়া তাঁহার প্রতি কতই না অত্যাচার করিয়াছিল! অম্বরীষ মহারাজের প্রতি দুর্ব্বাসার ব্যবহার, শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসের প্রতি জগাই-মাধাইর ব্যবহার অর্ব্বাচীন জন সাধারণের বিচারে বৈষ্ণবগণের 'সর্ব্বসমতা' এবং 'সর্ব্ব সহিষ্ণুতা' এই অপরিহার্য্য গুণদ্বয় ঐসকল অমানুষিক অত্যাচার সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু প্রহ্লাদের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে তাহার উদ্যম-চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সীতার উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সুদর্শন দুর্ব্বাসাকে বৈষ্ণব-সম্মান শিক্ষা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, শ্রীবালাদির প্রার্থনায় শ্রীহরিদাসের নির্য্যাতনকারীকে শ্রীগৌরসুন্দর মানদধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্-ভক্তের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত-গণ যদিও বৈষ্ণব-বিরোধীর চক্ষে প্রথম মুখে সমপক্ষীয় বিচারিত হন, তথাপি বৈষ্ণব-গুরুবিদ্রোহী যখন বুঝিতে পারেন যে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে প্রীতি-সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, তখন তিনি তাঁহার বিদ্রোহ ও কপটতা ছাড়িয়া দিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের ভানুগত্য প্রভাবেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদাবস্থিতি লক্ষ্য করেন। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অভেদবাদীর দর্শনের স্থান নাই, পরন্তু উপাস্যদেবতা বর্ত্তমান। ইহারই নাম—'সম্বন্ধজ্ঞান' বা 'দিব্য-জ্ঞানলাভ' বা 'দীক্ষা'। যাঁহাদের সম্বন্ধজ্ঞান বা বৈষ্ণবী দীক্ষালাভ ঘটে নাই, তাঁহারাই জন্মভেদের ভেদত্ব অপ্রাকৃত সমাজে ও উপাস্যের রাজ্যে বলপূর্ব্বক সংশ্লিষ্ট করিতে যত্ন করেন। তাঁহাদের বিষ্ণুভক্তির উদয় হইলেই পাপের সমাকৃষ্টি ক্ষয় হয় এবং দিব্যজ্ঞান ও জন্মজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য নয়ন পথে পতিত হয়। অর্ব্বাচীনের ন্যায় প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, মূর্খের অনুভূতিতে 'অমানী', 'মানদ', 'সহিষ্ণু' প্রভৃতি শব্দার্থ স্বীকার করেন না। তিনি লব্ধজ্ঞান হইয়া মূর্খের অর্ব্বাচীনা ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ। অনভিজ্ঞ মূর্খ জনসাধারণ শব্দের অর্থ যে ভাবে গ্রহণ করেন, অভিজ্ঞ বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিত বৈষ্ণব সেইরূপ বিচার করেন না। সুতরাং অনভিজ্ঞ জনসাধারণ আপনাদিগকে 'অভিজ্ঞ' মনে করিয়া যেরূপ 'সহিষ্ণু', 'মানদ' প্রভৃতি শব্দের কদর্থ করেন, তাহা বিজ্ঞজনানুমোদিত নহে।

ভগবদ্বিমুখ প্রাকৃত জ্ঞানমদোন্মত্ত জনগণ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উপলব্ধির অভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের 'সকলকে সম্মান প্রদান কর' এবং 'আপনি নিরভিমানী হও'—এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে গিয়া মনে করেন যে, অবৈষ্ণব গুরু-বৈষ্ণব বিদ্রোহীকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদান করাই বৈষ্ণব গুরু-বর্গের একমাত্র কার্য্য এবং বৈষ্ণবগুরুবর্গ এই সকল উদ্যম বৈষ্ণববিদ্বেষীদিগের দ্বারা অসম্মানিত হইয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বৈশ্বর্য্যে অনাস্থাবান্ হন, তাহা হইলেই তাঁহাদের ভগবদ্ ও গুরুবিদ্বেষ সফলতা লাভ করিবে এবং পৈশুন্যব্রণপীড়িত হইয়া হিংসামূলে আনুষ্ঠানিক কণ্ডূয়নের দ্বারা সুখলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু দিব্যজ্ঞান-লব্ধ বৈষ্ণব স্বয়ং

সহিষ্ণু হইয়া অবৈষ্ণবকে মানবোচিত বহু সম্মান প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাদের বৈষ্ণববিদ্বেষ জনিত অনুষ্ঠানের আদর করিতে পারেন না। শাস্ত্র বলেন, সকল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব স্বীয় গুরুদেবের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত গুরুবৈষ্ণবের অসম্মান সহ্য করিবেন না। তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন, পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারেন, কর্ণে হস্ত প্রদান করিতে পারেন, তথাপি গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না। শুদ্ধ বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করা। যদি কোনও ব্যক্তির কল্পিত গুরুদেব বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করেন, তাহা হইলে অনুজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্মবিস্মৃত গুরু অভিমানী কুযোগাকে কখনই কেহ 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। স্বাবেহিত আদেশকারী গুরুর উৎপথ প্রতিপন্নতা, শুদ্ধবৈষ্ণববিদ্বেষকে শুদ্ধ বৈষ্ণব কখনই গুরুর আদেশ বলিয়া জানেন না। এতাদৃশ ব্যক্তিকে কখনই 'গুরু' বলেন না। প্রকৃত গুরুর চরণাশ্রয় ছাড়িয়া আমরা বলপূর্ব্বক আমাদের মনগড়া ব্যক্তিকে 'গুরু'পদে বরণ করিলে যথেচ্ছাচার আনয়ন করিব। প্রকৃত গুরুকে অসম্মান করা আর মনগড়া গুরুকে অসম্মান করা সমজাতীয় নহে। যাঁহারা মুক্তি-মিশ্রি, আসল-মেকী প্রভৃতি বিচার না করিয়া সমন্বয়বাদ প্রচার করেন, তাঁহারাই 'অমানী' ও 'সহিষ্ণু' শব্দের অর্থে গুরু ও বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। আমরা ইহাদের অধিক পাণ্ডিত্য দেখিতে পাই না। মানবোচিত মাপের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ও বৈষ্ণবোচিত মাপ সমজাতীয় নহে। যাঁহারা জ্ঞান করেন, তাঁহারা ভক্তিপথাশ্রিত নহেন, জানিতে হইবে। কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু; দিব্যজ্ঞানলব্ধ অপ্রাকৃত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাকৃত অভিমানের জন্য ব্যস্ত নহেন বলিয়াই তদ্রূপ প্রতিষ্ঠাশাকেই 'সৌকরীবিষ্ঠা' বলিয়া জানেন। তিনি তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে সৌকরীবিষ্ঠার প্রাপ্তিলোভে ব্যস্ত নহেন বটে, কিন্তু জগতের সর্ব্বনাশ কামনা না করায় তাঁহার গুরুবর্গকে অর্থাৎ গুরুবর্গ বৈষ্ণবকে প্রাকৃত বিচার বারক না জানিলেও তাদৃশ বস্তু লইয়া কাড়াকাড়ি বন্ধ হওয়া আবশ্যক মনে করেন। প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জনের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাদৃশ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৈষ্ণবের নাই, কিন্তু প্রাকৃত জগতে বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া যে অজ্ঞান বালকের ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের অন্যের বাসনা এবং তদুদ্দেশে গৌণভাবে অপর গুরুবৈষ্ণবের অসম্মান চেষ্টাদ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি প্রভৃতি কামপরবশ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, একথা জানেন। ব্রহ্মচারীকে ঊর্দ্ধমূলে ব্রহ্মচর্য্যরহিত বলা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ঊর্দ্ধমূলে মূর্খের ন্যায় ব্রাহ্মণেতর বলা, ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীরও 'গুরু' সাজিয়া তাঁহাকে ঊর্দ্ধমূলে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইতে পতিত বলা মানব ধর্ম্ম নহে। এইরূপ করিয়া তাঁহাদের অসম্মান করিবার প্রয়াস করিলে বা রূপ-সনাতনকে দবিরখাস ও সাকর মল্লিক বলিলে তাঁহাদের মান-হানি করা হয়। এই সকল সঙ্কোচ ধর্ম্মাধিকরণে বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে সকলেই পরমার্থ-বিদ্বেষে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারেন সত্য; কিন্তু পরমার্থ রক্ষাকারীর এই সকল ব্যক্তির বিবর্ত্ত ছলনায় ঈর্ষা ও পরদ্রোহিতা পাপমূলক, সুতরাং কর্ম্মবাদীর বিচারে পাপের শাস্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞতার ছলনায় দৌরাত্ম্য চলিতে থাকিবে। ব্যবস্থাপক সভায় পরস্পর ধর্ম্ম বিদ্বেষের যে বিধি গঠিত হইতেছে, তদ্দ্বারা যদি ধর্ম্মজগৎ লাভবান হন, শুভানুধ্যায়িগণের তাহার প্রতিরোধ করা উচিত নহে। শিক্ষকের শিশুর মঙ্গলের জন্য তাড়না, ধর্ম্মপ্রচারকের সদ্ধর্ম্মানুসরণের জন্য শাসন, ধর্ম্মের প্রতিকূল বিচার পরিত্যাগরূপ অনুনয়-বিনয় কখনই সাধুহৃদয়ের বিদ্বেষ উৎপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ নীতি ও আইনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযাজনের ভাণে ব্যক্তিগত দুষ্প্রবৃত্তির পরিচয় দেন, তাহাকে ধর্ম্মাধিকরণে বাধ্য করা শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষার অন্যতম। কতিপয় প্রাকৃত সহজিয়া মহা-প্রভুকে রাজবিদ্রোহাত্মক পট্টনায়ক বংশে বাণীনাথের শুভানুধ্যানের বিরোধী মনে করিতে পারে, শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার চেষ্টাকে নিন্দা করিতে পারে, জনসাধারণকে অসদভিপ্রায়ে বিপথগামী করিতে পারে, কিন্তু ভগবৎসেবা ব্যতীত যাহাদের অন্য উদ্দেশ্য নাই, তাঁহারা ইহাদিগের অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন।

দ্যূত, পান, স্ত্রী, হিংসা ও নিষেদ্ধেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য অর্থার্জ্জন পরমার্থ-জীবনের হানিকর। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি বা শ্রীগৌরসুন্দরের নিষ্কিঞ্চন ভজনকারীর বিষয় ও বিষয়ি-সঙ্গ পরিত্যাগের আদেশবাণী কখনই পরচর্চ্চা নহে, কিন্তু ঐ আদেশবাণীর বিরোধি-জনগণ বৈষ্ণবগুরু হইতে

পারেন না বলিলে ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া বৎসরব্যাপিয়া যে সকল চেষ্টা দেখা যায়, তাহা শুদ্ধ করিবার জন্য ভাগবতগণের ও শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণের সাধুচেষ্টাকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস ধর্মসঙ্গত নহে। অবর্ষের প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডাধিবিধান সাধুদিগের সহায্য করে। সাধুগণ জীবের বিষয়-পিপাসা উক্তিদ্বারাই খণ্ডিত করেন। তাহাতে বাধা দেওয়া অসাধু চেষ্টা। তাহার লৌকিক প্রতীকার সাধুর উপলক্ষণে ভগবান্‌ই করাইয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধুকে দোষারোপ করিতে নাই। আমরা যদি জগৎ হইতে সাধুর চেষ্টা তুলিয়া দিবার যত্ন করি, তাহা হইলে আমাদের সমাজ ক্রমশঃই বিশৃঙ্খলতাময় অসাধুতায় পরিণত হইবে। সাধুদিগেরই প্রকৃত সম্মান আছে। অবৈষ্ণবভাবে তাঁহাদের মৌনধর্মের ভূমিকা লইয়া তাঁহাদের কখনই বিপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে। অসাধুগণের মানহানি হইতে পারে না সত্য, যেহেতু অসাধুগণ অসাধু উপায়েই স্ব-স্ব মান স্থাপন করেন। অসাধুর তাদৃশ স্থাপিত মান পরমার্থ জগতের কোন উপকার করে না। কিন্তু সাধুকে অসাধু বলিলে দৌরাত্ম্য করা হয়। সাধুগণ অসাধুকর্তৃক প্রহৃত হইবেন এবং প্রহৃত জনগণ ধর্মাধিকরণে বিচারপ্রার্থী না হওয়ায় অনেকে এরূপ ধারণা করেন যে, সাধুদেরই প্রকৃত দোষ থাকে বলিয়া তাঁহারা অসম্মানিত হইলেও রাজদ্বারে প্রতীকারের প্রার্থনা করেন না। বিশেষতঃ সাধুদিগের অনুগত দাসগণ স্ব স্ব প্রভুর সম্মান নষ্ট করিবার জন্যই গৌণভাবে চেষ্টান্বিত হইয়া সেবার ভাণ করেন। গুরুসেবা ও সাধুসেবা সাধুর একমাত্র কর্তব্য। অসাধুর সঙ্গ পরিত্যাগ যত্নের সহিত কর্তব্য। ইহা শাস্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন। দুর্নীতিপরায়ণ জনগণের বিচার-প্রণালীদ্বারা সাধুতা ও সাধুগণ চিরদিনই আক্রান্ত। এই প্রকার অসাধু চেষ্টা হইতেই জগতে ধর্মের নামে পাপ ও অপরাধ বৃদ্ধি হইতেছে।

অধুনা কোন কোন গ্রাম্য বার্ত্তাবহ বা পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত কেনেডি সাহেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যে প্রকার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাঠকগণ তাঁহার লেখনীতে শ্রদ্ধান্বিত হইলেই অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, সামাজিক দুর্বলতা ও দুর্নীতিকেই 'ধর্ম্ম' জ্ঞান করেন। পারমার্থিকগণ গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের বা কেনেডি সাহেবের বিচারে দুর্নৈতিক বলিয়া প্রচারিত হইলেও নীতিপরায়ণ শুষ্ক-ভক্তগণ ইহার প্রতিবাদ করিবেন। স্বার্তকুল পরমার্থের নানাপ্রকারে যে প্রকার ক্ষতি করিয়াছেন ও করিতে উদ্যত আছেন, বা করিবেন, তাহার হস্ত হইতে ভাগী ভক্তগণ মুক্তিলাভ প্রার্থনা করেন। যাহারা সেই অনুগ্রহ করিতে বঞ্চিত, তাহারাই শুষ্ক-বৈষ্ণব-বিদ্রোহী এবং তাহাদের বিচারেই শুষ্ক-বৈষ্ণবের সম্মানের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে অসম্মানিত করাই তাহাদের নীতি ও ধর্ম্ম। শুষ্ক-বৈষ্ণব সেবা করাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। তাঁহাদিগকে অপরে আক্রমণ করিবে ও তাঁহাদের সম্মান হানি করিবে ইহাই পঞ্চরাত্রিক ভক্তির সাধন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব-সমাজের শুভানুধ্যানের পরিবর্ত্তে দৌরাত্ম্য করিবার জন্য ঔদ্ধত্য ও হিংসাপরায়ণ। হিংসিত সাধুসমাজ নিজেরা প্রতিহিংসা করেন না বলিয়াই তাঁহাদিগের অসম্মান করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া সুনীতি-সঙ্গত নহে। বাগ্‌বিতণ্ডা দ্বারা, জনবল দ্বারা বিচারকগণের ধারণা বিপর্য্যয় করিবার জগতে এই সকল প্রথার আদর থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ভাগবত-গণের গুরুদ্রোহিতার সাহায্য করা ভাগবতধর্ম্ম প্রচারক বাধনবৈষ্ণবের তাৎপর্য্য ছিল না। তাঁহারা সকলেই গুরু-বৈষ্ণবের সেবক ও রক্ষক। যদি প্রকৃত বৈষ্ণবদাস গুরু-বৈষ্ণবের অসম্মান আনয়ন করিবার উদ্দেশে গুরুদ্রোহীর মতাবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি পরিশেষে নিজ কর্ম্ম-দোষে বিবাকে পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। অবৈধ অসৎকার্য্যের প্রশংসা করা নীতিসঙ্গত নহে। আবার পক্ষান্তরে ভাগবতের স্কন্ধে অবৈষ্ণবভাবে দোষারোপ করা সঙ্গত নহে। শুষ্ক-বৈষ্ণবকে কায়-মনোবাক্যে সেবা করিতে হইবে। ত্রিদণ্ডিগণকে নির্য্যাতন করিতে হইবে না। ত্রিদণ্ডি মাত্রই পারমার্থিক হইবার অধের যোগ্যতা নাই। গৌরসুন্দরের আশ্রিত সকলেই ত্রিদণ্ডী, কেহ বা বাক্য, কেহ বা রাগানুগা প্রবৃত্তিগণে অব্যক্ত। তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া নহেন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর)

আচার্য্য শ্রীরামানুজের রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর নাম একটী শ্লোকে এইরূপ গ্রথিত আছে,—

"বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ।
গদ্য-ত্রিভাষ্যাভ্যু-সূত্রভাষ্য-নিত্যক্রমা ইতি হ"

এই কয়েকটী গ্রন্থ ও ভাষ্য ব্যতীত আরও কয়েকটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রামানুজের রচিত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ; যেমন—বেদান্তস্তবভাষ্য, বিষ্ণুর সহস্র নাম-ভাষ্য, বিষ্ণুবিগ্রহ শাসন-স্তোত্র, ঈশ-প্রশ্ন মুণ্ডক শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য, কুটসংদোহ, দিব্যসূরি-প্রভাব-দীপিকা প্রভৃতি।

রামানুজ-সম্প্রদায় ও রামানন্দী সম্প্রদায়কে অনেকে গোলমাল করিয়া থাকেন রামানন্দিগণ রামানুজ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিলেও রামানুজ-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের তত্ত্বতঃ বিচার-ভেদ রহিয়াছে। রামানুজের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শিষ্য-পারম্পর্য্যে রামানন্দের আবির্ভাব। আমরা শ্রীরামানন্দের জীবনী ও মতালোচনা কালে এসকল বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

বড়গলে ও তেঙ্গলে-ভেদে শ্রীসম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বরবর মুনির সময় হইতে শ্রী-সম্প্রদায়িগণের মধ্যে এই দ্বিবিধ ভেদ লক্ষিত হয়। বরবর মুনি তেঙ্গলই আচার্য্য ছিলেন। 'পড়নড়ই বিলক্কম্' নামক তামিল গ্রন্থে এই দুই সম্প্রদায়ের মত বিষয়ে আলোচনা দৃষ্ট হয়। বিচার ও তিলক-ধারণাদি আচার ভেদ-দ্বারা তেঙ্গলই ও বড়গলই সম্প্রদায়ের পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণ নিয়ত পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত। তাঁহাদের মতে পঞ্চ সংস্কার-বিহীন ব্যক্তি কখনও 'বৈষ্ণব' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শ্রীরামানুজ বলেন যে, পঞ্চ-সংস্কাররহিত ব্যক্তি যদি উচ্চ ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিচিত থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে কুক্কুরভোজী চণ্ডালের ন্যায় অস্পৃশ্য ও অসম্ভাষ্য জানিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবে ; আর পঞ্চসংস্কারযুক্ত বৈষ্ণব যদি অন্ত্যজ কুলেও আবির্ভূত হন, তাহা হইলেও তিনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ে তপ্তমুদ্রা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দাসত্বসূচক নাম, নারায়ণ-মন্ত্র এবং শালগ্রাম-পূজা দীক্ষিত বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ ও বিষ্ণুব্যতীত দেবতান্তরের পূজা শ্রীসম্প্রদায়ে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। রামানুজীয়গণ বলেন যে, ব্যাঘ্রের দ্বারা খাদ্যমান হইলেও বিষ্ণুভক্ত কোন দেবান্তরের আলয়ে গমনপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিবেন না। শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ স্মার্ত্ত-বিচারকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীবৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধির ন্যায় আর ভীষণ অপরাধ অন্য কিছুই নাই। তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবে জাতিসামান্য বুদ্ধিকে নিরয়হেতু বলিয়া জানেন। শ্রীরামানুজের পূর্ব্বগুরু দিব্যসূরি শ্রীযামুনাচার্য্য পরম মর্য্যাদা-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও শূদ্রকুলোদ্ভূত শ্রীশঠ-কোপদাসকে যেরূপভাবে বন্দনা করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীবৈষ্ণবগণের বিচার ও স্মার্ত্তগণের কর্ম্মজড়-বিচারের পার্থক্য সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধির বিষয় হয়।

মাতা-পিতা-যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্কুলনাথিয়াম্
শ্রীমত্তদংঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥ (স্তোত্ররত্ন)

আমাদের কুলপ্রভু প্রপন্নাচার্য্য বকুলাভিরামের শ্রীমৎপদ-যুগলকে আমি মস্তকদ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সর্ব্বস্বই ঐ শ্রীমৎপদযুগল। তাঁহাদের মাতা-পিতা-স্ত্রী-পুত্র এবং ঐশ্বর্য্য সমস্তই শঠ-কোপের শ্রীচরণ।

শ্রীবিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ে বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ একদণ্ডীর ন্যায় শিখা-সূত্রাদি পরিত্যাগ করেন না। যথা শ্রীরামানুজপ্রোক্ত পুরাণ-বাক্য—

উপবীতং ত্রিদণ্ডঞ্চ পাত্রং জল পবিত্রকম্।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ ন ত্যাজ্যং যাবদায়ুষম্॥

শ্রীসম্প্রদায়িগণের তীর্থস্থান—শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণব-গণের ১০৮টী তীর্থ 'অষ্টোত্তর শত বিষ্ণুমুখ স্থান' নামে খ্যাত। এই স্থানগুলির নাম ও স্থান-নির্দ্দেশ অনুসন্ধিৎসু

পাঠকগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব-মহুষ্য-সমাজস্থিতি ২য় সংখ্যা হইতে জানিতে পারেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত গুরু-পরম্পরা—আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। শ্রীসম্প্রদায়স্থিত বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে, অনাদিকাল হইতেই এই বিশিষ্টাদ্বৈত-মত সজ্জনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ছিল। তাঁহারা বলেন, শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র অবতারণা করিয়া জগতে বিশিষ্টাদ্বৈত-মত প্রচার করিয়াছিলেন। কালে ব্রহ্মসূত্রের বিশদ ভাষ্যের প্রয়োজন হইলে মহর্ষি বৌধায়ন বিশিষ্টাদ্বৈত-মত পোষণ করিয়া জগতে সূত্র-ভাষ্য প্রচার করেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যে সময়ে বৌদ্ধ বিশ্বাসে সম্মোহিত হইয়া কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন, সেই কালে বৌধায়নের বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের প্রতি মায়াবাদিগণ অযথা আক্রমণ করেন। এমন কি, ক্রত হয়, তাঁহারা বৌধায়ন বৃত্তিটী পর্য্যন্ত লোপ করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য এই নির্ব্বিশেষবাদিগণকে নিরস্ত করিবার সম্বন্ধে 'আত্মসিদ্ধি', 'সম্বিৎসিদ্ধি' ও 'স্বপ্রকাশ-সিদ্ধি' নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। বৌধায়ন-মত বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ওম্মতাবলম্বী ভ্রমিড়াচার্য্য ও টঙ্কাচার্য্য নামক বিশেষবাদী-কর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত-মত পুষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গুরুদেব ভারুচি প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতী আচার্য্যগণ কয়েক-খানি বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ মতের পোষকতা করেন। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈত-মতটী যে শ্রীরামানুজের সময় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। রামানুজের 'শ্রীভাষ্য' ও 'শ্রুতপ্রকাশিকা' নাম্নী টীকা আলোচনায়ও উপরি-উক্ত সত্যের আভাস পাওয়া যায়। আচার্য্য শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্যের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—"ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ। তদ্ভক্তানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।"—অর্থাৎ ভগবান্ বোধায়ন ব্রহ্মসূত্রের যে একটী বিস্তীর্ণা বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন, দ্রমিড়াদি পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহারই সংক্ষেপ করেন। আমি তদনুসারে ব্রহ্মসূত্রের অক্ষরসমূহের ব্যাখ্যা করিব।

১ম পরাশর-নন্দন ব্যাস, ২য় বৌধায়ন, ৩য় গুরুদেব, ৪র্থ ভারুচি, ৫ম ব্রহ্মনন্দী, ৬ষ্ঠ দ্রমিড়াচার্য্য, ৭ম পরাঙ্কুশ-নাথ, ৮ম যামুনাচার্য্য এবং ৯ম যতীন্দ্র শ্রীরামানুজ যথাক্রমে এই বিশিষ্টাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-নির্ব্বিশেষবাদিগণের আক্রমণে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত লুপ্তপ্রায় হইলে সজ্জনগণহৃদয়াবেশাবতার শ্রীমদ্ভগবদ্বৈষ্ণব জগতের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে সেই প্রাচীন মত প্রচার করেন। অনাদিকাল হইতে যে সাত্বত পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-মত সজ্জনসমূহে প্রচলিত ছিল, আচার্য্য শ্রীরামানুজ সেই মতই পুনরুদ্ভিনাদে জগতে প্রচার করেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরম ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদ্বয়-ব্রহ্ম বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত। চিৎ ও অচিৎ তাঁহার বিশেষণ এবং শরীর। স্থূল এবং সূক্ষ্ম-ভেদে চিৎ ও অচিৎ দ্বিবিধ। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম চিদচিৎ কার্য্যাবস্থায় স্থূল চিদচিৎরূপে পরিণত হয়। অদ্বয়-জ্ঞান ব্রহ্মই একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া তাঁহাতে কার্য্যের অনুকূল গুণসমূহ বর্ত্তমান। গুণসমূহকে গুণীর বিশেষণই বলিতে হইবে। অতএব চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী কারণরূপী ব্রহ্মের কার্য্যানুকূল গুণ বা বিশেষণ। শরীর, শরীরীর আশ্রিত, ভোগ্য, নিয়াম্য ও পরিচায়ক। চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী অদ্বয়-ব্রহ্মের আশ্রিত, ভোগ্য, নিয়াম্য এবং কার্য্যস্বরূপে কারণরূপী ব্রহ্মের পরিচায়ক, জীবাত্মার স্বরূপে দেব-মনুষ্যাদিগত কোন পার্থক্য নাই, আত্মাই স্বকর্ম্মফলানুসারে ভোগায়তন শরীর লাভ করিয়া আপনাকে তত্তৎপরিচয়ে পরিচিত করায়। অতএব দেব-মনুষ্যাদি আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের পরিচায়ক মাত্র। জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত আত্মপ্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে আত্মাশ্রিত, উহা আত্মবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর-বিনাশদর্শনে বোধগম্য হয়। আত্মকৃত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মফল ভোগের জন্যই যে শরীরের উদ্ভব ও অবস্থান, তাহাতেই শরীরের আত্মৈক প্রয়োজনত্ব সমর্থিত হয়। 'আত্মাই দেবতা, আত্মাই মনুষ্য ইত্যাদি' প্রয়োগ দর্শনেও জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীরগুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ। আত্মবিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বের উপলব্ধির অভাব হয়। শরীর আত্মার নিয়াম্য ও ভোগ্য। কিন্তু আত্মার পরিচয়ও পূর্ণ নহে, কেন-না আত্মা খণ্ড চেতন। খণ্ডচেতন অখণ্ডচেতনের পরিচায়ক। শরীর যেরূপ আত্মার পরিচায়ক, নিয়াম্য ও ভোগ্য, আত্মাও তদ্রূপ অখণ্ডচেতন পরমাত্মার পরিচায়ক, নিয়াম্য ও ভোগ্য। অতএব শরীর

শব্দটির পরমাত্মা অর্থেও ব্যাপ্তি। শরীর, আত্মা প্রভৃতি বাচ্যটীর সহ সমানাধিকরণ্যে পরস্পরের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরস্পরের সহিত শরীর ও আত্মার সমানাধিকরণ্যে প্রয়োগ সম্পূর্ণ একত্ব নির্দ্দেশক নহে। সমানাধিকরণ্য স্থলে এক বস্তুরই বিভিন্ন ছোতক পদের বিন্যাস হইয়া থাকে। যেমন জ্যোতিষ্টোম মন্ত্রে "অকর্ণপর্ণা, একবর্ষবৎসা, দ্বিস্তনী, গাভীর দ্বারা যোম ক্রয় করিতে হয়" —এই বাক্যে 'অকর্ণপর্ণা', 'একবর্ষবৎসা' ও 'দ্বিস্তনী'—এই বিশেষণগুলি সোমক্রয়ের গাভীরই ভিন্ন ভিন্ন পরিচায়ক, তদ্রূপ চিৎ ও অচিৎ এক পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন ছোতক বা পরিচায়ক। যেরূপ শরীর ও আত্মা সমানাধিকরণ্য, বিশেষ-বিশেষ্য ভাবযুক্ত হইয়াও নিয়ম্য-নিয়ামক, ভোক্তৃ-ভোগ্য বিশেষযুক্ত, তদ্রূপ আত্মার সহিত পরমাত্মারও পূর্ব্বোক্ত বিশেষ ভাব নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তে কেবল ভেদবাদ, কেবল অভেদবাদ ও ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজীয় মত সংক্ষেপ—অধিগম্য শ্রীরামানুজের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যাথাত্ম্য জ্ঞানপূর্ব্বক (সম্যক্‌জ্ঞান) স্বকর্ম্মাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রীতিসহকারে পুরুষোত্তমের চরণযুগল ধ্যানার্চ্চন প্রণামাদিই—অভিধেয় এবং তৎপদ প্রাপ্তিই—প্রয়োজন। যথা শ্রীরামানুজকৃত বেদার্থসংগ্রহে—"জীবপরমাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমধর্ম্মোক্তি-কর্ত্তব্যতাকপরমপুরুষচরণ-যুগল-ধ্যানার্চ্চনপ্রণামাদিরত্যর্থপ্রিয়স্বৎপ্রাপ্তি ফলঃ।"

বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 'চিৎ'-শব্দে জীবাত্মা, 'অচিৎ'-শব্দে জড় ও 'ঈশ্বর'-শব্দে চিৎ-অচিতের নিয়ামক পুরুষোত্তম নারায়ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

অবধূত গীতোপাখ্যান

একদা মহাত্মা দত্তাত্রেয় বহু কোন এক তরুণ সুপণ্ডিত অবধূত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে ব্রহ্মন্, আপনি এই সর্ব্বলোক-বিচক্ষণা-বুদ্ধি কোথায় পাইলেন, আপনি কাহাকে আশ্রয় করিয়া অকুতোভয়ে বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার আত্মাতে এত আনন্দেরই বা কারণ কি?' সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ কহিলেন,—'হে রাজন্, আমার বুদ্ধ্যাশ্রিত বহু গুরু আছেন যাঁহাদের নিকট হইতে আমি সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি, আপনি তাঁহাদিগের পরিচয় শ্রবণ করুন।'

১। পৃথিবী, ২। বায়ু, ৩। আকাশ, ৪। জল, ৫। অগ্নি, ৬। চন্দ্র, ৭। সূর্য্য, ৮। কপোত, ৯। অজগর, ১০। সমুদ্র, ১১। পতঙ্গ, ১২। মধুকর, ১৩। হস্তী, ১৪। মধুহা, ১৫। হরিণ, ১৬। মৎস্য, ১৭। পিঙ্গলা, ১৮। কুরর, ১৯। বালক, ২০। কুমারী, ২১। শরকার, ২২। সর্প, ২৩। ঊর্ণনাভি, ২৪। পেশস্কৃৎ, ২৫। স্বদেহ।

১। পৃথিবীর নিকট শিক্ষা—

নীচ ব্যক্তি দৈবীমায়া-বশীকৃত আত্মীয়স্বজনগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও কখনও সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে বিচলিত হইবেন না। পৃথিবীর একাংশ পর্ব্বতের নিকট লোকহিতার্থ ক্ষমাগুণ, যোৎপন্নতরাদি প্রদান ও বৃক্ষ, তৃণ ও নির্ম্মরোৎক্রমণাদি শিক্ষা করিবে, এবং অপরাংশ বৃক্ষের নিকট পরার্থতা শিক্ষা করিবে। বৃক্ষ যেমন স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইলেও রোপণকারীকে সুফলাদি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তদ্রূপ গুরুদাস গুরুবৃক্ষের আনুগত্যে সর্ব্বত্র নাম-প্রেম প্রচারপূর্ব্বক তাহাতেই আনন্দিত থাকিবেন।

২। বায়ু দুই প্রকার—(ক) প্রাণবায়ু (খ) বাহ্যবায়ু।—

(ক) প্রাণ বায়ুর নিকট শিক্ষা—

প্রাণবায়ু যে প্রকার রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে অপেক্ষা না করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, গুরুদাসও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণবৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং যাহাতে জ্ঞাননাশ ও চিত্তবিক্ষেপ না হয় এরূপ সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করিবেন। অতি রুক্ষ বা অনিবেদিত বস্তু আহার যেরূপ চিত্তবিক্ষেপের কারণ, আম্ল ও তদ্রূপাদিবর্দ্ধক দ্রব্যাদি আহারও তদ্রূপ চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু সুতরাং গুরুসেবক উক্ত প্রকার আহারই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিবেন।

(খ) বায়ুর নিকট শিক্ষা—

বিষয়সকল সেবা করিয়াও গুরুদাস তাহাতে আসক্ত হইবেন না। বায়ু যেরূপ গন্ধের সহিত যুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ মাদিকৃ দেহে অবস্থিত হইলেও সদা আত্মস্থ থাকিয়া মায়িক গুণে লিপ্ত হইবেন না।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।

ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈ র্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ (ভাঃ ১১।১১।৩৬)

৩। আকাশের নিকট শিক্ষা—

(১) আকাশ যেরূপ সর্ব্বগত হইয়াও ঘটপটাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা লিপ্ত হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ দেহাভ্যন্তরে হইলেও শব্দ-দীক্ষাপ্রভাবে অন্তর সঙ্গে লিপ্ত না হইয়া পরমেশ্বরের সহিত অন্তরে বাহিরে সেবা-সেবকভাবে অবস্থান করিবেন। (২) আকাশ যেমন বায়ুর দ্বারা বিচালিত মেঘাদির সহিত সংস্পৃষ্ট হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ কালক্ষোভ্য স্থূল লিঙ্গ-দেহে আসক্ত হইবেন না।

৪। জলের নিকট শিক্ষা—

জল যেপ্রকার স্বচ্ছ, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুর, পবিত্র, গুরুদাসও তদ্রূপ নির্ম্মলচরিত্র সর্ব্বভূতে দয়ালু, মধুর আলাপী ও ভগবন্নাম-গুণকীর্ত্তনোপদেশদ্বারা সর্ব্বলোক পবিত্র করিবেন।

৫। অগ্নির নিকট শিক্ষা—

(১) গুরুদাস অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, তপোদীপ্ত, গুণদ্বারা অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রাহ্য হইয়া পাপ বা পুণ্যমলে লিপ্ত হইবেন না। তিনি অগ্নির ন্যায় কখন গুপ্ত কখন ব্যক্তরূপে ভূতভবিষ্যৎ পাপপুণ্য দগ্ধ করিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিবেন। (২) অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলেও মন্থনপ্রভাবেই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ভগবান্‌ও স্ব-শক্তিপ্রভাবে সৃষ্ট গুণময় ও চেতনময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট থাকিলেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তাঙ্গ-যাজনের দ্বারা গুরুদাসের শুদ্ধ চিত্তে উদিত হন।

৬। চন্দ্রের নিকট শিক্ষা—

চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা যেরূপ কালক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, কিন্তু উহা বস্তুপক্ষে ষোড়শ অমা-কলারূপ চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ জন্মমরণাদিরূপ ষড়্‌বিকার সকলই দেহের জানিবে—আত্মার নহে।

৭। সূর্য্যের নিকট শিক্ষা—

(১) সূর্য্য যেরূপ স্বীয় রশ্মিদ্বারা সমুদ্র জল বাষ্পরূপে আকর্ষণ করিয়া মেঘে পরিণত করে, পুনর্ব্বার প্রাকালে মেঘ-বারি-সিঞ্চনে পৃথিবীর তৃপ্তি বিধান করে, গুরুদাসও তদ্রূপ বিষয়ীর পাপপুণ্যলব্ধ অর্থ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ-পূর্ব্বক গুরু-কৃষ্ণে সমর্পণ করেন, পুনর্ব্বার যথাকালে ভগবৎ-প্রসাদরূপে বিতরণ করিয়া সকল আত্মার তৃপ্তি বিধান করেন, স্বয়ং তাহার লাভালাভে আসক্ত হন না।

(২) সূর্য্য যেরূপ স্ব-মণ্ডল, স্ব-রশ্মি ও প্রতিচ্ছবি সমন্বিত, পরন্তুও তদ্রূপ স্বরূপ-শক্তি, জীব-শক্তি ও মায়া-শক্তিসমন্বিত, ইহা গুরুদেবতাত্মা সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিই দর্শন করেন, কিন্তু স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মজড়ব্যক্তি জলের কম্পনাদি-দোষযুক্ত সূর্য্যে প্রকৃত সূর্য্য জ্ঞানের ন্যায় ভস্মাদি-ষড়্‌বিকার-দোষযুক্ত দেহাদিকে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে—কিন্তু বস্তুর নির্দ্দোষ স্বরূপ অনুভূতি লাভ করিতে পারে না।

৮। কপোতের নিকট শিক্ষা—

গুরুদাস কখনও কাহার সহিত কোন স্থানে অতিশয় প্রীতি বা লালনপালনাদিনিবন্ধন আসক্তি করিবেন না। যদি করেন তবে তিনি দীনদী কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করিবেন। পরমার্থসাধনের একমাত্র উদ্ঘাটিত দ্বারস্বরূপ দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি কপোত-কপোতীর ন্যায় গৃহমেধী হইয়া আসক্তিবশতঃ কুটুম্ব পোষণ করে শাস্ত্রে তাহাকে আরুঢ়চ্যুত বলিয়াছেন।

৯। অজগরের নিকট শিক্ষা—

প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যই হইবে তজ্জন্য বৃথা উদ্যমে আনুকূল্য না করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-কৃপা-লাভের প্রতীক্ষায় থাকিবে। (ভাঃ ১০।১৪।৮)। প্রাণিগণের পক্ষে স্বর্গসুখ ও নরকাদি ক্লেশ উভয়ই সমান অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। গুরুদাস সেরূপ সুখ, দুঃখের প্রত্যাশা করিবেন না, যথালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। খাদ্যদ্রব্য সরস বা বিরস, অধিক বা অল্প যাহাই হউক না কেন অনায়াসলব্ধ বলিয়া গুরুকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। আর যদি আহার্য্য দ্রব্য অনায়াসলব্ধ না হয় কিম্বা লব্ধ হইয়াও বিনষ্ট হইয়া যায় তবেবৈবগতি অর্থাৎ কৃষ্ণেচ্ছা স্থির করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেন।

১০। সমুদ্রের নিকট শিক্ষা—

(১) গুরুদাস সমুদ্রের ন্যায় বাহিরে প্রসন্ন ভাব ও অন্তরে গম্ভীর ভাব, অলক্ষ্যাভিপ্রায়যুক্ত তুচ্ছিগাম্ভ, তেজস্বিতাপ্রযুক্ত অনতিক্রম্য কখনও কোন অবস্থাতেই অর্থাৎ অবাস্তরাবস্থাতেও বৈষম্যরাহিত্যবশতঃ অনন্তপার, বিজিত ষড়্‌গুণ হেতু অক্ষোভ্য ও নিশ্চল ভাব ধারণ করিবেন। (২) সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে নদীসমূহের সংযোগে প্রবুদ্ধ বা গ্রীষ্মকালে তদভাবে শুষ্ক হয় না, তদ্রূপ গুরুদাসও লাভালাভে প্রহৃষ্ট বা প্রতপ্ত হইবেন না।

। অনন্তর রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, রস এই পঞ্চবিষয়ে মোহিত পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, হরিণ, ও মৎস্য এই পঞ্চ গুরুর নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। । • বহুরূপ বিষয়ে আসক্তি জীবের সর্ব্বনাশের হেতু

১১। পতঙ্গের নিকট শিক্ষা—

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যগ্নৌ তমন্যাপি পতঙ্গবৎ॥

(ভাঃ ১১।৮।১৭)

অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাহার হাব-ভাবে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের অগ্নিতে পতনের ন্যায় ঘোরতর নরকে পতিত হয়। যদিও কনককামিনীর মধ্যে কামিনীতেই উক্ত পঞ্চবিষয় সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তথাপি কনক অপেক্ষা কামিনীর প্রথম সঙ্গদোষেই (ভোগবুদ্ধিতে দর্শনেই) জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব রূপাসক্তিই সর্ব্বনাশের প্রধান হেতু জানিয়া গুরুসেবক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন।

১২। মধুকরের নিকট শিক্ষা—

মধুকর দুই প্রকার (ক) ভ্রমর, (খ) মধুমক্ষিকা

(ক) ভ্রমর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তদ্রূপ গুরুসেবক অল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন এবং কোন গৃহস্থের হিংসা না করিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণের সেবা করিবেন।

(খ) মধুমক্ষিকার নিকট শিক্ষা—গুরুদাস ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি পরাস্ত বা পরদিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় করিবেন না। যদি করেন তবে মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চিত আহার্য্য দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইবেন। কোন কোন মক্ষিকা আহরণমাত্র করে, সংগ্রহ করে না। তদ্রূপ গুরুদাসও পাণি-পাত্র দ্বারা গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিবেন এবং উদরমাত্র-গ্রাহী হইয়া মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন না।

১৩। হস্তীর নিকট শিক্ষা—

স্পর্শাসক্তিও জীবের সর্ব্বনাশের হেতু এই বিষয় হস্তীর নিকট শিক্ষা করিবে। গুরুদাস আপনার মৃদুস্বভাব কখনও কোন স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না, বা পরদ্বারাও কোন স্ত্রীকে স্পর্শ করিবেন না; যদি করেন, তবে হস্তিনীর অঙ্গ স্পর্শ নিমিত্ত হস্তীর ন্যায় গর্ত্তে পড়িয়া বিনষ্ট হইবেন, কিম্বা অন্য বলবান্ গজহস্ত-গজের ন্যায় অন্য বলবান্ পুরুষকর্ত্তৃক নিহত হইবেন।

১৪। মধুহার নিকট শিক্ষা—

যে ধন-সঞ্চয়ে দান বা ভোগ নাই তাহা পরহস্তগত হইবে এ বিষয়ে মধুহারকে অর্থাৎ মধুমক্ষিকার মধুচক্র হইতে মধুগ্রহীতাকে গুরু করিয়াছি। মধুহা যেরূপ মক্ষিকার অনুগমনে তৎকোটরাদি মধ্যে মধু আছে জানিয়া হরণ করেন, তদ্রূপ (অর্থাৎ স্থান মার্জ্জন, উপবেশন, মুহুর্মুহু ঈক্ষণাদি চিহ্নদ্বারা কোথায় ধন আছে তাহা এবং কি প্রকারে উহা সংগ্রহ করিতে পারা যায় তদুপায় যিনি জানেন) গুরুদাস মধুহার ন্যায় লুব্ধ ব্যক্তির সঞ্চিত ধন ছলে, বলে, কলে, কৌশলে সংগ্রহ করিয়া গুরুকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিবেন। গুরুদাস গৃহমেধী গৃহীদিগের ক্লেশোপার্জ্জিত বিত্ত মধুহার ন্যায় সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

১৫। হরিণের নিকট শিক্ষা—

প্রাকৃত শব্দমাধুর্য্য-আসক্তি সর্ব্বনাশের হেতু, ইহা হরিণের নিকট শিক্ষা করিবে। গুরুসেবক সাধু-মুখ-বিগলিত ভগবদ্-কীর্ত্তনব্যতীত কখনও গ্রাম্যগীতি শ্রবণ করিবেন না। যদি করেন তবে ব্যাধের সংগীতধ্বনিতে মুগ্ধ হরিণের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন। মৃগীসুত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও মায়াবিনী বারাঙ্গনাগণের গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া তাহাদের ক্রীড়া-মৃগ হইয়াছিলেন!

১৬। প্রাকৃত রস বিষয়ে আসক্তি আরও সর্ব্বনাশের হেতু এ বিষয় মৎস্যের নিকট শিক্ষা

• কাম যাহার পরম কৃষ্ণ, যাঁহা হইতে পঞ্চবিষয়ের পঞ্চ।
এরূপ প্রমাণী ন ঘবং ন হইতে যঃ দেখিতে পঞ্চবিষয়ের পঞ্চ।

(শ্রীহরিঃ)

করিলে। অসদ্‌বুদ্ধিরাক্তি অতিশয় ক্লেশকারী দুর্জ্জয় জিহ্বা;—বেগের বশবর্ত্তী হইয়া বড়িশ-বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতেরসে॥ (ভা ঃ ১১।৮।২১)

অর্থাৎ পুরুষ যেকাল পর্য্যন্ত রসনা জয় না করিয়া অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, সেকাল পর্য্যন্ত তিনি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। যিনি রসনাকে জয় করিয়াছেন তিনিই সকল ইন্দ্রিয়বিজয়ী গোস্বামি-পদ বাচ্য। কেননা, যদি আহার পরিত্যাগ করা যায় তবে অন্য ইন্দ্রিয় জয় করা যায় বটে, কিন্তু রসনেন্দ্রিয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আবার যদি আহার করা যায় তবে রসাসক্তি বশতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়, সুতরাং রসনাকে জয় করিলেই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়। এই রসনাজয়ের একমাত্র অব্যর্থ উপায়—(১) রসনাদ্বারা রসের সহিত ভগবন্নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং (২) ভগবৎ প্রসাদ সেবা-বুদ্ধিতে আস্বাদন। অতএব গুরুদাস গুরু-কৃষ্ণের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ ভবরোগের এই অপ্রাকৃত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিবেন। গীতায়ও শ্রীভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন—

"রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥" (২।৫৯)

১৭। **পিঙ্গলা বেশ্যার নিকট ত্যাগ ভোগ-রাহিত্যযুক্ত বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছি।** পূর্ব্বকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করিত। হে রাজন্, আমি তাহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। সেই বৈরিণী পথিক-কান্তকে স্বীয় রতি-গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উত্তম বেশভূষা ধারণ করিয়া সায়ংকালে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মানা থাকিত। সেই অর্থলুব্ধা কামুকী পথিমধ্যে পুরুষদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া এক এক করিয়া সকলের প্রতিই "ইনি ধনবান্, ইনিই আমাকে ধন দিবেন প্রতিক্ষণে এইরূপ চিন্তা করিত। কোন একদিন সেই সঙ্কেতোপজীবিনী বেশ্যা এইরূপ সঙ্কল্পে গমনাগমন করিতে ও স্বীয় গৃহে না আসিতে দেখিয়া মনে করিল—'অদ্য কোন ধনবান্ ব্যক্তি আসিয়া নিশ্চয়ই আমাকে বহুধন দানপূর্ব্বক ভজনা করিবেন।' এইরূপ দুরাশা বশতঃ নিদ্রাশূন্য হইয়া দ্বারে প্রবেশ ও নির্গমন করিতে করিতেই পিঙ্গলার অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত হইল। ধনাশায় শুষ্কবদনা ও দীনচিত্তা সেই পিঙ্গলার শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অনুরাগসমন্বিত আনন্দ হেতু নির্ব্বেদ আসিয়া হৃদয়ে আবির্ভূত হইল।

তৎকালে সেই নির্ব্বিণ্ণচিত্তা পিঙ্গলা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ করুন। 'হে রাজন্, বৈরাগ্যই পুরুষদিগের আশাপাশচ্ছেদনের অসি স্বরূপ। অকৃতবৈরাগ্য ভোগী ব্যক্তির আশাপাশ ছেদন করিবার অন্য উপায় নাই। পিঙ্গলা কহিল, "হায়! আমি কি বিবেকশূন্য, আমি মোহ বশতঃ অজিতাত্মা মূর্খের ন্যায় অতি তুচ্ছ ও অসৎ কাম পুরুষদিগের নিকট হইতে কামিবিত্ত কামনা করিতেছি। হায়! আমি অন্তরে রতিপ্রদ ও বিত্তপ্রদ এই নিত্য সৎপুরুষের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞের ন্যায় অকামদ, এবং দুঃখ, ভয়, শোক ও পীড়াপ্রদ অতি তুচ্ছ পুরুষগণকে ভজনা করিতেছিলাম।" "হায়! এতকাল আমি অতি কদর্য্য সাঙ্কেত্য-বৃত্তির দ্বারা আত্মাকে বৃথা পরিতাপিত করিয়াছি, আমি ক্রীতের ন্যায় লম্পট অর্থলুব্ধ ও অনুশোচ্য পুরুষগণ হইতে রতি ও বিত্তপ্রাপ্তির আশা করিতেছিলাম। হায়! হায়! বংশকাষ্ঠ সদৃশ অতি-নির্ঘৃণিত, ত্বক্, রোম, নখাদি দ্বারা আবৃত এবং নিরন্তর স্নেহ-ক্ষরিত, বিষ্ঠা-মূত্র পূরিত নবদ্বারসংযুত অতি ঘৃণিত এই কান্ত-শরীরকে আমা-ব্যতীত আর কে আদর করিয়া থাকে? (ভাঃ ১১।৮।৩৫) হায়! হায়! আমি আত্মপ্রদ অচ্যুত ভিন্ন অপর ত্রৈণ পুরুষের নিকট কাম ভোগ ইচ্ছা করিয়াছি। অহো! ধিক্ আমাকে! এই বিদেহ নগরে কেবল একা আমিই মূঢ়া ও অসতী।"

শরীরীদিগের আত্ম-স্বরূপ ও প্রিয়তম সুহৃৎ ঈশ্বরের নিকট এই দেহ-গেহ নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে জয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সহিত বিহার করিব। কাম্য বিষয় সকল, কামদাতা নরগণ এবং কালাধীন দেবতাবৃন্দ সকলই অনিত্য। ইহারা কামিনীদিগের কোন প্রিয় সাধন করিতে সমর্থ নহে, কেবল একমাত্র বিষ্ণুই ইহলোকে ও পরলোকে সকল সুখ বিধান করিতে পারেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে আমার কোন সুকৃতি ফলে ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। কারণ এক্ষণে আমার এই সুখাবহ বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেই দিন ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"হে রাজন্, প্রদোষে স্বীয় ভবনে শ্রীদত্তাত্রেয় মুনিকে যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিতে দেখিয়া পিঙ্গলা

বলিয়াছিল 'হে বিরক্তাগ্রগণ্য প্রভো, কৃপাপূর্বক অদ্য আমার ভবন পবিত্র করুন, এখানেই অবস্থানপূর্বক কিছু ভোজন করিয়া বিশ্রাম করুন,' এই বলিয়া পিঙ্গলা সেই স্থান মার্জন-লেপনাদি সংস্কার করিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান করিয়াছিল, এবং তাঁহার কৃপা বলেই এতাদৃশ বিরক্তি ও ভগবদ্রতি লাভ করিয়াছিল।" পিঙ্গলা বলিল,—"যদি আমি মন্দভাগ্যই হইতাম, তাহা হইলে যে বৈরাগ্য স্বতঃ পুরুষসকল পুত্র, কলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া পরম শান্তি আশ্রয় করে সেই সুখপ্রদ বৈরাগ্য আমার কখনই আসিয়া উপস্থিত হইত না। শ্রীগুরুদেব প্রদত্ত এই নির্বেদ আশীর্বাদ আমি মস্তকে গ্রহণ করিয়া গ্রাম্য-ক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলাম; আমি যথালাভে জীবিকা নির্বাহপূর্বক পরম শ্রদ্ধা সহকারে প্রসন্ন মনে সেই আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত বিহার করিব। আমি ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছি, ইহার কারণ, সংসারকূপে পতিত, বিষয়-মোহে অন্ধ এবং কালসর্পকর্তৃক আক্রান্ত এই আত্মাকে উদ্ধার করিতে তিনি ভিন্ন আর কে সমর্থ? জীব যখন এ জগতকে কালসর্পগ্রস্তরূপে দর্শন করে তখনই অপ্রমত্ত হইয়া নিখিল বিষয় ভোগ হইতে বিরক্ত হয় এবং গুরু-কৃষ্ণের আনুগত্যে ভজন-প্রভাবে আত্মার উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হন।" ব্রাহ্মণ কহিলেন,—পিঙ্গলা এইরূপ বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্বক কান্ত-তৃষ্ণা-জনিত দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকান্তৈক-নিষ্ঠারূপ পরম শান্তি লাভ করিয়াছিল। হে ব্রাহ্মণ,

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা॥

(ভাঃ ১১।৮।৪৪)

অতএব একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোথাও শান্তি নাই, ইহা নিশ্চয়পূর্বক গুরুদাস মুক্ত-বৈরাগ্য সহকারে ভগবদ্ভজন করিবেন।

১৮। কুররপক্ষীর নিকট শিক্ষা—

নিরামিষ বলবান্ অন্য পক্ষী যখন আমিষ দুর্বল কুররপক্ষীকে বধ করিয়া তাহার সেই আমিষ গ্রহণ করিতে উদ্যত হয় তখন সে যেমন সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়, তদ্রূপ মনুষ্যদিগের যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয়, সেই সেই বস্তুর প্রতি আসক্তিই তাহাদের দুঃখের কারণ জানিয়া অকিঞ্চন (তাকুপরিগ্রহ) গুরুদাস অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

১৯। বালকের নিকট শিক্ষা—

বালকের যেরূপ মান-অপমান বোধ নাই অথবা গৃহবান্ ও পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় কোন চিন্তা নাই, গুরুদাসও তদ্রূপ আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া ইহলোকে বালকের ন্যায় বিচরণ করিবেন। অক্ষ অদ্বার্তক এবং জ্ঞানীগণ পরমহংস উভয়ই নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দমগ্ন।

২০। কুমারীর নিকট শিক্ষা—

(১) বহুলোকের একত্রে বাস যেরূপ কলহের কারণ, দুই ব্যক্তির একত্র বাসও তদ্রূপ প্রবন্ধের কারণ। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি কুমারীর শঙ্খের ন্যায় সর্বদা একাকীই বাস করিবেন। (২) পরম পতিব্রতা রাজকুমারী যেরূপ পতির অভিসার করিতে তৎকালে নিদ্রার্থ কঙ্কণসমূহ পরিধান করেন তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণভক্তা ভক্তিদেবীও মধুর হইতেও সুমধুর তাহা হইতে অতি মধুর নাম-কীর্তন ধ্বনি-শ্রবণার্থ স্বাশ্রিত বৈষ্ণবগণকে পরস্পর সঙ্গীবরূপে গ্রহণ করেন, জ্ঞানযোগে স্বাশ্রিত মুনিগণের ন্যায় নিঃসঙ্গ করেন না।

২১। শরকারের নিকট শিক্ষা—

(১) গুরুদাস শরকারের ন্যায় জিতশ্বাস ও জিতাসন হইয়া অবক্রিত চিত্তে বৈরাগ্য অভ্যাসযোগদ্বারা মনকে ভগবানের পাদপদ্মে ধারণ করতঃ চিত্তৈকাগ্র্য শিক্ষা করিবেন। (২) শর-নির্মাতা যেরূপ শরমূলকরণে দত্তচিত্ত হইয়া পার্শ্বে ভেরীদুরী সহকারে গমনশীল নৃপতির উপলব্ধি করিতে পারে না, তদ্রূপ গুরুদাসও বহিঃপ্রজাশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে অন্তরে বাহিরে ভগবৎপ্রসন্না করিবেন।

২২। সর্পের নিকট শিক্ষা—

গুরুসেবক সর্পের ন্যায় প্রমাদশূন্য, একান্তবাসী, আচার দ্বারা অনক্ষ্যমাণ স্বরূপে (সবিষ কি নির্বিষ) অনহংবাদী ও মিতভাষী হইয়া পরকৃত গৃহে বাস করিয়া সুখী হইবেন।

২৩। ঊর্ণনাভের নিকট শিক্ষা—

ঊর্ণনাভ যেমন হৃদয় হইতে ঊর্ণা বিস্তার করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করে উহা পরে পুনর্বার গ্রাস করে তদ্রূপ মহৎ স্রষ্টাগণ সর্বভূতাত্মস্বামী আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহা-বিষ্ণু স্বীয়-মায়ার দ্বারা সৃষ্ট এ জগতকে কল্পান্তে কালশক্তি-দ্বারা সংহার করিয়া পুনর্বার এক ও অদ্বিতীয় অর্থাৎ

সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত অদ্বিতীয়, আত্মবীর এবং অখিলাশ্রয় অর্থাৎ নিখিল শক্তিসমূহের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি প্রধান পুরুষেশ্বর অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীবের নিয়ন্তা, পরাবরেশ অর্থাৎ স্থাবর অবতারগণ এবং বিভিন্নাংশ জীবগণের একমাত্র আশ্রয়—তিনি গুণসাম্যপ্রধান ও তদুপাধি পুরুষেরও ঈশ্বর—তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণকর্ত্তৃক কৈবল্যসংজ্ঞিত, নির্ব্বিষয়, স্বপ্রকাশ ও পরমানন্দস্বরূপ, এবং নিরুপাধিক। তিনি সৃষ্টিকালে মহাপুরুষ হইতে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধ স্বরূপ-প্রভাবে ত্রিগুণাত্মিকা স্বীয় মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া ক্রিয়াশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্বকে প্রথমতঃ সৃষ্টি করেন। অতএব ত্রিগুণাত্মিকা বিশ্বভোমুখা বিশ্ব সৃষ্টিকারিণী সেই মায়াকেই সূত্রাত্মা কহে, যাহাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে এবং যদ্দ্বারা জীবের সংসার গতি প্রাপ্ত হয়।

২৪। পেশস্কৃৎ অর্থাৎ কুমারিকা কীটের নিকট শিক্ষা—

কোন কোন কীট যেরূপ পেশস্কৃৎ (অন্য বলবান্ কীট) কর্ত্তৃক ধৃত ও কুড্যা মধ্যে প্রবেশিত হইয়া ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, [তদ্রূপ দেহী ব্যক্তি স্নেহবশতই হউক বা দ্বেষ বশতঃ হউক আর ভয় নিমিত্ত হউক একান্ত মনে সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির সহিত ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ হইলে তৎসারূপ্য লাভ করে ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

২৫। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—'হে ব্রাহ্মন্, বিরক্তি ও বিবেকের হেতু এই মনুষ্য শরীরও আমার গুরু হয়েন। (১) বিরক্তির হেতু এই শরীর উৎপত্তি ও বিনাশশীল, এবং নিরন্তর উত্তরোত্তর দুঃখ বিশিষ্ট। (২) বিবেকের হেতু—যদিও এই দেহস্থিত চক্ষু, কর্ণ, রসনাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রাপক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় ভক্তিযোগ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হই,—তথাপি ইহাকে শৃগাল, কুক্কুরাদির ভক্ষ্য বলিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক অনাসক্তভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি।

অপর যেমন কোন রসিক ভক্ত গর্দ্দভের আস্বাদ্য হইলেও গুড় রসে নিবিষ্ট থাকিয়া তদ্রসে আসক্ত ও অনুরাগী হন, তদ্রূপ এই ভিক্ষান্ন সূকরাদি সর্ব্ব রস আস্বাদ্য হইলেও তত্তৎ রসে অনুরক্ত হয় না, কিন্তু তাদৃশ রস সম্পর্কে অরুণ বর্ণ ধারণ করে, এতাদৃশ সর্ব্বোপকারী গুরু হইলেও গুরুদাসের কুলপাংশুবাদী অর্থাৎ স্বীয় দেহে 'আমি আমার' বুদ্ধি করা উচিত নহে।

একদিকে জিহ্বা এই শরীরকে রসের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে তৃষ্ণা ইহাকে জলের প্রতি টানিতেছে, কোন দিকে শিশ্ন, কোন দিকে ত্বক্, কোন দিকে উদর, কোন দিকে কর্ণ, কোন দিকে ঘ্রাণ, কোন দিকে চপল চক্ষু ও কোন কোন দিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল, এক গৃহপতিকে বহু সপত্নীর ন্যায় আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। (ভাঃ ১১।৯।২৭ ও ৭।১৪।৩০) অতএব—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু

সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥— (ভাঃ ১১।৯।২৯)

ধীর ব্যক্তি বহু জন্মের পর অনিত্য অথচ পরমপ্রাপ্য, এই দুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যাহাতে পুনর্ব্বার পশু-যোনিতে পতিত হইতে না হয়, ও যে পর্য্যন্ত মৃত্যু উপস্থিত না হয় সে পর্য্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরমকল্যাণ লাভের জন্য প্রযত্ন করিবেন। কেননা পশ্বাদি যোনিতে ও বিষয় ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।"—এই বলিয়া সেই অবধূত ব্রাহ্মণ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ধারণায় ভ্রান্তি

"নদীয়া নাগরীভাব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক—"নদীয়া নাগরীভাব ভক্তিমার্গের পরমোচ্চ-ভাব, উহা হৃদয়ঙ্গম করা অপরিমার্জ্জিত হৃদয়ের কার্য্য নহে; অসুরপ্রকৃতিগণ উহা বুঝিতে সমর্থ হয় না" প্রভৃতি শিষ্টাচার বিরোধি বাক্য বলিয়া কুযুক্তির পথ অবলম্বন করিয়াছেন। বাউল সহজিয়াগণও বলিয়া থাকেন যে প্রকৃতিভজন বা লাম্পট্য ভক্তিমার্গের পরমোচ্চভাব, উহা বেদগুহ্য, অপরিমার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যপ্রধান-হৃদয় তাঁহাদের

ঐসকল মধুরভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, রায় রামানন্দ, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের সহজিয়া মতে পূর্ণ অভিমত ছিল, কেবল তাঁহাদের অনুগ-পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণ মহাজনগণের মত গ্রহণ করিতেছেন না। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের নদীয়া-নাগরীভাবে পূর্ণ অভিমত ছিল, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে কাহারও নদীয়ানাগরীভাবে অভিমত নাই'—এইরূপ যুক্তি কি বাউলসহজিয়াগণের অবলম্বিত যুক্তির ন্যায় নহে? বাউল সহজিয়াগণ শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি গৌড়ভক্তি সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ হইতে বহুপদ উদ্ধার করিয়া, উহার কদর্থ প্রচারদ্বারা শ্রীচরিতামৃতকারকে 'সহজিয়া' বলিয়া স্থাপন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন! স্থাপনকারিগণ এইরূপ চেষ্টাকে 'তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র' মনে করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা অপ্রাকৃত মহাজনের চরণ স্পর্শ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া উহা তাঁহাদের দুর্বুদ্ধির ফলস্বরূপ তাঁহাদিগের বিপৎ-পাতের জন্যই তাঁহাদিগের গতি লাভ্যাত্মক হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গৌরনাগরী মতবাদ-স্থাপন-প্রয়াসিগণের পূর্ব্বাপর বাক্যের কোনই সঙ্গতি নাই, তাঁহা-দিগের অধস্তনবাদ প্রদর্শন-গৌড়ীয়ের শব্দবৃত্তির নিকট বিক্ষিপ্ত বিখণ্ডিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা এখন দিশাহারা হইয়া কতরকম এলোমেলো কথা বলিতেছেন! গৌরনাগরী তাঁহাদের মুখপত্রের ১৩৩৩ সনের চৈত্রমাসের সংখ্যার ৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিলেন,—"শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় নদীয়ানাগরীভাবের **বিরোধী** ছিলেন, তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য-বর্গও বিরোধী হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।" কিন্তু আবার তাঁহাদের সেই গৌরনাগরীবাদ প্রচারকারী পত্রের ১৩৩৪ শ্রাবণ মাসের সংখ্যার ২৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিলেন,—"নদীয়ানাগরীভাবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের **পূর্ণ অভিমত** ছিল।" একই পত্রে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি দ্বারা—কি গৌরনাগরী মতবাদ-স্থাপন প্রয়াসিগণের যুক্তির অসারতা ও উক্তির নিরর্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে না? পাঠকগণ প্রতিপক্ষের বাক্যের এইরূপ অসঙ্গতি হইতেই মতবাদ স্থাপনকারিগণের অবস্থাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

নদীয়ানাগরী-ভাব যদি ভক্তিমার্গের পরমোচ্চভাব হইবে, তাহা হইলে সেই পরমোচ্চভাব ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানিতেন না, শ্রীরূপগোস্বামী জানিতেন না, ষড়্‌গোস্বামীর কেহই জানিতেন না, কবিরাজ গোস্বামী বিন্দুমাত্রও জানিতেন না; প্রস্তাবলেখকের যুক্তি অনুসারে তাঁহাদিগের সকলেরই অপরিমার্জ্জিত হৃদয় ছিল! আর ভক্তির সেই পরমোচ্চভাবের একমাত্র অধিকারী বর্ত্তমান নবমত-স্থাপন-কারী মনোধর্ম্মী গৌড় ভোগী লৌকিক-সম্প্রদায়! মনোধর্ম্মী গৌরভোগিগণের চিত্ত সুমার্জ্জিত, আর শ্রীরূপ শ্রীরূপানুগ আত্মধর্ম্মিগণের চিত্ত অপরিমার্জ্জিত! 'নদীয়ানাগরীভাব ভক্তিমার্গের পরমোচ্চভাব'—এইরূপ যুক্তি, কৃষ্ণ হইতে রাধাকে পরমোচ্চ-সোপানে স্থান দিবার যুক্তির ন্যায় অপরাধময়ী।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন,—শ্রীব্যাসদেব যখন শ্রীমদ্ভাগ-বতে অদ্বৈতপর বহুবিরোধ গ্রথিত করিয়াছেন, তখন শ্রীব্যাসদেব নিশ্চয়ই নির্ব্বিশেষবাদী ছিলেন; শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে যখন কৃষ্ণকে অপেরূপে বর্ণন করা হইয়াছে, তখন কৃষ্ণ পূর্ণতত্ত্ব নহেন, শ্রীমদ্ভাগবতে যখন শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ, বংশধ্বংস প্রভৃতি হইবার কথা বর্ণিত আছে, মহাভারত ও ও হরিবংশে যখন মথিতাচরণ, কেশাবতার প্রভৃতি কথা বর্ণিত আছে, তখন নিশ্চয়ই শ্রীব্যাসদেবের তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পূর্ণ অভিমত ছিল। নির্ব্বিশেষবাদিগণ আরও বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু 'ভক্তৈকরক্ষক জগদ্‌গুরু' শ্রীস্বরূপগোস্বামীকে 'আচার্য্য' বলিয়া যতই সম্মান প্রদর্শন করুন না কেন, তিনি 'মায়াবাদী-অপরাধী' ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ১৩৩২ সনের ভাদ্রমাসের 'ভারতবর্ষের ৪০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন,—"শ্রীজীবগোস্বামী অদ্বয়জ্ঞান-উপাসনাও স্বীকার করিয়াছেন।" 'নদীয়ানাগরীভাব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' প্রস্তাব লেখকের সজ্জনতোষণী ৮ম খণ্ড ৮ম সংখ্যাধৃত 'শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বান্ধবঠাকুরের পদাবলী' শীর্ষক সন্দর্ভ হইতে ঠাকুর-ভক্তিবিনোদকে গৌরনাগরীমতবাদের সমর্থনকারী বলিয়া স্থাপন-প্রয়াস উপরিউক্ত যুক্তিসমূহ হইতেও অত্যন্ত দুর্বল, হেয়, অযৌক্তিক ও অপরাধ-পরা-কাষ্ঠাময়। সাক্ষাদ্‌ভাবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কোনপ্রকার বাক্য না পাইয়া এখন কোনপ্রকারে টানাটানি করিয়া অপরের উচ্ছিষ্ট-পাদ হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে গৌর-নাগরী মতের সমর্থন কারীরূপে স্থাপন করিবার প্রয়াস মতবাদিগণের পক্ষের দুর্ব্বলতাই প্রমাণিত করিতেছে।

আর যদি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের নদীয়া-নাগরীভাবে পূর্ণ অভিনতই থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহার সেই অভিনতটী কি তিনি তাঁহার বিপুলগ্রন্থাবলী বা লেখনীর কোথাও সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

ন্যায় বলেন,—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ—ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রমাণের সবলতা ও পরপর প্রমাণের দুর্ব্বলতা জানিতে হইবে। শ্রীল জীবগোস্বামী শব্দ সম্বন্ধে শ্রুতির অর্থ "সাক্ষাদ্ উপদেশ"—এরূপ করিয়াছেন। যেখানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বীয় লেখনীর মধ্যে কোন স্থানে গৌরনাগরী মতবাদের কোন কথা নাই, অধিকন্তু তাঁহার সাক্ষাদ্ উপদেশ বা শ্রুতি মধ্যে স্পষ্টভাবে এইরূপ কথা উক্ত হইয়াছে,—"নিত্যসিদ্ধ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটী পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া **তাঁহাকে নবদ্বীপে নাগর মনে করিয়া ব্রজ-ভজন পরিত্যাগ করিও না**" (সঃ তোঃ ৯ম খণ্ড ১০ম সংখ্যা ৩৫০ পৃঃ)। তখন কি প্রস্তাবলেখকের নবীন ন্যায়ানুসারে সাক্ষাদ্ উপদেশ বা শ্রুতি পরিত্যাগ করিয়া অপরের উদ্ধৃত অবকাশযুক্ত বাক্যকে অধিকতর 'সবল প্রমাণ' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? 'ঢুকুচু' ন্যায় অবলম্বন করিয়া যদি আমরা প্রস্তাব লেখকের বাক্যও স্বীকার করি যে, শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপরের অবকাশযুক্ত গৌরনাগরী মতবাদ সমর্থক-বাক্য বঙ্গসম্পাদিত পত্রিকা মধ্যে স্থান প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলেও ঐরূপ অবকাশযুক্ত পরোক্ষ বাক্য তাঁহার সেই সজ্জনতোষণী পত্রিকার পরবর্ত্তী কালে বহু নিরবকাশ শ্রুতিদ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। 'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দের পদাবলী' শীর্ষক নিরবকাশ বাক্যকে পূর্ব্বপক্ষরূপে স্থাপন করিয়া তিনি তাঁহার পরবর্ত্তিনী সাক্ষাদুপদেশরূপা নিরবকাশশ্রুতি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। যে সজ্জনতোষণী পত্রিকার ৮ম খণ্ড ৮ম সংখ্যার কুতার্কিক, কদর্থকারিগণের বিচারে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরোক্ষভাবে গৌরনাগরী মতবাদ সমর্থন করিয়াছেন, সেই সজ্জনতোষণী পত্রিকারই ৯ম খণ্ড ১১শ সংখ্যায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাক্ষাদুপদেশদ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে স্থাপিত সেই গৌরনাগরী মতবাদটী উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত বাক্যরূপ নিরবকাশা শ্রুতিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। ন্যায়ও বলেন,—"পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্" শ্রীমদ্ভাগবতে আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাবিরোধী বাক্যগুলি যেরূপ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই সাক্ষাদুপদেশরূপা নিরবকাশা শ্রুতিদ্বারা উপবর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ মতবাদিগণের দৃষ্টিতে সজ্জন-তোষণী-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দের পদাবলীতে যে গৌরনাগরী মতবাদ দৃষ্ট হয়, তাহাও "নবদ্বীপ নাগর মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না" ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সাক্ষাদুপদেশদ্বারা উপবর্ণিত হইয়াছে।

(২) আর শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দের পদাবলী হইতেই বা গৌরনাগরীবাদ কোথায় পাওয়া যায়? টানিয়া টুনিয়া আর ঘরিয়া কোন প্রকারে পদগুলিকে গৌরনাগরী মতে স্থাপন করিতে পারিলেই কি গৌরনাগরী নবমতবাদ শুদ্ধ মহাজনগণের অনুমোদিত বলিয়া প্রমাণিত হইবে? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, দরবেশের মত গৌর-নাগরী মত হইতে আরও অতি সহজে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইত। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দ ঠাকুরের পদাবলী শীর্ষক সন্দর্ভ মধ্যে শ্রীগৌরহরির ভুবন-মোহনরূপের বিষয়ই কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত রূপলাবণ্য কোটি-কন্দর্পবিজয়ী, তাহা স্থাবর জঙ্গমের আকর্ষক, তাহা কি নর, কি নারী, কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—সকলেরই চিত্তবৃত্তি হরণ করে,—এই কথা হইতেই যে গৌরহরিকে 'পারকীয় নাগর' সাজাইয়া তাঁহার সহিত পাতিব্রত্যের লম্পটের স্রোত প্রবাহিত করিতে হইবে এরূপ যুক্তি, কোথা হইতে পাওয়া যায়? দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ নবদুর্ব্বাদলশ্যামকান্তি শ্রীরামচন্দ্রের রূপদর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন বলিয়া কি দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ 'নাগরী' সাজিয়া রামচন্দ্রের সহিত পাতিব্রত্যে রত হইয়াছিলেন প্রমাণিত হয়? বনবাসকালে রামচন্দ্রের রূপে আকৃষ্ট হইয়া হরিণীগণ রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইত, বনপথে বৃন্দাবন গমন কালে গৌরহরির রূপে আকৃষ্ট হইয়া বন্যপশুপক্ষীও গৌরসুন্দরের অনুগমন করিয়াছিল, তাহাতে কি আসে যায়? ভগবানের ভুবনমোহন রূপ-লাবণ্যে দেবোন্মুখ ভাব আকৃষ্ট হইলেই যে তাঁহাকে গৌরিণ নাগরী হইতে হইবে, এইরূপ যুক্তি কি ভগবান্‌কে ভোগ করিবার যুক্তি অবৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে?

"শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দের পদাবলী" 'হেডিংটী' সম্পাদকের প্রদত্ত' ইহা প্রস্তাব-লেখক কিরূপে অনুমান করিলেন? প্রবন্ধ-প্রেরক বা লেখক মাত্রেই তাঁহার প্রবন্ধের 'হেডিং' দিয়া

দেন ; এই সকল নামাভাস কথাও কি আমার পত্রিকায় লিখিয়া জানাইতে হইবে ?

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখনও তাঁহার বাক্য পূর্ব্ব সাধু মহাজন বা শাস্ত্রবাক্যের সহিত ভিন্ন হইতে পারে না। যখন পূর্ব্বাচার্য্য ষড়্‌গোস্বামী, চৈতন্য-লীলা লেখক কবিরাজ গোস্বামী, ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি কোন মহাজনই গৌর-নাগরী মতবাদ স্বীকার করেন নাই, তখন গৌরনাগরীর ভোগদুষ্ট দৃষ্টিতে যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে গৌরনাগরী-বাদের সমর্থনকারী বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহা তাহাদের অপরাধ-ময়ী বুদ্ধির দোষ মাত্র। আমরা কিন্তু সাধু শাস্ত্রের সহিত গুরুবর্গ শ্রীবিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাক্যের সঙ্গতি না হইলে ঐরূপ বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে আমাদের ভ্রম হইয়াছে জানিয়া তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অর্থাৎ সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্যকে ঐক্যতানিকরূপে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব ; ইহারই নাম যথার্থ গুর্ব্বানুগতা, আর এতদ্ব্যতীত অপর চেষ্টা গুর্ব্বপরাধ, উহা করিব না মাত্র।

যে মতবাদে গোস্বামিগণের অনুমোদন নাই, পরবর্ত্তী-কালের শ্রীচৈতন্যলীলা-লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন বা কবিরাজ গোস্বামীর অনুমোদন নাই, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীলচক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই যখন তাঁহাদের লেখনী বা প্রচারের মধ্যে 'নদীয়ানাগর' কথাটী উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন ঐরূপ শাস্ত্রবিরোধী মতবাদে কোন শুদ্ধভক্তের প্রয়োজন নাই জানিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐরূপ প্রসঙ্গে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ—"বৈষ্ণব চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র।

সেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতি বিনোদ,- না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন করি॥"

অতএব যে মত গোস্বামিগণের জানা নাই, যাহা তাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই, সেইরূপ মতবাদকে 'মহান্ উচ্চর্ষভাব' এবং 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজনানুগত রাগমার্গের ভজন পন্থা' বলা সাধুশাস্ত্র গুরুবিরোধ মাত্র। ঐরূপ গুর্ব্বপরাধদুষ্ট গৌর-ভোগবাদ পৌড়ীয়কতা, আউল, বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি মতবাদেরই বৈষ্ণব-বিলাস-বৈচিত্র্য।

অতএব আমরা আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের বিচার ও আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিমুনির বিচার অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের ভাষায় বলিতেছি,—"মহাদণ্ডপ্রহারাণো কিং মুহ্যন্তাপশতেন তে" (শ্রীমদ্ভক্তাচার্য্য) "বাক্যানাং দুর্ব্বলবিষ্ণেব বিচারণীয়ম্। নহু বহুলতা। দৃশ্যতে চ লোকে একেনাপি যুদ্ধে সহস্রপরাজয় ইতি।"—মহাদৌহ-দণ্ডরূপ নিরবকাশপ্রতি প্রমাণের নিকট শত শত যুদ্ধাভাতুল্য প্রলপের কোন মূল্য নাই। বাক্য সকলের দুর্ব্বলতা ও বলবত্তাই বিচার্য্য, বহুতা কিম্বা অল্পতা বিচার-যোগ্য নহে। ইহলোকেও যেমন দেখা যায়, পরাক্রমশালী-একব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র ব্যক্তিকেও পরাভূত করে, তদ্রূপ চৈতন্যলীলা-লেখকবর ঠাকুর বৃন্দাবনের—

"স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহা মহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥"

এবং কৃপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সাক্ষাৎবাক্য—"নিমানন্দকে নবদ্বীপ নাগর মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না।" মহাবীর সম্রাটের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক গৌর-নাগরীগণের সাবতীয় দুর্ব্বল প্রকল্পরাশিকে পরাভূত করিতেছে।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ কেহ গৌর-নাগরী ছিলেন না, সুতরাং কৃপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গৌরনাগরীবাদের সমর্থক হইতে পারেন না ; তবে কালের কুটিলাগতিতে পূর্ব্বিমাকে 'অমাবস্যা' বলিবার প্রয়াস দেখাইতে পারে ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জনাসক্তং বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধে যথাযোগ্য বিষয়ভোগ।
কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত বৈরাগ্য তাহারে কহে॥

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
বিষয় বলিয়া ত্যাগ হয় ভুল।
কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত বৈরাগ্য তাহারে কহে॥

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪, ২২শে অক্টোবর | ১০ম সংখ্যা।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত নবম সংখ্যার পর]

চিদ্‌বিষয়ে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত—চিৎ বা আত্মা দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণ প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ, স্বপ্রকাশ, আনন্দ-স্বরূপ, নিত্য, অণু, ঘটপটাদিগ্রাহি-চক্ষুর অগ্রাহ্য। ছেদ-ভেদাদির অযোগ্য প্রাকৃত অবয়ব-রহিত, নির্ব্বিকার, জ্ঞানাশ্রয়, পরমেশ্বরের নিয়াম্য, ভগবৎসঙ্কল্পাপেক্ষ-সত্তাক, 'শেষ' অর্থাৎ ঈশ্বর-ভোগ্য। আত্মা—(১) **বদ্ধ** অর্থাৎ সংসারী, (২) **মুক্ত** অর্থাৎ নিবৃত্তসংসার বা বদ্ধমুক্ত এবং (৩) **নিত্য** অর্থাৎ গরুড়াদি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ আত্মা প্রত্যেকেই অনন্ত। জীবাত্মার স্বরূপে প্রকৃতি-পরিণামবিশেষরূপ দেব-মনুষ্যাদি নানাবিধ ভেদ নাই। জীবাত্মা—চিদানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার কর্ম্মফলে দেব-মনুষ্যাদি-ভেদ বিদ্যমান হইলে তাঁহাতে যে স্বরূপ-ভেদ বর্ত্তমান থাকে, তাহা বাক্যের অগোচর; কিন্তু উহা জীবাত্মার স্বসংবেদ্য। মুক্তাবস্থায় সকল আত্মাই সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট। যথা বেদার্থসংগ্রহে "জীবাত্মনঃ স্বরূপং দেব-মনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণামবিশেষরূপনানাবিধভেদরহিতং জ্ঞানা-নন্দৈকগুণং তত্তৎতত্ত্ব-কর্ম্মকৃত দেবাদিভেদে বিদ্যমানং স্বরূপ-ভেদো বাচামগোচরঃ স্বসংবেদ্যঃ জ্ঞানস্বরূপমিত্যেতাবদেব নির্দ্দেশ্যম্। তচ্চ সর্ব্বেষামাত্মনাং সমানম্।"

শ্রীরামানুজমতে জীবের অণুত্ব এবং জীব ও ঈশ্বরের অংশ-অংশিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যথা শ্রীভাষ্যে সাক্ষাদনুভব এব শ্রুতে—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" (মুণ্ড ৩।১।৯) ইতি। উক্তঞ্চ মানম্ উন্মানম্, অণুমপ্যংশং বস্তুনস্তন্মানত্বং জীবস্য শ্রুতেঃ "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" (শ্বেতাশ্ব• ৫।৯) ইতি, আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" (শ্বেতাশ্ব• ৫।৮। ইতি চ। অতোঽণুরেবাত্মা॥" (২।৩।২৩) প্রকাশাশ্রয়বৎ জীবঃ পরমাত্মনোঽংশঃ, যথা অগ্ন্যাদি-ভাগেরগ্ন্যাত্মকোভাগঃ প্রকাশোঽংশো ভবতি, যথা গবাশ্ব-শুষ্কতৃণাদীনাং গোঽশ্বাদিবিশিষ্টানাং বস্তূনাং গোত্বাদীনি বিশেষণান্যংশাঃ, যথা বা দেহিনো দেবমনুষ্যাদিদেহোঽংশঃ, তদ্বৎ। একদ্বস্তুকদেশত্বং হ্যংশত্বম্, বিশিষ্টস্যৈকস্য বস্তুনো বিশেষণমংশ এব। তথাচ বিবেচকাঃ বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাং-শোঽয়ম্, বিশেষ্যাংশোঽয়মিতি ব্যপদিশন্তি। বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বেঽপি স্বভাবভেদঃ দৃশ্যতে; এবং জীবপরয়োর্বিশেষণবিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বম্, স্বভাবভেদস্তোপ-পদ্যতে। তদিদমুচ্যতে—"নৈবং পরঃ" ইতি। যথাভূতো জীবঃ, ন তথাভূতঃ পরঃ; যস্যৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান অন্যথাভূতঃ, তথা প্রভাবানীয়াং স্বাংশভূতীনাং অংশী পরোঽপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ। এবং জীবপরয়োর্বিশেষণ-

বিশেষ্যস্বরূপতঃ স্বভাব-বৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য তেনৈর্নির্দেশাঃ প্রবর্ত্তন্তে; অভেদনির্দ্দেশাস্তু পৃথক্‌সিদ্ধানর্হবিশেষণানাং বিশেষ্যস্বরূপাংশত্বমাশ্রিত্য মুখ্যবৃত্ত্যোপপদ্যন্তে।" (২।৩।৪৪)

"প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া যজ্ঞদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই এই অণুআত্মাকে (জীবাত্মাকে) চিন্তদ্বারা জানিতে হইবে।" এস্থানে সাক্ষাদ্‌ভাবেই জীবসম্বন্ধে 'অণু'শব্দ ন্যস্ত হইতেছে। 'উন্মান' অর্থে উদ্ধৃত করিয়া পরিমাণ করা; অণুসদৃশ বস্তুর তুলনায় জীবের তদনুরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা বুঝাইয়া থাকে। শ্রুতি যথা,—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, সেই শত ভাগের এক ভাগের সমান জীবকে জানিতে হইবে। আত্মা মহান্ হইলেও আরাগ্র (চর্ম্মভেদক সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রবিশেষ) অগ্রভাগের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত। অতএব জীবাত্মা যে অণু, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। প্রকাশ বা প্রভাদির ন্যায় জীব পরমাত্মার অংশ। প্রভা-রূপ প্রকাশধর্ম্ম যেরূপ অগ্নি, আদিত্য প্রভৃতির অংশ, বিশেষণ গো-ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট গো, অশ্ব যেরূপ শুক্ল-কৃষ্ণাদি বস্তুর অংশ কিম্বা দেহ যেমন দেবী অর্থাৎ দেহ-মানবাদির অংশ, ইহাও তদ্রূপ। এক বস্তুর একটী দেশে অবস্থানই অংশত্ব। কোনও একটী বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত বস্তুর যে বিশেষণ, তাহাই তাহার অংশ। বিশেষকগণও বিশিষ্ট (বিশেষণযুক্ত) বস্তুতে 'এই অংশটী বিশেষণ আর এই অংশটী বিশেষ্য'—এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 'বিশেষণ' ও 'বিশেষ্য' উভয়ের মধ্যে অংশাংশি-ভাব থাকিলেও তাহাদের স্বভাব-বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার জীব ও পরমাত্মার এই উভয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব থাকিলেও অংশাংশিভাব ও স্বভাব-বৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইতেছে। এই জন্যই উক্ত হইয়া থাকে, 'জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেই প্রকার নহেন'। প্রভা হইতে প্রভাবান্ বস্তু যেরূপ অন্যথাভূত, সেইরূপ প্রভাবানীয় অংশভূত জীব হইতে অংশী পরমাত্মাও অন্যথাভূত। এইরূপে জীব ও পরমাত্মা এই উভয়ের মধ্যে উক্ত বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবরূপ স্বভাব-বৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই সমস্ত ভেদ-নির্দ্দেশ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর যে অভেদ-নির্দ্দেশ, তাহাও পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতির অযোগ্য বিশেষণ সমূহের বিশেষ্যপর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়াই মুখ্যরূপে উপপন্ন হয়।

অচিৎ বিষয়ে রামানুজীয় সিদ্ধান্ত—অচিৎ জ্ঞানশূন্য ও বিকারযোগ্য। (১) **শুদ্ধসত্ত্ব** (২), **মিশ্রসত্ত্ব** ও (৩) **সত্ত্বশূন্য**ভেদে অচিৎ ত্রিবিধ (১)। প্রথম অমিশ্র-কেবল সত্ত্ব, নিত্য, জ্ঞানানন্দজনক, কর্ম্মব্যতীত কেবলমাত্র ভগবানের ইচ্ছা-প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত বিমান-গোপুর-মণ্ডপ-প্রাসাদাদিরূপে পরিণত, নিরবধিক তেজোরূপ, নিত্যমুক্তগণের দ্বারা ও পরিচ্ছেদের অযোগ্য, অপ্রাকৃত বস্তুই শুদ্ধসত্ত্ব-অচিৎ। শুদ্ধসত্ত্ব-অচিৎকে কেহ কেহ 'জড়' বলেন, কেহ কেহ 'অজড়' ও বলিয়া থাকেন। 'অজড়' বলিবার কারণ—উহা স্বপ্রকাশ ও সংসারি-লোকের ইন্দ্রিয়ের নিকট অপ্রকাশিত। (২) মিশ্রসত্ত্ব অচিৎ—সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক, উহা বদ্ধ-চেতন সমূহের জ্ঞানানন্দাদির তিরোধায়ক ও বিপরীত-জ্ঞানজনক। (৩) 'সত্ত্বশূন্য অচিতের অপর নাম 'কাল', প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুনিচয়ের পরিণাম-হেতু, কাল-কাষ্ঠাদি-রূপে পরিণত, নিত্য, ঈশ্বরের ক্রীড়াপরিকর ও শরীরভূত। শুদ্ধসত্ত্ব-অচিৎ ও মিশ্রসত্ত্ব-অচিৎ পদার্থদ্বয় ঈশ্বর ও আত্মার (জীবাত্মার) ভোগ্য (বিষয়), ভোগোপকরণ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) ও ভোগস্থান (চতুর্দ্দশ ভুবনাদি) হইয়া থাকে।

ঈশ্বর-বিষয়ে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত—চিদ্-চিদাত্মক জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ ও সংসার-নিবর্ত্তনের একমাত্র হেতুভূত, সমস্ত হেয়তা-শূন্য অনন্তকল্যাণাস্পদ বা অশেষ উপাদেয়তাযুক্ত, স্বেতর সমস্ত বস্তু বিলক্ষণস্বরূপ অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ বিশেষণ হইতে স্বরূপ বা বিশেষ্যাংশে যিনি বিলক্ষণ, অসঙ্খ্যেয়-অতিশয়িত-অনন্তকল্যাণগুণ-গ্রামবিশিষ্ট, যিনি সর্ব্বাত্মা, পরব্রহ্ম, পরজ্যোতিঃ, পরতত্ত্ব, পরমাত্মা, সদাদি-শব্দভেদদ্বারা নিখিল-বেদান্তৈকপ্রতিপাদ্য, সেই পুরুষোত্তম নারায়ণই অস্তর্য্যামি-স্বরূপ। হেয়তা-বিরোধী অনন্ত জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ জ্ঞানশক্ত্যাদি-কল্যাণগুণবিভূষিত, আর্ত্ত-জিজ্ঞাসু-অর্থার্থী-জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ পুরুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল, চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ, বিলক্ষণবিগ্রহযুক্ত, শ্রী-ভূ-লীলানায়ক শ্রীনারায়ণই—ঈশ্বর। যথা,—শ্রীরামানুজকৃত বেদার্থ-সংগ্রহে—"এবংবিধ চিদচিদাত্মক প্রপঞ্চোদ্ভববস্থিতি-প্রলয়সংসারনিবর্ত্তনৈকহেতুভূতঃ সমস্তহেয় প্রত্যনীকতয়া-ঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণঃ সর্ব্বাত্মপরব্রহ্মপরজ্যোতিঃ

পরতত্ত্ব পরমাত্মসদাদিশব্দৈরনির্বিশেষবোধ্যত্বেন। ভগবান্-নারায়ণঃ পুরুষোত্তম ইত্যাদ্যর্থাভি স্বরূপম্।'

ঈশ্বরের স্বরূপ (১) 'পর', (২) 'ব্যূহ', (৩) 'বিভব', (৪) 'অন্তর্যামী' ও (৫) 'অর্চ্চাবতার'-ভেদে পঞ্চ প্রকার। (১) 'পর'-তত্ত্ব—'পর' শব্দে পরমেশ্বর, নিত্য বর্ত্তমান আদি জ্যোতিঃরূপ পর-বাসুদেব। (২) 'ব্যূহ'-তত্ত্ব—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারার্থে, সংসারী-সংরক্ষণার্থে ও উপাসকানুগ্রহার্থে সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধরূপে অবস্থিত। (৩) 'বিভব'-তত্ত্ব—রাম-কৃষ্ণাদি অবতার, (৪) 'অন্তর্যামি'-তত্ত্ব—দুই প্রকার,—(ক) সাধের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। (খ) 'বাসুদেব আমার প্রাণ-স্বরূপ'—এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান্ পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান পরমসুন্দর নারায়ণ। (৫) 'অর্চ্চা-অবতার—দাস-গণের সেবোন্মুখ আত্মবৃত্তির অভিমত অপ্রাকৃত নাম-রূপ-বিশিষ্ট উপাস্যমূর্ত্তি। স্বেচ্ছায় সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি হইয়াও অশক্তিপ্রায়, পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষ-প্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের আশ্রিতপ্রায় বর্ত্তমান।

ঈশ্বর স্বভাবতঃই নির্দ্দোষ। স্থূল-সূক্ষ্মরূপ সমগ্র জগৎ তাঁহার শরীর হইলেও ঈশ্বরের কর্ম্ম-সম্বন্ধ-গন্ধ নাই। কর্ম্ম-সম্বন্ধ না থাকায় পুরুষার্থ-বিরোধী কোনরূপ ধর্ম্মও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখিতে ও পাওয়া যায়, যাঁহারা রাজ-শাসনের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা রাজার অনুগ্রহভাজন এবং যাঁহারা রাজশাসনের উল্লঙ্ঘনকারী, তাঁহারা রাজার নিগ্রহ-ভাজন হইয়া থাকেন এবং সেই রাজার নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ফলে তাঁহারা সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের শাসক রাজা শরীরধারী হইয়াও সেই নিগ্রহানুগ্রহকৃত সুখ দুঃখ ভোগ করেন না। (শ্রীভাষ্য ১।২।১৪)।

শ্রীরামানুজীয় পরিণাম-বাদ—স্থূল-সূক্ষ্ম চিদ-চিৎ—ব্রহ্মের শরীর (১)। সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়কালে উহা ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীররূপে বনমালীন বিহঙ্গের ন্যায় নাম-রূপ বিভাগশূন্য হইয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অবস্থান করে (২)। সৃষ্টিকালে ঐগুলি নাম রূপাদি দ্বারা বিভক্ত হইয়া স্থূলরূপে পরিণত হয়। উর্ণনাভি যেরূপ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া স্বশরীর হইতে তন্তু বিস্তারপূর্ব্বক গৃহনির্ম্মাণাদি করে, পরম-ব্রহ্মও সেইরূপ স্বীয় চিদচিৎ শরীরকে বিকসিত ও সঙ্কুচিত করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত থাকেন (৩)। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের উপাদানত্ব অর্থাৎ জগৎ ও জীবরূপে পরিণতি দ্বারা তাঁহার স্বভাবের বৈপরীত্য হয় না; ইহা ব্রহ্মে স্বভাব-সিদ্ধ অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্যেরই পরিচয় (৪)।

উপাসনা—"এবংবিধ পরভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষস্যোৎপাদকঃ পূর্ব্বোক্তাহেরুপচীয়মানজ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তি-যোগ এব; যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ—"বর্ণাশ্রম" ইতি। ... যথোদিতক্রমপরিণত-ভক্ত্যেকলভ্য এব, ভগবদ্ বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপর্দ্দি ভারুচি-প্রভৃত্যবিগীত-শিষ্টপরিগৃহীত-পুরাতন-বেদ বেদান্ত ব্যাখ্যানসুব্যক্তার্থ শ্রুতি-নিকর-নিদর্শিতোঽয়ং পন্থাঃ।" অর্থাৎ ভক্তিই নিরতিশয়-প্রিয় ও একমাত্র প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল বস্তুতে বিতৃষ্ণা-জনক জ্ঞানবিশেষ। সেই ভক্তিযুক্ত আত্মদ্বারাই ভগবান্ বরণীয় এবং ভক্তগণের লভ্য হন। পূর্ব্বকথিত নিরন্তর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগই এইপ্রকার পরমভক্তিরূপ জ্ঞান বিশেষের উৎপাদক। ভগবান্ পরাশর 'বর্ণাশ্রমচারবতা' শ্লোকে ঐরূপ বলিয়াছেন। ... এই সিদ্ধি-পথ কর্ম্মানুগৃহীত, যথোচিত-ক্রম-পরিণত-ভক্ত্যেক-লভ্য এবং ভগবান্ বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দি, ভারুচি প্রভৃতি শিষ্টগণ এই অনিন্দ্য পন্থারই অনুমোদন করেন, পুরাতন বেদ-বেদান্তব্যাখ্যা এবং সুন্দররূপে প্রকাশিত (সুস্পষ্ট) অপরিবিশিষ্ট শ্রুতি সমূহের ইহাই নির্দ্দিষ্ট পন্থা।

উপাসনা পঞ্চবিধ,—(১) অভিগমন (দেবতা-স্থান-মার্গাদি সম্মার্জ্জন-লেপনাদি), (২) উপাদান (গন্ধ-পুষ্পাদি পূজা-সাধন-সম্পাদন), (৩) ইজ্যা (বিষ্ণুপূজা), (৪)

---

(১) শ্রীভাষ্য ১।১।১—"সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্ট শরীরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্থূল-চিদ-চিদ্বিশিষ্ট-শরীরত্বেন কার্য্যত্বাৎ।" এবং ২।১।১৪ দ্রষ্টব্য।

(২) বেদান্তদর্শন (গৌড়ীয় সংস্করণ) ৯ এবং ১৯ পৃষ্ঠার ও শ্রীভাষ্য ১।৪।৯ দ্রষ্টব্য।

(৩) তদ্ব্যতারে ঈশ্বরতত্ত্ব-বিকল্পে ২৩-২৯ অনুচ্ছেদ।

(৪) শ্রীভাষ্য ১।৪।২৭—'নাত্রোপাদিকৃতস্যাবস্তু পরিণামস্য পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দোষাবহত্বং স্বভাবঃ, পরস্য নিরনুশৈশ্বর্য্যাবধ্বংসেনেত্যাহিপ্রায়ঃ। ... ব্রহ্ম পূর্ব্ববৎ বিভক্তনামরূপা চিদচিদ্বিশিষ্টস্বরূপকশরীরঃ সাদ্য' ইতি সত্যস্য অপায়রূপেণ অপহতপাপ্মত্বাদয়ো আত্মনঃ পরিণামাদয়শ্চেতি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু পরিণামোপদেশঃ।"

স্বাধ্যায়, অর্থানুসন্ধানপূর্বক মন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসূক্ত-স্তোত্রাদি পাঠ, নামসংকীর্তন, তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাস, (৫) ভগবদনুসন্ধান

শ্রীরামানুজ-মতে 'প্রয়োজন'—রামানুজ-মতে পরমোমাধিপতি লক্ষ্মীনাথ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীরাধাকৃষ্ণের-উপাসনার অপূর্ব চমৎকারিত্ব ইঁহারা দেখিতে পান না। সাধনাবস্থার কর্মানুগৃহীত ভক্তিযোগদ্বারা ভগবানের তুষ্টিসাধন করিতে করিতে সাধ্যাবস্থা লাভ হয়। সাধ্যাবস্থাই জীবিতকালে বা জীবিতোত্তরকালে 'লক্ষ্মী-নারায়ণই একমাত্র আমার উপাস্য-সর্বস্ব'—এইরূপ জ্ঞানের সহিত ঐকান্তিক দাস্যরসাত্মক-ভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভ হয়। তাহাই শ্রীরামানুজ ও তদীয়গণের চরম প্রয়োজন। যতিরাজ শ্রীরামানুজ এই সকল নিগূঢ় বিষয় 'গদ্যত্রয়' নামক গ্রন্থে পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"কদাহং ভগবন্তং নারায়ণং মম নাথং মম কুলদৈবতং মম কুলধনং মম ভোগ্যং মম নায়কং মম পিতরং মম সর্বং সাক্ষাৎ করবাণি চক্ষুষা, কদাহং ভগবৎপদাম্বুজযুগলং শিরসা সংগ্রহীষ্যামি, কদাহং ভগবল্লাবণ্যামৃতজলধিপরিচর্যাশয়া নিরন্ত-সমস্তেতর ভোগাশোপহতসমস্তসাংসারিকস্বভাবঃ প্রবৃদ্ধ নিত্যনিরবদ্য নিত্যদাস্যৈকরসাত্মকস্বভাবস্তৎপাদাম্বুজযুগলং প্রবক্ষ্যামি, কদাহং ভগবৎপদাম্বুজযুগলপরিচর্যাকরণযোগ্য-তদেকভোগস্তৎপাদৌ পরিচরিষ্যামি, কদা বাং ভগবান্ স্বকীয়রাতিশীতলয়া দৃশাবলোক্য স্নিগ্ধ-গম্ভীর-মধুরয়া গিরা পরিচর্যায়ৈ মামাজ্ঞাপয়িষ্যতি ইতি ভগবৎপরিচর্যায়ামাশাং বর্ধয়িত্বা তদৈবাশয়া তৎপ্রসাদোদ্বৃংহিতয়া ভগবন্তমুপেত্য দূরাদেব ভগবন্তং শেষভোগে শ্রিয়া সহাসীনং বৈনতেয়াদিভিঃ সেব্যমানং সমস্তপরিবারায় শ্রীমতে নারায়ণায় নম ইতি প্রণম্যোত্থায়োত্থায় পুনঃ পুনঃ প্রণম্যাত্যন্ত সাধ্বসবিনম্রা-বনতো ভূত্বা, ভগবৎপার্ষদগণনায়কৈস্তারপালকৈঃ কৃপয়া স্নেহগর্ভয়া দৃশাবলোকিতঃ সম্যগভিবন্দিতৈস্তৈস্তৈরেবাভিমতো ভূত্বা ভগবন্তমুপেত্য শ্রীমতা মূলমন্ত্রেণ মামৈকান্তিকাত্যন্তিক পরিচর্যাভরণায় পরিগৃহ্ণীষেতি যাচমানঃ প্রণম্যাত্মানং ভগবতে নিবেদয়েৎ।"

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের কতিপয় উপদেশ—

স্বদেশিকস্য কৈঙ্কর্য্যে কৈঙ্কর্য্যে বৈষ্ণবস্য চ।

প্রতিপত্তিং সদা কৃত্বা কৈঙ্কর্য্যং কারয়েৎ সদা।

পূর্বাচার্যোক্তবাক্যেষু বিশ্বাসেনৈব বর্তয়েৎ॥

(প্রপন্নামৃত ৬৫।২৪)

স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সদা সাবধান করিয়া তাঁহার সর্বদা সেবা করিবে। পূর্বাচার্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।

ন বর্তয়েদিন্দ্রিয়াণাং কিঙ্করস্ত দিবানিশম্।

সামান্যশাস্ত্রনিরতো নৈব তিষ্ঠেৎ কদাচন॥

(প্রপন্নামৃত ৬৫।২৪)

ইন্দ্রিয়বিকল হইয়া দিবানিশি যাপন করিবে না। পরমার্থ-শাস্ত্র-ব্যতীত ইতরশাস্ত্রসকল সামান্যশাস্ত্র। তাহাতে কখনও নিরত হইয়া থাকিবে না।

যা প্রীতিরাসীৎ সততং ভগবন্নামকীর্তনে।

সা স্যাৎ প্রীতিহি তদ্ভক্ত নাম-সংকীর্তনে চ বঃ॥

(প্রপন্নামৃত ৬৫।২৯)

ভগবন্নামকীর্তনে তোমাদের যে প্রীতি ছিল, সেই প্রীতি এখন স্বদীয় ভক্তগণের নাম সংকীর্তনে হউক।

কারণং ভগবৎপ্রাপ্তের্মহাভাগবতাশ্রয়ঃ।

ইতি মত্বা দৃঢ়ং তেষাং আজ্ঞয়া বর্তয়েৎ সদা॥

মহাভাগবতাশ্রয় ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ, ইহা জানিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী হইবে।

(প্রপন্নামৃত ৬৫।৩০)

বিভাগবিষ্ণুকৈঙ্কর্য্যং কৈঙ্কর্য্যং বৈষ্ণবস্য চ।

বিনশ্যেৎ ন নরঃ প্রাজ্ঞঃ রাগাদিপ্রেরিতো যদি॥

(প্রঃ ৬৫।৩১)

প্রাজ্ঞ পুরুষ বিষয়াসক্তিক্রমে যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু-কৈঙ্কর্য্য ও বৈষ্ণব-কৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য মাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বৈষ্ণবীনামনুষ্ঠানে নোপায়মতিমুন্নয়েৎ।

উপেয়মেব সততং উন্নয়েৎ সুমহামনাঃ॥

(প্রঃ ৬৫।৩২)

বৈষ্ণবসেবায় উপায় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্বদা উপেয় বুদ্ধি করিবে। বৈষ্ণবসেবা করিয়া অন্য কোন ফল পাওয়া যায় এরূপবুদ্ধিকে 'উপায়-বুদ্ধি' বলে। অন্য যাহা সুকৃতি-ফলে বৈষ্ণবসেবা কৃত হয়, এই বুদ্ধিকেই 'উপেয়বুদ্ধি' বলে॥

পুষ্প-চন্দন-তাম্বূল দ্রব্যাদিষু সুগন্ধিষু।
বাসনারুচিকার্য্যাণি কদাচিন্নৈব কারয়েৎ ॥
(প্রঃ ৬৪।২৮)

পুষ্প, চন্দন, তাম্বূল প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্যে কামপ্রযুক্ত রুচিকার্য্য কখনই করিবে না। অর্থাৎ ভক্তিপ্রযুক্ত রুচিকার্য্য কেবল ভগবন্নিবেদনাদ্যরূপ তত্তদ্ভাবে করিবে।

শ্রুত্বা ন বিস্মরং গচ্ছেদ্দেবতান্তর কীর্ত্তনম্।
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাঞ্চ নামসঙ্কীর্ত্তনানি চ ॥
(প্রঃ ৬৪।৪৪)

অন্য দেবতার কীর্ত্তন শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের নামসঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্ত পুরুষ দেখিয়া আনন্দলাভ না করাই তাহাদিগের মধ্যে একটী অপচার বা অপরাধ বলিয়া জানিবে।

বৈষ্ণবানাঞ্চ জন্মানি নিদ্রাদন্তানি যানি চ।
দৃষ্ট্বা তাদৃক্প্রকাশ্যানি জনেভ্যো ন বদেৎ ক্বচিৎ ॥
(প্রঃ ৬৪।৫০)

বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা, আদন্ত অপ্রকাশ্য। সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না।

যদি প্রণমতে পূর্ব্বং দাসোঽহং ইতি বৈষ্ণবঃ।
অনাদরে কৃতে তস্মিন্ অপচারো মহান্ ভবেৎ ॥
(প্রঃ ৬৪।৪৯)

বৈষ্ণব যদি 'আমি দাস' বলিয়া পূর্ব্বে প্রণাম করেন, তাঁহাকে অনাদর করিলে মহাপরাধ হয়।

নাক্ত ভাগবতৈঃ সার্দ্ধং সামান্যবুদ্ধিং ন কারয়েৎ।
প্রাকৃতানাঞ্চ সংস্পর্শং প্রাপ্তঃ প্রামাদিকাদ্ যদি।
স্নাতঃ সচৈলঃ সহসা বৈষ্ণবাজ্ঘ্রিজলং পিবেৎ ॥
(প্রঃ ৬৪।৫৫)

আমাকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না। প্রাকৃত লোকের সৈবাৎ সংস্পর্শমাত্র বস্ত্রের সহিত স্নাত হইয়া সহসা বৈষ্ণবচরণামৃত পান করিবে।

প্রসাদে পাবনে বিষ্ণোঃ সর্ব্বপাপহরে হরেঃ।
কদাচিদপি চোচ্ছিষ্টং প্রতিপত্তিং ন কারয়েৎ ॥
(প্রঃ ৬৪।৬২)

সর্ব্বপাপহর পবিত্র হরিপ্রসাদে কদাচিদপি উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করিবে না।

দেহাভিমানিনা সার্দ্ধং সহবাসং ন কারয়েৎ।
শ্রীবৈষ্ণবানাং চিহ্নানি ধৃত্বাপি বিষয়াতুরৈঃ।
তৈঃ সার্দ্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ ॥
(৬৪।৬৬-৬৭)

দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণবচিহ্ন সকল ধারণ করে, তথাপি তাহাদের সহিত সহবাস করিবে না।

বৈষ্ণবেন তিরস্কারঃ কৃতোঽপি ভবতাং যদি।
অপকারং স্মৃতিং তস্মাদমত্বা মৌনতো বসেৎ ॥
(প্রঃ ৬৪।৭৪)

আপনাদিকে যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া বসিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতার্চ্চনং ভগবতঃ পূজা বিশেষস্তমম্
শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্ গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনম্।
তীর্থাদ্যচ্চরণোদকাদ্ গুরুতরং তীর্থং তরীয়াঙ্ঘ্রিজম্
তস্মাদ্বিদ্যমতন্দ্রিতো ভবভতাং তেষাং সমারাধনে ॥
(প্রঃ ৬৪।৮৬)

বৈষ্ণবদিগের আরাধন, ভগবানের উত্তম পূজা-বিধি, বিষ্ণু-অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘন গুরুতর, বৈষ্ণব-পদ-জল বিষ্ণুপদজল হইতে গুরুতর, তাহা জানিয়া অতন্দ্রিত রূপে বৈষ্ণবদিগের সমারাধনে যত্নবান হও।

বিলাস ও বিরাগ

ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় যে ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহাকে 'বিলাস' বলে। ইন্দ্রিয়-পরিচালনা-রহিত নিষ্ক্রিয়ভাবই 'বিরাগ' বলিয়া কথিত। সাহিত্যের ভাষায় যাহা 'বিলাস' ও 'বিরাগ' উহাই দার্শনিকের ভাষায় 'সবিশেষ' ও "নির্ব্বিশেষ"।

জগৎ দ্বিবিধ—নিত্য ও নশ্বর। নিত্য ও নশ্বর

জগতে দুই প্রকার ইন্দ্রিয় অবস্থিত। নশ্বর ইন্দ্রিয়সমূহ কালকোভা হইলেও 'বিলাস' ও 'বিরাগে'র বিচিত্রতায় অবস্থিত। নিত্য জগতে 'বিলাস' ও 'বিচিত্রতা'র নিত্যত্ব আর নশ্বর জগতে উহারাই পরিবর্ত্তনশীল। 'বিলাস' ও 'বিরাগ' পরস্পর বিষয়ধর্ম্মে পরিলক্ষিত হয়। নশ্বর জগতের ভোক্তৃসম্প্রদায় স্ব স্ব অভিজ্ঞতাবশে পরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানদ্বারা এরূপ বিচার করেন যে, নিত্য-জগতে বিরাগের অবস্থান এবং নশ্বর জগতে বিলাসের অবস্থিতি। যাঁহারা এইরূপ মীমাংসা করেন, তাঁহাদের নিত্য জগতে অধিকার না থাকায় অনিত্য বিলাসে প্রমত্ত বলিয়া নিত্য-বিলাসের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে নিত্য-বিলাস-বৈচিত্র্যে যাঁহাদের অবস্থিতি, তাঁহারা নশ্বর বিলাসের ক্ষুদ্রত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া নশ্বর বিলাস হইতে দূরে অবস্থান করেন। নশ্বর-বিলাস চিরস্থায়ী নহে বলিয়া বিলাসের অধিষ্ঠানে অজ্ঞান-নিবন্ধন অনুপাদেয়তা পরিলক্ষিত হয় বলিয়া এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-সম্ভারের অনবস্থানহেতু বিলাসের আঢ্য-প্রতীতি ভোগি-সম্প্রদায়কে নিরুৎসাহিত করে। বৈকুণ্ঠসেবাপর সবিশেষবাদী যথার্থ যোজনা না করিয়া নিত্য-বিলাস-বৈচিত্র্যে অনুক্ষণ অবস্থান করেন, তজ্জন্য তাঁহার নশ্বর-জগতের বিলাস-বৈচিত্র্যের ক্ষুদ্রতা হৃদয়ে উচ্চ স্থান লাভ করে। তিনি স্বাভাবিক জড়-বিলাস-ভোগ-রহিত বিরাগের পক্ষপাতী। নির্ব্বিশেষবাদীর বিরাগের স্বরূপগত ধারণা স্বল্পতাৎপর্য্যপর। সুতরাং অসম্পূর্ণ। ভগবদ্বিমুখ-তাৎপর্য্যপর বৈকুণ্ঠ-সেবকগণের সবিশেষ বিচারে নিত্য সুযোদ্দেশ নাই বলিয়া উহা সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ বস্তুর বিলাসে সচ্চিদানন্দ প্রোদ্ভাসিত আর নশ্বর জগতে বিলাসের প্রতিহতত্ব ও ব্যবধানযোগ্যতা বিদ্যুচ্চিত্তের সন্ধান-রাহিত্য ক্রমে সত্ত্বরজস্তমোগুণের অভিব্যক্তি। নির্ব্বিশেষ-বাদী নশ্বর গুণত্রয়-রহিত ভাবকেই আদর করিয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের অসীমতায় বিচার করেন। উহাই সবিশেষ-বাদীর আদি ভূমিকা। বিলাস ও বিরাগ নিত্য ও অনিত্য উভয় জগতেই অবস্থিত—এ কথা অজ্ঞভোগপর বিলাস-পরায়ণ বা কৃত্রিম বৈরাগ্য-সাজেচ্ছুগণ বুঝিতে পারেন না। সবিশেষ-বিচারপর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ-বিলাসে সর্ব্বদা উন্মুখ। বৈকুণ্ঠ-বিলাসরহিত হইয়া যে নির্ব্বিশেষ প্রতীতি, উহা জড়-রাজ্যে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অনুভূত না হইলেও তাদৃশ বৈরাগ্য চিন্মাত্ররাজ্যে অবস্থিত। অচিদ্‌বিলাসবাদী যে অচিৎ বিনাশ করিয়া নির্ব্বিশিষ্ট বা বৈরাগ্যের আদর্শ প্রবর্ত্তন করেন, তাহা নশ্বর জগতের সহিত সাপেক্ষিক ধর্ম্মে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠদর্শনে বিলাস ও বিরাগের মধ্যে যে নিরপেক্ষতা ও অবিরোধ বর্ত্তমান, উহা জড়-নির্ব্বিশেষবাদীর বোধের বিষয় হয় না। অনুচিতের স্বরূপধর্ম্মের অনুপলব্ধিক্রমে জড়েন্দ্রিয়-সমূহ নশ্বর-ভোগ-তৎপর। এই পাঞ্চভৌতিক আকাশ ও সূক্ষ্ম আকাশ পরব্যোম হইতে পৃথগ্‌ধর্ম্মযুক্ত। এক পক্ষ স্বীয় কৃপমণ্ডূক ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকায় বিলাসকে দোষপূর্ণ জানিয়া বৈরাগ্যের আবাহন করেন। অপর পক্ষ অনুপাদেয়ের পরিজিহ্বাভাব-গ্রস্ত জড়বিলাসে আত্মা স্থাপন করিতে না পারিয়া নিত্য-বিলাস সমাশ্রয় করেন। ভক্ত ও অভক্তজ্ঞানী উভয়ই জড়বিলাসপর কর্ম্মবাদীর চক্ষে সমপর্য্যায়ের পরিদৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান অবস্থান করে। অভক্ত নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপরজনগণ জড়বিলাসের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া জড়বিরাগকেই প্রাপ্য জানেন আর ভক্তগণ জড়-বিরাগ বা নির্ব্বিশেষ বিচার ছাড়িয়া দিয়া নশ্বর ভোগ-ধারণায় অপ্রমত্ত। পরন্তু ভগবদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের সেবায় সমুৎসুক ও সর্ব্বোৎসাহসম্পন্ন। বিলাস ও বৈরাগ্য ভক্তবিদের বিচারে মায়িক জগতে প্রযুক্ত বলিয়া উভয়ই অপ্রয়োজনীয়। আবার চিদ্‌বিলাস জড়বৈরাগ্যের প্রতিকূল ধর্ম্মে অবস্থিত তজ্জন্য চিন্মাত্রবাদ হইতে চিদ্‌বিলাস-বিচারের শ্রেষ্ঠতা আছে।

বি—পদ্‌ধাতু-ঘঞ্‌ ও বি—রজ্‌ধাতু-ঘঞ্‌ হইতে 'বিলাস' ও 'বিরাগ' শব্দদ্বয় নিষ্পন্ন। 'লস্'ধাতু শোভা, উল্লাস, স্ফূর্ত্তি, ক্রীড়া, চেষ্টা, ভোগ প্রভৃতির বাচক আর 'রঞ্জ' ধাতু রক্তি, আসক্তি, সন্তোষ, ইচ্ছা, উৎসাহ প্রভৃতির বাচক। 'বি' উপসর্গটী কোথাও 'বিশিষ্ট' অর্থাৎ বিশেষরূপে 'যুক্ত' কোথাও বা 'বিগত অর্থাৎ বিযুক্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃত ধামের হেয় প্রতিফলন। সুতরাং বিকৃত প্রতিফলনে যাহা অত্যন্ত হেয় ও অনুপাদেয় অবিকৃত বিশ্বে বা স্বরূপে তাহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়। প্রাকৃত অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞানানুশীলন বা বিবেকাবলম্বন তাহাতে 'বিলাস' নিয়মনপূর্ব্বক বিরাগের

দিকে অভিযানেই আদরের বিষয় আর অপ্রাকৃত অস্মিতার 'বিরাগ' বা নিরপেক্ষতা অপেক্ষা বিলাসের দিকে গতিই উত্তরোত্তর উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হয়। চতুঃসন বা শুকদেবাদি মুনিগণ বিরাগ বা নিরপেক্ষতায় অবস্থান করিলেও চিদ্‌বিলাসের সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহারা শান্তরস হইতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মধুররসে বিলাসের পরিপূর্ণতা। চিল্লীলা-বিপুল গান্ধর্ব্বাগিরিধর সেই বিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিষয় থাকিয়া বিলাস-বৈচিত্র্যের উৎসব সহস্রধারে প্রবাহিত করিয়াছেন। নিখিল আশ্রয়ালম্বন সেই চিদ্‌বিলাস-সরসীতে নিত্য স্নান বাঞ্ছা করিতেছেন।

প্রাকৃত জগতে 'বিলাস' ও 'বিরাগ' এই দুইটী শব্দ পরস্পর প্রতিযোগী হইলেও অপ্রাকৃত ধামে 'বিলাস' ও 'বিরাগ' পরম সহযোগী। অপ্রাকৃত জগতে ত্রিপাদ বিভূতান্তর্গতপ্রদেশে—যেখানে বিশুদ্ধচিদ্বৃত্তি যুক্তপ্রপঞ্চবৃত্তিতে ক্রীড়াশীল, সেইস্থানে 'বি'-উপসর্গের 'বিযুক্ত' বা 'বিশেষরূপে যুক্ত', যে অর্থই হউক না কেন, বিলাসের পরমচমৎকারময়ী সর্ব্বোত্তমাবস্থার নামই 'বিরাগ'।

"নিজ প্রেমানন্দে যদি কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥"
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম।
দুস্ত্যজ আর্য্য পথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।"
"দারিদ্র্য বা পাদরজঃ পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।"

প্রকৃতি বাক্যে বিরাগের সর্ব্বোত্তম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে—ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর বিরাগের আদর্শ কোথায় আছে? এখানে 'বি' উপসর্গের অর্থ 'বিযুক্তই' হউক আর বিশেষ রূপে যুক্তই হউক—উভয় অর্থই পরস্পর অবিরোধ ও এক তাৎপর্য্যপর। বিপ্রলম্ভে 'বিরাগ' সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট। অন্তরচিদ্বৃত্তিপরিচালিত বুদ্ধি বিশুদ্ধচিদ্বৃত্তি পরিচালিত জনগণের এই 'বিরাগ' প্রাকৃত বিলাস বা প্রাকৃত বিরাগের ন্যায় মনে করিয়া বঞ্চিত হইলেও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য এইরূপ—

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ কারণ॥
এদেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥

অতএব কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী অখিলচেষ্টায় অভিযুক্ত জনগণের বিচারে "বিলাস" ও "বিরাগ" এক তাৎপর্য্যপর।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর]

অপরাহ্ণে ম্যাঙ্গালোর উপস্থিত হইয়া বাসস্থানের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলাম। Imperial Bankএর জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী আমাদিগকে একটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশালায় স্থান দিবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত নিলিকাই ব্যাঙ্কটরাও মহাশয়ের ধর্ম্মশালা হইতে প্রায় দুই মাইল ব্যবধান অন্য একটী স্থানে লইয়া গেলেন। কিন্তু সে স্থানটী বাসের নিতান্ত অযোগ্য বোধ হওয়ায় আমরা পুনরায় Bankএর পল্লীতেই ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত গৌরগোপানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্ কৃষ্ণরাবু উক্ত ব্যাঙ্কটরাও মহোদয়ের নিকট যাতায়াত করিয়া আমাদের জন্য তাঁহার ধর্ম্মশালায় স্থান সংগ্রহ করিলেন। এই স্থানটী বাসের পক্ষে সমধিক বরণীয় হইয়াছিল। আমাদের পার্শ্বের একটী ঘরে রাজকীয় একটী কর্ম্মচারী

তাঁহার কয়েকটী লোকের সহিত বাসা পাইয়াছিলেন। আমরা পরমানন্দে সেখানে রজনী যাপন করিয়া ত্রিচি অভিমুখে যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। প্রাতঃকালে সেই ধর্ম্মশালার কূপ হইতে জল সংগ্রহের জন্য শ্রীগৌরগুণানন্দ প্রভু কূপে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং তথায় শ্রীরাধিকা প্রভৃতি কূপ হইতে উঠিবার শক্তিরহিত হইয়া পড়িতেছিলেন। ঐ কূপে একটী বালতি পড়িয়া যাওয়ায় তাহা উত্তোলন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি কূপে অবতরণ করিয়াছিলেন। যেকালে তিনি কূপ হইতে উঠিতে অসমর্থ হইতেছিলেন আমরা সে সময় ধর্ম্মশালার বহিঃপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত হইয়া হরিকথায় প্রমত্ত ছিলাম। পার্শ্বের গৃহের কয়েকটী ভদ্রলোক স্থানীয় ভাষায় আমাদিগকে নানা প্রকারে বিপদের কথা বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের কোন কথার মর্ম্মেই কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারিলাম না। তাঁহারা ইংরেজী বা সংস্কৃত জানেন না, আমরাও তাঁহাদের ভাষা জানি না। সুতরাং আমরাই অজ্ঞতাবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া আমাদের কি কর্ত্তব্য বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তাঁহারা যখন আমাদিগকে বুঝাইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইলেন, সেইকালে ইঙ্গিতদ্বারা আমাদের একজনকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। অধোক্ষজ প্রভু তাঁহাদের ইঙ্গিত মত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং গিয়া দেখিলেন যে, কূপ হইতে উত্তোলন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাঁহাকে উঠাইবার জন্য অধোক্ষজ প্রভু আমাদিগকে ঐ সংবাদ দিতে আসিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র দ্রুতবেগে সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সুস্থ হইলে মাদ্রোলের ষ্টেশনে যাইবার জন্য সকলেই প্রস্তুত হইলেন। ষ্টেশনে আসিয়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে গাড়ী চড়িতে না চড়িতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গৌরগুণানন্দপ্রভু গাড়ীর উর্দ্ধদেশে একটী বাক্সের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি কিঞ্চিৎ সুবিধা বোধ করায় নীচে নামিয়া যাত্রিগণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। গাড়ীতে জনৈক 'এক্সচেঞ্জিনের' সহ আলাপ হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার পারদর্শিতার কাগজপত্র আমাদিগকে দেখাইলেন। তিনি তাঁহার জাতীয় উন্নতি বিধানের জন্য সমধিকভাবে ব্যস্ত। তখন মান্দ্রাজ যাইতেছিলেন। আমাদের সম্প্রদায়ের অনেক অনুসন্ধান লইলেন। অধিক রাত্রে আমাদের গাড়ী ইয়োড্ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। তথায় অত্যন্ত জনতা লক্ষ্য করিলাম। বিশেষতঃ South Indian Railnay'র গাড়ীগুলি অতীব অসুবিধাজনক। রাত্রে তাহাতে কেহই শয়ন করিতে পারে না। এই গাড়ীগুলি দেখিয়া মনে হইল যে Engineerযাত্রিগণের বিশেষ অসুবিধা করাইবার জন্যই কৌশল অবলম্বন করিয়া এরূপ সঙ্কীর্ণতার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রাতঃকাল হইবার কিছু পূর্ব্বেই রেলগাড়ী Trichinopoly রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিকটেই ধর্ম্মশালার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সঙ্গের জিনিষপত্রগুলি দুই খানা গাড়ীতে চাপাইয়া ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইলাম। তাড়াতাড়িতে শ্রীমান্ রাসবিহারীর বিছানার বাণ্ডেলটী গাড়ীতেই রহিয়া গেল। অন্যান্য সকল দ্রব্যই নামান হইয়াছিল, কেবল ঐ জিনিষটীর আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ষ্টেশনের নিকট যে ধর্ম্মশালায় আমাদের উঠিবার কথা হইল, উহার অধ্যক্ষ কিছুতেই আমাদিগকে থাকিবার স্থান দিল না। সুতরাং আমরা বাধ্য হইয়া সহরের ভিতরে কাবেরী নদীর নিকটবর্ত্তী একটী রামানুজীয় দেবালয়ে স্থান লাভ করিলাম। তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরগুণানন্দ ও সজ্জনানন্দ সেই ধর্ম্মশালায় আমাদিগের দ্রব্যাদি ও স্থান ঠিক করিতে লাগিলেন, আমরা সকলেই কয়েকখানি বট্‌কার কাবেরীর সেতু অতিক্রম করিয়া শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী সুস্নলিলা কাবেরীর ধারায় বারিস্পর্শে মানস স্নানপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গম-নগরে প্রবিষ্ট হইলাম। প্রথম প্রাকারের গোপুরের মধ্য দিয়া বট্‌কা আমাদিগকে লইয়া প্রবেশ করিল। ঐরূপে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রাকারও আমরা অতিক্রম করিলাম। চতুর্থ প্রাকারের অভ্যন্তরে কোনও যানাদি প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা নাই। চতুর্থ প্রাকারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটী পাণ্ডাশ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি তদ্দেশবাসী হইলেও সামান্য কিছু কিছু হিন্দি বলিতে পারেন। আমরা তাঁহার সাহায্যে আলোয়ারদিগের শ্রীমন্দিরে গিয়া দিব্যসূরিগণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি তদুত্তরে কহিলেন, 'আপনাদের আলোয়ারগণের দ্বারে দ্বারে শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য যাইতে হইবে না, তাঁহারাই অনতিবিলম্বে এখানে শ্রীমন্দিরে আসিবেন।' আমাদের ভাগ্যক্রমে সেই দিন হইতে আরম্ভ

করিয়া কয়েকদিনের জন্য তথায় উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা পঞ্চ প্রাকার অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ প্রাকারের অভ্যন্তরে গোপুরের সহিত সংলগ্ন মণ্ডপে উপবিষ্ট একটী ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলাম। তাঁহার নিকট আরও কয়েকজন বসিয়া আছেন। তিনি অধিক বাক্যালাপ করেন না, তবে হিন্দি জানেন। তাঁহার সহিত কিছু কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার সহিত কথোপকথনকালে বাদ্য ভাণ্ডসহ বহুলোক সমভিব্যাহারে শিবিকা সকল সপ্তম প্রাকারের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইলাম। সপ্তম প্রাকারের প্রবেশদ্বার খুব সঙ্কীর্ণ। জনতার আধিক্য বশতঃ প্রবেশ নির্গমন কালে আমাদের বহু বিলম্ব হইতে লাগিল। দেখিলাম, অনেকগুলি ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী বাহিত শিবিকার অগ্রে ও পশ্চাতে চলিতেছেন এবং শ্রীরামানুজীয় আচার্য্যগণ তাঁহাদের অনুগমন করিতেছেন। আরও শুনিলাম, তাঁহাদের মধ্যে অনেকগুলি পণ্ডিত আছেন। ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি শিবিকার প্রায় অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের জনসঙ্ঘ শিবিকারোহিত বিগ্রহ-সমূহ লইয়া প্রবেশ করিতে লাগিলেন। আমরা একটী উচ্চ স্থান হইতে তাঁহাদের শোভা যাত্রা দর্শন করিতে লাগিলাম। সকল শ্রীবিগ্রহই আমাদের অতি সন্নিকট দিয়া বিজয় করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে একটী মণ্ডপে অধিষ্ঠিত হইলে আমরা শ্রীমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। তথা হইতে ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিয়া আমাদের কটকা অনুসন্ধান করিলাম। সেখানে কতিপয় সিপাহিতে বৈষ্ণবোপযোগী বহু দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে দেখা গেল। তথায় কতিপয় চিত্র প্রভৃতি কয়েকটী দ্রব্য সংগ্রহ করিবার কৌতূহল হইল। আমরা ছত্রে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুনিলাম শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী পূর্ব্বেই দর্শনার্থ বাহির হইয়া গিয়াছেন এবং শ্রীগৌরগুণানন্দও শ্রীমন্দির দর্শনে ব্যাপৃতেছেন। সেই স্থানেই আমাদের মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া আমরা ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভু শ্রীগৌরগুণানন্দের সহিত শ্রীরামেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত মদনবাবু ও রায় মহাশয় তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া মাদুরা, ধনুষ্কোটী প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিতে গেলেন। আমরা রেলগাড়ীতেই সমস্ত দিন ও রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বেই মাদ্রাজে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনে নামিয়া একটী দর্শনশালায় উপস্থিত হওয়ায় উহা আমাদের উপযোগী বলিয়া বোধ হইল না। আমরা সহরের মধ্যে বাসোপযোগী গৃহের অনুসন্ধানে গেলাম বটে, কিন্তু অতিরিক্ত শুল্ক প্রার্থনা করায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। মিউনিসিপাল বাজারে রাস্তার অপর পারেই ছত্রটী অবস্থিত। তাহাতেই আমাদের স্থান হইল। স্বতন্ত্র গৃহের পরিবর্ত্তে আমরা বারেন্দা প্রাপ্ত হইলাম। সেই দিন নিকটবর্ত্তী একটী কূপে অনেক লোক পতিত হওয়ায় সেই কূপের জল অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। অপরাহ্নে স্নানাদি সমাপন করিলাম। রেলগাড়িতে উঠিয়া রমণী যোগেই কফিকাতার দ্বার রক্ষা করিলাম। মধ্যাহ্নে শ্রীমান্ সুব্বারাবু মাদ্রাজ ডাকঘরে দ্বিতীয়বার পত্রাদির অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন। গাড়ীতে অর্ণবপোতের কয়েকটী কর্ম্মচারী থাকায় বাহিরে যাত্রিগণ আমাদের গাড়ীতে অধিক ভিড় করিতে পারে নাই। পর দিবস মধ্যাহ্নে ভিজাগাপত্তন Vizagapatam এ আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত একটী ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু তিনি আমাদিগকে প্রথম চিনিতে পারেন নাই। পরে আমাদিগের পরিচয় পাইয়া বিশেষ অনুনয়-বিনয় ও সম্ভাষণাদি করিলেন। এই পণ্ডিতের একটী পুত্র পুরোহিতের কার্য্য করেন অপরটী রেলের কর্ম্মচারী। ইনি মধ্যে মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। পথি মধ্যে কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে একদিনের জন্য অবতরণ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঘটিয়া উঠে নাই। অধিক রাত্রে গাড়ী কটক ষ্টেশনে হইয়া আসিতেছিল। কটক ষ্টেশনে শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ও সুবাস বিপ্র আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া আমাদের শ্রীমঠ দর্শনের সুযোগ হইবে না জানাইয়াছিলাম। প্রাতে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের কতিপয় ভক্তের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম এবং অনতিবিলম্বেই শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ আমাদিগের দর্শনাভিলাষী হইয়া রামরাজাতলা পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কিন্তু তথায় তাহার সহিত আমাদের দেখা হয় নাই।

পূর্ব্ব পত্রখানি Trichinopoly হইতে লিখিয়াছিলাম। শ্রীরঙ্গমের সংবাদ প্রভৃতি এই পত্রের দ্বারা লিখিত হইল।

প্রাপ্তপত্র
ও
প্রতিবাদ-প্রবন্ধ

শুদ্ধ-ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু

সাভিবাদন-পুরঃসর-সানুনয় নিবেদন—

যদিও এই প্রতিবাদ-পত্রটী 'হিতবাদীতে' প্রকাশের জন্য ইতিপূর্ব্বে প্রেরিত হইয়াছে এবং হিতবাদি-সম্পাদক যদি উহা হিতবাদীর এক অংশে স্থান দান করেন, তাহা হইলে সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা জানি, হরিজন-মাত্রই এই গ্রাম্যবার্ত্তা-প্রচারক হিতবাদীর সহিত প্রায়শঃ কোন সম্বন্ধ রাখেন না। এজন্য আমরা ভগবদ্ভক্ত জনের অবগতির নিমিত্ত উক্ত প্রতিবাদ পত্রটী এতৎসহ পাঠাইলাম। আশা করি, সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় কৃপা-পূর্ব্বক প্রেরিত প্রতিবাদ পত্রটী সানুনয়-সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া চিরবাধিত ও সুখী করিবেন।

হিতবাদীর ১৬ই আষাঢ় ১৩৩৪ সাল শ্রীমধুসূদন তর্কবাচস্পতি মহোদয়কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ইতিহাস' পুস্তক খানির 'অদ্ভুতগ্রন্থ' নাম দিয়া একটী সমালোচনা বাহির হইয়াছে দেখিয়া ব্যথিত হইলাম। সমালোচনাটী পড়িয়া স্পষ্টই মনে হইল যে, সমালোচক মৎসরতা-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া বিনা কারণে বৈষ্ণব সমাজকে কঠোর বিদ্রূপাত্মক গালি গালাজ করিয়া প্রাণকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। নতুবা পুস্তকখানি সমালোচনা করিতে যাইয়া "জাত ছাড়ালে বৈষ্ণব হয়, নানা জাতির সংমিশ্রণে সঙ্কীর্ণ পঞ্চম জাতি" প্রভৃতি হীনজনোচিত বাক্য পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া তাঁহার লিখিত প্রবন্ধকে এতটা কলুষিত করিতে পারিতেন না।

বৈষ্ণব যে সত্যই ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি চতুর্ব্বর্ণ হইতে স্বতন্ত্র বর্ণ বিশেষ, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পৃথু রাজার "অতন্ত্র ব্রাহ্মণকুলাদ্ ভক্তাচ্যুতগোত্রতঃ" এই উক্তিতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, যে পর্য্যন্ত আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয় ইত্যাকার বর্ণাভিমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত বৈষ্ণব হওয়া যাইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি" শ্লোকটী—যাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম পরিচয়ের কথা, সমালোচনা কালে সমালোচকের স্মরণ পথে আসিল না, ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক বটে। জনৈক মহাপুরুষ বলিয়াছেন,—"তোতা পাখীকে রাম নাম শিখাইলে রাম নাম উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু যখন বিড়াল আসিয়া সেই পাখীকে ধরে, তখন সে রাম নাম ছাড়িয়া তাহার স্বভাব-সুলভ ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দই করে", তাই সমালোচককে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার হিতবাদ প্রচারিত ধর্ম্মটী কি তোতা পাখীর ন্যায় আনুকরণিক? তাহা না হইলে তিনি এত বড় অপরাধজনক বৈষ্ণব-বিদ্বেষকে হৃদয়ে স্থান দিলেন কিরূপে? আজ যিনি ব্রাহ্মণ আছেন, কাল তিনি চণ্ডাল হইতে পারেন, আবার আজ যিনি চণ্ডাল আছেন, বীয় গুণে আবার তিনি ব্রাহ্মণ পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারিবেন, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি সিদ্ধান্তিত। সুতরাং এই অনিত্য বর্ণ লইয়া অভিমান মায়িক, বস্তুতঃ সত্য নহে। আমি শ্রীভগবানের দাস—এই নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞান যে দিন জীবের হইবে, সেইদিন সে বিষ্ণুজন বা বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইবে। যতদিন ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি মায়িক অভিমান জীবের সঙ্গী থাকিবে, ততদিন সে তাহার সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সুতরাং 'জাত ছারালে' বা জাত্যভিমান ছারাইলে বৈষ্ণব হয়—ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু লেখক কি এই অর্থে উক্ত বাক্যটী প্রয়োগ করিয়াছেন? তাহাত কখনও মনে হয় না। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া বৈষ্ণবের প্রতি এইরূপ অপভাষা প্রয়োগ,—ইহাকে বৈষ্ণবাপরাধ ছাড়া আর কি বলিব?

উক্ত প্রবন্ধের পঞ্চম উল্লাসে তান্ত্রিকদিগের যে পাশবিক আচার সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সমালোচক মহাশয় অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? যদি অস্বীকার করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে উক্ত বিষয় খণ্ডন করিতে অবশ্য চেষ্টা করিতেন। কই তাহা না করিয়া কেবল বৈষ্ণব-সমাজকে গালাগালি করিয়া বীয় সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাসে অনেক তন্ত্রোক্ত বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সমালোচক যাহা

লিখিয়াছেন, তাহা অবশ্য সত্য, কিন্তু পুরাণ ও তন্ত্র তিন শ্রেণীর লোকের জন্য লিখিত হইয়াছে। সাত্ত্বিক পুরাণরাজি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের জন্য, রাজসিক-পুরাণ-সকল রাজসিক ব্যক্তিগণের জন্য এবং তামসিক পুরাণ সকল তামসিক ব্যক্তি-বর্গের জন্য লিখিত হইয়াছে। শুদ্ধসাত্ত্বিক বৈষ্ণবগণ রাজসিক ও তামসিক পুরাণাদিকে উপেক্ষা করিয়া সাত্ত্বিক শাস্ত্রাদিকে বহুমানন করিয়া থাকেন। রাজসিক ও তামসিক পুরাণরাজি এবং তন্ত্রাদি অসুরগণের মোহনার্থ লিখিত হইয়াছে। যথা পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ২৫শ অধ্যায়ে "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিনা॥"—তাহা হইলেও রাজসিক ও তামসিক পুরাণ মধ্যে যাহা কিছু সাত্ত্বিক ভাবের পরিপোষক তাহাও বৈষ্ণবের গ্রাহ্য।

এই কারণে হরিভক্তিবিলাস মধ্যে তন্ত্রোক্ত-প্রমাণ সমূহ (যাহা সমালোচক উল্লেখ করিয়াছেন) গৃহীত হইয়াছে। যদি কেবল তন্ত্রোক্ত-প্রমাণ বা স্মৃতিই গ্রাহ্য হইত, তাহা হইলে হরিভক্তিবিলাস নামে স্মার্ত্ত স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করার কোন আবশ্যকতা ছিল না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তদনুগ বৃন্দারণ্যবাসী গোস্বামিগণ কিন্তু সংহিতাকার ঋষিগণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সমালোচক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সংহিতার সমস্ত টুকুকে গ্রহণ না করিয়া যতটুকু কেবল স্মার্ত্তগ্রন্থের উপযোগী, ততটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা কি সমালোচকের অনুভবে আইসে নাই? সমালোচকের মত তাঁহারা গ্রন্থকারদিগের অযথা নিন্দাবাদ করেন নাই। "শ্রদ্ধা ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দ্যাস্ত্রচোদিতে" ইহাই বৈষ্ণবের মূলমন্ত্র।

সমালোচক এক স্থলে বলিয়াছেন,—"**মায়াবাদকে আক্রমণ করা গ্রন্থকারের উচিত হয় নাই?**" বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সুদর্শন থাকিলে তাহা তিনি কখনই বলিতে পারিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও অসামান্য বৈয়াকরিক কাশীবাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে বিচারে পরাভূত করিয়া মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন ও সর্ব্ববেদান্তোপনিষৎ সার অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রচারদ্বারা ভক্তির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন; মায়াবাদকে কখনও প্রশ্রয় দেন নাই।

তারপর নেড়ানেড়ীর দলকে লক্ষ্য করিয়া এবং বৈষ্ণব-সমাজকে তদন্তর্ভুক্ত বোধে তৎপ্রতি যে বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনুদারদর্শিতারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারের ফলে তান্ত্রিক ব্যভিচারের স্রোত স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা একেবারে অপসারিত হয় নাই। তান্ত্রিকচারী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাবে তখন তান্ত্রিক বলিয়া নিজকে জাহির করিতে লজ্জা বোধ করিয়া নিজকে 'বৈষ্ণব' নামে পরিচিত করিয়া আবার ব্যভিচারের কলুষপ্রবাহে দেশকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল; ইহারাই 'সহজিয়া' এবং 'নেড়ানেড়ী'। আসল বৈষ্ণব-সমাজ ইহাদিগকে কখনও শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া গণনা করেন না বা তাহাদের সহিত কখনও গোষ্ঠী করেন না। সুতরাং বৈষ্ণব-সমাজকে নেড়ানেড়ীর দলে মিশাইবার কুপূর্ণ চেষ্টা সমালোচকের পক্ষে বিড়ম্বনাই হইয়াছে। বিশেষতঃ তিনি যদি স্মরণ রাখিতেন যে, কি জন্য ছোট হরিদাস মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি নিজের এবম্বিধ অপরূপ সিদ্ধান্তে নিজেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না।

তারপর তিনি যে লিখিয়াছেন,—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাজনগণ কখনই বৈষ্য ব্রাহ্মণ হন নাই, ইহাও এক অপরূপ সিদ্ধান্ত। "যথা—কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস বিধানতঃ" এবং ভাগবতীয় "যত্র যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসঃ বর্ণাভিব্যঞ্জকং" প্রভৃতি আপ্ত বাক্যই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। শ্রীচরিতামৃতেও "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" ইত্যাদি সহস্র সহস্র বাক্য তারস্বরে বৈষ্ণব-মহিমা ঘোষণা করিতেছে। ইহা জানিয়া শুনিয়াও সমালোচক মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রকার উক্তি করিয়াছেন, তাহা কি পেচকের অন্ধকার দর্শনের ন্যায় নহে? যথা—"উলূকে না দেখে যথা সূর্য্যের কিরণ।" (শ্রীচরিতামৃত)

তবে যে সমালোচক "যন্নামধেয় শ্রবণকীর্ত্তনাদিত্যাদি" শ্লোকের শ্রীজীব গোস্বামীকৃত টীকাহুসারে বৈষ্য ব্রাহ্মণাদি সম্ভাবনা নিরাকৃত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা

কদাচ স্বীকার্য্য হইতে পারে না। কারণ টীকার মনগড়া অর্থ কখনও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। বৈষ্ণবের পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা স্বতঃসিদ্ধ। দুই একটী প্রমাণ এখানে বোধ করি, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ব্রাহ্মণ কুলজ রামোদর গোস্বামী শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিন্দাবর্ণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন—প্রভুর অঙ্গে জ্যোতির্ব্বয় উপবীত ঝলমল্ করিতেছে, তখন তিনি তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া স্বকৃত অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন ও তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সমালোচক মহাশয় বলিতে পারেন শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে 'ব্রহ্ম' বলা যাইবে কি এখনও তাঁহাকে ব্রাহ্মণেতর জাতিতে রাখিতে হইবে? না, রামোদর গোস্বামী স্বয়ং ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও শ্যামানন্দ প্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পতিত থাকিলেন বা স্মার্ত্ত সমাজ কর্ত্তৃক প্রায়শ্চিত্তার্হ হইলেন? শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শতসহস্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিতেও ব্রাহ্মণাঙ্গার শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন"। এইরূপ শত সহস্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ব্যবহার দৃষ্টান্ত থাকিতেও সমালোচক মহোদয় কিরূপভাবে প্ররোচিত হইয়া বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতা নাই—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন, তাহা ভাবিয়া আমরা যথার্থই বিস্মিত হইয়াছি। সমালোচকের মতে "শতে শপকং নাস্তি" এই নূতন ন্যায়সূত্র গঠিত হইবে কি? ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ে যদি কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে সমালোচক মহোদয় ব্রাহ্মণতাকে বৈষ্ণবতার উপরে স্থান দিতে যাওয়ারূপ ভ্রমে কদাচ পতিত হইতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রকৃতি স্ব স্ব জাতির অভিমান পরিত্যাগ না করিলে জীবের স্বীয় স্বরূপগত অভিমান অর্থাৎ 'আমি বৈষ্ণব' ইত্যাকার ভাব কখনও ফুটিতে পারে না। ব্রাহ্মণতা বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়ার পরই ভক্তিধর্ম্ম লাভের যোগ্যতা আসে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" এই শ্লোকটী তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াও যদি সে হরিভক্তি হইতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে সে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও বঞ্চিত। বেদ অধ্যয়নও তাঁহার বৃথা এবং শ্রবণে অধিকারও তাঁহার বিড়ম্বনা মাত্র। অমল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত তাই বলেন—"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনে কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥" ভগবানের মহিমা যেরূপ সর্ব্বশাস্ত্র গান করিতেছেন, ভক্তিও ভক্তের মহিমা সেইরূপ তারস্বরে প্রচার করিতেছেন। শুধু তাই নহে, ভক্তের মর্য্যাদাকে ভগবানের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। তাই শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন,—"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।" শ্রীমদ্ভাগবতের "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ" এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" ইত্যাদি শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য নির্ব্বৈরের ভাবে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ে কোন প্রকার গণ্ডগোল থাকিবে না। বস্তুতঃ জ্ঞানিগণের শান্তরসের উর্দ্ধেই ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের দাস্য সখ্যাদি রসের অবস্থান। সনকসনন্দাদি ঋষিকুমারগণ প্রথমে ব্রহ্মানন্দী অর্থাৎ শান্তরসের অধিকারী পরে শ্রীনারদের কৃপায় ভজনানন্দী অর্থাৎ দাস্যরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণতার যাহা শেষ পরিণতি, তাহা বৈষ্ণবতার পাদপীঠ মাত্র।

যাহারা মনুষ্যত্বের আদর না করিয়া কেবল উচ্চ বর্ণ হইতে প্রাপ্ত স্বীয় চর্ম্ম-মাংসময় দেহের গর্ব্বেই গর্ব্বিত হন, তাহারা একরূপ চামার; কারণ চর্ম্মব্যবসায়ী মাত্রেই 'চামার' বলিয়া গণিত হইবার যোগ্য, বৈষ্ণবপ্রধান শ্রীতুলসীদাস সত্যই বলিয়াছেন "জাত পাত পুছে নাহি কোয় হরি ভজে সো হরকা হোয়। তুলসী কহে হরিভজন বিনে চারি জাত চামার॥"

দুঃখের বিষয় আজকাল যাঁহাদের 'বর্ণপরিচয়' হয় নাই, তাঁহারাও সৎসাহিত্যের আলোচনায় লাগিয়া যান। অথবা ইহাকে আর কি বলিব? ইহা কলিরই প্রভাব বটে। সমালোচক মহোদয় বলিতে পারেন কি আজ তিনি যে স্তরের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের পরিচয়ে নিজকে গৌরবান্বিত করিতে চাহেন, তাহা সত্য যুগে ছিল কি? তাহা স্মরণ না থাকিলে তাঁহাকে ভাগবতের "এক এব পুরা বেদ প্রণব সর্ব্ব বাঙ্ময়ঃ। দেব নারায়ণো নান্য একবাগ্নি বর্ণ এব চ। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা চ ত্রেতায়াং কৃতবান্ প্রভুঃ"—এই শ্লোকগুলি

স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। একটি কুলে জাত হইয়া কত লোকই যে বিভিন্ন বর্ণে পরিচিত হইয়াছেন, তাহার খবর রাখেন কি? অথবা যে শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্র পরিচয়ে ব্রাহ্মণেরা এখন পরিচিত, সেই গোত্র-প্রবর্ত্তকগণের গোত্র কি ছিল, তাহা বলিতে পারেন কি? আমার এই সমস্ত প্রশ্নগুলি সমালোচক মহাশয় একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিলে স্বীয় ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয় সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। তারপর আমার শেষ অনুরোধ —হে চতুর্ব্বর্ণাভিমানিগণ, আপনারা তারগ্রাহী না হইয়া সারগ্রাহী হউন। বৃথা বর্ণাভিমানরূপ খোসার আদর না করিয়া আসল জিনিষের আদর করিতে শিখুন। তাহা হইলে বর্ত্তমানে সমাজের সমস্ত আবর্জ্জনা, সমস্ত আবিলতা ধুইয়া মুছিয়া গিয়া সমাজের পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও পূর্ব্বশ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে। যেরূপ দেখিতেছি দেশে দুর্ব্বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সর্ব্বসাধারণের চোখ ফুটিয়াছে।

দোষগুণের বিচারে কি সমালোচক সুধী নহেন, এখন আর যেকীর আদর চলিবে না। প্রকৃত সত্যের আদর করিতে এখন দেশের লোক শিখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র সবনাধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন কি না বা উহা লাভ করিতে তাঁহার কি জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল? বৈশ্যদাসিত্ব-ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্র-সিদ্ধ। এই চিরসত্য প্রচার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠকে আক্রমণ করিয়া তিনি কি কার্য্যতঃ শাস্ত্রকে অপমানিত করেন নাই? মিথ্যার আবরণে সত্যকে ঢাকা যায় না। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। আশা করি, সমালোচক মহাশয়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে আর কাহারও বাকী থাকিবে না। প্রতিবাদ প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, সুতরাং এই খানেই নিস্তব্ধ হইলাম। যদি আর কিছু প্রয়োজন হয়, বারান্তরে বলিবার চেষ্টা করিব। ইতি

বিনীত—

শ্রীশচীনন্দন অধিকারী, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।

[এতদ্‌বিষয়ে বিস্তৃত সম্পাদকীয় মন্তব্য বারান্তরে প্রকাশিত হইবে। প্রতিবাদ পত্র প্রেরকের লেখনীর মধ্যে কয়েকটী বিষয় আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিসহ তাহা আমরা পরবর্ত্তী কালে প্রকাশ করিব। [গৌঃ সঃ]

আচার্য্য-কৃপা (চৈঃ ভাঃ)

মূর্খ-দোষে কেহ কেহ না দেখে পুরাণ।
বলরাম-রাসক্রীড়া যবে অগ্রমাণ॥
ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥
এবে কেহ কেহ নপুংসক বেশে নাচে।
বলে বলরাম-রাস কোন শাস্ত্রে আছে॥
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে।
এক অর্থ অন্য অর্থ করিয়া বাখানে॥
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
তাঁর স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঁই॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১।৩২, ৩৯, ৪০-৪২)

আদিখণ্ডে বিদ্যাবিলাসের মহারম্ভ।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ॥
নিত্যানন্দ ব্যাসপূজা কহি মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র সেনা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দক সন্ন্যাসী॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১।১০৬, ১২৩, ১৭৩)

রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র বাবহার-রসে॥
কৃষ্ণরাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥

ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
দেখা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কখন॥
দেখা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

(চৈঃ ভাঃ আ ২।৬২—৭২)

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কাহো নাহি বাসে॥
যাওনী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কিছু নাহি জানে লোক ধনপুত্র আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
এই মত বলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি কৃষ্ণ বলি কান্দে ভাগবতগণ॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু খণ্ড নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥

(চৈঃ ভাঃ আ ২।৮৩—৮৮, ১১০, ১১২, ১১৬, ১২১)

চারি বেদ শির মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জানে।
সর্ব্ব তত্ত্ব সঙ্গে করি, আইলা গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে।
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।

(চৈঃ ভাঃ আ ৪।২১৬, ২২৭, ২৩৩)

আমরাও না রহিব চলি যাও বনে।
এ পাপিষ্ঠ লোকমুখ না দেখি যেখানে॥
পাষণ্ডীর বাক্যজ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎ পথে সর্ব্ব লোক রত॥
কৃষ্ণ হেন নাম নাহি শুনি কার মুখে।
সকল সংসার ডুবি মরে মিথ্যা সুখে॥
বুঝাইলে কেহ কৃষ্ণপথ নাহি লয়।
উলটিয়া আরও সে উপহাস করয়॥
যোগ্য নহে এ সব লোকের সনে বাস।
বনে চলি যাও বলি সবে ছাড়ে শ্বাস॥

(চৈঃ ভাঃ আ ৭।৯৭—১০০, ১০২)

হরিভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
অসৎ সঙ্গ অসৎ পথ বহি নাহি আর॥
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
হেন গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি ঘরে॥
মিথ্যা সুখে দেখি সব লোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ দুঃখ ভাবেন অন্তর॥
কৃষ্ণ বলি সর্ব্বগণে করেন ক্রন্দন।
এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ॥
হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি হৈল রতি।
কত কাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি॥
যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে॥
কৃষ্ণ-যাত্রা মহোৎসব পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি কর্ম্মে সে আনন্দ করি মরে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ৮।১৯৮—২০৪)

শ্রীমঠের পথে

বর্ষার বৈকাল। মেঘনির্ম্মুক্ত মরিচীমালীর শেষ রশ্মিগুলি গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইতেছিল। অস্তগামি-দিবাকরের গৈরিক রাগচ্ছটায় দশদিক একটা সুন্দর স্বচ্ছতাব ধারণ করিল। সহরের নিম্নেই গঙ্গা। বিস্তৃত চরের উপর বহুলোক সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সেখানে তাঁহাকেও দেখিলাম। অনেক দিন হইতেই তাঁর নাম শুনিতেছিলাম, ইউনিভারসিটীর উচ্চতম উপাধিধারী মস্ত বিদ্বান্ লোক। এত বড় বিদ্বান্ না কি দেশে সামান্য দু'চার জনই আছেন। দেখিলাম তার চেহারাতেও সে ছাপটা বেশ পড়িয়াছে। মাপাতগম্ভীর গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি।

নমস্কার পুরঃসর পরিচয়ার চরের উপর বসা গেল।

কথা উঠিল—তিনি বলিতেছিলেন :—আচ্ছা দেখুন আমরা পাশ্চাত্য দেশ সমূহের নিকট গর্ব্ব করি যে ভারতবর্ষ হইতেই পরমার্থের পূত মন্দাকিনী ধারা যুগে যুগে প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। এ যুগেও তাহার প্রভাবান্ত হইবে না। বরং তাহার বিশেষ বিস্তৃতিই আশা করা যাইতেছে। আমার মনে হয় চৈতন্যমঠ এ যুগের পরমার্থ-ধর্ম্মের একটী শ্রেষ্ঠ প্রচার-কেন্দ্র। কিন্তু সাধারণ তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি হিসাবে হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব-বোধ বেশ সজাগ থাকিলেও শ্রীচৈতন্য মঠের কথা যেন তারা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না।

আমি :—দেখুন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করা সম্পূর্ণ সুকৃতি-সাপেক্ষ। যে সুকৃতি যাহাদের আছে তাঁহারা অবশ্য সর্ব্বদাই চৈতন্যমঠের সেবা-নিষ্ঠ এবং সে বিষয়ে পূর্ণ সজাগ ও সচেষ্ট। তবে সাধারণ ভাবে দেশ কাল বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে আধুনিক ধর্ম্মবর্জ্জিত শিক্ষাতে পরমার্থের স্থান নাই! তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হতে পরমার্থ সম্বন্ধে সত্য ধারণা একরূপ বিলুপ্ত প্রায়। পাশ্চাত্যের সহিত সঙ্ঘর্ষের প্রতিক্রিয়ার ফলে এদেশটা যখন অত্যন্ত অনুকরণশীল হইয়া উঠিল তখন ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত প্রোটেস্‌টাণ্ট্ চার্চ্চ্‌এর অনুকরণে ধর্ম্ম জিনিষটাকে রাজনীতি প্রভৃতির মত, সমাজ-শৃঙ্খলা ও ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের একটা উপায়মাত্র মনে করিয়া সেই ভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার দুইটী মূল কথা হচ্ছে individualism এবং humanitarianism. সেই শিক্ষার ফলে দেশে যে দুইটী জাগতিক ধর্ম্মান্দোলন দেখা দিয়েছে তাহা হইতেছে ব্রাহ্মসমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন। ইহারা কিন্তু সতেজ হইয়া উঠিয়াছেন প্রচলিত কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়া।

ব্রাহ্মান্দোলন যে একদিন এ'জাতির চিন্তাজগৎকে বিশেষ ভাবেই অধিকার করেছিল তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। ফলে এ দেশের মজ্জায় মজ্জায় অষ্টাদশ শতাব্দির হেতুবাদমূলক জড়ীয় পাশ্চাত্য utilitarianism এবং pantheism, ঢুকিয়া গিয়াছে। কারণ এই দুইটী মতই হইতেছে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তি। পরে এ দেশে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধভাব দেখা দিলে শিক্ষিত সাধারণ মুখে উক্ত মতগুলির নিন্দা করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা ঐ পন্থী। ইংরাজের বিরুদ্ধে অভিমানের আবরণের মুখে হিন্দু আধ্যাত্মিকতার বড়াই করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকেই পাশ্চাত্যের মানসপুত্র। তাই, যে আন্দোলন pantheistic ভাবে ভাবিত নয় কিম্বা humanitarian বেশে জগতের সামনে উপস্থিত না হয় তাহার মূল তথাকথিত সাধারণ শিক্ষিতেরা বুঝিতে পারেন না। অবশ্য এ দুইটী জিনিস এ দেশেও প্রচুর পরিমাণে চিরদিন প্রচলিত আছে যদিও আকারটা তার আধ্যাত্মিক।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

বিষ্ণুপাদ শ্রীবারাণসীতে গত মহালয়া হইতে শ্রীলক্ষ্মী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে বিরাট্ নামকীর্ত্তন-মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। গত ২রা অক্টোবর রবিবার দিবা শ্রীসনাতন গৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রী-গুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-শ্রীবিগ্রহ অভিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীকাশীক্ষেত্র শ্রীসনাতন-শিক্ষার স্থল। শ্রীগৌর-সুন্দর এই স্থানে সনাতনজীবের সনাতন ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আজ সেই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যনা-

ভিরাম শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দিন কাশীবাসী বহু ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তির অভিষেকাদি দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম দেশবাসীর অনেকেই ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌরবিগ্রহ দর্শন করেন নাই, তাঁহারাও আজ গৌরাঙ্গের নিজজনের কৃপায় ভুবনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি দর্শন ও গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার সুযোগ পাইলেন। তদুপরি আবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সপ্তাহ শ্রীশ্রীসনাতন-শিক্ষার অপূর্ব্ব মধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইয়া জীবকুলের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ ও সজ্জনগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। কাশী-বাসী পণ্ডিতমণ্ডলী ও বৈষ্ণবমণ্ডলী প্রত্যহই শ্রীল ঠাকুরের দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে আগমন করিতেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর দিবারাত্র অনর্গল কাশীপুরীতে হরিকথামৃত বর্ষণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন ও দশাশ্বমেধ-ঘাটে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজসভার বহু পণ্ডিত মণ্ডলীর বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হইত। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি সাহস গোস্বামী প্রভু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল, এম, এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত যদুনন্দন অধিকারী বি, এ, শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ দাস অধিকারী বি, এ, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি, এ, শ্রীমদনমোহন বিদ্যালঙ্কার বৈদ্য বেদান্ত-বিদ্যান প্রভৃতি অনেকেই শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আনুগত্যে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, ও শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদানন্দ অধিকারী মহোদয়গণের মধুর সংকীর্ত্তন কাশী-পুরীর চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়াছে। ৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাচার্য্যের আবির্ভাব-মহোৎসব মহা-সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে এবং ৮ই অক্টোবর সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ৯ই অক্টোবর রবিবার দিবস শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে কাশীধামস্থ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহোদয় ও বৈষ্ণবগণ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে একত্র সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সেই বিদ্বৎসভার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ঠাকুরের বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিবিধ গ্রন্থরাজি হিন্দি ভাষায় প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশীধামে মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়া ভক্তগণ শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর কাশীপুরীতে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তি অভিষিক্ত ও তথায় স্বয়ং ও স্বীয় অনুগত সজ্জনগণের দ্বারা শুদ্ধভক্তিই কথা কীর্ত্তন করিয়া পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অধোক্ষজদাস অধিকারী মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে কাণপুরে শুভবিজয় করেন। তথায় তিন দিবস কাল অবস্থান করিয়া কাণপুরের অধিবাসীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি ও শ্রীযুক্ত যদুনন্দন অধিকারী বি, এ, মহাশয়কে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট বহুলরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য কাণপুরে রাখিয়া শ্রীজয়পুরে শুভবিজয় করেন। শ্রীজয়পুরে অধিষ্ঠিত বাগ্মীবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজনরঞ্জন মহারাজ, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভু, ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, কীর্ত্তনীয়া শ্রীজগদানন্দ অধিকারী প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে এবার বহু বহু বিশিষ্ট ভক্তের সমাবেশ হইয়া-ছিল। কাণপুরে বর্ষাচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ব্রজবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভাগবতগণ এবং বহু ভক্ত শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনেও বিপুল ভাবে মাসব্যাপী সংকীর্ত্তন মহামহোৎসব চলিতেছে। ভক্তগণ শ্রীধাম বৃন্দাবনে অষ্টকাল কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিসংযোগে ঊর্জ্জাব্রত পালন করিতে-ছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ গৌরবিহিত কীর্ত্তন-কারিগণ শ্রীধামবাসীর নিকট শ্রীরাধারাণীর যাথার্থ্য কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীশ্রীব্রজবাসিগণের কৃপাই শ্রীরাধারাণীর কীর্ত্তি মুখে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। আমরা করযোড়ে পরমনিষ্কপটভাবে শ্রীশ্রীব্রজবাসিগণের চরণরেণু ভিক্ষা করিতেছি। জয় শ্রীরাধারাণীকি জয়! জয় শ্রীরাধারাণীর কৃপাবাসিগণের জয়! জয় শ্রীশ্রীব্রজবাসিগণের জয়!

ঢাকা শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠেও সংকীর্ত্তন-মহোৎসব চলি-তেছে। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস অধিকারী ও মনোমোহন প্রেসের সত্বাধিকারী ও অন্যান্য শ্রীযুক্ত বিরাজ-মোহন যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নানাভাবে সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন। উত্তরোত্তর তাঁহাদের সেবোৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হউক, ইহাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট প্রার্থনা। কারণ সেবাই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, সেবাই চেতনতা, সেবাই শোভা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪, ২৯শে অক্টোবর | ১১শ সংখ্যা

আচার্য্য শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ

উড়ূপীক্ষেত্র হইতে সাত মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে পাপনাশিনী নদীর তটে 'বিমানগিরি' নামক একটী উচ্চ পর্ব্বত বিরাজিত। পুরাকালে শ্রীপরশুরাম শিলাখণ্ড ভেদ করিয়া সেই পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বে পয়স্বতীর্থ, মধুস্তীর্থ, বাণতীর্থ ও গদাতীর্থ নামক কুণ্ডচতুষ্টয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিমান-গিরির শিখর-প্রদেশে শ্রীপরশুরাম-স্থাপিত যোগমায়া একটী বৃহৎ মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজিত থাকিয়া বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নিত্য সম্পূজিতা হইতেছেন। বিমান-গিরি হইতে প্রায় একমাইল পূর্ব্বদিকে পরশুরাম-স্থাপিত তীর্থ-চতুষ্টয়ের অন্যতম মধুস্তীর্থ বিরাজিত। সেই মধুস্তীর্থের সন্নিহিত প্রদেশই 'পাজকাক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানকালে কেহ কেহ 'পাজকা' শব্দের এইরূপ 'যোগ' নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রাতি ইতি 'প', ন জায়তে ইতি 'অজ', পঞ্চাসৌ অজশ্চেতি পাজঃ, পাজাং কং (জলং) যস্মিন্ তৎ পাজকম্ অর্থাৎ উৎপত্তি-রহিত পরশুরাম-বিক্ষুণ্ণারা যে ক্ষেত্রে জল অর্থাৎ মধুস্তীর্থাদির প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহারই নাম পাজকাক্ষেত্র। এই পাজকাক্ষেত্র পাপনাশিনী নদীর তীরে অবস্থিত।

এই পাজকাক্ষেত্রে মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন বেদবেদাঙ্গকুশল, সদাচাররত জনৈক নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পুরাকালে রামভোজ নৃপতি অহিচ্ছত্র প্রদেশ হইতে যে বিংশত্যুত্তরশত বহুচব্রাহ্মণকে পরশুরামক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করিয়া বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। সেই বিংশত্যুত্তরশত ব্রাহ্মণগণের অন্যতম যে ব্রাহ্মণ গ্রামের মধ্যভাগে তাঁহার গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন, তিনিই 'মধ্য-গেহ' নামে পরিচিত হন। এইরূপ যে ব্রাহ্মণ পূগবন, লিকুচবন মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্থানের নামানুসারে 'পূগবন', 'লিকুচবন' ও তাঁহাদের অধস্তনগণ মধ্যগেহ-বংশ, পূগবন-বংশ, লিকুচবন-বংশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হন। 'মধ্যগেহ' শব্দটীকে কন্নড় ভাষায় 'নড্ডিল্লায়' বলা হয়। নড্ (মধ্য) + অন্ত (স্থ) + ইল্লায় (গৃহবান্)। মধ্যগেহ-বংশোৎপন্ন পাজকাক্ষেত্রবাসী সেই সদাচাররত ব্রাহ্মণের নাম 'নারায়ণ ভট্ট'* ছিল। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পাজকা-ক্ষেত্রে বাস করিয়া পরশুরাম-পীঠস্থ স্ব-কুলদেবতা শেষশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকালমধ্যেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুত্রমুখে বঞ্চিত হইয়া অমরপুত্র-প্রাপ্তিকামনায় দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ঐকান্তিক পরি

* শ্রীমদ্বাদিরাজতীর্থের 'অনুমধ্যবিজয়ে' এই নাম পাওয়া যায়। পরন্তু 'মণিমঞ্জরীগ্রন্থে' এইরূপ নাম নাই, কেবলমাত্র 'মধ্যগেহ' নাম আছে।

করিয়া অতীব কঠোর তপস্যা করেন। শ্রীবেদব্যাসদেব ভগবান্ তাঁহাদের এই কঠোর তপস্যার সমুচিত ফলপ্রদানে উন্মুখ হন।

এই সময়ে সনাতন ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি-পাসনার ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ-রূপ নাস্তিকতা জীবমাত্রকে জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে পাতিত করিয়া তমোরাজ্যের প্রতি ধাবমান করাইতেছিল। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন তখনই সত্ত্বতনু বিষ্ণু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া বা কোন মহত্তম জীবে স্বীয় শক্তি আবিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করেন। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ-কুজ্ঝটিকাকে ভারত-গগন হইতে অপসারিত এবং জীবন্মৃত-জীবকুলে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিবার জন্য বিষ্ণুর ইচ্ছায় মুখ্য বায়ু জগতে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যেমন পূর্ব্বে সপ্তসপ্তীয় ত্রেতাযুগে কেশিনী-পত্নী অঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর হনুমানজী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেমন অষ্টাবিংশীয় দ্বাপরযুগে পাণ্ডু-পত্নী কুন্তীকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশীয় কলিযুগে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যথার্থতত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্য পাজকাক্ষেত্রবাসী মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন নারায়ণভট্টের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্যবায়ু জগতে অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীনারায়ণভট্ট পুত্রের নাম 'বাসুদেব' রাখিলেন। শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। তত্ত্ব-বাদিগণ বলেন যে, শ্রীমধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীত্রিবীকেশ-তীর্থ মহাভারত-তাৎপর্য্যধৃত বাক্য হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল বিষয়ে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মোক্ষ-ধর্ম্মে ভীষ্ম পঞ্চপাণ্ডবকে বলিয়াছিলেন যে, কলিযুগে চতুঃ-সহস্র বর্ষের পর পাণ্ডবগণের পুনরায় জগতে আবির্ভাব হইবে। এই ভীষ্মোক্তি অবলম্বনে ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সংবৎসরাণাম্ কলৌ
পৃথিব্যাম্।
জাতঃ পুনঃ বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈরি গূঢ়ং
হরিতত্ত্বমাহ ॥"

—কলিযুগে ত্রিশতোত্তর চতুঃসহস্র (৪৩০০) সংবৎসর অতীত হইলে পৃথিবীতে পুনরায় ভীমসেন বিপ্রতনুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে দৈত্যকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত বিষ্ণুতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এই বাক্য অবলম্বন করিয়া শ্রীমধ্বা-চার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য অষ্টমঠের অন্যতম 'পলমার' নামক আদি মঠের মূল মঠাধীশ শ্রীত্রিবীকেশতীর্থ তদ্রচিত 'অনুমধ্ব-চরিত'গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ত্রিশতাধোত্তরচতুঃসহস্রাব্দেষ্ব উত্তরে।
একোনচত্বারিংশাব্দে বিলম্বিপরিবৎসরে ॥
আশ্বীজ-শুক্লদশমী-দিবসে বুধি পাবনে।
পাজকাখ্যে শুচিক্ষেত্রে দুর্গয়া চাম্বিকীক্ষিতে ॥
জাতো মধ্যাহ্ন-বেলায়াং বুধবারে মরুত্তমঃ।
কুসুমেত্রোপনীতো যঃ ততঃ একাদশাব্দকে ॥
সৌম্যো অগ্রাঃ ভগবান্ তুরীয়াশ্রমমুত্তমম্।
মধ্বনামা ত্রিগায়াঘং বাদিনো বাদকৌশলী ॥
একোনাশীতিবর্ষাণি নীত্বা মানুষদৃষ্টিগঃ।
পিঙ্গলাব্দে মাঘশুক্লনবম্যাং বদরীং যযৌ ॥"

শ্রীত্রিবীকেশতীর্থের বিচার গ্রহণ করিলে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব কাল ৪৩০৯ কলাব্দে নির্ণীত হয়। বর্ত্তমানে তত্ত্ববাদিপঞ্জিকার মতে ৫০২৯ কলাব্দ চলিতেছে। ঐ পঞ্জিকার মতে ভীমসেনের গদাপ্রহারে দুর্য্যোধনের পতনের পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ কাল হইতে কলিযুগাব্দ গণনা করা হয়। শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাবকাল শ্রীত্রিবীকেশতীর্থের বিচারানুসারে ৪৩০৯ কলাব্দে স্থিরীকৃত হইলে বর্ত্তমান কাল হইতে ৬৯০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব হইয়াছিল জানা যায়। অনুমধ্বচরিতে শ্রীত্রিবীকেশতীর্থ বলেন, নারায়ণ-ভট্ট-তনয় বাসুদেব পাজকাক্ষেত্রে ৪৩০৯ কলিযুগাব্দে বিলম্বি বৎসরে আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে (বিজয়াদশমীতে) বুধবারে মধ্যাহ্নকালে আবির্ভূত হন। শ্রীরঙ্গস্বামী আয়ার ও ডাঃ বুকানন মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব কাল ১১২১ শকাব্দায় নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে কেহ কেহ প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন। অধমার্য মহীয়ান পল্লনাভাচার্য্য তাঁহার রচিত Life & Teachings of Madhva নামক গ্রন্থে ভিন্ন মত পোষণ করেন। অষ্টমঠীয় বর্ত্তমান তত্ত্ববাদিগণ

আবার অনেকেই শ্রীবরাহকেশতীর্থের মতকেই সমীচীন বলেন। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ দেখিতে পারেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর-সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ দেখিতে পারেন।

বাসুদেব অতি শৈশবকালেই বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশ করিয়া বন্ধু-স্বজনবর্গের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই বাসুদেব বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অষ্টম বর্ষে উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন। উপনীত বালক বেদাধ্যয়নের জন্য পাঞ্চকাক্ষেত্র হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমভাগে অবস্থিত দত্ততীর্থ * নামক স্থানে পুণ্যবনকুলোৎপন্ন জনৈক বিপ্রের নিকট বেদাধ্যয়নার্থ উপস্থিত হন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়াতেই প্রমত্ত থাকিতেন। বেদাদি অভ্যাসে আদৌ তাঁহার কোনপ্রকার মনোযোগ দৃষ্ট হইত না। অধ্যাপক বাসুদেবকে সর্ব্বসময়েই ক্রীড়াদিতে নিযুক্ত দেখিতে পাইয়া একদিন তাঁহাকে বিশেষরূপে ভর্ৎসনা করেন। বাসুদেব তৎক্ষণাৎ অধ্যাপক-সমীপে অধীত অনধীত সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অনর্গল উচ্চারণ করিয়া অধ্যাপকের পরম বিস্ময়োৎপাদন করেন। এইরূপে অত্যল্পকালের মধ্যেই বাসুদেব নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণপূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পিতঃ, আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি। এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করিব।" নারায়ণভট্ট বালকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'যদি তোমার ন্যায় একটী সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে প্রচার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্তধৃত শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষেও মহদ্বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে' অর্থাৎ যেমন শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষে বিশাল সজীব বৃক্ষরূপে পরিণতি সম্পূর্ণ অসম্ভব, তদ্রূপ বালক বাসুদেবের পক্ষেও প্রবল মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার সম্পূর্ণ অসম্ভব,—ইহাই নারায়ণভট্টের অভিপ্রায়। পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব বলিলেন, 'পিতঃ ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে এই যষ্টিখণ্ডের যেরূপ মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণতি কিছুমাত্র অসম্ভব নহে, তদ্রূপ আমার ন্যায় বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন কোনরূপে অসম্ভব হইতে পারে না।' বাসুদেব ইহা বলিয়া তাঁহার হস্তধৃত যষ্টিখণ্ডকে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিবামাত্র উহা মহান্ বটবৃক্ষরূপে পরিণত হইল। এখনও পাঞ্চকাক্ষেত্রে সেই মহান্ বটবৃক্ষরাজ বিরাজিত থাকিয়া শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের অলৌকিক প্রভাবের স্মৃতি দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে জাগরূক করিয়া দিতেছে।

নারায়ণভট্ট বাল্যকাল হইতেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও পরমতখণ্ডনে অসামান্য উৎসাহ এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয় দর্শন করিয়া পুত্র পরবর্ত্তিকালে গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইবেন না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহ বন্ধন দ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। বুদ্ধিমান বাসুদেব কিন্তু মাতাপিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। যাঁহার হৃদয় জগতের বন্ধন মোচন করিবার জন্য সদা সমুৎসুক, যিনি নিখিল দুঃখাক্রান্তকে তিরস্কার করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপনার্থ বিষ্ণুকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট—বিষ্ণুশক্তির দ্বারা আবিষ্ট, সেই পুরুষকেশরীকে বন্ধন করিতে পারেন, জগতে এমন কে আছেন? সাধারণ লৌকিক বিচার এই যে, সর্ব্ববিষয়েই মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত ধর্ম্মাদি যাজন বা সন্ন্যাসাদি আশ্রমান্তর গ্রহণ বিশেষ দোষাবহ। এইরূপ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি লোকমান্য পুরুষগণও যে কোন প্রকারে হউক মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বিচার যে সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-ভোগিসম্প্রদায়ের ভোগোত্থ-ধারণা-পুষ্ট, তাহা আমরা শ্রীবাসুদেবের আচরণে প্রমাণিত দেখিতে পাই। আব্রহ্মস্তম্ব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবমাত্রেই নিজে হরিভজনহীন এবং মাৎসর্য্য ও ভোগবুদ্ধি-নিবন্ধন অপরের হরিভজনের বিরোধী। মাতাপিতা ও পুত্র, পুত্র ও মাতাপিতা, স্ত্রী ও স্বামী, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, ভ্রাতা ও ভ্রাতায়, স্বজন-স্বজনে, বন্ধু-বন্ধুতে ভোগবুদ্ধি অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারার ন্যায় সর্ব্বদা প্রবাহিত। সুতরাং যখনই

* দুর। শ্রীকৃষ্ণপুর নগরীর অষ্টাধীশগণের অন্যতম শ্রীবিদ্যাধীশতীর্থশ্রীপাদ 'দত্ততীর্থমঠ' নামক একটী মঠ স্থাপন করিয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ হরিভজনের জন্য অগ্রসর হইবার প্রয়াস পেলে, তখনই তন্মধ্য হইতে আর একজন তাঁহার ভোগ্য (?) বস্তু চিরকালের তরে ভগবানের ভোগে উৎসর্গীকৃত হইবে ভাবিয়া, তাঁহার মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া লইতেছে মনে করিয়া হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তিকে যে হরিভজনে বাধাপ্রদান করিবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। মাতাপিতা 'ভক্ত' অভিমান করেন, পুত্রের ভগবদ্ভজনে বিঘ্নকারী নহেন বলিয়া পুত্রের নিকট 'প্রতিজ্ঞা-পত্র' প্রদান করিয়া থাকেন ততক্ষণ, যতক্ষণ না তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রকে নিজের অধীনে রাখিয়া—নিজের সেবায় নিযুক্ত করিয়া পুত্রকে ভোগ করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারেন যে, পুত্র এখন হইতে আমাদের ভোগের বস্তু না হইয়া কৃষ্ণের ভোগ্য, কৃষ্ণের নৈবেদ্য—কৃষ্ণসেবার উপযুক্ত উপকরণ হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহারা সেইরূপ পুত্রের হরিভজনে বাধাপ্রদান করিবার জন্য স্বর্গমর্ত্য আলোড়ন করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইহা যে কেবল পুত্রের প্রতি মাতাপিতার ব্যবহারে লক্ষিত হয়, তাহা নহে, যেখানে পুত্র নিজের স্বরূপবিস্মৃত হইয়া আপনাকে কাহারও পুত্র বলিয়া অভিমান করেন, সেখানে সেইরূপ পুত্রও হরিভজনোন্মুখ মাতা-পিতার হরিভজনে বাধাপ্রদান করিবার জন্য শতমুখী চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন। স্বামী স্ত্রী, স্বজন-বন্ধু অভিমানেও এইরূপ ভোগবিলাস-বৈচিত্র্যের তাণ্ডবনৃত্য জগতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অশেষবুদ্ধিজীবী বাসুদেব এই সকল কথা উত্তমরূপে জানিতেন, তাই তিনি মাতাপিতা, স্বজনবন্ধু কাহারও কোনপ্রকার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কিম্বা তাঁহাদের নিকট নিজ সঙ্কল্প না জানাইয়া দ্বাদশ-বর্ষ বয়সে শ্রীরজতপীঠপুরে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

রজতপীঠপুরস্থ মাধ্বগণের মতে হংসরূপী নারায়ণ হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে চতুঃসন, চতুঃসন হইতে দুর্বাসা, দুর্বাসা হইতে পরতীর্থ যতি, পরতীর্থ হইতে সত্যপ্রজ্ঞ, সত্যপ্রজ্ঞ হইতে প্রাজ্ঞতীর্থ শিষ্য-পরম্পরায় বিষ্ণুপাসনায় দীক্ষিত হন।

'মণিমঞ্জরী' গ্রন্থসেবক মধ্বশিষ্য ত্রিবিক্রমাচার্য্যাত্মজ নারায়ণ পণ্ডিত বলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ সময়ে পদ্মপাদাদি শঙ্করশিষ্যগণ শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্করাচার্য্য শিষ্যগণকে জগতে কেবলাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রযত্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন। আরও বলেন যে, কেবলাদ্বৈতবাদের ভীষণ শত্রুস্বরূপ দ্বৈতসিদ্ধান্তপণ্ডিত প্রাজ্ঞতীর্থ যতিকে যে কোন প্রকারে হউক, কেবলাদ্বৈতমতে আনয়ন না করিতে পারিলে জগতে অপ্রতিহতভাবে কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচারিত হওয়া সম্ভব নহে। গুরুর এইরূপ আদেশ ও অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ প্রাজ্ঞতীর্থকে যে কোন প্রকারে হউক কেবলাদ্বৈতমতে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইলেন। তৎকালে প্রাজ্ঞতীর্থ যতি নন্দিগ্রামস্থ কোনও একটী মঠের মঠাধীশরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষ নামক শিষ্যের দ্বারা সেবিত হইতেছিলেন। কেবলাদ্বৈতিগণ প্রাজ্ঞতীর্থ যতিকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার মঠে অগ্নি প্রদান করেন এবং বহু দ্বৈত-সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থরাজি নষ্ট করিয়া দেন। এমন কি প্রাজ্ঞতীর্থ যতির নিকট হইতে দণ্ড-কমণ্ডলু কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে কেবলাদ্বৈতিগণের ন্যায় ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ করাইয়া দেন এবং তাঁহাকে 'সোঽহং' মন্ত্র জপ করিতে আদেশ করেন। প্রাজ্ঞতীর্থ কেবলাদ্বৈতিগণের দ্বারা এইরূপ নির্য্যাতিত হইয়া বাহ্যে কেবলাদ্বৈতিগণের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অন্তরে তিনি বিষ্ণুপাসনা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। অচ্যুতপ্রেক্ষও কেবলাদ্বৈতিগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে কেবলাদ্বৈতিগণের মঙ্গল বিধানের জন্য গুরুর আচরণ অনুবর্ত্তন করিয়া অন্তরে বিষ্ণুপাসনায় নিযুক্ত থাকিলেন। পাঞ্চকাক্ষেত্রে শ্রীনারায়ণ ভট্টের গৃহে মুখ্যবায়ু বাসুদেবের আবির্ভাবের পর হইতে অচ্যুতপ্রেক্ষাদির হৃদয়ে স্বতঃই নির্ভীকতা ও আনন্দের সঞ্চার হইল। অচ্যুতপ্রেক্ষ রজতপীঠপুরস্থ অনন্তেশ্বর দেবালয়ে আগমন করিয়া শেষশায়ী বিষ্ণুর আরাধনা করিতে থাকিলেন। নারায়ণভট্টতনয় বাসুদেব দশ বর্ষ বয়সে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট রজতপীঠপুরে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে আগমন করিয়া একবর্ষকাল অচ্যুতপ্রেক্ষের সেবা-ব্যপদেশে তাঁহার নিকট দ্বৈতসিদ্ধান্তসমূহ কীর্ত্তন করিলেন এবং দ্বাদশ বর্ষে শ্রীবিবেক তীর্থের মতে ৪৩৫০ কলিযুগাব্দে

* এই গ্রন্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সৌম্য সংবৎসরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। বাসুদেব আনন্দতীর্থ বা তৎপর্য্যায় 'মধ্ব'—এই সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমদ্ভাচার্য্য-বিরচিত ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে 'মধ্ব' শব্দের ব্যাখ্যা একটী শ্লোকে এইরূপ গ্রথিত আছে—

মধিত্যজ্ঞানমুদ্দিষ্টং বরিতি জ্ঞানমুচ্যতে।
মধ্ব আনন্দতীর্থস্তাৎ তৃতীয়া মারুতীতনুঃ।

'মধু' শব্দে আনন্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং 'ব'দ্বারা জ্ঞান কথিত হইয়াছে। সুতরাং 'মধ্ব' এই শব্দের অর্থ আনন্দতীর্থ। 'তীর্থ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। আনন্দতীর্থ তৃতীয় মারুতীতনু অর্থাৎ বায়ুর তৃতীয় অবতার। অদ্যাপি শ্রীমদ্ভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শ্রীমদ্ভাচার্য্যের পরিচয়-প্রদানকালে এইরূপ লিখিয়া থাকেন বা উচ্চারণ করিয়া থাকেন—

"স্বস্তি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-বাঙ্ময়নেক-গুণগণালঙ্কৃতপদবাক্য-প্রমাণপারাবার--পরিস্ফুরদজ্ঞানতমোভেদ-শ্রীমন্নৈগমান্তসূর্য্য--সত্যজ্ঞানানন্দ--সমেত-শ্রীগোপাল--কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতাদিক-শ্রীমদ্বৈষ্ণব-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদানন্দতীর্থাপর-নামক-শ্রীমদ্ভাচার্য্যাঃ।"

উড়ুপীর অষ্টমঠে ও মধ্বাচার্য্যানুগত সমস্ত মঠে আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে এইরূপ সম্প্রদায়-বৈভব-গৌরব লিখিবার পদ্ধতি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ, কাশী।
কাল—২রা অক্টোবর, ১৯২৭, অপরাহ্ণ।

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রবক্তুমস্মাদনাদিভীশ্ মকম্।
কৃপাম্বুধিঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।

আজ আমরা বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত। এখানে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গুরু শ্রীসনাতন প্রভুর নিকট শ্রীগৌরসুন্দর সনাতন ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই শ্রীসনাতন প্রভুর সম্বন্ধে 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী'তে দাসগোস্বামিপ্রভু পূর্ব্বকথিত শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন। হিতাহিত বিবেকশূন্য মানুষ আমি—বাহ্য-জ্ঞানাদিতে প্রমত্ত আমি নিজের মনগড়া ভজনাদিতে ব্যস্ত ছিলাম। আমাকে ইতরবিলাসা-রহিত করিয়া মহাবদান্য গৌরসুন্দরের নিত্যভৃত্য মহামহাবদান্য শ্রীল সনাতন প্রভুপাদ অনিন্দক আমাকে বল পূর্ব্বক ভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন। আমাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপ, তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীসনাতন। শ্রীসনাতন সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য। তিনি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের মধ্যে সম্বন্ধবিষয়ক কথা বিচার করিয়াছেন। ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইলে ভগবানের ভক্তের আশ্রয়-ব্যতীত আমাদের ভগবৎসেবা লাভ ঘটে না। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীবাসগোস্বামী—যাঁহার (শ্রীরূপের) অনুগত বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়াছেন—যাঁহা হইতে ভজনবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—আমাদের কবিরাজ গোস্বামী, সেই শ্রীরূপপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট অত্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির, এমন কি উদ্ধবাদিরও দুর্লভ একমাত্র গোপীগণপ্রাপ্য ভক্তিকথা শুনিবার অভিনয় করিয়াছিলেন।

প্রাক্তন অনাদিকর্ম্মফলে আমাদের মনে হইয়াছে যে, কনকের শ্রীতিসংগ্রহ-ই আমাদের প্রয়োজনীয়। আমরা পতিত জীব। আমরা নিজের মঙ্গল নিজে করিতে পারি না। পতিতপাবনের চরণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত আমাদের মঙ্গল হয় না—তদ্ব্যতীত অন্য মঙ্গলের উপায় নাই।

শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ নিত্য ভগবৎপার্ষদ। তাঁহাদের পাদপদ্ম নিত্যকাল সর্ব্বজীবের সর্ব্বোচ্চ গুরুপাদ-পীঠ। এই কাশীপুরীর ভজনঘাটের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে চন্দ্রশেখরের গৃহে তখন মহাপ্রভু বাস করিয়াছিলেন। মহা-রাষ্ট্রীয় বিপ্র, রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর পিতৃব্য শ্রীতপনমিশ্র মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু পূর্ব্বেই গৃহত্যাগের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। শ্রীসনাতন কারারক্ষককে অর্থাদির দ্বারা বঞ্চনা করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে ছুটিয়া আসেন। শ্রীসনাতন মজঃফরপুরের নিকট-বর্ত্তী স্থানে ডাকাতের হাতে পড়িবার অভিনয় করেন। তখন শ্রীসনাতন 'সাকর মল্লিক' নামে পরিচিত ছিলেন। সনাতন কাশী আগমন করিলে তপনমিশ্র 'সাকর মল্লিকে'র দাড়ি গোঁপ প্রভৃতি দেখিয়া 'মুসলমান ফকির' মনে করিয়া-ছিলেন। মহাপ্রভু 'সাকর মল্লিক' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া

'সনাতন' নাম দিলেন। কর্ণাট ব্রাহ্মণোচিত বেশ না দিয়া সনাতনকে দিলেন কাঙ্গালের বেষ। সনাতন বৈষ্ণবের অবশিষ্ট অযৌত বসন পরিধান করিলেন। পুরাতন কাপড় রাগপর্য্যায়ে গৃহীত নিষ্কিঞ্চনের বেষ বা বৈষ্ণব-পরমহংসের বেষ। তাহা বিধি-পর্য্যায়ে গৃহীত বেষ নয়। কাষায় বসনাদি বৈধ বেষ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছিলেন। যেখানে বস্তুর একত্বের অধিক, সেখানেই পরস্পরের সম্বন্ধজ্ঞান বিদ্যমান—সেখানেই সেব্য-সেবক ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

(ভা ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

আদৌ সম্বন্ধ জ্ঞান। সম্বন্ধ জ্ঞানের অপর নামই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা। গুরুপদাশ্রয় হইতেই এই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যা। ধৃত বিষ্ণুযামল বাক্য)

যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধ-জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেই জন্য ভগবত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।

মন্ত্রের উপদেশমাত্র দীক্ষা নয়; যাহাতে দিব্যজ্ঞান হয়, তাহার নামই—দীক্ষা। জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত গুরুজনের অভিনয় করিয়া—নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শব্দার্থজ্ঞানকে মন্ত্রার্থজ্ঞান সাহায্য করেন। মহান্ত গুরুর নিকট শিষ্যের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রাপ্তিতে বহু জগতের যে পরিভাষা—যাহা অজ্ঞরুচি-বৃত্তিময়ী, তাহা তাঁহার চিত্তে স্থান না পাইয়া সেস্থানে মন্ত্রার্থ বা বিষদ্রুচিবৃত্তি অধিকার স্থাপন করেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)

হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িদর্শন, স্ত্রীদর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু।

ঐতিহাসিকগণ বলিতে পারেন, চৈতন্যদেব বহুদিন পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ভূতাকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞরুচিবৃত্তিতে সেই সকল কথা ভূতাকাশে বিলীন হইলেও বিষদ্রুচিবৃত্তিতে নিত্য বৈকুণ্ঠাকাশ বা পরব্যোমাকাশে সেই সকল ভগবৎকথা দেবোন্মুখ জীবের কর্ণকুহরে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে।

আমরা কিছু সাধারণ প্রতিষ্ঠার পূজক নহি। আমরা আত্মবৃত্তিতে পরমাত্মার পূজা করিবার জন্য লালায়িত। আমাদের আত্মা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত। কিন্তু সেই বুদ্ধিটি বর্ত্তমানকালে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। এই মোক্ষদায়িকা পুরীতে যাঁহারা মোক্ষলাভের জন্য লালায়িত হন, তাঁহাদের উচিত যে গৌরসুন্দর যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা। আমরা গৌরসুন্দরকে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বা প্রচারকমাত্রে আবদ্ধ করিব না। আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপেই জানিব। 'আমরা কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি'—এই বিচারটী যাহাতে আমাদের আত্মবৃত্তিতে পুনরুদ্দীপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে আমরা চেষ্টা করিব। যেমন শ্রীভাগবত বলিয়াছেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

আমরা জন্মে জন্মে বিষয় পাইব। ভোক্তা হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারিব। সুপ্তি ও সুষুপ্তির সুখভোগ করিতে পারিব। এই সকল ভোগের জন্য বহু বহু জন্মান্তর রাখিয়া দিয়া যে কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় পড়িয়া গিয়াছে—যে

কাথাটী মনুষ্য জন্ম না হইলে মনন জন্মে হয় না, তাহারই জন্য আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। আমরা যদি দেবতা হইতাম, তাহা হইলে আমাদের হরিকথা শুনিবার অধিকার বা সময় হইত না। যাহাতে আমাদের স্বার্থপরতার পূর্ণসিদ্ধি হয়, তজ্জন্যই কথাই উচিত। ধর্ম-অর্থ-কাম ও মুক্তি—এসকল আমাদের প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, এই সকলের দ্বারা আমাদের স্বার্থপরতার পূর্ণসিদ্ধি হইতে পারে না। ভোগিসম্প্রদায়ের ন্যায় মুক্তি-কামনা বা ত্যাগি-সম্প্রদায়ের ন্যায় হরিসেবাহীন মুক্তিকামনা—এরূপ ক্ষুদ্র দাসত্বা লইয়া পরিপূর্ণ স্বার্থপর পুরুষগণ মোক্ষদায়িকা শাস্ত্রাপদীপুরীতে আসেন না। যাঁহারা পরম প্রয়োজনের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা মোক্ষদায়িকা পুরীতে বাস করিয়া কৃষ্ণের আকর্ষিত কৃষ্ণসেবার জন্য লালায়িত হন। 'নিজাস্তিত্ব-রহিত হইয়া যাওয়া' প্রভৃতি বিচারের ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমার বিচারটী ক্ষুদ্র নহে। ইহা নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা প্রত্যেকে জানিতে পারেন। শ্রীরুদ্রদেব সর্ব্বদা 'রাম'নাম করেন, রামেরও রুদ্রের সহিত অত্যন্ত প্রীতি। সে লীলার ভিতরে প্রবেশ লাভ না করিলে আমাদের জন্মজন্মান্তর লাভ হইবে। শ্রীরুদ্রের আনুগত্যে সঙ্কর্ষণ-রামের সেবায় অধিষ্ঠিত না হইলে আমাদের জন্মজন্মান্তর লাভ হইবে। শ্রীরুদ্রের পঞ্চমুখ নিরন্তর এই কথাই কীর্ত্তন করেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে আমরা যে সকল কথা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা তুচ্ছ হইয়া যাইবে। কাশীক্ষেত্র বিষয়ভোগ করিবার স্থান নহে। ইহা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ক্ষেত্র,—পরমার্থ আলোচনার স্থান। এই মোক্ষদায়িকা পুরীকে যদি আমরা বিষয়-ক্ষেত্র মনে করি, তবে কেহই আমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না। এখানে নিত্যকাল গৌরসুন্দর নিত্যসনাতন-বৈষ্ণবকে হরিকথা উপদেশ করিতেছেন। এ'টী ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ উদ্দীপনার স্থান। সেজন্য আমরা হরিপ্রিয়তম মহাদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি।

আপনারা শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিকে দারুময়ী, শিলাময়ী প্রভৃতি বিচার করিবেন না। সাক্ষাৎ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে যে প্রকারে হরিকথা উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরসুন্দরও এখনও সেইপ্রকার হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। আসুন আপনারা—শ্রীগৌরসুন্দর দর্শন করুন।"

শ্রীল পরমহংসঠাকুর এইরূপ হরিকথা কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া তৎপরে ভক্তগণকে নিম্নলিখিত পদগানটী কীর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কীর্ত্তনটী এই,—

"লীলা-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র-গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগতরি হরিধ্বনি হয়॥
সেইকালে নিজাবেশ, উঠিয়া অদ্বৈত রাজ,
পূজা করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥
দেখি উপরাগ হাসি', শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, ঘোর মন পরসঙ্গ,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই' স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে॥
এইমত ভক্তমতি, যা'র যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে প্রভুর ছলে॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
দেখি' কাঁচা-সোণা-হাতি দেখি' বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥
সাবিত্রী-গৌরী-সরস্বতী, শচী-রম্ভা-অরুন্ধতী,
আর যত দেবনারীগণ।

নানা দ্রব্য পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি',
আসি' সবে করেন দর্শন ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্যগীত।
নর্ত্তক-বাদক-ভাট নবদ্বীপে যা'র নাট,
সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত ॥
কেবা আইসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার হোশ।
ধন্যলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূর্ণিত লোক,
নিমগ্ন হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥

* * *

পাইয়া মনুষ্যজন্ম, যেবা শুনে গৌর-গুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষমূর্ত্তপানী,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি' নিজ ধন,
জন্ম-লীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥"

প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-বেদ্য ভগবান্

ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়। শাস্ত্রে যে কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদির উল্লেখ আছে ঐ গুলির বাস্তব অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ ভক্তিই কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে কর্ম্মজ্ঞানযোগ নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ভক্তির বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ, কৃষ্ণের সহিত জীবের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ, আবার ঐ সম্বন্ধ জড়কালাতীত নহে কিন্তু নিত্য—এই সকল কথা 'গৌড়ীয়' বিচারমুখে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়াছেন। আস্তিক্যসমাজ ঐসকল কথা অবিসংবাদিত সত্য জানিয়া আদরের সহিত শিরোধার্য্য করিবেন, সন্দেহ নাই। আস্তিকব্রুবগণ ঐ সকল কথার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে না পারিলেও মুখে কৃষ্ণভক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। এই দুই শ্রেণীর লোক ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাহারা নাস্তিক অর্থাৎ ভগবদ্বিশ্বাসরহিত। আধুনিক কাল ইহাদের সংখ্যা জগতে বড় কম নহে, ইহারা ভগবানের 'অস্তি-নাস্তি' লইয়া যে সকল তর্কবিতর্ক বা সন্দেহবাদ স্থাপন করে, তাহাতে কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা। ভক্ত-গণের ভগবৎকীর্ত্তন ভাগ্যবান্ জীবের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু নাস্তিকগণ ভক্তের মুখে ভক্তি-কথা শ্রবণমাত্রেই বাধাপ্রদান করিয়া বলিয়া থাকে—"আমরা যেন আপনার সমস্ত কথাই সর্ব্বপ্রকারে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলাম, 'কিন্তু ভক্তির বিষয় ভগবান্ আছেন' তাহার সুযুক্তিপূর্ণ প্রমাণ কি? শাস্ত্রসমূহ 'কুমারসম্ভব' 'অভিজ্ঞানশকুন্তল', প্রভৃতি কাব্যনাটক-রচয়িতার ন্যায় কোন সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিবিশেষের রচিত। ঐ সকল লেকেলে কথা বিশ্বাস করিলে বা না করিলে কোন লাভ বা ক্ষতি নাই।" এই প্রকার ভগবদ্বিরোধি মতবাদ যে বর্ত্তমান যুগেই প্রচলিত হইয়াছে, এরূপ নহে। বহু প্রাচীনকালে চার্ব্বাক ঋষি, ন্যায়-প্রণেতা নিরীশ্বর কপিল প্রভৃতি নাস্তিকগণও ঐ প্রকার ঈশ্বর-বিরোধিমতের পোষণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল নাস্তিক্যবাদ পরিপুষ্ট হইয়া বৌদ্ধ, জৈন, মায়াবাদ, ঈশ্বরসাম্যবাদ, অদৃষ্টবাদ, পরমাণুবাদ প্রভৃতি বহু মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ সকল মতবাদের আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে সুতরাং আমরা ঐ সকল মতবাদের মূলে যে নাস্তিক্য বীজ নিহিত আছে, তাহারই বিনাশকল্পে অগ্রে যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী মাত্র কথা বলিব।

ভগবান্ বাস্তব সত্য বস্তু। বাস্তব সত্য বস্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও শব্দ—এই চারিপ্রকার প্রমাণের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। প্রত্যক্ষবাদিগণ বলেন, 'ঈশ্বরাস্তিত্বং' অর্থাৎ ঈশ্বরবস্তু যখন জড়েন্দ্রিয়ের বা মোটে চোখের বিষয়ীভূত হয় না, তখন তাহার অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? আস্তিক্যবাদিগণ তাহার প্রতিকূলে বলেন, ঈশ্বর বস্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণেরও প্রমেয়। এই পরিদৃশ্যমান জগতে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-ভেদে দুই প্রকার বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটী চেতন, অপরটী অচেতন। চেতন ও অচেতনের মধ্যে যে একটী বিশেষ

পার্থক্য রহিয়াছে তাহাও প্রত্যক্ষ। পার্থক্যটী কি সুধী-মণ্ডলী একটুকু স্থির হইয়া বিচার করিলে প্রত্যক্ষের সাহায্যেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পার্থক্যটী আর কিছুই নহে, চেতনে যাহা আছে, চেতন ব্যতীত অন্য কোন পদার্থে তাহা নাই। সেটী কি? চেতন বিচার সামর্থ্য আছে, অচেতন বা চেতনাতিরিক্ত পদার্থে তাহা নাই। চেতন দ্রষ্টৃস্বরূপে দর্শন করিতে পারেন অর্থাৎ তাহাতে স্বতঃকর্তৃত্ব ধর্ম্ম নিত্য বিরাজমান কিন্তু অচেতনে উহার অভাব। কেহ কেহ যে অচেতনে কর্তৃত্বের আরোপ করেন উহা প্রত্যক্ষপ্রমাণবিরোধী, তবে যে শাস্ত্রাদিতে কোথাও কোথাও প্রকৃতির কর্ত্রীত্বের উল্লেখ আছে তাহা যদিও প্রত্যক্ষবাদীর আলোচনার বিষয় নহে, তথাপি উহার বিচার উপযুক্ত স্থলেই প্রদর্শিত হইবে। চেতনের আরও একটী বিশেষত্ব এই যে, উহাতে অনুভব-সামর্থ্য নিত্য বর্ত্তমান, কিন্তু অচেতনে তদ্বিপরীত ধর্ম্মই লক্ষিত হয়। এখন চেতনের পূর্ব্বোল্লিখিত বৃত্তিত্রয়ের বিষয় আলোচনা করিলে প্রত্যক্ষ হইবে যে, চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান এবং আনন্দই চেতনের স্বরূপ। তাহাদের অস্তিত্ব সর্ব্বকালেই প্রত্যক্ষ বলিয়া উহা সৎ। অতএব চেতনময় বস্তু যে সৎ, চিৎ ও আনন্দময় এবং অচেতন তদ্বিপরীত অর্থাৎ অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দময় ইহা আত্মার প্রত্যক্ষ। এই চেতনময় বস্তু দ্বিবিধ। একটী খণ্ড ও অপরটী অখণ্ড। খণ্ড-চেতনে যে সকল অভাব লক্ষিত হয়, অখণ্ড-চেতনে তাহা পরিপূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান। অখণ্ড-চেতনের নামান্তরই ঈশ্বর বা ভগবান্ এবং খণ্ড-চেতনের নামান্তর জীব। এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রমাণিত হইল। সম্প্রতি অনুমানের দ্বারাও যে ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রমাণিত হইতে পারে, তাহাও দেখান যাইতেছে।

অনুমানে ব্যাপ্তি-জ্ঞানের একান্ত আবশ্যক। ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের দিকে অগ্রসর হওয়ার নাম তর্ক। অনুমান এই তর্কের অন্তর্গত। ধূম্রদৃষ্টে অগ্নির অনুমান করা যায়, কেন না, ব্যাপক-স্বরূপ অগ্নি না থাকিলে ব্যাপ্য ধূম্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এস্থলেও ব্যাপ্যের অস্তিত্ব দর্শনে ব্যাপক ঈশ্বরের অনুমান করিতে হইবে। স্থূলদেহ-দৃষ্টে তদভ্যন্তরে কর্তৃস্বরূপে অধিষ্ঠিত চেতনের অনুমান করিতে হইবে। স্থূলদেহ-গত দশটী ইন্দ্রিয় এবং সূক্ষ্মদেহ-গত মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারকে কখনই দ্রষ্টৃস্বরূপ বা স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট চেতন বলা যাইতে পারে না, পরন্তু ঐগুলি চেতনের কার্য্য-করণোপযোগী যন্ত্র বিশেষ। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে, যদি কোন ব্যক্তি হস্তে অসি লইয়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির হস্ত বা অসি মনুষ্যটীকে বধ করিল এবং তজ্জন্য রাজদ্বারে ঐ ব্যক্তি দণ্ডিত না হইয়া তাহার হস্ত বা অসিটী কারারুদ্ধ হউক এইরূপ বিচারের পরিবর্ত্তে হস্ত-পদাদি করণবিশিষ্ট ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধেই উপরি-উক্ত বিচার হইয়া থাকে। অতএব কার্য্য এবং করণ দৃষ্টে কর্ত্তা বা দ্রষ্টৃস্বরূপ চেতনের অনুমান হইয়া থাকে। চেতনে স্বতঃকর্তৃত্ব, অনুভব-সামর্থ্য ও বিচার-সামর্থ্য থাকিলেও ঐগুলির পূর্ণতার অভাব প্রতি পদে পদেই লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব ঐ চেতনটীকে কখনই পূর্ণ বা অখণ্ড চেতন বলা যাইতে পারে না। খণ্ড চেতনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে অখণ্ড চেতনের অস্তিত্ব স্বতঃই স্বীকৃত হইয়া পড়ে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুমানে ব্যাপ্তি-জ্ঞানের একান্ত আবশ্যক। ব্যাপ্য-নিরূপণে যদি কোন প্রকার ভ্রম না থাকে তাহা হইলে ব্যাপক সম্বন্ধেও ভ্রম বা সন্দেহের কারণ নাই অর্থাৎ ধূম্র দৃষ্টে অগ্নির অনুমান হইয়া থাকে; কিন্তু যদি দৃষ্ট পদার্থটী ধূম্র না হইয়া ধূম্রের ন্যায় কোন বস্তু হয়, তাহা হইলে অগ্নির অনুমানও তাদৃশ হইবে। সেইরূপ ব্যাপ্য জীবের স্বরূপ নিরূপণে যদি ভ্রম থাকে তাহা হইলে ব্যাপক ঈশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণেও নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটিবে সন্দেহ নাই। জীবের যদি স্বীয় অনুভব-চিৎ ও আনন্দময় স্বরূপের বা খণ্ড চৈতন্যের অনুভূতিতে বিরত আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ঈশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণেও বিবর্ত্ত বা ভ্রম আসিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

জীব যখন বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন বা স্বীয় চিৎস্বরূপ বিস্মরণ-পূর্ব্বক অজ্ঞান বা অচিৎস্বরূপ এই স্থূলদেহকেই আত্ম বা চেতন বুদ্ধি করিয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হন, তখন প্রাকৃত সত্ত্ব গুণের বিকার স্বরূপ অজ্ঞানময়ীর আধারে প্রাকৃত ঈশ্বরই তাঁহার অনুভূতির বিষয় হয়। প্রাকৃত-ঈশ্বরপর্য্যায়ে শিব, শক্তি, গণেশ, বিষ্ণু প্রভৃতি বহুবিধ দেবদেবী লক্ষিত হন। তৎকালে বিশুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণু হইতে চ্যুত হইয়া আপনাকে নিত্য বিষ্ণুর দাস

বা 'বৈষ্ণব' বলিবার পরিবর্ত্তে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য বা বিদ্ধ বৈষ্ণব প্রভৃতি অভিমানে প্রমত্ত হন ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ আরম্ভ করেন। প্রাকৃত ঈশ্বরবাদিগণ প্রকৃত নাস্তিক বা আস্তিকব্রুব।

বিদ্ধ বৈষ্ণব বা স্মার্ত্তবৈষ্ণবগণও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের ন্যায় বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুপূজা, নাম-সংকীর্ত্তন প্রভৃতি আপাত-প্রতীয়মান শুদ্ধভক্তের অনুষ্ঠান করিয়াও শুদ্ধভক্ত হইতে পারেন নাই। ইহারা বিষ্ণু বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট। বিষ্ণুর নাম মন্ত্রে শব্দ সামান্য-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি, গুরুদেবে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি অর্থাৎ গুরুদেব আমারই ন্যায় কোন শ্রেষ্ঠ কুলজাত ব্যক্তি বিশেষ প্রভৃতি শুদ্ধ-বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধী ভাবসমূহ পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত প্রাকৃত বিষ্ণু পূজার পূজকের মধ্যে আবদ্ধ। এই প্রাকৃত বিষ্ণুপূজক বা সামান্যবৈষ্ণব কিম্বা স্মার্ত্ত বৈষ্ণবগণ সদাচার-সম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ এবং বহু নামোচ্চারণকারী (?) হইয়াও অপরাধবশে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন না।

এইরূপে যাহারা সূক্ষ্ম শরীরে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদের নিকট প্রাকৃতভাব বিরোধী নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্মভাবেরই অধিক সমাদর দেখা যায়। এই প্রকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কল্পনা জড় ঈশ্বর বা প্রাকৃত ঈশ্বর কল্পনারই অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃত ঈশ্বরবাদিগণের সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে, প্রাকৃত ঈশ্বরবাদী ভগবানের স্থূল শরীরের যেরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, নির্ব্বিশেষবাদিগণ সেইরূপ একটী স্থূল শরীরের কল্পনা না করিয়া একটী সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি নির্ব্বিশেষ-নিরাকার ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া থাকেন। ইহারা উভয়েই জড়ের সেবক। কর্ম্ম-জ্ঞান বা যোগ ইহাদের সাধনোপায়। সিদ্ধিকালে ইহারা জড়সাম্যমুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যথা—

"মুক্তি মুক্তি বাহে যেই, কাঁহা হুঁহার গতি।
দেবদেহ স্থাবর দেহ যৈছে হুঁহার স্থিতি॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

এই প্রকার অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া এমন ঐতিহ্যের সাহায্যে ঈশ্বর প্রমাণিত হইতেছেন।

ঈশ্বর-বিশ্বাস জীব মাত্রেরই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। ঈশ্বর-বিশ্বাস কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষে, শিক্ষিত সভ্যসমাজে বা সভ্য সমাজে আছে এরূপ নহে, কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বাবস্থায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য-অসভ্য প্রভৃতি সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে সকল সময়ে পরিলক্ষিত হয়। তবে যে কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে নাস্তিকভাবের প্রাবল্য দেখা যায়, সেগুলি পরবর্ত্তী কালে অসৎসঙ্গরূপ মাদক দ্রব্য সেবনের ফল মাত্র। বস্তুতঃ সেগুলি তৎপূর্ব্বে তাহাদের ছিল না। আবার অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের পরও আর থাকিবে না। অসৎসঙ্গের ফলে অনেকেই স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাস হারাইয়াছেন, আবার সাধুসঙ্গের ফলে অনেক নাস্তিকও তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাস পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ জগতে দেখা যাইতেছে। এই প্রকার স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসকে ভ্রম বা কল্পিত বলা যায় না, কেননা ভ্রম সর্ব্বত্র একরূপ হয় না। দশ ও পাঁচে মিলিয়া পনর হয়—ইহা সর্ব্বত্রই এক ও সর্ব্ববাদী সম্মত। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলেও আমরা ঈশ্বর ও তদুপাসকগণের কথা দেখিতে পাই। অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব ঐতিহ্য প্রমাণের দ্বারাও সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হইবার যোগ্য।

শাস্ত্র যে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ নাই। শাস্ত্রের সুবৈজ্ঞানিক বিচার-প্রণালী বুঝিতে না পারিয়া অনেকে শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্র নিন্দার্হ নহেন। শাস্ত্রে আদি, মধ্য ও অন্তে একমাত্র হরিই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ঈশ্বর আছেন কিনা শাস্ত্রকে তদ্বিষয়ক কোন প্রশ্ন করিলে তিনি তদুত্তরে বলেন, হে জীব, তুমি যদি নিজের অস্তিত্ব নিজে উপলব্ধি করিতে পারিতে তাহা হইলে তোমার ঐ প্রকার প্রশ্নের অবসর হইত না। কেননা, তুমি সেই ঈশ্বরাভিন্ন বস্তু অর্থাৎ ঈশস্বরূপে ও তোমাতে বস্তুগত কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। শ্রুতি প্রথমে এই প্রকার 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি অভেদপর বাক্যের দ্বারা জীবের ঈশ্বর-বিশ্বাস সুদৃঢ় করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অতএব ঐ অভেদপর বাক্যগুলিকে ভেদপর বাক্যের বিরোধী না জানিয়া তদনুকূল এবং উপাসনাপর জানিতে হইবে।

শাস্ত্রের অভেদপর বাক্যগুলির দ্বারা স্ব-স্বরূপোপলব্ধিক্রমে ঈশ্বর বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে 'যা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানে বৃক্ষং পরিষস্বজাতে" প্রভৃতি ভেদপর শ্রুতিগুলি তাঁহার অনুক্ষণ কীর্ত্তনের বিষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বস্বরূপ

উপলব্ধি হইবার অব্যবহিত পরেই ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভগবানের বৃহত্ত্ব ও নিজের অণুত্ব উপলব্ধি হইলেই জীব আপনাকে ভগবানের অধীন বা সেবক-তত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারেন। তৎকালে নাস্তিকগণের নানা-প্রকার সন্দেহমূলক বাক্যসমূহ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ভগবানের প্রতি তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ভগবানে শ্রদ্ধাবরের বর্দ্ধন করে। ভগবানের নিত্য সচ্চিদ্রূপে অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহার নিত্য সেবা করাই জীবমাত্রের ধর্ম্ম, ইহাই অভেদপর এবং ভেদপর শ্রুতির তাৎপর্য্য জানিয়া 'স ক্রতুং কুর্ব্বীত' প্রভৃতি উপাসনাপর শ্রুতিবাক্যগুলি তাঁহার কীর্ত্তনের বিষয় হয়।

এইরূপ ভাবে গুরুসন্নিধানে অবস্থানপূর্ব্বক শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অনুশীলন করিবার পরিবর্ত্তে যাঁহারা কেবল অভেদ-বাদ বা কেবল ভেদবাদ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া সময় নষ্ট করেন, তাঁহারা উভয়েই ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত। চারিপ্রকার প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর বস্তু প্রমাণিত হইলে অনীশ্বর বস্তুর তদধীনত্ব ও সেবনধর্ম্মত্ব সর্ব্বপ্রকারেই সিদ্ধ হইল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভগবান্ ভাবরূপ পদার্থ অর্থাৎ তিনি সৎ। আকাশকুসুমের ন্যায় অভাবরূপ পদার্থ নহে। তিনি এক হইয়াও সর্ব্বান্তরাত্মা। সর্ব্বজীবের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা তিনিই একমাত্র অনুভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী বিচার করিলে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যথা—স সর্ব্বধীবৃত্তানুভূতসর্ব্ব
আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত
নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ। ভাঃ ২।১।৩৯

ইহার অর্থ এই প্রকার—জীব যেরূপ স্বপ্নে বিভিন্ন প্রকার দেহ কল্পনা করিয়া সেই সেই দেহগত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সকল বস্তু দর্শন করে, সেইরূপ যিনি এক হইয়াও সর্ব্বান্তরাত্মারূপে সর্ব্বজীবের বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা অনুভূত হন, সেই আনন্দনিধি পরম সত্যস্বরূপ ভগবান্‌কেই ভজনা করিবে অন্যথা সংসার-প্রবৃত্তি ঘটিবে। তাৎপর্য্য এই যে, ভোগী, যোগী, জ্ঞানী, নাস্তিক প্রভৃতি সকলেই একমাত্র সেই আনন্দনিধিকেই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। অতএব আনন্দ-নিধি ভগবান্‌ই সর্ব্বজীবের অনুসন্ধানের একমাত্র বিষয়। নাস্তিকগণ ভগবানকে স্বীকার না করিলেও একমাত্র সেই আনন্দনিধিকেই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পিপাসাতুর ব্যক্তি জলের প্রকৃত সন্ধান না পাইয়া মরিচীকায় জল অন্বেষণ করিতে করিতে হতাশ হইয়াছেন সুতরাং জলের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, এরূপ বিচার যুক্ত নহে; সেইরূপ নাস্তিক বিষয়িগণ অথবা প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক, কর্ম্মজ্ঞানিযোগিগণ নিজ নিজ বিষয়ে আনন্দ-নিধিকে অনুভব করিতে গিয়া যে বিফল মনোরথ হইয়াছেন, তাহার ফলে নাস্তিক্যবাদ কখনই স্থান পাইতে পারে না। আনন্দনিধি ভগবান্ না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকিত না। ইহা সাধারণ যুক্তিমূলেও প্রমাণিত হইতে পারে। শ্রুতি বলেন—কো হ্যেবান্যাৎ, কঃপ্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ইত্যাদি। **শ্রীকলিবৈরি বেদান্তভূষণ।**

আচার্য্য শ্রীরামানুজ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর]

বিশিষ্টাদ্বৈত-আম্নায়

নিম্নে শ্রীরামানুজাচার্য্যের ঊর্দ্ধতন গুরুপরম্পরা (শ্রীনারায়ণ হইতে) ও অধস্তন শিষ্যপরম্পরা প্রদত্ত হইল—

১। পেরুমাল এম্বারুমান (তামিল নাম), শ্রিয়ঃপতি বা শ্রীমন্নারায়ণ (পর ও অন্তর্যামি-স্বরূপ) (সংস্কৃত নাম), ধাম—বৈকুণ্ঠ, নিত্যকাল বিরাজিত; ২। শ্রীনারায়ণ—ব্যূহ, বিভব ও অর্চ্চারূপে অনাদিকাল হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ; ৩। পেরিয়া পিরাট্টি (তা), শ্রী বা লক্ষ্মী (সং), বৈকুণ্ঠে ও প্রপঞ্চে নিত্যকাল অবস্থিত; ৪। মন্মগল নাচ্চিয়ার ইত্যাদি (তা), ভূদেবী, লীলাদেবী ইত্যাদি (সং), বৈকুণ্ঠ ও প্রপঞ্চে নিত্যকাল বিরাজিত; ৫। সিনাই মুদালিয়ার ইত্যাদি (তা), বিষ্বক্সেন, অনন্ত, গরুড় ইত্যাদি (সং), বৈকুণ্ঠ ও প্রপঞ্চে নিত্য বিরাজিত; ৬। পরগই আলোয়ার (তা), সহযোগী বা কাসার মুনি (সং), কাঞ্চী—আবির্ভাব-স্থান, ৮৬২৯০০ দ্বাপরাব্দ, শ্রবণা নক্ষত্র, মঙ্গলবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২ (আবির্ভাবকাল); ৭। পুদত্তাআলোয়ার (তা), ভূতযোগী (সং), মহাবলিপুরম্, ৮৬২৯০০ দ্বাপরাব্দ, ধনিষ্ঠা, বুধবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২ (আঃ); ৮। পে আলোয়ার (তা), ভ্রান্তযোগী (সং), ময়লাপুর, মধুরপুরী, মাদ্রাজ (স্থান), ৮৬২৯০০ দ্বাপরাব্দ, শতভিষা, বৃহস্পতিবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২

(আঃ) ; ৯। তিরুমড়িসাইপিরান (তা), ভক্তিসার (সং), তিরুমড়িসাই বা মহীসার পুনামেলির ছই মাইল পশ্চিম (স্থান), ৮৮২৯০০ খ্রীপরাব্দ, মঘা, মঙ্গলবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২ (আঃ) ; ১০। মধুরকবিয়ল (তা,) মধুরকবি (সং), তিরুকলুর—তিনেভেলি হইতে ১৯ মাইল (স্থান), ৮৮৩৮৭৮ খ্রীপরাব্দ, চিত্রা, শুক্রবার ; ১১। নম্মা আলোয়ার, মারন ইত্যাদি (তা), পরাঙ্কুশ, শঠকোপ, বকুলাভরণ ইত্যাদি (সং), আলোয়ার তিরুনগরী তিনেভেলি হইতে ১৮ মাইল (স্থান), ১ কলাব্দ, বিশাখা, শুক্রবার, খৃঃ পূঃ ৩১০২ (আঃ) ; ১২। কুলশেখর আলোয়ার (তা), কুলশেখর (সং), তিরুবঞ্জিক্কোলম্—মালয়ালম (স্থান), ২৭ কলাব্দ, পুনর্ব্বসু, বৃহস্পতি, খৃঃ পূঃ ৩০১৫ (আঃ) ; ১৩। পেরিয়া আলোয়ার (তা), বিষ্ণুচিত্ত (সং), শ্রীবিল্লিপুত্তুর (স্থান), ৪৬ কলাব্দ, স্বাতী, রবিবার, খৃঃ পূঃ ৩০৫৬ (আঃ) ; ১৪। অণ্ডাল (তা), গোদাদেবী (সং), শ্রীবিল্লিপুত্তুর, ৯৭ কলাব্দ, পূর্ব্বফাল্গুনী, মঙ্গলবার, খৃঃ পূঃ ৩০০৪ (আঃ) ; ১৫। তোণ্ডরাড়িপ্পোড়ি আলোয়ার (তা), ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু (সং), মণ্ডঙ্গুড়ি—জেলা ত্রিচিনপল্লী, ২৮৮ কলাব্দ, জ্যেষ্ঠা, মঙ্গলবার খৃঃ পূঃ ২৮১৪ (আঃ) ; ১৬। তিরুপ্পান আলোয়ার (তা), শ্রীবৎসাঙ্ক, যোগিবাহ, মুনিবাহন (সং), উরায়ুর—ত্রিচিনপল্লীর নিকট, ৩৪২ কলাব্দ, রোহিণী, বুধবার, খৃঃ পূঃ ২৭৬০ ; ১৭। তিরুমঙ্গই আলোয়ার ইত্যাদি (তা), পরকাল ইত্যাদি চতুষ্কবি (সং), তিরুনগরী—শিয়ালীর নিকট, ৩৯৭ কলাব্দ, কৃত্তিকা, বৃহস্পতিবার, খৃঃ পূঃ ২৭০৬ ; ১৮। নড়মুনিগল (তা), নাথযোগী বা নাথমুনি (সং), বীরনারায়ণপুরম্ বা কাট্টুমান্নার কোভিল—দক্ষিণ আর্কট জেলা, অনুরাধা, বুধবার, ৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইঁহার পৌত্র আলবন্দার জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইনি প্রকট ছিলেন, ইনি পৌত্রের শৈশবাবস্থায় প্রপঞ্চ ত্যাগ করেন ; ১৯। উয্যকোণ্ডার (তা), পুণ্ডরীকাক্ষ (সং), তিরুভল্লরই—ত্রিচিনপল্লীর ১০ মাইল উত্তরে, ৩৯২৭ কলাব্দ, চিত্রা, শুক্রবার, খৃষ্টাব্দ ৮২৬ ; ২০। মনাক্কল নম্বি (তা), রামমিশ্র (সং), মনক্কল—ত্রিচিনপল্লীর ৭ মাইল পূর্ব্বে, ৩৯৭০ কলাব্দ, মঘা, বুধবার, খৃষ্টাব্দ ৮৭০ ; ২১। আলবন্দার (তা), যামুনাচার্য্য (সং), কুরাত্তুরি—কাট্টুমান্নার কোভিল হইতে ১ মাইল, ৪০১৭ কলাব্দ, উত্তরাষাঢ়া, শুক্রবার খৃঃ ৯১৬, ২২। তিরুবরঙ্গাপ্পেরুমাল অরাইয়ার (তা), শ্রীরঙ্গনাথপ্রায়ক (সং), শ্রীরঙ্গম্, ৪০৪৮ কলাব্দ, অনুরাধা, ১৪৭ খৃঃ ; ২৩। পেরিয়া নম্বি (তা), মহাপূর্ণ (সং), শ্রীরঙ্গম্, ৪০৯৮ কলাব্দ, জ্যেষ্ঠা, বুধবার, ৯৯৮ খৃঃ ; ২৪। তিরুকোষ্টিয়ুর নম্বি (তা), গোষ্ঠীপূর্ণ (সং), তিরুকোষ্টিয়ুর—মাদুরা জেলা, ৪০৮৮ কলাব্দ, রোহিণী, ৯৮৭ খৃঃ ; ২৫। তিরুমলয় অণ্ডান (তা), ধনাধর (সং), আজগর তিরুমলয়—মাদুরা জেলা, ৪০৮৯ কলাব্দ, ধনিষ্ঠা, ৯৮৮ খৃঃ ; ২৬। তিরুক্কাচ্চি নম্বি (তা), কাঞ্চীপূর্ণ (সং), পুনামেলি, ৪১১০ কলাব্দ, মৃগশিরা, ১০১০ খৃঃ ; ২৭। এম্বেরুমানার, উদয়বর বা ইলাই আলোয়ার (তা), রামানুজ, ভাষ্যকার, যতীন্দ্র, শেষ, যতিরাজ ইত্যাদি (সং), শ্রীপেরুমবুদুর, ৪১১৮ কলাব্দ আর্দ্রা, বৃহস্পতি, ১০১৭ খৃঃ ; ২৮। আনন্দালওয়ান (তা), অনন্তসূরি (সং), সিরুপুত্তুর বা কিরণগড়—শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট মহীসূর, ৪১৫৪ কলাব্দ, চিত্রা, শুক্রবার, ১০৫৩ খৃঃ ; ২৯। কুরত্তালওয়ান (তা), কুরনাথ বা কুরেশ (সং), কুরাম—কাঞ্চীপুরমের নিকট, ৪১৩১ কলাব্দ, হস্তা, রবিবার, ১০৩১ খৃঃ ; ৩০। মুদালিয়াণ্ডান (তা), দাশরথি (সং), পাঞ্চোরাত্ররক্ষার কোভিল—পুনামেলির নিকট, ৪১৩৪ কলাব্দ, পুনর্ব্বসু, সোমবার, ১০৩৬ খৃঃ ; ৩১। এম্বার (তা), গোবিন্দপেরিক বা গোবিন্দভিয়া (সং), মধুরমঙ্গলম্, ৪১২৬ কলাব্দ, পুনর্ব্বসু, ১০২৬ খৃঃ ; ৩২। পেরিয়া ভট্টর বা ভট্টর (তা), ভট্টার্য্য বা পরাশর ভট্টার্য্য (সং) শ্রীরঙ্গম্, ৪১৭৫, কলাব্দ, অনুরাধা, ১০৭৪ খৃঃ ; ৩৩। নাঞ্জীয়ার (তা), নিগমান্ত যোগী, বেদান্ত মুনি বা বেদান্তবেদ্য (সং) শৃঙ্গেরি—মহীসূর, ৪১৫৪ কলাব্দ, উত্তরফাল্গুনী, ১০৫৪ খৃঃ ; ৩৪। নঞ্জিয়াই (তা) জগদাচার্য্য, কলিবৈরিদাস বা সুক্তিমার্গদ (সং), নঞ্জুর বা আরিয়মঙ্গলম্—ত্রিচিনপল্লীর নিকট, ৪২২৮ কলাব্দ, কৃত্তিকা, ১২২৭ খৃঃ ; ৩৫। পেরিয়া আচ্চানপিল্লাই (তা), কৃষ্ণসমাহ্বয় (সং), সেঙ্গানূর—কুম্ভকোণমের নিকট, ৪২৬০ কলাব্দ, রোহিণী, ১১৫৯ খৃঃ ; ৩৬। বড়কুরুগৈপিরিপিল্লাই (তা), কৃষ্ণপাদপদ্মরাজ (সং), শ্রীরঙ্গম্, ৪২৬০ কলাব্দ, স্বাতী, ১১৫৯ খৃঃ ; ৩৭। উলগারিয়ান্ (তা), লোকাচার্য্য, জগদাচার্য্য (সং) শ্রীরঙ্গম্, ৪৩১৪ কলাব্দ, শ্রবণা, ১২১৩ খৃঃ ; ৩৮। তিরুভয়মড়িপ্পিরাই বা তিরুমলয় আলোয়ার (তা), শ্রীশৈলেশ (সং), আলোয়ার

তিরুনগরী, ৪৪০৮ কলাব্দ, বিশাখা, ১৩০৭ খৃঃ ; ৩১। মনবলাল বা মামুনিগাল বা পেরিয়া জিয়ার (ভা), রম্যজামাতৃ, সৌম্যজামাতৃ, বিশদবাক্‌সিধামণি, ষষ্টীস্থ শ্রবণ, বরযোগী, ধনবলমুনি, ইত্যাদি (সং), আলোয়ার তিরুনগরী, ৪৪১১ কলাব্দ, মূলানক্ষত্র শুক্রবার, ১৩৭০ খৃঃ ; ৪০। তুপ্পিল পিল্লাই (ভা), বেদান্তাচার্য্য বা বেদান্তদেশিক (সং), তুপ্পিল—কাঞ্চীর নিকট, ৪৩৯৯ কলাব্দ শ্রবণা, ১২৯৮ খ্রীঃ ; ৪১। নাইনার আচারিয়ার (ভা), বরদাচার্য্য (সং), তুপ্পিল, ৪৪১৭ কলাব্দ, রোহিণী, ১৩১৬ খৃঃ।

দ্রষ্টব্য উপরে যে বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্য্যের প্রদত্ত হইল তন্মধ্যে প্রথমে গুরুর তামিল নাম, সংস্কৃত নাম, তৎপরে আবির্ভাব বা অন্নপ্রাশন স্থান, তৎপরে আবির্ভাব কাল, নক্ষত্র, বার ও খৃষ্টাব্দ প্রদত্ত হইয়াছে।

———

শ্রীমদ্ভাগবত-নিন্দা-গর্হণ

"কর্ণামৃতং সুচিত্রেদং বিমুচা
দোষেষু যত্ন সুমহান্ খলস্য।
অবেক্ষতে কেলিবনং প্রবিশ্য
ক্রমেলকঃ কণ্টকজালমেব॥"

"সুনিষ্টোঽপি বেদান্তে সাধুত্বং নৈতি দুর্জ্জনঃ।
চিরং জলনিধৌ মগ্নো মৈনাক ইব মার্দ্দবম্॥"

সেদিন কলিকাতার গৌড়ীয় মঠে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয় আমায় একখানি "সত্যার্থ-প্রকাশ" সমালোচনার জন্য দিয়াছিলেন। এই পুস্তক হিন্দীতে পূর্ব্বে বাঁচিতে দেখিয়াছিলাম।

শ্রীভাগবতের ও অন্যান্য বিষয়ের নিন্দা দেখিয়া পুস্তকখানি আর পাঠ করি নাই। ঐ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিয়া কি দয়ানন্দজীর পাণ্ডিত্য দেখান হইয়াছে? এ পাণ্ডিত্য যত অপ্রকাশিত থাকে ততই ভাল; কারণ, যে শ্রীমদ্ভাগবতের গুণ এই বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তে দুগ্ধসাগরম্॥ ১৪॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ১৫॥
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥ ১৬॥
ক্ষেত্রাণামৈক সর্ব্বেষাং যথা কাশীহ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণবৃন্দানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥ ১৭॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥ (১)
(শ্রীভাগবতে ১২।১৩ অধ্যায়ে)

সেই শ্রীমদ্ভাগবতের নিন্দা শুনিলে ভক্তগণ প্রাণে ব্যথিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের নিন্দাকারীকে 'পণ্ডিত' বলিবে এই উদ্দেশ্য? কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহার কথা শুনিবেন কেন? মনে করিবেন—পাগলের প্রলাপ! অনুবাদকও ঐ দলভুক্ত, তজ্জন্য দয়ানন্দজীর পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। অনুবাদকের নামটিও অদ্বৈত মতের বটে, তিনিও নিরাকার মনুষ্য দর্শন করেন। বোধ হয়, দয়ানন্দজীর শিষ্য। নচেৎ অনুবাদে এত যত্ন কেন? এ অনুবাদ অনেকেই দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা উপেক্ষাবশতঃই কোন কথাই কহেন নাই, কারণ—

এবমাদীন্যভদ্রাণি বভাষে নষ্টমঙ্গলঃ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্॥
(শ্রীভাগবতে ১০।৭৪ ৩৮)

অথবা—

অনুহুহুরুতে ঘনধ্বনি—
র্নহি গোমায়ুরুতানি কেসরী॥ মাঘে ১৬।২৫

কিম্বা, হস্তী পথ দিয়া গমন করিলে কুক্কুরে চীৎকার করে, কিন্তু হস্তী সে চীৎকারে দৃক্‌পাত ও করে না। তজ্জন্য মহাত্মা তুলসী দাস কহিয়াছেন,—

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার্।
সাধুনকে দুর্ভাব্ নহি যব্ নিন্দে সংসার॥

দ্রব্য এক, কিন্তু অবস্থাভেদে নানারূপ ধারণ করে, যেরূপ শিশু মাতৃস্তন পাইলে তাহা হইতে দুগ্ধ বাহির করে, কিন্তু জলৌকা তাহা হইতে রুধির বাহির করিয়া থাকে;

(১) পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ১২৪ (পুথা মুদ্রিত)।

যুবতীর স্তন, কামুক কামচক্ষে দেখে, কিন্তু কেহ তাহা দর্শন করিয়া বস্ত্রাবৃত অঙ্গ বাহির করিয়া বক্ষ ভাসাইয়া থাকেন। কারণ কখন সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার পূর্ব হইতে সেই স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া ভগবান্ তাঁহার দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সকলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-গুণ শ্রবণ-অসহিষ্ণু শিশুপাল তাঁহার অনেক নিন্দা করিয়াছিলেন—

সদস্পতীনতিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ।
যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৪ ॥
বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ।
স্বৈরবর্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৫ ॥
যযাতিনৈষাং কিং কুলং সপ্তাং সন্তির্বহিষ্কৃতম্।
বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মর্ষিদেবিতান্ দেশান্ হিত্বৈতে ২ ব্রহ্মবর্জনম্।
সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৭৪ অধ্যায়ে।

অন্যত্র—(মাঘে ১৫।২৩)

অনুস্মরন্তী ভবধি কোঽপি মধুদ্বিষি কথং প্রতীয়তে।
দধদলিত সরঃ প্রথমে মধুদ্বিষদয়মধু ॥

* * * *

অবলীঢ়নলক্ষদইবৈষ বহিরন্তরুতো বৃষন্নহু।
স্পর্শমতিপুরুষতি ন প্রতিমাননাস্ত নিতরাম্রপোচিতাম্ ॥
যদিনাঙ্গনেতি মহিতস্য মৃষা রজনি পূতনাপ্রতি।
স্তনমপুণমননঃ শিবতঃ কিল ধর্মতো ভবতি সা জনস্তপি ॥

(ঐ ১৪।৩৫-৩৯)।

ইত্যাদি অনেক প্রকার নিন্দা করিয়াছিলেন। ইহার অন্য কিছু কারণ নাই, স্বভাব। কথায় বলে—

"স্বভাব যায় না ম'লে।
অভ্যাস যায় না ধুলে॥"

অথবা—

সতীব যোষিৎ প্রকৃতিঃ শুনিশ্চলা
পুমাংসমন্যেতি ভবান্তরেষপি ॥ মাঘে ১।৭২

এক ধর্ম বা সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায় গ্রহণ করিলেই তাহার অবস্থা এই প্রকারই হইয়া থাকে। কাশীপাহাড় ব্রাহ্মণ হইতে মুসলমান হইয়া কত দেবদেবীর মূর্তি ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন; দয়ানন্দজীর জীবনেও এই রূপ শুনিয়াছি যে, তিনি প্রথমে পৌত্তলিক ছিলেন, একবার এক মোকদ্দমার জন্য তিনি শিবকে মানসিক করিয়াছিলেন; পরে দেখিয়াছিলেন যে শিবের নৈবেদ্যস্থ চাউল একটা ইঁদুর ভক্ষণ করিতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, যে, যে শিবের একটা ইঁদুর তাড়াইবার ক্ষমতা নাই তিনি আমার মোকদ্দমায় জয়ী করিয়া দিবেন! সুতরাং পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া নিরাকারবাদী হইয়া এইরূপে হিন্দু-ধর্মে শ্রীভাগবতের বিদ্বেষী হইয়াছিলেন। যে শিব ভগবান্, সেই শিবকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন। (সত্যার্থপ্রকাশ ৫১ পৃষ্ঠা)। যিনি যোগিকুলশ্রেষ্ঠ যোগী, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তা করিবেন, না একটা ইঁদুর তাড়াইবেন? আর তাহা মন্দই বা কি যে, সন্তানের জন্য দুগ্ধ পিতা ভক্ষণ করেন! তাহা কি মহত্ত্ব নহে? যিনি বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহার ইঁদুর-স্পৃষ্ট দ্রব্যে কি করিবে? "সত্যার্থ-প্রকাশ" সমুদয় পাঠ করি নাই, পাঠে ইচ্ছাও নাই, কারণ মহতের নিন্দা করা পাপ, মহতের যে নিন্দা করে সেই যে কেবল পাপের ভাগী তাহা নহে, তাহা অপেক্ষা যে শ্রবণ করে সে অধিকতর পাপী,—

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে।
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ॥

(কুমারসম্ভবে ৫।৮৩)

যথা ভগবানের কিম্বা সাধুলোকের নিন্দা হয়, সে স্থান ত্যাগ করা কর্তব্য—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বতাং তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যো মূঢ়ো যতি সুকৃতাচ্চ সঃ ॥

(শ্রীভাগবতে ১০।৭৪।৪০)

ভগবন্নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিবার বিধিও দেখা যায়—

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্মাবিতর্য্য সৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতীং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্মঃ ॥

(শ্রীভাগবতে ৪।৪।১৭)

যে শ্রীমদ্ভাগবতকে কলিযুগ-পাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু কত সুখ্যাতি করিয়াছেন, "অমৃতি তেঽধিকম্" শ্লোক শ্রবণ করিয়া যাঁহার আবেশ হইত, যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম

শ্লোকের ১০৮ প্রকার অর্থ ; যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের সমুদয় ঘটনা পর্য্যবসিত করিয়া "শ্রীমদ্ভাগবত-লীলা-কল্পদ্রুম" নামে পুস্তক রচিত হইয়াছে, যে—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

[শ্রীভাগবতে ১২।১৩।১৮ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ১৯৪ অধ্যায়ে (পুনামুদ্রিত)]

সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে দয়ানন্দজী অত্যন্ত বিদ্রূপ করিয়াছেন ; অপরাধ—যে তাহাতে লেখা আছে—

রথেন বায়ুবেগেন—

(১০।৩৯।৩৮)

এবং অন্য স্থানে—

জগাম গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্য্যাস্তে গিরিং নৃপঃ॥

(১০।৩৮।২৪)

দয়ানন্দজী শ্রীভাগবতকে বিদ্রূপ করিবার জন্য এই দুইটি শ্লোকের অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি এক স্থানে এই শ্লোক হইত ও "বায়ুবেগবান্ রথে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যায় গোকুলে গমন করিয়াছিলেন" এই রূপ অর্থ হইত, তাহা হইলে তিনি বলিতে পারিতেন, যে দুই ক্রোশ পথ বায়ুবেগ রথে গমন করিতে সন্ধ্যা হইয়াছিল, তাহা হইলে পথভ্রান্তি হওয়ায় ভাগবত-রচয়িতার গৃহে অন্ধচালয়িতা এবং অক্রূর উদ্ধবে আসিয়া কি নিদ্রা গিয়াছিলেন? কিন্তু বিদ্রূপ করিবার জন্যই কি "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" চাপাইয়াছেন? আরও ভগবানের রথ "বায়ুবেগেন" হইবে না ত কি ভদ্র-চক্র হইবে? আমি যাহাকে ভালবাসি তাহার কোন দোষ দেখিতে পাই না ; তজ্জন্য পাশ্চাত্য অমর কবি কহিয়াছেন যে "ভালবাসা অন্ধ"—

"Love looks not with the eyes, but with the mind.
And therefore is wing'd Cupid painted blind."
(Shakespeare Mid-Summer-Night's Dream Act I, scene I.)

দয়ানন্দজীর কি পিতামাতার প্রতিও ভালবাসা ছিল না? সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বাশ্রমের সম্পর্ক মানিতে লজ্জা বোধ করেন, যেন মাতৃগর্ভে থাকেন নাই, মাতাও যেন প্রসব বেদনা প্রাপ্ত হন নাই, কিম্বা পুত্রকে স্তনদুগ্ধ দেন নাই! কিম্বা জ্ঞানী হইলে পিতামাতার প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা থাকে না!

যাহা হউক, দয়ানন্দজী যদি পিতাকে ভাল না বাসিতেন নিজের শরীরটাকেও ত ভালবাসিতেন? শরীরের মূল্য কি? শরীর ত' দ্বিতীয় নরক ; যমালয়ের নরক কল্পনা করিতে হয়, কিন্তু এ শরীর ত' প্রত্যক্ষ নরক—

মংসাসৃক্ পূয়বিন্মূত্র স্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণে ১।১৭।৩৩)

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন ; আকুই বর্দ্ধমান।

[সম্পাদকীয় মতামত পরে প্রকাশিত হইবে গৌঃ সঃ]

শ্রীমঠের পথে

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

শ্রীগৌড়ীয় মঠ—এই দুইটী বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

তিনি :—তা'হলে আপনি কি ব'লতে চান যে বাস্তব সত্যের জগতে ওগুলির কোন স্থান নাই।

আমি :—দেখুন পূর্ণ সত্য বস্তুর কোন সীমা নির্দ্দেশ ক'রতে যাওয়া মানে তাঁহাকে অস্বীকার করা। সেই সম্বন্ধে এসব মতের যদি প্রয়োজনীয়তা কিছু থাকে, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসু কখনও অস্বীকার করেন না। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার বশে এগুলিকে অমূল্য ব'লে, চালাতে গেলে সত্যের কষ্টি-পাথরে তাহা টেকে কই? আসল কথা মানুষ যদি শুধু humanই হ'ত তা' হ'লে শুধু humanitarian হয়ে ওঠা তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য হলে কোন ক্ষতি ছিলনা ; কিন্তু তার মধ্যে divinity বলে একটা জিনিষও আছে ; আর মহাজনেরা বলেন সেইটি হচ্ছে তার স্বরূপ—তার আত্মা। এই বস্তুটীকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার না করলে তাকে মানুষ নামে অভিহিত করাটা যে বৃথা হ'য়ে যায়। এই কথাই মানুষ

সত্যের উপাসকেরা বলেছেন জগৎকে। তাই যখন নিজের অহঙ্কারের আওতায় দাঁড়িয়ে যে মানুষ জাতীয়তা, অন্তর্জাতীয়তা কিম্বা বিশ্বমানবতা প্রভৃতির নামে "সমস্ত ঘরাও" আশ্রয় নিজের আত্মাকে ফাঁকি দিতে চায় তখন আত্মধর্মী ভক্ত জগৎকে বলেন—"সাধু সাবধান"!

শ্রীগৌড়ীয় মঠ—এই ভাবেই জীবকে ক্ষণিক সাময়িক উত্তেজনায় না ভুলিয়ে নিত্যসত্য বিষয়ে তাহাকে সজাগ করিতে উদ্যোগী। শ্রীভগবান্‌ও একদিন তাঁর ভক্তের মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে জগৎকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কুল ও জাতি ধর্মের দোহাই দিয়া শ্রীঅর্জুন যখন যুদ্ধ হ'তে বিরত হচ্ছিলেন তখন ভগবান্ অর্জুনকে লক্ষ্য ক'রে জগৎকে বল্লেন, যদিও "প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" তা হলেও তুমি অজ্ঞানেরই প্রশ্রয় দিচ্ছ। কারণ তুমি (অর্থাৎ জগৎ) আত্মধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ। "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং"। অধোক্ষজের উপাসক গৌড়ীয় মঠও তাঁর নিত্য উপাসোর অনুসরণে জগৎকে এই অমৃতময়ী বাণী শুনাতেই উন্মুখ। কিন্তু সত্য সম্বন্ধে স্বেচ্ছাকৃত বধিরতার প্রশ্রয় দিয়ে নিজেরই দুর্ভাগ্য জ্ঞাপন করা হয়।

তিনি :—কিন্তু এই জাতীয় অধঃপতনের দিনে শুধু ধর্মের অনুশীলনে কি আমাদের উন্নতি সম্ভব?

আমি :—যেসব অধঃপতন জিনিসটা মূলে জাতিগতও নহে, সমাজ-গতও নহে—তাহা আত্মগত। যে জাতীয়তা কিম্বা সামাজিকতা আত্মধর্মের অনুগ না হইয়া তাহার বিরুদ্ধ পরিপন্থী হয়, তাহা তত অধঃপতিত। এবিষয়ে আমরা যদি সরল ভাবে সত্যানুসন্ধিৎসু না হইয়া বিশ্বমানবতা প্রভৃতি কতকগুলি মুখরোচক বুলির পেছনে ছুটি তা' হলে শুধু কল্পনার অনুশীলন বই আর কিছু হবে না। অবশ্য তা'তে মোটে কবিতার আলোচনা হ'তে পারে প্রচুর। আর একটা কথা জানবেন যে, আত্মধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা আনয়ন করে যাহাতে, তাদৃশী জাতীয়তা কিম্বা সামাজিকতার ধ্বংসেই পরিণামে সত্য মঙ্গল আনয়ন করে। শ্রীভগবান্ তাই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভীষণ সমর-বহ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন।

তিনি :—তা' হলে আত্মধর্ম বলতে কি বুঝব?

আমি :—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার প্রতি পৃষ্ঠায় কেবল সেই কথাই প্রচারিত হচ্ছে। তবে আপনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করে আমাকে কীর্তনের সুযোগ দানে বাধিত ও ধন্য করবেন। জগতে বস্তুর দ্বিবিধ বিকাশ আমরা দেখতে পাই যথা,—চিৎ ও জড়। সকল শাস্ত্র ও মহাজনেরা জড়কে অবর বা হীন বলে নির্দেশ করেছেন এবং চিতেরই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হয়েছে। ভগবান্ পূর্ণচিন্ময়-বস্তু। তাঁহার বাস অনুচিৎ জীবাত্মাও স্বরূপতঃ চিন্ময়। অতএব জড়ের সেবা কখনও তাঁহার ধর্ম নহে। কারণ সৃষ্টিরহস্যের মূল সূত্র সন্ধান করলে আমরা দেখি যে, জ্ঞানোন্নতিই তাহার লক্ষণ। জীবাত্মার স্বরূপ এইরূপ যথা :—

জ্ঞানস্বরূপ হয়েরধীনং শরীর-সংযোগ-বিয়োগ-যোগাম্।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্বকর্তৃত্বগুণস্বভাবম্॥

'সনাতন' বলিতে আমরা নিত্য বস্তুকেই বুঝি। যে শাস্ত্র কিম্বা ধর্ম সনাতনত্বের দাবি করেন, তাঁহারা নিত্য বস্তু ও নিত্য ধর্মের অনুশীলনতৎপর হইবেন। আত্মা নিত্য, এবং তাহার একমাত্র শাশ্বত ধর্ম পরমাত্মভগবানের সেবা। ইহাই আত্মধর্ম। ইহার পরিপন্থী যে কোন ধর্মে জীব নিযুক্ত হয়েন তাহাই অধর্ম বা বিকৃত ধর্ম। এই নিত্য সত্য কথাটি শ্রীগৌড়ীয় মঠ অনুক্ষণ আচার ও প্রচার করছেন।

তিনি :—তাহ, হইলে জগতের আপেক্ষিক ধর্ম সমূহের স্থান কোথায়? এবং সে সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্যই বা কি?

আমি :—নিত্যবাস্তবের উপাসক শ্রীগৌড়ীয় মঠ কল্পনার প্রশ্রয় কখনও দেন না। ব্যবহারিককে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জগতের মধ্যে যে কাল্পনিক পার্থক্য মায়াবাদীরা নির্দেশ করেন, তাহা যে সম্পূর্ণ অবাস্তব সে কথা গৌড়ীয়ের সেবক জানেন। তাই তিনি তথাকথিত ব্যবহারিক জগৎকে তাহার সত্য স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ণ সত্যের ঐকান্তিক নিষ্কপট সেবকের নিকট "আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব।" প্রকৃতভক্ত জগতে আসিয়া চৌর্যের প্রশ্রয় দেন না। তিনি ভগবানের দুনিয়াকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর সমাজ, জাতি, কুল, মান, জীবন, যৌবন সবই তাঁর প্রাণবল্লভের সেবায় উৎসর্গিকৃত জানেন। ইহাই ভক্তভক্তির ভিত্তি যথা—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৩৪, ৫ই নবেম্বর, ১৯২৭ | ১২শ সংখ্যা

অবধূত-পরমহংস-কুলচূড়ামণি

ওঁ বিষ্ণুপাদশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু গোস্বামি-মহারাজ

অপ্রকট-তিথি—উত্থানৈকাদশী

শ্রীধামমায়াপুর-শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধামবৃন্দাবন-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ,

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠাদিতে

বিরহ-মহামহোৎসব

"দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে।

প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥"

আচার্য্য শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ সংখ্যার পর)

প্রত্যগ্রদেব শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে ১১শ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর 'শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্য' নামে খ্যাত হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্য আচার্য্যের কার্য্য 'আচার' ও 'প্রচার' করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্য স্বীয় সদাচারের দ্বারা নিজ গুরুদেবেরও বিস্ময়োৎপাদন করিলেন এবং সর্ব্বত্র বিষ্ণুভক্তির কথা প্রচারার্থ অভিযান আরম্ভ করিলেন। শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্য বাসুদেব নামক জনৈক তার্কিক পণ্ডিতকে শাস্ত্রানুকূল বিচারে জয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'জয়পত্রিকা' গ্রহণ করিলেন। এইরূপে 'বাদিসিংহ', 'বুদ্ধিসাগর' প্রভৃতি প্রচণ্ড-মায়াবাদী কূটতার্কিকগণের অপসিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তি-মূলে ছেদন করিয়া সাধুগণের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আচার্য্য শ্রীরামেশ্বর দর্শনাভিলাষের ছলে দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অনন্তশয়ন ক্ষেত্রে (Trivandrum) আগমন করিলেন। অনন্ত-শয়নদেবালয়ে বেদান্ত-সূত্র-ব্যাখ্যাকালে শঙ্করাচার্য্যকে (১) জয় করিলেন। ক্রমে রামেশ্বর দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গমাদি প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে পরপক্ষের মতবাদসমূহ খণ্ডনপূর্ব্বক পয়স্বিনী-নদীতটে সাদ্যবেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণব-বিরোধী-স্মার্ত্তমত ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া "সর্ব্বজ্ঞ পদবী"—এই খ্যাতি লাভ করিলেন। অতঃপর কতিপয় শিষ্য পরিবৃত হইয়া শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্য বদরিকাশ্রমের পথীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শিষ্যগণের নিকট সংস্কৃত-গীতা-ভাষ্য উপদেশ করিতে থাকিলেন। শিষ্যগণ আচার্য্যের নিকট বদরিকাশ্রমের কোন একটী পরিহিত-প্রদেশে গীতাভাষ্য শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, আকাশমার্গে একটী অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ বিচরণ করিতে করিতে শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্যের মুখজ্যোতির সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্য, বেদব্যাসের দ্বারা মহাবদরীতে আহূত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া একাকী শ্রীবেদব্যাসের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীবেদব্যাসের চরণকমল হইতে নিখিল-বেদ-বেদান্ত-সূত্র-ভারত-ভাগবত-শাস্ত্রের ব্যাসাভিমতানুযায়ী শ্রৌত-তাৎপর্য্য, সিদ্ধান্তসার ও উপদেশাবলী লাভ করিলেন। তৎপরে শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্য শ্রীনর-নারায়ণাশ্রমে শ্রীনারায়ণ সন্দর্শনপূর্ব্বক বেদব্যাস ও নরনারায়ণের আজ্ঞায় পুনরায় শিষ্যগণের সমীপস্থ হইলেন। শিষ্যগণসহ হিমালয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি বিষ্ণুতীর্থ সমূহে বিচরণ করিতে করিতে তত্রত্য পণ্ডিত-সভামধ্যে কুসিদ্ধান্ত-খণ্ডন ও স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে লাগিলেন। বদরিকা হইতে 'আনন্দ মঠে' প্রত্যাবর্ত্তন-কালে শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্যের সূত্রভাষ্য-রচনা শেষ হয়; তৎসঙ্গী ও তচ্ছিষ্য সত্যতীর্থ সেই সূত্রভাষ্য লিখিয়া লন। কথিত হয় যে, শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্য তাঁহার সূত্রভাষ্যে একবিংশতি 'দুর্ব্বাদ্য' (২) খণ্ডনপূর্ব্বক স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন

(১) পণ্ডিত শ্রীনারায়ণ ভট্ট-প্রমুখ মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়িগণ বলেন যে, শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে একবার কেরলদেশান্তর্গত কালাড়ি গ্রামে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। আবার শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্যের প্রকটকালে কুরুকোট-সমীপে কুরুপুরুর গ্রামে শঙ্করাচার্য্যের দ্বিতীয়বার জন্মের কথা 'শঙ্কর-বিজয়-গ্রন্থে'ও উল্লিখিত আছে। যে স্থানে শঙ্করাচার্য্যের দ্বিতীয় বার জন্ম হইয়াছিল, সে স্থানে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের "কাংকোটি-মঠ" নামক একটী মঠ অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছে। যে কালে শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্য রামেশ্বরক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিকট দ্বৈতসিদ্ধান্ত-সুধাধারী ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই সময় শঙ্করাচার্য্য কুরুপুরুর গ্রাম হইতে রামেশ্বরে আগমন করেন এবং স্বভাষ্য-রচনা-গর্ব্বী মধ্বাচার্য্যের এরূপ দ্বৈতসিদ্ধান্তমূলক ব্রহ্মসূত্রার্থ প্রচার করিবার অধিকার নাই, নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে বলেন যে, এইরূপ বিচার অপ্রামাণিক। যদি শঙ্করাচার্য্যের সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে তিনি শ্রীমদুক্ত দ্বৈত-সিদ্ধান্ত-বিচারের প্রতিবাদ করুন। শঙ্করাচার্য্য স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যাবলম্বনে মধ্বাচার্য্যের দ্বৈত-সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিলে মধ্বাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের বিচার ও সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি ও অসারতা প্রদর্শন করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে বিচারে পরাজিত করেন এবং সর্ব্বত্র দ্বৈত-সিদ্ধান্তের বিজয়ডেরী ঘোষণা করিতে থাকেন।

(২) সুমধ্ববিজয়কাব্যে ৯ম সর্গের ১১শ শ্লোকের টীকায় এই একবিংশতি ভাষ্যের নাম দৃষ্ট হয়, যথা,—

(১) ভাস্করী বিজয়, (২) সচ্চিদানন্দ বা সচ্চিদানন্দ, (৩) ব্রহ্মঘোষ, (৪) শতানন্দ, (৫) উদন্ত বা উদন্ত, (৬) বিজয়, (৭) ভক্তভট্ট, (৮) বামন, (৯) যাদবপ্রকাশ, (১০) রামানুজ, (১১) তর্কপ্রপঞ্চ, (১২) দ্রবিড়, (১৩) ব্রহ্মদত্ত, (১৪) ভাস্কর, (১৫) পিশাচ, (১৬) বৃত্তিকার, (১৭) বিজয়ভট্ট, (১৮) বিষ্ণুক্রান্ত, (১৯) বাণীন্দ্র, (২০) মাধবদাসক, (২১) সঙ্কর্ষ।

করেন। শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য বদরী হইতে গঙ্গাদ্বারে গোদাবরী-প্রদেশে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত সোভন ভট্ট ও স্বামী শাস্ত্রী নামক পণ্ডিতদ্বয়ের মিলন হয়। উঁহারাই শ্রীমধ্ব-পরম্পরায় পদ্মনাভতীর্থ ও নরহরিতীর্থ-নাম লাভ করেন। উড়ুপীতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য একদিন সমুদ্র-স্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র রচনা করিলেন। রত্নাকর-সৈকতে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নৌকা বালুকায় প্রোথিতপ্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে; নাবিক (৩) তাহার বহু চেষ্টায়ও দ্রব্য-পূর্ণ নৌকাটীকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে পারিতেছে না। শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া নৌকা সঞ্চালনের জন্য হস্তদ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, মুদ্রা-প্রদর্শন-মাত্র নাবিকের নৌকাটী ভাসিয়া উঠিল, নাবিক সমুদ্রতীরস্থ সন্ন্যাসীবরের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন ও পরম উপকৃত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ তাঁহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য দ্বারকা গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটী বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড মাত্র অভিলাষ করিলেন। ঐ বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড পথে আনিতে আনিতে 'বড়ভাণ্ডেশ্বর'(৪) নামক স্থানে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে একটী অপূর্ব্ব ভুবন-মোহন বালকৃষ্ণ মূর্ত্তি (৫) পাওয়া যায়। মূর্ত্তির এক হস্তে দধিমন্থন-দণ্ড অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু। কৃষ্ণমূর্ত্তি লাভ হইলে শ্রীমদ্ব্যাচার্য্যের 'দ্বাদশস্তোত্রের' অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায় সেই দিনই রচিত হইল। ত্রিশ জন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় হনুমান, ভীমসেন বা পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর অবতার শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণ মূর্ত্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং গোপীচন্দন-লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে উড়ুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া উড়ুপীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবালকৃষ্ণ-পূজা-প্রবর্ত্তন ও বসিদ্ধান্ত-প্রচারকল্পে ইহার পর আট জন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস-প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবাভার ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত করিলেন; অনন্তর অনৈক গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তাঁহাকে 'পদ্মনাভতীর্থ' (৬) নাম প্রদান করিলেন। আটজন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে প্রত্যেকের শ্রীকৃষ্ণসেবাকাল দুইমাস করিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন এবং বাকী সময় শাস্ত্র প্রচারাদির জন্য নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীমদ্ব্যাচার্য্যের আট জন শিষ্যের নাম এই—(১) শ্রীহৃষীকেশতীর্থ, (২) শ্রীনরহরিতীর্থ, (৩) শ্রীজনার্দ্দনতীর্থ, (৪) শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ, (৫) শ্রীরামন-তীর্থ, (৬) শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, (৭) শ্রীরামতীর্থ, (৮) শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ। এই আট জন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, শ্রীমদ্ব্যাচার্য্যের পূর্ব্বাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহৃষীকেশতীর্থ 'মধ্বমনচরিতে' বলেন যে, শ্রীবিষ্ণুতীর্থ অদ্যাপি সুব্রহ্মণ্যক্ষেত্রস্থ কুমারধারা পর্ব্বতে ভগবদ্ভজন করিতে-ছেন। শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য উড়ুপীক্ষেত্র হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দক্ষিণে কটতিলক্ষেত্রে নিজকৃত সমুদয়গ্রন্থ তাম্রপত্র মধ্যে অঙ্কিত করিয়া সেই স্থানে প্রোথিত করেন এবং তদুপরি নবনীতদর তাম্রময়ী শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্থানটী 'ব্যাসতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ। এই পীঠোপরি কৃষ্ণসর্প বিরাজিত থাকিয়া অদ্যাপি মৃত্তিকা-প্রোথিত আচার্য্য-গ্রন্থাবলীকে সংরক্ষণ করিতেছেন, এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাসতীর্থ প্রত্যহ মাধ্বযতি ও ব্রহ্মচারি-গণের দ্বারা পূজিত হয়। মাধ্ব-সন্ন্যাসিগণ এই ব্যাসতীর্থস্থ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়া পূজা করিতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মচারিগণ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের দূর হইতে পূজা করিতে হয়। কথিত হয় যে, প্রত্যহ পূজার সময় কৃষ্ণসর্প দূরে সরিয়া যায়, কিন্তু কোন প্রকারে পূজায় ত্রুটি ঘটিলে বা অনাচার হইলে কৃষ্ণসর্প তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পূজকের বিনীত প্রার্থনা ও সদাচারে পূজা করিবার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিলে পুনরায় কৃষ্ণসর্প সেই

(৩) উড়ুপী হইতে নয়ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত গ্রামের অধিবাসী 'বরমন্' নামের নাবিক—নাম মৈন।

(৪) পৌড়ীয় ৮ম সংখ্যা ৩য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) কিংবদন্তী এই যে, রাবণের পরে শ্রীরামের পৌত্র বজ্রনাভ প্রথমতঃ যে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বলিয়া শ্রুত হয়, তাহারও বহু পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরাজই দ্বারকায় এই বালকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাবসানে শ্রীঅর্জ্জুন দ্বারকায় সমুদ্রতীরে গোপীসরোবরে সেই শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। কালে এই শ্রীমূর্ত্তি লোক-লোচনের অদৃশ্য হইয়া যায়। কলিকালে মধ্বাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত হইয়াই স্বানার্থ সমুদ্রতীরে গমন করেন এবং দ্বারকা হইতে আগত কোন নাবিকের নৌকায় বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড রূপে হইতে সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীমদ্ব্যাচার্য্যসমীপে প্রকটিত হন।

(৬) শ্রীপদ্মনাভ-তীর্থের বিষয় পরবর্ত্তী সংখ্যায় লিখিত হইবে।

স্থান পরিত্যাগ করেন। এই স্থানে 'কটতিল মঠ' নামে একটী মঠও স্থাপিত রহিয়াছে। শ্রীহৃষীকেশতীর্থ বলেন যে, কলিপ্রভাবে দার্শনিকগ্রন্থসমূহ প্রবল ও মধ্বশাস্ত্রসমূহ তিরোহিত হইলে মধ্বশিষ্য বিষ্ণুতীর্থ কটতিলক্ষেত্রস্থ ব্যাসতীর্থ-কুটিকা হইতে শ্রীমধ্ব-রচিত তাম্রপত্র-লিখিত গ্রন্থসমূহ উদ্ধার করিয়া তদ্দ্বারা দুর্ব্বাদিগণকে নিগ্রহপূর্ব্বক পুনরায় জগতে মধ্বশাস্ত্র প্রচার করিবেন।

দ্বিতীয়বার বদরিকা যাত্রা কালে শ্রীমধ্বাচার্য্যের মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়। সেই সময় মহাদেব নামক জনৈক রাজা সাধারণের উপকারার্থে স্বীয় জনবর্গের দ্বারা একটী পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। রাজার আদেশ-মতে রাজপুরুষগণ সন্নিহিত মধ্বকে মৃত্তিকা-খনন কার্য্যে বাধ্য করাইলে শ্রীমধ্বাচার্য্য কর্ম্মী রাজাকেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া নিজে সহসা অগ্রসর হইলেন। গাঙ্গপ্রদেশের এক পারে হিন্দু-রাজ্য, অপর পারে মুসলমান-রাজ্যের পরস্পর বিবাদ-বশে ঘটনা এতাদৃশ প্রবল হইয়াছিল যে, পারে যাওয়ার নৌকা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছিল না। সুবিস্তৃতা নদীর অপরপারে বিরুদ্ধ সেনা সর্ব্বদা বাধা প্রদান করিতেছিল। শ্রীমধ্ব সেই সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া সকলে মিলিয়া হাতাহাতি করিয়া নদী সন্তরণ করেন, কিন্তু তীরে উঠিয়াই সৈন্যগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইতে থাকেন। তিনি রাজাদেশ অমান্য করায় স্বয়ং রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করেন। মুসলমানরাজ তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন ও বাক্য-শ্রবণে এতদূর মুগ্ধ হন যে, শ্রীমধ্বাচার্য্যকে অর্দ্ধরাজ্য-দানে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। চলিতে চলিতে পথে দস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে মহাবলী মধ্বাচার্য্য অনায়াসে তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতে পথিমধ্যে সত্যতীর্থ ব্যাঘ্রাক্রান্ত হইলে শ্রীমধ্বাচার্য্য বলপূর্ব্বক ব্যাঘ্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিদূরিত করেন। বদরিকায় শ্রীব্যাসদেব সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অষ্টমূর্ত্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। ইহার পরেই শ্রীমধ্বাচার্য্য মহাভারত-তাৎপর্য্য রচনা করেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ঈশানুগত্যের কথা ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। সুদেষ্টি মহাধিপ শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। শঙ্করমতাবলম্বিগণ আপনাদিগের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইতেছে দেখিয়া মধ্ব-নির্য্যাতনে ব্যস্ত হইলেন। মধ্ব-মতাবলম্বিগণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং মধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস হইল। পদ্মতীর্থ পুণ্ডরীক-পুরী নামক জনৈক শঙ্করমতবাদী পণ্ডিতকে লইয়া মধ্বাচার্য্যের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আচার্য্যের সংগৃহীত ও রচিত গ্রন্থাদি অপহৃত করাইলেন। কিন্তু পরে বিশেষ উদ্যোগের পর ঐ গ্রন্থরাজি পাওয়া গেল। কুষল দেশাধিপতি (কাশ্যতীর্থের সমীপে কুষলদেশ) জয়সিংহ শ্রীমধ্বাচার্য্যের অপহৃত গ্রন্থ-প্রাপ্তির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুমঙ্গলবাসী লিঙ্গচন্দ্রীয় বিদ্যাত পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্যকে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা বাদে জয় করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য নিজ শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্যের পুত্রই শ্রীসুমধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরী-গ্রন্থ-রচয়িতা কবিবর শ্রীনারায়ণাচার্য্য।

শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলেরও সীমা ছিল না। 'কড়ঙ্গরি' নামক এক বলবান পুরুষ ৩০ জন পুরুষের বলধারী বলিয়া নিজে আস্ফালন করিতেন; আচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই অসামান্য বলী তাহার অমিত বল প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না। কাশ্যরঞ্জিলায় মুদ্গেরী গ্রামের প্রস্তর-ফলকে লিখিত আছে—

"শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতা শিলা"।

নদীপতন-হেতু বহুতর ভূভাগ বিনষ্ট হইতে থাকিলে নদীর বেগ প্রশমনার্থ সহস্রাধিক ব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া একটী বৃহৎ শিলা আনয়ন করিতে করিতে অসামর্থ্য-নিবন্ধন পথি-মধ্যে ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হন; কিন্তু মহাবলী শ্রীমধ্বাচার্য্য এক হস্তে অনায়াসে সেই শিলাটী যথাস্থানে লইয়া গিয়া স্থাপন করেন।

তৃতীয়া মারুতীতনু শ্রীমধ্বাচার্য্যের শাস্ত্রসিদ্ধান্তপারদর্শিতার কথা শ্রবণে দেবকুল পর্য্যন্ত বিস্মিত ও পরম প্রসন্ন হইয়াছিলেন। একদিন রুদ্রপ্রমুখ সর্ব্বদেবতা আকাশমার্গে রজতপীঠপুরে শ্রীঅনন্তেশ্বর দেবালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য তখন ঐ দেবালয়ে সন্নিহিতগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, দেবগণ শ্রীমধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যা-কৌশলে বিশেষ আনন্দিত হইয়া

শ্রীমদ্ভাচার্য্যের উপরে মন্দার-পারিজাতাদি দিব্য-কুসুম-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাচার্য্য শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্-ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে অনন্তেশ্বর-দেবালয়ে অদৃশ্য হইলেন। শ্রীমদ্ভাচার্য্য ৭৯ বৎসর লোকলোচনের নিকট প্রকট ছিলেন। শ্রীমদ্ভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত পণ্ডিতাচার্য্য বাদিরাজস্বামী "সপ্ততন্ত্রান্তরীবিলাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাচার্য্য অদৃশ্যরূপে উড়ুপীতে এবং দৃশ্যরূপে বদরিকাশ্রমে বিরাজিত রহিয়াছেন। অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম—ইঁহারা বৈবস্বত-মন্বন্তর-পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া পরে প্রপঞ্চাতীত নিত্যধামে প্রবিষ্ট হইবেন। শ্রীমদ্ভাচার্য্যও তাঁহাদিগের সহিত বৈবস্বত-মন্বন্তরাবসান পর্য্যন্ত বদরীতে অবস্থান করিয়া পরে বায়ুরূপে প্রবিষ্ট হইবেন। শ্রীহৃষীকেশ-তীর্থের মতে শ্রীমদ্ভাচার্য্য ৪৪১৮তম কলি-বৃগাব্দে নিজল সংবৎসরীয় মাঘী শুক্লা নবমীতে উড়ুপীতে অদৃশ্য হইয়া বদরী-বিজয় করেন

শ্রীমদ্ভাচার্য্য জগতে দ্বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রচারের জন্য বহু-বিধ-গ্রন্থনির্ম্মাণ ও মঠাদি স্থাপন এবং তথায় সেবা-পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীজয়তীর্থকৃত 'গ্রন্থমালিকা-স্তোত্রে' আমরা শ্রীমদ্ভাচার্য্যরচিত গ্রন্থাবলীর নাম যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—(১) গীতা-ভাষ্যম্, (২) সূত্র-ভাষ্যম্, (৩) অনুব্যাখ্যানম্, (৪) অনুভাষ্যম্, (৫) গীতা-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৬) ঐতরেয়-ভাষ্যম্, (৭) বৃহদারণ্যক-ভাষ্যম্, (৮) ছান্দোগ্য-ভাষ্যম্, (৯) তৈত্তিরীয়-ভাষ্যম্, (১০) কাঠক-ভাষ্যম্, (১১) আথর্ব্বণভাষ্যম্, (১২) মাণ্ডুক-ভাষ্যম্, (১৩) ঈশাবাস্য-ভাষ্যম্, (১৪) তলবকার-ভাষ্যম্, (১৫) ষট্‌প্রশ্ন-ভাষ্যম্, (১৬) শুক্লভাষ্যম্, (১৭) তন্ত্রসংখ্যানম্, (১৮) তত্ত্ব-বিবেকঃ, (১৯) তত্ত্বোদ্যোতঃ, (২০) মায়াবাদখণ্ডনম্, (২১) মিথ্যাত্বানুমানখণ্ডনম্, (২২) উপাধিখণ্ডনম্, (২৩) কথা-লক্ষণম্, (২৪) প্রমাণ-লক্ষণম্, (২৫) কর্ম্মনির্ণয়ঃ, (২৬) বিষ্ণু-তত্ত্বনির্ণয়ঃ, (২৭) জ্ঞানবিবরণম্, (২৮) কৃষ্ণামৃতমহার্ণবঃ, (২৯) তন্ত্রসারঃ, (৩০) সদাচার-স্মৃতিঃ, (৩১) দ্বাদশ-স্তোত্রম্ (৩২) নরসিংহ-নখ-স্তুতিঃ, (৩৩) জয়ন্তী-নির্ণয়ঃ, (৩৪) শ্রীকৃষ্ণ-গদ্যম্, (৩৫) শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৬) শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৭) যমকভারতম্, (৩৮) যতিপ্রণবকল্পঃ। '৩২ অক্ষর পরিমিত একগ্রন্থ'—এইরূপক্রমে গণনা করিলে শ্রীমদ্ভাচার্য্যরচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩২০০০ সহস্র নির্দ্ধারিত হয়, যথা, গ্রন্থমালিকা-স্তোত্রে—

"ত্রিংশদ্দ্বিসহস্রং স্বাদিকমধিকং কৃষ্ণকৃষ্টিদম্।
এতেষাং পাঠ-মাত্রেণ মন্দেশঃ প্রীয়তে ভৃশম্॥"

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

শ্রীল গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

অসংখ্য দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বসর পাদপদ্মে নিবেদনম্—

মহাত্মন্! কলিহত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য শ্রীগৌড়ীয়ের অযাচিত কৃপা যতই লক্ষ্য করিতেছি, ততই আমার ন্যায় সংসার-দুঃখ-জলধিনিমগ্ন নানামতগ্রাহব্যাপ্ত নিরাশ্রয় জীবের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে; এবং গৌড়ীয়ের অহৈতুকী কৃপাপাত্র ভাগ্যবান্ জনগণের সৌভাগ্যাতিশয় যতই নয়নপথে পতিত হইতেছে, ততই চমৎকৃত হইতেছি। প্রভো! গৌড়ীয়ের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে, যখনই আমার মনে কোন সংশয় উদিত হয়, তখনই গৌড়ীয় (জানিনা কোন্ মহামন্ত্রবলে) আমার মনোভাব অবগত হইয়া সমস্ত সংশয় ছেদন করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি নিম্নে কয়েকটী নূতন সংশয় লিপিবদ্ধ করিলাম। আপনারা পরদুঃখদুঃখী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন। আপনাদের চরণে ভিন্ন আর কাহার চরণেই বা মনোদুঃখ নিবেদন করিব? আর কে-ই বা তাহা দূর করিতে সমর্থ? অতএব এ নরাধমকে আপনাদের চরণ-সেবাভিলাষী কিঙ্কর মনে করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক যত সত্বর সম্ভব প্রশ্ন কয়েকটীর সদুত্তরদানে সংশয় ছেদন করতঃ কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীগণিভূষণ বসু
দ্বিতীয় শিক্ষক, শ্রীপুর হাইস্কুল, (যশোহর)
গৌড়ীয় গ্রাহক নং ৩২৬৮

প্রশ্ন,—

১। কৃষ্ণভক্তমাত্রেরই বিপ্রসাম্যতা, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ না করিবার কারণ কি? আবার শ্রীল রূপসনাতনও শ্রীবৃন্দাবনে যখন মাধুকরী ভিন্ন তুলভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তখনও তাহা বিপ্রগৃহেই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। যথা—

"বিপ্রগৃহে তুলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক চণা চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥"

এই লীলাদ্বারা প্রভু জীবকে কি শিক্ষাই বা দান করিলেন?

২। "কৃষ্ণনামে দীক্ষা-পুরশ্চর্যাদি বিধির অপেক্ষা নাই।" এই বাক্য কেবল তারকব্রহ্ম-নাম সম্বন্ধে না সমস্ত কৃষ্ণনাম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। নামী হইতে অভিন্ন কৃষ্ণনাম স্বভাবতঃই অসীম শক্তিসম্পন্ন; সুতরাং নামাত্মক মন্ত্রের পুনঃ শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুরশ্চরণের প্রয়োজন কি? আর শ্রীল সনাতনপ্রভু বা কৃষ্ণনামের দুই পুরশ্চরণ করাইলেন কেন? যথা—"কৃষ্ণনামে করাইলা দুই পুরশ্চরণ॥"

৩। শ্রীরাধিকা সর্ব্বারাধ্যা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী এবং সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি। "রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা॥" শ্রীরাধিকার পাদ-পদ্ম-সেবা তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপা সর্ব্বসখীগণের মনোবৃত্তি। সুতরাং শ্রীরাধাপাদপদ্মে তুলসীকে অর্পণ করিলে শ্রীতুলসীর মনোভীষ্টপূর্ত্তিরূপ তুলসী-সেবা হয় কি না?

৪। "ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ"—ইত্যাদি তিলক-ধারণ-মন্ত্রে ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে কেশবাদি বিষ্ণুর দ্বাদশ মূর্ত্তি ধ্যানের আদেশ দেখা যাইতেছে। আবার "বয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়ং"—বাক্যে কৈশোরবয়সই ধ্যেয় এবং "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ"—বাক্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই জীবের একমাত্র আরাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। সুতরাং জিজ্ঞাস্য—(ক) ব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহার আরাধ্য তাঁহার পক্ষে বিষ্ণুর অপর দ্বাদশ মূর্ত্তি পৃথক্ ধ্যানের আবশ্যকতা কি? (খ) একই সাধকের পক্ষে এতগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান কিরূপেই বা সম্ভবে! (গ) বৈকুণ্ঠে স্বীয় ধামে যাঁহাদের নিত্য অবস্থিতি, সেই বিষ্ণুমূর্ত্তিগণকে ক্ষুদ্র জীবের ললাটাদি অঙ্গে চিন্তা করিবারই বা তাৎপর্য্য কি?

উত্তর

কৃষ্ণভক্তমাত্রের কেন, বিষ্ণুভক্তমাত্রেরও 'বিপ্র-সাম্যতা' বাক্যের দ্বারা বিষ্ণুভক্তকে বিপ্র হইতে ন্যূন বা ব্যবহারিক বিপ্রের সমান বলিয়া স্থাপন করা হয় নাই। তবে 'বিপ্র-সাম্য' শব্দটী এই স্থানে অরুন্ধতী-দর্শনন্যায়াবলম্বনে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিপ্র ও বৈষ্ণবের মধ্যে 'বিপ্রত্বটী' সাধারণ; যেমন পাঁচ ও দশের মধ্যে 'পাঁচ'—এই সংখ্যাটী পাঁচ ও দশ উভয়েই বর্ত্তমান, তদ্রূপ বৈষ্ণবে নিত্য বিপ্রত্ব বর্ত্তমান বলিয়া 'বিপ্রসাম্য' শব্দের নির্দ্দেশ, নতুবা শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদধৃত,—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য)

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ"।

(নারদীয় বাক্য)

—প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্র-সিদ্ধান্তবাক্যের সহিত সঙ্গতি হয় না। আর যদি, 'অবৈষ্ণব-বিপ্র' (?) আর যে কোন কুলে অবতীর্ণ দীক্ষিত বৈষ্ণব সমানই হন, তাহা হইলেও—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"
"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥"

(ভাঃ ৭।৯।১০)

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদিত্যাদি-বচনৈরবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং" (দিগ্‌দর্শনী)—প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্র ও আচার্য্য-বাক্যের কোন সার্থকতাই থাকে না। তবে 'বিপ্র' বা 'ব্রাহ্মণ' শব্দে অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মপরত্বের আধিক্য ও 'বৈষ্ণব' শব্দে প্রয়োজনীয় ভক্তি-মত্তার আধিক্য থাকায় অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মপরতার স্বল্পতা বৃহদ্‌ব্রতী-গৃহব্রত-পুরুষন্যায়াবলম্বনে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। বৈষ্ণব শ্বপচকুলে প্রকটিত হইলেও শ্বপচকুল বৈষ্ণবের কারণ বা জনক নহে; যেমন পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের উদয় হয় বলিয়া

পূর্ব্বদিক সূর্য্যোদয় কারণ নহে। বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা কৈমুতিক-ন্যায়ানুসারে নিত্যসিদ্ধ বা পূর্ব্বসিদ্ধ ; নতুবা (ভাঃ ৩।৩৩।৭)

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

—ভাগবতধৃত এই শ্লোকের কোন সার্থকতাই থাকে না। 'ব্রহ্মানূচুঃ' অর্থাৎ নামকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব বহু বহু জন্ম পূর্ব্বেই নিখিল বেদ উচ্চারণ করিয়াছেন ; এখানে প্রত্যেকটী বিভিন্ন ধাতুর উত্তর লিটের প্রয়োগও তাহা হইলে ব্যর্থ হয়। কারণ পাণিনি বলেন,—(৩।২।১১৫) "পরোক্ষে লিট্"। যদি অবরকুলাবির্ভূত নামোচ্চারণকারী অব্রাহ্মণই হইলেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপেই বা বহু বহু জন্ম পূর্ব্বেই নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিলেন? আর যদি বে ভগবন্নামের আভাসমাত্রে মুক্তি হয়, সেই নামের উচ্চারণকারীর কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়া পরবর্ত্তী জন্মে শৌক্র ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক সাবিত্র্য জন্মের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে ভাগবতীয় (৩।৩৩।৬) ও (৩।৩৩।৭)—এই উভয় শ্লোকের সঙ্গতি কিরূপেই বা হয়? যে নামোচ্চারণকারী বহু বহু জন্ম পূর্ব্বেই সমস্ত ব্রাহ্মণাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নাম-উচ্চারণকারীর পুনরায় ব্রাহ্মণাধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য শৌক্র-ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত পিষ্ট-পেষণ-ন্যায় অযৌক্তিক এবং শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা-জ্ঞাপক। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, দীক্ষালাভের পূর্ব্বে নামশ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণকারীর শিষ্টাচারাভাব-হেতু সাবিত্র্য-জন্ম নাই ; এইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্যজন্মাপেক্ষা আছে অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত পারমার্থিক বিপ্রের বিপ্রত্বের বিনির্দ্দেশ বা লিঙ্গ, উপনয়ন-সংস্কারাদি শিষ্টাচার-সম্মত ; ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাস-টীকায়, শ্রীভাগবতামৃত-টীকায়, ব্রহ্মসংহিতার টীকায়, রসামৃতসিন্ধু-টীকায় শ্রীল সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদ অতি স্পষ্ট-ভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ভাগবতীয় শ্লোক-দ্বয়ের (ভাঃ ৩।৩৩।৬ ও ৩।৩৩।৭) সঙ্গতি, ব্যাবহারিক শাস্ত্রসম্মতসিদ্ধান্ত ও গোস্বামি-সিদ্ধান্তের সঙ্গতি, শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব সর্ব্ব বিষয়েই সঙ্গতি লক্ষিত হয়। অতএব 'বিপ্রধামা' শব্দের দ্বারা 'ব্যাবহারিক বিপ্রত্ব' ও বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষের 'পারমার্থিক বিপ্রত্বে' সমন্বয়-বুদ্ধিরূপা অপরাধময়ী সামান্যবুদ্ধি হইতেই বিপ্রদর্শনীকার গোস্বামিবর্য্য প্রভুপাদ সকলকে রক্ষা করিয়াছেন। কারণ তিনি 'যে কোন কুলোদ্ভূত)' নুমাত্রেরই বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভে বিপ্রত্ব লাভিত হয়'—ইহা 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' শ্লোকের 'দ্বিজত্ব' শব্দের টীকায় স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা টীকা—

নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'।

তবে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈধ-সন্ন্যাসীর আচারলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দুইটী উদ্দেশ্য আছে। একটী উদ্দেশ্য বিমুগ্ধমোহন আর একটী উদ্দেশ্য—উন্মুখমোহন। উন্মুখগণ জানেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যবহারিক বিপ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তির হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—"নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া' (চৈঃ চঃ ম ৮।৪৯)। মহাপ্রভু শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে তিনি অবৈষ্ণব মাত্রেরই হস্তপাচিত অন্নকে 'কুক্কুর-মাংস-তুল্য' পরিত্যাজ্য জানিতে বলিয়াছেন, যথা—শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে (৯।১০৯)

"অবৈষ্ণবান্নামন্নঞ্চ পতিতান্নং তথৈব চ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংসসদৃশং ভবেৎ॥"

অন্বয়—বৈষ্ণবান্নং হি ভোক্তব্যং সার্দ্ধ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা।
অবৈষ্ণবান্নমন্নঞ্চ পরিবর্জ্যমমেধ্যবৎ॥"

কিন্তু শ্বপচকুলে আবির্ভূত বৈষ্ণবের প্রদত্ত যাবতীয় বস্তু গ্রহণ এবং তাঁহার সহিতই বড়্‌বিধ-সঙ্গ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশতঃ নিজকে মহাপ্রভুর সমীপে 'নীচ জাতি', 'নীচ সঙ্গী' সুতরাং 'অস্পৃশ্য প্রকৃতি' জানাইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু স্বমুখে এই শাস্ত্রীয় বাক্যটী উচ্চারণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ দ্বিঃ ইতিহাস সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্‌বাক্য)

চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ যদি অভক্ত হয়, তবে আমার প্রিয় নহে, আর শ্বপচকুলে জাত ব্যক্তিও

আমার ভক্ত হইলে আমার প্রিয়, সেইরূপ ব্যক্তিকেই যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতে হইবে, তাঁহা হইতেই যাবতীয় বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ আমি যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেইরূপ পূজ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামিপাদকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই উপদেশামৃত হইতে জানিতে পারি,—

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥"

বৈষ্ণবের সহিতই দান-প্রতিগ্রহ, গুহ্যকথা বলা ও শ্রবণ করা, বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তু ভোজন ও তাঁহাকে ভোজন করান প্রভৃতি প্রীতিলক্ষণ সাধন করিতে হইবে। উপরি-উক্ত মহাপ্রভু-বাক্য ও গোস্বামি-বাক্য প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিলে কি ভক্তের নিকট হইতে যাহিয়া যাহিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে? অর্থাৎ ভক্তের স্পৃষ্ট, ভক্তের দত্ত জল বা ভক্তপ্রসাদ গ্রহণ করা চলিবে না, কেবল তাহার নিকট হইতে অপক্ক তণ্ডুল ও কদলীমাত্র গৃহীত হইবে? কই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতাবলম্বী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভৃত' শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এরূপ ব্যবস্থা দেন নাই বা মহাপ্রভুও ত' "ততঃ দেয়ং" বা শ্রীরূপ গোস্বামী-প্রভুও ত' "ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে" পদের টীকায় ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট হইতে অপক্ক তণ্ডুল বা কদলী মাত্র গ্রহণের কথা লেখেন নাই। শ্রীল গোপালভট্টগোস্বামী-প্রভু ৯ম বিলাসে বলিয়াছেন,—

"নৈবেদ্যং জলদীপস্ত অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
তত্রাশুদ্ধ্যবিচারশ্চ নাস্তি তত্রকদাচিৎ দ্বিজাঃ॥"

—হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য, অন্নপানাদি যে কিছু দ্রব্যই হউক না কেন, তাহাতে শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচার নাই।

পূর্ব্বপক্ষীগণ বলেন, এরূপ বিচার কেবল 'মহাপ্রসাদ' সম্বন্ধে করিতে হইবে, আর সেই 'মহাপ্রসাদ' কেবল আমাদের মাপকাটির অন্তর্গত পুরীধামেই সম্ভব হইতে পারে, অন্যত্র 'মহাপ্রসাদ' হয় না—এরূপ যুক্তি নিতান্ত প্রাকৃত; কারণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন, (চৈঃ চঃ অ ১৬।৫৯)—

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টহয় মহাপ্রসাদ নাম।"

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মাত্রেই শ্রীমহাপ্রসাদ। জগতের নাথ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহরূপে বা ভক্তগণের হৃদয়মন্দিরে জগতের সর্ব্বত্রই বিরাজিত; সুতরাং সর্ব্বত্রই 'মহাপ্রসাদ' হয়।

আর যদি স্থানমাহাত্ম্য হেতুই পুরীধামে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ (?) বিচার করা না হয়, তাহা হইলে শ্রীধাম বৃন্দাবন, শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি পরম মাহাত্ম্যযুক্ত ধামসমূহে কেনই বা মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ বিচার করা হইবে? তাহা হইলে কি শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ বা বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কম? শ্রীক্ষেত্র, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি হরিক্ষেত্র সমূহ কি অভিন্ন নহে? আর যদি পূর্ব্বপক্ষীয়গণের বিচারা-বলম্বনে ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য-হেতুই শ্রীমহাপ্রসাদে 'বিশ্বাস' (?) স্থাপন করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণোচ্ছিষ্টের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অপ্রাকৃতত্ব হেতু মহাপ্রসাদে বিশ্বাস স্থাপন করা না হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধ-কুক্কুটন্যায়াবলম্বনে বিষ্ণুধাম-মাহাত্ম্য স্বীকার (?) করিলে, কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদ-মাহাত্ম্য স্বীকার করিলে না। বিষ্ণু-ধাম ও বিষ্ণু-প্রসাদ অভিন্ন বস্তু, উভয়েরই মাহাত্ম্য সমান, উভয়েই অপ্রাকৃত। অতএব পূর্ব্বপক্ষীয়গণের যাবতীয় প্রজল্পগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে কেবলমাত্র কপটতা ও বিপ্রলিপ্সা ছাড়া আর কিছু নাই। পুরীতে যে মহাপ্রসাদে 'বিশ্বাস' (?) স্থাপন করা হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'বিশ্বাস' নহে; পরন্তু তন্মধ্যেও অদৈব-স্মার্ত্ত-সমাজের দাসত্বটীকুটিয়া উঠিতেছে। বিষ্ণু ও স্মার্ত্ত সমাজের আইন কানুনে কেবলমাত্র সে স্থানে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ (!) বিচার নাই বলিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসমান কর্ত্ত-ভজ-পদাবলেহিগণের ঐ সকল কপট ও দুর্ব্বল যুক্তির অবতারণা; কিন্তু উহা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের সুতীক্ষ্ণ বিচারে ধরা পড়িয়া যায়।

স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ এত কথাতেও নিরস্ত না হইয়া বলিয়া থাকেন, এরূপ সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর আচরণ দ্বারা ত' সমর্থিত হয় না, এরূপ পূর্ব্বপক্ষও খণ্ডনযোগ্য। কারণ মথুরায় সানোড়িয়ার ঘরে—যে সানোড়িয়াগণের স্পৃষ্ট জল সৎশূদ্রাদি জাতি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী ত' গ্রহণ করেনই না, সেইরূপ সানোড়িয়া-কুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের হস্তাচিত অন্নও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এবং স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন। আর শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে অনেক সময়েই তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে আসিয়া ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, মহাপ্রভু তখন বিভিন্ন কপট ব্যক্তির ন্যায় কপট ব্যবহারিকতা

দেখাইবার জন্য ঠাকুর হরিদাসের সহিত সমপংক্তিতে ভোজনার্থ আহ্বান প্রচার করেন নাই। অন্য প্রমাণের আবশ্যক কি, তিনি শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে বর্ণাশ্রমীর আদর্শ গৃহস্থ ব্রাহ্মণের শতবিধানকারী আচার্য্য-বর্য্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে স্বয়ং যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুরহরিদাস ও ব্রাহ্মণেতরকুলে প্রকটিত শ্রীমুকুন্দের সহিত একত্র ভোজন করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"মুকুন্দ হরিদাস লৈয়া করহ ভোজন ॥
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥"

(চৈঃ চঃ ম ৩।১০৬-১০৭)

যদি বল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে দেখা যায় তিনি একমাত্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইলেই তাঁহার গৃহে অন্নাদি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈষ্ণব+ব্রাহ্মণ একত্র সমষ্টিতে বড়! প্রাকৃত সহজিয়াগণের এইরূপ বিচার অত্যন্ত প্রাকৃত। বৈষ্ণবে বিপ্রতার অভাব নাই —ইহা তাঁহারা প্রাকৃত অস্মিতা ছাড়িতে পারেন না বলিয়াই বুঝিতে পারেন না। যদি বৈষ্ণব+ব্রাহ্মণ, শৌক্রব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত-বৈষ্ণব অপেক্ষা বড়ই হইবে, তাহা হইলে ঠাকুর হরিদাস বা রায় রামানন্দ অপেক্ষা প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে মহাপ্রভু অধিক বড় বৈষ্ণব বলিতেন। বৈষ্ণবতা আত্মার ধর্ম্ম, উহার উচ্চাবচতাবিষয়ে প্রাকৃত কুলাদির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। যদি তাহা না হইবে, তবে কেনই বা যবনকুলোদ্ভূত—

"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।"

(চৈঃ চঃ অ ১১।৬৫)

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তানুগ প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এখানে বলিতে পারেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস রামানন্দের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব মহাপ্রভু বৈষ্ণবতার আদর করিলেও ব্যবহারিক পানভোজনাদি বিষয়ে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করেন নাই। প্রাকৃত সহজিয়াগণের এইরূপ বিচারও সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও খণ্ডনযোগ্য; কারণ প্রসাদ-সেবনাদি কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত বা নারায়ণীর মতে 'ব্যবহারিক কার্য্য' হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিচারে উহা সম্পূর্ণ পারমার্থিক। প্রসাদ-সেবন একটী ভক্তির অঙ্গ, উহা কর্ম্মফলভোগীর ন্যায় তাহে ডাল-ভোজন বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ নহে। যদি প্রসাদাদি সেবন একটী ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া গৃহীত না হইবে, তাহা হইলে মহাপ্রভু, "তুমি যেয়ং তত্ত্বো গ্রাহ্যং", "তুমি কৃষ্ণে ভোগ দেহ তবে" উপদেশ প্রদান করিতেন না, বা ভক্তিশাস্ত্রে প্রসাদের ভূরি ভূরি মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকিত না। আর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণের প্রসাদ এবং কৃষ্ণভক্তের অবশেষের মাহাত্ম্য শতমুখে কীর্ত্তন করিতেন না,—

"তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ।
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল ॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
তাতে বার বার কহি,—শুন, ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥

(চৈঃ চঃ অ ১৬।৫৮—৬৩)

প্রসাদাদি সেবন বা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-গ্রহণ যদি তথাকথিত সাধনারিক সামাজিক বিচারের অধীন কর্ম্ম-মধ্যে গণ্য হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামী প্রভু এরূপ কথা বলিতেন না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের প্রসাদে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ ইহা ব্রাহ্মণের সৃষ্ট-প্রসাদ, ইহা শূদ্রের সৃষ্ট প্রসাদ, ইহা অন্নপ্রসাদ সুতরাং শূদ্র-সৃষ্ট বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে, ইহা শুষ্ক-পিঠা-পানা বা ফল প্রসাদ সুতরাং শূদ্রস্পৃষ্ট হইলেও স্মার্ত্তসমাজের আইনকানুনানুসারে গৃহীত হইতে পারে, —এইসকল বিচার 'ব্রহ্মবস্তুনির্দ্দিকার' কৃষ্ণ-প্রসাদে আনয়ন করিলে, কোনও দিন কৃষ্ণ-কৃপা, বা শ্রীনামকৃপা লাভ হইবে না। এইরূপ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ সাধনবলকে অবহেলা করিতেছেন; তাঁহাদের জন্মদৌর্ভাগ্য-রূপ অনর্থ ও অসত্ত্বতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে

প্রাকৃত দেহ ও মনের ধর্ম্মে আসক্ত করিয়া দিবে। প্রসাদ-বস্তু—কৃষ্ণবস্তু—নির্ব্বিকারবস্তু—অপ্রাকৃতবস্তু—পরম শক্তি-সম্পন্ন-বস্তু। যদি স্পর্শে তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব ও পরম পাবনত্ব নষ্ট হইয়া যেন, তাহা হইলে তাঁহাকে 'প্রসাদবস্তু' বলা হইল না, উহা সাধারণ প্রাকৃতবস্তু-পর্য্যায়ে গণিত হইল। পাতিত ব্যক্তি অপ্রাকৃত পরমপাবন-বস্তু প্রসাদ স্পর্শ করিলে প্রসাদ কিছু পাতিত্য-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত হন না, পরন্তু 'পতিত' 'পরমপাবনের' সম্বন্ধবলে পতিতাবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ করেন, অর্থাৎ সাধনবল-সম্পন্ন হন। যাঁহারা এই সকল শুষ্কভক্তি সিদ্ধান্ত মুখে স্বীকার করিলেও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অবৈধ সমাজের বহির্ম্মুখতাকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়া কার্য্যতঃ নিজ-আচরণে শুষ্কভক্তির অনুকূল আচারসমূহ পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারা স্বীয় হৃদয়দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ, দুষ্টবুদ্ধি কিম্বা কপটতাকে 'মহাপ্রভুর আচরণের' নাম দিয়া সমর্থন করিতে চান। মহাপ্রভু ও—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই স্ববাক্যানুসারে ঈশ্বরকে সুবুদ্ধি ও বিমুখকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কারণ ঈশ্বর তোষণ ও বিমুখ-বঞ্চন, প্রেমবিতরণ ও পাষণ্ডদলন ভগবানের একটী কার্য্য। মহাপ্রভুর আচরণে কি প্রকার বিমুখ ব্যক্তিসকল বঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার আমরা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। মহাপ্রভু বিমুখগণকে এরূপ বঞ্চনা করিয়াছেন বলিয়াই বিমুখগণ বলিয়া থাকেন,—চৈতন্যদেব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণের গৃহব্যতীত অন্য স্থানে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু নিত্যানন্দ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানেন নাই, যার তার হাতে খাইয়াছেন, উদ্ধারণ দত্তের (?) পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, নিরক্ষরাদি শিষ্য করিয়াছেন, নিত্যানন্দ একজন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উৎসাদনকারী ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিমুখগণ এইরূপ নানাভাবে বঞ্চিত হইয়া বলিয়া থাকেন,—আমরা মহাপ্রভুকে মানি, নিত্যানন্দের চরণ স্বীকার করিতে পারি না। উন্মুখগণ কিন্তু বিমুখদের এইরূপ প্রলাপবাক্য শুনিয়া তাহাদের দুর্দ্দশার কথা বুঝিতে পারেন এবং আরও জানেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল বিমুখ জনকে বঞ্চনা করিবার জন্যই এইরূপ অভিনয় করিয়াছেন, ইহাতে সুমুখ উন্মুখেরই সাধিত হইয়াছে; কারণ সুযোগ্য ভক্তি-মহানিধি 'পাষণ্ড' ও 'তদ্ভগণের' নিকট হইতে দূরে রহিয়াছে। যাঁহারা বলেন, মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিয়াছেন, নিত্যানন্দ তদ্বিরোধী; কিম্বা যাঁহারা মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর আচরণের মধ্যে পরস্পর অসামঞ্জস্য দেখিতে পান, কিম্বা যাহারা নিত্যানন্দপ্রভুর আচরণ মহাপ্রভুর অনুমোদিত নহে মনে করেন, তাঁহারা জগদ্গুরু পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে অপরাধ করার ফলে কখনও মহাপ্রভুর কৃপা পাইতে পারিবেন না, তাঁহাদিগের নিকট ভক্তির দ্বার চিররুদ্ধ—তাঁহারা 'তদ্ভ'—তাঁহারা বঞ্চিত—তাঁহারা বিমোহিত, কারণ—

"দুই ভাই এক তনু—সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়" তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি, আরে না মানি,—এই মত তণ্ড॥"
(চৈঃ চঃ আ ৫।১৭৫-১৭৭)

যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, যাঁহারা 'মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিতেন' বলিয়া মুখে বলেন, সেই সকল কর্ম্মজড়গণের অন্তরের অন্তঃস্থলের কোন না কোন (তাঁহাদের) অজ্ঞাত প্রদেশে জগদ্গুরু নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ রহিয়াছে।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এখানে বলিতে পারেন যে, নিত্যানন্দপ্রভু অবধূত অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের অতীত পরমহংসের লীলাভিনয়কারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার স্বচ্ছন্দ আচরণ সাধারণ জীবের অনুকরণীয় নহে। এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও কিন্তু আমাদের আলোচ্য শুষ্কভক্তি-সিদ্ধান্তের কোন হানি হইতে পারে না; কারণ প্রথমতঃ মহাপ্রভুই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়দেশে ভক্তিপ্রচারক আচার্য্যরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং আচার্য্যলীলাভিনয়কারী নিত্যানন্দের লোকশিক্ষার্থ আচরণমাত্রেই পরমহংসের আচরণ—এরূপও বলা যাইতে পারে না। আর যদি পূর্ব্বপক্ষীয়গণের যুক্তিও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায়, প্রভুদ্বয়ের অন্যতম শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু—যিনি এক জন আদর্শ-বর্ণাশ্রমী-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের অভিনয় করিয়াছেন—যিনি স্বীয় আচার-প্রচারের মাহাত্ম্যবলে লোকসমাজে আচার্য্যরূপে কীর্ত্তিত হইতেন, তাঁহার আচরণ কি? তিনি

বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের অভিনয় করিয়া—কুলীন-ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে বাস করিয়া শত শত উৎকৃষ্ট শ্রৌতকুলীন-ব্রাহ্মণ থাকিতে যবন-কুলোদ্ভূত এক মুকুন্দকে পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করিলেন কেন? আর স্বয়ং নিজগৃহে মহা-প্রভুর সাক্ষাতে মুকুন্দ ও হরিদাসের সহিত একত্র বসিয়া যথেচ্ছভাবে মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্টভোজন করিলেনই বা কেন? অতএব যদি পঞ্চন্যায়াবয়ব লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে বিষয়, সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষগুলির মীমাংসা সঙ্গতি দ্বারা সাধন করিতে হইবে। তিনপ্রভুর আচরণে নিশ্চয়ই সঙ্গতি আছে, অর্থাৎ মহাপ্রভুর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আচরণের বিরুদ্ধ আচরণের প্রসক্তি নাই। অতএব মহাপ্রভুর আচরণ নিশ্চয়ই অপর প্রভুদ্বয়ের আচরণের বিরোধী নহে। মহাপ্রভু কেবলমাত্র বিমুখ-বঞ্চনার জন্য যে অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে বিমুখগণ মোহিত হইতে পারেন, কিন্তু সেবোন্মুখগণ তাহাতে মোহিত না হইয়া বিচার করেন যে, মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ বা মহা-মহাপ্রসাদ কিম্বা বৈষ্ণবে অপরাধময়ী জাতিবুদ্ধির আদর্শ স্থাপন করিয়া কখনও নিজোপদিষ্ট শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা নিজেই লঙ্ঘন করিবার শিক্ষা প্রচার করেন নাই। তিনি বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য ও মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্যই স্থাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহা-প্রসাদে ভাত-ডালবুদ্ধি—অসুরগণের নরকগমনের সেতু-স্বরূপ, ইহাই কোটিকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কোন কোন দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া বলিতে পারেন,—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় মহা-বৈষ্ণবকেই পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন, মুকুন্দ ও ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় মহাবৈষ্ণবের সঙ্গেই একত্র ভোজন করিয়াছিলেন—এইরূপ মহাবৈষ্ণব এখন কোথায়? সুতরাং এখন মহাপ্রসাদে ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া নরকের পথে ধাবমান হওয়াই কর্ত্তব্য! এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ দুর্ব্বুদ্ধিমূলক ও বিচারকের দুর্ভাগ্যজ্ঞাপক, কারণ শূদ্রাদি মানবজাতির স্পর্শ দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণ্য কুক্কুরের মুখভ্রষ্ট কৃষ্ণপ্রসাদান্নও 'মহাপাবন' বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—(স্কন্দপুরাণ উঃ খঃ ৩৮।১৯)

"কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥"

—মহাপ্রসাদ সেবনে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কুক্কুরের মুখ হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনীয়।

যে ভিক্ষা গ্রহণে উদরপূর্ত্তির জন্য অন্নের নিকট আর খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করিতে হয় না, তাহার নাম 'সুনভিক্ষা'। আর মৌমাছি যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া চক্রে লইয়া যায়, সেইরূপ নানা স্থান হইতে স্বল্প স্বল্প খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা উদর পূরণ করেন, তাঁহাদের বৃত্তি 'মাধুকরী'। সুনভিক্ষা একজন ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতেই গৃহীত হয় বলিয়া সেই ব্যক্তিবিশেষের দোষ ভিক্ষা-গ্রহীতায় স্পর্শ করিতে পারে,—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন"। (চৈঃ চঃ আ ১২।৫০) এই জন্য আত্মমঙ্গলেচ্ছু ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ কোন ব্যক্তিবিশেষের সদাচারিতা বা বৈষ্ণবতা-বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইলে সেই ব্যক্তিবিশেষের গৃহে ভিক্ষা করেন না। বহু লোকের গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে তাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের দোষ সঞ্চারিত হইতে পারে না জানিয়া তাঁহারা মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করেন। বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিপ্র, অথবা অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা বিপ্রগণই সমধিক সদাচার-সম্পন্ন; তাঁহারা নিত্য বিষ্ণুসেবাতৎপর। বিপ্রের বিষ্ণু-সেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। তাঁহাদের গৃহে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীমূর্ত্তি বর্ত্তমান; কিন্তু বৈষ্ণবী দীক্ষায় অদীক্ষিত বিপ্র বা বিপ্র ব্যতীত বর্ণান্তরে ইতর কৃত্যাদির অবকাশ থাকায় তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ-সদাচারাভাব। বিপ্র-গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য সহজেই লভ্য, কারণ তদানীন্তন বিপ্রগণ অধিকাংশই সদাচার-সম্পন্ন ও ঐকান্তিক বিষ্ণুপাসক ছিলেন। ব্রহ্মবাসী বিপ্রগণ সকলেই কৃষ্ণোপাসক; ব্রজ-বাসী দূরে থাকুক, পশ্চিমের বিপ্রমাত্রেই কৃষ্ণোপাসক, রামোপাসক, নারায়ণোপাসক বা নৃসিংহোপাসক অর্থাৎ কোনও না কোন বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসক। পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশীয় বিপ্রগণ কেহই অণ্ডেষ্যাদি গ্রহণ করেন না, বিপ্রেতর জাতির মধ্যে অধিকাংশ স্থলে অণ্ডেষ্যাদি গৃহীত না হইলেও কোন কোন স্থলে পলাণ্ডু প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য গৃহীত হয়। কিন্তু বিপ্রগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুসেবা করেন বলিয়া সেই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনই গ্রহণ করেন না। তাঁহারা শঙ্খ-চক্র-ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ করেন। বিশেষতঃ শ্রীরূপসনাতন

যে সময়ে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, সে সময়ে যবন-সংসর্গে পশ্চিম প্রদেশের লোক সদাচার হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচরিতামৃতের লেখনী হইতে স্পষ্ট জানা যায়—

"পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার॥"

(চৈঃ চঃ অ ১০।৮৯)

শ্রীরূপ-সনাতন অন্য গৃহ অপেক্ষা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে বা বৈষ্ণব-দীক্ষায়-দীক্ষিত বিপ্রের গৃহে ভক্তি-সদাচারের সহিত পূজিত শ্রীহরির নৈবেদ্যের সম্ভাবনা জানিয়া এবং অন্যত্র তাহার অভাব জানিয়া বিপ্রগৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এইরূপ বিচারে বঙ্গদেশের কয়টী বিপ্র-গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করা যাইবে, তাহা বিশেষ সমস্যার কথা। অন্যান্য সদাচারের কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশের বিপ্র-গৃহসমূহ অনুসন্ধান করিলে এমন কয়টী বিপ্রগৃহ পাওয়া যাইবে, যেখানে কোনও না কোন প্রকারে অমেধ্যাদি গৃহীত না হয়? যাঁহারা পশ্চিম দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পশ্চিম দেশের শূদ্র জাতিও বঙ্গদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণের হস্তস্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিতে চান না; কারণ তাঁহাদের ধারণা যে, বঙ্গদেশীয় মাত্রেই অমেধ্যাদি ভোজন করেন। পশ্চিমদেশ-ভ্রমণকালে আমরা কোন কোন ধর্ম্মশালায় এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছি,—"আপনারা কি বঙ্গদেশীয় গোস্বামী?" তাঁহাদের এরূপ প্রশ্নের কারণ কি জিজ্ঞাসার ফলে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশীয় গোস্বামিগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন! আমরা উহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যক্ষিত বিষয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। সকল স্থানেই আমরা বলিয়াছি যে, যে-সকল ব্যক্তি বা যে সকল বিপ্র কোন প্রকার অমেধ্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদের হস্ত স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত আমরা কখনও গ্রহণ করি না; কিন্তু বঙ্গদেশীয় সর্ব্বোচ্চজাতি-প্রভৃতির খাদ্যাদি বিষয়ে অনাচার প্রত্যক্ষ করিয়া কিংবা পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া পশ্চিম দেশবাসীর অনেকের এরূপ বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা তদ্বিরুদ্ধে কোন কথায় কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন নাই। অতএব পারমার্থিক-সদাচার-বিষয়ে ছন্দোঽর্থলাবশতঃ আমাদের অমৈবসমাজের অধীন হইতে হইবে, ইহা কখনও আচার্য্যগণের অনুমোদিত পন্থা নহে। শ্রীল গোপাল ভট্ট ও শ্রীসনাতন প্রভুর বিচার গ্রহণ করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়—

"অতঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
বেদাগমমার্গেন শুদ্ধির্নৈষাং শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ৩ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুযামলবাক্য)

—কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা—শূদ্রসদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নিশ্চলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত তন্ত্রসাগরবচন)

—যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষা-বিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

পারমার্থিক-বিপ্রের প্রদত্ত অন্নই পারমার্থিকের গ্রহণীয়—ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র ও মহাজনের আচরণ সমর্থন করিয়া থাকে।

২। তারক-ব্রহ্মনাম ও অন্যান্য কৃষ্ণনামে কোন ভেদ নাই। নামী-কৃষ্ণ যেরূপ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত অদ্বয় বস্তু, তদ্রূপ শ্রীনামও স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত অদ্বয় বস্তু। তবে অচিন্ত্য শক্তিবলে সেই অদ্বয় বস্তুতে ভেদ-ব্যপদেশ আছে। সেই ভেদ-প্রতীতি ভেদ-প্রতিনিধি-"বিশেষের" দ্বারা সাধিত হয়। স্বয়ংই প্রভু কৃষ্ণ, বলিয়া শ্রীনাম—ইতরকর্ম্মনিরপেক্ষ। মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা (হঃ ভঃ বিঃ ১৭বিঃ দ্রষ্টব্য)। শ্রীনাম-মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরশ্চরণ-বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণ-ফলেই যখন পুরশ্চর্য্যার প্রাপ্য সর্ব্বফল-লাভ ঘটে, তখন শ্রীনামের পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই। কিন্তু শুদ্ধনাম অনর্থযুক্ত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না; এই জন্যই নারদাদি-ঋষিগণ এবং শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ (ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায়) দেহাদি-সম্বন্ধে কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের দেহাভিনিবেশ সঙ্কোচ-করণার্থ নারদপঞ্চরাত্রাদি-প্রোক্ত পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"
(চৈঃ চঃ আ ৭।৭৩)

কৃষ্ণনাম অসীম শক্তিসম্পন্ন, ভগবান্ স্বীয় সর্ব্বশক্তি কৃষ্ণনামে নিহিত রাখিয়াছেন; আবার মন্ত্রও নামাত্মক বটে। কিন্তু 'মন্ত্র'ও 'মহামন্ত্র' শ্রীনামে যে লীলা-বৈচিত্র্য আছে, তাহা আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রোক্ত উপরি-উক্ত বাক্য হইতেই জানিতে পারি অর্থাৎ শ্রীমন্ত্রে যে সম্প্রদানবাচক এবং প্রাকৃত-মমতাত্ম-নিষেধক 'চতুর্থী-বিভক্তি' ও 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই মন্ত্র জপ-প্রভাবে জীব সংসারমুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণচরণে শরণাগতি-প্রভাবে অনর্থমুক্ত হন; তখন মুক্তকুলের উপাস্যমান স্বয়ংপ্রকাশ শুদ্ধনাম সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে সেই সমর্পিতাত্মা অনর্থমুক্ত পুরুষের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন। তিনি তখন নাম-প্রভুর কৃপায় নামী-কৃষ্ণের চরণ-কল্পবৃক্ষ হইতে প্রেমফল প্রাপ্ত হন। নাম স্বয়ংই পরিপূর্ণশক্তিসম্পন্ন, সুতরাং নামের শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুরশ্চরণের অপেক্ষা করে না; তবে অনর্থযুক্ত জীব যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই মন্ত্রের উচ্চারণাদির মধ্যে যে সমস্ত ব্যবধান থাকে, সেই সকল ব্যবধান দূর করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। পুরশ্চরণাদি অনুষ্ঠান 'ফলদায়ক' বা 'বীর্য্যদায়ক' প্রকৃতি বাক্য সাধকনিষ্ঠ অর্থাৎ উহা সাধক ও মন্ত্র-স্বরূপের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা দূর করিয়া সাধককে মন্ত্রের দ্বারা নামের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে শিক্ষা প্রদান করেন; এই জন্যই পুরশ্চরণ-সম্পন্ন মন্ত্র 'ফলদায়ক' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।* শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু কৃষ্ণনামের পুরশ্চরণ করান নাই, পরন্তু **কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ** করাইয়াছেন অর্থাৎ স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইলেও জীবশিক্ষার্থ নীচসঙ্গী, নীচজাতি, বিষয়মগ্ন অনর্থযুক্ত জীবের অভিনয় করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণাদি দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণই মন্ত্রসিদ্ধি—ইহা জানাইয়াছেন। 'কৃষ্ণ নামে' স্থানে 'কৃষ্ণমন্ত্রে'—এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়। 'কৃষ্ণমন্ত্রের'—এইরূপ ষষ্ঠ্যন্তপদ প্রয়োগে না থাকিয়া 'কৃষ্ণমন্ত্রে'—এই সপ্তম্যন্তপদ সংযোগ থাকায় কৃষ্ণ-মন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির কথা না বুঝাইয়া বাক্যটীর সাধকনিষ্ঠতাই স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিতেছে।

৩। শ্রীরাধিকা নিখিল শক্তির অংশিনী। তিনি সর্ব্বারাধ্যা—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সেই সর্ব্বাংশিনীস্বরূপা, আপ্রয়-শিরোমণি মহালক্ষ্মীর পাদপদ্মসেবা তাঁহার কায়ব্যূহ-স্বরূপা সর্ব্ব-সখীগণের মনোবৃত্তি সংশ্লেষ নাই। শ্রীতুলসী-দেবী সর্ব্বকান্তাশিরোমণি অংশিনী শ্রীরাধিকার আত্মস্বরূপা; শ্রীবৃন্দাদেবী নিরন্তর শ্রীরাধার পাদপদ্মসেবাই যাচ্ঞা করেন, তাঁহার অন্য কোন দ্বিতীয় অভিলাষ নাই। কিন্তু শ্রীতুলসীদেবী আমাদের গুরুস্বরূপা—আমাদের পরমারাধ্যা। যেমন আমাদের পরমগুরুদেবের চরণসেবা আমাদের গুরুদেব যাচ্ঞা করিয়া থাকেন, আমাদের পরম-গুরুদেবের চরণ-সেবাই তাঁহার মনোঽভীষ্ট, আমাদের গুরুদেব আমাদের পরম গুরুদেবকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে পারেন, তাঁহার চরণরেণু শিরে ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু আমি গুরুদেবের শিষ্যসূত্রে 'গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিব' বলিয়া আমার 'গুরুদেবকে ঘাড়ে ধরিয়া যদি তাঁহার গুরুদেবের চরণে নত করাইতে যাই কিম্বা আমার পরমগুরুদেবের চরণ হইতে কিছু ধূলি সংগ্রহ করিয়া আমার গুরুদেবের মস্তকে তাহা মুক্ষণ করিতে যাই, তাহা হইলে ঐরূপ আচরণ-দ্বারা আমার গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তিরূপা সেবা

---

* পুরশ্চরণের প্রকার বহুবিধ। মন্ত্রসাধি সুষ্ঠুভাবে হইবার জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। গুরু-সেবাই পুরশ্চরণ; কেবলমাত্র গুরু-প্রসাদের দ্বারাই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়, যথা—

'অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য ছায়ানুসারী সাধকিষ্যুক্তেন চেতসা।
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মাদ্ভক্ত্যা গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধেন্নসংশয়ঃ॥
যথা সিন্ধরসস্পর্শাল্লোহং ভবতি কাঞ্চনম্।
তথা গুরুপ্রসাদেন দেহী বিষ্ণুময়ো ভবেৎ।"
(হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৩০)

অর্থাৎ পুরশ্চরণের প্রকারান্তর বলিতেছেন,—গুরুদেবকে কৃষ্ণাভিন্নদেবতা জ্ঞানে চিন্তনপূর্ব্বক তাঁহার সন্তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং অকপটচিত্তে শ্রীগুরুদেবের ছায়ানুগামী হইয়া অবস্থান করিবে। পুরশ্চরণাদি যাবতীয় কৃত্যই গুরুমূলক; সুতরাং নিত্য শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে। পুরশ্চরণাদি-হীন হইলেও গুরুসেবাতৎপর মন্ত্রী সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। যেরূপ সিদ্ধরসস্পর্শে লৌহ স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ শিষ্যও গুরুসমীপে অবস্থান করিলে বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

করা দূরে থাকুক, গুরুর চরণে ভীষণ অপরাধ করা হইল; গুরুকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া 'শিষ্য'-স্বামীর অসিদ্ধ, মর্ত্য-জীববিশেষ জ্ঞান করা হইল অর্থাৎ আমার গুরুদেব তাঁহার গুরুর (আমার পরমগুরুর) সেবায় সতত নিযুক্ত নহেন, সতত তাঁহার চরণে প্রণত নহেন, আমি তাঁহাকে আমার শিষ্যের ন্যায় তাঁহার গুরুর চরণে ভক্তি শিক্ষা দিতে পারি, কাণে ধরিয়া তাঁহাকে তাঁহার গুরুর চরণে প্রণত করাইতে পারি, তাঁহাকে আমি সেবা শিখাইতে পারি—এইরূপ দুর্বুদ্ধি ও এইরূপ দুরাচার প্রাকৃত সহজিয়াপদে বিদ্যমান থাকিলেও শুদ্ধভক্তগণে কখনও আবৃত হইতে পারে না, আর আমার শ্রীগুরুদেবেরও ইহাতে মনোঽভীষ্টপূর্ত্তি হয় না, কারণ শ্রীগুরুদেব মর্য্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করেন না; যেহেতু তিনি লোক-শিক্ষক আচার্য্য। এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে, আমার গুরুদেব তাঁহার শ্রীগুরুদেবকে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম, সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারেন, কিন্তু আমি আমার গুরুকে তাঁহার গুরু-সেবার জন্য উপদেশ বা শিক্ষা দিতে পারি না। আমার গুরুদেবকে তাঁহার গুরুদেবের চরণে স্থাপন করিতে পারি না, কারণ ঐরূপ দুর্বুদ্ধির মধ্যে গুরুতে মর্ত্য-বুদ্ধিরূপ অপরাধ নিহিত থাকে। আমার গুরু তাঁহার গুরুর চরণে নিত্যকাল অবস্থিত নহেন—তাঁহার চরণ হইতে বদ্ধজীবের ন্যায় বিচ্যুত—এইরূপ দুর্বুদ্ধি আমাকে গ্রাস করিয়া আমাকে অনন্ত নরকের পথে পথিক করে। শুদ্ধ প্রেমিক বৈষ্ণবের স্বভাব এই যে, তিনি নিরন্তর হরিনামে নিযুক্ত থাকিয়াও নিজকে প্রেমশূন্য বলিয়া জানেন, কারণ,—

"প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্য-ভক্তি দান।
আপনারে করে সংসারী জীব অভিমান।
তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া॥"

কিন্তু বৈষ্ণব বা গুরুর ঐরূপ দৈন্যবোধক বাক্য শ্রবণ করিয়া—রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় গুরুকে উপদেশ বা গুরুকে 'মায়াবদ্ধ সংসারী জীব' মনে করিয়া—তাঁহার উদ্ধার চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট সেবার ছলে তাঁহার চরণে অ .ধ করিয়া না বসি এবং তৎফলে চিরতরে কৃষ্ণভজন হইতে বিচ্যুত না হই।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ অপরাধ-নিবন্ধন এই সকল শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের কথা ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না; আমরা একটী বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিয়া এবিষয়টী আরও বিশদ-ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের পরমগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু গোস্বামী মহারাজ তাঁহার প্রকটাবস্থায় অনেক সময়েই অশুচি তুলসী, গঙ্গা-মৃত্তিকা, শঙ্খচক্রাঙ্কিত প্রভৃতি খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতেন, মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত কন্থাদি সংগ্রহ করিয়া পরিধান করিতেন, এক সময়ে সাধারণের মল-মূত্র পরিত্যাগের স্থানে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'আমি যখন দেহরক্ষা করিব, তখন যেন আমার গলায় একটী দড়ি বাঁধিয়া কুকুরের ন্যায় কোন ডোমের দ্বারা সমস্ত নবদ্বীপের রাস্তায় আমার দেহকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়; তাহা হইলে আমার শরীরে সমস্ত নবদ্বীপের রজঃস্পর্শ হইবে। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু গোস্বামী মহারাজের নির্য্যাণের দিন অনেক ব্যক্তি সেখানে স্ব-স্ব উদ্দেশ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের এই সকল উক্তি শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, বাবাজী মহারাজকে সমাধি দিবার পূর্ব্বে বাবাজী মহারাজের প্রকটকালের মনোঽভীষ্টটী পূরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য অর্থাৎ বাবাজী মহারাজের গলায় দড়ি বাঁধিয়া (?) তাঁহাকে সমস্ত নবদ্বীপের রাস্তার ধূলির মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া উচিত! সেই সময়ে আমাদের প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—

"আমার গুরুদেবের চিদানন্দময় কলেবর কোন অবৈষ্ণব স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি নিত্যসিদ্ধ গৌরজন, তিনি নিত্যকাল গৌরপার্ষদরূপে গৌরলীলাস্থলী নবদ্বীপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যভরে অত্যন্ত প্রেমের স্বভাব-নিবন্ধন যে সকল কথা বলিয়াছেন, যাহারা বঞ্চিত, তাহারা সে সকল কথা বুঝিতে পারে নাই। নিত্যসিদ্ধ গৌরজন আমার শ্রীগুরুদেবের চিদানন্দময় কলেবর কুকুর, শৃগাল বা মর্ত্য শবদেহের ন্যায় গলায় দড়ি দিয়া

পদধূলির মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইবার বস্তু নহে—তাহা ডোম, চণ্ডাল দূরে থাকুক, অত্যন্ত সদাচারী স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণও স্পর্শ করিতে পারেন না; একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবেরই সেই চিদানন্দময় দেহের সেবাধিকার আছে, তাহার সাক্ষ্য স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের চিদানন্দময় দেহ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন ও নিজহস্তে সমাধি দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ ঠাকুর হরিদাসের পাদোদক পান করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া আমাদের প্রভুপাদ কোন অপবিত্র ব্যক্তিকে সেই দেহ স্পর্শ করিতে না দিয়া স্বীয় প্রভুর সমাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সমাধি প্রদত্ত হইলে কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া বলিলেন যে, যখন বাবাজী-মহারাজ তাঁহার প্রকট-লীলায় অনিকেত থাকিতেন, কখনও বা অপক্ক তণ্ডুল, কখনও বা কাঁচা প্রভৃতি ভোজন করিতেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার প্রকট-কালীয় অবধূতাবস্থার ন্যায় অনিকেত রাখা হউক এবং অপক্ক তণ্ডুলাদিই ভোগ দেওয়া হউক, তাহা হইলে তাঁহার মনোঽভীষ্ট-সেবা হইবে। আমাদের প্রভুপাদ এই কথারও তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'এইরূপ কার্য্যের দ্বারা আমার প্রভুর মনোঽভীষ্ট-সেবা দূরে থাকুক, ইহার দ্বারা তাঁহার চরণে ভীষণ অপরাধ-ফলে পাদগুতার পথই প্রশস্ত হইবে। আমার প্রভু বৈভবশতঃ যে অভিনয় করিয়াছেন, আমরা শিষ্যসূত্রে কখনও আমাদের প্রভুকে সেইরূপ মর্ত্ত্য বা সাধক জীবের ন্যায় বিবেচনা করিব না, পরন্তু তাঁহার জন্য অতি উৎকৃষ্ট স্থান রচিত হইবে ও অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য তাঁহাকে ভোগ দিতে হইবে।'

যদি কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীতুলসীদেবী ও কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীর পাদপদ্মে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমাদের আরাধ্যা, পূজনীয়া শ্রীতুলসীদেবীকে —আমাদের এক গুরুকে অন্য গুরুর চরণে—এক শক্তিকে অন্য শক্তির চরণে আমি স্বয়ং প্রণোদিত হইয়া প্রদান করিতে পারি না, তাহাতে শ্রীরাধারাণীরও সুখ হইবে না, আর মর্য্যাদা-লঙ্ঘনজনিত অপরাধ দেখিয়া শ্রীতুলসীদেবীরও তাহাতে মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তি হইবে না। গুরু বা বৈষ্ণব কখনও সিদ্ধান্তবিরোধ সহ্য করিতে পারেন না, সিদ্ধান্তবিরোধ করিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তি হয় না। আমরা পরাশক্তি শ্রীরাধারাণী বা কৃষ্ণশক্তিবর্গ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবাদির শ্রীহস্তে শ্রীতুলসী স্থাপন করিতে পারি। আর শক্তিমন্তের চরণকমলে তুলসী প্রদান করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনারায়ণ, পঞ্চতত্ত্বমধ্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর চরণে তুলসী দেওয়া যায়, কিন্তু গদাধরাদি শক্তিবর্গের বা শ্রীগুরুর চরণে তুলসী প্রদান করা যায় না। শ্রীতুলসী-প্রণাম ও প্রাচীন পদ্যাদিতেও এইরূপই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। ইহার বিপরীত আচরণ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ—অভক্তিমার্গ।

৪। দ্বাদশ-তিলকের দেবতা—কৃষ্ণেরই তত্তদেকাত্মরূপ-বৈভববিলাস; ইঁহারা দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রকাশ-বিগ্রহ। সুতরাং কৃষ্ণ হইতে ইঁহারা ভিন্ন নহেন। সাধক জীব নিরন্তর বিষ্ণু-স্মরণ ও দেহকে সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সেবোপযোগী করিবার জন্য অর্চ্চনাদিকালে তিলকাদিদ্বারা হরিমন্দিরসদৃশ রচনা করিয়া তত্তৎস্থানে বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তির অধিষ্ঠান চিন্তা করেন, ইহাতে তাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতি-সংরক্ষণের সহায়তা হয়। নবকিশোর দ্বিভুজ-মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দনই জীবের একমাত্র আরাধ্য ও ধ্যেয়; কিন্তু অনর্থযুক্ত জীবের কৃষ্ণ-রূপ ধ্যানের যোগ্যতা নাই। কারণ লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই; অনর্থযুক্ত—অনর্থমুক্তের মধ্যে আবার রাগাত্মিক-ব্রজবাসিগণের অনুগত জাতরতি পুরুষগণেরই কিশোর-বংশীবদন-শ্যামরূপ-ধ্যান-যোগ্যতা। অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব; অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে কিশোররূপ ধ্যানের চেষ্টা পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ। অনর্থযুক্তাবস্থায় নামাশ্রয়করণদ্বারা অর্চ্চনাদি, অর্চ্চনাদিকালে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি অনুষ্ঠান, সর্ব্বত্র বিষ্ণুচিন্তা এবং ক্রমশঃ হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবাদ্বারা অনর্থ- মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিবিধ নামাপরাধ বর্জ্জিত নামাভাস এবং শুদ্ধ নামের আবির্ভাব, তখন শ্রীনামের কৃপায় শ্রীনামের মধ্যে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-সন্দর্শনই সিদ্ধির ক্রমপন্থা। শুদ্ধ নামই নামীর কিশোরশেখর-দ্বিভুজ-মুরলীবদন শ্যাম-সুন্দর-রূপ প্রদর্শন করান; ক্রমে তাঁহার গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। তখনই প্রকৃত কিশোররূপ ধ্যান হয়, তখন আর পৃথক্ ভাবে বিষ্ণুরূপ বা দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ তিলকের দেবতা চিন্তার অবসর থাকে না, যেমন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়—

"স্নানং দানমথো জিয়া ন চ ক্রিয়া সন্ধ্যাচ বন্দ্যাস্তব-
স্তেয়ঃ বেদমবাপ শাস্ত্রপটলী সংপুটিতান্তঃ ফুটা।
ধর্ম্মো মর্ম্মগতো হৃষর্ম্মনিচয়ঃ প্রায়ঃ কৃতং প্রাণ্ডবান্
চিত্তং চুম্বতি যাবদেষ্ট্রচরণাম্ভোজে মহাসিনম্।"

কিন্তু যাঁহারা সেই প্রকার ভাগ্যবান্ বা সদ্ভক্তকৃপাবাহুল্যপর হইতে পারেন নাই, যাঁহাদের নিরন্তর ঐকান্তিক কৃষ্ণস্মৃতির ব্যবধান রহিয়াছে, তাঁহারা অর্চ্চনাদি-কালে কেশবাদি দ্বাদশ নামোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধানে অঙ্গের দ্বাদশ স্থানে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-রচনা করিবেন, তাঁহারা সায়ং ও প্রাতঃকালে ভগবদর্চ্চনার সময় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত ও নিজ কল্যাণার্থ স্বীয় অঙ্গে হরিমন্দির রচনা করিবেন (ঃ ভঃ বিঃ ৪।৬৬ ও ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্ব্বজীবের আরাধ্য হইলেও তাঁহার বৈভব-প্রকাশ বিষ্ণু-মূর্ত্তি-সমূহই অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এই জন্যই শাস্ত্র বলিলেন, —"তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" অর্থাৎ পুরুষাদি বিষ্ণুবিগ্রহসমূহকে জানিলেই জীব অনর্থ হইতে মুক্ত হইতে পারে, নিরন্তানর্থ পুরুষই কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণধ্যানের অধিকারী। (খ) একই সাধকের পক্ষে এক অদ্বয়তত্ত্ব বিষ্ণুরই প্রকাশবিগ্রহসমূহ-চিন্তনে চিত্ত-বিক্ষেপের সম্ভাবনা নাই। অদ্বয় বস্তুর স্মৃতিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ আসিতে পারে না। (গ) বিষ্ণুমূর্ত্তি-সমূহ বৈকুণ্ঠে স্বীয়ধামে বিরাজিত থাকিলেও জীবকুলে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য অচিন্ত্যশক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ডে স্ব-স্ব-ধামসহ অধিষ্ঠিত আছেন, আবার সাধককে কৃপা করিবার জন্য সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিত। বিশ্বের নিমিত্ত-উপাদানকারণ সমস্তই যখন বিষ্ণু, তখন প্রতি জীবের দেহের সর্ব্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জীবের এই জ্ঞানটী উদ্বুদ্ধ থাকিলে জীব এই দেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারাই তত্তদধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বিষ্ণুর সেবা ব্যতীত ইতর বস্তুর সেবা করিতে পারে না। সর্ব্বদেহে ও সর্ব্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান বুঝিয়া গেলেই আমাদের ইতরকার্য্যে অভিনিবেশ আসিয়া থাকে। এই দ্বিতীয় অভিনিবেশ দূর করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্বোধন করিবার জন্যই জীবের বিভিন্ন অঙ্গে তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা-স্বরূপে বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তির চিন্তার প্রণালী পরমকারুণিক ঋষিগণের দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কাশপুরে—শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাস অধিকারী-মহোদয়ের সেবা-সৌজন্যে ও আগ্রহাতিশয্যে সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর কাশপুরে শুভবিজয় করিয়া তথায় কয়েকদিবস হরিকথা কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীল ঠাকুরের আদেশে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীযুক্ত বন্ধুবান্ধব অধিকারী বি, এ, মহাশয় স্থানীয় বাঙ্গালী ও হাবড়ীয় অধিবাসিগণের নিকট সাধারণ-স্থান-সমূহে ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় প্রায় এক সপ্তাহকালের অধিককাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্থানীয় যাবতীয় সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ নিবিষ্টচিত্তে ও আগ্রহের সহিত গৌড়দেশের অধিবাসিগণের মুখে গৌড়েশ্বরেশ্বর গৌরসুন্দরের প্রচারিত সত্যের কথা শুনিয়া পরমাশ্চর্য্যান্বিত ও পুলকিত হইয়াছেন।

জয়পুরে—জয়পুরে এবারও শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আশু গতো বিপুলভাবে মহাপ্রভুর দয়ার কথা প্রচারিত হইয়াছে, এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পৃথক প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে—আজ প্রায় একমাস কাল যাবৎ শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। ধামবাসী বহু বৈষ্ণব, আচার্য্য সন্তান এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে যোগদান করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করিতেছেন এতদ্ব্যতীত পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা, শ্রীধাম-পরিক্রমা, দেবালয়-পরিক্রমাদি নগর-সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদও বিতরিত হইতেছে। স্থানে স্থানে বক্তৃতাদিও হইতেছে। কয়েক দিবস পূর্ব্বে পাঞ্জাবী ধর্ম্মশালায় একটী মহতী সভায় গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক-মহাশয় গৌর কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাকালে ধামবাসিগণ আনন্দে-অধীর হইয়া মুহুর্মুহুঃ আনন্দ-ধ্বনি ও বহু ধামবাসী পুনঃ পুনঃ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ প্রভৃতি বক্তৃসদ্বোধনগণও প্রেমভক্তিবিবেক বক্তৃতা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে সংকীর্ত্তনমুখে অতি স্নিগ্ধভাবে গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহা-মহোৎসব হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষে মহাপ্রসাদাদিও বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৩৪, ১২ই নবেম্বর, ১৯২৭ | ১০ম সংখ্যা

আচার্য্যানুগমনে

—কাশীতে—কাণপুরে—

১০ই আশ্বিন, ২৭শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব-সম্পাদন ও শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের জন্য দেরাদুন-এক্সপ্রেসে কাশী যাত্রা করেন। কাশীধামে স্থানীয় বহু লোকের নিকট শ্রীগৌর-সনাতন-সংবাদ-কীর্ত্তন এবং নিজ অনুগত ভক্তবৃন্দদ্বারা কাশীর সর্ব্বত্র বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা বিপুলভাবে প্রচার করাইয়া ২৪শে আশ্বিন, ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে হাওড়া-দিল্লী এক্সপ্রেসে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাস অধিকারী মহাশয়ের অসামান্য আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার কাণপুর-নগরস্থ ভবনে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সহিত শুভবিজয় করেন।

কাণপুর-নগর বিস্তৃত-বক্ষা ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলের উপর বিরাজিত। প্রয়াগসঙ্গম হইতে প্রায় ৬২ ক্রোশ ঊর্দ্ধে এই নগর অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহাই চতুর্থ নগর। কাণপুরের বিখ্যাত মেমোরিয়েল উদ্যানের সম্মুখে মলরোডে অতি সুন্দর স্থানে শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ প্রভুর ত্রিতল-গৃহটী বিরাজিত। গৃহের বারেন্দা হইতেই মেমোরিয়েল উদ্যান, টাউনহল, মহারাণী-ভিক্টোরিয়ার অশ্বারূঢ় প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি দৃশ্যসমূহ দৃষ্ট হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের সহিত কাণপুরের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। যে স্থানে বিদ্রোহীরা উন্মত্তভাবে স্ত্রীলোক ও শিশুহত্যা করিয়াছিল এবং শবদেহগুলি একটী কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, সেই স্থানটী 'মেমোরিয়েল উদ্যান' নামে কথিত হয়। এক্ষণে সেই কূপের উপর একটী মন্দির স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্তম্ভের উপরে একটী প্রমাণাকার শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত স্বর্গবিদ্যাধরীর মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্তম্ভ-গাত্রে চতুর্দ্দিকে ইংরেজীতে কতকগুলি বাক্য খোদিত আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে "বিঠুরের বিদ্রোহী নানা ধুন্ধুপন্থের দল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে এই স্থানের নিকটে অনেক স্ত্রীলোক ও শিশুকে অন্যায়রূপে বধ করিয়া এই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল।" ঐ বিদ্রোহে যাহারা নিহত হয়, এই বাগানের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে তাঁহাদিগকে সমাধিত করা হইয়াছিল। সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে পাশ প্রাপ্ত না হইলে ভারতবাসী কেহই এই উদ্যানের মধ্যে প্রবেশাধিকার পান না। শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ প্রভুর যত্নে আমরা সেই মেমোরিয়েল উদ্যানে প্রবেশাধিকার পাইলাম। জীব স্বরূপ-বিস্মৃত হইলে কিরূপ রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা চালিত হইয়া হিংসাকারী ও হিংসিতরূপে পরিণত হয়, বিষ্ণু-স্মৃতির অভাবে জীবের কিরূপ বিভীষিকাভিনিবেশ প্রবল ও দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তাহা

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গপ্রভাবে সেইসকল ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন করিতে করিতে আমাদিগের চিত্তপটে উদিত হইতে থাকিল। কাঁচরাপাড়িক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু কলিকাতা হইতেই আলোকচিত্র উঠাইবার একটী ক্যামেরা লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি সেই উদ্যানের চিত্তর সকলের একটী গ্রুপ উঠাইয়া লইলেন। আমরা উদ্যান দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম। সেই সময় কৃতপূর্ব নবদ্বীপবাসী বাঙ্গালী অনেক ভদ্রলোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি মাইকেলে তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য অন্যত্র যাইতেছিলেন, প্রভুপাদকে দেখিতে পাইয়াই তিনি সাইকেল হইতে তৎক্ষণাৎ অবতরণ করিলেন এবং দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া আমাদিগের নিকট বলিলেন, "আমি নবদ্বীপের কয়েকস্থানে এই মহাপুরুষের আলেখ্য দর্শন করিয়াছি এবং ইনি একজন বৈষ্ণবাচার্য্য তাহাও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছি, বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এই মহাপুরুষকে কখনও সাক্ষাৎভাবে দর্শন করি নাই। এই জন্যই আমি ইঁহাকে দেখিবামাত্রই আমার কার্য্যস্থানে গমন স্থগিত রাখিয়াও সাইকেল হইতে অবতরণ করিলাম।" আমরা তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ প্রভুর ভবনে আহ্বান করিলাম। সেই ব্যক্তি সন্ধ্যার পরে আমাদিগের বাসায় আগমন করিলেন এবং নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন যে, তাঁহার জন্ম নবদ্বীপে কিন্তু নবদ্বীপের অনেকের আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তত আস্থা নাই এবং যাঁহারা 'হরিনাম' (?) করেন, তাঁহারা বিচারহীন ও নীতিহীন—ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, এই উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের বিভিন্নস্থানে তিনি বহুবৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন এবং বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে বেড়াইয়াছেন, অবশেষে একজন জ্ঞানগম্ভীর সাধুর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে নিত্য গীতাপাঠের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গীতা আলোচনা ও বিচার করিতে করিতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ সমস্তই প্রকৃতির অন্তর্গত অনিত্য বস্তুবিশেষ। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" (গীঃ ৭।৪) শ্লোক বিচার করিয়া তিনি ভগবানের নামকেও অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তু মনে করেন।

প্রভুপাদ তখন শ্রীমালিকার হরিনাম করিতেছিলেন, ভক্তগণের মধ্যেও অনেকেই শ্রীমালিকাহস্তে শ্রীনাম করিতেছিলেন, বোধ হয় সেই ভদ্রলোকটী 'হরিনামাদি অকর্ম্মণ্য, অলস ও ছোটলোকেরই সময় কাটাইবার ও সময় নষ্ট করিবার যন্ত্রবিশেষ—এই অজ্ঞতাজনিত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিগণও কেনই বা হরিনামাদি করিতেছেন'—এই বিচারে তাঁহার হরিনামে বিশ্বাস নাই, শাস্ত্রাদি বিচারে বিশেষ রুচি আছে, ইহাই বিশেষ করিয়া পুনঃ পুনঃ জানাইতে লাগিলেন। প্রভুপাদ অপ্রাকৃত শ্রীভগবন্নাম ও প্রাকৃত সংজ্ঞার পার্থক্য এবং শ্রীনাম-ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও নামভজন-ব্যতীত গত্যন্তরহীনতা বিষয়ে প্রায় দুইঘণ্টাকাল বহু বিচারের দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কুসঙ্গজনের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহার চিত্ত এতদূর অস্থির হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই অস্থিরচিত্তে তিনি বাস্তব সত্যের বিচার ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও তাঁহাকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইবার অনেক যত্ন করিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ নিজের কথায় নিজেই পরাস্ত হইতে লাগিলেন, তথাপি দুষ্কৃতি-ফলে 'বুঝিয়াও বুঝিব না'—এই সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাঁহারই-সঙ্গে যশোহরজেলা-নিবাসী কাশীপুরপ্রবাসী আর একজন ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তিনি শ্রীভগবন্নাম-সম্বন্ধে বিচারের কথাগুলি অনেকটা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিলেন। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

শ্রীল প্রভুপাদ কাশীপুর হইতে চলিয়া আসিলে পূর্ব্বোক্ত নবদ্বীপবাসী ভদ্রলোক পুনরায় শ্রীল অধোক্ষজপ্রভুর ভবনে আসিয়া নিজের ভগবন্নাম-সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা ও পূর্ব্ব দিবসের বৃথা কুতর্কচেষ্টার কথা জানাইয়া বৈষ্ণবগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং শুদ্ধবিচারহীন বৈষ্ণবকুলসমাজের আচার-প্রচার-দর্শনেই তাঁহার ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু প্রভুপাদের শ্রীমুখে অশ্রুতপূর্ব্ব বিচার শ্রবণে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব ধারণার হস্ত হইতে অনেকটা উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, তাহাও জানাইয়াছিলেন।

ভাগীরথীর তীরে সিরসাইয়া ঘাটে শ্রীগৌরানন্দ-সম্প্রদায়িগণের কয়েকটী ঠাকুর-মন্দির আছে। কাণপুরের গঙ্গা খুব বিস্তৃত ও অত্যন্ত গভীর। গঙ্গার ঘাটগুলি প্রস্তরদ্বারা বাঁধান। ঘাটের সম্মুখে কচ্ছপকুল আপন মনে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছে। কাণপুর ব্যবসায়ের একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে বহু মিল ও ফ্যাক্টরী আছে। এখানে বহু শ্বেতাঙ্গ পুরুষ অবস্থান করিতেছেন; একটী সেনা-নিবাসও এই স্থানে বিদ্যমান। এই স্থানের নবনির্দ্মিত সাধারণের পাঠাগারটী অতীব রমণীয়। উহা কাণপুর সহরের মধ্যস্থলে বড়রাস্তার উপরে অবস্থিত। বহুলোকে এই পাঠাগারে সংবাদ-পত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। প্রভুপাদ-সম্পাদিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী ও সংস্কৃত শ্রীসঙ্কীর্ত্তনতোষণী বা Harmonist কাগজ এখানে আসিয়া থাকেন। প্রভুপাদ কাণপুর অবস্থানকালে লালা দিয়ালীরাম, বি. এ, কে. আই. এইচ, ভূতপূর্ব্ব ডি, পি, আই পাতিয়ালা, মহোদয় শ্রীকুরুক্ষেত্র হইতে প্রভুপাদের সমীপে একখানি বিস্তৃত আহ্বান-পত্র প্রেরণ করেন। কাণপুর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বদিবস শ্রীলপ্রভুপাদ লক্ষ্ণৌর নবলকিশোর-প্রেসের কাণপুর-শাখা-কার্য্যালয় হইতে কতিপয় প্রাচীন সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

প্রভুপাদ কাণপুর হইতে ২৭শে আশ্বিন, ১৪ই অক্টোবর শুক্রবার কয়েকজন ভক্তসহ শ্রীজয়পুরে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হয়; তিনি কাণপুর হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে যাইতেছিলেন। সেই দিনই প্রাতঃকালে হাওড়া-দিল্লী এক্সপ্রেস গাড়ীতে আরোহণ করিয়া প্রভুপাদের সহিত ভক্তগণ মধ্যাহ্নবেলায় অগ্রহার নগরীতে পৌঁছেন। ভক্তগণ তথায় যমুনাতে স্নান আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া প্রায় ২ ঘটিকার সময় প্রসাদসম্মান করেন। রাত্রি ১০ ঘটিকায় B. B. C. I. Ry র এক্সপ্রেস গাড়ীতে চড়িয়া ভোর ৪ ঘটিকার সময় সকলে শ্রীজয়পুর ষ্টেশনে সমুপস্থিত হন।

—জয়পুরে—

পূর্ব্বেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দরবন মহারাজ, ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, এবং আরও কয়েক মূর্ত্তি ভক্ত শ্রীজয়পুরে আগমন করিয়া হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন। ২৭শে আশ্বিন বা ১৪ই অক্টোবর তারিখেই শ্রীপ্রভুপাদের শ্রীজয়পুরে আসিয়া পৌঁছিবার কথা ছিল; কিন্তু কোন কারণে প্রভুপাদ সেইদিন জয়পুরে পৌঁছিতে পারেন নাই। প্রভুপাদ শ্রীজয়পুরে শুভবিজয় করিয়া সেই দিন স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট বক্তৃতা করিবেন—ইহা সর্ব্ব-সাধারণের নিকট বিজ্ঞাপিত হওয়ায় ২৭শে আশ্বিন ১৪ই অক্টোবর শুক্রবার দিবস অপরাহ্ণে জয়পুর মহারাজার কলেজে বিপুল জনতা হইয়াছিল। কলেজের প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকবর্গ, ছাত্র, রাজন্যবর্গ, অমাত্যবর্গ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও ভদ্রেশীয় বহু ব্যক্তি উদ্গ্রীব হইয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ সেইদিন পৌঁছিতে না পারায় বাগ্মীবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দরবন মহারাজই প্রায় দুই ঘণ্টা কাল 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন। স্বামিজীর শ্রোতপন্থায় ভগবৎকথা-কীর্ত্তনে অদ্ভুত বাগ্মিতা ও দার্শনিক জটিল বিষয়-সমূহের সহজ-সরল-ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হন। ১৫ই অক্টোবর শনিবার দিন জয়পুর মহারাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয়গত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুরম্য প্রাসাদের সুসজ্জিত বৃহৎ হল-ঘরে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর "অভিধেয়ের মধ্যে শ্রীনাম-ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বৃহৎ হল-ঘরটী লোকে পরিপূরিত হইয়াছিল। জয়পুরপ্রবাসী প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও স্থানীয় উচ্চরাজকর্ম্মচারিগণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, জয়পুর শ্রীগৌড়ীয়-মঠীয় সেবায়েত গোস্বামিগণ এবং বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদের বক্তৃতার পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দরবন মহারাজ ও গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক "অভিধেয় ও অভিধেয়াচার্য্য" সম্বন্ধে প্রভু-পাদের আজ্ঞানুসারে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ ভক্তিপরিপ্লুত সুললিত কণ্ঠে গৌরনিহিত-কীর্ত্তনাবলীর দ্বারা সকলের হৃদয়ে গৌরমহিমা-সুরধুনীর বন্যা আনয়ন করিয়া-ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা-শ্রবণান্তে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীমহোদয়ের সুপ্রবীণ ও সুবিজ্ঞ সভা-পণ্ডিত শ্রীমান্ বিজয়-চন্দ্রজী সংস্কৃত ভাষায় উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন যে,

তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, বহু পণ্ডিত ও শাস্ত্র-সভায় যোগদান করিয়াছেন, নিজে বহু বৎসর যাবৎ অধ্যাপনা করিতেছেন, কিন্তু তিনি আজ যেরূপ অসামান্য পাণ্ডিত্য, ভক্তিসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রযুক্ত-পরিপুষ্ট হরিকথা-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আনন্দ পাইলেন, এরূপ আনন্দ তিনি আর কখনও অনুভব করেন নাই। যদি তাঁহার শত ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ুও হয় এবং তাঁহার জিহ্বাগ্রে স্বয়ং সারদাদেবীও উপস্থিত হন, তথাপি তিনি এই মহাপুরুষের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ সুসিদ্ধান্তামৃত-বর্ষিণী বাণীর মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিবেন না; বিশেষতঃ আজ তিনি—একজন সত্য-সত্যই শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্কাত গোবিন্দজীর অভিন্ন বিগ্রহ বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। তিনি আরও বলিলেন,—যিনি এইরূপ গোবিন্দজীর মহিমা কীর্ত্তন ও গোবিন্দের নাম-মহিমা-কীর্ত্তনই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবৎপার্ষদ ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; তিনি বিষ্ণুতুল্য পূজনীয়। অতএব আমি এই মহাপুরুষকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা ও তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। জয়পুরের অধিবাসীর পক্ষ হইতে সুপ্রবীণ পণ্ডিত শ্রীমান্ বিজয় চন্দ্রজী শ্রীল প্রভুপাদকে দেব-ভাষায় এইরূপ অভিনন্দন প্রদান করিলে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ মুরবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীঅনন্তরাম বিষ্ঠলাচার্য্য বৈত-বেদান্ত-বিদ্যান মহাশয় শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে দেব-ভাষায় উক্ত পণ্ডিতজীকে ও সমুপস্থিত সভ্যবৃন্দকে তাঁহাদের মহানুভবতা ও সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

জয়পুর রাজপুতনার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, প্রধান ও সমৃদ্ধিমান বাণিজ্যের স্থান। একটী বিশীর্ণতোয় হ্রদের গর্ভে বর্ত্তমান জয়পুর নগর অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার তিন দিক উচ্চ শৈলমালাদ্বারা বেষ্টিত, সুরম্য ও অত্যুন্নত দুর্গ-রাজি শৈল-শেখরোপরি বিরাজিত থাকিয়া অত্যুন্নতশেখর-শোভা সমধিক বিস্তার করিতেছে। উত্তর-পশ্চিমাংশে পর্ব্বত-পৃষ্ঠে দুর্জ্ঞেয় নাহরগড় অর্থাৎ ব্যাঘ্র-দুর্গ। উত্তরাংশে পর্ব্বত-পৃষ্ঠে প্রাচীন অম্বরনগরাভিমুখে হেলিয়া পড়িয়াছে, জয়পুর নগরটী চতুর্দ্দিকে ২০ ফুট উচ্চ ও ১ ফুট প্রশস্ত প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীর গাত্রে ৭টী সিংহদ্বার, প্রত্যেক দ্বারের উপর দুইটী করিয়া আরাম-গৃহ ও তোপ-স্থাপনের স্থান। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে উচ্চ তোরণ, বুরুজ ও নগরের মধ্য হইতে গোলা-গুলি ছুড়িবার ছিদ্র রহিয়াছে। রাস্তাগুলি সুবিস্তৃত ও সরল। রাস্তার দুই পার্শ্বে অট্টালিকা ও দেবালয়সমূহ জয়পুর নগরীর বিশেষ শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এখানকার অট্টালিকাগুলি অধিকাংশই পাটলবর্ণ। ভারতে যতগুলি হিন্দু নগরী আছে, তন্মধ্যে জয়পুর সর্ব্বাপেক্ষা সুগঠিত ও সুমনোরম। অম্বর জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী ছিল; অম্বর বর্ত্তমান জয়পুর নগর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে অরবল্লি পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত। মহারাজ মানসিংহ এই নগরটিকে সুরম্য মর্ম্মর অট্টালিকা প্রভৃতিদ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন। অম্বররাজ-মীর্জা-জয়সিংহের (মানসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র) প্রপৌত্র ও বিষ্ণুসিংহের পুত্র সবাই জয়সিংহ বা জয় সিংহ ২য় ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ইঁহার নবনির্ম্মিত নগরীতে অম্বর হইতে রাজধানী তুলিয়া আনেন। কথিত হয় যে, 'সবাই' জয়সিংহের নামানুসারেই তন্নির্ম্মিত রাজধানীর নাম 'জয়পুর' হয়। শুনা যায়, বিদ্যাধর ভট্ট নামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ এই জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সবাই জয়সিংহের বিদ্যোৎসাহিতাও অসামান্য ছিল; ইনি পঞ্জিকা-সংস্কারের জন্য জয়পুর, উজ্জয়িনী, দিল্লী, আগ্রা ও কাশীতে বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণের সহায়তায় বিপুল অর্থব্যয়ে ৬টী মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। জয়পুরে অদ্যাবধি সেই বৃহৎ যন্ত্রসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে সেই যন্ত্রসমূহগুলি, যাহা পূর্ব্বে ইষ্টকাদিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎস্থানে মর্ম্মর সন্নিবেশিত হইতেছে, দেখা গেল।

জয়সিংহ স্বরচিত "জিজ্ মহম্মদশাহী" নামক পারসিক গ্রন্থ মধ্যে হিপার্কাস্, টলেমি, ইউক্লিড, জম্‌সেদ্‌গসি, নসির-তুসি, ডিলাহায়র প্রভৃতি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনায় ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যের কথা শুনা যায়।

কথিত হয় যে, সবাই জয়সিংহের উর্দ্ধতন তৃতীয় রাজা রামসিংহের (মীর্জারাজ ১ম জয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র) সময়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীল মধু পণ্ডিতের শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীমদনমোহন শ্রীবিগ্রহকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে

স্থানান্তরিত করা হয়। শ্রীগোবিন্দ ও গোপীনাথ জয়পুরেই থাকেন। জয়পুরাধিপতি স্বীয় কন্যা ও জামাতাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীমদনমোহন দেবকে তাঁহাদের নিকট করৌলিতে প্রদান করেন; সেই সময় হইতে অদ্যাবধি শ্রীগোবিন্দ ও গোপীনাথ জয়পুরে ও শ্রীমদনমোহন দেব করৌলিতে অবস্থান করিতেছেন।

'সবাই' জয়সিংহ স্বীয় রাজধানীতে নিজ প্রাসাদের সম্মুখেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রেরিত শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর জন্য একটী সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এমনভাবে শ্রীমন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে যে, যেন শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন মাত্র রাজপ্রাসাদ হইতেই বরাবর শ্রীরাধাগোবিন্দের দর্শন হয়।

জয়পুর নগরের প্রায় দুই মাইল পূর্ব্ব দিকে "গল্‌তা" নামক স্থান। গল্‌তার ঐতিহ্য বৈষ্ণব-ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠায় অক্ষর স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই গল্‌তাতেই একদিন সর্ব্বশেষ বেদান্তাচার্য্য প্রতিপক্ষ-গণকে শাস্ত্রীয়-বিচারে নিরস্ত করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের এক মহা-যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

জয়পুরাধিপতি 'সবাই' জয়সিংহের রাজত্বকালে জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীর সেবা লইয়া একটী বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেকালে আচার্য্য-সন্তানগণ নিজ নিজ নামের পার্শ্বে 'গোস্বামী' শব্দ লিখিয়া স্ব-স্ব-অনভিজ্ঞতায় পরিচয় দিতেছিলেন এবং শাস্ত্র-বিমুখ হইয়া বংশ-পারম্পর্য্য নামাইতেছিলেন, তৎকালেই জয়পুরের গল্‌তা গ্রামে রামানন্দি-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গ শ্রীরাধাসমেত শ্রীগোবিন্দের সেবা 'অশাস্ত্রীয়' বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা দেখাইয়া জয়সিংহের নিকট তদ্বিষয়ে আবেদন জানান এবং আরও বলেন যে মৎস্যভোজী-বংশীয় বঙ্গদেশীয় পূজারিগণের দ্বারা কখনও ভগবানের পূজা হইতে পারে না। তদানীন্তন গোবিন্দদেবের সেবাইতগণ শাস্ত্রদর্শী না থাকায় তাঁহারা ইহার কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। জয়-পুররাজ শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর অনুগত ও শাস্ত্রপারদর্শী জানিয়া শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই ঘটনা ১৬২৮ সকাব্দার মহামহোপাধ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অতি বৃদ্ধ বয়সে সংঘটিত হওয়ায় তাঁহারই পরামর্শক্রমে তাঁহার ছাত্র-প্রতিম পণ্ডিতকুলমুকুট আচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব ও শ্রীপাদ বলদেব-প্রভুর ছাত্র এবং শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচার-সভায় গমন করেন। আচার্য্যসন্তানগণ শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আনুগত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক পরিচয় বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণব-বেদান্তে অনাদর করায় যে বিপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহার নিরাকরণের জন্য আচার্য্য শ্রীল বলদেবপ্রভু গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সম্প্রদায়-মতে একখানি স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিতে বাধ্য হন এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পারম্পর্য্য নিরাকরণে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। বিশেষতঃ অযৌক্তিক-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবাচার্য্যের সংস্কারের অনুমোদনের ইহাই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কথিত হয়, এই সময়ে অপর সম্প্রদায়িগণ বলিয়াছিলেন যে, সৎসম্প্রদায়ের আনুগত্য-ব্যতীত কোন মন্ত্রের সফলতা নাই; কাজেই সৎসম্প্রদায়-বহির্ভূত ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের সেবার অনধিকারী। কলিযুগে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক—এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ই শাস্ত্রসম্মত এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই প্রস্থান-চতুষ্টয়ের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য বিরাজিত। সাম্প্রদায়িক ভাষ্য ব্যতীত কোন সৎসাম্প্রদায়িক মতের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের গোবিন্দদেবের সেবাধিকার লাভ করিতে হইলে তাঁহাদের এই চারি-সৎসম্প্রদায়ের কোনও একটীর আনুগত্য ও স্বীয় সাম্প্রদায়িক-ভাষ্য প্রদর্শন করা আবশ্যক; নতুবা তাঁহারা সৎসাম্প্রদায়িক বা সেবাধিকারী বলিয়া স্থাপিত হইতে পারিবেন না।" শ্রীবলদেবপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন যে, "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতকেই আপনাদের অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা একমাত্র সেই অকৃত্রিম ভাষ্য-গ্রন্থের বিস্তৃতি ব্যতীত অপর কোন নবীন ভাষ্য-গ্রন্থ রচনা করেন নাই।" প্রতিপক্ষগণ এই সদুত্তরেও নিরস্ত না হইলে শ্রীপাদ বলদেব শ্রীগোবিন্দ-দেবের স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্ত হইয়া 'গোবিন্দভাষ্য' নামে ব্রহ্ম-সূত্রের একটী ভাষ্য রচনা করেন। ভাষ্যকার তন্মধ্যে স্বীয় আম্নায়-পরম্পরা প্রদর্শনমুখে স্ব-সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম-মাধ্ব-

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত বর্ণন করেন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য স্বীয় ভাষ্যে মঙ্গলাচরণে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"তস্যাম্নায়ঃ শ্রুতিঃ বলদেবেন ব্যাখ্যাতঃ।
ইতি বিদ্যাভূষণেন গোবিন্দস্যোপজ্ঞয়া কৃতঃ॥"

বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর সমসাময়িক। তিনি শ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধিকার লইয়া শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য শ্রীল চক্রবর্তিপাদের বংশধরগণের সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীল চক্রবর্তিপাদের বংশধরগণ তাঁহাকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া শ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। তখন বিদ্যাভূষণপ্রভু শ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধিকার লাভ করিবার জন্য শ্রীল চক্রবর্তিপাদের বংশধরগণের সহিত বিচারযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীল বলদেব

গল্‌তার দৃশ্য অতীব মনোরম। উপত্যকা প্রদেশ হইতে অত্যুন্নত পর্ব্বতস্থ মর্ম্মরমন্দির অতীব সুন্দর দেখাইতেছিল। শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যাদি প্রভুর সহিত পর্ব্বতের ক্রোড়স্থ একটী প্রস্তরনির্ম্মিত বিশ্রাম-গৃহে অবস্থান করিয়া জয়পুরের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। অদূরে অদূর একটী গিরিমালার শৃঙ্গদেশে জয়পুর-রাজের সুরম্য ও সুমহৎ আবাস-স্থান শোভা পাইতেছে আর একদিকে একটু দূরে জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বরের প্রাকারসমূহের কিয়দংশ নয়নপথে পতিত হইয়া দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে স্বতঃই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।

বাসুদেব প্রভুর সহিত কয়েকজন ভক্ত গল্‌তা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চরণসমীপে উপনীত হইলেন। গল্‌তা পর্ব্বতে উঠিবার জন্য প্রস্তর মণ্ডিত প্রশস্ত রাস্তা আছে। আমরা সেই রাস্তা ধরিয়া 'চড়াই উতরাই' করিতে লাগিলাম। এইরূপ 'চড়াই উতরাই' করিতে করিতে পর্ব্বতের মধ্যস্থলে একটী নিম্নপ্রদেশে অবতরণ করিয়া সেইস্থানে কতিপয় প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির ও একটী জলপ্রপাত এবং সেই জলপ্রপাত হইতে নির্গত দুইটী কুণ্ড দেখিতে পাইলাম। আরও দেখা গেল, সেই কুণ্ডের মধ্যে কতিপয় উদাসীন সাধু স্নান করিতেছেন এবং কুণ্ডতীরস্থ মর্ম্মর-নির্ম্মিত বারেন্দা ও দেবমন্দিরে কোন কোন সাধু উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব কৃত্য করিতেছেন।

আমরা স্থানীয় দুই একটী ব্যক্তির নিকট কিছু তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন যে, 'গালব মুনির' আশ্রম বলিয়া এই স্থানের নাম 'গল্‌তা' হইয়াছে। শ্রীগালব মুনি ভক্তরাজ শ্রীনারদের শিষ্য। শ্রীনারদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি গালব এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। গল্‌তাপর্ব্বত-মধ্যে একস্থানে গালবমুনির 'আসন' বলিয়া একটী স্থান (কুটীর) প্রদর্শিত হইয়া থাকে। গালব মুনির আসনের নিম্নপ্রদেশে একটী বিশীর্ণতোয়া কুণ্ড বিরাজিত। এই স্থানকে স্থানীয় সংবাদদাতা 'গালব মুনির যজ্ঞবেদী' বলিলেন। গল্‌তার যে প্রস্রবণটীর কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই প্রস্রবণ হইতে একটী গোমুখের মুখ দিয়া অতীব স্বচ্ছ জলধারা প্রায় ৭০।৮০ ফিট নিম্নে অবিশ্রান্তভাবে পতিত হইতেছে। ইহাকে স্থানীয় ব্যক্তিগণ 'গালবগঙ্গা' বলিয়া উক্তি করেন। এই গালবগঙ্গা দুইটী কুণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, একটীর নাম—'সূর্য্যকুণ্ড,' আর একটীর নাম—'গোপালকুণ্ড'। এই স্থানটীতে উদাসীনগণের বাস বলিয়া দুইটী পৃথক্ কুণ্ড স্ত্রী ও পুরুষের স্নানের জন্য পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে। যে কুণ্ডে পুরুষলোক স্নান করেন, তথায় স্ত্রীলোকের স্নান করিবার অধিকার নাই। আমরা সেই জলপ্রপাত বা গালবগঙ্গা হইতে আরও সম্মুখভাগে অগ্রসর হইয়া দুইটী অত্যুচ্চ পাকা মন্দির এবং পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখর-প্রদেশে একটী পাকা গৃহ দেখিতে পাইলাম। স্থানীয় সাধুগণের সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম যে, গল্‌তার গাদিটী রামানন্দ-সম্প্রদায়ের এবং তাঁহারাও সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। তৎসম্প্রদায়িসাধুগণ নিজদিগকে "শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ী" বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহারা শ্রীরামানুজের অনন্তর শ্রীরামানন্দেরই অনুগত। শ্রীরামানুজ ও শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ের আচার ও বিচারে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এতৎসম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সম্ভব নহে। যাহা হউক, গল্‌তার গাদিতে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সহিত যে শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়, তাহা উদাসীন রামানন্দী-বৈষ্ণবগণের সহিতই হইবে বলিয়া মনে হয়; কারণ গল্‌তারগাদি রামানন্দিগণেরই প্রধান স্থান। সেখানে শ্রীসম্প্রদায়ী রামানুজীয়গণের কোন অধিকার নাই। রামানন্দিগণের দুইটী গাদি সর্ব্বপ্রধান—উত্তরে গল্‌তা ও দক্ষিণে তোতাদ্রি। নাভাজীকৃত ভক্তমালের 'ভাবিক-প্রকাশ' টীকায় রামানন্দি-সম্প্রদায়ের গীতাতাৎপর্য্যরূপ ভগবান্ প্রসাদজী 'গল্‌তা' ও 'তোতাদ্রি'—এই উভয় স্থানকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রধান গাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অম্বরের রাজা পৃথ্বীরাজের (?) সময় হইতে গল্‌তা রামানন্দি-সম্প্রদায়ের প্রধান গাদি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। পৈহারী শ্রীকৃষ্ণদাস নামে জনৈক উদাসীন ব্যক্তি জয়পুরের নিকটস্থ কোন গ্রামে আবির্ভূত হন; পৈহারী শ্রীকৃষ্ণদাসজীর (বাল্মিক-প্রকাশকের মতে ইনি শ্রীরামানন্দ স্বামীর শিষ্য ও সেবক) ঐশ্বর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া পৃথ্বীরাজ তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করেন এবং সেই

সময় হইতে গল্‌তা রামানন্দিগণের প্রসিদ্ধ স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। যথা,—

"যহাঁ পৃথ্বীরাম জী শ্রীসেবাসী জীক জেনাবুযে' পরা : উস জগী সে গল্‌তা আপকী প্রসিদ্ধ গাদী হুই।" (বার্ত্তিক-প্রকাশে)

স্থানীয় সংবাদদাতা বলিলেন যে, গল্‌তা অম্বরের রাজা পৃথ্বীসিংহের (২য় ?) গুরুস্থান। পর্ব্বত মধ্যস্থ মন্দিরদ্বয়ের মধ্যে সীতারামজীর মন্দিরটী পৃথ্বীসিংহের অর্থব্যয়ে ও গোপালজীর মন্দির কোন একটী শেঠের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছে, শুনা যায়। আর পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে যে গৃহটী, তাহা মহান্ত মহারাজের আবাস-স্থান। সীতারামজীর মন্দিরে ৪টী সেবা আছেন,—(১) সীতারামজী, (২) রঘুনাথজী, (৩) রামকুমারজী, (৪) নৃত্যগোপালজী ও (৫) রাম-গোপালজী। গোপালজীর মন্দিরে কেবলমাত্র একটী সেবা; শ্রীগোপালের নাম—শ্রীজানগোপালজী। বর্ত্তমান মহান্তের নাম—শ্রীমান্ হরিশরণ আচার্য্যজী। স্থানীয় সংবাদ-দাতা আরও সংবাদ দিলেন যে, এখানকার সেবার ভার পূর্ব্বে রামানন্দি-সম্প্রদায়ের উদাসীন মহান্তের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। সেবার জন্য জয়পুররাজকর্ত্তৃক বাৎসরিক দোবালক্ষটাকা আয়ের জায়গীর দেওয়া আছে। কিন্তু শুনা গেল ৪।৫ পুরুষ যাবৎ মহান্ত গৃহস্থ অর্থাৎ সংযোগী হইয়া পড়িয়াছেন। জয়পুররাজ তদ্দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কয়েক পুরুষ পূর্ব্বের মহান্ত মহারাজ রাজার অনুরোধে পড়িয়া গৃহস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন! এই দুইটী মন্দির ব্যতীত গল্‌তা হইতে আরম্ভ করিবার পথে রামানন্দি-সম্প্রদায়ের উদাসীন সাধুগণের দ্বারা পূজিত রামদীতার মন্দির ও আরও অগ্রসর হইয়া জয়পুর-রাজের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত প্রস্তরময় একটী বৃহৎ সূর্য্য-সভার মন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। কমলকুণ্ড, রাজাকুণ্ড প্রভৃতি আরও কয়েকটী কুণ্ডও তথায় বিদ্যমান আছে।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

আচার্য্য শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ সংখ্যার পর]

গুরুপরম্পরা ও মঠাদি-পরিচয়—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবালকৃষ্ণের নিত্য-পূজা ও বেদিভাষ্য প্রচারকার্য্য করিয়া স্বীয় ৮ জন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবার ভার ও শাস্ত্র অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত করেন। জনৈক গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তাঁহাকেও বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচারাদি কার্য্যে নিয়োগ করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের শেষোক্ত শিষ্য—যিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীপদ্মনাভ-তীর্থপাদের নিকট হইতে যতি-ধর্ম্ম-অবলম্বন করেন, তিনি মাধ্ব-গৌড়ীয়গণের পূর্ব্ব গুরুপরম্পরার মধ্যে শ্রীমধ্বাসনস্থ শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ নামে খ্যাত। "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা"-কার এবং "শ্রীগোবিন্দভাষ্য"-কারও অন্বয়-গুরু-পরম্পরায় শ্রীপদ্মনাভতীর্থকে শ্রীমদানন্দ-তীর্থপাদের শিষ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমৎ পদ্মনাভতীর্থ উডুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের অন্য আট-জন শিষ্য উডুপী-গ্রামস্থ ৮টী মঠের মূল মঠাধীশরূপে বিরাজিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণপূজাদি করিতেন, এই ৮টী মঠ দুই দুইটী করিয়া "অষ্ট-মঠ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই অষ্ট-মঠের অন্যতম মঠের এক মঠাধীশ সেবাকার্য্যে আর এক জনের সহযোগী। পরমহংস পরি-ব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সমগ্র ভারতবর্ষে গৌর পদাঙ্কিত ভূমিসমূহ পরিভ্রমণ-কালে স্বয়ং উডুপীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীমধ্বা-চার্য্যের উর্দ্ধতন গুরুপরম্পরা ও অধস্তন শিষ্য-পরম্পরা—যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শুক্ল-বৈত-আম্নায়.যথা,—

১। হংসরূপী-বিষ্ণু, ২। চতুর্ম্মুখব্রহ্মা, ৩। সনকমুনি, ৪। সনন্দন, ৫। সনাতন, ৬। সনৎকুমার, ৭। দুর্ব্বাসা, ৮। জ্ঞাননিধিতীর্থ, ৯। গরুড়বাহনতীর্থ, ১০। কৈবল্যতীর্থ, ১১। জ্ঞানেশতীর্থ, ১২। পরতীর্থ, ১৩। সত্যপ্রজ্ঞ, ১৪। প্রাজ্ঞতীর্থ, ১৫। অচ্যুতপ্রেক্ষ, ১৬। শ্রীমৎপরমহংস-

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বৈষ্ণব-মত-প্রতিষ্ঠাপক-শ্রীবৃন্দাপ্রাণ-তৃতীয়াবতার শ্রীমৎপরমহংসকুলতিলকপরিব্রাজচূড়ামণি শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থাভিধ **শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যতীর্থাচার্য্যচরণ**, ১০ শ্রীপদ্মনাভ-তীর্থ, ১০। হৃষীকেশতীর্থ, ১০। শ্রীনরহরিতীর্থ, ১০। শ্রীজনার্দ্দনতীর্থ, ১০। শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ, ১০। শ্রীহরিতীর্থ, ১০ শ্রীবিষ্ণুতীর্থ (মধ্বশিষ্য ও বাসুদেবানুজ), ১০ শ্রীরামতীর্থ, ১০। শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ।

১০। শ্রীপদ্মনাভতীর্থ (উড়ুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ) ১১২০ শক, ১০। নরহরি ১১২৭ শক, ১০। মাধব ১১৩৬ শক, ১১। অক্ষোভ্য ১১৪৯ শক, ১২। জয়তীর্থ ১১৬৭ শক, ১৩। বিদ্যাধিরাজ ১১৯০ শক, ১৪। কবীন্দ্র ১২৫৫ শক, ১৫। বাগীশ ১২৯১ শক, ১৬। রামচন্দ্র ১২৯৯ শক, ১৭। বিদ্যানিধি ১২৯৮ শক, ১৮। শ্রীরঘুনাথ ১৩১১ শক, ১৯। রঘুবর্য্য ১৪২৪ শক, ২০। রঘুত্তম ১৪৭১ শক, ২১। বেদব্যাস ১৪১৭ শক, ২২। বিদ্যানীশ ১৫৪১ শক, ২৩। বেদনিধি ১৫৪৩ শক, ২৪। সত্যব্রত ১৫৫৭ শক, ২৫। সত্যনিধি ১৫৬০ শক, ২৬। সত্যনাথ ১৫৮২ শক, ২৭। সত্যাভিনব ১৫৯৫ শক, ২৮। সত্যপূর্ণ ১৬২৮ শক, ২৯। সত্যবিজয় ১৬৪৮ শক, ৩০। সত্যপ্রিয় ১৬৫৯ শক, ৩১। সত্যবোধ ১৬৬৬ শক, ৩২। সত্যসন্ধ ১৭০৫ শক, ৩৩। সত্যবর ১৭১৬ শক, ৩৪। সত্যধর্ম্ম ১৭১৯ শক, ৩৫। সত্যসঙ্কল্প ১৭৫২ শক, ৩৬। সত্যসন্ধ ১৭৬৩ শক, ৩৭। সত্যপরায়ণ ১৭৬৩ শক, ৩৮। সত্যজ্ঞান ১৭৮৫ শক, ৩৯। সত্যেষ্ট ১৭৯৩ শক, ৪০। সত্যপরাক্রম ১৭৯৪ শক, ৪১। সত্যবীর ১৮০১ শক, ৪২। সত্যধীর ১৮০৮ শক।

১৩। বিদ্যাধিরাজতীর্থের অপর শিষ্য ১৪। রাজেন্দ্র ১২৫৪ শক, ১৫। বিজয়ধ্বজ, ১৬। পুরুষোত্তম, ১৭। সুব্রহ্মণ্য, ১৮। ব্যাসরায় ১৪৭০—১৫২০ শক। এই মঠের পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আরও ১৯।২০ জন শ্রীমদ্ধতীর্থ হইয়াছেন।

১৬। রামচন্দ্রতীর্থের অপর শিষ্য ১৭। বিধুবেন্দ্র ১২১৮ শক তৎশিষ্য ১৮। জিতামিত্র ১৩৪৮ শক, ১৯। রঘুনন্দন, ২০। সুরেন্দ্র, ২১। বিদ্যেন্দ্র, ২২। সুধীন্দ্র, ২৩। ঋষিবেন্দ্র ১৫৫৫ শক এই পরম্পরায় অদ্যাবধি আরও ১৪।১৬ জন যতীন্দ্রতীর্থ হইয়াছেন।

শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, শ্রীনরহরিতীর্থ ও শ্রীমাধবতীর্থ শ্রীমদ্ব্রহ্মণ্যাচার্য্য শিষ্যত্রয় পরপর ক্রমশঃ ১১২০, ১১২৭ এবং ১১৩৬ শকাব্দে উত্তরাদি মঠের গাদীতে উপবিষ্ট হন; পরন্তু উঁহারা তিন জনেই গুরুসন্ন্যাসী।

১০। শ্রীহৃষীকেশতীর্থ (শ্রীপলিমার মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। বিদ্যামূর্ত্তি, ১২। শ্রীনিধি, ১৩। বিক্ষেপ, ১৪। শ্রীবল্লভ, ১৫। জগদ্ভূষণ, ১৬। রামচন্দ্র, ১৭। বিদ্যানিধি, ১৮। বাগীশেন্দ্র, ১৯। রঘুনন্দন, ২০। বিদ্যাপতি, ২১। রঘুপতি, ২২। রঘুনাথ, ২৩। রঘুত্তম, ২৪। রামভদ্র, ২৫। রঘুবর্য্য, ২৬। রঘুপুঙ্গব, ২৭। রঘুবর, ২৮। রঘুপ্রবীর, ২৯। রঘুভূষণ, ৩০। রঘুনন্দ, ৩১। রঘুশ্রেষ্ঠ, ৩২। রঘুমান্য (বর্ত্তমানে পলিমার মঠের অধীশ)।

১০। শ্রীনরহরিতীর্থ (শ্রীঅদমার মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। কমলেক্ষণ, ১২। রামচন্দ্র, ১৩। বিদ্যাধীশ, ১৪। বিশ্বপতি, ১৫। বিক্ষেপ, ১৬। বেদনিধি, ১৭। বেদরাজ, ১৮। বিদ্যামূর্ত্তি, ১৯। বৈকুণ্ঠরাজ, ২০। হিরণ্যরাজ, ২১। বেদগর্ভ, ২২। হিরণ্যগর্ভ, ২৩। বিদ্যাধীশ, ২৪। বাগীশ, ২৫। বিদ্যাপতি, ২৬। বিবুধপতি, ২৭। বেদবল্লভ, ২৮। বেদবন্দ্য, ২৯। বিক্ষেপ, ৩০। বিবুধবল্লভ, ৩১। বিবুধবন্দ্য, ৩২। বিবুধবর্য্য, ৩৩। বিবুধেন্দ্র, ৩৪। বিবুধাধিরাজ, ৩৫। বিবুধপ্রিয়তীর্থ (ইনি বর্ত্তমানে অদমার মঠের মূল মঠাধিপ এবং বর্ত্তমানে উড়ুপীস্থ মঠাধীশগণের মধ্যে বিশেষ পণ্ডিত)।

১০। শ্রীজনার্দ্দনতীর্থ (কৃষ্ণাপুর মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। শ্রীবৎসাঙ্ক, ১২। বাগীশ, ১৩। লোকেশ, ১৪। লোকনাথ, ১৫। বিদ্যারাজ, ১৬। বিদ্যাধিরাজ, ১৭। বিদ্যাধীশ, ১৮। বিক্ষেপ, ১৯। বিশ্ববন্দ্য, ২০। বিশ্বরাজ, ২১। ধরণীধর, ২২। ধরাধর, ২৩। প্রজ্ঞান, ২৪। তপোতীর্থ, ২৫। সুরেশ্বর, ২৬। সুরেশ, ২৭। বিশ্বপুরুষ, ২৮। বিশ্ববল্লভ, ২৯। বিশ্বভূষণ, ৩০। বাগীন্দ্র, ৩১। প্রজ্ঞানমূর্ত্তি, ৩২। বিদ্যাধিরাজ, ৩৩। বিদ্যাবল্লভ, ৩৪। বিবুধেন্দ্র, ৩৫। বিদ্যানিধি, ৩৬। বিদ্যাসমুদ্র, ৩৭। বিদ্যাধীশ, ৩৮। বিদ্যাপূর্ণ (ইনি বর্ত্তমানে কৃষ্ণাপুর মঠের মূল মঠাধিপ)।

১০। শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ (পুত্তিগে মঠের মূল মঠাধীশ ও

সাক্ষাৎ মধ্ব শিষ্য), ১১। কবীন্দ্র, ১২। যজ্ঞবেদ্য, ১৩। ধরণীধর, ১৪। দামোদর, ১৫। রঘুনাথ, ১৬। শ্রীবল্লভ, ১৭। গোপীনাথ, ১৮। রঙ্গনাথ, ১৯। লোকনাথ, ২০। রমানাথ, ২১। শ্রীবল্লভ, ২২। শ্রীনিবাস, ২৩। শ্রীনিধি, ২৪। গুণনিধি, ২৫। আনন্দনিধি, ২৬। তপোনিধি, ২৭। যাদবেন্দ্র, ২৮। কবীন্দ্র, ২৯। রাঘবেন্দ্র, ৩০। বিষ্ণুবেন্দ্র, ৩১। সুরেন্দ্র, ৩২। ভূমেন্দ্র, ৩৩। যোগীন্দ্র, ৩৪। সুমতীন্দ্র, ৩৫। সুধীন্দ্র, ৩৬। সুজ্ঞানেন্দ্র, (ইনি বর্ত্তমানে পুত্তিগে মঠের মঠাধিপরূপে বর্ত্তমান)।

১০। শ্রীসত্যতীর্থ (শাঙ্কর মঠের মূল মঠাধীশ, সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। বাসুদেব, ১২। বেদগর্ভ, ১৩। বেদব্যাস, ১৪। মহীশ, ১৫। বেদবেদ্য, ১৬। কৃষ্ণতীর্থ, ১৭। রাঘব, ১৮। সুরেশ, ১৯। বেদভূষণ ২০। বেদনিধি, ২১। শ্রীধর, ২২। রাঘবোত্তম, ২৩। লক্ষ্মীনারায়ণ, ২৪। বিশ্বভূষণ, ২৫। ত্রৈলোক্যপাবন, ২৬। লক্ষ্মীকান্ত, ২৭। যাদবেন্দ্র, ২৮। কবীন্দ্র, ২৯। লক্ষ্মীনারায়ণ, ৩০। লক্ষ্মীপতি, ৩১। লক্ষ্মীধর, ৩২। লক্ষ্মীরমণ, ৩৩। লক্ষ্মীমোহন, ৩৪। লক্ষ্মীপ্রিয়, ৩৫। লক্ষ্মীবল্লভ, ৩৬। লক্ষ্মীসমুদ্র, ৩৭। লক্ষ্মীশ (বর্ত্তমান মঠাধিপ)।

১০। শ্রীবিষ্ণুতীর্থ (সোদে মঠের মূল মঠাধীশ, মধ্ব-শিষ্য ও মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বাশ্রমের অনুজ ভ্রাতা), ১১। বেদব্যাস, ১২। বেদবেদ্য, ১৩। পরেশ, ১৪। বামন, ১৫। বাসুদেব, ১৬। বেদব্যাস, ১৭। বরাহ, ১৮। বেদরাজ, ১৯। বিশ্বকর্ম্মা, ২০। বিশ্বতীর্থ, ২১। বিঠঠল, ২২। বরদরাজ, ২৩। বাগীশ, ২৪। বাগ্মিরাজ, (ইনি তত্ত্ববাদি সম্প্রদায়ে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরে মধ্ব-সম্প্রদায়ে এত বড় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আর উদিত হন নাই) *, ২৫। বেদবেদ্য, ২৬। বিদ্যানিধি, ২৭। বেদনিধি, ২৮। বেদরাজ, ২৯। বিদ্যাধিরাজ, ৩০। বেদবর্ম্মা, ৩১। বিশ্ববেদ্য, ৩২। বিশ্বনিধি, ৩৩। বিশ্বাধীশ, ৩৪। বিশ্বেশ, ৩৫। বিশ্বপ্রিয়। বৃন্দাবনাচার্য্য, ৩৬। বিশ্বাধীশ, ৩৭। বিশ্বেন্দ্র (সোদে মঠের বর্ত্তমান মঠাধীশ)।

১০। শ্রীরামতীর্থ (কাণুর মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্বশিষ্য), ১১। রঘুনাথ, ১২। রঘুপতি, ১৩। রঘুনন্দন, ১৪। বদনন্দন, ১৫। বিশ্বনাথ, ১৬। বেদগর্ভ, ১৭। বাগীশ, ১৮। বদুপতি, ১৯। বিশ্বপতি, ২০। বিশ্বমূর্ত্তি, ২১। বেদপতি, ২২। বেদরাজ, ২৩। বিদ্যাধীশ, ২৪। বিদ্যুদেশ, ২৫। বারিজাক্ষ, ২৬। বিশ্বেন্দ্র, ২৭। বিদ্যুদবক্ষা, ২৮। বিদ্যাধিরাজ, ২৯। বিশ্বরাজ, ৩০। বিদ্যুৎপ্রিয়, ৩১। বিদ্যাসাগর, ৩২। বাসুদেব, ৩৩। বিদ্যাপতি, ৩৪। বামন, ৩৫। বিদ্যানিধি, ৩৬। বিদ্যাসমুদ্র (ইনি বর্ত্তমানে কাণুর মঠের মঠাধীশ)।

১০। শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ (ইনি পেজাবর মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। কমলাক্ষ, ১২। পুরুষাক্ষ, ১৩। অমরেন্দ্র, ১৪। বিশ্বয়, ১৫। মহেন্দ্র, ১৬। বিজয়ধ্বজ, ১৭। দামোদর, ১৮। বাসুদেব, ১৯। বাগীশ, ২০। বেদগর্ভ, ২১। অনুপ্রজ্ঞ, ২২। বিশ্বপ্রজ্ঞ, ২৩। বিশ্বেশ্বর, ২৪। বিশ্বভূষণ, ২৫। বিশ্বশর্ম্মা, ২৬। বিশ্বাধিরাজ, ২৭। বিশ্বমূর্ত্তি, ২৮। বিশ্বপতি, ২৯। বিশ্বনিধি, ৩০। বিশ্বাধীশ, ৩১। বিশ্বাধিরাজ, ৩২। বিশ্ববোধ, ৩৩। বিশ্বব্রহ্ম, ৩৪। বিশ্বপ্রিয়, ৩৫। বিশ্ববর্ণী, ৩৬। বিশ্বরাজ, ৩৭। বিশ্বমনোহর, ৩৮। বিশ্বজ্ঞ, ৩৯। বিশ্বনাভ (ইনি বর্ত্তমানে পেজাবর মঠের মঠাধীশ)।

শুদ্ধদ্বৈতসম্প্রদায়ের মঠসমূহ—

১। পলমার মঠ, ২। অদমার মঠ—মধ্ব মঠস্থ,
৩। কৃষ্ণাপুর মঠ, ৪। পুত্তিগে মঠ "
৫। শীরুর মঠ, ৬। সোদে মঠ "
৭। কাণুর মঠ, ৮। পেজাবর মঠ "
৯। উত্তরাদি মঠ

এতদ্ব্যতীত শ্রীমধ্বাচার্য্যের গুরুদেব শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষস্থাপিত (১০) "ওডারিকে মঠ" এই মঠীয়গণের কোন অধস্তনকর্ত্তৃক স্থাপিত (১১) "তীর্থসেতু মঠ", শ্রীমধ্ব-শিষ্য পদ্মনাভ তীর্থ-স্থাপিত (১২) "শ্রীপাদরায় মঠ", শ্রীমধ্ব-শিষ্য শ্রীনরহরি-তীর্থ স্থাপিত (১৩) "শ্রীনরহরি তীর্থ মঠ", শ্রীমধ্ব-শিষ্য শ্রীরাঘবতীর্থকর্ত্তৃক স্থাপিত (১৪) "মজ্জিগেহল্লী" মঠ, শ্রীমকোত্তা তীর্থকর্ত্তৃক স্থাপিত (১৫) মকোত্তাতীর্থ মঠ, মকোত্তা তীর্থের শিষ্য-পরম্পরায় (১৬) "বালেরায় মঠ" ও (১৭) "মন্ত্রালয় মঠ" স্থাপিত হইয়াছে। উডুপীর মূল অষ্ট মঠের অন্যতম সোদে মঠের মূল মঠাধীশ বিষ্ণুতীর্থ কর্ত্তৃক স্থাপিত (১৮) "পুত্রক্ষ্যা মঠ", পেজাবর মঠের অধোক্ষজ তীর্থের শিষ্য-পরম্পরায় (১৯) "চিত্রাপুর মঠ"

* ইঁহার জীবনী গৌড়ীয় পত্রিকায় পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইবে।

প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মঠ অদ্যাপি শ্রীমায়াপুরী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বিরাজিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণমঠে—শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য-স্থাপিত 'শালগ্রাম মূর্ত্তি', পলমার মঠে—'শ্রীরামবিগ্রহ', অদমার মঠে—'চতুর্ভুজ কালীয়মর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ', পুত্রিকা বা পুত্রিগে মঠে—'বিঠ্ঠল দেব, নীলকমঠে—"বিঠ্ঠল দেব", লোণে মঠে—'বরাহদেব' কাণুক মঠে—'শ্রীনৃসিংহদেব', পেজাবর মঠে—'বিঠ্ঠল দেব', উত্তরাদি মঠে—'শ্রীরামচন্দ্র'। (ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

ঢাকায়—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের মাসাধিকব্যাপী মহা-মহোৎসব অদ্য সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটতিথিতে উত্থানৈকাদশীদিবসে প্রতিবারের ন্যায় অহোরাত্র-সংকীর্ত্তন ও দ্বাদশীদিবস সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় উৎসবোপলক্ষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ভজনরহস্য' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া বৈষ্ণবজগতের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার মহানুভবতায় এইরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বহুদিন পরে জগতে পুনঃ প্রচারিত হইল—ইহা বৈষ্ণব-জগতের পক্ষে বিশেষ আনন্দ সংবাদ। উপরি-উক্ত গ্রন্থখানির মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা ভাষায় লিখিয়া ব্যক্ত করা অসম্ভব। উক্ত গ্রন্থরাজ প্রত্যেক পারমার্থিকের নিত্য সঙ্গী-রূপে বিরাজিত থাকা উচিত।

ঢাকা হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার তার—

GAUDIYA CALCUTTA

By your grace Mahamahotsab successfully celebrated. Dacca people representing all sections communities societies joined Mahotsab. All sumptuously treated to MahaPrasad from morning till Midnight. Innumerable ladies gentlemen attended Harikatha both morning and evening Poor-feeding unique this year. Math-Building and the Deity beautifully decorated and ornamented attracting all attention. All success due to untirin energy and activities of the devotees specially of Biraj Babu.

যশোহরে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ যশোহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। তিনি বনগ্রাম, লোহাগড়া, বড়দিয়া, চুয়াখালি প্রভৃতি স্থানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমক্ষে শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রাপ্ত পত্র

ভক্তচূড়ামণি শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট যাহা এতদিন চাকদহের সমীপবর্ত্তী পালপাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা নানাপ্রকার অসুবিধাবশতঃ স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহে চাকদহ, কাঁঠালপুলি গ্রামে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের আগামী ৪ই পৌষ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে এই কাঁঠালপুলি গ্রামেই উক্ত মহাত্মার তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। এসংবাদ ভক্তসাধারণের গোচরীভূত হওয়া প্রয়োজন। এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশে কোথায় কোন্ মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা আমরা অবগত নহি। এ সম্বন্ধে আপনারা বিশেষজ্ঞ। তজ্জন্য প্রার্থনা এই সংবাদ শুদ্ধ সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য আপনারা সানন্দে যথাসম্ভব স্থান প্রদান করিলে আমরা পরমানন্দিত ও কৃতার্থ হইব। অলমিতি—

বংশদ—শ্রীহর্ষচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে

চাকদহ, ২৭।৯।৩৪

শ্রীমদ্ভাগবত-নিন্দা-গর্হণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যার পর)

বার্দ্ধক্য বশতঃ তাঁহার সমুদয় কথা বুঝিতে পারি নাই, তবে যাহা শুনিয়াছিলাম, সেই ভাবেই "হিন্দুপত্রিকা"তে প্রকাশ করিয়াছিলাম, কেহ প্রতিবাদ করেন নাই। শ্লোকটি এই —

পৃথ্বী তাবদিয়ং মহৎসু মহতী তদ্বেষ্টনং বারিধি
র্যত্তোঽসৌ কলসোদ্ভবেন মুনিনা দ যোষি খদ্যোতবৎ।
তদ্বিষ্কোর্দ্ধুজারিনাথমথনে পূর্ণং পদং নাস্তবৎ
তদ্ধেয়ো বসতি স্বরীয় জঠরে স্বস্তোমহাত্মাপরঃ॥

অর্থাৎ, দুইটী শ্লোক কথা কহিতেছেন—

প্রথম। পৃথিবীটা কত বড়!

দ্বিতীয়। কেন? পৃথিবী অপেক্ষা কি কিছু বড় নাই? সমুদ্র পৃথিবী অপেক্ষা কত বড়, কারণ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে।

প্র। তাহা হইলে সমুদ্রই বড়।

বি। কেন? অগস্ত্য মুনি সপ্ত সমুদ্র পান করিয়াছিলেন।

প্র। তাহা হইলে মুনিই বড়।

বি। কেন? সপ্ত মুনিতে এক নক্ষত্র হয়।

প্র। তাহা হইলে নক্ষত্রই বড়।

বি। আকাশে বহু নক্ষত্র আছে।

প্র। তাহা হইলে আকাশই বড়।

বি। কেন? বলিতে ছলনা কালে শ্রীকৃষ্ণ এক পদ দ্বারা স্বর্গ আবৃত করিয়াছিলেন।

প্র। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের পদই বড়।

বি। কেন? ভক্ত কেমন হৃদ্‌ পদ বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন।

প্র। তাহা হইলে ভক্তই বড়।

তাহার পর, হরানন্দজীর ভগবানের নামে বিশ্বাস ছিল না। মহারাজ কিনা? তাহাতে স্বাধীন। হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ভগবান্‌ই বা কে? তার নামই বা কি! যিনি গুরুবন্ধুদের একটা ভাতাই করিতে পারেন, তাঁহার নিকট ভগবান্‌ কোথায় লাগে? কি দুর্ভাগ্য! অজামিল নামাভাসেই মুক্তি পাইয়াছিলেন। মনুষ্যের ভগবানের দাসানুদাস নাম রাখার উদ্দেশ্য যে পুত্র-কন্যার নামের উদ্দেশেও ভগবানের বা বৈকুণ্ঠের নাম হইবে—

সাঙ্কেতাং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ভা ৬।২।১৪

আমাদের দেশে প্রকারান্তরে ভগবন্নাম লইবার এত প্রথা ছিল, যে কেহ কথার উপর কথা কহিলে বলে, "সাত কথার উপর পাঁচ কথা"; অর্থাৎ কার্ত্তিক (ষড়ানন) ও দুর্গা কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে পঞ্চানন আসিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাই সাত কথার উপর পাঁচ কথা।[২] বঙ্গদেশে নাম-মাহাত্ম্য লোকে এত মানে যে ইতর লোকেও গাভ প্রভৃতি জন্তু মাপিবার সময় "এক" "দুই" না বলিয়া "রাম" "দুই" বলিয়া থাকে। কোন মঙ্গলকার্য্যেও "রাম" "রাম" বলিয়া থাকে। কাল-মাহাত্ম্যে নাম-মাহাত্ম্য উড়িয়া গিয়া যেমন নরেশ পাঠের প্রাবল্য হইয়াছে, অমনি ছেলেরও অকাল-কুষ্মাণ্ড ডাক নাম হইয়াছে "আদু", "পটল" ইত্যাদি। কোথাও বা "কাদিনীমোহন", "রমণী-মোহন" ইত্যাদি। সেরূপ লোকের ভগবন্নামে বিশ্বাস হইবে কেন? যাঁহার ভগবন্নামে বিশ্বাস নাই, তিনি গোপীলীলা বুঝিবেন! হরানন্দজী কহিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীলীলা আদৌ করেন নাই, তাহা ব্যাসদেবের কপোলকল্পিত। এত বুদ্ধির তেজ, বাপ্‌রে! তদুপরি কহিয়াছেন, কামী ব্যক্তি কখনও যেন গোপীলীলা আলোচনা না করে। স্বামিপাদ রাসপঞ্চাধ্যায়কে "রাসক্রীড়া" অখ্যায় কহিয়াছেন—

"তত্রাদ্যেন লীলাবিগ্রহবর্ণনং কামবিজয়াধ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বম্। কিন্তু শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ংপঞ্চাধ্যায়ীতি বাক্যং করিষ্যামঃ" তদুপরি পঞ্চাধ্যায়ী রাসলীলা-পাঠের ফল কহিয়াছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্যকামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।৩৯

তদুপরি কহিয়াছেন যে পণ্ডিতে কখনও যেন এ লীলা আলোচনা না করে—

ইদং বৃন্দাবনং নাম রহস্যং মম বৈ পুরম্।
ন প্রকাশ্যং ক্বচিৎ কুত্র ন বক্তব্যং কদাচন॥

পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে ৭৪।৬৮ (পুনঃমুদ্রিত)

পাদেও শ্রীভাগবতের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে নিন্দা করে, সাধু ভক্ত কখনও নিন্দা করেন না।

ভক্তি নবধা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।

শ্রীভাগবতে ৭।৫।২৩

সেই ভক্তির অঙ্গমধ্যে কীর্ত্তনে ভক্তদের শ্রেষ্ঠ—

শ্রীবিষ্ণোর্নামরূপাদিকানাং বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে॥

পঞ্চমাধ্যায়ং

(২) এ অর্থ ঠিক কি না জানি না, তবে লেখকের অনুমান।
লেখক।

সেই শুকদেব গোপী-লীলা বর্ণন-কালে গোপাঙ্গনাগণের নামই উচ্চারণ করিতে না পারিয়া "কাচিৎ" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—

গৃহস্তোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥৫॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥৬॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্ত বস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥৭॥

শ্রীভাগবতে ১০।২৯ অধ্যায়ে।

কেন যে নাম উচ্চারণ করিতে পারেন নাই তাহাও করিয়াছেন—

গোপীনাং বিততাদ্ভুতস্ফুটতর প্রেমানলার্চ্চিশ্ছটা
দগ্ধানাং কিল নামকীর্ত্তনকৃতাং তাসাং বিশেষাৎ শ্রুতেঃ।
তৎতীক্ষ্ণজ্বলনোল্লিখাগ্রকণিকাস্পর্শেন সদ্যোমহা-
বৈকণ্ঠাং স ভজন্ কদাপি ন মুখে নামানি কর্ত্তুং প্রভুঃ ॥

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ১।৭।১৪৬

অর্থাৎ, অহো! আমার শুকদেব কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের ও তাঁহার প্রিয়তমা রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের নামসকল সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; কিন্তু অতি বিস্তৃত সর্ব্ববিলক্ষণ পরম-প্রকটিত-প্রেমানল-শিখার তাপে দগ্ধ গোপাঙ্গনাগণের নাম কীর্ত্তন করিলে তাঁহাদিগের স্মরণে তৎসম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ অনল হইতে সমুত্থিত শিখাগ্র-কণিকার স্পর্শমাত্র বৈকুণ্ঠের উদয় হয় বলিয়া তিনি কখনও তাঁহাদিগের নাম মুখে আনিতে পারেন না।

ব্রহ্মার মোহ অপনোদন হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তবে গোপাঙ্গনাগণের ভাগ্য বর্ণন করিয়াছেন (ভা ১০।১৪।৩১)—

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যৎতৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ ॥

দেবর্ষি নারদ ও গোপাঙ্গনাগণের প্রাপ্যান্তে কহিয়াছেন—

যথা ব্রজগোপিকানাম্। (নারদসূত্রে।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।
শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীমঠের পথে

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যার পর]

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।

তবে এই ভাবের কথা আমরা জগতে অনেকের মুখেই শুনিয়া থাকি, যদিও কাজে দেখি ঠিক তার উল্টা ব্যবহার তাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য প্রভুরা জীবের প্রতি অসীম করুণা-পরবশ হইয়া ভগবানের আগন্তুক সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য স্বীকারপূর্ব্বক তাহা কি প্রকারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে হয়, তাহার সুষ্ঠু আচার জগতে প্রকট করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই ব্যবহারে বাহ্যতঃ কতকটা ভোগসাম্য থাকায় দরুণ লোকে নিজের মনের আপকাটিতে সেইরূপ একটা কিছু ধারণা করিয়া বসে। অথচ নিষ্ঠায় যে উহা একেবারে উল্টা তাহা তাঁহাদের পদপ্রান্তে না গেলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। আজকাল ভাবুকতার খেয়ালে পড়িয়া সাহিত্য, দর্শন ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় আলোচনায় এবং প্রচারে আমরা সেকালের কত না কাল্পনিক গুরুর আশ্রম সৃষ্টি করিতেছি, কিন্তু তাহা সত্য সত্যই যে কি বস্তু, তাহা একবার দেখিবার সুযোগ গ্রহণ করি না। কারণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের পদপ্রান্তে যাইতে হইলে যে, দেহ মনের দাম্ভিকতা একটু দমন করিতে হয়।

যুক্তবৈরাগ্য বলিয়া একটা কথা আমরা শুনিয়াছি, এবং ইহাই যে ভক্তির অনুকূল তাহা যুগে যুগে জগতের সকল আচার্য্যেরাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এই যুক্তবৈরাগ্যের উপরেই যে তাঁহার প্রেমসৌধ স্থাপন করিয়াছেন, একথাও সমস্ত গৌরাঙ্গগ্রন্থেই দেখি। আর যুক্তবৈরাগ্য মানব-জীবনে কার্য্যতঃ সম্ভবপর যে একমাত্র ঐকান্তিক বর্ণাশ্রমেই, তাহাও সকল মহাজনেই আচার ও প্রচারের দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন। পঞ্চম বর্ষীয় বালক হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, চতুরাশ্রমের যে কোনটিতে অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার যে অপূর্ব্ব আদর্শ, শ্রীগুরুকৃপায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রকট করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই সেবতাত্মাও দর্শনলিপ্সু। কিন্তু ধারের অধিকার

স্বেচ্ছাকৃত দানব, এ তীর্থপাদাশ্রয় হইতেও বঞ্চিত হইছি আমরা।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে অনেক বাজে বিকৃত কথা তিনি অন্যজন মুখে শুনিয়া আসিতেছেন এবং তাহা হইতে শ্রীমঠ সম্বন্ধে মনগড়া রকমের একটা ধারণা এতদিন পোষণ করিতেছিলেন। তবে তিনি বিদ্বান বুদ্ধিমানের মত সে বিষয়ে একটা বাহ্য নিরপেক্ষতার ভাব পোষণ করিতে চাহেন শুনিয়াছিলাম যে তিনি নাকি অন্তরঙ্গ ভাবে রাগানুগামার্গে একটু ভজনরাগাসী, অতএব সে দিক্ দিয়াও তিনি যাহা বাহ্যতার মনে করেন, সে বিষয়ে একটু নিরপেক্ষতার আদর্শ পোষণ করা প্রয়োজন মনে করেন। বয়সও একটু বেশী হয়েছে। বলিলেন :—দেখুন এ বয়সে ওসব প্রচার-প্রসঙ্গে প্রাণ যেন আর সাড়া দেয় না। এখন কোনরূপে নিরিবিলি ভাবে ভগবানের নাম ক'রে দিন কটা কাটিয়ে দিতে পারলেই হয়।

আমি :—আজ্ঞে সে কথা সত্যবার প্রশংসনীয় এবং আপনার ন্যায় ধীবৃদ্ধি লোকেরই উপযুক্ত কথা। যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা নিবেদন করি। অবশ্য আপনি হয়ত সত্যই উপযুক্ত অধিকারী। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে ধৈর্য্যের অভাবেই ক্রম-পন্থা না মানিয়া উচ্চাঙ্গ ভজনের প্রয়াস প্রদর্শন করি, ইহাও ঠিক। কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হইলেও, সত্য সদাজাগ্রত এবং তাহার পন্থা ও ক্ষুরের ধারা হইতেও সূক্ষ্ম। ফলে বৃথা প্রয়াসের বিফল উদ্যমে পরিণামে সাধনার্থিক বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়নেরই সম্ভাবনা অধিক। অনধিকার-ভজনের আড়ালে ভোগবুদ্ধিই লুকায়িত থাকে। এই ভোগবুদ্ধির প্রশ্রয়ে, কৃত্রিম ভাবকেলির বাড়াবাড়ি যে অধুনা বৈষ্ণব নামে কলঙ্ক দিতে বসিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন।

তিনি :—কিন্তু উপায় কি ?

আমি :—একমাত্র উপায় সদ্‌গুরুর ঐকান্তিক পদাশ্রয়ে শ্রবণ ও কীর্ত্তন। সংকীর্ত্তনই যে ভজনের প্রধান অঙ্গ, তাহা মহাপ্রভু ও সকল গোস্বামী প্রভুরাই বলিয়াছেন। তাই কীর্ত্তন মুখে প্রচার বাদ দিয়া অন্তরঙ্গ ভজনের প্রয়াস সব সময়েই বিফল হয় ও নানা অপরাধ প্রসব করে। শাশ্বত শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে পারমহংস্য, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি পৃষ্ঠা হইতে আমরা জানিতে পারি। কিন্তু পরম করুণ বৈষ্ণব ঠাকুর বহির্মুখ জগতের প্রতি অসীম কৃপা-পরবশে শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপনার্থও যত্ন করেন এবং আনন্দ-লীলায় দৃষ্টান্তস্বরূপে তিনি কোন আশ্রম লিঙ্গ ধারণ লীলাও প্রকট করেন।

তিনি :—তাহা হইলে দীক্ষাকালে যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি ধারণের দ্বারা সাবিত্র ব্রাহ্মণোচিত বেশের নিয়ম এই ন্যায়ানুসারেই হইয়া থাকে ?

আমি—হাঁ আপনি কতকটা ঠিক অনুমান করেছেন। তবে এই আচরণ দ্বারা বৈষ্ণব ঠাকুর জগতে প্রকৃত কৃপা প্রদর্শনই করেছেন। কিরূপে তাহা বলিতেছি। কলিযুগে যে ভাগবত-কৃপাই একমাত্র নিত্য সত্য পথের সম্বল তাহা সকলেই জানেন। বৈষ্ণব চরণাশ্রয়ী সে বস্তু হতে স্বভাবতঃই বঞ্চিত। নিত্য কারুণ্যাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুরও তাহাই প্রতিজ্ঞা। একদিকে জগতের কঠিন হৃদয় আশ্রয়াভিমানিদিগকে কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস লীলার অভিনয় করেন যাহাতে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবার অবসর পায়। আজ তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণে আজ শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুরও শুদ্ধ সাবিত্র ব্রাহ্মণ বেশে জগতে নিজকে প্রকট করিতেছেন যাহাতে সুকৃতিমান বর্ণবাদী তাঁহার চরণে অপরাধের অবসর না পান। কিন্তু যে পামর চোখ থাকিতেও অন্ধ তাহার এ যুগে মানব জন্মই বৃথা। (ক্রমশঃ)

শ্রীবসুনন্দন অধিকারী (বি, এ)

প্রবন্ধ-সমালোচনা

[১]

[১১শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে শ্রীযুক্ত কলিবৈরী বেদান্তভূষণ মহাশয়-রচিত "প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ-বেদ্য-ভগবান্" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠে অনেকের হৃদয়ে প্রশ্নাবকাশের সম্ভাবনা হইতে পারে; কারণ ঈশ্বরবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কখনই কার্য্যকরী হইতে পারে না, একমাত্র শব্দ-প্রমাণ বা শ্রুতি দ্বারাই ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণীয়—ইহাই বেদান্তাদি সাত্বত-শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভে এতৎ-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি

শ্রীমদ্ভাগবতীতে ১০টী প্রমাণের বিষয় উল্লেখ করিয়া শব্দ-প্রমাণকেই প্রমা-জনকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন; কারণ অন্যান্য সমস্ত প্রমাণই ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষ-চতুষ্টয় হইতে মুক্ত নহে। যথা—"যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্থোপমানার্থাপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্য-চেষ্টাদ্যানি দশ-প্রমাণানি বিদিতানি তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্।"

'প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-বেদ্য ভগবান্'-শীর্ষক প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন,—"ভগবান্ বাস্তব সত্য বস্তু। বাস্তব সত্য বস্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, শব্দ—এই চারি প্রকার প্রমাণের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হইতে পারে।" বেদান্তাদি শাস্ত্র কি এই কথা স্বীকার করেন? এবং স্বীকার করিলে কিরূপ ভাবেই বা স্বীকার করেন, তাহা স্পষ্টভাবে না বলিলে সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে না। গৌতম বা বেদান্ত-পরিভাষাকার 'প্রত্যক্ষে'র যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন এবং ভাষা-পরিচ্ছেদকার যে ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছেন তাহার দ্বারা কি ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে? এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লইয়া বিচার করিলে কি যথাশ্রুত প্রত্যক্ষ-বাদিগণকে সন্তুষ্ট করা যাইবে? শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ বিবিধ প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছেন, (১) দৈতুষ ও (২) অদৈতুষ। প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদের ঐ বিচারাবলম্বনে বক্তব্য বিষয়টী স্পষ্টভাবে বুঝাইলে অনেকের পক্ষে বিষয়টী বুঝিবার সুবিধা হইত বলিয়া মনে হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার তত্ত্বসূত্রে লিখিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়ের বিষয় সন্নিকর্ষে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাই 'প্রত্যক্ষ'। 'সন্নিকর্ষ' শব্দের অর্থ—সাক্ষাৎকার। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারকেই যদি 'প্রত্যক্ষ' বলা যায়, তবে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার যে সাক্ষাৎ-কার, তাহাকে 'প্রত্যক্ষ' বলিতে আপত্তি কি? ইন্দ্রিয় কিন্তু জ্ঞানের আধার নহে, তাহাকে কেবল 'জ্ঞানের দ্বার' বলা যায়, এই মাত্র। অতএব দ্বারস্থ পদার্থ যদি 'প্রত্যক্ষ' হয়, তবে অন্তঃপুরস্থ-পদার্থকে 'প্রত্যক্ষ' কহিবার দোষ কি? বরং উহাই নিশ্চয়রূপে প্রত্যক্ষপদবাচ্য হইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে আত্মার পক্ষে 'অনুমান' কহা যাইতে পারে। বিচারকের আত্মাবস্থান সিদ্ধ করিতে কোন ইন্দ্রিয়-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, যেহেতু তাহা স্বতঃপ্রত্যক্ষ। এরূপ যুক্তি-বৃত্তির দ্বারা ভগবদ্বীক্ষর উপলব্ধ হন, ঐ উপলব্ধি স্বতঃপ্রত্যক্ষ; অতএব লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমানের প্রয়োজন নাই। দৃষ্টান্তাত্মক যুক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইবে না। গুণাতীত তত্ত্বের শক্তিমানতা যদিও অলৌকিক, তথাপি তাহা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে।" 'প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদ্য ভগবান্' শীর্ষক প্রবন্ধলেখক যে প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছেন, তাহা একটু স্পষ্টভাবে জানাইলে অনেকে সন্তুষ্ট হইতে পারেন; আশা করি তিনি বারান্তরে আমাদিগকে এ বিষয়ে অধিকতর আলোক প্রদান করিবেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব অনুমানের ও প্রমেয়—এই বিষয়টী বুঝাইতে গিয়া প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন,—"খণ্ডচেতনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে অখণ্ডচেতনের অস্তিত্ব স্বতঃই স্বীকৃত হইয়া পড়ে।" খণ্ডচেতনের অস্তিত্ব শব্দ-প্রমাণে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে কিম্বা মুখে শব্দপ্রমাণ স্বীকারকারী প্রচ্ছন্ন প্রত্যক্ষবাদিগণকে বুঝান কঠিন; এই জন্য বৈষ্ণবাচার্যগণ ও ব্যাসাদি মহাপুরুষ শাস্ত্রকর্তৃগণ নিরবকাশা শ্রুতিকেই স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি বলিয়াছেন। শব্দপ্রমাণ-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত-শাস্ত্রই একমাত্র যাবতীয় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণমূলে কল্পিত-শাস্ত্ররাজিকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিতে সমর্থ, অন্য শাস্ত্র নহে। শব্দপ্রমাণানুগতাহীন অনুমানের দ্বারা কি ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী পূর্ণ-ভগবদ্বস্তু উপলব্ধির বিষয় হয়?

ঈশ্বরতত্ত্ব ঐতিহ্য-প্রমাণেরও প্রমেয়—এই বাক্যেও যদি মনোধর্ম্মিগণের প্রাচীন ইতিহাস বা কিংবদন্তীতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরতত্ত্ব-বিষয়ে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ; সেখানেও নিরবকাশা শ্রুতি বা নিরবচ্ছিন্ন শুদ্ধ-শব্দপ্রমাণের অবলম্বন ব্যতীত কখনই সুষ্ঠুরূপে ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। এইজন্য সেশ্বর-সম্প্রদায় বা নিখিল বৈষ্ণবাচার্যগণ এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র 'ঈশ্বর-তত্ত্ব-নিরূপণে একমাত্র শ্রুতিই সমর্থ—শুদ্ধশ্রৌত-পারম্পর্য্য ব্যতীত কখনও প্রত্যক্ষাদি দ্বারা ভগবান্ উপলব্ধির বিষয় হন না'—ইহাই বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছেন। শব্দ-প্রমাণানুগত প্রত্যক্ষানুমান-ঐতিহ্যাদি প্রমাণই স্বীকার্য্য, নতুবা অধোক্ষজতত্ত্ব-নিরূপণে তাহাদের প্রমা-জনকত্ব নাই। আশা করি, প্রবন্ধ-লেখক এ বিষয়ে বিস্তৃত-আলোচনা করিবেন।

[২]

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের রচিত 'শ্রীমদ্ভাগবত-নিন্দা-গর্হণ'-শীর্ষক প্রবন্ধ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দয়ানন্দজী মুখে নিজকে 'বৈদিক' বলিলেও কার্য্যতঃ স্বতঃপ্রমাণ বিশ্লোনিধি বেদকে তাঁহার নিজের মাপকাঠিতে মাপিবার চেষ্টা দেখাইয়া বেদের অবমাননা করিয়াছেন। শ্রুতিতে ব্রহ্মের অমনোবর্ত্ম ও মহা-অচিন্ত্য শক্তিমত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। † অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত না হইলে ভগবান্‌কে 'পরিপূর্ণতত্ত্ব' বলা যায় না। যে ভগবান্‌কে ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব মাপিয়া লইতে পারে, যে ভগবানের বিষয়ে 'এইটী সম্ভব—এইটী অসম্ভব' এইরূপ প্রাকৃত সম্ভবাসম্ভব বিচার করা যাইতে পারে, সে ভগবানে পরিপূর্ণ স্বতন্ত্রতা ও অচিন্ত্য শক্তিমত্তা নাই, সেইরূপ (ক্ষুদ্র জীবের কারখানার প্রস্তুত) বস্তুকে 'পরমেশ্বর' বলা যাইতে পারে না। দয়ানন্দজী দয়া করিয়া ভগবান্‌কে যেটুকু স্বাধীনতা দিতে চান বা তাঁহার বিচার-বুদ্ধির দ্বারা ভগবান্‌কে বুঝিয়া লইতে চান, ভগবান্ ততটুকু হইলে ভগবান্ দয়ানন্দজীর দয়ার পাত্র, আর দয়ানন্দজী ভগবানের দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা হইয়া পড়েন।

কিন্তু মহাশক্তিশালী অলৌকজ ভগবান্ সেই ক্ষমতাটী দয়ানন্দজীর হস্তে কখনও ন্যস্ত করেন নাই বা করিবেন না। সেই ক্ষমতা তিনি সম্পূর্ণ নিজ হস্তে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

দয়ানন্দজী "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" "নায়মেনিয়াৎ" "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" প্রভৃতি বাক্যসমূহ বিস্মৃত হইয়া বেদ, ভাগবত বিচার করিতে গিয়াছেন সুতরাং মোহিত হইয়াছেন।

দয়ানন্দজীর ন্যায় ব্যক্তিগণের মোহনের জন্য ভগবান্ বেদ-ভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে যথেষ্ট মোহনের উপকরণ সমূহ সাজাইয়া রাখিয়াছেন; কারণ তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ ভক্তমণিটিকে একমাত্র ভক্তগণের জন্যই সুরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা জানি, বহুদিবস পূর্ব্বে একদিন পরলোকগত রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর আমাদের শ্রীগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি বিদ্যান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং ভাগবতাদি ভক্তিসিদ্ধান্তশাস্ত্রেও বিশেষ পারঙ্গত; অতএব আপনি শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে যে সকল জ্যোতিষাদির বিচার বিষয়ে পরস্পর অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহার একটা সামঞ্জস্য দেখাইয়া ভাগবতের বর্ণিত বিষয়গুলির সত্যতা সমর্থন করিবার চেষ্টা করুন। কারণ নিরুক্তবাদিগণ ভাগবতের এই সকল পরস্পর অসামঞ্জস্য বাক্যের উদাহরণ দেখাইয়া ভাগবতকে আধুনিক ও অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া প্রচারণ করিবার চেষ্টা করেন।" তদুত্তরে আমাদের প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন, "বিমুখবাক্তিগণের নিকট ভাগবতে এইরূপ অসামঞ্জস্য স্থাপন করা স্বয়ং বেদব্যাসেরই উদ্দেশ্য; কারণ ইহাতে অবৈষ্ণব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ ভাগবতে নানাপ্রকার অসামঞ্জস্য থাকা ও প্রমাদ রহিয়াছে বিবেচনা করিয়া সর্ব্বপুরুষার্থ-চিন্তামণির আকর শ্রীভাগবতামৃতসাগর হইতে দূরে থাকিবে এবং কুতর্ক পঙ্কে ও অমেধ্য-আবেশে পতিত হইয়া মোহিত হইবে। আর দেবোত্তমগণ শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ ও নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয়বস্তু-জ্ঞানে ভাগবতের প্রতি অধিকতর আসক্ত হইবেন। যাহাদের ভক্ত হয়, যদি তাহাদের নিকটে সেই মহারত্ন গুপ্ত থাকিল, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা অধিক আনন্দের কথা আর কি আছে।"

"যে ভাগ্যে কহিতে হয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥
অভক্ত উষ্ট্রের হৃদে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
অমূল্যরতন কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥"

দয়ানন্দজী বেদপ্রতিপাদ্য ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকার করিবার চেষ্টা দেখাইয়া কার্য্যতঃ 'বেদ-নিন্দক' হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে বেদার্থপরিবৃংহিত শ্রীমদ্ভাগবতের নিন্দা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"মহাচিত্র ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপ কতিহায়॥
ভাগবত বুঝে হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান্।
পাঠতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥
সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাহে যে অন্যের গর্ব্ব তার শাস্তা যম॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।২৩—২৭)

গৌড়ীয়।

† "অচিন্ত্যশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ", "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥" "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।" ইত্যাদি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, ২৬শে নবেম্বর, ১৯২৭ | ১৩শ সংখ্যা

আচার্য্যানুগমনে

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

গত সপ্তাহের গৌড়ীয়ে পুঁথিখানার দ্রষ্টব্য বিষয় সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে বাকী রহিয়া গিয়াছে। পুঁথিখানায় বহু মূল্যবান্ ঐতিহাসিক চিত্রসমূহ দেখিবার পরে প্রদর্শক আমাদিগকে কৈজীকর্ত্তৃক পারস্যভাষায় অনূদিত সচিত্র রামায়ণ ও মহাভারত দেখাইলেন এবং উহা কৈজীর স্বহস্তলিখিত বলিয়া আমাদিগকে জানাইলেন। উক্ত দুই গ্রন্থেরই প্রতি পৃষ্ঠায় রামায়ণ ও মহাভারত-বর্ণিত প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী অতীব রমণীয়-চিত্রের সাহায্যে অতি পারিপাট্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদিগের এই সকল চিত্রাদি দেখিবার আগ্রহ অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলি দর্শন করিবারই প্রবল আগ্রহ ছিল; সুতরাং আমরা এই সকল চিত্রাদি দর্শন যত শীঘ্র সম্ভব সমাপ্ত করিয়া শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরের প্রাচীন-পুঁথি-সমূহ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র বর্ত্তমান সেবায়েৎ শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমীপে গমন করিয়া প্রাচীন-হস্তলিখিত-পুঁথি-সমূহ দর্শনের অভিপ্রায় জানাইলে তিনি বলিলেন, "পুঁথি কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হয় না, উহা তালাবন্ধ।" ভক্তিসারঙ্গ-প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের আগমন-সংবাদ এবং তাঁহার পুঁথি-দর্শনের অভিলাষ জানাইলে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "পুঁথি তালা-বন্ধই থাকে এবং কাহাকেও দেখান হয় না; তবে আমি আপনাদের প্রভুপাদকে দর্শন করিয়াছি, তাঁহার ন্যায় মহাত্মা যখন আসিয়াছেন, তখন আমি একটু বিবেচনা করিয়া দেখিব, আপনি অপরাহ্ণে খবর লইবেন।" ভক্তি-সারঙ্গপ্রভু অপরাহ্ণে পুনরায় গোবিন্দজীর মন্দিরে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেবায়েৎ মহাশয় পুঁথি দেখাইতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "আপনারা কাল গোবিন্দজীর ভোগারতির পর আসিয়া পুঁথি দেখিয়া যাইবেন, তবে এত অধিক সংখ্যক পুঁথি একদিনে দেখা সম্ভব হইবে না। ভক্তি-সারঙ্গ প্রভু এই সংবাদ লইয়া আমাদের বাসস্থানে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট নিবেদন করিলেন।

পরদিবস ভোর ৪ চারি ঘটিকায় এক্সপ্রেসে শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ প্রভু কাণপুর হইতে জয়পুরে আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। বেলা ৭ ঘটিকার সময় প্রভুপাদের সহিত আচার্য্যাত্রিক প্রভু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত শিলোটে গমন করিলেন। শিলোট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রসাদাদি সেবার পর শ্রীল প্রভুপাদ কয়েকজন ভক্তের সহিত শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে আগমন করিলেন। শ্রীভক্তি-সারঙ্গপ্রভু মন্দিরের সেবায়েতের নিকট গমন করিয়া প্রভুপাদের আগমনের কথা জানাইলে মন্দির-সেবায়েৎ শ্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের জগমোহনের দক্ষিণভাগে

অবস্থিত কতিপয় বৃহৎ কাষ্ঠমঞ্জুষা হইতে কয়েকজন মন্দির-সেবককে পুঁথিগুলি দেখাইতে আদেশ প্রদান করিলেন; তিনি নিজেও তদ্বিষয়ে কিছুকাল সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদের সম্মুখে প্রথমে একটী মঞ্জুষা আনীত হইল, সেই মঞ্জুষাটীর বাহিরের দিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, বহু বৎসর যাবৎ এই সকল দ্রব্যের প্রতি কোনই যত্ন লওয়া হয় না, কারণ ঐ সকল কাষ্ঠ-পেটারার উপরি-ভাগে অসংখ্য আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। কিছু কাল ধরিয়া পেটারার উপরে সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি পরিষ্কার করিবার পর ঐ কাষ্ঠ-পেটারাটী উন্মুক্ত করা হইল। ভিতরে যে সকল পুঁথি বস্ত্রাবরণীদ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, উহার প্রায় অধিকাংশই কীটদষ্ট হইয়াছে এবং তন্মধ্যে বহু জীব জন্তুও পরম শান্তিময় বাসস্থান লাভ করিয়াছে। আমরা পুস্তকগুলির আবরণী উন্মোচন করিয়া দেখিলাম যে, ঐগুলি বহু বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন হস্তলিখিত পাঁজি। আমাদের পাঁজি দেখিবার বিশেষ আবশ্যক নাই বিবেচনা করিয়া যে সকল পেটারায় শাস্ত্র-গ্রন্থাদি রহিয়াছে, তাহাই দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। ভক্তিসারঙ্গপ্রভু অপর একটী বৃহৎ কাষ্ঠ-মঞ্জুষার মধ্য হইতে বিবিধ বর্ণের বস্ত্রাবরণীযুক্ত বহু পুঁথি বাহির করিয়া আমিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে স্তূপীকৃত করিতে লাগিলেন, বোধ হয় ঐ সিন্দুকটীতে অন্ততঃ বড় বড় ২০০ শত পুঁথি ছিল; কিন্তু পুঁথিগুলির অবস্থা পূর্ব্ববৎ, উপরের বস্ত্রাবরণীগুলি কীটদষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, মঞ্জুষার ভিতরে অসংখ্য পোকা মাকড়ের বাসস্থান হইয়াছে, পুস্তকের উপরে ধূলিরাশি পতিত হইয়াছে। পুঁথিগুলির প্রতি অধিকারিগণের ঐরূপ উদাসীনতা দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে বড়ই দুঃখ হইল। নিকটে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে পুঁথিগুলির প্রতি ঐরূপ অযত্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, এই সমস্ত পুঁথি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিবার জন্য মন্দির-সেবায়েতগণকে বলা হয়, পুঁথিগুলিতে ধূপধুনা দেওয়ার কথা বলা হয়, কিন্তু অধিকারিগণ এ বিষয়ে উদাসীন। আমরা একে একে বস্ত্রাবরণী-সমূহ উন্মোচন করিয়া পুঁথিগুলি দেখিতে থাকিলাম। প্রভুপাদ স্বয়ং পুঁথিগুলি পর্য্যালোচনা করিতে থাকিলেন এবং ঐ সকল পুঁথি হইতে মাঝে মাঝে কতিপয় স্থান পাঠ করিয়া আমাদিগকে শুনাইতে থাকিলেন। পুঁথিগুলি সমস্তই হস্তলিখিত ও প্রাচীন। প্রভুপাদের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পড়িবার খুব বেশী অভ্যাস আছে। তিনি খুব তাড়াতাড়ি প্রত্যেক পুঁথিটীর প্রথম ও শেষভাগ এবং পুঁথির নাম বলিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীপাদ বাসুদেবপ্রভু পুঁথিগুলির আবরণী উন্মোচন করিয়া দিতে থাকিলেন। আমরা প্রভুপাদের dictation অনুসারে পুঁথির কিঞ্চিৎ পরিচয়সহ একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া যাইতে থাকিলাম। ইতোমধ্যে প্রভুপাদের কিছু সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে যাইতে হইয়াছিল; প্রভুপাদ ভক্তিসারঙ্গপ্রভুর সহিত মোটর-যানে আরোহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমি এখনই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, পুস্তকগুলির যেন নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করা হয়"। বাসুদেবপ্রভু পুঁথিগুলির আকার দেখিয়া পুঁথিগুলির নাম ও বিবরণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমরা লিখিয়া যাইতে থাকিলাম। কয়েকটী অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি দেখিতে পাইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম এবং প্রভুপাদকে দেখাইবার জন্য সেই পুঁথিগুলি পৃথক করিয়া রাখিলাম। স্থানে স্থানে কতকগুলি পুঁথির পাতা উল্টা-পাল্টা হইয়া গিয়াছে, কতকগুলির প্রথম ও শেষ কয়েক পৃষ্ঠা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যাইতেছে না। প্রায় চৌদ্দ আনা পুঁথি সংস্কৃত দেবনাগর অক্ষরে লেখা, বাকী দু' আনা কিংবা তাহা হইতেও কম বঙ্গাক্ষরে লিখিত। হস্তলিখিত প্রাচীন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ৪।৫ খানা দেখিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তন্মধ্যে ২।৩টী পুঁথি অসম্পূর্ণ এবং বাকী কয়েকটীরও শেষ দিকের পাতা নাই। সুতরাং পুঁথিগুলি কত দিনের পূর্ব্বের লিপিকরের দ্বারা লিখিত হইয়াছে, তাহা জানা গেল না। শ্রীধর স্বামীর আত্মপ্রকাশ টীকা সহিত দেবনাগর অক্ষরে লিখিত সমগ্র বিষ্ণুপুরাণ পুঁথিও তিন চারি খানা দেখিলাম, এতদ্ব্যতীত যাবতীয় পুরাণ, উপপুরাণ, স্বামী-টীকা ও ক্রম-সন্দর্ভ সহ শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ, উপনিষদাবলী ও দার্শনিক গ্রন্থসমূহ সমস্তই হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে দেখা গেল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলিও সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে পাওয়া গেল।

এদিকে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপরমানন্দ প্রভু ও শ্রীমদনমোহন বিদ্যালঙ্কারের সহিত গোবিন্দজীর মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভুপাদ আসিয়াই পুঁথিগুলি পর্য্যালোচনা করিতে বসিলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর উদ্দেশে একটী সুন্দর প্রাচীন স্তব—যাহা এযাবৎ কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, এরূপ একটী স্তব শ্রীল প্রভুপাদ একটী জীর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি হইতে পাঠ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর রচিত আর একখানা বেদান্ত-সম্বন্ধীয় পুঁথি দেখাইলেন; কিন্তু পুঁথিটীর নাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর রচিত বলিয়া উল্লেখ মাত্র রহিয়াছে। এই পুস্তক এযাবৎ কোথাও মুদ্রিত হয় নাই বা পূর্ব্বে কোথাও দেখা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি প্রাচীন পুস্তক ও গোস্বামিগণের টীকা আমরা তথায় দেখিতে পাইলাম। দুই batch এ তাড়াতাড়ি কাজ অগ্রসর হইবার জন্য আমরা পুঁথির তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। হস্তলিখিত পুঁথিগুলির যে তালিকাটী প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং যে সকল অপ্রকাশিত গ্রন্থরাজির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ সময়ান্তরে গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলি সাধারণের দেখিবার এমন কি, উহার একটী তালিকা পর্য্যন্ত পাইবার কোন উপায় নাই। এই বহুমূল্য পুঁথিগুলি এইরূপভাবে অযত্নে কীটদষ্ট না হইয়া যাহাতে ভক্ত-সম্প্রদায়ের দর্শনের সুযোগ হয় এবং এই সকল অপ্রকাশিত পুঁথিগুলি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তদ্বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা হইলে জগতের অনেক মঙ্গল হইতে পারে। শুনা গেল, শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে যে-সকল হস্তলিখিত পুঁথি রহিয়াছে, তাহা হইতে কাহারও কোন অংশ টুকিয়া আনিবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই।

আমরা শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের পুঁথি-সমূহ দর্শন করিয়া প্রভুপাদের সহিত নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। সন্ধ্যার সময় ঠাকুর সাহেব শ্রীমান্ কুশল সিংজী পুনরায় প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। প্রভুপাদের নিকট শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের পুঁথিসমূহ দর্শনের কথা শুনিতে পাইয়া তিনি বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কারণ তিনি পূর্ব্বে নিজে বহু চেষ্টা করিয়াও শ্রীমন্দিরের পুঁথি-দর্শনে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

শ্রীমান্ কুশল সিংজী বাঙ্গালা জানেন না, তিনি হিন্দী বা ইংরাজী ভাষার কথা বলিলে বুঝিতে পারেন, সুতরাং প্রভুপাদ পূর্ব্বদিনের ন্যায় ইংরেজী ও হিন্দিতেই হরিকথা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীমান্ কুশল সিংজীকে প্রভুপাদের সম্পাদিত শ্রীসজ্জন-তোষণী (or Harmonist) পত্রিকা এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত কয়েক খানি ইংরাজী পুস্তক প্রদান করিয়াছিলেন। যাহাতে প্রভুপাদ স্বয়ং কিংবা তাঁহার অনুগত কোন প্রচারক আরও কয়েকদিন জয়পুরে অবস্থান করিয়া হিন্দি ভাষায় সর্ব্বসাধারণে বক্তৃতা প্রদান করেন, তজ্জন্য কুশল সিংজী পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ পরদিবস প্রাতেই জয়পুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র যাইতেছেন শ্রবণ করিয়া কুশল সিংজী বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। প্রভুপাদ কুশল সিংজীকে বলিলেন, আমি চলিয়া গেলেও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দরবন মহারাজ এখানে থাকিবেন, তিনি ইংরেজী ও হিন্দিতে অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন। কুশল সিংজী বলিলেন, সাধারণের নিকট ইংরেজী অপেক্ষা হিন্দি-বক্তৃতাই বিশেষ আদরণীয় হইবে। এরূপ বিবিধ প্রসঙ্গ হইতেছিল, এমন সময় শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু ও ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শিলোট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রভুপাদের চরণ-সমীপে উপনীত হইলেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু কুশল সিংজীকে বলিলেন, যদি আপনার কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য বা কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে প্রভুপাদের সমীপে পরিপ্রশ্ন করিলে আমরাও আপনার উপলক্ষে হরিকথা শুনিতে পাইয়া উপকৃত হইতে পারি। আপনি আপনার যে কিছু সন্দেহ বা জিজ্ঞাস্য, কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কুশল সিংজী বলিলেন,—আমার দুই একটী জিজ্ঞাস্য আছে, আমি যখন বাড়ী ফিরিতেছিলাম, তখন মনে হইল, বৃন্দাবনে আমি যে সমস্ত বৈষ্ণব দেখিয়াছি, তাঁহারা আমার যতদূর স্মরণ হয়, অধিকাংশই শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের কাহারও হস্তে দণ্ড দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। মহাপ্রভুও সম্ভবতঃ শ্বেতবস্ত্রই পরিধান করিতেন,

তিনিও বোধ হয় দণ্ড প্রভৃতি গ্রহণ করেন নাই। আপনাদের মধ্যে কাহারও কাহারও গেরুয়া বসন ও এইরূপ দণ্ড গ্রহণ করিবার কারণ কি?

শ্রীল প্রভুপাদ এতৎ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশি বাবুকে আদেশ করিলেন। তিনি কুশল সিংহীকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর সাধারণ যুক্তিসমূহের দ্বারা কিছুক্ষণ বুঝাইলে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভুপাদ যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তিকল্পবৃক্ষের মহামূল শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এবং তাঁহার নয় জন শিষ্য, সকলেই গৈরিকবসন ধারণ করিতেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রমুখ শ্রীসম্প্রদায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে গৈরিকবসন ও ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কতু গোস্বামিগণ 'পরমহংস' বলিয়া কেহ কেহ গৈরিকবসন বা দণ্ড প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন কি না, তাহার প্রমাণ নাই। তাঁহাদের অনুবর্ত্তী পরমহংস-বৈষ্ণবগণ বৈধমার্গীয় বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করেন নাই, কারণ তাঁহারা রাগ-মার্গীয় পরমহংস। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র রাগমার্গীয় পরমহংস বৈষ্ণবগণের মর্য্যাদা-মার্গোচিত ভাষায়-বস্ত্র পরিধানের বাধ্যবাধকতা নাই, এই জন্য শ্রীচরিতামৃতে সহজরাগমার্গীয়-কুলের আদর্শ শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়,—'রক্তবস্ত্র' "বৈষ্ণবের" পরিতে না যুয়ায়।' কিন্তু পরবর্ত্তিকালে অনিষ্ট বিবিৎসা-সন্ন্যাসের অনুপযোগী, অনধিকারী ও অকালপক্ক কতিপয় ব্যক্তি সহজ পরমহংসের আচরণের অনুকরণ-প্রবৃত্তি লইয়া ডিগবাজি খড় হইবার চেষ্টা করায়, এই সম্প্রদায়-মধ্যে সকলেই অনুরাগের আবরণে বেদ-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। উহা কখনই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিহিত অনুষ্ঠান হইতে পারে না, বিশেষতঃ পরমহংস-গুরুবর্গের পদবী তাঁহাদের দাসগণ কখনও গ্রহণ করিতে পারেন না। এই দোষ-দুষ্ট গৌড়ীয়-ক্রব-সম্প্রদায়ের বিচার-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য যাঁহারা 'অনুচানমানী' দাম্ভিক নহেন, তাদৃশ শিষ্ট-শিষ্যের শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-বিধি ও বেদানুশাসনের মধ্যে অবস্থিত হইয়া ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বিদ্ধ-বৈষ্ণবগণের অর্ব্বাচীনতার প্রতিকূলে শাস্ত্র-সঙ্গত বিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সংঘের বিধি লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা বিশৃঙ্খলতা আনয়নের জন্য আপনাদিগকে বৈষ্ণব-গুরুর সজ্ঞায় সজ্জিত করেন, অথচ বৈষ্ণব-গুরুর শিষ্য হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাঁহাদের শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুকরণে বেষাদি গ্রহণদ্বারা আত্ম-মহিমা প্রচার করিতে গেলে শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত 'মর্কট-বৈরাগ্যে'র অনুসরণ হইয়া যাইতে পারে, ইহাই আশঙ্কার বিষয়। এই বৈষ্ণব-ক্রবগণের অধোক্ষজতার ও অর্ব্বাচীনতামূলে বিচার-ভাঙ্গনে বর্ত্তমানে যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য অনেকেই দিতে পারেন। ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা ও গ্লানি বিদূরিত করাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কার্য্য; এই গ্লানি-সংরক্ষণের জন্য যাঁহারা পরোক্ষে বা অপরোক্ষে চেষ্টা করেন বা কোন প্রকারে সাহায্য করিতে চান, তাঁহাদিগের আচরণ শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রিত বিশ্ববাসী কেহই অনুমোদন করেন না। গ্লানি-সংরক্ষণ ও সাধারণ লোককে কুপথে আনয়ন যাঁহারা আদর করেন, শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের কথায় প্রতারিত হইতে পারেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে দুই প্রকার পার্ষদভক্ত প্রকটিত করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে এক প্রকার—বৈষ্ণব-গৃহস্থ, আর এক প্রকার—ভক্তপ্রীত্যর্থে ত্যাগী পুরুষ। এই বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ 'গৃহস্থ-সাধন-ভক্ত' হইতে পৃথক্; বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ—পরম-হংস, তাঁহাদের গৃহে বা বনে থাকায় কোন পার্থক্য নাই। তাঁহারা সকলেই—জগদ্গুরু। 'গৃহস্থ-সাধক' কখনও জগদ্গুরু বা আচার্য্য হইতে পারেন না, তবে যে কোনও কোনও স্থলে গৌণভাবে গৃহস্থ ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অত্যন্ত কর্ম্মজড় অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নত করিবার জন্য। মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে তিন প্রকার ত্যাগিকুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই জগদ্-গুরু। উপরি-উক্ত বৈষ্ণব-গৃহস্থ বা পরমহংসগণ কায়-বাক্য-মন দ্বারা নিত্য করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তদ্রূপ বৈষ্ণব-ত্যাগিকুলও কায়মনোবাক্য-দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। সেইরূপ বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীবাসাদি মহাপ্রভুর ভক্তগণ এবং ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে শ্রীল রূপপাদ প্রভৃতি সকলেই ত্রিদণ্ডীর আদর্শ। তাঁহারা সকলেই ভাগবতীয় অবজ্ঞানগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি-কীর্ত্তনকারী।

ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে রূপানুগীয় পন্থার মূলপুরুষ শ্রীল রূপপাদ ; তদ্রচিত উপদেশামৃতের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকে ত্রিদণ্ডিগোস্বামীর স্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর "ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা" প্রভৃতি বহু শ্লোকে আদর্শ ত্রিদণ্ডীর কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দী পন্থার মূলপুরুষ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব, তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে "দণ্ডে নিধায় কৃপকং" শ্লোকে চৈতন্যবিমুখ গৃহব্রত বা এক-দণ্ড-গ্রহণকারী চৈতন্য-বিগ্রহ হইবার ঘৃণার্হা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চৈতন্যচরণে প্রণত হইবার জন্য সকলকে 'ত্রিদণ্ড'-গ্রহণের উপদেশ করিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর তৃতীয় শাখার ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে গাদাধরী-শাখার মূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্ষেত্র-সন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছেন। ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় পণ্ডিত-গোস্বামিপ্রভুর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া 'মাধবাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। শ্রীবল্লভ ভট্ট গদাধর গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়া স্বীয় অপ্রকটের ৩৯ দিবস পূর্ব্বে নিজ গুরুভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর দ্বারা পরমসম্মানিত, 'জগদ্গুরু' ও 'ভক্তৈক-রক্ষক' আখ্যায় বিভূষিত শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বৈষ্ণবত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ছিলেন। সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম 'বিষ্ণুস্বামি'-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ৭০০ সাত শত ত্রিদণ্ডী আচার্য্যের নাম ও অষ্টোত্তর শত ত্রিদণ্ডীর উপাধি পাওয়া যায়। সৎসম্প্র-দায়ের অন্যতম শ্রীরামানুজীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ড-বিধানের কথা সকলেই জানেন।

'ত্রিদণ্ডী' বলিলে 'ত্যক্তদণ্ড পরমহংস' বা 'রাগানুগ-সিদ্ধ-বৈষ্ণব' নহেন,—ইহাই বুঝায়। 'পরমহংস' বলিলে 'ত্রিদণ্ডী' বা 'একদণ্ডী' নহেন—ইহাই বুঝায়। সুতরাং যাঁহারা নিজদিগকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব', 'ভাগবত' 'পরমহংস' 'সিদ্ধ', 'রাগানুগ' প্রভৃতি ধার্ষ্টিকতায় লিপ্ত করিবার পরিবর্ত্তে 'বৈষ্ণবদাস', 'বর্ণাশ্রমাদ্যর্গত বৈধদীক্ষক জীবমাত্র' বলিয়াই পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে একাধারে তাঁহাদের বৈষ্ণব-গুরুবর্গের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নিজদিগকে বৈষ্ণবের অযোগ্য দাসানুদাসাভিমান-রূপ 'তৃণাদপি সুনীচ' ধর্ম্মেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আচার্য্যগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী, কেহ বাহ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, কেহবা অন্তরে 'ত্রিদণ্ড' গ্রহণ করিয়া কায়বাক্য-মনের দ্বারা হরিসেবা করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের উপাস্য অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌর-সুন্দর স্বয়ং গৈরিক-বসন-ধারণের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সন্ন্যাস-লীলার অব্যবহিত কাল পরেই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত অকিঞ্চনগণের নিদণ্ডিভিক্ষুর রীতি যাহিতে যাহিতে ত্রিদণ্ডীর প্রশংসা এবং নিজকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অভিমান-পূর্ব্বক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মাত্রেরই কায়মনোবাক্যদ্বারা কৃষ্ণ-নিষেবণরত ত্রিদণ্ড-গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কায়, বাক্য ও মনকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া দণ্ডিত করার নামই "ত্রিদণ্ড-ধারণ" ভগবান্ বা পরমহংস-লীলাভিনয়কারী গৌরসুন্দরের তাদৃশ কোন আবশ্যকতা থাকিতে পারে না, ইহা জানাইবার জন্যই অবধূত নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র অমল প্রমাণ গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে যে ত্রিদণ্ডের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই ত্রিদণ্ড-গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বৈষ্ণব-সন্ন্যাসাশ্রম-বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে অনুরাগ-পথে দণ্ড-সংরক্ষণ ও বেষ পরিবর্ত্তন করিয়া উচ্চপদবী একমাত্র সিদ্ধ রাগাত্মিকের অনুগ জনেই অবস্থিত। বৈধশাস্ত্র-পদ্ধতি অনুসারে শ্রীরূপানুগ গোপাল ভট্ট গোস্বামীপ্রভু, ত্রিদণ্ডিপাদের শিষ্যসূত্রে যে বিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাস-নামক বৈষ্ণব-স্মৃতিতে ও সংস্কার-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীধ্যানচন্দ্রের সংস্কার-চন্দ্রিকা-পদ্ধতিতে ত্রিদণ্ড গ্রহণকে সন্ন্যাসীর প্রধান সংস্কার বলিয়া তদনুকূলে বৈদিক প্রমাণ-সমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাগবত-চন্দ্রিকা, প্রমেয়মালা, সত্যধৃত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ত্রিদণ্ড-গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা বহু বিচার ও শাস্ত্র প্রমাণ-দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ড-গ্রহণের শাস্ত্রপ্রমাণ বেদশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য শাখায়, অথর্ব্বোপনিষদে, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেকের মধ্যে, শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে, গৌড়ীয়-

বৈষ্ণবের সকল পদ্ধতিগুলিতে, শ্রীধরস্বামীর ভাবার্থ-দীপিকায়, স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণে, সাত্বত সংহিতায়, মনুসংহিতায় ও একাদশীতত্ত্ব প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থে অতি স্পষ্টভাবে প্রচুর পরিমাণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। * শ্রীভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন যে, উত্তম অধিকার বা বৈষ্ণব পরমহংসাবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই ত্রিদণ্ডগ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই; প্রত্যেকের ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিতেই হইবে—

---

* ত্রিদণ্ড সম্বন্ধে কতিপয় শাস্ত্র-প্রমাণ—

"তথা হি স্মর্য্যতে দক্ষবৃহস্পতিভ্যাম্—

মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারীতি লক্ষ্যতে।
গৃহস্থো দৃষ্টিবেষ্টেন খরোমৈর্বনাশ্রমী॥

ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চেতি লক্ষণানি পৃথক্ পৃথগিতি।

শাণ্ডিল্যঃ—দণ্ডানি ত্রীণি সম্ভূয় ধারয়েদিতি পূর্ব্বকম্।

অত্রিঃ—নিত্যং বৈষ্ণবং তেষাং ত্রিদণ্ডং দর্শনাত্রকম্।
ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চেতি লক্ষণং বৈ শ্রুতং শ্রুতৌ।

দত্তাত্রেয়ঃ—

ত্রিদণ্ডিরূপধৃগ্বিপ্রঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
ত্রিদণ্ডী পূজিতো যেন বিষ্ণুস্তেন প্রপূজিতঃ॥
অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ নিত্যং নারায়ণাত্মনা।
নমস্তে ভক্তিভাবেন বিষ্ণুরূপী ত্রিদণ্ডভৃক্।
ত্রিদণ্ডং বিষ্ণুসংযুক্তা যে বহন্তি দ্বিজাঃ।
যো হি তত্ত্বং ন জানাতি ত্রিদণ্ডার্হো ন স স্মৃতঃ।

অত্রিদত্তাত্রেয়ৌ—

কাণাদ-শাক্য-পাষণ্ডৈস্তপ্তো ধর্ম্মো বিলোড়িতঃ।
ত্রিদণ্ডধারিণা পূর্ব্বং বিষ্ণুনা রক্ষিতা ত্রয়ী॥"

হারীতঃ—

বিষ্ণুরূপং ত্রিদণ্ডাখ্যং সর্ব্বদা ধারয়েদ্ যতিঃ।
কুর্য্যাৎ ত্রিদণ্ডগ্রহণং কালক্ষেপং ন কারয়েৎ॥
কেশমাত্রান্ সমগ্রন্থীংস্ত্রিদণ্ডান্ বৈষ্ণবান্ যতিঃ॥

ধারয়েদিতি শেষঃ। ইত্থং পরঃ শতাঃ স্মৃতয়ো বিস্তর-ভয়ান্নলিখ্যন্তে অন্যাপি সূচয়িষ্যতি বেদুত্তির্ন ভবেদ্ যতিরিতি বহুবচনেন জ্ঞান-বৈরাগ্য-রহিত-ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ইত্যনেন চ নন্বনাত ঊর্দ্ধং গুরুমন্ত্রঃ বিষ্ণুরাদেকদণ্ডী ত্রিদণ্ডীচেতি বৌধায়নাদি বচনাৎ ত্রিদণ্ডৈকরণ্ডধারণয়োর্বিকল্প ইতি চেন্ন গুরুমনুনোক্তস্যাধিকস্যাদণ্ডবাৎ বৌধায়নাদিসামান্য-বচনবিকল্পিতৈকদণ্ডাদ্যপেক্ষয়া ত্রিদণ্ডালাভরূপাপবিষয়তাৎ হারীতমেধাতিথী ব্যবস্থা পরতঃ।" (চন্দ্রিকা)

অনুবাদ—দক্ষ ও বৃহস্পতির স্মৃতিবচনও এইরূপ—

মেখলা, অজিন এবং দণ্ড-দ্বারা ব্রহ্মচারী, দৃষ্টি, বেদ প্রভৃতি দ্বারা গৃহস্থ, নখ-রোমদ্বারা বানপ্রস্থ এবং ত্রিদণ্ডধারণ যতি ব্যক্তি লক্ষিত হইয়া থাকেন। এইগুলি ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ জানিবে।

শাণ্ডিল্য বচন—

বিধিপূর্ব্বক দণ্ডত্রয় রক্ষা ও ধারণ করিবে।

অত্রি বচন—

পবিত্রের সহিত বর্ত্তমান ত্রিদণ্ডই তাঁহাদের বৈষ্ণব-চিহ্ন। যেহেতু যতি ব্যক্তি ত্রিদণ্ডদ্বারা চিহ্নিত হইবেন—শ্রুতিতে এইরূপ বচন অবগত হওয়া যায়।

দত্তাত্রেয় বচন—

"ত্রিদণ্ডি-রূপধারী ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব যিনি ত্রিদণ্ডিব্যক্তির পূজা করেন, তাঁহার সেই পূজাদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুই পূজিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা নারায়ণাত্মক অষ্টাক্ষর মন্ত্রদ্বারা ভক্তিভাবে বিষ্ণুরূপী ত্রিদণ্ডীকে প্রণাম করিবে। অনেক ব্রাহ্মণই ত্রিদণ্ডরূপ চিহ্ন ধারণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, পরন্তু তন্মধ্যে যিনি ব্রহ্ম-তত্ত্ব অবগত নহেন, তিনি ত্রিদণ্ডধারণের যোগ্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হন নাই।"

অত্রি এবং দত্তাত্রেয় বচন—

"কাণাদ (বৈশেষিকদর্শনকারকণাদমুনির মতাবলম্বী), শাক্য (বৌদ্ধ) এবং পাষণ্ড (পাশুপত প্রভৃতি মতাবলম্বী) গণকর্ত্তৃক বেদধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইয়াছিল। পুরাকালে ত্রিদণ্ড-ধারী ভগবান্ বিষ্ণু সেই বেদধর্ম্মকে পুনরায় রক্ষা করিয়াছিলেন॥"

হারীত বচন—"যতি ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষ্ণুরূপী ত্রিদণ্ড বস্তুকে ধারণ করিবেন। তিনি সর্ব্বদা ত্রিদণ্ড ধারণ করিবেন, এ বিষয়ে কালক্ষেপ করিবেন না।

যতি মৃত্তিকা হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত উচ্চ, সম-গ্রন্থিযুক্ত বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ড ধারণ করিবেন।"

এইরূপ শতাধিক স্মৃতি বচন আছে, গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে সে সকল লিখিত হইল না।

এই গ্রন্থেও "বেণুভির্ভবেদ্ যতিঃ" এই বচনে "বেণুভিঃ" এই বহুবচনান্ত 'বেণু'পদদ্বারা এবং "জ্ঞান-বৈরাগ্যরহিত ব্যক্তি ত্রিদণ্ডকে উপজীবিকারূপে ধারণ করেন" এই বাক্যের "ত্রিদণ্ড" পদদ্বারাও যতিগণের ত্রিদণ্ডই যে ধারণীয়, ইহা পরে সূচিত হইয়াছে।

যদি বল—"ইহার পর একদণ্ডী বা ত্রিদণ্ডী ব্যক্তি আর শুক্ল বস্ত্র ধারণ করিবেন না" [বৌধায়ন প্রভৃতির এই সকল বচন অনুসারে ত্রিদণ্ড ও একদণ্ড ধারণের বিকল্প লাভ হইতেছে—তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, তোমার এতাদৃশ কল্পনা সঙ্গত নহে। কারণ শুক্ল এবং নমু এই উভয় বিষয়ের তুল্যভাবে বিকল্প হইতে পারে না।

অতএব বৌধায়নাদির তাদৃশ সামান্যবচন দ্বারা যে একদণ্ড ধারণ বিকল্পিত হইয়াছে, তাহা ত্রিদণ্ডের অলাভ-রূপ আপৎকালের বিষয়েই জানিবে। হারীত ও মেধা-তিথি এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যেতৎসর্ব্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ। (জাবালোপনিষৎ ৬ষ্ঠ খণ্ড)

—পরমহংস ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, অলাবুনির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র, দর্ভনির্ম্মিত মেখলা, আচমনাদি জলশোধনের জন্য গৃহীত প্রাদেশ-পরিমিত শ্বেতবস্ত্র, শিখা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি সমস্তই "ভূঃস্বাহা"—এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তীর্থ জলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে অভিগমনপূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্যে পরমাত্মার অন্বেষণ করিবেন।

ত্রিদণ্ডমূর্দ্ধ্বো হি পুরুষ সমাচরেদ্যস্তৈঃ পঞ্চৈর্ব্বহির্মুখাক্ষঃ।
সমূচ্য সংসার-সমস্ত-বন্ধনাৎ স যাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্॥
(হারীতসংহিতা, ৬।২৩)

—যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি সমস্ত হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্ত-ভাবে এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।

একবাসা দ্বিবাসাপি শিখী যজ্ঞোপবীতবান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বান্ **ত্রিদণ্ডো** যাতি তৎপরম্॥
(পদ্মপুরাণ স্বর্গ খণ্ড আদি ৩১শ অঃ)

—একবস্ত্র বা দ্বিবস্ত্র-পরিধারী শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীত-যুক্ত এবং হস্তে কমণ্ডলুযুক্ত বিদ্বান্ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসী সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ **ত্রিদণ্ডী** সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্র্যেকং জপেৎ সদা॥
(স্কন্দপুরাণ সূতসংহিতা)

—ত্রিদণ্ডী যতি শিখা রাখিবেন ও যজ্ঞোপবীতধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন।

"পুজ্যতমং **ত্রিদণ্ডি-বেষম্**"॥
(ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৯.১)

ত্রিদণ্ডি বেষ—পূজ্যতম বেষ।

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥
(উপদেশামৃত ১ ও মহাভারত 'হংস-গীতা')

—যে ধীরব্যক্তি বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, রসনাবেগ, উদরবেগ, ও উপস্থবেগ—এই ষড়্‌বিধ বিষয়-বেগ ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন।

প্রভু কহে,—'সাধু' এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত-কৈল নিদ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৩।৭-৯)

বাঙ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ **ত্রিদণ্ডীতি** স উচ্যতে॥
(মনু ১২।১০)

—যাঁহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড—বুদ্ধিতে নিহিত, তিনিই যথার্থ 'ত্রিদণ্ডী'॥

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং বৈব **ত্রিদণ্ডিনম্**।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুদ্ধতি॥
(একাদশী-তত্ত্বে ত্রিস্পৃশৈকাদশী-প্রকরণধৃত স্মৃতি-বাক্য)

—দেবতার প্রতিমা এবং ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কেহ নমস্কার না করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির উপবাস-দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

বাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপপদ্যতে। ।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥
• • • •
অহং হি সর্ব্বকল্পানাং সঙ্গীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥

(ভাঃ ১১।২৯।১৭, ১৯)

[শ্রীভগবান্ কহিলেন, যে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার ভাব না জন্মে অর্থাৎ সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিরূপ মহাভাগবত-পরমহংস-বৈষ্ণব-লক্ষণ উপস্থিত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত বাক্য, মন ও কায়বৃত্তিদ্বারা উপাসনা করিবে ('দণ্ড' শব্দের অর্থ—'দমন' ; বাক্য, মন ও কায়—এই ত্রিবৃত্তি ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া উহাদিগকে দণ্ডিত বা দমন করার নামই—ত্রিদণ্ডগ্রহণ ; ইহাই শাস্ত্রের সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে)]

[শ্রীভগবান্ কহিলেন, এইরূপ মন, বাক্য ও কায়বৃত্তি-দ্বারা যে সর্ব্বভূতে মদ্ভাব-দর্শন, তাহাকেই সকল উপায়ের মধ্যে সমীচীন উপায় বলিয়া আমি বিবেচনা করি।]

কেবল একমাত্র রাগমার্গীয় সহজ পরমহংসেরই বিধি-যোগ্য সন্ন্যাসাদি আশ্রমের চিহ্নস্বরূপ বৈধিক বসন বা ত্রিদণ্ডাদির কোন আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই, তাহা ভাগবতে দৃষ্ট হয়,—"বলিমুনো প্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১৮।২৮)

স্বামিটীকা যথা,—মোক্ষেঽপ্যনপেক্ষো মদ্ভক্তো বা স বলিমুন্ ত্রিদণ্ডাদিসহিতান্ আশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা তদাসক্তিং ত্যক্ত্বা যথোচিতং ধর্ম্মং চরেৎ।

[ক্রমশঃ]

"শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-মহিমা"।

অনন্ত বৈষ্ণব-গুণ, কহনে না যায়।
বেদ পুরাণেতিহাসে, অন্ত নাহি পায়॥
যে জন শরণ লয়, বৈষ্ণব চরণে।
সে জন জানয়ে কিছু কৃষ্ণকৃপাগুণে॥
কৃষ্ণ-কাঁহা ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমাণ।
যেবা করে ভেদ বুদ্ধি সেই অপরাধ॥
সেবিলে বৈষ্ণবগণ, কৃষ্ণ-সেবা হয়।
বৈষ্ণব সেবা বিহনে (কৃষ্ণ) সেবা কভু নয়॥
(শুদ্ধ) বৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণ সেবা পাই।
বৈষ্ণব-বিনা সেবক ত্রিভুবনে নাই॥
কৃষ্ণের যতেক লীলা বৈষ্ণব লইয়া।
বাড়ায় বৈষ্ণব-গুণ নিজে মধু হঞা॥
এ হেন করুণ প্রভু, সেবক তাঁহার।
ভজিলে মঙ্গল হয় ঘুচয়ে আঁধার॥
তীর্থও মলিন হয় পাপীর পরশে।
বৈষ্ণব-বিজয়ে তীর্থ—সব পাপ নাশে॥
ধরণী সহিতে নারে যে পাপের ভার।
বৈষ্ণব উদয়ে পাপ নাহি থাকে আর॥
ধরার সম্পৎ শুধু বৈষ্ণব-চরণ।
আর যত সব হয় মায়া আবরণ॥
না জে'নে বৈষ্ণব-তত্ত্ব মর্ত্যবুদ্ধি করে।
জাতিবুদ্ধি হয় যার অভিমান-ভরে॥
নিজ কার্য্যাকার্য্য বোধ কভু নাহি যার।
সেই অভাগিয়া করে বৈষ্ণব-বিচার॥
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বুঝে শক্তি কার।
না বুঝিয়া চর্চ্চা করে সেই দুরাচার॥
কুম্ভীপাকে পড়ি রবে নাহিক সংশয়।
বৈষ্ণব নিন্দিলে ত্রাণ কোনকালে নয়॥
এমন নির্ব্বোধ কেবা জগত ভিতরে।
কুঠার আঘাত করে নিজে নিজ-শিরে॥
সংসারে সকল পাপী হইবে উদ্ধার।
চর্চ্চিলে বৈষ্ণবগণে, নাহিক নিস্তার॥
অতএব নিন্দা ছাড়ি বুদ্ধিমান জন।
আপন-মঙ্গল-লাগি (করে) বৈষ্ণব-ভজন॥
এই নিবেদন মম বৈষ্ণব-চরণে।
কভু নাহি শুনি যেন ভক্ত-নিন্দা কাণে॥
বৈষ্ণব মহিমা যেবা গাহিবে সতত।
এ রাধাচরণ তাঁর চরণে প্রণত॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-কৃপা-ভিক্ষু—"শ্রীরাধাচরণ" (গোস্বামী)

---

† ভাগবতোক্তম বা পরমহংসবৈষ্ণব-লক্ষণ যথা,—
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)

আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪ সংখ্যার পর)

৯। শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থ (মন্ত্রালয়মঠীয় যতি), তদ্রচিত গ্রন্থাবলী—(১) সুধা-পরিমল, (২) তত্ত্বপ্রকাশিকাভাবদীপঃ, (৩) তন্ত্রদীপিকা, (৪) ন্যায়মুক্তাবলী, (৫) পুরুষসূক্তটীকা, (৬—১৫) দশোপনিষৎপত্তার্থঃ, (১৬) গীতাবিবৃতিঃ, (১৭—২৬) দশপ্রকরণটীকাটিপ্পনী, (২৭) পঞ্চসূত্রিটিপ্পনী।

১০। শ্রীবিদ্যাপতিতীর্থ (পেজাবরমঠীয় যতি) তদ্রচিত গ্রন্থাবলী—(১) মধ্ববিজয়টীকা, (২) মণিমঞ্জরীটীকা, (৩) তীর্থপ্রবন্ধটীকা, (৪) কৃষ্ণলীলাবিজয়টীকা, (৫—৯) পঞ্চসূক্তি-টীকা (১০) সংগ্রহরামায়ণটীকা, (১১) ন্যায়দীপটীকা।

১১। স্বরূপতাচার্য্য (গৃহস্থ) ; তদ্রচিত গ্রন্থ (১)সুধাটিপ্পনী।

১২। রামাচার্য্য (গৃহস্থ); তদ্রচিতগ্রন্থ— ১) ন্যায়-মৃত টীকা-তরঙ্গিণী।

১৩। শ্রীনিবাসতীর্থ (গৃহস্থ), তদ্রচিতগ্রন্থ গ্রন্থাবলী—(১—১০) দশপ্রকরণটিপ্পনী, (১১) ন্যায়ামৃতটিপ্পনী, (১২) সুধাটিপ্পনী, (১৩) তৈত্তিরীয়টীকা।

আচার্য্যের অভ্যুদয়কাল-নির্ণয়।

[শ্রীসজ্জন-তোষণী ১৮শ বর্ষে ১ম সংখ্যায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে যে গবেষণা-মূলক-বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল]

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদয়কাল-বিচার সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। এই কালবিষয়ক গবেষণায় আমরা সর্ব্বাগ্রে দুইটী মূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) শ্রীভাণ্ডারকার-দৃষ্ট পূর্ব্ব-মঠ-তালিকা এবং বায়ু-পুরাণ প্রমাণ। ভাণ্ডারকার বলেন বার্হস্পত্য বর্ষ নিরূপণ-ব্যতীত অতি প্রাচীন মঠ তালিকায় শকাদির উল্লেখ নাই। পর পর মঠতালিকার গণনা দ্বারা অনুমান-ক্রমে শক বর্ষাদি নিরূপিত হইয়াছে। অধমারমঠস্বামী মহোদয়ের সমক্ষে শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য সম্প্রতি উডুপীস্থ পণ্ডিতকুলকে আহ্বান পূর্ব্বক বায়ুপুরাণ ও অন্যান্য অপ্রামাদিক উদ্ধৃত শ্লোকাদি হইতে জানিয়াছেন যে, বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্ম হয়। বায়ু-পুরাণের শ্লোকার্থ মাধীশুক্লা সপ্তমী বিলম্বী বর্ষে আচার্য্যের জন্ম আবার অন্য শ্লোকের মত ঐ বর্ষে বিজয়াদশমীতে জন্ম হয়।

(২) উডুপীস্থ অষ্ট মঠস্বামিগণের এবং উত্তরাদী মূল মঠের তীর্থস্বামী মহোদয়ের মঠতালিকা। সংকথা নামক কানাড়ি ভাষার তীর্থরাও স্বামীরাও লিখিত গ্রন্থ যাহা ধারবাড়ের সমাদ রায়ণ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই তালিকায় শ্রীমধ্বের অভ্যুদয় কাল বিলম্বী বর্ষে ১০৪০ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীনাথ পণ্ডিতগণ এই মঠ তালিকাকে বিশেষ সম্মান করেন। কেহই ইহাতে সন্দিহান হইতে পারেন না।

(৩) শ্রীমদ্ভাচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভারত তাৎপর্য্য-নির্ণয় গ্রন্থে কালের বিষয় দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রায়শো রাক্ষসাশ্চৈব হরি কৃষ্ণত্বমাগতে।
শেষা যাস্যন্তি তদ্ভেদা অষ্টাবিংশে কলৌ যুগে।
গতে চতুঃসহস্রাব্দে ত্রয়োবিংশতোত্তরে ॥ ১০০ ॥

ভা. নি. ৯ অধ্যায়।

চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সম্বৎসরাণাম্ব কলৌ পৃথিব্যাং।
জাতঃ পুনর্বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈর্নিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাং ॥১০১॥

তা, নি ৩২ অধ্যায়।

মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের স্থানদ্বয়ে যে কালের উল্লেখ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে শ্রীমধ্বমুনি ৪৩০০ কলাব্দ অতীত হইলে পর অর্থাৎ চতুশ্চত্বারিংশকলি-শতাব্দীতে তাঁহার উদয়কাল নিরূপণ করেন। ঠিক শতাব্দী প্রারম্ভেই তাঁহার উদয়কাল এরূপ কথায় নির্দ্দেশ নাই। বিলম্বী বর্ষে তাঁহার জন্ম হয় একথা ভাণ্ডারকার দৃষ্ট পূর্ব্বমঠ তালিকাতে উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায় পর মঠতালিকার নিরূপিত শক এবং স্বতার্থসাগর-লিখিত শক পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়েই পরে বিলম্বীকে আশ্রয় পূর্ব্বক শকে পরিণত করিয়া-ছেন। দক্ষিণ দেশে বার্হস্পত্যবর্ষের যথেষ্ট প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। পরে ক্রমশঃ শকাদি লিখিত হয়। সুতরাং ৪৩০০ কলাব্দকে শকে পরিণত করিয়াই শ্রীযুক্ত স্বামী আয়ার এবং দক্ষিণ কানারা জিলা ম্যানুয়েল গ্রন্থে ১১২১ শকাব্দায় অর্থাৎ কলাব্দ ৪৩০০ বর্ষে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব স্থির করেন। ডাক্তার বুকানন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২১ শকাব্দে মঙ্গলোর, কানাড়া ও মালেবার রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক উডুপীতে পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া আচার্য্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দ স্থির করিয়াছেন। বুকাননের মূল প্রমাণ আর কিছু নাই।

(৪) শ্রীমজ্জগদ্গুরু স্মৃতি হইতে শ্রীগোপীনাথরাও "দক্ষিণাপথে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের লুপ্ত ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় গবেষণা খণ্ডে" শ্রীনরহরির উদয় কাল জ্ঞাপক এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন।

কলৌ প্রবৃত্তে বৌদ্ধাদি নয়ং ব্যামোহকং তথা।
শকে ত্রয়োদশশতাব্দশতদ্বিকাকে সংস্মরেৎ॥
নিরাকর্তুং মুহুর্বাদ্যং সম্মতস্থাপনায় চ।
একাদশশতে শকে বিংশত্যাধ্যুষিতে গতে।

কৃষ্ণাতীরস্থ বাটীকের নিবাসী বালাচার্য্য-তনুজ উদ্দণ্ডাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ প্রণীত সর্ব্বমূল গ্রন্থের ভূমিকায় এরূপ লিখিয়াছেন :—

উৎসন্নায়াম্নঃ পুনর্নিরূপয়িতুং রৌপ্যপীঠে মধ্যগেহ যুগ্মে আবির্ব্বাস ভগবান্ দশশততমশকশতকে শ্রীমৎ পূর্ণ প্রজ্ঞঃ সুপ্রজ্ঞঃ। উক্তমেতচ্চ নরহরি নৃসিংহাচার্য্যকৃত-সুতার্থ-সাগরে। নৃসিংহাচার্য্যের মতে ১১০০ শকাব্দে শ্রীনরহরির আবির্ভাব কাল।

(৫) শ্রীনরহরি তীর্থের প্রস্তরফলকত্রয়ের আর্কিয়লজিকেল বিভাগ কর্ত্তৃক যেরূপ ভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে ১১৮৬ শকাব্দা হইতে ১২১৪ শকাব্দা পর্য্যন্ত উক্ত তীর্থস্বামী কলিঙ্গ রাজ্যের শিক্ষারাজের অভিভাবক থাকিয়া নানা প্রকার মহিমা বিস্তার করিতেছেন। গুরুবোত্তম তীর্থের সন্ন্যাসী শিষ্য আনন্দতীর্থের নিকট নরহরি তীর্থ দীক্ষিত হইয়াছেন। আনন্দ তীর্থ ব্যাসের বিপথগামী অনুচরবর্গকে দণ্ড দ্বারা সুপথে আনয়ন করিয়াছেন। আনন্দতীর্থের বাক্যাবলী পালন করিলে জীব হরিপাদপদ্ম লাভ করেন। আনন্দ তীর্থের বাক্য বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং তৎ পাদপদ্ম ধ্যানে সক্ষম। এই লিপিলিপি ১২০৩ শকাব্দে খোদিত হয়। অধ্যাপক কিলহর্ণ এই প্রস্তর ফলকের তারিখ ২৯শে মার্চ্চ ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। কৃষ্ণাচেল চিকাকোলে এবং সিংহাচল মেন্সিরে ফলকদ্বয় ও নরহরি তীর্থের তথায় অবস্থানের কাল নির্ণয় করে।

বিদ্যারণ্য ভারতী ১২৬৮ শকাব্দে বিজয়নগর রাজ হইতে তাঁহার শৃঙ্গগিরিমঠের জন্য ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তিনি শ্রীব্যাস চতুর্থ শিষ্য অক্ষোভ্যের সমসাময়িক।

অসিনা তত্ত্বমসিনা পশুজীবপ্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমরণ্যানীমক্ষোভ্যমুনিমর্চ্চিনং॥

আবার বেদান্ত দেশিক ত্রয়োদশ শক শতাব্দীতে জীবিত থাকিয়া বিজয়নগর রাজের অনুরোধে বিদ্যারণ্য ও অক্ষোভ্যের বিচার-মীমাংসক হইয়াছিলেন। বেদান্ত দেশিক বৈভব প্রকাশিকা গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। জয়তীর্থ বিষয়ে জয়তীর্থের সহিত বিদ্যারণ্য তীর্থের সাক্ষাৎ উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য নিজ গ্রন্থে জয়তীর্থের ভাষ্য উদ্ধার পূর্ব্বক বিচার করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যারণ্য, জয়তীর্থ, অক্ষোভ্য ও বেদান্ত দেশিক একই সময়ের ব্যক্তি। উপরিউক্ত প্রমাণাবলী হইতে আমরা এক কথায় এই বুঝি যে

(১) শকাব্দা ১০৪০, ১১০০ বা ১১৬০ বিলম্বী বর্ষে জন্ম।
(২) শকাব্দা ১০৪০।
(৩) ১১২১ শকাব্দার পর কোন বর্ষে।
(৪) শকাব্দা ১১০০।
(৫) নরহরিতীর্থ ১২০৩ শকের পূর্ব্বে মঠের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও ১২১৪ শকের পর তদীয় পীঠে অধিরোহণ করেন। প্রস্তর ফলকত্রয় প্রমাণ।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন কাল তালিকা হইতে জানা যায় যে, বিদ্যারণ্য, মধ্বশিষ্য অক্ষোভ্য ও বেদান্ত দেশিক ত্রয়োদশ শক শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইতিহাস প্রমাণ এই প্রমাণের মধ্যে কোনটী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় একটী শুদ্ধ মীমাংসা হওয়া উচিত। প্রমাণ গুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথম প্রমাণ অন্য প্রমাণাবলীর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অন্য পাঁচটী প্রমাণের সকল গুলিরই পোষণ করে। প্রথম প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণ গুলির বিরোধ নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই প্রমাণ চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ করিতে হয়। তৃতীয় প্রমাণ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণদ্বয় ত্যাগ করিতে হয়।

চতুর্থ প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না তথাপি দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রমাণ চতুষ্টয় ত্যাগ করিতে হয়।

পঞ্চম প্রমাণ শুদ্ধ বলিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ ব্যতীত প্রথম তৃতীয় ও ষষ্ঠের বিরোধ হয় না।

ষষ্ঠ প্রমাণ শুদ্ধ হইলে প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম প্রমাণের সহ বিরোধ হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের সত্যতা থাকে না।

এই প্রমাণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তির বিরুদ্ধ আক্রমণ যোগ্য তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। শ্রীমধ্বের নিজ লিখিত গ্রন্থে, প্রস্তর-ফলকে বা ইতিহাসে প্রথম প্রমাণোক্ত বিলম্বী বর্ষের কথা উল্লেখ নাই। পূর্ব্বমঠ তালিকায় শকের উল্লেখ না থাকায়, স্বতার্থসাগর নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতি লিখিত শকের সহ পার্থক্য হওয়ায়, শ্রীমধ্বের নিজ লিখিত কালের সহ পার্থক্য হওয়ায়, প্রস্তর ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায়, এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ পাঁচটীর প্রতিপক্ষে শক ১০৪০ নিরূপিত হইতে পারে না। শ্রীমধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্যনির্ণয় গ্রন্থে কাল বিষয়ক স্থানদ্বয় প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় অথবা অর্থান্তর যোগ্যতা ক্রমে ৪৩০০ কলাব্দ লোক-কথিত বিলম্বী বর্ষ না হওয়ায় বা লেখকের কাল বিষয়ে সূক্ষ্মতার যথার্থোপলব্ধি না থাকিলে উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। স্বতার্থসাগর রচনা কালে লোক মুখে বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্মাব্দ শ্রবণ করিয়া অনুমানক্রমে ১১০০ শকাব্দের বিলম্বী বর্ষ মধ্বজন্ম কাল নিরূপিত হইয়া থাকিলে প্রস্তর ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায়, মধ্ব লিখিত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কালের সহিত বিরোধ হওয়ায়, ইতিহাসের সহ সামঞ্জস্যভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পঞ্চম প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রস্তর ফলক পরে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইবার অসম্ভাবনা না থাকায় প্রস্তর ফলকোক্ত ভাষার প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকায় প্রস্তর ফলক প্রমাণ নির্ব্বিবাদে ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ঐতিহ্য সমূহের নানাপ্রকার সাপেক্ষতা নিবন্ধন নানাপ্রকার ভ্রম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহাকেও ধ্রুব সত্য বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক প্রমাণ গুলি অবিশ্বাস করিবার নানাপ্রকার যুক্তিসত্ত্বেও প্রমাণাবলী নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ১১৩০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্মকাল নব্য মঠ তালিকা বা স্বতার্থসাগরের বিরোধী হইলেও অন্য চারি প্রকারের প্রমাণের বিরোধী নহে পক্ষান্তরে ১০৪০ এবং ১১০০ শক পক্ষদ্বয় শ্রীমদ্ধ্বাচার্য্যের নিজ লেখনীর প্রতিকূল। ১১৩০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করিলে চারিটী প্রমাণ পক্ষাবলম্বন করে। অথচ ১০৪০ পক্ষে বা ১১০০ পক্ষে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ বিলম্বী বর্ষ ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণাভাব। ১১৩০ শক বিলম্বী বর্ষ। মধ্ব লিখিত ১১২১ শকাব্দের পর ১১৩০ শক। ১১৩০ শকে জাতব্যক্তি ১২০৩ শকের পূর্ব্বে নরহরি তীর্থকে সন্ন্যাস দিতে বাধা নাই, ১১১০ শকে জাত ব্যক্তির নিকট গৃহীত সন্ন্যাস অকোভ্য তীর্থ, বিদ্যারণ্য ও বেদান্ত দেশিকের সম সাময়িক হইবার অযোগ্য নহেন। ইতিহাস ও প্রস্তর ফলকাভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিলম্বী বর্ষের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক, তাঁহারাও এই দুইটীর সাহায্য পাইলে ১১৩০ শকাব্দাই এক বাক্যে স্থির করিতে পারিতেন।

—:০:— (ক্রমশঃ)

তফাৎ কোথায় ?

[অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্, এ]

ঠিক ছয় বৎসর গত হইল শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাষ্ট্র-সভার তত্ত্বাবধানে ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও ঐ সভার প্রচারকগণ ঢাকায় আসিয়া অস্থায়ীভাবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচার করে ঢাকাবাসিগণকে বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-মুখে হরিনাম শ্রবণ করার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের সঙ্গে তখন আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। ইংরেজী ১৯২১ সনের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে রমণার পুরাতন ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাস পরিত্যাগ করিয়া নবাবপুর একটী ভাড়াটীয়া বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ঐ সময় পূজার ছুটীতে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে একদিন আমার অনুপস্থিতির সময় উক্ত সভার কয়েকজন প্রচারক অযাচিতভাবে আমার বাসায় উপস্থিত হইয়া বলেন যে, তাঁহারা একমাস কাল অর্থাৎ নিয়ম-সেবার সময়টা, "কিছু গ্রহণ না করিয়া" আমার বাসায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবেন। আমাকে কেবল বিছানাপত্র ও আলোর যোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া এই অযাচিত হরিনাম-

বিষয়ের সংবাদ পাইয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল ; কেননা যখন এমএর ক্লাস কলেজ ছাত্রাবাসে ছিলাম, তখন এইরূপ হরিনাম শুনার সুযোগ ভাগ্যে আদৌ ঘটে নাই। মনে আনন্দ হইল বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না যে এই অযাচিত-হরিনাম-কীর্ত্তনকারী কে? কিছু গ্রহণ করিবেন না অথচ একমাস কাল আমাকে হরিনাম শুনাইয়া আপ্যায়িত করিবেন। তখন প্রথম মনে হইল যে, যেমন সচরাচর দেখা যায়, হয়ত' ইঁহারা কিছু গ্রহণ করিবেন না বলিয়া পাঠান্তে বিদায়ের ব্যবস্থা করিবেন। এখনে আমার বলা উচিত যে, আমার দুরদৃষ্টবশতঃই ইহার পূর্ব্বে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিতাম না। যাহা হউক 'বিনা মূল্যে' হরিনাম শ্রবণ করার সুযোগ ছাড়িলাম না। তৎপর দিবস তাঁহাদের সঙ্গে আমার দেখা হইলে, তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, আমার বাসায় প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাবিশিষ্ট স্থানীয় লোকদিগকে উক্ত পাঠ শুনার জন্য যথারীতি আহ্বান করিলাম। ঐ সময়ে, আমার বাসার অতি নিকটেই স্বধামগত গোপীমোহন মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে প্রত্যহ বৈকালে ঠিক ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পাঠক শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। আমিও তথায় সময় সময় পাঠ শুনিতে যাইতাম। সেই সময় আমার সরলবিশ্বাসে মনে করিয়াছিলাম যে শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়-কৃত পাঠ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ-সভার প্রচারকগণের পাঠের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। দুই পক্ষই (সাধারণ দৃষ্টিতে) হরিনামকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

আমার বাসায় পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, মহাশয় বৃত হইয়াছিলেন। কার্য্যকালে দেখিতে পাইলাম যে, গোপীমোহন মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে পাঠে যেরূপ লোক হইত, আমার বাসাতে লোক হইত না। আমি নিজে কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া একটু স্তম্ভিতই হইয়াছিলাম। তখন আমার বাসার নিকটবর্ত্তী ২।১ জন বিশিষ্ট লোকের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তাঁহাদের নিকট হইতে আমি যে উত্তর পাইয়াছিলাম, তাহা সন্তোষজনক না হইলেও উদ্যোৎসাহ হইয়া আমি ইঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম না। ইঁহাদের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিবার পিপাসা যেন আমার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কয়েক জন নব্য শিক্ষিত নিরপেক্ষ ভদ্রলোক সময়ে সময়ে আমার বাসায় ইঁহাদের পাঠ শুনিতে আসিতেন। পাঠ-শ্রবণান্তে ইঁহাদের মুখে ইঁহাদের প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই শুনি নাই। দেখিতে দেখিতে এক মাসের পাঠ শেষ হইয়া গেল। পাঠ-শ্রবণের পর "খালি হাতে পাঠ শুনা উচিত নয়" এই সাধারণ-সংস্কারের বশীভূত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের জন্য যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিলে ইঁহারা কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাহিলেন না ; বলিলেন, 'পাঠ করিয়া তদ্বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা আমাদের প্রভুপাদের দ্বারা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ এবং তাহা শাস্ত্র-বিগর্হিত নামাপরাধ। * যাহারা এইরূপ নামাপরাধ করেন বা শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, তাহাদের মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। সুতরাং আমাদিগকে এবিষয়ে অনুরোধ করিবেন না।' আমি কিছুতেই তাঁহাদের হস্তে প্রণামী স্বরূপ কিছু দিতে পারিলাম না। অন্য একদিন মঠে গিয়া একটী উৎসব দিলাম এবং পরিবারবর্গ সহ শ্রীমঠে প্রসাদ পাইলাম। মঠের সেবকগণ আমাদের সকলকে প্রসাদ

* ন চ মন্ত্রোপজীবী স্যাদ্বৈষ্ণবাপ্যর্থকোপজীবিকঃ।
নানিবেদিত-ভোগশ্চ ন চ নিন্দ্যনিবেদকঃ॥
(নারদ-পঞ্চরাত্র ভঃ সঃ ৪।২৯)

মন্ত্রপ্রদান কিম্বা ভগবানের অর্চ্চনাকে **উপজীবিকা-রূপে** স্বীকার, অনিবেদিত বস্তুর ভোজন কিম্বা শাস্ত্র-নিন্দিত বস্তুর নিবেদন করিবে না।

যদ্যপি হরি ভূয়াংসং স্বধর্ম্মনিন্দিতাক্রিয়া।
দুষ্টিং কুদৃষ্টির্ভক্তিস্থ দেবতান্তর-সংস্রয়ঃ॥
(নাঃ পঃ ভঃ সঃ ১ পঃ ৮৫)

অতি অল্প পরিমাণ নিন্দিত ক্রিয়াই প্রচুর স্বধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। এইরূপ সামান্য কুদৃষ্টি হইতেই প্রচুর ভক্তি এবং অন্যান্য পরিমাণ অন্যদেবতার আশ্রয় গ্রহণেই ভক্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পরং ভাগবতং ধর্ম্মং দৃষ্ট্বাপি কলিমোহিতাঃ।
প্রভবন্তি ন বিদ্বাংসস্ত্যক্তুং পূর্ব্বাভবর্ত্মনীম্॥
(নাঃ পঃ ভঃ সঃ ১পঃ ৯০)

বিদ্বান্‌গণ কলিকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া উৎকৃষ্ট ভাগবতমার্গ দর্শন করিয়াও পূর্ব্ব প্রচলিত অন্যমার্গ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না।

দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন ও শ্রীহরিনাম শুনাইলেন। মনে হইল, ইঁহাদিগকে যাহা উৎসবের ব্যয় স্বরূপ দিয়াছিলাম, ইঁহারা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করিয়াছেন। কারণ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও মঠে প্রসাদ পাইবার জন্য সেইদিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দেখিলাম ও বুঝিলাম, ইঁহাদের কার্য্য কেবল নিঃস্বার্থভাবে কলিযুগের ঔষধ ও পথ্য "শ্রীহরিনাম" ও "মহাপ্রসাদ" অকাতরে বিতরণ।

এই সময়ে মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের প্রভুপাদের সঙ্গে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে আমার দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল। মূর্খের মত তাঁহার নিকট তখন বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বেশ সন্তোষজনক উত্তরই পাইয়াছিলাম। ক্রমে ক্রমে এই সভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া অবকাশ মত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইঁহাদের সঙ্গে আমার প্রথম সঙ্গ হইতেই আমার মনে ইঁহাদের সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইয়াছিল এবং সে প্রশ্ন এখনও অনেকের মুখে শুনা যায়; সেটী এই,—এই বিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার প্রচারকগণের মধ্যে এবং অন্যদেশীয় 'গোস্বামী' নামধেয় পাঠকগণের মধ্যে তফাৎ কোথায়? উভয় পক্ষই আপাত দৃষ্টিতে এক কথাই বলেন, মনে হয়, ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করেন, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। দৃষ্টতঃ উভয়েই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন বা পাঠ করিয়া থাকেন, তবে তফাৎ কোথায়? এই স্বতঃ উদিত সংশয়ের মীমাংসা আমি প্রথমেই করিতে সমর্থ হই নাই। কিছুকাল ইঁহাদের সঙ্গ-সৌভাগ্য এবং ইঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়নকালে এই স্বতঃ উদিত প্রশ্নের যে সামান্য মীমাংসা আমি করিতে পারিয়াছি, তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ এই ছয় বৎসরকাল মধ্যে ঢাকা নগরীতে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারকালে যেরূপ কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে ইঁহারা সমস্তভারতবর্ষ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আনিত প্রেম-বন্যায় প্লাবিত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশ গুলিকেও সিক্ত এবং সুশীতল করিবেন। গৌড়ীয়ের পাঠকবৃন্দ অবশ্য অবগত আছেন যে, দেখিতে দেখিতে বঙ্গের নানাস্থানে এবং বঙ্গের বাহিরে, পুরী, আলালনাথ, কটক, কাশী, নৈমিষারণ্য, শ্রীবৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের মঠ স্থাপিত হইয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচার কার্য্যের জ্বলন্ত স্বরূপে (Monument) দণ্ডায়মান হইয়াছে। ইঁহাদের প্রচারকগণ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশেও প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করা যায় এইসব স্থানেও শীঘ্রই ইঁহাদের মঠ স্থাপিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইঁহাদের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের একদল শত্রুও সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, ইঁহাদের সঙ্গে তথা-কথিত গোস্বামিগণের তফাৎ কোথায়? এই গোস্বামিগণও লোকের নিকট হইতে প্রণামী গ্রহণ করেন, বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকগণও লোকের নিকট হইতে টাকা পয়সা গ্রহণ (?) করিয়া থাকেন। গোস্বামিগণের বাড়ীতেও বিগ্রহ আছেন। তাহার উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা অর্থ গ্রহণ করেন। ইঁহাদের স্থাপিত বিভিন্ন মঠের বিগ্রহ-সেবার জন্যও ইঁহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন তবে তফাৎ রহিল কোথায়? কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে উভয় পক্ষের অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য এক নহে। প্রত্যেক কার্য্যের উদ্দেশ্য দ্বারাই কার্য্যকর্ত্তার কার্য্যের ভালমন্দ বিচার হইয়া থাকে, সম্পাদিত কার্য্যদ্বারা নহে। • বিষ্ণু-ভক্ত বিষ্ণুপূজার জন্যই বাগানের ফুল সংগ্রহ করেন, কিন্তু বিলাসী ব্যক্তি তাহার নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই ঐ কার্য্য করিয়া থাকেন, দুই ব্যক্তিই এক ফুলই সংগ্রহ করেন বটে। এখানেও ঠিক তাই। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণ তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থ দ্বারা জড়বদ্ধ জীবের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরম কারুণিকাবতার শ্রীবিগ্রহের সেবা, সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থে শ্রীনাম-প্রচার, পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিকেন্দ্র ও পরাবিদ্যাপীঠ প্রভৃতি স্থাপন, সকলকে হরিসেবার সুযোগ প্রদানার্থ দীর্ঘকালব্যাপী কীর্ত্তন-

---

• বাহ্যঃ সদসতাং নাস্তি ভেদঃ প্রায়েণ কর্হ্যচিৎ।
সঙ্কল্পপাদেব হি তানি ন স্যুর্বন্ধমোক্ষয়োঃ॥
(নারদঃ পঞ্চঃ ভঃ সঃ ১৭ঃ ২২)

সৎ ও অসদ্‌গণের কর্ম্মে বাহ্য ভেদ প্রায় থাকে না। পরন্তু সঙ্কল্প-ভেদেই কর্ম্ম সকল বিভিন্ন হয় এবং ঐ সঙ্কল্পই বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইয়া থাকে।

মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান, ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারার্থে ভক্ত শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীমথুরা-মণ্ডল-পরিক্রমা, বঙ্গের বাহিরে বিভিন্ন ভাষার সাহায্যে হরিকথা প্রচার, বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি সাময়িক সংবাদপত্র ও ভক্তি-গ্রন্থাবলী প্রচার, অকাতরে সাধারণে প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি বহু বহু ভুবনমঙ্গলকার্য্য যাঁহারা নিজ স্বার্থের জন্য অন্য কোন কার্য্যেই কখনই তাহা ব্যয় করেন না। তাঁহাদের নিজ স্বার্থসমূহও (যাহা সাধারণ অজ্ঞ দৃষ্টিতে 'স্বার্থ' বলিয়া মনে হয়) সম্পূর্ণ হরিসেবানুকূল। ইঁহাদের অনেকেই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই ইঁহাদের সংগৃহীত অর্থ দ্বারা ইঁহাদের কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণের কোন সম্ভাবনা নাই, এবং ইঁহারা তাহা কখনও করেন না। যে সব গৃহস্থ ব্যক্তি ইঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া প্রচার কার্য্যের সহায়তা করেন, তাঁহারা অন্য উপায়ে তাঁহাদের কুটুম্ব ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অন্তরঙ্গীয় গোস্বামিগণ বিগ্রহ উপলক্ষ করিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার আংশিক মাত্র বিগ্রহ-সেবার (?) জন্য ব্যয় করিয়া অবশিষ্টাংশ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য ও কুটুম্বভরণ-পোষণের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। তর্কস্থলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা যখন এই পথের পথিক, তখন তাঁহাদের পরিবার ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে পারেন না অর্থাৎ তাঁহাদের কথাতেই তাঁহারা ধরা পড়েন যে, তাঁহাদের হরিনাম-কীর্ত্তন বা প্রচার-চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহাদের পরিবার-ভরণ-পোষণসহ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যবস্থা এবং গৌণ উদ্দেশ্য বিগ্রহ-সেবার অভিনয় (শুনিতে পাওয়া যায় নবদ্বীপে কোন কোন গোস্বামী মহাশয়ের নিজের ভোগের জন্য মোটরগাড়ীও আছে, কোন কোন ব্যবসায়ী পাঠক ও মন্ত্রদানকারীর ইনকামটাক্সও নাকি দিতে হয়, কেহ নাকি বার-বনিতা প্রভৃতিও শিষ্য করিয়া তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হন এবং সেই সকল বিষয়ার্থে মামলা মোকর্দ্দমা করেন)। অর্থাৎ ইহা তাঁহাদের একটী শাস্ত্রনিষ্ঠিত বৃত্তি বা ব্যবসায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানে ব্যবসায়, সেই খানেই ব্যবসায়-উন্নতিকল্পে চতুরতা ও বিলাসিতা বর্ত্তমান। এই খানেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার প্রচারকগণের ও অন্তরঙ্গীয় অধিকাংশ গোস্বামিগণের মধ্যে তফাৎ। প্রথমপক্ষ শাস্ত্র দৃষ্টে প্রচার করেন এবং তদনুযায়ী আচরণ করেন কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষও 'শাস্ত্রদৃষ্টে প্রচার করিতেছেন' বলিয়া সাধারণ লোককে ধোঁকা দেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তদনুযায়ী আচরণ করেন না তাঁহাদের "মুখ ও বুক" এক নয়।

তাঁদের কনক, ভোগের জনক,
এঁদের কনক, সাধন-সেবক।
তাঁরা চায় কাম, এঁরা চায় রাম,
যাহা হয় রাম, তাহা নহে কাম॥

[সম্পাদকীয় মন্তব্য পরে প্রকাশিত হইবে]

অত্যাহার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী স্বকৃত "উপদেশামৃত গ্রন্থে এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন। "অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥" এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার এই শ্লোকের উপদেশ পালন করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি এই উপদেশ পালনে যত্ন করিবেন না, তাঁহার পক্ষে হরিভক্তি নিতান্ত দুর্লভ। শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা বলবতী, তাঁহাদের উপকারের জন্য আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। এই শ্লোকে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ছয়টী ভক্তি বাধক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই ছয়টী বিষয় আমরা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিচার করিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল 'অত্যাহার' শব্দটীর অর্থ আলোচিত হইতেছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে অত্যাহার শব্দে এস্থলে অধিক ভোজন মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা নয়। উপদেশামৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। বাচো-বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

যিনি ধৈর্য্যের সহিত বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হন, সেই ধীর পুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেন। এস্থলে জিহ্বার বেগই—ভোজ্য বস্তুর আস্বাদন-স্পৃহা এবং উদরের বেগই—অধিক ভোজন-স্পৃহা। দ্বিতীয় শ্লোকে 'অত্যাহার' শব্দে অধিক ভোজন বুঝিলে সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ গ্রন্থে দ্বিরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরম গম্ভীর শ্রী রূপ গোস্বামীর 'অত্যাহার'-শব্দে অন্য তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করাই পণ্ডিত পাঠকবর্গের কর্ত্তব্য।

ভোজনই আহার শব্দের মুখ্যার্থ বটে, কিন্তু ভোজন শব্দেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগকে বুঝায়। চক্ষুদ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকাদ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস, এবং ত্বকের দ্বারা মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত বিষয় ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয় ভোগ ব্যতীত জীবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। বিষয় ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহ ত্যাগ হয়। সুতরাং 'বিষয়-ত্যাগ' —এই পরামর্শ কেবল কল্পনাকৃত হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখ ভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্ব উদয় হয়। অতএব শরীর কর্ম্ম সকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়। ভগবান্ আবার বলিয়াছেন :—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাবোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

অতি ভোজন, অত্যন্ত ভোজন, অতি নিদ্রা, অল্প নিদ্রাদ্বারা যোগ হয় না। কিন্তু যুক্তভোজী, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্ত-জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে যোগ সিদ্ধি হয়। তাহার প্রকাশ এই যে আমার ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা এই সকল কার্য্য করি না,—এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয় সকল গ্রহণ করিবে।

এই উপদেশ যদিও জ্ঞান পক্ষে অধিক কার্য্য প্রবৃত্তি দেখায়, তথাপি ইহার তাৎপর্য্য ভক্ত্যনুকূল হইতে পারে। শ্রীগীতার চরম শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎ প্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ ত্যাগ করত আচরণ করিলে শুদ্ধ ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়। অতএব শ্রীরূপ রসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

এই দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার উপদেশামৃতে অত্যাহার-ত্যাগ শব্দের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয় ভোগ বলিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু ভগবৎ প্রসাদ বলিয়া যথা প্রয়োজন ভক্তির অনুকূল রূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়। ভগবৎ প্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সমস্তত্যাগ সহিত স্বীকার করিলে ভক্তিপক্ষে যুক্তাহার হইবে। তাহাতে যুক্ত-বৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর ও কৃষ্ণনাম কর। ভাল ভাল ভক্ষ্যদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াসলব্ধ পবিত্র ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্ত-দিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক ব্যক্তি বল হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। উপযুক্ত রূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায় স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না।

প্রথম শ্লোকে জিহ্বা ও উদরের বেগ সহন করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাকৃত মানব সহজেই উত্তম রস-সেবনে লালসা এবং ক্ষুধাতে কাতর হইয়া প্রাপ্ত ভোজ্য দ্রব্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া সেবনোৎসুক হন। তাহা একটী প্রাকৃত বেগ। যখন যেরূপ উঠিবে, তখন তাহা ভক্তি-অনুশীলনের দ্বারা দমন করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে

যে অত্যাহার-ত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহা একটী ভক্তি-সাধনের নিত্য নিয়ম। পূর্ণটী নৈমিত্তিক, সেটী নিত্য।

ইহাতে আর একটী কথা আছে। গৃহী ও গৃহত্যাগী ভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্ব-ভরণের জন্য গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম্ম-রক্ষিত ও যত্নোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎ সেবা, ভাগবত সেবা, কুটুম্বভরণ, অতিথি-সেবা ও নিজের জীবন-নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনে অধিকার পাইয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণ-কৃপালাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয়ও অত্যাহার এবং অধিক উপার্জ্জনও অত্যাহার ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষা লাভ করিবেন, তাহাতে দুই না হইলে তাঁহার অত্যাহার-দোষ হয়। ভাল বস্তু পাইয়া আবশ্যক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী সাধক বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণকৃপা লাভ করিবেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীকুরুক্ষেত্র হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতার তার—

"GAUDIYA" CALCUTTA.

Installation ceremoney & mahotsab performed successfully. Prasad distributed indiscriminately. Nagar-Sankirtan passed through the town peacefully.

শ্রীনৈমিষারণ্য হইতে প্রাপ্ত তার—

GAUDIYA CALCUTTA

Taluqdars, Zamindars, eminent Pandits, Vnishnabas, and many high officials pitched big tents in Paramahansa-math-compound with coloured flags and gates on the avenue from the station to Naimisharanya. Mahaprabhu and Bonolebihasji installed yesterday with great eclat This morning Nagar Sankirtan passed in elegant procession of several elephants, camels, and horses beautifully clad with rich embroideries in the midst of loud cheers of twenty thousand visitors hailing from different parts. People eagerly listening Hindi and English deliveries of His Divine Holiness Paramahansa Thakur. Mahaprosad distributed right and left indiscriminately.

24.10.27. Tikam Singh Misrikh.

ঢাকায় শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম প্রচার

(প্রাপ্ত)

কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর কাল হইল, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া পূর্ব্ব বঙ্গের উচ্চ শিক্ষার পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেশী এবং বিদেশী বিদ্যালয়ের উপাধি-ভূষিত, স্বনামধন্য উচ্চ শিক্ষিত বিভিন্ন প্রদেশের বহু অধ্যাপক অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়া রমণার কৃতপূর্ব্ব রাষ্ট্রীয় চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। ঢাকার এক নূতন সহরের সৃষ্টি হইয়াছে। ৭।৮ শত ছাত্র ও ৪০।৫০ জন বিশিষ্ট অধ্যাপক বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানের মধ্যেই ছাত্রাবাস সহ পুরাতন অঙ্গহীন ঢাকা কলেজ ওরফে ঢাকা ইণ্টার মিডিয়েট্ কলেজ অবস্থিত। এই এলেকার মধ্যে একটী কুলতি বিদ্যালয় ও তাহার ছাত্রাবাস সহ বর্ত্তমান। সুতরাং এই রমণা সহরে বিদ্যাদাতা এবং বিদ্যাগ্রহীতা ছাড়া আর কেহ বাস করেন না বা আর কাহারও বাস করিবার অধিকার নাই। এখানে বাগ্‌দেবীর একছত্রী রাজ্য, এই স্থানে সদা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্রই বিদ্যাচর্চ্চা ও বিদ্যা-আলোচনা হইয়া থাকে। অন্য অবান্তর বিষয়ের কথা এই স্থানের আবহাওয়ার বিরুদ্ধ ভাবিবার সময় পান না। কিন্তু বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা। যদিও এখানে অপরা বিদ্যাচর্চ্চার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, পরা বিদ্যা সম্বন্ধে বোধ হয় এই রমণার সহরবাসী সরিশ্বর বাগ্‌দেবীর বর-পুত্রগণ খুব কম খবর রাখিয়া থাকেন। মানুষের একমাত্র প্রয়োজনীয় সেই পরা-বিদ্যায় রমণাবাসীকে প্রবুদ্ধ করার মানসে, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সুবিখ্যাত প্রচারক ত্রিদণ্ডী স্বামী আচার্য্যবর্য্য শ্রীযুক্ত ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন সহ শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া রমণার আবহাওয়াতে এক নূতন জিনিষ ছাড়িয়া দিয়াছেন। আশা করি, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় কালে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মহান্ মহীরুহে পরিণত হইবে। গত ১৪ই নবেম্বর সন্ধ্যা ছয়টার সময় ঢাকা ইণ্টার মিডিয়েট্ কলেজ ছাত্রাবাসে, ১৭ই নবেম্বর জগন্নাথ হলে, এবং ২০শে নবেম্বর ঢাকা হলে তিনি বক্তৃতা দেন। প্রত্যেক স্থানেই সংকীর্ত্তন সহ আড়াই ঘণ্টা অতিরিক্ত কাল বক্তৃতা হয়। শ্রোতৃ মণ্ডলীর মধ্যে ছাত্র, অধ্যাপক, হিন্দু-মুসলমান ও ব্রাহ্ম সকল প্রকারের লোকই উপস্থিত ছিলেন। বক্তার সুললিত ও সুগম্ভীর কণ্ঠে মধুর হরিনাম শ্রবণ করিয়া সকলেই এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে প্রত্যেক স্থানেই বক্তা শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিতে বাধ্য হন। ঢাকা ইণ্টার মিডিয়েট্ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র মৈত্র এম্ এ, মহাশয় ব্রাহ্ম হইলেও স্বামিজির বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া আরও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়া অন্যত্র তাঁহার বক্তৃতা বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

শ্রীহরিদাস সাহা
অধ্যাপক, ঢাকা ইণ্টার মিডিয়েট্ কলেজ।
১৯২৭ ২৩শে নবেম্বর, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ | ১৭শ সংখ্যা

সলিমাবাদে শ্রীল প্রভুপাদ

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে)

অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রধান গাদি সলিমাবাদ। ঐ সলিমাবাদ কোথায় অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম—উহা কিষণগড় রাজ্যে অবস্থিত, কিন্তু তথায় কি প্রকারে যাইতে হয়, তাহার কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। শ্রীমান্ পরমানন্দ ব্রহ্মচারীকে আড়ংঘাটায় শ্রীযুগলকিশোরের দেবালয় হইতে ঐ সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সত্য সত্য সলিমাবাদ পর্য্যন্ত যাইবার কোন যাত্রীর সহিত একাল পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই বা কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত বনমালীলাল গোস্বামী 'সলিমাবাদ'-সম্বন্ধে আমাকে যে সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহাতেও সেখানে কি প্রকারে উপনীত হইতে হয়, তাহা অবগত হই নাই। সলিমাবাদের সংবাদের জন্য শ্রীমান্ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারীকে শ্রীবৃন্দাবনে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীযুক্ত তারাকিশোর বাবুর (সন্তদাস বাবাজী) নিকট পাঠাইয়াছিলাম, তিনিও সে বিষয়ে কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই। শ্রীবৃন্দাবনেও নানা স্থানে ঐ সংবাদের আশা-ভরসা করিয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সলিমাবাদ যাত্রীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার হয় নাই। লক্ষ্ণৌএর নওলকিশোর প্রেসের প্রকাশিত ভক্তমাল টীকায়ও সলিমাবাদের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না; সুতরাং ঐ স্থানের সংবাদের জন্য স্বয়ং দর্শনাভিলাষী হইয়া বিগত ১৮ই আগষ্ট ১৯২৭ জয়পুর হইতে সলিমাবাদের সন্ধানে বহির্গত হই। ঐদিন প্রাতঃকালে জয়পুরস্থ খরতরী-ঔষধালয়ের শ্রীমান্ মুকুন্দ দেবজী বৈদ্যের নিকট জানিতে পারি যে, তিনি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলেও কখনও স্বয়ং সলিমাবাদে যান নাই এবং রেল ষ্টেশন হইতে ঐ স্থান কত দূরে তাহাও সঠিক বলিতে পারেন নাই, শুনে উহা কিষণগড় রাজ্যান্তর্গত এবং ঐ ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত।

বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের উদাসীন বৈষ্ণব শ্রীমান্ রামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের অনুগত জয়পুর গিজাগড়ের জায়গীরদার শ্রীমান্ ঠাকুর সাহেব কুশল সিংহজী উক্ত বৈদ্যের সন্ধান দিয়াছিলেন। শ্রীমান্ মুকুন্দ দেবজীর নিকট ঐ সংবাদ পাইয়া আমরা জয়পুর হইতে বৈকালের গাড়ীতে কৃষ্ণগড় ষ্টেশনের অভিমুখে যাত্রা করি। ষ্টেশনে জয়পুরের অনেক কৃতবিদ্য পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের অন্যতম শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ দাস মহাশয়কে বিকানীরাদের প্রধান-বিচারপতিরূপে বিদায় দিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে মহারাজার কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক মুড়াগাছা-নিবাসী শ্রীযুক্ত সঞ্জীবন গঙ্গোপাধ্যায় এবং ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় নায়েব-বিচারপতি

প্রভৃতি কয়েক জনের সহিত আমাদের কিছুক্ষণের জন্য কথোপকথন হইয়াছিল। গাড়ীতে আলোহার ষ্টেটের ইঞ্জিনীয়ার কুষ্টিয়া-নিবাসী মিঃ রায় চৌধুরীর সহিত অনেকক্ষণ আলাপ হইল। তিনি সম্প্রতি মাউন্ট আবুতে থাকিয়া তন্নিকটবর্ত্তী দেলওয়ারায় আলোহার রাজের জন্য প্রাসাদ-নির্ম্মাণে নিযুক্ত আছেন। আমরা সন্ধ্যা ৮টার কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণগড় ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। আমাদের সঙ্গে ১৪ জন ভক্ত ছিলেন। প্রথমে শুনা গেল যে, ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী ধর্ম্মশালা আছে, কিন্তু তাহা আমাদের বাসোপযোগী না হওয়ায় আমরা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত্রি যাপন করিলাম। সলিমাবাদের সংবাদ নানা ব্যক্তির মুখে নানা প্রকার শুনিতে পাওয়া গেল। কেহ বলে উহা ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল, কেহ বলে ১০ মাইল, আবার কেহ বলে ১২ মাইল। যাইবার পথ নিতান্ত দুর্গম। কৃষ্ণগড় ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণগড় রাজধানী ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত। সম্প্রতি কৃষ্ণগড়-রাজ সলিমাবাদ-গাদির মহান্ত হইতে দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের কাঁকরোলী শাখার গোঁসাইজীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার স্বজনবর্গ সলিমাবাদমঠের অনুগতই আছেন। সম্প্রতি কৃষ্ণগড়ে কাঁকরোলী গোস্বামীর অধীনে একটী বৃহতী সেবাও স্থাপিত হইয়াছে।

পরদিন আমরা ৯ মূর্ত্তি ২খানা টাঙ্গায় প্রাতে ৮টার অব্যবহিত পরেই সলিমাবাদের দিকে যাত্রা করি। যদিও সলিমাবাদ যাইবার জন্য কৃষ্ণগড়ে মোটরলরী আছে, তথাপি সেই মোটরলরী রাস্তা খারাপ বলিয়া সলিমাবাদ পর্য্যন্ত যাইতে পারে না। বরেল গাড়ীতে যাইতে হইলেও ফিরিতে একদিনে হইয়া উঠে না। সুতরাং টাঙ্গা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিলাম না। আমরা যে পথে সলিমাবাদ গিয়াছিলাম, তাহার কিয়দ্দূর গিয়াই উপলখণ্ড আমাদের শকটকে প্রতি পদে পদে প্রতিনিবৃত্ত করাইতে লাগিল। কখনও বা বালুকার চাকা বসিয়া গিয়া অগ্রসরের পথ রুদ্ধ করিতে লাগিল, আবার কখনও বা দিশাহারা পথিকের ন্যায় চক্রচিহ্নিত পথের নিদর্শনাভাব ঘটিল। আবার দিগ্‌ভ্রম হওয়ায় জনশূন্য প্রান্তরে গন্তব্যস্থান দৈর্ঘ্যে বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। গমন-পথ বাংলার ন্যায় কতিপয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ ও জলাশয়রহিত। ২।৪ মাইল অন্তর-৪।১টী গোচারকের সহিত দেখা হইল বটে, কিন্তু জলাশয়ের সহিত সাক্ষাৎলাভ পরম দুর্ঘট হইল। ৮।১০ মাইল যাইবার পর আতপ-তাপে ক্লিষ্ট হইয়া অধিকাংশ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মানবগণের ন্যায় জলার্থী হইয়াছিল; সেইকালে একটী কূপ আমাদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য ৩০ হাত নীচু হইতে উঁকি মারিতেছিল। কয়েকটী ভাঠ তথায় পাওয়া গেলেও তাহারা জলদান-বিমুখ হইয়া কূপস্থ প্রভৃতি দিতে অসম্মত হইতেছিল। সেই কূপের জল অনেক জানিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে বিরত হইয়া আমরা অগ্রগামী হইতে লাগিলাম। পরে আর একটী কূপ হইতে সামান্য কিছু জল সংগ্রহ হইল। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আমাদের দিগ্‌ভ্রম হওয়ায় আমরা ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলাম। উত্তরোত্তর তপন-তাপের প্রাবল্য আমাদিগকে ক্রমশঃই নিরুৎসাহিত করিতে লাগিল। যদিও একটী গোচারকের সাহায্যে সলিমাবাদের দিক্ নির্ণীত হইল, তথাপি নির্দ্দিষ্ট বর্ত্মের চিহ্ন না পাওয়ায় আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার আশা সুদূরপরাহত হইতে লাগিল। এই কালে ৩টী পথিক পিঙ্গুল গ্রাম হইতে কিষণগড় অভিমুখে যাইতেছিল, তাহাদের নিকট পথের সন্ধান পাওয়ায় আমরা আশান্বিত হইলাম। পিঙ্গুল হইতে সলিমাবাদ এক ক্রোশের কিছু উপর হইবে।

আমরা ১টার কিছু পরে সলিমাবাদে শ্রীরাধামাধবের মন্দিরে উপনীত হইলাম। গ্রামের প্রবেশের পথে চতুর্দ্দিকে প্রস্তরদ্বারা মণ্ডিত উচ্চতট-প্রদেশযুক্ত একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বিরাজিত। তাহার জল ব্যবহারযোগ্য না হইলেও স্বচ্ছ নহে। শ্রীমন্দিরে যাত্রিগণের জন্য প্রচুরপরিমাণে গৃহ ও প্রাঙ্গণাদি বর্ত্তমান। শ্রীরাধামাধবের মন্দির রাজ-প্রাসাদের তুলনায় কোন প্রকারে ন্যূন নহে বরং ইহা একটী ছোট-খাট দুর্গবিশেষ। দেবালয়ের সম্মুখে বৃহৎ প্রস্তর মণ্ডিত প্রাঙ্গণ। শ্রীমন্দিরের সম্মুখের বৃহৎ বারান্দা মার্ব্বেল-মণ্ডিত। শ্রীমন্দিরে প্রবেশের দ্বারকার্য্য-খচিত একটী বৃহৎ দ্বার। মার্ব্বেল প্রস্তরের কয়েকটী স্তম্ভ—ইহা জয়পুরের শ্রীগোবিন্দের মন্দিরের সহিত কতকটা সাদৃশ্যযুক্ত।

জয়পুরাধিপতি পরলোকগত বৈষ্ণবমহারাজ রামসিংহ যে

কালে বৈষ্ণবগণের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মহান্ শ্রীমান্ গোপেশ্বর শরণ জয়পুর পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনা ১৯২২ সিক্রণ সম্বতের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। শৈবমহারাজ রামসিংহের পুত্র জয়পুরাধিপতি মহারাজ মাধোসিং সিংহাসন আরোহণের পর বৃন্দাবনের নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব শ্রীমান্ গোপাল ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষিত হন। সলিমাবাদের শ্রীরাধা-মাধব-বিগ্রহ মহারাজ মাধোসিংহের স্থাপিত। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এক কিম্বদন্তি আছে যে, চণক পরিমিত শালগ্রাম শিলা শ্রীনারদের নিকট হইতে শ্রীশুকদেব লাভ করিয়াছিলেন, সেই শিলা শ্রীনিম্বাদিত্য সনৎকুমারদিগের নিকট হইতে লাভ করেন। ক্রমশঃ উহা শ্রীনিবাস আচার্য্য হইতে গুরু-পারম্পর্য্যক্রমে সেবিত হইয়া শ্রীহরিব্যাস আচার্য্যদ্বারা সেবিত হন। শ্রীহরিব্যাসাচার্য্য হইতে একাদশ শিষ্যপারম্পর্য্যে শ্রীগোপেশ্বর শরণ ঐ শিলার সেবাধিকার লাভ করেন। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে কিম্বদন্তি এই যে, যিনি এই শিলার সেবাধিকার লাভ করেন, তিনিই এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্যপদে বৃত হন। এই সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী শ্রীহংস ভগবান্ হইতে পঞ্চদশ-পর্য্যায়-পর্য্যন্ত শ্রীদেবাচার্য্য। আবার শ্রীদেবাচার্য্যের পর শ্রীসুন্দর ভট্ট হইতে অষ্টাদশ পর্য্যায়ে শ্রীভট্ট। ইহারই শিষ্য শ্রীহরিব্যাস। ইহাদিগের গুরু-পরম্পরা ও তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রকট-তিথির তালিকা স্বতন্ত্র ভাবে প্রদত্ত হইল।

বর্ত্তমানকালে এই মঠের বিভিন্ন রাজ-প্রদত্ত কাশ্মীর-ভূসম্পত্তি হইতে বার্ষিক প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। ১০।১৫ মূর্ত্তি সেবক এই মন্দির সংক্রান্ত কার্য্য এবং বিষয়-কার্য্য পরিচালনে অবস্থান করেন। বর্ত্তমান মহান্তের নাম—শ্রীবালকৃষ্ণদেব। ইনি উদাসীন বৈষ্ণব। ইহার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীবিহারীলাল দাসজী। এখানকার পণ্ডিতজী বিশেষ ভদ্রলোক, তাঁহার সহিত আমাদের কিছুক্ষণ আলাপ হইল। আর কতিপয় বৈষ্ণবেরও বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিশেষ উৎসাহ দেখিলাম। সলিমাবাদের মঠের অধ্যক্ষ ও পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে তথায় সপ্তাহকাল অবস্থান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন, সাতদিবস সুবিধা না হয় তিন দিবসকাল, তিন দিবস না হয় অন্ততঃ একদিন তথায় অবস্থান করিবার জন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সৌজন্যে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। শুনিলাম, যোধপুর প্রভৃতি কয়েকটী রাজস্থানের ভূপতি এই সম্প্রদায়ের শিষ্য আছেন। আমরা এখানকার গ্রন্থাগার দর্শন করিলাম এবং একখানা তালিকা প্রস্তুত করাইয়া লইলাম। এই গ্রন্থাগারে আমাদের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ রহিয়াছে। কতিপয় প্রধান গ্রন্থের তালিকা—যাহা আমরা তথায় দেখিতে পাইয়াছি, তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

সলিমাবাদ হইতে আমরা প্রায় ৩টার সময় বাহির হইয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই কিষণগড় রেলষ্টেশনে ফিরিয়া আসি। আসিবার কালের পথটী অপেক্ষাকৃত সুগম। তবে খুব বালুকাপূর্ণ।

নিম্বার্ক-গুরুপরম্পরা এবং তাঁহাদের আবির্ভাব-তিথি—

(সলিমাবাদ হইতে সংগৃহীত)

১।	শ্রীহংস ভগবান্.....	.....		১
২।	শ্রীসনক ভগবান্...কার্ত্তিক	শুক্লা	নবমী	২
৩।	শ্রীনারদ.....	.....মাঘ	,, দ্বাদশী	৩
৪।	শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্...কার্ত্তিক	,,	পূর্ণিমা	৪
৫।	শ্রীনিবাসাচার্য্য.....	মাঘ	,, পঞ্চমী	১
৬।	বিশ্বাচার্য্য...	.....কার্ত্তিক	,, চতুর্থী	২
৭।	পুরুষোত্তমাচার্য্য	...চৈত্র	,, পঞ্চমী	৩
৮।	বিলাসাচার্য্য ...	...বৈশাখ	,, সপ্তমী	৪
৯।	স্বরূপাচার্য্য.....	...জ্যৈষ্ঠ	,, ,,	৫
১০।	মাধবাচার্য্য.....	...আশ্বিন	,, দশমী	৬
১১।	বলভদ্র.....	...শ্রাবণ	,, তৃতীয়া	৭
১২।	পদ্মনাভাচার্য্য...	... ভাদ্র	,, দ্বাদশী	৮
১৩।	শ্যামাচার্য্য.....	আশ্বিন	,, ত্রয়োদশী	৯
১৪।	গোপালাচার্য্য.....	ভাদ্র	,, দ্বাদশী	১০
১৫।	কৃপাচার্য্য.....	...মাঘী	পূর্ণিমা	১১
১৬।	দেবাচার্য্য.....	মাঘ শুক্লা	পঞ্চমী	১২
১৭।	সুন্দরভট্ট.....	.....অগ্রহায়ণ	কৃষ্ণা দ্বিতীয়া	১
১৮।	পদ্মনাভ.....	.....বৈশাখ	,, পঞ্চমী	২
১৯।	উপেন্দ্র.....	... ,,	,, চতুর্দ্দশী	৩
২০।	রামচন্দ্র.....	... ... ,,	,, পঞ্চমী	৪

২১। বামনভট্ট.....জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা ষষ্ঠী.....৫
২২। কৃষ্ণ ভট্ট..... ...আশ্বিন ,, নবমী ...৬
২৩। পদ্মাকর ভট্ট.....শ্রাবণ ,, অষ্টমী...৭
২৪। শ্রবণ ভট্ট.....কার্ত্তিক ,, নবমী...৮
২৫। ভূরিভট্ট..... × × দশমী...৯
২৬। মাধব ভট্ট.....কার্ত্তিক কৃষ্ণা ত্রয়োদশী১০
২৭। ভাসভট্ট.....চৈত্র ,, দ্বাদশী...১১
২৮। গোপালভট্ট... ... . পৌষ ,, ত্রয়োদশী১২
২৯। বলভদ্র ভট্ট.....মাঘ ,, চতুর্দ্দশী ১৩
৩০। গোপীনাথ ভট্ট.....শ্রাবণ ,, সপ্তমী...১৪
৩১। কেশব ভট্ট..... ...চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ১৫
৩২। পাদ্মনাভ ভট্ট.....চৈত্র কৃষ্ণা দ্বিতীয়া১৬
৩৩। কেশব কাশ্মিরী..... ...জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্থী ১৭
৩৪। শ্রীভট্টজী.....আশ্বিন ,, দ্বিতীয়া১৮
৩৫। শ্রীহরিব্যাস দেবজী.....কার্ত্তিক কৃষ্ণা দ্বাদশী১
৩৬। পরশুরাম..... ...ভাদ্র ,, পঞ্চমী...২
৩৭। হরিবংশ..... .....মাঘ ,, সপ্তমী...৩
৩৮। নারায়ণ..... ...পৌষ শুক্লা নবমী...৪
৩৯। বৃন্দাবন..... ... ...ভাদ্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী৫
৪০। গোবিন্দ দেবজী.....কার্ত্তিক ,, পঞ্চমী...৬
৪১। গোবিন্দ শরণ..... ,, অষ্টমী...৭
৪২। সর্ব্বেশ্বর শরণ.....পৌষ ,, অষ্টমী...৮
৪৩। নিম্বার্ক শরণ..... ...জ্যৈষ্ঠ শুক্লা পঞ্চমী...৯
৪৪। ব্রজরাজ শরণ.....১০
৪৫। গোপেশ্বর শরণ.....মাঘ কৃষ্ণা দশমী...১১
৪৬। ঘনশ্যাম শরণ .....আশ্বিন ,, ষষ্ঠী ...১২
৪৭। বালকৃষ্ণ দেবজী (বর্ত্তমান মহান্ত, বয়স ৬৫ বৎসর)
চৈত্র কৃষ্ণাত্রয়োদশী—১৩

গুরু-প্রণালী-সম্বলিত একটী হিন্দিপদ

(শ্রীনিম্বার্কশরণ দেবজী-কৃত)

১

শুন মন শ্রীহরি শ্রীহরিব্যাস । ধ্রু ।
২ ৩ ৪ ৫
শ্রীসনকাদিক শ্রীনারদ শ্রীনিম্বার্ক শ্রীনিবাস।
৬ ৭ ৮
নিম্বাচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য শ্রীবিশ্বসেন।
৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
শ্রীস্বরূপ মাধব বলভদ্রকী পদ্ম শ্যাম গুণধাম।
১৪ ১৫ ১৬ ১৭
শ্রীগোপাল কৃপাল দেব প্রভু শ্রীমুন্দর ভট্টপাদ।
১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২
পদ্মনাভ উপেন্দ্র রামচন্দ্র বামন কৃষ্ণ প্রকাশ
২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭
শ্রীপদ্মাকর শ্রবণেশ ভূরিভট্ট মাধব শ্যাম প্রভাষ।
২৮ ২৯ ৩০
শ্রীগোপাল বলভদ্র ভট্টজিউ গোপীনাথ কথনাথ।
৩১ ৩২
শ্রীকেশব ভট্ট শ্রীপদ্মজ জিউ মহলগুপ্ত উজাস।
৩৩ ৩৪ ৩৫
কাশ্মীর কেশব শ্রীভট্টজিউ জয় জয় শ্রীহরিব্যাস।
৩৬ ৩৭
পরশুদেব হরিবংশ দেবজিউ দুষ্কৃতি ভক্তি প্রকাশ।
৩৮ ৩৯
নারায়ণদেব শ্রীবৃন্দদেব জিউ কেহরি বিপদ উজাস।
৪০ ৪১
গোবিন্দদেব শ্রীগোবিন্দশরণ জিউ মেটত সবকি ত্রাস।
৪২
শ্রীসর্ব্বেশ্বর শরণদেবজিউ পূরত সবকি আশ।

সলিমাবাদের গ্রন্থাগারের বিশেষ বিশেষ কয়েকখানি গ্রন্থের নাম

১। শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য—শ্রীসনকগোস্বামিকৃত,
২। শ্রীভাগবত সন্দর্ভ সম্পূর্ণ
৩। নিম্বার্ক-প্রাদুর্ভাব (১০৩), ৪। ভবিষ্যবার্ত্তা,
৫। বেদান্ত-ভাষ্য সমগ্র (কেশব কাশ্মিরী)
৬। ভূচক্রদিগ্বিজয়ী (কেশব কাশ্মিরী) *
৭। নিম্বার্কসুধাস্তোত্রাবলী, (১১১) ৮। তত্ত্বপ্রদীপ—শ্রীনিকুম্বামিকৃত (১২৫) ৯। শ্রীহরিব্যাসদেব-চরিত, ১০। শ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ স্তোত্র, (১৪০) ১১। গৌতমী তন্ত্র, ১২। ভক্তিরত্নাকরে মুক্তাবল্যাং, (১৪০) ১৩। সম্প্রদায়-সারপ্রকরণ, ১৪। নারদনিয়মানন্দগোষ্ঠীরহস্যম্, ১৫। শ্রুতি-সিদ্ধান্তম্—নিম্বার্ক, ১৬। অন্যান্যচরিতাবলী—শ্রীনিবাসাচার্য্য, ১৭। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—নিম্বার্ক, ১৮। বেদান্ততত্ত্ববোধ নিম্বার্ক, ১৯। সনৎকুমারসংহিতা মূল (খণ্ডিত), ২০। বৃহদ্ ব্রহ্মসংহিতা, ২১। বৈষ্ণবধর্ম্ম-

মীমাংসা, ২২। কেশব বিপ্রবি-চরিত, ২৩। সদ্ধর্মপ্রবোধ—রামচন্দ্র ভট্ট, ২৪। সাঙ্কেপপদ্ধতি—নিম্বার্কশ্বরূপ দেবাচার্য, ২৫। নিবন্ধসিদ্ধান্ত, ২৬। শ্রীসাধন-রত্নক কৃষ্ণদাস, ২৭। ভাগবতামৃতকর্ণিকা (বেদান্ত) ২৮। চৌষট্টি প্রশ্ন, (১৯২২ সংবতে বৈষ্ণব-ধর্মের বিরুদ্ধে ৬৪টী প্রশ্ন বিরুদ্ধবাদীরা করিয়াছিল। শ্রীগোপেশ্বর শরণ দেবজী ঐ ৬৪টী প্রশ্নের উত্তর দিয়া বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই ৬৪টী প্রশ্ন ও উত্তর লইয়া এই চৌষট্টি প্রশ্ন গ্রন্থ লিখিত।)

———

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ সংখ্যার পর]

সখীভেকি-বাদ

গত সপ্তাহে 'সহজিয়া' বা 'প্রাকৃত-সহজিয়াবাদে'র একটী দিগ্‌দর্শন করা হইয়াছে। সেই অসংখ্য-প্রকার সহজিয়ামতের অন্তর্গত আর একটী মত কলির প্রাবল্যে রূপানুগধর্ম্মের দোহাই দিয়া কিছুকাল হইল প্রচলিত হইয়াছে। 'সহজিয়া'-প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, অপ্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্মের বিকৃত অনুকরণ হইতেই জগজ্জঞ্জালকর কলিকালোচিত মতসমূহ নিত্য নূতন নূতন আকারে বহির্ম্মুখ-সমাজে উদ্ভব হইতেছে। এই সকল অনর্থময়-কুমত বা আনুকরণিক সহজিয়াবাদেরই অন্যতম 'সখীভেকিবাদ'। 'বেষ' শব্দের অপভ্রংশ 'ভেক'। যাহারা কৃত্রিমভাবে পুরুষ-শরীরে কিংবা প্রাকৃতস্ত্রী-শরীরে অপ্রাকৃতব্রজ-নাগরী সখীর 'বেষ' বা 'ভেক' ধারণ করে এবং এইরূপ কৃত্রিমভাবেই 'ভজন' বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা 'সখী-ভেকী' নামে অভিহিত।

অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত যোগীদেহ-লাভ করিয়া স্বীয় অপ্রাকৃত গুরুরূপা সখীর অপ্রাকৃত কুঞ্জে অপ্রাকৃত পাদ্যদাসী-ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক অধোক্ষজ-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-অষ্টকালীয়-সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করেন। অনর্থমুক্ত শ্রীরূপানুগ-গুরুদেবকেরই অপ্রাকৃত সহজসিদ্ধ-স্বরূপের উদয় ও সেই সিদ্ধদেহে অধোক্ষজ-সেবা সম্ভব। নিজে নিজে রাগানুগ-অভিমান বা প্রাকৃত-সহজিয়া গুরু—যিনি নিজকে রসে 'ডগমগ' বা অনর্থযুক্ত শিষ্যকে 'জাতরতি' কল্পনা করিয়া কৃত্রিমভাবে (ভঙ্গিতে) সিদ্ধ-স্বরূপ (?) প্রদান করেন, সেইরূপ গুরু-ক্রবের উপদিষ্ট কল্পনাদ্বারা কখনও অনর্থমুক্তের অন্তশ্চিন্তিত বা সহজোদিত-অপ্রাকৃত সিদ্ধস্বরূপ লাভ হয় না।

মহাভাগবান্ নিত্যানর্থ-পুরুষ অপ্রাকৃত-সহজ-রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের ভাবে স্বাভাবিক লোভ-বশতঃ মুগ্ধ হইয়া অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণের আনুগত্যে ভজন করিয়া থাকেন। চিল্লীলামিথুন শ্রীরাধাকৃষ্ণের অধোক্ষজ-সেবাময়ী নিত্যলীলায় প্রবেশোপযোগিনী যে প্রণালী আছে, তাহা প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত অপ্রাকৃত রূপানুগ-গুরুদেবের কৃপায় উপলব্ধি করেন। ভজন-সুবিজ্ঞ অধোক্ষজ-কৃষ্ণসম্বন্ধবেত্তা শ্রীগুরুদেব অধিকার-অবিচারে বা অনর্থকে 'অর্থ' কল্পনা কিম্বা ক্রম-পথ বিরোধ করিয়া অনর্থান্বিত শিষ্যে কখনও 'রস-শিক্ষা' দেন না, ভজন-বিজ্ঞ-গুরু শিষ্যকে 'জাতরতি' কল্পনা করিয়া রতি-ব্যতীত অপ্রাকৃতরস কখনও প্রদান করেন না, আর সেই অজাতরতিতে অপ্রাকৃতরস স্বীয় অবস্থানের ভূমিকাও পায় না। পূর্ব্বেই রসের উদয়, পরে রতির উদয় বা পূর্ব্বে রতির উদয়, পরে রসের উদয়—এইরূপ বিচার কখনও ভজন-বিজ্ঞ-গুরুর বিচার নহে। ভজনবিজ্ঞগুরু 'গাছে না উঠিতে ফল মুলেই কাঁদি' পাওয়া ন্যায়ের পক্ষপাতী নহেন। শিষ্যের সহজোদিত ভাবকালে যে অবস্থা, ভজনবিজ্ঞগুরু সাধনের অগ্রেই তাহা বলেন না, তিনি কখনও অধিকার বিচার না করিয়া মর্কটের হস্তে বহুমূল্য মুক্তা প্রদান করেন না। 'অকৃষ্ণ' কোন কালে 'অপ্রাকৃত' হয় না, 'অচ্যুতত্ব' কখনও 'চ্যুত' হইয়া যায় না—ভজনবিজ্ঞ-গুরুদেব ইহা উত্তমরূপে জানেন ও শিষ্যকে শিক্ষা দেন। অপরাধ বা অনর্থ-ব্যবধানে কখনও ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া শুদ্ধ সম্বোজ্জ্বল-হৃদয়ের আবির্ভাব ও তন্মধ্যে অপ্রাকৃত-সহজোদিত রস-প্রবাহ সঞ্চারিত হয় না।

কোন্ জীবাত্মার কোন্‌টী স্বাভাবিক রস, তাহা অনর্থ-মুক্ত শুদ্ধ-জীবাত্ম-স্বরূপের সুরুচি-দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজন-প্রভাব উদয়কালে ঐ শুদ্ধ-রুচিক্রমে সাধক স্বীয় শুদ্ধস্বরূপে সহজোদিত রসে রতিবিশিষ্ট হন। শিষ্যের অধিকার-বিচার ও সেই রুচি-বিচার করিয়া ভজন-বিজ্ঞ গুরুদেব শিষ্যকে ভজন-শিক্ষা দেন।

যাহ সাধন-দেহের পুরুষত্ব-সত্ত্বেও নিষ্কপট অনর্থমুক্তের

অপ্রাকৃত ভাবদেহে অধোক্ষজ-কৃষ্ণসেবানন্দে রাগানুগাভিমান অসম্ভব নহে। কারণ জীবাত্মমাত্রেই কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি। স্থূলদেহে পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব কল্পিত; লিঙ্গদেহে তাহার প্রাগ্‌ভাবের প্রস্তাবনা। কিন্তু জীবের নিত্য শুদ্ধদেহে—চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই। • চিন্ময় শরীর স্বতন্ত্র শুদ্ধভাবময়। যখন স্বাভাবিক যে-ভাব প্রকটিত হয়, তাহাতেই সেই শুদ্ধভাবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব স্বতঃ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। বাস্তবলো—নপুংসকত্ব, দাস্য-সখ্যে—পুরুষত্ব, মাতৃ-বাৎসল্যে—স্ত্রীত্ব, পিতৃ-বাৎসল্যে—পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। শুদ্ধ মধুরোজ্জ্বলরসে সকল জীবাত্ম-স্বরূপই শুদ্ধ-স্ত্রীরূপা, এক পরমপুরুষের সেবাধিকারিণী। এইরূপ বিশুদ্ধ-সিদ্ধ-স্বরূপের বা অপ্রাকৃত সিদ্ধ-দেহের (মনোধর্ম্মীয় কল্পনার সৃষ্ট নহে) অপ্রাকৃত নাম-রূপ-বয়স-বেষ-সম্বন্ধ-যূথ-আজ্ঞা-সেবা প্রভৃতি একাদশটী পর্ব্ব অপ্রাকৃত ভজনবিজ্ঞগণ জানেন। এই অধোক্ষজ-লীলামিথুনসেবানুকূল্যৈক-তাৎপর্য্যময় অপ্রাকৃত সিদ্ধস্বরূপ বা সিদ্ধদেহ অনর্থযুক্ত ব্যক্তির 'মেটে' কল্পনা-নির্ম্মিত 'মেটে পুতুল' নহে। যাহারা কৃত্রিমভাবে 'মাটিয়া বুদ্ধি' লইয়া অপ্রাকৃতের অনুকরণ করিতে যায়, তাহাদিগের সাধন-ভজনের ছলনা আত্মবঞ্চনাময় অপজ্ঞজ্ঞাল-মাত্র। ঐরূপ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয়দ্বারা কেহ কখনও নিজের বা পরের মঙ্গল করিতে পারে না, চিরতরে অপ্রাকৃত-রস-প্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রাকৃত-রসাভাসকূপে মগ্ন হয়। অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ—শুদ্ধ-সম্ভোজ্জ্বল চিত্তের অন্তশ্চিন্তিত নিত্যসিদ্ধস্বরূপগণের উহা কল্পনাজাত নহে।

যাহারা কৃত্রিমভাবে এই শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য দেহকে 'গোপী' বা 'সখী' সাজাইতে চায়, তাহারা ভজনবিজ্ঞ-গুরুর পাদপদ্ম কখনও দর্শন করে নাই কিম্বা নিজেই স্বতন্ত্র কু-রসিকের সজ্জায় প্রতিষ্ঠা-দৃষ্টাদপচ-প্রমত্তীর মোহে আক্রান্ত হইয়া ঐরূপ মহাজনের শিক্ষায় বিরুদ্ধ অভিনয় করিয়াছে, জানিতে হইবে। শুদ্ধ-জীবাত্ম-স্বরূপের গোপীদেহ-স্ফূর্ত্তি—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ-বিষয়-প্রাপ্তি বা আপন-দশা; ইহাই বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে বিষয়-লাভ। যখন সেই অবস্থায় স্থূলময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের 'স্বরূপসিদ্ধি' হইতে 'বস্তুসিদ্ধি' হয়। কিন্তু কৃত্রিমভাবে বায়ু-পিত্ত কফাত্মক চামড়ার খোলসকে 'গোপী' মনে করা ভাগবত-কথিত গো-গর্দ্দভত্বেরই একটী প্রকারবিশেষ ছাড়া আর কি?

অকাল-পক্ক মাটিয়া রসিক অর্থাৎ অনর্থসাগরে মগ্ন থাকায় যাহাদের দেহাত্ম-বুদ্ধি বিগত হয় নাই এবং কপালগুণে ভজনবিজ্ঞ-নিষ্কপট সদ্‌গুরুর দর্শনও যাহাদের ঘটে নাই কিম্বা যাহারা 'সঙ্গত্যা সাধবো গুরুস্তি যৈ' ন্যায়ানুসারে কপট বা প্রাকৃত সহজিয়াকেই 'ভজনগুরু' বলিয়া বরণ করিয়াছে, তাহারা রূপানুগ-শুদ্ধভজনের এই সকল নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় দেহাত্মবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অপ্রাকৃত-ভজন-বিজ্ঞানকে—শুদ্ধসহজ-স্বরূপানুবন্ধী ব্যাপারকে—হ্লাদিনী-সার-সমবেত-সন্বিতের ব্যবধানরহিতা ক্রিয়াকে মেটে কল্পনাবলে পৌত্তলিকতার পর্য্যবসিত করিবার দুষ্টতা করিতেছে। 'দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান'—মহাপ্রভুর কথিত এই শুদ্ধ বেদান্তের বিচারকে 'ভিক্ত জ্ঞানচর্চ্চা' মনে করিয়া তাহাতে নাসিকা কুঞ্চন-পূর্ব্বক ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইবার আশায় যাহারা একদেশেই 'রসিক' বা 'ভজনানন্দী' কিম্বা তদ্রূপে জগতে প্রচারিত হইবার দুরভিলাষ পোষণ করিয়া রূপানুগ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-মহাজনকে লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহারা অপ্রাকৃত অনর্থমুক্তের অন্তশ্চিন্তিত, সহজোদিত শুদ্ধ-স্বরূপের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দেহেই বিবর্ত্ত-বুদ্ধি করিয়া বসিয়াছে অর্থাৎ স্থূল-লিঙ্গ-দেহকেই 'আত্মা'-জ্ঞানে নশ্বর স্থূল-দেহকে 'গোপী' এবং ঔপাধিক নশ্বর সূক্ষ্মদেহের অনর্থমলযুক্ত অভিমান, কল্পনা বা ভাবনারাশিকে 'ব্রজনাগরী-অভিমান', 'সখী-অভিমান' প্রভৃতি মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেছে।

একটু স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে সত্যানুসন্ধিৎসু-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, সখীভেকি-সম্প্রদায় প্রকৃত প্রস্তাবে 'বিবর্ত্তবাদী'। ইহারা মাটিয়া দেহকে 'অপ্রাকৃত সিদ্ধ-স্বরূপ' মনে করে, ইহারা প্রাকৃত শরীরকে 'অপ্রাকৃত সখী' বা 'গোপী' মনে করে এবং সেই মাটিয়া শরীরকে মাটিয়া বেশ-ভূষায় সাজাইয়া কৃষ্ণের নিকট

• নৈব স্ত্রী ন চ পুমানেষ ন চৈবাঽয়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে। (শ্বেতাঃ ৫।১০)
ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিৎ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়তঃ পুমান্।
দেবো যদুচ্চয়াত্মেচ্ছা-কর্ম্মরূপাশ্রয়ঃ স্বয়ঃ॥
(ভাঃ ৩।২০।৩৭)

তদ্যথা প্রিয়য়া-স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।
(বৃহদা: ৪।৩।২১)

লইয়া খাইতে চায়; কৃষ্ণ যদি মাটিয়া বস্তু হইতেন, তাহা হইলে ঐরূপ ভক্তমাংসের পশি বা মাটিয়া দেহ তাঁহার মনোৎসব বিধান করিতে পারিত; কৃষ্ণ কিন্তু গো-পর্ষত নন্ যে, তিনি 'কৃষ্ণ-পুত্তলিকা'কে বাস্তব বস্তু মনে করিয়া আদর করিবেন। কৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দময়তনু তাঁহার পরা শক্তি শ্রীরাধিকাদেবী সচ্চিদানন্দময়ী চিদ্‌বিলাস-রূপিণী, সখীগণ সকলেই সচ্চিদানন্দময়ী—মঞ্জরীগণ সকলেই সচ্চিদানন্দময়ী, তাঁহাদের সকলই সচ্চিদানন্দময়। সেই সচ্চিদানন্দের হাটে কি সখীভেকীর মাটিয়া-শরীর বিকাইবে? তাহা যে কুকুর-শৃগাল-বৃশ্চিকীর মহোৎসবের সম্ভার! যাহোক্ এই মাটিয়া-শরীরকে 'সখী' সাজাইয়া তাহা কৃষ্ণের কাছে লইয়া যাইবার অভিলাষ করেন, তাহাদিগের কৃষ্ণও—'মাটিয়া-কৃষ্ণ' অর্থাৎ মায়া। বিশেষতঃ ইহাদের শিক্ষকেরও অন্ত নাই। শুনা যায়, এই সখীভেকী-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাহাদের বাহ্য শরীরকে, 'ললিতাসখী,' 'বিশাখা সখী', 'চম্পকলতা সখী' প্রভৃতি সাজাইবার জন্য নৈসর্গিক-পুরুষ-দেহজাত শুষ্ক-শ্মশ্রুরাজি প্রত্যহ দুইবেলা ছেদন করেন, কবরী রচনা করেন, পায়ে আল্‌তা পরেন, নাকে নত দেন, স্ত্রীলোকের পরিধেয় শাড়ী পরেন, হাতে অনন্ত, চুড়ি, পায়ে মল প্রভৃতি অলঙ্কার পরিয়া থাকেন এবং প্রাকৃত স্ত্রীলোকের হাব-ভাবের অনুকরণ করেন। যাঁহার হৃদয়ে এরূপ প্রেমাঙ্কুর রাগাত্মিকব্রজবাসিগণের ন্যায় কৃষ্ণসেবা-লৌল্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহার বাহ্য ব্যাপারে সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের চরিত্রে দেখা যায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-বিরহ-প্রেমাবেশে অচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্ম-স্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণবিরহাবেশে॥
স্নান-দর্শন-ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥"

রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর নিজকে গোপীর কিঙ্করী অভিমানে কৃষ্ণানুসন্ধান লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণও জগতে রাধাগোবিন্দ-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব-গোপালভট্ট-ভূগর্ভ-লোকনাথ প্রভৃতি রাগাত্মিক ব্রজবাসী হইয়াও কিন্তু তাঁহাদিগের একটি দেহকে 'সখীভেকে'র দ্বারা সাজাইবার আদর্শ কেহই প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

"বাহ্য, অন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা"

(চৈঃ চঃ ম ২৩।১৪১-৫২, ১৪৪)

কিন্তু অনর্থযুক্ত অকাল-পক্ক সখীভেকি-সম্প্রদায়ের আচরণ মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের বিপরীত। মহাপ্রভু কিন্তু নিরন্তর গোপীভাবাবিষ্ট থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই এমন কি, যখন মহাভাবাবেশে মহাপ্রভু যমুনা-জ্ঞানে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন এবং যখন স্বরূপাদি ভক্তগণ সেই মহাভাবাবস্থায় মহাপ্রভুকে সমুদ্র হইতে উত্তোলনকরিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কৌপীন-বহির্ব্বাস ছিল, সখীভেকীর ন্যায় কোন বেষ ছিল না, যথা—

"আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাঞা।
বহির্ব্বাসে শোয়াইলা বালুকা ঝাড়িয়া॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ১৮শ)

শ্রীজগদানন্দপ্রভু কখনও গোপীভাবে বিভোর হইয়া গাঙ্কতোয়পূর্ণ কুম্ভ মস্তকে লইয়া দুগ্ধ বিক্রয় করিতেন। নীলাচল হইতে গৌড়াগমন-পথে শ্রীজগদানন্দ শ্রীরাধাভাবে মহা অষ্টদাসসহ ঘধিবিক্রেত্রী হইয়া স্বীয় বাহ্য পরিচয় ভুলিয়াছিলেন—ইহা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দেখিতে পান। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত গৌরসুন্দরের দ্যুতি-স্বরূপা বা বৃষভানু-নন্দিনীর বিষ্ণুভক্তিরূপা ব্রজের মধুর-রসের আশ্রয়ালম্বন শ্রীজগদানন্দের যে স্বাভাবিক ব্রজভাব, তাহাতে কপটতা নাই। তাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত ছিল না, তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, তিনি নিত্যসিদ্ধ-ব্রজপরিকর, তিনি সাধকদীব নহেন, আর তিনি তাঁহার ঐপ্রকার নিত্যসিদ্ধ-ব্রজস্বরূপোচিতভাব লোকে প্রচার-উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ আচরণ করিতেন না।

তাঁহার শুদ্ধ-সহজ-ভাবকে কৃত্রিম উপায়ে সাধন করিবার জন্য তিনি দুই বেলা ক্ষৌরকর্ম বা পায়ে আলতা দিয়া কবরী রচনা করিবার কোন চেষ্টা দেখান নাই। আহংকরণিক, দেহারামী, বিবর্তবাদী সখীভেকি-সম্প্রদায় তাঁহাদের মত কোন মতেই মহাজনানুমোদিত বলিয়া সমর্থন করিতে পারিবেন না, তাঁহাদের কল্পিত চেষ্টা—মহাজনগণের আচরণের বিপরীত স্বতন্ত্র পন্থা।

সখীভেকী নামক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নিরর্থকতা কোন একজন শুদ্ধ-ভজনবিজ্ঞ পুরুষ এইরূপভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"ভাই সহজিয়া, তুমি ব্রজভাব-লুব্ধ হইয়া অন্তরের ভাব বাহিরে ফুটাইয়া দিয়াছ, বাহিরের দৃষ্টিতে সব কথা ফুটিয়া উঠায় ভিতরে আর তোমার কিছুই নাই। এই কুকুরে-খেয়ালে খাওয়া দেহটাকে তুমি 'অপ্রাকৃত গোপতনয়া' করিয়াছ। হৃদয়ে পৌরুষভাব গোপন করিয়া বাহিরে 'অবগুণ্ঠনবতী সখী' হইয়াছ, নাকে নোলক পরিয়াছ। নেড়িদের উপর পাতাপেড়ে কাপড় পরিতে শিখিয়াছ। অপ্রাকৃত বনফুলের মালার পরিবর্তে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নাগর অন্বেষণ করিতেছ। তোমার ভাব শুদ্ধ বৈষ্ণবে বুঝিতে পারিবে না। অন্তরঙ্গ ভক্তেরও বুদ্ধির অগোচর। বলিতে লজ্জা বোধ হয় তোমাদের বাক্যে সকল স্ত্রী-ধর্ম অঙ্গুলেরই প্রকাশ হয়, কেবল ভিতরে পুরুষভাব, বাহিরে স্ত্রীবেশ। ইহা কি রসিকের ধর্ম? মহাপ্রভু বাহিরে পুরুষ ছিলেন, অন্তরে কৃষ্ণসেবিকা গোপীর চিন্ময়ভাব গোপন করিয়াছিলেন। আর ভাই সহজিয়া, তুমি হৃদয়ে পুরুষভাব, পুরুষদেহ, বাহিরে গোপীর বেশ; মহাপ্রভু যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ তোমার। প্রভু বলিলেন আমার ধর্ম গোপী ভাব, তুমি বুঝিলে দেহের ধর্ম গোপীভাব "অন্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার" প্রভুর উক্ত তুমি তাহা উল্টাইয়া দিয়া জড়ভোগে প্রবৃত্ত হইলে। তবে তুমি বলিতে পার ইহা কলিকাল। প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ করিলে প্রভুর অনুগত বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করা যাইবে।

প্রভু—ঈশ্বর, জীব—বস্তু; সুতরাং জীবের আচরণ প্রভুর ঠিক উল্টাই করা চাই। কৃষ্ণ কি তোমার ন্যায় প্রাকৃত বস্তু যে তুমি প্রাকৃত সখীভেক লইলে কৃষ্ণ অপ্রাকৃত ছাড়িয়া দিয়া তোমার করস্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন? কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া স্ত্রীবেশ-মণ্ডিত তোমার পুরুষশরীর লইয়া কি প্রকারে রস গ্রহণ করিবেন? যদি তোমার ভাগ্যে কৃষ্ণকর্তৃক বাহুবন্ধন অপহৃত হয়, তাহা হইলে তোমার কপটতা ধরা পড়িয়া যাইবে। আর যদি রূপের অনুগত হইয়া অন্তশ্চিন্তিত সেবনোপযোগী সিদ্ধদেহ দ্বারা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-মানস-সেবা কর, তাহা হইলে বস্তুসিদ্ধিকালে ঘৃণিত প্রাকৃত দেহটা পড়িয়া যাইত। তাই সহজিয়া! অনাত্মদেহে কেন আত্ম-বুদ্ধি করিতে গিয়া সখীভেকী সাজিলে? আমরাও তো তোমার মতলব বুঝিয়া তোমাতে আকৃষ্ট হইতে পারিলাম না।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনোন্মুখের স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ হইতেও অধিকতর অনর্থকর; আরও বলিয়াছেন,—দারুণ ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥ ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥" কিন্তু সখীভেকি-সম্প্রদায় মধ্যে বাহ্য দেহকে স্ত্রী-বেশে সজ্জিত করায় অতি সহজেই তাহাদের নিকট স্ত্রীগণের প্রবেশাধিকার লাভ হইতে পারে এবং সেই উপলক্ষে স্ত্রী-সন্দর্শন ও সম্ভাষণাদি হওয়াও অসম্ভব নহে। নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কপট ভগবদ্ভজনোন্মুখ কি কখনও নিজে ইচ্ছা করিয়া এইরূপ বিষদ বরণ করিতে অভিলাষ করেন? যাঁহারা মর্কট-বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন বেশে নিজ ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকেন। সাধারণ লোক বিশেষতঃ একটু ভাব-প্রবণ-ব্যক্তিমাত্রেই এই সকল বাহ্য বেশ, ঐ সকল বিষকুম্ভ-পয়োমুখ ব্যক্তির মন-ভুলান আপাত-মধুর সম্ভাষণ হাব-ভাব প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং কৃপাঙ্কাদিত অন্ধকূপকে স্বচ্ছন্দ বিচরণ-ভূমিকা মনে করিয়া অন্ধগর্তে পতিত হইয়া প্রাণ হারান। সাধুগণ পুনঃ পুনঃ সাবধান করিলেও তাঁহারা বাহ্য-মোহের প্রবল আকর্ষণের হস্ত হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করেন। সখীভেকীদলের যে সমস্ত কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এমন কি, বর্তমান কালের দুই একটী পুস্তক পর্য্যন্ত তাহাদের যে-সকল অভিনব ভজন-প্রণালীর

কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে সমাজে ব্যক্ত করিবার যোগ্য নহে; অথচ সেই সকল পুস্তক লোকের চোখে ভেল্‌কি লাগাইয়া বাজারে বেশ সমাদরের সহিত চলিতেছে। ইহা হইতে জগতের বহির্মুখতা ও জগজ্জীবের আত্ম-বঞ্চনৈষণার পরিমাণটী বেশ ভাল করিয়া সুধীগণের বিচারের তৌল-দণ্ডে ওজন করা যায়। কলিতে আরও কতপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণপর মতবাদ সৃষ্টি হইবে, কে জানে!

নিম্নলিখিত কারণে সখীভেকী মতটী মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ভক্ত-সম্প্রদায়-কর্তৃক অসৎসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যক্ত—

(১) সখীভেকি-সম্প্রদায়ের আচরণ রূপানুগ মহাজনগণ কেহই জানিতেন না।

(২) কুক্কুর-শৃগাল-তুল্য, বাতু-পিত্ত-কফাত্মক প্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃতত্ব-আরোপ—পৌত্তলিকতা; পৌত্তলিকতা কখনও "ভজন" নহে।

(৩) রক্তমাংসের নির্ম্মিত ত্রিগুণময়দেহ কখনও অধোক্ষজ-কৃষ্ণের সেবোপযোগী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সখী বা মঞ্জরী-দেহ নহে।

(৪) বাহ্য স্থূলদেহের কৃত্রিম বেশ-ভূষা কখনও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নয়নোৎসব বিধান করে না; যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ছেঁড়া-কাপা-করঙ্গ-কৌপীনধারী ব্রজের ধূলায় ধূসরিত অলঙ্কৃত কেশ-নখাদিযুক্ত নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণব-গণের শ্রীমূর্ত্তি অপেক্ষা বারবিলাসিনী সুন্দরীর দেহ শ্রীকৃষ্ণের অধিক নয়নাভিরাম হইত। শ্রীকৃষ্ণ শৃগাল-কুক্কুরের ভোগ্য বাহ্য-নশ্বর রূপলাবণ্য দেখেন না, তিনি দেখেন কাহার আত্মা কত অভাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদি-মল হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করিয়াছে এবং সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব সেবা-সোভার মূল আকর-স্বরূপ শ্রীরূপের আনুগত্য অলঙ্কার দ্বারা কতদূর বিমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ রূপানুগগণেরই সেবা গ্রহণ করেন, এমন কি, বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীদেবীও তাঁহার মনো হরণ করিতে পারেন না, অপরের কা কথা।

(৫) সখীভেকি-সম্প্রদায়ের মত বিবর্ত্তবাদেরই প্রকার-ভেদ।

(৬) সখীভেকি-সম্প্রদায় বিবর্ত্তবাদী হইয়া আপনা-দিগকে ললিতা, বিশাখা সখী-প্রভৃতি অভিমানে শ্রীল জীবপাদের শ্রীদুর্গম সঙ্গমনীর সিদ্ধান্ত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মহৎ-প্রদ্যোপাসনরূপ মায়া-বাদকেই আলিঙ্গন করেন।

(৭) যদি তাঁহারা বলেন যে, আমরা নিজদিগকে 'সখী' অভিমান করি না, সিদ্ধদেহ-ভাবনা অভ্যাস (?) করিবার জন্য আমরা কোন পরম-শ্রেষ্ঠা গণনায়িকা (!) সখীরগণে কোন মঞ্জরীর অনুগত (!) বলিয়া আমাদিগকে মনে করি, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য ঐ যে, ঐরূপ প্রাকৃত কল্পনাময় দেহ কি সিদ্ধদেহ? নিত্য সিদ্ধ-স্বরূপ কি অচিন্ময় যে-কোন ব্যক্তি তাহা অনর্থময় কল্পনা-বলেই সৃষ্টি করিতে পারে? অধোক্ষজ-কৃষ্ণসেবা যদি কল্পনা বলেই লাভ হইত, তবে আর কথা ছিল না। এইরূপ "গাছে না উঠিতে এক কাঁদি"—আত্মবঞ্চনাময় জগজ্জালকর সহজিয়া মত মাত্র। যে মায়া কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিকারী বহির্মুখ জীবকে চরাইয়া বেড়াইতেছে, সেই মায়ার অধীশ্বর আমার কৃষ্ণ, সুতরাং কৃষ্ণের কাছে কপটতা চলে না। বিষ্ঠা-ভোজনানন্দী বায়স নিজকে যতই সুচতুর মনে করুক না কেন, তাহার ঐরূপ চতুরতার মূল্যের মূল্য শূন্য-কপর্দ্দক। সখীভেকি-সম্প্রদায়ের ঐরূপ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিও তাঁহাদের আত্মবঞ্চনার সেতুস্বরূপ।

(৮) সখী-ভেকী মত—কৃষ্ণকে ভোগ করিবার একটী দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র।

(৯) সখীভেকী মত আত্মেন্দ্রিয় তর্পণানুসন্ধানের প্রকার বিশেষ।

(১০) সখীভেকী মত ভক্তিশাস্ত্র বা গোস্বামী-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

অতএব যাঁহারা সংসার-সাগরের পারে গমন করিয়া নিজ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ-ধর্ম্মে অবস্থান এবং অধোক্ষজ সেবা-বিগ্রহের প্রীতি অনুসন্ধান করিতে চান, তাঁহারা এই সকল ভুমত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ রূপানুগ গুরুবর্গের পাদপদ্মাশ্রয় করিবেন এবং তাঁহার কৃপা-শক্তি সঞ্চারিত হইয়া নিষ্কপট সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে ক্রমে অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবোদয়-ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া অপ্রাকৃত রসে স্থিতি লাভ করিবেন। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে স্বীয় নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপোদয়ে গুরুকৃপাবলে নিত্য-স্বরূপের একাদশটী ভাব স্বতঃই বিশুদ্ধচিত্তে স্ফূর্ত্তি পাইবে। এই নিত্যস্বরূপ অভিমানই আত্মজ্ঞান বা স্বরূপ-

দিচ্ছি। ইহা কৃত্রিম-উপায়ে স্বতন্ত্র কল্পনা-বলে লাভ হয় না। অপ্রাকৃত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে সেই সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

শ্রীকুরুক্ষেত্র ও শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কীর্ত্তন-মহোৎসব

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ আমাদের নিজস্ব সংবাদ-দাতার প্রেরিত তদ্বিবরণী হইতে সংক্ষেপে শ্রীকুরুক্ষেত্র ও শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীকুরুক্ষেত্র—বেদ-উপনিষদ্-ভাগবত ভারত-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মক্ষেত্র। বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একটী বিশেষ সেবা-উদ্দীপনার স্থান; এই স্থানে প্রাচী সরস্বতী-তটে থানেশ্বরের শ্রীজগন্নাথ বিপ্রের ভবনে বিপ্রলব্ধ বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের,—

আরুহ্য তে নলিননাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

—শ্লোক-চন্দ্রিকা রূপানুগ গৌরভক্তগণের চিত্তরঞ্জিত নয়ন-কাননে এই স্থানে স্বতঃই উদিত হয়। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ" এই শ্লোক-মালিকাটী রচনা করিয়াছিলেন। এই কুরুক্ষেত্রে অভিন্নবলদেবপ্রভু অবধূত নিত্যানন্দ রায় তীর্থ-পর্য্যটন-ছলে আগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং এই ক্ষেত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পরম-তীর্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে আর কেহই এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন নাই। এপ্রদেশে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের কথা অনেকে জানেন কিন্তু সেই বল্লভাচার্য্যের প্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রভুরও প্রভু শ্রীগৌরমহাপ্রভুর কথা এখানকার লোক কেহই জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এ স্থান ঐতিহাসিকগণের নিকট রাজর্ষি কুরুমহারাজের স্বহস্ত-কর্ষিত পুণ্যক্ষেত্র, আর্য্যদিগের একটী প্রাচীনতম তীর্থস্থান, ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ-তাণ্ড্যায়ন শ্রৌতসূত্র-শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ-তৈত্তিরীয় আরণ্যক-জাবালোপনিষৎ-মহাভারত প্রভৃতি-শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ পুরাতন যজ্ঞক্ষেত্র, কিম্বা কর্ম্মকাণ্ডীয়গণের নিকট এ স্থান বহু পুণ্যতীর্থ-সমন্বিত স্বর্গোপম পুণ্যভূমি বলিয়া বিদিত; সাহিত্যিকের নিকট এ স্থান হরিবংশ-বিষ্ণুপুরাণ-গীতির মহাশ্মশান বা প্রাচীন লুপ্ত ইতিহাসের স্মৃতি-প্রচারক ক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত কিম্বা বীরের নিকট এ স্থান পরশুরামের অসি-নির্গলিত রুধিরপ্রস্রবণের ধারায় প্লাবিত, আবার বিষ্ণুভক্তগণের নিকট এ স্থান মহাভারতের মহাযুদ্ধে পাঞ্চজন্য-শঙ্খের নিনাদে নিনাদিত, কৌরব-পাণ্ডবগণের গদার ঘাত-প্রতিঘাতে, অশ্বের আস্ফালনে শব্দিত ও কম্পিত, পার্থ-সারথীর গীতার গানে মুখরিত, কিন্তু এ স্থান যে স্বর্গমোক্ষ-ধিক্কারকারী, যাবতীয় সাধন ও সাধ্যে নিরপেক্ষ, গোবিন্দপ্রেমভাজন পুরুষগণেরও অলভ্য, নিরুপাধিক গূঢ় প্রেমের অধিকারী বিপ্রলব্ধরস-বিগ্রহ গৌরকৃষ্ণভক্তের নিগূঢ় সেবার উদ্দীপনাস্থল, তাহা খুব কম লোকই জানিতেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তীর্থ-ভ্রমণছলে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি সেই স্থানে অবস্থান করিয়া ভজন করিবেন—এই উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে একটী স্থানও সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বড় সাধ ছিল যে, কুরুক্ষেত্রে লক্ষ্মীকুণ্ডের তীরে শ্রীগৌর-বিগ্রহ অধিষ্ঠিত হন এবং নিষ্কপট বিশুদ্ধ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ এই স্থানে বাস করিয়া ভজন করেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেই মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ-কল্পে গত বৎসর তীর্থ পর্য্যটনছলে-সপার্ষদে শ্রীকুরুক্ষেত্রে আগমন করেন এবং লক্ষ্মীকুণ্ড ও দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে উপবেশন করিয়া নিজ ভক্তগণের নিকট এ স্থানে মহাপ্রভুর আগমন, কৃষ্ণ-বিগ্রহ-বিমুগ্ধগোপীগণের আগমন, শ্রীনিত্যানন্দের আগমন ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আগমন ও ঠাকুরের মনোঽভীষ্টের কথা কীর্ত্তন করেন। তখন তিনি মহাপ্রভুর ভক্ত থানেশ্বরী জগন্নাথের ভবনও দর্শন করিয়াছিলেন এবং হিন্দি ভক্তমাল-লেখক নাভাদাসজীর বিচারানুসারে ইহা যে শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুরই পাদি, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এইবার

শারদীয়া পূজার সময় কাশীধামে সুপ্রাচীন শ্রীযাদবপুর-নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত করিয়া এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়া বহু ভক্তের সহিত পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ কুরুক্ষেত্রে শুভাগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা-অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য পাণ্ডিত্যালা, কুরুক্ষেত্র ও পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ মহানুভব ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদের আগমনের তারিখ তড়িদ্বার্ত্তাগত-সহযোগে বিঘোষিত হইলে স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হন। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকুরুক্ষেত্রে শুভবিজয় করিলে দেশের সম্ভ্রান্তগণের আগ্রহাতিশয্যে কুরুক্ষেত্রে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল প্রভুপাদ সেই মহতী সভায় ইংরেজী ও পরে হিন্দি ভাষায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কুরুক্ষেত্রাগমন এবং খানেশ্বরী শ্রীজগন্নাথের গৃহে অবস্থিতি প্রভৃতি বর্ণন-মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত নির্ম্মল প্রেম-ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধত্ব কীর্ত্তন করেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা প্রচারের আবশ্যকতাও জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অভিনব প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ভক্তিপ্রাণ শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন প্রদান করেন।

এই অগ্রহায়ণ শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্রীযাদব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রাণারাম শ্রীবিনোদ-রামজী শ্রীপ্যারীজীর সহিত অধিষ্ঠিত হন। শ্রীবিগ্রহের অভিষেক-উপলক্ষে নগর-সংকীর্ত্তন মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনমুখে বিরাট মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় ব্যক্তিগণকে এবং উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে হরি-কীর্ত্তন ও প্রসাদের দ্বারা বিশেষরূপে তৃপ্ত করা হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অমৃতস্রাবী হরিকথা এবং প্রত্যহ ত্রিদণ্ডি-স্বামিগণকর্ত্তৃক হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা; শ্রীমদ্ অনন্তরাম বিঠ্ঠলাচার্য্য বৈতবেদান্তবিদ্যান-কর্ত্তৃক দেব-ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ব্যাখ্যা, কুরুক্ষেত্রের লুপ্ত-স্মৃতি পরমোজ্জ্বলভাবে আবার জাগাইয়া দিয়াছে। শ্রীকুরু-ক্ষেত্র আবার বিশ্বজন ভাবানুসরণময়ী কীর্ত্তন-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছে—সজ্জনগণের হৃদয়ে আবার কৃষ্ণবিরহ বিপ্রলম্ভগীতির মূর্চ্ছনা জাগিয়া উঠিয়াছে—শ্রীবলরাম-নিত্যানন্দের পদাঙ্ক-পূততীর্থে 'নিতাইর আনা নাম-প্রেমের বান' ডাকিয়াছে—কুরুক্ষেত্রের ক্রমরূপক আবার ভাগবতের গীতিতে মুখরিত হইতেছে—সেই গীতি দিগ্বধূগণ আবার কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তরে—কাননে কাননে,—তীর্থে তীর্থে, বিটপীলতায়,—বিহঙ্গম-যূথের কর্ণকুহরে বিলাইয়া দিতেছে। যে স্থানে একদিন শোণিত-গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছিল, সে স্থান সাক্ষাদ্রূপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমরসে প্লাবিত হইতেছে, —যে স্থানে অদ্রির ঝনৎকার কর্ণের পীড়া প্রদান করিয়াছিল, সেই স্থানের স-সংকীর্ত্তন করতালির মধুর ধ্বনি লোকের সেবোন্মুখতা উদ্দীপনা করিয়া তাহাদের কর্ণামৃত-স্বরূপ হইয়াছে,—যে স্থান একদিন ভেরীর নিনাদে বিঘোষিত হইয়া লোকের হৃদয়ে ভীষণতা উৎপাদন করিতেছিল, আজ সেই স্থানে মধুর-মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি—গৌর-বিহিত মধুর কীর্ত্তন সকলের হৃদয়ে প্রেমভক্তির সুধাধারা আনিয়া হৃদয়ের সরলতা বিধান করিতেছে—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট পূরণ হইতেছে। জয় গৌরজনবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জয়! জয় শুরুগৌরাঙ্গের জয়! জয় রাধাবিনোদরামজীর জয়!

কুরুক্ষেত্রের উৎসব সম্পন্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের অধি-কাংশই শ্রীনৈমিষারণ্যের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীপরমহংসমঠে আগমন করেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরম-হংস ঠাকুর ২২শে নবেম্বর কতিপয় ভক্তের সহিত ১১ ঘটিকার সময় নিমিষার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে নৈমিষারণ্য-বাসী প্রায় দুই শত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পুষ্পমালা, চন্দন, কাঁসর, ঘণ্টা ও নানাবিধ বাদ্য এবং পতাকা প্রভৃতি অর্ঘ্যসহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করেন। ব্রাহ্মণগণ প্রভুপাদের কণ্ঠে পুষ্প-মালা ও ললাটে চন্দনাদি প্রদানপূর্ব্বক প্রভুপাদকে অভিনন্দন করেন। নিমিষার ষ্টেশন হইতে শ্রীপরমহংস মঠ পর্য্যন্ত জয়ধ্বনি করিতে করিতে বিরাট জনতা শ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রভুপাদের নৈমিষারণ্য-আগমনের বার্ত্তা তড়িৎবার্ত্তাবহযোগে নৈমিষারণ্য, মিশ্রীক, করণা প্রভৃতি বহু স্থানে বিঘোষিত হইলে বহু উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, তালুক-দার, জমিদার, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, সজ্জন সকলে শ্রীল প্রভু-পাদকে দর্শন করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া দলে দলে আগমন

করিতে থাকেন। মঠের সম্মুখে চারিটী বৃহৎ তাঁবু, অপর তিন পার্শ্বে নয়টী তাঁবু এবং শ্রীমঠের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সুবিস্তৃত সামিয়ানা শোভা পাইতেছিল। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীআসন-মন্দিরের সম্মুখ পর্য্যন্ত নবনির্ম্মিত সরণির দুই পার্শ্ব নানা বর্ণের বিচিত্র পতাকা এবং শ্রীমঠ ও শ্রীভাগবত-বিদ্যালয়ের গৃহ পর্য্যন্ত আম্রপল্লব সংযুক্ত পূর্ণকুম্ভ ও পুষ্পমালিকায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। পর দিন ২৩শে নবেম্বর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদবিহারীজী শ্রীবিগ্রহের প্রাতিষ্ঠার দিন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতেই কীর্ত্তন-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল; অপরদিকে ভক্তগণ আনন্দভরে বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত পরম ভাগবত শ্রীমান্ ঠাকুর সাহেব টিকম্ সিংজী মহোদয় তাঁহার অধীনস্থ বহু কর্ম্মচারীর সহিত অভিষেকের দ্রব্য-সম্ভার পরম উৎসাহের সহিত সংগ্রহ করিতে থাকেন। সেইদিন বেলা ১১টার গাড়ীতে বহু ভক্তের সহিত ত্রিদণ্ডি স্বামিজী মহারাজগণ কুরুক্ষেত্র হইতে নিমিষার্ণ্য ধামে পৌঁছিলে শ্রীপরমহংস মঠের সেবকগণ বৃন্দকরতালের সহিত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনিতে নৈমিষারণ্যের কানন-প্রান্তর, দিগ্‌বিদিক মুখরিত করিয়া শ্রীমঠের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুর অগ্রগণ্যে সেই সকল ভক্তের প্রতি দর্শনামৃত বর্ষণ করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে পুনরায় বৃন্দ-করতাল সহযোগে সংকীর্ত্তন, কাঁসর-ঘণ্টা এবং একটী সুসজ্জিত পাশ্চাত্য-ঐকতান-বাদ্য-দলের মধুর মঙ্গলধ্বনি শ্রীপরমহংস মঠের প্রাঙ্গণ হইতে উত্থিত হইতে থাকিলে প্রতিধ্বনি-দেবী সেই বিপুল ধ্বনির অনুকীর্ত্তনকারিণী বালিকা-স্বরূপে আর্য্য ঋষিগণের ভাগবত-ধর্ম্ম-দীক্ষা-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আবার শুদ্ধ-ভাগবত-ধর্ম্মপ্রচারক সপার্ষদ পরিব্রাজকাচার্য্যবরের শুভাগমন ও শ্রীগৌরজনের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অভিষেক-বার্ত্তার আহ্বান-সন্দেশ বিতরণ করিতেছিল। সেই আহ্বান প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে শত শত লোক শ্রীগৌর-বিগ্রহ দর্শনের জন্য ব্যাকুল প্রাণে শ্রীপরমহংস মঠের দিকে ছুটিতেছিল। বিরাট সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট সেই প্রাচীন নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে—যেখানে একদিন ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণঋষি শ্রীল সূতগোস্বামী-প্রভুকে গুরুপদে বরণ ও হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে সেই সূত গোস্বামী মহারাজের পাদপদ্মপূজা করিয়াছিলেন,—যে স্থানে একদিন স্বয়ং বলদেবপ্রভু পদার্পণ করিয়া 'ধর্ম্মধ্বজিতা' বা ভাগবত-কীর্ত্তনের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বণিগ্ বৃত্তি বিনাশপূর্ব্বক ব্রহ্মকুলের গুরু অযৌক্তিবিপ্রকুলোদ্ভূত শ্রীসূতগোস্বামী মহারাজকে যথার্থ অকৈতব-নিরুপাধিক ভাগবত-সেবক জানিয়া ভাগবতব্যাসাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—যে স্থানে একদিন জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রেমামৃতকর মূল মাধ্বমতিবরের সহিত আগমন করিয়া নৈমিষারণ্যক্ষেত্রকে পদাঙ্কপূত করিয়াছিলেন—যে স্থানে একদিন ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শুকদেবরূপক শ্রীধরপাদ্ ভাগবতের 'ভাবার্থদীপিকা' কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—আজ সেই ভাগবতধর্ম্মের প্রচারের আদিকেন্দ্র শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মূর্ত্তভাগবত-বিগ্রহ শ্রীপরমহংস ঠাকুর সহস্র সহস্র নর-নারীর নিকট ভাগবত-ধর্ম্মনীরাজিত-পাদপদ্মরাজ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মাহাত্ম্য-কথা কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, ভক্ত ও তৎক্ষেত্রবাসী বিরাট জনমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করিয়া শ্রীহস্তপদ্মদ্বারা শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহ ও প্রিয়াসহ শ্রীবিনোদবিহারীজীর শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক পিপাসিত নরনারীর প্রতি ভগবদ্-দর্শনামৃত বিতরণ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে বিরাট জনতা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ মনোরম নৈমিষ-বনকুসুমের অপূর্ব্ব-শৃঙ্গারে সুশোভিত থাকিয়া ভক্তচিত্তবিত্ত হরণ করিতেছিলেন। এদিকে আবার সমস্ত বাদ্যভাণ্ডসহ সংকীর্ত্তন-আরাত্রিকের ধ্বনি, সহস্র শিলোচ্চয়, ঘৃত প্রদীপ কৃষ্ণগাদ-পদ্মনীরাজিত কর্পূর ও ধূপের সৌরভ নির্য্যাস-সৌরভের সহিত মিশ্রিত হইয়া গন্ধবহসংযোগে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া ভক্তচিত্তে কৃষ্ণসেবোন্মাদনা আরও দ্বিগুণতর করিয়া দিতেছিল। আরাত্রিকের পর সমবেত দর্শকবৃন্দকে অকাতরে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল; প্রসাদ-গ্রহণকালে সকলে সমবেতস্বরে শুদ্ধ-গৌর-কৃষ্ণ নামের ধ্বনিতে নৈমিষারণ্যের গগন-প্রান্তর মুখরিত করিয়াছিলেন। সেই দৃশ্য যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাণে প্রাণে ইহা অনুভব করিতে পারেন—ইহা কবির কল্পনা নহে—উপন্যাসের ভূমিকা নহে—সাহিত্যিকের ভাবের উচ্ছলিত তরঙ্গ নহে; এই দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জীবনে ভুলিতে পারিবেন

না। অতি পাষাণ প্রাণও এ দৃশ্যে না গলিয়া থাকিতে পারে না। মনে হয় যে, দেবতাগণ আকাশে থাকিয়া এই দেবা-পোভা দর্শন করিতেছিলেন—ভাগবত-ধর্মক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে সেই পুণ্যশ্লোক সৌনকাদি ঋষিগণ আধার অদৃশ্যভাবে উপস্থিত থাকিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের পরিপক্ক ফল গৌর-বিহিত নাম-সংকীর্ত্তন কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান করিয়াছিলেন—মনে হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীযুক্ত-গোস্বামী মহারাজ, ভক্তৈকরক্ষক শ্রীধর স্বামিপাদ সেই দিন সাধারণ-লোক-লোচনের অন্তরালে কিন্তু দেবোন্মুখ ভক্ত-চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া গৌর-কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে নৃত্য করিয়াছিলেন। না করিলেনই বা কেন, যেখানে ভক্তভক্তের নিষ্কপট-সেবা-বৃত্তির সহিত শ্রীগৌর-হরির বিহিত কীর্ত্তন হয়, সেখানে সাঙ্গোপার্ষদ গৌর-সুন্দর নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

পরদিবস ভোর ৫ ঘটিকার সময় পাশ্চাত্য-ঐকতান বাদ্যবৃন্দের সহিত একটী সুসজ্জিত হস্তী, কয়েকটী সুসজ্জিত উষ্ট্র এবং নানা কারুকার্য্য খচিত-বেশমণ্ডিত অনেকগুলি অশ্ব শ্রীমন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ভোর আরম্ভের পরই ভক্তগণ পতাকা-হস্তে মৃদঙ্গকরতালের-সহিত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির হইতে প্রাঙ্গণে বহির্গত হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্ শ্রীশালগ্রামজী তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া সুসজ্জিত হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজ উত্তম-কারুকার্য্য-সমন্বিত একটী ছত্র ও শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী চামর-হস্তে হস্তীর উপর শ্রীশালগ্রামজীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় হস্তী-পৃষ্ঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সমাসীন হইলে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুও একটী ছত্র হস্তে হস্তী-পৃষ্ঠে আরূঢ় হইলেন। শ্রীমৎপরীক্ষিৎ মহারাজসহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত কলিকাতার জমিদার, বড়তালের জমিদার ও বিভিন্ন স্থানের তালুকদারগণ অন্যান্য হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রভুপাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিত কয়েক-জন উচ্চ পুলিশ কর্ম্মচারী অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন। কীর্ত্তন-সম্রাট্ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব-সাগর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পঞ্চশতাধিক ভক্তসহ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীনামহট্ট-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় বিংশতি সহস্র জনমণ্ডলীর সহিত সমবেত হন। সেই বিংশতি সহস্র ভাগ্যবানগণ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত মহামন্ত্র শ্রবণ করিয়া সমবেতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে তদনুকীর্ত্তন করেন এবং গৌরকৃষ্ণনামের জয় জয়কারে ভাগবত-ধর্ম্মক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্যের দিগ্‌বিদিক্ মুখরিত করিয়া বিরজা-ব্রহ্মলোকভেদি-পরব্যোমে শ্বেতদ্বীপস্থ সাবরণ গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম আরাধনা করেন। এই বিরাট সংকীর্ত্তন শ্রীললিতা-দেবীর (শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, যিনি এতদিন শ্রীমতীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন) শ্রীমন্দির হইতে শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহারাজের গাড়ি, শ্রীচক্রেশ্বর, শ্রীব্যাসপাদি এবং শ্রীগোশতীর তীর পর্য্যন্ত পরিক্রমা করেন। ২৭শে নবেম্বর শ্রীশ্রীপরমহংস-মঠ প্রতিষ্ঠার দিন ছিল, সেই দিন পরমভাগবত ঠাকুর সাহেব শ্রীমান্ টিকমসিংজী ও পত্নীসহ বংশাবতংস ঠাকুর সাহেব শ্রীমান্ রঘুনন্দন প্রসাদসিংজী জমিদার মহোদয়ের যত্নে সমবেত অগণিত ভক্তগণের জন্য বহু সেবা-সম্ভার সংগৃহীত হইয়াছিল। বৈষ্ণব জমিদার মহোদয় অকাতরে সকলকে প্রসাদ বিতরণ এবং বিশেষ অভ্যর্থনাদি প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত ভক্তগণের নিকট গৌরহরির মাহাত্ম্যের কথা অবিরাম কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। ধর্ম্মপিপাসু বিরাট জনমণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে ভাগবত-ধর্ম্মের কথাই আলোচিত হইতে-ছিল। কোথায় বা সংকীর্ত্তন, কোথায় বা সংস্কৃত-ভাষণ, কোথায় বা ভাগবত-ব্যাখ্যা, কোথায় বা হিন্দিতে চরিতামৃত-ব্যাখ্যা, কোথায় বা ইংরেজী ভাষায় ইষ্টগোষ্ঠী, কোথায় বা উর্দ্দু ভাষায় ভক্তমহিমা কীর্ত্তন, কোথায় বা কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ-বিতরণ, কোথায় বা 'জীয়তাম্ ভুজ্যতাম্',-ধ্বনি, কোথায় বা জয়জয় কলরব, কোথায় বা পরস্পর-প্রেমালিঙ্গন, কোথায় বা নমস্কার প্রতিনমস্কার, কোথায় বা সানন্দনৃত্য, কোথায় বা 'হরি হরিবোল' ধ্বনি সমস্ত বিস্তৃত মঠ-প্রাঙ্গণটীকে বৈকুণ্ঠের সেবা-সুষমায় সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। আহার বেলা ৫টা হইতে নিকটবর্ত্তী প্রদেশের প্রায় পঞ্চশতাধিক ব্রাহ্মণ ও দ্বিশতাধিক উদাসীন সাধুকে লুচি, মণ্ডা, শাক, তরকারী, অম্বল, দাড়্ডু, সন্দেশ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত প্রসাদদ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। সকলেই আকণ্ঠ প্রসাদ সেবন করিয়া গৌর-

কৃষ্ণ-নামে নৃত্য এবং গৌরজন শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের জয়গান ও অভিবাদন করিতে করিতে পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন।

২৯শে নবেম্বর শ্রীনৈমিষারণ্য হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য প্রায় দুইশত লোক প্রত্যেকের অঙ্গনে নানাবিধ সুরভি কুসুম আহরণ করিয়া শ্রীমঠে উপস্থিত হন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শিবিকা শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণ হইতে বাহকগণ উত্তোলন করিবামাত্র পরমভাগবত শ্রীমান্ ঠাকুর সাহেবজীর আদেশানুসারে তাঁহার অধীন সমস্ত কর্ম্মচারীবৃন্দ বন্দুক ও বোমার পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতে থাকেন। চতুর্দ্দিকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ জয় জয় ধ্বনির কলরব উত্থিত হয়। শ্রীমঠ হইতে নিমিষার ষ্টেশন পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে লোক-সঙ্ঘ করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করেন। পথে চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে। পরমভাগবত ঠাকুর সাহেব শ্রীমান্ টিকম্‌সিংজী দুই হস্ত পরিপূর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিকে নানাবিধ মুদ্রা শ্রীপরমহংসমঠ হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত অকাতরে 'হরিলুটের' মত লুট করিতে থাকেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ, পাণ্ডা এবং দরিদ্র ব্যক্তি-গণ হরিধ্বনির সহিত লুটালুটি করিতে করিতে সেই সকল মুদ্রা কুড়াইতে আরম্ভ করেন। যাঁহারা যত উচ্চৈঃস্বরে যত অধিক বার হরিধ্বনি করিতে থাকিলেন, শ্রীমান্ ঠাকুর সাহেবজীও তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তত অধিক পরিমাণে সেই সকল মুদ্রা নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন। কাজেকাজেই 'হরিলুটের' ন্যায় সেই সকল মুদ্রা লুটিয়া লইয়া আনন্দ-ভরে হরিনামের সহিত নৃত্য করিতে করিতে নিমিষার ষ্টেশন পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিল। সীতাপুরের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট্, বার্ণা অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজার অনেক শ্বেতাঙ্গপুরুষ, মিঃ জে, এম, বানার্জ্জি এডিটার ইন্‌ডাষ্ট্রী, মিঃ বি, ডি মুখার্জ্জী, মিঃ এন, জি, সার্দ্দানা আই, এস্, ই সেক্রেটারী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সীতাপুর, ইঞ্জিনিয়ার পি, ডব্লিউ, ডি, সীতাপুর, মিঃ বি: কি: মুখার্জ্জী, রিডার লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ গাড়ীতে উঠিবামাত্রই আবার বোমার ধ্বনি হইতে থাকিল। প্রভুপাদের শ্রীবক্ষ হইতে শ্রীপাদপদ্ম পুষ্পবৃষ্টির পুষ্পগুচ্ছদ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ বাষ্পীয়যানে আরোহণ করিলে পরমভাগবত ঠাকুর সাহেব শ্রীমান্ টিকম্‌সিংজী পুষ্পমালা ও পুষ্পগুচ্ছে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। গাড়ী ছাড়িয়া গেলেও বহু দূর পর্য্যন্ত বোমার শব্দ, পুলিশগণের বন্দুকের আওয়াজ ও জয় ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ঠাকুর সাহেব শ্রীমান্ টিকম্ সিংজী ও পরীক্ষিৎ বংশাবতংস শ্রীমান্ রঘুনন্দন প্রসাদজীর নিষ্কপট গুরুসেবা আদর্শস্থানীয়। যেমন শ্রীগৌরকে, তেমনি শ্রীগুরুদেবে তাঁহাদের আন্তরিক ভক্তি বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবাই—শ্রীভক্তি-মার্গ, আর গুরু-বৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি বা আত্মসমবুদ্ধিনিবন্ধন তৎপ্রতি মৎসরতাই অভক্তিমার্গ, অবৈষ্ণবতা বা অসুরতা। আমাদিগকে সেই মৎসরতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া নিঃসঙ্গ সাধুগণ গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অধিকার ইন্দ্রিয় প্রদান করুন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিয়া মানবজীবন ধন্য করিতে পারিব।

শ্রীনৈমিষারণ্যে একদিন শ্রীসূতগোস্বামী মহারাজ ষষ্টি-সহস্র আর্য্যঋষিকে ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদের নিকটে যে শ্রুতি-গাথা গাহিয়াছিলেন, তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হউক এবং আমাদের কর্ণকুহর প্রস্তুত হউক—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার

ময়মনসিংহ হইতে আনন্দমোহন কলেজের সত্যানুরাগী, ধর্ম্মপ্রাণ সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্, এ, বি, এল্ মহোদয় গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘকে জানাইয়াছেন,—

"পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ প্রকৃত জীবধর্ম্ম বা বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকল্পে ঢাকা বাঙ্গ গৌড়ীয় মঠ হইতে ২৭।১১।২৭ ইং তারিখে এই সহরে শুভাগমন করিয়াছেন। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তিধর্ম্ম কি বস্তু তাহা কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, বহু লোকেই জানেন না। সকলেরই মোটামুটি ধারণা, ইহা নেড়ানেড়ীর ব্যভিচারপূর্ণ জীবনযাত্রা বই আর কিছুই

নহে। যাঁহারা সমাজে 'গোস্বামী' বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা ও তান্ত্রিক গুরুদের মত ব্যবসায়ী ;—ভেদ কেবল মালাতিলক-ধারণে। কৌলিক গোস্বামী ভিন্ন অপর যাঁহারা (তথা-কথিত) বৈষ্ণব' নামে পরিচয় দেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যেও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ও ব্যভিচার সমধিকভাবে বিদ্যমান। বৈষ্ণবশাস্ত্রের ও বৈষ্ণবদর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য্য ত' দূরের কথা, বিশেষ কোন খবরও রাখেন না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নদীয়াতে অবতীর্ণ হইয়া যে বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মের আচার ও প্রচার করিয়া যান, তাহার খবর অনেকেই রাখেন না বলিয়া মনে হয়। তৎকালীন ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং কাশীবাসী সর্ব্বপ্রধান বৈদান্তিক পণ্ডিত সন্ন্যাসীগুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর সহিত তত্ত্ববিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক যে ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা কি এমনই বস্তু যাহা এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া যায়?—যাহার কথা শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়?—কখনই নহে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপ ও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শিক্ষিত লোকেরাও এই বিষয়ে উদাসীন ও অজ্ঞ। অথচ শুনিয়াছি, বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্বমূলক যে সকল বহু বহু দার্শনিক গ্রন্থাদি আছে, তাহার সম্যক্ তত্ত্বাবধারণের ও অধ্যাপনের লোক বর্ত্তমানে জগতে খুবই বিরল। এই অবস্থায় তাঁহাদের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ শুদ্ধবৈষ্ণবের আগমন ও প্রচার প্রকৃতই সমাদরণীয়। ঢাকা বাঙ্গলাগৌড়ীয় মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বক্তৃতা-দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করেন—

২৮।১১।২৭ তাং—"ভগবান্‌ই একমাত্র নিত্য ও সত্যবস্তু, পরিদৃশ্যমান জগৎ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণিক ও নশ্বর; জীব স্বরূপতঃ আত্মবস্তু, শ্রীভগবান্ বা পরমাত্মার শুদ্ধিজ কণ-সদৃশ অতএব নিত্যচেতন, অণুচৈতন্য,—মায়িক লিঙ্গদেহ বা পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ মাত্র নহে। জীবমাত্রই শ্রীভগবানের নিত্যদাস, ইহাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। জীবের মধ্যে যত ভেদ, বাদ-বিসম্বাদ ও যত দুঃখ, তাহা স্বরূপবিস্মৃতি-ক্রমে জড়ে আসক্তি বশতঃ সংঘটিত। জীব নিজকে জানিতে পারিলেই এই সকল ভেদ বিবাদ দূর হইবে—জীব নিত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যানন্দ আস্বাদন করিতে থাকিবে। এই জ্ঞানলাভের জন্য, প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত, জিজ্ঞাসু হইয়া সুধীন ভাবে সদ্‌গুরুর নিকট অভিগমন করিতে হইবে—যিনি স্বয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ, একান্তভাবে ব্রহ্মেই অবস্থিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ এবং যিনি "শ্রোত্রিয়" অর্থাৎ নিখিল শাস্ত্রতাৎপর্য্য অবগত এবং জিজ্ঞাসুর যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়-নিরাকরণে ও প্রশ্ন-মীমাংসায় নিপুণ। সনাতন-ধর্ম্ম জানিবার ইহাই নিশ্চিত ও সনাতন পন্থা। এতদ্ব্যতীত আর সকল পন্থা অল্পাধিক পরিমাণে বিমিশ্র, মায়িক, ও মনোধর্ম্ম-বিশিষ্ট। বর্ত্তমানযুগে এই মায়িকবন্ধন অতিক্রম করিয়া চিৎস্বরূপ উপলব্ধি করিবার, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার একমাত্র অমোঘ উপায় "শুদ্ধ হরিনাম।" মায়িক জগতে বস্তু ও বস্তুর নামের মধ্যে যে মায়ার ব্যবধান আছে, চিদ্‌রাজ্যে তাদৃশ কোন ব্যবধান নাই—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম অভিন্ন। অতএব ভগবৎস্বরূপ—চিন্ময়, হরিনাম-কীর্ত্তন দ্বারাই চিদ্‌রাজ্যে যাওয়া যায় এবং জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। কলিযুগ-পাবনাবতারী অভিন্ন-নন্দনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই 'কৃষ্ণনাম' 'কৃষ্ণপ্রেম' ঘরে ঘরে বিলাইয়াছেন এবং নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণই জীব মাত্রের একান্ত আশ্রয়ণীয়।" এই সকল কথা তীর্থ মহারাজ অদ্যত্য দুর্গা বাড়ীতে "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে অতি হৃদয়গ্রাহী ও সুচারুরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন।

২৯।১১।২৭—সন্ধ্যার পর স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতেই তীর্থমহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ভাগবত-প্রবর প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত আস্বাদন-মুখে—জীবের শ্রীহরিকে একান্তভাবে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য, ভক্তিই ইহার একমাত্র উপায়,—নবধা ভক্তাঙ্গের মধ্যে নামকীর্ত্তনই মুখ্য এবং অন্য সকল অঙ্গ ইহার মধ্যে অনুস্যূত,—পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান, হরিভক্তি-যাজনে নিষ্ঠাকৃতা ইত্যাদির প্রধান হেতু বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণবকৃপা —ইহা কয়াধুর গর্ভাবস্থায় শ্রীনারদ গোস্বামীর সেবা-ফলেই প্রাপ্ত,—এই সকল ব্যাখ্যা করেন।

৩০।১১।২৭ তাং সন্ধ্যার পর স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের পুরাতন হিন্দু হোষ্টেলে তীর্থমহারাজ "ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে প্রিন্সিপাল মহোদয় স্বয়ং এবং অধ্যাপকবর্গের মধ্যে কয়েক-জন উপস্থিত ছিলেন। এই দিনকার বক্তৃতা সর্ব্বাংশে মনোরম, হৃদয়গ্রাহী, তথ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া সকলেই প্রশংসা করিয়াছেন। বক্তব্যক্রমে "ভগবান্, জীব ও মায়ার আপেক্ষিক অবস্থান—ইহাদের স্বরূপ,—পরস্পর সম্বন্ধ,

—ভগবানের ত্রিবিধ শক্তি, তটস্থ জীবের মনোময় ও পঞ্চভূতাত্মক দ্বিবিধ আবরণ,—'জীবে-দয়া'—বিষয়ের নিম্নে দয়ার সঙ্কুচিত অবস্থা এবং ক্রমিক প্রসার,—বিষয়ের পরপারে দয়ার কুণ্ঠারহিত অবস্থা ও বিশুদ্ধ প্রেম-পরিণতি—এই সকল তত্ত্ব তীর্থ মহারাজ Black Board-এ চিত্রাঙ্কণের সাহায্যে অতি প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত করেন, নরনারী সকলেই স্বরূপতঃ এক, কিন্তু জড়ের আবরণে অন্ধ হইয়া জড়েরই আকর্ষণে প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যু-মুখে ধাবিত হয়। কিন্তু পরম ও সুদৃঢ় আশ্রয় ব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের চরণে আশ্রিত হইলে—হ্লাদিনীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে মোহ-আকর্ষণ ও পতনের আশঙ্কামাত্র থাকে না। আচার্য্য-সেবাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। এই ব্রহ্মচর্য্য উপদেশের নিমিত্ত "শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ" গুরুর নিকট প্রকৃত শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত গমন করিয়া—"প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা"র দ্বারা ইহা লাভ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যলাভে সমর্থ হইব, নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা ও জ্ঞান 'ভ্রান্ত জ্ঞান' ও অজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইবে। ইন্দ্রিয় সংযমের প্রধান উপায়—প্রথমতঃ ঐকান্তিকতার সহিত ভগবচ্চরণাশ্রয় ও ভগবৎকৃপা-ভিক্ষা করা, দ্বিতীয়তঃ জিহ্বার সংযম। জিহ্বার সংযম—দুই প্রকার—নিয়ত হরিকথা ও হরিনাম কীর্ত্তন এবং ভগবৎ-প্রসাদগ্রহণ। ভগবানে নিবেদন না করিয়া কিছুই জিহ্বাগ্রে দেওয়া উচিত নহে। এবং ভগবানকেও ভক্তিপূর্ণক 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং' ভিন্ন অন্য কিছু অর্পণ করা যায় না"। এই সকল বিষয়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়।

১।১২।২৭ তাং—সন্ধ্যার পর স্থানীয় "কানাই বলাই" ঠাকুর বাড়ীতে তীর্থমহারাজ ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের "জগাই মাধাই" উদ্ধারলীলা পঠিত হয়। শত শত অপরাধ-মধ্যেও যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন প্রকার "বৈষ্ণব অপরাধ" না ঘটে, তবে এইটুকু সুকৃতিফলেই জীবের পরম কল্যাণ উদিত হইবেই। জগাই মাধাই কোন ধর্ম্মের ধার ধারিত না বলিয়া বৈষ্ণব-নিন্দাদিরূপ কোন প্রকারে বৈষ্ণব অপরাধ জীবনে করে নাই। তাহার ফলে সাক্ষাৎ বলদেব, অক্রোধপরমানন্দ অযাচিত-প্রেমদাতা মহান্ শ্রীনিতাইর এবং শ্রীনাম-মহিমার প্রত্যক্ষবিগ্রহ শ্রীল হরিদাসের কৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপা ও শ্রীগৌরচরণ-লাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-চরণে কোন অপরাধ ঘটিলে বৈষ্ণবই তাহা ক্ষমা করিতে সমর্থ, ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাজা অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা—প্রসঙ্গক্রমে ইহাও ব্যাখ্যা করেন।

২।১২।২৭ তাং—সন্ধ্যার পর "কানাই বলাই" ঠাকুর বাড়ীতেই শ্রীভাগবত পঠিত হন। প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রই আস্বাদিত হন এবং সকল সাধনের মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠতা ব্যাখ্যা করা হয়।

৩।১২।২৭ তাং—সহরের বড় বাজারে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনমণ্ডলের গদিতে তীর্থমহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ সূত গোস্বামীকে কলিজীবের কল্যাণার্থ যে ছয়টি প্রশ্ন করেন, তাহার আলোচনা-প্রসঙ্গে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ কলির জীবের যে সকল হীনদশা উল্লেখ করিয়াছেন, প্রায় ২ ঘণ্টাকাল তাহারই বিষদ ব্যাখ্যা করা হয়। পাঠান্তে কীর্ত্তন ও হরির লুট বিতরণ পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ করা হয়।"

নিঃ—শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ (এম, এ, বি, এল)
সংস্কৃতাধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।

মুদ্রাকর-প্রমাদ ও ত্রুটী-স্বীকার

৮ম সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠার পাদটীকায় 'প্রায় অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে' কথাটীর মধ্যে "পশ্চিমে" শব্দের স্থানে 'দক্ষিণে' হইবে এবং তৎপরে 'গৌঃ সঃ' কথাটী বসিবে। ৩য় পৃষ্ঠার ১ম সংখ্যার পাদটীকায় 'উড়ুপী হইতে আনীত' এই কথাটীর পরে 'শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে স্থাপিত' এই কথাটী অধিক বসিবে। ৪র্থ পৃষ্ঠার পাদটীকায় 'শ্রীধাম মায়াপুরে স্থাপিত', কথাটী অধিক বসিবে। গৌড়ীয় ৯ম সংখ্যার 'অবধূতসীতোপাখ্যান' লেখকের নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে, প্রবন্ধের শেষে 'জনৈক ব্রহ্মচারী' এই কথাটী বসিবে। ১০ম সংখ্যা গৌড়ীয়ে 'প্রাপ্তপত্র' ও 'প্রতিবাদ প্রবন্ধে' প্রবন্ধ-লেখকের প্রবন্ধ হইতে কয়েকটী পংক্তি প্রমাদ বশতঃ বাদ পড়িয়া গিয়াছে এবং কয়েকটী মুদ্রাকর প্রমাদও আছে, এতদ্ব্যতীত কোন কোন অংশ সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১১শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে ৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের সর্ব্বশেষ পংক্তিতে 'মণি মঞ্জরী' শব্দটীর পরে '০'—এইরূপ একটী চিহ্ন বসিবে। ১২শ সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের পাদটীকায় 'মাধব-দাসক' শব্দটীর স্থানে 'মাধব-দাসক' শব্দটী হইবে। ১৪শ সংখ্যার ১১শ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম, এ, মহাশয় লিখিত 'তফাৎ কোথায়' প্রবন্ধের পাদটীকা-গুলির পরে 'গৌঃ সঃ' এই কথাটী বসিবে এবং ১৪শ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ত্রিংশৎ পংক্তির বন্ধনীর অভ্যন্তরে 'মোটর গাড়ীও আছে' এই কথাটীর পরে '০' এইরূপ একটী চিহ্ন বসিবে এবং 'কোন কোন ব্যবসায়ী ০ ০ ০ ০ মামলা মোকর্দ্দমা করেন'—এই পর্য্যন্ত কথাগুলি পাদটীকায় সন্নিবেশিত হইবে এবং তৎপরে 'গৌঃ সঃ' অক্ষরদ্বয় বসিবে অর্থাৎ ঐগুলি প্রবন্ধলেখকের প্রবন্ধান্তর্গত নহে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১লা পৌষ, ১৩৩৪, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ | ১৮শ সংখ্যা

পুষ্করে প্রভুপাদ

[প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে উদ্ধৃত]

জয়পুর রাজসরকারের মোটর গাড়ী আমাদিগকে বৈকালে ষ্টেশনে আনিয়া দিল। মোটরচালকটী বেশ ভদ্রলোক এবং ধর্ম্মপ্রাণ। সে আমাদিগকে কয়েকদিন নানা স্থানে লইয়া গিয়া আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন দীনের প্রতি বেশ একটু শ্রদ্ধা-পরবশ হইয়াছে। আমরা দিল্লীকেশ্বর মন্ত্রীবর কাত্তিবাবুর দৌহিত্র রায় বাহাদুরের ভাগিনেয় মহাশয়কে ষ্টেশনে দেখিতে পাইলাম। মুড়াগাছা-নিবাসী শ্রীযুক্ত সঞ্জীবন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ষ্টেশনেই কিয়ৎক্ষণ আলাপ হইল। তিনি বহুদিন জয়পুর কলেজের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। সম্প্রতি ষ্টেটের একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের কার্য্যে ব্রতী আছেন। জয়পুরের অনেক রাজকর্ম্মচারী, উকীল ও অন্যান্য অধিবাসী তথাকার জজ্ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দাস বাহাদুরের অন্তর প্রধান বিচারক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার কালে বিদায়-অভিবাদন দিবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। আমাদের সহিত আগন্তুক প্রধান প্রধান অনেকের সহিতও আলাপ হইল। গাড়ীতে উঠিয়া আলোয়ারের জনৈক ষ্টেট্ ইঞ্জিনিয়ার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত মাউণ্ট আবু সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। তিনি কুষ্টিয়ার অধিবাসী, কিছুদিন গোয়ালিয়ার ষ্টেটে কর্ম্ম করিয়াছেন; সম্প্রতি আলোয়ার মহারাজের মাউণ্ট আবু প্রাসাদ নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী কিষণগড় ষ্টেশনে থামিল। কিষণগড় আজমীরের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে সহর পর্য্যন্ত যাইবার পথ বিদ্যুতালোকে প্রদীপ্ত। নিকটেই মদনগঞ্জ নামক জনপদ। কিষণগড়ে ধর্ম্মশালার কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের সহযাত্রি-গণ উহা দেখিয়া বাসোপযোগী ভবন মনে না করায় আমরা ষ্টেশনের বিশ্রামাগারেই ত্রিরাত্র অতিবাহিত করিলাম। সহযাত্রিগণ ষ্টেশনের আজ্ঞাধিত বারান্দায় শয়ন করিয়া রহিলেন। বুকিংক্লার্ক মহাশয় বেশ ভাল লোক। তিনি আমাদের জন্য সলিমাবাদ যাইবার যানাদি লাভের ব্যবস্থা বিষয়ে নানাপ্রকার সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রায়ঃ ৮ ঘটিকার মধ্যেই প্রসাদ-গ্রহণের পরেই আমরা টাঙ্গাযোগে সলিমাবাদ যাত্রা করিলাম। সলিমাবাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হওয়ায় এখানে পুনরুক্তি-বিধানে বিরত হইতেছি। কিষণগড়ের বুকিং ক্লার্ক মহাশয়ের নাম মনে নাই, তবে তাঁহার সদয় ব্যবহার বহুদিন হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে। তিনি দৈন্যভরে বলিলেন,—রাজপুতনার মরুভূমিতে শুষ্ক জ্ঞানবিচার ও মুক্তির কথা থাকিতে পারে, পশ্চিমদেশে স্থানে স্থানে ঐশ্বর্য্য-ভোগ-বিলাসাদির উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু গৌড়দেশের সুকোমল প্রেমভক্তির পরম উৎস হইতে এই মরুপ্রদেশ বা গৌড়ব্যতীত অন্যান্য ভূমি একেবারেই বঞ্চিত। প্রেমভক্তিপরায়ণ গৌড়ীয়গণের সদ্যত্ন চেষ্টায় যদি এই কুতর্ক-জ্ঞানপিষ্ট মরুতে প্রেমভক্তি-

বাহি সিক্তিত হয়, তাহা হইলে এতৎপ্রদেশীয় বহু প্রীতি-লিলে সিক্ত হইতে পারে। কিষণগড় হইতে আজমীর যাইবার গাড়ী বিশেষ জনতাপূর্ণ ও তথায় স্নানাহার-হেতু আমাদের প্রথম শ্রেণীতে আরোহণ করিবার অতিরিক্ত শুল্ক দণ্ডরূপে প্রদান করিতে হইল। গাড়ীতে একটী আজমীরের অধিবাসী ব্যারিষ্টারের সহিত চরিত্তক্তির উৎকর্ষ বিষয়ে আলাপ হইল। ব্যারিষ্টার মহোদয় বেশ সদালাপী ও সজ্জন। তিনি বলিলেন,—শ্রীযুক্ত হরিবিলাস সরদা মহোদয় তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। সরদা মহাশয় সনাতন-পন্থী হইলেও বহুদিন স্থানীয় আর্য্য-সমাজের সভাপতি ছিলেন। আমরা আজমীর ষ্টেশনে উপনীত হইয়া দেখি,—ষ্টেশন-প্লাটফরমে কুসুমমাল্যোপহারসহ সরদা মহাশয়ের পক্ষে জনৈক ইংরাজী-সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয় কতিপয় নগরবাসিসহ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত আছেন। সরদা মহাশয়ের ষ্টেশনে আসিবার প্রবল ইচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহার পৌত্রের অসুস্থতানিবন্ধন আসিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু ও শ্রীযুক্ত ভক্তিসদন বন মহারাজ প্রাতের গাড়ীতেই আজমীর আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সরদা মহাশয়ের প্রদত্ত ষ্টেশন-সন্নিহিত একটী সুবিস্তৃত গৃহে আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমরা ভগবদনুগ্রহে পরমানন্দে আজমীরের প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া নিশাকাল অতিক্রমণ করিলাম। আজমীর-বিবরণ আলোচনায় প্রাতঃকাল অতিবাহিত হইল। শ্রীযুক্ত সরদা মহাশয়ের প্রদত্ত মোটর আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই পুষ্করতীর্থে লইয়া গেল। পুষ্কর যাইতে সাত মাইল পর্ব্বত-পথে নাগাপাহাড়ের কয়েকটী গওশৈল অতিক্রম করিয়া আমরা বৃহজ্জলাশয় পুষ্করে উপনীত হইলাম। পুষ্করতীর্থে পাণ্ডার উপদ্রব কিছু বেশী। আমরা বড়ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলে অসংখ্য পাণ্ডা তাহাদের নিজ নিজ যজমান-দত্তাবেজ রেকর্ড সহ উপস্থিত হইয়া তাহা দেখাইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া আমাদের যারপর নাই বৃথা অশান্তি উপস্থিত করিতে লাগিল। তীর্থরাজ পুষ্কর পুরাকালে চতুষ্কোণ তীর্থ ছিল, কিন্তু এক্ষণে অনেকটা সুন্দর হইয়াছে। কণ্ডকাণ্ড-ভূত-জনগণের পুষ্করতীর্থ পরম লোভনীয় সন্দেহ নাই। এখানে সর্ব্বতীর্থের সমাহার এবং পরম পুণ্যময় ক্ষেত্র। এই পুষ্করে স্নান করিলে তারকীয় বাহ্য-চক্ষুরাদিবর্জ্জিত যাবতীয় তীর্থবর্শন-ফললাভ ঘটে। পুষ্কর-মাহাত্ম্যে কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে পঞ্চদিবসীয় স্নানে অধিক ফল নির্দ্দিষ্ট আছে। পুষ্করতীর্থে কোন জীব বধের ব্যবস্থা নাই। পরম নিষিদ্ধ বলিয়া পুষ্করের বিধি পালিত হইতেছে। কার্ত্তিক-শেষে এখানে পশুবিক্রয়ের বিশিষ্ট মেলা হইয়া থাকে। আজমীরে আমাদের বাসার সন্নিকটে একটী অশ্ব-বিক্রেতা চারিটী অশ্ব বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল, প্রত্যেকটীর মূল্য পাঁচ হাজার টাকার উপর বলিয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে, পুষ্করে পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। * পুষ্করে বহু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়, এমন কি, মধ্যযুগের পূর্ব্ববর্ত্তিকালের গ্রীক, ব্যাক্ট্রিয়া ও পার্থব-ক্ষত্রপ্রদেশ সমূহের পূর্ব্বপ্রচলিত মুদ্রা প্রাপ্তির অপ্রতুল নাই। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীনির্ম্মিত বৌদ্ধ-স্তূপাদির উপলফলকেও পুষ্করের স্নানপদ-মহিমা ও পবিত্রতার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুষ্কর জলাশয় বিধাতাদাকারে প্রচুর জলরাশি। তাহার তটে প্রস্তর-নির্ম্মিত বহু বিস্তৃত সুঘট্টের সমাবেশ। বরাহঘাট, গৌঘাট, ব্রহ্মঘাটাদি পুরাতন ঘাট ব্যতীত জয়পুর-রাজঘাট, যোধপুর, ভরতপুর, কোটা, কিষণগড় রাজপুতেরও ঘাট দৃষ্ট হয়। পুষ্করে শ্রীবরাহ-দেবের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রাচীন। উহা উচ্চ গিরি-

* বিষ্ণুঘাট—পদ্মহস্তো হি ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। যুক্তমেবাস্মিন্ পুণ্যারামে যজ্ঞং কর্ত্তুং ব্যবস্থিতঃ। অমরোদ্বে পর্ব্বতাদ্যাং বনে প্রান্তরে সোজনে। কমলং তস্য হস্তাত্তু পতিতং ধরণীতলে। তত্র পদ্মা মহাদেব দেব দুঃ প্রকল্পিতঃ। ইত্যাদৌ তত্রত্যেষু পুষ্পামোদাকর্ষিতঃ। অনুসৃত্যাথ ভগবান্নং তত্রত্যগতাগতং। জগতোনুগ্রহার্থায় তত্র বাসমরোচয়ৎ। পুষ্করং যান তীর্থানাং ক্ষেত্রমুত্তমমেব চ। ইতিহাস-তত্রত্যস্য লোকাবাং হিতকারিণী ॥

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত—
পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ড ১৩শ অঃ উঃ পৃঃ)

বিষ্ণু বলিলেন—লোকপিতামহ পদ্মহস্ত ভগবান্ ব্রহ্মা পুণ্যময় এক ভূভাগে যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। সেখানে পর্ব্বত পথের বিস্তৃত প্রদেশ বনপ্রান্তরে তাঁহার হস্ত হইতে পদ্ম ভূতলে পতিত হওয়ায় এই মহাদেবের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা হইতেই তোমরা কল্পিত হইয়াছ। সেখানে ভূকদল পুষ্পসৌরভ দ্বারা তাঁহার অভিলক্ষণ করায় তিনি উহাদ্ব ভূত-পক্ষি-সমাকুল সেই বনকে অনুসৃষ্টীত করিয়া জগতের অনুগ্রহের জন্য তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। লোক-হিতকারী ভগবান্ ব্রহ্মাই এই স্থানকে শ্রেষ্ঠতম পুষ্কর নামক তীর্থরূপে উৎপাদিত করিয়াছেন।

সুখোপরি স্থাপিত হইয়া পুষ্করের সুপ্রাচীনত্বের নিদর্শন সংরক্ষণ করিতেছে। আমরা কিয়ৎক্ষণ শ্রীবরাহ-মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলাম। শ্রীবরাহদেবের সুপ্রাচীন স্থান ব্যতীত পুষ্কর হ্রদের তটে রক্ষার প্রাচীন মন্দির সিন্ধিয়া-রাজমন্ত্রী দৌলতচাঁদ সাহেব কর্তৃক ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুষ্করতীর্থে আরও দুইটী প্রাচীন শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান শ্রীবরাহ-মন্দিরটী চৌহানরাজ অর্ণরাজকর্তৃক ১১২০-৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত। অর্ণরাজ পুষ্করতীর্থের সংস্কার ও আনাসাগর স্থাপন করেন। মোগল রাজত্বকালে মিবারাধিপতি মহারাণা প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র নানক সংকোদর শ্রীবরাহমন্দির সংস্কার করিয়াছিলেন। তৎপরে মোগল-সম্রাট ঔরঙ্গজেব শ্রীবরাহ-মন্দির ধ্বংস করিবার প্রয়াস করিলে উহার পুনর্গঠনকার্য্য অম্বরাধিপতি দ্বিতীয় জয়সিংহকর্তৃক সাধিত হয়। শ্রীবরাহদেবের প্রাচীন মন্দির দেড়শত ফুট উচ্চ ও নানাকারুকার্য্যে শোভিত থাকায় ঔরঙ্গজেবের হিংসানলে উহা বিধ্বংসিত হয়। গৌঘাটের উপর কেশবরায়ের সুশোভন মন্দিরও উক্ত মোগল সম্রাট-কর্তৃক নির্ম্মূলিত হইয়া সেই স্থানে একটী মস্‌জিদ স্থাপিত হইয়াছে। আম্বেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে বৃষভ-সহ গৃহ মৃত্তিকাতল-প্রদেশে অবস্থিত। আজমীরের মহারাষ্ট্র শাসনকর্ত্তা ওমান্‌জী ১৮০৯-১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন মন্দিরের স্থলে নবীন মন্দির রচনা করিয়াছেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীমন্ত্রিরাম বাঙ্গুর ও তদনুজ শ্রীরামকুমার বাঙ্গুর ভ্রাতৃদ্বয় পুষ্করতীর্থে যোকটেশ্বরের অতি সুন্দর ও বৃহৎ সুচারু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহাদের অর্থের সদ্ব্যবহার ও হরিসেবায় প্রবৃত্তি দেখিলে বাস্তবিকই হৃদয় উৎফুল্ল হয়। যদিও মন্দিরটী নূতন মর্ম্মর-প্রস্তর শোভিত এবং দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের অনুকরণে গঠিত, তথাপি ইহা যে পুষ্করের তীর্থযাত্রিগণের ভক্তিভাবের উদ্দীপক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীবৃন্দাবনের শেঠ্‌জী মন্দিরের ন্যায় এখানেও স্বর্ণমণ্ডিত গরুড়স্তম্ভ ও কয়েকটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দিরে আলোচার ও আচার্য্যগণের পূজা-বিধান পরিদৃষ্ট হইল। মন্দিরগাত্রে নানাবিধ শুভ্রধূপীপক চিত্রাবলী পরিদৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত শ্রীরঙ্গজী-মন্দির ও শ্রীবালাজী-মন্দির-দ্বয় কর্ম্মকাণ্ডের কেন্দ্র পুষ্করে তান্ত্রিমার্গের নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। মর্ম্মর-প্রস্তরের আর একটী নবনির্ম্মিত শিবমন্দির পুষ্করস্থ ত্রিপথের আনন্দ বিধান করে। ঐ মন্দির অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দীর মধ্যভাগে হর সাহা নামক সেনাপতি-বরের নির্ম্মিত। এই বীরপুরুষ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শত্রু হস্তে নিহত হন। রাজা মানসিংহ এইস্থানে একটী মানমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় কচ্ছবাহী রাজা অনিরুদ্ধ সিংহদলনের দ্বারা পুষ্কর-হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্বের তটে দুইটী রাতুল প্রস্তরের কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে পুষ্করে উৎকৃষ্ট আঙ্গুর জন্মাইত, এক্ষণে তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর পুষ্করের উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ কাননের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। পুরাণে নানাস্থানে তীর্থরাজ পুষ্করের সর্ব্বতীর্থের আকর স্থান বলিয়া উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ আপস্তম্বযুগে পুষ্করের মহিমার কথা সর্ব্বজন-বিদিত। এখানে শ্রীগৌরসুন্দরের কোন কথা অদ্যাপি প্রচারিত না দেখিয়া এস্থানে শ্রীগৌর-কথা প্রচারের আবশ্যকতা বুঝিলাম। ভগবান্ শ্রীগৌর-হরির ইচ্ছা হইলে এখানেও তাঁহার কথার ত্রুটি থাকিবে না। ইহার নিকটেই সাবিত্রী পর্ব্বত। তথায় কোন যানাদি গমনের সুব্যবস্থা নাই। কালিঘাটের জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তথায় যাইবার সোপান নির্ম্মাণের জন্য সাধারণের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিতেছেন। সে দিন আমরা মধ্যাহ্নের অনতিবিলম্বেই পুষ্কর হইতে সরযূ মহাশয়ের মোটরে ফিরিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গিগণ কিছুক্ষণ পরেই আজমীর আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। বৈকালে আমরা আজমীর সহর পরিদর্শন এবং 'আড়াই দিনের ঝোঁপড়া' নামক স্থান দর্শন করিয়া মৈনুদ্দিন চিস্তির সমাধি দর্শনপূর্ব্বক বাসায় প্রত্যাগত হই।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭শ সংখ্যার পর]

স্মার্ত্তবাদ

"ধর্ম্মশাস্ত্রের নামান্তরই স্মৃতি। কেহ কেহ বলেন, বেদার্থ-স্মরণে এই শাস্ত্র ঋষিগণের দ্বারা জগতে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম স্মৃতি। কেহ বলেন, যাহাতে

সকল কর্ম-প্রবৃত্তিতে বিভুর নিরবচ্ছিন্ন স্মরণের ব্যবস্থা আছে, তাহাই স্মৃতি।

ধর্ম দ্বিবিধ,—(১) আর্থিক, (২) পারমার্থিক। 'অর্থ' শব্দের অর্থ—'প্রয়োজন।' সুতরাং 'পরমার্থ' শব্দের অর্থ—'পরমপ্রয়োজন।' যাঁহারা সাময়িক প্রয়োজনের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা আর্থিকধর্ম তৎপর; আর যাঁহারা পরমপ্রয়োজনের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা পারমার্থিক-ধর্মযাজী।

সম্বন্ধ-তত্ত্বের নিরূপণ-ভেদে অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। যাঁহারা দেহ ও মনে স্বীয়-সম্বন্ধ যোজনা করিয়াছেন, তাঁহারা কোন অভিধেয় বা সাধন অবলম্বন করিয়া দেহানন্দ বা চিত্তানন্দের অনুসন্ধান করেন। এই সকল অর্থ বা প্রয়োজন-পদবাচ্য হইলেও 'পরমার্থ' বা 'পরমপ্রয়োজন' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আবার যাঁহারা আত্মার সহিত সম্বন্ধ যোজনা করিয়া কেবল দুঃখাভাবকেই 'আনন্দ' বা 'প্রয়োজন' মনে করেন, কিম্বা যাঁহারা কোন নিরপেক্ষ আনন্দ বা প্রয়োজন অভিলাষ করেন, তাহা আত্মানন্দরূপ প্রয়োজন-পদবাচ্য হইলেও জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন নহে। আত্মা ও পরমাত্মার সহিত যে নিগূঢ় নিত্যসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ যে অভিধেয় বা সাধনের দ্বারা পূর্ণ বিকশিত হইয়া পরমপ্রীতিরূপ এক প্রয়োজন-শিরোমণির উদয় করায়, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে জীবাত্মার পক্ষে একমাত্র পারমার্থিক ধর্ম। ভোজনে তৃপ্তি-লাভ অথবা পাকার্থ প্রজ্বলিত অগ্নির অন্ধকার-নাশ ও শীতনাশ প্রভৃতি অবান্তর ফলের ন্যায় দুঃখাভাবরূপ মোক্ষ, আত্মারামত্ব, যোগসিদ্ধি কিম্বা উত্তম-লোকে ভোগাদি লাভ সেই পরমার্থ বা পরমপ্রয়োজনের মধ্যে আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কর্ম মাত্রেরই একটী না একটী উদ্দেশ্য আছে; ভোজন করাই রন্ধনের উদ্দেশ্য, বাস করাই গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্য, জ্ঞানসঞ্চয় করাই পাঠের উদ্দেশ্য, পুণ্যসঞ্চয় কিম্বা চিত্তপ্রসাদ লাভ করাই সৎকর্মের উদ্দেশ্য। এই সকল উদ্দেশ্যই সেই সেই কর্মের 'অর্থ'। যাহাকে এক কর্মের 'অর্থ' বলিয়া লক্ষ্য করা হয়, তাহা আবার কর্ম হইয়া 'অন্য অর্থ' প্রসব করে। যেমন রন্ধন-কর্মের উদ্দেশ্য ভোজন, ভোজন পুনরায় কর্ম হইয়া তৃপ্তিরূপ অর্থ প্রসব করে, তৃপ্তিবৃত্তি আবার কর্মরূপী হইয়া কার্য-ক্ষমতা ও শরীর-পুষ্টিরূপ ফলোৎপাদন করে, এমনিধ কর্ম ও অর্থ পৃথক্‌রূপে ক্রমান্বয়ে অবশেষে জীবনযাত্রারূপ একটী অর্থ-প্রাপ্তি করায়, জীবনযাত্রাও পরে তত্ত্বজিজ্ঞাসারূপ অর্থকে উদ্দেশ করিতে পারে, তত্ত্বজিজ্ঞাসা আবার অসমাক্, আংশিক ও পরিপূর্ণভেদে বিভিন্ন রূপ হইয়া বিভিন্ন অর্থের উদ্দেশ করে। এইরূপে কর্ম ও অর্থ পর্য্যায়ক্রমে চলিতে চলিতে চরমে যে অর্থ উদিত হয় অর্থাৎ যে অর্থের কর্মরূপতা ও অন্যার্থ-উৎপাদকতা থাকে না, সেই অর্থই 'পরমার্থ'। পরমার্থই সর্বকর্মের 'চরমার্থ'।

বিবাহ একটী কর্ম, সন্তানোৎপত্তি তাহার অর্থ; সন্তানোৎপত্তি কর্মরূপী হইয়া পিণ্ডদানরূপ অর্থকে উদ্দেশ করে। পিণ্ডদান পুনরায় কর্মরূপী হইয়া পিতৃলোকের তৃপ্তিরূপ অর্থ উৎপন্ন করে। পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া সন্তানের মঙ্গলরূপ একটী অর্থ প্রদান করেন। সন্তানের মঙ্গল পুনরায় কর্মরূপে অন্যান্য অর্থ উৎপন্ন করে। সেই সকলই অনিত্য ফলজনক। সন্তানের সুখ এবং অবশেষে মোক্ষ-জনিত শান্তি ও ব্রহ্মসুখ পর্যন্ত ধর্ম ও অর্থ-শৃঙ্খল চলিতে থাকে; ব্রহ্মসুখ স্থায়ীভূত হইয়া যখন পরমপুরুষের সেবা-সুখরূপে পরিণত হয়, তখন অর্থশৃঙ্খল সমাপ্ত হয় এবং একমাত্র চরমফলরূপ পরমার্থ বা অপবর্গ লাভ হয়। 'অপবর্গ' শব্দের দুইটী অর্থ আছে—তাৎকালিক জড়ভোগ হইতে মোক্ষ এবং অপ্রাকৃত নিত্যা ভক্তি; কেবল মোক্ষও প্রকৃত প্রস্তাবে পরমার্থ হইতে পারে না, কারণ কোবিদগণ বলেন, মোক্ষ—সংসার-দুঃখাভাবমাত্র, তাহা সুখস্বরূপ নহে। আরোগ্য অর্থাৎ রোগরূপ দুঃখের অভাব যেরূপ সুখ, তদ্রূপ মোক্ষও সুখরূপ বলিয়া কল্পিত হয়; আরোগ্য লাভ করিলেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল না, আরোগ্য লাভের পরে যদি সুখভোগের যাবতীয় প্রবৃত্তি ও উপকরণসমূহ পরিপূর্ণভাবে না থাকে, তাহা হইলে সেই দুঃখাভাব অবস্থাও একটী দণ্ড বিশেষ। যেমন স্বর্গকামিগণ পতনভয়-স্পর্দ্ধা-ক্ষয়িষ্ণুতাদি-দোষযুক্ত স্বর্গকেই চরম সুখময় বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ মুমুক্ষুগণও মোক্ষকেই চরম অর্থ বলিয়া থাকেন। কিন্তু যে মহত্ত্বের অধিক মহত্ত্ব নাই, যাহার সমান বা ঊর্দ্ধ কিছু নাই, তাহাই 'চরম' বা 'পরম' বিশেষণে বিশেষিত হইবার যোগ্য। অতএব মোক্ষে আত্মা জড়মুক্ত

হইয়া যখন নিত্যধর্ম্ম ভগবৎ-প্রীতিরূপা প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখনই তাহা 'পরমার্থ' শব্দবাচ্য হয়; এই একমাত্র পরমার্থের অনুসন্ধান ব্যতীত যেখানে যত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা তদ্দ্বারা দুঃখাত্যন্তরূপ মোক্ষ উদ্দেশের চেষ্টা, তাহা সমস্তই আর্থিক বা স্মার্ত্ত ধর্ম্মমধ্যে গণ্য।

আর্থিক বা নৈতিক-ধর্ম্মের নামান্তরই—স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম, আর পারমার্থিক বৈধ-ধর্ম্মের নাম—সাধনভক্তি বা ভক্তি-ধর্ম্ম। যে সকল কর্ম্ম কেবল জগতের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক শিবসাধক, সেই সকল কর্ম্ম নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। ঈশপূজা স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের অন্যান্য নীতির মধ্যে একটী নীতি মাত্র, নিত্য-ঈশানুগত্য-লক্ষণ যে পারমার্থিক বিধি, তাহা নহে। পরমেশ্বরকে তত্ত্বতঃ অস্বীকার করিয়াও ঈশ্বরোপাসনারূপ প্রবৃত্তি-শোধক নৈতিক কার্য্য-স্বীকার ত্রৈবর্গিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মে অবস্থিত। নাস্তিকপ্রধান কোমত্‌ও একপ্রকার চিত্তশোধক ঈশ্বরোপাসনার পদ্ধতি কল্পনা করিয়াছেন। কর্ম্মমার্গে যে ঈশ্বরোপাসনা, সে সকলই প্রায় তদ্রূপ। যোগশাস্ত্রে যে ঈশ্বর-প্রণিধানদ্বারা যোগসিদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাও প্রায় তদ্রূপ। নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্মে যে ইজ্যা, বন্দনা, সন্ধ্যোপাসনা, ষড়ঙ্গপূজা প্রভৃতি ঈশ-আরাধনা দেখা যায়, তাহা পারমার্থিক নয়, যেহেতু ঐসকলদ্বারা ধার্ম্মিকের জড়ভাব পুষ্টি বা সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। সেই সকল পূজা কর্ম্মরূপী, যেহেতু তাহারা অর্থ প্রসব করিয়া নিবৃত্ত হয়।

কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে যে বৈধী-ভক্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা পারমার্থিক বা বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম্ম। একটু নিরপেক্ষভাবে প্রণিহিত হইয়া বিচার করিলে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই প্রতীতি হইবে যে, নৈতিক বা স্মার্ত্তমতের বৈধ আর্থিকধর্ম্ম এবং ঈশানুগত্যরূপ বৈধ-পারমার্থিক ধর্ম্মে অত্যন্ত বৃহৎ তাত্ত্বিক পার্থক্য আছে; সেই তাত্ত্বিক পার্থক্য অনেক সময়েই ক্রিয়ার বাহ্য আকারগত নাও হইতে পারে, কিন্তু অন্তরনিষ্ঠা ও সঙ্কল্পগত পার্থক্য তাহাতে বিরাজিত। বৈধ-আর্থিক ধর্ম্মকে 'কর্ম্মকাণ্ড' বলা যায়, আর বৈধ-পারমার্থিক ধর্ম্মকে 'ভক্তি' বা 'সাধন-ভক্তি' বলা যায়।

'স্মৃতি' শব্দ 'অ' প্রত্যয় নিষ্পন্ন করিয়া 'স্মার্ত্ত' শব্দ সাধিত হয়। 'স্মার্ত্ত' শব্দের অর্থ—স্মৃতি সম্বন্ধীয় বা স্মৃতি-শাস্ত্রজ্ঞ। 'স্মার্ত্তবাদ' বলিতে পারমার্থিক নৈষ্ঠিকগণ একটী বিশেষ অর্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবৎ-প্রীতি বা ভগবৎসেবাকে পরম অবশ্য সম্বন্ধাভিধেয়রূপে বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে আর্থিক বা নৈতিক বিধির অধীনা মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারাই স্মার্ত্ত এবং তাঁহাদের মতবাদ—স্মার্ত্তবাদ। কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্র ও পারমার্থিকগণ বলেন,—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি॥ (ভাঃ ৬।১১।১৭)

—হে রাজন্, যাহার অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয়, সর্ব্বদেবময় ভগবান্ শ্রীহরিই তাদৃশ ধর্ম্মের মূল বা প্রমাণ; তিনিই ভগবত্তত্ত্ববিদ্‌গণের বিধান-মূলক স্মৃতি অর্থাৎ একমাত্র বিধি।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ স্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেম-লক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

পারমার্থিক-প্রবর শ্রীশুক বলিয়াছেন,—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

অর্থাৎ সর্ব্ব বিধি-নিষেধ বিষ্ণু-স্মরণ ও বিস্মরণ—এই দুইটীরই কিঙ্কর-স্বরূপ বা অধীন। বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেই বিধি-নিষিদ্ধ সর্ব্ব পুণ্যলাভ এবং বিস্মৃত হইলে সমগ্র অধর্ম্ম উপস্থিত হয়।

অতএব স্মৃতি দ্বিবিধা—(১) পারমার্থিক বা সাত্বতস্মৃতি, (২) আর্থিক, নৈতিক বা কর্ম্মজড়-স্মৃতি। এই পারমার্থিক ও আর্থিক স্মৃতি-ভেদে জগতে দ্বিবিধ স্মৃতিশাস্ত্র প্রচলিত আছে। নারদপঞ্চরাত্রান্তর্গত শ্রীভরদ্বাজ-সংহিতা, বৃহৎ সংহিতা, বিষ্ণুসমুচ্চয়, বৈখানস সংহিতা, আলবন্দার গুহ্য আগমপ্রামাণ্য, পূর্ণপ্রজ্ঞবৃদ্ধির সদাচারস্মৃতি, কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব, ছলারি মুনিসিংহাচার্য্যের স্মৃত্যর্থসাগর, বীররাঘবের

প্রমেয়মালা, প্রয়োগ-চন্দ্রিকা, সদ্বর্শন-সরণদেবের বৈষ্ণবধর্ম-সুরক্ষণকর্তা, কিংবা বিষ্ণুঠলাচার্য্যের স্মৃতিরত্নাকর, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীসৎক্রিয়া সারদীপিকা, শ্রীধ্যানচন্দ্রের সদাচারচন্দ্রিকা-পদ্ধতি প্রভৃতি সাত্বত-স্মৃতির মধ্যে গণ্য। আর কর্ম্মবিপাক মহার্ণব, কর্ম্মকাণ্ডোক্তি, কৃষ্ণভট্টের কর্ম্মতত্ত্বদীপিকা, কবিরঞ্জনের কলিক-কৌতুক, দেবদাসের 'কৃত্যার্ণব', কাম্য-সামাক্ত-প্রয়োগরত্ন, কমলাকরের 'নির্ণয়সিন্ধু', প্রায়শ্চিত্ত কদম্ব, প্রায়শ্চিত্ত-পারিজাত, প্রায়শ্চিত্ত-প্রদীপিকা, প্রেত-প্রদীপ, প্রাদ্ধতিলক, প্রাদ্ধচিন্তামণি, রঘুনাথের প্রাদ্ধবিবেকার্থব, গঙ্গাধরের স্মৃতি-চিন্তামণি, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব আর্ষিক স্মৃতির মধ্যে গণ্য।

'স্মৃতি' বা স্মার্ত্ত কথাটীর বৃত্তি কিছু খারাপ নহে, কিন্তু যেখানে স্মৃতি প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠা কৃষ্ণ-প্রীতির পরিচারিকাগণের বৈদগ্ধ্যের জন্য তপস্যা না করিয়া নিজেই স্বতন্ত্র ঈশ্বরী সাজিতে চায়, সে স্থানে সেই অর্থাভিলাষিণী স্মৃতিকে পারমার্থিকগণ কর্ম্মজড়রূপা অদৈব প্রকৃতিস্বরূপা বা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধিনী জানিয়া অসৎ সঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে পারমার্থিক-ক্রব বা বৈষ্ণব-ক্রব-সমাজে বিচিত্রবেশা মায়া নানাচিত্র অবলম্বন করিয়া নানাভাবে প্রবেশ করিয়াছে এবং পিশাচী যেরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিয়া সেই ব্যক্তিকে পিশাচীগ্রস্ত বলিয়া জানিতে দেয় না, কেবলমাত্র মস্তিষ্কের বিকৃতি করাইয়া তাহার সেই প্রাপ্ত দশাকেই রাখনীয়া বিবেচনা করায়, তদ্রূপ মায়াও কর্ম্মজড়-স্মৃতিবেশা হইয়া পরাক্‌প্রবণ জীবকুলকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যাঁহারা একমনে প্রত্যক্‌পরম অর্থাৎ শুদ্ধ কৃষ্ণসেবোন্মুখ, তাঁহারাই মায়ার এই খেলা ধরিতে পারেন। আমরা নিম্নে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা বৈষ্ণব-ক্রব-স্মার্ত্ত এবং শুদ্ধ বা সাত্বত-স্মার্ত্ত মধ্যে যে বাহ্য সৌসাদৃশ্য ও অন্তর্নিষ্ঠার পার্থক্য এবং বাহ্য অসাদৃশ্য তথা অন্তর্নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের ও পার্থক্য আছে, তাহার একটী দিগ্‌দর্শন করিবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানে বেশকুশলা ধূর্ত্তা সৈরিণীর ন্যায় কর্ম্মজড়-স্মৃতি কিরূপে তথা-কথিত পারমার্থিক বৈষ্ণবক্রব বা প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার ভক্তিনিষ্ঠাকেই 'বৈষ্ণব-সদাচার' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছে এবং তদ্দ্বারা সাধারণ-অনভিজ্ঞ ও কোমল-শ্রদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবুদ্ধি নাশ করিতেছে, তাহা সুবুদ্ধিমান সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।

নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়ে পারমার্থিক-স্মার্ত্ত ও আর্ষিক-স্মার্ত্ত মধ্যে সৌসাদৃশ্য আছে; যথা,—

(১) উভয়েই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করেন।

(২) উভয়েই বাহ্যদৃষ্টিতে বিষ্ণু-পূজা করিয়া থাকেন।

(৩) পারমার্থিক ও আর্ষিক উভয়েই দেবতাকে মান্য করেন।

(৪) উভয়েই একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

(৫) উভয়েই গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা করেন।

(৬) উভয়েই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, মঠ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

(৭) উভয়েই বাহ্য দৃষ্টিতে তারকব্রহ্মনাম বা হরিনাম প্রভৃতি গ্রহণ করেন।

(৮) উভয়েই বিষ্ণুর গদাদ, নিশ্বাল্য, চরণোদক প্রভৃতি গ্রহণ করেন।

(৯) উভয়েই গুরুবরণ করেন।

(১০) উভয়েই মন্ত্রগ্রহণ করেন।

(১১) উভয়েই শালগ্রাম অর্চ্চন করেন।

(১২) উভয়েই বাহ্যতঃ তুলসী সম্মান করেন।

(১৩) উভয়েই গলদেশে তুলসীমালা এবং অঙ্গে তিলকধারণ করেন।

(১৪) উভয়েই গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন।

(১৫) উভয়েই পুরুষোত্তম-তীর্থাদি দর্শন ও বন্দনাদি করেন।

(১৬) উভয়েই সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন।

(১৭) বর্ণাশ্রমী, পারমার্থিক এবং আর্ষিক স্মার্ত্ত উভয়েই পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন।

(১৮) উভয়েই চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন করেন।

(১৯) উভয়েই সংস্কারাদি গ্রহণ করেন।

(২০) উভয়েই গোত্র ও বংশ স্বীকার করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যদি আর্ষিক ও পারমার্থিক অর্থাৎ বিদ্ধ-স্মার্ত্ত ও শুদ্ধ-স্মার্ত্ত, সাধারণ চলিত ভাষায়

'স্মার্ত্ত' ও (শুদ্ধ) 'বৈষ্ণব'—এই উভয়ের মধ্যে যাহে এতগুলি সৌসাদৃশ্যই থাকিল; তাহা হইলে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবে ভেদ কোথায়? উভয়ে ত' সমানই হইল?

এই বাহ্য সৌসাদৃশ্যই যত গণ্ডগোলের কারণ হইয়াছে। সাধারণ অতাত্ত্বিক-সম্প্রদায় এবং অনর্থযুক্ত জীবকুল, বাহ্য সৌসাদৃশ্যের মধ্যেও যে অন্তরনিষ্ঠার একটী আকাশ-পাতাল-ভেদ—পরব্যোম দেবীধামগত বিপুল ভেদ রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই বাহ্য-বৈষ্ণব-পরিচয়ে স্মার্ত্ত হইয়া পড়িতেছেন অর্থাৎ বাহিরের দিকে বিষ্ণুভজন, কিম্বা রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা, মালা-তিলক-ধারণ, বৈষ্ণবের বাহ্যিক সাজ-সজ্জা, হাব-ভাব, চাল-চলন রক্ষা করিয়াও অন্তরে অপ্রাকৃত সৎকর্ম্মে অবস্থিত হইতে না পারায় বা অন্তরে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-নিষ্ঠা পোষণ করায় কার্য্যতঃ 'স্মার্ত্ত' বা আর্থিক হইয়া পড়িয়াছেন। সাধারণ অতাত্ত্বিক-সম্প্রদায় কিন্তু এতদূর তলাইয়া অন্তরের অন্তঃস্থলের নিভৃত কোণের এই বঞ্চনাময়ী ব্যাধিকে ধরিতে পারে না; একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, সুবিজ্ঞ, সদ্বৈদ্যই জীবের অন্তরের এই সকল ব্যাধির কথা জানেন, তাই তিনি বাহ্যে বৈষ্ণবতার সাজ-সজ্জার বা অভিনয়ে ভুলিয়া যান না, তিনি দেখেন অন্তরনিষ্ঠা। অন্তরনিষ্ঠা যেখানে জড়ের সেবিকা—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি—আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি,—আত্মেন্দ্রিয়-প্রমাদ বা আত্মেন্দ্রিয়-শান্তির অনুসন্ধান-তৎপরা, সেখানে পারমার্থিকতা বা বৈষ্ণবতা নাই; তাহা আর্থিক, নৈতিক, সদাচারী, 'বৈষ্ণব' কিম্বা অবৈষ্ণবের সজ্ঞায় স্মার্ত্তবাদ। এই স্মার্ত্তবাদ বর্ত্তমান তথাকথিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর-প্রদেশকে এতদূর আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় তাহারা ভূতের কবলে পতিত হইয়াও নিজদিগকে 'বৈষ্ণব' অভিমান করিতে করিতে হৃদয়ে স্মার্ত্তবাদেরই প্রবল-দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া শুদ্ধ সেবাবৃত্তিকে তন্মধ্যে আহুতি প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তথাকথিত বৈষ্ণবসমাজের (?) এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মায়াদেবী হাতে তালি বাজাইয়া নৃত্য করিতেছেন। আর মায়ার মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়া মায়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণও অবশের ন্যায় মায়ার আনন্দেই আনন্দ বোধ করিতেছে এবং তৎফলে নিত্যানন্দের সেবা হইতে দূরে পতিত ও আত্মবঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু পরমদয়ালু শ্রীনিত্যানন্দের হৃদয় জীবের এই মোহনিদ্রা ও মোহানন্দ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছে না, তাই গভীর-গম্ভীর গর্জ্জনে ডাকিয়া বলিতেছেন,—অহে জীব! সাবধান হও, বৈষ্ণবের লজ্জায় 'স্মার্ত্ত' হইও না—বৈষ্ণবের ভেকেরা লইয়া অধিক সদাচারী কলাইতে গিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব-অপরাধ বরণ করিও না—গীতার বাণী শ্রবণ কর—পদ্মপুরাণের কথা হৃদয়-পটে প্রতিষ্ঠিত কর—

"মোহিতসর্গো লোকেঽস্মিন্ দৈবমাসুর এব চ।"

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত-পত্র ও উত্তর

হরিনামামৃতোজ্জ্বল-মধুপানমত্তবিবেক

পূজ্যপাদ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত • • • মহাশয়

শ্রীচরণাম্বুজেষু—সম্পাদক, গৌড়ীয়।

শ্রীচরণেষু, দেব! ১৬শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে 'সহজিয়াবাদ' পাঠে অত্যন্তাভিমানিক হইলাম। প্রবন্ধ কাহার লেখা জানিলে সুখী হইব। ৪৮ প্রকার সহজিয়া মত কি প্রকারে সংগ্রহ করিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অত ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এত কি প্রকারে ধারণ করে, তাহাও ঠিক করিতে পারিলাম না। "That one small head could carry all he knew."

(Goldsmith—The Deserted Village.)

এ প্রবন্ধের মূল্য নাই। আপনি ত' ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া দিবারাত্র কাটান, কিন্তু ১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "গ্রাম্য সাহিত্যিক" গ্রন্থ কোথায় পাইলেন ও পাঠ করিলেন জানিতে ইচ্ছা করি। 'বজ্রযান' ও বজ্রযানের "বজ্রবারাহীশ্বরী" শব্দার্থ বুঝিলাম না। কৃপা করিয়া লিখিবেন। ১৪ পৃষ্ঠায় "তাই সহজিয়া" পুস্তক কোথা পাওয়া যায়? "নিত্যার রাধিকা জ্ঞান" রাধাকুণ্ডে ও বৃন্দাবনে দেখিয়া ব্যথাহত হইয়াছি। নিত্যা ও কন্যায় পৃথক্ কি বুঝি না। আমি ডাক্তার, দুই গৃহে রোগী দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি। কপালে সিন্দুর নাই। আপনার প্রবন্ধ "সাধনে নব-যৌবন-সম্পন্না পরকীয়া রমণী আবশ্যক" ও "দেহই বৃন্দাবন" পাঠ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তবে যে বলে, কলি ক্ষয় হইয়া সত্যযুগ প্রবেশ

করিতেছে, তাহা কৈ? এ যে দেখাদেখি! ... সহজিয়াগণ স্ত্রীসঙ্গী হইয়া কৌপীন ধারণ করেন? উহাদের আরও অনেক আচার জানেন না। ... সহজিয়াগণ ১০ শ্রেণী। আমার একটী গোস্বামী বন্ধু ছিলেন—তিনি ২ বৎসর উহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাহা সার উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা আমায় কহিয়াছিলেন।

আপনার প্রবন্ধের ভাষা অতি উত্তম হইয়াছে। আমি ছয়খানি মাসিক পত্রিকা লই। কিন্তু, এরূপ ভাষা কোথাও দেখি নাই। স্থানে স্থানে যেন 'শ্রীভাষ্য' পাঠ করিতেছি। মস্তক সামান্য টলিলে পুনরায় পাঠ করিতে হয়। এ ভাষা কি সহজিয়াগণ কিম্বা "কোন গ্রাম্য-সাহিত্যিক" পাঠ করিবেন? তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে কেন? "আত্মপর" শব্দের অর্থই বুঝিবেন না।

একটী অনুরোধ পূজ্যপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-কালে যে শ্রীচরিতামৃত ছাপা হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে ক্ষুদ্র কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি কেন প্রকাশ করেন না। করিবেন না কি?

মাসিক পত্রিকা আর দুই খানি পাঠাইবেন। দুইটী বৈষ্ণবকে দিব। শ্রীচরিতামৃতের সূচীপত্র আমায় দেন নাই ত?

১৬ পৃষ্ঠায় 'অমর সাহিত্যিক' প্রবন্ধ কোথায় দেখিলেন? আরও প্রবন্ধ লিখিয়াছি। পূর্ব্বেরগুলি মুদ্রিত হইলে পাঠাইব।

ভবদীয় কিঙ্কর—

শ্রীবিধুভূষণ (শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন)

আকুই, বর্দ্ধমান। ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

[মূর্ত্তবিষ্ণুশক্তি-স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পঙ্গুর পর্ব্বত-লঙ্ঘন-সামর্থ্য-প্রাপ্তির ন্যায় গৌড়ীয়-সম্পাদকের অকৃতমন্ত্রূপে পরিচিত কোন নিতান্ত অযোগ্য শুদ্ধ-সেবকাভাস ঐ 'সহজিয়াবাদ' প্রবন্ধটীর রচনা-সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। 'সহজিয়াবাদ' প্রবন্ধটীর উপসংহার করিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় নাই। ৪৬ প্রকার সহজিয়ামত কেন, ৪৬ হাজার কিম্বা ততোধিক প্রাকৃত সহজিয়া মত—যাহা আমার ন্যায় অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম-বিমুখ ব্যক্তির বিষ্ণুভক্ত-দ্বিত্রের মধ্যে অগণিত ত্রসরেণুর ন্যায় অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তগণের কৃপা-সূর্য্যালোকে নিয়ত সঞ্চরণশীলরূপে দৃষ্ট হইতেছে, সেই সকল অসংখ্য 'সহজিয়াবাদ' প্রবন্ধ লিখিবার কালে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার জন্য শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কেবল পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কা করিয়া আমাদিগকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিরত হইতে হইয়াছে। 'সহজিয়াবাদ' সম্বন্ধে দশ হাজার পৃষ্ঠার একখানি গ্রন্থ রচিত হইতে পারে এবং তাহাতে নানাপ্রকার চিত্র সংযুক্ত করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া-বাদটী কিরূপ অপ্রাকৃত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত-ব্যতীত আমার ন্যায় অভক্ত বা ভক্তব্রুব মাত্রেরই হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বিভিন্নাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাও দেখান যাইতে পারে। কিন্তু নিষ্পক্ষ সত্য কথা এই কলিযুগে বিকাইবে কি? তাহার গ্রাহক যে জগতে অত্যন্ত অত্যন্ত কম। সত্য কথা বলিলেই লোক চটিয়া যায়; তাহারা মনে করে, যখন 'সত্য-কথা' প্রচারদ্বারা ইহারা আমাদের স্বরূপোদ্ঘাটন করিয়া দিতেছে, তখন 'মিথ্যা-কথা' রচনা করিয়া সত্য-বন্ধুগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া যাউক। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মতেই জগতের শতকরা প্রায় শতজনই ভোট দিয়া থাকেন কিংবা কোনও না কোন প্রকারেই সেই পক্ষই অবলম্বন করেন।

'গ্রাম্য সাহিত্যিক গ্রন্থ' খানা শুনিয়াছি, কোন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক পণ্ডিতের লেখা; বর্ত্তমানে তিনি প্রাকৃত সাহিত্য-জগতে বিশেষ সম্মানিত। এখানে ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। 'বজ্রযান' একটী বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষ। ইহাদের মতে নিরন্তর ভোগ-সাধন হইতে যে 'সহজ আনন্দ' লাভ হয়, তদ্দ্বারাই নির্ব্বাণ পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাদিগের উপাস্য 'বজ্র-সত্ত্ব' নামক ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ এবং 'বজ্রধাত্বীশ্বরী' বা 'বজ্রেশ্বরী' নাম্নী তাঁহার শক্তি (?)। নেপালে এই বৌদ্ধ-সম্প্রদায় রহিয়াছে, শুনা যায়।

আপনি প্রবীণ ব্যক্তি, আপনি কত স্থানে কত দেখিয়াছেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ধার্ম্মিক ত দূরের কথা, একটু সামান্য নৈতিক ব্যক্তিও এই সকল শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন না। আপনার সদ্ভাষণের কয়েকটী কথা বাদ দিয়া প্রকাশ করিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

আমাদের যতদূর মনে হয়, প্রবন্ধ লিখিবার সময়

আমাদের ভাষার প্রতি আদৌ নজর থাকে না, হৃদয়ের ভাবই ভাষা প্রস্তুত করায়। শব্দশাস্ত্রনিপুণ শতসহস্র পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে বহুবার শুনিয়াছি যে, তাঁহারা প্রভুপাদের লিখিত ভাষার শব্দাবলী এবং ভাবাবলী কিছুই ধারণা করিতে পারেন নাই, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে, কারণ অপ্রাকৃত তত্ত্ব-বিষয়টী প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাবৃত্তি-সহযোগে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে কেবল ভাষা পড়িয়া ভাব বুঝা যায় না। ভাবই ভাষার প্রাণ। আপনি প্রবীণ ও পণ্ডিত, আপনার গৌড়ীয়ের ভাষার আদর হইবে, এ বিষয় অতি স্বাভাবিক।

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি প্রকাশ করিবার কথা আপনি বহুদিন যাবৎ বলিতেছেন; প্রকাশ করিবার ইচ্ছাও আছে। মাসিক পত্রিকা আপনাকে পাঠান হইবে, সম্প্রতি উহা বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে। শ্রীচরিতামৃতের সূচীর কথা গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসের পুস্তক বিভাগের সেবক মহোদয়কে জানাইব। 'ভাই সহজিয়া' পুস্তক প্রবন্ধাকারে ১৮শ ও ১৯শ সংখ্যা সজ্জন-তোষণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

'অমর-সাহিত্যিক' কথাটীর allusion আপনার বোধ হয় স্মরণ নাই। আপনি কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে যাহার কুৎসিৎ প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগের গৌড়ীয় অফিসে তারটী বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনের বহু বৈষ্ণব যে প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ দেখিতে চান বলিয়া আপনি লিখিয়াছিলেন, সেই সম্প্রদায়-বৈষ্ণব-অনভিজ্ঞ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার একটী বহুপ্রম ও তত্ত্ব-বিরোধপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"স্বরূপ দামোদরের হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়াছিল"। মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ, মহাপ্রভুর দ্বিতীয়দেহ প্রভুবরের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি শুনিয়া বৈষ্ণবগণ—মহাপ্রভুর দাসের দাসগণ হৃদয়ে কিরূপ বেদনা অনুভব করিতে পারেন এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত-লেখককে কি প্রকার বিশেষণে বিশেষিত করিতে পারেন, তাহা সুধীগণই বিচার করিবেন। কিন্তু এইরূপ অসংখ্য বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিরোধ ও তত্ত্ববিরোধপূর্ণ গ্রন্থের লেখককে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন—কুমিল্লার শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ নাথ এম, এ মহাশয়। প্রশংসাপত্রটী এই,—'এই একখানি গ্রন্থই গ্রন্থকারকে অমর করিয়া রাখিবে'। এই কথাগুলি আবার বড় বড় অক্ষরে তাঁহার পত্রিকার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই জন্যই অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইয়াছে যে, কালের বিপরীত গতি। "যিনি স্বরূপ-দামোদরের হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া মৃত্যুর (?) কথা জগতে ঘোষণা করিতে পারেন, তিনি কালধর্ম্মে হইয়া যান 'অমর-সাহিত্যিক'!—গৌঃ সঃ]

(দ্বিতীয় পত্র)

শুদ্ধ ও সদাচারী বৈষ্ণব মহাশয়গণের শ্রীশ্রীচরণে প্রণিপাত-নিবেদন এই,—আমি একটী হতভাগ্য জীব, নরকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, কোন পথ অবেষণ করিয়া সেই সনাতন ধর্ম্মের পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার গতি নাই, কি যে করিব ভাবিয়া স্থির পাই না। আপনাদের 'গৌড়ীয়' পত্রিকাখানা অভাব স্বাদপূর্ণ। আমি মূর্খভাবশে প্রথম হইতে গৌড়ীয় পত্রিকা রাখি নাই। বর্ত্তমানে এই গৌড়ীয় পত্রিকা রাখিয়া ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ আস্বাদন পাইতেছি, এইরূপ কোন ধর্ম্মপুস্তকে আস্বাদন পাই নাই বা পাওয়ারও সম্ভাবনা নাই। আপনাদের রচনা অতি উৎকৃষ্ট, নিঃস্বার্থপূর্ণ রচনা। যে-স্থানে ঘোর স্বার্থ রহিয়াছে, সেই স্থানেই স্মশান—স্বাদবিহীন। গৌড়ীয়খানা মূর্ত্তিমান-গৌড়ীয়ই—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বহুকাল যাবৎ যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-ধর্ম্মটীকে সামান্য স্বার্থ-পরতার লোভে অঙ্গণ কলঙ্কিত করিয়াছে ও করিতেছে, আজ সেই শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত সনাতনধর্ম্ম আপনাদের ন্যায় শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আবির্ভাব না হইলে এই যুগে কেহ জানিতে পারিত না। বহু স্বার্থান্ধ জীব কলির অসুর অবতার হইয়া আপনাদের যে-কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে, কিছুই করিতে পারিবে না। ধর্ম্মশাস্ত্র চিরকালই তীক্ষ্ণ, ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়। কলির রাজ্যে পুণ্যাপয় হইতেই অসুর-পতন হইয়া আসিতেছে, ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের প্রতি যে, কোন প্রকার আসুরিক ব্যবহার সহ্য করেন না। আপনাদের পশ্চাতে একদল অসুর দণ্ডায়মান, কোন্ সময়ে কি অনিষ্ট করিবে স্থির করিতে পারিতেছি না। তাহাদের

অভিলাষ এ সকল নিরপেক্ষ সত্যকথা কলিকালে প্রচারিত না হউক। তাহারা সত্যকথা শুনিতে চায় না। কিন্তু সেইজন্য তাহারা হিরণ্যকশিপুও নহে, হিরণ্যকশিপু উদ্ধার পাইয়াছেন, তাঁহারা উদ্ধারও পাইবে না।

কৃষ্ণভক্তের উপর অত্যাচারীকে কি করা যাইতে পারে, উপদেশ দিবেন। আমি কৃষ্ণভক্তের উপযুক্ত নহি, অনেক নিম্নে পড়িয়া আছি, তবু অত্যাচার দেখিয়া সহ্য হয় না। আমি সামান্য সংসারী জীব ও কীট। একটী ত্যাগী বৈষ্ণব হইতে দীক্ষিত হইয়াছি বটে, কিন্তু দীক্ষা ত' নহে, কেবল কাণে ফুঁ মাত্র। বৎসরের মধ্যে দুই একবার গুরু-দর্শন ও উপদেশ পাই কিনা সন্দেহ। এই অবস্থায় আমি কি করি, স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আমার কিরূপ কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণভজন হইবে, তাহার উপদেশ দিবেন।

দাসানুদাস—

শ্রীশচন্দ্র দত্ত (ডাক্তার)

পোঃ ওয়ারি, কমলাপুর, ঢাকা।

[নিরপেক্ষ সত্যকথা-প্রচারকারীর প্রতি চিরকালই নানাবিধ নির্য্যাতন ও বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল সত্য প্রচারেরই পরিপোষক। ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাতন, প্রাণান্তের প্রতি দেবগণের নানাপ্রকার ছল-অভিসন্ধি, খৃষ্টকে ক্রুশে আরোহণ প্রভৃতি ভাবীকালে সত্যের মহত্ত্ব ডিণ্ডিমঘোষে ঘোষণা করিয়াছে। পত্র-প্রেরক মহাশয় গৌড়ীয়পত্র ভাল করিয়া আলোচনা করিবেন ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণের সঙ্গ করিবেন। গৌঃ সঃ]

বৈষ্ণবাচার্য্যের সমালোচক !!

(প্রেরিত পত্র)

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমি একজন গৌড়ীয় পত্রের গ্রাহক ও গুরুত্ব ব্যক্তি। অনেক সময় নানা সূত্রে অনেক রকম সংবাদ-পত্রাদি আমার চোখে পড়ে। সাধারণতঃ ঐ সকল পত্রিকাদি নিজেদের রাষ্ট্র, জাতি কিংবা সামাজিক ক্ষুদ্রস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় লইয়াই আলোচনা করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে একটু হীন প্রকৃতির পরিচালকেরা ধর্ম্মাদি জটিল ও অনধিগত বিষয় আলোচনা করিতে হইলেই বিশেষ সতর্ক হইয়াই কোন কথা বলিয়া থাকেন। নিজ গণ্ডীর বাহিরে আসিতে হইলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে এতাদৃশ ব্যবহারই শোভনীয়। কিন্তু ইংরেজীতে একটী কথা আছে যে, "where angels fear to tread, fools rush in" অর্থাৎ সদসদ্‌বিচারহীনের পক্ষে সকলই সম্ভবপর। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, পল্লী অঞ্চলে সহ ক্ষৌরকার অস্ত্রচিকিৎসা করিতে অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্ত, কারণ তাহাদের শরীরবিজ্ঞানগত কোন জ্ঞানের ধারাই নাই। ভারতবর্ষ অত্যন্ত ধর্ম্ম-প্রবণ দেশ বলিয়া বহু দুর্মতি লোক এই সুযোগে বহু প্রকার "বুজরুকি" ধর্ম্মের নামে প্রচলিত করিয়া সাধারণ লোকের "বাহবা" আকর্ষণ করিতেছে। এই প্রকারে কতকগুলি প্রগল্‌ভ নব্য-নবিশ সংবাদ-পত্র লেখক ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রচারের অভিনয় লইয়া বাক্যের সংযম ও পূজ্যের সম্মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধারণ লোকের নিকট নানা প্রকার আপাতমধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া খুব ধর্ম্ম-সীমাংসক সাজিবার প্রয়াস পাইতেছে। জানি না এই হতভাগা দেশ কতদিনে এই সাচাল, অকাল-পক্ক, কাণ্ডজ্ঞানহীন 'সব জান্তাদের' কবল হইতে উদ্ধার পাইবে। ইহাদের দ্বারা যে কত কোমল-হৃদয়ের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। একমাত্র অকপট মহাজনবিদিত, গুহানিহিত গূঢ় ধর্ম্ম-তত্ত্ব যে এরূপ লঘুভাবে 'যারা তারার' আলোচনার বিষয় নহে, তাহা স্বার্থপর চিন্তাক্লিষ্ট জ্ঞানশূন্য লঘুচেতারাই বুঝিতে পারে না এবং বুঝিতে চাহেও না। কারণ তাহাতে যে তাদৃশ স্বার্থান্বেষী সাধারণ লোকরঞ্জন-ব্যবসায়ীদিগের ক্ষুদ্র আর্থিক ক্ষতি ও নিজ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠা-বিনাশের ভয়ই প্রবল। বহু-বিলাসিতাই কি এতাদৃশ সংবাদ-বাহীদের একমাত্র আদর্শ নহে ? [illegible] প্রণোদিত হইয়াই তাহারা ধর্ম্মের কদর্থ ও সাধুমহাজনদিগের অথবা 'নিন্দাবাদ' প্রচারে দৃষ্টতা দেখাইয়া তদ্রূপ ব্যক্তিবর্গের কর্ণতৃপ্তি এবং 'কর্ত্তাদের' চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। কিন্তু তত

সত্তা বস্তুটী যে তাহাদের দৃষ্টি বহু উর্দ্ধে অবস্থিত, এতখানী তাহাদের মহা-অপরাধময় চিন্ত কখনও বুঝিতে পারে না। অল্পবুদ্ধি চঞ্চলমতি লোকেরাই তাদৃশ বাক্য-ছলনায় শ্রবণপথে চালিত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বিচারপর বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এরূপ অনধিকারচর্চ্চা উপেক্ষাই করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবজগতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্থান যে কত উচ্চে, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি শাস্ত্রানুকূলে বৈষ্ণবধর্ম্মের জটিল তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া এবং সাধারণ নৈতিক ব্যক্তিমাত্রের নাসিকা-কুঞ্চন-যোগ্য দুর্নীতিপরায়ণ তথাকথিত বৈষ্ণবজগতে সদাচারের পুত-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করিয়া বাস্তবিকই যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্য নামের যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার অমৃতময়ী লেখনীমুখে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিগূঢ় সিদ্ধান্তাবলী বহু অমূল্য গ্রন্থরূপে আজ প্রত্যেক শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন,—'যাঁহার গম্ভীর পাণ্ডিত্য নির্ঘোষের অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পবিত্র—কালক্রমে বদ্ধ মন্দাকিনীধারা তাহাতে পুনঃ প্রবাহিত হইয়া আজ শুষ্ক হৃদয়ে নব নব আশার সঞ্চার করিতেছে,—যাঁহার 'বৈষ্ণবধর্ম্ম', 'কৃষ্ণ-সংহিতা', 'চৈতন্য-শিক্ষামৃত', 'তত্ত্বসূত্র', 'ভজনরহস্য', 'হরিনাম-চিন্তামণি', 'কল্যাণ-কল্পতরু', 'শরণাগতি', 'মহাপ্রভুর শিক্ষা', 'দশমূল-নির্য্যাস', 'গৌরাঙ্গ-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র', 'আত্মা-সূত্র' প্রভৃতি ভক্তিধর্ম্মের আদর্শগ্রন্থাবলী আজ প্রতি বৈষ্ণবের হৃদয়ের ধন—নিত্যপাঠ্য ভজনগ্রন্থ, যিনি লুপ্ত গৌরজন্মস্থলী পুনরাবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালার বেন,—সমগ্র জগতের পূজার পাত্র হইয়াছেন,—এবং আধুনিকযুগের শুষ্কভক্তির মূল প্রস্রবণ স্বরূপ যে আচার্য্যবর ঠাকুরের মীমাংসাবলীর একটী কথাও সদ্গুরু কৃপাব্যতীত ঐরূপ শিক্ষা-বিহীন শত সহস্র সম্পাদকের বুদ্ধির অগোচর,—আজ কিনা সেই আচার্য্যের অপ্রাকৃত চরিতাবলী এতাদৃশ সংবাদ-পত্রে তাদৃশ দুই সম্পাদকপুঙ্গবের লেখনী-কণ্ডূয়ন-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার স্থল! যাঁহার অমৃত-নিস্যন্দিনী চরিতসুধা পান করিয়া পরলোকগত স্বধর্ম্মানুব্রত বিদ্বদ্বর ভক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় পরলোকগত সিদ্ধান্তভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন-মহাশয়-প্রমুখ বহু সমাজনেতৃবর্গ চমৎকৃত হইয়াছেন এবং অসংখ্যলোকপরিপূর্ণ সাধারণ-সভাক্ষেত্রে মুক্তকণ্ঠে শতমুখে যাঁহার গুণগান করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন,—আর আজ নগণ্য গ্রাম্যসংবাদ-পত্রের স্তুতক লেখকরূপ ক্ষুদ্র বদ্ধ জীব যদি সেই প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাজনের সম্বন্ধে অবজ্ঞাজনক কিছু লিখিয়া নিজকে অত্যন্ত অভিপণ্ডিত করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তবে তাদৃশ ব্যক্তি কি সত্য সত্যই নিতান্ত কৃপার পাত্র নহে! বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথের প্রিয়পাত্র, পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীগৌরকিশোরের অভিন্নহৃদয় মিত্রবর কি গ্রাম্যবার্ত্তাবিদের হীন আলোচনার বিষয়!

আর আজ যে মহা উদারধী মহাপুরুষপ্রবরের কৃপায় স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই মহাবাক্য এতদিনে সফল হইতে চলিয়াছে, উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে দ্বারকা হইতে পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে আজ যে অনন্তাভিলাষী মহাপুরুষ দয়াবতারের ঐকান্তিক কৃপায় প্রতি গৃহে গৃহে শ্রীনিত্যানন্দের প্রচারিত নাম কীর্ত্তিত হইতেছে,—এবং যে মহোদয় কলিহত ক্ষুদ্রশক্তি মানবকুলের শিক্ষার্থ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আজ জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

—সেই অসমোর্দ্ধ সন্ন্যাসিশিরোমণি নিষ্কিঞ্চন মহাজন সর্ব্ব-সুসিদ্ধান্ত-বারিধি আচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সম্বন্ধে জানিনা কোন প্রগল্ভতার বশবর্ত্তী হইয়া—আজ গৃহসর্ব্বস্ব, সংসারাবর্ত্তে-যথেচ্ছ-প্রক্ষিপ্ত দুর্বল জীব জীবিকা-উদ্দেশে বৈষ্ণব-সমাজে নগণ্য—গ্রাম্যসংবাদ-পত্রের লেখক হইয়া তাঁহার হীন লেখনী-চালনে স্বীয় দুর্ভক্তিরই পরিচয় দিতে অগ্রসর হয়! ইহা কি চপলমতি বালকের উর্দ্ধ আকাশে নিষ্ফীবন নিক্ষেপচেষ্টার ন্যায় মূর্খতার কার্য্য নহে?—অথবা বিরাট পর্ব্বত-গাত্রে লোষ্ট্র বা বাণ-নিক্ষেপ অপেক্ষাও অধিকতর হাস্যাস্পদ ব্যাপার নহে? উহাতে তাহার উপর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহারই বিপদের কারণ হইবে।

এই জাতীয় সমালোচক বর্গের একটী নির্জ্জন নিম্ন

পাঠক মহাশয়দিগের নিকট উপহার দিতেছি। 'হিতবাদী' নামক একটী গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের বর্ত্তনভোগী সহকারী সম্পাদকবর্গের অন্যতম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু কিছুদিন হইতে এই প্রকারে বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর হইয়া সম্পূর্ণ অসত্য আশ্রয়ে এই পুণ্যশ্লোক মহাজনবর্গের নিন্দাবাদে উক্ত সংবাদপত্রের স্তম্ভের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমি পূর্ব্বাগত কিঞ্চিৎ আত্মীয়তাসূত্রে তাঁহারই হিতার্থে তাঁহার একটু সুবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করিয়া দিবার নিমিত্ত কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই। হাইড্রোসিল-চিকিৎসক মৃত প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয়ের ডিস্‌পেন্সারির এক অংশে দুইটী অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উক্ত বসু মহাশয় বাস করেন। সেখানে যাইয়া শুনিলাম পিতৃপুরুষের সাম্বৎসরিক প্রেতশ্রাদ্ধে উদ্যোগী হইয়া বসু মহাশয় পুরোহিতের অপেক্ষায় গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন। একখানি মাত্র আসন তিনি অধিকার করিলে আমাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বেই উপবেশন করিতে হইল। কুশল-প্রশ্নের পর অতি ধীরে ধীরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম —"আপনি গৌড়ীয় মঠে কখনো গিয়েছেন কি?"

তিনি—না, আমি কখনও গৌড়ীয় মঠে যাই নি।

আমি—মঠের কোন লোকের সঙ্গে কি আপনার আলাপ পরিচয়াদি আছে?

তিনি—না মঠের কোন লোকের সহিতই আমার direct (সাক্ষাৎ) পরিচয় বা সংস্রবাদি নাই।

আমি—তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সব সংবাদাদি আপনি প্রচার করেন, তাহা আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেন?

তিনি—ব্রজমোহন বাবাজী, ক্ষী—, রা—,প্রকৃতি আমার বন্ধুদের নিকটথেকে আমি সব সংবাদই পেয়ে থাকি।

আমি—এই সব source (সংবাদ মূল) আপনি যতই reliable (বিশ্বাস-যোগ্য) মনে করুন না কেন, আমি দেখ্‌চি আপনার information (সংবাদ) সবই second hand এ (অসাক্ষাদ্‌ভাবে) পাওয়া। আর এঁরা যখন বাইরের লোক, আমি নিশ্চয় বল্‌চি, এঁরা কোন স্বার্থের অভিপ্রায়ে আপনাকে খাঁটি সংবাদ দেন না।

তিনি—না, তাঁরা আমার খুব বিশ্বাসী বন্ধু, আমি তাঁদের প্রত্যেক কথাতেই বিশ্বাস করি।

আমি—আপনি অবশ্যই গ্রহণ করবেন, যদি মতলব করে' থাকেন তাহ'লে আমি নাচার।

তিনি—তুমি কি বল্‌চ? আমার বন্ধুরা কিরূপ চরিত্রের এবং কিরূপ position এর লোক তুমি জান না। তাঁরা মিথ্যা কথা বল্‌তেই পারেন না।

আমি—আচ্ছা, গৌড়ীয় মঠ এ পর্য্যন্ত আপনার কথার যে সব উত্তর দেন, আপনি শাস্ত্রযুক্তিমূলে তার বিচার না করে' শুধু ব্যক্তিগত গালাগালিই দেন কেন? আর তাঁদের প্রেরিত প্রতিবাদ-প্রবন্ধই বা প্রকাশ করেন না কেন?

তিনি—আরে ভাই, তুমি ওসব কথার কি বুঝ্‌বে? সব কথার কি অত শত শাস্ত্রযুক্তি দেওয়া চলে? আর খবরের কাগজ চালাতে হ'লে ও সব অনেক রকমই কত্তে হয়।

আমি—এই ভাবে আপনি গৌড়ীয় মঠকে লোকের কাছে হীন প্রতিপন্ন কত্তে চান। কিন্তু আমি জানি আপনাদের ঘৃণ্য ব্যবহারে গৌড়ীয় মঠের প্রতি অনেকেরই শ্রদ্ধা আরো বেড়েছে, আর আপনার অনধিকার চর্চ্চার জন্য আপনার কাগজকে নিরপেক্ষ লোকে অত্যন্ত ঘৃণা কচ্ছে, সাধু বৈষ্ণবগণ ঘৃণায় আপনার কাগজ স্পর্শও করেন না।

তিনি—তেমন মুষ্টিমেয় পাঠকের জন্য ত' আমি কাগজের Policy বদ্‌লাতে পারিনে!

আমি—এ আবার কোন্ policy? আচ্ছা আপনার যুক্তি থাকে ত' personal attack (ব্যক্তিগত আক্রমণ) এর দরকার কি? নিন্ ত আপনার যুক্তি তর্ক গুলি একে একে list (তালিকা) ক'রে ছাপিয়ে নিন্। গৌড়ীয় মঠ ত' আপনার বাসা থেকে বেশী দূরে নয়! একদিন আপনার সুবিধা মত সেখানে গিয়ে বিচার করুন না?

তিনি—সেখানে গেলেই তা'রা আমার কথা শুন্‌বে কেন?

আমি—শোনা না শোনা ত' কিছু গায়ের জোরের কথা নয়? শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে বিচার সকলেই গ্রহণ কর্‌বে।

তিনি—তুমি বুঝি আমাকে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে convert (ধর্ম্মান্তরে পরিবর্ত্তিত) করাবে মতলব করেচ? আমি অত ছেলে মানুষ নই। সেখানে তাঁ'র সঙ্গে বিচার কত্তে গিয়ে তাঁ'র personality (ব্যক্তিত্ব) এবং wonderful intelligence (আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা) আমাকে overpower (পরাভূত)

ক'রে ফেল্‌বে—সেখে আমি পারব না। আমি সেখানে যেতে চাই না, এমনি বেশ আছি।

আমি—তাঁর personality এবং intelligence যদি decidedly superior (সুনিশ্চিতভাবে শ্রেষ্ঠ) হয়, তবে ত তাঁর কাছে submit করাই উচিত।

তিনি—ঐ, তোমার মতলব ত আমি আগেই ঠাউরেছি। যদি superior intelligence হলেই সেখানে submit (বশ্যতা স্বীকার) করতে হবে, তার মানে কি? যাও, যাও—আমি সেখানে যাব না। আমি সেখানে গেলে কি অন্তে আমার মান বজায় থাকে?

আমি—আচ্ছা, আপনি সেখানে যাবেন না, কোন শাস্ত্রযুক্তি মানবেন না, আর তাঁদের সম্বন্ধে direct information কিছু না নিয়েই কতকগুলি personal মিথ্যা নিন্দাবাদ প্রচার করবেন। তাহলে কি এর থেকে আমি বুঝব যে তাঁদের কার্য্যকলাপ সবই শাস্ত্রসম্মত ইহা আপনি মনে মনে বেশ জানেন—অথচ আপনার কোন গূঢ় স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে তাঁদের ব্যক্তিগত নিন্দাবাদ প্রচার করাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমিত দেখি তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আচরণটী পর্য্যন্ত শাস্ত্রসম্মত।

শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় তখন ক্রোধে গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে আমাকেই আক্রমণ করিয়া ফেলিলেন এবং আমাকে 'বাচাল', 'ইয়ার' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—

তিনি—তুমি বৈষ্ণবাচার সম্বন্ধে কি জান? আমি বসু রামানন্দের বংশধর (!), তুমি বৈষ্ণবতা শেখাবে আমাকে?

আমি—রামানন্দ বসু ঠাকুরের নাম আপনার মুখে সাজে না। আমিত' আপনাকে তাঁর কোন আচারই গ্রহণ করতে দেখি না। এই এত বয়স অবধি ত সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় বা দীক্ষিত বৈষ্ণবের চিহ্নগুলি পর্য্যন্ত আপনি গ্রহণ করেন নি। রামানন্দ ঠাকুর মহাপ্রভুর নিকট থেকে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সেবা ও নিরন্তর হরিনাম করবার উপদেশ পেয়েছিলেন, তিনি বয়সকুলোদ্ভব ঠাকুর হরিদাসকে গুরু ক'রে গ্রহণ ক'রে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি মহা-অপরাধ জানিয়েছিলেন, আর আপনি সব তার বিপরীত কাজ করছেন। কই দীক্ষাটী পর্য্যন্ত নেন্‌নি। ছেলে বেলায় আপনার গলায় বরং মালা ছিল, মাথায় টিকি ছিল—দেখ্‌তাম। তারপর সভ্যতার ক্ষেত্রে কলিকাতায় এসে টিকি কেটেছেন, মালা ছিঁড়ে ফেলেছেন। আপনার আমার বৈষ্ণবতার বড়াই!

তখন বসু মহাশয় ক্রুদ্ধভাবে মস্তকে ইতস্ততঃ হস্ত সঞ্চালন করিয়া সম্মুখবর্ত্তী দীর্ঘতর কেশরাজির মধ্য হইতে সযত্নলুক্কায়িত ক্ষীণকায় টিকিটি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন।

আমি—ওকি! লুকোনো কেন?

একি "অন্তঃশাক্ত, বহিঃশৈব, সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" বচনের আদর্শ দেখাবার জন্ত,—টিকিটা থাকলে দরকার হ'লে শাক্তদের সঙ্গেও মেশা যাবে, বৈষ্ণবদলকেও ধোঁকা দেওয়া যা'বে, আবার কখনও লুকিয়ে রাখাও যা'বে—এ জন্ত টিকিটা রেখেছেন? আর টিকি না হয় হ'ল, মালা কোথায়? সেটা বুঝি আর অমনি ঢেকে রাখা যায় না!

তিনি—(অত্যন্ত রোষভরে) তুমি মূর্খ, জান না—মালায় কি আসে যায়? স্বয়ং মহাপ্রভুরও মালা ছিল না। ওসব আচারের বৃথা formality (বাহ্যানুষ্ঠান) মাত্র। ও সবের কোনই দরকার নেই। আমার সাত বৎসর বয়স থেকে আমি চৈতন্যচরিতামৃত পড়ি।

আমি—কীটেও ত' চরিতামৃতের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত কেটে একেবারে জীর্ণ করে' ফেলে থাকে, কিন্তু সে কীটের বৈষ্ণবতা জন্মে কতটুকু! প্রাণের অনুরাগ-সহ প্রকৃত সদ্‌গুরু আশ্রয় ও নিষ্কপট সাধুসঙ্গ ব্যতীত বৈষ্ণবতা হয়, ইহা ত' আমি জানি না।

তিনি—তুমি অত্যন্ত জ্যাঠামো আরম্ভ করেছ। তুমি কি জান না, আমার ঠাকুরদা পরম বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন; আমি ছেলে বেলায় সব সময়ে তাঁর কাছে থাকতাম। তারপর আমি (মৃত) প্রিয়নাথ নন্দী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবের সঙ্গ করেছি।

আমি—কি আশ্চর্য্য! মৃত প্রিয়নন্দী মহাশয় ত কোন বৈষ্ণব আচারই গ্রহণ করেন নি; আর শুনেছি, শেষ পর্য্যন্ত মৎস্যভিন্ন আদি না হলে তাঁর আহারে রুচি হত না। বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত বাউলের মত তিনি লম্বা দাড়ি রেখেছিলেন। আচ্ছা ত তাঁকে বিচক্ষণ চিকিৎসক বলেই জানতাম, তিনি যে 'বৈষ্ণব' ছিলেন, আজ আপনার কাছেই শুনছি।

আর আপনার ঠাকুরদা নিজে ভাল মানুষ ছিলেন; কিন্তু

শুনেছি, কতক গুলি নীচকুলোৎপন্ন পৃথীবাসীদের সঙ্গ করেন এবং তাদের 'বৈষ্ণব' মনে করে' তাঁদের দুষ্কার্যের পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন। আপনারই নিজের গৃহের ঠিক পশ্চাদ্ভাগে আপনাদের বৈষ্ণব-সেবার্থ প্রদত্ত সম্পত্তিতে অন্যান্য আপনারা কতকগুলি নীচজাতীয় অসদাচারী বাউলকে থাকতে প্রশ্রয় দিয়ে দেশের ভদ্রসন্তানের মধ্যে একটা কেলেঙ্কারি করে' রেখেছেন। আপনার বিচারে এই শ্রেণীর লোকই 'বৈষ্ণব' আর তাদের আচরণই—'বৈষ্ণবতা'!

তিনি—(অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত হইয়া) অত কথার আলোচনায় তোমার দরকার কি? তারি ত' বৈষ্ণব হ'য়ে পড়েছ হে! বৈষ্ণবাচারের কি জান তুমি? বলত' বৈষ্ণবে মাছ খাবে না কেন? জীবহিংসা হবে বলে ত?

আমি—মৃত মৎস্য ভক্ষণে ত' জীব হিংসার ভয় নেই; আর গাছ পালা শাক সব্জির কি জীবন নেই আপনি বলতে চান? ঐ জাতীয় ছেলে মানুষি বিচার বৈষ্ণবেরা করেন না।

তিনি—আচ্ছা, বলত, ভগবানের definition (সংজ্ঞা) কি?

আমি—To define (de = to do, fine = finis, limit) কথাটার মানেই হচ্ছে to bring within limits (গণ্ডীর মধ্যে আনা)। ভগবান্ কি কোন সীমার মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হবার উপযুক্ত যে তাঁর একটা definition দেব? Do you mean to befool me by a bluff? (আপনি কি আমাকে ধাপ্পা দিয়া বোকা বানাইতে চান?)

তখন বসু মহাশয় ক্রোধে অধীর হইয়া কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া কম্পিত কলেবরে স্বীয় আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক চঞ্চলপদে গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সজোরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

তিনি—এঁা, এত বড় কথা! তুমি যা' মুখে আসছে তাই বলছ দেখছি! বাড়ীর পরে চড়াও হয়ে আমায় অপমান কত্তে এসেছ বুঝি! যাও, আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি—

আমি—(অপ্রতিভ হইয়া) একি! বাপ্‌রে, পুলিশ ডাকলে নাকি?

তিনি—হাঁ পুলিশ দিয়েই তোমার মত অভদ্র লোককে বের করে' দেওয়া উচিত।

আমি—অভদ্রতা কে করছে ভগবান্‌ই দেখ্‌ছেন, আর আপনার বিবেকও বুঝতে পাচ্ছে। আপনি আমার আত্মীয় ও next door neighbour (নিকট প্রতিবেশী) বলেই আজ আপনাকে বলতে এসেছিলাম—নিজের চিরজন্মের হিতের পন্থা ছেড়ে, সামান্য চাকুরীর অনুরোধে, অমার্জ্জনীয়বৈষ্ণব-অপরাধ মহাপাতকের ভাগী হ'য়ে আর নিজের পরকাল ডোবাবেন না।

তিনি—ওঃ আমার ভারি হিতৈষীরে! অত আত্মীয়তা জানাতে হবে না। আমার আত্মীয় যে যতীন ঘোষ ছিল, আজ থেকে জানব, সে মরে গেছে—

আমি—আর আমার আত্মীয় যে সত্যেন বোস ছিল সে আজ নিতান্ত এইরোগে কুসঙ্গের মোহে আচ্ছন্ন ও মৃতপ্রায় হ'য়ে প্রলাপ বক্‌ছে—অসীম দয়াল নিত্যানন্দ কৃপা করুন্ যেন সে আমার মোহাবেশ হ'তে জাগরিত ও পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে he may live again—and live more gloriously than ever before. ভগবান করুন সেদিন শীঘ্রই আসুক।

বসু মহাশয়ের ভাব গতিক দেখিয়া আমার এত ভয় হইল যে, বেগতিক বুঝিয়া, এইকথা বলিতে বলিতে ত্বরিতপদে অন্তর্হিত হইলাম। কোনরূপ টীকা টিপ্পনী না করিয়াই যথাযথ কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম। মহানুভব পাঠকগণ স্বয়ংই বসুমহাশয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবেন।

উক্ত বসু মহাশয় আমার অতি নিকট প্রতিবেশী। আমি তাঁহাকে আজ ২৫।৩০ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বতোভাবে বেশ ভাল করিয়া চিনি। তাঁহার সংক্রান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বহু ঘটনা সাধারণের গোচরীভূত আছে, প্রয়োজন হইলে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

এখন সজ্জন পাঠকবর্গ অনুধাবন করিবেন, কোথায় ঐ সকল লোকোত্তর মহাভাগবত বৈষ্ণব আচার্য্যগণ—আর কোথায় আত্মঘাতী এই সব বিদ্বেষী মৎসর সমালোচকের দল। সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই একটু তুলনামূলে অবগত হইতে পারেন যে,—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভৃতি জগদ্বরেণ্য বৈষ্ণব আচার্য্যগণ অধর্ম্ম-অনাচার-কুঘাটিকাচ্ছন্ন জগতে ধর্ম্ম ও সদাচারের ভাস্বর জ্যোতিঃ আনয়ন করিয়া শতসহস্র নরনারীর কি অশেষ কল্যাণই করিতেছেন—আর এই বসু মহাশয়-

প্রমুখ সমালোচককুল মাথাঘামাতে নিযুক্ত হইয়া উল্টাপথে স্বীয় পরিবার প্রতিপালন ও জীবন-ধারণ করিতে গিয়া নিজাধারা জগতের কতটুকু মঙ্গল অনুষ্ঠান করিতেছেন!

আজ শ্রীগৌড়ীয় মঠ যে ধর্মসংস্কারের সুবিশাল কার্য্যভার হস্তে লইয়াছেন, তাহাতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে আনন্দানুভব করিতেছেন এবং তাঁহাদের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু কতকগুলি নীচ স্বার্থপর লোক, যাহাদের জীবন স্বার্থে ও জগৎ ইন্দ্রিয়-সেবায় ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তাহারাই মাত্র শ্রীমঠের অযথা নিন্দায় ব্যস্ত হইয়াছে। মহানুভব পাঠকবর্গ একটু স্থিরভাবে অনুসন্ধান করিলেই জ্ঞাত হইবেন, যেখানেই যে ব্যক্তিটী গৌড়ীয় মঠের নিন্দায় লিপ্ত, নিশ্চয়ই তাহার কোন জীবস্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, —চাঁই ভেটের অসুবিধা, কিম্বা অল্পমতি লোকের মধ্যে 'বৈষ্ণব সাজিয়া' 'হামবড়া ফলাও' করার অসুবিধা, বা নিজের মতলব অনুযায়ী শাস্ত্রব্যাখ্যা করার অসুবিধা, এবং ইচ্ছামত দর্শনী আদায়ের অসুবিধা, অথবা স্থান-বিশেষে ভক্তির মূল্য কমিয়া যাওয়ার ভাবী লাভের অসুবিধা অথবা ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছ স্ত্রীসঙ্গ ও নানা কুৎসিত ব্যভিচারের অসুবিধা—ইত্যাদি একটা না একটা অসুবিধাই তাহার অনিবার্য্য মূল কারণ। নতুবা গৌড়ীয় মঠ কলঙ্ক-পঙ্কিলতা বিধৌত করিয়া ধর্ম্মের পুণ্য-জ্যোতিঃ পুনর্বানয়নের যে পবিত্র প্রয়াস করিতেছেন, তাহাতে প্রত্যেক নিরপেক্ষ আলোক মাত্রেরই সহানুভূতি আছে এবং থাকাও উচিত।

আজ ঠাকুরসেবার নাম করিয়া যেখানে সেখানে তুচ্ছ ইন্দ্রিয়তর্পণ এবং ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছাচার চলিতেছে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেই সকল স্থানে সেই সব কলঙ্কমুক্ত করিয়া পুনরায় সাত্বিকভাবে ভগবানের সেবা এবং বিমল শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের পূর্ণ গৌরব পুনঃপ্রবর্ত্তন করিবার গুরু কার্য্যভারই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা চিরদিনই এই মূঢ় দুর্জ্জন ও পাষণ্ডকুলের উৎপাদন করিয়া সাধুর মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য জগতে প্রচার করিবেন। স্বার্থাহত দুষ্কৃতিগণই একমাত্র বিরুদ্ধাচরণ করিবে, ইহাত স্বাভাবিক। কিন্তু নিরপেক্ষ সাধুজনমণ্ডলীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সমাক্ সাহায্যে প্রবল স্রোতে তৃণ-সম সে সব বাধা কোথায় ভাসিয়া যাইবে—তাহার কোন চিহ্ন মাত্রই থাকিবে না। উহাতে বরং সে স্রোতোবেগ উত্তরোত্তর শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে এবং সাধু অনুষ্ঠানের পুণ্য জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতরই হইবে। বিরুদ্ধবাদীদিগের শত সহস্র চেষ্টা দ্বারাই ব্যতিরেক ভাবে শুধু শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রশংসাবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইবে।

ত্রিভুবনের অধীশ্বর হিরণ্যকশিপুর মত প্রবল প্রতাপ-শালী রাজার নিষ্ঠুর অত্যাচারেও পঞ্চম বর্ষীয় শিশুমাত্র প্রহ্লাদ একবিন্দুও আহত হন নাই—শ্রীশ্রীনৃসিংহ দেবের কৃপায় সে সব হিরণ্যকশিপু কোন্ যুগে কালের কবলে কবলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদ অদ্যাপি সাধু-ভক্তমাত্রেরই হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রেমের সহস্র উপচারে পূজিত হইতেছেন। কংস শিশুপালাদি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রাজন্যবর্গ শক্রতাচরণে শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা জগতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠেরও—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম॥

নিবেদক—
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ
মৌভোগ পোঃ ও গ্রাম, খুলনা।
৩০শে অক্টোবর ১৯২৭।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আমলাজোড়ায়—গত ২২শে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা তিথিতে সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের রাত্রিতে বিপুল শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব-মুখে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত আমলাজোড়া নামক স্থানে শ্রীপ্রহ্লাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌর-সুন্দরাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমলাজোড়া স্থানটী পরম তীর্থস্বরূপ, কারণ এই স্থান গৌরজনগণের পদাঙ্ক দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে—

যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিহার।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥

(চৈঃ ভাঃ আ ৫।১)

এই আমলাজোড়া গ্রামে বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল-জগন্নাথ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৮৯২

খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনমাসে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমনকালে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর সহিত হরিবাসর দিবসে অহোরাত্র সংকীর্ত্তনে যাপন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ প্রভুর সেই হরিবাসর দিবসে সংকীর্ত্তন মধ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত যে উদ্দণ্ডনৃত্য ও অপ্রাকৃত ভাবাবলীর প্রকট হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই কথা অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা সেই দৃশ্য ভাষায় ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য নাই। এই আমলাজোড়া গ্রামে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্নেহধন্যের আদর্শ পাত্র পরলোকগত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার মহাশয়-দ্বয়ের ভবনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আগমন করিয়া ইষ্টগোষ্ঠী ও সংকীর্ত্তনাদিতে রত থাকিতেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও সপার্ষদে এইস্থানে আগমন করিয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ও অনুগত ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা হরিকথা প্রচার করাইয়াছেন। স্থানীয় ভক্তগণের একান্ত অভিলাষ ও উদ্‌যোগে এই গৌরজন-কৃপাকটাক্ষ-বর্ষিত তীর্থে একটী মনোরম স্থানে শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ এই স্থানে বিরাট সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন স্থানের বহু বৈষ্ণব ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি এই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিন সহস্র বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও নানাদেশ হইতে আগত ব্যক্তিগণকে অকাতরে কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। আমরা নিজস্ব সংবাদদাতার তড়িদ্‌বার্ত্তা হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

ত্রিপুরায়—ত্রিপুরা জিলার বিভিন্ন স্থানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শুদ্ধভক্তির কথা-বক্তৃতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ব্যাখ্যা-মুখে প্রচার করিতেছেন। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই এই সকল কথার সবিশেষ আদর করিতেছেন।

গ্রন্থপ্রচার—ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সঙ্কলিত ভজনোন্মুখ বৈষ্ণবগণের নিত্যসঙ্গী '**শ্রীভজন-রহস্য**' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থটীর ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়। গ্রন্থের কাগজ, ছাপা প্রভৃতি অতি সুন্দর হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুইটী হাফটোন চিত্রও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ভজন-রহস্য গ্রন্থের ভিক্ষা—অষ্ট রৌপ্য।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত সেই **সর্ব্বজনবিদিত গুরুরাজ শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম**—যাহা নিঃশ্রেয়সার্থী হওয়ায় ধর্ম্ম-পিপাসুমাত্রেরই অত্যন্ত অভাব বোধ করিতেছিলেন এবং আমরাও বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত প্রার্থনা পত্র প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ-সনাতনধর্ম্ম-পিপাসুর করকমল সেই গ্রন্থরাজের দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, আজ সেই বৃহৎ গ্রন্থরাজের ৪র্থ সংস্করণ ছাপা শেষ হইল। খুব শীঘ্রই প্রার্থিগণ সেই গ্রন্থরাজ পাইতে পারিবেন। সকলেই জানেন যে, এই পুস্তকখানি পরমার্থ-পথের পথিক মাত্রেরই একমাত্র পথ-প্রদর্শক। গোস্বামিগণের সমস্ত গ্রন্থ সমস্ত জীবন পাঠ করিয়া সেবোন্মুখ ব্যক্তি যে সার উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হন, সেই সকল কথা অতি প্রাঞ্জল-ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকগণেরও বিশেষ পাঠ্য; এই জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার মহাদয় মহাশয় এই পুস্তকখানি সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। পুস্তকপ্রার্থিগণ গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসের অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিবেন।

লক্ষ্ণৌ—নিজস্ব সংবাদদাতার তড়িদ্‌বার্ত্তাবহে প্রকাশ যে, সুপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের বহু আচার্য্যবান প্রচারক লক্ষ্ণৌ নগরের বিভিন্ন সাধারণ স্থান গুলিতে নদীয়ার চাঁদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত প্রেমভক্তির কথা বিরাট সভা-সমিতি-মধ্যে প্রচার করিতেছেন। লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার মিঃ এ, সি, সেন মহাশয়ের আপ্রাণ্ডাতিশয্যে, বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ 'প্রেমধর্ম্ম' সম্বন্ধে ব্যারিষ্টার মহোদয়ের ভবনে বহু কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতান্তে ব্রহ্মচারী স্বামিকারানন্দ সুললিত গৌরবিহিত কীর্ত্তন দ্বারা সভাস্থল মুখরিত করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ স্থানীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের আহ্বানে রামতীর্থ পাবলিকেশন লিগ্ হলে ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। স্থানীয় হরিসভা ও গোলাপ নিকেতনে 'শ্রীগৌরসুন্দর ও ভক্তিধর্ম্ম' সম্বন্ধে কয়টী বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ আরও কতিপয় স্থানে সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যতার কথা প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৮ই পৌষ, ১৩৩৪, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ | ১৯শ সংখ্যা

আজমীরে প্রভুপাদ

প্রথম দিবস

[প্রভুপাদের ডায়েরী ও পত্র হইতে উদ্ধৃত]

পুষ্করতীর্থ আজমীরের সাত মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আমরা পুষ্কর হইতে প্রত্যাগত ইক্কা বৈকালে 'আড়াই দিনকার ঝোঁপড়া' দেখিতে গিয়াছিলাম। পথে মৈনুদ্দিন চিস্তির সমাধির নিকটবর্ত্তী স্থানে কোনও মুসলমান পর্ব্ব উপলক্ষে বহুল জনসঙ্ঘ দর্শন করিয়াছিলাম। সেই বিপুল মানব-শীর্ষ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ঝোঁপড়ার পদতলে পৌঁছিতে হইয়াছিল। সঙ্গের ৩ খানা টাঙ্গা গাড়ী দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল। ঝোঁপড়ায় আরোহণ করিতে হইলে অনেক-গুলি সোপান অতিক্রম করিয়া উচ্চ গিরিপ্রদেশে উঠিতে হয়। সেই স্থানে পূর্ব্বকালে একটী সুবৃহৎ বিদ্যাপীঠ বর্ত্তমান ছিল। আদি চৌহান সার্ব্বভৌম ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে এই মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, সম্রাট বিশালদেব এই মহাবিদ্যাপীঠের অনেক কারুকার্য্য-নির্ম্মিত প্রাসাদসমূহের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা। ইহা সেই কালের একটী চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রাসাদ। মধ্যভাগে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রত্যেক পার্শ্বে ১৭০ হস্ত পরিমিত আবৃত বহু স্তম্ভনির্ম্মিত সুবিস্তৃত হর্ম্মরাজি। ইহার চারিকোণে চারিটী উচ্চ সোপান বর্ত্তমান ছিল। উহা "সংস্কৃত ভাণ্ডার" নামে একটী উচ্চ গিরির পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পূর্ব্বের ৩১ হস্ত পরিমিত বহু স্তম্ভযুক্ত সুবিস্তৃত আবৃত স্থানের কেবলমাত্র কিঞ্চিদধিক সহস্রাধিক হস্ত পরিমিত কারুকার্য্য এখনও বিদ্যমান আছে। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে আফগান প্রদেশের ঘোর নৃপতি সাহবুদ্দিন বিশালদেবের এই পরম রমণীয় বিদ্যামন্দির বিধ্বংসিত করিয়া উহাকে একটী মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছিলেন। ১১৯৯—১২১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুলতান শামসুদ্দিন আল্‌তামস্ ইহার সাতটী ধনুষ্কাকার স্তম্ভশ্রেণী বৃদ্ধি করিয়া দেন। ইহার পার্শ্বদেশে কয়েকটী গম্বুজ বিদ্যমান। মিশরদেশ বা পারস্যদেশ, স্পেন্ অথবা সিরিয়া প্রভৃতি দেশীয় শিল্প এই কারুকার্য্যের নিকট সম্ভ্রমভাবে পরাহত। Colonel Todd (কর্ণেল টড্) বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছেন যে, এইগুলি প্রাচীন হিন্দুশিল্পের অক্লান্ত অনুষ্ঠান। এই স্থানে সংস্কৃত এবং আরবী ভাষায় অনেক শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ বিগ্রহরাজ এই গৃহগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সম-সাময়িক কবি সোম-দেবরচিত-বিরচিত নাটকাদিতেও এই সকল কথার উল্লেখ আছে। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর তারিখে এই স্থানে সম্রাট বিগ্রহরাজের নাটক অভিনীত হইয়াছিল। পরিণত ইমারতগুলি যে আরবীভাষায় লিখিত শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে পঠিত হয়। 'আড়াই দিনের ঝোঁপড়া' এই নামটী অধিক দিন হইতে প্রদত্ত হয় নাই। 'পাঞ্জাগা সাহা' নামক একজন মুসলমান ফকিরের

বার্ষিক সমাধি উৎসব এখানে আড়াই দিন ধরিয়া স্থায়ী হয় বলিয়া এই স্থানকে 'আড়াই দিনের কোঁপড়' বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এখানে এই উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। দিল্লীর কুতবমিনার প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুকীর্তির ধ্বংসাবশেষ এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে অল্প বর্ষাগলীর হস্তে কবলিত। এই স্থান দেখিয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে খাজাসাহেব মাইনুদ্দিন চিস্তির দর্গা দর্শনে গিয়াছিলাম। মুসলমানগণ আজমীঢ়কেই তাঁহাদের তীর্থক্ষেত্র জ্ঞান করেন। সম্রাট আকবরের সময় এখানে একটী মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে এখানে একটী 'জুম্মা মস্‌জিদ', একটী 'বুলন্দ দরজা' এবং 'আকিলখানা' প্রস্তুত হইয়াছে। ভারতীয় মুসলমানগণ খাজা মৈনুদ্দিনকে এ-প্রদেশের সর্ব্বোত্তম সাধু বলিয়া গণনা করেন। আফগানিস্থানের ঘোর প্রদেশে সিস্তানের অন্তর্গত সিজিস্ত্র গ্রামে ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে খাজা সাহেবের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গিয়াসুদ্দিন আহমদ, মাতার নাম—মাহানুর বিবি। খাজার জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁহারা সিস্তান্ হইতে খোরাসন্ যাত্রা করেন। ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে নিশাপুর গ্রামে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার পরলোক-গমনে তিনি পিতৃ-ত্যক্ত ধন ও মযদার কল পাইয়াছিলেন। ইব্রাহিম-কান্দজী নামক এক সাধুর শিক্ষাপ্রভাবে মৈনুদ্দিন পিতৃত্যক্ত বাগান প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া তদ্লব্ধ অর্থ দরিদ্রগণকে দান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ফকির হইয়া বোখারা ও সমরকন্দে গমন করেন। এই বোখারায় গিয়াসুদ্দিন নামক এক ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন করেন। নিশাপুরের নিকটবর্ত্তী হারুণ-গ্রামে ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি খাজা উসমান চিস্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। চিস্তি-সম্প্রদায়ের ফকিরের শিষ্য হওয়ায় মৈনুদ্দিনও 'চিস্তি' নামে অভিহিত হন। তিনি খাজা উসমানের সেবায় বিংশ বর্ষের অধিককাল নিযুক্ত ছিলেন। পরে মক্কা, মদিনা, বাগদাদ, বল্‌খ প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন বাস করিয়া বল্‌খের প্রতিমা-আরাধনার কিম্বদন্তীর নিদর্শন লাভ করেন। বল্‌খের নিকটবর্ত্তী সিস্ নামক স্থানে আবুল কাসেম গিলানী—যিনি "পীরান্ পীর" বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার নিকট কিছুকাল অবস্থান করেন। ইহার পর হিরি খোরাসান, অস্ত্রাবাদ, বিস্তাম, সব জোয়ার, বাঙ্কদেশ হইয়া গজনীতে উপস্থিত হন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে সুলতান্ সাহেবুদ্দিন-ঘোরির সৈন্য-দলের সহিত তিনি ভারতে আগমন করেন। ৫২ বৎসর বয়সে তিনি আজমীঢ়ের অধিবাসী হন এবং ১২০৯ খৃষ্টাব্দে ৯৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার দেহান্ত হয়। মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্ব্বে ৯০ বৎসর বয়সে তিনি সৈয়দ ওয়াজু'দন মহম্মদ মসেদির কন্যার (দ্বিতীয় পক্ষে) পাণিগ্রহণ করেন। এই সাধু মৈনুদ্দিন বহুকাল পুণ্যময় জীবনের সহিত ধ্যান-ধারণায় ব্যস্ত ছিলেন। ফকির উদ্দিন লেখক বলেন, অষ্টমদিবসে দশতোলা পরিমাণ রুটী মাত্র খাইয়া তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার প্রধান সেবক হাসেনুদ্দিন সুফি মারোয়ার প্রদেশের অন্তর্গত নাগরগ্রামে ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহলোকে গতিত হন, অপর শিষ্য কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি দিল্লীতে প্রাণত্যাগ করেন। মৈনুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধি সার্দ্ধশতক বৎসরকাল একপ্রকার অনাবৃত ভাবেই পতিত ছিল। ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন খিলিজি নাগরের খাজা হোসেনের অভিপ্রায় ক্রমে মৈনুদ্দিনের সমাধি পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করেন। সম্রাট আকবর এই স্থানে একটী দর্গা প্রস্তুত করিয়া এই স্থানের মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করেন। সম্রাট আকবর আগ্রা হইতে পদব্রজে মৈনুদ্দিনের সমাধি স্থান পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। সমাধি-সেবার জন্য সেবকগণকে প্রচুর পরিমাণে ভূসম্পত্তি দান করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর এখানে 'সফল খানা' নামে একটী অল্পায়তন মস্‌জিদ এবং সম্রাট সাজাহান মর্ম্মর-নির্ম্মিত ছত্র-যুক্ত জুম্মা-মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। সম্রাট আকবরের এই স্থানের বিশেষ আদর করিতে পারেন নাই। পরন্তু মোগল সম্রাটগণ কয়েকবার এখানে বিপরীত ব্যবহার করিয়াছেন। উহা আকবরের বিষ্ণু বিদ্বেষের ফল বলিয়াই অনুমিত হয়। তারাগড় নামক পর্ব্বতের সানুদেশে এই দর্গা অবস্থিত। হাইদ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী বৃহৎ তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তোরণোপরি আকবর-প্রদত্ত সুলতান দাউদ্ খানের যুদ্ধ-বিজয়-কালের চল্লিশ-মণ ওজনের ভেরী তোরণোপরি বিরাজমান। সম্রাট জাহাঙ্গীর যে প্রাচীন ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহা "নসর খানা" বলিয়া অভিহিত। 'নসর খানার' পরেই সুবৃহৎ সরোবর। এই সৌধসমূহের প্রস্তরাদি অধিকাংশই

প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের অবশেষ মস্জিদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। ইহার সংলগ্ন একটী প্রাচীন জৈন মন্দির আছে। এই স্থানে দুইটী বৃহৎ কটাহ রহিয়াছে। একটী কটাহে ৭০/মন এবং অপর কটাহে ২৮/ মন চাউলের সহিত ঘৃত, লেবু, কিস্-মিস্, বাদাম, চিনি সংযোগে পুষ্টিকর প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। এইগুলি দরিদ্রলোকসমূহকে লুণ্ঠন করিতে দেওয়া হয়। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আওরঙ্গজেব বৃহৎ কটাহটী এবং ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কটাহটী দান করিয়াছিলেন। এই কটাহের পরিপোষণোপযোগী দ্রব্য সম্ভারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সম্রাট্ আকবর ১৮ খানি গ্রাম দান করিয়াছেন। এই স্থানে বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া দেশান্তরের ধর্ম্ম স্থান-লাভ করিয়াছে। এতদ্বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ পরিদর্শক মাত্রেই পাইতে পারেন। মাণিকপীরের নিজামবাহাদুরের কীর্ত্তি। মেলার সময় এখানে অনেকেই আগমন করেন। ঐ সময়ে 'দল-বদল' নামক একটী বৃহৎ নাগিরানা খাটান হয়। মাননীয়া ভারতসম্রাজ্ঞী মেরী মহোদয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণের হস্তপদাদি ধৌতির জন্য রক্ষিত জলাশয়ের উপরে ছত্র প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। মুসলমান ধরণা অতিক্রম করিয়া খাজা সাহেবের পত্নীদ্বয়ের সমাধি-মন্দিরদ্বয় অবস্থিত। তথায় প্রত্যহই চন্দন প্রস্তুত করাইয়া খাজা সাহেবের সমাধিতে প্রদত্ত হয়। চিস্তি সাহেবের সমাধি-স্থানে কেবল হিন্দু এবং মুসলমান-গণের প্রবেশেই অধিকার আছে। খৃষ্টানদিগকে কক্ষের স্থানের নিকটে যাইতে দেওয়া হয় না। সম্রাট্ কন্যা (জোঠা) জাহানারা তাঁহার পিতার শেষ সাত বৎসরকাল পিতার সেবা করিয়াছিলেন। সম্রাট্-দুহিতা জাহানারা বসলমীরের উৎকৃষ্ট প্রস্তরের দ্বারা বেগমী দালান নির্ম্মাণ করান। খাজা সাহেবের সমাধির উচ্চ প্রদেশ প্রত্যহই প্রচুর চন্দনের দ্বারা অভিষিক্ত হয়। সমাধির চতুর্পার্শ্বে রৌপ্য নির্ম্মিত বেষ্টনী আছে। বেষ্টনীর অভ্যন্তরে হিন্দু এবং মুসলমান পুরুষ-দিগের প্রবেশাধিকার আছে। স্ত্রীলোকগণ তথায় যাইতে পারেন না। মখ্মলের চন্দ্রাতপ সমাধির উপরিভাগে সজ্জিত রহিয়াছে। ইহার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে মৈহুদ্দিন চিস্তির কন্যা বেগমের সমাধি এবং সম্রাট্ সাজাহানের আর একটী কন্যা চিম্নি বেগমের সমাধি। তিনি বসন্ত রোগে দেহত্যাগ করেন। বেগমী দালানের পূর্ব্বাংশে গীত-বাদ্যের স্থান। এই স্থানে 'নিজাম' নামক জনৈক ভিস্তির মূর্ত্তি আছে। এই ভিস্তি ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কনৌজের নিকট সম্রাট্ হুমায়ুনকে জলমগ্ন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া সম্রাটের প্রাণরক্ষা করে। হুমায়ুন তৎকালে শের শা কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজয় লাভ করিয়াছিলেন। পিতার প্রাণরক্ষাকারী নিজামের সমাধিকে চিরস্মরণীয় সম্রাট্ আকবর বিচিত্র মণি-মানিক্যে খচিত করিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট্ আওরঙ্গজেব আদেশ দ্বারা সেইগুলি তথা হইতে অপসারিত করেন। তাঁহার তাদৃশ আচরণের কারণ এই যে, চিস্তি সাহেবের সমাধির দর্শনকালে এই নিজামের সমাধিতে তাঁহার বিবর্ত্তবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। খিজ্রী দরজার নিকটে আওরঙ্গজেবের শ্বশুর সেফ মীরের সমাধি; অপর সমাধিটী দানীবাজ খাঁর। ইঁহারা উভয়ে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে আজমীর যুদ্ধে হত হন। এখানে একটী কর্ণাটকী দালান আছে। উহা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। কর্ণাটকী দালানের নিকটে মৈহুদ্দিনের পুত্র আবু সাহেবের গোর-স্থান। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে আড়াইলক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্রাট্ সাজাহান জুম্মামস্জিদ নির্ম্মাণ করেন। এখানে স্বর্ণাক্ষরে কলমা লিখিত আছে। দর্গাহ সেবকগণের সমাধিস্থল ঝুম্মা মস্জিদ ও মাণিকপীরের পশ্চাদ্ভাগে। আমরা এই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া প্রদোষকালেই বাসায় ফিরিলাম। অতীতের স্মৃতি আমাদিগকে জীবদ্দশায় প্রচুর-পরিমাণে হরিদেবার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিতে থাকিল। ভগবদিচ্ছাক্রমে একপ্রকার প্রারব্ধ, তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে উহারই পরিণতি অন্য প্রকার। কালের গতি বিচিত্র; সুতরাং প্রাপঞ্চিক বিচারে ব্যস্ত না থাকিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে আত্মবিদ্গণের চরণাশ্রয়ই পরমপ্রয়োজনীয় বিষয়—এই বিচার আমাদের হৃদয়ে অধিকার করিল। প্রাপঞ্চিক কর্ম্মকাণ্ড ও বহির্দ্দর্শনে ধর্ম্মানুশীলনে নানা ব্যাঘাতপুঞ্জ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিতেছে। ঐ সকল মৃত অধোক্ষজ-সেবাই যে আত্মবিদ্গণের একমাত্র বৃত্তি, তদ্বিষয়ে দৃঢ়তা সাধন করিতে লাগিল।

—•—

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রথম বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে হৃদয়োচ্ছ্বাস-কীর্ত্তন

(১)

গোলোকের ধন আচার্য্য রতন
পূজিব চরণে আজি হে তোমারে ;
বড় সাধ মনে ও রাঙ্গা চরণে
সুভক্তি-প্রসূনে সাজাব সাদরে।

(২)

গোস্বামী ছ'জন, বিনোদ ঠাকুর,
দাস জগন্নাথ, শ্রীগৌরকিশোর
সম্মিলিত শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
(আজ) গুরু-রূপে কৃপা করুন সবারে।

(৩)

বহু ভাগ্যফলে হেন দিন মিলে,
এস সবে মিলে উর্দ্ধে বাহু তুলে,
গাও শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী জয়
ক স্পর্শ করিয়া দিগ্‌দিগন্তরে।

(৪)

প'ড়েছের ত্রাতা প্রভু হে আমার,
(তুমি) জীব উদ্ধারিতে সদাই তৎপর ;
(তাই) গোলোক হইতে আসিলা ধরাতে
প্রেম বিলাইতে কিরি দ্বারে দ্বারে।

(৫)

প্রেম-ধেনু তুমি ভালবাস ব'লে,
ন্যাসী-বেশধারী গৌরজন মিলে
ব্রহ্মচারী সঙ্গে সংকীর্ত্তন রঙ্গে
প্রেমের তরঙ্গে ভাসায় সবারে।

(৬)

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রূপে শচী-সুত
(আজ) হ'য়েছেন এই মঠে প্রকাশিত ;
নগরীর দুঃখ-রজনী প্রভাত,
সুখ-সূর্য্যোদয় হইবে অচিরে।

(৭)

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হৃদে ধরি'
(আজ) হাসিতেছে প্রেমে কটক নগরী ;
তব শুভস্থানে পাঠায়ে এখানে,
হরি-সংকীর্ত্তনে মজাও সবারে।

(৮)

মহানদী কাঠজুড়ি স্রোতস্বতী
কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে পুলকিতা অতি,
(তাই) কলকলনি-ছলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
ধ্বনিত করিছে বিশাল অম্বরে।

(৯)

আজি এই মহানন্দ উৎসবে
বৃক্ষ পশু পক্ষী মাতিয়াছে সবে ;
(তাই) অভিনব ভাবে থাকিয়া নীরবে
(যেন) বর্ষিতেছে প্রেম অশ্রু নেত্র-দ্বারে।

(১০)

প্রথম যাত্রাতে বৃন্দাবন যেতে
আসিলেন গোরা কটকের পথে,
রামানন্দ রায়ের বহির্দ্ভাগেতে
থাকি' ভিক্ষা কৈল স্বপ্নেশ্বর-ঘরে।

(১১)

বকুল-বিটপী সিক্তপূর্ণকায়,
যা'র তলে গোরা করিল বিশ্রাম ;
নগরীর ভাগ্য জীবে জানাইতে
আছেন অদ্যাপি উদ্যান ভিতরে।

(১২)

চিত্রোৎপলা-তীরে শুভ্র বাঁধা ঘাট,
নিয়মিল যাহা প্রতাপ সম্রাট,
যে ঘাটেতে স্নান করি' গৌরহরি
নৌকাতে বসিয়া গেল চতুর্দ্বারে।

(১৩)

রহি' গঙ্গোপরে তাঁবুর ভিতরে
মন্ত্রিবীরা হেরে শ্রীগৌরসুন্দরে ;
তদাদি বৈবর্ণ্য সাত্ত্বিকের চিহ্ন
প্রকাশিত হ'ল সবার শরীরে।

(১৫)

(সেই) মহাতীর্থ শুভ ঘাট গঙ্গাতীরে *
হরের প্রাসাদ পরিখা ভিতরে,
বরুণ মহান্ হের উত্তম
সংকীর্ত্তন-রবে ছাড়ে প্রেম-হুঙ্কার।

(১৬)

(আজ) বৈষ্ণব-পরাণে সুবিচ্ছা নগরী
প্রতিধ্বনি-ছলে বলি' হরি হরি,
বৈষ্ণব-শরীর পুলকিত করি'
বর্ষিতেছে প্রেম সবার অন্তরে।

(১৭)

(যেদিন) গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম হৃদে ধরি'
(তুমি) হেসেছিলে প্রেমে কটক নগরী
(আজ) সেই প্রেম-হাসি তব মুখে হেরি
মনে করি সেই দিন এল ফিরে।

(১৭)

নিতাই চাঁদের নিত্যদাসগণে
বদ্ধজীব মোরা চিনিব কেমনে,
দিয়া কৃষ্ণ-শিক্ষা মাগে শ্রদ্ধা ভিক্ষা
জীবের স্বরূপ জানায় সবারে।

(১৮)

এস সবে মিলে ঊর্দ্ধে বাহু তুলে
হরি হরি ব'লে নাচিব সকলে ;
শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে
মনোরথ পূর্ণ হইবে সত্বরে।

(১৯)

অসৎ-সঙ্গ অনাচার পরিহরি'
প্রেমে বল জয় জয় গৌরহরি,
সবার চরণ শিরোপরে ধরি'
ভিক্ষু ভক্তিরত্ন এই ভিক্ষা করে।

(২০)

(আজ) করি দরশন সাধু শ্রীচরণ
অজ্ঞান তিমির হলো অদর্শন,
হৃদয়-আকাশে প্রেম-সূর্য্য ভাসে
(তাই) মায়াদেবী ত্রাসে পলাইছে দূরে।

(২১)

ত্যাগী-ব্রহ্মচারী-শুদ্ধভক্তগণে
সবে কৃপা করি' এই অভাজনে
পদধূলি দিয়া রক্ষা পাঠাইয়া
দাস ভক্তিরত্নে রাখ কৃপা-ভোরে।

শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায়
ভক্তিরত্ন
কটক

* "কলৌ তিস্রোৎপলা গঙ্গা"

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ
সময়—শ্রীহরিবাসর, ২৪শে আষাঢ়, ১৩৩৪

ওঁ নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

—এই শ্লোকটী ব'লে একদিন শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-বন্দনা ক'রেছিলেন। হে কৃষ্ণ, তোমাকে আমি নমস্কার করি। তোমার নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', রূপ—'গৌর', গুণ—'মহাবদান্যতা', লীলা—'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান'। এরূপ কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। শ্রোতা কে?—শ্রীগৌরসুন্দর। আর বক্তা কে?—শ্রীরূপ-গোস্বামী। তৃতীয় ব্যক্তি—আমার মত একজন দাম্ভিক একথা শুনলে। নিরহঙ্কার প্রকাশ ক'চ্ছেন কে?—রূপ-গোস্বামী প্রভু। শ্রবণ ক'চ্ছেন কে?—শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি কে? তাঁর কথা আমি বলি—তিনি বলেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

কেহ যদি মহাপ্রভুর নিকট এসে বলেন,—"আপনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন" তখন তিনি কাণে হাত দেন; বলেন,—কৃষ্ণকে "কৃষ্ণ", ব'লতে হয়, আমি ক্ষুদ্র জীব, আমাকে তা' ব'লতে নেই। হরিকীর্ত্তন কা'র দ্বারা সম্ভব? যাঁর চা'র প্রকার গুণ দেখতে পাওয়া যায়,—(১) তৃণাদপি-সুনীচতা। তৃণ—গো-পর্দ্দত-মানব সকলের দ্বারাই পদদলিত হয়—সেই

'তৃণ' অপেক্ষাও আমি ছোট। জগতের যত অহঙ্কারী লোক আছেন, তাঁরা যদি নিজদিগকে নিষ্কপটে "তৃণাদপি সুনীচ" জানেন, তবেই হয়—তাঁদের মুখে "কৃষ্ণ নাম" উচ্চারিত হ'তে পারে। কৃষ্ণনাম উচ্চারণকারী মহাভাগবান্—

"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতো হরের্নামানুকীর্তনম্॥"

ভাঃ ২।১।১১

[হে রাজন্, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগিপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন।]

হরিকীর্ত্তনকারীর আর একটী গুণ—(২) পরম সহিষ্ণুতা। আর একটী গুণ (৩) অমানিত্ব—কীর্ত্তনকারী নিরভিমানী—অমানী, তিনি অন্যের কোনও অভিমান করেন না। চতুর্থ গুণ—(৪) মানদত্ব। নিখিল বিনয়াধারের আদর্শ প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দর—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিনয়-শিক্ষা-দাতা শ্রীগৌরসুন্দর শুনছেন শ্রীরূপের মুখে—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।"

—সকল বুদ্ধিমান লোক মানবের প্রয়োজন-তত্ত্বে 'সর্ব্বোত্তমতা' ব'লে নির্ণয় ক'রেছেন যে চতুর্ব্বর্গকে—সেই চতুর্ব্বর্গকেও ধিক্কার ক'র্ত্তে পারে—'কৃষ্ণপ্রেম' বা 'পঞ্চমপুরুষার্থ'। চাঁছি প্রকার পুরুষ-প্রয়োজনকেও ধিক্কার ক'র্ত্তে পারে—পঞ্চমপুরুষার্থ—'কৃষ্ণপ্রেম'। সেই কৃষ্ণপ্রেমের প্রদাতা তুমি। তুমি 'কৃষ্ণ'—'কৃষ্ণ' হ'য়েও কৃষ্ণপ্রেমের প্রদাতা। তুমি 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামধেয়। তুমি গৌরাঙ্গ, তুমি মহাবদান্য। যে গৌরসুন্দর জগৎকে 'অমানী' 'মানদ' হ'বার শুষ্ক-উপদেশ দিচ্ছেন—সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব কি প্রকারে রূপ-গোস্বামীর নিকট নিজ স্তুতি শ্রবণ ক'র্ত্তেন?

আর এক সভায়—

"ওরাই যাবাই বৈষ্ণবে মুক্তি সে পাপিষ্ঠা।
পুরীষের কীট বৈষ্ণবে মুক্তি সে লঘিষ্ঠ।
যোর নাম-শ্রবণে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
যোর নাম-লয় যেই, তাকে পলায় ধর্ম্ম॥"

—এমন একজন নির্দ্দয় অবমাধমজনকে সম্মান করবার ভার নিয়েছেন,—যুগ একজন আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তি—প্রবীণ ব্যক্তি—সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁর ত' সর্ব্বোত্তমতা আছে; কিন্তু এমন পশু কে আছে—যে তাঁর ন্যায় সর্ব্বোত্তম ব্যক্তির নিকট হ'তে ব'সে ব'সে নিজ স্তুতি শুনবে? অত্যন্ত অসৎ—পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিই তা' শুনতে পারে। আমরা সেই রকম একটী অভিযোগ বরণ করবার ভার গ্রহণ করেছি। সকলে সাধারণ আসন গ্রহণ ক'রেছেন, কিন্তু আমাকে একটা উচ্চ আসন দেওয়া হ'য়েছে—সকলকে জানান হচ্ছে—"Zoo gardenএর একটা মস্ত জন্তু দেখ—কেমন ধার্ম্মিক! এমন মূর্খ—এমন অসৎ—এমন একটা প্রকাণ্ড পশু দেখেছ!—পুষ্প-মাল্যিকা-প্রদান ক'রেছেন আবার গলদেশে! কেমন ভক্তি—বড় বড় লম্বা লম্বা শব্দ বিশ্লেষণ—আত্ম-জয়গান শুনছেন—নিজ কাণে শ'লে ব'সে! মনে মনে আনন্দ হ'চ্ছে—মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ কার্য্য ক'চ্ছে!" সেইরূপ পশু—মূর্খ—ধার্ম্মিক কিরূপে সেইরূপ পশুত্ব হ'তে বাঁচ্‌তে পারে?

আমি একজন প্রধান মূর্খ। ধার্ম্মিক ব'লে আমাকে কেহ সদুপদেশ দেন না।

আমাকে যখন কেহ উপদেশ দেয় না, তখন আমিই মহাপ্রভুকে জানালাম। তখন তাঁর্‌লাম আমার ভারটা তাঁর উপরই ছেড়ে দেই—দেখি তিনি আমাকে কি ক'র্ত্তে বলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তখন আমাকে ব'লেন,—

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

যাঁর "তৃণাদপি সুনীচতা"ই একমাত্র শিক্ষা, তিনি আবার ব'লেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ।"

এখানে স্বয়ং মহাপ্রভু 'হুকুম ওয়ালা'—তাঁর' হুকুম—'আমারই মত 'গুরুগিরি' কর।" যাঁদের দেখ তাঁদেরও এ কথা বল। চৈতন্যদেব ব'লছেন,—তা'দিগকে "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ"—একথা বল। লোকের বুদ্ধিহীনতা হ'তে তা'দিগকে পরিত্রাণ দাও। একথা যে যে শুনছে, সে সাত জোড়, ক'রে ব'লছে—আমি যে

একটা পাষণ্ড অধম, আমি "গুরু" হ'ব! আপনি ভগবান্, আপনি জগদ্‌গুরু; আপনি 'গুরু' হ'তে পারেন। তা'র উত্তরে মহাপ্রভু ব'লছেন,—

"তাহাতে না বাদিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি—পাবে মোর-সঙ্গ॥"

এক্ষেত্রে কৃষ্ণ বিস্মৃতির অবসর নাই। যেখানে ১৮০° ডিগ্রি বা ৩৬০° ডিগ্রির কম, সেখানেই কোণের (angle) উৎপত্তি; কিন্তু সমতলভূমিতে বা ৩৬০° ডিগ্রিতে angular vision অর্থাৎ কোণজ দর্শন নাই। ভগবান্ বা ভগবদ্ বস্তুকে যদি ৩৬০° ডিগ্রির সহিত একটা তুলনা ক'রে দেখান যায়, তা' হলে তাঁ'তে কোন প্রকার কোণজ-হেয়তা থাকতে পারে না।

বিষয় জিনিষটা আমাদিগকে কষ্ট দেয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ তরঙ্গায়িত হ'য়ে আমাদিগকে ধাক্কা দেয়। এজন্য 'বিষয়ী' হওয়া উচিত নয়।

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ-
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"
(চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ৮.২৪)

[(শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন,—) ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িদর্শন, স্ত্রী-সন্দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।]

যিনি ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হ'তে চান, তিনি যেন বিষয়ীকে দর্শন না করেন। বাহ্য জগতের আংশিক-জ্ঞান দর্শনে ভগবজ্জ্ঞানদর্শন আচ্ছাদিত। বিষয় বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার যখন এসে উপস্থিত হয়, তখনই ভগবদ্‌বিস্মৃতি হয়, ভগবজ্জনগণকে 'ছোট' মনে হয়। যিনি ভগবানের সেবা করবার জন্য ভক্তিপথে অগ্রসর হ'চ্ছেন, তিনি বিষয়ীকে দর্শন ক'র্‌বেন না—বিষয়ীকে দর্শন ক'র্‌বেন না। 'যোষা—বিষয়, আর যোষাবিশিষ্ট হ'চ্ছে 'বিষয়ী'। যোষিৎ-সঙ্গী বা—যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গীকে দর্শন ক'র্‌বে না। গৌরসুন্দর চিকিৎসকসূত্রে আমাদিগকে ব'লে দিয়েছেন—যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ কোরো না—কোরো না। মহাপ্রভু ব'লে দিয়েছেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার এই দেশ॥"
"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

—"হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবে দয়াবিশিষ্ট হও। হিংসা কর্‌বার জন্য 'গুরুগিরি' কোরো না, নিজে বিষয়ে ডুবে যা'বার জন্য 'গুরুগিরি' কোরো না। কিন্তু যদি তুমি আমার নিকপট ভৃত্য হ'তে পার, আমার শক্তি লাভ ক'রে থাক, তা'হলে তোমার ভয় নাই।"

আমার কোন ভয় নাই। আমার গুরুদেব, তাঁ'র গুরুদেবের নিকট এ'কথা শুনেছেন। তাই তিনি (আমার গুরুদেব) আমার ন্যায় পাষণ্ড ব্যক্তিকেও গ্রহণ ক'রেছেন এবং আমাকে ব'লছেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার এই দেশ।"

যাঁ'রা গৌরসুন্দরের এ'কথা শুনে নাই তা'রাই ব'লছে,—"কিরূপে আত্মস্তুতি শুনছে!" গুরু যখন নিজকে একাদশ স্কন্ধ উপদেশ দিচ্ছেন, তখন কিরূপ 'পাষণ্ডতা'ই (!) না তাঁ'র কর্ত্তে হচ্ছে! "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য কি করবেন? "আচার্য্যকে কখনও অবমাননা করিও না। তোমার সঙ্গে 'আচার্য্য'-সমান—এ'কথা কখনও মনে করিও না।"—কৃষ্ণের এই সকল বাণী—যাতে জীব মঙ্গল লাভ করবে, সেই সকল কথা ব্যাখ্যা কর্‌বার আসন থেকে (আচার্য্যের আসন থেকে) কি তিনি পালাবেন? তাঁ'কে যে অধিকার তাঁ'র গুরুদেব দিয়েছেন—যদি তিনি তা' পালন না করেন, তা'হলে গুর্ব্বজ্ঞা—নামাপরাধফলে তাঁ'র পতন অবশ্যম্ভাবী—যদিও তখন 'আমার দীক্ষে ছোলা' ব্যাপার হ'য়ে যায়। যখন গুরু শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান ক'চ্ছেন, তখন কি তিনি ব'লে দেবেন না,—এই মন্ত্র-দ্বারা 'গুরুপূজা' কোরো? না বলে দেবেন,—গুরুকে জুতাকয়েক—যা কতক দিয়ে দেবে? "গুরুকে কখনও অসূয়া ক'র্ত্তে হবে না, গুরু—সর্ব্বদেবময়"—এই সকল কথা ভাগবত পড়ার সময়ে কি গুরুদেব শিষ্যকে বলে দেবেন না? "যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথাদেবে তথা গুরৌ" শ্রীকৃষ্ণে যেমন পরাভক্তি, গুরুদেবেও যাঁ'র তদ্রূপ নিষ্কপট পরাভক্তি বিদ্যমান, তাঁ'র নিকটই গুহ্য বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়'—একথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লছেন না? "আগে গুরুপূজা" সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা—

কৃষ্ণেরই ন্যায় গুরুকে ভক্তি ক'র্‌বে—এইরূপে গুরুর উপাসনা ক'র্ত্তে হয়—এ সকল কথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে না দিয়ে পালিয়ে যাবেন? 'কোণে (angle) সম্পূর্ণতা – সমতলতা ১৮০° ডিগ্রি বা ৩৬০° ডিগ্রির অভাবরূপ হেয়ত্ব আছে—কিন্তু সমতল ভূমিতে—৩৬০° ডিগ্রিতে সে হেয়ত্ব নাই। মুক্ত অবস্থায় যে, সে অবস্থাটা (হেয়ত্ব) থাকে না, তা' সাধারণ মূর্খ সম্প্রদায় বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

[যিনি সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—মহাপ্রভুভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।]

সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্ব্বে, কোনও অংশে কম মনে ক'র্ব্বে না। সাধু সকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা—যদি তা' না করেন, তবে শিষ্য-স্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

"কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশ-মূর্ত্তি না ব'লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তা'র একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"।

তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।"
"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁ'র পা চুল্‌কুচ্ছেন। ভগবানের হাতও তাঁ'র দেহই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা ক'চ্ছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আমার গুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের সহিত এক দেহ—'সেব্য ভগবান্' আর 'সেবক ভগবান্'—'বিষয় ভগবান্' আর 'আশ্রয় ভগবান্'। মুকুন্দ—সেব্য ভগবান্—বিষয় ভগবান্, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ গুরুদেব—সেবক ভগবান্—আশ্রয় ভগবান্। আমার গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ নাই। তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমাদের গুরুদেব এরূপ ব'লেছেন,—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

[হে মন, বেদ প্রতিপাদিত ধর্ম্মই হউক অথবা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মই হউক, তুমি তাহা কিছুই করিও না। তুমি ইহ-জগতে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দ-নন্দন হইতে অভিন্ন এবং গুরুবরকে 'মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ' জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর]

"গুরৌ গৌঢ়ে গৌরাদধিষু ভুবনে ভূমিরূপিণে
স্বয়ং শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাং মনে
শ্রাদ্ধাত্রাস্তচ্ছুক্তিরিতি বিধাচে দৃতপদঃ॥"

গৌঢ়ে—নবদ্বীপে—বৈকুণ্ঠে—শ্বেতদ্বীপে—বৃন্দাবনে; নবদ্বীপ-বাসী ব্রজবাসী গৌরকৃষ্ণ-সেবকগণকে অমর্য্যাদা কোরো না। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা কোরো না।

যেমন, খেতে ব'সে যদি কপটতা ক'রে ভদ্রতার নামে অল্প খাই, তবে পেট ভ'র্‌বে না। কামারকে যদি ইস্পাত কি তা' জিজ্ঞাসা করি, তা' হলে আমার কার্য্য-সিদ্ধি হবে না।

"নাচ্‌তে ব'সে ঘোম্‌টা টান্‌লে হবে না" আদি গুরুর কার্য্য কচ্ছি কিন্তু যদি আমার 'জয়' দিতে হবে না—এ'কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু লুকিয়ে অন্তরালে যদি 'বেশী ক'রে

আমার 'জয়' যাও', তা' হ'লে সেটা 'কপটতা'-ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের গুরুদেব এরূপ কপটতা শিক্ষা দেননাই—মহাপ্রভু এরূপ কপটতা শিক্ষা দেন নাই। অত্যন্ত সরলতার সহিত ভগবানের সেবা কোর্‌ব—ভগবানের বাক্য আমার গুরুদেব পর্য্যন্ত আছে—আমি সেই বাক্য সরল-ভাবে পালন কোর্‌ব। আমি মূর্খ-সম্প্রদায়—হিংসা-পরায়ণ সম্প্রদায়ের কোনও কথা শুনে গুরুর অবজ্ঞা কোর্‌ব না। যখন শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আজ্ঞা ক'রেছেন—"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ"। আমার গুরুদেবের কাছে এই আজ্ঞা পৌঁছেছে—আমার গুরুদের আবার আমাকে সেই আজ্ঞা ব'লেছেন—আমি সেই আজ্ঞা পালন ক'র্ত্তে কপটতা কোর্‌ব না—মূর্খ-সম্প্রদায়—কপট-সম্প্রদায়—কপটত্যাগী-সম্প্রদায়ের আদর্শ নেবো না—আমি কপটতা শিখ্‌বো না। বিষয়িগণ—মর্কটগণ—কপটত্যাগিগণ—স্বার্থপরগণ বুঝ্‌তে পারে না—ভগবানের ভক্তগণ কিরূপ জগতের সর্ব্ববিষয়ে পদাঘাত ক'রে ভগবানের আজ্ঞায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্তক্ষণ ভগবানের নিষ্কপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হন না।

কপট-সম্প্রদায়—বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায় অন্তরে অপ্রতিষ্ঠা-কামী সম্প্রদায় মনে ক'চ্ছেন, গুরুর আসনে ব'সে শিষ্য-গণের স্তুতি শুন্‌ছে কিরূপে? প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্ণবকে 'শ্রেষ্ঠ' জ্ঞান করেন। যখন হরিদাস ঠাকুর বিনয়-নম্র-ভাব দেখাচ্ছেন, তখন মহাপ্রভু ব'লছেন,—"তুমি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—পৃথিবীর শিরোমণি, এসো একত্র সঙ্গে ভোজন করি। তিনি ঠাকুর হরিদাসের সচ্চিদানন্দ দেহ কোলে বহন ক'চ্ছেন। কপানুগ-সম্প্রদায়ে 'অমানী মানদ'-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রয়েছে, যাঁরা তাতে বৈষম্য দর্শন করে, তাঁরা বিপাদ পেচকসদৃশ—অপরাধী।

কিন্তু আমার মত চঞ্চল, মূর্খ, বাঙ্কিক, ক্ষুদ্র, নির্ব্বুদ্ধ অসজ্জন ঐরূপ কথায় বিষয় নয়। তাতে আমি বলি,—'আমার সদাচার এটা নয়'—মানব জাতির আইন এটা—এই আইনটা গুরু-পারম্পর্য্যক্রমে আমার নিকট এসে উপস্থিত হ'য়েছে। যদি আমি এটী অমান্য করি, তা' হ'লে গুরু-আজ্ঞা-অপালন-জন্য-দোষ আমায় এসে আমাকে গুরু-পাদপদ্ম হ'তে অপসারিত ক'র্‌বে। বৈষ্ণব গুরুর আজ্ঞা পালন ক'র্ত্তে যদি আমাকে 'বাঙ্কিক' হ'তে হয়, 'পঙ্ক' হ'তে হয়—অনন্তকাল নরকে যেতে হয়—আমি অনন্ত-কালের তরে contract ক'রে বৈকুণ্ঠ, নরকে যেতে চাই। আমি গুরু-আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসাপরায়ণ লোকের কথা শুনবো না। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে জগতের বাস্তবিক মঙ্গলের কথা শুনবো না—জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিত্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের স্থলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত ক'র্‌ব—আমি এতদূর দাম্ভিক। আমার গুরুপাদপদ্ম-পরাগের একটু কণা ছড়িয়ে দিলে তোমাদের মত কোটী কোটী লোক উদ্ধার লাভ ক'র্‌বে। এমন কোনও পণ্ডিতা জগতে নাই—এমন কোনও সদ্‌বিচার, চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই—কোন মনুষ্যদেবতায় নাই—যা' নাকি আমার গুরুদেবের পাদপদ্মের ধূলির একটী কণা হ'তেও ভারি হ'তে পারে। গুরুদেব আমায় হিংসা করেন না। আমায় যিনি হিংসা করেন, তাঁর কথা শুনতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নই—তাঁ'কে গুরুরূপে বরণ ক'র্ত্তে প্রস্তুত নই। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীস্বামোদর স্বরূপ ব'লছেন,—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শামাদ্যাত্মবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

[হে দয়াসাগর শ্রীচৈতন্য, আপনার কৃপায় উদয়ে চিত্তখেদ-রূপ ধূলি হৃদয় হইতে অনায়াসে উড়িয়া যায়, সুতরাং হৃদয় নির্ম্মল হয়। তখন হৃদয়ে কৃষ্ণসেবা-জনিত পরমানন্দ প্রকাশ পায়। শাস্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদ-সমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদ করে। আপনার কৃপালাভ করিলেই সহজরূপ হৃদয়টী অনায়াসে উল্লসিত হয়, আবার কৃষ্ণ-রস-প্রিয়া মত্ততাও আপনার কৃপায় বলেই, উদিত হয়, সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তি লাভ করে। আপনার কৃপা নিরন্তর ভক্তিবিনোদন করিয়া থাকে অর্থাৎ জীবকুলকে স্ব-স্বভাবে প্রেরণ করাইয়া থাকে। আপনার কৃপা কুণ্ঠতম-কুণ্ঠারহিত করাইয়া জীবকুলকে অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-রসের চরম সীমায় উপনীত করায়। হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য, আপনার সেই অমন্দোদয়া দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।]

—এসব যখন শ্রীস্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যদেবকে ব'লছেন, তখন তা' চৈতন্যদেব শুনছেন। তবে মূঢ়লোক-

সমূহকে 'বিনয়' শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনও কখনও এরূপ আচরণ প্রদর্শন ক'রেছেন,—"আমাকে ঐরূপ ব'ল্‌তে নেই"—উহা কিন্তু 'কপটতা' শিক্ষা দেওয়ার জন্য নয়। মূঢ়লোকেরও স্বাভাবিক সন্দেহ উপস্থিত, তা'র জবাবে আমার একটা কৈফিয়তের খানিকটার একটা দিক্‌মাত্র আজ ব'ল্‌লাম। একদিনে আপনাদের সময়ের উপর অধিক পরিমাণে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আমার নেই। আমি গুরুদেবের নিকট শিক্ষা পেয়েছি—

"পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।"

আমি পুরীষের কীট বটে, তবে আমার গুরুদেব গুরুর আদেশে—মহাপ্রভুর আদেশে যখন ঐরূপ আচরণ করেন, তখন যেন কেহ তাঁ'র চরণে অপরাধ না করে।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভিক্ষা আমার প্রতি আপনারা দয়া ক'র্‌বেন—কারণ আপনারা উদার। কতলোককে আপনারা ক্ষমা ক'রেছেন, মাদৃশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাম্ভিককেও তদ্রূপ ক্ষমা ক'রে আমাদের মঙ্গল ক'র্‌বেন।

"যাহাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।"

জ্ঞান

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

জ্ঞান কি? এই প্রশ্নের বহুবিধ উত্তর পাওয়া যায়। কেহ বলেন যে, মানবের ইন্দ্রিয়গণ বিষয় স্পর্শ করিয়া যে অনুভূতি লাভ করে, তাহাই জ্ঞান। কেহ বলেন যে, অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধির দ্বারা যে সকল অনুভূতি হয়, তাহাই জ্ঞান। কেহ বলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মানুভূতিই জ্ঞান। বিলাতে কোন কোন পণ্ডিত জ্ঞানকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগকে Knowledge এবং অপর ভাগকে Wisdom বলেন। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত ব্যক্তি জ্ঞান শব্দের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেন না। খণ্ডার্থ লইয়া বাগাড়ম্বরে কালযাপন করেন।

বস্তুতঃ জ্ঞানই জগতে একমাত্র তত্ত্ব। জ্ঞেয়-বস্তু জ্ঞান হইতে পৃথক্ হইলেও জ্ঞানাভাবে জ্ঞেয় বস্তু নিরর্থক হয়। সুতরাং সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বশাস্ত্রেই জ্ঞানের অপরিসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

'জ্ঞান' শব্দ উল্লেখ করিতে গেলেই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতার পৃথক্ পৃথক্ ভাব উদয় হয়। যিনি অনুভব করেন, তিনি পরিজ্ঞাতা। যে বস্তু অনুভূত হয়, তাহা জ্ঞেয়। অনুভব কার্য্যই জ্ঞান। আবার পরিজ্ঞাতা অন্যের দ্বারা অনুভূত হইলে জ্ঞেয়-শ্রেণীভুক্ত হন। অপর জ্ঞান দ্বারা আলোচিত হইলে জ্ঞানও জ্ঞেয় বস্তু হয়। জ্ঞেয় বস্তু যখন অন্য বস্তুকে অনুভব করেন, তখন তিনি পরিজ্ঞাতা। সুতরাং জ্ঞান স্বরূপতঃ এক বস্তু এবং সম্বন্ধতঃ তিন বস্তু। স্বরূপকে সম্মান করত সম্বন্ধকে হেয় জ্ঞান করা অন্যায়। কেন না স্বরূপ মাত্রেরই সম্বন্ধ ভাব নিত্য। একটী অখণ্ড স্বরূপ মাত্র স্বীকার করিয়া সম্বন্ধ সকলকে অস্বীকার করিলে তত্ত্বের চরিতার্থতা হয় না। এই কথাটী সুন্দররূপে বুঝিতে না পারিয়াই মায়াবাদ, বিবর্ত্তবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ রূপ মহা-অনর্থ জীবের হৃদয়ে উদিত হয়। স্বরূপ ও সম্বন্ধ উভয়ই যুগপৎ নিত্য। সুতরাং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা স্বরূপতঃ এক অখণ্ড তত্ত্ব হইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে পৃথক্‌রূপে বর্ত্তমান। এবম্বিধ বিপরীত ব্যাপার কেবল ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি হইতেই সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। জীবের পরিসীম জ্ঞানে তাহা উপলব্ধ হয় না।

পরমেশ্বর পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ। জীব সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান স্বরূপ। পরমেশ্বরের জ্ঞান আমাদের আলোচ্য নয়। জীবের জ্ঞানই আমাদের পক্ষে আলোচ্য। অতএব আমরা জীবজ্ঞানের আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, জীবে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতৃত্ব নিত্য বর্ত্তমান আছে।

জীব-জ্ঞান ত্রিবিধ। জীব যাহা অনুভব করিতে পারেন, তাহাই জীব-জ্ঞান। জীব মুক্ত বদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। মুক্ত জীব পরমেশ্বর-প্রসাদ লাভ করিয়া কতদূর অনুভব-রাজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন, তাহা আমরা বিচার করিতে সক্ষম নই। কেবল বদ্ধ জীবের অনুভব-সম্বন্ধে আমাদের বিচার চলিতে পারে।

বদ্ধ জীবে জীবের স্বরূপ, লিঙ্গরূপ ও স্থূলরূপ, এই প্রকার তিনটী পৃথক্ পৃথক্ সত্তা আছে। স্থূল সত্তায় জীবের জ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত। পঞ্চ ইন্দ্রিয় তত্তদ্-বিষয়-সংস্পর্শের দ্বারা যে জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহাই স্থূল

জ্ঞান। সেই স্থূল জ্ঞান অন্তরেন্দ্রিয় রূপ মনে নীত হইলে মনের সংকল্প বিকল্প, গৌরব লাঘব ইত্যাদি যুক্তিক্রমে কল্পনা ও বিভাবনা দ্বারা যে একপ্রকার নূতন শ্রেণীর জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই লিঙ্গ-সত্তার জ্ঞান। যোগসিদ্ধ পুরুষগণ যে লিঙ্গ-জগতের গূঢ় জ্ঞান লাভ করেন, তাহাও জীবের লিঙ্গ-সত্তার জ্ঞান। স্থূল ও লিঙ্গ স্বরূপগত সমস্ত জ্ঞানই প্রাকৃত। তাহা চিন্ময় নয়। এই কারণেই যোগিগণ চিজ্জগতের কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন না। জ্যোতির্ময় বিশেষ সমস্তই লিঙ্গ জগতের সম্পত্তি Astral-phenomena ও বিভূতি অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সমস্তই লিঙ্গ জগতে আবদ্ধ। তাহাদের সহিত চিজ্জগতের কোন নিকট সম্বন্ধ নাই।

জীবের স্বরূপ-সত্তার যে জ্ঞান আছে, এবং উদয় হয়, তাহাই চিজ্জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান। অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি নামধেয় যোগ দ্বারা সে জ্ঞানের কোন উপকার হয় না। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত জ্ঞানই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ জীবের 'স্বভাবজ' ও 'প্রসাদজ'।

জীব-সত্তার স্বভাব হইতে যে জ্ঞান উদয় হয়, তাহাই জীবের স্বভাবজ জ্ঞান। লিঙ্গসত্তা বা স্থূলসত্তা হইতে সে জ্ঞান হয় না। জীবসত্তা পরম চৈতন্য বস্তুর কণমাত্র। সুতরাং পরমচৈতন্যের যে স্বভাব, তাহারই কিয়দ্মাত্র পরিচয় জীবস্বভাবে দেখা যায়। স্বভাবের অন্য নাম ধর্ম্ম। পরম চৈতন্যের ধর্ম্ম ও জীবের ধর্ম্মে একতা আছে। ভেদ কেবল পরিমাণে। যে ধর্ম্ম পূর্ণরূপে ও অসীমরূপে পরম চৈতন্যে নিত্য বর্ত্তমান, তাহাই পরমাণু পরিমাণে জীবেও নিত্য বর্ত্তমান। ঈশ্বর ও জীব এক জাতীয় বস্তু, সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মও একজাতীয়। লিঙ্গধর্ম্ম বা স্থূলধর্ম্ম ঈশ্বরে নাই, কাযে কাযেই জীবেও নাই। স্থূলশরীর-গত ধর্ম্ম বা লিঙ্গশরীর-গত ধর্ম্ম বদ্ধজীবদিগের ঔপাধিক ধর্ম্মমাত্র,—স্বভাব নয়। চিৎস্বরূপ জীব স্বপ্রকাশ। লিঙ্গগত মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার কর্ত্তৃক প্রকাশ হয় না। স্থূল দেহের ইন্দ্রিয় ও চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নির আলোকে প্রকাশ পায় না। সুতরাং স্থূল ইন্দ্রিয়-প্রাপ্ত জ্ঞান বা লৈঙ্গিক মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-উদিত জ্ঞান কখনই জীবকে বা পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিতে পারে না। জীবের স্বভাবগত জ্ঞানই জীবের স্বরূপ-পরিচয়।

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেমত তত্ত্বে পরিচিত নয়, তত্ত্ব অপসৃত হইলে স্বীয় উত্তাপ ও আলোক দ্বারা পরিচিত হন, সেইরূপ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ সত্তা অপসৃত হইলেই জীবের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থূল ও লিঙ্গ রূপ তত্ত্বের দুই স্তর জীবরূপ অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। যে পর্য্যন্ত সেই দুই স্তর দূরীকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত কি জীবের কোন পরিচয় নাই? হাঁ আছে। তত্ত্বাচ্ছাদিত অগ্নির নিকট বসিলে যেরূপ স্বল্প পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্ত দুই স্তর আচ্ছাদিত জীবও কিয়ৎ পরিমাণে নিজ পরিচয় দিয়া থাকেন। সেই পরিচয় এইরূপ ;—

১। আমি স্থূল ও লিঙ্গ জগৎ হইতে একটী পৃথক্ ব্যক্তি।

২। আমার সম্বন্ধ, আশা, স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা এই স্থূল ও লিঙ্গ জগতের অতীত কোন অবস্থায় আছে।

৩। আমি স্বতন্ত্র সত্তা হইয়াও কোন বৃহৎ স্বতন্ত্র সত্তার পরতন্ত্র।

৪। আমি স্বভাবতঃ সেই বৃহৎ স্বতন্ত্র সত্তাকর্ত্তৃক সর্ব্বদা আকৃষ্ট।

৫। আমি কোন অপরাধে এই অস্বচ্ছন্দ অবস্থায় নীত হইয়া আছি।

৬। সেই অপরাধ ক্ষয় পূর্ব্বক আমার শুদ্ধ অবস্থা লাভ করা আবশ্যক।

৭। একমাত্র বিশুদ্ধ প্রীতিসুখই সেই অবস্থার পরিচয়।

৮। আমি স্বয়ং ক্ষুদ্র, সুতরাং শক্তিহীন। আমার পরম কান্তের অনুগত থাকিয়া তাঁহার সহায়তায় বল লাভ করিব।

৯। আমি দূরে পড়িয়াছি, কিন্তু আমার কান্ত স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে আমা হইতে অনতিদূরে আছেন।

১০। বর্ত্তমান অবস্থা আমার স্থূল ও লিঙ্গাবরণ-সত্তা-জনিত যন্ত্রণা বিশেষ।

স্থূল ও লিঙ্গ সত্তাগত বিতর্করূপ জ্ঞান স্বীয় বল প্রকাশ পূর্ব্বক স্বভাবগত আত্মপ্রত্যয়কে পরের ন্যায় অনাদৃত করিয়া রাখিয়া থাকে। সাধুসঙ্গ এবং অন্য সুকৃতিবলে যখন আত্মজ্ঞান বলবান হয়, তখন স্থূল ও লৈঙ্গিক জ্ঞান দুর্ব্বল হইয়া নিরস্ত হয়। স্বভাবজ জ্ঞান এইরূপ।

প্রসাদজজ্ঞান দুই প্রকার অর্থাৎ ভগবৎপ্রসাদজ জ্ঞান

এবং ভক্তপ্রসাদজ জ্ঞান। ভক্ত ভক্তিসাধন দ্বারা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তিনি কৃপা করিয়া জীবকে অনন্ত জ্ঞান প্রদান করেন। যোগবলে বা ইন্দ্রিয়-চালনবলে অল্পকালে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা প্রসাদজ জ্ঞানের এক কণার সমতা লাভ করে না। সমস্ত অপ্রাকৃত জ্ঞানভাণ্ডার ভগবৎকৃপা বলে ভক্ত লাভ করিয়া থাকেন। যোগিগণ ও প্রাকৃত পণ্ডিতগণ যত পরিশ্রমের দ্বারা প্রকাণ্ড জ্ঞানই লাভ করুন, সে সমস্তই প্রাকৃত। যোগিগণের চরম লাভ্য কৈবল্য। তাহাতে প্রাকৃত জ্ঞানের অন্ত নির্দ্দিষ্ট হইলেও কিছুমাত্র অপ্রাকৃত জ্ঞান নাই। সেই কৈবল্য ভেদ করিয়া চিদ্-বিচিত্রতা দেখিতে পাইলে অপ্রাকৃত জ্ঞানের আস্বাদ পাওয়া যায়। কৈবল্য ভেদ করা জীবের নিজ চেষ্টায় অসম্ভব। ভগবৎ-ভাগবত-কৃপাব্যতীত কৈবল্য অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

ভক্তপ্রসাদজ জ্ঞানও দুর্লভ। যে ভক্ত ভগবৎ-প্রসাদে স্বীয় স্বভাবজ জ্ঞানকে ভগবৎ কৃপায় সমৃদ্ধ করিয়া সমস্ত ভগবৎপ্রসাদজ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বীয় শক্তিসঞ্চার দ্বারা তাঁহার কৃপাপাত্রকে সেই অপ্রাকৃত জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী করিতে পারেন। এতদ্বিধ ভাগবত-সঙ্গ জীবের পক্ষে বিরল, সুতরাং ভক্তপ্রসাদজ জ্ঞান লাভ করা সর্ব্বত্র সুসাধ্য নয়।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞান তিন প্রকার ;—

১। ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত স্থূলজ্ঞান।
২। যোগদ্বারা প্রাপ্ত লিঙ্গজ্ঞান।
৩। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত অপ্রাকৃত জ্ঞান।

ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত স্থূলজ্ঞান এই স্থূল শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়। পদার্থ-তত্ত্ববিদ্ যে সকল জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সে সমস্ত জ্ঞানেরই ঐ একপ্রকার গতি। স্থূলজ্ঞানী যতই অহঙ্কার করুন, মরণের সহিত তাঁহার অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয় দূরীভূত হইবে। এই ক্ষুদ্র অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে অপ্রাকৃত জ্ঞানের অবমাননা করেন, সে কেবল তাঁহার যথার্থ জ্ঞানাভাব-জনিত ঔদ্ধত্য-বিশেষ।

যোগদ্বারা প্রাপ্ত লিঙ্গজ্ঞানের সীমা লিঙ্গজগতের সীমার সহিত এক। কর্ম্মফলে যে পর্য্যন্ত জীব লিঙ্গশরীরের বশবর্ত্তী, সে কাল পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানের বল। লিঙ্গ ভঙ্গ হইলে অর্থাৎ-মুক্তি উপস্থিত হইলে, আর যোগাদির ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান কোথায় থাকে? সুতরাং যোগ-প্রাপ্ত জ্ঞানেরও আনন্ত্যবর্ত্ম নাই। তাহার একটী সীমা আছে।

জীবের স্বরূপসত্তাগত অপ্রাকৃত জ্ঞানই নিত্য অসীম ও অনন্ত। সেই জ্ঞানের জন্য যত্ন করাই জীবের কর্ত্তব্য। অতএব শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন ;

অসৎসঙ্গ হেতোঃ প্রভবতি সংসার এষ ন তাবদ্ যাবদ্ ভক্তেষু লোলঃ।
তদ্ভক্তেষু ক্ষুদ্রত্বং প্রথয়তি কলয়া সর্ব্বত্র ভাবেন সাধো॥

অতএব হে ব্যাস। বিবেকী লোক সেই তত্ত্বজ্ঞানের জন্যই যত্ন করেন, যাহা এই প্রাকৃত জগতে উচ্চ নীচ সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়াও পাওয়া যায় না। প্রাকৃত জগতে যে সুখ আছে, তাহা গভীর বলযুক্ত জ্ঞানদ্বারা চালিত হইয়া দুঃখের ন্যায় বিনা চেষ্টাতেও লাভ করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই সেই স্বানুভূত জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ। অতএব তাহা সর্ব্বজাতিগণের সার শিক্ষা। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত অপ্রাকৃত জ্ঞান পাইবার যদি বাসনা থাকে, তবে ঐ গ্রন্থে যে সমস্ত অপ্রাকৃত বিচিত্রতা বর্ণন আছে, তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার অন্বেষণ করুন।

———

সম্পাদকীয় মন্তব্য

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের প্রেরিত "বৈষ্ণবাচার্য্যের সমালোচক" শীর্ষক প্রবন্ধ আমরা অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সেই প্রবন্ধটী যাহাতে শীঘ্রই প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য উপর্য্যুপরি দুইটী অনুরোধ-পত্রও পাইয়াছি। ইহা ছাড়া আরও তিন চারি জন বিশিষ্ট পণ্ডিত, অধ্যাপক, গোস্বামী প্রভু এবং বৈষ্ণবের কয়েকটী প্রবন্ধ প্রায় ছয়মাস কাল যাবৎ আমাদের হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—এই নীতি অবলম্বনে আমরা ভক্তিবিরোধী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আলোচনা করিয়া সজ্জন-সমাদৃত বৈকুণ্ঠ-সার্ব্বাত্মকের কলেবর পূর্ণ করিতে অভিলাষী নহি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, বিশেষতঃ তাঁহার সত্যের প্রতি সমাদরের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা তাঁহার প্রেরিত "বৈষ্ণবাচার্য্যের সমালোচক" প্রবন্ধটী প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি, আমাদিগের কেহ আর কখনও

পাষণ্ড-প্রকৃতির ব্যক্তিগণের চরিত্র গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইতে না হয়, কারণ শ্রীগৌড়ীয়ে লোকোত্তর আচার্য্য ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবের চরিত্রই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ, মহাশয় তাঁহার আত্মীয় গ্রাম্যবার্ত্তাবহ হিতবাদীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী লেখক যে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা চিনি না বা ঐরূপ ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকর কথাবার্ত্তা লইয়া কালযাপন করিবারও আমাদের সময় নাই। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু বসুজের আত্মীয়সূত্রে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা শাস্ত্রে শুনিয়াছি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী ব্যক্তিকে কেবলমাত্র রক্তমাংসের সম্বন্ধসূত্রে 'আত্মীয়' বলা যাইতে পারে না, 'আত্মার সম্বন্ধীয়' অর্থে—'আত্মীয়', আত্মা—নিত্য কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস-বৈষ্ণবগণের বিরোধে রত, দেহাত্মবাদী বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর মঙ্গল হইতে পারে না। বিশ্বতত্ত্বরূপ দেহাত্মবাদী বিষ্ণু-বিরোধীর মঙ্গল হইতে পারে, অসদাচারীর মঙ্গল হইতে পারে, ব্যভিচারী, লম্পট, পাপিষ্ঠ, নাস্তিক, গোব্রাহ্মণ-পিতৃমাতৃঘাতী সকলের মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর মঙ্গল হইতে পারে না। জগাই মাধাই স্বয়ং-বিষ্ণু-বলরামের শ্রীঅঙ্গে মুটকী নিক্ষেপ করিয়াও সেই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, কেবলমাত্র একটী কারণে—তাঁহাদের বৈষ্ণব-নিন্দারূপ অপরাধের অবকাশ ছিল না। এই যুগে মহাপ্রভুর প্রতিজ্ঞা—

"সবারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥
মন্ত্রপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য-গোসাঞি।
বৈষ্ণব-নিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি॥

অধিক কি মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'সেবকের দ্রোহ মুক্তি সহিতে না পারে।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারে॥'

বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অপরাধিগণ শ্রীচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত বাল্যকাল হইতে পাঠ(?) করিয়াও গর্ব্ব করিয়া বেড়ান বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের অপরাধ-কঠিন হৃদয়ে ঐ সকল সত্য কথা বিশ্বাস-যোগ্য হয় না।

যদি দুই একটী নগণ্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহের বেতন-ভোগী মৎসর লেখকের অথবা অপসার্থাদ্ধ ভূতক সম্প্রদায়ের অনুগত ব্যক্তির দুই একটী কলমের খোঁচাতেই ধরিত্রী উল্টাইয়া যাইত, হিমালয় উৎপাটিত হইত, সমুদ্র শুকাইয়া যাইত, চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি লোপ পাইত, সত্য মিথ্যা হইত, সত্যের সুদৃঢ়ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অচল আসন—যাহা ঈষন্মাত্র বিচলিত করা বিশ্বেশাদিপগণেরও সর্ব্বথা অসম্ভবাতীত—যাহা দেবীধাম, বিরজা, ব্রহ্মলোকেরও পরমোর্দ্ধে অবস্থিত, সেই অচল আসন টলিত, তাহা হইলে আর কথা ছিল না। অনন্তকাল-স্রোতে ভাসমান হইয়া কত শত গ্রাম্যকবৈষ্ণবজীবন বৈষ্ণব-দ্রুহ ব্যক্তি কৃষ্ণ-কীর্ত্তিকবৈষ্ণবজীবন লোকোত্তর বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ করিবার জন্য জগতে আগমন করিবে, আবার কর্ম্ম-স্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে; তাহাদের দুই একটা কথায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। তাঁহারা মহাপ্রভুকে যদি 'ভগবান্' বলেন, কিম্বা না-ই বলেন, বৈষ্ণবকে যদি 'বৈষ্ণব' বলেন কিম্বা না-ই বলেন, তাঁহাদের সুপাত্রিসপত্রের বলে মহাপ্রভু বা বৈষ্ণবাচার্য্যের মহাপ্রভুত্ব বা বৈষ্ণবত্ব বাড়িয়া যাইবে না, মহাপ্রভু বা বৈষ্ণবাচার্য্য ক্ষুণ্ণ হইবেন না, কিম্বা তাঁহাদের নিন্দাবাদেও মহাপ্রভুর বা বৈষ্ণবাচার্য্যের মহাপ্রভুত্ব বা বৈষ্ণবতার লাঘব হইবে না, মহাপ্রভু বা বৈষ্ণব তাঁহাদের ব্যবস্থানুসারে ব্যবস্থিত হইবেন না। নরকভাগ্ বৈষ্ণববিদ্বেষীই নরকগামী হইবেন—অনন্ত কুম্ভী-পাকে পচিবেন—ইহাই শাস্ত্রের বাণী।

শ্রীসত্যেন্দ্র বসু প্রমুখ বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তি যদি তাঁহাদের গ্রাম্যবার্ত্তাবহের প্রতিসংখ্যার প্রথম স্তম্ভের প্রথম পংক্তি হইতে সর্ব্বশেষ-স্তম্ভের সর্ব্বশেষ পংক্তি পর্য্যন্তও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিন্দা-বাদ পরিপূরিত করিয়া তাঁহাদের জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আনন্দ বোধ করেন, তাহা হইলেও ঐরূপ কথা তাঁহাদের গ্রাম্যবার্ত্তাবহের নর-নারীর চিত্ত সমূহের ন্যায় কিংবা অলীক গ্রামোপন্যাসের ন্যায় গ্রাম্য-সংবাদরূপেই সজ্জনগণের দ্বারা গণিত হইবে। যদি ঐরূপ দু'চারিটা নিন্দাবাদেই বৈষ্ণবাচার্য্যের আচার্য্যত্ব খর্ব্ব হইয়া যাইত, মহাপ্রভুর 'মহাপ্রভুত্ব' ঘুচিয়া যাইত, কৃষ্ণের ভগবত্তা নিরাস হইত, তাহা হইলে আধুনিক

গ্রামাদংবাদপত্রের লেখকগণ অপেক্ষা অনন্ত কোটিভাবে, অনন্ত কোটিদিকে শক্তিধর হিরণ্যকশিপু, রাবণ, শিশুপাল, রামচন্দ্রপুরী, রামচন্দ্র খাঁ প্রভৃতির নিন্দাবাদে তাহাদের দ্বারা নিন্দিত মহাপুরুষগণের লঘুতাই জগতে প্রচারিত থাকিত; কিন্তু সত্যের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় না। নিন্দাকারিগণ বাতিরেক-ভাবে তাহাদের নিন্দিতের প্রশস্তির বিজ্ঞাপনই প্রচার করে। সিংহ যেমন শৃগালের রব গ্রহণ করে না, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবও তদ্রূপ নিন্দকের কোন কথায় কর্ণপাত করেন না। তবে তাঁহাদের চরণরেণুগণ তাহা সহ্য করেন না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের মধ্যে প্রেতগ্রাহকগণকে—বৈষ্ণবাচার, মায়াবাদকে—'ভক্তি', বিদ্ধ-বৈষ্ণবকে—'শুদ্ধবৈষ্ণব', স্ত্রী-সঙ্গীকে—'নিষ্কিঞ্চনবৈষ্ণব', —প্রকৃত নিষ্কিঞ্চনতাকে—'অবৈষ্ণবতা', তুলসীমালা-তিলকাদি ধারণ না করাকেই—'মহাপ্রভুর শিক্ষা', বৈষ্ণব-বিদ্বেষকে—'বৈষ্ণবতা' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন; আর তাঁহার সমশীল ব্যক্তিগণ সেই সকল নূতন নূতন সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া তাঁহাকে 'পরম বৈষ্ণব' আখ্যায় ভূষিত করিতে পারেন, আর তিনিও সেইরূপ আত্মবঞ্চিত চাটুকার দলের দ্বারা 'পরম-বৈষ্ণব' সাজিয়া বৈষ্ণবে 'অবৈষ্ণব' জ্ঞান ও অবৈষ্ণবে 'বৈষ্ণব' জ্ঞান করিয়া নিজকে 'বাহাদুর' মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে বাস্তব-সত্যের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সত্যের বিজয়-দুন্দুভি নিত্যকালই সজ্জন-সমাজে বাজিতে থাকিবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বা তাঁহার সমশীল বৈষ্ণবাচার্য্যের দুষ্ট-সমালোচক ব্যক্তিগণ যাঁহাদের নিকট হইতে গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধ সংবাদ আহরণ করেন, তাঁহাদের শীল তাঁহাদের নিজ আচরণ দ্বারাই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। আজ গৌড়ীয়মঠ অসত্য ও অসদাচারের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রচার করিতেছেন বলিয়াই তদ্ভাবে দোষী ব্যক্তিগণ পরোক্ষে বা অপরোক্ষে গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহাদের স্বরূপ নিজেরাই ধরাইয়া দিতেছেন। ইহাতে অতি স্বাভাবিকভাবে আসামী ধরা পড়িয়া যাইতেছে।

যাঁহারা মানুষের মত কোন বিষয় লইয়া বাদ প্রতিবাদ করিতে চান, তাঁহারা গালাগালি দিবার পরিবর্ত্তে মানুষের মতই বিচার দ্বারা বাদ-প্রতিবাদ করিয়া থাকেন; আর যাঁহাদের মনুষ্যোচিত বিচারে যোগ্যতা নাই, তাঁহারাই গালাগালি দিয়া নিজেরাই নিজদিগকে বড় মনে করেন। ইহা প্রতিপক্ষগণের দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতারই পরিচায়ক। যাহারা বৈষ্ণবতার কোন ধার ধারে না, যাহারা কখনও প্রকৃত বৈষ্ণবের সঙ্গ পায় নাই, কেবল কপটকে 'বৈষ্ণব' মনে করিয়া সেইরূপ কপটের নিকট হইতে কাপট্যের সমর্থন শিক্ষা পাইয়াছে মাত্র, যাহাদের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-মহাপ্রসাদে কোন আন্তরিক বিশ্বাস নাই, কেবল লোক-দেখান এবং নিজকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জাহির করিবার জন্যই বৈষ্ণবতার ভাণ, যাহারা কখনও সদ্‌গুরুর পাদপদ্মের নিকট পৌঁছিতে পারে নাই, ব্যবসায়ী, বঞ্চক বা গুরুক্রবকেই 'গুরু' বলিয়া বরিত হইয়াছে ও অপরকে বঞ্চনা করিতেছে, যাহারা নিজের স্বার্থ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও ভগবানের সেবা বা সৎসম্প্রদায়ের সেবা করে নাই বা করিতে প্রস্তুত নহে, যাহারা সৎসম্প্রদায় বা বৈষ্ণবতার কোন খবরই রাখে না, যাহারা তোতা পাখীর মত বা গ্রন্থকীটের মত গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দুই একটা বুলি কিংবা ঐতিহাসিক ঘটনা শিখিয়া রাখিয়াছে মাত্র, সেই সকল 'আমার-ব্যাপারী' কি না আজ "জাহাজের নাড়ী-নক্ষত্র সব জানা হ্যায়" বলিয়া ধৃষ্টতার চরম সীমা দেখাইতে প্রস্তুত!

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহুবিধ লোক-হিতকর উদ্দেশ্যের মধ্যে একটী প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, যেখানে যত প্রাচীন সেবা রহিয়াছে—যাহা সেবকের উদাসীনতা বা সেবকের অযোগ্যতার দরুণ বিশেষরূপে অনাদৃত ও অবহেলিত হইতেছে, সেই সকল সেবা অযোগ্য ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তদ্ভাবে সেবা-প্রবর্ত্তন। কোন বৈষ্ণবাচার্য্যই তাঁহার প্রাণপ্রভুর সেবা অবহেলিত হইতে দেখিতে পারেন না; কোন প্রভু-ভক্ত ভৃত্যই প্রভুকে অনাহারে, অনিদ্রায় রাখিবার প্রশ্রয় দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, নিজ মাতা-পিতাকে—প্রভুকে ব্যভিচারী, লম্পট, দস্যু প্রভৃতি দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে দেখিতে পারেন না। বৈষ্ণবাচার্য্য সর্ব্বদাই স্ত্রীলম্পট, ব্যবসায়ী, অসদাচারী, গাঁজাখোর, অমেধ্যভোজী প্রভৃতির হস্ত হইতে নিজ প্রাণপ্রভুর সেবা উদ্ধার করিয়া সুযোগ্যহস্তে সেই সেবাভার প্রদান করেন। ইহাতে স্ত্রীলম্পট, দেহারামী, গৃহব্রতগণের বিচারে, বৈষ্ণব-

চার্য্যের নিষ্কিঞ্চনতার গর্ব্ব হইতে পারে, কিন্তু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল মধু পণ্ডিত, শ্রীল জীবগোস্বামী, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আচরণ অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে। তাঁহারা কেহই অর্থের লোভে সেবা অঙ্গীকার করেন নাই বা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন নাই কিম্বা শ্রীভগবানের সেবার সুব্যবস্থা করেন নাই। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, তিরুমঙ্গই আলোয়ার, শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বামী, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীবল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বহু বহু আচার্য্য বহু প্রাচীন সেবা শ্রীমন্দির, অসদাচারী সেবকগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের কোন কথা জানেন না, যাঁহারা সুধী সমাজ, তাঁহাদের কাছে বৈষ্ণবাচার্য্যের আচরণ নূতন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বৈষ্ণব-ইতিহাস উল্টাইয়া যাইবে না। শুধু শ্রীধাম বৃন্দাবন কেন, বিভিন্ন স্থানের বহু বহু অনাবৃত, লুপ্ত, প্রাচীন-সেবা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার হস্তে প্রদান করিবার জন্য বহু ব্যক্তি শ্রীসভার সভ্যগণের নিকট প্রতি মাসে বহু অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন। জগন্মঙ্গল-বিধায়ক আচার্য্যবরও বহু স্থানের লুপ্তসেবা উদ্ধার করিয়া একদিকে অসদাচারী সেবকাভিমানিগণকে তাহাদের সেবাপরাধের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত করেন, অপর দিকে স্বীয় প্রাণপ্রভুর সেবার সুব্যবস্থা করিয়া সেবা-প্রাণ সজ্জনবৃন্দের আনন্দ বিধান করেন।

ভুকুরের চীৎকারে রাজহস্তী কখনও বিচলিত হয় না। গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের বা অপস্বার্থান্ধ ব্যবসায়িদলের পক্ষসমর্থনকারী নগণ্য কাগজের লেখক সঙ্ঘের চোর-রাজনীতে গৌড়ীয়মঠ সজোরে সত্যের বিজয়-ডঙ্কা বাজাইতে কখনও বা কোনও দিন পশ্চাৎপদ হইবেন না। যে গৌড়ীয়মঠ স্বর্গাপবর্গকে নরকের ন্যায় সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা কি বিদ্বেষী, শ্রীসঙ্গী, অপস্বার্থান্ধ, বিধর্মী, ব্যবসায়ী, অসদাচারী বা অপরাধীর গ্রাম্যকথায় ভীত হইবেন ?

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।
কামীবাসীনপি ন গণয়ে কিং গয়াং মাগধাদো
মুক্তিঃ স্তুতীভবতি যদি মে কা পরার্থ-প্রসঙ্গঃ।
আসাভাসঃ স্ফুরতি ন মহাবৌরবেঽপি ক ভীতিঃ
শ্রীপুরাদৌ যদি কৃপয়তে দেবদেবঃ স গৌরঃ॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

কাশপুরে—কাশপুরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ বহুলভাবে শ্রীচৈতন্যচরিত-সুধা বিতরণ করিতেছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর কাশপুরে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রচারকবৃন্দের দ্বারা নিজ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা উত্তর-পশ্চিমবাসিগণের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিতেছেন। বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি, অধ্যাপক, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, ব্যারিষ্টার, উকিল, ব্যবসায়ী, তদ্দেশবাসী বহু বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও কৃতার্থ হইতেছেন। শ্রীমান্ হীরালাল খান্না, প্রিন্সিপাল, এস, ডি, কলেজ, মিঃ সি, আর, মিশ্র, ডেপুটী ডিরেক্টার অফ্ ইন্ডাস্ট্রী, রায় বিক্রমজিৎ সিং বাহাদুর এম, এল, এ, মিঃ শীতল প্রসাদজী, ডাঃ এস্ সেন, শ্রীযুক্ত প্রাণচন্দ্র মিত্র, মিডাও প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যচরণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সেই সকল কথা বিস্তৃত ভাবে স্থানান্তরে প্রকাশ করিব, ইচ্ছা থাকিল। শ্রীমান্ রায় বিক্রমজিৎ সিং বাহাদুর এম, এল, এ, চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, মহোদয় শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যতার কথা শ্রবণ করিয়া এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং একটী বিরাট সভায় সভাপতির পদগ্রহণ পূর্ব্বক কাশপুর সহরের যাবতীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ১০ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণকালে গিরিধর দাস আর্য্য প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের উদ্যোগে সনাতনধর্ম্ম-ভবনে একটী বিরাট বিদ্বৎসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপের অধিতীয় বাগ্মীবর প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং শ্রীধাম

মায়াপুরস্থ পরাবিদ্যা-পীঠের অধ্যাপকবর পণ্ডিতকুলকেশরী অদ্বিতীয় বৈদান্তিক বহুশাস্ত্র-কুশল শ্রীমদ্‌মধুসূদন বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী-আচার্য্য শ্বেত-বেদান্ত-বিদ্বান মহাশয় ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত শুদ্ধ সনাতনধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ বালিকা বিদ্যালয়ের সুবৃহৎ হলগৃহে বহু সম্ভ্রান্ত শ্রোতার মধ্যে বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বহু উকিল, ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ভবনে আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকদ্বয় হিন্দি, ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি বিভিন্নভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী আজ সফল হইতেছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীধাম বৃন্দাবনে—শ্রীবৃন্দাবনে বৃন্দাবনচন্দ্রা ভক্ত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরাসপূর্ণিমায় আবির্ভাবোপলক্ষে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্দ্দিষ্ট একটী উৎসবের অনুষ্ঠানার্থ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের পরিচালনায় শ্রীবৃন্দাবনে একটী বৈষ্ণব-সভার আহ্বান করেন। সেই বৈষ্ণবসভায় সভাপতি-পদে বরণ হইয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের মঠ-রক্ষক শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বংশাবতংস শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহাশয়। সেই সভায় শ্রীপাদ গোস্বামী মহাশয় প্রতি বৎসর শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগৌরাগমনোপলক্ষে একটী স্মৃতি উৎসবের অনুষ্ঠানের জন্য বৈষ্ণবমণ্ডলীকে সকাতরে অনুরোধ করেন।

গত ১০ই অগ্রহায়ণ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী পরমভাগবত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দাস মহাশয়ের পরলোকগতা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধদিবসে মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ব্যবস্থানুসারে পরমভাগবত ডাক্তার মহাশয় সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-ভোজনাদি মুখে শ্রাদ্ধ সমাপন করেন। অশৌচোচিত প্রেতশ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমী গৃহস্থ পরিবারমাত্রের মধ্যেই এইরূপ বৈষ্ণব-বিধানে শ্রাদ্ধ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। বৃন্দাবনবাসী ডাক্তার-মহাশয়ের এই বৈষ্ণব-সদাচার বিশেষ প্রশংসার্হ।

কলিকাতায়—গত ১২শে অগ্রহায়ণ সোমবার কলিকাতা বড়বাজারের প্রসিদ্ধ গোবিন্দভবনে মাড়োয়ারী ভক্ত সম্প্রদায়ের উদ্‌যোগে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রদর্শনী ও তদুপলক্ষে গীতা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে গোবিন্দভবনের পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ভক্তগণ গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষভাবে আহূত হইয়াছিলেন। গোবিন্দভবনের প্রধান মন্ত্রী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণকে এই উৎসবে বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রায় বিংশতি সংখ্যক ভক্ত গীতা ভবনের এই উৎসবে যোগদান করিয়া গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও গৌরবিহিত নাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীগীতা সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র নরনারীর নিকট গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক মহাশয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে গীতা-পাঠিবিপ্রের উপাখ্যান এবং তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মহাপদান্যতার কথা প্রচার করিয়াছেন। গোবিন্দভবন হইতে সেইদিন মাড়োয়ারী ভক্ত-সম্প্রদায়ের একটী শোভা যাত্রা বহির্গত হয়। সেই শোভা-যাত্রার সহস্র সহস্র মাড়োয়ারী ভক্ত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কীর্ত্তন সম্প্রদায়কে পুরোগ্রণী করিয়া গৌরবিহিত মহামন্ত্রের অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে কলিকাতা মহানগরীর বহু-কোলাহলময় সরণি সমূহের মধ্য দিয়া গমন করেন। সহস্র সমবেত কণ্ঠে যখন গৌরকৃষ্ণ নামের ধ্বনি মৃদঙ্গ-করতাল-বাদ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া উত্থিত হইয়াছিল, এবং যখন পথের দুই পার্শ্বস্থ অট্টালিকা শ্রেণী হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই নামসংকীর্ত্তন শ্রবণ ও শোভা-যাত্রা দর্শন করিতেছিলেন এবং স্থানে স্থানে সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর উপর পুষ্প, লাজ, বাতাসা প্রভৃতি বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ বিরাট মাড়োয়ারী ভক্ত-সম্প্রদায়কে গৌর-নিত্যানন্দ আনা নামের কীর্ত্তনে নৃত্য করাইয়াছিলেন। প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা যাবৎ সংকীর্ত্তন চলিয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীনামভজনানন্দী বৈষ্ণবরত্ন শ্রীপাদ মধুসূদনবিনোদ বাবাজী মহারাজের আনুগত্যে সেবকগণ এই বিরাট নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২২শে পৌষ, ১৩৩৪, ৭ই জানুয়ারী, ১৯২৭ | ২১শ সংখ্যা

শ্রীমায়াপুরে কয়েক দিবস

ইং ২১।১২।২৭ তারিখে রাত্রে 'বৈরাগ্য' সম্বন্ধে আলোচনা হইল। সাধারণ অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায় যাহাকে 'বৈরাগ্য' বা 'বিলাস' বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-কথিত 'যুক্তবৈরাগ্যে'র ধারণা যে সম্পূর্ণ পৃথক্, তদ্‌বিষয়ে প্রভুপাদ অনেক কথা বলিয়াছিলেন; তাহারই খানিকটা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"পরমহংস বাবাজী মহারাজ (শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী) একবার ভক্তিভবনে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট খবর পাঠিয়েছিলেন যে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপে এসে বাস করুন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তা' শুনে বল্লেন,—আমি সাক্ষাৎ নবদ্বীপেই বাস কচ্ছি, এখানে আমার ধাম-বাস ব্যতীত অন্য অভিলাষ নেই, আমার এস্থানে হরিভজনের কোনই অসুবিধা হচ্ছেনা। আমি আশীর্ব্বাদ করি, গৌরকিশোরের বৈরাগ্যের সিদ্ধি হউক্।

আমি প্রায় ২৬।২৭ বৎসর পূর্ব্বে শয্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে কেবল ভূমিতে শয়ন কর্ত্তাম, বালিশও ত্যাগ করেছিলাম; নিজ হস্তে হবিষ্যান্ন পাক করে সেই প্রসাদ পেতাম, ভুঁয়ে কুকুরের মত—কোনও পাত্রাদির আবশ্যক হ'ত না, আর জল পান কর্ত্তাম অঞ্জলিতে, শীতকালে পশ্চিমে গিয়েছি খালি পায়। ডাক্তার কবিরাজ ভয় দেখাতে লাগল, আমি কিছুতেই কারো কথা শুনছি না। এ'দেখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খুব বকতে লাগ্‌লেন, বল্লেন,—এ সব বৈরাগ্য মূর্খ লোকের জন্য—যা'রা হরিনাম করবে না—হরিসেবা কর্ব্বে না, তা'দের জন্য এ সকল বৈরাগ্যের ব্যবস্থা'। তখন আমি পূর্ণ সংখ্যায় নাম করি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বল্লেন, 'এ সব বৈরাগ্য কর্ত্তে গিয়ে তোমার যে হরি ভজনে বিঘ্ন হ'বে, তা' কি তুমি জান না? কৃষ্ণ-ভজনের অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল-ত্যাগের নামই 'বৈরাগ্য'। মূর্খলোক শুষ্ক বৈরাগ্যকেই খুব বড় মনে করে, তা'রা প্রকৃত হরি-ভজনের প্রতি উদাসীন।'

• • •

পরমহংস বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্যের তুলনা মিলে না। রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যের কথা পুঁথিতে পড়েছিলাম, আর আমাদের গুরুদেবের বৈরাগ্যের আদর্শ চোখে দেখেছি। বাবাজী মহারাজ ভিক্ষা কর্ত্তে যেতেন, সারাদিন উপবাসের পর অপরাহ্নে ভিক্ষালব্ধ চাউল জলে ধুয়ে কাঁচা চা'লই খেয়ে থাকতেন, কোনও দিন বা গঙ্গা-মৃত্তিকা কাদা খেয়ে কাটাতেন, কোনও দিন কারো উচ্ছিষ্ট পাত্র হ'তে কিম্বা কোনও দরিদ্রের বাড়ী হ'তে সকলের খাওয়ার পর অবশিষ্ট রাঁধা ভাত নিয়ে এসে তাই খেতেন। বাবাজী মহারাজকে এরূপ কাঁচা চা'ল, পাঁক এরূপ খেতে দেখে যা'রা বাবাজী মহারাজকে জান্‌তেন, তা'রা

তাঁকে রাঁধা ভাত ভিক্ষা দিতে আসতেন, বাবাজী মহারাজ তা'দিগকে বকতেন, বলতেন আমি কি তোদের রাঁধা ভাত খাবার লোক! ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরমহংস বাবাজী মহারাজকে বলতেন, 'আপনি আর এরকম বৈরাগ্য করবেন না। বৈরাগ্যের ফলে ত' চক্ষু দু'টী নষ্ট করছেন। দেখুন, এখন আপনার অপরের দেওয়া নিতে হয় কি না হয়। বাবাজী মহারাজ বলেন, মহাপ্রভুর যদি ইচ্ছা তা'ই হয়, তবে আর আমি কি করব। মনে করেছিলাম, জীবনে আর কোনও মনুষ্যের সংসর্গ করব না, কাহারো সেবা লইব না।

পরমহংস বাবাজী মহারাজ যখন তাঁর বাল্য-চরিত্র লোকের অভিনয় করেন, তখন তাঁর হাতে হরিনামের তুলসীর মালা, আর কতকগুলি ঠাকুর পূজার জিনিষ আমাকে দিলেন। শ্রীভগবানদাস বাবাজীর প্রদত্ত একটী ন্যাড়া চর্ম্মের টুপি পরমহংস বাবাজী মহারাজকে ব্যবহার করতে দেখেছি। কিছুদিন পরে সেটীও কাহাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীভগবানদাস বাবাজী উড়িষ্যাবাসী ছিলেন, তিনি আগে বলড়া গ্রামে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর বর্ষীয়সী ভগ্নীও থাকতেন। সেখানকার কতকগুলি লোক তাঁর প্রতি খুব অত্যাচার ও নানাপ্রকার মিথ্যাবাদ আরোপ করায় তিনি বলড়া ত্যাগ ক'রে কালনায় এ'সে বাস করছিলেন।

• • •

কুলিয়ায় শ্রীপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজী নামে এক বাবাজী ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর নিকট যাতায়াত করতেন—চৈতন্যদাস বাবাজী তাঁকে খুব আদর ও সম্মান করতেন। চৈতন্যদাস বাবাজী টাঙ্গাইল অঞ্চলে বঙ্গজ-কায়স্থ-কুলে উদ্ভূত হয়েছিলেন, তিনি কর্ত্তাভজা সাহেবসমাজের অন্তর্গত ছিলেন না। তাঁর সমাধি এখন কুলিয়া-নবদ্বীপে মহাপ্রভুর বাড়ীতে আছে। তিনি ভাগবত ছিলেন—শুনেছি, নবদ্বীপের স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তাঁর শিষ্য হ'য়েছিলেন। চৈতন্যদাস বাবাজীর নবদ্বীপে খুব সম্মান হ'য়েছিল, লোকে তাঁ'কে 'সিদ্ধচৈতন্যদাস' বলত।

শ্রীপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজীর প্রতি নবদ্বীপের লোক খুব অন্যায় ব্যবহার করে থাকবে। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ক'রে অনেকেই তাঁর চরণে অপরাধ করে থাকবে, আর সেই সূত্রে বৈষ্ণবমাত্রকেই অনাদর ক'রে স্মার্ত্ত-ধর্ম্মকেই প্রবল করবার চেষ্টা করছে। শ্রীপ্রিয়াবল্লভদাসের আর অন্য কোনও কাজ ছিল না। প্রত্যহ তিনি কুলিয়া হ'তে ৩ ক্রোশ পথ হেঁটে এসে দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে কৃষ্ণনগর কাছারিতে উপস্থিত থাকতেন। অনেকেই তাঁ'কে কৃষ্ণনগর কোর্টে ১০টা হ'তে ৪টা পর্য্যন্ত উপস্থিত দেখতে পেতেন।

তখন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীরামপুরে ছিলেন—আমাদের বয়স তখন খুব কম—১০।১১ বৎসর হ'বে। তখন সংখ্যায় 'ত্রিবিনাম' করি—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত রচনা ক'রে আমাদিগকে পড়াচ্ছিলেন। একদিন মালা-তিলকধারী একব্যক্তি এসে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলেন—'নবদ্বীপের কোনও বাবাজী প্রত্যহ কৃষ্ণনগর কাছারীতে—হয় ফৌজদারী আদালত—না হয় দেওয়ানী আদালতে নবদ্বীপের লোকের বিরুদ্ধে কোনও না কোন অভিযোগ উপস্থিত করেন, বৈষ্ণব হ'য়ে মামলা-মোকদ্দমা করা এ কিরূপ ব্যবহার! বৈষ্ণব 'তৃণাদপি সুনীচ,' 'অমানী', 'মানদ' হবে, আর সেই বাবাজী মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধে কখনও 'মানহানির মোকদ্দমা', কখনও বা বৈষ্ণবের চরিত্র, আচার, ব্যবহার এ সব নিয়ে ঘাটাঘাটি, আর এসব নিয়ে আদালতে নানা অভিযোগ উপস্থিত করছেন। আপনি ত' পরমবৈষ্ণব ও বিচারক, আপনি দেখুন না—এ লোকটা বাবাজী বৈষ্ণব হ'য়ে কি করছে! নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের নিন্দা আর তা'দের বিরুদ্ধে অভিযোগ! এ কি বৈষ্ণবের কাজ! বৈষ্ণব হ'য়েছে খেয়ে যেয়ে কোন কাজ নেই, সাধন-ভজন নেই, কেবল কে সত্য কথা বলছে—কে মিথ্যা বলছে—কা'র চরিত্র খারাপ হ'য়েছে—কে বৈষ্ণবকে অসম্মান করছে—ছোট জাত বলেছে, তা'র কেবল এদিকে নজর। চৈতন্যভাগবতে পড়েছি—"পর-চর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" কিন্তু এ লোকটার পরচর্চ্চা ছাড়া দিন যায় না, আবার চৈতন্যদাস বাবাজীও এরই পক্ষ সমর্থন করেন।'

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রিয়াবল্লভদাস বাবাজীর ঐরূপ আচরণের কথা শুনে খুব আনন্দিত হ'য়ে বলেন—শ্রীপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজী এরূপ ভাল লোক। তিনি ঠিক কাজ করছেন। যদি তিনি এরূপ মহাত্মা হ'য়ে

থাকেন, তা'হলে তাঁ'র চরণ সকলেরই আশ্রয় করা উচিত। তিনি বৈষ্ণবের অসম্মান সহ্য করতে পারেন না—তাঁর মৎস্য সব চেয়ে বেশী। তিনিই সত্যি সত্যি 'তৃণাদপি সুনীচ', 'অমানী', 'মানদ'। শ্রীপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজী এত ভাল কাজ কচ্ছেন শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, তিনি মহাপ্রভুর ধর্ম্মের কলঙ্কারোপ দূর করবার চেষ্টা কচ্ছেন! তিনি যে প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যের কাজ কচ্ছেন, এরূপ মহাত্মার আচরণ যে সকলেরই আদর্শস্থানীয়। লোকে বিষয়-সম্পত্তি, নিজভোগ-বিলাস রক্ষার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হয়, কিন্তু শ্রীপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজী, বৈষ্ণবের সম্মান-সংরক্ষণ আর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বৈষ্ণবাপরাধী, 'বৈষ্ণব' নামের কলঙ্ক যে সকল ব্যক্তি তা'দের দণ্ডপ্রদানের জন্য রাজদ্বারের আশ্রয় গ্রহণ করছেন। তিনি মামলা-মোকদ্দমার ন্যায় বিগর্হিত ব্যাপারগুলোকেও কৃষ্ণসেবা—বৈষ্ণবসেবার অনুকূল কর্ত্তে পেরেছেন। দা বিষয়কেই কৃষ্ণসেবা—কৃষ্ণভক্তের সেবায় নিযুক্ত কর্ত্তে পারে কে? একমাত্র ভজনসমর্থ সুচতুর বৈষ্ণব ছাড়া আর কারো সে সামর্থ্য নাই। যে কিছু বিষয়ই হউক্ না কেন বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হ'লে তা'র আর কুবিষয়ত্ব থাকে না। আগুন ঘরবাড়ী সব পুড়িয়ে দেয় বটে, 'শিব' মানুষের বহুমূল্য জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে থাকে বটে, কিন্তু কিছু বৈজ্ঞানিকগণ সেই আগুন দিয়েই আবার কত ভাল কাজ কচ্ছেন—কিছু চিকিৎসক বিষ দিয়েই আবার বিষ নষ্ট কচ্ছে—মানুষের প্রাণ দিচ্ছে। সকল জিনিষই কৃষ্ণসেবা—বৈষ্ণবসেবার অনুকূল করে নিতে হবে—এ'র নামই ভজন-চতুরতা—যুক্ত বৈরাগ্য—সেবা-বিবেক। যা'দের ভজন নাই 'যুক্ত-বৈরাগ্যে'র কথা তা'দের মাথায় ঢোকে না—তা'রা কণ্ঠবৈরাগ্যকেই বড় মনে করে—কুবিষয় হ'তে তা'দের ছুটী হয় না—তা'দের কপটতা যায় না। শ্রীপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজী বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত কাজ কচ্ছেন।

শ্রীপ্রিয়া-বল্লভদাস বাবাজী প্রায়ই কপটভক্ত-স্মার্ত্তগণের বৈষ্ণববিদ্বেষ, বৈষ্ণবের অসম্মান আর 'বৈষ্ণব'নামধারী বহু অসচ্চরিত্র, স্ত্রী-লম্পট, পাপিষ্ঠ—এদের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ আনতেন। তিনি ডান হাতে হরিনামের মালা, আর বাঁ' হাতে দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে তিন ক্রোশ পথ হেটে রোজ কাছারি কর্ত্তেন। তাঁ'র এই কার্য্য ছিল। পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন ভারত-বর্ষের রাজা ছিলেন, তখন মাৎসর্য্য, বৈষ্ণব-হিংসা, সুজন-পীড়ন, ব্যভিচার-লাম্পট্য-স্মার্ত্তবাদ, চক্রবাদ, প্রাকৃতসহজিয়াবাদের কাল্পনিকরূপ কলির বিরুদ্ধে তপস্যা-শৌচ-দয়া-সত্য-পাদচতুষ্টয়-বিশিষ্ট বৃষরূপী ধর্ম্ম আর বিষ্ণু-বৈষ্ণবপদাঙ্কাঙ্কিতা সাধ্বী পৃথিবীও ধর্ম্মরাজ পরীক্ষিতের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন কলির উপযুক্ত দণ্ডের বিধান করেছিলেন—খড়্গাঘাতে কলির 'শিরশ্ছেদ' নিতে প্রস্তুত হ'য়েছিলেন, তখন রাজবেশধারী—চক্রবাদী প্রাকৃত সহজিয়ার আদর্শ কলি তাঁ'র পায় ধরা শেষ ছেড়ে তাঁ'র নিজ-স্বরূপ দেখাতে বাধ্য হয়েছিল। তাঁ'র আগে কলিকে সকলে চিনতে পারে নাই। অনেক কাকুতি-মিনতি করবার পর পরীক্ষিৎ মহারাজ কৃপা-পরবশ হ'য়ে সেই ভণ্ডকে ছেড়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে যেমন চরিত্রের, তা'কেও তেমন তেমন জায়গাগুলিতেই থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন। ভণ্ডকে ভণ্ডের দলে থাকতে আদেশ দিয়েছিলেন—শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজে তাঁ'র কোনও অধিকার দেওয়া হয় নাই। শ্রীপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজীও সেই বিচারে রাজদ্বারে কলি-তাড়নে নিযুক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবগণ এতে তাঁ'র কোন বৈষ্ণবতার হানি লক্ষ্য করেন না, তবে মূর্খ, স্বার্থপর, নীতিবাদী স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় বা কপট দোষি-সম্প্রদায় স্বার্থের খাতিরে দিবাক্ পেচকের ন্যায় তাঁ'তে বৈষ্ণবতা দেখতে পাবে না। বৈষ্ণবগণের বিচার স্বতন্ত্র—সাধারণের ভালমন্দ-বিচারের ধার ধারে না।

• • •

সার্ব্বভৌম—শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ তদানীন্তন সমস্ত বিরক্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় ছিলেন। তিনি এদিকে সকলের অপেক্ষা বয়োধিক ও ভজনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং উদাসীন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সকলেই তাঁ'র অনুগত ছিলেন। ব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন মহাপ্রভুর আশ্রিত সমস্ত বিরক্ত-সম্প্রদায়ই তাঁ'র আদেশ মাত্র ক'রে চল্‌তেন। যে'বার শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্‌লেন সে'বার শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের আদেশমত বৃন্দাবন-বাসী বহু উত্তম বৈষ্ণব শ্রীমায়াপুরচন্দ্র দর্শন করবার জন্য গৌড়মণ্ডলে এসেছিলেন। সেই সময়েই পরমহংস বাবাজী মহারাজ ব্রজমণ্ডল হ'তে গৌড়মণ্ডলে এসে বাস

করলেন। পরমহংস বাবাজী মহারাজ সে'বার যে নবদ্বীপ-ধামে এসে বললেন আর তিনি তাঁর প্রকটকাল পর্য্যন্ত ধাম ছেড়ে কোথাও যান নাই। তাঁর ধাম-বাস-নিষ্ঠা অতুলনীয় ছিল। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কলকাতা 'ভক্তি-ভবনে' যেতেন। তাঁকে তাঁরই সেবক শ্রীবিহারীদাস ব্রজবাসী ডেকে ক'রে নিয়ে আসতেন। আমরা শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে অনেকবার কুলিয়াতে তাঁর ভজন-কুটীরে গিয়ে দর্শন করেছি। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের কাছে কারো কোন অন্যায় ক'রে পার পাবার যো ছিল না। তিনি সকলকে উপযুক্ত দণ্ড দিতেন। তাঁর শিষ্যাভিমানী তিনজন বাইরে বাবাজীর চেহারাওয়ালা গোপনে অসৎকার্য্য করেছিল। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নিকট আরও দুই জন—বাইরে দেখতে বাবাজীর চেহারা—ভজন-কুটীরেই থাকত। তা'রা কেবল অভিযোগ করত যে বাবাজী মহারাজ তা'দিগকে হরি-ভজন কর্ত্তে দেন না—সারাদিন লাউ-কুমড়ার গাছে জল দেওয়া, জমির চারি দিকে বেড়া দেওয়া—এটা করা—সেটা করা কেবল এ'সকল নিয়েই ব্যতিব্যস্ত করেন। কোথায় তা'রা সংসার ছেড়ে হরিভজন কর্ত্তে এসেছে, এখানে এসেও সেই সংসারে থাকা কালেই কাজ! যদি বাবাজী মশা'য়ের কাছেও পূর্ব্বের মতই গৃহধর্ম্মের কাজই কর্ত্তে হয়, তা'হলে গৃহে ফিরে গিয়ে ভোগ-সংসার করাই ভাল। এখানে আর বেগার খেটে লাভ কি? একদিন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপে "ভজন-কুটীতে" শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের দর্শন কর্ত্তে এসেছেন। বাবাজী মহারাজ ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরকে দেখে খুব আনন্দিত হ'য়ে বলেন—"আপনি আজ এসে পড়েছেন, বেশ ভাল হয়েছে। আপনি ত' হাকিম, এ' অপরাধিগুলোর বিচার ক'রে উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করুন। এই দেখুন এ'তিন পাষণ্ড বৈরাগ্যের বেশ নিয়ে বেষের কলঙ্ক কচ্ছে। এ'দের কি দণ্ড হ'তে পারে, বলুন। আর এ' দুজন ত' সর্ব্বদাই যে কেহ এখানে আসেন, তাঁদের কাছে আমার নামে নালিশ ক'রে থাকে—'আমি তা'দের হরিনাম কর্ত্তে দেই না' তা'রা বলে, 'হরিনাম করবার জন্যই বাবাজী ম'শায়ের কাছে এসেছি, আমরা ত' আর লাউ-কুমড়ার গাছে জল দিতে বা গাছের বেড়া বাঁধতে এখানে আসি নাই। বাবাজী ম'শায় বলছেন,—'আলো রেখে জল ঢাল্লেই তোদের মঙ্গল হবে।' আপনি এ'দের নালিশের বিচার করুন।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর আগের তিন জনের মধ্যে একজনকে বল্লেন,—'তুমি চা'র ধাম ঘুরে এসো, তা'হলে তোমার বিলাস-প্রবৃত্তি দূর হবে' আর একজনকে বল্লেন—'তুমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অনুক্ষণ কেঁদে কেঁদে তোমার দুষ্কৃতির কথা নিবেদন কর—ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ডলীলা-স্মরণ কর্ত্তে কর্ত্তে অনুশোচনা কর আর ঠাকুর (ব্রহ্ম-) হরিদাসের কৃপা যাচ্ঞা ক'রে নিরন্তর নামাশ্রয়ে দিনযাপন কর। তৃতীয় ব্যক্তি কোনও দণ্ডগ্রহণ করিতে ইচ্ছা না ক'রে কুলিয়ার গঙ্গাতীরে একটী স্থানে নিজেই 'বৈষ্ণব' সেজে আখড়া বাঁধলে আর গোপনে পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে রত হ'য়ে পড়ল। ঐ পাষণ্ড পরস্ত্রীর জন্য নারকেল তেলের পয়সা যোগাড় ক'রে বেড়াত আর শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নিন্দা কর্ত্ত। ঐ ঘটনার পর একদিন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের কাছে ভজন কুটীতে যাচ্ছেন, ঐ পাষণ্ড ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে মাঝপথে দেখতে পেয়ে বল্লে,—'আপনি শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীর কাছে আর যাবেন না, তা'র কিছুমাত্র হরিভক্তি নাই, তিনি হরিভজনের কোনও কথা জানেন না, আপনি আমার কাছে আসুন, আমরা কত লীলাকথা আস্বাদন করব।' ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐ গুরুদ্রোহী, অপরাধী, ফাজিল প্রকৃতির পাষণ্ডকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের কাছে এসে এ সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বল্লেন। বাবাজী মহারাজ খুব গম্ভীরস্বরে বল্লেন,—'ঐ পাষণ্ডের মুখ দর্শন কল্লে সচেল গঙ্গাস্নান কর্ত্তে হয়। ওটা আমার শিষ্য নয়—ওটা পাষণ্ড, অপরাধী, মর্কটবৈরাগী, ওটা নরকে চলে গিয়েছে, ওর নিস্তার নেই,' "পূর্ব্বে যে কপট হরিনামকারীর আর দুইজনের কথা বলা হয়েছে বাবাজী মহারাজের আদেশে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তা'দেরও ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তা'দিগকে ডেকে বল্লেন,—'তোমাদের যদি মঙ্গল চাও, তা'হলে তোমাদের ঐ কর্ম্মপ্রবৃত্তিবশে আলস্যবিগ্রহ মাগা রেখে লাউ, কুমড়া-গাছেই জল দিতে হবে—বেড়া বাঁধতে হবে—হরিসেবার কাজ কর্ত্তে হবে। ওসব লাউ, কুমড়া-

গাছে জল দেওয়া ছাড়া তোমাদের মঙ্গলের অন্য রাস্তা নেই। এই রাস্তা ছেড়ে তোমাদের মুখে নাম বেরোবে না—কস্মিন্‌কালেও তোমরা মঙ্গলের পথ পাবে না। হরি-সেবার জন্য লাউ-কুমড়া-গাছে জল দেওয়া—বেড়া বাঁধা—যাদের মাজার সঙ্গে তোমের সংসার বা গৃহের ঐ সকল কার্য্য কখনও সমান নহে। বাইরের দিকে দেখ্‌তে উভয়ই সমান হ'তে পারে—কিন্তু একটীতে মানুষকে নরকের দিকে নিয়ে যায় আর একটী জীবকে বৈকুণ্ঠের যাত্রী করিয়ে দেয়। গোলোক বৈকুণ্ঠে গিয়েও জীবের কৃষ্ণের বাগানের গাছেই জল দিতে হ'বে। আলস্য করার নাম হরিজন নয়। হরি ও হরিজন-সেবা করার নাম 'হরিজন'। হরিনাম কর্‌বার নাম ক'রে যা'রা আলস্য-পরায়ণ হ'য়ে পড়ে, তা'রা হয় ভোগী, না হয় নির্ব্বিশেষবাদী—তা'রা কখনও হরিজনকারী বা সেবক নয়। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মুখে এ সকল উপদেশ শুনেও তাঁ'রা বল্লেন,—'যদি আমরা বেড়া প্রস্তুত করি, লাউ-কুমড়া-গাছে জল দেই আর এ সব কার্য্য নিয়ে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকি, তা'হলে আমাদের 'হরিনাম' করবার সময় কোথায় থাকল?' ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বল্লেন,—'তোমাদের কর্ম্ম-বিচারে মালা টানার দরকার নেই, তোমরা হাতে কর্ম্ম ক'রে সেবা কর্‌বে আর মুখে সর্ব্বদা নাম কর্‌বে—তা' হ'লে সত্যি সত্যি কোন কালে তোমাদের মুখে 'নাম' বেরোবে। কৃষ্ণসেবার লাউ-কুমড়া-গাছের সেবা কর্‌তে কর্‌তে কোনকালে সত্যি সত্যি তোমাদের 'নামে রুচি' হ'তে পার্‌বে—এখন তোমাদের প্রকৃতপক্ষে আলস্যে রুচি—ভোগে রুচি; নামগ্রহণে আগ্রহের বাহ্য অভিনয়টা কেবল আলস্যের আশ্রয় দেওয়ার জন্য। তোমাদের যা' প্রকৃত যোগ্যতা ও অধিকার, সেই অনুযায়ী সেবা না কর্‌লে তোমাদের কোনওকালে হরিজন হবে না—মঙ্গলের পথটী একেবারে বন্ধ হ'য়ে যাবে। অতএব তোমরা আজ থেকে হাতে সর্ব্বদাই সেবা কর্‌বে আর মুখে হরিনাম কর্‌বে। বাবাজী মহারাজের আদেশ ছেড়ে নিজের ইচ্ছামত চল্লেই তোমাদের অসুবিধা অনিবার্য্য। আজ থেকে সাবধান হও।"

বৈষ্ণব

প্রণতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
কান্দিয়া কান্দিয়া কৃপা মাগিব চরণে॥
পতিত অধম মুই কিছু গুণ নাই।
নিজ গুণে কর দয়া বৈষ্ণব গোসাঞি॥
অহৈতুকী কৃপা আর কেহ নাহি করে।
তোমা সম দাতা নাহি জগত সংসারে॥
তব গুণ বর্ণিবারে অনন্ত দেবগণ।
নাহি পারে মুই কি বর্ণিব শিশু জন॥
বৈষ্ণবের দেহ সদা চিদানন্দময়।
যেই নিন্দা হিংসা করে অশেষ দুঃখ হয়॥
বৈষ্ণবের দেহ দেহী কভু ভেদ নাই।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ ভজে সর্ব্বথাই॥
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বেহে নাহি জানে।
অসুর মূর্খ দুষ্টাত্মিক জানিবে কেমনে॥
শচীমাতার অঙ্গিনায় শ্রীকৈত-সনে।
চাপাল-গোপাল, দেবানন্দ, শ্রীবাসের সনে॥
এ সব ঘটনা মহাপ্রভুর অবতারে।
বৈষ্ণব-অপরাধে প্রেম না দেন কাহারে॥
যে বৈষ্ণবের কাছে হয় যার অপরাধ।
কৃপা করি' সেই যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তার অপরাধ খণ্ডন-উপায়।
অন্যথা হইলে তার বিনাশ নিশ্চয়॥
ধূলপায়ি সম যদি কেহ শক্তি ধরে।
বৈষ্ণব-নিন্দায় তারে অবশ্য সংহারে॥
সূর্য্য হইতে হেয়োময় বৈষ্ণব ঠাকুর।
তাঁর পদ-ছায়া-তলে আনন্দ প্রচুর॥
বৈষ্ণব-গুণের আমি কি দিব উপমা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নাহি পায় সীমা॥
শ্রীঅনন্তদেব সদা অনন্ত বদনে।
বৈষ্ণবের গুণ গান করেন ব্যাখ্যানে॥
বৈষ্ণব-অপরাধ ছাড়ি' সেব ভগবান্।
মায়াবদ্ধ হইতে তবে পাবে পরিত্রাণ॥
কৃষ্ণে ভক্তি, নাহি করে বৈষ্ণব-সেবন।
সর্ব্বগুণ থাকিলেও অসুরে গণন॥

হইবে করুণাসিন্ধু বৈষ্ণব-গোসাঞি।
তাঁর কৃপা হইলে পাই চৈতন্য নিতাই॥
বৈষ্ণবের কৃপা-দৃষ্টি যারে নাহি হয়।
অনন্তকাল আরাধিলে কৃষ্ণ নাহি পায়॥
বৈষ্ণব-সেবা কৃষ্ণ-সেবা দুইত সমান।
কৃষ্ণ-সেবা হইতে বৈষ্ণব সেবা সে প্রধান॥
বৈষ্ণব-সেবা কৈলে কৃষ্ণ অবশ্য মিলিবে।
ইথে অবিশ্বাস হইলে নরকে মজিবে॥
ইহাতে বৈষ্ণব-পদে যত অপরাধ।
সব ক্ষমি' প্রভু মোরে করহ প্রসাদ॥
বৈষ্ণব-প্রসাদ বিনা কেবা কোন্ যুগে।
পাইয়াছে কৃষ্ণ-প্রেমা জ্ঞান-কর্ম্ম যোগে॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ জীবের বন্ধন-কারণ।
অশেষ দুঃখ পায়, করে নানা যোনি ভ্রমণ॥

বৈষ্ণব-কৃপাভিখারী—**জনৈক অন্যতম**

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

স্মার্ত্তবাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর]

পারমার্থিক ও আর্থিক অর্থাৎ বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত—উভয়েই (১) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করেন বটে, কিন্তু একজন বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমী, আর একজন—অবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমী। একজন বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বিষ্ণুর তোষণ করেন, আবশ্যক হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কেবলমাত্র ফলতঃ নহে, স্বরূপতঃ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর তোষণে সচেষ্ট হন—বিষ্ণু-তোষণার্থ যাবতীয় প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে প্রস্তুত হন অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারকে হৃদয়ের প্রভু না করিয়া বিষ্ণু-প্রীতিকেই হৃদয়ের সাম্রাজ্ঞীরূপে বরণ করেন। আর একজন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের ছলে নিজ ধর্ম্মার্থ-কাম বা আত্মপ্রীতিরূপ মোক্ষের সন্ধান করিয়া থাকেন। পারমার্থিক পুরুষ শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে করিতে বর্ণাশ্রমাতীত অবস্থায়—অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া পড়েন, আর আর্থিক ব্যক্তি বা স্মার্ত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে করিতে প্রাকৃত অস্মিতায় অভিনিবিষ্ট হন; ত্রিধাতুক কুণপে আত্মবুদ্ধির মাত্রা আরও অধিকতর প্রসারিত করিতে শিক্ষা করেন। পারমার্থিক ও আর্থিক উভয়েই অগ্রসর হইতেছেন বটে, কিন্তু একজন পশ্চিমদিক্ পশ্চাতে রাখিয়া পূর্ব্বদিকে, আর একজন পূর্ব্বদিক্‌কে অধিক হইতে অধিকতর দূরে রাখিয়া পশ্চিমদিকে চলিতেছেন অর্থাৎ একজনের গতি প্রত্যঙ্‌মুখী আর একজনের গতি পরাঙ্‌মুখী। পারমার্থিক পুরুষ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া কৃষ্ণ সেবার্থ বৈকুণ্ঠের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন; আর আর্থিক পুরুষ বর্ণাশ্রমের সমস্ত অনুষ্ঠান পূর্ণমাত্রায় পালন করিয়াও একমাত্র বিষ্ণু-প্রীতি অনুসন্ধানের অভাবে রৌরবের দিকে ধাবিত হইতেছেন। বৈষ্ণবর্ণাশ্রমীর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন 'চামড়ার খোলসে' আত্মবুদ্ধির প্রসার নহে; কিন্তু আর্থিক মনে করেন, যিনি যত বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে পারিবেন—বৈষ্ণবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের পাত্র জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে 'ছোট', 'নীচ' প্রভৃতি সাজাইতে পারিবেন এবং নিজে অপরের মাথায় পা দিতে পারিবেন বা নানাপ্রকার সেবাপরাধ ও নামাপরাধ অর্জ্জন করিতে পারিবেন, তিনিই ততদূর 'বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ'।

বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত বাহ্যদৃষ্টিতে উভয়েই (২) বিষ্ণুপূজা করেন বটে, কিন্তু পারমার্থিকের বিষ্ণুপূজা ও আর্থিক, নৈতিক বা স্মার্ত্তের বিষ্ণুপূজার অভিনয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বৈষ্ণবের বিচারে 'বিষ্ণু'—'স্বরাট্ পুরুষ', বৈষ্ণব—'বিষ্ণুর নিত্যদাস', বিষ্ণুর নিত্যসেবাই তাঁহার নিত্যধর্ম্ম। স্মার্ত্তগণ "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"—প্রভৃতি বেদমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করেন বটে, কিন্তু অন্তরে 'পরমপদ' 'পশ্যন্তি' 'সূরয়ঃ' প্রভৃতি মন্ত্রোক্ত শব্দের বিপরীত-রুচি কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিষ্ণুকে 'পরম স্বতন্ত্র পুরুষ' জ্ঞান করেন না; পরন্তু তাঁহাদের কর্ম্মাঙ্গের অধীন ফলদাতা দেবতা-বিশেষ জানেন, বিষ্ণুর নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বীকার করেন না, বিষ্ণুর অবতারাবলীকে, বিষ্ণু-বিগ্রহসমূহকে জন্ম-মৃত্যুর অধীন জ্ঞান করেন, বৈষ্ণবকে জন্মমৃত্যুর অধীন জ্ঞান করেন, বিষ্ণুভক্তিকে তাৎকালিক বা অন্যান্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অন্যতম মনে করেন, বিষ্ণুভক্তিই একমাত্র উপেয় ও 'সাধ্য'—ইহা কার্য্যতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং স্মার্ত্তের বিষ্ণুপূজা অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবা নহে, উহা

একপ্রকার পুতুল-পূজা বা পৌত্তলিকতা। কেবলমাত্র ঈশ্বর-সম্ভ্রমচাতুর্য্যবশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ 'বিষ্ণুপূজা' বা 'যজ্ঞেশ-পূজা' নামে স্মার্ত্তগণের মধ্যে প্রচলিত থাকিয়া অতাত্ত্বিক সাধারণের নিকট উহাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আচরিত বিষ্ণুপূজার ন্যায় প্রতীতি করায়, পরন্তু উহা 'বিষ্ণুপূজা' নহে—বিষ্ণু-পূজার বিপরীত মার্গ। সমস্ত কর্ম্মের শেষে স্মার্ত্ত-গণের বিষ্ণু বা কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের প্রীতি কৃষ্ণার্পণমস্তু' বা প্রাকৃত ভাষায় 'উড়োপই গোবিন্দায় নমঃ' ন্যায়াবলম্বন একটী আত্মবঞ্চনা ও ভগবান্‌কে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা-বিশেষ মাত্র। শুদ্ধবৈষ্ণবের ঐকান্তিকী বিষ্ণু-প্রীতির অনুসন্ধানে এরূপ পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই, তাই ভগবান্ প্রহ্লাদ, অম্বরীষ প্রভৃতি শুদ্ধ বৈষ্ণবের পূজা গ্রহণ করেন, কিন্তু নবযোক্ত কর্ম্মাসঃ বা দশমস্কন্ধোক্ত যাজ্ঞিক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-গণের পূজা গ্রহণ করেন না; অতএব বৈষ্ণবের বিষ্ণুপূজা ও স্মার্ত্তের বিষ্ণুপূজা এক নহে। একজন বিষ্ণুর অহৈতুকী প্রীতি অনুসন্ধান করেন, আর একজন বাহিরের দিকে ঈশ্বর-সম্ভ্রম', 'কর্ম্মার্পণ', 'বিষ্ণুপ্রীতি' প্রভৃতির সজ্জা সংরক্ষণ করিয়া কার্য্যতঃ বিষ্ণুকে ভোগ করিবার অর্থাৎ বিষ্ণুদ্বারা নিজের বিষ্ণু ভোগ-সাধন (ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ) করাইয়া লইবার চেষ্টা করেন।

পারমার্থিক ও আর্থিক উভয়েই (৩) দেবতাগণকে সম্মান করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনও অন্য দেবতার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না বা অন্য দেবতার নিন্দা করেন না। বৈষ্ণবগণ মানদ-ধর্ম্মবিশিষ্ট; তাঁহারা সর্ব্বজীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া প্রত্যেককেই যেরূপ যথাযোগ্য সম্মান দিয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহারা দেবতাগণকেও তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান দেন; কিন্তু স্মার্ত্তগণের ন্যায় দেবতামাত্রকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর অথবা শক্তি, সূর্য্য, গণেশ, রুদ্র ও বিষ্ণুকে পর্য্যায়-শব্দরূপে কল্পনা করিয়া 'অবিধিপূর্ব্বক' * বিষ্ণুপূজা বা পাষণ্ডতার † আচরণ করেন না। তাঁহারা উপনিষৎ, ব্রহ্ম-সংহিতা, গীতা, ভাগবত এবং পুরাণাদি সাত্বত শাস্ত্রের বিধি অনুসারে নিখিল দেবতার অন্তর্যামী শ্রীবিষ্ণুর পরম পদের পূজা করেন এবং সমস্ত দেবতার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন, বিষ্ণুর প্রসাদ-নির্ম্মাল্যের দ্বারা দেবতাগণের পূজা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে দেবতা-পূজা দ্বারা দেবতাগণের মনোঽভীষ্টের বিরুদ্ধে আচরণ বা পাষণ্ডতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন না।

পারমার্থিক ও আর্থিক উভয়েই (৪) একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন বটে, কিন্তু পারমার্থিকের ঐ সকল অনুষ্ঠান 'ভক্ত্যঙ্গ' বা কৃষ্ণসেবা-রসের উদ্দীপনালম্বন-স্বরূপ। কিন্তু স্মার্ত্তের একাদশী প্রভৃতি শারীরিক, মানসিক শিব-সাধক অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম সাধক কর্ম্মবিশেষ। বৈষ্ণব মোহনশাস্ত্রপর বিদ্ধা একাদশী, বিদ্ধা অষ্টমী, বিদ্ধা নবমী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সাত্বত-শাস্ত্রের বিধান মাত্র করেন; মোহন-শাস্ত্রের বিধানগুলিতেই স্মার্ত্তের আদর দেখা যায়। অতএব বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে আকারগত বিশেষ ভেদ না থাকিলেও অন্তর্নিষ্ঠাগত আকাশ পাতাল ভেদ।

বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়েই (৫) গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজাদি করেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবের গঙ্গাস্নান বা গঙ্গাপূজা স্মার্ত্তের ন্যায় পাপ বা মলিনতা ধৌতির উদ্দেশ্যে নহে। স্মার্ত্ত স্বীয়-কৃত পাপরাশি, অপবিত্রতা, অশৌচ প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ও শারীরিক ক্লেদ বা আবর্জ্জনা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইতে চান। অর্থাৎ স্মার্ত্ত কার্য্যতঃ পরমারাধ্যা গঙ্গাদেবীকে তাঁহাদের যাবতীয় ক্লেদ বা আবর্জ্জনা রাশি পরিষ্কার করিবার পরিচারিকাপদে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাই গঙ্গা স্মার্ত্তের পাপ-প্রবণ-চিত্ত বা পাপ-স্পৃষ্ট দেহের অবগাহনবাহা না করিয়া হরিকীর্ত্তনকারী হরি-দাসের অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবেরই মজ্জন বাঞ্ছা করেন। বিষ্ণু-পাদোদকস্বরূপা গঙ্গার দর্শন ও স্পর্শন মাত্রেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবের বিষ্ণু-স্মৃতির উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব গঙ্গাস্নান ও গঙ্গার সেবা করেন। বৈষ্ণব গঙ্গাকে সাক্ষাৎ ভক্তিরস-স্বরূপা অপ্রাকৃত সেবামূর্ত্তি বলিয়া জানেন, আর স্মার্ত্ত গঙ্গাকে তাঁহার পাপ, অশৌচ প্রভৃতি মলরাশি ধৌত করি-বার যন্ত্রবিশেষ বা প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর অন্যতমরূপে বিচার করেন। বৈষ্ণব গঙ্গাতে ও শ্রীবৈষ্ণবে ভেদবুদ্ধি করেন না,

* "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়, যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।"

† "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্"।

গঙ্গাস্নান ও শ্রীবৈষ্ণবের পদ-ধূলিতে স্নানকেলি শুদ্ধ-বৈষ্ণবের বিচারে ভিন্ন নহে ; বরং বৈষ্ণব জানেন,—

"গঙ্গার পরশে হয় পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার (বৈষ্ণবের) গুণ।"

কিন্তু স্মার্তের এ বিচার নাই, স্মার্তের গঙ্গায় ও শ্রীবৈষ্ণবে ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান। দুর্দৈব বশতঃ স্মার্ত মনে করেন, ঠাকুর হরিদাস যবন (?) ছিলেন, বড়ু ঠাকুর ভূঁইমালী (?) ছিলেন, মুনিবাহন-দিবাস্থরি চণ্ডাল (?) ছিলেন, কোনও প্রকারে তাঁহাদের স্পর্শ (?) ঘটিলে গঙ্গার জলে অবগাহন করিয়া পুনরায় পবিত্র হইতে হয়! তাঁহারা (তাঁহাদের দুর্দৈব বশতঃ) মনে করেন, বড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে কিম্বা তাঁহাদের চরণ-রেণু কোন প্রকারে মস্তকে স্পৃষ্ট (?) হইলে গঙ্গাজলে স্নান ও নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করাই বিধি। এই সকল "গোপর-বুদ্ধি" শ্রীবৈষ্ণবে নাই। তাই বৈষ্ণব ও স্মার্তের গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা কখনই এক নহে।

বৈষ্ণব ও স্মার্ত উভয়েই (৬) শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, মঠ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহার্চন প্রভৃতি করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু উভয়ের অন্তর-নিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল ভেদ। বৈষ্ণব জানেন,

'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ-ব্রজেন্দ্র-নন্দন।'

'ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।'

স্মার্ত মনে করেন, ভগবদ্বিগ্রহ বস্তুতঃ কাঠ, পাথর, মাটি, পিতল, কেবলমাত্র তাহাতে কল্পনাবলে ভগবত্তা আরোপিত হইয়াছে। বৈষ্ণব শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহীতে ভেদবুদ্ধি করেন না, স্মার্ত শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ভেদ-বুদ্ধি করেন। বৈষ্ণব জানেন,—শ্রীবিগ্রহ স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ বস্তু ; স্মার্ত অন্তরে জানেন,—শ্রীবিগ্রহ কুমারে, কামারে প্রস্তুত পুত্তলিকাবিশেষ। বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহে অপ্রাকৃত বুদ্ধি, স্মার্তের প্রাকৃত বুদ্ধি ; বৈষ্ণবের বিগ্রহ—নিত্য-বস্তু, স্মার্তের বিগ্রহ—তাৎকালিক স্বার্থ-সাধক অনিত্য বস্তু। বৈষ্ণব হৃদয়ের অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধস্বরূপ স্বয়ং দেবতাকে বাহিরে শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত করেন, আর স্মার্ত কামারে, কুমারে গড়া কাঠ-পাথর-মাটীর পুতুলে 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা চেতন (?) করিবার কল্পনা পোষণ এবং তদ্দ্বারা নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইতে ইচ্ছা করেন। শ্রীবৈষ্ণব ভগবৎ-সংকীর্তনকেই মুখ্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি সেবা করেন, কিন্তু স্মার্ত সংকীর্তনকে গৌণ ব্যাপার জানিয়া বা তাঁহাকে (সংকীর্তনকে) দুর্গোৎসবের যাত্রাগান প্রভৃতির ন্যায়ই একটী আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার বিশেষ মনে করিয়া কর্মাঙ্গের কলাবটীকেই মুখ্যাঙ্গ মনে করেন। ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ স্মার্তের কর্মাঙ্গ কলাবটীর [redacted] করেন, তাঁহারা জানেন, শুদ্ধকীর্তনই একমাত্র [redacted] ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া প্রভুর শ্রীমুখসাধক। মহাপ্রভু গৌরসুন্দর স্বয়ং সংকীর্তনমুখে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবকুলকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও স্মার্তের তৎকার্য্যের অভিনয় বাহ্যতঃ দেখিতে এক হইলেও স্বরূপতঃ আকাশ-পাতাল ভেদ। মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবিগ্রহ-অর্চন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। পারমার্থিক বৈষ্ণবের মঠাদি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিখিল ভক্ত-সম্প্রদায় বিস্তার দ্বারা শুদ্ধ-সংকীর্তন-প্রচার, আর স্মার্তের মঠাদি-প্রতিষ্ঠার আড়ম্বর নিজ জড়া-প্রতিষ্ঠাদি বিস্তার বা ঐহিক, নৈতিক সামাজিক কোন শিব-সাধক অনিত্য উদ্দেশক—একটী ভক্তি আর একটী কর্ম। একমাত্র হরিকীর্তনেই সর্বার্থ-সিদ্ধি ও সর্বমঙ্গল সাধিত হয়, স্মার্ত ইহা অন্তরে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না বলিয়াই মনে করেন, দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃত্রিম-ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি স্থাপন মঠ-প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত কার্য্যবিশেষ। কিন্তু বৈষ্ণব বলেন, জগতে শুদ্ধ-সংকীর্তনের চতুর্দিক প্রসারিত হইলেই তাহার অবান্তর ফলস্বরূপে সমস্ত শুভোদয় হইবে। ভক্তগণ সেই অবান্তর ফলের গ্রাহক নহেন। পাকার্থ অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার নাশ ও শীত দূর হইবে, পৃথগ্‌ভাবে অন্ধকার বা শীত দূর করিবার চেষ্টার কোন আবশ্যকতা নাই। সূর্য্যের সম্মুখে দীপ-শলাকা ধরাইয়া আলোক উৎপাদন করিবার প্রয়াস বৈষ্ণবের নাই—মুখে আস্তিক, অন্তরে নাস্তিক স্মার্তগণেরই সেইরূপ আচরণ দৃষ্ট হয়। অতএব বৈষ্ণবের মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও স্মার্তের মঠাদি প্রতিষ্ঠাদ্বয় একরূপ নহে। শ্রীবিগ্রহ অর্চন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বৈষ্ণব জানেন, অবৈষ্ণব বা অসদাচারী ব্যক্তি সর্বোত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ভগবৎ-পূজার অধিকারী হইতে পারেন না। স্মার্ত মনে করেন,

প্রাকৃত উত্তমকুলে জাত পঞ্চভূতের নির্ম্মিত দেহটা থাকিলেই আর বাহিরের দিকে একটু ডিগ্বাইয়া চলিতে শিখিলেই অর্থাৎ বাহ্যশুচি, অশুচি বিচার থাকিলেই তদ্রূপ-পূজার অধিকার লাভ হয়। বৈষ্ণবের বিচার আত্মনিষ্ঠ সুতরাং অপ্রাকৃত, আর অবৈষ্ণব বা স্মার্ত্তের বিচার জড়দেহনিষ্ঠ, সুতরাং প্রাকৃত। স্মার্ত্ত মনে করেন, শ্রীবিগ্রহ—জড়বস্তু, সুতরাং জড়দেহের পুণ্যপাপময়তাই অর্চ্চনের অধিকার অনধিকারের নিয়ন্তৃরূপে কার্য্যকরী। স্মার্ত্ত 'ভূতশুদ্ধি' অর্থে —বাহ্য-দেহের শুদ্ধিকেই মনে করেন, আর বৈষ্ণব সদ্গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান-লাভ-প্রভাবে স্বীয় অপ্রাকৃতচিদানন্দময়তা উপলব্ধিকেই 'ভূতশুদ্ধি' বলিয়া জানেন। সুতরাং পারমার্থিক বৈষ্ণব ও আর্থিক স্মার্ত্তের মধ্যে এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যের বিষয়দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টিজাত ভেদ অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শুদ্ধবৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়েই (৭) বাহ্যদৃষ্টিতে 'হরিনাম' গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবোন্মুখ জিহ্বায়ই স্বতঃপ্রকাশ নামের উদয় হয়। আর স্মার্ত্ত আরোহ-চেষ্টায় বহুবার নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেও তাহা নামাপরাধ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যথা—নামাভাসবলেনা-জামিলো হ্যরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তস্যৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদ-কল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোর-সংসারমেব প্রাপ্যন্তে।" (সারার্থ-দর্শিনী ৬।২।১০) তাৎপর্য্য এই যে, অজামিল নৈষ্ঠিক বা স্মার্ত্ত ছিলেন না, কাজেই তাঁহার নামাপ-রাধের অবকাশ ছিল না, অবশ হইয়া 'নারায়ণ' নামোচ্চারণ মাত্রেই তাঁহার 'নামাভাস' হইয়াছিল। তিনি নৈষ্ঠিক স্মার্ত্তের বিচারে 'দুরাচারী' বলিয়া গণ্য হইলেও নামাভাস-বলে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্মার্ত্তাদি সদাচারী, নৈষ্ঠিক, শাস্ত্রজ্ঞ এবং বহুবার নামাক্ষর উচ্চারণকারী হইয়াও তাঁহাদের দেহে 'অহং মম বুদ্ধি' বা নামে অর্থবাদ-কল্পনাদিরূপ অপরাধ থাকায় তাঁহারা নাম-গ্রহণের অভিনয় করিতে করিতে ঘোর সংসারেই পতিত হন। অর্থাৎ কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তকুল যে সদাচারাদি অনুষ্ঠান বা পুণ্যময় নৈষ্ঠিক জীবন-যাপনের সহিত হরিনামাদি-গ্রহণের অভিনয় করেন, তৎফলে তাঁহাদের সংসার-সুখ অর্থাৎ প্রাকৃত অর্থ, জড়া প্রতিষ্ঠাদি বিষয়-লাভ, আর অসদাচারাদি পাপময় জীবন-যাপনের সহিত যে হরিনামাদি-গ্রহণের অভিনয় অর্থাৎ নামাপরাধ করেন, তৎফলে 'অসুখ' 'অনর্থ' প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধ-বৈষ্ণব—'নাম,' 'নামাভাস' ও 'নামাপরাধে'র মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক 'হরিনাম' গ্রহণ করেন, আর স্মার্ত্ত বা বৈষ্ণবাক্রান্ত-স্মার্ত্তাদুগের মধ্যে নামাপরাধের বীজ বা অনর্থ ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদের নামাপরাধে বিবর্ত্তবুদ্ধির উদয় অর্থাৎ নামাপরাধেই "নাম" বলিয়া ভ্রান্তি হয়। তাই স্মার্ত্ত প্রাকৃত সদাচার, শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং বহুবার নামাক্ষরাদি উচ্চারণ করিয়াও সংসারেই অধিকতরভাবে আসক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা শ্রীনামকে সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়-বিশেষে পরিণত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া নাম-ব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, ভাগবত-ব্যবসায়ী, কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী প্রভৃতি হইয়া পড়েন এবং তদ্দ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হন, 'অহংমমভাব'রূপ নামাপরাধে আসক্তি-নিবন্ধন তাঁহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে প্রাকৃত বুদ্ধি প্রভৃতি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতে করিতে তমোরাজ্যে ধাবিত হন। অতএব পারমার্থিক ও আর্থিকের —শুদ্ধ-বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তের নামগ্রহণাদিতে বাহ্যাকারগত ভেদ না থাকিলেও অন্তরনিষ্ঠাগত সম্পূর্ণ ভেদ বর্ত্তমান।

পারমার্থিক ও আর্থিক—বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়েই (৮) বিষ্ণুর প্রসাদ—নির্ম্মাল্য-চরণোদক প্রভৃতি গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" স্মার্ত্তের বুদ্ধি জড়নিষ্ঠ বলিয়া অপ্রাকৃত বস্তু প্রসাদ নির্ম্মাল্যাদির স্বরূপ স্মার্ত্তবুদ্ধির গম্য হয় না। তাই তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদকে 'দেয়' জানিবার পরিবর্ত্তে 'ভোগ্য' বিচার করেন এবং তৎফলেই প্রসাদ নির্ম্মাল্যাদিতে তাঁহাদের প্রাকৃতবুদ্ধি—জাতিবুদ্ধি প্রভৃতির উদয় হয়। তাঁহারা ভোগবুদ্ধিতে বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণের চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াও শ্রীপ্রসাদের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীপ্রসাদের চরণে অপরাধ করিয়া বসেন। শুদ্ধবৈষ্ণব মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য-চরণোদককে সর্ব্বদা সেবোন্মুখতার সহিত গ্রহণ করেন বলিয়া সেই সকল অপ্রাকৃত বিষ্ণু বস্তুর স্বরূপ তাঁহাদের নিকট নিত্য প্রকাশিত হয়। তাঁহারা সেই সকল বস্তুকে

কৃষ্ণসেবোন্মুখীপনাশ্রয়ন জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি উদ্বেগ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

বৈষ্ণব ও স্মার্ত উভয়েই (১) গুরুবরণ করেন বটে, কিন্তু স্মার্তের বিচার জড়মিশ্র হওয়ায় জড়ের উচ্চাবচতায় তাঁহার গুরুলঘুত্বের বিচারকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্মার্ত মনে করেন, অনুৎকৃষ্ট পুণ্যময় কর্মফল-বাধ্য জীবই 'গুরু' হইবার যোগ্য। কারণ, জ্ঞানীর মধ্যে অধিক পুণ্যবান্, আবার তন্মধ্যে শৌক্র-ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানবের পুণ্যময়তা সর্বাপেক্ষা অধিক। সর্বোচ্চপুণ্যময় জীবন না হইলে শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয় না। সুতরাং সেই প্রকার কোন পুণ্যময় জীববিশেষই 'গুরু' হইবার যোগ্য। সেইরূপ পুণ্যময় জীবে যদি আবার প্রাপঞ্চিক সদাচার, নীতি ও শাস্ত্রজ্ঞানাদি থাকে, তাহা হইলে ত' কথাই নাই, তিনিই একমাত্র 'গুরু' হইবেন!

কিন্তু এরূপ বিচার সম্পূর্ণ প্রাকৃত। পারমার্থিক শাস্ত্র এই প্রাকৃত বা কর্মজড় বিচার পরিত্যাগ করিয়া বলেন,—

"মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

স্মার্ত মহাকুল-প্রসূত, সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত, সহস্র শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ হইলেও গুরু হইতে পারেন না।

"ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥"

—হঃ বিঃ

যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-দান প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্মনিপুণ এবং মন্ত্র-তন্ত্র বিশারদ স্মার্ত-ব্রাহ্মণ 'গুরু' হইতে পারেন না, কিন্তু চণ্ডালকুলে আবির্ভূত বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণবই একমাত্র গুরুদেব।

"বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ স্বগুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং তদ্গুরুর্হরিঃ॥"

বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন—ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু তদ্গুরুর অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হইলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কুলোদ্ভূত ব্যক্তির শ্রীগুরুদেব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

যাঁহারা মনে ও মুখে স্মার্ত তাঁহারা বলেন,—'আমরা বৈষ্ণবদের এই বিচারে মানি না—ইহা বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত-মাত্র'। আর যাঁহারা অন্তঃ স্মার্ত, কিন্তু মুখে কোনও না কোন অপসাম্প্রদায়িক পরিচয়ে 'বৈষ্ণব' পরিচয় প্রয়োজনবোধে, তাঁহারা মহাপ্রভুর ঐ কথাটিকে বাহ্যতঃ একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন যদি মহাপ্রভুর কথাটা একেবারে 'নাকচ' (!) করিয়া দেই, তাহা হইলে সাধারণ বিচারক সম্প্রদায়ও আমাদের 'টুঁটি' ধরিয়া আমাদিগকে অন্ততঃ মুখেও বৈষ্ণব পরিচয় প্রদানে বাধা দিবেন। এরূপ ঘটিলে আমাদের অর্থ-প্রতিষ্ঠাদি বহু অপসাম্প্রদায়িক লাঘব হইয়া পড়িবে। এই সকল চতুর্দিক বিবেচনা করিয়া অন্তঃস্মার্ত বহির্বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবক্রব বা বৈষ্ণবের সজ্জায় স্মার্তমতাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন যে, মহাপ্রভুর ঐ বাক্যের দ্বারা "প্রাণগুরু" মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে। দীক্ষাগুরু কখনও শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত (অর্থাৎ কর্মকাণ্ডীয় মর্ত্যজীব) ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই হইতে পারেন না। স্মার্তমতাবলম্বী বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষী প্রাকৃত সহজিয়াগণের প্রাকৃত বিচারে —"প্রাণ গুরু' ও 'দীক্ষা-গুরু' অভিন্নবস্তু নহেন। আর তাঁহারা উভয়েই কর্মকাণ্ডান্তর্গত জীববিশেষ। সুতরাং তাঁহাদিগকে মুখে 'গুরু' স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায়ে জাতিবুদ্ধি করা যাইতে পারে।'

স্মার্তগণ বলেন, 'আমরা নরোত্তম, শ্যামানন্দ, রসিকানন্দ প্রভৃতির আচরণ অপসাম্প্রদায়িক বলিয়া বিচার করি, তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া শাস্ত্রবিধানানুসারে (?) প্রায়শ্চিত্তাহ' (!) হইয়াছেন! কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য-সন্তান পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গুরুক্রবও স্মার্তমতানুসরণে এতদূর পাষণ্ডতা-পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পর্যাপ্ত জগৎ নিহীন হয়—মস্তকে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন, রঘুনাথ দাসকে (গোস্বামী প্রভুকে) (ঠাকুর) হরিদাসকে আমরা দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে পারি না, তাঁহারা জাবিড় (?) থাকিলে ব্রাহ্মণ-আচার্য-সন্তান জানিয়া তাঁহারাই আমাদিগকে প্রণাম করিতেন।' ইহা ঐ সকল পাষণ্ড-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের কুবুদ্ধি মুখ-নিঃসৃত

বাক্য। এই ত' গেল এক প্রকার অপরাধী স্মার্তের কথা। আর এক প্রকার প্রচ্ছন্ন স্মার্ত অর্থাৎ বাহ্যে বৈষ্ণবভাব, সাজ-সজ্জা, কথা-বার্ত্তায় বেশ পটু, কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণ স্মার্ত-প্রকৃতি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি অপ্রাকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লোকহিতকর আচরণকে নানাপ্রকার আধুনিক গল্পদ্বারা রঞ্জিত করিয়া কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত-বিচারেরই প্রাধান্য-স্থাপনে প্রয়াসী হ'ন। সেই সকল রচিত গল্প এ স্থানে প্রকাশ করিতে গেলে প্রবন্ধ বিশেষ বিস্তৃত হইয়া যাইবে মনে করিয়া আমরা স্থানান্তরের জন্য তাহা স্থগিত রাখিলাম। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ ঐরূপ উভয় প্রকার অপরাধিকুলের বিচার সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ-বৈষ্ণবকেই গুরুত্বে বরণ করেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ বলেন, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহাভাগবত যে কোনও কুলে উদ্ভূত হউন না কেন, তিনিই নিখিল ব্রহ্মজ্ঞকুলের একমাত্র গুরুদেব। মহাভাগবর্ত্ত যদি শ্বপচকুলেও অবতীর্ণ হন, তাহা হইলেও নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ-সমাজ—কুলের সমাজ তাঁহাদের মস্তক, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ সেই মহাভাগবতের শ্রীচরণ-রজে অভিষিক্ত না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞতার সার্থকতা সম্পাদিত হইবে না—তাঁহাদের 'কুলব্রত্ব' 'মনুষ্যত্ব' পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে। আর মহাভাগবত ব্যতীত কোনও কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত পুণ্যময় জীব অর্থাৎ শৌক্রব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত সদাচারী ব্যক্তি বা স্মার্ত্ত কখনও পারমার্থিক গুরু হইবার যোগ্য নহেন। ইহাই হরিভক্তি-বিলাসাদি সাত্বত-স্মৃতি-শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করেন।

(ক্রমশঃ)

নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

জীবের কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর ধন নাই, গতি নাই। শুদ্ধ জীবগণ মুক্ত অবস্থায় শ্রীবৈকুণ্ঠে সর্ব্বদা হরিনাম গান করিয়া থাকেন। সংসারী বদ্ধজীবগণ যখন জীবগতি বিচার করিতে সমর্থ হন তখন সুতরাং হরিনামকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন। অপরাধ-শূন্য হইয়া 'নাম' না করিলে কখনই নামের একান্ত আশ্রয় ঘটে না। দশটী নামাপরাধ মধ্যে 'নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তি'ও একটী বৃহদপরাধ। সুতরাং নামাশ্রয়ী সংসারী ব্যক্তির পক্ষে এই অপরাধটী বহু যত্নে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

'পাপ' কাহাকে বলে? সংসারী জীবের পক্ষে যে-সকল অসত্ কর্ম্ম বেদে নিষিদ্ধরূপে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মকে 'পাপ' বলা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিলিপ্সু ব্যক্তিকে নিষিদ্ধাচার-রূপ-দোষ পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র পাপকে বিকর্ম্ম বলিয়া কোন কোন স্থলে উক্তি করিয়াছেন। পাপকে অনেক স্থলে পাতক বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। সংসারী জীবের স্বধর্ম্ম হইতে যে কর্ম্ম মানবকে নিপাতিত করিয়া নিরয়গামী করে, তাহাই পাতক। পাতক সমূহ গুরু-লঘু-বিচারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। মহাপাতক, অনুপাতক ও উপপাতক এই তিন শ্রেণী। মনু মহাপাতককে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥

—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নী-গমন—এই চারিটী মহাপাতক। মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করাও একটী মহাপাতক।

অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামী চ পৈশুনং।
গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া॥

—পরের অপকর্ষমূলক স্বীয় উৎকর্ষসাধক মিথ্যা-ভাষণ, অপকার উদ্দেশে রাজদ্বারে পরের নিন্দা, গুরু সম্বন্ধে সরল ব্যবহার পরিত্যাগ—এইগুলি ব্রহ্মহত্যার সমান মহাপাতক। অতএব এই প্রকার পাতকসকল অনুপাতক।

মনুর মতে গোবধ, পরদারগমন, পরপীড়ন, গুরু, পিতা ও মাতার অবহেলন প্রভৃতি পাতকসকল উপ-পাতক। যে সকল পাপের জন্য সমাজচ্যুতি ও রাজদণ্ড বিধান আছে, সে সমুদায় পাপই উপপাতক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে পাতকসকলকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। মূল কথা এই যে, যাহাতে পুণ্যময় স্বধর্ম্মের হানি হয়, সে সমুদায়ই পাপ। নাস্তিকা, পরের অপকার ও স্বীয় মনুষ্যত্ব-হানিজনক সকল ক্রিয়াই পাপ। সংক্ষেপে

বলিতে গেলে বেদ যাহাকে নিষেধ বলিয়া বলিয়াছেন, তাহাই পাপ। সংসারী বহির্মুখ জীবের পক্ষে পাপনিষেধক প্রায়শ্চিত্তও পৃথক্ পৃথক্। ইষ্টাপূর্ত-ব্রত-যাগাদিরূপ পুণ্য কর্মের বিধান দেখা যায়। পুণ্যজনক কর্মানুষ্ঠানই বিধি। জীব যখন বহির্মুখতা পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন তিনি সহজেই পুণ্য-পাপের অতীত। কেননা, তখন তাঁহার সংসারী ব্যক্তির ধর্ম পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। তখন একমাত্র কৃষ্ণদাস্যই নিত্য স্বধর্মরূপে উদিত হয়।

সংসারী বহির্মুখ জীবের পক্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম কর্মকাণ্ডান্তর্গত। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির কর্মাধিকার থাকে না। ভাগবতে—

"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা যাবচ্ছ্রদ্ধা ন জায়তে।"

যে পর্যন্ত জীবের পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা-প্রবৃত্তি বিদূরিত হইয়া নির্বেদ না জন্মে অথবা হরিকথা শ্রবণাদিতে নিরুপাধিক শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্যন্ত জীব অবশ্য কর্মানুষ্ঠান করিবে। হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলে আর কর্মানুষ্ঠান করিবে না। দেহযাত্রাদি নির্বাহের জন্য পরীক্ষ, মানস, দৈহিক ও সামাজিক ক্রিয়া সকল হরিভক্তির অনুকূল হইলে অঙ্গীকার এবং প্রতিকূল হইলে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ক্রিয়া সকলের অঙ্গীকার পূর্বক অনুষ্ঠান করিলেও ঐ সকল ক্রিয়া কর্মকাণ্ড-লক্ষণ কর্ম-মধ্যে পরিগণিত নহে। বস্তুতঃ তাহারা কর্ম-নাশক ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে নিপতিত হয়। সুতরাং ঐ অবস্থায় পাপ-পুণ্য কিছুই থাকে না এবং প্রায়শ্চিত্তাদির প্রয়োজনতা নাই। লোকোদ্দেশে বা প্রতিষ্ঠোদ্দেশে কোন কর্ম তখন কৃত হয় না, কেবল নিষ্পাপে জীবন-যাত্রা নির্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কৃত হয়। সুতরাং যখন পুণ্য কর্মই নাই, তখন অধম পাপকার্য কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির নিকটে যাইতে পারে না।

"কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়ো নৃপ।"

হে নৃপ, কর্মকাণ্ডী লোকেরা বহু যত্ন করিয়া যে যম-নিয়মাদির অভ্যাস করে এবং শৌচবিধি পালন করে, সে যম-নিয়মাদি সদ্গুণ ও সদাচার এবং শৌচ স্বয়ং কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিকে যত্ন করিয়া তাহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হয় না। আবার বলিয়াছেন—

"এতে নঙ্ক্ষ্যন্তি তা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥"

হে ব্যাধ, তুমি পূর্বে যখন বহির্মুখ সংসারী ছিলে, তখন তোমার হিংসা-প্রবৃত্তি নৈসর্গিকরূপে তোমাকে আশ্রয় করিয়াছিল। এখন তুমি হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। সুতরাং জীব-হিংসাদি পাপ-প্রবৃত্তি আর তোমার থাকিতে পারে না। জীবের স্বভাব যে কৃষ্ণদাস্য, তাহা তোমার নিত্য স্বধর্ম। সেই স্বধর্ম যে পরিমাণে উদিত হইতেছে, তোমার নৈমিত্তিক স্বধর্মরূপ পুণ্য-প্রবৃত্তি সেই পরিমাণে ক্ষয় হইতেছে। এখন তোমার নিত্য স্বধর্মদ্বারা উত্তেজিত হইয়া তুমি যাহা যাহা করিবে, সে সমস্তই নৈমিত্তিক স্বধর্মবৃত্তিরূপ পুণ্য হইতে অতি উচ্চ মহা পুণ্যরূপ বৈষ্ণব-সংসার করিতে থাকিবে, সুতরাং তোমার সামান্য পুণ্যই যখন তুচ্ছ হইল, তখন অতি হেয়রূপ জীব-হিংসাদি পাপ কখনই তোমার প্রবৃত্তিগত হইতে পারে না। তুমি যে নিষ্পাপ জীবনে কৃষ্ণনাম করিতেছ, ইহা আশ্চর্য নয়। এরূপ সকলেরই হইয়া থাকে।

এখন দেখুন, হরিনামাশ্রিত জীবের পাপপ্রবৃত্তি থাকে না। যিনি নামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোন পাপ করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই ছয়টী চিত্ত-প্রবৃত্তির অপব্যবহার হইতেই 'পাপ' হয়। কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-সেবামূলক বৈষ্ণব-সংসারে কামকে নিযুক্ত করিয়া আর পরস্ত্রী-সংগ্রহ, প্রয়োজনাধিক অর্থ-সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা-তৎপরতা, বঞ্চনা, চৌর্য ইত্যাদি দুষ্ট কর্ম করেন না। কৃষ্ণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধকে নিযুক্ত করিয়া বহির্মুখ সংসর্গ দূর করেন, সুতরাং পর-পীড়ন ও নির্যাতনরূপ ক্রিয়া হইতে বিরত থাকেন। ক্রোধ সে স্থলে ভক্তধর্মের ন্যায় সক্রিয়ভাবরূপে পরিণত হয়। কৃষ্ণ-রসাস্বাদনে লোভকে নিযুক্ত করিয়া আর ভাল খাওয়া-পরা ও সুন্দরী স্ত্রীসঙ্গ ও অপর্যাপ্ত অর্থ-সঞ্চয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। মোহকে চিত্রসে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণলীলা-সৌন্দর্য এবং বৈষ্ণব-চরিত্রে মোহিত হন। ধনজন ও জড়সুখাদিতে মোহ প্রাপ্ত হন না। অসৎ সিদ্ধান্তে মোহিত হইয়া ধারাবাদ, নাস্তিকবাদ ও কুতর্কপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেন না। মদকে কৃষ্ণদাস্যাভিমানে

নিযুক্ত করিয়া জাতিমদ, ধনমদ, রূপমদ, বিদ্যামদ, তপমদ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। মাৎসর্য্যকে অর্থাৎ পরহিংসাদ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধন একেবারে ত্যাগ করেন। এইরূপ নিয়মিত জীবনে পাপের উদয় হয় না। পাপ-প্রবৃত্তি নির্ম্মূলিত হয়। তবে কখন কাহার ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটিয়া উঠিতে পারে, তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তে প্রশমিত হয়। সেরূপ দৈবাৎ আগত পাপ দৃষ্টি করিয়া কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। চিত্তে পাপ-প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু হঠাৎ কোন ঘটনাক্রমে কোন সামান্য পাপ উদয় হয়, তাহাতে বৈষ্ণবতা দূর হয় না। এইজন্য জগদারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

হে অর্জ্জুন, আমার অনন্য ভক্তের কখন পাপ-প্রবৃত্তি হয় না। নামানুশীলনরূপ একটী চিন্তাপাশ আমার অনন্য-ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। জড়গত পাপ তাহার ভয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যদি কোন ঘটনা-ক্রমে হঠাৎ পাপক্রিয়া হয় এবং সে পাপ যদিও ধর্ম্ম-শাস্ত্রমতে সুদুরাচার বলিয়া উক্ত হয়, তথাপি আমার অনন্যভক্তের নিন্দা করিবে না। কেন না—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করিতেছে, তাহার চরিত্রে কেবল দুই প্রকারে কিছু কিছু পাপ দেখা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার এই যে, বিশেষ ভাগ্যক্রমে কোন জীবের সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামে রুচি হইল। কিন্তু তৎপূর্ব্ব হইতে তাহার কোন একটী পাপ-সংসর্গ ছিল। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মৎস্য-মাংসাহার, আসবসেবা প্রভৃতির মধ্যে কোন একটী চিরনিবদ্ধ পাপ ছিল। অনন্যভক্তি উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য পাপ-প্রবৃত্তি গেল, কিন্তু ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটী যাইতে যাইতে কিছুকাল বিলম্ব করে। অনন্যভক্তি হইয়াছে অর্থাৎ অন্যোপায় সকলকে তুচ্ছ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণনামের আশ্রয় লইয়াছেন। ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটী যাইতে যাইতেও যাইতে চাহে না। কিছুদিন থাকে। যেকাল পর্য্যন্ত নির্ম্মূল না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই অনন্যভক্তকে তিরস্কার অবজ্ঞা করিবে না। দ্বিতীয়প্রকার এই যে, অনন্যভক্ত সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া আমার ভজন করেন। তথাপি জড়দেহ সঙ্গে কখন কোন গতিকে রোগীর অন্যোপায়-সংযুক্ত ঔষধ-সেবনের ন্যায় কোন পাপক্রিয়া ঘটিতে পারে। এই পাপ অত্যন্ত অস্থায়ী, কেননা, প্রবৃত্তিগত নয়। সুতরাং এই দুইপ্রকার পাপ হইতে আমার অনন্যভক্ত অতি শীঘ্রই আমার ভক্তি-কৃপায় শুদ্ধ ধর্ম্মাত্মা হইয়া পাপ হইতে শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়, এই একটী আমার প্রতিজ্ঞা যে আমার অনন্য-ভক্ত কখন নষ্ট হইবে না।

এখন দেখুন, অনন্যভক্তি হইলে আর পাপপ্রবৃত্তি কখনই থাকে না, কেবল পাপক্রিয়া কিয়ৎপরিমাণে থাকিতে পারে। তাহাও অল্পদিন। আবার তাহাও দিন দিন হীনবল হইয়া খর্ব্ব হয়। জগাই-মাধাই-চরিতে দেখা যাইবে যে, ভক্তিলাভের পর আর সেই দুইটী ব্যক্তির পাপপ্রবৃত্তি মাত্রই ছিল না। অপার করুণাময় মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে নামাশ্রয় দিয়া কহিলেন,—

প্রভু বলে আর তোরা না করিস্ পাপ।
জগাই মাধাই বলে আর নাহে বাপ॥

আমাদের পরমারাধ্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জগজ্জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সকলকে ধর্ম্মচরিত্রে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। দস্যু ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিয়া কহিলেন,—

শুন দ্বিজ যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব দিনু মুঞি॥
পরহিংসা ডাকাচুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবে পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু-চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥

পরম কারুণিক প্রভু নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার। সেই ধর্ম্মমূর্ত্তি এই কথা উপদেশ করিলেন যে, যখন তুমি ধর্ম্মপক্ষে থাকিয়া হরিনাম লইবে, তখনই তুমি বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়া লোকের পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে। যাঁহারা আচার্য্যপদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই প্রথমে স্বয়ং ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য জীবগণকে স্বীয় সচ্চরিত্র দেখাইয়া শ্রদ্ধা সংগ্রহ করিবেন। আচার্য্যকুলের সদাচারই

সকলে আদর করিয়া গ্রহণ করেন। অন্ত জীব-হিংসা, ডাকাতি, চুরি, অবৈধ স্ত্রী-সম্ভাষণ, অযোগ্যভক্ষণ, আসব-পান প্রভৃতি সমস্ত দুরাচার পরিত্যাগ করিবেন। নিজে লম্পট হইলে শিষ্যকে কিরূপে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন? সকল আচার্য্যদিগের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত হইলেও কখনই নিজ চরিত্রে কোন দুরাচার দেখান নাই। এমত নির্ম্মলচরিত্র প্রভুকে যাঁহারা দুরাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে ধিক্। অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্য-চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন। হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি কপট বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মদ্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমহাপ্রভুতে গোবিৎ-সঙ্গ দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নরকাদিক মধ্যে গণন করেন। নির্ম্মলচরিত্র শ্রীরূপ-গোস্বামী ও রামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা স্ত্রী-সম্ভোগ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন। এ সমস্তই দুষ্ট কলির কার্য্য। মূল কথা এই যে, কপটতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সদাচরণ না করিলে ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ধর্ম্মের ছলে পাপাচরণ করিয়া জগৎ-বঞ্চক হইয়া পড়ে। যিনি অকপটে হরিনাম আশ্রয় করিবেন, তিনি সমস্ত পাপপ্রবৃত্তিশূন্য হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? প্রহ্লাদ কহিয়াছেন—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।"

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে অকিঞ্চনা ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার শরীরে সমস্ত দেবতা সমস্ত মহদ্‌গুণের সহিত নিয়ত বাস করেন। ভগবদ্ভক্তি-উদয় এবং পাপপ্রবৃত্তি-নাশ যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। এই জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শিষ্যকে সর্ব্বাপরাধ বিমুক্ত হইয়া হরিনাম লইতে উপদেশ দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।'

সুতরাং অপরাধের সহিত লইলে নাম হয় না—নামাপরাধ হয়। অন্তশেষে নামাপরাধে নিতান্ত অধঃপতন হইয়া পড়ে। নামাভাস করিলেও পরে সাধু-সঙ্গে নামাভাসত্ব ঘুচিয়া নামের উদয় হইতে পারে। ততদূর না হইলেও নামাভাসে পাপ নষ্ট হয় এবং চারিপুরুষার্থ লাভ হয়। কিন্তু নামাপরাধ বড়ই কঠিন বস্তু। ইহাতে সুমঙ্গল উদয় হওয়া বড়ই দুর্ঘট। নামাভাসী ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করিয়া শুদ্ধ নাম লাভ করুন। নামাপরাধী অপরাধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ আশ্রয় করতঃ শুদ্ধনামের অন্বেষণ করুন।

কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কোন সুকৃতিবলে নামাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এখন তাঁহার দেখা উচিত যে, নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি না হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, নামাশ্রয় করিয়াও পূর্ব্ব পাপ-সম্বন্ধের অবশেষ কিছু কিয়দ্দিন থাকিতে পারে এবং ঘটনাক্রমে কোন পাপকার্য্য হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার পাপ প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। পাপ-প্রবৃত্তি ও পাপাসক্তি একই কথা। যদি কৃষ্ণনামে রুচি হয়, তবে সেই রুচি ক্রমশঃ নির্ম্মল হইয়া কৃষ্ণনামে আসক্তি হয়। যদি অন্য বিষয়ে বা পাপকার্য্যে আসক্তি থাকে, তবে তাঁহার নামে আসক্তি হইতে পারে না। আসক্তি একটী অনন্য প্রবৃত্তিবিশেষ। তাহা হয় কৃষ্ণে হইবে, নয় অন্য বিষয়ে হইবে। কৃষ্ণে যাঁহার নিষ্কপট শ্রদ্ধা, তাঁহার নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি শ্রীকৃষ্ণে অনন্যরূপে অবশ্য হইবে। তখন অন্য কোন পুণ্য বা পাপবিষয়ে সে প্রবৃত্তি হইবে না। অনন্যরূপ বিশেষণ-দ্বারা অন্যাসক্তি দূরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহার পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি অনন্যপ্রকার সহিত নামাশ্রয় করেন নাই। যদি তিনি অন্য সকল লক্ষণ রাখেন, তথাপি তাঁহার অনন্য নামাশ্রয়-প্রবৃত্তি স্বীকার করা যাইবে না। যে ব্যক্তির সত্যই পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি কৃষ্ণনামে পুনঃপুনঃ পাত করিয়াও কপট বৈষ্ণব মধ্যে গণিত হইবেন। কেননা, তিনি নামাপরাধী। নামাপরাধী কখনই শুদ্ধ-বৈষ্ণব নয়। এইজন্য শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদিগকে "শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, মাত্র বৈষ্ণবের প্রায়"—এই বাক্যদ্বারা পৃথক্ করিয়াছেন।

সেই বৈষ্ণব-প্রায় ব্যক্তিগণ বলেন যে, এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরণ করে, কোটী জন্মেও পাপী তত পাপ করিতে পারে না। সুতরাং যখন আমার নিকট সেই হরিনাম আছে, তখন আর পাপ করিতে ভয় কি? হরিনামও করি পাপও করি। জন্মাবধি এইরূপ করিয়া অবশেষে কিছুই পাপ থাকিবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যিনি নামাশ্রয়ের পর ইচ্ছাপূর্ব্বক নূতন পাপ করেন, তাঁহাকে কপটী ও নামাপরাধী বলা যায়। ইহার উদাহরণ এই যে, জীবহিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন গৃহস্থ নামাশ্রয়

করিলেন। পরে একদিন কোন কৃপণের ঘরে ভাল মৎস্য বা মাংস পাইতে ইচ্ছা করিলেন। তখন প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য এই স্থির করিলেন যে, অদ্য আমি আর হরিনাম করিয়া মৎস্য-ভোজন পাপ দূর করিব। এইরূপ মনে করিয়া যিনি মৎস্য-ভোজন করিয়া নাম করেন, তিনি নামাপরাধী। অন্য উদাহরণ এই যে, কোন ভিক্ষু প্রেমগত বৈষ্ণবপুরুষ কোন সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া লোভ করিলেন। অবশেষে পাপপ্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া এই স্থির করিলেন যে, "যখন আমি নিরন্তর হরিনাম করি, তখন ঐ যুবতীকে হরিনাম-শিষ্য করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিলে যে কিছু পাপ হইবে, তাহা উভয়ের কৃত হরিনামে অনায়াসে ক্ষয় হইবে। বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীলোক বৈষ্ণবী হইল। বৈষ্ণবসঙ্গ দুর্লভ। আমার উহার সঙ্গে গোপীভাবে অনেক শিক্ষা হইবে। এরূপ দুর্লভ সঙ্গ কোথায় পাওয়া যায়।" এই মনে করিয়া সেই স্ত্রীকে বৈষ্ণবী করিয়া বৈষ্ণবসেবা গ্রহণ করিলেন। এ স্থলে নামাপরাধের পরাকাষ্ঠা হইল। এই দুইটী উদাহরণ বিচার করিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ ও ভেকধারিগণ নামাপরাধ হইতে সতর্ক হইবেন।

পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

২২।১২।২৭

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার একখানি পত্র সম্বিতের নিকট হইতে গত-কল্য পাইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে অনেকদিন হইল, আর একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, পশ্চিম-প্রদেশে যাইবার পূর্ব্বেই। নানাস্থানে ভ্রমণের জন্য সেই পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই। পশ্চিমদেশের বিভিন্নস্থানে উৎসবের কথা গৌড়ীয় ও ভক্তগণের মুখে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। সর্ব্বত্রই শ্রীমহাপ্রভুর কথা ভাগ্যবান্ মাত্রেই শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। • • •

শ্রীনবদ্বীপধাম ভগবদ্ভক্তগণের পরম আদরের ক্ষেত্র। এই নামের সর্ব্বত্রই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়। তজ্জন্য বিশেষ ইচ্ছা হয় যে, এখানে আরও কিছুদিন বাস করি। অন্যত্র হরিসেবার জন্য আমাকে প্রয়োজন হইলে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম দয়াময়, সেই জন্য কলিকাতার মত স্থানেও বহু ভক্তগণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরিসেবা-প্রমত্ত। তাঁহাদের সঙ্গ আমার শেষজীবনে শ্রীগয়ক্ষিংরাজার ভাগবত-প্রবন্ধের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। যেখানে হরিকথা নাই, সে স্থল যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, আমার আন্তিমকালে সেইসকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। ভগবানের কৃপায় সর্ব্বত্র মঠাদিতে ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া মহা-প্রভুর করুণার কথা চিন্তা করি। কোথায় বিষয়-রসের উপাদেয়তায় জীবন কাটাইতেছিলাম; সেই সঙ্গের পরিবর্ত্তে আজ কিনা আমার নানা গন্ধর্ব স্থানে শ্রীভগবৎ-সেবা ও ভক্তগণের সঙ্গ-লাভ ঘটিতেছে। এইরূপ ভাবে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাইয়া দিলে আমরা হরিবিমুখ হইয়া ক্লেশময় জীবন-যাপন করিব না।

আপনি মহাদেবপুরে ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হরিজন-পরায়ণ জনগণের নিকট অধিক হরিকথা শুনিতে পাইতেছেন না, তজ্জন্য আপনার প্রশংসা করেন নাই বটে, কিন্তু আপনার সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা প্রবৃত্তি অন্যের সহিত সঙ্গ-হইতে পৃথক্ রাখিতেছে। সর্ব্বদা 'গৌড়ীয়' এবং ভক্ত-গণের গ্রন্থাদি নিজে নিজেই পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই ভক্তদিগের মুখে হরিকথা শ্রবণফল লাভ ঘটিবে।

যদিও এই পৃথিবীতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বহু ভক্তের সাক্ষাৎকার আমরা লাভ করি না, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের কথোপকথন ও লীলাকথা গ্রন্থরূপে ও শব্দরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমাদের জাগতিক ক্লেশে তাদৃশ কষ্টের অনুভূতি হয় না। আমরা যদি অপ্রাকৃত রাজ্যের কথায় এখানে বাস করি, তাহা হইলে তাদৃশী স্মৃতি আমাদিগকে জাগতিক কষ্ট হইতে তফাৎ রাখে। যেখানেই থাকুন, ভগবৎ-কথা আপনাকে ছাড়িয়া যাইবে না। সাংসারিক সকল কথার মধ্যেই ভগবানের স্মৃতি ও ভগবদ্ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন। ভগবানের ইচ্ছা হইলে পুনরায় এতৎ-প্রদেশে ফিরিয়া

আসিবার সুযোগে উপস্থিত হইবে। তখন পুনরায় হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইবেন। ভগবান্ যে অবস্থায় ভক্তগণকে রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থাটেই দাস করিয়া নিজের সুখাদি তুলিয়া থাকাই উচিত। ভগবানের কথা—শ্রীমদ্ভাগবত কথা—ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র, সাধারণ সংসারের লোকেরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তবে ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই হরি-স্মরণ হইয়া থাকে। আপনি পারত্রিক মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা-চিন্তিত, সুতরাং এবারেও ভগবান্ তাঁহার কথা সকল আপনার হৃদয়ে প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে,

"বত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥"

আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক বস্তুর অপর পারে তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেই আমাদের আপাত প্রতীতি কমিয়া যায়।

"অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

তাদৃশ ভাগ্য আমাদের কবে উদয় হইবে, যে দিন আমরা সকল শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে এবং তাঁহার অনুসরণে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপথের যাত্রী হইব। ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়, সেই কীর্ত্তন গ্রন্থ-মুখে আপনি শুনিতেছেন, সুতরাং আপনার কোন অভাবের মধ্যে অবস্থিতি মনে করা, উচিত নহে। হিরণ্যকশিপু একদিন ভূমণ্ডলে ভগবান্ নাই স্থির করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদের সহিত নানা বিতণ্ডাযুক্তি ও চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভের মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপু এবং সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন, আর ভগবদ্বিদ্বেষী সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না। মধ্যবর্ত্তি-স্থানে আমরা অবস্থিত হইয়া একবার হরিসেবায় রুচি দেখাই, পরক্ষণেই আবার বিষয়ভোগে মত্ত হই। হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছাক্রমেই আমাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে তাৎকালিক সুখ ও দুঃখভোগ বর্ত্তমান, হরি-সেবায় নিত্যাভক্তি ভগবানের আনন্দবিধান করে। আমরা সেই আনন্দের উদ্দেশে সর্ব্বদা সেবাপর থাকিতে পারি।

এই বিষয়ক পত্রপাঠে আপনার তাৎকালিক কিছু উপকার হইবে কিনা জানি না; আমি ভাষাজ্ঞানে নিতান্ত অপটু, সকলকে সব কথা বুঝাইয়া বলিতে আমার সামর্থ্য নাই বলিয়াই অনেক সময় নিস্তব্ধ থাকি।

উৎসবের পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যমঠের যে সকল আবশ্যক, এখন সেই সকল কার্য্যাদি হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে গৌর-কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীমান্ বিপিনবিহারীর সিংহদ্বারের সহিত গৃহ প্রস্তুত হইতেছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রচার-প্রসঙ্গ

প্রয়াগে—শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ক্ষেত্র পুরাতন শ্রীশ্রীধাম শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক, ইংরেজী, হিন্দী ও বঙ্গভাষার অনর্গলবক্তা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজ ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীরূপ-শিক্ষাক্ষেত্র শ্রীপ্রয়াগ-ধামে শ্রীরূপ-গৌরসংঘে বা গুহ্য ভক্তিকথা বক্তৃতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যামুখে প্রচার করিয়াছেন। গত ইং ২৩।১২।২৭ তারিখে প্রয়াগ ধামস্থ ভরদ্বাজ আশ্রমে একটী বিরাট সভায় শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক আমিজী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং ২৪।১২।২৭ তারিখে স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ উকিল মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ২৫।১২।২৭ তারিখে স্থানীয় Anglo-Bengali Intermediate College Hall-এ শ্রীরূপ-শিক্ষা বা অভিধেয় সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে প্রচারকগণের মধুর সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ভক্তিমন্দাকিনীর সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। সভায় বহু কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীহরিচরণ ঘোষ বি, এ, মহাশয় সভামুখে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচার-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।* এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন। ২৬।১২।২৭ তারিখে কর্ণেলগঞ্জে একটী মহতী সভায় শ্রীচৈতন্য ও ভক্তি-ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হইয়াছিল; ২৭।১২।২৭ তারিখে Mr. F. G. Pearce (Principal) সাহেবের চেষ্টায় ও আহ্বানে কায়স্থ পাঠশালায় একটী বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ বহু কৃতবিদ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের সম্মুখে প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন ও কলিশিক্ষার তাৎপর্য্য বক্তৃতা ও কীর্ত্তনমুখে প্রচার করিয়াছিলেন। সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই সকল অভিনব কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম এবং তদ্ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। স্থানীয় Pioneer, Leader প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকায় শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত প্রচারকবৃন্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচারের কথা বিঘোষিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায়
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৯শে পৌষ, ১৩৩৪, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯২৮ | ২২শ সংখ্যা

দ্বারকার পথে প্রভুপাদ

[প্রভুপাদের পত্র ও ডায়েরী হইতে সংগৃহীত]

আমাদের অনুমিতি বা 'মাউন্ট্ আবু'-যাইবার সঙ্কল্প শুনিয়া শ্রীযুক্ত সর্দ্দা মহাশয় মাউন্ট্ আবু প্রবাসী তাঁহার পরিচিত জনৈক বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের নিকট আমাদিগের আবুতে অভিযানের সঙ্কল্প উল্লেখ করিয়া মধ্যাহ্নকালে একটী তার পাঠাইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে আমাদিগকে আজমীর রেলষ্টেশনে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার জন্য তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু নশ্বর অসুস্থতা বশতঃ তাঁহার স্বয়ং ষ্টেশনে উপস্থিত হইবার সুযোগ হয় নাই। যে ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত সর্দ্দা মহাশয় তার করিয়াছিলেন, সেই ইঞ্জিনিয়ার বাবুটী সেই দিনই মাউন্ট্ আবু হইতে প্রদর্শনীতে যোগদান করিবার জন্য আজমীরে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং মাউন্ট্ আবুতে আমাদের কোথায়ও থাকিবার ব্যবস্থা হয় নাই। আমরা রাত্রে রিজার্ভ গাড়ীতে উঠিয়া প্রাতে মাউন্ট্-আবু রোড্-ষ্টেশনে অবতরণ করি। সেখানে সরকারী কণ্ট্রাক্টারের 'মোটারবাস্' ও মোটার গাড়ীর একচাটিয়া ব্যবসায় আছে; অন্য কোন মোটারওয়ালা তথায় স্থান পায় নাই। প্রাতে প্রায়শঃ একটী 'মোটার-বাস্' 'ট্রেণ' পৌঁছিবামাত্রই রোড্-ষ্টেশন হইতে মাউন্ট্ আবু অভিমুখে যাত্রা করে। তাহাতে প্রত্যেক আরোহীর নিকট হইতে ২৲ দুই টাকা করিয়া মাশুল গৃহীত হয়। মোটার গাড়ীর ভাড়া আরও অনেক বেশী। আমরা প্রাতঃকালে ষ্টেশনে প্রাতঃকৃত্য সমাপন এবং প্রসাদাদি পাইয়া দশটার সময় 'স্পেশাল্ বাসে' মাউন্ট্ আবু যাত্রা করিলাম। আমাদের সঙ্গী শ্রীযুক্ত কিশোরী বাবু ষ্টেশনে আমাদের দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে লাগিলেন, আর অন্যান্য সকলেই আবু যাত্রা করিলেন। আবু যাইবার পথে হস্তীকুলা দীর্ঘকায় নগ্ন প্রস্তরখণ্ড-সমূহ দৃষ্ট হইতে থাকিল। স্থানে স্থানে রাস্তা অপ্রশস্ত। ষ্টেশন হইতে মাউন্ট্-আবু ১৯ মাইল পঞ্চত-পথে যাইতে হয়। মাউন্ট্ আবুর নিকটবর্ত্তী স্থানে 'বশিষ্ঠাশ্রম' অবস্থিত; এতদ্ব্যতীত তথায় আরও কয়েকটী শ্রীরামসীতার মন্দির শোভা পাইতেছে।

মাউন্ট্ আবুতেই গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে রাজ-প্রতিনিধি রাজপুতনার রাজ্য সমূহের শাসনাদি পর্য্যবেক্ষণার্থ অবস্থান করেন। আজমীরের 'চিফ্ কমিশনার'ও এখানেই থাকেন। রাজপুতনার বিভিন্ন রাজন্যবর্গেরও প্রাসাদ-সমূহ মাউন্ট-আবুতেই অবস্থিত। মাউন্ট্ আবু—পর্ব্বতোপরি শোভমান একটী ক্ষুদ্র সহর। এখানে অধিক লোকের বাস নাই, স্থানে স্থানে পর্ব্বতোপরি গৃহসমূহ বিরাজমান। এখান হইতে দুই তিন মাইল দূরে 'দেলোওয়ারা' নামক জৈনমন্দির-সমূহ অবস্থিত। এই জৈনমন্দির-সমূহ ভারত-বর্ষের অদ্বিতীয় স্থপতি-বিদ্যার উৎকৃষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ।

ভারতবর্ষে যে সকল প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে, তন্মধ্যে মাউন্ট্ আবুর জৈনমন্দিরসমূহই শ্বেত মর্মরপ্রস্তর-নির্মিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ কারুকার্য্য-সমন্বিত বলিয়া মনে হয়। শুনা যায়, ৩০০ তিন শত মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা হইতে দুষ্প্রাপ্য শ্বেত-প্রস্তরখণ্ডসমূহ কাটিয়া আনিয়া এই মন্দির-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান জৈন-সম্প্রদায় 'শ্বেতাম্বর' ও 'দিগম্বর'—এই দুইটী প্রধান শাখায় বিভক্ত। এই 'শ্বেতাম্বর' ও 'দিগম্বর' জৈন-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন কথা শ্রুত হয়। রথবীর-নগরে 'সহস্রমল্ল' নামে জনৈক রাজসেবক বাস করিতেন। একদিন তিনি তাঁহার মাতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া রাত্রিকালে গৃহত্যাগ করেন এবং 'আর্য্যকৃষ্ণ' নামক জনৈক জৈন-সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হন। সহস্রমল্ল রাজার নিকট হইতে পূর্ব্বে একখানি উৎকৃষ্ট কম্বল উপহার-স্বরূপে পাইয়াছিলেন। সেই কম্বলখানির উপর গৃহত্যাগী সহস্রমল্লের অত্যন্ত আসক্তি ছিল; অধিকাংশ সময়েই সহস্রমল্ল ঐ কম্বলটীকে সযত্নে রক্ষা করিবার চেষ্টা দেখাইতেন। আর্য্যকৃষ্ণ গৃহত্যাগী সহস্রমল্লের একখানি কম্বলের প্রতি এতদূর আসক্তি দেখিতে পাইয়া সহস্রমল্লের অনুপস্থিতিকালে ঐ কম্বলটীকে কোন একটী শিষ্যের দ্বারা ছিন্ন করাইয়া দিলেন। সহস্রমল্ল তাঁহার আসক্তির বস্তুটীর ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি আর কখনও কোনপ্রকার বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবেন না। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সহস্রমল্ল (পরবর্ত্তীকালে 'শিবভূতি' নামে খ্যাত) গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী জনৈকা ভগ্নীও সহস্রমল্লের আদর্শে দিগম্বরী হইলেন; কিন্তু সহস্রমল্ল বা শিবভূতি স্ত্রীলোকের নির্ব্বাণ হইতে পারে না জানাইয়া উত্তরাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন। পরে তিনি কৌণ্ডিন্য ও কোট্টবীর নামক দুইজন ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে এই দিগম্বর-জৈনমত প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। দিগম্বরগণের মতে নগ্নতাই নির্ব্বাণ লাভের মুখ্যোপায় ও স্ত্রীমুক্তি-নিষেধ বিঘোষিত হইয়াছে। জৈনদিগম্বর ও শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কিংবদন্তী শ্রুত হইয়া থাকে। শুনা যায়, জৈন-সম্প্রদায়ের সর্ব্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণের প্রায় দুইশত বৎসর পরে যখন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে মগধরাজ্যে দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী একটী ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। 'ভদ্র-বাহু' নামক এক জৈন-সন্ন্যাসী সেই সময় জৈন-সম্প্রদায়ের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুর্ভিক্ষের কবল হইতে জৈন ভিক্ষুগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভদ্রবাহু শিষ্যদ্বাদশ-বর্গের সহিত দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট-প্রদেশে গমন করেন। অবশিষ্ট যে সকল জৈনধর্ম্মাবলম্বী এই প্রদেশে রহিলেন, তাঁহারা জৈনগুরু স্থূলভদ্রের অধীনে অবস্থান করেন। এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে জৈনভিক্ষুগণ তাঁহাদের শাস্ত্রোচিত আচারাদি প্রায় বিস্মৃত হইয়া যান। দুর্ভিক্ষ নিবৃত্ত হইলে পাটলীপুত্র নগরে জৈনভিক্ষুগণের একটী সঙ্ঘ আহূত হয়। জৈন-শাস্ত্র-সমূহ পুনঃ সঙ্কলনের প্রস্তাব প্রস্তাবোদ্দেশেই সেই সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছিল। ভদ্রবাহু তখনও দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ না করায় সেই সঙ্ঘে যোগদান করিতে পারেন নাই। শুনা যায়, জৈন-শাস্ত্র-সমূহের পুনঃ সঙ্কলন ও পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধনের সহিত তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারও অনেকটা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে নির্গ্রন্থগণ বেত্রপত্রাবৃত নগ্নদেহে বিচরণ করিতেন, তখন সেইভাব পরিত্যক্ত হয়। জৈনভিক্ষুগণ তখন হইতে শ্বেতবস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। এই শ্বেতপরিচ্ছদ পরিধানকারী জৈনভিক্ষুগণই 'শ্বেতাম্বর' জৈন-সম্প্রদায় নামে পরিচিত হইলেন। অন্যপক্ষে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে যাঁহারা দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, সেই সকল জৈনভিক্ষুগণ নগ্নদেহেই বিচরণ করিতেন। দুর্ভিক্ষ শান্তির পর দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও তাঁহাদের সেই নগ্নদেহে বিচরণের প্রথা বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারা 'দিগম্বর' নামে পরিচিত হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলিত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইঁহারা পাটলীপুত্রের সঙ্ঘে সঙ্কলিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কোনও প্রকার রীতিনীতি গ্রহণ করিতেও ইচ্ছুক হইলেন না। সেই হইতেই উভয় সঙ্ঘের আচার-ব্যবহার এবং মতপার্থক্যে দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইল। কেহ কেহ বলেন, ৮২ খৃষ্টাব্দে এই উভয়-সম্প্রদায়ের পার্থক্য বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। 'শ্বেতাম্বর' ও 'দিগম্বর' এই দুই সম্প্রদায় হইতে আবার অনেকগুলি "গচ্ছ" উৎপন্ন হইয়াছে।

মেলোয়ারায় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈন-সম্প্রদায়েরই মন্দির-সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। দিগম্বর-সম্প্রদায়ের মন্দিরে প্রবেশের জন্য কোন শুল্ক লাগে না; কিন্তু শিরোহিরাজের রাজ্যান্তর্ভুক্ত বলিয়া শ্বেতাম্বর-মন্দিরের দর্শনাভিলাষী-প্রত্যেককেই ১৷০ পাঁচসিকা করিয়া শুল্ক প্রদান করিতে হয়, শুল্ক ব্যতীত কাহারও মন্দির-মধ্যে প্রবেশাধিকার নাই; তবে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট হইতে শুল্ক আদায়ের তাদৃশ কঠোরতা নাই। এতদ্ব্যতীত দর্শকমাত্রের নিকট হইতেই শিরোহি-ষ্টেটের কর্ম্মচারিগণ প্রবেশশুল্ক আদায় করেন। শ্বেতাম্বর-মন্দিরের দ্বারদেশে দ্বার-রক্ষকসমূহ দণ্ডায়মান আছে; দ্বারদেশে জৈনগণের ও একটী স্থান আছে। যে-সকল মন্দির-দর্শনাভিলাষী যাত্রী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই নির্দ্দিষ্ট শুল্ক গৃহীত হইল; ইহাতে আমাদিগকে অনেকক্ষণ দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সেইকালে আমরা চিন্তা করিলাম যে, জৈন তীর্থযাত্রিগণ এই অতিরিক্ত মাশুল দিতে সহজেই প্রস্তুত হইতে পারেন; কিন্তু অন্যান্য যাত্রিগণের এইরূপ প্রবেশিকা-প্রদান করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার এত আগ্রহ কেন? অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই সেই সন্দেহের প্রত্যক্ষ মীমাংসা পাইলাম।

অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণভাগে দেখিলাম, জৈন-গণের বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মুনি-সুব্রতস্বামীর একটী প্রস্তর-মূর্ত্তি বিরাজমান। রাজা ভীমদেবের প্রধিতনামা সেনাপতি বিমলসাহ ১০৪০ খৃষ্টাব্দে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে এই মূর্ত্তি উত্তোলন করেন; ইহা তথায় একটী প্রস্তরফলকে লিখিত রহিয়াছে। ইহার সম্মুখেই বামদিকে প্রবেশদ্বারে ঋষভদেবের একটী মন্দির আছে। সেই মন্দিরটী ১০৩১ খৃষ্টাব্দে উপরি উক্ত বিমলসাহ রাজ-সেনাপতির যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে ১৮,৫২০০০০ (আঠার কোটি বায়ান্নলক্ষ) টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিকে চকের ন্যায় স্থান প্রস্তর-বিনির্ম্মিত। উহার বারেন্দাগুলি ও গৃহাভ্যন্তর, সকলই প্রস্তরময় এবং অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে খচিত। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জৈনমন্দির-সংবলিত প্রাঙ্গণে ঋষভদেবের একটী বৃহৎ মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে নাট্য-মন্দির, সকলগুলিই প্রস্তরের উপর খচিত অতীব মনোহর কারুকার্য্যে সুশোভিত। মন্দিরের চাঁদনি পরম রমণীয় ও সুরম্য কারু-কার্য্যসমন্বিত খোদিত স্তম্ভের উপর অবস্থিত। গম্বুজের অভ্যন্তরগুলি বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সুদৃশ্য চিত্রাদিতে বিভূষিত। চতুর্দ্দিকে অতি সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য-খচিত শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত ঝালর শোভা পাইতেছে। এই কারুকার্য্যগুলি এইরূপ সূক্ষ্ম যে, দেখিলে মনে হয়, যেন এইগুলি নিশ্চয়ই হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত। শ্বেত মর্ম্মরের উপর এরূপ সূক্ষ্মকার্য্য, অসংখ্য সুষমা মর্ম্মর-স্তম্ভ, সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ, বিবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-সমন্বিত ঝালর প্রভৃতি অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই মন্দিরের এক কোণে অম্বাদেবীর একটী মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। জৈনগণের মধ্যে কিংবদন্তী এই যে, এই অম্বাদেবীই স্বপ্ন প্রদান করিয়া এই স্থানের তীর্থত্ব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির-গুলিতে জৈনভিক্ষুগণের তাপসোচিত নগ্ন পুরুষমূর্ত্তিসমূহ উপবিষ্ট হইয়া বিরাজিত; কেবল অম্বাদেবীই কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তিগুলি সমুদায়ই ভিন্ন ভিন্ন তীর্থঙ্করের।

জৈনগণের বিচারে যাঁহারা তীর্ণ অর্থাৎ সংসারসমুদ্রো-ত্তরণ লাভ করিয়াছেন এবং সাধারণ জীবকে সংসারসাগর হইতে তরণ করেন, তাঁহারাই তীর্থঙ্কর নামে খ্যাত।* ভাগবতীয় পঞ্চবিংশতি কল্পাবতার বা লীলাবতারের অনুকরণে জৈনগণ ২৪টী তীর্থঙ্কর এবং বৌদ্ধগণ ২৪টী বুদ্ধের অবতার নির্ণয় করেন। সাত্বত শাস্ত্রে যে-সকল অপভ্রষ্ট দেবতার কথা শ্রুত হয়, সাত্বতগণ বলেন, আনুকরণিক বেদ-ভাগবত-বিরোধী-সম্প্রদায় সেই সকল অপভ্রষ্ট দেবতাকেই স্ব-স্ব-মতের প্রবর্ত্তক বা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতের বিচারে যেরূপ ২৪টী কল্পাবতারের মধ্যে ২৩টী অতীত কল্পাবতার ও ১টী ভবিষ্যকল্পাবতার বা কল্কিদেবের কথা শ্রুত হয়, তদনুকরণে জৈনগণও ২৩টী তীর্থঙ্কর ও "সুভৌমস্বামী" নামক একটী ভবিষ্যতীর্থঙ্করের কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যখন জৈনধর্ম্ম নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন তাঁহাদের ধর্ম্মোদ্ধারের জন্য তীর্থঙ্কর সুভৌমস্বামী আবির্ভূত হইবেন। কল্কিপুরাণের অনুকরণে জৈনসম্প্রদায়ে সুভৌম চরিত নামে ভবিষ্যতীর্থঙ্কর সুভৌম-স্বামীর একটী কৃত্তান্তও রচিত হইয়াছে।

জৈনশাস্ত্রের মতে 'উৎসর্পিণী' ও 'অবসর্পিণী' নাম্নী দুইটী কাল-গণনার কথা লিপিবদ্ধ আছে। বর্ত্তমানে যে কাল চলিতেছে, তাহাই 'অবসর্পিণী', আর তৎপূর্ব্বে যে কাল গত হইয়াছে, তাহার নাম 'উৎসর্পিণী'। 'উৎসর্পিণী' ও 'অবসর্পিণী' এই উভয়বিধ কালেই বিভিন্ন নামে খ্যাত ২৪ জন তীর্থঙ্কর উদিত হইয়াছেন। উৎসর্পিণীতে যে ২৪ জন তীর্থঙ্কর উদিত হইয়াছিলেন, ক্রমানুসারে তাঁহাদের নাম এই—(১) কেবল জ্ঞানী, (২) নির্ব্বাণী, (৩) সাগর, (৪) মহাযশা, (৫) বিমলনাথ, (৬) সর্ব্বানুভূতি, (৭) শ্রীধর, (৮) দত্ত, (৯) দামোদর, (১০) সুতেজা, (১১) স্বামী, (১২) মুনি সুব্রত, (১৩) সুমতি, (১৪) শিবগতি, (১৫) অস্তাগ, (১৬) নেমীশ্বর, (১৭) অনল, (১৮) যশোধর, (১৯) কৃতার্থ, (২০) জিনেশ্বর, (২১) শুদ্ধমতি, (২২) শিবকর, (২৩) সুজন এবং (২৪) সংপ্রতি।

(বর্ত্তমান) অবসর্পিণীতে ক্রমানুসারে নিম্নলিখিত ২৪ জন তীর্থঙ্করের কথা জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে—(১) ঋষভদেব, (২) অজিতনাথ, (৩) সম্ভবনাথ, (৪) অভিনন্দন, (৫) সুমতি, (৬) পদ্মপ্রভ, (৭) সুপার্শ্ব, (৮) চন্দ্রপ্রভ, (৯) সুবিধি (অপর নাম পুষ্পদন্ত), (১০) শীতলনাথ, (১১) শ্রেয়াংস-নাথ, (১২) বাসুপূজ্য, (১৩) বিমলনাথ, (১৪) অনন্তনাথ, (১৫) ধর্ম্মনাথ, (১৬) শান্তিনাথ, (১৭) কুন্থুনাথ, (১৮) অরনাথ, (১৯) মল্লিনাথ, (২০) মুনি সুব্রত, (২১) নমীনাথ, (২২) নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি, (২৩) পার্শ্বনাথ, (২৪) মহাবীর বা বর্দ্ধমান।

এই সকল তীর্থঙ্করের প্রত্যেকেরই পিতৃনাম, মাতৃনাম, বিমান-নাম, জন্মতিথি, জন্মনগরী, চিহ্ন, আয়ুষ্মান, কুল, দীক্ষাবৃক্ষ, মোক্ষস্থান প্রভৃতির নাম ও তাঁহাদের শিষ্যগণের বিবরণ জৈনাগমে দৃষ্ট হয়। দিগম্বরগণ উপরি-উক্ত ২৪ জন তীর্থঙ্করের জীবনী ও বিবরণ—যাহা সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই 'চতুর্ব্বিংশতি-জৈনপুরাণ' নামে খ্যাত। জৈনগণ শেষ ২৪ জন তীর্থঙ্করেরই মূর্ত্তি সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিয়া থাকেন। এরূপ পূজা-পদ্ধতি সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের অনুকরণে কল্পিত হইলেও ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'আচার্য্য-পূজা' নহে, ইহা একপ্রকার 'বীরপূজা'; সুতাত্ত্বিকগণ ইহাকে অপর ভাষায় 'পৌত্তলিকতা' বলেন।

জিনগণের দ্বিবিধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়—(১) পদ্মাসন-মূর্ত্তি ও (২) খড়্গাসন-মূর্ত্তি। পদ্মাসন-মূর্ত্তি উপবিষ্ট অবস্থায় এবং খড়্গাসন-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় বিরাজিত থাকে। হিন্দুদেব-দেবীর পূজার ন্যায় ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদিদ্বারা জৈনগণ তাঁহাদের পূজ্য জিনগণের পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যজ্ঞের প্রথাও প্রচলিত আছে। কিন্তু শুনা যায়, তাঁহারা কেহই জিনগণের নিকট নিবেদিত বস্তুসমূহ গ্রহণ করেন না। তৎসমুদয় 'নির্ম্মাল্য' নামে অভিহিত হয় এবং ঐ সকল নির্ম্মাল্য গ্রহণে পাপ সংক্রামিত হয়; ইহাই জৈনগণের ধারণা। জৈন-যতিগণের মধ্যে পঞ্চবিধ তপস্যার কথা শুনা যায়, তাহা এই—(১) চৈত্য-পরিপাট অর্থাৎ জৈন মন্দির-সংস্কার, (২) জিন-বন্দনা, (৩) সাম্বৎসরিক তীর্থ পরিভ্রমণ, (৪) পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান এবং (৫) ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। জৈনশাস্ত্র-মতে বিঘ্নের এই যে, দান-অন্তরায়, লাভগত-অন্তরায়, বীর্য্যগত-অন্তরায়, ভোগ-অন্তরায়, উপভোগ-অন্তরায়, পদার্থে প্রীতি-অপ্রীতি, সপ্ত প্রকার ভয়, ঘৃণা, শোক, কাম, দর্শনমোহ, অজ্ঞান, নিদ্রা, অবিরতি, রাগ ও দ্বেষ—এই অষ্টাদশ প্রকার দোষ যাঁহার নাই, তিনিই 'জিন', 'অর্হৎ', 'তীর্থঙ্কর', 'জগৎপ্রভু', 'সর্ব্বজ্ঞ', 'আপ্ত' প্রভৃতি পদবাচ্য।

এই সকল তীর্থঙ্করের প্রস্তর নির্ম্মিত-মূর্ত্তি-সমূহ আমরা ঋষভদেবের মন্দিরের সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গণে বহু ক্ষুদ্র মন্দিরে মধ্যে দেখিতে পাইলাম। মর্ম্মর প্রস্তরের উপর অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-শোভিত এই সকল মন্দির বহু ব্যয়-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। বৈদেশিক ধর্ম্ম-বিদ্বেষ ফলেও এই সকল মন্দিরের কোন অংশই বিখণ্ডিত হয় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, বৈদেশিকগণ জৈন মন্দিরের প্রতিমাসমূহকে হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমার তুল্য না জানিয়া বীরগণের প্রতিমূর্ত্তি-রূপেই ধারণা করিবার উপদেশ পাইয়াছিলেন; তাই তাঁহারা জৈনগণের আচরণ তাঁহাদেরই তুল্য মনে করিয়া বীর-পূজাকে তাঁহাদের ধারণার 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া বিচার করিতে পারেন নাই। অথবা এই সকল জৈন-মন্দির ও তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি-সমূহ পার্ব্বত্য-প্রদেশে অবস্থিত থাকা-হেতু ইহা কোনও দিন নিরাকারবাদিগণের আক্রমণের বস্তু হয় নাই।

এই জৈন আদিনাথ ঋষভদেবের মন্দিরটী বামে রাখিয়া

আরও অগ্রসর হইলে নেমিনাথের আর একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি জৈনগণের অবসর্পিণী কালচক্রে দ্বাবিংশতিতম তীর্থঙ্করূপে গণিত হন। রণবৃত্তিবল নৃপতির মন্ত্রী বাস্তুপাল ও তেজপাল নামক ভ্রাতৃদ্বয় ১২৩১ খৃষ্টাব্দে ১২,৫৩,০০০০০, (বার কোটী তিপ্পান্ন লক্ষ) টাকা ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাও আদিদেবের মন্দিরেরই মত ; স্থানে স্থানে কারুকার্য্যে কিছু কিছু বৈষম্য আছে। এস্থানে আর একটী আদিদেবের মন্দির এবং পার্শ্বনাথের মন্দির দেখা গেল।

পার্শ্বনাথ জৈনদিগের ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর, মহাবীরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জিন। জৈনগণের বিচারে ইনি বারাণসী পুরীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় অশ্বসেন নামক নৃপতি ও বামা নাম্নী তন্মহিষীর পুত্ররূপে পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ১০ম দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য তীর্থঙ্করের ন্যায় পার্শ্বনাথেরও গর্ভবাস ও জন্ম-সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক কথা জৈনগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। অশ্বসেন-মহিষী বামাদেবী যে পুত্রটী প্রসব করিলেন, তাহা দেখিতে নীলবর্ণ ও সর্পচিহ্নিত ছিল। বামাদেবী গর্ভাবস্থায় একদিন রাত্রিকালে একটী সর্পকে স্বীয় পার্শ্বদেশে বিসর্পিত হইতে দেখিয়াছিলেন, এই ঘটনা অনুসারেই অশ্বসেন রাজা স্বীয় পুত্রের নাম 'পার্শ্ব' রাখিলেন। পার্শ্বনাথ বাল্যকাল হইতেই সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিবাহাদি করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু 'পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য'—এই নৈতিক বিচারাবলম্বনে তিনি কুশস্থল দেশীয় নর বর্ম্মা নামক প্রব্রজ্যাগত এক ধর্ম্মশীল নৃপতির কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করিলেন। বারাণসীতে কোন পঞ্চাগ্নিতপস্যারত ব্যক্তির বহ্নি-কুণ্ড মধ্যে একটী সর্পকে দহ্যমান দেখিয়া পার্শ্বনাথের হৃদয়ে অত্যন্ত করুণার সঞ্চার হইল এবং তিনি বিচার করিলেন, যে-ধর্ম্মে প্রাণী-হিংসা আছে, তাহা ধর্ম্ম মধ্যে গণিত নহে। আর একদিন তিনি একটী উদ্যানস্থ প্রাসাদ মধ্যে তীর্থঙ্কর নেমির তাপসোচিত মূর্ত্তি দর্শনে বৈরাগ্য ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। মাতা-পিতার নিকট অনুমতি লইয়া তিনি বারাণসীর কোন্ একটী আশ্রমপদে উপস্থিত এবং পৌষ মাসীয় কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে দীক্ষিত হইলেন। সার্দ্ধ ত্রিদিবস নিরম্বু উপবাস থাকিয়া তিনি যতি-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। তিন শত সহচর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। তিনি ধাতকী বৃক্ষতলে চতুরশীতি দিবস তপস্যায় রত থাকিয়া কেবল জ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার যশ ক্রমশঃ বিস্তারিত হইতে থাকিল। তিনি নানা দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া পুণ্ড্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তথা হইতে তাম্রলিপ্তে গমন করিলেন। তথায় 'সাগরদত্ত' নামক জনৈক যুবক এবং পরে 'শিব', 'সুব্রত', 'সৌম্য' ও 'জয়' নামক আরও চারিজন ধর্ম্মজিজ্ঞাসুকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। জৈন কল্পসূত্র হইতে জানা যায়, পার্শ্বনাথ শত বৎসর বয়সে ৭৭৭ পূর্ব্ব-পূর্ব্বাব্দে 'সমেত' গিরিশিখরে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

শ্বেতাম্বরীয়গণের একটী মন্দির দেখিয়া আমরা দিগম্বরীয় মন্দিরগুলি দর্শন করিলাম। দিগম্বরীয় মন্দিরগুলি পরবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং শ্বেতাম্বরীয়গণের ন্যায় ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন নহে।

বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বৈদিক ধর্ম্মসৌধের একটী প্রধান স্তম্ভ। ছান্দোগ্যাদি উপনিষৎ, বেদান্তভাষ্যের অণুভাষ্য-প্রকরণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি ইতিহাস-পুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গতি-সিদ্ধান্ত সমালোচনা করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম বা দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম বৃত্তগত বিচারের উপরই প্রতিষ্ঠাপিত। উপনিষৎ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতিতে ইহার অসংখ্য নজির দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে-দিন হইতে এই বৃত্তবর্ণ নিরূপণ-প্রণালীতে ব্যভিচারের সূত্রপাত হইল, সেই দিন হইতেই বৈদিকধর্ম্মের সুদৃঢ়সুষমাসৌধপরীরে আঘাত লাগিল। সেই ক্রিয়ার প্রবলা প্রতিক্রিয়াস্বরূপে নানা প্রকার অবৈধ ব্যবস্থা বৈদিক-ধর্ম্মের নামে তাহাতে প্রবেশ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মকে অপস্বার্থপরতার একটী আদর্শরূপে স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। তৎফলেই কতকগুলি অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চবর্ণ প্রাপ্তির আশারহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈশ্যগণ জৈনধর্ম্ম প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রতিযোগিতার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। ইহার প্রবলা প্রতিক্রিয়াস্বরূপে আবার জন্মগত বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িতে থাকিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদিক ধর্ম্মের

প্রতিযোগিস্বরূপে কিরূপে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম ভারতবর্ষে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিশেষ গবেষণামূলক বিচার দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে দেখাইয়াছেন যে, ভূতবর্গবিচারের ব্যভিচারদলেই ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিযোগী জৈন, বৌদ্ধাদি ধর্ম্মের অনুগম হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "বর্ণাশ্রমরূপধর্ম্ম অনেকদিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে, কালক্রমে ক্ষত্রস্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত করায়, স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে স্বার্থপরতঃ শান্তিভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহারা তদুভয় বর্ণ মধ্যে যে কলহ-বীজ উপ্ত হয়, তাহার ফলস্বরূপ অন্যান্য বর্ণ ব্যবস্থা ক্রমেই বহুমূল হইতে লাগিল। ... ব্রহ্ম-স্বভাব-বিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রস্বভাববিহীন ক্ষত্রিয় সকল যুদ্ধে অপারগ হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিক্-স্বভাব-বিহীন বৈশ্যগণ জৈনাদি-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। শূদ্র-স্বভাব-বিহীন শূদ্র-সকল স্বভাব-বিহিত কার্য্যে অধিকার না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; ম্লেচ্ছদেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইল। অর্থযান ব্যবহার উঠিয়া গেল। দেবাও প্রকটরূপে রহিল না। কাজে কাজেই কলির অধিকার প্রগাঢ় হইল। অহো! সর্ব্ব জাতির শাসনকর্ত্রী ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্য জাতি, তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা কেবল জাতির বার্দ্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে এমত নয়, কিন্তু অবৈধ-বর্ণবিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সম্ভাপন করণে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।"

যথার্থ বৈদিকধর্ম্মের তাৎপর্য্যের অপব্যবহারস্বরূপ বৈষ-বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরোধী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্ম ও তৎপ্রতিযোগী বৌদ্ধ-জৈনাদিধর্ম্ম ভাগবত-ধর্ম্মের নিকট 'পাষণ্ড মত' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে জৈনধর্ম্মের নিন্দা ও ৬ষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তধর্ম্মের গর্হণ বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর-সংস্থান-চাতুর্য্যবশতঃ কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তধর্ম্ম সাধারণ অতাত্ত্বিক-সম্প্রদায়ে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রতিযোগী বৌদ্ধ-জৈনাদি ধর্ম্মের ন্যায় বিগর্হিত না হইলেও সুতাত্ত্বিক ভাগবতগণের বিচারে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তধর্ম্ম তৎপ্রতিযোগী বৌদ্ধ-জৈনাদি ধর্ম্মেরই একটী প্রচ্ছন্ন প্রকারবিশেষ। ভাগবতগণ যে সকলকে 'প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ' ও প্রচ্ছন্ন জৈনধর্ম্ম বলিয়া বিচার করিয়াছেন, সেই সকল ধর্ম্মের সহযোগী বা পর্য্যায়সূত্রে বৈষবর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্ম অবস্থিত। ইহা একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই সারগ্রাহিগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই জন্যই কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত এবং আপাত তৎপ্রতিযোগী জৈন-বৌদ্ধাদি ধর্ম্ম উভয়েই ভাগবতধর্ম্মের নিকট 'পাষণ্ড মত' বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। ভাগবতধর্ম্মের অপর নাম—সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম।*

ভাগবতের বর্ণনায় যেরূপ জৈন বৌদ্ধাদি-মতকে 'পাষণ্ড-মত' বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়, ভাগবত-ধর্ম্মের মূর্ত্ত-বিগ্রহের লীলাকারী শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতামৃতেও কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায়—"যেইকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচসাত আইল। আসি কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাসিল নিমাঞি। যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই।"—সেইরূপ স্পষ্টাক্ষরে কর্ম্ম জড়-স্মার্ত্ত ধর্ম্মকেও 'পাষণ্ড মত' বলিয়াই প্রচারিত দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরুক্ম-চরিত্রে রত্নকবধ-লীলা বাহ্যিক বিপ্রগণের আদর্শ প্রকৃতি প্রদর্শনদ্বারা যেরূপ স্মার্ত্তধর্ম্ম নিরস্ত হইয়াছে, তদ্রূপ নিমাঞির সংকীর্ত্তন বা ভাগবত ধর্ম্মধারাও স্মার্ত্তধর্ম্ম 'ভগ্ন' হইয়াছে। ঈশ্বরসংস্থানচাতুর্য্যবিশিষ্ট কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তধর্ম্মে যাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় নাই বা চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাই জৈনাদি ধর্ম্মে সুস্পষ্ট ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। সাত্বত শাস্ত্রের সর্ব্বত্র জৈন বা প্রচ্ছন্ন জৈনমত খণ্ডিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে জৈনমতের খণ্ডন দৃষ্ট হয়। আচার্য্যগণের বিবিধভাষ্যে জৈনমতের খণ্ডন দেখা যায়। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণের জৈনমত-খণ্ডন-

* এতন্নানের লোকেষ্বিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ। (ভাঃ ৬।৩।২২)

প্রসঙ্গ সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রপাঠিগণের অবিদিত নাই। যাদি-রাজস্বামী তাঁহার "পাষণ্ডমত খণ্ডন" নামক গ্রন্থে জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্রেও জৈনমতের খণ্ডন দৃষ্ট হয়।

সমগ্র জৈনশাস্ত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, আর্থিক, নৈতিক বা স্মার্ত ধর্ম চরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যতদূর পর্যন্ত অভিধোহন করিতে পারে, জৈনধর্ম তাহারই একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। জৈনধর্ম্মে শুষ্ক-বৈরাগ্য, কঠোরতা, কৃত্রিম ব্রহ্মচর্য্য, বস্তুত্যাগ, বাহ্য ও আন্তর সর্ব্ববিধ মৈথুন পরিত্যাগ, চিত্তস্থৈর্য্য, ব্রত, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, ভায়বৃত্তি, বিনয়, পবিত্রতা, দীনতা, তৃষ্ণাত্যাগ, সত্যকথন, সন্তোষ, দানশীলতা, শীলসম্পন্নতা, ক্রোধ-পরিত্যাগ, হাস্যবর্জ্জন, বিশীল-বর্জ্জন, লোভপরিহার, অতিলোলুপত্ব-নিষেধ, জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা চিন্তা, বিবিধ নীতিকথার অবতারণা, জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা, অতিথি-সেবা, পরোপকার, ক্ষমা, অত্যধিক অহিংসা, বীরপূজা, শ্রেষ্ঠের সম্মান, জাতিভেদ-সংরক্ষণ প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক নৈতিক-ধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। জৈনশাস্ত্র-গুলিকে প্রাপঞ্চিক অজ্ঞতজ্ঞানোত্থ সদ্নীতির পূর্ণভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জৈনগণ তীর্থঙ্করাদির পূজা-অর্চ্চা প্রভৃতিতেও নিরত, কিন্তু এতদূর নৈতিক-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠার আদর্শ জৈনধর্ম্ম-মতে বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবত সেই পরম নৈতিক মতকেও 'পাষণ্ড মত' বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন, ইহার কারণ যদি কোন শাস্ত্রগ্রাহী ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাপঞ্চিক নৈতিকধর্ম্ম পরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেও উহা অধোক্ষজের সেবা বা ভক্তিধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইতে পারে না—ভাগবতধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হওয়া দূরে থাকুক, সাত্বত সিদ্ধান্ত মধ্যে বিচারিত হওয়া দূরে থাকুক, ঐরূপ নৈতিক বা স্মার্তধর্ম্ম কখনই ভক্তি-ধর্ম্মের উপায় বা অঙ্গরূপেও গৃহীত হইতে পারে না। ঐরূপ প্রাপঞ্চিক নৈতিক বা স্মার্তধর্ম্ম ভাগবতধর্ম্মের সুদর্শনচক্রের অতিমর্ত্য তাপময় জ্যোতির নিকট পরিম্লানে উহাকে পাষণ্ডমত বা হেয়জ্ঞানে পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কেহ কখনও ভাগবতধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশাধিকারই পাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রবেশ করিয়াই যে রজক-বধ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিধৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণ মনো-ধর্ম্মোত্থ প্রাপঞ্চিক, নৈতিক বা স্মার্ত-ধর্ম্মের আদর্শ-নিরাস-দ্বারা স্বরাট্ পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সুখ-তাৎ-পর্য্যপরতাত্মিকা শুদ্ধা ভক্তি বা প্রবুদ্ধ আত্মার নিত্যবৃত্তির স্বরূপ বিচারক্ষেত্র শ্রীদ্বারকা, মথুরা-পথের যাত্রিগণের আদর্শ পাইয়া থাকেন অর্থাৎ পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনের যাত্রিগণ কখনও মনোধর্ম্মোত্থ নৈতিক বা স্মার্ত-ধর্ম্মকে অধোক্ষজ সেবাধর্ম্মের উপায়রূপে গ্রহণ করেন না। তাঁহারা অন্যাভিলাষযুক্ত বিদ্ধ ও পাষণ্ড মত-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অধোক্ষজ স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিরুপাধি ইন্দ্রিয়তর্পণতুল্য শুদ্ধা সেবারই গ্রাহক হন। তাঁহারা জানেন, "হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ"—যাহারা একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণরত নহে, তাহাদিগের মধ্যে কোন মহদ্গুণ থাকিতে পারে না, তাহাদের ভাল-মন্দ, নীতি-অনীতি সকলই মনোধর্ম্ম, উহার মূল্য অধোক্ষজ ধর্ম্মের বিচারে অকিঞ্চিৎকরও নহে। যাঁহারা একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যেই 'সমস্ত ভাল-মন্দ' সন্নিবিষ্ট করেন, তাঁহারাই অন্যান্য প্রাপঞ্চিক নৈতিক বা স্মার্তধর্ম্মকে দূরতঃ 'পাষণ্ড মত' জ্ঞানে পথে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিহারভূমি দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনের পথের প্রকৃত যাত্রী হইতে পারেন—তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের ধামে প্রবেশ করিতে পারেন। জীব শ্রীকৃষ্ণের ধামে গমনোন্মুখ হইলে দেবতাগণ মৎসরতাবশে সেই সকল প্রত্যাক্ষণবণ জীবকে তাহাদের অনাদি বহির্ম্মুখতার সহজস্বভাবে পুনরায় আনয়ন করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে নানাপ্রকার প্রাপঞ্চিক নৈতিক বা স্মার্তধর্ম্মের আদর্শপরাকাষ্ঠা-সমূহের সুরম্য সৌধরাজি উপস্থাপিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ধামের যাত্রীকে পাষণ্ডমতে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু যাঁহারা অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের চরণরেণুর সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল চরণরেণুর শোভার নিকট প্রাপঞ্চিক নৈতিক বা স্মার্ত-ধর্ম্মের সৌধরাজির শোভার স্পর্দ্ধা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ধামের যাত্রী হন। আমরা দ্বারকার পথে যাইতে যাইতে এই সমস্ত বিচার করিতে লাগিলাম।

দেলোয়ারায় ও আবু পর্ব্বতে অবস্থান-কালে আকাশে একটু মেঘ দেখা দিল। আমরা বেলা ২।০ টার মধ্যেই ষ্টেশন-রোডে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তথায় অতিরিক্ত বৃষ্টি ও ঝড়ের ফলে অসংখ্য বৃক্ষাদি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই সিন্ধু মেল গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আমরা আবু রোড-ষ্টেশন পরিত্যাগপূর্ব্বক মেসানা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

মেসানায় বরদারাজের অনেকগুলি বৃহৎ প্রাসাদ রহিয়াছে। তথায় সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইলাম। প্রায় ১॥০ ঘণ্টা পরে বিরাম-গ্রামের গাড়ী ছাড়িল। মেসানায় শ্রীযুক্ত সর্দ্দার মহাশয়ের পরিচিত একটী রেলওয়ে কর্ম্মচারী আমাদিগকে রাত্রে রিজার্ভের বন্দোবস্ত করিয়া বিরাম-গ্রামে তার প্রদান করিলেন। মধ্যরাত্রে গাড়ী বিরামগ্রামে পৌঁছিয়াছিল। মেসানার জল লবণাক্ত ও নিতান্ত বিস্বাদযুক্ত। বিরামগ্রাম ষ্টেশনে মধ্যরাত্রে এক ঘণ্টার উপর প্ল্যাট-ফরমে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। পরে আমাদিগের reserved গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গাড়ীতেই একাদশ পরদিবস সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দ্বারকায় পৌঁছিয়াছিলাম। পথে ওয়াদহান, মর্ভি, রাজকোট, জামনগর প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানগুলি গাড়ীতে থাকিয়াই দর্শন করিয়াছিলাম।

মর্ভি একটী সুন্দর স্থান। শুনা যায়, ইহার নিকটই আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক দয়ানন্দ সরস্বতী জন্ম গ্রহণ করেন। কাথিওয়ারের মধ্যে রাজকোটই প্রধান নগর। জামনগর দূর হইতে অতি সুন্দর বোধ হইল। রাজকোট হইতে জামনগর আসিবার পথে আমার পদচক্ষুটী রেলগাড়ীর সার্শি ও খড়খড়ির মধ্যবর্ত্তি স্থানে পড়িয়া গিয়া তাহার পুনঃ প্রাপ্তির আশা কিছুক্ষণের জন্য রহিত হইয়াছিল। তখন ভাবিলাম, বাহ্যজগৎ দর্শনে আমার অধিকার বঞ্চিত হইল। বহু চেষ্টা করিয়াও চক্ষুমাটী তুলিতে পারিলাম না। উহা প্রায় দুই হাত গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সেখান হইতে উত্তোলন করা একেবারেই সম্ভাবনা নাই জানিয়া ২।০ ঘণ্টা পরে নৈরাশ্য দেখা দিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা মত সেই ট্রেণে একজন electric মিস্ত্রী ছিল। আমার দৃষ্টিশক্তির ঘরটী বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে, ইহা একজন সজ্জন ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট বিজ্ঞাপন করায় সেই ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় electric মিস্ত্রীকে উহা বাহির করিয়া দিবার অনুরোধ করিলেন। ভগবদিচ্ছাক্রমে অল্পকালের মধ্যে আমি উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিলাম।

ভগবদ্দর্শন ও শ্রীধামাদি-দর্শনের জন্য যাত্রা করিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইলে কিরূপ অবস্থা হয়, উহা পরীক্ষার জন্যই ভগবদিচ্ছাক্রমে কিছুক্ষণের জন্য আমি পদচক্ষু বঞ্চিত হইয়াছিলাম, আবার ভগবদনুগ্রহে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া উহা প্রাপ্ত হইলাম। এই পরীক্ষায় বুঝিলাম যে, অতি নিকটের অনায়াস-লভ্য বস্তুও নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নবশতঃ পাওয়া যায় না। উপাস্য বস্তুর অতি নিকটে থাকিয়াও আমরা তাঁহার নিকট আমাদের উপাসনা উপস্থাপিত করিতে অসমর্থ হই। তখন মনে হইতে লাগিল যে, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" মন্ত্রের ইহাই উদাহরণ স্থল। ভগবচ্ছক্তি লোকাতীত, আবার উহাই তাঁহার ইচ্ছাক্রমে অতি নিকটে সহজলভ্য হয়। ক্ষুদ্র-শক্তিকজীব আমরা নিজ বলে বলীয়ান্ মনে করিয়া ভগবচ্ছক্তির অলৌকিকতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই, আবার তিনিই নানাপ্রকারে আমাদিগকে তাঁহার কৃপা শক্তির ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন করেন। স্বতঃপ্রকাশ ভগবান্ কৃপা-পূর্ব্বক দর্শন দান করিলেই ক্ষুদ্রবশ জীব আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। আমাদের শত চেষ্টাদ্বারাও অতি সমীপস্থ ভগবান্ সেবা-গ্রহণ করেন না।

সঙ্কলন ও সমালোচন

চারুমিহির

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সন।

সভা

"গতকল্য সোমবার বেলা ৫।০ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী হরিকথা কীর্ত্তনমুখে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। এই মাত্র গৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসীদের একটী প্রধান কেন্দ্র ঢাকা নগরে

অবস্থিত। আমরা অবগত হইয়াছি, নামকীর্ত্তন ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করাই নাকি এই সম্প্রদায়ের প্রধান কাজ। ইহাদের উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যুগে লোক-সেবাকে বাদ দিয়া কোন সম্প্রদায়ই সুগঠিত ও কার্য্যকরী হইতে পারে না। আদর্শ ও জীবন সমভাবে লোকের গোচরীভূত হইলে লোক-চরিত্র উন্নতির পথে ধাবিত হয়। শুধু সাময়িক ভাবপ্রবণতাদ্বারা কর্ম্মলিপ্ত হইলে তাহাতে স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হয় না। কাজেই যেখানে মানুষ আদর্শ ও কর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে পাইবে, সেখানে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবেই।"

চারুমিহির পত্রের উদ্ধৃতাংশ সম্বন্ধে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, কর্ম্মজড় চিন্তাস্রোতে পরিপ্লাবিত বর্ত্তমানযুগে অধিকাংশ ব্যক্তিরই যে ধারণা, উদ্ধৃতাংশেও সেই ধারণাটীই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে বক্তার কোন দোষ নাই, কেবল তাঁহার সেবা-বিজ্ঞানের তাৎপর্য্যোপলব্ধিতেই অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হয়। চারুমিহির পত্রের মাননীয় সম্পাদক মহোদয় 'সেবা' শব্দে কি ধারণা করেন, তাহা আমরা স্পষ্টভাবে জানি না, কিন্তু সনাতন শাস্ত্রকারগণ 'সেবা' বলিতে সেব্যের ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই হেয় প্রতিফলিত রাজ্য জড়জগতে যে সেবার আদর্শ দৃষ্ট হয়, তাহা 'সেবা' পদবাচ্য হইতে পারে না; কারণ এখানে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। এখানে যিনি সেবা বিবেচিত হন, তাঁহাকেই আবার পরমুহূর্ত্তে বাধ্য হইয়া সেবকরূপে পরিণত হইতে হয়। আজ যিনি প্রভু কাল তিনি ভৃত্য হইয়া পড়েন, এবং কাল যিনি ভৃত্য ছিলেন, আজ তিনি প্রভু হইয়া পরকণ্যের প্রভুকে সেবক পদে নিযুক্ত করেন। এখানে প্রভু অসংখ্য—সকলেই প্রভু হইয়া সেবাগ্রহণ করিতে চান। আর এই সেব্য-সেবক ভাবের মধ্যেও অপস্বার্থের দুর্গন্ধ বিরাজিত—এখানে সেব্য-সেবক ভাবের মধ্যে বাণিজ্য বা ব্যবসাবৃত্তি অবস্থিত। সেবা, সেবকের নিকট হইতে তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণ পরিপূর্ণরূপে লাভ না করিতে পারিলে সেবককে বাধিত করিয়া যায়, আবার সেবকও প্রভুর দ্বারা পূর্ণ সুরক্ষিত অর্থাৎ পূর্ণভাবে নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তি করাইয়া না লইতে পারিলে সেব্যকে পরিত্যাগ করে। এখানে সেব্য ও সেবকের মধ্যে পরস্পর এইরূপ ভোগবুদ্ধি বর্ত্তমান। আর একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেও জানা যায় যে, এখানকার ধারণায় যে 'সেবা', তাহা কতক্ষণ স্থায়ী? সেবা-সেবকই বা কতক্ষণ স্থায়ী? সেবা পরমুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেবক একঘণ্টা সেবা করিবার পরই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, আর সেবাও সেবা-সেবকের অভাবে অবস্থিত থাকে না। এইরূপ পরিবর্ত্তনশীলা পরার্থপরা বাণিজ্য-বৃত্তিকে যদি 'সেবা' বলা যায়, তাহা হইলে জীবের একমাত্র পরমারাধ্যা সেবাদেবীকে যে কতদূর বৃণিতা, হেয়া বলিয়া স্থাপন করা হইল, তাহা সুধী সমাজই বিচার করিতে পারেন। সেবাদেবী এরূপ চপলা, অনর্থী, হেয়া, ইতরভোগ্যা নহেন। সেবাদেবী পরমা সাধ্বী। সেবাদেবী স্বয়ম্বরে এক অদ্বিতীয় স্বরাট্ পুরুষোত্তমকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি সেই পুরুষোত্তমেরই নিত্যকাল গুজনা করিয়া জগতে স্বীয় অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য, তদ্ভজনকারী দিব্য-চক্ষু-সম্পন্ন সুরিগণের নিকট প্রকাশ করিতেছেন। সেবাসুন্দরী অদ্বিতীয় স্বরাট্, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকেই আশ্রয়; তিনি অব্যভিচারিণী হইয়া সেই স্বরাট্ পুরুষের নিরুপম ইচ্ছার পরিপূর্ত্তিকারিণী। অদ্বিতীয়, স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-তর্পণের নামই—সেবা।

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

(গীঃ ১৪।২৬)

এই অহৈতুকী বা শুদ্ধসেবাসুন্দরীর নিত্য আরাধনা একমাত্র নামকীর্ত্তন বা শব্দ শক্তির সাহায্যেই সাধিত হইতে পারে। উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল অকূল-সংসারপাথারে পতিত প্রক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র জীব আমরা মায়াডাইনীর দুরভিসন্ধিমূলক শব্দ বৈখরীর কোলাহলে এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, ইন্দ্রিয়োন্মাদক শিঞ্জিত, কণিত, মণিত, প্রভৃতি রব আমাদের কর্ণে ভাল লাগাইয়াছে। তজ্জন্য পরব্যোম-জাত শব্দ-শক্তির অসমোর্দ্ধ সামর্থ্য আমাদিগের বিচারের আয়ত্তেই আসিতেছে না। এই কর্ণ-কোলাহল বা অপস্বার্থপরতার কলরবই আমাদিগের বর্ত্তমান রুচির অনুকূল বলিয়া বিকারী রোগীর কুপথ্য-সেবন-স্পৃহার ন্যায় আমাদের নিকট পরম আদরণীয় হইয়াছে। আমরা বাণিজ্য-বৃত্তি বা বৈতুকী-ব্যাপারকে 'সেবা' বলিতে চাই, কেননা স্বরূপ-বিজ্ঞান আমরা যাহা 'ধরা ছোঁয়া' না যায়, অথবা যাহা আপাতঃ—ইন্দ্রিয়-তর্পণপর না হয়, সেই বস্তুর বাস্তব

অভিজ্ঞকে আমরা 'খেয়ালী' বা 'সাময়িক ভাব-প্রবণতা' বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহা আমাদের অজ্ঞতা বা দুর্দৈবেরই পরিচায়ক। আমেরিকা-প্রদেশস্থ কোন একটী কৃষকের বর্ণজ্ঞানহীন একজন ক্রীতদাস ছিল। একদিন কৃষক ক্রীতদাসটীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কর্ষণ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার লাঙ্গলটীর একটী অংশ ভুলক্রমে গৃহে রাখিয়া আসিয়াছেন। ঐ অংশটীর অভাবে ভূমি কর্ষণ কখা সম্ভাবিত হইতে পারে না জানিয়া কৃষক ঐ অংশটী আনিবার জন্য তাঁহার পত্নীর নিকট একটী পত্র লিখিয়া ক্রীতদাসটীর হস্তে প্রদান করিলেন। ক্রীতদাস পত্রখানা পাইয়া অনেক চিন্তার পর প্রভুকে বলিতে লাগিলেন, মহাশয় আপনি লাঙ্গলের অংশ চাহিতেছেন, ইহা অক্ষরের দ্বারা কিরূপে বর্ণিত হইতে পারে? আপনি গমনপূর্ব্বক সেই অংশটীকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া না দেখান পর্য্যন্ত দূর হইতে শব্দের সাহায্যে ঐরূপ বস্তু-প্রাপ্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব। কৃষকের ক্রীতদাসটী শব্দশক্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তাহার ধারণা ছিল যে, লাঙ্গলের ন্যায় লৌহ-নির্ম্মিত একটী বৃহৎ বস্তু—যাহা হস্ত দ্বারা 'ধরা ছোঁয়া' যায়,—যাহাদ্বারা ভূমি কর্ষণ করা যায়,—যাহা শরীরের কোন অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইলে আঘাত লাগে ও বেদনা অনুভূত হয়—এইরূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকে কতগুলি শব্দ কিরূপে তন্মধ্যে ধারণ করিতে পারিবে এবং তদ্দ্বারা অভিলষিত বস্তু-প্রাপ্তিই বা কিরূপে হইবে? এইরূপ বিচার ঐ ক্রীতদাসটীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। প্রভুর আজ্ঞা অমান্য করিবার উপায় নাই জানিয়া সে ঐ পত্রখানা লইয়া কৃষকের গৃহ হইতে বাহির হইল। কৃষক-পত্নীকে পত্রটী দেখাইবা মাত্র সে ক্রীতদাসটীর নিকট লাঙ্গলের লৌহনির্ম্মিত অংশটী বাহির করিয়া দিল। সেই অংশটী প্রাপ্ত হইয়া ক্রীতদাস অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কৃষকের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল যে, শব্দের এতদূর শক্তি! কতগুলি শব্দ মাত্র কিরূপেই বা লৌহ-নির্ম্মিত এত বড় জিনিষটীকে তন্মধ্যে ধারণ (accomodate) করিতে পারে? আমি শব্দের এইরূপ অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমরাও বর্ত্তমানে ঐ কৃষকের ক্রীতদাসটীর ন্যায় অপ্রাকৃত শব্দ-শক্তিবিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন মনে করিয়া থাকি,—নাম-কীর্ত্তন ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যা-দ্বারা কিরূপেই বা জীবের অভিলষিত বস্তু লাভ হইতে পারে? উহা কর্ম্মের ন্যায় ধরা ছোঁয়ার বস্তু নহে, সুতরাং বর্ত্তমান যুগে নাম-কীর্ত্তন, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদিদ্বারা কেবলমাত্র সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস সাধিত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বাস্তব বস্তু লাভ হয় না। আমাদের এই আধ্যক্ষিক বিচারের প্রতিকূলে সর্ব্ব-সুবুদ্ধিমান-হরিজন-বরেণ্য মহান্ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই যে, ভগবন্নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধানে সমর্থ, সেই নামে ভগবান্ স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বযুগে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র সর্ব্ব-লোকের জন্য এই নামকীর্ত্তনই একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। জগতের অন্যান্য সমস্ত ধার্ম্মিক-গণের বিচারে সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়, সিদ্ধির পরে প্রাপ্তব্য বস্তু ও সাধনে কর্ত্তব্য বস্তু এক হইতে পারে না, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে সাধনে কর্ত্তব্য বস্তু ও সিদ্ধি-কালে প্রাপ্তব্য বস্তু অর্থাৎ সাধন ও সাধ্য—এক। ইহাই মহাবদান্য ভগবানের এই যুগে বিশেষ দান। যদিও এই কথাটী আবহমান কাল হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে অর্থাৎ ইহাই জীবমাত্রের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু এই যুগে এই জগতে পরিস্ফুটরূপে এই কথা জানাইলেন। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, সেই একমাত্র সেবাধর্ম্মে আমাদের অনুরাগ নাই। আমরা অনাদি বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন আমাদের নিত্যবিচরণ-ভূমিকাকে এত অধিকরূপে বিস্মৃত হইয়াছি যে, আমাদের গৃহের দিক্ ছাড়িয়া তদ্বিপরীত দিকেই ধাবিত হইতে রুচি-সম্পন্ন হইয়াছি এবং সেবা-বিরোধকেই আমরা 'সেবার আদর্শ' বলিয়া স্থাপন করিতে চাই!

নিজ স্বরূপ-বিস্মৃত প্রত্যেক জীবমাত্রেরই সেবা-বিরোধী কর্ম্ম-প্রবৃত্তি আছে, উহা কিছু মনুষ্যত্ব নহে। কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, মর্কট, সিংহ, ব্যাঘ্র, নানাবিধ বন্যপশু, জলচর জন্তু, পক্ষী ইহাদিগের মধ্যেও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি রহিয়াছে অর্থাৎ নিজদেহ প্রতিপালন, পুত্র-পরিবারের আহারাদির সংস্থান, গৃহ-

নির্ম্মাণ, স্বজাতীয়গণের সহিত অবস্থান, তাহাদিগের সুখে দুঃখে সহানুভূতি, স্বীয় অভিনিবেশ সংরক্ষণ-চেষ্টা, আত্মরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপার মনুষ্যেতর প্রাণী মধ্যেও দৃষ্ট হয়। সদ্-বিচার-সম্পত্তিসম্পন্ন মনুষ্য মধ্যেও যদি সেই ব্যাপার-গুলিরই দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত ও পরিস্ফুট সংস্করণ-মাত্রই 'সেবা' নামে অভিহিত হয়, তাহা হইলে 'সেবা' শব্দটীর বিপরীতচ্ছবি কল্পিত হইল মাত্র। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধে—"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত। ন খাদন্তি ন মেহন্তি কি গ্রামে পশবোঽপরে॥" "ঋষিভূ-বরাদ্রোদ্ভবৈঃ সাক্ষাত্ পুরুষঃ পতঃ। ন যৎ-কর্ণপথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ॥"—এই শ্লোকসমূহে বহিঃসত্য অন্বিষ্ণু অগ্রণী, বর্ত্তমান মানব-সমাজের সবেষণানিপুণ ব্যক্তিগণ হইতে অনন্ত পরার্দ্ধগুণে সর্ব্বদিকেসর্ব্বসম্মতিক্রমে সর্ব্বতোভাবে অধিক বুদ্ধিমান পরমপ্রবীণ শ্রীশৌনক ঋষিপ্রবর বলিয়াছেন যে, হরিকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য সমস্ত কৃত্যই পশু-ধর্ম্ম। সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা অধোক্ষজ হরিসেবা না করিলে মানব শ্রেষ্ঠজীব হইয়াও ইতর প্রাণীতুল্য; হরিকীর্ত্তনাভাবে মানব মৃত বা শবতুল্য; হরিকীর্ত্তনরূপা সেবা-বর্জ্জিত মানব আত্মঘাতী বা ব্যাধতুল্য পরহিংসক। অধিক কি মানবের কথা দূরে থাকুক, দেবতাগণও যদি একমাত্র হরিকীর্ত্তনকারী না হন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও নৈতিক চেষ্টা, পরোপকারের ছলনা, অজস্রচ্ছিন্ন সেবা-ধর্ম্মের ধারণা, তাঁহাদের যাবতীয় কর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকলই ভগবদ্বিরোধিনী চেষ্টামাত্র। শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর বর্ত্তমান যুগে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" "নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" শব্দের দ্বারা অন্য যাবতীয় চেষ্টাকে নিষেধ করিয়া অনুক্ষণ অপ্রতিহত হরিকীর্ত্তনকেই একমাত্র যুগধর্ম্ম বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। জানি না, সেই মহান্ পুরুষ অপেক্ষা এই যুগে বা কোন-কালে কে অধিক বুদ্ধিমান্ হইয়াছেন বা হইবেন—যিনি বলিতে পারেন, নাম-কীর্ত্তনের সহিত কর্ম্মমার্গ-মিশ্রণ ব্যতীত কোন সম্প্রদায় এই যুগে সুগঠিত ও কার্য্যকরী হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু—"কর্ম্ম-নিন্দা কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥ জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ॥"—এই সকল উক্তির দ্বারা আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের উপরিউক্ত বিচার নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, কর্ম্মের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ হইতে পারে না; ভক্তি—নিরপেক্ষা, তাহা কর্ম্ম, জ্ঞানের অপেক্ষাযুক্তা নহে। কর্ম্ম-জ্ঞানই ভক্তির সাহায্য ব্যতীত পঙ্গুর ন্যায় এক পদও চলিতে পারে না—যথা—"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।" কর্ম্মের সাহায্য প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে সর্ব্বতো-ভাবে ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত শুদ্ধসেবারাজ্যের দ্বারে জীবের প্রবেশ করিবার অধিকারই হয় না। বদ্ধজীবোচিত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া মুক্তজীবোচিত বা শুদ্ধ জীবাত্মস্বরূপের সহজধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্যই গীতাদি শাস্ত্রে যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম্ম, কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণ প্রভৃতি ক্রম-পন্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সকল ব্যাপারের একমাত্র উদ্দেশ্য বদ্ধজীবোচিত কর্ম্ম-প্রবৃত্তিরূপ পঙ্ক হইতে জীবকে কোনপ্রকারে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাহার নির্ম্মল স্বরূপ-বৃত্তি বা আত্মার সহজধর্ম্ম—অধোক্ষজের অহৈতুকী সেবায় আনয়ন করা।

এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। প্রসঙ্গ-গৌরব-ভয়ে আমরা বাধ্য হইয়া এখানেই উপসংহার করিলাম। আশা করি, চারুমিহির পত্রের বুদ্ধিমান্ সিঞ্চণ সম্পাদক মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক এই সকল কথা একটু সেবোন্মুখ হইয়া অনুধাবন করিবেন আর তৎসঙ্গে আর একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কলিযুগ-পাবনাবতারী ভগবান্ যে নাম-কীর্ত্তনরূপা সেবাকে একমাত্র নিহৈতুক সেবাধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্য আপাতরুচিকর ব্যাপারসমূহকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী মনে করা ভগবানের উপর গুরুগিরি করিতে যাওয়া মাত্র অর্থাৎ উহাতে আত্মবঞ্চনা ব্যতীত অপর অন্য কিছুই লাভ হইবে না। কারণ একমাত্র মায়াই মায়াভিভাব্য জীবগণকে ভগবানের সেবা হইতে চ্যুত করিবার জন্য ভগবৎ-স্থাপিত সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে অপর বিচারকে সৎসিদ্ধান্ত বা ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি করায়, ইহা মায়াদেবীর ছলনা মাত্র। এই প্রসঙ্গে গীতার শ্লোকদ্বয় কর্ম্মপ্রিয় সম্পাদক মহাশয়ের বিচার-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা দূর করিতে সমর্থ।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

বৈষ্ণবাচার্য্যে জাতিবুদ্ধি !

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২০শ সংখ্যার পর)

[কাঞ্চী হইতে প্রকাশিত মন্বভাষিণী পত্রিকার ৩১শ ও ৩২শ সংখ্যায় শ্রীরঙ্গাচার্য্য লিখিত "সদ্দর্শন সর্ব্বস্বম্" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত]

কিং বহুনা—ময়বংশঃ প্রাগেব বিস্তারেণ নিরূপিত এবেত্যলমিহাতিপ্রপঞ্চেনেতি বিরম্যতে।

কিন্তু শ্রীশঠকোপাদি দিব্যসূরি-বৈভব-প্রতিপাদকগ্রন্থেষু তেষাং জন্মপ্রভৃত্যাত্মসাক্ষাৎকারাদিনিবন্ধন-দুঃখবিশালা-তীতত্বাদি লক্ষণাতিমানুষচরিত্রাদিকং কিঞ্চিদপানবলোক্যৈব দিব্যসূরয়ঃ বৈতত্তিকাঃ পাষণ্ডিনঃ স্বৈরং গলপন্তি চেৎ কিং তেন ভবিষ্যতি।

যদপাস্মদীয়গুরুপরম্পরায়াঃ শঠকোপাদিদিব্যসূরিঘটিতত্বেন তৎপ্রবর্দ্ধিতশ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মোঽপি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিত্যাগমনুমন্যতে ইত্যনুচ্যতে।

তত্রাপি দিব্যসূরিত্বমেব—অনুপমতসিদ্ধশ্রীভাষ্যাদিগ্রন্থেষু বর্ণাশ্রমধর্ম্মাণাং পরবিদ্যাঙ্গতয়াঽবশ্যানুষ্ঠেয়তয়া এব সংপ্রদোদ্ঘুষ্যমাণত্বাৎ তদনুরোধিন এবাচার্য্যত্বেনাধিষ্ঠিতত্বাদনুসর্ত্তমানতায়াঃ সর্ব্বলোকসাক্ষিকত্বাচ্চ।

প্রত্যুত বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি-লক্ষণকর্ম্মযোগস্য তেনাবলম্বিনো ভগবন্মিথ্যাজ্ঞানপূর্ব্বকপরব্রহ্মজীবাদ্বৈক্যরূপাদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানলক্ষণ-পরবিদ্যাবিরোধিত্বেন স্বরূপতঃ পরিত্যাগ এব কর্ত্তব্য ইত্যেতদীয়গ্রন্থেষ্বেব সমন্ততো ঘোষ্যতে।

দৃশ্যতে চৈতন্মতস্থেষ্বেব শ্রৌতস্মার্ত্তসর্ব্ববিধবর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানাঙ্গনিখাদযজ্ঞোপবীতাদিপরিত্যাগঃ—শিরোমুণ্ডনকাষায়বস্ত্র-গ্রহণমাত্রেণ পরমহংসসন্ন্যাসাশ্রমসিদ্ধিঃ সর্ব্ববর্ণসাধারণীং মন্ত্রা মুক্তিশিখানাং কাষায়বস্ত্রধারিণাং সর্ব্বেষাং বর্ণানামেকলোকীকরণঞ্চ প্রসিদ্ধম্।

সন্ন্যাসাশ্রমাধিকারো দ্বিজেতরেষাং নাস্তীত্যেব হি সর্ব্বশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধম্।

'যজ্ঞোপবীত্যেবাধীহী'তি শ্রুতৌ যজ্ঞোপবীতধারিণ এব বেদোচ্চারণাধিকারমুদ্ঘোষয়ন্ত্যাঃ তৎপরিত্যাগিনাং কথং বৈদিকত্বকথাগন্ধাবকাশঃ।

তস্মিংস্তাবেদমস্তু তায়াং স্বমতে বর্ণাশ্রমাচারসদ্ভাবং শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তে তদসদ্ভাবঞ্চ কথমসৌ প্রচ্ছন্নবৌদ্ধাঃ প্রবদন্তীতি মহদিদমাশ্চর্য্যম্।

তথাহি—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারকঃ॥
বর্ণাশ্রমেষু যে ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রোক্তা নৃপসত্তম!
তেষু তিষ্ঠন্নরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা॥"

ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণবচনোক্তবর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানাবশ্যকত্বাদরণঃ শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তনিষ্ঠেষ্বেব দৃশ্যতে—ন তু নিখাদযজ্ঞোপবীতাদিপরিত্যাগিষু প্রচ্ছন্নবৌদ্ধেষিতি সর্ব্বলোকসাক্ষিকম্।

যদি চাস্মদীয় গুরুপরম্পরায়াঃ—শ্রীশঠকোপযোগীশ্বরেণ ভগবদ্বিষয়পরভক্তি-পরজ্ঞান-পরমভক্তিমহিমমহার্ণবমজ্জনৈক-পরায়ণেনানাদ্যাত্তাবরবর্ণজন্মনিবন্ধনদোষ-গন্ধেনাস্পৃষ্টসংসার-দিব্যপুরুষাংশাবতারভূতেন ঘটিতত্বাদ্ধেতোঃ তৎপ্রবর্দ্ধিত শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তস্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মাতিলঙ্ঘিত্বমুচ্যতে? তর্হি শ্বপাকীগর্ভসম্ভূতেনপ্রাগুদাহৃতবায়ুপুরাণসিদ্ধশ্রীপরাশর-মহর্ষিপ্রবর্দ্ধিত-ধর্ম্মাণামপি বর্ণাশ্রমমর্য্যাদাতিলঙ্ঘিত্বং দুরপহ্নবমেব স্যাদিতি সম্যগবধারয়ন্তু সন্তঃ।

কিং বহুনা—গোপকন্যামেব কাঞ্চিদ্গায়ত্র্যাখ্যস্বপত্নীং কৃত্বা ব্রহ্মা যজ্ঞমকার্ষীদিতি পাদ্মপুরাণে পুষ্করমাহাত্ম্যেঽভিধানাল্লোকে সর্ব্ববৈদিকজনানুষ্ঠেয়যজনস্য গায়ত্র্যুপাদনস্যাঽপি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মমর্য্যাদাতিলঙ্ঘিত্বমবর্জ্জনীয়ং স্যাদিতি সম্যগবধীরতাম্।

মাহাত্ম্যাতিশয়েন তত্র ন দোষগন্ধঃ অন্যথা কথং সর্ব্বে লোকা নিষ্কলঙ্কং তদ্গায়ন্তুর্বীরিতি চেৎ শ্রীনাথমুনি শ্রীরামানুজমুনিপ্রভৃতি পরমবৈদিকবিপ্রাগ্রেসরঘটিত সদ্গুরুপরম্পরা তদনুযায়িনো বিপ্রাগ্রেসরাশ্চাস্মদাচার্য্যশ্রীশঠরিপুযোগিপ্রবর্দ্ধিতং বর্ণং গুরু মাহাত্ম্যাতিশয়েন নিরস্তদোষগন্ধত্বাভাবে কথন্নু নাম নিষ্কলঙ্কং পরমবৈদিকবর্ণং কৃত্বা পরিগৃহ্ণীয়ুরিত্যপি সমাপালোচ্যতাম্।

তস্মাত্তত্তৎসিদ্ধান্তসিদ্ধার্থানাং প্রমাণপ্রমাণবিরোধাভ্যুপপত্তিপ্রদর্শনমন্তরেণেদৃশকেবল-কথাকথা-প্রলাপ-কলাপেন পামরজন-বঞ্চনমাত্রপরেণ মুখ্যক্ষমন্তা কিমপ্যত্র সিদ্ধ্যতীতি বিজ্ঞানীয়ুরেব বিদ্বাংসঃ। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ

এ বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যক নাই যেহেতু পূর্ব্বেই এই অংশ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইতে আমরা বিরত হইলাম।

বিশেষতঃ শ্রীশঠকোপ প্রভৃতি দিব্যসূরিগণের বৈষ্ণব প্রতিপাদক-গ্রন্থসমূহে তাঁহাদের জন্মাবধিই আত্মসাক্ষাৎকারাদিবশতঃ ক্ষুৎপিপাসাশূন্যত্বপ্রভৃতি যে সকল অলৌকিক চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও দর্শন না করিয়া দিবান্ধ, বিতণ্ডা-বুদ্ধিযুক্ত পাষণ্ডগণ যদি যথেচ্ছ প্রলাপ-বচন প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমাদের কি ক্ষতি হইবে?

পরন্তু আমাদের গুরুপরম্পরা শঠকোপাদিদিব্যসূরিগণঘটিত বলিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মমার্গে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ অনুমানপূর্ব্বক যে দোষ উক্ত হইয়াছে—তাহাও দিবান্ধেরই কার্য্য—যেহেতু আমাদের সম্প্রদায়-সিদ্ধ শ্রীভাষ্যাদিগ্রন্থে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সকল পরা-বিদ্যার অঙ্গরূপে অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়াই সহস্র প্রকারে উদ্ঘোষিত হওয়ায় তদনুযায়ী আচার সকল অদ্য পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে সর্ব্বলোকের গোচরীভূতরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বস্তুতঃ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদিরূপ কর্ম্মযোগ ভেদাশ্রিত বলিয়া উহা জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক পরব্রহ্ম ও জীবাত্মার ঐক্যরূপ অদ্বৈত-জ্ঞানাত্মক পরাবিদ্যার বিরোধী, অতএব স্বরূপতঃ ঐ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিত্যাগই কর্ত্তব্য এইরূপ উপদেশ বিরুদ্ধবাদিগণের গ্রন্থসমূহেই সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত রহিয়াছে। পরন্তু তাহাদের সম্প্রদায়ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যেই স্রৌত ও স্মার্ত্ত যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ-স্বরূপ শিখা এবং যজ্ঞোপবীত প্রভৃতির পরিত্যাগ দেখা যায়। কেবলমাত্র মস্তকমুণ্ডন ও কাষায়বস্ত্র গ্রহণেই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে পারমহংস্যসন্ন্যাসাশ্রম সিদ্ধ হয় মনে করিয়া তাহারাই মুণ্ডিতমস্তক, কাষায়বস্ত্রধারী সর্ব্বধর্ম্মকে এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকে—এইরূপ প্রসিদ্ধিও রহিয়াছে। ব্রাহ্মণেতরবর্ণের সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার নাই, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে।

"যজ্ঞোপবীত-বিশিষ্ট হইয়াই অধ্যয়ন করিবে" এই শ্রুতি বচনে যজ্ঞোপবীতধারীর পক্ষেই বেদোচ্চারণের অধিকার উদ্ঘোষিত হওয়া সত্ত্বে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগিগণের বৈদিক সংস্কারলাভের অবকাশ কোথায়?

উভয় পক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ তত্ত্ব অবস্থিত থাকা অবস্থায় স্বমতে বর্ণাশ্রমোক্ত আচারের সদ্ভাব এবং শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে তাহার অসদ্ভাব একথা এই গ্রন্থের বৌদ্ধগণ কিরূপে বলিয়া থাকে, ইহাই মহাশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়।

অতএব—"বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষগণই পরম পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন। অন্য কোন পন্থা তাঁহার প্রীতিজনক নহে।"

"হে নৃপবর! বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, মানব উক্ত ধর্ম্মসমূহে অবস্থিত হইয়াই বিষ্ণুর আরাধনা করিবে, অন্যরূপে করিবে না।" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণবচনোক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যেই আদৃত হইতে দেখা যায়, শিখা-যজ্ঞোপবীতাদি পরিত্যাগী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণের মধ্যে কখনও আদৃত হয় না, ইহা সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষ বিষয়।

যোগীশ্বর শ্রীশঠকোপপ্রভু স্বভাবতঃই ভগবদ্ বিষয়ক পরাভক্তি, পরজ্ঞান ও পরমভক্তি মহাসাগরে মজ্জনপরায়ণ, নীচবর্গ সম্বন্ধনিবন্ধন দোষ-গন্ধরহিত, সংসার সম্পর্কশূন্য এবং দিব্যপুরুষের অংশাবতার-স্বরূপ, অতএব আমাদের গুরুপরম্পরা তদ্ঘটিত বলিয়াই যদি তৎপরবর্ত্তিত শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লঙ্ঘন দোষ ঘটিয়াছে একথা বলা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বায়ুপুরাণের বচনানুসারে চতুর্যুগ-পর্ত্তনভূত-রূপে প্রসিদ্ধ শ্রীপরাশর মুনির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সকলেও বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইয়াছে, ইহা যে স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে, এ বিষয়ে সুধীগণই যথার্থ বিচার করিবেন।

অধিক কথার আবশ্যক কি—পদ্মপুরাণে পুষ্কর-মাহাত্ম্যেই অবগত হওয়া যায় যে,—ব্রহ্মা কোন গোপকন্যাকেই গায়ত্রী নাম্নী নিজ পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অতএব এতদ্ভ সর্ব্ববৈদিকজনের অনুষ্ঠেয় গায়ত্রী উপাসনারও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হইয়াছে, একথা অবশ্য বলা যাইতে পারে, ইহা বিশেষভাবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

যদি বল ব্রহ্মার মাহাত্ম্যাতিশয়-নিবন্ধন উক্ত বিষয়ে দোষসম্পর্ক হয় নাই, অন্যথা সমস্তলোক নিন্দনীয় বলিয়া উহা (গায়ত্রী-উপাসনা) গ্রহণ করিবেন কেন? তাহা হইলে আমাদেরও বক্তব্য এই যে—আমাদের এক্ষেত্রেও

শ্রীশঠকোপ যোগীশ্বরদত্তের মাহাত্ম্য-বশতঃই দোষযুক্ত হয়ে যায়, অন্যথা শ্রীনাথ মুনি, শ্রীরামানুজমুনিপ্রভৃতি পরমবৈদিক বিপ্রবরগণ-ঘটিত গুরুপরম্পরা এবং তদনুযায়ী অন্যান্য বিপ্রবরগণ অদ্য পর্য্যন্ত শ্রীশঠকোপ যোগি-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে নিষ্কলঙ্ক ও পরমবৈদিকধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেন? ইহাও সমাক্‌রূপে আলোচনা করা উচিত।

অতএব তদীয় সিদ্ধান্তসম্বন্ধিয় সকলের প্রামাণিক ন্যায়সঙ্গতবিরোধাদি অনুপপত্তি প্রদর্শন-ব্যতীত কেবল-মাত্র পামরজন-রঞ্জনযোগ্য অসার প্রলাপবচন সমূহদ্বারা নিজের মূর্খতা স্থির অন্যবিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও সিদ্ধি হয় না, ইহা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন।

গ্রন্থ-সমালোচনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব। প্রথম-খণ্ড। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, প্রণীত; মূল্য ২৲ ৬ই টাকা মাত্র। প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকারে ৩৯২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এন্টিক কাগজে সুন্দর পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত।

আমরা এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, ছাপা ও কাগজ উত্তম এবং গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রম করিয়া বিস্তৃত গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায় সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক ও মনোরম হইয়াছে এবং ঐতিহাসিক অংশের অনেক স্থানে নিরপেক্ষ বিচারও দৃষ্ট হয়, যেমন গ্রন্থকার বল্লালদীঘীর নিকটস্থ সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীভক্তিরত্নাকর, নবদ্বীপ পরিক্রমা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং রেনেল সাহেবের মানচিত্র, হাণ্টার সাহেবের Statistical account of Bengal, কুইনকুইনিয়াল সেটেল্‌মেণ্টের রেকর্ড (১৭৭২ খৃঃ) প্রভৃতি বহু পুরাতন কাগজ পত্র এবং বহু নিরপেক্ষ প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এক-বাক্যে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন আদর্শ বৈষ্ণব-মহাজনগণ তাঁহাদের সহজ অনুভূতিতে ও গুরুপরম্পরায় এই সত্যকেই সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ, মহাশয়ের এ বিষয়ে বিচারও সমীচীনই হইয়াছে। তবে গ্রন্থকার নিজে নিজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আলোচনা করিতে গিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ববিচার বিষয়ে বড়ই গোলমাল করিয়াছেন, বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া অন্য কিছু হইয়াছে। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে 'গৌড়ীয় সাধু' মাত্র মনে করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয়ের সাধু নহেন, তিনি গৌড়ীয়ের ঈশ্বরের ঈশ্বর—ইহাই নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত। গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধারণের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার বস্তু হইয়া রহিয়াছে, সেইজন্য বোধ হয় শ্রীচৈতন্য-দেবের **অনুবর্ত্তিরাই** দায়ী।" আমরা এখানে বলি, এরূপ 'অনুবর্ত্তিরা' দায়ী নহেন, 'উৎপথগামীরাই দায়ী। গ্রন্থ-কার মহাশয় যাহাদিগকে 'অনুবর্ত্তী বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহারা 'অনুবর্ত্তী' নহেন, পরন্তু বিপথগামী'। গ্রন্থকার 'বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্ম' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরমোপাস্য শ্রীকৃষ্ণকে কালাতীত ও কালকোভা বলিয়া যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্যক্ আলোচনার অভাবেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। গ্রন্থকার মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক একটু সেবোন্মুখ হইয়া এ বিষয় আলোচনা করিলে, তাঁহার এইরূপ ভ্রান্তি হইত না বলিয়াই মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণ কোথা হইতে আসিলেন, ইহা ভারতীয় ধর্ম্ম-ইতিহাসের একটী অমীমাংসিত সমস্যা"। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক ও কবিগণ পুরাণ-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের লীলায় স্বীয় সাধনা ও কল্পনার সাহায্যে অনেক নূতন বিষয় সংযোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের হস্তে রাধাকৃষ্ণলীলা এক দিকে যেমন মধুর ও সরস হইয়াছে, অপর দিকে তাহা অশ্লীলতার দোষেও দূষিত হইয়াছে। ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণ-লীলার মধ্যে একটী গভীর তত্ত্ব দেখেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যানু-সারে সমুদয় রাধাকৃষ্ণলীলা একটী বিস্তৃতরূপক। কৃষ্ণ পরমাত্মা এবং রাধা জীবাত্মা। রাধাকৃষ্ণের আখ্যায়িকার

ছলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে গভীর প্রেমের যোগ,-তাহা রূপকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

* *

সাধকের নিকট এই তত্ত্ব সত্য হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোক ইহা না বুঝিয়া রূপককে বাস্তব ঘটনা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

গ্রন্থকারের এই সকল কথা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি ঠিক বিপরীত বিষয়কেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া বিচার করিয়াছেন। তিনি কিরূপে ঐ সকল কাল্পনিক পৌত্তলিকতা হৃদয়ে পোষণ করিলেন, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। 'শ্রীকৃষ্ণ কোথা হইতে আসিলেন'—এরূপ অভিনব কথা কোথা হইতে আসিল, তাহাই একটী সমস্যার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য সনাতন বস্তু, তিনি ঐতিহাসিক কোন নায়ক মাত্র নহেন। আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক ও নৈতিক-গণের যাবতীয় বিচারের বিধ্বংসকারী বাস্তব-বস্তুই—অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ। সেই স্বরাট্ পুরুষের পাদপদ্ম হইতেই নিখিল বেদ, নিখিল শাস্ত্র, নিখিল অবতারসমূহ নিঃসৃত; সেই শক্তিমান্ পুরুষের অন্তরঙ্গে অবস্থিত শক্তি হইতে সেই স্বপ্রকাশ-বাস্তব বস্তুকে দর্শন করিবার যোগ্যতা এবং তাঁহার অচিন্ত্যসম্বিতা শক্তি হইতে "শ্রীকৃষ্ণ কোথা হইতে আসিলেন"—এইরূপ সমস্যাউৎপাদিনী চিন্তার যোগ্যতা প্রসূত হইয়াছে।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব সাধক ও কবিগণ কল্পনার কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। নাস্তিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অতীন্দ্রিয় চিদ্বিলাস রাজ্যের সন্ধানে অন্ধ থাকায় নিত্যসিদ্ধ নব-নবায়মান চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যকে 'কল্পনার সাহায্যে নূতন বিষয়' বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারাও জন্ম-জন্মান্তর পরে সাধুসঙ্গে চিদ্বিলাসের কথা সেবোন্মুখতার সহিত শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলে এই জগৎকে সেই অখণ্ড-চিদ্বিলাসরাজ্যেরই অপূর্ণ ও খণ্ডিত হেয় প্রতিফলন জানিতে পারিবেন। 'রাধাকৃষ্ণলীলা মধুর ও সরস বলিতে গিয়া যদি প্রাকৃত ব্যক্তিগণ উহাকে কাব্য-সাহিত্যগত ভোগ্য-ব্যাপার স্থির করেন, তাহা হইলে ঐরূপ প্রাকৃত সাহিত্যিকের ভোগ্য বস্তুর সহিত অধোক্ষজ-কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়ী রাধাকৃষ্ণলীলার কোনও সম্বন্ধ নাই। রাধাকৃষ্ণলীলা জীবের ভোগ্য ব্যাপার নহে, উহা অপ্রাকৃত ব্যক্তিগণের উদ্বুদ্ধ আত্মার নিত্য সেব্য ব্যাপার। আধ্যক্ষিক নৈতিকগণ যে রাধাকৃষ্ণলীলাকে অশ্লীলতা দোষদুষ্ট জ্ঞান করেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী মায়াদ্বারাই আধ্যক্ষিক-গণের নিকট হইতে ঐ অপ্রাকৃত লীলা গোপন রাখিবার জন্য সাধিত হইয়াছে। স্বরাট্ পুরুষ অধোক্ষজ পুরুষোত্তম —যিনি একমাত্র সেব্য ও ভোক্তা, তাঁহার পক্ষে অশ্লীলতা বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না, সকলই তাঁহার পক্ষে পরম শ্লীলতা।

ভক্তগণ কখনও রাধাকৃষ্ণলীলাকে 'রূপক' মনে করেন না। বাস্তবপক্ষে অবিশ্বাসী নাস্তিকগণই লীলাকে 'রূপক' মনে করিয়া বঞ্চিত হন। যে সকল প্রাকৃত প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিকের অতীন্দ্রিয় বাস্তব-বিলাস-বৈচিত্র্যে বিশ্বাস নাই, তাঁহারাই চিল্লীলা-মিথুনের নিত্যসিদ্ধা লীলাকে 'রূপক' প্রভৃতি কল্পনা করিয়া পৌত্তলিকতার আবাহন করেন। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতাকে দূরে পরিহার করেন, তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাকে নিত্যসিদ্ধ বাস্তব ব্যাপার বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃতলীলাই একমাত্র অখণ্ড, চিন্ময় বাস্তব-বিলাস-বৈচিত্র্যের নিষ্কল ও পরিপূর্ণ আদর্শ। ঐ আদর্শের ছায়াতুল্য হেয় প্রতিফলনই অবাস্তব জগতের সমস্ত নিত্য, অবাস্তব, খণ্ডিত সফল ব্যাপার। সুতরাং যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের বাস্তব-লীলাকে 'রূপক' বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বাস্তবপূর্ণ আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া ছায়াকেই বাস্তব বস্তুরূপে গ্রহণ করার ধরণ নাস্তিকতার আবর্ত্তে পতিত। বৈষ্ণবগণ ঐরূপ ভোগময়ী চিন্তাস্রোতকে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করেন। "কৃষ্ণ পরমাত্মা ও রাধা জীবাত্মা"—এরূপ কথা শুদ্ধবৈষ্ণব শাস্ত্রে বা শুদ্ধবৈষ্ণব-গণের সিদ্ধান্ত মধ্যে নাই। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ লীলাপুরুষোত্তম সর্ব্ব অংশী। রাধাকৃষ্ণ এক স্বরূপ হইয়াও অচিন্ত্য-শক্তি-বলে বিলাসার্থ আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে দুই দেহ। এই সকল কথা আধ্যক্ষিক নৈতিক, পৌত্তলিকগণ কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। সেই জন্য তাঁহাদের সেই বিষয় আলোচনার বিরত হওয়াই ভাল। বৈষ্ণব সাধক রূপক-তত্ত্বের পক্ষপাতী নহেন। সাধারণ নাস্তিক প্রকৃতির বঞ্চিত ব্যক্তিগণই অতীন্দ্রিয় বাস্তব-বস্তুকে 'রূপক' বা তত্ত্ব-বিদ্যাগর্ভিত প্রচ্ছন্ন কল্পনা করিয়া প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার প্রশ্রয় করিয়া থাকেন। আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি

সেই সকল অপ্রাকৃত লীলাকে তাঁহাদের ভোগ্য, প্রাকৃত বস্তু মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়েন। ঐরূপ উভয় ব্যক্তিরই জীবের সাধ্যোকশিরোমণি অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশ লাভ ঘটে না। ইহা তাঁহাদের দুর্দৈবের ফল।

গ্রন্থকার অতঃপর, দুরবগাহ মানসমনীষার অতীত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিলেই কতকটা ভাল হইত। আশা করি, তিনি এই সকল বিষয়গুলি কৃপাপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে অনুধাবন করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আলোচনার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

———

প্রচার-প্রসঙ্গ

'ফরওয়ার্ড', শুক্রবার, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৭।

VAISHNAV PREACHERS AT CAWNPORE

Cawnpore, Dec. 13.

For several days continually meetings are being held in important localities throughout the city by a large number of preachers of the Calcutta Gaudiya Math. Very interesting lectures are being delivered in Hindi, English and Sanskrit dwelling on the life and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu of whom the local people are not fully aware. Rai Bikramjit Singh Bahadur M. L. A. presided over a huge meeting at the Sanatan Dharma Sabha. The educated communities and the elites of the city are highly impressed with the unique interpretations of Sanatan Dharma by the learned preachers of Bengal.

মানভূমে—শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে মানভূম জেলার বিভিন্নস্থানে তত্রত্য বিশিষ্ট সজ্জন গণের বিশেষ আগ্রহে ও উৎসাহে বিপুল জনসঙ্ঘের সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ মনোহভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। স্বামীজীর মুখে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বসমূহেরও সহজ সুবোধ্য সুমধুর ভাষায় ব্যাখ্যা শ্রবণে জনসাধারণ শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ও শুদ্ধ সত্যগ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতেছেন।

উড়িষ্যায়—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদর্শন গিরিমহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ উড়িষ্যার বহুস্থানে শ্রীগ্রন্থপাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্বামিজী মহারাজ বর্ত্তমানে মাদ্রাজপ্রদেশান্তর্গত গঞ্জাম জিলায় শীঘ্রই শুভবিজয় করিবেন।

ময়মনসিংহে—শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে এই অঞ্চলের জঙ্গলবাড়ী, জিনারাই, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি বহুস্থানে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-স্বরূপের নিত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন মুখে প্রচারদ্বারা বহুজীবহৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকাররাশি বিদূরিত করিয়া তথায় শুদ্ধভক্তি প্রদীপের শান্ত-স্নিগ্ধ-সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয়ের একান্তিকে গৌরগাথা-প্রচারকার্য্যে উৎসাহ ও সহানুভূতি বিশেষ প্রশংসার্হ।

ত্রিপুরায়—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বিগত ৩রা হইতে ১৮ই পৌষ পর্য্যন্ত এই জেলার অন্তর্গত মেহেরগ্রাম, গয়াইগ্রাম, বলাখাল, লাকসাম প্রভৃতি বহু স্থানে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও নগরসঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রচারদ্বারা বহু-সুপ্তচেতন পুনরুদ্বুদ্ধ করিতেছেন। সত্যপ্রিয় জনসাধারণ শুদ্ধধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন।

———

আগামী এই মাঘ তারিখে বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে আগরতলা রাজধানীতে বহু জনসঙ্ঘ হইবে। প্রচারকগণ তথায় হরিকথা প্রচার করিলে আমরা সুখী হই।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

গৌড়ীয়

প্রাণিকুলের মুখ্য প্রাণের তৃতীয় অবতার কথাতে বায়ুতত্ত্বঃ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ বিষ্ণু বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৭ই মাঘ ১৩৩৪, ২১শে জানুয়ারী, ১৯২৮ | ২৩শ সংখ্যা

আচার্য্য শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর]

শ্রীমধ্ব বায়ুর তৃতীয় অবতার—আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞপাদ শ্রীব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৩শ সূত্রের—(ওঁ ॥ পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥ ওঁ ॥)—ভাষ্যে বায়ুরূপ বিষয়ে যে-সকল প্রমাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, বিদ্যালোকে বা বায়ুলোকে প্রধান বায়ু বা মুখ্য প্রাণ বিরাজিত। সেই মুখ্য প্রাণের পঞ্চরূপ—(১) প্রাণ, (২) অপান, (৩) ব্যান, (৪) উদান ও (৫) সমান। তাঁহাদের আবার 'ভারতী' নাম্নী দেবী-গর্ভজাত পঞ্চপুত্র, এই পঞ্চপুত্রও 'প্রাণ', 'অপান', 'ব্যান', 'উদান' ও 'সমান' নামে বিখ্যাত। এই পঞ্চপুত্রের অন্যতম প্রাণই 'নাসিক্য বায়ু' নামে অভিহিত হন। এই নাসিক্য বায়ুই অষ্টদিক্‌পালের অন্যতম দিগ্‌পতি। এই নাসিক্য বায়ু হইতে অনন্ত বায়ুগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই বায়ু-গণের মধ্যে একোনপঞ্চাশৎ বায়ু প্রধান। পূর্ব্বে যে মুখ্য প্রাণ হইতে প্রাণ, অপানাদি পঞ্চ বায়ুর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রধান বায়ুর নিত্য অবতার অর্থাৎ ইঁহারা সর্ব্ব-যুগেই প্রধান বায়ুর অবতাররূপে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত যুগ-বিশেষে প্রধান বায়ুর তিনটী প্রধান অবতারের কথা শ্রুত হয়।

যথা—ত্রেতাযুগে শ্রীহনুমান, দ্বাপরে শ্রীভীমসেন এবং কলিযুগে শ্রীমধ্বাচার্য্য। সুতরাং শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রধান বায়ু বা মুখ্য প্রাণের তৃতীয় অবতার। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ তাঁহার স্বরচিত 'মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়', 'সূত্রভাষ্য', 'ঐতরেয়ভাষ্য', 'ঐতরেয়ভাষ্য', 'অনুব্যাখ্যান', প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থে স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্য্যগণ বিশেষতঃ 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য' নামে খ্যাত বাদিরাজস্বামী তাঁহার 'যুক্তি-মল্লিকা' গ্রন্থের ফল-সৌরভে ৪২৮—৭২০ শ্লোকে শ্রীমধ্বাচার্য্যের বায়ুর তৃতীয়াবতারত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ বেদবাক্যের প্রমাণ, উহাদের মন্থনপর ব্যাখ্যা এবং বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সকল বিস্তৃত বিচার পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। এখানে সংক্ষেপে শ্রীমধ্বাচার্য্যের

• সর্ব্বে বা এতে মুখ্যপ্রাণাঃ। প্রাণোঽপানো ব্যানউদানঃ সমান ইতি। অথ প্রাণো যাব সঞ্চারিণি কৌষিতকশ্রুতিঃ। প্রাণাপানাবাণঃ সর্ব্বে মুখ্যপ্রাণা ন্যতোঽবিলম্। অতঃপরমাত্মা নিত্যং ঘনি কর্ত্তানি দুর্ব্বত ইতি মুক্তির্ব্যুৎক্রান্তে:। মুখ্যাসাব ঘনপাণি প্রাণাত্মাঃ পঞ্চ-ধাময়ঃ। স এষ প্রাণিধাং বেদে পঞ্চধা ববরেছনিমিত্তি খৌপধন-শ্রুতিঃ। অতো যক্তি—অথ পঞ্চবৃত্তির্ত্তং হবৈষ ত প্রাণো যা পঞ্চবৃত্তিং প্রাণোঽপানোব্যানঃ উদানঃ সমান ইতি। তেভ্যো বা এতেভ্যঃ পঞ্চ ছিদ্রিঃ প্রজাযন্তে প্রাণাদ্যাস প্রাণোঽপানোব্যানোপানো বাবাধ্যনে উদাদাহ-দানঃ সমাবাদেব সমানো ঘথাহ বৈ মনঃ পঞ্চধ যাপদিশ্যতে মনো বুদ্ধি-রহঙ্কারশ্চিত্তং তেভ্যো বা এতেভ্যঃ পঞ্চ ধাময়ঃ প্রজাযন্তে মনসো বাব মনোবুদ্ধেবুদ্ধিরহঙ্কারস্যাহঙ্কারশ্চিত্তস্য চিত্তং চেতনায়া এব চেতনৈবমিতি।

বায়ুর অবতার সম্বন্ধে কয়েকটীমাত্র বেদমন্ত্রাংশ-বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহ প্রদত্ত হইতেছে।

ঋগ্বেদের ষষ্ঠাষ্টকে ৭ম অধ্যায়ের ১৬শ বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ ষষ্ঠাষ্টক অর্থাৎ ষষ্ঠাষ্টকের ৮ম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত এবং সপ্তমাষ্টকের ১ম হইতে ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত এক সঙ্গে কিছিদ্ন্যন সপ্ত অধ্যায়ে যে-সূক্ত-সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা 'পবমান সূক্ত' নামে প্রসিদ্ধ। "স্বাদিষ্ঠয়ামদিষ্টয়া"—এই ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া 'পবমান সূক্ত' কথিত হয়। 'পবমান' শব্দের অর্থ—'বায়ু', যথা অমরকোষে—"পবমানস্তু বায়ুর্যদ্বাতপবনপবমানা মরুজ্জনাঃ"। সেই পবমান-সূক্তে মূল বায়ু এবং তাঁহার অবতার সম্বন্ধে স্তুতি প্রদত্ত হয়। নিম্নে সেই সকল ঋক্ তাৎপর্য্যসহ উদ্ধৃত হইল।

"প্রবাবা মধ্বো অগ্রিয়ো মহীরপো বিগাহতে। হবির্হবিষু বন্দ্যঃ।"

অগ্রিয়ঃ (দেবাগ্রণীঃ) হবিঃ (প্রলয়ে নিষ্কোর্হবির্ভূতঃ) হবিষু (নিষ্কোরাহুতিভূতেষু দেবেষু) বন্দ্যঃ (স্তুত্যঃ) গুরুরেবেতি শেষঃ। মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) প্রধারাঃ (উৎকৃষ্ট-জ্ঞানাখ্য ধারাবত্যঃ) মহীঃ (মহত্যঃ) অপঃ (আপ্তিসাধন ঋগাদি সপ্তবিদ্যাঃ) বিগাহতে (অর্থ-বিচারায়াবগাহতে) অন্তর্ধত্তে। অগ্রিয়ঃ (বদরীবদনে অগ্রেসরঃ) হবিঃ (ব্যাসেনাহূতঃ) হবিষু (ব্যাসেনাহূতশিষ্যেষু) বন্দ্যঃ (স্তুত্যঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) প্রধারাঃ (প্রকৃষ্ট জলধারাঃ) মহীঃ (মহত্যঃ) অপঃ (গঙ্গাদিনদীজলানি) বিগাহতে (অবগাহতে)॥ ১॥

প্রলয়কালে ভক্তবৎসল বিষ্ণুর আহুতি-স্বরূপ দেবোত্তম মধ্বাচার্য্য বিষ্ণুর আহুতিভূত দেবগণের মধ্যে বন্দ্য অর্থাৎ গুরুরূপে প্রবাহ্য। সেই মধ্বাচার্য্য উৎকৃষ্ট জ্ঞানধারাবতী, মহতী মোক্ষাপ্তি-সাধনভূতা ঋগাদি-সপ্তবিদ্যা বিচারার্থ তাহাতে অবগাহন করেন। অপরার্থ—বদরী গমনে অগ্রণী, ব্যাসের দ্বারা আহূত আত্মাহূত শিষ্যগণের মধ্যে বন্দ্য অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে পূজিত মধ্বাচার্য্য জলপ্রবাহ-বিশিষ্টা মহতী গঙ্গাদি-নদী-ধারায় অবগাহন করেন॥১॥

অস্মভ্যমিন্দ বিশ্রয়ুর্ঘৃতঃ পবস্বধারয়া।
পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব॥ ২॥

হে ইন্দো (ইষ্টদানশীল বায়ো,) ইন্দ্রয়ুঃ (ইন্দ্রঃ ঐশ্বর্য্য-পূর্ণবিষ্ণুঃ যুনক্তীতি যুজনেষু যোজয়তীতি ইন্দ্রয়ুঃ) মধ্বঃ (মধ্বাখ্যস্ত্বং) বৃষ্টিমাঁ (বৃষ্টিদাতা) পর্জন্য ইব (মেঘ ইব) অস্মভ্যং (অস্মাসুদ্দিশ্য) ধারয়া (জ্ঞানধারয়া) সহ পবস্ব (পবনং সঞ্চারং কুরু) যদ্বা পবস্ব (পবিত্রীং কুরু)॥২॥

হে অভীষ্টপ্রদানকারি-বায়ুদেব, আপনি পরমৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিষ্ণুকে সুজনগণের সহিত যোজনা করিয়া দেন অর্থাৎ সুজন-গণের সহিত জ্ঞান উৎপাদন করেন। আপনার নাম—মধ্ব। বর্ষণকারী-মেঘের ন্যায় আপনি আমাদিগের প্রতি জ্ঞান-ধারা বর্ষণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করুন অথবা তদ্দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করুন॥২॥

স পূর্ব্যঃ পবতে যং দিবস্পরি শ্যেনো মথায়দিষিত স্তিরোরজঃ। স মধ্ব আয়ুষতে বেবিজানে ইৎ কৃপানো রন্তমনসা হ বিভ্রুষা॥ ৩॥

পূর্ব্যঃ (সর্ব্বজীবেষু পূর্ব্বতনঃ) সঃ (বায়ুঃ) পবতে (সর্ব্বদেহেষু স্বাধকরূপেণ সঞ্চরতে) যং (বায়ুং) দিবঃ (দ্যু নামক বৈকুণ্ঠাদিলোকস্য) পরি (পরিতঃ) বদন্তীতি শেষঃ। শ্যেনঃ (শী সুখরূপী বিষ্ণুঃ ইনঃ প্রভুঃ যস্য সঃ) ইষিতঃ (সঞ্জনেষ্টঃ) বায়ুঃ রজঃ (ধূলীঃ) তিরঃ (তিরস্কৃত্য) মথায়ৎ (বৃক্ষাদি-মথনংকৃতবান্) যদ্বা শ্যেনঃ ইষিতঃ সঃ (বায়োরবতারঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) রজঃ (রজোগুণনির্ম্মিতং উপলক্ষণত্বাত্তমো গুণ নির্ম্মিতং চ) দুর্ভাস্যাদিকং তিরঃ (তিরস্কৃত্য) বেবিজানঃ (বিজ্ পৃথগ্ভাবে, ঈশ্বর-জীব-জড়ান্ পৃথক্কুর্ব্বন্) আয়ুষতে (সজ্জনেষু মিশ্রী ভবতি) ইৎ (ইত্থমেব) বিভ্রুষা (ভয়ঙ্করেণ) মনসা (চিত্তেন) কৃপানোঃ (প্রলয়াগ্নেঃ) অন্তঃ (নিয়মনশীলঃ) হ (প্রসিদ্ধঃ)॥৩॥

সর্ব্বজীবের মধ্যে পূর্ব্বতন সেই বায়ু জীবের সকলদেহে সঞ্চারিত আছেন। আবার সেই বায়ুই মূলস্বরূপে শুদ্ধ মুক্তভাবে বৈকুণ্ঠাদি লোকে সর্ব্বত্র বিরাজিত। সুখরূপী বিষ্ণুর নিয়ামক, সজ্জনগণের প্রিয় বায়ুদেব ধূলি-পটলকে অপসারিত করিয়া বৃক্ষাদি মহদ্বস্তুকেও তীব্র সঞ্চালন করিয়াছিলেন। অপরার্থে—জ্ঞান-স্বরূপ বিষ্ণুর দ্বারা পরিচালিত, সজ্জনগণের অভিনন্দিত বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্য রজোতমোগুণ-নির্ম্মিত দুর্ভাস্যাদিকে খণ্ডন করিয়া ঈশ্বর, জীব ও জড়ে শুদ্ধ পঞ্চভেদবাদ স্থাপনপূর্ব্বক সজ্জনগণের সহিত মিলিত হন। শ্রীমদ্ভাচার্য্য যেরূপ প্রবল পরাক্রমে দুর্ভাস্যাদি খণ্ডন করিয়া জগন্নাশকরী অবস্থার শান্তি বিধান

করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রলয়কালেও বাসুদেব তৎতৎ মূর্ত্তিতে প্রলয়াদির নির্ব্বাপণ সাধন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

উন্মথ্য উর্ণ্মির্বনিনা অতিষ্ঠদপো বসানো মহিষী বিগাহতে। রাজা পবিত্রম্পো বাজমারুহৎ সহস্র ভৃষ্টির্জয়তি শ্রবোবৃহৎ ॥ ৪ ॥

বসানঃ (তূনৌ বাদং কূর্ব্বন্) ঊর্ম্মিঃ (ঊর্দ্ধা মিঃ মতির্যস্য সঃ) মহিষ্যঃ (সকলাদিকারিষু শ্রেষ্ঠঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) বননাঃ (ভজনীয়াঃ) অপ (আপয়ন্তি আপয়ন্তি পরমাত্মানমিতি ব্যুৎপত্ত্যা অপ্-শব্দবাচ্যাঃ ঋগাদি বিদ্যাঃ) বিগাহতে (বিচারয়তি) পবিত্রম্পঃ (পবিত্রং সুদর্শনচক্রং রথো রথ ইব যস্য চক্রোপরিস্থিত ইতি যাবৎ) সহস্র ভৃষ্টিঃ (সহস্রধাব্যাপ্তকিরণ ভ্রস্জ পাকে ইতি ধাতুঃ। সুদর্শনরূপী নারায়ণঃ) বাজ মধ্বস্য রাজো (নিয়ামকঃ) বৃহৎ (সর্ব্বেভ্যঃ উৎকৃষ্টম্) বাজঃ (অন্নবৎ প্রিয়ঃ) প্রবঃ (মধ্বাচার্য্যকৃতং ব্যাসমুখাচ্ছাস্ত্রশ্রবণং) আরুহৎ (আরোহণং কৃতবান্ তত্র সন্নিহিতোঽভূদিতি যাবৎ) জয়তি (উৎকর্ষো বর্ণনে) ॥ ৪ ॥

ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান, সকল-সুরিশ্রেষ্ঠ মধ্বাচার্য্য সর্ব্বদেব্যা বিষ্ণু প্রাপ্তি-সাধনা ঋগাদি বিদ্যা বিচার করিয়া থাকেন। সুদর্শনচক্রাসন সহস্র কিরণ বিষ্ণু পবিব্যাপ্ত-কিরণমণ্ডল সুদর্শনরূপী নারায়ণ সেই মধ্বাচার্য্যের নিয়ামক। সেই বিষ্ণু অন্নের ন্যায় প্রিয়। (মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাসমুখ হইতে) শাস্ত্র-শ্রবণ উৎকৃষ্ট সেবার মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য যে ব্যাসগুরুর নিকট হইতে শ্রৌতপন্থায় শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তাহা পরমোৎকৃষ্ট ও অন্নের ন্যায় পুষ্টি-তুষ্টি ও ভবক্ষুধা-নিবৃত্তি-কারক। মধ্বাচার্য্যের সেই শাস্ত্রশ্রবণকালে সুদর্শনরূপী বিষ্ণু স্বয়ং তথায় অধিষ্ঠিত থাকেন; তাৎপর্য্য এই যে, শ্রৌতপন্থার মধ্যে কোনও প্রকার কুদর্শন বা মায়ার প্রভাব নাই। সেখানে সাক্ষাৎ সুদর্শনরূপী পরম-ব্রহ্ম সুদর্শন-চক্রে আরূঢ় হইয়া শব্দ-ব্রহ্মরূপে বিরাজিত থাকেন। সেই শ্রৌতবাণী-শ্রবণে জীবের সর্ব্বমঙ্গল লাভ হয় ॥ ৪ ॥

সপ্ত স্বসৃরূষীর্বিসানো বিষ্যান্ মধ্ব উজ্জভারা-দৃশে কম্। অন্তর্যেমে অন্তরিক্ষে পুরাজা ইচ্ছন্ বব্রি-মবিদৎ পুষণস্য ॥ ৫ ॥

বিসানঃ (অতিশয়েন বীপ্সমানঃ) কং (আনন্দরূপং বিষ্ণুং) বিষ্যান্ (সাক্ষাৎ পশ্যন্) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অরূষীঃ (দোষাদিদোষবিরুদ্ধগুণাঃ। প্রলয়ে ভগবদ-তিরিক্ত অধিরহিতাঃ)। স্বসৃঃ (স্বয়ং প্রাণবৎ সৃতাঃ) সপ্ত (ঋগ্যজুঃ-সামাথর্ব্ব পঞ্চরাত্র-পুরাণ ভারতাখ্য-সপ্ত-বিদ্যাঃ) দৃশে (তত্ত্বজ্ঞানায়) উজ্জভার (উদ্ধৃতবান্) অন্তর্যেমে-পৌরুষেয়ত্ব মিথ্যাত্বাস্তত্ত্বাবেদকত্বাদিনাঃপতিতাঃ অপৌরুষেয়-তত্ত্বাবেদক-প্রমাণত্বেন সাধয়ামাসেতি যাবৎ) পুষণস্য (পূর্ণ ষড়্গুণস্য বিষ্ণোঃ) ব্রিং (বরণং প্রসাদং) ইচ্ছন্ (বাঞ্ছন্ মধ্বঃ) অন্তরিক্ষে (অব্যাকৃতাকাশে) পুরা (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমেব) তাঃ (অভিব্যক্তাঃ) বিদ্যাঃ অবিদৎ (জ্ঞাতবান্) অস্য (সাধূনাং হৃদয়স্থঃ) যেমে (নিয়মবৎ) প্রেরয়ামাসেতি যাবৎ ॥ ৫ ॥

অতিশয়িত দীপ্তিমান আনন্দ-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর প্রত্যক্ষ-কারী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দোষাদিদোষ-বিরুদ্ধগুণ-প্রদায়িনী অথবা প্রলয়কালে ভগবদতিরিক্ত-অধিরহিতা স্বপ্রকাশ-ভগবৎ-শ্রীমুখ নিঃসৃতা ঋগ্-যজুঃ সামাথর্ব্ব-পঞ্চরাত্র-পুরাণ-মহাভারতাখ্যা সপ্তবিদ্যা জীবের তত্ত্বজ্ঞানার্থ উদ্ধার স্থাপন করিয়াছিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে মধ্বাচার্য্য পূর্ণ ষড়্গুণ বিশিষ্ট বিষ্ণুর প্রসাদ ইচ্ছা করিয়া অব্যাকৃতাকাশে প্রকাশিতা বিদ্যা জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং সাধুগণের অন্তঃকরণে সেই বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যা বিশ্বা উতক্ষিতয়ো হস্তে অস্য। অসত্ত উৎসো গৃণতে নিযুত্বান্ মধ্বো অংশুঃ পবতে ইন্দ্রিয়ায় ॥ ৬ ॥

হে বায়ো, দিবঃ (স্বর্গস্য) বিষ্টম্ভঃ (আধারভূতঃ) পৃথিব্যাঃ (ভূলোকস্য) ধরুণঃ (ধারণশীলঃ) উৎসঃ (হরি-ভক্তিকরণে উৎসুকঃ) নিযুত্বান্ (নিতরাং হরিবিষয়ক-যোগবান্) যুৎ যোগে ইতিধাতুঃ। তে (তব) অংশুঃ (মূলরূপাংশঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অসৎ (ভূর্জ্জনাগমাৎ পরংব্রহ্ম) গৃণতে (স্তৌতি) ইন্দ্রিয়ায় (ইন্দ্রিয়াণাং চলনায়) পবতে (সর্ব্বপ্রাণিশরীরেষু সঞ্চরতি) যদা ইন্দ্রিয়ায় (রঞ্জন-বাগিন্দ্রিয়ায়) পবতে (দেশে দেশে সঞ্চরতি) অস্য (মধ্বস্য) হস্তে (করে) বিশ্বাঃ (সমস্তাঃ) ক্ষিতয় উত (লোকাশ্চ) বর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

হে বায়ো, স্বর্গের আধারভূত, পৃথিবী-ধারণশীল, ভগবৎ স্তুতিকার্য্যে উৎসুক, নিয়ত শ্রীহরি-সেবায় যুক্ত যুবা তোমার মূলরূপের অংশ-স্বরূপ। মধ্ব দুর্জ্ঞনগণের বুদ্ধির অগম্য পরব্রহ্মকে স্তব করিতেছেন। তিনি সর্ব্ব-প্রাণীর ইন্দ্রিয় ভগবৎ-সেবার্থ প্রেরণ করিবার জন্য তাহাদের শরীরে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন অথবা সজ্জনগণের বাগিন্দ্রিয় ভগবৎ-কীর্ত্তনে প্রেরণ করিবার জন্য দেশে দেশে বিচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের হস্তে নিখিল লোক বিরাজিত অর্থাৎ তিনি জগদ্‌গুরু গোস্বামী ॥ ৬ ॥

সিংহং নসন্তু মধ্বো অয়াসং হরিমরুষং দিবো অস্য পতিম্। শূরো যুৎসুঃ প্রথমঃ পৃচ্ছতে গা অস্য চক্ষসা পরিপাত্যুক্থা ॥ ৭ ॥

যুৎসু (বাগ্‌যুদ্ধেষু) শূরঃ (শৌর্য্যবান্) প্রথমঃ (জীবেষু প্রথমঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অস্য (ভুবনস্য) দিবঃ (জ্ঞানস্য) পতিং (অধিপতিং) অরুষং (ভক্তেষু কোপরহিতং) অয়াসং (স্বদ্বারাগতং) হরিং (দুর্জ্জনসংহারকং) নসন্ত (বিধৃত নাসাপুটং, সুপাংসু সুলিতি সূত্রেণ সুলোপঃ) সিংহং (নরসিংহং) গাঃ (কণাদি বিদ্যাঃ) পৃচ্ছতে (শিষ্যো ভূত্বা অর্থবিশেষং পৃচ্ছতি) অস্য (নরসিংহস্য) চক্ষসা (জ্ঞান-চক্ষুষা) ঊক্থা (জ্ঞানপ্রেক্ষণং কুর্ব্বন্ মধ্বঃ) পরিপাতি (সজ্জনান্ পরিপাতি) ॥ ৭ ॥

বাগ্‌যুদ্ধে প্রগল্‌ভবীর, নরোত্তম মধ্বাচার্য্য সুজনগণের জ্ঞানের অধিপতি, স্বীয় ভক্তগণের প্রতি কোপরহিত, স্বদ্বারনির্গত বিস্তারিত-নাসাপুট, দুর্জ্জন-সংহারক নৃসিংহ-দেবের নিকট শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া কণাদি বিদ্যা শিক্ষা করেন। এই নৃসিংহদেবের কৃপা-দৃষ্টি-লব্ধ জ্ঞানের প্রচার করিয়া মধ্বাচার্য্য সজ্জনগণকে পরিপালন করেন ॥ ৭ ॥

ইদং তে পাত্রং সনবিত্তমিন্দ্র পিবাসোমমেনা শতক্রতো। পূর্ণমাহাবো মদিরস্য মধ্বো যং বিশ্ব ইদভি হর্যন্তি দেবাঃ ॥ ৮ ॥

হে শতক্রতো, (অপরিমিতজ্ঞানপূর্ণ) ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবন্) সনবিত্তং (দানযোগ্যবৈরাগ্য-জ্ঞানভক্ত্যাদি বিত্তবৎ) ইদং (বক্ষ্যমাণং) তে (তব) পাত্রং (সন্নিধান-যোগ্যং স্থানং) এনং (অনেন) হস্তমিতি শেষঃ। সোমং (সোমরসঃ) পিব (পানং কুরু) মদিরস্য (অতঃ উন্নয়ং প্রেরণং যস্য সঃ বেদোৎপন্নজ্ঞানস্যেত্যর্থঃ)। পূর্ণঃ (পরি-পূর্ণঃ) আহাবঃ (আ সমন্তাৎ হাবঃ জ্ঞানহবনং যস্মাৎ সঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) ইদং তে পাত্রমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যং (মধ্বং) বিশ্বে (সর্ব্বে) দেবাঃ (সুরাঃ) ইৎ (ইথং) অভি (অভিতঃ) হর্যন্তি (জ্ঞানরসসংগ্রহায় প্রার্থয়ন্তি) ॥৮॥

হে অপরিমিত-জ্ঞানবান্ পরমৈশ্বর্য্যপূর্ণ-ভগবন্, দান-যোগ্য-বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্ত্যাদি বিত্তবান্ মধ্ব আপনার আবাস-যোগ্য পাত্র। মধ্বকর্ত্তৃক প্রদত্ত সোমরস পান করুন্। এই মধ্বাচার্য্য বেদোৎপন্ন জ্ঞানপূর্ণ। ইনি সজ্জনগণের নিকট জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। নিখিল সুরিগণ জ্ঞানরস-লাভের জন্য এই মধ্বাচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

মধ্বো বো নাম মারুতং যজত্রাঃ প্রযজ্ধ্বে শবসা মদন্তি। যে রেজয়ন্তি রোদসী চিদুর্বী পিষন্ত্যৎসং যদয়ামরুক্রাঃ ॥ ৯ ॥

মরুৎসূক্তে বেদপুরুষঃ বায়ুবতারান্ প্রার্থয়তে। হে (যস্মাৎ) উগ্রাঃ (ক্রূরাঃ) হে বায়ুবতারাঃ, উর্বী (উর্বীং ভূমিমিতি যাবৎ) অয়াসুঃ (আজগ্মুঃ) তস্মাৎ উৎসং (স্বদে-বোৎসুকং পুরুষং) পিষন্তি (ভাগ্যসেচনেন রক্ষন্তি) যে চিৎ (যে কেচিৎ) উর্বী (উৎকৃষ্টে) রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) রেজয়ন্তি (রাজয়ন্তি) প্রকাশয়ন্তীতি যাবৎ। তেষু অবতারেষু যঃ (ভবৎসম্বন্ধী) মধ্বো নাম (মধ্বাখ্যাবতারঃ) তং মারুতং (মুখ্যবায়ুবতারং মধ্বাচার্য্যং) যজত্রাঃ (যাজকাঃ) শবসা (স্তোত্রেণ) প্রমদন্তি (সন্তোষয়ন্তি) যদা যজত্রাঃ (যজমান ঋত্বিক্ সভ্যাঃ) শবসা (কঠিনার্থকগনির্ণয় ব্যাখ্যাত-ব্রাহ্মণবাক্যার্থদর্শন-সুখেন) প্রমদন্তি (মদ-যুক্তা ভবন্তি) ॥ ৯ ॥

মরুৎসূক্তে বেদাভিমানী দেবতা বায়ুর অবতার-সমূহকে স্তব করিতেছেন,—হে উগ্রবায়ু-অবতারগণ, যেহেতু আপনারা প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন, সেই হেতু কৃপা-পূর্ব্বক আপনাদের সেবায় উৎসাহ-বিশিষ্ট পুরুষগণের প্রতি প্রসাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন্। যে বায়ুর অবতারগণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য লোকদ্বয় প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই অবতারগণের মধ্যে ভবৎসম্বন্ধী 'মধ্ব'-নামক অবতার অন্যতম। সেই মুখ্য বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্যকে ভক্তগণ স্তোত্রের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন অথবা ঋত্বিগ্‌গণ

মধ্বাচার্য্যকৃত 'কর্ম্মনির্ণয়' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত 'ব্রাহ্মণপরার্থ' দর্শনে আনন্দিত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

তদস্য প্রিয়মভিপাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি। উরুক্রমস্য সহি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥ ১০ ॥

ত্রিঃ (দর্ব্বমুনিত্রিত্বং) তৎ (প্রসিদ্ধং) অস্য (নারায়ণস্য) অভিপাথঃ (সর্ব্বাংশেষু অভিবিক্তং জলং) নরঃ (মনুষ্যঃ অহং) অশ্যাং (প্রাশনং কুর্য্যাং) যত্র (তীর্থে) দেবযবঃ (ব্রহ্মাদি দেবাঃ) মদন্তি (হৃষ্টং কুর্ব্বন্তি) পরমে (উত্তমে) বিষ্ণোঃ (নারায়ণস্য) পদে (পাদে) উৎসঃ (উৎসুকঃ) সঃ মধ্বঃ (স মধ্বাচার্য্যঃ) ইত্থা (পূর্ব্বোক্তরীত্যা) উরুক্রমস্য (উৎকৃষ্ট পাদনিক্ষেপবতঃ ত্রিবিক্রমস্য) বন্ধুর্হি (পুত্রতয়া শিষ্যতয়াচ বন্ধুরেব) ॥

সর্ব্বজন-প্রিয় ত্রিবিক্রম-বিষ্ণু-পাদোদক নরূপী আমি পান করিতে ইচ্ছা করি। উরুক্রমের পদাঘাতে সেই ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ-ভিন্ন জলোদকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর সেই পরমপদে উৎসাহবিশিষ্ট মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মাদি দেবগণের ন্যায় ত্রিবিক্রম দেবের পরম প্রীতিভাজন ॥ ১০ ॥

বলিত্থা তত্বপুষে ধায়ি দর্শতং দেবস্য ভর্গঃ সহসো যতো জনি। যদীমুপস্থেরতে সাধতে মতি ঋতস্য ধেনা অনয়ন্ত সস্রুতঃ ॥ ১১ ॥

সহসঃ (বলপূর্ণস্য) দেবস্য (বায়ুদেবস্য) বট্ (বলাত্মকঃ) দর্শতঃ (দর্শনেন জ্ঞানেন তত্রঃ ব্যাপ্তঃ) ভর্গঃ (ভরণগমনশীলঃ) তৎ (মূলরূপং) যতঃ (যস্মাৎ বিষ্ণোঃ) জজনি (উৎপন্নমভূৎ) ইত্থা (ইত্থমেব মূলরূপবদেবেতি যাবৎ) বপুষে (অবতাররূপায়) ধায়ি (অধায়ি) প্রথমাবতারঃ বহুমন্যঃ স্তৌতি। যদীঃ (য এব) মতিঃ (মতিমান্ হনু শব্দস্য জ্ঞানবাচিত্বাৎ মতিমান্ হনুমান্) উপ (রামসমীপে) স্থেরতে (সঞ্চরতে) স্থেরু ক্রীড়া কৌটিল্যয়োরিতি ধাতুঃ রামসমীপে কুটিলঃ নম্রীভূয় তিষ্ঠতি। সাধতে (রামকার্য্যাণি সাধয়তি) ঋতস্য (জ্ঞানরূপস্য অরণ্যবাসে গত্বা প্রতিজ্ঞস্য বা রামস্য) সস্রুতঃ (অমৃতস্রাবিণীঃ) ধেনাঃ (সজ্জনপোষণকরবাচঃ) অনয়ন্ত (আনীতবান্) ॥ ১১ ॥

যেরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন প্রথম বায়ু বা মুখ্যপ্রাণ জ্ঞানবল ও দেহ বল-বিশিষ্ট, সেইরূপ বলপূর্ণ বায়ুদেবের অবতারেও জ্ঞানবল ও দেহবল সঞ্চারিত হইয়াছে অর্থাৎ অবতারীর ন্যায় অবতারেও প্রবিষ্ট আছে। ইহা দ্বারা প্রধান বায়ুর প্রথম অবতার শ্রীহনুমানকে স্তব করিতেছেন। সেই হনুমান রামসেনা মধ্যে বিশেষ বুদ্ধিমান; তিনি সর্ব্বদা রামচন্দ্রের সমীপে বিনীতভাবে সঞ্চরণ করেন এবং রামকার্য্য-সমূহ সাধন করিয়া থাকেন। এই হনুমানই সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রের অমৃতস্রাবিণী সজ্জনপোষণকারিণী বাণী সীতা-সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

পৃৎক্ষো বপুঃ পিতুমান্নিত্য আশয়ে দ্বিতীয়মাসপ্তশিবাসু মাতৃষু ॥ ১২ ॥

বায়োর্দ্বিতীয়াবতারং ভীমসেনং স্তৌতি। পৃৎক্ষ ইতি। অস্য (বায়োঃ) পৃৎক্ষঃ (কৌরবপৃতনাক্ষয়কারি) দ্বিতীয়ং (হনুমদপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং) বপুঃ (ভীমসেনরূপং) পিতুমান্ (মহারং ভোজ্যং) পিতুরিতান্নমিতিশ্রুতিঃ। নিত্যঃ (নিত্যজ্ঞানত্বাৎ নিত্যঃ) সপ্ত (সপ্তসংখ্যাসু) শিবাসু (মঙ্গলাসু) মাতৃষু (মীয়ন্তে অর্থাঃ আভিরিতি মাতৃশব্দবাচ্যাগ্নিষু) আ (সমন্তাৎ) শয়ে (শেতে) সর্ব্বত্র নির্ম্বসনং করোতি ইতি যাবৎ) ॥ ১২ ॥

বায়ুর দ্বিতীয়াবতার ভীমসেনকে স্তব করিতেছেন,—কৌরব-সৈন্য-ধ্বংসকারী ভীমসেন বায়ুর দ্বিতীয় অবতার। তিনি বহু অন্নের ভোক্তা। তিনি নিত্য জ্ঞানবান্। তিনি সপ্তমঙ্গল-প্রদায়িনী সপ্ত- অগ্নি-বিষয়ে সর্ব্বত্র বিচার করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

তৃতীয়স্য ঋষভস্য দোহসে দশপ্রমতিং জনয়ন্ত যোষণঃ। নির্যদীং বৃদ্ধান্মহিষস্য বর্পস ঈশানাসঃ শবসা ক্রন্ত সূরয়ঃ। যদীমনু প্রদিবো মধ্বআধবে গুহাসন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি ॥ ১৩ ॥

বায়োস্তৃতীয়াবতারং মধ্বং স্তৌতি। ঋষভস্য (শ্রেষ্ঠস্য) অস্য (বায়োঃ) তৃতীয়ং বপুঃ (তৃতীয়াবতারং) যোষণঃ (বেদাভিমানি শ্রীহনুর্দুর্গাখ্যাঃ যোষিতঃ) দোহসে (জ্ঞানদোহায়) দশপ্রমতিং (পূর্ণপ্রজ্ঞনামকং) দশেতিপূর্ণমুদ্দিষ্টং প্রমতির্জ্ঞানমুচ্যতে ইতি কোশঃ। জনয়ন্ত (জনয়ন্ত)। বৃদ্ধাৎ (জ্ঞানরূপাৎ) যৎ (যস্মাৎ মধ্বাৎ) ঈং (ইত্থং) ঈশানাসঃ (ঈশানাস্যাঃ) মহিষস্য (সর্ব্বোত্তমস্য নারায়ণস্য) বর্পসঃ (বরণীয়ত্বাৎ পালকত্বাৎ বর্ণীনামকান্

ভগবান্) নত্বা (স্তোত্রেণ) নিরাকৃত (ক্রন্দিগতি শোষ-পরোহিতি ধাতোঃ নিতরামবধানম্) যং (যস্মাৎ) প্রদিবঃ (প্রকৃষ্টজ্ঞানপ্রকাশবান্) মঘবঃ (মঘবাখ্যঃ) মাতরিশ্বা (বায়ুঃ) অসু (তদনন্তরমেব) তদ্বয়সন্তং (হৃদয়গুহায়াং বিদ্যমানং নারায়ণং) আবদৎ (আসমন্তাৎ ধ্বনে প্রতিস্তুত্যে) মথায়তি (বেদশাস্ত্রাদি মথনং করোতি) ॥১৩॥

বায়ুর তৃতীয়াবতার মধ্বাচার্য্যকে স্তব করিতেছেন, —শ্রীমদ্ভক্ত শ্রেষ্ঠ বায়ুর তৃতীয় অবতার। বেদাভিমানিনী শ্রী-ভূ-দুর্গাখ্যা শক্তি পৃথিবীতে জ্ঞান-প্রচারার্থ 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' নামক পুরুষকে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান-প্রচারার্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ-নামক বায়ুর তৃতীয়াবতারের আবির্ভাবের কথা বেদে শ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞান-পূর্ণ মধ্বাচার্য্য হইতে শিবাদি দেবতাগণ স্তোত্রাদি-প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাদ্বারা পুরুষোত্তম বিষ্ণুর গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন। যেহেতু প্রকৃষ্ট জ্ঞান-প্রকাশবান্ বায়ুরূপ মধ্বাচার্য্য জগতে আবির্ভূত হইয়াসমস্ত শাস্ত্রাদি-মন্থন করিয়া স্বীয় হৃদয়-গুহায় অবস্থিত বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। ১৩॥

বায়োর্দিব্যানি রূপাণি পঞ্চত্রয়যুতানি চ।
ত্রিকোটি মূর্ত্তিসংযুক্তস্ত্রেতায়াং রাক্ষসান্তকঃ॥
হনুমানিতি বিখ্যাতো রামকার্য্য-ধুরন্ধরঃ।
স বায়ু ভীমসেনোঽভূদ্দ্বাপরান্তে কুরূদ্বহঃ॥
কৃষ্ণং সংপূজয়ামাস হত্বা দুর্য্যোধনাদিকান্॥
দ্বৈপায়নস্য সেবার্থং বদর্য্যাং তু কলৌ যুগে।
বায়ুশ্চ যতিরূপেণ কৃত্বা দুঃশাস্ত্রখণ্ডনম্॥
ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে তৃতীয়ো মধ্বনামকঃ।
ভূরেখা দক্ষিণেভাগে মণিমদ্গর্ব্বশান্তয়ে।
বিভূর্ব্বন্ তৎপ্রভং সম্ভাদবতীর্ণোত্রি দ্বিজাশ্রয়ে॥

বায়ুপুরাণে বর্ণিত আছে যে,—প্রধান বায়ুর পঞ্চত্রয়-পরিমিত দিব্যরূপ বিরাজিত আছে। ত্রেতাযুগে ত্রিকোটি-মূর্ত্তি-সংযুক্ত অর্থাৎ ত্রিকোটি অনুচরগণের অধিনায়ক রাক্ষস-কুলের বিনাশক, রাম-সেবায় সর্ব্বাগ্রণী 'হনুমান' নামে বিখ্যাত বায়ুর প্রথম অবতার। সেই বায়ুদেব দ্বাপরান্তে কুরুবংশে আবির্ভূত হইয়া 'ভীমসেন' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনাদি দুষ্টগণকে বিনাশ করিয়া—শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষরূপে পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর কলি-কাল আগত হইলে মধ্ব-নামক বায়ুর তৃতীয় অবতার ভূরেখার দক্ষিণ ভাগে 'বিবাহী' ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন এবং সন্ন্যাসীরূপে বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কলিযুগে ভ্রান্তশাস্ত্র-সমূহ খণ্ডন করিয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সেবা-বিধান করিয়াছিলেন। মণিমান রাক্ষসের গর্ব্বপাত ও তাহার প্রতিষ্ঠা সম্ভ্রম করিবার জন্যই কলি-যুগে মধ্ব-নামক বায়ুর তৃতীয় অবতারের আবির্ভাব॥

শ্রীগৌড়পুর-সারস্বত-তীর্থ

(অবিদ্যাহরণ বেদবিদ্যালয় বা পরাবিদ্যাপীঠ)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের দ্বারা পরিচালিত

সভ্য মানব-সমাজে বিদ্যার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা অধিক করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। সাধারণ নীতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়া থাকে,—

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"।

বর্ত্তমান সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই বিদ্যার কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। বিদ্যার প্রসার জগতে যত বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু জগতে পরাবিদ্যা অপেক্ষা অপরাবিদ্যার আলোচনার মাত্রাই অধিক দৃষ্ট হয়। অনেক স্থানে পরাবিদ্যার আলোচনার কথা প্রস্তাবিত থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহা অপরাবিদ্যার সহিত সংমিশ্রণে ন্যূনাধিক ম্লান-ভাবেই অবস্থান করে।

অপরা বা লৌকিকীবিদ্যা আমাদের ইহজগতে থাকা পর্য্যন্ত আংশিক ভাবে কার্য্যকরী হয়, কিন্তু পরাবিদ্যা ইহ-জগতে ও পরজগতে অর্থাৎ আমাদের অনন্ত জীবনে পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

পরাবিদ্যা পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া নিত্য অবস্থিতা। পরাবিদ্যা সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তি—প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী। এই বিদ্যাবধূর জীবনই পঞ্চব্রহ্ম। এই পঞ্চব্রহ্মের বিকৃত প্রতি-ফলনই ইতরসোপজ্ঞান্ত বাগ্‌বৈখরী,—তাহা অবিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ। ব্রহ্মা-নারদ-শিব-ব্যাস-শুক-চতুঃসন-জনক-গৌরকাদি পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরাকাষ্ঠায় অধিরূঢ় পরম-

হংসগণ সকলেই এই পরাবিদ্যার সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

নবদ্বীপ এক সময়ে সর্ব্ববিদ্যার আলোচনার কেন্দ্ররূপে জগতের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রপূজিত হইয়াছিলেন। স্থানান্তর হইতে অসংখ্য প্রতিভাদীপ্ত পণ্ডিত, অসংখ্য বিদ্যার্থী নবদ্বীপে আদিয়া বাগ্দেবীর অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইতেন। সরস্বতীর বরপুত্রগণ, দিগ্বিজয়িগণ, পণ্ডিতাচার্য্যগণ, ঋষিগণ সকলেই নবদ্বীপে আগমন করিয়া স্ব-স্ব পাণ্ডিত্য-প্রতিভার প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিতেন। নিমাই পণ্ডিতের অলৌকিকী পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় সকলের 'বিদ্যাগর্ব্বপাত' হইত,—ইহাও তদানীন্তন ইতিহাসের পৃষ্ঠাসমূহ সাক্ষ্য প্রদান করে। নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত যেন অপরাবিদ্যার পারদর্শিতার নশ্বরতার ও তন্মূলে জড়-গর্ব্বী গৌরব ও জড়াভিনিবেশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-কল্পেই প্রথমে অপরাবিদ্যা-আলোচনার অভিনয় এবং পরে হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া "সা বিদ্যা তন্মতিবিদ্যা" বা "বিদ্যা ভাগবতাবধি" অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক তুলনা মূলে পরাবিদ্যার সৌষ্ঠব প্রচার করিয়াছিলেন। সেই পরাবিদ্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদি অপরাবিদ্যা-মন্দিরের প্রধানতম পুরুষগণ পরাবিদ্যার চরণে আত্মাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন।

নিমাই পণ্ডিতের সেই পদাঙ্কপূত তীর্থ—সরস্বতীর বরপুত্রগণের সেই পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-প্রদর্শনীর স্মৃতি বিজড়িত ক্ষেত্র'—'অধ্যাপক শিরোরত্ন' সরস্বতীগৃহের সেই বিদ্যা-বিলাস-স্মৃতি-উদ্দীপনার ক্ষেত্র—সেই ভক্ত পণ্ডিতগণের সম্মিলনী অদ্বৈত-সভাক্ষেত্র,—বিদ্যাবধূজীবনের আরাধনা-মন্দির সেই শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গন,—গৌড়ীয় পরাবিদ্যার রঙ্গমঞ্চ বা গৌড়ীয় কাব্য নাটকের সর্ব্বপ্রথম অভিনয়ক্ষেত্র শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন,—পরাবিদ্যার বিজয়কারী কাজির সর্ব্ব-প্রপূজিত সমাধিক্ষেত্র,—আদি কবিষ্ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাগবত-বিদ্যা আলোচনার পূতক্ষেত্র,—ভক্তদেবের পরাবিদ্যার মন্দির বা 'গীতগোবিন্দ'-সঙ্গীত-স্মৃতিবাহী পবিত্রক্ষেত্র,—দ্বিজ বাণীনাথের পরাবিদ্যা-মন্দির,—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিদ্যালোচনা-কেন্দ্র-সমূহ আজও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে বিরাজিত থাকিয়া অতীত পুণ্য-স্মৃতির অম্লান ঘোষণা করিতেছে। এই সকল স্থানগুলিতেই শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সেবকগণ পরাবিদ্যার মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীগৌরাবতারক্ষেত্র গৌড়পুর শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে সারস্বততীর্থ বা পরাবিদ্যাপীঠ এবং অবিদ্যাহরণ বেদবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছেন।

পরাবিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব—(১) এই পরাবিদ্যা-পীঠে শুদ্ধ বিদ্যানুরাগী পুরুষমাত্রেই যোগ্যতা-বিচারে প্রবেশ করিতে পারেন। (২) সুকুমারমতি বালকগণের চিত্ত বাল্যকাল হইতেই যাহাতে ভগবৎসেবায় আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য পরাবিদ্যামন্দিরের অধ্যাপকপ্রবরদিগের প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিচরণ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। বিশেষ অভিজ্ঞ আচার্য্যের দ্বারা এই বেদাঙ্গপরিবৃংহিত নামামৃত ব্যাকরণ ও পরে সাহিত্যপরিষদের কাব্য, নাটক, অলঙ্কারাদি অধ্যাপিত হইবে। (৩) অন্যান্য বিদ্যাপীঠে ছাত্রজীবনের অনুকূল যে সকল বিষয় বহু সুদুষ্কর এবং অনেক সময়েই তৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা এই পরাবিদ্যা-পীঠে অতি সহজে অবাধলব্ধ ফল-স্বরূপে লভ্য; যেমন—আদর্শ ভগবৎসেবাময় পরম পবিত্র জীবন, গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যবার্ত্তা ও বিলাসাদি হইতে বিরতি, মুক্তবৈরাগ্য ও সেবার আদর্শ, সদালোচনা ও সমুদ্ধরিত কথা-শ্রবণ, সাধু-সঙ্গানুবর্ত্তন, সেবোৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, অসজ্জনসঙ্গ, লৌল্য প্রভৃতি হইতে বিরতি অনায়াসেই এই পরাবিদ্যা-পীঠে লভ্য হয়। (৪) এই পরাবিদ্যাপীঠে উচ্চশিক্ষার্থিগণের জন্য যেমন বেদ, ভাগবত, বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যাপিত হইবে, তদ্রূপ নিম্ন শিক্ষার্থি-গণকেও তাহাদের উপযোগী করিয়া সেই সকল শাস্ত্রের সার মর্ম্ম—যাহা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষশূন্য সারগ্রাহী আচার্য্য-গণের দ্বারা সঙ্কলিত ও বিবৃত হইয়াছে, তাহা প্রথম হইতেই শিক্ষা প্রদান করিয়া উচ্চশিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করা হইবে। (৫) এ স্থানে তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার একটী প্রধান বিশেষত্ব থাকিবে। কোন কোন স্থানে তুলনা-মূলক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা-সত্ত্বেও তিনি যে দর্শনের প্রকৃত অধ্যাপক, তিনি তাঁহার অনুসৃত বিদ্যা বা বিচার-প্রণালীর চর্চ্চার প্রয়াস প্রদর্শন করায় উচ্চিই বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্মে অনেকেরই প্রবেশ হয় না; যেমন কোন কেবলাদ্বৈত-দর্শনের অধ্যাপককে যদি দ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈতদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে বলা হয়, কিম্বা দ্বৈতদর্শনের অধ্যাপককে যদি বিশিষ্টাদ্বৈত

বা বৈষ্ণবেতর দর্শনের বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা পাঠার্থিগণকে কতদূর প্রকৃত তথ্য প্রদান করিতে পারিবেন, তাহা সংশয়স্থল। এই জন্য শ্রীমায়াপুর পরাবিদ্যাপীঠে যিনি যে বিষয়ের অধ্যাপক ও আচার্য্য অর্থাৎ স্বয়ং আচরণকারী, তাঁহার প্রতি সেই বিষয়টী অধ্যাপনার ভার থাকিবে এবং মঠোপরি সর্ব্বপ্রধান-সমবয় সার্ব্বভৌমিক পরমহংস ও পরব্রহ্ম নিষ্ণাত আচার্য্য-বর্য্য সেই পরাবিদ্যাপীঠকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন। (৬) আদর্শচরিত্র আচরণে অধ্যাপকগণের দ্বারা অধ্যাপনা-কার্য্য পরিচালিত হইবে। (৭) শ্রীধামবাসে প্রাচীন ইতিহাসাদিতে যাহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিস্ফুটভাবে ভগবৎ-সেবা-বৃত্তি ও তদনুবর্ত্তী যাবতীয় বহুবিধ স্বতঃসিদ্ধরূপেই পরাবিদ্যা-মুলিত্বের সেবকগণের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে। (৮) শ্রীধামের জল, বায়ু, প্রকৃতিস্থিত সমস্ত বস্তুতেই ভগবৎসেবা-বৃত্তি বিজড়িত থাকায় এবং আদর্শ অধ্যাপক, আচার্য্য ও সহবিদ্যার্থিগণের সেবোৎসাহ দর্শনে সহজেই পরাবিদ্যার প্রতি বিদ্যার্থিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। (৯) পরাবিদ্যাপীঠের সহিত সংশ্লিষ্ট একটী মুদ্রাযন্ত্রে যে সকল দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছেন, তাহাও যোগ্য বিদ্যার্থিগণ পাঠার্থ পাইতে পারিবেন। (১০) বিদ্যার্থিগণকে পরাবিদ্যার সেবায় উৎসাহ প্রদানার্থ পরাবিদ্যাপীঠের বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে, উৎসবে ও পরিষৎসাহিত্যপরিষদের পারমার্থিক পত্রে পরাবিদ্যা-বিষয়ক বিবিধ রচনা, প্রবন্ধাদি প্রকাশার্থ অনুমতি দেওয়া হইবে এবং তাঁহার পারদর্শিতা ও যোগ্যতা স্বীকৃত হইবে। (১১) এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাংবৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে উপযুক্ত উপাধি প্রদান করা হইবে।

এই পরাবিদ্যাপীঠের কার্য্যাবলীর প্রস্তাব গত বৎসর শ্রীগৌরাবির্ভাব-উৎসবকালে পণ্ডিতমণ্ডলী-মণ্ডিত সভায় গৃহীত হইয়াছে এবং তদনুসারে কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এরূপ সুবৃহৎ সর্ব্বজনমঙ্গলকর কার্য্য বহু সুকৃতিবান জীবের সেবা-বৃত্তি সম্মিলিত না হইলে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। এরূপ জনমঙ্গল-কর কার্য্যের আনুকূল্যকারীও বাঞ্ছাতীতরূপে জন্মান্তরে লাভবান হইবেন, সন্দেহ নাই। এরূপ কার্য্যে একাধারে পরার্থপরতা, স্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতা বিদ্যমান

অতএব সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমণ্ডলীর নিকট আমাদের করযোড়ে নিবেদন এই যে, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এই পরা-বিদ্যাদেবীর অর্চ্চনার যথাযোগ্য উপায়ন ও আনুকূল্য প্রদান করিয়া সেবা-প্রাণতার আদর্শ প্রদর্শন করুন।

সার্ব্বভৌমোপাধি-পরীক্ষার নিয়মাবলী

উদ্দেশ্য :—অপরাবিদ্যাবরণ মুক্ত করিয়া পরা-বিদ্যা বিষয়ে আলোচনা বৃদ্ধি ও প্রকৃত পারমহংস ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যাপকগণের নির্দ্দেশ।

বিষয় :—দর্শন, ১। শ্রুতি, ২। বেদান্ত, ৩। ভাগবত, ৪। পঞ্চরাত্র, ৫। সাহিত্য, ৬। ঐতিহ্য, ৭। সম্প্রদায়-বৈভব, ৮। তত্ত্ব, ৯। ভক্তিশাস্ত্র, ১০। [illegible] গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা ২০শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্থান ও কাল :—শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির। প্রতি বর্ষে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসবের সময় অর্থাৎ ফাল্গুন পূর্ণিমায় পরীক্ষা গৃহীত হয়।

অধিকার :—জাতি-নির্ব্বিশেষে, বয়োনির্ব্বিশেষে, বর্ণনির্ব্বিশেষে, অধিকারনির্ব্বিশেষে ও ভাষাভিজ্ঞতা-নির্ব্বি-শেষে শ্রীচৈতন্যদাসাভিমানী অধীতবিদ্য সকলেই অধিকারী।

আবেদন-প্রণালী :—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মবাসের অর্থাৎ প্রতিবর্ষে মাঘী শুক্লা শ্রীকেশবীর পূর্ব্বে আবেদন-পত্রের সহিত প্রতি পরীক্ষার্থীর বিষয় ভেদে ২৲ করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সহকারী-সম্পাদকের নামে শ্রীমায়াপুরে প্রেরিত হইলে তিনি পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে পরীক্ষার্থীকে স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাতব্য অন্যান্য সকল কথা জানাইবেন।

প্রণালী :—প্রত্যেক বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ সমূহ হইতে দুই খানি প্রশ্নপত্র প্রদত্ত হইবে। প্রশ্নপত্রের উত্তর নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে অন্যের কোন প্রকার সাহায্য-ব্যতীত পরীক্ষা-মন্দিরে বসিয়া লিখিয়া দিতে হইবে। লিখিত উত্তরের ভাষা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে পরীক্ষার্থী যে কোন প্রচলিত ভাষায় উত্তর প্রদান করিতে পারিবেন। মূল গ্রন্থগুলির বিশেষ করিয়া আলোচনা এবং গৌণ-গ্রন্থ-গুলির সাধারণ ভাবে আলোচনা থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রত্যেক বিষয়ে শ্রীগুরুদেব সাহায্য গ্রহণ করিয়া চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব্বে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ফলঃ—প্রশ্নের উত্তরগুলি বিচারকগণ পাঠ করিয়া সংখ্যার দ্বারা পরীক্ষার্থীর তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের তারতম্য নির্দ্দেশ করিবেন। উত্তর-পত্রগুলি পরীক্ষার্থীকে ফেরত দেওয়া হইবে না। সাদোন সংখ্যার নিম্ন না হইলে উত্তম, অর্দ্ধ সংখ্যার নিম্ন না হইলে মধ্যম এবং পাদসংখ্যার নিম্ন না হইলে সাধারণ নির্দ্দেশে পরীক্ষার্থিগণের যোগ্যতা নিরূপিত হইবে। পাদ-সংখ্যার নিম্ন হইলে যোগ্যতাভাব জ্ঞান করিতে হইবে।

ফল-প্রকাশঃ—পরীক্ষা গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে সাময়িক পত্রে পরীক্ষার্থীর উত্তম, মধ্যম, সাধারণ নির্দ্দেশে যোগ্যতা প্রচারিত হইবে। অযোগ্যতা হইলে তাঁহার নাম প্রকাশ হইবে না। প্রতিবর্ষে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার [illegible]-পত্রে যোগ্যব্যক্তির নাম প্রকাশিত হইবে।

ফললাভঃ—যোগ্য পরীক্ষার্থিগণের পরীক্ষিত বিষয়োল্লেখে আচার্য্য-সংযুক্ত উপাধি হইবে। প্রাপ্তোপাধি আচার্য্যগণ যথাযোগ্য কবচ, প্রশংসাপত্র বা মুদ্রাদি প্রাপ্ত হইবেন।

সার্ব্বভৌমোপাধিঃ—নয়টী শাস্ত্রের আচার্য্যগণ দশম বিষয়ে পরীক্ষিত হইয়া তত্ত্ববিষয়ে আচার্য্য উপাধি লাভ করিলে সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার হওয়ায় তিনি সর্ব্বশাস্ত্রাচার্য্য সার্ব্বভৌম উপাধি এবং সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যাপক সার্ব্বভৌমের আসন লাভ করিবেন। একশতীন যথোচিত পুরস্কার, কবচ বা প্রশংসাপত্র ও প্রদত্ত হইবে।

দ্রষ্টব্য—বর্ত্তমানে শ্রীপরাবিদ্যাপীঠের ব্যাকরণের শ্রেণীতে আরও ১০০ শত পাঠার্থী গৃহীত হইবে। প্রবেশার্থিগণ শ্রীপঞ্চমীর মধ্যেই স্ব স্ব যোগ্যতা ও প্রশংসাপত্র-সহ আবেদন করুন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

স্মার্ত্তবাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ সংখ্যার পর]

আধিক ও পারমার্থিক উভয়েই ভগবন্নাম-মন্ত্রাদি গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু আধিকের নাম-মন্ত্রাদি-গ্রহণের অভিনয় ও পারমার্থিকের নাম-মন্ত্রাদির আরাধনায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। আধিক বা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের আত্মবৃত্তি কর্ম্মজড়তায় আচ্ছন্ন থাকায় তাঁহাদের 'দীক্ষা' বা সদ্গুরুর চেতনময়-পাদপদ্ম হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার আবশ্যকতাই হৃদয়ে অনুভূত হয় না। তাঁহারা 'দীক্ষাকে' একটী সামাজিক, নৈতিক বা আর্থিক ব্যাপার-মাত্র জ্ঞান করেন। অনেকে পারমার্থিকগণের আচরণ ও পারমার্থিক গ্রন্থাদির-বাক্য শুনিয়া পারমার্থিকের অনুকরণ করিবার উদ্দেশ্যে সদ্গুরুর আবশ্যকতা ও পরমার্থ লাভের জন্য দীক্ষাদি-গ্রহণ-তাৎপর্য্যতা মুখে মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহারাও কর্ম্মজড়কেই 'সদ্গুরু' ও কর্ম্মজড়তাকেই 'সদাচার' প্রভৃতি বিচার করিয়া তাঁহাদের দীক্ষাদি গ্রহণের অভিনয়কে একটী সামাজিক বা নৈতিক আচারমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া থাকেন। অনেকে জাতের জল শুদ্ধির জন্য মন্ত্রাদি গ্রহণের অভিনয় প্রদর্শন করেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণবধ্রুব মন্ত্র-ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ে যে মন্ত্রাদি-প্রদান ও গ্রহণের অভিনয়, তাহা এই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের সামাজিক ও নৈতিক আচারেরই বিকৃত অনুকরণ। সুতরাং এই সকল কর্ম্মজড়স্মার্ত্তাচারের অনুকরণে দীক্ষাদি-প্রদান বা গ্রহণের অভিনয়কারিগণের কোন বৈষ্ণবতা পারমার্থিকগণের দ্বারা স্বীকৃত হয় না। পারমার্থিকগণ সামাজিক ও নৈতিক বিধি অবলম্বনে দীক্ষাদি গ্রহণের ছলনা প্রদর্শন করিয়া আত্ম-বঞ্চিত হন না। তাঁহারা ভক্তিমুখী সুকৃতিক্রমে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মময়-জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন তাঁহাদের হৃদয়ে বেদান্তের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" উদিত হয়। তাঁহারা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতির নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেবা-পিপাসাতুর হইয়া যখন ব্যাকুল-প্রাণে কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকেন, যখন এই অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানময়-ভবমরু সর্ব্বত্র বঞ্চনাময়ী মায়া-মরীচিকা দর্শন করিয়া পিপাসার্ত্ত জীব শুষ্ক-মন্দাকিনী-ধারার লোভে একমাত্র 'কোথায় কৃষ্ণ', 'কোথায় কৃষ্ণ' বলিয়া ভগবান্‌কে নিকপটে আর্ত্তি জানাইতে থাকেন, তখন সেই জীবের সরলতা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া কৃষ্ণ সেই জীবের নিকট মহাস্তরূপে উদিত হন এবং চৈত্যগুরুরূপে তাঁহাকে সুবুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। গুরুদেব তখন সেই পিপাসার্ত্ত জীবের কর্ণে এই সকল ভাগবত-বাণী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

—এই নৃদেহটী সকল ফলের মূল, অতএব আদ্য। সুলভ ও সুদুর্লভ। ইহাই দৃঢ়তর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণরূপরূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

আরও বলেন,—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥"

(ভাঃ ৫।৫।১৮)

শুক্লিপথের উপদেশদ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ উচিত নহে। সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে-সকল দেবতা জীবের সংসার-মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে।

"মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০)

—মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না।

"পরিচর্য্যা-যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুং হি যঃ" (বিষ্ণুস্মৃতি)

—শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা ও যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই 'গুরু'-পদবাচ্য নহেন।

"ভোগৈরণ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

(মহাভাঃ উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)

—ভোগবিষয়-লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক-রহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তিব্যতীত ইতর পন্থানুগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।

"যো বক্তি ভাগবতহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬৯)

—যিনি (আচার্য্য-রূপে) অন্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

"পরমার্থগুর্বাশ্রয়োব্যবহারিকগুর্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ॥" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

—ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক, অযোগ্য গুরুসমূহ পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

আর্থিক-শিষ্য বা আর্থিক-গুরুর মধ্যে এই সকল পারমার্থিক-প্রসঙ্গ নাই। কারণ আর্থিক শিষ্য কেবল সামাজিক ও নৈতিক প্রথা পালনের জন্য আর্থিক গুরুর নিকট উপস্থিত হন। আর্থিক গুরু অর্থকামী শিষ্যকে অর্থের কথা শ্রবণ করাইয়া তাহার সহিত আর্থিক বা নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। এইরূপ সম্বন্ধ 'পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ' মাত্র বা ভাগবতের ভাষায় 'বণিগ্ বৃত্তি'—

নাত্মযা তেঽখিলগুরো ঘটেত করণাত্মনঃ।
যত্ত আদিশ আপাত্তে ন স্তুত্যঃ স বৈ বণিক্॥

(ভাঃ ৭।১০।৪)

—নকুল হে অধিগতিরা, কৃপাময়, আপনাকর্তৃক অন্যপ্রকার সম্ভব নহে। আপনা হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্।

"আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥"

(ভাঃ ৭।১০।৫)

—স্বামীর নিকট কল্যাণকামী ব্যক্তি 'ভৃত্য' নহে এবং ভৃত্য হইতে স্বীয় প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ঐশ্বর্য্যদাতা ব্যক্তিও 'প্রভু' নহেন।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩১)

—যাহারা শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয়-সমূহকেই বহুমূল্য করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্যকর্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের যেরূপ দীর্ঘরজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ ধাম-সমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

আর্থিক কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত বা তমস্তাবলম্বিগণের দীক্ষা-মন্ত্রগ্রহি-গ্রহণের অভিনয় এই প্রকার অর্থাৎ উহা কেবল-মাত্র একটী বাহ্য সামাজিক বা নৈতিকপ্রথা বা অনুষ্ঠান মাত্র। তাহাদ্বারা প্রকৃতপক্ষে 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান' লাভ হয় না; বরং অদিব্যজ্ঞান বা পার্থিব-জ্ঞানেই আসক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। আর্থিক নৈতিকগণ শিষ্যকে অকৈতব সত্য কথা বলিতে পারেন না; কারণ প্রথমতঃ দৈবী মায়ার দ্বারা তাঁহাদের বুদ্ধি বিকর্ষিত, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা ভ্রমক্রমেও ঐরূপ সত্যকথা বলিলে নিজেরা ধরা পড়িয়া যান। আর্থিক-শিষ্য আর্থিক-গুরুর নিকট হইতে তাঁহার সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া গুরুকে নৈতিক সম্মানের পাত্র বিশেষ-জ্ঞান করেন। আর যে আর্থিক গুরু তাঁহার শিষ্যকে নৈতিক সম্মানের পাত্ররূপে গ্রহণ করেন, তিনি নৈতিক সমাজে বিশেষ শিষ্য-বৎসল বলিয়া পরিচিত হন অর্থাৎ অনেক স্থলেই অর্থকামী শিষ্য অর্থকামী গুরুকে তাঁহার ভোগ্যবস্তু-অন্বেষণের জানিয়া গুরুর সহিত কপটতা-চরণই করিয়া থাকেন। যে স্থলে কোন নীতিভীরু শিষ্য গুরুকে রক্ষক, পৌরকার প্রভৃতি অর্থীয় অন্যতমরূপে বিবেচনা করেন কিম্বা তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে স্থান প্রদান করেন, সেখানে সেই শিষ্য আর্থিক সমাজে 'পরম গুরুভক্ত' বলিয়া বিবেচিত হন। আর যেখানে গুরুদেব শিষ্যের কনক-কামিনীর প্রতি "ঘোর ঘুঘু" না করিয়া একটুক বাহ্য নীতি ও কপট শিষ্টাচার অবলম্বনে শিষ্যের দাস করিয়া শিষ্যের নিকট হইতে অর্থাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং স্বীয় বণিগ্-বৃত্তিটী চালাইবার জন্য শিষ্যের চিত্ত-তোষণপর নানাপ্রকার উপদেশাদি প্রদান করেন, আর্থিক-সমাজে সেইরূপ গুরুই 'নির্লোভী' 'সদ্‌গুরু' নামে বিবেচিত হন। কিন্তু পারমার্থিকগণের মধ্যে এইরূপ পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ বা বাণিজ্যবৃত্তি নাই। পারমার্থিক কিরূপে গুরুপদবি লাভ করেন, তাহা শ্রীমদ্-ভাগবতে এবং ভাগবতগণের আচরণে প্রত্যক্ষ হয়—

"কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥
নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥
এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্॥
তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥

(ভাঃ ১১।৩।১৮—২২)

পারমার্থিক শিষ্য আর্থিক গুরুক্রবগণকে পরমার্থবিষয়ে সম্পূর্ণ 'লঘু' জানিয়া নিষ্কিঞ্চন মহাজন বা পারমার্থিক গুরুর পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন, যথা—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

—যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থ-নাশক কৃষ্ণ পাদ-পদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

সুতরাং পারমার্থিকের মন্ত্রগ্রহণ কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান-মাত্র নহে। পারমার্থিক মন্ত্রগ্রহণ-ফলে যাবতীয় আর্থিক

চিন্তাস্রোত, বিচার বা মনোধর্ম অর্থাৎ অজ্ঞান বা কর্ণ-প্রভৃতি হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া অধোক্ষজ-ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হন। পারমার্থিকী দীক্ষা ফলে জীবের সচ্চিদানন্দময়তা উপলব্ধি বা বিজয়প্রাপ্তি ঘটে। আর্থিক তাঁহার সামাজিক ও নৈতিক অনুষ্ঠানরূপা দীক্ষা লাভের পূর্ব্বে যে অবস্থায় অবস্থিত—যে অভিধানে অভিহিত ছিলেন, দীক্ষাগ্রহণের পরেও সেই অবস্থায় ও সেই অভিধানেই অভিহিত থাকেন। মধ্যবর্ত্তী সময়ে একটী নিরর্থক নৈতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান সাধিত হয়। কিন্তু পারমার্থিকের দীক্ষা সেইরূপ নহে। পরমার্থপথে প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তি আর্থিক-রাজ্যে বিচরণ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ আর্থিক অবস্থায় ও আর্থিক অভিধানাদিতে অভিহিত হইতেন, মন্ত্রগ্রহণ বা মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাইবার পথে প্রবেশ করিবার পর আর তিনি আর্থিক সমাজের ব্যবহৃত অবস্থায় বা অভিধানে অভিহিত থাকেন না অর্থাৎ তিনি আর কোনও রূপে আর্ত্ত থাকে না, তিনি বৈষ্ণবদাস হন—তিনি অচ্যুত গোত্রে গোত্রান্তরিত হন—'বৈষ্ণবদাস' বা 'পারমার্থিক বিপ্র' আখ্যা লাভ করেন—ভগবদ্দাসসূচক নামে বিভূষিত হন। আর্থিক আর্ত্ত-সমাজের নাম, উপাধি প্রভৃতি সমুদয় অসৎসঙ্গজ পূর্ব্ব ইতিহাস পরিত্যাগ করেন; দুষ্ট ও নিন্দনেচ্ছায় পূর্ব্ব ইতিহাস সমূহ ভুলিয়া পারমার্থিক জীবনপ্রভাতে ভগবৎ-কৃপালোক দর্শন করিতে থাকেন এবং সেই হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবাপর জীবনযাপন করিতে করিতে কনিষ্ঠ-ভাগবতাবস্থা হইতে মধ্যমভাগবত এবং ক্রমে উত্তম ভাগবতাবস্থা লাভ করিয়া সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ে পরিপূর্ণভাবে হরির দাস্য করিয়া থাকেন। পারমার্থিকের এইরূপ মন্ত্রগ্রহণ-প্রণালী শ্রীভক্তমাল-সংহিতা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীগুরুভাগবতামৃত, শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। আমরা বাহুল্যভয়ে সেই সকল বাক্য এস্থানে উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

আর্থিক বা স্মার্ত্ত বিষ্ণুকে দেবতাগণের অন্যতম জ্ঞান করায়, তাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্র-মন্ত্রকে ইতরদেবতার নামমন্ত্রের সহিত সমান জ্ঞান করেন। হাটে উপস্থিত হইয়া যেরূপ স্ব-স্ব ভোগবৃত্তির রুচি অনুসারে কেহ দুগ্ধ, কেহ বা দধি, কেহ বা পল্লিকা, কেহ বা মৎস্য, কেহ বা শাক ক্রয় করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আর্থিক বা স্মার্ত্তগণের বিচারানুসারেও স্ব স্ব রুচি অনুসারে সাধ্যেকেই যে কোনও একটী মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন। শিষ্য যে মন্ত্রের 'ফরমায়েস' করিবেন, আর্থিক অথবা গুরু বহু-শিষ্যের বহির্ম্মুখী রুচির অনুকূল যে মন্ত্র বিবেচনা করিবেন, স্মার্ত্তগুরু শিষ্যকে সেই মন্ত্রটী প্রদান করিয়া থাকেন। আর্থিকগণের এই সকল বিচার স্বরূপ-বিভ্রান্ত বহুজীবোচিত বিচারমাত্র, কারণ তাঁহারা প্রথমমুখেই জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতিরূপ ভূমিকায় দাঁড়াইয়া যাবতীয় কার্য্য-কলাপ ও আড়ম্বরের চেষ্টা করিতেছেন। পারমার্থিক-পথের বিচার অন্যরূপ। পারমার্থিক পথে প্রবেশেচ্ছু শিষ্য পার-মার্থিক গুরুর নিকট আসিয়া কোন 'ফরমায়েস' করেন না বা পারমার্থিক গুরুও শিষ্যের বহুদশার রুচির ইন্ধন যোগাইবার জন্য অর্থাৎ বিকারী রোগীর রুচির অনুকূল কুপথ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রস্তুত হন না। পরমার্থকাম শিষ্য পারমার্থিক গুরুর নিকট আসিয়া স্বীয় দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া বলেন,—

"কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কৈছে হিত হয়॥"

পারমার্থিক গুরু তখন শিষ্যকে বলিয়া থাকেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

ওহে পরমার্থ-পথে প্রবেশকাম পুরুষ! তুমি সনাতন বস্তু। তুমি 'অমিল ভট্টাচার্য্যের' পুত্র 'সুনীল ভট্টাচার্য্য' নহ; তোমার ১৩০০ সালে জন্ম হয় নাই, তোমার বয়সও ৩৪ বৎসর নহে। তোমার গৃহও কলিকাতায়, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে, পৃথিবীতে বা চতুর্দ্দশভুবনে নহে। তুমি পশু, পক্ষী, মানব বা দেবতা নহ। ঐগুলি তোমার বিরূপের অভিমান, মায়াদ্বারা তোমার জড় অহঙ্কার মধ্যে স্থাপিত। তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর নহ; তুমি স্থূলসূক্ষ্ম শরীরের শরীরী। সেইটী তোমার স্বরূপ। সেইটীর অপর নাম—জীব। তুমি বশ্য, কারণ তুমি অণু। তোমার প্রভু এক অদ্বিতীয় বিভু বস্তু। তিনি নিত্য শরীরবান্ অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত পরমেশ্বর। তাঁহার সহিতই তোমার নিত্যসম্বন্ধ। তুমি তাঁহারই ভেদাভেদ-প্রকাশ। ভেদ—যেহেতু তুমি অণু, তুমি বশ্য, তুমি মায়াতিভাব্য। আর তিনি—বিভু, তিনি প্রভু, তিনি মায়াধীশ। আর অভেদ—যেহেতু তুমি সনাতন, তিনিও সনাতন, তুমি সচ্চিদানন্দ, তিনিও সচ্চিদানন্দ।

তুমি তাঁহা হইতে একান্ত ভেদযুক্ত নহ বা একান্ত অভেদ-যুক্তও নহ। একান্ত ভেদ হইলে তাঁহার আনন্দে তোমার আনন্দের অভাব হইয়া যাইবে; তখন তুমি পূর্ণপ্রভাবে তোমার আনন্দের অনুধাবন করিতে বাধিত হইবে। কিন্তু সেইরূপ স্বার্থপরতা তোমার ধর্ম্ম নহে; তাঁহার সেবানন্দেই তোমার আনন্দ, তাহাই তোমার স্বার্থ, পূর্ণপ্রভাবে তোমার স্বার্থ কিছু থাকিতে পারে না। আর তুমি তাঁহার সহিত একান্ত অভেদও নহ; যদি অভেদ হইতে, তাহা হইলে তোমাতে মায়াভিভাব্যতা সম্ভব হইত না। তুমি স্বরাট্ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। জগতের যাবতীয় জীব সেই অধোক্ষজ-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। কেহ জানেন বা না-ই জানেন, স্বরূপতঃ সকলেই তাঁহার দাস। দেবতাগণ তাঁহার দাস, উমাসহায় দেবাধিদেব মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের দাস, শ্রীলক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের দাসী; শ্রীলক্ষ্মীর ছায়া-শক্তি ভুবনপূজ্যা ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মহামায়া দেবীও পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই অপাশ্রিতা অধীনা শক্তি। গণেশ-সূর্য্যাদি দেবতাগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণেরই পরিচারক। স্বরূপ-বিভ্রান্ত নিখিল দেবতা, নিখিল মানব, নিখিল পশু, নিখিল পক্ষী, নিখিল জীব, রেণু, পরমাণু সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য সেবক—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"

অতএব হে জীব, তুমি তোমার সেই নিত্য স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও। তোমার নিত্য প্রভু অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। এত-দিন তোমাকে যে মনন-ধর্ম্ম নিয়ত কখনও মানুষ, কখনও পশু, পক্ষী, দেবতা বা অন্য বস্তুর সেবক ও ভোক্তৃরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন মধ্যে ভ্রমণ করাইতেছিল, তুমি সেই মনন-ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ কর। তখন তুমি অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, তুমি এই চতুর্দ্দশভুবনের কোন বস্তু নহ বা এই অধোক্ষজ হইতে পৃথগবস্থানে অবস্থিতাভিমানী কোন বস্তুও তোমার আরাধ্য বস্তু নহে—কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টারূপ বিকল্পের ধর্ম্মও তোমার নিত্য-স্বরূপের ধর্ম্ম নহে—সেবাই তোমার স্বরূপের ধর্ম্ম। মনন-ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এ সকল কথা তোমার রুচিকর না হওয়ায় তোমার ক্রোধ উৎপন্ন করিবে। কারণ মনন-ধর্ম্মের স্বভাবই এই যে, উহা কিছুতেই প্রকৃত মঙ্গলকে বরণ করিতে দিবে না। অমঙ্গলকে 'মঙ্গল' বলিয়া বুঝাইয়া দিবে—তোমাকে বঞ্চনা করিবে। অতএব তুমি এই মননধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ক্ষণমাত্রও কালবিলম্ব না করিয়া তোমার নিত্য প্রভুর মন্ত্র গ্রহণ কর। সেই শব্দ-শক্তির মহিমা অপূর্ব্ব। যাঁহাকে তুমি দর্শন কর নাই—অনাদিকাল হইতে বহু লক্ষ লক্ষ জন্ম যাবৎ যাঁহার দর্শন হইতে তুমি বঞ্চিত রহিয়াছ, সেই সুবিস্তৃত অতীন্দ্রিয় বস্তুর কথা একমাত্র শব্দ-শক্তি-সাহায্য-ব্যতীত আর কিরূপেই বা তুমি জানিতে পারিবে? সেই পরম করুণাময় প্রভু শব্দরূপে অবতীর্ণ, সেই শব্দ ও শব্দীতে ভেদ নাই। তুমি সেই শব্দব্রহ্মরূপী অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় নিযুক্ত হও। বর্ত্তমানে ইহাই তোমার সাধনীয় ও অভিলষিত বস্তু, প্রাপ্তিকালেও ইহাই তোমার প্রাপ্যরূপে লভ্য। বর্ত্তমানে সেটী সাধন অবস্থায়, সিদ্ধিকালে সেটী নির্ম্মল অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইবে। পারমার্থিক গুরুদেব এইরূপভাবে মন্ত্র প্রদান করেন।

আর্থিকগুরু আর্থিক-শিষ্যকে মন্ত্রপ্রদানাদিকালে বাহ্য আড়ম্বর ও বাহ্য শুভলগ্নাদি বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু পারমার্থিক গুরুর সম্বন্ধে পারমার্থিক শাস্ত্র বলেন,—

দুর্লভে সদ্গুরূপাঙ্ঘ্রি সঙ্গলব্ধে উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্॥
গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্যৈর্হি দীক্ষা তত্রাত্মনঃ॥
ইচ্ছেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ করণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্গুরৌ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ২।১৫)

সদ্গুরুর দুর্লভ সঙ্গ একবার মাত্রও ভাগ্যে ঘটিলে যখনই তাঁহার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে, তখনই প্রশস্ত দীক্ষাকাল বলিয়া জানিবে। কি গ্রামে, কি অরণ্যে, কি ক্ষেত্রে, কি দিবাভাগে, কি নিশাকালে যখনই সদ্গুরু সমাগত হইবেন, তাঁহার আজ্ঞায় তখনই দীক্ষা-গ্রহণকার্য্য হইতে পারে। যে সময়েই সদ্গুরুর ইচ্ছা হইবে, তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই সময়েই দীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সদ্গুরু কৃপাপূর্ব্বক স্বেচ্ছাবশে সমাগত হইলে (পারমার্থিক বৈষ্ণব-পরমহংস

শ্রীগুরুদেব, শ্রীনাথেন্দ্রপুরী প্রভৃতিঃ হ্রাদ; আর্থিক ব্যবসায়ী স্বার্থানুসন্ধানে তৎসব কপট বৈষ্ণববেশে ইতস্ততঃ বিচরণকারী আর্থিক গুরুর ন্যায় নহে) তীর্থ, ব্রত, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া কিছুরই আবশ্যক নাই। এ সকল দীক্ষার কারণ নহে।

আর্থিক গুরু শিষ্যকে আর্থিক মন্ত্র প্রদানকালে শিষ্যের নিকট হইতে তাহার (শিষ্যের) ভোগ্য অর্থ ও দ্রব্যসম্ভারের কিয়দংশ দক্ষিণাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণামার্গের পথিক হন; আর পারমার্থিক সদ্‌গুরু শিষ্যকে মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করাইয়া দেবোন্মুখ করেন এবং শিষ্যের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাহা কৃষ্ণ-পাদপদ্মে অর্পণ করেন।

আর্থিক শিষ্য ও গুরুপরম্পরা **লৌকিকপন্থানুগত** আর পারমার্থিক শিষ্য ও গুরুপরম্পরা **শ্রৌতপন্থানুগত**। একটী জীবের স্থূল-নিরোপাধিরূপ বিরূপদেহনিষ্ঠ বলিয়া প্রাকৃত আর একটী সকলবিরূপবিমুক্ত আত্ম বা স্বরূপদেহনিষ্ঠ বলিয়া অপ্রাকৃত। আর্থিকশিষ্য ও গুরুগণ শ্রৌতপন্থার মর্য্যাদা বুঝেন না। তাঁহারা শ্রৌতপন্থাকেই বহুমানন করেন, কারণ তাঁহারা উভয়েই বদ্ধভূমিকায় অবস্থিত। কিন্তু পারমার্থিকগণের মধ্যে শ্রৌতপন্থারই একমাত্র আদর। স্মার্ত্তগণের শিষ্য ও গুরুসম্বন্ধ ঐরূপ লৌকিকপন্থায় অবস্থিত। বর্ত্তমান বৈষ্ণবক্রুব প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে ঐ স্মার্ত্তমতেরই বিকৃত অনুকরণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃত পারমার্থিক বা বৈষ্ণবগণের মধ্যে একমাত্র শ্রৌতপন্থা স্বীকৃত।

আর্থিক গুরু শিষ্যকে মনন-ধর্ম্ম বা সূক্ষ্মলিঙ্গ-দেহনিষ্ঠ শোক-ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন না বলিয়াই অর্থাৎ পতিতপাবনের অভিনয় দেখাইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাতে পতিত-পাবনত্ব গুণ না থাকায় তিনি—

'স্বাহা-প্রণবসংযুক্তং শূদ্র মন্ত্রং দদাতি যঃ।
শূদ্রো নিরয়গামী স্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াৎ॥'

(স্মার্ত্তরঘুনন্দন-কৃত দীক্ষা-তত্ত্ব-ধৃত বাক্য)

[যদি ব্রাহ্মণ শূদ্রকে 'স্বাহা' ও 'প্রণব'যুক্ত মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই শূদ্র নরকগামী হয়, আর ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব লাভ করেন]—উপরিউক্ত বাক্য অবলম্বনে স্বয়ং পাণ্ডিত্যের ভরে ভীত হইয়া শিষ্যের হিংসা ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মহিংসা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শিষ্যের নিকট দীক্ষা-প্রদানকারীর অভিনয় দেখাইবার পরও শিষ্যকে "সেই তিনিহে, সেই তিনিহে", "সেই শূদ্র, সেই শূদ্র" রূপে রাখিয়া দিতে বাধ্য হন—শিষ্যকে শোকধর্ম্মরূপ পাণ্ডিত্য-গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিতে পারেন না। ভয়, পাছে নিজে সেই পাণ্ডিত্যগর্ত্তে পড়িয়া যান। কিন্তু যিনি এতদূর অল্পশক্তিক, তাঁহার 'পতিতপাবন' 'গুরু' বা 'ব্রাহ্মণে'র অভিনয় প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতাই বা কি ছিল? নিজে শোকধর্ম্মযুক্ত হইয়া গুরু বা ব্রাহ্মণের সজ্জা গ্রহণ করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? এরূপ অপরকে হিংসা করিবার জন্য, চিরকালের তরে অপর ব্যক্তিকে শোক-ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট রাখিবার জন্য অপরের নিকট হইতে অর্থাদি গ্রহণ করিয়া তাহার পরিত্যক্ত মলে স্বীয় দেহমন লিপ্ত করিবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল? এইরূপ আর্থিক বঞ্চকগুরু শিষ্যকে 'স্বাহা' ও 'প্রণব'-পরিপুটিত মন্ত্র প্রদান না করিয়া শ্রৌত মন্ত্র হইতে ছাটিয়া কাটিয়া শিষ্যগণকে কল্পিতমন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। কাজেই সকল কল্পিত-মন্ত্র-প্রাপ্তিতে শিষ্যের মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ ঘটে না। কিন্তু পতিতপাবন, বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ, পরম শক্তিশালী পারমার্থিক গুরুদেব কখনও পতিত হন না। তিনি বলেন,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২।৭)

শোকধর্ম্ম বা শূদ্রস্বরূপ মল আবরক আবর্জ্জনা মাত্র। শোক-মোহ-ভয়াপহা অপ্রাকৃত-অগ্নিশিখা-স্বরূপা আত্মবৃত্তি ভক্তি উদিত হইলে সেই সকল আবর্জ্জনা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। পারমার্থিক গুরুদেব শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপের আগন্তুক শোকধর্ম্ম নিরাস করিয়া জীবের নিত্য বৈষ্ণবদাস্যরূপ পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা জাগাইয়া দেন। সুতরাং সেইরূপ দীক্ষিত ব্যক্তি পারমার্থিক বিপ্রতা উপলব্ধি করিতে করিতে ইষ্টদেবের মূর্ত্তিস্বরূপ সপ্তাক্ষর-প্রণবের সেবা ও 'স্বাহা' দ্বারা সেই তদীয়-স্বরূপে আত্মাঞ্জলি প্রদান করিতে শিক্ষা করিয়া উত্তম ভাগবতাবস্থা লাভ করেন। তখন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। পারমার্থিক গুরুর নিকট সেবোন্মুখ জীব মন্ত্রগ্রহণ করিয়া ক্রমে কিরূপ অবস্থা লাভ করেন, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর জীবের মঙ্গলার্থ জানাইয়াছেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, ঐছে মদমত্ত॥
তবে ধৈর্য্য ধরি' মনে করিলাম বিচার।
কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাঙ আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি-আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায়॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥
• • •
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদাদ্যধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা,—এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিনু বিচারে॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্গদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়॥
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ॥
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে॥
এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি'।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়।
গাই, নাচি নাচি আমি আপন-ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥"

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৯২-১৯৩ ; আঃ ৭ পঃ)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব

আগামী ১৩ই মাঘ শুক্রবার শ্রীপঞ্চমী দিবস শ্রীগৌর-নারায়ণ-প্রিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ যোগপীঠে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে কীর্ত্তন-মহোৎসব এবং প্রেম-ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চরিত-কথা আলোচিত হইবে। ঐ তিথিতে শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুপাদ এবং শ্রীশ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরেরও আবির্ভাব-উৎসব। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই এই উৎসবে যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০মস্কন্ধ—দশম স্কন্ধের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। বিজ্ঞাপনে গ্রাহক-গণের নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ।

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির।
১৬ই পৌষ, ৪৪১ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

যথাবিধিসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্—

আগামী ২২শে ফাল্গুন ৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব

উপলক্ষে প্রতিদিন ভজনকেশন, নামকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও অতিথি-সেবা, ঘাঁড়োৎসবাদি হইবে। ২৩শে ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণ ৩॥ টায় সমস্ত শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমুচিত সংকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রত্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। * **আগামী ১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ১৩ই ফাল্গুন হইতে ২১শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।**

(১) ১৩ই ফাল্গুন—অন্তর্দ্বীপ (২) ১৪ই ফাল্গুন—সীমন্তদ্বীপ (৩) ১৫ই ফাল্গুন—গোদ্রুমদ্বীপ (৪) ১৬ই ফাল্গুন—মধ্যদ্বীপ (৫) ১৭ই ফাল্গুন—কোলদ্বীপ (৬) ১৮ই ফাল্গুন—ঋতুদ্বীপ (৭) ১৯শে ফাল্গুন—জহ্নুদ্বীপ (৮) ২০শে ফাল্গুন—মোদদ্রুমদ্বীপ (৯) ২১শে ফাল্গুন—রুদ্রদ্বীপ।

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (রায় বাহাদুর)

শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, ১৬ই পৌষ, ১৩৩৪।

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকেয়ং—

আগামী ১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে নয়দিবসকাল নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থলী, শ্রীবাস ও শ্রীহরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী রবিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, সোনডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ১৪ই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী সোমবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, নরহরিপুর, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ১৫ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ১৬ই ফাল্গুন ২৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, তেঁতুলিয়ার কোল, কোল আমাঘাট, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ১৭ই ফাল্গুন ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাইতপুর, চম্পাহাটী বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ শুক্রবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (নিশানগর, আমঘর) ১৯শে ফাল্গুন ৩রা মার্চ্চ শনিবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ রবিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রসাড়া, সঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঞ্জের ডাঙ্গা) ২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ সোমবার।

২২শে ফাল্গুন ৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী) শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্, এ), শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

---

* উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী, শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, বামনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে এবং উহার যথারীতি হিসাব প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
নির্দ্দেশক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতা বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীরূপ-গোস্বামী যথা মধ্যম
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৪ই মাঘ ১৩৩৪, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৮ | ২৪শ সংখ্যা

প্রীতি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

প্রীতি, এই শব্দটী বড়ই মধুর। উচ্চারিত হইবামাত্র উচ্চারণকারী ও শ্রোতাগণের হৃদয়ে একটী তীব্র মধুময় ভাব উদ্বুদ্ধ করায়। সকলে ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না, তবুও এ নামটী শুনিতে ভালবাসে। জীবমাত্রই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে।

প্রীতিই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন স্বার্থলাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন। তাহা নহে, প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয় সেখানে সর্ব্বত্র প্রীতির জয় হয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবল হইলেও সর্ব্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কি? যাহা নিজের প্রিয় তাহাই স্বার্থ। সুতরাং মানবজীবন প্রীতির অধীন বলিলেও নিরর্থক বাক্য হয় না। স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়া উঠে।

পরমার্থ-ক্ষেত্রেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা ঐহিক জগতের সুখকে অনিত্য মনে করিয়া পারমার্থিক সুখের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা হয় স্বীয় ভোগবাঞ্ছার পরবশ বা মুক্তিবাঞ্ছায় উত্তেজিত। যাঁহারা ভোগবাঞ্ছার বশীভূত, তাঁহারা ইহকালে ধন-ধান্য, রাজ্য-সম্পদ, পুত্র-কলত্রের অন্বেষণে ব্যস্ত অথবা স্বর্গে ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, ব্রহ্মলোকাদিতে সুখে অবস্থিতি করিবার বাসনায় নিয়ত থাকেন। সেই সেই ভোগ তাঁহাদের প্রীতিকর বলিয়া তাহাতে পতিত হন। আবার যাঁহারা মুক্তিবাঞ্ছায় উত্তেজিত তাঁহাদের সেই সেই ভোগ বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাঁহাদের ভাল লাগে। সুতরাং মুক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি বলিয়াই তাঁহারা মুক্তি অন্বেষণ করেন। ভোগবাঞ্ছাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতিলাভের আশা করেন। মুক্তিবাঞ্ছাপ্রিয় ব্যক্তিগণ মুক্তিতে প্রীতি-লাভের আশা করেন। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে প্রীতি-লাভ শেষ প্রয়োজন। প্রীতিই পারমার্থিক সমস্ত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস প্রীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতিদিনে, ইহা বই নাহি আর॥
বিধি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর, মথন করিতে, তাহে উপজিল "রী"॥
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল, তাহে তিনটিল "তি"।
সকল সুখের, এ তিন আখর, তুলনা দিব সে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে, এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম, কিবা জাতিকুল তার॥

এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি, পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

পদার্থ দুইপ্রকার, চিৎ ও জড়। চিদ্বস্তুই মূল পদার্থ এবং জড় তাহার বিকৃতিবিশেষ। জড়কে চিদ্বস্তুর প্রতিফলন বা ছায়া বলিলেও হয়। মূল বস্তুতে যাহা থাকে, ছায়াতেও তাহা কিয়ৎস্বরূপে বর্ত্তমান হয়। সুতরাং মূল বস্তুরূপ চিদ্বস্তুতে যাহা আছে জড়েও তাহা অবশ্য থাকিবে।

চিদ্বস্তুতে কি ধর্ম্ম আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, প্রীতিই চিদ্বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিতরূপে জড় বস্তুতেও কিয়ৎস্বরূপে অবশ্য বর্ত্তমান আছে। জড় যেরূপ চিদ্বস্তুর বিকৃতি, আকর্ষণ ও গতিও তদ্রূপ প্রীতিধর্ম্মের বিকৃতি। সেই বিকৃতিই জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। জড়ীয় পরমাণুমাত্রেই আকর্ষণ ও গতিরূপ প্রীতির বিকৃত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক প্রীতির স্বরূপ কি?

আকর্ষণ ও গতি বিশুদ্ধভাবে চিদ্বস্তুতে প্রীতিরূপে লক্ষিত হয়। আত্মাই চিদ্বস্তু। আত্মা শব্দে পরমাত্মা অর্থাৎ বিভু চৈতন্য এবং জীবাত্মা অণু চৈতন্য উভয়কেই বুঝিতে হইবে। বিভু চৈতন্য এবং অণু চৈতন্য উভয়েই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই নাই। আত্মার ছায়া যে মায়া-প্রসূত জড় তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং নাই। এই কারণে জড় জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই। প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত ধর্ম্মানুসারে পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া মূল হয়। আবার মূল বস্তুসকল পরস্পর আকর্ষণদ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। স্বতন্ত্র গতিশক্তিদ্বারা পৃথক্ হইয়া সূর্য্যাদি মণ্ডলসকলের ভ্রমণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রতিফলিত বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মে যাহা দেখিতেছি তাহাই আবার বিশুদ্ধরূপে মূল বস্তুতে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

আত্মাতেও স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণাধীনতা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। আত্মা জগতে বদ্ধজীবরূপে বর্ত্তমানই জীবাত্মা বা অণুচৈতন্য সংখ্যায় অনন্ত। তাহা প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। সেই প্রীতিধর্ম্মের পরিচয় এই যে, প্রত্যেক আত্মা পরস্পর আকর্ষণ করে অথচ প্রত্যেক আত্মা স্বতন্ত্রতা বশতঃ পৃথক্ হইয়া থাকিতে চায়। জড়জগতে অর্থাৎ প্রতিফলিত জগতে এক বস্তুকে অন্য বস্তু টানিয়া লইতে চায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় স্বতন্ত্র গতিক্রমে পৃথক্ হইয়া যাইতে চায়। বৃহজ্জড় ক্ষুদ্র জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে দিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছ, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন;—

যদ্রাৎ যাবাপৃ অয়মাকাশ আবাপৃথিবোরন্তর্যদিং
আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব
সমাহিতে। উদ্যদ্বিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসা
বুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ
নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি॥

প্রতিফলিত জগতে পরিদৃশ্য চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি দেখিতেছ। সেই সমুদয়ই আদর্শরূপ চিজ্জগতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে তদ্রূপে বিরাজমান। ভেদ এই যে, চিজ্জগতে সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার সমাহিত অর্থাৎ হেয়-পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও আনন্দময়। জড়জগতে ঐ সমস্ত হেয়-পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সুখ-দুঃখজনক।

এখন দেখুন চিজ্জগতের মূল ধর্ম্ম-প্রীতি অতএব কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন;—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যেজন, কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যেজন জানয়ে, সেই সে পাইতে পারে॥"
"পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর, পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে, হইবে একই মত॥"

চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য। জীবসমূহ তাঁহার লীলাপরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবান্ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিকটস্থ। সাধনসিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে

অবস্থিতা। কৃষ্ণের চিন্ময় লীলাই প্রীতিধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।

কৃষ্ণ কি সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন? যদি তাহা করেন তবে কেন সকল জীবই কৃষ্ণোন্মুখ নয়?

কৃষ্ণ সত্যই সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে একটু কথা আছে। জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্ত জীব স্বীয় প্রীতিকে স্পষ্ট অনুভব ও ক্রিয়াপর করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ মুক্তজীবের উপর স্বভাবতঃ বলবান্। বদ্ধজীব দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা একবারে কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ তাঁহাদের প্রীতিধর্ম্ম অত্যন্ত অধঃগত হইয়া বিকৃত। সুতরাং বিষয়-প্রীতি ব্যতীত আর তাঁহারা কিছু জানেন না। ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছেন। আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড় সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। আবার জড় সুখসমৃদ্ধিকারী জড় বিজ্ঞানকে বহুমাননদ্বারা জড় পূজায় রত থাকেন। আত্মা কিছু নয়, আত্মচিন্তা কেবল ভ্রম, আত্মোন্নতি-চেষ্টা কেবল মানসিক পীড়া—এইরূপ প্রলাপ বাক্যে আপনাদিগকে নিরন্তর সান্ত্বনা করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বর্গ-সুখাদির জন্য বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করতঃ আত্ম-জগতের সুখ হইতে বঞ্চিত হন। বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্ম-বিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবলে তাঁহারা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাকর্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করতঃ কৃষ্ণাকৃষ্ট হন। বহুবিধ সাংসারিক, বৈজ্ঞানিক ও পারলৌকিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াও কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ ভোগ করেন। তাঁহাদের যেরূপ ভাব তাহা শ্রীচণ্ডীদাস বর্ণন করিয়াছেন, যথা ;—

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন, এ দুটী নয়ানের তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি, নিমিখে নিমিষহারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি, যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বঁধু বিনে, আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, ধরম করম, মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হঞা, পিরীতি আরতি, আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম, কপালে আছিলা, বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি, থাক ঘরে কুল লই॥
গুরুদুরজন, বলে কুবচন, সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু, তিলক কুলসী দিয়া॥
পড়শী দুর্জ্জন, বলে কুবচন, না যাব সে লোক পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পিরীতি, জাতি কুল শীল ছাড়া॥

জীব এ জগতে বড়াভিমানে আপনার স্বরূপ ভুলিয়াছেন। এই সংসারে অনেক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক লোকের সহিত নানাবিধ ব্যবহার করিতেছেন। নিজ শরীরকে 'আমি' করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটী নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই নিজ শরীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানকে সম্মান করতঃ নিজ সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আমার ভূতময় স্থূলদেহে অহংজ্ঞানপ্রযুক্ত আমি অমুক ভট্টাচার্য্য বা অমুক সাহেব মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন। কখন মরেন, কখন জন্মগ্রহণ করেন। কখন সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখন বা দুঃখে শুকাইয়া যান! ধন্য পরিবর্ত্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটী মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করতঃ একটী প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন। সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্যজনকে পালন, বাহ্যকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন। কুলবধূ হইয়া কতই লজ্জা ও লোক-নিন্দার ভয় করিতেছেন। এই ছায়া-বাজীর সংসারে মিথ্যাসম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার নিজ পরিচয় হইতে কতদূরে পড়িয়াছেন। এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা। কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। এস্থলে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী ভাব উদয় হয়। মহাপ্রভু নিজ শ্লোকে ঐ ভাবটী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন ;—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ-রসায়নম্॥

পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্ম সকলে ব্যগ্র থাকিয়াও নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

সংসার-বিধি-বদ্ধজীবের শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ প্রীতি উদয় হইবার পূর্ব্বেই এই প্রকার পূর্ব্বরাগ হয়। ক্রমে অভিসার ও মিলন ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের বিষয় শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণ-গুণ কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণ, সেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির চিত্র দর্শন এবং তাঁহার আকর্ষণীশক্তি-স্মরণ, বংশীনাদ-শ্রবণ হইতেই পূর্ব্বরাগ উদয় হয়। উদিত-

পূর্ব্বরাগ ব্যক্তির স্বজাতীয়াশ্রয়যুক্ত সহচরীদিগের সহায়তায় মিলন হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ পুরুষের সহিত প্রীতি বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

চিজ্জাতেরপরবশাৎ সচ্চিদানন্দ লীলা নিত্য। জীব চিৎকণ অতএব সেই লীলায় অধিকারী। মায়াবদ্ধ হইয়া জীবের চিৎস্বরূপের পরিচয় যেরূপ লিঙ্গ শরীরে ও স্থূলদেহে ভ্রান্তরূপে উদয় হইয়াছে সেই চিৎস্বভাব যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রীতি তাহা জড়বিজ্ঞান-প্রীতি বা স্থূল-বিষয়-প্রীতিরূপে ভ্রান্তভাবে উদয় হইয়াছে। সুতরাং মানসগত প্রীতি বা মানস-ভাব-গত প্রীতি শুদ্ধ প্রীতির বিকৃতি মাত্র। ইহারা প্রীতি নয়। জীব স্বরূপ-ভ্রমক্রমে ইহাদিগকে প্রীতি বলিয়া উক্তি করা যায়। এক আত্মার অন্য আত্মাতে যে আত্মরতি তাহাই শুদ্ধ প্রীতি শব্দের অর্থ; যথা বৃহদারণ্যকে;—

ন বা অরেপত্যুঃ কামায়পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ইত্যাপত্যস্য নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরেদর্শনেনশ্রবণেনমত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতমিতি।

যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী জড়জগতে ও লিঙ্গজগতে বিরাগ লাভ করতঃ স্বীয় পতির নিকট গমনপূর্ব্বক সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—হে মৈত্রেয়ী, স্ত্রীলোকদিগের স্বতঃ পতিকামনায় পতি প্রিয় হন না কিন্তু সকলের প্রিয় যে আত্মা তাঁহার কামনায় পতি প্রিয় হন। সমস্ত বিষয়ই আত্ম কামনায় প্রিয় হয়। সুতরাং জড়জগতে ও লিঙ্গশরীরে বিরাগপ্রাপ্ত জীব পরম প্রিয় বস্তু যে আত্মা তাঁহাকে দর্শন মনন ও তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিলে, তাহা হইলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইবে। পরম প্রামাণিক এই বেদবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল ও লিঙ্গদ্বয় এই জড়ে প্রেম নাই। যে কিছু প্রেমের আভাস দেখা যায়, তাহা কেবল আত্মসম্বন্ধে অনুভূত হয়। অতএব চিন্ময়, অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মা প্রতি যে প্রেম তাহাই বিশুদ্ধ প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তু। বিশ্ব প্রেম অথবা মানুষে ও মানুষে প্রেম কেবল আত্ম প্রেমের বিকারমাত্র। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম তাহাই একমাত্র আদর্শ। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন এই যে,—

ঈক্ষমেক্ষমসেহি ত্বমাত্মানং জগদীশ্বরম্।

অধিল আত্মা। আত্মা সেই চতুঃষষ্টি মহা গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের কৃষ্ণপ্রতি যে প্রেম তাহাই নিরুপাধিক ও চরম। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র, জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছেন। ভাই সকল! দাম্ভিক লোকদিগের বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া নিরুপাধিক প্রীতি-তত্ত্ব অনুভব করতঃ জীব-স্বভাবকে উজ্জ্বল করুন।

প্রকৃত সেব্য কে?

[শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর]

পৃথিবীতে নানাপ্রকার রুচিবিশিষ্ট মনুষ্য বিরাজমান। তাহাদিগের রুচির বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কেহ কেহ পিতামাতাদি কোন আত্মীয়গণের সেবার্থে বদ্ধপরিকর, কেহ কেহ গৃহ, সমাজ বা দেশের সেবায় রত, কেহ কেহ অনিত্য-ফল-প্রদাতা দেবতাবর্গের সেবানিষ্ঠ, কেহ কেহ নিজ দেহ বা মনের সেবায় অভিনিবিষ্ট, কেহ কেহ পরতত্ত্ববুদ্ধিতে তাঁহার অসম্যক্ বা আংশিক আবির্ভাব অথবা অন্য কোন তদিতর তত্ত্বের উপাসনার্থে উদ্‌গ্রীব এবং কেহ কেহ বা ভগবৎ সেবাপরায়ণ। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানবমাত্রই কাহারও না কাহারও সেবা করিয়া থাকে এবং মানব-জ্ঞানে সেবা ও সেবক-ভাব স্বতঃসিদ্ধভাবে অবস্থিত।

জ্ঞানভূমিকার তারতম্যানুসারে রুচিবিচিত্রতার উদয় হয় এবং রুচির পার্থক্য হইতে সেব্য-বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার ধারণা মানব-হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকে। অতএব যে পর্য্যন্ত না কোন ব্যক্তি পূর্ণজ্ঞান লাভে সমর্থ হন, তদবধি তিনি সেব্য ও সেবকতত্ত্বের যথার্থ ধারণালাভে বঞ্চিত। পূর্ণজ্ঞান

লাভের প্রাগ্‌ভূমিকায় মানব-হৃদয় অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থায় মানবগণের বুদ্ধি পদার্থসমূহের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম হইয়া একবস্তুকে অন্যবস্তুরূপে অনুভব করিতে বাধ্য হয়। যে বস্তু যাহা তাহাকে তদিতর বস্তুর ধারণা করা যেমন অসমীচীন, প্রকৃতসেব্য-বস্তুতে সেবক-তত্ত্বের অথবা প্রকৃতসেবক-তত্ত্বে সেব্য-বস্তুর আরোপ করাও তৎসৎ ন্যায়সঙ্গত নহে।

"সেবা"শব্দের মুখ্য ধাত্বর্থ বা মুক্ত-প্রগ্রহ-বৃত্তি হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, যাহা নিত্যকাল তদিতর নিখিল পদার্থের দ্বারা অবিসম্বাদিতরূপে সেবিত হইবার যোগ্য, তাহাই উহার বাচ্য। যে বস্তু অন্যান্য পদার্থসমূহের দ্বারা একছত্র সম্রাটের ন্যায় নিত্যকাল সেবা গ্রহণে অসমর্থ, তাহা কখনও প্রকৃত সেব্যতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না; কারণ "সেবা"শব্দটীর সহিত পরম উদার মুক্ত-প্রগ্রহ-বৃত্তি চির-অন্বিত থাকায় তাহা কখনও সঙ্কীর্ণ ভাবের দ্যোতক হইতে পারে না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, নরেন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রেরই সেব্য (অন্য কাহারও পুত্রের নহে) এবং ভারতবর্ষ ভারতবাসীরই সেব্য (ন্যাপলেওঁবাসীর নহে)। আরও দেখা যায় যে, পিতার মৃত্যু হইলে নরেন্দ্র পিতৃসেবায় বঞ্চিত হয় এবং যে কোন ভারতবাসীর দেহান্ত হইলে তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় ভারতবর্ষের সেবা করিতে সমর্থ হন না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান-গম্য সসীম নশ্বর পদার্থের কোনটীই সদাকাল একছত্র নৃপতির ন্যায় সর্ব্বজীবকর্ত্তৃক একমাত্র-সেব্য-তত্ত্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক সেবা গ্রহণে সমর্থ হয় না। অনিত্য পদার্থগুলি কাহারও কাহারও নিকট কোন কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সেব্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হইতে পারে এবং তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে তাৎকালিক বা আপেক্ষিক সেব্য-পদার্থরূপে না বুঝিয়া বাস্তব সেব্য-তত্ত্বরূপে অবগত হওয়া অন্যায়। শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দেশকালাতীত অতীন্দ্রিয় শ্রীভগবদ্বস্তুই নিখিল পদার্থের সার্ব্বকালিক প্রকৃত সেব্য-বস্তু। সুতরাং "সেব্য"শব্দের মুখ্য ধাত্বর্থ উক্ত শ্রীভগবৎ-সত্তাকেই লক্ষ্য করে, অন্য কোন বস্তুকে নহে। "সেব্য"শব্দের শ্রবণ হইতে যাঁহাদিগের হৃদয়ে ভগবদিতর সত্তার ভাব জাগিয়া উঠে, তাঁহারা অজ্ঞতা-নিবন্ধন উহার গৌণ-বৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন। দুষ্কৃতি বশতঃ ভগবদ্বিমুখ মুক্ত ব্যক্তিসমূহ "সেবা" শব্দে চির-অন্বিত উহার মুখ্যবৃত্তিগত ভগবৎ-সত্তার জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হন এবং উক্ত শব্দের সহিত অন্বিত হেয় বা অবহেলিতরূপে অন্তরঙ্গমোহনার্থে অন্বিত গৌণবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া "অ-সেবা" পদার্থে সেব্যবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক অনিচ্ছাসত্ত্বে বারম্বার ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে থাকেন।

সেব্যবস্তুর নির্দ্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সেবক-পদার্থেরও নির্দ্ধারণের আবশ্যক; কারণ সেবক-তত্ত্বের জ্ঞানাভাবে সেব্য-তত্ত্বের ধারণা পরিস্ফুট না হইয়া নগণ্যভাবে পর্য্যবসিত হয়। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানই একমাত্র প্রকৃত সেব্যবস্তু। শাস্ত্র এই সেব্য ভগবৎবস্তুকে "অধমোর্দ্ধ-তত্ত্ব" কহে। যাঁহার সমান বা যদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই এবং অন্যান্য যে-সমুদয় বস্তু বর্ত্তমান, তাহারা যাঁহার অধীন সেই সম্রাট্‌বস্তুই "অধমোর্দ্ধ-তত্ত্ব" নামে অভিহিত। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ভগবদিতর নিখিল চেতন ও অচেতন পদার্থসমূহ ভগবৎ-তত্ত্বের সেবকস্থানীয় ও তিনি তাহাদিগের একমাত্র সেব্যবস্তু। যে-সমুদয় ব্যক্তি ভগবদিতর পদার্থসমূহকে সেবকতত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে অসমর্থ, তাহাদিগের নিকট ভগবানের ভগবত্তা বা সেব্যত্বের ধারণা রাজাহীন রাজ্যের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। দিবান্ধ পেচক যেমন সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যালোকে অবস্থান করিয়াও সূর্য্য ও তাহার আলোকরশ্মি দর্শনে বঞ্চিত; অজ্ঞানান্ধ মন্দমতি জীবগণও সেইরূপ অধমোর্দ্ধ-তত্ত্ব শ্রীভগবানের শাসনাধীন থাকিয়া অজ্ঞতানিবন্ধন তাঁহাকে সেব্য-তত্ত্ব ও তদ্ব্যতীত নিখিলপদার্থকে সেবক-তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হয় না। "কেহ মানে, কেহ না মানে সবে তাঁর দাস" এই মহাজনোক্তি হইতে জানা যায় যে, যাহারা ভগবান্‌কে সেব্যতত্ত্ব বলিয়া অবগত না হয়, তাহারাও স্বরূপতঃ তাঁহার দাস বা সেবক। ভগবানের বিমুখমোহনশক্তি হইতে সেই সমুদয় ব্যক্তি "সেব্য" শব্দের গৌণবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় ও সেবক-তত্ত্বে সেব্য-ভাব স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। যাঁহাদিগকে ভগবান্ স্বীয় শুদ্ধ সেব্য-স্বরূপ দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহার প্রভুমোহন ইচ্ছাক্রমে সেব্যশব্দের মুখ্য-বৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাকে একছত্র সেব্য-তত্ত্বরূপে ও অন্যান্য পদার্থসমূহকে নিত্য সেবক-তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হন। অতএব সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, যাঁহারা ভগবদিতর তত্ত্বে অজ্ঞতাহেতু সেব্যভাব স্থাপন

করেন তাঁহারাও ভগবানের আজ্ঞাপালনকারী দাস। কেন যে স্বেচ্ছাময় ভগবান্ কাহারও প্রতি অনুগ্রহ-মোহন লীলার অভিনয় করেন ও কাহারও প্রতি দুরমোহন-ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহার কারণ মানববুদ্ধির দ্বারা নির্ণীত হইবার নহে। তবে সেই কারণ-গত সৌকর্য্যের অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে মাত্র একটীর কথঞ্চিৎ পরিচয় স্বরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, অন্তর্যামীর মায়ায় আচরণ গৌণভাবে বিশ্বাসিগণের হৃদয়ে ভগবৎ-ভক্তির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের প্রতি অসুরগণকর্ত্তৃক যে ভীষণ অত্যাচার সাধিত হইয়াছিল, তাহা উত্তরোত্তর তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির দাঢ়ই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"সেব্য"শব্দোখিত মুখাবৃত্তি-গম্য সেব্য-সেবকজ্ঞানে যখন কোন ব্যক্তি উদ্বাদিত হন, তখন তিনি শ্রীভগবান্‌কে একমাত্র সেব্যবস্তু ও তদিতর যাবতীয় পদার্থকে ভগবৎ-সেবক-তত্ত্ব বলিয়া সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে থাকেন; যেহেতু সেকালে স্ত্রী-পুত্রাদি-স্বজনগণ ও অপরাপর প্রাপ্তি-সমূহ ভগবৎ-সেবকবস্তুরূপে প্রতিভাত হওয়ায় তাহারা আর পূর্ব্ববৎ তাঁহার নিকট ভোগ্যবস্তুরূপে দৃষ্ট হয় না এবং ভোগ্যবস্তুর দর্শনাভাবে তিনি আর আপনাতে ভোক্তৃত্বের আরোপ করিতে ব্যগ্র হন না। চতুর্দ্দিকে অবস্থিত সেবকবৃন্দ সর্ব্বান্তঃকরণে অবিশ্রান্তভাবে ভগবৎপ্রীতিমূলক কার্য্যে ব্যস্ত আছেন দেখিয়া তিনি তখন অধিকতর উৎসাহশীল হন ও কায়মনোবাক্যে সহযোগিগণের সহ অবিশ্রান্তরূপে ভগবৎ-সেবার জন্য লালসা লাভ করেন। এরূপ অবস্থায় তিনি যাহা কিছু দেখেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও নিত্য অমানী-মানদ হন। তিনি যতই অমানী-মানদ ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হন তিনি ততই আত্ম-সম্ভাবিত-মতি পরিহারপূর্ব্বক অন্যান্য সেবকগণের আনুগত্যে সেবাকার্য্যে ব্রতী হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। যে পরিমাণে আনুগত্য হেতু সেবাকার্য্য সুসাধিত হইতে থাকে, তাবন্মাত্রায় নির্ম্মল সেবানন্দরস তৎকর্ত্তৃক আস্বাদিত হয়। এই সেবানন্দরস উত্তরোত্তর নব নব আকারে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ সেব্যতত্ত্বের প্রতি অধিকতর রুচিবিশিষ্ট করিতে থাকে। সেই রুচি ঘনীভূত হইয়া পর পর ভাবে আসক্তিভাব ও প্রেমাবস্থায় পরিণত হয়। ভগবৎ-প্রেমই মানব-জীবনের চরম প্রাপ্যবিষয়। ইহার উপর আর গতি নাই।

যে সমুদয় জীব ভগবৎ-জ্ঞানলাভে অসমর্থ, তাহারা আপনাদিগকে ভোক্তৃতত্ত্ব বলিয়া বুঝেন ও অপরাপর পদার্থে ভোগ্যবুদ্ধি স্থাপন করেন। ভোক্তৃত্বাভিমানী জীব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—কর্ম্মী ও জ্ঞানী। কর্ম্মিগণ বাহ্য পদার্থদ্বারে অধঃমুখে ভোগজনিত সুখের অন্বেষণ করেন ও জ্ঞানিগণ বাতিরেক-মুখে ভোগবস্তুর ত্যাগজনিত সুখের পক্ষপাতী। ভোক্তৃত্বাভিমানহেতু কর্ম্মী বা জ্ঞানিগণ স্বস্বার্থে সময়ে সময়ে স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, গৃহ, সমাজ, দেশ, দেবতা, সূক্ষ্ম, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ও নিরাকার পরমাত্মাদির কথঞ্চিৎ সেবার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন ও আপনাদিগকে তত্তৎ পদার্থের সেবক বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে অথবা তাঁহাদিগের নিজদেহের নাশে তাঁহারা আর পূর্ব্ববৎ নিজ নিজ সেব্যবস্তুর সেবাকার্য্যে ব্রতী থাকেন না। অতএব নিষ্পন্ন হইতেছে যে, এই শ্রেণীর ভোগী, মনুষ্যগণের ধারণায় যে-সমুদয় পদার্থ সেব্যরূপে প্রতিভাত হয়, তাহারা আপেক্ষিক সেব্য-বস্তু, বাস্তব সেব্য-বস্তু নহে। মরীচিকায় জলবুদ্ধি করিলে যেরূপ পিপাসা মিটে না, বাস্তব সেবক-তত্ত্বে অন্যথা সেব্য-বুদ্ধি করিলে সেইরূপ শাশ্বত পরমানন্দের প্রাপ্তি সংঘটিত হয় না।

এক্ষণে আমরা বুঝিতে সমর্থ হইব যে, মানবজ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধরূপে অবস্থিত যে সেব্য-সেবক-ভাব তাহা মুক্ত-প্রগ্রহ-বুদ্ধিগম্য বিশুদ্ধ অধঃ-জ্ঞানেরই ব্যঞ্জক। দিব্য জ্ঞানালোক সহকারে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত সেব্য-সেবক-জ্ঞানের ভিতর শ্রীভগবান্‌ই সেব্য-স্থানে ও জীবগণ তাঁহার নিত্যসেবক স্থানে চির-বিরাজিত। যাহারা ভগবানের অস্তিত্ব বুঝিতে বা তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অক্ষম, তাহারা ভ্রমবশতঃ আপনাকে সেব্য ও কখন অন্যকোন পদার্থকে সেব্য-তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে থাকে। আজ যিনি সেবক সাজিয়া পিতাকে সেবা স্থির করিতেছেন, কিছুকাল অন্তে তাঁহার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তিনি নিজেকে সেই নবজাত পুত্রের সেব্যবস্তু বলিয়া স্থির করিবেন। এইক্ষণে যিনি আপনাকে পিতার সেবক মনে করিতেছেন, পরক্ষণে স্ত্রীর ভার্য্যা সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি নিজেকে ভার্য্যার সেব্যবস্তুরূপে বুঝিতে বাধ্য হন। এবম্প্রকার অস্থির সেব্য-সেবক-সম্পর্কীয় ধারণা, আপেক্ষিক ভাবযুক্ত। তাহা কখনও বাস্তব সেব্য-

সেবক-ভাবরূপ অধয়জ্ঞানের স্বরূপ হইতে পারে না। আপেক্ষিক সেব্য-সেবক-ভাব ত্রিতাপেরই জনক। সুতরাং উক্তভাবের অচিরে উচ্ছেদ ও মানবজ্ঞানে-লক্ষিত-সেব্য-সেবক ভাবের বাস্তব-স্বরূপের জ্ঞান লাভ হওয়া মানব-জীবনে নিতান্ত প্রয়োজন। অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলেও সমীপস্থ ব্যক্তি যেমন তাহার তেজের কথঞ্চিৎ পরিচয় লাভে সমর্থ হয়, মানব-জ্ঞানে অবস্থিত বাস্তব-সেব্য-তত্ত্বের অস্ফুটাভাস তদ্রূপ সদা বর্ত্তমান। ভগবৎ-কৃপাবলে যাঁহারা সদ্‌গুরু লাভে সমর্থ হন, কেবল তাঁহারাই স্ফুট সেব্যভাবের ইঙ্গিত হইতে পরিস্ফুটভাবে বাস্তব-সেব্য-তত্ত্বের স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হন।

একটী মটরের ভিতর দুইটী দল অবস্থিত ও সেই দুইটী দল খোসাদ্বারা আবৃত থাকায় খোসা-সমন্বিত একটী মটর বলিয়া পরিচিত হয়। অধয়জ্ঞানে সেইরূপ সেব্য ও সেবক-ভাব অবস্থিত। এই সেব্য-সেবক-ভাবে-বিভক্ত-প্রায়রূপে অবস্থিত যে অধয়জ্ঞান তাহার বহির্দ্দেশে আর কোন বিষয়ের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। অধয়জ্ঞানে যাহা প্রতিষ্ঠিত নহে তাহা মায়িক বস্তু, কালে বিনাশ-যোগ্য ও ত্রিতাপপ্রদ। অতএব হে পাঠকবর্গ, আসুন আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে অধয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি অমায়ার কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয় হইতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করেন ও মানবজ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রকাশিত সেব্য-সেবক-ভাব হইতে তাঁহাকে একমাত্র সেব্য-অধয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপে দৃঢ়নিশ্চয় করিতে ও তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতে সমর্থ হই।

সঙ্কলন ও সমালোচন

আগরপ

'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।'

আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাত্র এই শ্লোকার্দ্ধ টুকু থাকিলেও তাহার বলেই শ্রীচৈতন্য স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ উঠাইতে পারিতেন। কারণ তাঁহার নিজগণ প্রত্যেকেই ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়াই বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহারা প্রত্যেকেই গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর তাঁহার নিজগণ প্রত্যেকেই ভগবচ্চিন্তা ও ভগবন্নাম-কীর্ত্তনেই সমস্ত অতিবাহিত করিতেন বলিয়া—তাঁহারা কর্ম্মেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কারণে প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই এক জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন এবং এখনও এই যুক্তিবলেই এক জাতিরূপে পরিণত হয়েন। বর্ত্তমান যুগেও যাঁহার **গৌড়ীয় মঠে**—প্রধান মঠটী ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতায় স্থাপিত এবং **ভারতের** বিভিন্ন স্থানে তাহার অনেক শাখামঠ রহিয়াছে, —বৈষ্ণবমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে উপনয়ন-সংস্কার করিয়া লইয়া তৎপরে বৈষ্ণব করা হয়। তাহাতে জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার একমাত্র রহস্যই (মূল তত্ত্বই) হইতেছে নীচ জাতিকে উপনয়ন-সংস্কারে ব্রাহ্মণ করা; একথা স্বামী শ্রীমদ্ বিবেকানন্দও দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্ব্বত্র সমদর্শনের, ভেদনীতির সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদের আরও শত শত উপদেশ রহিয়াছে। নিম্নে কয়েকটী মাত্র উদ্ধৃত করা হইল। এক কথায় বলিতে গেলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাখানি সর্ব্বত্র সমদর্শনেরই শাস্ত্র।

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥"

সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত অবিনশ্বর পরমাত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যক্ দ্রষ্টা। যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি অবিদ্যাদ্বারা আত্মাকে অবিদ্যাচ্ছাদিত করিয়া বিনষ্ট করেন না, তজ্জন্য পরমগতি লাভ করেন।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে দেখেন এবং আমাতে জীবমাত্রকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। যিনি সর্ব্ব-ভূতস্থিত আমাকে একত্বে আশ্রয় করিয়া ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ

করিয়া ভজনা করেন, সেই যোগী যে কোনরূপে অবস্থান করুন না কেন, তিনি আমাতেই অবস্থান করেন।

যাঁহারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভেদতত্ত্ব দেখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন।

সমান এবকাভেদাৎ। (সমান এক অভেদাৎ)

—বেদান্তদর্শনম্।

জগতের সমস্ত বস্তুতেই আত্মা তুল্যরূপে রহিয়াছেন, জগতে বাস্তবিক ভেদ নাই।

ন চর্ম্মণো ন রক্তস্য ন মাংসস্য ন চাস্থিনঃ।
ন জাতিরাত্মনো জাতিধাবহারপ্রকল্পিতা॥

(ঋগ্বেদীয় নির্ব্বাণোপনিষৎ)

মাংসদ্বারা (মাংসপেশী, মুলকায় ইত্যাদি দ্বারা) অস্থি দ্বারা (দৃঢ় অস্থি বা শৌখীনালী ইত্যাদি দ্বারা) কি অন্য দ্বারা জাতি নির্ণয় করা যাইতে পারিবে না, কেবলমাত্র ব্যবহারের দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠা, সত্য, অলোভ, অক্রোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণের আধিক্য অনুসারে জাতি নির্ণীত হইবে।

ন বিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥

জাতির কোন পার্থক্য নাই, এই জগতে সমস্তই ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বে সমস্তই ব্রাহ্মণরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে কর্ম্মদোষে (হীন কর্ম্মদ্বারা) বিভিন্ন হইয়াছে।

যাঁহাদের বিশ্বাস বৈষ্ণবধর্ম্ম একটা আধুনিক মত, তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, তাঁহারা একান্ত ভ্রান্ত ব্যতীত আর কিছুই নহেন। ইহা বিশুদ্ধ বৈদিকধর্ম্ম, উহাতে নূতনত্বের লেশমাত্র নাই।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ২২সূক্ত ২০ ঋক্)

আকাশে সর্ব্বতোবিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন। শ্রীচৈতন্যকে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য হিন্দুধর্ম্মের বাহিরে একটুকুও যাইতে হয় নাই। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে কিছুমাত্র গ্রহণ করেন নাই, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধ-পাষণ্ডদিগের তীব্র নিন্দাই করা হইয়াছে, যদি চৈতন্যদেব বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বিন্দুমাত্রও আদর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কিছুতেই উক্ত সম্প্রদায়ের পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতেন না।

যিনি লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হিন্দুধর্ম্মের সুপবিত্র অঙ্কে টানিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি আর মুসলমানধর্ম্ম হইতে কি আদর্শ লইবেন? তাঁহার "কাজিদলন" অধ্যায় পাঠ করিলেই আমাদের বাক্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্য শ্রীহট্ট হইতে মালদহ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই এবং উড়িষ্যায় তাঁহার মহান্ ধর্ম্মপ্রচার ও স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া এবং অদ্বৈত আচার্য্যের পিতৃশ্রাদ্ধে যবন (মূলে অবতীর্ণ) হরিদাসকে সুপবিত্র শ্রাদ্ধপাত্র প্রদানের বহুকাল পরে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি দিগ্বীয়ান খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই, ইহা ঐতিহাসিক মহাসত্য। যাঁহারা মুসলমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া কোনও রূপে স্বীয় পৈত্রিক প্রাণ লইয়া ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে কোন উচ্চ আদর্শ লাভের সম্ভাবনা কি শ্রীচৈতন্যের ন্যায় লক্ষসমাধি মহাপুরুষের থাকিতে পারে? একথা যে বালকেও বিশ্বাস করিবে না।

এক বঙ্গদেশেই কালীঘাটে ● বংশ এবং কোচবিহার ও মণিপুররাজের ব্রাহ্মবংশধর ■ ● জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে পরিণত হইয়া হিন্দুসমাজে পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ বংশ বঙ্গে তথা ভারতে আরও লক্ষ লক্ষ আছেন, একটু স্থির মস্তিষ্কে অনুসন্ধান করিলেই লেখক জানিতে পারিবেন। বীরভূমের ময়নাডালের মিত্র ঠাকুরগণ জাতিতে কায়স্থ এবং ঢাকা ও শ্রীহট্ট জেলার গোস্বামী উপাধিধারী বহু কায়স্থবংশ রহিয়াছেন। এই দুই বংশের শত শত ব্রাহ্মণ শিষ্য রহিয়াছেন, ঈশ্বর-প্রেমে বড় হইলেই হিন্দুসমাজে অনায়াসে উচ্চ সম্মান লাভ করা যায়।

সমালোচনা

আমরা 'আগমন' পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যটী পাঠ করিলাম। এতৎসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী বিনীত নিবেদন

আছে। সম্পাদক মহোদয় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি যে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। সাধারণ লোকের জাতিভেদ সংরক্ষণ বা জাতিভেদ বিনাশ করিবার যে ধারণা, শ্রীচৈতন্যদেব সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কোন প্রকার চেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই। পরমার্থের অধীন সমাজ গঠন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ব্যবহারিক বহির্ম্মুখ সমাজের কৈঙ্কর্য্যে পরমার্থকে স্থাপন করিয়া পরমার্থের দুর্গতি বা পরমার্থ বিনাশ করিবার চেষ্টা প্রদর্শন —যাহা বর্ত্তমানের কালধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু উহার পক্ষপাতী ছিলেন না। ঠাকুর হরিদাসের সচ্চিদানন্দ দেহ ক্রোড়ে করিয়া মহাপ্রভুর নৃত্য, নিজ ভক্তগণের দ্বারা হরিদাসের পাদোদক গ্রহণ করাইবার আদর্শ, মুকুন্দ-হরিদাসকে লইয়া অদ্বৈত প্রভুকে একত্রে ভোজন করিবার আজ্ঞা-প্রদান, হরিদাসকে নিজ পংক্তি মধ্যে প্রসাদ সেবনার্থ আহ্বান, অস্পৃশ্যতোদ্ধার সালোড়িয়ার ঘরে তৎপক্ক অন্ন-ভোজন, নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা উদ্ধারণ ঠাকুরের হস্ত-পাচিত দ্রব্য গ্রহণ করাইবার আদর্শ, ঠাকুর হরিদাসকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে অদ্বৈত প্রভুকর্ত্তৃক পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র-প্রধান, পরবর্ত্তিকালে ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ-প্রভৃতিপ্রমুখ আচার্য্যগণের আচরণ প্রভৃতি অসংখ্য নজির দ্বারা পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধানে নরমাত্রের বিপ্রত্ব প্রাপ্তির বিধান, অন্যান্য গোত্রের পারমার্থিক বিপ্রত্ব-স্থাপন প্রভৃতি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধান্তিত হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ সকলেই দীক্ষিত বৈষ্ণবের পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব কৈমুতিক ন্যায়ানুসারেই স্থাপন করিয়াছেন। তবে এই সকল বিচার তাঁহারা শুদ্ধ পারমার্থিক সমাজ গঠনার্থই প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান ধারণার জাতিভেদ-প্রথা বা ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি উঠাইয়া দেওয়া বা না উঠাইয়া দেওয়া পারমার্থিকগণের বিচারের বস্তু নহে। জীবমাত্রকেই পারমার্থিকতায় উদ্বুদ্ধ করিয়া পারমার্থিক সমাজ গঠনদ্বারা সমগ্র বসুধার মঙ্গল করাই পারমার্থিকগণের উদ্দেশ্য। ব্যবহারিক বহির্ম্মুখ সমাজে যদি কৃত্রিমভাবে সব একাকার করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে বিশৃঙ্খলতার মধ্যে আরও অধিকতর বিশৃঙ্খলতার উৎপত্তি ব্যতীত কতদূর প্রকৃত মঙ্গলের উদয় হইবে, তাহা বিচার্য্য।

সম্পাদক মহোদয় লিখিয়াছেন,—"ভারতে জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার একমাত্র রাস্তাই (মূল তত্ত্বই) হইতেছে —নীচজাতিকে উপনয়ন-সংস্কারে ব্রাহ্মণ করা।" আমরা এইরূপ উদ্দেশ্যের সহিত এক মত নহি। নীচজাতি তাহার নীচত্ব সংরক্ষণ করিয়া কখনও উচ্চতা লাভ করিতে পারে না। নীচত্বরূপ আগন্তুক আবর্জ্জনাপরিহারফলে যে নিত্যসিদ্ধ অবস্থান, আচার্য্যকর্ত্তৃক সেই অবস্থানে অবস্থিত হওয়ার নামই—বৈষ্ণবী দীক্ষা বা পারমার্থিক বিপ্রত্ব-সাধন। একটী বিশেষ অনুধাবনীয় ও অত্যাবশ্যক সাধারণের নিকট অভিনবরূপে প্রতীয়মান বিষয় এই যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ কখনও নীচজাতিকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করেন না বা তাহার পক্ষপাতী নহেন। শূদ্রাদি নীচজাতির শূদ্রত্ব সংরক্ষণ-পূর্ব্বক উপনয়ন-সংস্কার লাভ হইতে পারে না, উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। নরমাত্রই তাহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে ভেদাভেদ-প্রকাশ হরিশক্তি অণুচিৎ বা কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণবতা বৈষ্ণব-পরমহংসগণের সেবা বা দাস্যকর্ণেই লাভ হয়। বৈষ্ণবগণ জীবকুলকে তাহাদের আগন্তুক পাতিত্য বা নীচত্বরূপ মল বিদূরিত করাইয়া জীবকুলকে তাহাদের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ জানাইয়া দেন। তখন তাঁহারা নিজদিগকে বৈষ্ণব-পরমহংসের দাসাভিমানরূপ দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। এই বৈষ্ণব-সেবকানুভূতিই—দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি। কাঁরা যেরূপ কোন রাসায়নিক ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা স্বর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বৈষ্ণবী-দীক্ষার দীক্ষিত ব্যক্তিও গোত্রাস্থিত হন বা স্বীয় পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব উপলব্ধি করেন। ক্রমশঃ বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্য করিতে করিতে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসাবস্থা লাভ করেন। তখন তিনি বর্ণ ও আশ্রমের লিঙ্গ যথা—উপনয়ন, ত্রিদণ্ডাদি ইচ্ছা হইলে রক্ষা করিতে পারেন বা নাও করিতে পারেন। তিনি তখন স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন।

পরমার্থ ও ব্যবহারে সমন্বয়-চেষ্টা নিষ্প্রয়োজনেরই প্রকারবিশেষ। জীবকুলকে ঐক্যতানের সূত্রে বন্ধন একমাত্র পরমার্থের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। কারণ সেই পরমার্থের মূলে অধিষ্ঠিতা ভগবৎ-প্রীতিই অবস্থিতা। যেখানে সকলেই এক স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেবায় নিযুক্ত—সকলের স্বার্থগতিই অধোক্ষজ স্বরাট্ পুরুষের নিরুপ ইচ্ছা-পরিপূর্ত্তি সেখানে পরস্পরের মধ্যে কখনও অনৈক্য

থাকিতে পারে না। তবে যেখানে সেই পরমপুরুষের সেবার পথে কোনও অনর্থার্থীর দ্বারা বিঘ্ন উৎপাদিত হয়, ভগবৎ প্রীতি-অনুসন্ধানকারী তাহাকে সেবা-প্রতীপ ও ব্যতিরেকভাবে সেবা-সহায় জানিয়া তাহা হইতে দূরে থাকেন। জড়ের ভেদ বা জড়ের অভেদ কিম্বা চিজ্জড়ের সমন্বয়-প্রয়াস অতীব দুরুজ্ঞনা ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া ক্ষণভঙ্গুর।

জাগরণের সম্পাদক মহোদয় শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের সনাতনত্ব ও সম্পূর্ণ স্বপ্রকাশত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। "গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব" নামক গ্রন্থলেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ মহোদয় জাগরণ-সম্পাদকের ঐ অংশটুকু পাঠ করিলে তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে বলিয়া আশা করি। আর যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবত্রুব, অন্তরে কর্ত্তৃত্বাভিমান-পোষণকারী 'গুরুবাদ' প্রভৃতি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রবন্ধ-লেখক, তাঁহারাও জাগরণ-সম্পাদকের উপসংহারের অংশটী পাঠ করিলে, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা কিয়ৎক্ষণের জন্য শুদ্ধ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।

বৈশ্য সাহা-সমাজ

৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বেদ-প্রতিপাদ্য বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, মঠসেবক পরমহংসপ্রবর বৈষ্ণবসঙ্ঘ-কর্ত্তৃক শাস্ত্রানুমোদিত লক্ষণ-বিনির্দ্দিষ্ট দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংস্থাপক ও পারমহংস্য ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-প্রদর্শক পরমাহিত্য-পরিষদের সাপ্তাহিক পত্র শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকামুখে এবং বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রচারের মূল নীতিই "নামে রুচি, জীবে দয়া" এবং হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক মহত্ত্বদ্বারা বিরাট হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সংগঠন করা।

এই গৌড়ীয় পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্মের "সুসিদ্ধান্ত সমাহৃতি" প্রমাণমুখে কর্ম্মজড়বাদী, জাতিবিদ্বেষী কুতার্কিকগণের তর্ক ও সমাজ-বিদ্বেষ ভস্মীভূত হইবার সূচনা হইয়াছে। আমাদের বৈশ্য সাহা-সমাজে গৌড়ীয় পত্রের একটী প্রচার-ক্ষেত্র ঢাকা জেলার বালিয়াটী গ্রামে। এখানে স্থানীয় বৈশ্য সাহা ভূম্যধিকারিগণের স্থাপিত শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারক দুই জন পরমহংসপ্রবর বৈষ্ণবাচার্য্য আছেন। ইহা স্বজাতির গৌরব।

সমালোচনা

'সমাজ ও তাহার আদর্শ' প্রবন্ধে প্রবীণ সাহিত্যিক সত্যানুরাগী নিরপেক্ষ লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ সাহা বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'বৈশ্য সাহা-সমাজ' পত্রের অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে উপরিউক্ত কথা-গুলি লিখিয়াছেন। গৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে যেখানে কিছুমাত্র প্রশংসা হইবে, তাহা গ্রাম্যবার্ত্তাবহ হিতবাদীর শরীরে কিছুতেই সহ্য হয় না। ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পুস্তকে বা যে পত্রিকায় গৌড়ীয়মঠের কার্য্যাবলীর আদর থাকিবে, গ্রাম্যবার্ত্তাবহটী অনধিকারচর্চ্চক হইয়া সেই পুস্তক বা পত্রিকা সমালোচনা-ছলে যুক্তিবিহীন গালাগালি প্রদান করিয়া তাহার মাৎসর্য্যা-নল শান্তি করিবার প্রয়াস দেখাইবে। কিন্তু যেখানে কোন মহানুভব নিরপেক্ষ সত্যপক্ষাবলম্বী ব্যক্তি গ্রাম্যবার্ত্তা-বহের ঐ-সকল উক্তির প্রতিবাদ করিয়া ন্যায়ানুসারে সেই প্রবন্ধ তাহাতে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইবেন, তখন হিতবাদীর সেই সকল হিতপ্রতিবাদ ছাপাইবার সৎ-সাহস থাকে না। এইরূপ পরশ্রীকাতরতা বড়ই ঘৃণার বিষয়। আমরা শুনিতে পাইলাম যে, শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী কয়েকজন প্রাচীন মহানুভব বৈষ্ণব ও পণ্ডিত হিতবাদীর নিকট কয়েকটী প্রতিবাদ প্রবন্ধ ও কয়েকটী প্রশ্ন প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রাম্যবার্ত্তাবহটী তাহার পত্রের অঙ্গে সেইসকল প্রবন্ধকে স্থান প্রদান করিতে পশ্চাৎপদ হইয়া কার্য্যতঃ ঐ সকল প্রবন্ধের প্রতি সম্মানই প্রদর্শন করিয়া-ছেন। কারণ পারমার্থিক প্রবন্ধ গ্রাম্যবার্ত্তাবহে প্রকাশিত না হওয়াই সম্মানের বিষয়।

শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ সাহা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'সমাজ ও তাহার আদর্শ' প্রবন্ধের উপরি-উক্ত অংশ পাঠ করিয়া হিতবাদীর অসহ্য গাত্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় ঐ গ্রাম্যবার্ত্তাবহ এতদিন পরে "বৈশ্য সাহা-সমাজ" পত্রের কার্য্যের সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন। হিতবাদী লিখিতে-ছেন,—'আমরা এই পত্রখানি নিয়মিতভাবে পাইয়া থাকি', কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদিন সেই পত্রখানি সমালোচনা করিবার অবসর তাহার হয় নাই। সেই পত্রের অঙ্গে

গৌড়ীয়মঠের প্রশংসা দেখিয়া হিতবাদী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অমনি তাঁহার অসহ্য পরশ্রীকাতরতার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য 'সমাজ ও তাহার আদর্শ'-লেখককে কটাক্ষ করিতে ধাবিত হইলেন। কিন্তু সেই কটাক্ষের মধ্যে কোন যুক্তি নাই—কোন বিচার নাই, কেবল আছে কতকগুলি গালাগালি।

বর্ত্তমান যুগে চতুর্দ্দিকে যে জাগরণের ভাব আসিয়াছে, তাহার উপর শুষ্ক-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আসমুদ্রহিমাচল সর্ব্বত্র যে সত্যের কীর্ত্তন-তমুক্তি-নিনাদ ও বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতেছেন, তাহাতে লোকে ক্ষুদ্র, অপস্বার্থান্ধ, মাৎসর্য্য-পরায়ণ, প্রবন্ধে কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। এখন আর লোকে দুই একটা গালাগালিতে বা চোখ-রাঙ্গানীতে ভুলেন না। এখন প্রত্যেক লোকে প্রত্যেক কথা বিচার ও যুক্তিদ্বারা যাচাইয়া লইতে চান। সত্যের বিরোধী পক্ষ যতই বিপরীত-যুক্তি কল্পনা করিয়া অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করুক না কেন, তাহাতে সত্যের বিচার আরও প্রসার লাভ করিয়া সত্য-প্রচারকে বিস্তারিতই করিয়া দিবে।

'বৈশ্য সাহা-সমাজে'র প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত কালীনাথ পোদ্দার মহাশয় তাঁহার একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিজে ব্যবসায়ী। এতদিন ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ তাঁহাদিগকে ভূতের ভয় দেখাইয়া, মেয়েলিশাস্ত্রের বচন-প্রমাণ দিয়া তাঁহাদিগের চক্ষু অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এখন তাঁহারা গুরুব্যবসায়ীসূত্রে অপব্যবসায়ী বা ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়িগণকে চিনিতে পারিতেছেন। বৈশ্য সাহা-সমাজের পরম সম্মানিত ও সুশিক্ষিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম, এ, মহাশয় প্রমুখ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ সকলেই সত্যধর্ম্মের পক্ষপাতী। এমতাবস্থায় অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের মাৎসর্য্যমূলক চিন্তা স্রোত কোন সত্যানুসন্ধিৎসুকেই সত্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা
গৌড়ীয় সম্পাদক

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সূচীআদি' দর্শনে

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের "বিবিধ সূচী, ভূমিকা" প্রভৃতি দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিলাম। অনেকে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" মুদ্রিত করিলেন, ৪৲ টাকা মূল্যেরও শ্রীচরিতামৃত পাইয়াছি, কিন্তু এরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী প্রভৃতি কেহই প্রকাশ করেন নাই। শ্রীচরিতামৃতের শ্লোকসূচী কেবল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেও কেবল প্রথম চরণের শ্লোকসূচী ছিল, পরন্তু ইহাতে তৃতীয় চরণের শ্লোক, তদ্ভিন্ন পাত্রসূচী, পাত্রসূচীর মধ্যে আবার বিষ্ণুতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, সূচী মধ্যে পাত্রগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, এতদ্ব্যতীত স্থান-সূচী, স্থান-সূচী মধ্যে মহাপুরুষ পদাঙ্কপূত তীর্থের সূচী, নদ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, সরোবর, হ্রদকুণ্ড প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ সূচী, এতদ্ব্যতীত শব্দসূচী, শব্দ-সূচী মধ্যে সাধারণ শব্দ, অনুভব, অপ্রচলিত শব্দ, আলঙ্কারিক শব্দ, উপনিষদ্বিষয়ক শব্দ, কালবিষয়ক শব্দ, খাদ্য তালিকা, গীতোক্ত শব্দ, গ্রাম-তালিকা, দর্শন শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ, ন্যায় পরিভাষা ও লৌকিক ন্যায়, নব শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ, শাস্ত্রের নাম, সঙ্গীত বিষয়ক শব্দ, সামুদ্রিক শব্দ, জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ, স্মৃতি-বিষয়ক শব্দ, পরিচ্ছেদ-বিবরণ, সংখ্যা-সূচী, প্রমাণ গ্রন্থ-তালিকা, বিস্তৃত ভূমিকা প্রভৃতি বাঙ্গ্য গ্রন্থ খানির আরও গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহাতে যে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ভাগখানিই অন্যান্য স্থানের শ্রীচরিতামৃতের মূল গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উৎকৃষ্ট সংস্করণের মূল্য যে ১০৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন, তাহা এই সূচীর তুলনায় সামান্য বলিয়া মনে হয়। মূল কথা, এই সূচীখানি একবার চক্ষে না দেখিলে আমার লেখা ধারণাই করিতে পারিবেন না; কারণ গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে ত্রুটী করা হয় নাই। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মুদ্রিত করিয়াছেন, তাঁহাদের আভ্যন্তরিক দৃষ্টি মৃত্তিকার অর্থে; কিন্তু সে অর্থে যদি ইঁহাদিগের দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে এতদিন কত লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ২৪টী মঠ, তাহাতে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন, তাঁহার পূজা, অভ্যাগতের সেবা, কলিকাতার মঠে প্রতি বেলায় ৫০।৬০ জন লোকের সেবা, নবদ্বীপ পরিক্রমার ৯ দিন ও মায়াপুরে ৩ দিন প্রতি বেলায় প্রায় সহস্র লোকের বা যাত্রীর সেবাভারগ্রহণ প্রভৃতি খরচ

করিবেন কেন? এরূপ সেবাভার কয়জন গ্রহণ করিতে পারেন? শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়া দেখিয়াছি, নিজে পাক কিংবা কাহারও সহিত খরচ দিয়া আহার। সঙ্কেত-বিক্রেতা যদি টাকার জন্য বা নিজের ভোগের জন্য সন্দেশ প্রস্তুত করে, তাহা হইলেই তাঁহার কত মহত্ত্ব, আর যদি তিনি সন্দেশ বিক্রয় করিয়া অধিক আনন্দানুভব করিবে এই দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলেই বা তাঁহার কি মহত্ত্ব! সুতরাং সাধারণ শ্রীচরিতামৃতবিক্রেতার কেবল অর্থের দিকে দৃষ্টি! একবার একখানা বৈষ্ণব-গ্রন্থ কোন সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদিকাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এত ভুল যে, পাঠ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আশা করি, গৌড়ীয়মঠ হইতে অদ্যাবধি অপ্রকাশিত বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী দেখিতে পাইব, কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণ নহে।

গৌড়ীয়ের আরও বিশেষত্ব এই যে, এত বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রকাশিত করিতেছেন, কিন্তু পদাবলী প্রভৃতি রসের পুস্তক বাহির করেন নাই। কারণ তাঁহারা জানেন যে, সে বিষয়ে অধিকাংশ লোকই অনধিকারী। তাঁহাদের এত সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও কোন রসের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করি নাই। রসের সংকীর্ত্তন করা অধুনাতন সময়ে এত প্রচলিত প্রথা হইয়াছে যে, আট প্রহরী কিংবা চব্বিশ প্রহরীতেও হইয়া থাকে। তাহাতে অধিকারী-অনধিকারীর বিচার নাই। ইহাও হইতেই পারে, কারণ ঐ সকল সঙ্কীর্ত্তনকারীর জ্ঞান অল্প; কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ গোস্বামী পণ্ডিত, তিনি রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দেন। শ্রীবৃন্দাবন-ধামে অবস্থান কালে কোন স্থানে তাঁহার মুখে রসের ফোয়ারা ছুটাইতে শুনিয়াছি যে "চুম্বন", "আলিঙ্গন", যদিও অনেক ভদ্র মহিলা শ্রোতা ছিলেন। তাঁহারা শ্রোতা ছিলেন বলিয়াই তিনি মত রস ছুটাইয়াছিলেন! সে দিন শুনিলাম, তিনি বৃন্দাবনে পুনরায় রসের ফোয়ারা ছুটাইতেছেন। তাহাতে অনেক ভদ্র ও বৈষ্ণবগণ গমন করিতেছেন না। তাঁহারা নাই বা গেলেন। স্ত্রীলোক-গণও শুনিতেছেন, তাহাতেই তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইতেছে—

"ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্বিধত্তে বিদত্তে"।

কুমার সম্ভবে ৫।২৪

তিনি গোস্বামী; নিশ্চয় শ্রীমন্ গৌরাঙ্গভক্ত। কিন্তু মহাপ্রভু কি রসের পদ সাধারণ লোকের নিকট গাহিতেন, অথবা ঘরের দ্বার অর্গলদ্বারা বন্ধ করিয়া স্বরূপ ও রামরায়ের নিকট শ্রবণ করিতেন?—

"রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দে লঞা।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া॥"

(চৈঃ চঃ ৩।১৪।৪০)

"হা গৌরাঙ্গ" বলিব অথচ তাঁহার আচরণ মত আচরণ করিব না, তাহা কিরূপ ভক্ত বা কিরূপ গোস্বামী! একি গোস্বামী, না গো + স্বামী? যাহা হউক, সূচীখানি সঙ্গে থাকিলে অনেক অনুসন্ধান করিতে হয় না। সূচীখানিতেই দর্পণের ন্যায় শ্রীচরিতামৃতের বিষয় সমুদয় পাওয়া যায়। উপর্যুক্ত পয়ারটী কত সহজে পাইলাম, পয়ারের সংখ্যা সমেতমুদ্রিত। এরূপ লোকদিগকে যদি হিংসক হিংসা না করিবে তাহা হইলে তাহারা কি লইয়া থাকিবে? বিধাতা সকল কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু এই হিংসকদিগের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না—

"মন্যে দুর্জ্জন চিত্তবৃত্তি হরণে ধাতাপ্যশক্তস্তদা"

পঞ্চরাত্রে ২।

তাহাদের এ অপযশ যদি হইল, তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যুর আবশ্যক কি?

"অপযশো যস্যস্তি কিং মৃত্যুনা।" ষড়রত্নে ৩।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন
C/o শ্রীভীমদেব।
ময়মনসিংহ।

শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্ম মহামহোৎসব

আগামী ১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। ১৩ই ফাল্গুন হইতে ২১শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

—:০:—

ওঁ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।"

অবিকুল-ভ্রমরসঙ্ঘোপাস্ত-পরবিদ্যালিহেতু—

আগামী ২৭শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয় মঠে **আচার্য্য-প্রকটদিবসে শ্রীব্যাস-পূজা**-উপলক্ষে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীহরিজন-মহিমা-শংসন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি—

১৪ই মাঘ, ৪৪১ } শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্।

চয়নিকা

"উড়োখই" নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত

বঙ্গের বাহিরে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকার্য্য

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের ধন এবং বাঙ্গালী মাত্রের অন্তরতম প্রাণের প্রাণ। কাজেই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের কথা বাঙ্গালীর অতি প্রিয় সংবাদ। কলিকাতায় গৌড়ীয় মঠের নিঃস্বার্থ কার্য্য-তৎপরতা-প্রভাবে আজ মহাপ্রভুর কথা বঙ্গের বাহিরে—যে সমস্ত প্রদেশবাসীরা ইহা আদৌ জানিতেন না তাঁহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রচার হইতেছে, ইহা আমাদের বড়ই আনন্দের সংবাদ। গত ২।৩ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা কটক, আলালনাথ, শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন, কাশীধাম, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থানে শাখামঠ স্থাপন করিয়া বিপুল সমারোহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উৎসাহের সহিত সেবা ও প্রচার করিতেছেন। এ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীল পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ অসংখ্য শিষ্য প্রচারকসহ বিদ্যাহারে পশ্চিমে শুভ বিজয় করেন। কাশীতে একপক্ষ কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা সহরের সর্ব্বত্র সংকীর্ত্তন ও প্রচার করেন এবং স্থানীয় সনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'সনাতন শিক্ষা' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের মূল সিদ্ধান্তগুলি অতি বিশদভাবে বর্ণন করেন। তত্রত্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি যুক্তপ্রদেশবাসিগণের নিকট মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে গৌড়ীয় ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির হিন্দী অনুবাদ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তৎপরে ইঁহারা কানপুরে

বহুলোকের নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের নামধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া এবিষয়ে অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। বৃন্দাবনে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যমঠে একমাস-ব্যাপী উৎসব সমাপন হইয়াছে। এখানে বহুলোক যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যে গমন করেন। তত্রত্য বহু রাজন্যবর্গ, অমাত্যবর্গ এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছেন যে তথায় গৌড়ীয়মঠের একটী শাখামঠ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তৎপর প্রচারকেরা দিল্লী মহানগরীস্থ বিভিন্নস্থানে বহু সভার অনুষ্ঠান করিয়া স্থানীয় লোক ও রাজকর্ম্মচারিদিগের নিকট কয়েকদিন পর্য্যন্ত বিশদভাবে মহাপ্রভু-প্রচারিত সনাতনধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। দিল্লীবাসীরা এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। তৎপর আলোয়ার, বরোদা, দ্বারকা, পোরবন্দর, জুনাগড়, রাজকোট, প্রভাস, অবন্তী, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা বহুলোকের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত অপূর্ব্ব ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দে অভিভূত হইয়া মহাপ্রভুর বিষয় আরো জানিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে সংকীর্ত্তনসহ বিপুল জনতাপূর্ণ শিবির সহরের চতুর্দ্দিকে নিরাপদে প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক সৌন্দর্য্যসম্পন্ন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও অভিষেক-দর্শনে সকলেই আনন্দে অভিভূত হইয়াছেন। শ্রীব্রহ্মহ্রদের আম্রবনী ও শ্রীসরোবরের প্রকাশ-সভাক্ষেত্র সেই নৈমিষারণ্যে পরমহংসমঠে গৌড়ীয়মঠের সেবকেরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালীর ঠাকুরের বিজয়স্তম্ভ রোপণ করিয়াছেন। নৈমিষারণ্যের মিছিলে নানা বেশভূষায় সুসজ্জিত হাতী, উট, ঘোড়া, বিদেশীয়ার লোক নিশান ও কীর্ত্তনাদি সহিত নিরাপদে সজ্জা পরিক্রমা করিয়াছে। ইহা একটী অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য ও বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল। সকল স্থানেই 'মহাপ্রসাদ' নির্ব্বিঘ্নে বিতরিত হইয়াছে। ভগবান্ করুন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এমন একদিন আসুক যেদিন বাংলার প্রচারকগণ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন।

বাঙ্গলার কথা

বৃহস্পতিবার ৫ই মাঘ, ১৩৩৪

গৌড়ীয় মঠের প্রচার কার্য্য

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের ধন। বৈষ্ণব-সাহিত্য বাঙ্গলা-ভাষার সর্ব্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক এবং বৈষ্ণব কীর্ত্তন বাঙ্গলা-সঙ্গীতের নিজস্ব অমূল্য সম্পদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের কথা বাঙ্গালী মাত্রেরই অতি প্রিয় সংবাদ। কলিকাতায় গৌড়ীয় মঠের কার্য্যতৎপরতা-প্রভাবে বাঙ্গলার বাহিরের অন্যান্য প্রদেশবাসী যাঁহারা মহাপ্রভুর কথা আদৌ জানিতেন না, আজ তাঁহাদের মধ্যে মহাপ্রভুর অলৌকিক ধর্ম্মের কথা প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে। গত আশ্বিন মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রায় ৪ মাস কাল গৌড়ীয় মঠের বহু প্রচারক সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ ও শিক্ষার কথা ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় বিশদভাবে প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচারের ফলে তত্তৎস্থানীয় শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভদ্রলোকগণ বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং অনেক প্রধান ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কাশীধাম, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থানে ইঁহারা শাখামঠ স্থাপন করিয়া বিপুল সমারোহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাশীধামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ যুক্তপ্রদেশে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। কাণপুরে রায় বাহাদুর বিক্রমজিৎ সিং এম, এল, এ, মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের যত্নে সহরের বিভিন্নস্থানে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত বক্তৃতাদি হইয়াছে। রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের রাজন্যবর্গ, অমাত্যগণ এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোক মণ্ডলী এই প্রচারকদিগের মুখে মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহারা তথায় গৌড়ীয় মঠের একটী শাখামঠ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। গৌড়ীয় মঠের প্রচারকেরা দিল্লী মহানগরীতে বিভিন্নস্থানে বহুসভার অনুষ্ঠান করিয়া স্থানীয় লোক ও রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের নিকট

কয়েক দিন পর্য্যন্ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। আলমোড়ে শ্রীযুক্ত হরিবিলাস সর্দ্দার এম, আর, এস, এল, এবং ইংরাজ মণ্ডল বারকো ব্যারিষ্টার মহাশয়ের চেষ্টায় গৌড়ীয় মঠের প্রচারকেরা মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করায় স্থানীয় লোকেরা এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছেন। লক্ষ্ণৌ নগরীর প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার মিঃ এ, পি, সেন মহাশয়ের গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজরাজেশ্বর বাণিয়া স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি নেতৃবর্গের উদ্যোগে এই প্রচারকগণ সহরের সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। যুক্ত-প্রদেশের রাজধানী প্রয়াগ বা এলাহাবাদ সহরের প্রসিদ্ধ উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরমোহন রায়, মিঃ জি, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিন্সিপাল মিঃ এফ, জি, পিয়ার্স প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় ও আগ্রহে সহরের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহে উক্ত প্রচারকগণ বিশদভাবে মহাপ্রভুর অলৌকিক শিক্ষা ও আচরণের কথা সাধারণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রচারকগণ বরসনা, দ্বারকা, প্রয়াগ, পুষ্কর, অবন্তী, উজ্জয়িনী প্রভৃতি বিখ্যাত জনপদসমূহে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্থানীয় জনমণ্ডলীকে বিমোহিত করিয়াছেন। শ্রীব্যাসদেবের আশ্রমস্থলী ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ-ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যের পরমহংসমঠের ও গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ যে বিপুল মিছিল বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় বিংশতি সহস্র লোক সংকীর্ত্তন সহ যোগদান করিয়াছিল।

স্বতন্ত্র

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারী, ১৯২৮।

মহাপ্রভু শ्रीचैतन्य

श्रीचैतन्य महाप्रभु श्रीचैतन्यसे बंगालके बाहर बहुत थोड़े लोग परिचित हैं। परन्तु कुछ वर्षों में संयुक्त प्रान्त और बिहार उड़ीसेके कई स्थानों में जैसे काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, वृन्दावन, कटक, पुरी आलालनाथमें श्रीगौड़ीयमठ खोले गये हैं। यो सभी महाप्रभुके जन्मस्थान प्राचीन नवद्वीपके श्रीचैतन्य-मठकी शाखाएं हैं। इस वर्ष उत्तरभारतमें इस मठके बहुतसे उपदेशक उपदेश करते हुए घूमे हैं। जय-पुर, अजमेर, उज्जैन, पुष्कर, द्वारका, वृन्दावन आदिमें सभाएं हुई।" श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामीके भाषण हुए। पुजाकी छुट्टीयोंमें बनारसमें २ सप्ताहतक सार्वजनिक सभा हुई। और लोगोंको श्रीचैतन्य महाप्रभुके उपदेश सुनाये गये। इसी प्रकार दिल्ली, कुरुक्षेत्र आदिमें भी सभाएं हुई। नैमिषारण्यमें श्रीचैतन्यमहाप्रभु और राधाकृष्णजीकी मूर्तिकी स्थापना की गयी है।

सज्जनतोषणी or Harmonist पत्रिका समष्टे

The Amrita Bazar Patrika

Friday, July 13, 1927

THE HARMONIST.

We have received the June (1927) issue of Sree Sajjanatoshani which has appeared for the first time in both its English and Sanskrit garb and is named "Sree Sajjanatoshani or the Harmonist." The journal was founded by Thakur Bhaktivinode, in the year 1879 as a religious monthly in Bengali mainly discoursing on the sweet religion preached by Lord Gauranga. We are pleased to find the continued prosperity of the paper under the new editor and congratulate him on its present improved form.

The object of the 'Harmonist' can be put in a few words. A passage in the "Chaitanya Bhagabat", a book which records the life and teachings of Lord Gauranga, states as follows: "My name will be preached everywhere in all the villages and towns of the whole world." We are told, that the 'Harmonist' will seek to carry out this desire of the Lord. For the present, She is appearing in English, Sanskrit and Hindi. But She does not by any means desire to confind herself to these languages only as we are told by the editor. The editor continues: The Lord desires His word to be preached to all living beings. The 'Harmonist' stands for this desire. She cherishes the faith that a day will come when His word will be preached everywhere all over the world through the medium of all the languages including the language of animals and plants when this will be practicable. She believes that 'Gaur Sundar' will in the fulness of time raise up fit preachers in every part of the world and in numbers amply sufficient for His purpose. This is the message of the 'Harmonist.'

We wish the journal all success. Its annual subscription is (Indian) Rs. 3-8 and (foreign) 6 shillings including postage. A specimen copy can be had for As. 6 only. All communications regarding the "Harmonist" is to be addressed to the manager at Sree Gaudia Math, 1-B Ultadingi Junction Road, P. O. Shyambazar, Calcutta.

প্রচার-প্রসঙ্গ

উড়িষ্যায়—কটক শ্রীমচ্ছিদানন্দ মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি-মহারাজ গত ৭ই জানুয়ারী শনিবার তারিখে কটক রেভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিখিলকান্ত সাহা এম্. এ. মহাশয়ের ভবনে বহু রুতবিদ্য পণ্ডিত ও অধ্যাপকবৃন্দের সমীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যতার কথা বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তনমুখে প্রচার করিয়াছেন। সকলেই শ্রীচৈতন্যপ্রতিষ্ঠিত ভক্তগণের এইরূপ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের বিপুল উদ্যম ও নিরপেক্ষ-হরিকথা-প্রচারের উৎকর্ষ দর্শনে পরমানন্দ লাভ এবং এরূপ কথা উড়িষ্যা প্রদেশে বিপুলভাবে প্রচারের জন্য পুনঃ পুনঃ বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের উদ্যোগে গত ১৫ই জানুয়ারী স্থানীয় টাউন হলে "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘা বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাকালে বিরাট জনতা হইয়াছিল, বিশেষতঃ সহরের গণ্য-মান্য বহু লোক সেই মহতী সভায় উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ উৎকলবাসী ও সভাসিগণ এইরূপ নিরপেক্ষ ভক্তির কথা শুনিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ এইরূপ নিরপেক্ষ প্রচারকগণের মুখে হরিকথা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। উৎকলবাসী সজ্জনগণের এইরূপ সত্যানুসন্ধিৎসা তাঁহাদের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক; তাঁহাদের শুভেচ্ছায় আবার সমগ্র উৎকল প্রদেশ শ্রীগৌর-প্রচারিত শুদ্ধপ্রেমভক্তি-বন্যায় প্লাবিত হইতেছে।

কাশিম্বী হরিসভায়—উক্ত হরিসভার অধ্যক্ষ ও ভক্তবৃন্দগণের সুবিনীত আহ্বানে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ "কাশিম্বী হরিসভার" বার্ষিক অধিবেশনে গত মাঘ তারিখে 'শ্রীমন্মহাপ্রভু' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিবস 'শ্রীবৈষ্ণব' এবং তৃতীয় দিবস 'শ্রীনামপ্রেমাদান' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ও শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবত-সূত্র-শাস্ত্র-যুক্তিমূলা, নিরপেক্ষা, সুসিদ্ধান্তপূর্ণা সারগর্ভময়ী বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়পুর পরাবিদ্যাপীঠ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বঙ্গের গৌরব নবদ্বীপমণ্ডল এককালে সর্ব্ববিদ্যার বিদ্যাকেন্দ্ররূপে বিরাজিত থাকিয়া সকলের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য প্রভূষিত হইতেছিলেন। এই নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর সর্ব্ববিদ্যাধিপতি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান ও বিদ্যাবিলাসের ক্ষেত্র বলিয়া একদিন পণ্ডিত, দিগ্বিজয়ী, পড়ুয়া, যতি, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, প্রেমিকগণের বিহার-স্থান ছিল। শ্রীগৌড়পুরের পরাবিদ্যার সেই লুপ্ত অনুশীলন-গৌরব পুনরুদ্ধারার্থ শ্রীমায়াপুরে একটী পরাবিদ্যাপীঠ বা অবিদ্যা-হরণ বেদ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যাপীঠে বেদান্তের সহিত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব-গোস্বামি-প্রণীত শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এবং দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনার্থ বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ের পারদর্শী ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের দ্বারা তত্তদ্বিষয় অধ্যাপিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকগণ অধ্যাপনার্থ নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে বিভিন্ন দর্শন-শাস্ত্রের তুলনা-মূলক আলোচনা ও শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যাপনা একটী প্রধান বিশেষত্ব। বয়ো ও বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বর্ত্তমানে আরও একশত জন পাঠার্থী ব্যাকরণ শ্রেণীতে গৃহীত হইবে। বিনা ব্যয়ে থাকিবার স্থান ও ভগবৎ প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে। স্থানটী অতীব স্বাস্থ্যকর ও প্রাচীন তপোবনের ন্যায় চিত্ত-প্রসাদক; এতদ্ব্যতীত এখানে বহু দেবালয় ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য কয়েকটী নলকূপ ও উৎকৃষ্ট দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত আছে। শিক্ষার্থিগণ তাঁহাদের যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া প্রশংসা-পত্রাদি-সহ কাল্পনী পূর্ণিমার মধ্যেই নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

অধ্যক্ষ শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর।
পো: বামনপুকুর, নদীয়া।
অথবা
মঠরক্ষক শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্,
পো: শ্যামবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

ত্রৈমাসিক মুখপত্র। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ১৩১৬ সালে প্রবর্ত্তিত।

ত্রৈমাসিক মুখপত্র। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ১৩১৬ সালে প্রবর্ত্তিত।

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২১শে মাঘ, ১৩৩৪, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ | ২৫শ সংখ্যা

আচার্য্য শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ সংখ্যার পর]

শ্রীমধ্বসিদ্ধান্তসংক্ষেপ—

"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণাঃ হরেরনুচরানীচোচ্চ ভাবং গতাঃ
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং
হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ ॥

উপরি-উক্ত শ্লোকনিবন্ধে শ্রীমন্মধ্বসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে পরিপুষ্টিত হইয়াছে। এই শ্লোকটী শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের গ্রন্থরাজিতে শ্রীমধ্বসিদ্ধান্ত সম্পুটকরূপে সর্ব্বত্র উদ্ধৃত হইয়া থাকে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীজয়তীর্থপাদও তাঁহার গ্রন্থমধ্যে এই শ্লোকটী আহরণ করিয়াছেন। তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের প্রধান সন্তিতাচার্য্য শ্রীব্যাসরাজ-স্বামীও তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এই শ্লোকটী শ্রীমধ্ব-শিষ্য শ্রীমৎ ত্রিবিক্রমাচার্য্য-বিরচিত। এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই,—শ্রীমধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম, জগৎ সত্য, ঈশ্বর, জীব ও জড়ে পরস্পর পক্ষত্রয়ের সর্ব্বথা ভিন্নতা, জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর, জীবগণের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতা তারতম্য বর্ত্তমান, জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তিই 'মুক্তি,' নির্ম্মলা, শুদ্ধা বা অহৈতুকী ভক্তিই জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তির সাধন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও প্রমাণ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ, শ্রীহরিই একমাত্র অখিল আম্নায়-বেদ্য অর্থাৎ শ্রৌত-পন্থাই ভগবদুপলব্ধির সম্ভব।

মাধ্ব-গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ-বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও স্বরচিত 'প্রমেয় রত্নাবলী' গ্রন্থে প্রমেয়-সমূহের উদ্দেশ-মুখে নিম্নলিখিত শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন—

"শ্রীমন্মধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণ-সৃপ্তস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণুপ্রিয়ত্বং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥

শ্রীমধ্ব বলেন,—(১) বিষ্ণুই—পরতম বস্তু, (২) বিষ্ণু—অখিল বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব—সত্য, (৪) জীব—বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ—হরিচরণ-সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভই—জীবের মুক্তি, (৮) জীব-মুক্তির কারণ—বিষ্ণুর শুদ্ধভজন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। শ্রীমধ্ব-কথিত এই নয়টী প্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ-বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপরি-উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দেব শ্রীমধ্ব-আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় মাধ্ব-গৌড়ীয় বা ব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায় নামে বৈষ্ণব-সমাজে পরিচিত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তমতে শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম। শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন, 'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'-ভেদে বিবিধ তত্ত্ব। তন্মধ্যে বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বতন্ত্র-তত্ত্ব।

স্বতন্ত্রঃ পরতন্ত্রশ্চ প্রমেয়ঃ দ্বিবিধং মতম্।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দ্দোষাখিল সদ্গুণঃ॥"
(তত্ত্ববিবেক আদি শ্লোক)

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র এই দুই প্রকার তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতত্ত্ব, তিনি অনন্ত নির্দ্দোষ গুণবান্।

তিনি অনন্ত-নির্দ্দোষ-কল্যাণগুণৈকনিলয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, স্বরাট্, চেতন-অচেতন জগতের নিয়ামক, আনন্দ-কেন্দ্রীয় স্বরূপজ্ঞানানন্দাত্মক শ্রীসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, স্বগতভেদ-রহিত। তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। তাঁহার অবয়ব গুণ, ক্রিয়া, ও স্বরূপে অত্যন্ত অভেদ অর্থাৎ তাঁহার নাম রূপ গুণ-লীলার কোনও ভেদ নাই। তিনি সনাতন, সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বপ্রভু, ব্রহ্ম-মহেশ-লক্ষ্মীপতিরও ঈশ্বর, এইজন্য তিনি ঈশ্বরতম অর্থাৎ সর্ব্ব ঈশ্বরগণের ঈশ্বর।

সর্ব্বত্রাখিল সচ্ছক্তিঃ স্বতন্ত্রোঽশেষদর্শনঃ।
নিত্যা তাদৃশচিচ্ছেত্তাদ্বয়োরৈ নোরমাপতিঃ॥
(তত্ত্বসংখ্যান আদি শ্লোক)

সর্ব্ব দেশ ও কালে নিখিল বিশুদ্ধ শক্তির শক্তিমদ্-বিগ্রহ। স্বরাট্ সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বলক্ষণ চেতন-অচেতন জগতের নিয়ামক সেই রমাপতিই আমাদের ইষ্ট।

মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপাণাং গুণানাং কর্ম্মণামপি।
তত্তৈবাবয়বানাঞ্চ নেহং শক্নোতি যঃ ক্বচিৎ।
ভেদাভেদৌ চ যঃ পশ্যেৎ স যাতি তম এব তু।
পত্যেদভেদমেবৈষাং বদন্তঃ পুরুষস্ততঃ।
(গীতা তাৎপর্য্য ২য় অঃ ২৪শ শ্লোক

মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণের রূপ, গুণ ও লীলা এবং তাঁহাদের অবয়বে কদাচিৎ ভেদ বা ভেদাভেদ দর্শনে-কারী নিশ্চয়ই তমলোকে প্রবিষ্ট হয়। অতএব মদভেচ্ছু পুরুষ বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও দেহ-দেহীতে পরস্পর অভেদই দর্শন করিয়া থাকেন।

যথা মহাভারত তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ১।১১ শ্লোকে শ্রীমধ্বাচার্য্য-বাক্য—

নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ-আত্মতন্ত্র
নিশ্চেতনাত্মকশরীর-গুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদ বিবর্জ্জিতাত্মা॥

ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বদোষরহিত, তিনি পরিপূর্ণ গুণাত্মক দেহবান্, সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাঁহার দেহ বা গুণাবলী সম্পূর্ণ চিন্ময়, তাঁহাতে অচেতনতার লেশমাত্র নাই, তিনি হস্ত-পদ-মুখ-উদরাদি-যুক্ত শ্রীবিগ্রহ, সেইসকল আনন্দমাত্রস্বরূপ। তিনি সর্ব্বত্র স্বগতভেদ-রহিত বাস্তব বস্তু।

কালাচ্চ দেশ গুণতোঽস্য ন চাদিরন্তো
বৃদ্ধিক্ষয়ৌ ন তু পরস্য সনাতনস্য।
নৈতাদৃশঃ ক্বচ বভূব নচৈব ভাব্যো
নান্যোঽস্তরঃ কিমুপরাৎপরমস্য বিষ্ণোঃ॥
(মঃ তাঃ নিঃ ১।১২),

ভগবান্ শ্রীহরি পরাৎপর ও সনাতন বস্তু। দেশ, কাল বা কোন ব্যাপার হইতে তাঁহার জন্ম, বিনাশ, বৃদ্ধি, ও ক্ষয় সাধিত হইতে পারেনা। বিষ্ণুর ন্যায় পরম তত্ত্ব আর কেহই পূর্ব্বেও হয় নাই, পরেও হইবে না, এখনও নাই। ত্রিকালে ভগবান্ বিষ্ণুর সদৃশ যখন কাহারও অস্তিত্ব নাই, তখন তাঁহা অপেক্ষা উত্তম আর কে হইতে পারে?

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরতমঃ স চ সর্ব্বশক্তিঃ
পূর্ণাব্যয়াত্মবপুচিৎ-সুখবীর্য্যসারঃ॥
যত্তাস্তরায়রহিতমিন্দ্রিয়রা গমেতং
ব্রহ্মেশপূর্ব্বকমিদং ন তু কস্য চেদম্॥
(মঃ তাঃ নিঃ ১।১৩)

তিনি স্বেচ্ছায় সৃষ্টি-সংহার-নিয়মনাদি-লীলা করিয়া থাকেন।

সৃষ্টিঃ স্থিতিশ্চ সংহারো নিয়তির্জ্ঞানমাবৃতিঃ।
বন্ধমোক্ষাবিহাদ্যা শ্রুতিষূক্তা হরেঃ সদা॥
(অনুব্যাখ্যান ১ম অঃ ১পাঃ ২য় সূত্র ভাষ্য)

এই সকল শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীবিষ্ণু হইতেই সর্ব্বদা সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, জীবের নিয়তি, জ্ঞান, আবরণ, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

ভগবান্ বিষ্ণু অনাদি-কাল হইতেই স্বীয় ভিন্নাংশ জীবকুলের

বিষ্ণুরূপে বিরাজিত। অর্থাৎ চিদ্‌বিলাস-রাজ্যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহবান্ অনন্ত জীবকুল নিত্য অবস্থিত। সেই সকল জীবকুল ব্রহ্মাদি-দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া নৃপ-কীটাদি আকারে শুদ্ধস্বরূপে সেই চিদ্ধামে বর্ত্তমান। সেই সকল বিভিন্ন আকারবান্ সচ্চিদানন্দময় শুদ্ধজীব বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্বস্বরূপ। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত বিচিত্রতা একমাত্র বিষ্ণু হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। বিষ্ণুই সর্ব্ববিচিত্রতার মূল আদর্শ। অনন্ত-আকার-বিশিষ্ট বিষ্ণুর যে সকল নিত্যরূপ বিরাজিত, তাহারই নিরুপাধিক প্রতিবিম্বরূপে তত্তদাকার-বিশিষ্ট জীবসমূহ বৈকুণ্ঠাদি-চিদ্ধামে বর্ত্তমান। ভগবান্ বিষ্ণু যদি ব্রহ্মাদি-দেবতা হইতে নৃপ-কীট পর্য্যন্ত নিত্য সচ্চিদানন্দময় রূপযুক্ত না হইতেন, তাহা হইলে জীবকুলেরও সেই সকল আকার সম্ভাবনা হইত না। বৈকুণ্ঠ-জগতে যে-সকল পশু-মৃগ-বৃক্ষাদি বর্ত্তমান, তাঁহারা সচ্চিদানন্দাকার শুদ্ধ জীব। তাঁহারা সেই নিরুপাধিক বিম্ব-স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব। মায়াবাদিগণ যেরূপ জীবকে ঔপাধিক প্রতিবিম্ব মনে করেন, মধ্বাচার্য্য-সিদ্ধান্ত তদনুরূপ নহে। মধ্বাচার্য্য বলেন,—বৈকুণ্ঠ-জগতে শুদ্ধস্বরূপে খগ-মৃগ-নর-তৃণাদি বিভিন্ন আকারে জীবকুল বিরাজিত। শ্রীভগবান্‌ও সেই-সকল নিরুপাধিক প্রতিবিম্বের বিম্বরূপে খগ-মৃগ-নর-তৃণাদিরূপে বিরাজিত। সেই সকল নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জীবের সহিত তাঁহাদের নিরুপাধিক বিম্ব-স্বরূপ ভগবানের আকার ও পরিমাণ-গত সাদৃশ্য আছে, জীব ও ভগবানে পার্থক্য এই যে, জীব স্বল্প-জ্ঞানানন্দাত্মক বিগ্রহ আর ভগবান্ পূর্ণ-জ্ঞানানন্দাত্মক বিগ্রহ। এমন কি, অসুর-স্বরূপ-দেহ-সমানাকার বিম্বরূপী ভগবান্‌ও নিত্য নির্দ্দোষগুণজ্ঞানানন্দাত্মক-বিগ্রহরূপে বিরাজিত অর্থাৎ যে-সকল জীবে স্বাভাবিক অসুর-দেহবিশিষ্ট এবং তদনুকূলেই বিষ্ণুবৈষ্ণব-দ্বেষাদি অপরাধপ্রবণ সেইসকল নিরুপাধিক অসুর-স্বরূপের বিম্বরূপেও ভগবানের নিত্য আকার রহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, কতকগুলি জীব স্বরূপতঃ অসুর-দেহবিশিষ্ট। তাহাদিগের সেই দেহ স্বভাবতঃ নিত্য বলিয়া নিরুপাধিক, কিন্তু তাহা নিত্য তমোগুণাদিবিশিষ্ট। ভগবান্ সেই-সকল অসুর-দেহেরও বিম্ব-স্বরূপ। কিন্তু ভগবানে সেই প্রকার তমোগুণাদি নাই। এখানে আর একটী বিচার্য্য বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে জীব কর্ম্মফল বশতঃ যে-সকল বিভিন্নদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে বা হইবে, সেই সকল স্থূল দেহ নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব নহে। বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তি মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইলেও তাহার স্বরূপদেহ মর্কট-রূপ বিশিষ্ট হইতে পারে, আবার কোনও জীব বর্ত্তমানে মৎস্য-দেহ লাভ করিলেও তাহার নিত্য স্বরূপদেহ চিদানন্দময় নরদেহ থাকিতে পারে অর্থাৎ বর্ত্তমান স্থূলদেহ-দর্পণে নিত্য স্বরূপ-দেহের অনুমান করা যাইতে পারে না। স্থূল ও লিঙ্গদেহ সেই স্বরূপদেহের আবরণ মাত্র। স্বরূপ-দেহই নিরুপাধিক ও নিত্য। তাহা বিভিন্নাকার হইতে পারে। তাহাই নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব বিভিন্নাংশ শুদ্ধ-জীব (জীবাত্মা) বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সকল নিরুপাধিক প্রতিবিম্বেরই মূল আদর্শ বা বিম্বস্বরূপ অনন্ত-শক্তিক অনন্ত আকার সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্‌বিগ্রহ সকল। ইহাই মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত।

বিম্বরূপাংশকো তস্য পরস্য হরের্বিভোঃ।
প্রতিবিম্বাংশকশ্চাপি স্বরূপাংশক এব চ॥
প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাগুক্তাবাঃ পরে স্মৃতাঃ।
প্রতিবিম্বত্বসাম্যাং স্বরূপাখ্যিতরাণিত্বিতি।
সোপাধিরনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বো দ্বিধেষ্যতে।
জীব ঈশানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথা রবেরিতি
নৈগমশ্রুতিঃ।

(সূত্রভাষ্য ২য় অঃ ৩য় পাঃ ৫০২ সূত্র)

বিষ্ণু পরমেশ্বর শ্রীহরির বিবিধ অংশ, প্রতিবিম্ব অংশ এবং স্বরূপাংশ। প্রতিবিম্ব অংশ-সমূহই অনন্ত জীবগণ আর মৎস্যাদি অবতারগণ স্বরূপাংশ বলিয়া খ্যাত। প্রতি-বিম্বরূপ জীবের সহিত বিষ্ণু শ্রীহরির অসমাম্য আছে, আর মৎস্যাদি অবতারগণ শ্রীহরির স্বরূপভূত। প্রতিবিম্ব বিবিধ, —সোপাধিক ও অনুপাধিক। জীব ঈশ্বরের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব, আর আকাশে ইন্দ্রধনু সূর্য্যের সোপাধিক প্রতিবিম্ব, অতএব অনিত্য।

ব্রহ্মকল্পারম্ভে ভগবান্ বিষ্ণু লীলাবশতঃ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যার্থ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্বিধরূপে প্রকাশিত হন। প্রদ্যুম্নরূপে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। এই প্রদ্যুম্নের পত্নী 'কৃতি' নামে খ্যাতা। অনিরুদ্ধ-রূপে তিনি বিশ্ব পালন করেন। অনিরুদ্ধের পত্নী 'শান্তি'।

সঙ্কর্ষণরূপে তিনি জগৎ সংহার করেন। সঙ্কর্ষণের পত্নী 'জয়া'। বাসুদেবরূপে তিনি জীবগণকে মুক্তি প্রদান করেন। বাসুদেবের পত্নী 'মায়া'।

ইত্থং বিচিন্ত্য পরমঃ স তু বাসুদেব
নামাবতার নিজমুক্তি পদপ্রদাতা।
তস্যাজ্ঞয়ৈব নিতরাং রমাপি রূপং
যত্রে দ্বিতীয়মপি যৎ প্রবদন্তি মায়াম্॥
সঙ্কর্ষণস্য স পতুর্ব পুনঃ সুনিত্যাঃ
সংহারকারণ বপুস্তদনুজ্ঞয়ৈব।
দেবী জয়েতানুবভূব স সৃষ্টিহেতোঃ
প্রদ্যুম্নতামুপগতঃ কৃতিনাঞ্চ দেবী॥
হিত্বা পুনঃ স ভগবাননিরুদ্ধ নাম্না
দেবী চ শান্তিরভবচ্ছরণাং সহস্রম্।
হিত্বা স্বমূর্ত্তিমমূর্ত্তিরচিন্ত্যশক্তিঃ
প্রদ্যুম্নরূপক ইমাংশ্চরমানুনেদ্যাৎ॥

(মঃ তাঃ নিঃ ১ম অঃ ৬-৮ শ্লোক)

আমি মহদাদিগত চেতন-সমূহকে তাঁহাদের স্বরূপ মুক্তি-ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি করিব—এই সঙ্কল্প করিয়া সেই পরমেশ্বর শ্রীহরি নিজ ভক্তের মুক্তিপদ-প্রদাতৃরূপ বাসুদেব নামে প্রকটিত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারেই ভগবতী রমাদেবী ও দ্বিতীয় রূপ ধারণ করিলেন। এই বাসুদেব-পত্নীকেই পণ্ডিতগণ 'মায়া' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সেই পরম নিত্য ভগবান্ পুনরায় প্রলয়-কারণ-ভূত দেহ প্রকটিত করিয়া 'সঙ্কর্ষণ' নামে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারেই লক্ষ্মী দেবী 'জয়া' নামে অনুপ্রকাশিত হইলেন। সেই ভগবান্ সৃষ্টির জন্য প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইলে লক্ষ্মী দেবী 'কৃতি' নাম ধারণ করিলেন। সেই ভগবান্ বিষ্ণু জগৎপালনের জন্য 'অনিরুদ্ধ' নামে আবির্ভূত হইলে লক্ষ্মী দেবী 'শান্তি' নাম ধারণ করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে সহস্র সহৎসরকাল অবস্থিতি করিয়া অচিন্ত্যশক্তি সেই প্রদ্যুম্ন-ভগবান্ জীব-সমূহকে (পালনার্থ) অনিরুদ্ধের নিকট প্রদান করিলেন।

সৃষ্টি-সাহায্য—এই কার্য্যের ভগবান্ বিষ্ণু আধিকারিক দেবতা বা মহত্তম জীবকে প্রতিকৃতিরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারাই করাইয়া থাকেন। প্রদ্যুম্নরূপী বিষ্ণু চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি-সামর্থ্য এবং সঙ্কর্ষণরূপী বিষ্ণু রুদ্র দ্বারা সংহার-সামর্থ্য প্রদান করেন। অনিরুদ্ধরূপে স্বয়ংই পালন এবং বাসুদেবরূপে স্বয়ং মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। এই চতুর্ব্যূহস্বরূপ ব্রহ্মকল্পান্ত পর্য্যন্ত এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদিরূপ মধ্যে মধ্যে জগতে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় অপ্রকট-প্রকাশে গমন করেন। ভগবান্ বিষ্ণু কেশবাদি দ্বাদশমূর্ত্তি ও বাসুদেবাদি দ্বাদশমূর্ত্তি—সর্ব্বসমেত এই চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তিতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাভিমানী দেবতাগণের নিয়ামক এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও নারায়ণ—এই পঞ্চরূপে অন্নাদি পঞ্চকোষের নিয়ামক। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়—এই চতুর্ব্বিধ-রূপে জীবের অবস্থা চতুষ্টয়, যথা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মোক্ষের নিয়ামক। 'আত্মা' ও 'অন্তরাত্মা' রূপে স্থূলদেহ ও স্বরূপদেহের নিয়ামক এবং জীবের সর্ব্ব-শরীরে অন্তররূপে ব্যক্ত থাকিয়া তাঁহাদের নিয়ামক হন। তিনি তত্ত্বাভিমানী দেবতা ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রেরণা করিয়া থাকেন।

জীবের যোগ্যতা ও স্বতন্ত্রতানুসারে পাপপুণ্যাদির জন্য ভগবান্ বিষ্ণু দায়ী নহেন। ভগবান্ প্রযোজক কর্ত্তা, জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা।

ভবিষ্য পুরাণে—

পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব্বকর্ম্মণা।
অনাদিত্বাৎ কর্ম্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চন॥

চতুর্ব্বেদশিখায়াং—

ন কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপং
ন তাবতা দোষবানীশিতাপি।
ঈশো যতো গুণদোষাদি সম্বে
স্বয়ং পরোঽনাদিরাদ্যি প্রজানাম্॥

(ব্রহ্মসূত্র ২য় অঃ ১ম পা ৩৪-৩৭ সূত্র)

ভগবানের বৈষম্যে নৈর্ঘৃণ্য-দোষের প্রসক্তি নাই, যেহেতু বিষ্ণু জীবের দ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই পুণ্য-পাপাদি করাইয়া থাকেন। অনাদি কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া জীবের পুণ্যপাপাদি-কর্ম্মে প্রবৃত্তি করাইয়া থাকেন বলিয়া ভগবানের বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য বিরোধ নাই। বিষ্ণু জীবের দ্বারা জীবের অনাদি কর্ম্মবাসনাক্রমেই পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। তাহাতে বিষ্ণু কখনও দোষী সাব্যস্ত হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি গুণদোষাদির নিয়ামক। তিনি স্বয়ংপর অর্থাৎ তাঁহার প্রেরক অন্যনিরপেক্ষ। তিনি অনাদি এবং জীবসমূহের আদি।

ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্য, কূর্ম, নরাদি বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার জন্মকর্ম বা দেহাদি প্রাকৃত নহে। তিনি প্রাকৃত দর্পণবানের ন্যায় অজ্ঞচক্ষে গতীত হইয়াও স্বভাবতঃ সর্বদোষবিধূর। তিনি মূঢ় লোকদিগকে বিড়ম্বনা ও দৈত্যগণকে বঞ্চনা করেন। যাহারা পারমার্থিক তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহার অবমাননা করে, ভক্তির নিন্দা করে, তাহাদিগকে তিনি অন্ধতমে প্রেরণ করেন। আর যাঁহারা তাঁহাকে নিষ্কপটে সেবা করেন, তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, ভক্তিপূর্বক উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে উত্তমা গতি প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা মধ্যম অর্থাৎ মিশ্রভাবসম্পন্ন অর্থাৎ যাহারা দ্রোহও করে না, ভক্তিও করে না, কেবলমাত্র কাম্যকর্মী, তাহাদিগকে ভগবান্ নিত্য-সংসার প্রদান করেন। ইহারা স্বরূপতঃই নিত্যসংসারী। ভগবান্ ভক্তগণের বিনোদ-সম্পাদনার্থ বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেইসকল লীলাদ্বারা ভক্তগণের ভক্তি পরিবর্দ্ধন ও দ্বেষিগণের বিরোধ উৎপাদিত করেন। বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে সাধারণতঃ দুই প্রকার অবতার প্রধান,—জ্ঞানাবতার ও বলাবতার। যে-সকল অবতারে অধিকভাবে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়, তাঁহারা জ্ঞানাবতার, যথা—ব্যাস, কপিল, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি। আর যে-সকল অবতারে অধিকভাবে বলের অভিব্যক্তি হয়, তাঁহারা বলাবতার, যথা—নরসিংহ, বামন, রাম প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণে উভয়বিধ সামর্থ্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ উভয়াবতাররূপে কথিত হন।

কৃষ্ণরামাদি রূপেষু বলকার্য্যো জনার্দ্দনঃ।
দত্তব্যাসাদিরূপেষু জ্ঞানকার্য্যস্তথা প্রভুঃ॥

(মহাভাঃ তাঃ নিঃ ২য় অঃ ২৫ শ্লোকঃ)

জনার্দ্দন শ্রীহরি কৃষ্ণ ও রামাদিরূপে বলকার্য্য ও দত্তব্যাসাদিরূপে জ্ঞানকার্য্য করিয়া থাকেন।

ধন্বন্তরি প্রভৃতি অবতার-সমূহে কেবলমাত্র ভক্তানুগ্রহসামর্থ্য-মাত্র প্রকটিত। ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ। সৃষ্টির প্রারম্ভে 'শ্বেতদ্বীপ' ও 'অনন্তাসন' নামক ধামদ্বয় জগতে ব্যক্ত হয়। চতুর্দ্দশ ভুবন ব্রহ্মাণ্ড কটাহরূপ আবরণের দ্বারা আবৃত। তদনন্তর দশাবরণ অর্থাৎ অবিমিশ্রপঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ আবরণ এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের আর দুইটি আবরণ। তদুপরি বৈকুণ্ঠ। বিরজা নাম্নী নদী বৈকুণ্ঠকে বেষ্টন করিয়া বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগে শ্বেতদ্বীপ এবং ব্রহ্মাণ্ডের অধোভাগে অনন্তাসন। বৈকুণ্ঠে মুক্তপরিবারগণের সহিত ভগবান্ বাস করেন। ভগবান্ বিষ্ণুর অঙ্গাভরণ, বসন, ভূষণ, শয্যা, সিংহাসন—সকলই চন্দ্রাত্মক। (প্রমাণ ৯ম সংখ্যার দ্রষ্টব্য)। 'অনন্তাসন', 'শ্বেতদ্বীপ' ও 'বৈকুণ্ঠ' এই ত্রিবিধ ভগবদ্ধামেই 'মুক্তস্থান' ও 'অমুক্তস্থান' নামক ভাগদ্বয় বর্ত্তমান। মুক্তস্থানে মুক্ত ব্রহ্মাদি-পরিবার ও অমুক্ত স্থানে অমুক্ত ব্রহ্মাদি-পরিবার অবস্থান করেন। ব্রহ্মকল্পান্ত পর্য্যন্ত সকলকেই অমুক্ত স্থানে অবস্থান করিতে হয়। কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত সকলেই মুক্ত স্থানে গমন করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মার সহিত সর্ব্বজীবের মুক্তি।

লক্ষ্মী বিষয়ে সিদ্ধান্ত—শ্রীলক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রিয় মহিষী, জ্ঞানানন্দাত্মিক-নিত্যদেহ-বিশিষ্টা, বিষ্ণুর ন্যায় তিনিও গর্ভবাস-দুঃখাদি দোষরহিতা, সর্ব্বত্র বিষ্ণুর সহিত অবস্থিতা, সর্ব্বত্র প্রাপ্তা, বিষ্ণুর অনন্ত রূপের সহিত শ্রীলক্ষ্মীও অনন্তরূপে বিহার করেন, বিষ্ণুর অবতরণকালে লক্ষ্মীও অবতীর্ণা হইয়া সেই অবতারের প্রিয়সঙ্গিনীরূপে বিরাজ করেন, বিষ্ণুর ন্যায় লক্ষ্মীরও বিভিন্ন নিত্য নাম ও রূপ আছে, লক্ষ্মীর বিভিন্ন নাম যথা—শ্রী, ভূ, দুর্গা, মায়া, ভদ্রা, কৃতি, শান্তি, অম্বিকা, সীতা, দক্ষিণা, জয়ন্তী প্রভৃতি। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রী, ভূ ও দুর্গারূপে ত্রিবিধ গুণের নিয়ামক। 'শ্রী' রূপে সত্ত্বগুণ-প্রেরকা হইয়া দেবতাগণকে মোহন করেন, 'ভূ'রূপে রজোগুণ-প্রেরকা হইয়া মনুষ্যগণকে মোহন করেন, আর 'দুর্গা'রূপে তমোগুণ-প্রেরকা হইয়া দৈত্যগণকে মোহন করিয়া থাকেন।

শ্রীর্ভূর্দুর্গাক্ষমী ভ্রীশ্চ মহালক্ষ্মীশ্চ দক্ষিণা।
সীতা-জয়ন্তী-সত্যাশ্চ রুক্মিণীত্যাদি ভেদিতা॥
প্রকৃতিত্বেন চাবিষ্টা তথা ন হরিঃ স্বয়ম্।
ততোঽনন্তাংশহীনা চ বলজ্ঞপ্তি সুখাদিভিঃ॥
গুণৈঃ সর্ব্বৈস্তথাপ্যস্ত প্রসাদাদ্যোষবর্জ্জিতা।
সর্ব্বদা সুখরূপা চ সর্ব্বদা জ্ঞানরূপিণী॥

—(বৃহদ্গৌঃ তন্ত্র ৩য় অঃ ৫ম ব্রাঃ)

তস্যাস্ত ত্রীণিরূপাণি সত্ত্বং নাম রজস্তমঃ।
সৃষ্টিকালে বিভজ্যন্তে সত্ত্বং শ্রীঃ সদ্গুণাশ্রিতা।
রজো রজসকর্তৃত্বাদ্ভূঃ সা সৃষ্টিকরী মতঃ।
যদাবেশাদিয়ং পৃথ্বী ভূমিরিত্যেব কথ্যতে।

জীবানাং প্রপনাৎ গী তমইত্যেব কীর্ত্তিতা।
এতাভিস্তিসৃভির্যুক্তা সর্ব্বে বন্ধা অমুক্তিগাঃ॥
সর্ব্বান্ বধ্নন্তি সর্ব্বাস্ত তথাপি তু বিশেষতঃ।
শ্রীর্দেবান্ বধ্নতি ভূর্দৈত্যানাং তথাপরা।
এতাভ্যোঽন্যং পরং নৈব বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।

(সীতা তাৎপর্য্য ১৪।৫-৯)

শ্রী, ভূ, দুর্গা, অম্বিকা, হ্রী, মহালক্ষ্মী, দক্ষিণা, সীতা, রুক্মিণী, সত্যা এবং রাধিকা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামবিশিষ্টা প্রকৃতি শ্রীহরিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতা এবং তাঁহার বশীভূতা হইয়াছেন, পরন্তু শ্রীহরি তাঁহার বশীভূত নহেন। সেই প্রকৃতি বল, জ্ঞান এবং সুখ প্রভৃতি যাবতীয়গুণ বিষয়ে শ্রীহরি হইতে যদি অনন্ত ভাগে হীনা তথাপি তাঁহার প্রসাদ বশতঃ সর্ব্বদোষরহিতা এবং সর্ব্বদা জ্ঞান-সুখরূপা হইয়া থাকেন॥

সৃষ্টিকালে উক্ত প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক গুণত্রয় বিভক্ত হইয়া থাকে। সদ্‌গুণ-প্রকাশিকা শ্রী সত্ত্বগুণরূপ। ভূ-সৃষ্টি-সম্পাদিকা বলিয়া 'ভূ' নামে এবং রঞ্জনকারিণী বলিয়া 'রজঃ' নামে কথিত হ'ন। ঐ ভূ-প্রকৃতির আবেশ-হেতু এই পৃথিবী 'ভূমি' নামে পরিচিত হইয়া থাকে। দুর্গা-প্রকৃতি জীবের গ্লানিদায়িনী বলিয়া তমঃ রূপে কীর্ত্তিত হ'ন। উক্ত প্রকৃতিত্রয়ে আবদ্ধ হইয়া জীবগণ মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। সমস্ত প্রকৃতিই সমস্তকে বদ্ধ করেন তথাপি বিশেষভাবে শ্রী-প্রকৃতি দেবগণকে, ভূ-প্রকৃতি মনুষ্যগণকে এবং দুর্গা-প্রকৃতি দৈত্যগণকে বদ্ধ করিয়া থাকেন। জীবগণ উক্ত প্রকৃতি ত্রয়ের অতিরিক্ত ও পরতত্ত্ব বিষ্ণুর জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ করেন॥ (গীতা তাৎপর্য্য—১৪।৫-৯)

লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর অধীনা ও সর্ব্ববিদ্যাভিমানিনী। তিনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠতমা। তিনি ভগবদঙ্গে নানাবিধ আভরণ-স্বরূপে বিরাজ করেন অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধান্ত মতে বিষ্ণুর শয্যা, আসন, সিংহাসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত ভোগ্যবস্তু লক্ষ্ম্যাত্মক।

শ্রীবল্লভপিশুকপাদপদ্মযোঃ
কল্যোতি মানং বহুধাবিভূতিভিঃ।

(অনুব্যাখ্যানে ৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১ম সূত্রধৃত ভাঃ ২।৯।১৩ শ্লোক)।

যে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী বহুপ্রকার বৈভবরূপে মূর্ত্তিমতী থাকিয়া উত্তমঃ শ্লোক শ্রীবিষ্ণুর চরণ-যুগল পূজা করিয়া থাকেন।

তত্র বিষ্ণোঃ পুরং দিব্যমপরাজিত নামকম্।
বিমিতাখ্যঞ্চ পর্য্যঙ্কং বিশ্বোর্মানেন সম্মিতম্॥
চিৎসুখৈশ্বর্য্যময়ং দিব্যং লক্ষ্মীস্তত্তৎ স্বরূপিণী।

(ছান্দোগ্য ভাষ্য-৮।৪)

তথায় অপরাজিত নামক বিষ্ণুর দিব্যপুর এবং ভগবানের বিগ্রহ-পরিমিত বিমিত নামক দিব্য পর্য্যঙ্ক বর্ত্তমান আছে। তৎসমুদয় বস্তুই লক্ষ্মীস্বরূপ॥

জগৎ সত্য—শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য বলেন, ভগবান্ বিষ্ণু কল্পের আদিতে অনাদি-নিত্যা-জড়া প্রকৃতিকে উপাদান করিয়া গুণত্রয়, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চভূত-ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তরে চতুর্দ্দশ লোক, সমুদ্র, মেরুমন্দরাদি পর্ব্বত, গঙ্গা-যমুনাদি নদী, শিলা, বনস্পতি, ওষধি, ধান্য, ফল, পুষ্প, নবরত্ন, সুবর্ণ, লৌহ প্রভৃতি সর্ব্ববস্তু সৃষ্টি করেন। এই সকল কার্য্যরূপে অনিত্য, কিন্তু কারণরূপে নিত্য। কার্য্যরূপে অনিত্য হইলেও শশশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম, কূর্ম্মলোম ও গন্ধর্ব্ব-নগরাদির ন্যায় 'অসৎ' নহে, অথবা রজ্জ্বারোপিত সর্প বা শুক্ত্যারোপিত রজতবৎ 'মিথ্যা' নহে। অল্প-কালীনত্ব-হেতু 'অনিত্য', 'অসত্য' নহে, 'ক্ষণিক'ও নহে। 'ক্ষণ সম্বন্ধী' বলা গেলেও 'ক্ষণমাত্রবর্ত্তী' বলা যাইতে পারে না। ঘট-পটাদি 'ক্ষণসম্বন্ধী' হইলেও কারণরূপে নিত্য। বৌদ্ধগণ 'ক্ষণিক' বলিতে যাহার পূর্ব্বে বা পরে অবস্থান নাই, ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণে ক্ষণে নাশ হয়, তাহাই উদ্দেশ করিয়া থাকেন, পরন্তু 'ক্ষণ সম্বন্ধী' বলিতে তাহা বুঝায় না। ক্ষণসম্বন্ধী হইলেও তাহা উপাদান-কারণরূপে নিত্য। যেমন, ঘট—কার্য্য, ঘট-ভঙ্গে কপাল (ঘটের খণ্ডিত দ্বিতীয় ভাগ), কপাল-ভঙ্গে 'কাপালিক' (ঘটের চতুর্থ ভাগ), কাপালিক-ভঙ্গে 'মৃত্তিকাদি', মৃত্তিকা-ভঙ্গে ক্রমে 'প্রকৃতি'। ঘট হইতে ক্রমে প্রকৃতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই কার্য্য। ইহারা অনিত্য, কিন্তু প্রকৃতি মূল-উপাদান-কারণরূপে নিত্যা। কল্পের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া কল্পাবসান পর্য্যন্ত উপাদান-কারণ প্রকৃতি হইতে ঘটাদি পর্য্যন্ত নানা কার্য্যরূপ পরিণাম, কল্পান্তে প্রকৃত্যাখ্য সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি, তাহা 'মিথ্যা' নহে। মায়াবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞানের

পরিপাকে ব্যবহারিক জগৎ তপ্ত লৌহগত জলবিন্দুর ন্যায় স্বতঃই অদৃশ্য হইয়া পড়ে, তাহা বাল-কোলাহল মাত্র। যেহেতু বিষ্ণু জ্ঞানপূর্ব্বক লীলাভাবে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য পর্য্যন্ত ইহার নাশ করেন। তখন জগৎ কারণরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। বিষ্ণুর বুদ্ধিবলে সৃষ্ট-জগৎ মায়োপাদান নহে। জীবের অদৃষ্ট ও যোগ্যতানুসারে ভগবান্ নানারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন। অদৃষ্ট-পরিসমাপ্তিতে জগতের নাশ করিয়া থাকেন। তখন কারণরূপে জগৎ অবস্থান করে। কল্পের আদিতে অনুলোমক্রমে সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত প্রভৃতি ক্রমে জগৎ সৃষ্টি আর কল্পান্তে বিলোমক্রমে নাশ অর্থাৎ যে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল, তদ্বিপরীতক্রমে বিনাশ। কিন্তু প্রকৃতিরূপে সকলেরই অবস্থান। শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য তত্ত্বচিত বিভিন্ন গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে বহু যুক্তি ও প্রমাণাদির অবতারণা করিয়াছেন। জগতের সত্যতা-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য-ধৃত কয়েকটী বেদ ও পুরাণ-প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রধাবন্ত মহতো মহানি সত্যা সত্যস্য করণানি বোচম্। সত্য যে নম ইৎ বিবে মহন্তি রাতিং দেবস্য গৃণতো মঘোনঃ।

ঋজিক্বেভ সত্যমিন্নমোভিঃ বন্দস্পার্হমুতজেতো তদাতা।
সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে।
বিশ্বং সত্যং মঘবানা যুবোরিদাপশ্চ প্রমিনন্তি ব্রতং বাম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।
অসত্যমাহুরসতে তদজ্ঞা শক্তিং হরেদেন বিদুঃ পরাং হি।
যঃ সত্যরূপং জগদেতদীক্ষ্য সৃষ্ট্বা স্বকৃৎসত্যকর্ম্মা মহাত্মা।
অথৈনমাহুঃ সত্যকর্ম্মেতি সত্যং হ্যেবৈষ বিশ্বমসৌ সৃজতে।
অথৈনমাহুর্নিত্য কর্ম্মেতি নিত্যং হ্যেবাসৌ কুরুতে।
সত্যাঃ বিকোর্ভগাঃ সর্ব্বে সত্যা জীবেশযোর্ভিদা।
সত্যো মিথো জীবভেদঃ সত্যঞ্চ জগদীদৃশম্॥

ভাঃ তাঃ নিঃ অ ১ শ্লোক ৬৯

বিভূতিং প্রলয়ন্তস্য মহতঃ সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়া সরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা।
ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতা।
কালাৎ প্রভৃতিং জগতাং স্থূতানাং মহতো কালচিন্তকাঃ
ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষস্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥

(মাণ্ডুক্য কং ১মন্ত্র ২৩)

বিশ্বং সত্যং বশে বিষ্ণোর্নিত্যমেব প্রবাহতঃ।
ন কল্পান্যূনং বিশ্বং তত্তৎকালানুসারতঃ।
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং যে জগদাহুরনীশ্বরম্।
ত আসুরাঃ স্বয়ং নষ্টা জগতঃ ক্ষয়কারিণঃ॥

(তত্ত্বোদ্যোতে ব্যাসস্মৃতিঃ)

আমি সত্য-স্বরূপ মহাপুরুষ বিষ্ণুর জগৎ-সৃষ্টি প্রযোজক প্রকৃতি প্রভৃতি করণ-সমূহকে সত্যরূপে বলিয়াছি। স্তুতি-কারক ইন্দ্রদেবের এই সত্য সম্পদ্ দর্শনে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

সর্ব্বজ্ঞশীল ও বহু-প্রদাতা বিষ্ণু সকলের অপেক্ষণীয় যে বস্তু রচনা করিয়াছেন, উহা সত্যই হইয়া থাকে, পরন্তু অসত্য নহে।

"ভগবান্ সত্য, তাঁহার মায়াও সত্য"—আমি এই কথা স্বকীয় মোক্ষাদি-সুখ লাভের জন্য বিপ্রজনাবিষ্কৃত বজ্র-সহকারে কীর্ত্তন করিতেছি।

হে ইন্দ্র, হে বিষ্ণু, আপনাদের সম্বন্ধীয় এই জগৎ সত্য, অভিমানিনী দেবতাগণও আপনাদের জগৎসৃষ্টি ব্যাপারের কথা অবগত আছেন।

সর্ব্বজ্ঞ, মনোঽভীষ্ট-প্রদাতা, সর্ব্বজয়শালী স্বয়ম্ভু ভগবান্ বহুকল্পকাল ব্যাপিয়া পরমার্থ (যথার্থ) বস্তু সকলের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যাহারা শ্রীহরির পরাশক্তির বিষয় অবগত নহে, তাদৃশ অজ্ঞগণ এই জগৎকে অসত্য বলিয়া থাকে।

মহাত্মা বিষ্ণু এই সত্য-ভূত জগৎ সৃষ্টি করিয়া সত্য-কর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

সজ্জনগণ এই বিষ্ণুকে সত্যকর্ম্মা বলিয়া থাকেন—যেহেতু ভগবান্ এই জগৎকে সত্যরূপেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে নিত্যকর্ম্মা নামেও বলিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বদাই এই জগতের নির্ম্মাণ করিতেছেন।

বিষ্ণুর যাবতীয় গুণই সত্য, জীব এবং ঈশ্বরের ভেদও সত্য, জীবগণের পরস্পর ভেদও সত্য এবং ঈদৃশ এই জগৎও সত্য।

সৃষ্টি-বিষয়ক বিচার-পরায়ণ কেহ কেহ ব্রহ্মের বিবিধাকারে পরিণামকেই জগৎ-সৃষ্টি বলিয়া থাকেন। অন্য কেহ কেহ সৃষ্টিকে ভ্রম ও মায়িক পদার্থ তুল্য বলিয়া কল্পনা করেন। সৃষ্টি-বিষয়ে নিম্নবর্ণীত ব্যক্তিগণ ভগবানের ইচ্ছা মাত্রেই জগৎ-সৃষ্টি বলিয়া থাকেন। কালকর্তৃত্ববাদিগণ কাল হইতেই জগৎ-সৃষ্টি বর্ণন করেন। কেহ কেহ নিজের ভোগের জন্য, কেহ বা নিজের ক্রীড়ার জন্য জগৎ সৃষ্টি বলেন। পরন্তু এই জগৎ-সৃষ্টি ভগবানের স্বভাবমাত্র, কোনরূপ কামনা বশতঃ নহে, যেহেতু আপ্তকাম পুরুষের কোন্ বিষয়ে স্পৃহা থাকিতে পারে?"

(মাধ্বভা ষণ্ড ১, মন্ত্র ১৩)

এই বিশ্ব সত্য এবং ভগবান্ বিষ্ণুর বশবর্ত্তী, ইহার নিত্যতা প্রবাহরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সর্ব্বকালেই এই বিশ্ব ঈশ্বররূপে বিরাজমান আছে, পরন্তু কদাপি ঈদৃশ ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যাহারা জগৎকে অসত্য, নিত্যপ্রলয় ও ঈশ্বর-রহিত (রামশূন্য) বলিয়া থাকে, জগতের বিনাশকারী সেই আসুরগণ স্বয়ংও নষ্ট হইয়া থাকে।

ভেদতঃ ভেদ—শ্রীমদ্বলাচার্য্য (১) জীবেশ্বরে ভেদ, (২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, (৩) ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, (৪) জীবে জড়ে ভেদ ও (৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চভেদ স্বীকার করেন। এতদ্বিষয়ে আচার্য্যপাদ স্বরচিত "মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়" গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে ৭০-৭১ শ্লোকে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"জীবে পরোর্ভিদা চৈব জীবভেদঃ পরস্পরম্।
জড়েশয়োর্জড়ানাং চ জড়জীবকৃতিস্তথা॥
পঞ্চভেদা ইমে নিত্যাঃ সর্ব্বাবস্থাসু নিত্যগাঃ।
মুক্তানাঞ্চ ন জীবেষু তারতম্যং চ সর্ব্বদা॥"

এতদ্বিষয়ে শ্রীবলাচার্য্যধৃত পরম-শ্রুতিপ্রমাণ নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

[১] **জীবেশ্বরে ভেদ**—সেই জীবের সহিত বিষ্ণুর অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভেদ। "ব্রহ্মই অবিদ্যা-উপাধি বশতঃ জীবাদিরূপে প্রতীত হন",—ইহা দুষ্ট মত। ব্রহ্ম—পরম-মহৎ-পরিমাণ, আর জীব—অণুপরিমাণ; ব্রহ্ম—সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্ত, আর জীব—দোষপূর্ণ; ব্রহ্ম—অনন্তগুণ, আর জীব—পরিমিতগুণ; ব্রহ্ম—নিত্যমুক্ত, আর জীব—সংসার-বদ্ধ;—এই ঐশ্বরের মধ্যে পরস্পর অভেদ কোনরূপেই কল্পিত হইতে পারে না। মুক্তিতেও জীব-ঈশ্বরে নিত্য ভেদ বিরাজিত। তখনও জীব ভিন্নরূপেই অবস্থান করিয়া বিষ্ণুর নিত্য-সেবা করিয়া থাকেন।

[২] **জীবে-জীবে পরস্পর ভেদ**—(ক) (বদ্ধজীব) সংসারে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, ইহাদের পরস্পরে ঐক্য নাই। (খ) (মুক্তজীব) মুক্তিতে একস্থানে প্রবেশ করেন যাহা তাঁহারা মুক্তাবস্থায়ও যোগ্য তারতম্যে বিষ্ণুর বিভিন্ন সেবায় অবস্থিত এবং তাঁহাদের পরস্পরের সেবা-সুখাদির মধ্যেও তারতম্য বর্ত্তমান। তবে যে কোথায় কোথায়ও মুক্তিতে সকলেই এক হয়, ("সর্ব্বে একীভবন্তি"—শ্রুতিঃ) শাস্ত্রে এইরূপ কথা লিখিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য আছে। যেমন, যদি বলা হয়, সায়ংকালে গাভীসমূহ গোষ্ঠে একীভূত হইয়াছে। সেস্থানে যেরূপ 'একীভূত'শব্দের দ্বারা অত্যন্ত অভেদ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলের একস্থানে সমুপস্থিতি বা সম্মেলনই বুঝাইয়া থাকে, মুক্ত জীবগণের সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অথবা যদি বলা হয়, রাজপুরুষ এক হইয়াছে; এইরূপ উক্তিতে যেমন রাজপুরুষের অন্যান্য অভেদ কল্পনা করা অন্যায্য, পরন্তু এইস্থানে পূর্ব্বে রাজপুরুষ পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, এখন 'একমত' হইয়াছেন বা একপ্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছেন—এইরূপই বুঝায়, তদ্রূপ মুক্তাবস্থায় জীবগণ সকলেই বিষ্ণুর সেবায় একমত হইয়া বিষ্ণুর সেবা করিতেছেন,—ইহাই বুঝাইয়া থাকে।

[৩] **ঈশ্বর ও জড়ে ভেদ**—ঈশ্বর—জ্ঞানাত্মক, নিত্য, ও নির্ব্বিকার; কিন্তু জড়—জ্ঞানশূন্য, নশ্বর ও বিকারী। এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত বস্তুর কখনই অভেদের সাধিত হইতে পারে না।

[৪] **জীবে-জড়ে ভেদ**—জীব—জ্ঞানাত্মক, তাঁহার সহিত অজ্ঞানাত্মক জড়ের ঐক্য হইতে পারে না।

[৫] **জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ**—বিষ মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে, আর অমৃত জীবন দান করিয়া থাকে, দিবা—জ্ঞানালোক তুল্য—রাত্রি,—এরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ-ভাব জড়বস্তুর মধ্যে দৃষ্ট হয়। এরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত জড়বস্তু কখনই অভেদ নহে।

এই পঞ্চভেদ সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে নিত্য। ধর্ম্মি-প্রতিযোগী নষ্ট হইলেও ভেদ-নষ্ট হয় না। যেমন এক-

স্থানে ঘট নষ্ট হইল আর একস্থানে পট নষ্ট হইল। প্রত্যেকেই চিরকাল তত্তদ্বস্তুর কারণোপাদান স্বরূপে ভিন্ন উপাদান-কারণ-রূপে অবস্থিত থাকিল।

তত্ত্বগত-ভেদ বিষয়ে প্রমাণ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

(ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব উপনিষৎ)

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

(আথর্ব্বণোপনিষৎ)

জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বর ভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীব ভিদা তথা॥
মিথশ্চ জড়ভেদোঽয়ং প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ।
সোঽয়ং সংত্যা হ্যনাদিশ্চ আদন্তিস্যাপ্যসম্ভবাৎ॥
ন চ মাংসং প্রযাত্যেব ন চাসৌ ভ্রান্তিকল্পিতঃ।
কল্পিতশ্চেন্নিবর্ত্তেত ন চাসৌ বিনিবর্ত্ততে।
মৈবং স বিদ্যত ইতি তত্ত্বাবজ্ঞানিনাং বচঃ॥

(বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে পদ্মপ্রকৃতিঃ)

পরস্পর সহযোগ এবং মিত্রতাসম্পন্ন পক্ষিদ্বয় (জীব ও ঈশ্বর) একই দেহ-বৃক্ষে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীবপক্ষী পিপ্পল (অর্থাৎ কর্ম্মফল)কে স্বাদু মনে করিয়া ভোজন করিতেছে। অপর (ঈশ্বর) তাহা ভক্ষণ না করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশমান (সাক্ষীস্বরূপ) রহিয়াছেন।

দেহ-বৃক্ষমধ্যে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া মুহ্যমান পুরুষ (জীব) অসহায় বশতঃ শোকগ্রস্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু যৎকালে নিজকর্ত্তৃক সেবিত ও নিজ হইতে ভিন্ন ঈশ্বর এবং তাঁহার মহিমা অবলোকন করেন, তৎকালে তাঁহার শোকের অবসান হইয়া থাকে।

এই প্রপঞ্চ মধ্যে জীব ঈশ্বরের ভেদ, জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, জীবগণমধ্যে পরস্পর ভেদ, জড় ও জীবের ভেদ এবং জড় বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চবিধ ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা সত্য ও অনাদি, যদি উহার আদি অর্থাৎ উৎপত্তি থাকিত তাহা হইলে বিনাশশীল হইত, পরন্তু কখনও ইহা বিনষ্ট হয় না। উক্ত ভেদ-প্রান্তি কল্পিতও নহে, তাহা হইলে উহার নিবৃত্তি দেখা যাইত, পরন্তু উহার নিবৃত্তি কখনও দৃষ্ট হয় না। অতএব ভেদ অর্থাৎ ভেদ বর্ত্তমান নাই ইহা অজ্ঞানগণেরই মত জানিবে।

জীব-বিষয়ে মধ্ব-সিদ্ধান্ত—জীবসমূহ হরির নিত্য অনুচর। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমন্মধ্বসিদ্ধান্তানুসারে তত্ত্ব দ্বিবিধ—(১) স্বতন্ত্রতত্ত্ব ও (২) পরতন্ত্রতত্ত্ব। স্বতন্ত্রতত্ত্ব—বিষ্ণু, পরতন্ত্রতত্ত্ব—দ্বিবিধ—(ক) ভাব ও (খ) অভাব। ভাব দ্বিবিধ—(১) চেতন বা জীব, (২) অচেতন বা জড়। অভাব চতুর্ব্বিধ—(১) প্রাগভাব, (২) প্রধ্বংসাভাব, (৩) অত্যন্তাভাব ও (৪) অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাব ভাবধর্ম্ম ও অভাবধর্ম্ম উভয়েই বর্ত্তমান, সুতরাং কেবলাভাব প্রকৃত পক্ষে ত্রিবিধ। যেমন, 'আগামী কল্য ঘট হইবে'—এইটী 'প্রাগভাবে'র দৃষ্টান্ত, আর ঘট বিনষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার অভাব, ইহাকে 'প্রধ্বংসাভাব' বলে এবং ত্রিকালে অভাব 'অত্যন্ত অভাব' বলিয়া খ্যাত, যেমন শশশৃঙ্গ, কূর্ম্মলোমাদির 'অত্যন্ত অভাব'। আর ঘটে পটত্বের অভাব ও পটে ঘটত্বের অভাব, ইহা 'অন্যোন্যাভাব'। পূর্ব্বোক্ত চেতন বা জীব আবার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস; অচেতন বা জড় বহুবিধ। বিষ্ণুর উদরে অনন্ত জীবরাশি বিরাজিত আছে, ঐ জীবরাশি উপরিউক্ত ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত।

দৃষ্ট্বা স চেতনগণান্ জঠরে সমানানানন্দমাত্র বপুষঃ স্মৃতি বিপ্রযুক্তান্। ধ্যানস্থগতান্ স্মৃতিগতাংশ্চ সুপ্তি-সংস্থান্ ব্রহ্মাদিকান্ কলিগতান্ মনুজাংশ্চ হৃষ্টঃ॥

(মহাভারত তাৎপর্য্যনির্ণয়ে অ ১, শ্লোঃ ৪)

ভগবান্ বিষ্ণুর উদরে অন্যান্য জীব অবস্থিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে বদ্ধজীব তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—(মহাভারত তাৎপর্য্যনির্ণয়ে অ ১, শ্লোঃ ৪)—তিনি (বিষ্ণু) নিজ জঠরস্থ সর্ব্বথা সংসারবিমুক্ত আনন্দময় বিশুদ্ধ চেতনগণকে দর্শন করিয়া অতঃপর (১) ধ্যানগত ব্রহ্মাদি দেবগণ, (২) সংসার-দশা প্রাপ্ত মনুষ্যগণ এবং (৩) সুষুপ্তিগত দৈত্যগণকে দর্শন করিলেন॥

তাহারা সকলেই অনাদি অবিদ্যা ও কাম্য কর্ম্ম-প্রবাহে বদ্ধ। সাত্ত্বিক জীবগণ মুক্তি-যোগ্য, রাজসগণ নিত্য সংসারী ও তামসগণ তমোযোগ্য। ব্রহ্মা-ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, পিতৃগণ, চতুর্দ্দশ মনুগণ, অষ্টবসুগণ, নৃপগণ ও মনুষ্যোত্তমগণ—ইঁহারা সাত্ত্বিক

জীব। রাজসিক জীবগণ মনুষ্যের মধ্যে অধম; তাহারা কাম্য কর্ম্মী। কলি, কালনেমী, জরাসন্ধ, মধুকৈটভ, নমুচি, বৃত্র, ত্রিপুরগণ, কালকেয়, পৌলমা, রাক্ষস ও দানবগণ—ইহারা সকলেই তামস জীব। সাত্ত্বিক জীবগণের স্বরূপ-দেহ জ্ঞানানন্দাত্মক। রাজসগণের স্বরূপদেহ জ্ঞান ও অজ্ঞান-সুখ-দুঃখ মিশ্রাত্মক। তামসগণের স্বরূপদেহ কেবল দুঃখ ও অজ্ঞানাত্মক। সাত্ত্বিকগণের সত্য, শৌচ, দয়া, শম, দম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি স্বরূপানুগত ধর্ম্ম। রাজসগণের স্বরূপে সদর্থ ও অনর্থ উভয়বিধ বর্ত্তমান। তামসগণের অনৃত, অশৌচ, ক্রূরতা, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়-চাপল্য, বিষয়-লাম্পট্য, গুরুদ্রোহ, বৈষ্ণবদ্রোহ, হরিদ্রোহ প্রভৃতি স্বরূপানুগত ধর্ম্ম।

ত্রিবিধা জীবসঙ্ঘাস্তে দেবমানুষদানবাঃ।
তত্র দেবা মুক্তিযোগ্যা মানুষেষূভয়ং তথা।
মধ্যমা মানুষা যে তু স্বর্গভোগ্যাঃ পুনর্ভবিঃ।
অধমা নিরয়ৈরেব দানবাস্তু ভবোদ্ভবাঃ।
মুক্তির্নিত্যাতনঞ্চৈব নাসুরেষু পুনর্ভবঃ।
দেবানাং নিরয়ো নাস্তি তমস্যাপি কথঞ্চন।
নাসুরাণাং তথা মুক্তিঃ কদাচিৎ কেনচিৎ ক্বচিৎ।
মানুষাণাং মধ্যমানাং নৈবৈতদ্দ্বয়মাপ্যতে।
অসুরাণাং তমঃ প্রাপ্তিরিয়ং নিয়মতো ভবেৎ॥

মহাভাঃ তাঃ নিঃ অ ১-৮৭-৯২

ত্রিবিধ বদ্ধজীব ত্রিবিধ গতি যোগ্য—

জীব-সমূহ দেব, মনুষ্য ও দানব-ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে দেবগণ ও উত্তম মনুষ্যগণ মুক্তিযোগ্য, মধ্যম মনুষ্যগণ সর্ব্বদাই সংসারযোগ্য এবং অধম মনুষ্যগণ নরকযোগ্য হইয়া থাকে। দানবগণের অন্ধতামিস্র নামক নরকে লয় হইয়া থাকে। মুক্তি ও অন্ধতামিস্র উভয়ই নিত্য, ইহাদের পুনরায় আবৃত্তি হয় না। দেবগণের নরক বা তমঃ প্রাপ্তি কোন রূপেই ঘটে না। সেইরূপ কুত্রাপি কোন কালে কোন কারণে অসুরগণের মুক্তি লাভ হয় না। মধ্যম মনুষ্যগণের মুক্তি বা অন্ধতামিস্র প্রাপ্ত হইতে হয় না। অতএব অন্ধতামিস্র প্রাপ্তি কেবলমাত্র নিয়মিত ভাবে অসুরগণের জন্যই হইয়া থাকে।

অসুরাণামথো দোষা নিত্যা স্বাভাবিকা অপি।
গুণদোষৌ মনুষ্যাণাং নিত্যৌ স্বাভাবিকৌ মতৌ।
গুণৈকমাত্রকলাস্তু দেবা এব সদা মতাঃ।

(গীতাভাষ্য ৬ষ্ঠ অঃ ৯ম শ্লোকঃ)

তাহাদের স্বাভাবিক গুণ দোষ—

অসুরগণের মধ্যে নিত্য ও স্বাভাবিক রূপে কেবলমাত্র দোষেরই অবস্থান রহিয়াছে। (কাম্যকর্ম্ম পর ব্রাহ্মণ) মনুষ্যগণের মধ্যে গুণ ও দোষ এই দুইটিই নিত্য ও স্বাভাবিকরূপে বর্ত্তমান। দেবগণ অর্থাৎ ভগবদ্-গুণপর মুক্তিগণ নিত্যকালই স্বভাবসিদ্ধ গুণমাত্র যুক্ত হইয়া থাকেন॥

নিত্যানন্দ জ্ঞানবলাদেবা নৈবং তু দানবাঃ।
দুঃখোপলব্ধিমাত্রাস্তে মানুষাস্তূভয়াত্মকাঃ।
তেষাং যথৈব দৃষ্টং তদনুপাধিকৃতং মতম্।
বিজ্ঞানেনানুযোগেন নিজরূপে ব্যবস্থিতিঃ
সম্যগ্ জ্ঞানন্তু দেবানাং মনুষ্যাণাং বিমিশ্রিতম্।
বিপরীতন্তু দৈত্যানাং জ্ঞানস্যৈবং ব্যবস্থিতিঃ।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্য অ ২-৩-সূ (৩২)

জীবের স্বরূপ বিষয়ে—

দেবগণ নিত্য আনন্দ, নিত্য জ্ঞান ও নিত্য বলসম্পন্ন, দানবগণ তাদৃশ নহে, তাহারা একমাত্র দুঃখই উপলব্ধি করিয়া থাকে। মানুষগণ উভয়াত্মক। পরন্তু তাহাদের মধ্যে যে নিজ নিজ জাতিগত নিয়মের কখনও কখনও বিপর্য্যয় দেখা যায় উহা বর বা অভিশাপাদিরূপ উপাধিজন্য মাত্র। আনুযোগ্য বিজ্ঞান-বলে সকলেই স্বরূপলাভে সমর্থ। দেবগণের জ্ঞান যথার্থ, মনুষ্যগণের জ্ঞান মিশ্র এবং দৈত্যগণের জ্ঞান বিপরীত হইয়া থাকে। জ্ঞানের এইরূপ বিভাগ ব্যবস্থা রহিয়াছে॥

(ব্রহ্মসূত্রভাষ্য—অ ২-৩-সূত্র (৩২)

সকলের স্বরূপ-দেহই লিঙ্গদেহাদ্য আচরণে বদ্ধ। সেই লিঙ্গ দেহ অনাদি। সেই লিঙ্গ দেহের বহির্দ্দেশে অর্থাৎ আবরণ-স্বরূপে অনিরুদ্ধাদ্য ভগবানের দ্বারা প্রতিকল্পে সুধামান 'কর্ম্ম-দেহ' নামে একটী ভৌতিক দেহ আছে। পূর্ব্ব কল্পের জীবের অন্তিম কর্ম্মানুসরণ করিয়াই ভগবান্ সৃষ্টি প্রবিষ্ট জীবগণের ভৌতিক দেহ সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে জীব-সমূহের যে-সকলবিভিন্ন দেহ প্রাপ্তি ঘটে, তাহা ভগবানের উপরে অবস্থিত হইয়া জীবসকল সর্ব্ব অবসানে যে কর্ম্ম করে, তদনুসারেই ঘটিয়া থাকে। জীব জগতে সৃষ্ট হইবার পরবর্ত্তিকালে

তাহার কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন দেহ লাভ করিয়া থাকে। উদরস্থিত জীবের প্রতিকল্পে একবার মাত্র দেহপাত হয়। সৃষ্টিকালে জীবের সেই দেহ থাকে না; কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকে। সেই কর্ম্মানুসারেই এতৎসৃষ্ট দেহ লাভ হয়। (১৫)

(১৫) নির্দ্দেহকান্ স তগবাননিরুদ্ধনামা জীবান্ স্বকর্ম্ম সহিতানুদরে নিবেশ্য। চক্রেঽথ দেহ-সহিতান্ ক্রমশঃ স্বয়ম্ভু প্রাণাত্মশেষ গরুড়েশ মুখান্ সসর্জ্জান্॥

(মহাভাঃ তাঃ নিঃ অ ৯ শ্লোক)

অনিরুদ্ধকর্ত্তৃক প্রতিকল্পে তাহাদের কর্ম্মদেহের সৃষ্টি—

অনিরুদ্ধসংজ্ঞক ভগবান্ নিজ নিজ কর্ম্ম সংস্কার-যুক্ত, দেহ-মুক্ত জীবগণকে স্বীয় উদরে সন্নিবেশিত করিয়া ব্রহ্মা, প্রাণাত্ম বায়ু, শেষ, গরুড়-প্রমুখ সেই জীবগণকে ক্রমশঃ দেহযুক্ত করিয়া থাকেন।

অনাগতা অতীতাশ্চ যাবন্তঃ সহিতাঃ ক্ষণাঃ
অতীতানাগতাশ্চৈব যাবন্তঃ পরমাণবঃ
ততোঽপ্যনন্তগুণিতা জীবানাং রাশয়ঃ পৃথক্।
পরমাণু প্রদেশেঽপি জ্ঞেয়াঃ প্রাণিরাশয়ঃ।
মুক্তত্বাদীশ শক্তৈব স্থূলা অপি হি সংস্থিতাঃ॥

(বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে ১ পঃ)

সেই জীবগণের অনন্তত্ব বিষয়ে—

অনাগত, অতীত ও বর্ত্তমান যাবৎসংখ্যক ক্ষণ রহিয়াছে এবং অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান যাবতীয় পরমাণু বর্ত্তমান আছে, জীবরাশি তাহাদের অপেক্ষাও অনন্তগুণে অধিক সংখ্যক। পরমাণু প্রদেশে পর্য্যন্ত অনন্ত প্রাণিরাশি বিদ্যমান আছে, যদিও তাহারা দেহ রূপ উপাধিযোগে স্থূল তথাপি স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম বলতঃ ঈশ্বরের শক্তিবলেই তাদৃশ-রূপে অবস্থান করিতে সমর্থ। (বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে ১ পঃ)

ব্রহ্মাপরোক্ষেঽপি বিকর্ম্ম সূচকং প্রারব্ধ পাপস্য বিধানং

(ভারত তাঃ নিঃ অ-৩২-শ্লোঃ-১১০)

যথা—

প্রারব্ধ কর্ম্মনাশে হি পতত্যেহোপ্যপাপিনঃ।

(ঐ অঃ ৩২ শ্লোঃ ৭৮)

নহি পাপফলং মুক্তো দেহপাতঃ কথঞ্চন।
কিন্তু কর্ম্মক্ষয়াদেব তথা সর্ব্বত্র নিশ্চিতঃ॥

(ঐ অঃ ৩২, শ্লোঃ ৮৫)

সেই জীবগণের কর্ম্মবন্ধন বিষয়ে—

বিহঙ্গম যেরূপ জীবের প্রারব্ধ পাপের সূচক সেইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎ জ্ঞানসত্ত্বেও দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান জীবের প্রারব্ধ পাপেরই সূচক।

(ভারত তাঃ নিঃ অ-৩২ শ্লোঃ ১১০)"

প্রারব্ধ কর্ম্মনাশে নিষ্পাপ ব্যক্তিরও দেহপাত হইয়া থাকে॥

ঐ অঃ ৩২ শ্লোঃ ৭৮

মুক্তিকালে দেহপাত পাপফল জন্য নহে, কর্ম্মক্ষয় বশতঃই হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বত্র নিশ্চিত।

ঐ-অ ৩২ শ্লোঃ ৮৫।

নিযন্তে হি তদা জীবাঃ কালকর্ম্মাদিকং তথা।
কাতথা হি পুনঃ সৃষ্টিঃ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারিণী।

ভাগবত তাঃ নিঃ ২।৯।৩৩

তাহাদের পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি—

সৃষ্টির পূর্ব্বেও জীব এবং কাল-কর্ম্ম প্রভৃতি নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকে, অন্যথা কিরূপে পুনরায় সৃষ্টি হইতে পারে।

অতএব সৃষ্টি পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে॥

ভাগবত—তাঃ নিঃ ২।৯।৩৩

(৯) জীবানাংস্বভাববযোগ্যতাদিকম্—

স্বভাবাখ্যা যোগ্যতাখ্যা ষষ্ঠাখ্যা যাবাদি সিদ্ধা সর্ব্বজীবেষু নিত্যা। সাকারণং প্রথমস্তু দ্বিতীয়মণাদি কর্ম্মৈব তথা তৃতীয়ঃ। জীবপ্রযত্নঃ পৌরুষাখ্যস্তৃতীয়স্তৎবরং বিষ্ণোর্বশগং সর্ব্বদৈব। ষষ্ঠশ্চাসৌ তারতম্যান্বিতো হি ব্রাহ্মণমারভ্য কলিঞ্চ যাবৎ।

(মহাভা তাঃ নিঃ অ ২২, শ্লোক ৮৪—৮৬)

স্বভাব বা স্বরূপ যোগ্যতা বা শব্দান্তরে ষষ্ঠ অনাদিসিদ্ধ ও সর্ব্বজীবে নিত্য। তাহাই জীবের সর্ব্বপ্রযত্নের প্রথম কারণ। কর্ম্ম ধ্বংসশীল হইলেও প্রবাহতঃ অনাদি। এই অনাদি পূর্ব্বকর্ম্মই দ্বিতীয় কারণ। তদনন্তর তাৎকালিক প্রযত্ন বা পৌরুষ তৃতীয় কারণ। ইহারা সকলেই মায়াধীশ স্বতন্ত্র বিষ্ণুর অধীন। অর্থাৎ এই কারণ-ত্রয়ের দ্বারা ভগবান্ জীবগতি প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু মায়াধীশ ভগবানের প্রতি ইহাদের কোন আধিপত্য নাই। সর্ব্বোত্তম অধিকারী ব্রহ্মা হইতে সর্ব্বাধম অধিকারী কলি পর্য্যন্ত তারতম্য ক্রমে এই যোগ্যতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। (ক্রমশঃ

———

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীবাস-আঙ্গনে—আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে গত ১৭ই মাঘ মঙ্গলবার শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বদনী-বিজয়-উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের বদনী-বিজয়-উপলক্ষে এবং শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট ভাষণ-প্রদান করিয়াছিলেন। আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুমধুরকণ্ঠে হরি-কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে ভক্তিপ্রবাহ আনয়ন করিয়াছেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ঈশান দাস অধিকারী মহোদয়ও হরিকীর্ত্তনের দ্বারা সভাস্থল মুখরিত করিয়া-ছিলেন। শ্রীযুক্ত কলিপ্রিয় বেদান্তভূষণ মহাশয়ও মধুর-সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত বৃহস্পতিবার হইতে শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষে সংকীর্ত্তন মহা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। নদীয়া-প্রকাশ প্রেসে শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ছাপা শেষ হইয়াছে, ৯ম স্কন্ধ ছাপা হইতেছে।

(প্রাপ্ত-পত্র)

পরমারাধনীয় শ্রীযুক্ত মহাশয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু—

গত ১০ই মাঘ শ্রীপঞ্চমীবাসরে নিম্নলিখিত সম্মিলনীতে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-মহামহোৎসব অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছেন, এতদুপলক্ষে ভক্তগণের সম্মেলন, শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থপাঠ ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সমাধা হইয়াছিল। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সংবাদটী আপনাদের পবিত্র পত্রিকায় প্রচার করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। ইতি।

বিনয়াবনত বৈষ্ণব-দাসানুদাস—

শ্রীসরোজাক্ষ মুখোপাধ্যায়

পুঁড়া, ২৪ পরগণা

শ্রীচৈতন্য-সেবক সম্মিলনী।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দির হইতে।

১৩ই মাঘ ১৩৩৪।

—:০:—

শ্রীসজ্জনতোষণী বা The Harmonist পত্রিকা সম্বন্ধে—

THE FORWARD

Friday, Dec. 16, 1927,

THE SAJJANATOSANI or HARMONIST.

The above monthly which professes to devote its pages to religious, philosophical and social question is a new arrival to our Magazine Desk. In order to reach a greater number of audience it is for the present conducted in three languages viz:—English, Hindi and Sanskrit and further it aspires to use one or two languages more as vehicle to convey its message of love and purity to whole humanity. The paper though catholic and tolerant in view, mainly preaches the Gospel of Sree Gaurnaga. The present number contains some thoughtful articles and the first instal-ment of the English translation of the Sree Chaitanya Bagalat. In this materialistic age, a paper like this under the able editorship of His Holiness Paramahansa Paribrajakacharyya Sri Sri Mad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj and with such an altruistic motive will be hailed with joy by every seeker of truth to whatever country, creed or religious persuation he may belong.

—১০১—

নির্য্যাণ

ধানবাদনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বটুবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহোদয় যিনি শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতগণের মধ্যে শ্রীবাসরাঙ্গন দাস অধিকারী নামে পরিচিত ছিলেন, সেই মহাত্মা আমাদিগকে তাঁহার বিরহসাগরে ভাসাইয়া তাঁহার নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দীনতা, তৃণাদপি-সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, হরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা, সত্যের জন্য অনুরাগের আদর্শ আমাদিগকে জগতের নশ্বরতা উপলব্ধি করাইয়া দৃঢ়ভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত করুক, ইহাই প্রার্থনা।

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৮শে মাঘ, ১৩৩৪, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ | ২৬শ ও ২৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী

মহারাজের

চতুঃপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব উপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভরি' মঙ্গল ঘটে অভিষেক বারি,
চন্দন-মালা চন্দন-লেখা,
রেখেছি যতনে ওগো শুভ তিথি,
অরুণ-অঞ্জলি শ্রদ্ধা-মাখা।

কালের স্রোতে আজিকার দিন,
নহে, নহে, শুধু স্মরণীয়।
সত্য সনাতন, কালের অতীত
পূজনীয় চির বন্দনীয়॥

হে দীনশরণ! পতিত-পাবন!
বাঞ্ছাকল্পতরু আদর্শ বৈষ্ণব।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে এসেছ মরতে,
দয়া ক'রে আজ সান্ত্বিয়া মানব॥

কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ প্রভু, গৌর-প্রিয়তম,
বৈকুণ্ঠ তোমার বসতি-স্থল।
এ প্রপঞ্চের মাঝে এসেছ আজিকে
মুছাতে ঝরিত-নয়ন-জল॥

সুপ্ত ভারত, উদয় অচলে,
দীপ্তপ্রভায় সূর্য্যসম।
উদিত হ'য়েছ, জীব-জগতের,
দূর করিবারে অন্ধ তমঃ॥

শ্রীহরি-বিমুখ, পতিত লাগিয়া,—
কমল নয়নে ঝরিছে লোর।
কৃষ্ণনাম ধন, তাই বিতরিছ,
নাশিয়া জীবের অবিদ্যা ঘোর॥

গোলোকের ধন, শ্রীনাম-রতন,
মৃত-সঞ্জীবনী অমল সুধা।
প্রপন্ন জনেরে, অসীম কৃপায়,
পিয়ালে সে মধু,—হরিলে ক্ষুধা॥

পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ,
সুরূপ, কুরূপ, ধনী, নির্ধন।
সবাকার প্রতি, সম কৃপা তব,
তাইত হ'য়েছ জগত-পাবন॥

অশোক-অভয়, অমৃত-নিলয়,
পাদ-পদ্মযুগে শরণ নিলে।
যায় যাবা শোক, ঘুচে ভব-রোগ,
কৃষ্ণ-সেবা-ধন অচিরে মিলে॥

ভাগবত-ধর্ম্ম, শুদ্ধ সুনির্ম্মল,
আচরিয়া তুমি আচার্য্যবর।
অমৃতের বাণী, গাহিয়া ভুবনে,
গৌর-মনোঽভীষ্ট প্রচার কর॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সদা, শ্রীহরি-সেবন,
আদর্শ দেখালে বিমুখ জনে।
কৃষ্ণার্থে অখিল, চেষ্টা সুবিহিত,
আপনি আচরি' শিখালে জীবে॥

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, নাস্তিক সংসার,
নিদাঘ-তপ্ত মরুর প্রায়।
নিজ ভোগ-তৃষ্ণা, মূঢ় অনাচার,
কুবিষয়-রসে সকলে ধায়॥

যুগের ধরম, করিলে ঘোষণা
বজ্র নির্ঘোষে সরল ভাষায়।
জড় কর্ম্মান্ধ, জগৎ তারিতে,
শান্তির ধারা আনিলে ধরায়॥

কুতর্ক-পাণ্ডিত্য, বিকৃত বিচার,
ধার্ম্মিক সাজিয়া ভুলান লোক।
গুপ্ত অনাচার, চলিবেনা আর,
বেদের বিরোধ না এড়াবে চোখ॥

বেদের বিধান, ভকতি-ধরম,
দিয়াছ মানবে চরম জ্ঞান।
নাস্তিক কপটি, পড়িয়াছে ধরা,
সাধুজনে আজ করিলে ত্রাণ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, অমূল্য রতন,
সংকীর্ত্তন-স্রোতে ভাসালে সবে।
অন্য অভিলাষ, অধর্ম্ম কলুষ,
কুসিদ্ধান্ত আর রবে না ভবে॥

সিন্ধু হইতে, হিমাদ্রি শির,
দ্রাবিড়, কাশ্মীর, রাজপুতনা।
বিতরিলে সবে, গৌর-প্রেমধন,
কি দিব তোমার দয়ার তুলনা॥

তীর্থ ভূমি যত, করি তীর্থীভূত,
ভ্রমিলে হে দেব! ভারতভূমি।
পাতকী তারিতে, শ্রীমূর্ত্তির সেবা,
প্রকাশ করিলে আচার্য্য তুমি॥

দেশে দেশে যারা, ছিল বিভিন্ন,
না ছিল মিলন-আশার ঠাঁই।
(আজ) তোমার আদর্শে কৃষ্ণসেবা লাগি,
মিলিত হ'য়েছে সকল ভাই॥

নানা দেশবাসী, নানা ভাষাভাষী,
সুকৃতিমান্ সুজন সুধী।
বৈষ্ণব-রাজের, শ্রীচরণ-তলে,
লভিল অতুল অমিয়-নিধি॥

দিবসের শেষে, রজনী ঘনায়,
বরষার পর শরৎ আসে।
সারাটী জীবন, ভ্রমিনু সংসার,
হায় হায় মোরা কি মোহ বশে॥

তুমি দয়াময়, কৃপা আকর্ষণে,
সফল করা'লে জনম মোর।
জয় জয় জয়, নিত্যানন্দ প্রভু,
চরণেতে আজ হৈনু বিভোর॥

তব অনুগত, আদর্শ ভকত,
ত্যাগী-ব্রহ্মচারী, সেবকবৃন্দ।
পবিত্রচরিত, কৈতবরহিত,
সেবায় তাঁদের নাহিক তুল॥

উদাত্ত গভীর, উদ্বোধন-বাণী,
আদেশ তোমার লইয়া শিরে।
জগত জনের, দ্বারে দ্বারে ফিরি'
(কাতরে) বলিছে সেব গো নিতা প্রভুরে॥

তুরিতে ভেরীতে, বীণা-বাঁশরীতে,
গায় সবে আজি তাঁহারি নাম।
গোলোকের নিধি, বিতরিলে তুমি,
আচার্য্যদেব সত্যকাম॥

(তব) চরণ-কমল, মধু-পান-রত,
পিয়াসী ভকত মধুপ সব।
চরণ-রেণু, লভিয়া ধন্য,
সেবার সুষমা রচিল নব॥

দূর হ'তে দূরে, মজি' গৃহ কূপে,
তবু হিয়া কেন উথলে আজি।
নাহি যে পূজার, যোগ্য উপচার,
দীন কোথা পাবে রতন-রাজি॥

সব পূজারীর, অর্চ্চনের শেষে,
অবসর আসে দূরে এই স্থানে।
দীন হীন এই, পতিত অধম,
দাঁড়ায়েছে ভীত ব্যাকুল-প্রাণে॥

হে দীনশরণ, (ও) চরণ-সরোজে,
কৃপা করি' দেও শরণাগতি।
তোমার পার্ষদ, বৈকুণ্ঠ-দূত,
চরণে তাঁদের বাড়ুক রতি॥

জড় মায়া মোহ, যা'ক দূরে সম,
অভয় শ্রীপদে অচলা ভকতি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে,
মাগে ভিক্ষা এই পামরমতি॥

ঢাকা　　জনৈক সেবাভিলাষী

অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদাচার্য্যদেবের
চতুঃপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে
শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে
শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থ
সেবকবৃন্দের

উপায়ন

"উপায়নং আনিব আমনন্তি সমীপলব্ধাপ্তিমথো গুরূণাম্।
শ্রীত্যা প্রভূণাং পরিদেয়বস্তু তুচ্ছাদিহিতিরস্কৃপাদনোক্তম্।"

আজ আমাদের 'ব্যাসপূজা'। জগদ্গুরুর পূজায় লইয়া সমুপস্থিত। আমরা নিতান্ত অযোগ্য—অভাজন, জগতের বহু সুযোগ্য ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবা-সম্ভারসমূহ আর আমাদের সংগৃহীত উপায়ন অতীব সাধারণ হইলেও

আমাদের আজ এই পূজায় উপস্থিত হইবার বাসনা হৃদয়ে জাগিতেছে। তবে ইহাও জানি যে, আমরা "প্রবতাত্মা" নহি,—আমরা ভজন-সাধন-বিহীন। এই নৈরাশ্যের ভিতরেও আমাদের একমাত্র আশা—প্রভুর অহৈতুকী প্রসন্নতা। এই দুর্জ্জনতার ভিতরেও আমাদের একমাত্র বলাধান—প্রভুর অযাচিত কৃপা। হে জগদ্গুরো! আপনার অহৈতুকী প্রসন্নতা আমাদিগকে সেবোন্মুখ করুক।

"কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নামসঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি বিনা তা'র নহে প্রবর্ত্তন॥" বাঙ্গলার আদি-কবির এই সরল পয়ারটীতে স্বপ্ত-শক্তি ব্রহ্মাস্ত্রের মত সমগ্র-জগতের চিন্তা-স্রোতের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ-ঘোষণা দেখা যায়। এ যুদ্ধ-ঘোষণা নূতন নহে,—ইহা পুরাতনেরও পুরাতন। যে-কালে ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল, তাহারও বহুপূর্ব্বে—আবহমান কাল হইতে এই যুদ্ধ-ঘোষণা ভুক্তি-নিনাদে বিঘোষিত হইয়াছিল। যে-কালে যুগের আরম্ভ হয় নাই, তাহারও পূর্ব্বে এই সমর-সঙ্গীতের দীপক-রাগ লোক-পিতামহ চতুর্ম্মুখের হৃদয়ে মূর্চ্ছনা দিয়াছিল। মহা-ভারত ও ভাগবতের যুগে এই সমর-সঙ্গীতের তূর্য্যধ্বনি বিশাল সাগর-কূলে উপগীয়মান ক্লীব উদাস রাগিণীর মত কাহারও কাহারও হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছিল।

কিন্তু গত সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ সঙ্গীত-সুরসুন্দরী যখন মৃদঙ্গ-করতালের সহিত নাচিতে নাচিতে গগন প্রান্তর ভেদ করিয়া দিগ্‌বিদিকে লুটাইয়া পড়িতে ছিল, তখনও অনেকেই বুঝিতে পারে নাই যে, কত বড় একটা লুণ্ঠন-শক্তি তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার জন্য কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ যখন স্ত্রী-পুত্র গৃহসংসার লইয়া সোণার হাট পাতিয়া বসে, তখন যদি একদিন নিশীথ-সময়ে অজানা-ভাবে গঙ্গায় প্লাবন আসিয়া তাহাদিগের পাতানো হাটকে ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন সেই মুহূর্ত্তে অনেকেরই তাহাদের তাৎকালিক অবস্থা ভাবিবার অবসর থাকে না। কিন্তু যখন প্লাবন চলিয়া যায়, তখন আবালবৃদ্ধ-বনিতা চতুর্দ্দিকে সভা-সমিতি রচনা করিয়া তাহাদের গত সর্ব্বনাশের কথাই আলোচনা এবং ভবিষ্যদ্‌বিপদের পথ রোধ করিবার নানাবিধ প্রস্তাব করিয়া থাকে।

যে-যুগে বাঙ্গলায় গৌর-নিত্যানন্দ কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বন্যা আনিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে সকলকে যথাসর্ব্বস্বের সহিত ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, সে-কালে তাহা-দ্বারা লোকের মঙ্গলামঙ্গলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বা অসম্ভাবনা বিষয়ে কাহারও ভাবিবার অবসর হয় নাই। বন্যার জল কমিয়া যা, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এখন ভাবিবার প্রকৃত সময় আসিয়াছে। এখন লোকে একপ প্লাবন ত' দূরের কথা, এ রকম একটা কিছু কথা শুনিলেই প্রথমেই উহাকে বিপদ্ বলিয়া গণনা করে, কাজেই তাহাদের সমগ্র শক্তি—সমগ্র চেষ্টা উহারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে চায়।

ঐ রকম এক-যুগে এক বৈকুণ্ঠের দূত সময়োচিত বেশ লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যুক্তির যুগে তিনি বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়া লোকসঙ্ঘকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—"তত্ত্বঞ্চন্ সুপঠন্ বিচারপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যোন্নরঃ।" "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

বস্তুতঃ "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া"র কথা যে ব্যক্তি বিচার করে না, তাহার কাছে চৈতন্য ছাড়া আর কিছু দ্বিতীয় বস্তু মোহিনী-মূর্ত্তিতে আসিয়া ছলনা করে। এই "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া"—দ্বিতীয়-রহিত বস্তু। যেখানে দ্বিতীয়ের অভাব, সেখানে যে দ্বিতীয়ের প্রতীতি, তাহাই 'কুহক'। চৈতন্য-চন্দ্রের দয়ার কোন কুহক নাই—কোন ছলনা নাই। ইহা 'অনর্পিতচরা ভক্তিবিনোদা দয়া' অর্থাৎ অন্য-দয়া আপাত-দৃষ্টিতে দয়ার মত লোকের মনে হইলেও তাহা পরিণামে লোকের মঙ্গল উদয় করায়, আর তাহাতে নির্ম্মল ভক্তির বিনোদন হয় না, তাহা জীবের 'স্বাস্থ্য' প্রদান করে না।

সেই ভক্তিবিনোদা দয়া—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই শ্রুতিমন্ত্রময়ী। চৈতন্যচন্দ্রের 'ভক্তিবিনোদা' 'অনর্পিতচরা' দয়া কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিদা। সদা হরিকীর্ত্তনই এই দয়ার জীবন্ত আদর্শ। সর্ব্বত্রই শব্দ-ব্রহ্মের অবতারণ বা শ্রৌতপথে পরমাকর্ষণ-কৃতি গোকুল-মহোৎসব চিন্নীলা-মিথুনের প্রকাশ-বিধানই এই দয়ার কার্য্য। কুসিদ্ধান্তময় ইতর কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কোলাহলে মুখরিত করা;—আমাদের ভোগায়তন ইতর-ব্যোমের অনুভূতি দূর করিয়া সর্ব্বত্র পর-ব্যোম বা চিদাকাশের আবহাওয়ার শুদ্ধপুর করিয়া দেওয়াই একমাত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাথমিক কার্য্য।

এই দয়ার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহা—গোবর্দ্ধনগিরিধারীর অহৈতুক-সেবাময়ী। 'গো'-শব্দের অর্থ —ইন্দ্রিয়। এই দয়ার তাৎপর্য্য—একমাত্র কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বর্দ্ধন, অথবা একমাত্র কৃষ্ণের সেবার উদ্দেশে সর্ব্ব-জীবেরই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সর্ব্বচেষ্টা-বর্দ্ধন। 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং' শ্লোকে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু গোবর্দ্ধনের এই শব্দব্রহ্মময়ী সেবাটী পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শব্দব্রহ্মের বাচ্যতত্ত্ব গোবর্দ্ধনগিরিতে বিরাজ করেন। 'গিরি'-শব্দে বাণী। যে বাণীতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বর্দ্ধিত হয়, তাহাই 'গোবর্দ্ধন'। উহাই গিরু, তাহাতে (গিরু—বাণী = গিরি) যিনি আপনাকে ধারণ (a ccomdoate) করেন, তিনিই 'গোবর্দ্ধন-গিরিধর'। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়,—কৃষ্ণ পরিপূর্ণভাবে অবস্থান করেন একমাত্র 'গিরি' বা বাণীতে। এই বাণী অর্থাৎ শুদ্ধা সত্ত্বময়ী ভক্তিসিদ্ধান্তময়ী; যেহেতু, সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাণীতে প্রভুর গো-বর্দ্ধন বা আনন্দ-বিলাস হয় না,—"সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস।"

বর্ত্তমান যুগে এমন একটা অমানুষী শক্তির আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে—যে-শক্তি আমাদের সাদরে বৃত, সযত্নে প্রতিপালিত ও সাগ্রহে পরিবর্দ্ধিত দুই-দুইটী বদ্ধ-ধারণার দুর্ভেদ্য-দুর্গকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিতে বসিয়াছে। আমাদের এই দুইটী ধারণা অন্য কথায় বলিতে গেলে এই,—(১) প্রথমতঃ আমরা অপ্রাকৃত-শব্দশক্তির অপ্রতিযোগি-মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি; (২) দ্বিতীয়তঃ আমরা একটা ধারণা করিয়া রাখিয়াছি,—যাহাতে নিরঙ্কুশ-শক্তি, যথেচ্ছাচার শাসন-প্রণালী কিম্বা সার্ব্বভৌম-ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহাই সমন্বয়ের বিরোধী।

জগৎ জুড়িয়া এই দুইটী বদ্ধ ধারণা মানব-সমাজের প্রতি-স্তরে-স্তরে বহুরূপিণী নর্ত্তকীর ন্যায় আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। সেই অমানুষী-শক্তি এই দুইটী ধারণার বিরুদ্ধে বিরাট্ অভিযান ঘোষণা করিয়াছে। বিশ্ব জোড়া যে ধারণার আস্ফালন সকলের চমৎকার লাগাইয়াছে,—সকলকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়াছে,—সকলকে চিত্রার্পিত-পুত্তলিকার মত করিয়া তুলিয়াছে,—সকলের উপর সর্ব্বতো-ভাবে জয় লাভ করিয়াছে,—সকলের নিকট হইতে তৎপক্ষ-সমর্থনের ভোট অনায়াসে আদায় করিয়া লইতেছে,—সেই ধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস ইহজগতের কোন মানবীয়-শক্তি, কিম্বা দৈব-শক্তি বা অপদেবশক্তিই করিতে পারে না। কিন্তু যে-শক্তি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া-শক্তি, সেই শক্তি যখন অবতীর্ণ হন, তখনই তিনি জগতের ধারণার যাহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ—জগতের ধারণায় যাহা অতীব আশ্চর্য্য —জগতের ধারণায় যাহা সম্পূর্ণ নূতন, সেই রূপ একটী যুগান্তর-সাধনী শক্তির বিকাশ দেখাইতে পারেন।

যে-দুইটী চিন্তাস্রোতের-বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের অমানুষী দয়া শক্তির অভিযান হইয়াছে, শাস্ত্রীয় পরিভাষায়, তাহাকে এই দুইটী-শব্দে ব্যক্ত করা যাইতে পারে,—'স্মার্ত্তবাদ' ও 'মায়াবাদ'। 'স্মার্ত্ত বাদ' ও 'মায়াবাদ'কে আপাত-দৃষ্টিতে কোন-কোন-সময় পরস্পর-প্রতিযোগী বলিয়া মনে হইলেও তাহারা মিত্র-প্রতিযোগী বল-প্রদর্শনকারী চাণুর-মুষ্টিক-নামক মল্লদ্বয়ের ন্যায় মায়ার ব্যায়ামশালায় নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশল দেখাইয়া নির্ব্বোধ লোকগুলিকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে।

মায়াবাদ—অপ্রাকৃতশব্দের নিত্যতা উপলব্ধি করিতে না পারায় শব্দের সর্ব্বশক্তিমত্তা বুঝিতে অসমর্থ; আবার স্মার্ত্তবাদও নিজ-বন্ধু মায়াবাদের ন্যায় অপ্রাকৃত-শব্দ-শক্তিকে অতিস্তুতিমাত্র জ্ঞান করিয়া তাহার শাস্ত্রীয়ক্রীড়া-কৌশল-শক্তিকেই বড় মনে করিয়া থাকে। স্মার্ত্তবাদ বা "মাপিয়া লইবার বুদ্ধি" ভগবানের শক্তির যথেচ্ছাচারিতা ও সার্ব্বভৌম-ক্ষমতার কথা শুনিলে তাহা ধারণা করিতে পারে না। 'কাহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য মাল্য-বস্ত্রাদি কৃষ্ণ কেন ভোগ করিবেন—কৃষ্ণের কেন যথেচ্ছাচারিতা থাকিবে?' —ইহাই স্মার্ত্তবাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ধারণার বিষয় হয় না। তাই স্মার্ত্তবাদ কৃষ্ণের যথেচ্ছাচারিতাকে 'সাম্য', 'স্বাধীনতা' ও 'সমন্বয়ের' বিরুদ্ধ মনে করে। তাহার বন্ধু মায়াবাদও কৃষ্ণের যথেচ্ছাচারিতা বা সার্ব্বভৌমশক্তি অর্থাৎ Vox Dei ধ্বংস করিয়া দিবার আশা লইয়া সেখানে জড়ীয়-তন্ত্র বা Vox populi স্থাপন করিবার জন্য জনসাধারণের (massএর) নিকট সমন্বয়-নামের যাদুবিদ্যা দেখাইয়া মূঢ় লোকদিগকে মোহিত করিয়া থাকে।

আজ যে অতিমর্ত্ত্য-শক্তির প্রভাব লক্ষিত হইতেছে, সেই বৈকুণ্ঠশক্তিই জগৎ-জোড়া এই দুইটী ধারণা-দুর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন। বোধ হয় জগতের প্রায় শতকরা শতজন লোকই—যাহারা জগচ্চক্রে পড়িয়া

ন্যূনাধিক এই ধারণায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট অতিমর্ত্যশক্তির আচার-প্রচার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে। এই মায়ার মেলায় কর্ণধারগণ-দোলায় ঘূর্ণিনেশা যাহা দিগকে একবার পাইয়া বসিয়াছে, তাহারা স্বরূপস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অমানুষী শক্তির 'আচার-প্রচার' সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিবেন,—ইহাতে সন্দেহের বা বিস্ময়ের কিছু নাই।

অতিমর্ত্য মহাপুরুষের আচার প্রচারের কোন্ কোন্ আপাত-অংশ আমাদের নিকট বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহার যদি একটী অসম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই,—

স্বরূপ-বিষয়ে, কর্ত্তব্য-বিষয়ে, রুচি-বিষয়ে, সাধন-বিষয়ে, সাধ্য বা ফল-বিষয়ে, পরোপকার-বিষয়ে, বৈরাগ্য-বিষয়ে, পূজ্য ও পূজা-বিষয়ে, ভাব, ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে, অধিকার-বিষয়ে, জ্ঞান-বিষয়ে, উদারতা বা সার্ব্বজনীনতা-বিষয়ে, যুগধর্ম্ম-বিষয়ে, সেবা-বিষয়ে, প্রীতি-নীতি-বিষয়ে আচার ও প্রচার-বিষয়ে, বিচার-প্রণালী-বিষয়ে আমাদের ধারণাকে এই অতিমর্ত্য আচার-প্রচার সর্ব্বতোভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া থাকে।

প্রথমেই যে-ভিত্তিতে আমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি—যাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমাদের আমিত্বের ও তুমিত্বের প্রসার করিতেছি—যে-স্থানকে মূল কেন্দ্র করিয়া আমরা আমাদের সমস্ত অভিধান চালাইতেছি, সেই অতিমর্ত্য চিন্তাধারা সর্ব্বপ্রথমেই উহার বিরুদ্ধে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, আমাদের ভূমিকাটাই সম্পূর্ণ উল্টা।

উল্টা-ভূমিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া—সরোবরের তীরে প্রতিবিম্বিত রাজপুরীর বিলাস-ভবনে প্রবেশ করিয়া সেস্থান হইতে আদর্শপুরীর যে কিছু দৃশ্য, সকলই 'উল্টা' বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু আমার যাঁহারা বাস্তব-সত্য মূল-আদর্শের অপরিবর্ত্তনীয় ভূমিকায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রতিবিম্বিত ছবির,—অথবা প্রতি-বিম্বিত মাংস-খণ্ডের ছায়ার লোভে সুক্ষ-কুক্কুরের ন্যায় ধ্রুব-আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবের জন্য—ছায়ার জন্য—উল্টা প্রতিবিম্বের জন্য আমাদের প্রয়াস দেখিয়া আমাদের বিপরীত ও নিরর্থক চেষ্টার জন্য দুঃখ করিয়া থাকেন।

আমরা উল্টা-জিনিষটাকেই 'সোজা' মনে করিতেছি—বিম্বটাকেই 'স্বরূপ' বলিয়া মনে করিতেছি—ছায়াটাকেই 'কায়া' মনে করিতেছি—বিবর্ত্তটাকেই 'বস্তু' মনে করি-তেছি; কাজেই দেখা যায়,—এই চামড়ার খোলসটাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সব সাধনা—সব চেষ্টা। মূলে গল্পের কথার মত আমরা এ-সব কথা বলিলেও বা বুঝিলেও কাজের বেলায় আমরা ঠিক উল্টা-পথেরই যাত্রী হই; কারণ, উল্টা স্বভাবটাই আমাদের বর্ত্তমান নৈসর্গিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই মূল গোড়ার কথাটার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এই অতিমর্ত্য লোকোত্তর পুরুষ, মানুষের মনে এরূপ প্রবলভাবে দাগ বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, এত ঔদ্ধত্যভাবে—এত বিশ্লেষণের সহিত—এত জোড়ের সহিত, এরূপ বিপুল চেষ্টা পূর্ব্বে কেহ করিয়া-ছেন কি না, জানি না। তিনি আমাদের 'বিবর্ত্ত' ঘুচাইবার জন্য—আমাদিগকে 'উল্টা' পিশাচীর কবল হইতে 'সোজায়' আনিবার জন্য কত-ভাবে, কত-রকমে যে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে একটা বিরাট্ গ্রন্থাগার রচিত হইতে পারে। প্রত্যেক উল্টার উপাসককে সোজায় আনিবার জন্য—স্বভাবে—স্বরূপে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি তাহাদের ব্রাহ্মণবৃত্তির—বৈষ্ণব-দাস্যবৃত্তির কথা—তাহাদের স্বভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন:

"এতদক্ষরং বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স এব ব্রাহ্মণঃ", 'সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাঃ," "তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্"—সর্ব্বজীবের চির-হিত-কারিণী শ্রুতি-স্মৃতির এইসকল বাণী আজ হাতে কলমে আমাদিগকে কে জানাইয়া দিতেছেন? যে দিন বুঝিবার দিন আসিবে, সে দিন নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান্ মাত্রেই এক-বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ নিরূপিত 'শিক্ষা-সূত্রে' যে "শক্ত্যাবেশ-অবতারের" বিষয়ে ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন, সেই বিষ্ণুশক্তির অবতারই বর্ত্তমানযুগে এই কার্য্য সাধন করিতেছেন।

আমরা আমাদের সোজা অবস্থাটা ভুলিয়া গিয়া উল্টা অবস্থাটাকেই যখন বড় আদরের বলিয়া বরণ করিতেছিলাম—মায়ারাণীর রঙ্গ-মহল হইতে যাহাতে

কোন দিন উঠিয়া যাইতে না হয়, তজ্জন্য তৎপ্রতিষেধক রূপে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যোগাড় করিতেছিলাম —আমিত্বের প্রসার-ক্রমে মায়ার রাজ্যে বংশ-পরম্পরায় ক্রীতদাস থাকিবার জন্য যখন তথায় সুবিস্তৃত উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলাম, তখনই এই বিষ্ণুশক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষই বজ্রগম্ভীর-নিনাদে—মেঘমন্দ্রস্বরে আমাদের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন,—'ওহে জীব! তুমি শোক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, শূদ্রত্ব তোমার ধর্ম্ম নহে, বৈষ্ণবের আনুগত্যই তোমার ধর্ম্ম, তাহাই ব্রহ্মবৃত্তি; তুমি এই দিব্য-জ্ঞান লাভ কর;—উল্টা-জ্ঞান ছাড়িয়া সোজা-পথে চল; বৈষ্ণবের দাস্য-সূচক নাম, রূপ, গুণ ও চরিত্রে বিভূষিত হও; আর উল্টার উপাসকেরা তোমার যে নাম, ধাম ও স্বরূপের নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা তোমাকে অনন্তকাল উল্টার চাকচিক্যের মোহে চোখ-ঢাকা বলদের মত ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে।' এই গোড়ার কথাটা প্রচার করিয়াই সেই শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষ সমগ্র-জগতের বদ্ধ পরাক্ ধারণার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী হইলেন।

ভূমিকা-ভেদ হওয়ায় বাদবাকী সকল-বিষয়েই—সকল ক্রিয়ায়, সকল চিন্তায় ভেদ হইয়া পড়িল। সুতরাং ইতি-কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে যাহা একজনের কাছে সোজা, তাহাই আর একজনের কাছে উল্টা হইল। স্বরূপ-বিচারে ভেদ হওয়ায় কর্ত্তব্য-বিচারেও ভেদ হইল; কর্ত্তব্য-বিষয়ে উল্টা রাজ্যের লোক অনেক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। কিন্তু অচল, অটল হিমাচলের ন্যায় দাঁড়াইয়া, এই যুগাচার্য্য বজ্রগম্ভীর-স্বরে অমুক্ষণ একই কথা বলিতেছেন, যেন স্বমুখোদ্গীর্ণ-বাণীর মূর্ত্ত আদর্শরূপে সেবোন্মুখ-চিত্তফলকে আলোকচিত্রে অঙ্কিত করিয়া দিতেছেন—"হরি-কীর্ত্তন ব্যতীত কাহারও আর কোন দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নাই।"

এই উল্টা-ভূমিকার লোক অনেকপ্রকার পন্থার মানচিত্র আঁকিয়া অনেককে অনেক-পন্থায় প্রলুব্ধ করিয়াছে; কিন্তু এই আচার্য্যবর বলিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে, "প্রত্যেকিত পথ" বা শ্রবণের পন্থাই একমাত্র পন্থা, এতদ্ব্যতীত অপর সমস্ত দ্বিতীয় পন্থা—মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র। উল্টা-ছনির আদর্শে মুগ্ধ আমাদের নিকট এ কথা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। শ্রবণ-কীর্ত্তনের পন্থাই যে একমাত্র পন্থা—একথা শুনিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়া পড়ি।

'সাধন'-শব্দে এই উল্টা-প্রতিবিম্বে মুগ্ধ-নয়ন আমরা অনেক প্রকার ছবি আঁকিয়াছি,—অনেক প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছি। কিন্তু এই যুগাচার্য্যের মুখে শাস্ত্রীয়-যুগোচিত সাধনের কথা ছাড়া—সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্বজনীন, সর্ব্বকালিকী সাধনার কথা ছাড়া, অন্য কোন সাধনার কথা শুনি নাই। কেবল শুনিয়াছি,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই সাধন-প্রণালী ছাড়া অন্যবিধ সমস্ত সাধনই কুহকময়। এই কথা উল্টা-রাজ্যের লোকের কাছে বড়ই বিপরীত। কঠোর সত্য যদি নির্ম্মম হয়—নিরপেক্ষ হয়—'বিপরীত' বলিয়া প্রতীত হয়, উপায় নাই। সত্য চিরদিনই সত্য,—বাস্তব-নিত্য।

সাধ্য-বিষয়ে উল্টা-জগতের সমস্ত-লোক সমস্বরে বলিয়াছেন,—'সাধন' ও 'সাধ্য' অর্থাৎ 'ফলপ্রাপ্তির পূর্ব্বের চেষ্টা' আর 'চেষ্টা-দ্বারা প্রাপ্তফল' কখনও এক-জাতীয় হইতে পারে না। কিন্তু এই আচার্য্যবর সর্ব্বসাধারণের ধারণার সম্পূর্ণ উল্টা কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—সাধন ও সাধ্য, উভয়ই এক,—পক্ক ও অপক্কাবস্থা-ভেদমাত্র। যেখানে সাধন ও সাধ্য-বিচারে ভেদ, সেখানে মায়ার যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে। হরিসেবাই সাধন—হরিকীর্ত্তনই সাধন, আবার হরিসেবা ও হরিকীর্ত্তনই 'সাধ্য'। এক মহা-বদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর তাঁহার অমলোদয়-দয়াশক্তির অবতার ব্যতীত জগতের কোন ব্যক্তি এরূপ "বিপরীত" কথা বলিতে পারেন না।

জগতের সকল প্রচারকই,—কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি ধার্ম্মিক, প্রত্যেকেই আপনাকেই সত্যের একমাত্র প্রচারক বলিয়া দাবী করেন,—প্রত্যেকেই নিজের ঘড়ি ঠিক আছে বলিয়া মনে করেন; কিন্তু মনে করিলেও সকলের ঘড়ি ঠিক সময় রাখে না। যেমন যাহার ঘড়ি মাধ্যাহ্নিক রেখায় সূর্য্যের অবস্থানের সহিত যতটুকু কম-বেশী, তাহার ঘড়ি ততটুকু বে-ঠিক, সেইরূপ যিনি—স্বপ্রকাশ, পরম-সত্য কৃষ্ণ সূর্য্যের পাদপদ্ম হইতে যতটুকু অযুক্ত, তিনি সত্য হইতে ততদূর ভ্রষ্ট—ততদূর বিক্ষিপ্ত, বিচ্যুত।

বর্ত্তমান জগতের চিন্তাস্রোত একটা ঘনগড়া সীমাবদ্ধ জ্ঞান-গম্য নৈতিক বা সামাজিক কল্পিত ভাল বা মন্দকেই 'সত্য' বা 'অসত্য' বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাকে 'সত্য' না বলিয়া 'সত্য-বিপর্য্যয়' বা 'সত্য-

বাদ' বলিলেই সঙ্গত হয়। এই কল্পিত আকাশকুসুম-সত্যের নেশায় মাতিয়া লোকে আপনাদিগকে 'সত্যবীর' বলিয়া ডঙ্কা বাজাইতেছে।

এইরূপ নেশায় মত্ত হইয়া বর্ত্তমান যুগের অনেকেই মনে করিতেছেন,—'সকলেই এক সত্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন; সুতরাং বাস্তব-সত্য ও মানুষের সৃষ্ট-সত্য, উভয়কেই সম-শ্রেণীর বলিয়া মানিয়া লওয়া হউক। যিনি যে-কোন ধর্ম্মের ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া দাবী করুন না কেন, সকলেই এক সত্যেরই প্রচারক—এরূপ একটা আপোষ করিয়া লইয়া অবধারিত বাস্তব-সত্যের বিচারে খোঁজামিল দেওয়া যাউক।'

কিন্তু বর্ত্তমানের এই চিন্তা-স্রোতের বিরুদ্ধে একটী প্রবল ধাক্কা দিয়াছেন সেই অঘটনঘটী শক্তি,—যে-শক্তিকে আমরা আজ 'শ্রীচৈতন্যদেবের দয়াশক্তি' বলিয়া তাঁহার চরণে অঞ্জলি দিতে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতেই একমাত্র কপটতা-হীন পরম-সত্যের কথা আছে, এই পরম-সত্যের সহিত যাহার যতটুকু মতভেদ আছে, তিনি তত-পরিমাণে অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। নিরপেক্ষ সত্য কাহারও খাতির করে না,—কাহারও ধার ধারে না,—ব্যক্তি-বিশেষের, অথবা সামাজিক বা নৈতিক উচ্চ আসনের সম্মান রাখিয়া নিজের অপলাপ করে না: এই সত্য—বজ্রাদপি কঠোর, আবার কুসুমের ন্যায় কোমল।

আমরা আমাদের আচার্য্যদেবকে এইরূপ সত্যের জীবন্ত-মূর্ত্ত আদর্শরূপে প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতা-শিক্ষিত যুগে সত্যনিষ্ঠাকে 'গোঁড়ামি' বলিয়া উড়াইয়া দিবার লোক-সংখ্যা বিরল নহে; আর প্রকৃত সত্য ও আপাত-প্রতীত সত্যের সমন্বয় করিবার প্রয়াসী ব্যক্তির সংখ্যাও কম নহে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—প্রকৃত সত্যের প্রতি আমাদের কঠিন অভাব।

যাহাদের যে-বস্তুতে রুচি কম, তাহারা সে-বস্তুর যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া মাঝপথে একটা খোঁজামিল দিয়া সেই বস্তুর ভবিষ্যৎ আলোচনার পথ রুদ্ধ করিতে চায়,—ইহাই মানুষের স্বভাব। কাজেই আমরা প্রকৃত সত্য—কোন্‌টী, তাহা শুনিতে সহিষ্ণু হই না, শুনিলেও তাহার সুষ্ঠু আলোচনা করি না, আলোচনা করিলেও প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিতে পারি না।

কিন্তু আমাদের আচার্য্যদেব জগতের সমস্ত প্রচারকের চিন্তা-স্রোতের বিরুদ্ধে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—'সত্যের ধারণা তোমরা নিজেরা কল্পনা করিও না'—সত্যকে অভিজ্ঞতা-দ্বারা সংগ্রহ করিতে যাইও না,—সত্যকে তোমার রুচির অনুগত করিয়া গ্রহণ বা গঠন করিতে যাইও না,—যাহাতে অধিক লোকের বা 'মানুষের গড়া' বড়-লোকের সমর্থন আছে বা নাই, তাহাকেই সত্য বা অসত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিও না; জানিও,—সত্যের উপাসক "কোটিষপি মহামুনে", অর্থাৎ ত্রিশকোটি লোকের ভিতরে তিনটী খাঁটি সত্যের উপাসক পাইবে কিনা, সন্দেহ। কাজেই মানুষের ভোট লইয়া সত্যের নির্ব্বাচন হয় না, বরং যাহাকে জগতের সকল লোক একবাক্যে সমস্বরে 'সত্য' বলিয়া ভোট দিয়াছেন বা দিতেছেন, তাহাও অসত্য হইতে পারে: অতএব সত্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করিও না, সত্যকে 'গড়িয়া তোলা' যায় না, সত্যের কাছে বিনীতভাবে যাইতে হয়, সত্যের কথা শ্রবণ করিতে হয়, সত্য আপনাকে আপনিই প্রকাশ করেন,—তখনই সত্যের সত্তা-স্বরূপ জানা যায়।

আমরা এই সত্য-মূর্ত্তি মহাপুরুষের কাছে অনুক্ষণ এই কথাই শ্রবণ করিয়াছি। সত্য যে কাহারও অপেক্ষা করে না,—একথা তাঁহার আচরণের দ্বারা অনুক্ষণ জলন্ত আদর্শ-রূপে দেখিবার সুযোগ-সৌভাগ্য পাইয়াছি। তিনি কোন-দিনই কাহারও মন রাখিয়া সত্যের অপলাপ বা হ্রাসবৃদ্ধি করেন নাই—ইহা এই যুগাচার্য্যের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি জড়-লোকের—নাম-যশস্বিগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে গিয়া পরমসত্যস্বরূপ ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হন নাই—ইহা তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

যিনি যত বড়ই হউন না কেন,—জগতের প্রত্যেক সামাজিকের হৃদয়ে যিনি যত-বড়ই উন্নত আসন অধিকার করিয়া বসুন না কেন, জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ-মনীষীর নিকট তিনি পরমধর্ম্মবীর বলিয়া এক-বাক্যে নির্ব্বাচিত হউন না কেন, এই একনিষ্ঠ পরম সত্যের উপাসক যদি সেই-প্রকার ব্যক্তিকেও ভাগবত-কথিত নিরন্তকুহক সত্য হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত দেখিয়াছেন, তাহা হইলেও তিনি সমস্ত-লোকের অভিমতের বিরুদ্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের

একটী কথাকেই অনন্ত-পরার্দ্ধগুণে 'গুরু' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। ইহা কিন্তু জগতের বিচারে একটা বড়ই বিরুদ্ধ কথা, কিন্তু ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—এই লৌকিকী নীতি তাঁহার পরম-সত্যনিষ্ঠারূপা অলৌকিকী নীতির নিকট তিরস্কৃত হইয়াছে। তিনি একমাত্র পরম-সত্যেরই প্রচারক, আর সেই পরমসত্য 'এক' বই 'দুই' নহে। সূর্য্য যেরূপ একমাত্র পূর্ব্বদিকেই উঠে, সত্য-সূর্য্যও সেইরূপ একদিক্ হইতেই প্রকাশিত হয়,—ইহাই তাঁহার বাণী।

তিনি অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জগতে এই সত্য প্রচার করিতেছেন। তাঁহার অন্বয়ভাবে সত্য-প্রচারের মধ্যে আমরা প্রধানতঃ এই কয়টী লক্ষ্য করি,—(১) নিত্য শুদ্ধাদ্বৈতত্ব, (২) পরমহংস বা বৈষ্ণবের-শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপন-মূলে বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন, (৩) বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব বা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব, (৪) হরিনামের অপ্রাকৃতত্ব, (৫) ভগবদ্ধাম-সেবা-নিষ্ঠা, (৬) ভক্তির একমাত্র সাধন ও সাধ্যত্ব, (৭) শ্রীমদ্ভাগবতের স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্য, (৮) অপ্রাকৃত শব্দশক্তির সর্ব্বশক্তিমত্তা, (৯) শ্রৌতপন্থা বা অবরোহবাদের পরমোপাদেয়ত্ব প্রভৃতি। ব্যতিরেকভাবে সত্য-প্রচারের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই,—(১) তিনি বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধিকারীর দমনে প্রলয়-ঙ্করঙ্কর-মূর্ত্তি, (২) অদ্বৈতন-সত্য-বিরোধীর আক্রমণ হইতে শ্রৌতপথ, সপরিকর-বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, কার্ষ্ণ, কৃষ্ণ-বৈভব (ধাম) সংরক্ষণই তাঁহার একমাত্র আচার, (৩) অসৎসঙ্গের সহিত সর্ব্বতোভাবে অসহযোগিতা, (৪) দৈব-বর্ণাশ্রম-বিরোধী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদের মূলোৎপাটন, (৫) লোকহিত-সাধনকল্পে বিধর্ম্মত-সমূহকে উহাদের 'পার করা' বেশ বিমুক্ত করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক নগ্নচিত্র সেবোন্মুখ জনগণের সমীপে উদ্ঘাটন, (৬) সর্ব্বসমক্ষে চিজ্জড়-সমন্বয়ের কপটতা-বিজ্ঞাপন, (৭) ধাম-বিরোধ ও ধামাপরাধ-বিশ্লেষণ, (৮) সেবার নামে অভ্যভিলাষ বা বণিগ্‌বৃত্তির বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান প্রভৃতি।

তাঁহার একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, কেহ তাঁহাকে সমর্থন করুন্ আর নাই করুন্, তিনি অপরের দ্বারা সমর্থিত হইয়া 'বড়' হইবার জন্য কাহারও রুচির অনুকূল ছাঁচে সত্যকে গড়িতে যান না। মানুষ যাহাকে সমর্থন করে, তাহাই সত্য—এ কথা তিনি কখনও বলেন না; তিনি বলেন,—"Vox populi is not Vox Dei, but Vox Dei should be popular." অভক্ত মানবসঙ্ঘের বাণী ঈশ্বরের বাণী নহে, ঈশ্বরের বাণীই শ্রুতি; তাহাই সত্য। তিনি শ্রৌতপন্থী গুরুপাদপদ্ম ও সেই গুরুপাদপদ্মে সতত সংযুক্ত পুরুষকেই সত্যের উপাসক বলিয়া জানেন।

নীতি বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলেন, কিন্তু এই আচার্য্যবরের প্রচারিত নীতি—সাধারণ-নীতিজ্ঞ পুরুষগণের বিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি বলেন, ভগবদ্ভক্তের নীতির নিকট অভক্তের সমস্ত নীতিই পরাজিত; ভক্তের নীতি—'ভক্তি'। কর্ম্মী-জ্ঞানীর নীতি—মানুষের নির্ম্মিত, আর ভক্তের নীতি অনাদিকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে ভগবানের পাদ-পদ্ম হইতে নিঃসৃত। আমাদের এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান যতদূর উঁচু ধাপে উঠিতে পারে, ততদূর উঠিয়া যাহাকে দূর হইতে 'ভাল' বা 'মন্দ' বিচার করে, তাহাই লৌকিক সমাজে 'নীতি' বলিয়া প্রচারিত। মানুষের দৃষ্টির কম বা বেশী পরিমাণানুসারে নীতিরও কমতি বা বাড়তি হইয়া থাকে। ঘোটের উপর, জগতের নীতিটা একটা সাধারণ জ্ঞানসীমার মধ্যে আবদ্ধ এবং সেই জ্ঞান-সীমার তারতম্য-অনুসারে উহা উঠা-নামা করিয়া থাকে।

অনেক-সময় এই নীতিকেই আমরা দর্পের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলি। কিন্তু 'ধর্ম্ম'-জিনিষটা একটা সাধারণ জ্ঞান বা নীতিমাত্র নহে। আমরা এই নীতিকেই 'ধর্ম্ম' মনে করিয়া যোগ, ব্রত, তপস্যা, কর্ম্ম, জ্ঞান, দরিদ্রের সেবা, সমাজের সেবা, দেশের সেবা, পশু সেবা, শরীরের সেবা, মাতা-পিতার সেবা প্রভৃতিকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করি। কিন্তু এইগুলি সমস্তই মানুষের কল্পিত নীতি।

এই কল্পিত নীতি-ধর্ম্মই 'আর্ত্তবাদ', কিন্তু ভক্তের নীতির এমন একটা অদ্ভুত প্রভাব,—যেখানে এইসকল আপেক্ষিক নীতি সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া যায়। ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া জানেন। ভক্তের নীতি-গঙ্গোত্রীর এত বড় একটা প্রবলতম বেগ যে, তাহার কাছে প্রাপঞ্চিক বড় বড় নীতিগুলিও ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া সেই স্রোতের ক্রোড়ে এক-কোণে নগণ্যভাবে

স্থানলাভ করে, সেগুলি আর তত বড় হইয়া নিজ নিজ আধিপত্য দেখাইতে পারে না।

জগতের সাময়িক ধর্মপ্রচারকগণ এই ভক্তি-নীতিকে বিবিধ নীতির অন্যতম বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন, কেহ বা ভক্তি-নীতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি, দেশের প্রতি ভক্তি —ভক্তি-নীতিরই অন্যতম বা একটা অংশবিশেষ। কোন কোন ধর্মপ্রচারক আবার বলিয়াছেন,—মাতাপিতার সেবার জন্য ভক্তি-নীতিকে পর্ব্ব করা যাইতে পারে; কেহ কেহ বলিয়াছেন, মাতা পিতা বা ভার্য্যার প্রাণে কষ্ট দিয়া কিছুতেই ভক্তি হইতে পারে না। মাতা-পিতার সেবা বা ভার্য্যার ভরণ-পোষণের ব্যাঘাত হইলে কৃষ্ণ-সেবা হয় না, কিন্তু বদ্ধমানব-রাজ্যের বড় বড় মহাজনগণের এই বিচার অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অনাসুধী অমন্দোদয়া-দয়ারূপা গঙ্গোত্রীধারার এত প্রবল বেগ যে, তিনি সজোরে সর্ব্ব-হৃদয়ে এমন একটা মেরু-সঞ্চারের সুদূর ভূমিকা সংঘটন করিয়া দিতে পারেন,—যেখানে পাঞ্চজন্য মঙ্গল-শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর-নির্ঘোষে এই মহাসত্য-বাণীটি বলিয়া দিতেছেন,—'জীবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কোন নীতি নাই বা থাকিতে পারে না।' "মামেকং শরণং ব্রজ", "সত্যং পরং ধীমহি", "ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ" ইত্যাদি কথা উল্টা-জগতের উল্ট-ধারণায় না বিকাইলেও ইহাই একমাত্র কঠোর সত্য।

বৈরাগ্য-বিষয়ে জগতের যে ধারণা আছে, কৃপাসুন্দর আমাদের প্রভুপাদ সেই ধারণার এমন একটা অকিঞ্চিৎ-করতা প্রদর্শন করিয়াছেন,—যাহাতে সমস্ত তথা-কথিত বৈরাগ্যের লোকোত্তরাগণের চমক লাগিয়াছে; সুতরাং তাঁহারা এই-সকল কথাকে তাঁহাদের কাছে 'নূতন কথা', 'বিরুদ্ধ কথা' বলিয়া মনে করিতেছেন।

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষা-প্রদানের লীলা-বিলাসকারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ-গোস্বামীপ্রভু-দ্বারা 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' হইতে যে যুক্ত-বৈরাগ্য-লক্ষ্মী আবিষ্কার করাইয়াছেন, সেই লক্ষ্মীদেবীর সর্ব্বাঙ্গে কিরূপ বিচিত্র ভূষণে সাজাইলে, তাহা ভগবানের নয়নোৎসব বিধান করিতে পারে, তাহার সর্ব্বপ্রকার কৌশল-নৈপুণ্য আমাদের প্রভুপাদ যেমন ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটিলে, কল্পিত বৈরাগ্যকে 'অলক্ষ্মী' বলিয়াই মনে হয়। ঈশ্বর-বিমুখ মানুষ এই অলক্ষ্মী-মোহিনীর পূজা করিয়া বঞ্চিত হইতেছে।

আমরা তিন বেলা না খাইলে চলিতে পারি না বলিয়া যে তিন দিবস উপবাস করিতে পারে, তাঁহাকেই 'বৈরাগ্যবান্' বলিয়া মনে করি। আমরা অত্যন্ত ভোগী বলিয়া যিনি বহুতঃ তদ্রূপ-ভোগ হইতে বিরত, তাঁহাকেই আমরা 'ত্যাগী' বলিয়া ধারণা করি। কুকর্ম্মীর নিকট সৎকর্ম্মী বৈরাগী, ভোগীর নিকট কুত্রাপিই বৈরাগী, অজ্ঞানের নিকট জ্ঞানী বৈরাগী; কিন্তু এইরূপ বিচারটা পূর্ণবিজ্ঞের শুদ্ধ বিচার নহে। এরূপ বৈরাগ্যের আদর্শটা উপরে দেখিতে বেশ শুষ্ক সংকল্প ভূমির মত, কিন্তু এই বৈরাগ্য-বালুকার মধ্যে দুই অঙ্গুলি অন্তর্দৃষ্টিপাত করিলেই ভোগের বা স্ববাসনা-পূরণের বহু যোজন পর্য্যন্ত জল দেখিতে পাওয়া যায়। রূপ যুগ বর শ্রীপ্রভুপাদ এরূপ কপটবৈরাগ্যরূপা অলক্ষ্মীকে কখনও উত্তম স্থান প্রদান করেন না। তিনি বলেন,—নিজের সহিত জগতের সমস্ত বস্তুকে ভগবানের হৃষিকেশ-তর্পণে যোগ-আনা সতত যুক্ত করিবার নামই—প্রকৃত 'বৈরাগ্য'।

বর্ত্তমানে সমন্বয়-ধারণার সহিত চৈতন্যচন্দ্রের দয়া-শক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়-বিচার যেন ন্যায়শাস্ত্রের বিনম্রীত-ঋচি ও বিহদ্ঋচি-শীর্ষক দুইটী ভিন্ন পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছে। কাহারও শান্তি ভঙ্গ না করা, কাহাকেও কোন বিষয়ে বিরক্ত না করা, কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির দুর্বলতার মধ্যে পরস্পর একটা আপোষ বা মিটমাট করিয়া লওয়ার নামই বর্ত্তমান-যুগে সমন্বয়ের ধারণা। 'অপরের দুর্বলতা দেখাইলে নিজেরও অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় রহিয়াছে' মনে করিয়া 'তুমি চুপ, আমি চুপ' নীতিই আমাদের বরণীয় হয়। স্বকীয় মনোধর্ম্মের স্রোতে নিজে ভাসিয়া যাওয়া এবং অপরের সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে বাধা না দেওয়ার নামই বর্ত্তমান যুগের সমন্বয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া-শক্তি এইরূপ বিপ্রলিপ্সার প্রশ্রয় প্রদান করেন না। তাঁহার প্রবর্ত্তিত মহাচিৎসমন্বয়—কৃষ্ণকর্ণোৎপল-বিধায়ক একটী অপূর্ব্ব ঐক্য-তান-বাদিত্র-যন্ত্র। সেই বাদ্যে তথা কথিত সমন্বয়ের মত চরমে সর্ব্ববিচিত্রতা-বিনাশকারিণী চেষ্টা নাই। সেই ঐক্য-তানে নিত্য বিচিত্রতা আছে, কিন্তু পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নাই—বিচিত্র রাগ-রাগিণী আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অমিল

নাই। সেই ঐক্যতানের লক্ষ্য নির্ব্বিশেষতা নহে, তাহার লক্ষ্য—অন্বয়-জ্ঞান,—সেই ঐক্যতান-সাধনের জীবের চিত্তের-তর্পণকারক না হইলেও তাহা অন্বয়জ্ঞানের সর্ব্বোত্তির-তর্পণ-কারী—সেই 'সমন্বয়' আজাপ-কুসুমের কাল্পনিক মনোহর উদ্যান রচনা না করিলেও তাহা পরমবেদ্য বাস্তব-সত্যের অমৃতময় ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়। এই সমন্বয়—মনোধর্ম্মের কল্পিত সাময়িক অবিরোধ নহে, তাহা নিত্য চিৎসঙ্গতি। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ হরেঃ কীর্ত্তনং, তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্"—এই বাণীই অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করে। বিবাদ-তর্কযুগে ইহাই মহা-চিৎসমন্বয়ের একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। সমস্ত-বেদান্তের 'সঙ্গতি' ও 'অবিরোধ' একমাত্র এই মহা-চিৎসমন্বয়েই পাওয়া যায়। 'সর্ব্বজ্ঞ-সূক্ত' 'পারিজাত-সৌরভ', 'শ্রীভাষ্য' ও 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শনের' চিদ্বৈজ্ঞানিক-সঙ্গতি-সাধিকা 'সর্ব্বসম্বাদিনী' অন্বয়-জ্ঞানের পাদপদ্মই নীরাজন করিয়া অনন্ত-বিশ্বে এই মহা-চিৎসমন্বয়-সৌরভ বিস্তার করে। আচার্য্যবর 'Harmonist'এর মধ্যে এই মহা-চিৎ-সমন্বয়ের সঙ্ঘ-তোষণী বার্ত্তাই সভ্য-জগতের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছেন। এই আচার্য্যবরের সংস্থাপিত 'গৌড়ীয়' অচিৎসমন্বয়-চেষ্টার নিরাস করিয়া এই মহা-চিৎসমন্বয়ের সন্ধান বলিয়া দিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া-শক্তি পরোপকার বা দয়া-সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব বিচার-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান-যুগে একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বাণী—

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া-শক্তি এই যুগে প্রকাশিত হইয়া সকলের নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর অন্তর্গত দয়ার বিপণি-গুলির সম্মুখে একটী বিশাল নিত্য উদার সদাব্রতের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। এই সদাব্রত সাময়িক দয়ার নামে জীবের হিংসা না করিয়া তাহাকে নিত্য কল্যাণ-কল্পতরুর সুশীতল ছায়া ও প্রেমফল-প্রদানে অধিকার প্রদান করিতেছেন। এই দয়া কেবল স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহনিষ্ঠ নহে; এই দয়া—আত্মনিষ্ঠ,—প্রত্যেক জীবের ভব-রোগ অবিদ্যার মূল বিনাশ করিয়া তাহাকে নিত্য-স্বরূপে উদ্বোধন করিয়া দেওয়াই এই অমন্দোদয়া দয়ার কার্য্য—'ত্রিজগন্মানসাকর্ষী', 'লীলা-করোল্লাসবারিধি' 'অখিলসদাদ্ভুতমূর্ত্তি', কৃষ্ণের কীর্ত্তনই এই অন্বয়ের একমাত্র আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধক বিতরণীয় অন্ন, আর স-বৈভব-শক্তি কৃষ্ণ-কান্ত-পদজনই একমাত্র দুর্নিবার ভব-তৃষ্ণা-নিবারক ও সাধনবল-সঞ্চারক পানীয়।

মহামুনি আলন্দার শ্রীযমুনামুনাচার্য্য একদিন গাহিয়া-ছিলেন,—

"যদ্যাং শ্রীমচ্চরিতৈঃ পরম-প্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবান্যথা প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥"

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামি-প্রভু অন্ত-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥"

'প্রকট প্রভাব', 'অলৌকিক কর্ম্ম' বা 'অলৌকিক অনুভাব' বলিতে এই কাল্পনিক 'আধ্যাত্মিক'-ব্যাখ্যার যুগে কেহ যেন কৃষ্ণের যুদ্ধরঙ্গী বা ছেলিবাজি, অথবা কুহোগীর বিভূতি প্রভৃতি মনে না করেন। এই অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের অমঙ্গলহর আচার ও প্রচারই তাঁহার 'প্রকট প্রভাব' এবং 'অলৌকিক অনুভাব', সেই 'আচার' ও 'প্রচার' নিনিমেষটাও বাণিকরের বাজির মত খুব একটা লোক-ভুলানো লোকঠকানো আশ্চর্য্যকর জিনিষ নহে। সেটা একমাত্র শুদ্ধ-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।

এই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই ভগবৎপ্রেরিত আচার্য্যগণের একমাত্র অবার্থ অস্ত্র। যাঁহারা এই কথা বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই 'সুমেধা', আর সকলেই 'কুবুদ্ধি'।

"শ্রীবাসাদি পঞ্চ নিজ-ভৃত্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি মিলেন কীর্ত্তন করিয়া॥
পাষণ্ডদলন-বাঞ্ছা নিত্যানন্দ-রায়।
আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥
সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৭৫-৭৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীহরিদাস-ঠাকুর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর-স্বরূপ, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীগোস্বামি-ষট্‌ক, শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিত-প্রভু, শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম-ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ-দেবঠাকুর, শ্রীমদ্ রসিকানন্দ মুরারি প্রভু এবং তৎপরে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর, শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণপ্রভু প্রভৃতি জগদ্‌গুরু আচার্য্যগণ যে-সকল 'প্রকট প্রভাব' 'অলৌকিক-কর্ম্ম' ও 'অলৌকিক অনুভবাদি' প্রদর্শন করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা যে আচার ও প্রচারের আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা কোন কৃত্রিম অদ্ভুত পন্থা নহে—কষ্ট-কল্পিত ব্যাপার নহে—শারীরিক বা পার্থিব বলপ্রয়োগ নহে—কপটীদের চেষ্টা নহে—অর্থের আস্ফালন নহে—কুযোগীর বিভূতি-প্রদর্শন নহে—বাগ্মিতারও ভেল্কি নহে; তাহা নিখিল বস্তুগণের অতি সহজ, সরল, স্বাভাবিক নিত্য সনাতন ধর্ম্মের আচার ও প্রচার,—তাহা একমাত্র শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তন। শ্রীহরিনাম বা শব্দব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তন—শ্রৌতপথে পরম-অক্ষরাকৃতি শ্রীরাধাগোবিন্দকে অবতারণই তাঁহাদের সকলের মধ্যেই ভুবনমঙ্গল-বিধানের একমাত্র সাধারণ-প্রণালীরূপে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা অন্য কোন জীবের কল্পিত, স্বষ্ট বা নব-আবিষ্কৃত উপায়কেই প্রচারযোগ্য বলিয়া বিচার করেন নাই। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই একমাত্র পরমশক্তি-শালিনী। এই অলৌকিক অস্ত্রের দ্বারা নিখিল বিশ্ব জয় করা যায়। এ জয় 'সাধারণ জয়' নহে, 'দুই দশ পাঁচ দিনের জয়' নহে, 'মানুষের দেহ মনের জয়' নহে; এ জয় 'পরম বিজয়',—ইহাতে শুধু মানুষ নহে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত-জীবকুলের আত্মা জয় করা যাইতে পারে। অলৌকিক-অপ্রাকৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন লৌকিক অস্ত্রে জীবের আত্মা জয় করা যায় না। আত্মার জয় না হইলে দুই দিনের জন্য দেহ-মনের সাময়িক-জয়ের কোন মূল্য নাই। কর্ম্মের পথ, যোগের পথ, নির্ব্বিশেষজ্ঞানের পথসমূহ, দেহ ও মন জয় করিতে পারে, কিন্তু আত্মা জয় করিতে পারে—একমাত্র সেই পরমাস্ত্র, আত্মার আত্মা শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তন। এই শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তনকেই যিনি একমাত্র অস্ত্ররূপে বরণ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চৈতন্যের বন্যা-চমূচিনিনাদ ঘোষণা করিতে পারেন,—মুখ্যাচার্য্য জগদ্‌গুরুর আসন অধিকার করিতে পারেন।

এই শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তন বা পরম-অক্ষরাকৃতি শ্রীরাধা-গোবিন্দের সমস্ত অবতারণের জন্যই মুখ্যাচার্য্য-শিরোমণি পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর আচার ও প্রচার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার অনুগণণ বিশ্বময় পরমা-ক্ষরাকৃতি চিল্লীলা-মিথুনকে বিলাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকেই একমাত্র মূল-কেন্দ্র করিয়া যে-সকল আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা একটু সূক্ষ্ম ধীরচিত্তে বুঝিবার চেষ্টা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে তাঁহারা সকলেই আচার্য্য-লীলায় বর্ণাশ্রম-বয়োলিঙ্গ-জাতি-নির্ব্বিশেষে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল-লোকের মধ্যে প্রধানতঃ দ্বিবিধ প্রচারের আদর্শ দেখাইয়াছেন—

(ক) প্রথমপ্রকার প্রচারকারী শ্রীরূপাদি গোস্বামি-ষট্‌কের প্রধানতঃ যুক্তবৈরাগ্যানুশীলনপূর্ব্বক গ্রন্থাদি-রচনা-দ্বারা (১) অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্মেরই অর্চ্চাবতার, সর্ব্বজীবের নিত্যারাধ্য পরতত্ত্ব রাধা-মিথুন শ্রীরাধাগোবিন্দের নির্জ্জন-রাগ-ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন, (২) অভক্তি-পাষণ্ড মত নিরসন, (৩) শাস্ত্রত- স্মৃতি-সঙ্কলনাদি-দ্বারা বৈষ্ণব বা আস্তিক অর্থাৎ বৈষ্ণবসমাজ-সংস্থাপন, (৪) লুপ্তবিষ্ণুসেবা, বিষ্ণুতীর্থ ও সদ্‌গুরুপ্রণালীর উদ্ধার এবং নিরন্তর শব্দব্রহ্মের আরাধনাস্থল মঠ-মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা। শ্রীমন্মহা-প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুকে উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তিশোভা শিক্ষণ-চ্ছলে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলে'র গ্রন্থকাররূপে মূল অভিধেয়াচার্য্য বা ব্রাহ্মণীর আশ্রিত দাস-কোটীর মূল প্রভুরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ শিক্ষাই (সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব) স্বয়ং শ্রীরামানন্দ প্রভুর নিকট প্রশ্নচ্ছলে শ্রীরাধাগোবিন্দের কামে-পুরুষে নিত্য সম্ভোগ সদ্‌গুরুর মাহাত্ম্য ও দুর্লঙ্ঘ্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপের অনুগ শ্রীরঘুনাথ —রাগভজন-প্রয়োজন তত্ত্বাচার্য্য, শ্রীজীব —সম্বন্ধতত্ত্ব-বৈধভজন তত্ত্বাচার্য্য বা ব্যাসকূটের আচার্য্যরূপে, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট—শ্রীভাগবতানুশীলনাচার্য্য এবং শ্রীগোপাল ভট্ট—শুদ্ধিস্মৃতিতত্ত্বাচার্য্যরূপে জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার প্রচার প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে পরি-ব্রাজকের ধর্ম্ম যাজনরূপে। শ্রীনিত্যানন্দ, ঠাকুর শ্রীহরিদাস, শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিত প্রভৃতি আচার্য্যগণ নাম-প্রেম-প্রচার-দ্বারা জীব-বিদ্বেষতার কারণ অবিদ্যা-বীজরূপ পাষণ্ডমত-বিনাশ

অবলো-দয়া ধরা—শব্দ-ব্রহ্মের তপস্যাচরণরূপ উপাসনা, প্রত্যেক মানবকে জগদ্বরেণ্য ভূসুর ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে স্বরূপে উদ্বোধন,—ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ, অধঃ, দিকে, বিদিকে, দশদিকে, বাচ্যস্বরূপ শ্রীরাধাগোবিন্দের অভিধেয়বাচক-স্বরূপ শ্রীনামের সংকীর্ত্তনরূপ সেবন-তৃষ্ণা বর্দ্ধনার্থ নূতন-সুরে অনুক্ষণ সুখ-বিধান প্রবন্ধের আদর্শ দেখাইয়াছেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীরূপের অব্যক্ত মিত্র ত্রিবক্তি-গোস্বামি-রূপে 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' ও 'শ্রীরাধারসসুধানিধি'তে এইরূপ প্রচারেরই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শব্দ-ব্রহ্মের আরাধনরূপ শ্রীরূপানুগভজন বিবৃত করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীশ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুত্রয় গ্রন্থরচনাদি অপেক্ষা অধিকভাবে নৃত্য-গীত বাদিত্রাদি দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বাচ্যবিগ্রহের ঐরূপ শ্রীরূপানুগ-উপাসনা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ ও শ্রীবলদেব প্রভুদ্বয় পুনরায় গ্রন্থরচনাদি সাহায্যে ভক্তিসিদ্ধান্তপ্রচার-দ্বারা শুষ্কবর্গের নৃত্যগীতবাদিত্রাদি-মুখে হরিভজন সমর্থন করিয়াছেন অর্থাৎ নৃত্যগীতাদির অপব্যবহার-ফলে উহা যখন তৌর্য্যত্রিক, ব্যভিচার ও মূর্খতায় পরিণত হইল, তখন এই আচার্য্যত্রয়ই শুষ্ক সম্প্রদায়-সমর্থক বিবিধ বিচার ও অপ্রাকৃত তত্ত্বশাস্ত্রসমূহ প্রচারদ্বারা লোকের অজ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক শ্রীরূপ-শিক্ষা প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে প্রায় দুই শত বৎসর যাবৎ গৌড়ের অন্ধকার-যুগ। চৈতন্যচন্দ্রোদয়-রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে লোক-লোচন আবৃত করিয়া মায়া-রঙ্গিনীর আস্ফালনের একটী বিস্তৃত কাল-যবনিকা পড়িয়াছিল। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে কুবিষয়ের বে-মিল রাগ-রাগিণী লোকের চিত্ত রঞ্জন করিতেছিল, শ্রীরূপের শিক্ষায় দীক্ষিত হইবার পরিবর্ত্তে সকলে জড়ের বা কামের কবর্য্য কুৎসিতরূপের আপাত মোহে মুগ্ধ হইয়া, পালিস করা পিছিল পাথরের অনালম্ব প্রাচীর-গাত্রের আরোহীর ন্যায় অন্ধকার-গর্ত্তে পড়িয়া যাইতে ছিল, শিবধর্ম্ম যখন ধীরে-ধীরে একটা অর্থ লাভের বর, অকৈতব-বৃত্তি-নিষ্কাম-সেবা যখন-একটা বেষ-ভূষে বণিগ্‌বৃত্তি, হরি-নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অভিনয় যখন লোক-বঞ্চনা ও পাপ-প্রবৃত্তি-প্রসারের উপায়রূপে পর্য্যবসিত হইতেছিল, যখন কাচের কষ্টি-পাথরের ন্যায় বুধা-বংশ-মর্য্যাদার আকার শিক্ষিত-সমাজকে বিভীষিকা-প্রদর্শনে অসমর্থ হইতেছিল, যখন শ্রীগোস্বামিপাদগণের গ্রন্থরাজী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তনিচয় মোহর করা, কোথাও পেটিকাবদ্ধ পুস্তকরূপে, কোথাও বা কীটদষ্টগ্রন্থরূপে, কোথাও বা ব্যবসায়ীর বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্যরূপে তাচ্ছল্যভাবে পরি-ত্যক্ত হইয়াছিল, যখন 'ভক্তিসিদ্ধান্ত' বলিয়া কোন জিনিষের প্রকট অস্তিত্ব ছিল না, মনোধর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খলতাই যখন 'ধর্ম্ম' বলিয়া গণ্য হইতেছিল, যখন সম্প্রেষ্ঠ মূল আদর্শের অনুকরণ-ফলে তাহার বিকৃত, অতি-রঞ্জিত ছায়াটাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া চালাইবার জন্য আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া-নেড়ী প্রভৃতির অসৎসম্প্রদায় রচনা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে সাধারণ নিরীশ্বর নীতি-পরায়ণ লোকের নিকটও নাসিকা-কুঞ্চন ও নির্জ্জীবন-পরিত্যাগের বস্তুরূপে স্থাপন করাইয়াছিল, যখন নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তি, অহংমমাদি ভাব, সাধুনিন্দা, দেবান্তরে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-কল্পনা, যখন শ্রীনামভজনকে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি নৈতিকধর্ম্মের সহিত সমান বা তাহা হইতে ছোট মনে করিয়া লোকসমূহ ঈশবিমুখতা বা নাস্তিকতার শিচ্ছিল-পথে প্রধাবিত হইতেছিল, যখন নির্ম্মৎসর সাধুগণের আচরণ অনুকরণ করিতে গিয়া অনেক ভণ্ড-বিপ্রের উদয় হইতেছিল, পঞ্চমের নৃত্য দেখিয়া চটকের নৃত্যের ন্যায় বাস্তব-সত্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুকরণে জগতে যখন নূতন নূতন অবতারের সৃষ্টি হইতেছিল, সমন্বয়বাদের একটা ভেঙ্কিবাজি লইয়া যখন চিৎ ও জড়ে একটা খিচুড়ি পাকাইবার বিষম চেষ্টা হইতেছিল এবং গজ্জলিকা-প্রবাহের ন্যায় আকাশ কুসুমবৎ সেই সমন্বয়ের স্রোতে যখন লোকসমূহ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নির্ব্বিশেষকালমহাসাগরের অতল-জলে ডুবিয়া যাইতে-ছিল, অসংখ্য নরনারী যখন এইরূপ বৃথা আত্ম-হত্যার সাময়িক উত্তেজনাকেই 'ধর্ম্ম' ও 'উদারতা' বলিয়া মনে করিতেছিল, যখন বিদেশীয় শিক্ষা, আচার-প্রচার এবং বিদেশীয় কুশিক্ষা-রাক্ষসীর কবলে কবলিত হইয়া কতকগুলি ব্যক্তি নানাপ্রকার নবীন-ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছিল, কেহ কেহ আবার সেই প্রভাবে অভিভূত হইয়া যখন নব্য সমন্বয়বাদের ধুয়া উঠাইতেছিল, কেহ বা কৃষ্ণচরিত্রকে অশ্লীলতার আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেছিল, কেহ বা মহাপ্রভুকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্টকারী, কেহ বা বিকৃতমস্তিষ্ক প্রভৃতি বলিয়া বিচার করিতেছিল, কেহ বা যেন কৃষ্ণ-পরবশ হইয়াই 'মহাপ্রভুকে

জগতের মধ্যে মোক্ষের মধ্যে একটা লোক' বলিয়া স্বীকার করিতেছিল, কেহ বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে ভাবুকতা, মূর্খতা ও ব্যক্তিচারের আদর্শ মনে করিয়া উড়াইয়া দিতেছিল, কেহ বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে একটা মানুষ পূজা অর্থাৎ নৈতিকতা বা ব্যবহারের আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেছিল, কেহ বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের বা সাংখ্যমতের বিকৃত রূপান্তর বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছিল, কেহ বা ইহাকে গতানুগতিক কোন শ্রেণিবিশেষে আবদ্ধ ক্ষুদ্র মানুষের কল্পিত ক্ষুদ্রধর্ম্ম-বিশেষ মনে করিয়া বেদ-মনের ধর্ম্মকেই সার্ব্বজনীন সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া বিচার করিতেছিল, কেহ বা নরাচিৎ-সমন্বয়বোধী সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে তথা-কথিত সমন্বয় ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মনে করিয়া তাহাকে পদা চিনিয়া না লইবার চেষ্টা দেখাইয়াছিল,—গৌড়ের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে, সেই সুদীর্ঘ অমানিশার অবসান করিবার জন্য ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপমণ্ডলে এক শুভ্র-নয়ন-উষার উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-পূরক কৃপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদও নিজ-প্রভুর পদাঙ্কানুসরণে অপ্রাকৃতশব্দ-শক্তিকেই নিখিলভুবন-মন্থন-বিধানের একমাত্র অমোঘ পরমাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থরচনা ও হরিকীর্ত্তন-দ্বারা অভক্তিমতনিরাস, শ্রীনাম-হট্টের প্রচার-দ্বারা লোকহিত-সাধন, লুপ্ততীর্থের উদ্ধার ও স্বয়ং সর্ব্বক্ষণ আদর্শ হরিজনচেষ্টা-প্রদর্শনদ্বারা শুষ্ক মরুপ্রায় নাস্তিকতার যুগে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-স্রোত পুনঃপ্রবাহিত করিলেন। ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ জগতে শ্রীনামকীর্ত্তনের কথা যেরূপ বিশ্লেষণসহকারে—যেরূপ পরিষ্কাররূপে জানাইয়াছেন, তাহাতে আমাদের ন্যায় বিপরীতবুদ্ধি, বঞ্চনকারী, দীন, অযোগ্য জীবের যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা এক অনুভবকারী ব্যতীত অপরে বুঝিবে না।

এই যুগে শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র পরম দান "গোলকের প্রেমধন হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন।" কিন্তু পিতৃধনের কথা শ্রবণ করিয়াও যেরূপ দীন-পুত্রগণ, কোথায় ঐ সম্পত্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা সঠিক না জানা পর্য্যন্ত, বৃথা বহু অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই লাভ করিতে পারে না, পরন্তু যদি কোন কৃপাময় দয়া-পরবশ সর্ব্বজ্ঞ তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাদিগকে ধনপ্রাপ্তির যাবতীয় উপায় জানাইয়া দেন, তাহা হইলেই তাহাদের যেমন ধনলাভে কোন বাধা থাকে না, ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদও তদ্রূপ আমাদের ন্যায় দীন, অযোগ্য, ভ্রান্ত জীবগণের মঙ্গলের জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিবিনোদা মনোভীষ্টরূপা দয়া-শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়া গৌরসুন্দরের পরম দান 'গোলোকের প্রেমধন'-প্রাপ্তির পথের কণ্টকগুলি শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারের ন্যায় নিজ্ঞিঞ্চনের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং-লোকের চিন্তা-স্রোতকে প্রত্যক্ষমুখী করিতে চিরকাল সচেষ্ট ছিলেন,—তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজির বিশ্লেষণ-প্রণালীই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। জীবে তাঁহার অহৈতুকী দয়া—অনুপমেয়া। এত বড় অমায়ার দয়াময়কে খুব কম লোকেই চিনিতে পারিয়াছিলেন, বহুলোক তাঁহার কাছে আসিয়াছেন আর গিয়াছেন,—সত্য; কিন্তু তাঁহার নিকপট আনুগত্য-লিপ্সু লোক বড়ই বিরল। ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ এই যুগে হরিকীর্ত্তনকেই একমাত্র পরমাস্ত্র করিয়া শুদ্ধভক্তির মূল—নাম-প্রেম-প্রচারের ভিত্তি সুদৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন।

এই শুদ্ধভক্তির মূল-প্রস্রবণ হইতে শুদ্ধকৃষ্ণকীর্ত্তন-তুণ্ডিকণ্ডীড়িত বিশ্বে সৎ-সিদ্ধান্তামৃত-ধারার প্লাবন আনয়ন করিয়া,—"সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—এই শ্রুতিগাথার মর্য্যাদা স্থাপন করিতে এবং কৃপানুগ ভক্তিবিনোদের নাম-প্রেম-প্রচারের ভিত্তির উপর বিজয়-বৈজয়ন্তী-বিভূষিত মহা-চিৎসমন্বয়ের এক অপূর্ব্ব সৌধ প্রকটিত করিতে বর্ত্তমান-যুগে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ-শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা-ক্ষেত্রে—"উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"-বাণী-লীলায়িত-ক্ষেত্রে,—নীলাচল-সিন্ধু-তটে ঊনপ্রেষ্ঠ শ্রীসরস্বতীর আবির্ভাব। যুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীসরস্বতী—শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখপদ্ম-প্রকটিত "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই বাণীর মূর্ত্ত-প্রকাশ। বর্ত্তমানযুগে শ্রীচিদ্‌বিলাস সরস্বতীর আবির্ভাব না হইলে শ্রীচৈতন্যসারস্বতবিবির অমন্দোদয়াকাদম্বিনী—যাহা শ্রীরূপাদি-গোস্বামিষট্‌ক, কৃপানুগ শ্রীকবিরাজ-শ্রীমন্নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব ও তৎপরে শ্রীভক্তিবিনোদধারার মধ্যে পুনরুচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা এই মরীচিকা-ভ্রান্ত, কীর্ত্তনদুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জগতে আজ কাহারও প্রাপ্তির আশা ছিল না। শ্রীচৈতন্যসারস্বতবিবির ভক্তি-বিনোদা দয়া কল্যাণকল্পতরুর সুফলাপ্লবনের পূর্ণ

পরমা লইয়া জগতে আবির্ভূত হইলেও আর কেহই তাঁহার সন্ধান পাইতেন না। এই প্রভুর আবির্ভূত হইয়া আজ দুঃখী-জীবের দ্বারে দ্বারে এই কৃপামুখা ভক্তি-বিনোদা দয়া অযাচিতভাবে বিতরণ করিতেছেন। এই ভক্তিবিনোদ-দা দয়াই আজ নিখিলজীবকে অনিন্দ্যসুন্দর-সিন্ধুর সন্ধান করিয়া দিতেছেন।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের ন্যায় ইনিও পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার প্রণালীতে জগতে গৌর-মনোহভীষ্ট-প্রচারের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের সমস্ত প্রচার-প্রণালী ও প্রচার-বৈভব পুনরায় আরও বিপুলভাবে জগতের সর্ব্বত্র সান্নিধ্যনের জন্য কৃষ্ণসেবা-প্রবণ কোটি ইন্দ্রিয় অনুক্ষণ নিযুক্ত করিয়াও অতৃপ্তের ন্যায়—"তৃণে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তৃষ্ণাবলীলহরে, কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্" "নেত্রার্ব্বুদস্যৈব তরঙ্গ কর্ণনাসা-রসজ্ঞা তরঙ্গার্ব্বুদং বা। সৌখ্যা-সৌখ্যা-সুরঙ্গসুর-মাধুর্য্য-সংশ্লেষ রসাস্বুধৈঃ।"—শ্রীরূপ-রূপানুগগণের এইরূপ কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

(২) সর্ব্বত্রই তিনি শ্রৌতপথে পরম-অকপাকৃতি শ্রীরাধাগোবিন্দের অবতরণ করাইবার জন্য নানাভাবে কায়মনোবাক্যে, নিখিল অবস্থায় সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রভুপাদ যেখানে যেখানে বিচরণ করেন, সেখানেই চিৎসাহিত্য-প্রচারার্থ মুদ্রাযন্ত্রস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া থাকেন; উদ্দেশ্য,—ইতরযোগবন্ধাত্ত ভোগপর কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া সর্ব্বত্র পরযোগের কৃষ্ণ-কোলাহল—অর্থাৎ ইতরযোগানুভূতি দূর করিয়া সর্ব্বত্র পরযোগের অবতরণ করাইয়া দেওয়া। গৌড়পুরে লুপ্ত পরবিদ্যাপীঠের প্রাকট্যের চেষ্টার উদ্দেশ্যও তাহাই। জীবন-প্রভাবে লোপাত, পরিশ্রম ও সেবাদ উন্মুখ জিজ্ঞাসু মানবকের বিষয়কৃষ্টিবৃত্তির সাংঘাত্যে অর্থাৎ অক্ষজ বুদ্ধির অপনোদনক্রমে, পরব্যোমে বিরাজমান, সমুখরিত শব্দ বা সংজ্ঞার—বাচ্যাত্মিক, বাচকের পরম-অকপাকারত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহাদের সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধাগোবিন্দের কীর্ত্তনরূপ সেবন-তৃষ্ণা জাগরিত হইবে। এই কৃষ্ণকীর্ত্তনই যেরূপ একমাত্র অব্যর্থ অস্ত্র, সেই অস্ত্র প্রয়োগ-প্রণালীও আবার একমাত্র এই—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" —এই প্রণালীর ব্যাঘাতে বা এই প্রণালীর অন্যথাচরণে চেষ্টার পরস্পরের মধ্যে অচিৎ এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যম্ভাবী; তাহাই ভয়, ভোগ ও হিংসার জননী, তাহা—হরিকীর্ত্তনের পরমবিঘ্নকারিণী। চিদ্রাজ্যে সেই প্রণালীতে শুদ্ধ-বাক্য অর্থাৎ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবানুগত্যরূপ স্বরূপাভিমানে অধিষ্ঠিত থাকিলেই এই হরিকীর্ত্তন সম্ভব।

(৩) এই শুদ্ধকীর্ত্তন-প্রচারাস্ত্র-দ্বারা তিনি শুদ্ধভক্তিবিরোধী প্রাকৃতসহজিয়া-বাদ, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদ প্রভৃতি-নিরসন, অনর্থ-যুক্ত সাধ্য ও অনর্থযুক্ত সাধন-চেষ্টার সমন্বয় চেষ্টার সহজিয়া-বাদের বিষময় ফল, জড় হইতে চিৎএর উৎপত্তিরূপ বেদবিরুদ্ধ অবৈদান্তিক-মতের হেয়ত্ব, শিক্ষাস্থানীয়ের ও শিক্ষাযোগ্যের স্বরূপ, এবং অপ্রাকৃত সহজ-পরমহংসের অনুকরণ-প্রচেষ্টা প্রভৃতি অসদ্ব্যবহারগুলিকে নিরসন করিয়া শুদ্ধরাগানুগ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা-সংরক্ষণে এবং বৈষ্ণব-সকল সমস্ত ক্রিয়া-মুদ্রারই সম্পূর্ণ কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছাময়নির্দ্দোষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যক্ষ-জ্ঞান-কৃষ্ণ-বিরোধীর আক্রমণ হইতে শ্রৌতপথ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণসেবার ঔৎকর্ষ-রাশী, কৃষ্ণরূপ-বৈভব (ধাম) সংরক্ষণই তাঁহার আচার্য্য-লীলার অহর্নিশ কৃত্য হইয়াছে। তিনি এই সকলচেষ্টা দেখাইতে গিয়া অনবরকেশাগ্র নিজ বৈষ্ণব-বিরোধি জগতের নিকট হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসের ন্যায় নানাভাবে নিন্দিত, লাঞ্ছিত, সঙ্কটাপন্ন এবং অসদ্ব্যবহারদুষ্টিত হইবার লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াও স্বকার্য্য সাধনে দৃঢ়ব্রত রহিয়াছেন। জগতে বৈষ্ণব-পূজা, আচার্য্য-পূজা,—"মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা"—এই মহদ্বাণী প্রতি চির প্রবর্ত্তিত থাকুক, কোন বিরোধী যেন এই প্রতির অবমাননা না করিতে পারে,—এইজন্য তিনি অজ্ঞ জ্ঞানী, মৎসর, অপরাধি ব্যক্তিগণের—গাত্রুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের চক্ষে 'মূর্ত্তিমান্ দম্ভ'রূপে দৃষ্ট হইয়াও মৎসর লোকগণের কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বীর প্রভুর মনোহভীষ্ট সাধন করিতেছেন। ইহা যে কত বড় অভূ প্রতিষ্ঠা-বিসর্জ্জন, কত বড় স্বার্থ-ত্যাগ, তাহা—অনর্থার্থক কপট-সমাজের ধারণাতীত। বৈষ্ণব-পূজা-শিক্ষা-বিস্তারের আদর্শ এরূপ হাতে-কলমে আর কে দেখাইয়াছেন? কয়েক-বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভক্ত-গণের সহ যে গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার আচার্য্য-পূজার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীগৌর-

সাধবগণ, সকলেই আচার্য্য; সেই আচার্য্যগণের শ্রীপাটে আমাদের আচার্য্যবর্য্যের অভিগমন, তথায় দাণ্ডবৎ প্রণিপাত, পরিক্রমা ও কীর্ত্তনরূপ সেবানুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আমাদিগকে যেন হাতে ধরিয়া আচার্য্য পূজা শিক্ষা দিয়াছেন। কয়েকবার ভারত-ভ্রমণকালেও তিনি এই আচার্য্য পূজারই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌড়দেশ হইতে বহুদূরে মধ্বাচার্য্যের স্থান উডুপীক্ষেত্রে অভিগমন, রামানুজাচার্য্যের স্থান কাঞ্চী ও শ্রীরঙ্গক্ষেত্র নামে অভিগমন, নিম্বার্কাচার্য্যের স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে কতশতবার পথের কষ্ট, অনাহার, অনিদ্রাদি, সমস্ত ক্লেশই তুচ্ছ করিয়া নানা জনের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বহু আয়াসে অতীব দুর্গম, নিম্বার্কসম্প্রদায়ানুগত্যাভিমানী বহু শিক্ষিত লোকেরও অপরিচিত নিম্বগ্রাম-নলিমাবাদ প্রভৃতি স্থানে গমন, গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকারের বিজয়-পতাকা-সংরোপিত-ক্ষেত্র গড়তায় গমনে অভিগমন, আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্বন্ধি বহু তথ্যের আবিষ্কার, শ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহার আচার্য্য-লীলায় যে-যে-স্থান পদাঙ্ক-ভূষিত করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া গৌর-প্রণতি-ভক্তগণের সহিত সেই সেই স্থানে পর্য্যটন ও দর্শনাদি এবং সেই সকলস্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা, আচার্য্য-পূজার ব্যবস্থা, গৌরস্মৃতিসংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি আচরণ-দ্বারা তিনি জগতে আচার্য্য-পূজা শিক্ষা দিয়াছেন ও দিতেছেন। তিনি শ্রীগৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য-মঠে আচার্য্য-পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতি মঠে বিভিন্ন সময়ে আচার্য্যগণের আবির্ভাব-তিরোভাব-মহোৎসবাদির প্রবর্ত্তন, তাঁহার আচার্য্য-পূজা-শিক্ষাপ্রদানেরই নিদর্শন। বঙ্গদেশের সাধারণলোক দূরের কথা, পণ্ডিত সমাজের মধ্যেও অনেকেই শ্রীমধ্বাচার্য্যের কথা ইতঃপূর্ব্বে জানিতেন না। প্রভুপাদই বঙ্গদেশে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ও বদরী-বিজয়উৎসবাদি প্রচলন, শ্রীমধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত প্রচার, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীরামানুজের চরিত্র ও দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ প্রামাণিক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়া আচার্য্যপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৪) এই আচার্য্য দৈব-সমাজ-সংস্থাপনে যে কি প্রকার অক্লান্ত-চেষ্টার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা যদি কোনও দিন কাহারও বুঝিবার সময় আসে, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন—প্রাণে-প্রাণে অনুভব করিবেন—অনুশোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিবেন,—"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম, না হৈল তখনে। চইলাম বঞ্চিত সে সুখ-বৃন্দাবনে॥" পুরীষের কীট আমরা পুরীষেই ক্রীড়া করিতে ভালবাসি,—কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে সুখস্থ নাড় করিয়া পুরীষ-ভোজনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি,—অমরাবতীর মধুর স্মৃতি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু কি মায়ায় পেলা! আমরা সেই পুরীষের কৃমিরূপে—অথবা সেই পুরীষভোজী শূকরূপে চিরদিনই বাস করিতে চাই। বুঝিতে পারি না, পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী নির্ম্মৎসর সাধু বুঝাইয়া দিলেও বুঝি না,—বুঝাইলে উল্টা বুঝি,—যখন সাধু বলেন,—অরে! তুমি দেবতা, তুমি ঋষি, তুমি অমৃতের সন্তান, 'লোক' তোমার 'স্বপ্ন' নহে, তখন সে কথা আমাদের অর্গলরুদ্ধকর্ণে আদৌ পৌঁছে না, পৌঁছিলেও বিপ্রলিপ্সা-বশে 'আমার বাজার-হাট ভাঙ্গিয়া যাইবে' মনে করিয়া তাঁহাকে 'শত্রু' ভাবি! আমরা সেই আসুর সমাজের মধ্যেই বিষ্ঠার কৃমির ন্যায় হাবুডুবু খাইয়া চিরকাল থাকিতে ভালবাসি,—দৈব-সমাজ-ব্যবস্থাপককে 'শত্রু' মনে করি! তাঁহার করুণা—তাঁহার অমন্দোদয়া দয়াকে—তাঁহার পরতঃপকারতরতাকে আমরা আমাদেরই স্বার্থপরতা বলিয়া মনে করি। ধন্য মায়া, তোমার মহীয়সী শক্তি! যদি অনাবিল নিষ্কপট সত্যের স্বর্ণসম্পুট যদি এত প্রকার আবরণে সুরক্ষিত না থাকিত, তাহা হইলে কি আর সত্যের এত মূল্য হইত! এ সত্যের অধিকারী যে "কোটিষপি মহামুনে।"

"প্রকৃতি-সৃষ্টি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥" প্রভৃতি শ্লোক-কথিত উচ্ছৃঙ্খলতা বা সমাজ-বিশৃঙ্খলতারূপ অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম ও উদ্ধব-নিবারণার্থ "যেন কেন উপায়ে" বিমুখ দীন-জীবকে কৃষ্ণচৈতন্যোন্মুখীকরণরূপা অহৈতুকী দয়া এই আচার্য্যবরে কিরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই দয়া-বিটপীর সুশীতল ছায়ায় যাঁহারা আসেন নাই, তাঁহারা কিছুতেই উহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন না। জগতের সকল জিনিষের দ্বারা সকল-রকমে সর্ব্বশ্রেণীর লোক সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কিরূপভাবে হরিসেবা করিতে পারেন,—এই আচার্য্যবর তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইনি জগতের কোন বস্তুকেই কৃষ্ণতাগীর ন্যায়—মুক্ত-বৈরাগীর ন্যায়, কৃষ্ণসেবায় উপকরণ হইতে বাদ দেন নাই। প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠা-কামী অযুক্ত-বৈরাগীর কাছে যাহা লোক দেখাইবার জন্য 'বিষয়-বিষ' বলিয়া ত্যাজ্য,—কৃষ্ণবৈরাগীর কাছে যাহা 'ভোগের বস্তু' বলিয়া বিচারিত হওয়ায় বিলাসীর ভোগানল-বর্দ্ধনের ইন্ধনজ্ঞানে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে,এই সেবা-নিপুণ আচার্য্যবর সেই সকল বস্তুকে কখনও কৃষ্ণসেবোপকরণ ছাড়া কোন ভোগীর ভোগানলের ইন্ধন-রূপে দর্শন করেন না বা করিতে পারেন না। তিনি বলেন, —কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও 'দ্বিতীয়' ভোক্তা নাই—থাকিতে পারে না। রাবণের ন্যায় দুর্বুদ্ধি হইতেই শ্রীরাঘব-সেবোপকরণে ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক-জগতের আবিষ্কৃত যাবতীয় বস্তুকেই তিনি কৃষ্ণসেবায় ও কৃষ্ণসেবাকারী ভক্তের সেবায় নিযুক্ত করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ট্রেণ, এরোপ্লেন, বৈদ্যুতিক আলোক, টেলিগ্রাম, প্রেস্, খবরের কাগজ, এমন কি, মনুষ্য, মনুষ্যেতর প্রাণী—যথা, মহিষ, ঘোড়া, বলদ, গাড়ী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, অচেতন ইট, পাথর, অর্থ, সমস্ত বস্তুকেই তিনি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার নৈপুণ্য উত্তমরূপে অবগত আছেন। হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়া—কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূলরূপে নিয়োজিত করিয়া ঐসকল বস্তুর দ্বারা পরিপূর্ণরূপে হরিভজনের পরিস্ফুট আচার প্রদর্শন করিবার আদর্শ আমরা তাঁহাতেই দেখিয়াছি।

(৫) লুপ্তভগবৎসেবা, তীর্থ, সদ্‌গ্রন্থরাজী-প্রকাশ এবং নিরন্তর সৎসঙ্গে হরিকীর্ত্তনের আবাসস্থল মঠাদি-স্থাপনের দ্বারা তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুসরণে নিখিল ভুবনমঙ্গল বিধান করিতেছেন। নবদ্বীপ-মণ্ডলের প্রাচীন লুপ্ত-তীর্থ-সমূহের উদ্ধার, যেমন নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত দ্বিজ বাণীনাথ ও কবি-শ্রীহরিদেব-সংসেবিত শ্রীচম্পহট্ট, মোদদ্রুম-দ্বীপের অন্তর্গত ঠাকুর-বৃন্দাবনদাসের বিহারস্থলী গৌড়-নৈমিষ-কানন প্রভৃতি স্থানসমূহ কিছুদিন পূর্ব্বে বাঘ-শৃগালাদির বিচরণ-ভূমিরূপে প্রত্যাকীভূত হইয়া পরিত্যক্ত হইতেছিল। আচার্য্যবর সেই-সকল স্থানের লুপ্ত সেবা-সমূহের পুনরৌজ্জ্বল্য বিধান করিয়া তথায় কৃষ্ণকীর্ত্তনস্থলী সংস্থাপন এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবার সুষ্ঠুতা-বিধানের জন্য নামরূপ স্থাপন, জঙ্গল-ছেদন, ধর্ম্মশালা-নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহু লোকহিতকর কার্য্য করাইয়াছেন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্ম-তিথীয় ধাম-যাত্রিগণের জন্য আবাস-স্থান-বিস্তার, পানীয়জলের উত্তম ব্যবস্থা, মহাপ্রসাদের সুসংস্কৃত প্রভৃতি কতপ্রকারেই না ঈশ-সেবার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-ব্রজমোহনজীর লুপ্ত-প্রায় প্রাচীন-সেবা-সংরক্ষণ ও ঔজ্জ্বল্যের বিধানে সহস্র-সহস্র মুদ্রা-ব্যয় ও ভক্তগণের দ্বারা ঈশ-সেবায় সুষ্ঠুতা বিধান করাইতেছেন। প্রত্যেক মঠের বার্ষিক উৎসবে, শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায়, শ্রীগৌর-প্রকট-মহোৎসবে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকটোৎসবে অসংখ্য সমাগত যাত্রিগণকে হরি-কীর্ত্তন-শ্রবণ ও মহাপ্রসাদাদির সুব্যবস্থার জন্য প্রতিবৎসর কত অগণিত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে—কত অগণিত-ভক্তকে এই ভগবৎসেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিতে—আত্মোৎসর্গ করিতে প্রেরণা দিতেছেন। প্রতিদিন প্রতি মঠে কত অভ্যাগত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণাদিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও হরিকথা শ্রবণ করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধারণ কর্ম্মি-সমাজে কেবল-মাত্র 'ফাঁকা আওয়াজ' করিয়া যাহাকে একটা 'দশের ও দেশের বড় কাজ' বলিয়া মনে করেন,—যে সাময়িক ক্ষুদ্র পরোপকারের অভিনয়কে একটা উদারতার আদর্শ বলিয়া মনে করেন, ঐরূপ অসংখ্য উদারতা—ঐরূপ অসংখ্য পরোপ-কার কোটিগুণে সুসমৃদ্ধ হইয়া এইরূপ ঈশ-সেবা-চেষ্টার বিরাট ক্রোড়ে নগণ্যভাবে স্থান লাভ করিতে পারে কি না, সন্দেহ। কর্ম্মীর পরোপকারের আদর্শ জীবকে চতুর্দ্দশ-ভুবনের কর্ম্ম-নাগর-দোলায় ঘুরাইয়া অবশেষে অতল ভবসিন্ধুজলে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু এইরূপ ঈশ-সেবার আদর্শ প্রত্যেক-জীবকে তাহার স্বস্থানে লইয়া যায়—প্রত্যেক জীবকে ভয়, ও হিংসার রাজত্ব হইতে—অভাবের বিভীষিকা হইতে—বঞ্চনা হইতে—আত্মবিনাশ হইতে—আকাশ-কুসুম-প্রাপ্তির উন্মাদনা হইতে বাস্তব পরম-মঙ্গলময় অমৃতের ধামে লইয়া যায়,—প্রত্যেক জীবকে চিরন্তন, শাশ্বত, নিত্য, অক্ষয়, অশোক, অভয়, অমৃতের নিকেতনের সন্ধান বলিয়া দেয়।

প্রভুপাদের প্রচারের বৈশিষ্ট্য—

১। এই আচার্য্যবর যেন শুদ্ধসনাতন-ধর্ম্মের ইতিহাসের একটী পরিবর্দ্ধিত বিরাট নূতন-সংস্করণের প্রকাশক এবং কৈতবাচ্ছন্ন নাস্তিকতার যুগে অকৈতব আস্তিকতার প্রবর্ত্তক। তাঁহার চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-স্থাপন-কারি-শ্রীরূপসনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদ্যুদ্যত বা জীব-মঙ্গলবিধান

চেষ্টারই বিকৃতি বা পূর্ণ বিকাশ। আজ-কাল কেহ কেহ মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া মানুষকে—মানুষকে ভগবান্ হইতে 'বড়' সাজাইতে চান!! কোন কোন উন্নত ধার্ম্মিক বলেন,—মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণ হইতে আমাদের গুরুদেব বড়;—মহাপ্রভু মানুষকে নাচাইয়াছিলেন, আর আমার গুরুদেব ভূত-প্রেতকে নাচাইতে পারেন, মহাপ্রভু কেবল ভারতবর্ষ উদ্ধার করিয়াছিলেন, আমার গুরুদেব পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন! কেহ বা বলেন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সহিত যুক্ত হইলে মহাপ্রভু পূর্ণতম হন, কিন্তু আমার প্রভু একাধারে গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতের অবতার, সুতরাং মহাপ্রভু হইতেও আমার প্রভু 'বড়' বলিয়া তিনি 'মহামহাপ্রভু' ইত্যাদি। কেহ বা বলেন,—আমাদের আচার্য্যের আগমনে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস দুইশত-বৎসর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই সকল উন্নত ধার্ম্মিকগণের কথা মায়াকে মায়াধীশ অপেক্ষাও 'বড়' বলিয়া 'স্থাপনের' ধৃষ্টতা-মাত্র।

তাঁহারা এই বড়-ছোট লইয়া তাঁহাদের উপযুক্ত গন্তব্য-পথে চলিয়া যাইবেন,—ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; কিন্তু তাঁহারা সাধারণ লোকগুলিকেও এমন একটা আফিমের নেশায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, জগতের ইতিহাসটা কোন্-দিকে অগ্রসর হইয়াছে,—এই অগ্রসরটা কি প্রত্যঞ্চমুখী, না পরাঞ্চমুখী—এই অগ্রসরটা কি অধোক্ষজ-সেবার দিকে, না অক্ষজ-সেবার দিকে, তাহা কাহাকেও ভাবিতে দেয় না। জড়জগতের ইতিহাস কিন্তু চিরদিনই সাক্ষ্য দিতেছে যে, এই জগৎ কেবল অক্ষজ-সেবার দিকেই অগ্রসর হইয়াছে—পুরাণ-কথিত কলির ভবিষ্যাচারগুলি—যাহা অন্ততঃ আরও চারি-লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয়শত বৎসর পরে উদিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা এখনই দেখা যাইতেছে। ইহারই নাম—'অগ্রসর'! মানুষ এ কথা বুঝিবে না—বিচার করিবে না,—খাঁটী কথা শুনিবে না,—অথবা মোহিনী মায়া কিছুতেই শুনিতে বা বুঝিতে দিবে না—'এক' বুঝিতে 'আর এক' বুঝাইয়া দিবে; নতুবা মায়ার ঘাট থাকে না।

আমরা সেরূপ কোন কথা বলিতেছি না, আমরা জানি,—এই আচার্য্যের শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীবাদি ভুবনমঙ্গল-বিধাতৃগণের অভিন্নবিগ্রহ-রূপে তাঁহাদেরই কথায়—তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে—তাঁহাদেরই মনোহভীষ্টের বিস্তারকারী। তিনি কৈতবাঙ্কুর নাস্তিকতার যুগকে কৈতবতার দিকে—সাময়িক উত্তেজনার দিকে—বিরাট্ হযোত্তাবের দিকে একটা সাময়িক হযোত্তাবের মাদকতার দিকে—পাঁচশত বৎসর বা হাজার বৎসর অগ্রসর করাইয়া কলিরাজের মনোহভীষ্ট পূরণ করিবার আগৌ পক্ষ-পাতী নহেন;—তিনি অকৈতব আস্তিকযুগের প্রবর্ত্তক।

যে যুগে কলির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,—যে-যুগে মায়া-রঙ্গিণীর অবাধ কুনাট্য—যে-যুগে প্রচণ্ড নাস্তিকতা, কর্ম্মজড়তা ও মৎ-সরতার উদ্দণ্ড নৃত্য ও আস্ফালন,—যে-যুগে অবৈধ-সমাজরূপ কালাপাহাড় সজ্জনগণের হৃদয়ে মাতৃক ঢুলিয়া বিকট-তালে নৃত্য করিতেছে,—যে-যুগে কর্ম্মজড়বাদরূপ কৃষ্ণাবর্ত্ত সকলকেই গ্রাস করিতে বসিয়াছে,—যে-যুগে চিচ্ছড়-সমন্বয়রূপ পূতনা ধর্ম্মরাজ্যের কোমল-মতি শিশুগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে,—যে-যুগে কপটতাই আদর্শ-সরলতা ও দাম্ভিতা-রূপে আর উদ্দাম অসংযম ভাবই উদারতার নামে বাজারে বিকাইতেছে, সেই যুগে জগতের সকলের ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া—উল্টা-জগতের সকলের সকল প্রকার ধর্ম্মের ধারণা ও বিচারের নিরর্থকতা দেখাইয়া—অভি-নিবেশ-পীড়িত জগতের সমস্ত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের দুন্দুভি বাজাইয়াছেন—আমাদের এই যুগ-প্রবর্ত্তক আচার্য্য।

২। এই আচার্য্যের প্রচারের ফল—এই সার্ব্বভৌমিকধর্ম্ম-সূর্য্য-উদয়ের প্রথম ফল সকলেই পাইবেন—"বিনা বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার।" মরীচিমালী তাঁহার কিরণ সমভাবে সকল-স্থানেই বিলাইয়া দিতে চান, সেই কিরণ যেমন কোন আধারে অধিক উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়, আবার যখন আমরা ঐ মহোদয়ের সমবর্ত্তী সৌর কিরণকে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রবেশ করিতে দেই না, তখনও সেই কিরণ অতিথির ন্যায় আমাদের গৃহের দ্বারে প্রবেশপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে,—যে স্থানটুকু উন্মুক্ত পায়, সে স্থানটুকুকেই মণ্ডিত করিয়া থাকে। জগতের প্রতি আমাদের আচার্য্যের অবস্থানরূপ দয়া-বিতরণও সেইরূপ। তিনি ঈশপ্রেমহীন কৃপণ, দীন, কর্ম্মজড় জগতের কাছে যেন অযাচিতরূপ দয়ার পসরা লইয়া উপস্থিত,—যাচককে বিনা-মূল্যে তাহা বিতরণ করিতে প্রস্তুত। "বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযচ্ছন্-রূপানুগামনভিলক্ষ্য মদ্ভম্"—বাক্যের যাথার্থ্য তাঁহাতেই দেখা যায়। মানুষ হরিকথা শুনিতে চাহে না, তথাপি তিনি

জোর করিয়া শুনাইবেন। মানুষ গৃহস্থের চতুর্দ্দিকে দিবানিশি পরিভ্রমণ ছাড়া আর কিছু চাহে না, কিন্তু ইনি জোর করিয়া ভগবানের নাম-মন্দিরাদি পরিক্রমা করাইবেন; —"ত্রয়া দিয়া শিরুরে লওয়ার হরিনাম"—এই আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি এই আচার্য্যের মধ্যে দেখিতে পাই। চর্ব্বা, চুষ্য, লেহ্য, পেয়-লোভে আকৃষ্ট হইয়া মানুষ তথাপি সাধুসঙ্গ করুক, হরিকথা শুনুক, ধামপরিক্রমা করুক,—তৎফলে তাহার কোন অজ্ঞাত সুকৃতি উৎপন্ন হউক—তাহার দুর্ব্বুদ্ধি দূরীভূত হইয়া সুবুদ্ধির উদয় হউক। যাহারা গৃহের চতুর্দ্দিকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কৃত্রিমী মায়ার বিলাস পালঙ্কে অনাদিকাল হইতে ঘুমাইয়া রহিয়াছে, তাহারাও এই আচার্য্য-কেশরীর নিনাদে একদিন না একদিন জাগিবে; কিন্তু যাহারা জাগিয়া ঘুমাইবার ভাণ দেখাইতেছে—"অতিথিকে কিছুতেই গৃহের দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিতে দিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সেই বৈষ্ণবাপরাধিগণই কেবলমাত্র এই আচার্য্যের প্রচারের ফলে বঞ্চিত হইবেন। কনিষ্ঠাধিকারী—শব্দ-ব্রহ্মের উপাসনা বা অপ্রাকৃত শব্দের শক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞ, সেইজন্য এই আচার্য্যবর তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া তদনুযায়ী কিছু স্থূল-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভগবৎসেবনাধিকার-প্রদানের ব্যবস্থা—যেমন, শ্রীবিগ্রহার্চ্চনা, শ্রীধাম-পরিক্রমা, হরিসেবানুকূল বিভিন্ন শারীরিক অনুষ্ঠান ও অধ্যয়নাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য,—ক্রমে তাহাদিগকে শব্দব্রহ্মের উপাসনায় আকৃষ্ট করা। মধ্যম অধিকারিগণকে তিনি হরিকথা-কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেক ভক্তকে ভগবন্মন্দির-রূপে উপলব্ধি এবং বিশুদ্ধমনে পরম-অক্ষরাকৃতি বাসুদেবের অবতারণ করিবার শিক্ষা দিতেছেন এবং স্বয়ং ভাগবতোত্তমরূপে—গোষ্ঠানন্দী গুরুবররূপে, সর্ব্বত্র গোষ্ঠ অর্থাৎ পরবিদ্যা ভক্তিপীঠ বা কৃষ্ণের পাদচারণস্থলী ও লীলা-বিহারভূমিকার উদয় করাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার আচার ও প্রচারের ফল নিখিলচেতনবর্গের আনন্দের বিষয়।

৩। তিনি জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য—জগতে অকৈতব-সত্য সংস্থাপনের জন্য নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় আত্মশক্তি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা, প্রেমিকতা-রসিকতা-ভাবুকতা-জন্য-বৈরাগ্যের ছলনায় জগতের প্রদত্ত ভক্তপ্রতিষ্ঠা মলবৎ বিসর্জ্জন করিয়াছেন; কারণ, তিনি আত্মগৌরব-বৃদ্ধির নিমিত্তে জগৎকে হিংসা করিতে আসেন নাই। তাঁহার বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা—কোটি-ইন্দ্রিয়ে, কোটি-জিহ্বায় কৃষ্ণসেবার লালসা—অতৃপ্তা। পরিপূর্ণরূপে বৈষ্ণবতার আদর্শে—হরিজনের শতকরা শতমাত্রার সর্ব্বক্ষণ অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহার সেই লালসার তৃপ্তি নাই। তাঁহার এই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার মুক্তসঙ্গ-বৃত্তি অজড়চিজ্জাত ধারণার কাছে অপ্রাকৃত প্রতিভাত হইয়া ঈশবিমুখকে বঞ্চনা, আর ঈশ-সেবোন্মুখকে অধিকতরভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে নিযুক্ত করিতেছে।

৪। এই আচার্য্যবর কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যাভিলাষী গুরুব্রুবগণের ন্যায় নিজ শিষ্যে কোন-দিনই ভোগবুদ্ধি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি প্রত্যেক প্রপন্ন হৃদয়কে 'গোষ্ঠ' করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়া থাকেন,—বৈষ্ণবাচার্য্য কখনও শিষ্য করেন না,—তিনি সর্ব্বত্র গুরুর প্রকাশ-বৈভব দর্শন করেন; তবে বৈষ্ণবাচার্য্যের শিষ্য-করণ-লীলা কিরূপ? তাহার উদাহরণে তিনি মহর্ষি ভৃগুর দৃষ্টান্ত বলিয়া থাকেন,—

"মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
করাইল ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ণ ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয়॥"

(চৈঃ ভাঃ ৯ম অঃ ৩৮৩-৮৪)

এরূপ ভাবে শিষ্যগণকে শিষ্য না ভাবিয়া তাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা মিলিয়া মিশিয়া—বিচরণ করিয়া—সর্ব্বদা লব্ধপ্রাপ্তির সুযোগ প্রদান করিয়া—অবিরাম হরিসেবার আদর্শ দেখাইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিয়া আর কেহ শিষ্যগণের কল্যাণের জন্য এরূপ অক্লান্ত যত্ন করিয়াছেন কি না, আমরা শুনি নাই বা জানি না।

৫। আমাদের প্রভুপাদের অপূর্ব্ব আচার ও প্রচার-সেবোন্মুখ-জনগণকে, অপ্রাকৃত সহজ-পরমহংস শ্রীরায়-রামানন্দের সেব-দাসীর গুহ্যাঙ্গ-স্পর্শনাদিতেই তাঁহার সর্ব্বোত্তম হরিভজন, আর স্বয়ং ঠাকুর সেবনোদ্দেশ্যজ্ঞানে পরম-বৈষ্ণবী বৃদ্ধা মাধবী-দেবীর নিকট ভৈক্ষাগ্যাভিনয়কারী ছোট-হরিদাসের ভিক্ষা বা তণ্ডুলদানচ্ছলে অপকৃষ্ট অপরাধের অনুষ্ঠান প্রভৃতি তত্ত্বোপলব্ধি যেন হাতে কলমে দিতেছেন।

৬। "কর্ম্মীর কাণাকড়ি" কোন দিনই তাঁহার নিকট আকর্ষণ দেখাইতে পারে নাই। একবার তিনি বিশেষভাবে আহূত হইয়া হরিকীর্ত্তনের জন্য বৈষ্ণব-নামে প্রচারিত কোন রাজার প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। রাজার আদেশমত ব্রাহ্মণ-পূজারী প্রতিদিন নানাবিধ চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় প্রসাদ তাঁহার জন্য রাখিয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি হরিকীর্ত্তনের জন্য সেই স্থানে যে তিনদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই তিন দিবসই সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া নিরন্তর একমাত্র হরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তথায় বিভিন্নস্থান হইতে বহু বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই রাজার অনুগ্রহে পুষ্ট ও তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই আচার্য্যের ব্যক্তিগত সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিলেও—প্রসাদাদি প্রাপ্তির জন্য অধিক সুবন্দোবস্ত থাকিলেও তিনি ঐ তিন দিবসের মধ্যে একদিন মাত্র একটী তুলসী গ্রহণ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

৭। মায়ার খেলার বিচিত্রতা—কপটতার বিলাস-বৈচিত্র্য, এই আচার্য্যবর যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা অন্যত্র আর শুনি নাই। এই আচার্য্যের হরিকীর্ত্তন ও বিশ্লেষণ-প্রণালী যেন একটা পরার্দ্ধ-কোটি-শক্তির অন্তর্ভেদী তড়িতালোক—যাহা এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে কপটতা-বিষসর্পের যত গর্ত্ত রহিয়াছে, সেই গুলির সুগভীর দুর্ভেদ্য অন্তঃস্থলে তাঁহার সেই অদ্ভুতশক্তিধর আলোক প্রবেশ করাইয়া পাতালস্থিত-গর্ত্তের এক-কোণে গোপনে লুক্কায়িত, সুপ্তপ্রায় বিষধরকে অতি পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিতেছে।

৮। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পরিত্যাগ করিয়া কেহই মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। বর্ত্তমানকালে অনেকেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ধার না ধারিয়াও গৌড়ভক্ত বলিয়া ডঙ্কা বাজাইতে দ্বিধা বোধ করেন না। "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যম্", "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা", "ধনশিষ্যাদিভির্যাবৈঃ" "যাবতা ভাবনাবস্তু" প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াও অনেকেই 'ভক্ত' ও 'রসিক'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। কিন্তু আমরা এই আচার্য্যবরের আচরণ হইতে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ঐ শ্লোকগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। এইরূপ আদর্শ আচরণের নিকট সমুপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমরা অনেকেই কপট-বৈরাগ্যকে সাধুত্বের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতাম; কখনও বা 'জীবন্মুক্ত' শব্দের বলিতে একটা কি জানি কিরূপ অস্বাভাবিক মূর্ত্তি নিজ নিজ কল্পনার চিত্রে অঙ্কন করিতাম। অনেক সময় মনে করিতাম জীবন্মুক্ত পুরুষের, বোধ হয়, দশ হাত, দশ পা থাকে, কিংবা তিনি, বোধ হয়, ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া সকলসময় যোগাসনে বসিয়া থাকেন, কিংবা তিনি কদাচিৎ হইয়া সমাধিস্থ থাকেন, কিংবা তিনি দশ-পাঁচ হাত উঁচু হইতে পারেন, কিংবা জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারেন, কিংবা মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন, কিংবা বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিতে পারেন, কিংবা ফুঁ দিয়া শারীরিক ও মানসিক অশান্তি দূর করিতে পারেন, কখনও বা অভিশাপাদি প্রদান করিয়া কাহারও ভিটা-মাটি উচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারেন, কিংবা মাথায় হাত দিয়া তাহাকে রাতারাতি কোটিপতি করিয়া দিতে পারেন, অথবা তিনি গণিকা-সেবনের প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন, কিংবা তিনি কাহাকেও কোন প্রকার বিরক্ত না করিয়া অজগর-বৃত্তি অবলম্বনে সভ্যসমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া তুষারাবৃত হিমালয়ের গহ্বরে নগ্নদেহে অবস্থান করিতে পারেন; কিন্তু ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু রচয়িতা স্বয়ং শ্রীরূপের শ্রীহস্তাঙ্কিত চিত্র আমাদের প্রভুপাদের মূর্ত্ত আচরণসমূহে সমভিব্যক্ত হইয়া আমাদের মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালা কল্পিত পুতুলগুলিকে চূরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া সেস্থানে জীবন্মুক্ত-পুরুষের এই জলন্ত আলেখ্য স্থাপন করিয়াছেন,—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

কায়মনোবাক্যে নিখিল অবস্থায় প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে হরিদাস্যের অনুসন্ধান কতদূর পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে, সেই আদর্শ আমরা জলন্ত মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে এই আচার্য্যে দেখিয়াছি। 'যুক্তবৈরাগ্য' কাহাকে বলে,—তাঁহার নিত্য আচরণই উহার বিবৃতি রচনা করিয়াছে।

৯। আর একটি বৈশিষ্ট্য আমরা এই আচার্য্যে লক্ষ্য করি। তাঁহার নিকট 'অসম্ভব' বলিয়া কোন শব্দ-কেহ

উপস্থাপিত করিতে পারেন না। 'অসম্ভব' বলিয়া কোন কথা তাঁহার কাছে নাই। তিনি—সত্যসঙ্কল্প। তিনি একবার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, যতই বাধা-বিপত্তি অপর লোক-লোচনের দৃষ্টিতে তাঁহার সঙ্কল্পের কাছে আসিয়া দণ্ডায়মান হউক না কেন, তিনি তাঁহার সঙ্কল্প সাধন করিবেনই করিবেন। যেটা অতত্ত্বজ্ঞ সাধারণের বিচারে খুবই অসম্ভব, সেটা তিনি অবশ্যম্ভাবিরূপে দর্শন করিতে পা'ন। যেখানে আমরা সম্পূর্ণ অসম্ভাবনা দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি—অবসাদ হইয়া পড়ি, সেই অসম্ভাবনার ভিতরে তিনি আমাদের বিচারে আরও অসম্ভবতার মেঘ-মন্ত্রগুলি আনিয়া সেই অসম্ভবতা-শৈল-শ্রেণিকে যেন পরম সম্ভবতা-হেমাদ্রিরূপে মণ্ডিত করিয়া তোলেন,—ইহাই তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তিনি যতবার যত সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা কখনও অসম্পন্ন থাকিতে দেখা যায় নাই। তিনি যেন একটা সুন্দর বিপুলাঙ্গ-সেবা-বিগ্রহের ঊর্দ্ধের উত্তমাঙ্গ,—সর্ব্বদাই সেই উত্তমাঙ্গটী নব-নবায়মান সেবা-সঙ্কল্পের অঙ্কুর-রাজীর উদ্গম করিয়া দিতেছে। যাঁহারা এই উত্তমাঙ্গের সেবাসঙ্কল্পসমূহকে বিকসিত করিতে অসমর্থ হইলেন বা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেন, তাঁহাদের যেন ঐরূপ উত্তমাঙ্গের অঙ্গে সংলগ্ন থাকা উচিত নহে,—ঐরূপ সর্ব্বোত্তম উত্তমাঙ্গকে যে-সকল অঙ্গ ধারণ করিতে অসমর্থ, তাহারা ঐরূপ উত্তমাঙ্গের সহিত কখনও একত্র অবস্থান করিতে পারে না,—ইহাই তাঁহার সেবা-সঙ্কল্প-নৈপুণ্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রাকৃত কোন বস্তু অপ্রাকৃতের সহায়তা করিতে পারে,—কর্ম্ম, ভক্তির সহায়তা করিতে পারে,—ইহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন না। অর্থের দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার হয়, —কর্ম্মবীরের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার হয়,—ইহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন না, তিনি বলেন,—একমাত্র সেবাবৃত্তির দ্বারাই সর্ব্বসাধ্য সাধিত হইতে পারে। যেখানে সেবা-বৃত্তির অভাব, সেখানে অর্থের মূল্য—কাণা-কড়ি-মাত্র, যেখানে অধোক্ষজ-সেবোৎসাহের অভাব,সেখানে কর্ম্মবীর —বৃক্ষকের তুল্য। তিনি বলেন,—যতদিন যাঁহার সেবা-বৃত্তি উদিত থাকিবে, ততদিন তাঁহার দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার সম্ভব হইবে; কিন্তু ভগবৎসেবা-বৃত্তির অভাবে বিপুল সৌধ-রাজী আর মঠ-মন্দিরস্তূপে না থাকিয়া পল্লিকা-সেবী লম্পটের আস্তায় পরিণত হইবে।

তিনি বলেন, শ্রীমঠ একমাত্র হরিসংকীর্ত্তনস্থলী। যেখানে শুদ্ধকীর্ত্তনরূপা নির্গুণা-সেবার অভাব, সেখানে হয় মিশ্র-সত্ত্বগুণ নির্গুণ মঠের পরিবর্ত্তে তাহাকে প্রচ্ছন্ন-ভোগময় সেবাহীন ইন্দ্রিয়-তর্পণক বা জ্ঞাননিষ্ঠরূপে পরিণত করিবে, নয় রজোগুণের প্রাবল্য 'গ্রাম' বা মিথুন-ধর্ম্মের সঙ্কল্পস্থলীতে পর্য্যবসিত করিবে, নয় তমোগুণের প্রাবল্যে উহা দ্যূতক্রীড়া বা পল্লিকা-সেবন-ব্যসনাদির আড্ডারূপে পরিণত হইয়া পড়িবে। এই জন্য তিনি কোন মঠে অর্থ-সঞ্চয়াদি করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন, অযুক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে সঞ্চিত অর্থ থাকিলে পরবর্ত্তিকালে মঠ নির্গুণ-কীর্ত্তনস্থলী না থাকিয়া অচিদ্‌বিলাস মাত্রার ব্রহ্মাণ্ডের কোনও না কোন একটী স্থানে নিশ্চয়ই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

১০। তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'ভাব' হইতে 'ভাষার' উৎপত্তি। ভাবই ভাষারূপে পরিণত। যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া সম্বোজ্জন-সেবা-ভাবে বিভাবিত—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যই যাঁহার ভাবস্তরকে নিত্য বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার ভাষাও তদনুরূপই হইবে। বর্ত্তমান জগতের ভাষার সহিত এই আচার্য্যের ভাষার যে পার্থক্য, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন। বর্ত্তমান জগতের চিন্তা-স্রোত, ভাবনার গতি—ভোগের দিকে। সেই ভোগটা দ্বিবিধভাবে, (১) প্রকৃতিকে—সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুকে অন্বয়ভাবে ভোগ করিবার স্পৃহা, (২) প্রকৃতিকে ব্যতিরেকভাবে ভোগ করিবার স্পৃহা—এই দ্বিবিধভাবের ভোগপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান-জগতের সাহিত্যে আকারিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান কালের ভাষার স্রোত যদি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—সেই ভাষার সাহায্যে ভাষাবিদ্‌গণ যেন প্রকৃতিকে নানাভাবে ভোগ করিবার জন্য উদ্যম হইয়া ছুটিতেছেন। বিরাট্ প্রকৃতিরই একটা ক্ষুদ্রতম অংশরূপা যোষিৎ ভোগ করিয়া যে অতৃপ্ত ভোগ-কামনা রহিয়া যায়, সেই অতৃপ্ত ভোগ-তৃষ্ণানলের লেলিহান কোটী

জিহ্বাকে মহা-মোহিনী প্রকৃতির উপর প্রয়োগ করিয়া পিপাসা-শান্তির জন্য যে সন্ধান, তাহাই বর্ত্তমান জগতের ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। শুধু প্রকৃতিকে ভোগ করিবার বাসনাটুকু নহে,—সেই বাসনা অতিব্যাপ্ত হইয়া রাবণের সীতা-হরণ-চেষ্টার ন্যায় জগদ্বস্তু-ভোগের দুর্ব্বুদ্ধিও পোষণ করিতে বসিয়াছে। এখন আর শুধু জড়-জগতের ভাব-ভাবনা লইয়া সাহিত্য-রচনা আবদ্ধ থাকিতেছে না, এখন বৃন্দাবন-লীলা, রাই-কানুর পিরীতি, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতিকেও প্রাকৃত-ভাষার মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গাধিপতি-মহারাজ যেরূপ বীর-দর্পে রাবণের দুর্ব্বুদ্ধির বাধা দিয়াছিলেন—রাবণের সীতা-হরণকে 'মায়া-সীতা-হরণ' বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ এই আচার্য্যবরও বর্ত্তমানকালের প্রকৃতি-ভোগ-প্রবণ সাহিত্য-জগতে বীর ভক্ত-গম্ভীর ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি-গ্রন্থিসমূহকে ছেদন করিয়া দিতেছেন। তাঁহার ভাষার আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা কোন প্রকার প্রকৃতি-ভোগ-কামীর ইন্দ্রিয়-তর্পণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে না; সুতরাং সে এই ভাষাকে 'দুর্ব্বোধ্য' ও 'শুষ্ক' বলিয়া দূরে থাকে। কিন্তু এই ভাষার এমন একটা সৌন্দর্য্য যে, তাহার এক একটী শব্দ যেন এক-একটী অমূল্য সুসিদ্ধান্ত-সঞ্জীবনী-খনি আবিষ্কার করিয়া দেয়,—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের চরমকাষ্ঠার দিক্ নির্ণয় করিয়া দেয়। এই ভাষার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তাহা কোনও কদর্য্যকারীর দুরভিসন্ধি-দ্বারা দ্বিতীয়-ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হইতে পারে না,—তাহার গতি সহজ ও সরল। দুইদিকে এমনভাবে সুরক্ষিত যে, কোন দিক্ হইতেই কোন খল আসিয়া সেই কৃষ্ণ-পানচারণ-ভূমিকাকে কোন ভাবেই বিন্দুমাত্রও দূষিত করিতে পারে না।

তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা-স্বর্গরী তখনই জগতে প্রবাহিত হয়—তখনই বজ্রনির্ঘোষী শব্দরাজির সহিত সুসিদ্ধান্ত-সৌদামিনী-মালা অবিশ্রান্ত প্রকটিত হইতে থাকে, যখনই কোন প্রতীপজন বিষ্ণু-বৈষ্ণব বা শ্রৌতপন্থাকে আক্রমণ করিবার ধৃষ্টতা দেখায়। আরও একবার তাঁহার অপ্রাকৃত সহজ সাহিত্য-নৈপুণ্যের সহিত কোটি-সিদ্ধান্ত-প্রস্রবণ-মুখ উন্মুক্ত হইতে দেখা যায়, যখন সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট পরিপূরণকার্য্যে নিষ্কপটে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দেয়। তাঁহার অকৃত্রিম শব্দবিন্যাস যেন বৈকুণ্ঠের রত্নালঙ্কার-সজ্জাপরিপাটি—সেই এক একটী শব্দরত্ন যেন এক একটী অখণ্ড-অলঙ্কার-কৌস্তুভ।

১১। তাঁহার সমগ্র চরিত্রটী অক্ষজ-জ্ঞানের নিকট তীব্র-হস্তস্থিত তীক্ষ্ণগদা-সদৃশ। দুর্ব্বোধবাদী অক্ষজ-জ্ঞান তাঁহার চরিত্রের সম্মুখে বিন্দুমাত্রও আস্ফালন দেখাইতে চাহিলে গদার সাঙ্ঘাতিক আঘাতে উহার উরুভঙ্গ হইয়া যায়। অক্ষজ-জ্ঞানের আস্ফালন করিয়া যখনই কেহ এই অধোক্ষজ-সেবকপ্রবরের চরিত্র বিচার করিতে গিয়াছেন, তখনই তাঁহার সমস্ত চেষ্টা প্রতিহত ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। অক্ষজ-জ্ঞান তাঁহার সহস্রমুখী কৃষ্ণানুসন্ধান-লালসাকে—তাঁহার অতৃপ্ত সেবা-বাসনাকে—তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারে কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শকে ধারণা করিতে না পারিয়া বঞ্চিত হইয়াছে।

১২। সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনও তাঁহার সমগ্র-চরিত্রের একটী বৈশিষ্ট্য। আজীবন দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন করিয়া বাস্তব-সত্য কৃষ্ণের অনুসন্ধানই তাঁহার তীব্র-প্রতিজ্ঞা। অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন শিক্ষা দিবার জন্যই যেন তাঁহার প্রকাশ; "প্রতীপ-জনের আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পাছে।"—এই মহাজন-বাক্য তাঁহার সমগ্র চরিত্রে মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশিত। তাঁহার নিকট সৎ ও অসতের সমন্বয় বা ধোঁয়াসিস দিবার উপায় নাই,—তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথিত 'শুষ্ক' ও 'আউলিয়া বেটার' (দ্রঃ ভাঃ মধ্য ১০ পঃ ১৮৩) আদর্শ—যাহা বর্ত্তমান কপট-সমাজের একটা নিত্য-ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি সৎ ও অসতের মধ্যে, সজ্জন ও দুর্জ্জনের মধ্যে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে, এমন একটা পরিখা কাটিয়া দিয়াছেন,—এমন একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার অনুগ বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহারও তাহা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। এইরূপ সতের নিকট হইতে অসৎকে অনন্তকোটি যোজন দূরে রাখাই তাঁহার চরিত্রের একটী বৈশিষ্ট্য। তিনি অসৎকে সৎ হইবার সুযোগ দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি প্রলম্বাসুরকে বা মধুপুষ্পধারী রাবণকে কখনও তাঁহার নাট্য-মন্দিরে নৃত্য করিতে দেন না। তাঁহার এমনই প্রতাপ যে ঐরূপ অভ্যাগিলাবিগণ—কপটগণ—প্রলম্বাসুরগণ তাঁহার চিদ্‌বলের

প্রভাব অচিরেই স্ব-স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজ-নিজ-বিবরে লুকাইয়া পড়ে।

১৩। তাঁহার চরিত্রের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, যত বড়ই নাস্তিক—যত বড়ই অকজ-জ্ঞান-প্রবন্ধ—যত বড়ই তার্কিক তাহাদের সমস্ত বাস্তিকতা, অহমিকা, দুর্বুদ্ধি, ঔদ্ধত্য ও বিরোধের দোকান লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হউক না কেন, সকলেই তাঁহার অমানুষি তেজের নিকট তাহাদের ভগ্ন-প্রবণ কাচ-দ্রব্যগুলির মূল্য যে অতীব অল্প, অন্তরে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের উন্নত-শির নত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যাহারা কপট, তাহারা অন্তরে-অন্তরে বুঝিয়া মুখে প্রকাশ করিয়া স্বীয় লঘুতা প্রচার করিতে অনিচ্ছুক হইলেও তাহাদের পরিম্লানবদনমণ্ডল নিজ-নিজ-অন্তরের সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকে।

১৪। তাঁহার চরিত্রের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সকলকে পূর্ণ বস্তু দান করিতে চান। "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্"—এই উক্তির মূর্তবিগ্রহরূপে তিনি যেখানে অপূর্ণতা—যেখানে আংশিকভাব, সেখানেই কোন না কোন-ভাবে মায়ার অবকাশ লক্ষ্য করেন। তাই তিনি পরিপূর্ণ-বস্তু প্রদান করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া সর্ব্বদা সকলের নিকট পূর্ণ হরিভজনের কথাই কীর্ত্তন করেন,—আংশিক হরিভজনের কথায় তাঁহার মন উঠে না,—সকলকেই সার্ব্বকালিক হরিভজনের কথা বলিয়া থাকেন,—পূর্ণবস্তু-প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক মানবকে, স্ব-স্ব-পূর্ণ আধার উন্মুক্ত করিয়া দিতে বলেন—সকলকেই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে বলেন। সার্ব্বকালিক হরিভজনের কথা এত দাগ বসাইয়া, এত জোরে, অনুক্ষণ আর কেহ কখনও প্রচার করিয়াছেন কিনা,—আমাদের জানা নাই। সাধারণের ধারণায় সারাদিন সংসারের নানা-কাজের পর একটী নির্জ্জন-স্থানে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করা বা খানিকটা গান করা, কিংবা কিছুক্ষণ নাসা বন্ধ করিয়া ধ্যান করা, দিনের মধ্যে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট-সময়ে কয়েকবার ঘণ্টা নাড়া, অথবা কিছু-সময়ের জন্য কোন একটী সভায় বা বিশ্রামাগারে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তনাদি করা, সদালাপ বা গ্রন্থাদি পাঠ করা প্রভৃতিই 'হরিভজন'। কিন্তু চব্বিশ-ঘণ্টাই সকল-কার্য্যে—প্রতি-পদবিক্ষেপে—প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে—এমন কি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার বৃথা সময় না দিয়া—জগতের অন্য কোন কথা ভাবিবার সময় না দিয়া এত অধিকসংখ্যক লোককে সর্ব্বস্ব সমর্পণ-দ্বারা একসঙ্গে হরিভজন কে করাইয়াছেন? বিশেষতঃ জড়ভোগোন্মত্ত কর্ম্ম-কোলাহল-কেলি-পরায়ণ যুগে ইহা কতদূর আশ্চর্য্যজনক, তাহা আমরা ভাবিয়া অত্যাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি।

১৫। তাঁহার চরিত্রের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার হৃদয় 'বজ্রাদপি কঠোর', আবার 'কুসুমাদপি সুকোমল'—তিনি রত্নাকরের ন্যায় গুরু-গম্ভীর, আবার সুরধুনীর ন্যায় সর্ব্বশোধক। সাগরের কাছে যেমন কেহ যাইতে সাহস করে না,—দূরে—অতি-দূরে—সভয়ে—সচকিতে অবস্থান করে, তদ্রূপ কপট-ব্যক্তিও তাঁহার গুরু-গাম্ভীর্য্যের নিকট আসিতে পারে না,—ভীত ও লজ্জিত হইয়া দূরে অবস্থান করে; আবার অত্যন্ত পাপী-তাপীও যেমন অবাধে পতিত-পাবনী গঙ্গার দাখা স্পর্শ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া গঙ্গার নিকট যায়, সেইরূপ পাপ-তাপ-সন্তপ্ত-ব্যক্তি নিষ্কপটতা সম্বল লইয়া তাঁহার পাদপদ্মের নিকট উপস্থিত হইতে পারে। কঠোরতার অন্তরালে তাঁহাতে যে কত-কোমলতা রহিয়াছে,—কচি নারিকেল-শস্য যেরূপ কঠোর আবরণ-দ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ তাঁহার পরদুঃখকোমল এবং সদোচ্ছ্বাস-কোমল-হৃদয় বহির্জগতের নিকট আবৃত রাখিবার জন্য বাহ্য কঠিন আবরণে আবৃত।

১৬। সর্ব্বশেষে আর একটী বক্তব্য বিষয় এই যে, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, সর্ব্বপ্রাধান্য ও উজ্জ্বলতম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করাই এই আচার্য্যের একটী সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পারমার্থিকতা ও নিত্য-সেব্যতা শাস্ত্রে ও গোস্বামিগণের শিক্ষায় থাকিলেও বর্ত্তমানকালে দম্ভ-গর্ব্বাহঙ্কৃতা-বিমূঢ় যুগে এরূপ পরিস্ফুট ও বিস্তারিত-ভাবে হাতে-কলমে ধরিয়া গুরুর নিত্য-সেব্যতা ও পারমার্থিকতা আর কেহ শিক্ষা দিয়াছেন কি না জানি না। বর্ত্তমান যুগে গুরুবরণাদি ব্যাপার একটা সামাজিক ও নৈতিক প্রথারূপেই প্রচলিত; কোথাও বা গুরুকে একটী খণ্ড মর্ত্ত্যজীববিশেষ, কোথাও বা তাঁহাকে উন্নত ধার্ম্মিকতার উর্ব্বর-কল্পনা-ভূমিকার বিষয়-তত্ত্বের একটি বিকৃত আদর্শরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। অনেকস্থলে "তোমার গুরু", "আমার গুরু", "তাহার গুরু",—এইরূপ গুরুতে

খণ্ডবিচার-বুদ্ধির প্রবর্ত্তনী সাজাইয়া গুরুর শিক্ষা-দীক্ষার সহিত স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করা হয়। অনেকস্থলে আবার গুরুকে আত্মসম্মান-প্রতিষ্ঠা-সৌকর্য্য-বর্দ্ধনের একটী পশ্চাদ্‌ভূমিকা বা স্বীয় চরিত্র-চিত্রের একটী অপাশ্রিত অংশে কোনওরূপে স্থান প্রদান করিয়া আপনাকেই 'প্রধান নায়ক' বলিয়া স্থাপন করা হয়, কোথাও বা কেহ কেহ আপনাকে নিজগুরু হইতেও কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করেন, কেহ বা স্বীয় কপটাচার সমর্থন করিয়া লোকসমাজে 'পার্ষদ' বলিয়া খ্যাতি পাইবার জন্য মূর্খতার আদর্শকেই গুরু-প্রতিমারূপে গঠন করিয়া উহাকে ত্রিরাত্র ঢাক-ঢোল বাজাইয়া পূজা-উৎসব এবং অন্তিমে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এইরূপ গুরুক্রব ও শিষ্যক্রবগণের বিবিধ মনোহারী দোকান এই মায়ার রঙ্গ-মঞ্চের দ্বারে সজ্জিত থাকিয়া লোকের চিত্ত বিত্ত নানাভাবে হরণ করিতেছিল। এই আচার্য্য-কেশরী এই যুগে অবতীর্ণ হইয়া গভীর মেঘমন্দ্রে জানাইয়া দিলেন,—গুরুপাদপদ্ম পারমার্থিক ও নিত্যবস্তু, তাহা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে। 'তোমার গুরু', 'আমার গুরু'—এই খণ্ডবিচার লৌকিক-গুরুনামধারিগণের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও পারমার্থিক গুরুদেব সেরূপ খণ্ডিত বস্তু নহেন; তিনি অদ্বয়-জ্ঞানেরই প্রকাশতত্ত্ব। বস্তুতঃ জগদ্‌গুরুই—গুরু, আরে 'গুরু'-নামের অযোগ্য। সেই গুরুদেবের নিত্য-আনুগত্যই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম। যেখানে 'গুরু' গৌণভাবে অঙ্গীকৃত হন বা গুরু হইতে বাড়িয়া 'অতিবাড়ী' হইয়া যাইবার অভিলাষ, সেখানে গুরুপাদপদ্ম নাই, কেবলমাত্র 'লম্ফ'র তাণ্ডব নৃত্য।

১৭। বর্ত্তমান-যুগের পণ্ডিত-সমাজে 'বেদান্ত' বলিতে নির্ব্বেদ-জ্ঞান-প্রতিপাদক বিচার-গ্রন্থই নির্দ্দিষ্ট হইত; কিন্তু এই আচার্য্যবর তাঁহার অসামান্য, অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানাইলেন যে, ভক্তিই একমাত্র বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতামৃতই সহজ বা অকৃত্রিম বেদান্ত-নির্য্যাস। শ্রীচৈতন্যদেব, তাঁহার পার্ষদভক্ত এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গানুগ বাবতীয় ভক্তগণের চরিত্র যেন একটী স-ভাষ্য ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত। এরূপ কথা এই যুগাচার্য্য ব্যতীত এরূপ পরিষ্কারভাবে সকলের চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়া আর কেহ বলিয়াছেন কিনা,—আমরা জানি নাই।

১৮। বর্ত্তমান যুগে পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থ বেদের পরবর্ত্তিকালে প্রকাশিত বলিয়া তৎপ্রতিপাদ্য বিষয় এবং তৎপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম আধুনিক—কিন্তু এই যুগাচার্য্যই এই যুগে সমগ্র পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত-পুরাণ-প্রতিপাদ্য 'বিষয়' ও 'ধর্ম্ম' সংহিতাদি অতিপ্রাচীন গ্রন্থের ও পূর্ব্ব হইতে অনাদি-সত্যরূপে প্রচারিত রহিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ শুক্ল-সংহিতার প্রকাশ-কালেরও বহুপূর্ব্বের কথা। পুরাণের আকর-গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বৈদিক-গ্রন্থ কালক্রমে অনেকগুলিই তিরোহিত হইয়াছেন। সেইগুলি পুরাণ-রচনা-কালের পরবর্ত্তিকালে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের আকর-গ্রন্থগুলি সম্প্রতি নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে।

১৯। এই আচার্য্য বর্ত্তমান ভাগবতবিমুখ যুগে শ্রীমদ্ভাগবতের যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের অসমোর্দ্ধ আসন সংরক্ষণের জন্য ভাগবতাপরাধী ব্যবসায়ি-গণের মূর্দ্ধ্নিতে পদাঘাত করিয়াছেন। তিনিই জানাইয়া-ছেন, 'ভাঙ্কাটিয়া কখনও ভক্ত নহে'। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিতে হইবে—শ্রীমদ্ভাগবতকে দিয়া নিজের সেবা করাইতে হইবে না। শ্রীশালগ্রাম প্রভুর সেবার জন্য বাদাম ভাঙ্গিতে হইবে, কিন্তু নিজে বাদাম পাইবার জন্য শালগ্রাম প্রভুকে বাদাম ভাঙ্গিবার যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে না।

২০। এই আচার্য্যদেব প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের নিকট 'মূর্ত্তিমান যমরাজ', কপটব্যক্তিগণের নিকট 'অব্যর্থ গাণ্ডীব,' অন্যাভিলাষীর নিকট 'ভীষণ খড়্গহস্ত', কুতার্কিকের নিকট 'মূর্ত্তিমান সুদর্শনচক্র', অসচ্চরিত্রের নিকট 'অরসিক', রসা-ভাসভোগী ও সিদ্ধান্তবিরোধীর নিকট 'নিরস জ্ঞানী', বৈষ্ণব-দ্রুবের নিকট 'দাম্ভিক' আর নিষ্কপট সজ্জনের নিকট একমাত্র নির্হেতুক-পরদুঃখদুঃখী, মহাবদান্য-শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মসোদরা দয়া-শক্তির প্রকাশ ও দুঃখী দুর্ব্বল জীবের একমাত্র আশ্রয়।

২১। তাঁহার আর একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি

বর্ত্তমান অভিজ্ঞতাবাদের যুগে এমন একটা নূতন কথা বলিয়াছেন যে, তাহাতে সমস্ত পরাক্‌প্রবণ পণ্ডিতমন্য যেন নির্ব্বাকের ন্যায় তাকাইয়া সেই গঙ্গোত্রীধারার কূল-কিনারা পাইতেছেন না। এই গঙ্গোত্রী কৃষ্ণপাদপদ্মহিমালয় হইতে উদ্ভূত হইয়া জীবোদ্ধারের জন্য বিভিন্ন স্থল-ভূমিকায় অবতরণ করিয়াছেন। এই জলে অবগাহন করিলে ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট জীবের সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল এবং শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা পান করিলে কৃষ্ণপ্রেমাদ-সুধারসের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাকেই এই আচার্য্যপ্রবর 'স্রোতপন্থা' বা 'অবরোহবাদ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

২২। এই আচার্য্যের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, যত বড়ই তার্কিক, সার্ব্বভৌম পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হউন না কেন, কেহই তাঁহার সদ্‌যুক্তি সিদ্ধান্তের সহিত যুক্তিসঙ্গত বিচার করিলে তাঁহার সিদ্ধান্ত অতিক্রম করিয়া অন্য কোন বিপথে যাইতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিতা সদ্‌যুক্তির নিকট অনিবার্য্য পরাজয়ের ভয়ে যুক্তিসঙ্গত বিচার পথ ছাড়িয়া অন্য কোন দুরভিসন্ধিকে আশ্রয় করিতে যান, তাঁহারা উন্মার্গগামী হইয়া নিশ্চয়ই কুসিদ্ধান্ত-গর্ত্তে পতিত হন। অনেক সার্ব্ব-ভৌম পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তিগণও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই আচার্য্যের যুক্তির সহিত কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ক্ষমতা নাই। এই আচার্য্যের শ্রীমুখ-পদ্মবিনির্গত যুক্তি-তুলিকা-সৌরভ সর্ব্বসজ্জনানন্দ বর্দ্ধক।

২৩। বর্ত্তমান অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-বিষ্ণুবিরোধযুগে অপভ্রষ্ট দেবতাগণের ছায়, বাস্তবসত্য বিষ্ণুর অনুকরণে যখন সর্ব্বত্রই পাষণ্ডতার অবতারসমূহ নূতন নূতন আকারে সৃষ্টি হইতে থাকিল, তখন এই আচার্য্যকেশরীই ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষা প্রতিধ্বনি করিয়া আরও উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিন তিনে অবশ্য যাবায়।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রবিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর॥

যখন গৌর-বিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনুরাগের পরিবর্ত্তে নূতন নূতন তত্ত্ববিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট ছড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে থাকিল, যখন দিগ্‌বিদিগ্‌ শ্রীল জগন্নাথ ও ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ প্রভৃতি মহাজনগণ ঐ সকল নব-প্রবর্ত্তিত কুবিষয়-কীর্ত্তনের কথা শুনিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথিত এবং ঐরূপ অপরাধিগণকে জীবন নামাপরাধিজ্ঞানে উপেক্ষা করিলেন, তখন অহৈতুক জীবদয়াময় এই আচার্য্যবর গুরুগৌরবিহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনপরিত্যাগী অর্থাৎ গুরুত্যাগিগণের তত্ত্ববিরুদ্ধ-রসাভাসাদি দোষসমূহ উদ্‌ঘাটন করিয়া জগতে শুদ্ধকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মন্দাকিনীধারা বর্ষণ করিতে থাকিলেন।

২৪। বর্ত্তমান কৃষ্ণবিমুখ যুগে সকলেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুকে—কৃষ্ণসেবোপকরণকে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত। এই সংক্রামক রোগ সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া দুর্ব্বল জীবগণকে অনর্থ-সাগরে পাতিত করিতেছিল। এই আচার্য্যবর এইরূপ যুগে উদিত হইয়া জানাইলেন, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু তোমার ভোগের বস্তু নহে। অপ্রাকৃত সাহজিকগণ—অনর্থমুক্ত পুরুষগণ চিল্লীলা-বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কৃষ্ণকর্ণোৎসব-স্বরূপ যে সকল গীতি কীর্ত্তন বা অপ্রাকৃত সহজ-সেবা-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনর্থযুক্ত অনধিকারী 'পাছে না উঠিতে এক কাঁদি'—এই ন্যায়ানুসরণে কৃত্রিমভাবে নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অনুকরণ করিতে গেলে অনর্থ হইতে মহা অনর্থ সাগরের গভীর অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইবে। বর্ত্তমান বৈষ্ণব-ধ্রুব-সমাজে, তাড়াটিয়াগণের মধ্যে, আত্মহিতবিমুখ-জন-সঙ্ঘে, হাটে-বাজারে, সাহিত্য-সভায়, আমন্ত্রোৎসবে, রঙ্গমঞ্চে, বায়োস্কোপে "রাইকানুর গান" না হইলে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বস্তুটী পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু এই আচার্য্য-কেশরী সিংহের হুঙ্কারে সেই গুরুদেবের বাণী বিবৃত করিয়া বলিলেন,—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

২৫। তাঁহার আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রতি জীবকেই কীর্ত্তনের অধিকার প্রদান করিয়া কাহাকে গরুড় করেন—মূককে বাচাল করেন—পঙ্গু দ্বারা গিরি লঙ্ঘন করান। ইহা শুধু গল্পের কথামাত্র নহে। জগতের উচ্চপাদপীঠে আরূঢ় অনেকে নীচকে কিঞ্চিৎ উচ্চ অধিকার প্রদানের লোভ দেখাইয়া আপনাদিগের উচ্চপীঠ নীচের আক্রমণ হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিষেধক উপায়

উদ্ধার করেন বটে; কেহ বা গীতোক্ত "পতিতাঃ সমদর্শিনঃ" বাক্যের আদর্শ কিঞ্চিৎ অনুকরণ করিতে পারিলে 'মহা উদার' বলিয়া জগতে খ্যাত হন বটে; কিন্তু কাহাকে 'গরু' করিতে পারেন, সকলকেই ওজর বৈষ্ণব-রূপাশক্তরূপে দর্শন করিতে পারেন—একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়াশক্তি। আমরা এই আচার্য্যে এই বৈশিষ্ট্যটীর পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

২৬। তিনি অবঞ্চক হইয়াও বঞ্চনা-কামীর নিকট পরম-বঞ্চক,—তিনি অমায়ার কৃপার দ্বারা অজস্ররূপে বর্ষণ করিলেও বঞ্চনাকারিগণের নিকট মায়ী। নিষ্কিঞ্চন ভাগবত-দের মহাত্মা মায়ীবাদিবাবাজী মহারাজ এ-কথার আভাস কাহাকেও ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। তাই বিবৎসরমহংস হইয়াও তিনি কৃষ্ণ-চৈতন্য-বিরোধিগণের মোহনার্থ দণ্ড ও কিতাদ-বৈভবাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক নানাপ্রকার ছলনা বা বঞ্চনাময়ী ক্রিয়া-মুদ্রার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ত্রিদণ্ড-কাষায়বস্ত্রাদি ভূষাশ্রমলিঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে বৈষ্ণবদাসরূপে পরিচিত করিয়া আত্মদণ্ড-বিধান-প্রদর্শনদ্বারা কৃষ্ণচৈতন্য-বিরোধী প্রাকৃত-সাহজিকগণকে বঞ্চনা করিতে-ছেন। অকৃত্য নীতিবাদীর নিকট ঊর্দ্ধরেতা এবং নিষ্কল নৈতিকচরিত্রবান্ সংস্কৃতিরূপে আপনাকে প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকেও নিজ গৌর-বৃন্দাবন-প্রেষ্ঠস্বরূপ বুঝিতে দিতেছেন না। যাঁহারা তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে চাহেন, তাহাদিগকে তিনি সেইরূপ ভাবেই ভজন করেন। যাঁহারা তাঁহার আপন-দণ্ডকে 'দয়া' না বুঝিয়া 'হিংসা' বলিয়া জ্ঞান বা যাঁহারা তাঁহার আদর-প্রদর্শনকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই সুযোগে তাঁহাকে আরও বঞ্চনা করিতে চাহিবেন, তাঁহারা উভয়েই বঞ্চিত হইবেন। যাঁহারা তাঁহার মনোঽভীষ্টৈক-পূরণ ব্যতীত নিজের তহবিলে পৃথগ্‌ভাবে কোন অভিলাষ লুকাইয়া রাখিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন। তাঁহার পরবিদ্যাপীঠসংস্থাপন প্রভৃতি দেখিয়া যাঁহারা পরবিদ্যা বা ভক্তি-বিনোদ সাধন করিবার পরিবর্ত্তে আত্মবিনোদ সাধনের অভিলাষ পোষণ করিবেন—স্বতন্ত্র হইয়া নিজের তহবিলে কিছু 'জমা' করিতে যাইবেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। যাঁহারা স্বরূপ-বৃত্তিতে—শোক-রহিত বৈষ্ণবদাসরূপ ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ না হইয়া—অনৌপম্য কৃষ্ণপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে নিরন্তর ভক্তি করিবার নিষ্কপট অভিলাষ না লইয়া জাগতিক কোন অনুভবের কামনায়—কোন প্রতিষ্ঠার কামনায় মুক্ত-দণ্ডাদি-প্রকাশের অভিনয়মাত্র দেখাইবেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। যাঁহারা গোস্বামিবৃন্দ, ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌর-কিশোর এবং এই আচার্য্যবরকে অভিন্নবিগ্রহরূপে না জানিয়া অদ্বয়-জ্ঞানের বিরোধী হইবেন, তাঁহারা মায়ার ছলনায় পড়িয়া নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন। আমরা যেন নিষ্কপট হইয়া এই অবঞ্চক জগদ্গুরুর পূজার উপাদান-সংগ্রহ করিতে পারি—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হউক।

মক্ষিকা যেরূপ আপন মুখে মেরু ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমরাও এই মহাপুরুষের অনন্ত গুণবৈভবের মহা-মহিমা-রাশির কিয়দংশও এই মুখে ধারণ করিতে পারিব না। তথাপি প্রভুপাদের এই অদ্ভুত কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে জিহ্বায় যেন কীর্ত্তন-কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়। মহাপুরুষ-কীর্ত্তি-কীর্ত্তন-রসিকা জিহ্বা সেই মাহাত্ম্য-সঙ্কীর্ত্তনে অতীব চঞ্চলা হইয়া আপনার হৃদয়-মন্থনা উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, তখন চতুর্দ্দিকের উন্মুক্ত অদ্ভুত ভাণ্ডারের কোন্ রত্নটী আহরণ করিব, কোন্‌টীই বা পরিত্যাগ করিব,—এই বিচারে অধীর হইলে কেবলমাত্র আদি কবির এই কথাটীই মর্ম্মে-মর্ম্মে মূর্চ্ছনা দিতে থাকে,—

"লাগ বলি' চলি' যায় সিন্ধু তরিবারে।
যতের সিন্ধু না যেয় কূল, অধিক অধিক বাড়ে॥"

হে আচার্য্যবর! আপনার অনন্ত মহিমা-বৈভব-সিন্ধুর তীরের একদেশে দাঁড়াইয়া আমাদের কেবল আপনার শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে, আপনি আমাদিগকে আপনার অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করুন।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের

চতুঃপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব উপলক্ষে

'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি'

(১)

পতিতপাবন, অধমতারণ
হয় শুদ্ধদেব দীনৈকশরণ
পূরব রীতিতে উদিয়া ভারতে
নাম-স্রোতে ভাসালে ভুবন।

(২)

(তুমি) সর্ব্বজীব-হৃদে আছ চৈত্যরূপে
বাহিরে প্রকাশ আচার্য্য-স্বরূপে
(জীবের) অন্তর বহিঃস্থ অশুভ বিনাশি'
করিতেছ নিজ গতি প্রদর্শন।

(৩)

(তুমি) চিদ্বিলাসতত্ত্ব, অপ্রাকৃত সত্তা
(এ) বদ্ধজীব পক্ষে অগম্য সে তত্ত্ব
নিজশক্তি দিয়া স্বরূপ দেখা'ল,
তবে হৃদে মিলে তব দরশন।

(৪)

(তব) আবির্ভাব-দিনে কেন হয় মনে
নিতাই নাচি ঐ বসি' সিংহাসনে
নাম-হাট পাতি নদীয়া-বিপিনে
আপামরে প্রেম করে বিতরণ।

(৫)

তা' যদি না হ'ত তবে কেন এত
সঙ্কীর্ত্তন-রোলে ভারত কম্পিত,
আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে দাক্ষিণাত্য ব্যাপি'
হইত এরূপে ভক্তি প্রচারণ।

(৬)

কুমারিকা হ'তে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত
ভাসী-ব্রহ্মচারী নাহি তার অন্ত
কৃষ্ণ-কোলাহলে মাতায়ে ভুবনে
শুদ্ধ-কৃষ্ণ-ভক্তি করে প্রচারণ।

(৭)

পশ্চিম দেশীয় গণ্য-মান্য কত
তোমার দর্শনে হ'য়ে প্রভাবিত
তব শ্রীচরণে হইয়া আশ্রিত
(তাদের) তুচ্ছ অর্থ করে পথে বিক্ষেপণ।

(৮)

(তাঁরা) চিরবিখ্যাত-বঙ্গবাসি-দ্বেষী
(আজ) বঙ্গীয় বৈষ্ণব-চরণ-পরশি'
বিনয় বাক্যেতে সকলে সম্ভাষি'
দৈন্যে প্রেম-অশ্রু করে বরিষণ।

(৯)

কোথা বারাণসী 'শ্রীনৈমিষারণ্য'
কুরুক্ষেত্র আর শ্রীবৃন্দারণ্য—
এ সবার মাঝে মঠ প্রকাশিয়া
শুদ্ধ-ভক্তি-পথ কৈলে উদ্ঘাটন।

(১০)

(তব) ভাষ্য-টীকা-বিভূষিত ভাগবত
শ্রীনৈমিষারণ্যে হ'তেছে পঠিত
(যেন) শৌনকাদি ঋষি শুশ্রূষা প্রকাশি'
সূতমুখে শুনে ভাগবত-কথন।

(১১)

(তব) শিক্ষা-প্রচারিকা গৌড়ীয় পত্রিকা
(আজ) ভক্তগণের সর্ব্বার্থ-সাধিকা
তুমি ইহা-দ্বারে সব নারী-নরে
শুদ্ধ-ভক্তি-তত্ত্ব করিছ জ্ঞাপন।

(১২)

সর্ব্বশাস্ত্রোদ্ধৃত শুদ্ধ-সমন্বিত
শ্রীগৌড়ীয় কণ্ঠহার প্রকাশিত
(তাই) সহজ হইল সাধনের পথ
আনন্দে ভাসিছে শুদ্ধ-ভক্তগণ।

(১৩)

চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব আচার্য্য—
নিম্বাদিত্য-বিষ্ণুস্বামী-মধ্বাচার্য্য
আর রামানুজে তব মঠরাজে
আরাধ্য সহিতে ক'রেছ স্থাপন।

(১৪)

শ্রীচৈতন্যমঠে চতুষ্পাঠি খুলে
পরবিদ্যালোকে ভকতে জাগালে,
(তাই) আনন্দেতে আজি শুদ্ধভক্ত মিলে
করিতেছে তব জয় সঙ্কীর্ত্তন।

(১৫)

তব আবির্ভাব অনুভব করি'
নবসাজে সাজি' প্রকৃতি সুন্দরী—
বসন্ত কুসুম গন্ধময় করি'
মলয় সমীরে করিছে ব্যজন।

(১৬)

নদীবক্ষে নাচে তরঙ্গ সকল
(যেন) উৎফুল্ল-আনন্দে হইয়া বিহ্বল
পিক দৃঢ়স্বরে ভ্রমর ঝঙ্কারে
প্রকৃতি করিছে মঙ্গল সূচন।

(১৭)

ওহে বিশ্ববাসী দে'কনা নীরবে
এস যোগ দাও এই মহোৎসবে
শ্রীগুরু মূরতি নয়নে নেহারি'
সার্থক করহ মানব-জীবন।

(১৮)

ভাসী-ব্রহ্মচারী-শুদ্ধভক্তগণ,
তোমাদের পদে এই নিবেদন—
সবে কৃপা ক'রে দাস নটবরে
সেবকের মধ্যে করহ গণন।

(১৯)

সাধনের ধন শ্রীগুরু-চরণ,
তোমরা না দিলে পায় কোন্ জন।
তাই করিতেছি সকৈতবে ক্রন্দন,
কর সবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।

(২০)

দয়াময় গুরো পতিত-পাবন,
(আজ) কি দিয়া পূজিব রাঙ্গা চরণ
ভক্তি প্রসূনে গাঁথিয়া বচনে
আনিয়াছি মালা করহ গ্রহণ।

(২১)

দূর হ'তে এই দীন অভাজন
কেমনে করিবে যাস আবাহন,
তাই ওরো তব পদ হৃদে ধরি'
(আজ) ভক্তি-প্রসূনে করিব পূজন।

(২২)

এস বিশ্ববাসি দেব সবে ভাই
কিবা আনন্দে মগ্ন বৈষ্ণব সবাই
যেন এই রঙ্গে শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গে
লভে পরিহরি করহ কীর্ত্তন।

(২৩)

অকপে গুরুদেব হ'বে শুভক্ষণ
স্নেহ ভ'রে ধরি ও রাঙ্গা চরণ
গৌড়ীয় সহিতে মাখিয়া অঙ্গেতে
পবিত্র করিব এ পাপ জীবন।

(২৪)

স্নেহ কোলে করি কৃপাবলোকন
নিজ দাসে কর কৃপা বিতরণ
তাপিত হৃদয় এ ভক্তি-রতন
ইচ্ছা করে সদা সেবিতে চরণ।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ-সেবকগণের শ্রীচরণসেবাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন
কটক

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-
গোস্বামী মহারাজের
চতুঃপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব-উপলক্ষে

দীনের অর্ঘ্য

অন্তর্যামি প্রভু,
আসিয়াছি আজি তোমার চরণে
জানাতে বেদনা অকপট মনে
এ যেন সুযোগ লভি জনমে
হয়ত পাবনা কভু।
অন্তর্যামি প্রভু!

চিন্তা এসেছে আজ,
কোটি জনম ধ'রে গেছে মোর
কি মোহ-মদিরা পানে হ'য়ে ভোর
একটি বারও ভাবিনিক' হায়
কে আমি কি মোর কাজ।
চিন্তা এসেছে আজ।

সুদূর অতীত কালে
পাপ প্রলোভন চিত্তে জাগিয়া
কর্ম্ম আবর্ত্তে ফেলিল টানিয়া
আপনার দোষে আপনি মজিনু
সুদৃঢ় বাসনা জালে।
কোন্ সে অতীত কালে॥

ভাই, মায়ার কবলে পড়ি',
কতনা দণ্ড করিতেছি ভোগ
জন্ম-মৃত্যু-জরা-রোগ-শোক
নরকে ডুবিয়া স্বর্গে ভ্রমিয়া
স্বর্গের রথে চড়ি'।
মায়ার কবলে পড়ি'॥

আঁধার পথের যাত্রী
জানিনা কোথায় যুগ যুগ ধরি'
চলেছি কি আশে আপনা পাসরি'
অরণ্য ভীষণ শ্বাপদ গর্জ্জন
ভয়ানক নিশীথ রাত্রি।
আঁধার পথের যাত্রী॥
কে গো তুমি জ্যোতির্ম্ময়,
বন্ধুবিহীন নিবিড় কাননে
কি মহ শোনালে হতাশের প্রাণে
নিবিড় তামস পলকে নাশিয়া
পথিকে করিলে নির্ভয়।
কে গো তুমি জ্যোতির্ম্ময়!
এ কী এ আকর্ষণে
আমার বলিতে বিশ্বে যা কিছু
আছিল লইয়া ধাইবারে পিছু
চায় দেহ-মন সব সমর্পিতে
জগবন্ধু ও চরণে।
কিসের এ আকর্ষণে!
শুনিতে তোমার বাণী,
বিশ্ব ছুটি'ছে ব্যগ্র হইয়া
হৃদয়ের সব দুয়ার খুলিয়া
অভাগা আমারে করমের ফল
বিপথে ফেলিল টানি'।
শুনিতে দিলেনা বাণী।
তবু, বাসনার নাই শেষ
মনটি আমার দেজেছে কর্ত্তা
রক্ত মাংসের হ'য়েছে ভর্ত্তা
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড করিবারে চায়
ভোগ করি নিঃশেষ।
বাসনার নাই শেষ॥
কোটি কোটি নতি পদে
নিত্যকালের দেবতা আমার
নাহি কিছু মোর পূজার সম্ভার
কাম-কলুষিত হৃদয়টি শুধু
ভরা লোভ-মোহ-মদে।
কোটি কোটি নতি পদে।

আমি, হরি-গুরুবহির্ম্মুখ
(তাই) মায়াদেবী মোরে নদীতে ফেলিয়া
ডুবার উঠান মারিয়া মারিয়া
হ'ল নাক' তবু সুবুদ্ধি উদয়
পেয়ে নানাবিধ দুঃখ
হরিগুরুবহির্ম্মুখ।
তুমি বড় দয়াময়,
এ জগতে যত পতিত পামর
তব কৃপাবলে হইল অমর
জগতের দুঃখ নাশিবার লাগি'
প্রপঞ্চে তব উদয়।
তুমি বড় দয়াময়।
অতীব পামর আমি,
আমার সমান কেহ নাহি আর
ঘৃণ্য পতিত পশু দুরাচার
তুমি বিনা আর কে করিবে দয়া
করুণাময় স্বামি!
অতীব পামর আমি।
সঞ্চিত পাপরাশি
পলে পলে মোরে টানিতেছে পিছে
'আত্মসমর্পণ' মোর সব মিছে
'নাই' নাহি হয় সত অপরাধ
দাঁড়াব সুমুখে আমি
সঞ্চিত পাপরাশি।
অহেতুক কৃপাসিন্ধু,
অধমের প্রতি একবার চাও,
ওই চরণের রজঃকণা দাও
নতুবা আমার নাহিক উপায়
ওহে দীন-জন-বন্ধু,
অহেতুক কৃপাসিন্ধু!

মায়মা, মেদিনীপুর।　　কৃপাভিখারী—
অনৈক দীন সেবকাধম।

ক্ষমা-ভিক্ষা

কুচবিহার, শ্রীহট্ট, জামসেদপুর, ধানবাদ, লোহার্ডাগা ও ঢাকাধানী ভক্তবৃন্দের "অর্ঘ্যসমূহ" স্থানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারিল না। এজন্য আমরা তাঁহাদের চরণে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতেছি। ইংরেজী ভাষাতেও যে সকল পুষ্পাঞ্জলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটী শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত Harmonist নামক ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া ঐ সকল আর গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইল না। আসামী, উড়িয়া, হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, কানেরিজ, তুলুয়, তেলেগু, তামিল প্রভৃতি ভাষায় বিভিন্ন দেশবাসী ভক্তগণ প্রভুপাদকে যে সকল "অর্ঘ্য" প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও সকলগুলি স্থানাভাবে দেওয়া যাইবে না। কতক-গুলি অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইবে। আশা করি, এজন্য ভক্তগণ আমাদের ত্রুটী গ্রহণ না করিয়া নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।

বিভিন্ন মঠে ব্যাসপূজা

আমরা বিভিন্ন মঠ হইতে পত্র পাইয়াছি যে, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ন্যায় শ্রীচৈতন্যমঠানুগত ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠসমূহেও মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী দিবসে যথারীতি ব্যাসপূজা, সংকীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণাদি উৎসব হইয়াছিল।

—:*:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরেভ্যো নমঃ

অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদাচার্য্যদেবস্য চতুঃপঞ্চাশত্তম
আবির্ভাব-দিবসস্যে
শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম-
শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় ও শ্রীসচ্চিদানন্দ
মঠানুগত সেবকবৃন্দকৃত

নীলাচল-কুসুম-স্তবক

(উড়িয়া)

প্রভো, আজি অপার আনন্দর দিবস। স্বয়ং ভক্তরাজ বসন্ত আজি অভিনব বিশ্ব-সৌন্দর্য্য ধারণপূর্ব্বক তবদীয় সম্বর্দ্ধনা-নিমিত্ত উপস্থিত। আমেমানে অত্যন্ত নগণ্য কেবল হৃদয়র পূতভক্তি-মন্দাকিনী-জল-সেচনদ্বারা শ্রীচরণযুগল ধৌত করি অসার জীবনকু সার্থক করুঅছুঁ।

দেব, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পরম করুণাময় ভগবান্ ব্রজ-মণ্ডলরে মাধুর্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে, নবদ্বীপ-মণ্ডলরে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দররূপে ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলরে অর্চ্চা-বিগ্রহরূপে প্রকটিত হোই অছন্তি। আপন শ্রীগৌর-প্রভু-বিচিত্র-লীলা-ভূমি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্ররে আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হোই জীবর অশেষ কল্যাণ সাধন করু অছন্তি।

শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
(পদ্মপুরাণ)

শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র ও সনকাদি এহি চারি গোটি সাম্প্রদায়িক মূলরু কলিকালরে ভুবনপাবন বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় উৎকল দেশরে প্রকাশ পাইবে—এহা শ্রীপদ্মপুরাণরে উল্লিখিত অছি। কলিকালরে চারিজন শুদ্ধধর্ম-প্রবর্ত্তক বৈষ্ণবাচার্য্য এহি চারি মূলপ্রবর্ত্তকঙ্কর মত বিস্তার করিবে। শ্রীক্ষেত্ররে শ্রীপুরুষোত্তম-দেবঙ্ক আশ্রয়রে সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় শুদ্ধমঠসমূহ স্থাপন করি নিজ নিজ প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলা। এ সব্ কালে কালে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক নৈতর জন-সমাজরে বিস্তার করি জীবগণঙ্কু কৃষ্ণোন্মুখ করি অছন্তি। কিন্তু কালর করাল স্রোতরে সেহি সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হুএন্তে। আপন শ্রীভগবদিচ্ছারে আত্তমানঙ্কর মঙ্গল পাই উৎকলরে প্রকটিত হোই পুনরায় নিজে আচরণ করি সেহি বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবাকু ব্রতী হোইঅছন্তি।

আজি উৎকলবাসী আপনকর আবির্ভাবরে গৌরবান্বিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ-সনাতন-বৈষ্ণব ধর্ম্মর বিস্তার ও উপলব্ধিসকাশে শ্রীক্ষেত্ররে পুরুষোত্তম মঠ, অলারনাথরে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ ও কটকরে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ স্থাপন করিবিবাকু উৎকলবাসী আজি আপনঙ্কঠারে হৃদয়র গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুঅছন্তি। উৎকলবাসী দরিদ্র, আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতারে পশ্চাদ্‌পদ। কিন্তু সে শুদ্ধ-বৈষ্ণবঙ্কর কৃপাপাত্র হোই নিজকু অনন্ত বিভবশালী মনে করুঅছন্তি।

গোস্বামিন্, শ্রীমন্মহাপ্রভু এহি উৎকলদেশকু নিজে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তিরে প্লাবিত করিথিলে। আপন পুনরায় সেহি ঔদার্য্যময় পরিপুষ্টিসাধনকল্পে উৎকলভূমিকু বিমল হরিকথা প্রদান করুঅছন্তি। কালর কুটিল গতিরে উৎকলবাসী রায় রামানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষমানঙ্কু ভুলি যাইথিলে। কিন্তু আপনঙ্কর আবির্ভাবরে সেহি মহাপুরুষ-মানঙ্কর স্মৃতি-উৎকলবাসী হৃদয়রে জাগরিত হোইঅছি।

গুরুদেব, আপনঙ্কর গুণানুকীর্ত্তন করিবা সকাশে আমমানঙ্কর ভাষা ও ভাব নাহিঁ। একান্ত প্রার্থনা এহি যে পরি চিরদিন আপনঙ্কর সেবানুগতারে শ্রীভগবৎসেবা-পরায়ণ হোই পারিবুঁ। সেথিসকাশে আমমানঙ্ক আশীর্ব্বাদ দান করন্তু। ইতি। শ্রীচরণাশ্রিত—

শ্রীশ্রীমঠানুগত সেবকবৃন্দ

—:•—

অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদাচার্য্যদেবঙ্কর চতুঃপঞ্চাশত্তম
আবির্ভাব-বাসরে শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে

সুভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

প্রভো! যেউদিন এহি মায়াবদ্ধ ত্রিতাপদগ্ধ নৈরাশ্য-জর্জ্জরিত হতভাগা নরাধম ভবদীয় চরণসরোজরে শরণাপন্ন হোই নিজর দুঃখর কাহিনী প্রকাশ করি মরুতুল্য শুষ্ক হৃদয়রে বিমল হরিভক্তি রসর স্বচ্ছপ্রবাহ অনুভব করি পাইথিলা সেইদিন এহি অকিঞ্চন পক্ষরে গোটিএ চিরঃ-স্মরণীয় দিন। স্বহস্ত-রোপিতা ভক্তিলতা কালক্রমে কৃপা-বারি সিঞ্চা হোই ক্ষুদ্রকুসুমবিভূষিতা হোই অছি। অদ্য ভবদীয় প্রকটবাসরে সেহি পুষ্প চয়ন করি শ্রীচরণযুগল বন্দাপনা করিবার সুযোগ পাই নিজর জীবনক সার্থক করুঅছি। বড় আশা জন্মজন্মান্তররে শ্রীপদসেবা পুণ্য অধিকারঙ্ক বঞ্চিত যেপি নাহিঁ।

আচার্য্যদেব! আজি উৎকল, ভারত তথা সমস্ত জীবজগত পক্ষরে গোটিএ বড় সৌভাগ্যর দিন। জীব-দুঃখ-কাতর পরম-করুণ, পতিতপাবন শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ও আচরিত প্রতিপ্রতিপাদ্য শুদ্ধ-সনাতন-বৈষ্ণব ধর্ম্মর যেতে যেতে গ্লানি ঘটিলা ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ কপট-বৈষ্ণব-ভেকধারী দুরাত্মগণ স্বকল্পিত মনো-ধর্ম্মকু শুদ্ধাত্মধর্ম্ম বোলি পরিচয় দেই নানা অধর্ম্ম ও উপ-ধর্ম্মর সৃষ্টি কলে সেতে বেলে আপন শুদ্ধ বৈষ্ণবর আর্ত্তি ও অকৈতব আহ্বানরে সচ্চিদানন্দ ধামর সচ্চিদানন্দ দূতরূপে শ্রীগৌরঙ্কু প্রেম-বিলাস-ভূমি শ্রীনীলাচল ধামরে অবতীর্ণ হোই অছন্তি। উৎকলবাসি! আজি এহি পুণ্যবাসররে শুদ্ধ বৈষ্ণবচরণ-রেণু মস্তকরে গ্রহণ করি দুর্ল্লভ মানব জীবনকু ধন্য কর। করুণাময় ভগবানঙ্কর তুল্য মানঙ্ক প্রতি এহা অপার করুণার নিদর্শন নুহেঁ কি?

দেব! আজি হৃদয়-আবেগভরা আপনঙ্কর অনন্ত গুণাবলী ও অপরিসীম মহানুভবতা মাদৃশ নগণ্যর বর্ণনাতীত, আপন বিশ্ববাসীর জাগরণ নিমিত্ত শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা স্থাপন করি যেউ ভাবত তৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করি অছন্তি তাহা অচিরে সমস্ত জগতকু আলোকিত করিব, এথিরে কিছিমাত্র সন্দেহ নাহিঁ, আপন বর্ণাশ্রমাতীত হোই শুদ্ধ জগত সমক্ষরে যেউঁ বর্ণাশ্রমর অত্যুচ্চ আদর্শ

স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে একা ভারতের নহে বিশ্বমানব ভাগবতধর্ম্মে এই ভারতীয় উজ্জ্বল আদর্শ উপলব্ধি করি যেখানে যে ভারত সাধ্য-সাধনের পরম পীঠ ও ভারতের গুরু "জগতের গুরু" আছেন।

কটক—
৪ই গোবিন্দ গর্ভোদশায়ী
গৌরাব্দ ৪৪১

শ্রীচরণাশ্রিত,
সেবকানুসেবক
শ্রীরাধামোহন পট্টনায়ক

—:০:—

দ্রষ্টব্য :—আসামী, হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, কানেরিজ, তুলুর প্রভৃতি ভাষায় লিখিত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত অর্ঘ্যগুলি পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

স্থান—প্রাচীন নবদ্বীপ, গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জন্মস্থান—শ্রীমায়াপুর। আগামী ১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত নয় দিনে শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। ২২শে ফাল্গুন ৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীদোল পূর্ণিমা হইতে তিন দিন শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব।

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ ছাড়া আরও ৮টী দ্বীপ আছে। মোট যে নয়টী দ্বীপ লইয়া 'নবদ্বীপ', তাহার পরিধি—৩২ মাইল। এই নবদ্বীপধামে ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার পার্ষদগণসহ **কোথায় কি লীলা করিয়াছিলেন, তাহা দেখান** হয় এবং প্রাচীন পুঁথি হইতে সেই সকল স্থান ও লীলা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করা হয়। প্রত্যেক দ্বীপে প্রত্যহ শ্রীগৌরচন্দ্রের বিধান মত কীর্ত্তন, শাস্ত্রব্যাখ্যা, ধর্ম্মকথা-আলোচনা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

উপর্য্যুক্ত ১২ দিনের প্রত্যহ সহস্র সহস্র যাত্রীর থাকিবার স্থান ও শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য এবং বিছানা ইত্যাদি দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে লইবার জন্য যাত্রীদিগকে কিছুই ব্যয় বা তজ্জন্য কোন ভাবনা করিতে হয় না। যাত্রিগণ নিজ নিজ বিছানা সঙ্গে আনিবেন।

শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট, তথা হইতে কৃষ্ণনগরে গিয়া লাইট্ রেলওয়ে মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া খেয়াঘাটে 'খড়ে' নদী পার হইলেই অতি নিকটে শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীর তাল-গাছ ও শ্রীমন্দির দেখিতে পাইবেন। অথবা নবদ্বীপ সহর হইতে গঙ্গা পার হইয়া "হুলোর ঘাটে" নামিতে হয়। তথা হইতে মহাপ্রভুর বাড়ী যাওয়া যায়। অথবা শিয়ালদহ হইতে ঘুরুলিয়া ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে গো বা মহিষ-যানে কিংবা পদব্রজে যাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা মহেশগঞ্জের রাস্তাই সুন্দর।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গোস্বামী, (ভক্তিসারঙ্গ),
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন),
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম, এ),
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ).

শ্রীগৌড়ীয়-মঠসেবকগণের ক্ষমা-প্রদর্শন

"সাধনা"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ ও মুদ্রাকর শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপরাধ "সাধনা"য় প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া কলিকাতা জোড়া-বাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে তাঁহারা উক্ত আরোপিত ঘটনা ও মিথ্যা অপবাদগুলি সমস্তই প্রত্যাহার করিয়া দুঃখ প্রকাশ করায়, আসামীগণ অব্যাহতি পাইয়াছেন। বারান্তরে সমস্ত ঘটনা পাঠকবর্গের নিকট বর্ণিত হইবে। —গৌঃ সঃ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্ত বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়ান্ যথাযোগ্য ভোগ।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১২ই ফাল্গুন ১৩৩৪, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ | ২৮শ, ২৯শ সংখ্যা

চতুঃপঞ্চাশৎ প্রকটমহোৎসব উপলক্ষে

পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীগুরুদেবের

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

(আসান্সী)

গুরুদেব !

বস্তুর জ্ঞান বস্তুর দ্বারাই ওপজাব দবে কৃষ্ণতত্ত্বর জ্ঞান কৃষ্ণর দ্বারাই লাভ হয়। সূর্য্যকে যেনেকৈ আন বস্তুরে প্রকাশ কবিব নোৱাবে, সেইদবে মন-বুদ্ধি আদি কৃষ্ণেতর বস্তুরেও কৃষ্ণতত্ত্বর জ্ঞান লাভ কবাত একো সহায় নকবে। কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু; মানুহর মন-বুদ্ধিকে আদি কবি সকলো ইন্দ্রিয় এই জড়জগতত থকা বস্তু সমূহর স্বরূপ নির্দ্ধাবা কবিবলৈ তেনেই অসমর্থ। মানুহর সকলো পুরুষার্থ চিবদ্ধার কবি শ্রীকৃষ্ণ সগৌববে নিত্যকাল সেই নিত্যবাজ্যত অধিষ্ঠান কবি আছে। তেওঁর কৃপা নহলে তেওঁর নিজ একোকে কব নোৱাবি। যেতিয়া তেওঁ নিজে, নাইবা তেওঁর প্রেবিত কোন দূতর দ্বাবাই, তেওঁর সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব প্রকাশ কবে, তেতিয়াই সুসত্য প্রকাশ হৈছে বুলি ধবিব লাগিব।

এই সত্যক অনাদব কবি যেতিয়া মানুহে এই তত্ত্ব নিজগ কবিবলৈ নিজব পুরুষার্থকেই উপযুক্ত বুলি ভাবে, তেতিয়াই তেওঁলোকে ধর্ম্মব ওবিব পবা আতবি গৈ নানা তাবহব মতবাদ সৃষ্টি কবি আত্মবঞ্চনা আৰু পবঞ্চনাৰূপ দুই কার্য্য দ্বাবা ধর্ম্মজগতত বিষম বেমেজালিব সৃষ্টি কবে। প্রকৃত ধর্ম্ম চর্চ্চা একেবাবে নাইকিয়া হয়। দিনে দিনে অধর্ম্মব মাত্রা বাঢ়িগৈ মানুহক মানুহ নামব অযোগ্য কবি তোলে। কোনোৱে বা অলপ-অচবপ বিচাববুদ্ধি লৈ ধর্ম্ম প্রসঙ্গত নামিলে, তেওঁ গোনেই এইবোব মতবাদকে দেখিবলৈ পায়, আৰু এই বোবব অসাবত্ব উপলব্ধি কবি, হয় আন বেশব অসাকয়া ধর্ম্মকে ধবে, নাইবা ধর্ম্মক উপহাস কবি একেবাবে নাস্তিক সাজে। অলপীয়া বুদ্ধিব মানুহ কোনোৱে আকৌ তাকেই ধর্ম্ম বুলি বিশ্বাস কবি, অন্ধলাই অন্ধলাব কথামতে চলি পালে জোৰে পবাব দবে, গুরুবে সৈতে অনন্ত নবকব বাটব বাটকয়া হয় ছি।

মনোধর্ম্মব এই প্রবাহ যেতিয়া আচল ধর্ম্মক উটাই-ওপঙাই লৈ গৈ অধর্ম্মব অতল সাগবত পেলাই দিয়ে, তেতিয়া মানুহে নিত্য আৰু নৈমিত্তিক ধর্ম্মব পার্থক্য কিবা আছে বুলি বুজিবও নোৱাবে আৰু লোকে দেখুৱাই দিলে, তাক ধবিবলৈকো অমাজি হয়। কোনেবে সাহ কবি ধর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রিত বিশুদ্ধভক্তিব পবা বেলেগ কবি আনি শুদ্ধভক্তিব মহিমা কীর্ত্তন কবিবলৈ গলে পবমার্থ সম্বন্ধে নিতান্ত অনাকয়া

জাতি, কুল, নাম, বেশ, সম্প্রদায় ইত্যাদি ভোগ-বস্তুত আঘাত লাগে বুলি, অপস্বার্থপর আসুরিক প্রকৃতির মানুহ বিলাকে, সপ্তরথীয়ে অভিমন্যুক যেদি বধার দরে, তেওঁক চাৰিও দিনর পরা আক্রমণ করে, আৰু,

"আমার বাপ আতাই ধিকলে আমি করো তাক।

আমার বাপ আতাই যাক তাকে আমি হকো তাক।"

এই বচন ফাকিত কোৱা নীতি অনুসরণ নকৰা বাবে, তেওঁক নথে লাহনা দিবে।

ধর্ম্মত গ্লানি অনার হৈতে নিজ ভকতক এনেকৈ বিড়ম্বনা করা দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ধিকে থাকিব নোৱাৰি, গীতাত কোৱা কথাৰ অনুসাৰে পাপওদলন, সাধুসংৰক্ষণ আৰু ধর্ম্মসংস্থাপন এই তিন কার্য্য সম্পাদন কৰিবৰ নিমিত্তে, নিজে এই মর্ত্যভূমিত প্রকট হয়, নাইবা শক্তি সঞ্চাৰ কৰি নিজপ্রিয় কোনো এজনক পঠিয়ায়। তুলাশক্তিধাৰী এনেকুৱা প্রেৰিত পুৰুষে, এই তিন কার্য্য সাধন কৰি, নিজ প্রভুৰ মনস্তুষ্টি বিধান কৰে।

হে বৈকুণ্ঠদূত! আজি তোমাত সেই অনাৰ বীৰ্য্যৰ পূর্ণ চিনাকি পাই, আমি সেই পৰমপুৰুষ শ্রীকৃষ্ণদেৱৰ ধামৰ আনন্দ চৰণকমলত পৰি অসংখ্যবাৰ প্রণাম কৰিছোঁ, আৰু তেওঁৰ এই পৰম দানৰ বাবে নথে শতাগ্ৰ হৈছোঁ।

শাস্ত্ৰৰ মৰ্ম্ম নেজানি যি আছে তাকে কোৱা অনাচাৰি জাতি-ভক্ত গোঁসাই-বিলাকে, ভোগত তেজা দি শাস্ত্রব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ নানা ভৱহৰ ঘিৰোৰ আচৰিত আচৰিত সিদ্ধান্ত উলিয়াই, তোমাৰ প্রভু শ্রীগৌৰসুন্দৰৰ প্রচাৰিত সনাতন ভক্তি-ধর্ম্মক বিপন্ন কৰিছিল, আৰু নাক কাণ কাটি সুৰ্পনখাক সুন্দৰী ষোলাংবলৈ ঘোৱাৰ দৰে, তেওঁলোকৰ মনৰ নীচত চলা যি ধর্ম্মকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বুলি প্রচাৰ কৰিবলৈ গৈ, আন আন ধর্ম্মাৱলম্বী মানুহ বিলাকৰ ধাৰা নিজেও বিশেষ বিড়ম্বিত হৈছিল, তুমি আহি বহু শাস্ত্রযুক্তিৰে তেওঁলোকৰ সেই অসাৰতা সিদ্ধান্ত বিলাকৰ অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন কৰিলা, আৰু সূর্য্যৰ জেউতিৰে যেনেকৈ সুঁৱলীক আঁতৰ কৰি সূর্য্যক প্রকাশ কৰে সেই দৰে তুমি, এই ধর্ম্মধ্বজী বিলাকক ধর্ম্মবক্তাৰ আসনৰ পৰা নমাই, তেওঁ লোকৰ আৰোপিত কলঙ্ক সকলো দাগ মুছি, বৈষ্ণব ধর্ম্মক আকৌ সার্ব্বভৌমিক সত্যৰূপে সকলো ধর্ম্মৰ মানুহ বিলাকৰ মন আকর্ষণ কৰিবলৈ অৱসৰ দিলা।

"মাৰ খাইও মোক ছোৱাচোন" বুলি কোৱা হই এজন পাষণ্ড প্রকৃতিৰ মানুহে পাৱণ্ডুক্তিৰে তোমাক বলে মোৰাৰি প্রত্যক্ষে আৰু পৰোক্ষে তোমাৰ পাৰেৰাখনে অনিষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা। তুমি কিন্তু শ্রীনাৰ নিত্যানন্দৰে মাৰ খাইও মাধাইক প্রেম যাচিবলৈ ঘোৱাৰ দৰে, তেওঁলোকক মহাকাৰুণ্যৰে বৈষ্ণবধর্ম্মৰ বিমল ছাঁয়াত থিয় হবলৈ মাতিছা, আৰু তেওঁলোকৰ আপচিথকা অসদাচাৰৰ গম পাইও কুকুৰৰ কুকনিক গণ্য নকৰি বাজ আলিয়েদি হাতী চলি ঘোৱাৰ দৰে তুমি তাক ইতিকিং কৰি নিৰ্ভয়ে সকলো ঠাইত শ্রীহৰিনাম কীর্ত্তন কৰি ফুৰিছা।

হে পতিতপাৱন! তোমাৰ এই পাষণ্ডদলন আৰু শ্রীনামবিতৰণ কার্য্য যে তোমাৰ প্রভু শ্রীগৌৰসুন্দৰৰ কেনেকুৱা আচৰণৰ পুনৰুক্তিমাত্র তাক সাধুৱে শাস্ত্রই একবাক্যে কৰ ধৰিছে। নিত্যানন্দৰূপে অনুষ্ঠিত তোমাৰ যি বিলাক অদ্ভুত দয়াৰ কার্য্য আগেয়ে বুঢ়াআইৰ সাধুকথাৰ লগত একে পাৰীত ঠাই পাইছিল, আজি সি সব সত্যৰূপে পৰিণত হৈ, এই অকৃত্রিম বিশ্বপ্রেমৰ বৈকুণ্ঠৰ আদর্শপ্রেমৰূপে প্রকট কৰিবলৈ, আমাৰ মনক বিশেষভাবে আকর্ষণ কৰিছে।

হে আচার্য্যৱৰ! তুমি অগস্ত্যৰূপ মায়াবাদী-বিলাকৰ কঠোৰ কবলৰ পৰা মুকলি কৰি আনি কৃষ্ণভক্তিৰ যি পুণ্যপ্রবাহ কলিৰ জীৱৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে এই মর্ত্য-ভূমিত বোৱাইছা তাত-আজিলৈকে জগতৰ সকলো মানুহে স্নান কৰি জন্ম সার্থক কৰিবৰ ভাগ্য অর্জ্জন ন কৰিলেও, তাৰ বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ কৰি কোনো কথা কব পৰা মানুহ পৃথিবীতে নাহে বুলি এতিয়ালৈকে শুনা নাই। এই ধর্ম্মৰ সকলো ঠাইত বিশেষ প্রচাৰ আৰু আদৰ দেখি মনত হৈছে যে, ই তোমাৰ প্রভুৰে কোৱামতে অদূৰ ভবিষ্যতত পৃথিবীৰ সকলো ঠাইত বিৰাজি পৰিব, আৰু তোমাৰ হতুৱাই তোমাৰ প্রভুৰে এই কার্য্য সাধন কৰাই লব। ইয়াতে কবলৈ মোৰমন ৰব উলাহেৰে নাচি উঠিছে যে, তোমাৰ দ্বাৰা প্রভুৰ এই কার্য্য সুসম্পন্ন হোৱা দেখি, এই জগন্নিখিত, তোমাৰ ভক্ত আৰু পাৰিষদ সকলৰ সৈতে, স্বর্গৰ দেৱতা সকলে তোমাৰ প্রভু আৰু তেওঁৰ অভিন্নবিগ্রহ তোমাৰ নামে মহানন্দে জয়ধ্বনি গাই হৃদয়ৰ ভক্তি আৰু কৃতজ্ঞতা

জনাইছে। সেই আনন্দর খলকনি আমাবো এই ভক্তিহীন প্রদয়ত পলাব বাবে, আমি অসমর্থ কেইজন মান তোমাব নিচেই দুখীয়া, নবামেডীয়া, শিষ্‌নাথর অযোগ্য লোকে তোমাব আন আন যোগ্য শিষ্‌সিলাকক দেখি, "হাতীবো দুই দাঁত মোবো দুই দাঁত" বুলি নিগনিবে হাতীর সমকক্ষ হবলৈ যোগাব নহয়, আজি তোমাব চবণ তথানিত ভক্তিব অঞ্জলি যাচিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ।

প্রভু! কবলৈ বব দুখ আজ লাজ পাইছোঁ যে তুমি পবম-কৃপাবে আমাহতত যিখিনি ধন বাখিছিলা, তাব এটাইখিনি দুকুবাই নিজব অযোগ্যতা দেখুবাবলৈহে আজি তোমাব আগত থিব হৈছোঁ। তুমি এই মূলধন খাই নাইকিয়া কথা, অবিশ্বাসী, অধমর্ণসিলাকক দিবলগীয়া শাস্তি দি, সেই সকলব পিনে এবাব প্রসন্ন দৃষ্টিবে চোৱা, আৰু,

"জানে বা নাজানে গাঁও গীত।
মোলাগে মোলে মোবে হিত।"

এই বচন তাকি সার্থক কবি, আমাব জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত সকলো অপবাধ আৰু ত্রুটি ক্ষমা কবি, নিঃকিন্ সকলব এই ভক্তিব অঞ্জলি গ্রহণ কবা যেন।

আসাম,
২০শে মাঘ, ১৩৩৪।

প্রণত,
শ্রীশ্রীচবণব নিঃকিন,
অসমব সেবক সকল।

বঙ্গানুবাদ পরে প্রকাশিত হইবে—গৌঃ সঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীগোস্বামীজী
মহারাজকে চতুঃপঞ্চাশত্তম-কৃপা-
বির্ভাবোৎসবোপলক্ষমেঁ
শ্রীব্যাসপূজাকে দিন্
শ্রীকুরুক্ষেত্রস্থিত শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠাশ্রিতগণকা

কীর্ত্তনারাত্রিক

(হিন্দি)

বেদতারস্তত্তাপবত্তপ্রসিদ্ধ সপ্তাওবণার্দনারধিকে পদাঙ্কসে পূত পাঞ্চজন্যশঙ্খধ্বনিনিনাদিত শ্রীগীতাগান-মুখরিত, বহী প্রাচীনতম ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যুগযুগান্তরসে সিন্ধুভক্তিকে উপমানরূপসে বিরাজিত হোতা হুআ আ রহা হৈ, উসকো আজ জিন্‌হোঁনে বহাঁপর প্রচুর রূপসে সরসভক্তিপ্রেম প্রবাহিনীসে প্লাবিত কিয়া হৈ, উন্‌হীঁ গৌরাঙ্গমহাপ্রভুকে মনোঽভীষ্ট পরিপূরক অনর্পিতচর প্রেম-রসরসিক মহাপুরুষকো কীর্ত্তনারাত্রিককে দ্বারা হম্ তর্পন করতে হৈঁ।

জিন্‌হোঁনে স্বীয়প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তথা গৌরাঙ্গকে অপনে আদমী শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুকে পূতপদাঙ্কো অনু-সন্ধান করতে করতে গৌড়ভূমিসে সপার্ষদ ইতনী দূর আকর স্থানীয় অধিবাসিগণকো কুরুক্ষেত্রমেঁ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকী শুভ বিজয় তথা উনকী মহাবদান্যতাকী বাত সুনাই হৈ, হম্ উসী মহাপুরুষকো কীর্ত্তনারাত্রিক দ্বারা ভজতে হৈঁ।

কুরুক্ষেত্রমেঁ প্রাচী সরস্বতীকে তট পর স্থানেশ্বরনিবাসী জগন্নাথকে ভবনমেঁ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুনে শ্রীজগন্নাথকো তীন দিন তক কৃপাসে সাঁচা থা, যহ বাত যদ্যপি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থোঁমেঁ লিখী হুই, তথাপি অনেক ইস বিষয়মেঁ অজ্ঞ থে। জিন্‌হোঁনে স্বীয় প্রভুকে প্রেম পরবশ হোকর প্রভুকে পদাঙ্কো অনুসন্ধান করতে করতে স্থানেশ্বরমেঁ আগমন কর কুরুক্ষেত্রবাসী ঔর তীর্থযাত্রিগণকো যহ সব বতলা কর কৃতার্থ কিয়া হৈ, হম্ উন্‌হীঁ গৌরপ্রেমী মহাপুরুষকো কীর্ত্তনারাত্রিক দ্বারা ভজতে হৈঁ।

জিন্‌হোঁনে প্রভুকে পদাঙ্কসে পরিপূত তীর্থমেঁ

মহাপ্রভুকী বিজয়ধ্বজা গাড়নেকে লিয়ে কুরুক্ষেত্রমেঁ শুদ্ধভক্তিবিহার, শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ, তথা শ্রীগৌরাধাবিনোদ-রায়শ্রীবিগ্রহকো অধিষ্ঠিত কিয়া হৈ, এবং সপার্ষদ উপস্থিত হোকর নামসংকীর্তন মহামহোৎসব ঔর প্রেমভক্তিসিদ্ধান্ত-সঞ্জীবনীধারাসে সব জীবোকো অভিষিক্ত কিয়া হৈ, উন্হোঁ গৌরকৃষ্ণ রসরসিক মহাপুরুষকো কীর্তনারাত্রিক দ্বারা হম্ ভজতে হৈঁ।

জিন্হোঁনে অগণিত ভক্তগণকে সাথ কুরুক্ষেত্রমেঁ আকর অসংখ্য পণ্ডিত মণ্ডলী মণ্ডিত মহাসভামেঁ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকী প্রেমধর্মকী কথাকা প্রচার কিয়া হৈ, এবং পণ্ডিত সজ্জনগণকো দ্বারা বিপুল ভাবসে জো পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অভিনন্দিত হুয়ে হৈঁ, উন্হোঁ চৈতন্যমনোঽভিষ্টং প্রচারক মহাপুরুষকো কীর্তনারাত্রিক দ্বারা হম্ ভজতে হৈঁ।

জিন্হোঁনে দীনাতিদীন ভক্তগণকে সাথ ভ্রমণপঙ্কজমেঁ আকর অধিকারী ভক্তগণকে নিকট কৃষ্ণবিরহবিধুরা গোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীকে দীর্ঘ বিরহকে অন্তমেঁ বিনোদরামজীকে সাথ 'মিলনে—বিরহগাথা'কী ব্যাখ্যা কী থী ঔর গৌরপ্রেমিককে হৃদয়মেঁ কিস প্রকার অকস্মাৎ রাধাপ্রেমাম্ভোজসুধাঘুরাশি উপস্থিত হোতী হৈ, উসকে ভী আদর্শকা প্রদর্শন কিয়া থা, উন্হোঁ রাধাদয়িত প্রেমিকবরকো কীর্তনারাত্রিক দ্বারা হম্ ভজতে হৈঁ।

জিন্হোঁনে মাধ্বমৈধাস্তিক ব্রাহ্মণ দ্বারা ধর্মক্ষেত্রকো কিব গীতা গানসে নিনাদিত করায়া থা গৌরগোবিন্দপ্রেম-ভাজনগণকে নিকট 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' ইস শ্লোককী ব্যাখ্যা কী থী, ঔর জিন্হোঁনে কিস ক্রমভঙ্গকে বিপ্রলম্ভভাবানুসরণময়ী ভাগবতীয় গোপীগীতিসে মুখরিত কিয়া থা, জিন্হোঁনে রাধাগোবিন্দপ্রেমিকগণকে হৃদয়মেঁ কৃষ্ণবিরহজবিপ্রলম্ভগীতিকী মূর্ছনাকো জগা দিয়া থা, জিন্হোঁনে নিত্যানন্দবলরামপর্যটিত তীর্থমেঁ নাম প্রেমকী বন্যা লাকর গৌরজন ভক্তিবিনোদ প্রভুকী মনোঽভীষ্ট পূর্তি কী থী, উন্হোঁ বদান্যশিরোমণি মহাপুরুষ কো হম্ কীর্তনারাত্রিকে দ্বারা ভজতে হৈঁ।

হম্ যদ্যপি অত্যন্ত হীন দীন হৈঁ, তথাপি চিদ্বিলাস-সরস্বতীকী মাহাত্ম্যরূপা আকর্ষণী বিদ্যানে আজ হমারী জড়তাদুষ্ট জিহ্বাকো চঞ্চল বনাকর উসমেঁ ঘুঙ্গরী লৈসা কর দী হৈ। জো কীর্তনীয় সদাহরি ইস যুগধর্মপ্রচারকে নিমে মূর্তকীর্তনাখ্যাভক্তি রূপসে জগৎমেঁ প্রকট হৈঁ। উন্হোঁ কীর্তনভক্তিবিগ্রহ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীকো হম্ কীর্তনারাত্রিক দ্বারা ভজতে হৈঁ।

শ্রীকুরুক্ষেত্রস্থিত শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠাশ্রিতগণকা
কীর্তনারাত্রিক
(নিম্নে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিজী
মহারাজের চতুঃপঞ্চাশত্তম কৃপাবির্ভাব-
উৎসব-উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজাবাসরে
শ্রীকুরুক্ষেত্রস্থিত শ্রীব্যাসগৌড়ীয়
মঠাশ্রিতগণের

কীর্ত্তনারাত্রিক

বেদ-ভারত-ভাগবত-প্রসিদ্ধ সপাণ্ডব পার্থসারথির পদাম্বুজ, পাঞ্চজন্যশঙ্খ-ধ্বনিতে নিনাদিত, শ্রীগীতার গানে মুখরিত এই প্রাচীনতম ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বিষ্ণুভক্তির উপপীঠস্বরূপে বিরাজিত থাকিলেও আজ যিনি এখানে প্রচুররূপে সরসভক্তি-প্রেম-প্রবাহিনীর প্লাবন আনিয়াছেন, গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক সেই অনর্পিতচর-প্রেমরস-রসিক-মহাভাগ পুরুষকে কীর্তন আরাত্রিকদ্বারা ভজনা করিতেছি।

যিনি স্বীয় প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও গৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদপ্রভুর পূত-পদাঙ্ক অনুসন্ধান করিতে করিতে গৌড়ভূমি হইতে সপার্ষদে এতদূরে আগমনপূর্ব্বক স্থানীয় অধিবাসিগণকে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শুভ-বিজয় ও তাঁহার মহাবদান্যতার কথা জানাইয়াছেন, আমরা সেই মহান্ পুরুষকে কীর্ত্তন-আরাত্রিকদ্বারা ভজনা করিতেছি।

কুরুক্ষেত্রে প্রাচী সরস্বতীর তীরে থানেশ্বরী জগন্নাথের ভবনে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু দিবসত্রয় ভক্ত জগন্নাথকে কৃপাসিক্ত করিয়াছিলেন, এ কথা প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিলেও অনেকেই তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন; যিনি স্বীয় প্রভুর প্রেমপরবশ হইয়া প্রভুর পদাঙ্ক অনুসন্ধান করিতে করিতে থানেশ্বরে আগমন করিয়া কুরুক্ষেত্রবাসী ও তীর্থযাত্রিগণকে এই সকল কথা জানাইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, আমরা সেই গৌর-প্রেমিক মহাপুরুষকে কীর্ত্তন-আরাত্রিকদ্বারা ভজনা করিতেছি।

যিনি প্রভুর পদাঙ্ক-পূত-তীর্থে মহাপ্রভুর বিজয়ধ্বজা সংরোপণের জন্য কুরুক্ষেত্রে শুদ্ধভক্তিবিহার শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌররাধাবিনোদধাম শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং স্বয়ং সপার্ষদে উপস্থিত হইয়া নামসংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব ও প্রেমভক্তিসিদ্ধান্ত-সঞ্জীবনী-ধারায় সর্ব্বজীবকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই গৌরকৃষ্ণ-রস-রসিক মহান্ পুরুষকে কীর্ত্তন-আরাত্রিকদ্বারা ভজনা করিতেছি।

যিনি অগণিত ভক্তগণের সহিত কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া অসংখ্য পণ্ডিত-মণ্ডলী-মণ্ডিত মহাসভায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন এবং পণ্ডিত ও সজ্জনগণের দ্বারা বিপুলভাবে পুষ্প-মাল্যাদিদ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-প্রচারক মহান্ পুরুষকে কীর্ত্তন-আরাত্রিকদ্বারা ভজনা করিতেছি। যিনি স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত 'সামন্তপঞ্চকে' আগমন করিয়া অধিকারী ভক্তগণের নিকট কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা গোপিকা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর পার্থ বিরহাবেশে বিনোদরামহরীর সহিত "মিলনে বিরহ-গাথা" ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং গৌর-প্রেমিকের হৃদয়ে কিরূপে অকস্মাৎ রাধাপ্রেমাম্ভোধি-সুধাসুধাসি উদ্গত হয়, তাহা আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই রাধাদয়িত প্রেমিক-বরকে কীর্ত্তন-আরাত্রিকদ্বারা ভজনা করিতেছি।

যিনি মায়া-বৈদান্তিক ব্রাহ্মণের দ্বারা ধর্ম্মক্ষেত্রকে আবার নিনাদিত করাইয়াছেন, গৌরগোবিন্দ-প্রেম-ভাজনগণের নিকট "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য" শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যিনি আবার সামন্তপঞ্চককে বিপ্রলম্ভভাবময়ী ভাগবতীয় গোপী-নীতিতে মুখরিত করিয়াছেন, যিনি রাধাগোবিন্দ-প্রেমিকগণের হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহজ-বিপ্রলম্ভ-নীতির মূর্চ্ছনা জাগাইয়া দিয়াছেন, যিনি নিত্যানন্দ-বলরামে পর্য্যটিত তীর্থে নাম-প্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়া গৌরজন-ভক্তিবিনোদ প্রভুর মনোঽভীষ্ট পূর্ত্তি করিয়াছেন, সেই বদান্য-শিরোমণি মহান্ পুরুষকে আমরা কীর্ত্তন-আরাত্রিক-যোগে ভজনা করিতেছি।

আমরা অত্যন্ত দীনহীন, তথাপি চিদ্বিলাস সরস্বতীর মাহাত্ম্যরূপা আকর্ষণীবিদ্যা আজ আমাদের জড়তাযুক্তা জিহ্বাকেও চঞ্চলা করিয়া তাহাতে কীর্ত্তন-কণ্ডূয়ন আনয়ন করিয়াছে। যিনি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" যুগধর্ম্ম প্রচার-মূর্ত্তকীর্ত্তনাখ্যাভক্তিরূপে জগতে প্রকটিত, সেই কীর্ত্তনাভক্তি-বিগ্রহ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজকে কীর্ত্তনারাত্রিক-যোগে ভজনা করিতেছি।

নিবেদন

প্রত্যেক ভাষার অভিনন্দন-পত্রসমূহ তত্তদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল, গৌড়ীয় পাঠকমহোদয়গণের অবগতি সৌকর্য্যার্থে বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ মুদ্রিত হইল। অন্যভাষা বঙ্গাক্ষর-দ্বারা প্রকাশ করা বিশেষ দুরূহ কার্য্য। প্রমাদাদি-সংঘটন অসম্ভব নহে। পাঠকগণ প্রমাদাদি ক্ষমা করিবেন। গৌঃ সঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী মহারাজ-কে চতুঃপঞ্চাশত্তম
প্রকটোৎসবলক্ষ্যে
নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস-মঠ-সেবকগণ-বিরচিত

নৈমিষকুসুম-স্তবক

(হিন্দি)

হে অহৈতুক করুণানিলয়! পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর! ইস্ বিষ্ণুক্ষেত্রমেঁ একদিন শৌনকাদি ঋষিগণনে হরিলোকলাভকে উদ্দেশ্যসে সহস্রবর্ষব্যাপিনী যজ্ঞেশ্বরা-রাধনামেঁ নিযুক্ত হোকর তৎফলস্বরূপ ভাগবতোত্তম শ্রীযুত গোস্বামীকা দর্শনলাভ এবং উন্সে পরিপ্রশ্নপূর্বক উপস্থাপিত করনেকী যোগ্যতাকা লাভ কিয়া থা। কিন্তু হম্ জৈসে ক্ষুদ্র জীবোঁকে পক্ষমেঁ উস প্রকার বিপুল সাধনসম্পৎসমন্বিত রহনা অসম্ভব সমঝ কর স্বাভাবিক করুণাবশ সাক্ষাৎকীর্ত্তনভক্তিবিগ্রহরূপমেঁ স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে করতে নৈমিষারণ্যমেঁ উপস্থিত হোকর স্বতঃ প্রবৃত্তভাবসে হম্কো হরিকথা শ্রবণ করাকর হমারে সংশয়োঁ কী হৃদয়গ্রন্থিকো আপনে কাট ডালা হৈ। আপকী অহৈতুকী অমন্দোদয়তাদ্বারা হম্কো ব্যাকুল কিয়ে ডালতী হৈঁ।

হম্ ইতনে দিনসে ভক্ত বুদ্ধিসে বিষ্ণুক্ষেত্রমেঁ বাস করতে আয়ে হৈঁ। অকেলে ব্যক্তি জিস্ প্রকার সুবর্ণনিধিকে উপর উপর চল কর ভী উসকা সন্ধান নহীঁ পাতা, বৈসেহী হম্ ভী বিষ্ণুক্ষেত্রমেঁ নিবাস করনে কা অভিমান করতে হুএ ভী বিষ্ণুক্ষেত্রস্থ অধোক্ষজসেবানিধি কা অনুসন্ধান নহীঁ পা সকতে হৈঁ। কিন্তু ভগবৎপ্রেরিত হোকর আপনে তীর্থ-পর্য্যটন বহানে সপার্ষদ ইস স্থানমেঁ আকর হম্ লোগোঁকো সর্ব্বজ্ঞকী তরহ অমূল্য ভক্তিরত্নকা প্রদান কিয়া হৈ।

হে বৈষ্ণবাচার্য্যবর! হে গোস্বামিন্! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, সর্ব-যজ্ঞদীক্ষিত বেদবেদাঙ্গনিপুণ শৌনকাদি ঋষিগণনে শ্রীযুত গোস্বামী মহারাজকে নিকট জিস স্থান পর ভাগবতধর্ম্মমেঁ দীক্ষিত হোনেকা আদর্শ দিখায়া হৈ, বহ যহী ক্ষেত্র হৈ। বহ ক্ষেত্র অব্ তক নৈমাষী হৈ। আপভী, শ্রীব্যাস জীকে শ্রোতারূপমেঁ ভাগবতোত্তম শ্রীযুত গোস্বামীকে অভিন্নবিগ্রহ রূপমেঁ বিশুদ্ধব্রাহ্মণগণকে নিকট নামযজ্ঞকে মধ্যমেঁ ভাগবতকথা কীর্ত্তন করতে হৈঁ। পরন্তু হম্ উন্ ঋষিগণকে সমান কিসী ভী যোগ্যতাসে সম্পন্ন নহীঁ হৈঁ। তথাপি আপকী অহৈতুকী করুণা হম্ জৈসে অযোগ্য ব্যক্তি গণকে উপর ভী যথোচিত ভাবসে বর্ষিত হো রহী হৈ।

যদ্যপি হম্ নৈমিষারণ্যবাসিয়োঁকা অভিনয় করতে হৈঁ, তথাপি ইন্দ্রিয়বিষয়কজ্ঞানমেঁ প্রধাবিত হোতে থে। কিন্তু আপনে যহাঁ পর শুভ বিজয় কর ভাগবতকে শ্লোকোঁকী ব্যাখ্যা করতে সময় যহ বতলায়া হৈ কি জহাঁ ব্রহ্মাকে দ্বারা সৃষ্ট মনোময় চক্রকী নেমি ভী কুণ্ঠিত হোতী হৈ, বহী মুনিগণপূজিত পূত তপোময় বনভূমি নৈমিষ হৈ। মনুষ্যকা ইন্দ্রিয় জ্ঞান জিস্ স্থান পর আকর প্রাকৃত জ্ঞানদীপ্তা কী অবধিকা লাভ করতা হৈ, তৎপরিহিত অধোক্ষজ-কী সেবাভূমিমেঁ মনশ্চক্র বা প্রকৃতি জ্ঞান শুদ্ধ নো জাতা হৈ। জিস জগহ পর সুদর্শনকী নেমি কুণ্ঠিত হো জাতী হৈ, ঔর শ্রীমদ্ভাগবতকা সুদর্শন সর্ব্বোজ্জ্বলভাবসে বিরাজিত হোকর চিন্ময়বৈচিত্র্যসম্পন্ন বাস্তবপদার্থানুসন্ধান প্রদান করতা হৈ, উস্ স্থানকো নৈমিষক্ষেত্র কহতে হৈঁ। ভগ-বানসে নিমেষকালমেঁ ইস বনমেঁ ভক্তিবিরোধী দানবদলকা নাশ কিয়া থা, ইস লিয়ে ইস স্থানকা নাম নৈমিষারণ্য হৈ। যহাঁ পর বলদেবপ্রভুনে ধর্ম্মধ্বজিতা কা বিনাশ কিয়াথা। যহাঁ পর ভক্তিবিঘ্নবিনাশন নৃসিংহদেবকা আবাস ক্ষেত্র হৈ যহী অনিমেষক্ষেত্র হৈ, আপনে যহ সব বাতে হম্কো বতাকর

অপ্রাকৃত বিষ্ণুক্ষেত্র কা স্বরূপ প্রকাশিত কর দিয়া হৈ, এবং দামোদরাবশুক্ল হোকর ভাগবত ধর্মাচরণীয়া শ্রীনাম কী অহেতুকী অপ্রতিহত উপাসনামেঁ নিযুক্ত হোনেকা উপদেশ প্রদান কিয়া হৈ।

হে প্রভুপাদ! আপ্‌নে ইস্ স্থানমেঁ জো ঐশ্বর্য্য ঔর ঔদার্য্য প্রকটিত কিয়া হৈ, বহ অব তক ঔর কিসী আচার্য্যনে নহীঁ দিখলায়া, আপ্‌নে ইস্ স্থানমেঁ সংকীর্ত্তনমহামহোৎসব মঠকী প্রতিষ্ঠা ঔর শ্রীবিগ্রহাভিষেককে সম্পাদনকে লিয়ে জব আগমন কিয়া তব আপ্ ইস্ পুরক্ষেত্রকে সৈকড়োঁ ব্রাহ্মণোঁ দ্বারা নৈমিষবনকুসুমমালাও সে বিভূষিত তথ অভ্যর্থিত হুএ থে। আপ্‌নে জব অপ্‌নে প্রভু গরুড়ধ্বজ শ্রীভগবানকা অনুগমন কিয়া থা, তব বহুতসে গজ, অশ্ব, উঁট, পৈদল, অসংখ্যভক্ত বিচিত্রবর্ণকী ধ্বজিয়োঁকে সাথ তথা তরহ তরহ কে বাদ্যোঁ সহিত আপকে পীছে পীছে চলে থে। কিত্‌নহী রাজাওনে আপকা অভিনন্দন কিয়াথা কিত্‌নেহী পণ্ডিতোঁনে শ্রীগৌরপার্ষদকে সাথ আপকা ভী মহত্ত্বকীর্ত্তন কিয়া থা। বীস হজারসে ভী অধিক ব্যক্তি একসাথ আপকে শ্রীমুখসে নিকলে হুএ মন্ত্রসে দীক্ষিত হুএ থে। অগণিত ব্যক্তিয়োঁনে বিচিত্র মহাপ্রসাদপাকর কণ্ঠতক পূর্ণ হোকর গৌরকৃষ্ণকী জয়ধ্বনিসে ইসী বিষ্ণুক্ষেত্রমেঁহী দিগন্তপ্রান্তর নিনাদিত কিয়া থা। ইস স্থানমেঁ কিতনে কুলীন ধনী পণ্ডিত পুরুষোঁনে আপকে সুশীতল চরণচ্ছায়াশ্রয়কা লাভকর গৌরকৃষ্ণ প্রীতিকা মর্ম্ম জানা থা। অহো, আপ্‌নে ইস্ স্থান পর কিস্ আশ্চর্য্যকা প্রকাশ কিয়া থা, উসসে দেবতা তক ভী চমৎকৃত হোগয়ে থে, ঔর ইস্ ক্ষুদ্র জীবোঁনে বিহ্বল হোকর কেবল আপকে অপরিচ্ছিন্ন মহত্ত্ব বিভূত্ব তথা ঔদার্য্যকা প্রত্যেক প্রাণমেঁ অনুভব কিয়া থা। আপ্‌নে ইস্ স্থান পর শ্রীগৌরয়াধাবিনোদবিলাসজীকো অধিষ্ঠিত করকে শ্রীগৌরসুন্দরকে দিয়ে হুএ রাধাপ্রেমকী অসমোর্দ্ধমধুরকারিতাকো প্রকট কিয়া থা। হমমেঁসে কিসীনে ভী অবসে পহিলে শ্রীগৌরাঙ্গকা নাম তথা উসকী কথাকা শ্রবণ নহীঁ কিয়া থা। কিসীকো ভী শ্রীনাম কী মহিমা বা প্রেমরসচমৎকারসীমা রাধাভাবকী কথা মালুম ন থী। যহাঁ পর জো পণ্ডিতাদেবী হৈঁ বে শ্রীমতী বার্ষভানবীকে লিয়ে তৎপ্রিয়সখীরূপসে ইতনে দিন সে অপেক্ষা করতী থীঁ, যহ বাত বার্ষভানবীকে অভিন্ন বিগ্রহ রূপ আপনে বতলাঈ হৈ। হমারে পাস ঐসী কুছ পূজী নহীঁ হৈ জোঁ আপকী পূজা কে যোগ্য উপায়ন হো সকতী হৈ। হে প্রভু আপ হমারা সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করকে অপনে পাদপদ্মমেঁ হমেঁ আকৃষ্ট কীজিয়ে, যহী হমারী একান্ত প্রার্থনা হৈ। আপ প্রসন্ন হোবেঁ॥

শ্রীনৈমিষারণ্যক্ষেত্রবাসী সেবকবৃন্দ।

(নিম্নে বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের

চতুঃপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসব-উপলক্ষে

নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ-

সেবকগণের বিরচিত

নৈমিষকুসুম-স্তবক

হে অহৈতুক-করুণানিধি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর! এই বিষ্ণুক্ষেত্রে একদিন শৌনকাদি ঋষিগণ হরিলোক লাভের উদ্দেশ্যে সহস্রবর্ষব্যাপিনী যজ্ঞেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া তৎফলস্বরূপে ভাগবতোত্তম শ্রীসূত গোস্বামীর দর্শন লাভ এবং তাঁহার নিকট পরিপ্রশ্নষট্‌ক উপস্থাপিত করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু

আপনি আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রজীবের পক্ষে ঐরূপ বিপুল সাধন-সম্পৎসমন্বিত থাকা অসম্ভব জানিয়া স্বাভাবিক-করুণাবশে সাক্ষাৎ কীর্ত্তন-ভক্তিবিগ্রহরূপে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে করিতে নৈমিষকাননে উপস্থিত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে আমাদিগকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া আমাদের সংশয়-হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতেছেন। আপনার অহৈতুকী অমোঘ-দয়া-দয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

আমরা এতদিন জড়বুদ্ধিতে বিষ্ণুক্ষেত্রে বাস করিতে-ছিলাম। অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ হিরণ্যনিধির উপর্য্যুপরি সঞ্চরণ করিয়াও হিরণ্যের সন্ধান পায় না, তদ্রূপ আমরা এই বিষ্ণুক্ষেত্রে বাসের অভিমান করিয়াও বিষ্ণুক্ষেত্রস্থ অধোক্ষজ-সেবানিধির কোন সন্ধানই পাই নাই। কিন্তু ভগবৎ-প্রেরিত আপনি তীর্থপর্য্যটন-ছলে সপার্ষদে এই স্থানে আগমন করিয়া আমাদিগকে কৃপালু সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় অমূল্য ভক্তিরত্নের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন।

হে বৈষ্ণবাচার্য্যবর! হে গোস্বামিন্! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘসত্রদীক্ষিত, বেদ-বেদাঙ্গ-নিপুণ শৌনকাদি ঋষিগণ অশৌক্র-বিপ্রকুলে অবতীর্ণ শ্রীল গোস্বামী মহারাজের নিকট যে স্থানে ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই এই ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্র এখনও বিরাজিত রহিয়াছে, আপনিও শ্রীব্যাসের প্রৌঢ়-আধারে ভাগবতোত্তম শ্রীল গোস্বামীর অভিন্নবিগ্রহরূপে বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণগণের নিকট নাম-যজ্ঞমধ্যে ভাগবতকথা-কীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু আমরা সেই ঋষিগণের ন্যায় কোনই যোগ্যতা-সম্পন্ন নহি; তথাপি আপনার অহৈতুকী করুণা আমাদের ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিগণের উপরও অযাচিতভাবে বর্ষিত হইতেছে।

আমরা নৈমিষারণ্যবাসের অভিমান করিয়াও অক্ষজ-জ্ঞানে প্রধাবিত হইতেছিলাম, কিন্তু আপনি এখানে শুভ-বিজয় করিয়া ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা-কালে জানাইয়াছেন যে, 'নৈমিষ' শব্দে যেখানে ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময়চক্রের নেমি কুণ্ঠিত হয়, সেই মুনিগণ-পূজিত পূত-তপোময় বনভূমিই নৈমিষ। মানবের অক্ষজ-জ্ঞান যে স্থানে গমন করিয়া প্রাকৃত জ্ঞান-সীমার অবধি লাভ করে, তৎসন্নিহিত অধো-ক্ষজের সেবাভূমিতে মনশ্চক্র বা প্রাকৃত জ্ঞান স্তব্ধ হয়। যেখানে কুদর্শনের নেমি কুণ্ঠিত হয় ও শ্রীমদ্ভাগবতের সুদর্শন সর্ব্ব-ঔজ্জ্বল্যে বিরাজিত থাকিয়া চিন্ময়-বিচিত্রতাযুক্ত বাস্তব-বস্তুর অনুসন্ধান প্রদান করে, তাহাই নৈমিষ-ক্ষেত্র। ভগবান্ নিমেষকাল মধ্যে এই অরণ্যে ভক্তিবিরোধী দানব-দলকে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম নৈমিষারণ্য। এখানে বলদেবপ্রভু ধর্ম্ম-ধ্বজিতা বিনাশ করিয়াছিলেন। যেখানে ভক্তি-বিঘ্নবিনাশন নৃসিংহদেবের আবাসস্থল, তাহাই অনিমিষক্ষেত্র। আপনি এই সকল কথা আমাদিগকে জানাইয়া অপ্রাকৃত বিষ্ণুক্ষেত্রের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ধামাপরাধশূন্য হইয়া ভাগবতধর্ম্ম প্রচারণ বা শ্রীনামের অহৈতুকী অপ্রতিহতা উপাসনায় নিযুক্ত হইবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

হে প্রভুপাদ! আপনি এ স্থানে যে ঐশ্বর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা অন্য কোন আচার্য্য এ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করেন নাই। আপনি এ স্থানে সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব, মঠপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীবিগ্রহ-অভিষেক সম্পাদনার্থ আগমন করিলে এই পূত-ক্ষেত্রের শত শত ব্রাহ্মণের দ্বারা নৈমিষ-বন-কুসুমের মালায় বিভূষিত ও অভ্যর্চিত হইয়া-ছিলেন। আপনি আপনার প্রভু গরুড়ধ্বজ শ্রীভগবানের অনুগমন করিলে বহু গজ, অশ্ব, উষ্ট্র, পদাতিক, অসংখ্যভক্ত, বিচিত্রবর্ণ পতকা ও নানাবিধ বাদ্যধ্বনীর সহিত আপনার অনুগমন করিয়াছিলেন, কত রাজন্যবর্গ আপনাকে অভি-নন্দন প্রদান করিয়াছিলেন, কত পণ্ডিত-মণ্ডলী শ্রীগৌর-ভগবানের সহিত গৌরজন আপনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, বিংশ সহস্রাধিক ব্যক্তি একত্রে আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অগণিত ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ-সেবনে আকণ্ঠপূর্ণ হইয়া গৌর-কৃষ্ণের জয়-ধ্বনিতে এই বিষ্ণুক্ষেত্রের দিগন্ত-প্রান্তর নিনাদিত করিয়াছিলেন, এই স্থানে কত কুলীন, ধনী, পণ্ডিত আপনার সুশীতল চরণ-ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া গৌরকৃষ্ণ-প্রীতির মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছেন। অহো! আপনি এই স্থানে যে, ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেবতাগণ পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছেন, আর আমরা ক্ষুদ্র জীব বিহ্বল হইয়া কেবল আপনার অপরিসীম মহত্ত্ব, বিভুত্ব ও ঔদার্য্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। আপনি এখানে শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-বিলাসজীকে অধিষ্ঠিত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেম রাগ-প্রণয়ের অসমোর্দ্ধচমৎকারিতা জানাইয়াছেন। আমরা

কেহই ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম বা তাঁহার কথা শ্রবণ করি নাই, কেহই শ্রীনামের মহিমা বা প্রেমরস-চমৎকার-সীমা রাধা-দাস্যের কথা জানিতাম না, এখানে যে শ্রীললিতাদেবী আছেন, তিনি শ্রীমতী বার্ষভানবীর জন্য তৎপ্রিয়সখীরূপে এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন, একথা বার্ষভানবীর অভিন্ন-বিগ্রহ আপনি জানাইয়াছেন। আমাদের এমন কিছু সম্বল নাই—যাহা আপনার পূজার উপায়ন হইতে পারে। হে প্রভো! আপনি আমাদের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া আপনার পাদপদ্মে আকর্ষণ করুন—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা হউক, আপনি প্রসন্ন হউন।

শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ-জীকে

চক্কন বরষ

প্রকটোৎসবকী খুশীমেঁ

(উর্দ্দু)

(১)

চমিয়া কো ইস প্রেম-কা বোহ প্যালা পিলায়া।
কিস ইস্‌কে হুকুমে সভকো মতবালা বনায়া॥
দিলকো সরূর আঁখো কো বোহ রওশনী উজালা।
হর অঙ্গসে নজর আয়া তেরা নূর নিরালা॥
কৌনকর সিফাত তেরে অবী যেহ বতা সকে।
সীপীমেঁ কোই কৈসে সমুন্দর সমা সকে॥

(২)

ভক্তিকী বেল খুব রহী থী অজ্ঞানসে।
সী ডাল জান তুমনে উসমে হরিকে নামসে॥
দিল যো রহে তারীক থে কৈসী হুই মায়া।
ইন্‌কো তুমহীনে জানুসে রোশন কৈ বনায়া॥
কৌনকর সিফাত তেরে অবী যেহ বতা সকে।
সীপীমেঁ কোই কৈসে সমুন্দর সমা সকে॥

(৩)

পিয়মাত কা নকশা হৈ দিলো পর খিচা হুবা।
অজবাত কা অসর হৈ জিগর-পর শজা হুবা॥
তেরী নসীহতোঁ সে হৈ পুর কৈফ জমানা।
নজরোঁমে তেরী এক হৈ সভ অপ্‌না বেগানা॥
কৌনকর সিফাত তেরে অবী যেহ বতা সকে।
সীপীমেঁ কোই কৈসে সমুন্দর সমা সকে॥

(৪)

মৈনিষ ব কুরুক্ষেত্র ব কাশী ব বৃন্দাবন।
তুনে লগায় হর বেগ চারো মে চমন্‌॥
অব হর চমনমে হৈ অর্ণা খুনজর বহারকা।
আঁখো মে ঝুমতা হৈ নকশা লালএজারকা॥
কৌনকর সিফাত তেরে অবী যেহ বতা সকে।
সীপীমেঁ কোই কৈসে সমুন্দর সমা সকে॥

অজ জানিব মগরবীসিমতকে রহনে বালে খাদমঁ।

(পর পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিসিদ্ধান্তজী
সরস্বতী মহারাজের চতুঃপঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসবের
প্রসন্নতা-নিবন্ধন

(উর্দ্দু ভাষার অভিনন্দনের বঙ্গানুবাদ)

(১)

আপনি পৃথিবীর নিখিল লোককে এইরূপ প্রেমামৃত পান করাইয়াছেন যে, তাহাতে সকলকেই ভগবৎ-প্রেমে মত্ত করিয়া দিয়াছেন। আপনি চক্ষুর অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া সে স্থানে উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ করিতেছেন এবং অন্তরের সেবানন্দলহরী উদ্বেলিত করিয়া দিতেছেন। আপনার অপূর্ব্ব প্রভা সমস্ত জগতে বিকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। হে প্রভো! এতাদৃশ আপনার গুণ আমাদের জিহ্বা কি প্রকারে বর্ণন করিতে পারিবে? সমুদ্রের মধ্যে শুক্তি অবস্থান করিতে পারে বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র শুক্তির মধ্যে কি কখনও সমুদ্র আবদ্ধ করা যায়?

(২)

জীবের নিত্য-সিদ্ধ বৃত্তি ভক্তিলতা অজ্ঞানতাপে (শুদ্ধ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল-সেকাভাবে এবং বৈষ্ণবাপরাধাদি হেতু) শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু আপনি হরি-কীর্ত্তন-প্রদানদ্বারা জীবের সেই শুষ্কপ্রায় ভক্তিলতায় পুনরায় সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। মায়া আমাদের অন্তর দেশে যে অজ্ঞানান্ধকারের যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছিল, আপনি সম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করিয়া আমাদের সেই হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। হে প্রভো! এতাদৃশ আপনার গুণ-বর্ণন কি আমাদের জিহ্বা কখনও করিতে পারে? শুক্তির মধ্যে কি কখনও মহাসাগর আবদ্ধ করা যায়?

(৩)

আমাদের অন্তরে আপনার অপূর্ব্ব সেবার আদর্শ আপনার কৃপায় আলোক-চিত্রের ন্যায় পতিত হইয়াছে। আপনার আকর্ষণী-শক্তির প্রভাব আমাদের অন্তরের উপর পতিত হইয়াছে। আপনার উপদেশাবলী হইতে পৃথিবীর সুকৃতিমান ব্যক্তিসমূহ পরিপূর্ণভাবে লাভবান হইয়াছেন। আপনার দৃষ্টিতে স্ব-পর ভেদ নাই। আপনিই একমাত্র যথার্থ দর্শনকারী। হে প্রভো! এতাদৃশ আপনার মাহাত্ম্য কি কখনও আমাদের ক্ষুদ্র জিহ্বা বর্ণন করিতে পারে? শুক্তির মধ্যে কি প্রকারেই বা সমুদ্রকে ধারণা করা যাইতে পারে?

(৪)

আপনি শ্রীনৈমিষারণ্য, শ্রীকুরুক্ষেত্র, শ্রীকাশী এবং শ্রীবৃন্দাবন এই চারি স্থানের প্রত্যেকটীতেই ভক্তি-বৃক্ষের উদ্যান রচনা করিয়াছেন। আপনার রোপিত এই বাগান হইতেই এমন সুন্দর সেবা-সুষমা বিকশিত হইতেছে যে, তাহাতে সেই সুসজ্জিত সুসমন্বিত সৌন্দর্য্য অনুক্ষণ আমাদের নয়ন পথের পথিক হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। হে প্রভো! এতাদৃশ আপনার মাহাত্ম্য কি আমাদের ক্ষুদ্র জিহ্বা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? মহাসাগরকে কি কখনও ক্ষুদ্র, পরিমিত শুক্তির মধ্যে আবদ্ধ করা যায়?

পশ্চিমদেশবাসী অনুগ-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীঅষ্টোত্তরশত-গুণগণালঙ্কৃত ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি-মহারাজের

৫৪ প্রকটোৎসবদ ব্যাসপূজোৎসবদল্লি

মাড়িদ কর্ণাটকদেশীয

ভক্তবর্গাভিনন্দনমুক্তাফলার্পণম্

(কর্ণাটক-ভাষা)

মহাগুরবর্য্যরে ! অখিল ভারতভূমণ্ডলদল্লি বঙ্গদেশবু পুরাতনকালদিন্দ ইতিহাসপ্রসিদ্ধবাগিদ্দু বিচিত্রকলাবিজ্ঞেগলীগেন্না মূলস্থানবাগি প্যাতিগোড়িদে। অদরল্লিযু নবদ্বীপবু পরাপরসর্ব্ববিজ্ঞেগলিন্দ ইতরদেশগলীগেন্না গুরুস্থানাপন্নবাগিদে। ঐ নবদ্বীপগত শ্রীমায়াপুরদল্লি ত্রিবেণুপার্শ্বগলল্লিযু গঙ্গা-সরস্বতী-নদিগলেরডু নিরন্তরপ্রবাহধারেয়িন্দ শোভিসুত্তিরুবযু। ঐ মহাক্ষেত্রদল্লি শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তকরাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুগলু অবতরিসি ঐ দেশ-বরে হরিভক্তিকীর্ত্তনপ্রচারদিন্দ উদ্ধারমাডিদ্দারে। ইবর পরম্পরেয়ল্লি ঈচেগে শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তর-শতগুণগণালঙ্কৃত শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজরু অবতরিসিরুত্তারে। ইবর শুভপ্রকটোৎসব-বাদ ৫৪নেযবর্ষদ ঐ দিনদল্লি ঈগ নেয়বেয়িন্দ মহাসত্তেয়ল্লি মহা-ভৈষ্ণবরমুন্দে গুরুগুণশংসারূপবাদ ভক্তমহাত্মুগলন্নু আডলু-প্রকটিসিরুত্তেনে।

কামক্রোধাদিবিদুর বিষয়ভোগরহিত পরমদয়ালু গুণা-র্ণবরু ইবরু বন্দে সম্পত্তুপূর্ণবাদ সৎকুলদল্লি জনিসিদবরাদরু তরুণস্পত্তুগলেন্না অনিত্যবেন্তলু ইবরুগলন্নু ভোগিসুত্তু কেবলানর্থকারণবেন্তলে দৃঢবাগি তিলিসুত্তদক্কেনে পরি-ত্যাগমাডিদরু তানু নানাদেশগলল্লি সঞ্চরিসি সর্ব্বজনরিগে বিজ্ঞোপদেশ মাডিদরু। বহল ভগবৎসেবেয়ন্নু মাডিকণ্ডুপুণ্য প্রভাবদিন্দ শুদ্ধভক্তরু গুরুপদাধিকরবাগিরুবরু। লোকোত্তর নিষ্কারণধর্ম্মঃ পাত্ররাগি শোভিসুত্তিরুবরু। লোকদল্লি যারা-দরোব্বরু বিলক্ষণমহাসৎকার্য্যগলন্নু মাডিদরে অবরু ভগবদ্ভক্ত্যাবিষ্টপুরুষরেন্ত হেলুবুদুণ্টু। অদরন্তেয়ে নম্মঈ গুরুগলু ঈদেশদল্লি অনেকমহাকার্য্যগলন্নু মাডিদ্দরিন্দলু অনেক-জনরিগে দিব্যভগবদ্ভক্ত্যুপদেশকোট্টু সংসারনাশদিন্দ বিডুগডে মাডিরুত্তিরুবরিন্দলু ইবরু যারো বোব্বে ভগবদ্ভক্ত্যাবিষ্টমহা-পুরুষরেন্তলে হেলবেকাগিরুত্তদে। প্রভুচরণরু মাডিদ যাব-দোন্নু কার্য্যগলু স্বার্থপরবাদুদা। শাস্ত্রোদাহৃত নিষ্কামপ্রবৃত্তি গলু গোন্না উদাহরণরূপবাগিদ্দাবে। ঐ পরম যোগিগলু তমদেশবাদ ঐ বঙ্গদেশদল্লি চৈতন্যমহাপ্রভুপ্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তিমার্গবন্নে কালক্রমদিন্দ সঙ্কুচিতবাদিরুত্তা ভাগিদি পুনঃ-প্রচারপডিসুত্তিদ্দারে। ঐ দেশকেল্ল তিলকপ্রায়বাদ শ্রীমায়া-পুরদল্লি ইবরু মাডিসিরুব দেবালয়নির্ম্মাণ শ্রীকৃষ্ণাদিবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা চতুর্বৈষ্ণবাচার্য্যস্থাপন বগৈরেকার্য্যগলন্নু যেষ্টুপূর্বি-সিদরু গালল্ল। বিষ্ণুভক্তরলি ইবরিগিরুব বিশ্বাসবু ইষ্টে ইবরে বেরে কোনেগাণলসাধ্যবু। যেলি হরিকীর্ত্তনেযু নডিযু-বদো। যেলি শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রচারবু নডিযুবুদো অল্লিয়ান্তু অবগমনন্নু মোदुत्ता केळुत्ता नेरेगळल्लि आनन्दाश्रुधारेयन्नु सुरियुत्ता इरुवरु। हरिभक्तर उद्धेशवागि तावोपदेशकोडलु पक्षभिसिदरे अविच्छिन्नधारेयागि बहुकालगळल्लि सर्वजन-मनोरञ्जकवागियू सप्रमाणिकवागियू गङ्गाप्रवाहदन्ते उदा-हरिसुवुदु। इवर उपदेशवन्नु ओदुवागि मनपूर्वक केळिदवरे येन्ना शुष्कतर्कनादव कडुगळिसादक कामक्रोधादिगळन्नु दूरदल्लि निट्टु इवर चरणकमलवन्नाश्रयिसुवरु। अन्यान्तरदल्लि बहुपुण्यवन्नु माडिदरेयू योगाभ्यासबलदिन्दे ऐहिक महागुरुगळपादधूलीसेवेयू दोरकोट्टल्लि पापिपुरुषरी-गेयिगू दारियन्नाडुत्तु। ऐ संसारवू दुष्टरिगे स्वर्गवेन्नागि घोरिगे तोरुवुदु। ऐ संसारकूपी नाकवे नित्यानन्दपूर्ण-वादुदन्न परमसुखकरवेन्नुवुदन्नाळियू घोरीगे दुष्टवागिकाणुव। धन्य जन्मान्तरगळल्लि नानाविधपुण्यकर्मगळन्नु माडि महापाप-पुञ्जवन्नु संग्रहिसिकोण्डवरो अन्य अयोग्यरिगे महागुरुगळ पादधूलियन्नु तरुवे अवकाशवागिरुवुदे। ऐ जन्मदल्लि अव-तरिसिद ऐ महापुरुषरु नम्मन्ना मूढजीवगळन्नु भक्ति-मार्गोपदेशदिन्द उद्धरिसिदरल्ल नमगे येष्टेयू सम्पत्ति-यागलारदु। ऐ रीति सांसारिक मूढजनरुगळोद्धारकृतार्थ-तार पतितपावन महागुरुगळ चरणपङ्कज-गळल्लि अनन्ता-नन्त प्रणामपूर्वक प्रार्थना॥

इति कर्णाटकदेशीय भक्तजनरा अभिनन्दनमुक्ताफलार्पणम्

(কর্ণাটক ভাষার অভিনন্দনের বঙ্গানুবাদ)

হে মহাগুরুবর্য্য ! অখিল ভারতভূমণ্ডল মধ্যে বঙ্গদেশ প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এবং বিচিত্র কলা-বিদ্যা তথা সর্ব্ববিদ্যার মূল স্থানরূপে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গদেশ মধ্যে নবদ্বীপ পরা ও অপরা সর্ব্ববিদ্যাবলে সর্ব্বদেশ সমূহের গুরুস্থানীয় হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। এই নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরের উভয় পার্শ্বেই গঙ্গা ও সরস্বতী নদীদ্বয় নিরন্তর প্রবাহধারাদ্বারা বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। এই মহাক্ষেত্রে শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র দেশকে হরিভক্তি-কীর্ত্তন-প্রচারদ্বারা কৃপা-পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছেন। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আম্নায়-পরম্পরায় অদ্য শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রীবিভূষিত ওঁ শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীপ্রভু-পাদের চতুঃপঞ্চাশত্তমবর্ষীয় প্রকটোৎসবে অদ্য মিলিত মহাসভায় মহা সদ্বৈষ্ণবগণের অগ্রে কর্ণাটকদেশবাসী আমরা গুরুবহির্মানসনরূপ বাক্যস্বরমাত্র কীর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছি।

কাম-ক্রোধাদি-বিদূর, বিষয়ভোগরহিত, মহাবদান্য প্রভু-বর মহা সম্পদপূর্ণ সংকুলে অবতীর্ণ হইলেও বিত্ত-সম্পদাদিকে অনিত্য এবং উহার ভোগ কেবল অনর্থকরী—ইহা দৃঢ়ভাবে শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি স্বীয় অতুল সম্পদাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়া নিখিল জনকে বিদ্যোপদেশ করিয়াছেন। বহুল ভগবৎ-সেবাকৃত নিত্যসিদ্ধ পুণ্য-প্রভাবে তিনি গুরুবৈষ্ণবগুরুপদে অধিরূঢ় হইয়াছেন এবং লোকোত্তর-নিষ্কলঙ্ক-কীর্ত্তি-পাত্র-রূপে অধুনা প্রকাশিত রহিয়াছেন। লোকে যে সকল পুরুষ বিলক্ষণ মহা সৎকার্য্য আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভগবানের 'শক্ত্যাবেশ অবতার' বলিয়া কথিত হন; সেইরূপ আমাদের এই গুরুদেব এতদ্দেশে অনেক মহা কার্য্য নির্ব্বাহহেতু এবং অনেক ব্যক্তিকে ভগবদুপদেশ প্রদান করিয়া সংসার-পাশ হইতে মোচন করায় ইঁহাকে নিশ্চয়ই ভগবৎশক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষ বলিতে হইবে। প্রভুচরণের কৃত সর্ব্বকার্য্যই কোন স্বার্থপর কার্য্য হইতে পারে না। তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা শাস্ত্রোক্ত নিষ্কাম-প্রবৃত্তিরূপা ভগবৎসেবার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্বরূপ। এই পরম ভক্তিযোগী বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমার্গ কালক্রমে সঙ্কুচিত দেখিয়া পুনরায় সেই শুদ্ধভক্তি-প্রচারে দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। এতদ্দেশের ঠিক-প্রায় শ্রীমায়াপুরে এই প্রভুচরণ দেবালয়-নির্ম্মাণ, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাদি-প্রতিষ্ঠা, চতুর্ব্বৈষ্ণবাচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তিসংস্থাপন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই অবর্ণনীয়। এই প্রভুচরণের বিষ্ণুভক্তের প্রতি প্রীতির গম্ভীরতার সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। যেখানে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়, যেখানে কৃষ্ণকথার প্রচার হয়, সেখানেই প্রভুপাদ স্বয়ং তাহা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু-বিগলিত হইয়া অবস্থান করেন। যখন তিনি হরিভক্ত-উদ্দেশে ভক্ত্যুপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী কৃষ্ণেন্দ্রিয়রঞ্জিনী প্রবাহ-পরিপুষ্টিকা বাণীসমূহ গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্নধারারূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রভুচরণের উপদেশ যদি কেহ মনোযোগের সহিত একবারও শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি অতি দুষ্কৃতদর এবং অতীব দুষ্টমতি ও পাপী-তাপী হইলেও কাম-ক্রোধাদি বহুদূরে পরিত্যাগ করিয়া এই মহাপুরুষের পাদপদ্মই আশ্রয় করিয়া থাকেন। যাঁহারা জন্মান্তরে পুঞ্জীকৃত সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাদৃশ যোগ্য সজ্জনগণেরই এতাদৃশ মহাগুরুর পাদরজ-সেবার অধিকার লাভ হয়। এই সকল যোগ্য পুরুষ ব্যতীত দুষ্কৃত পুরুষগণ কখনও তাঁহার সেবা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যাহাদের নিকট এই দুষ্ট সংসারই পরম ইষ্টরূপে কল্পিত হয়, যাহারা এই নিত্য দুঃখপূর্ণ সংসার-কুম্ভিপাকেই পরম সুখকর নিশ্চয় করিয়া তাহাতে ব্যস্ত হয়, যাহারা জন্ম-জন্মান্তরীন নানাবিধ দুষ্কৃতফলে মহা-পাপপুঞ্জ অর্জ্জন করিয়াছে, তাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তিগণের এইরূপ মহাগুরুর পাদপদ্ম দর্শন অতীব দুর্লভ। যদি এই ভারতখণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া এই মহাপুরুষ-প্রবর আমাদিগের ন্যায় দরিদ্র, দীন ও পাপাত্মগণকে ভক্তিমার্গ-উপদেশদ্বারা উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে আমাদের কোন কালেই সদ্গতি লাভ হইবে না—ইহা নিশ্চয়। এইরূপ সংসার-পতিত, দীন, পামরজনগণের উদ্ধারার্থই যাঁহার অবতার, সেই পতিতপাবন মহাগুরুর চরণ-পঙ্কজে আমরা

অনন্তানন্ত প্রণামপুরঃসর এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি। কর্ণাটক-দেশীয় ভক্তবৃন্দের অভিনন্দনমুকাঙ্কণার্পণ
[স্থানের ও তুলুব ভাষার অভিনন্দন স্থানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারিল না, পরে প্রকাশিত হইবে।]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রতিনিবেদন

(শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ)

ভারত-প্রারম্ভে আমরা মঙ্গলাচরণে ইহাই উচ্চারণ করি যে "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥" আমাদেরও অদ্য বর্ষপ্রারম্ভে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ব্যাসের জয়গান। শ্রীমহাভারতের আরাধ্য শ্রীনারায়ণ, তিনি পুরুষোত্তম পরমপুরুষ মহাপ্রভু আর তাঁহার চিচ্ছক্তিরূপময়ী সরস্বতীদেবী নারায়ণী। এই যুগল-নমস্কারানন্তর শ্রীগুরুদেব-শ্রীব্যাসের জয় গান করাই সনাতনী রীতি। সর্ব্বলোকপিতামহ পুরুষোত্তমের নরমূর্ত্তি এবং তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ চতুর্মুখই প্রপঞ্চের আদিম উপকরণ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদাধস্তন শ্রীধর বলেন—"বাণীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্ত চ বক্ষসি। যস্যান্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥" আদি মহাস্তম্ভস্থ শ্রীচতুর্ম্মুখ শ্রীনৃসিংহের সন্নিচ্ছক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সংবর্ত্তী চতুর্ম্মুখদ্বারা বেদচতুষ্টয় গান করিয়াছিলেন। উহাই শ্রবণ করিয়াছিলেন শ্রীনারদ। শ্রীনারদ উহাই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীব্যাসদেব তাহা আকর্ণিত করেন। আধস্তনিকগণের মঙ্গলের জন্য সেই ব্যাস অনুকূল ও প্রতিকূলভাবে পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণের চরণানুশীলন করিবার প্রণালীভেদের মূর্ত্তিসমূহকে 'অক্ষর' নামে অভিহিত করিয়া তাহা হইতে ক্ষর ধর্ম্ম অপসারিত করিয়াছিলেন। যে বিষ্ণু আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে চিন্ময়ী শোভাসম্পৎ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার লীলাই শ্রীনৃসিংহলীলা। তজ্জন্যই শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ শ্রীধর তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীনারায়ণের স্বরূপনির্ণয়ে নরসিংহদর্শনের ব্যবস্থারূপা ভগবদ্গজনের জন্য অক্ষরাত্মিকা মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছেন।

অদ্য শ্রীনিত্যানন্দপাদানুসরণে আমরা শ্রীব্যাসদেবের পূজার অর্ঘ্যপ্রদানকার্য্যের আবাহন করিতেছি। এই অর্ঘ্যপ্রদান আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা, তদনুগ শ্রীনারদ এবং তাঁহার অনুগ শ্রীবেদব্যাস এবং শ্রীব্যাসানুগ শ্রীমধ্বানন্দতীর্থ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও সমগ্র পরিকর গৌড়ীয়গণের পূজা একদিন শ্রীনবদ্বীপে জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন। আম্নায়পারম্পর্য্যে তাদৃশকৃত্য আমাদের গুরুপূজানুষ্ঠানের একটী মুখ্য ব্যাপার।

আচার্য্যগণ শ্রীব্যাসমুখরিত শ্রুতির কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরাও আজ তদনুসরণে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। তপস্যা বিস্তার সন্তোষবিধানার্থ শিষ্যগণ গৌরশুক্লা-পঞ্চমীতে অঞ্জলি দিয়া থাকেন আর আমরা মাঘীকৃষ্ণাপঞ্চমীতে পরাবিদ্যা দেবীরচরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। সেই অঞ্জলি শ্রীব্যাসের শ্রীগুরোস্তাদিত। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"—এই মন্ত্র শ্রবণযোগ্যতা-লাভের হেতুবশেই শ্রীব্যাস-পূজা-বস্তুর আবাহন। একদিন শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত থাকিয়াই শ্রীব্যাসাসনে উপবেশনরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অনুগসম্প্রদায় তাঁহার আনুগত্যের পরিচয়ে আবহমানকাল অদ্যাপিপারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ব্যাপকিক বিচারে নিজ-অযোগ্যতার বিচার আসিয়া ব্যাসাসনে অধিরোহণ কার্য্যে বাধা দেয় বটে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞালঙ্ঘনরূপ দুষ্প্রবৃত্তিবশে আমাদিগকে যেন কোন দিন গুরুপাদপদ্মসেবা-বিমুখ না করে—ইহাই শ্রীব্যাসদেবের ও শ্রীপাদ শ্রীমদ্ভাচার্য্যের শ্রীচরণে আমাদের বিজ্ঞপ্তি। শ্রীমদ্ভামুনি শ্রীব্যাসদেবের পূজাভিনয়-প্রদর্শনকল্পে অর্চাবতার গুরুলীলাভিনয় করিয়াছেন। এক সময়ে তিনি ভীমরূপে উদিত হইয়া কৃষ্ণবিদ্বেষি-সম্প্রদায়সমূহকে গদাধরসেবকত্ব প্রদর্শনকল্পে মহাভারতযুদ্ধে কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিয়াছেন। অন্য সময়ে তিনি বজ্রাঙ্গজীরূপে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিপক্ষকুলনির্য্যাতনের কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। আর নিত্যকাল তিনিই আবার বায়ুরূপ বৈকুণ্ঠধারণ করিয়া অপ্রাকৃত নিত্যাবস্থানের বিলোপসাধন করিতে দেন নাই। শ্রীমদানন্দতীর্থের গুরু-নবমীতে অপ্রকটপূজার পরে অদ্য তাঁহারই

অধস্তন মহীয় গুরুবর্গ শ্রীব্যাসপূজার পুরোহিতরূপে আমাকে বরণ করিতেছেন। ইহা তাঁহাদিগের মহাভাগবতের অনুসরণ-লীলামাত্র। আমার স্বরূপগত পরিচয়ে আমি জানি যে, আমি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অযোগ্য অনন্তাশ্রিত নিত্যদাস সুতরাং অযোগ্যতা-নিবন্ধনই আমার এই তাৎকালিক বিস্মৃতিতা। শ্রোতৃবর্গ আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিলেই আমি তাঁহাদের দাসত্বে নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করিব। আমার কণ্ঠরোধ করিলে আমাকে শ্রীব্যাসপূজার অধিকার দেওয়া হইবে না, তজ্জন্য আপনাদিগের নিকট আমি সকাতরে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আপনারা অসংখ্য মহাপুরুষগণকে শ্রীব্যাসপূজার অধিকার দিয়াছেন, অতএব আমাকেও ক্ষণকালের জন্য সেই পূজার অধিকার প্রদান করুন।

শ্রীব্যাসপূজার পুরোহিতসূত্রে আমি কৃষ্ণদাসন অবলম্বন করিয়া শ্রীব্যাসাসনে অধিরোহণ করিতেছি না। আমি আমার শ্রীগুরুদেবের এবং তাঁহার পূর্ব্ব পিতৃবর্গের তর্পণোদ্দেশে যে আরাধনা করিতেছি, তাহা—অবতার বা অবরোহবিচারেই প্রতিষ্ঠিত। আমি বাহ্য-জড়রসের জ্ঞানের প্রয়াসাধিক্যে অধিক-বস্তু লাভের আশায় প্রতারিত হইবার অভিলাষী নহি। তজ্জন্য শ্রীচতুর্মুখের অধস্তন সম্প্রদায়গণের আদেশ, শ্রীব্যাসানুজনগণের আজ্ঞা এবং শ্রীরূপানুগগণের অপার করুণার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই আজ আমি শ্রীরূপ-কথিত ভক্তিপথের কিঙ্কিৎ দর্শন দ্বারা শ্রীব্যাসের চরণে অঞ্জলি দিতেছি। কেবল শ্রীব্যাসের চরণে অঞ্জলি দিতেছি না, পরন্তু শ্রীব্যাসানুগ গৌড়ীয় গুরুবর্গের চরণেও অঞ্জলি দিবার জন্য অধিরোহবাদীর অধস্তন বৃত্তিও গুরুর আজ্ঞানুসারে পরিহার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছি। আমার এই কার্য্যে "তৃণাদপি সুনীচ" দর্শনাভাবের উপদেশ অবহেলিত হইতেছেনা। শ্রীরূপানুগগণের মহিমা বলিতে গিয়া আমার তৃণের ন্যায় সহিষ্ণু গুণসম্পন্ন হইবার ব্যাঘাত হইতেছে না। কোনও জড়-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইবার দুরাশা-বশে আমি শ্রীগুরু-বাক্য লঙ্ঘন করিতেছি না। সুতরাং আমি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কথিত মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অভিলাষী হইয়া পরিমিতি-করণ পরিহারপূর্ব্বক সৈকুণ্ঠকথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। এই অনুষ্ঠানের গুণ-দোষের আমি ফলভাক্ নহি। সুতরাং ফল বা দক্ষিণাস্বরূপে আমি জাগতিক নিন্দাপ্রশংসার প্রার্থী নহি। নিত্যপার্ষদ শ্রীরূপ ও তদনুগগণ এবং তাবিকালের শ্রীরূপানুগগণ সকলেই আমার পূজ্য শ্রীগুরুদেব—শ্রীরূপ-নারায়ণ-ব্যাস-মধ্ব-নিত্যানন্দাশ্রিত আম্নায়-জাতীয় ভগবদ্বিগ্রহগণ। আমি তাঁহাদের নিত্যকাল আশ্রিত হইতে পারিলেই ধন্য হইব—আমার প্রাপঞ্চিক ভব-রোগ বিদূরিত হইবে এবং ভুক্তিমুক্তি পিশাচীদ্বয়কে 'জননী' বলিয়া জানিবার পরিবর্ত্তে পূতনা স্বরূপ জ্ঞান করিব। জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তি জননীর উপযুক্ত পুত্র হইয়া যেন মাতৃসেবায় ঔদাসীন্য না করেন, জননীকে 'দাসী' জ্ঞান না করেন—ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুকে যে ভক্তির স্বরূপে পরিচিত করিয়াছেন, এবং যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন প্রভুকে ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্যরূপে 'সম্বন্ধ' শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এবং যে সনাতনশিক্ষা শ্রীজীবে প্রতিফলিত হইয়া ভাগবতাচার্য্যরূপে বেদীপামান আছে এবং যে শ্রীরূপানুগত্ব মূর্ত্তিমতী ভক্তিস্বরূপে শ্রীরঘুনাথপ্রভুরূপে স্বরূপানুগত্যের বেদীপামান গোত্রান্তর আচার্য্য-বিগ্রহরূপে প্রকটিত থাকিয়া গৌড়ীয়ের গুরুপরম্পরার আশাবারি অবিপ্রান্তভাবে পরিপূরণ করিতেছেন, শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবস্বরূপতট সেই ভক্তিরসামৃত-জলধির পরিরক্ষক এবং মুমুক্ষাপরিহার ও অনর্থরূপ-পঙ্কিলজলপ্রাহসমূহের প্রতিষেধকরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।

শ্রীরূপোপদিষ্ট শ্রীচৈতন্য-ভক্তি শ্রীরূপের শ্রীকরোদ্ভাসিতা। "দুর্জ্ঞনসঙ্গমনী" জীববৃত্তি পঞ্চরাত্র-মত-অনুসারিনী নহেন। যাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীজীব পাঞ্চরাত্রিক মতের সহিত বিরোধ করিবার উদ্দেশেই পৌরুষবিচারের প্রাধান্য ও স্বকীয় বাদ প্রকৃতি স্থাপন করিয়া শ্রীরূপানুগত্য ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন; শ্রীরূপসনাতনানুগগণ তাঁহাদের ঐরূপ নিকৃষ্ট বিচারের পক্ষপাতী নহেন। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীনরোত্তম প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয়গণই এই দূষিত-বিশ্বাস-রোগের চিকিৎসক। "মনঃশিক্ষা", "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি" প্রভৃতি শ্রীরূপানুগবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাই বলি, শ্রীব্যাসাসনে বসিয়া শ্রীজীবানুগত্যে আমাদিগের তত্ত্বজীবানুগত্য পরিচয় লাভ হউক আর স্বরূপের শ্রীরঘুনাথের আনুগত্যে ব্যাসাসনে শ্রীব্যাস-পূজার উদ্দেশে প্রাকৃত ভাবুকতা অপসারিত হইয়া অপ্রাকৃত সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হউক। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে আনীত শ্রীজীবঘটে স্বরূপের রঘুনাথ আমাদিগের কামাদি ষড়রিপুর অনিত্য-বাসনাসমূহ

হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া অমরসদনে স্থান ও বিশালায় নিযুক্তি করুক।

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু গুরুনে কৃষ্ণরূপে
স্বয়ং শ্রীনাদি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বরূপে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বামুর্ব্বীতস্তটুস্তিরভিধাতে স্তুতপদঃ॥"

শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট প্রথমকালে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয়ে "দবির খাস" বলিয়া অভিহিত হন। ভক্তির স্বরূপবিজ্ঞানে তদনুগ-সম্প্রদায়ে তাঁহাকে "দবির খাস" বলিয়া না জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত 'শ্রীরূপ' বলিয়াই জানেন। শ্রীরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট ভক্তি-বিষয়িণী শিক্ষালাভের অভিনয় প্রদর্শন করেন। যাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কৃপা-স্বরূপে তদনুগ-সম্প্রদায়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অধিকার প্রদান। তিনি যাঁহার নিকট ভক্তিসিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে 'সাকর মল্লিক'কে সনাতন-বিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরূপ তজ্জন্যই শ্রীসনাতন প্রভুকে 'গুরু' বলিয়া জানাইয়াছেন; শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু তজ্জন্যই "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"তে শ্রীসনাতনকে কৃষ্ণসম্বন্ধ-কারক বলিয়া উক্তি করায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহাকেই 'ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য' বলিয়াছেন। সেই ভক্তি-সিদ্ধান্ত শ্রীরূপ-শ্রীকথিত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সন্ধান-দায়িনী সরণিরূপে শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবানুগ-সম্প্রদায়ের সম্বোজ্জ্বল ভবন উদয় করাইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পান করাইয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর দ্বারা যাহারা নিজ নিজ প্রাকৃত স্বার্থ সিদ্ধ করিবার বর করিয়াছেন, তাহারা দুর্গম পথে শ্রান্ত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। যাহারা শ্রীজীব গোস্বামীকে শ্রীরূপানুগ বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন, তাহাদের 'রূপানুগ' বলিয়া পরিচয় দিবার সম্ভাবনা নাই এবং শ্রীদাস-গোস্বামি প্রদর্শিত রূপানুগ ভজনপ্রণালীর অনুসরণে কখনই যোগ্যতা হইবে না। শ্রীদাস-গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীজীবের অনুগমনের গত্যন্তর নাই। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়েই ভক্তির প্রবৃত্তি এবং ভক্তির উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য-বিলাসাদি ভক্তিযানের সম্বন্ধজ্ঞানে পারদর্শিতা সাধন করে।

ভগবান্ রসময়। ভগবন্মায়া-রচিত বস্তুতে যে রস আছে, তাহা অনিত্য, অজ্ঞানমণ্ডিত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের প্রতিষেধক। স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিগ্রস্ত অনর্থময় জীব বাস্তব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে সম্বন্ধ-সংস্থাপনে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত তন্মায়া-রচিত জড়শক্তিপরিণতির বৈষম্য না জানিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন এবং তাদৃশ বিবর্ত্তে পতিত হইয়া মায়া-বৈচিত্র্য-রহিত অবস্থাকেই "ব্রহ্ম" ও তাঁহার সহিত নির্ভিন্ন হওয়াকেই 'অভিধেয়' বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। কেহ বা বিবর্ত্তে পতিত হইয়া জড়-ভোগের প্রবৃত্তরূপে নিজেন্দ্রিয়দ্বারা স্বীয় অনর্থময় অবস্থার পরিপোষণ করেন। এই দুই প্রকার অভক্তির অনুষ্ঠান—ভক্তিস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। রসময়ী ভক্তি নীরস বা বিরস-জাতীয় পরিণামদ্বয়ে কখনই পরিচিত হন না। জীবের স্বরূপ-বোধাভাবে মুক্তি ও ভুক্তি কোনও সময় প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়, আবার কোন সময়ে ভক্তির স্বরূপবোধের অভাবে ভক্তিকে সাধন জানিয়া মুক্তি বা ভুক্তিকে সাধ্যজ্ঞান হয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে শুদ্ধজীব ভজন-বলে ভুক্তি-মুক্তিকে প্রাপ্য না জানিয়া তাহাদিগের প্রভু হইয়া পরমৈশ্বর্য্যময়ী ভক্তির পরিচর্য্যায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। ভক্তির পরিচারক-রূপেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের অধিষ্ঠান, কর্ম্ম ও জ্ঞানের দাসীরূপে কদাপি শুদ্ধভক্তির অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। কর্ম্মের বৈরস্য ও জ্ঞানের নিরসতা রসময়ী ভক্তির প্রতিকূলে অবস্থিত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের কথারই প্রাধান্য। গৌণভাবে ঐ প্রাধান্যের সমর্থন-জন্য প্রতিকূলভাব সমূহের নিষেধোক্তি বর্ণিত আছে। কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন-বিচারে বিভুর বিভিন্ন সেবা প্রকাশ সমূহ কৃষ্ণের আংশিক বৈভব প্রকাশ করে। কৃষ্ণের প্রভুত্ব ও বিভুত্ব অপহরণ করিয়া যে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিবৃত্তির চাকচিক্য জীবের আসুরিকভাব সমূহের উদয় হয়, তাহাতে অভক্তিরই স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য প্রতিকূলকৃষ্ণানুশীলন-বিষয়ে অনর্থময় বিবর্ত্তবাদী জীব আপনাকে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরত করিয়া তোলে। সুতরাং প্রভু ও ভজনরূপ সেবা-সেবক-ভাবরাহিত্যে যে দুর্গতি উপস্থিত হয়, তজ্জাতীয়-বিকৃত-বস্তুধারণা কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলনপর্য্যায়ে প্রাধান্য লাভ করে। প্রপঞ্চে প্রকটিত কংস-জরাসন্ধাদি দুষ্টপ্রবৃত্তির অবতারসমূহ ভক্তি-রহিত হইয়া ভুক্তি-মুক্তিকে প্রয়োজনজ্ঞানে যে প্রতিকূল

কৃষ্ণানুশীলন করেন, তাহা পূর্ব্বকথিত নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের পর্য্যায়ে প্রপঞ্চে অবতরণ মাত্র। গুরু, গৌর, গ্রামবাসী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, নামকীর্ত্তন ও মন্ত্রোচ্চারণ অনুকূলভাবে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের সেবা করিতে পারে আর প্রতিকূলভাবে সেব্য হইবার পিপাসায় তত্তদ্বস্তুর কৃষ্ণ-সেবন-ভাবের বিপরীত প্রতিকূল আবরণের প্রকার-ভেদ সৃষ্টি করে। অনুকূল অনুশীলন-কালী বস্তু-সপ্তক—ভগবদ্ভক্তির সহায়, আবার 'অন্য' আসিয়া ঐ বস্তু-সপ্তকের বাস্তববিচারকে আবৃত করিয়া আপাতিকদর্শনে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পথে লইয়া গিয়া বিপথগামী করে। সাধন-ভক্তি—রসোদয়ের পূর্ব্বাবস্থিতির নামান্তর অর্থাৎ উহা—রসের প্রাক্তনভাবমাত্র; রসোদয়ে ভক্তি আর 'সাধন-ভক্তি' নামে পরিচিত না হইয়া 'ভা-ভক্তি' নামে অভিহিত হন। স্থায়িভাব রতি প্রাক্কালে 'প্রেমা'-নামে পরিচিত। স্থায়িভাবের সহিত সামগ্রী-চতুষ্টয়ের সংযোগে রসোদয়। সামগ্রী-রতির অসম্বিলিত রতির আলোচনে সাধনপর্য্যায়ে আমরা "শ্রদ্ধা" অর্থাৎ চিত্তসাহিত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাই। যাহারা জড়সাহিত্যে অপ্রাকৃতের বিবর্ত্ত-দর্শনে ভ্রমযুক্ত, তাহারা জড়ালঙ্কারিকের আবরণে প্রতারিত হইয়া 'অন্ত-ভক্ত' হইয়াও আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তপর্য্যায়ে গণনা করে। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহনাভাবে তটবর্ত্তীরূপগণ আপনার রূপানুগ পরিচয় ভুলিয়া গিয়া শ্রীরূপানুগ 'স্বরূপের রূপানুগ' হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হয় এবং রূপানুগ-গণের চরণে অপরাধ করিয়া বসে। এতাদৃশ বদ্ধজীব আত্ম-বৃত্তি ভক্তির সন্ধান না পাইয়া কখনও বা শ্রীজীবের বিরোধ, কখনও বা রূপানুগ-রঘুনাথের বিরোধ করিয়া বসে। বৈষ্ণবের পক্ষপাত দোষ আছে জানিয়া তাহাদের বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। ঐ ভ্রান্তিই তাহাদিগকে শ্রীরূপানুগ-বর্ত্মারূঢ়নের মর্ম্মণ-স্বরূপে বাধা দেয়। কখনও কৃষ্ণে-তরাভিলাষ, কখনও বা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধির কর্ম্মাবরণ, স্বত্যাগ-তাৎপর্য্যপর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ ভক্তির সন্ধানে বাধা দেয়। ভক্তিরস—তরল, তাহা প্রাপঞ্চিক রসের ন্যায় শুষ্ক হইতে পারে না। নিত্যরস-সমুদ্রের ক্ষয় নাই এবং তাহা সঙ্কীর্ণ জলাশয় মাত্র নহে। ভজনীয় বস্তু পরিমিতরাজ্যের এষণাবিশেষ নহে বলিয়া তাঁহার সেবামৃতসিন্ধু—অপরিমিত বৈকুণ্ঠ-রস-সমুদ্র।

ভবরোগাক্রান্ত জোকগণের অনর্থমুক্ত হইয়া-ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহন করিতে পারিলেই তাঁহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি করতলগত হয়। কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ বা অন্যাভিলাষ-রূপ স্বেচ্ছাচারের অবান্তরব্যাপারসমূহ ভক্তিপথের কণ্টকরূপে সমাগত হয় না। যাহাদের পূর্ণ শুদ্ধভক্তিক্রমে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহন করিবার রুচি হয় না, তাঁহারা শ্রীরূপানুগের ধরাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই জানিতে হইবে। শ্রীরাধাগোবিন্দ-স্বরূপের কথিত দয়ানিধি গৌরসুন্দর ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সেই ভক্তিসূত্রের শ্রোতা প্রদর্শন করাইবার জন্যই সেনাপতি শ্রীরূপকে প্রতিকূলানুশীলনকারি-জনগণের কল্যাণবিধানার্থ শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট করাইয়াছেন। শ্রীরূপানুগ-জনগণই শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি করিতে সমর্থ। অভক্তজনের কথিত মায়া-মরীচিকা কখনই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পথের সন্ধান দিতে পারে না। তজ্জন্য বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে রূপানুগত্বই একমাত্র পথ।

'পরিচিন্যা' শব্দে ভক্তিই উদ্দিষ্টা; সেই ভক্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া অদ্য শ্রীব্যাসপ্রমুখ গুরুগণের চরণে উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহারা আমার অভক্তি-মরু হৃদয়ে কৃপাবারি সেচন করিয়া তাঁহাদের নিত্যদাসরূপে গণনা করিয়া অধিকার দিন। শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত মহাভাগবত-লক্ষণের কথা স্মরণ করিয়া আমি বুঝিতেছি যে,—"যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম। তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥" আপনারা সকলেই তাহাই আছেন বলিয়া আমাকে অদ্য শ্রীব্যাসার্চ্চনের অধিকার দিলেন। এই অধিকার-দানের বিনিময়ে আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতের অনন্তকাল দাসেই নিযুক্ত থাকিব। তজ্জন্য অন্য কোন বেতন আমার প্রার্থনীয় নহে।

পরিশেষে "প্রতি-নিবেদনে" আমার বক্তব্য এই যে, আপনাদিগের মহত্ত্বের পরিচায়ক যে সকল বাক্য আমার উদ্দেশে কথিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাপঞ্চিকবিচারে আমার কোনও যোগ্যতা নাই বলিয়া ঐ সকল উক্তিই শ্রীগুরুদাস-সূত্রে আমার পূর্ব্বগুরুগণের প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহা-দিগের শ্রীচরণ-কমলে সমর্পণ করিতেছি। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া ঐ বাণীসমূহ আত্মসাৎ করিতে আমার কোন সামর্থ্য নাই, যেহেতু প্রভুর আদেশে "তৃণাদপি সুনীচ" কীর্ণপরীরী আমি এতাদৃশ গুরুভার-বহনে অনিপুণ, সুতরাং এই সকল কথা শ্রীমদ্গুরুতত্ত্বের উদ্দেশে প্রেরণ করা ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই।

তবাস্তু মহত্ত্বা সমর্পিতং ন হি বর্ত্তুং প্রভবামি বৈভবম্।
উচিতং গুরুবেহরং অত তং সুবরাকং প্রণয়াৎ সমর্পয়ে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুরপূর্ণচন্দ্রোদয়

"নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধ-দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ-পূর্ণ-ইন্দু॥

—চৈঃ চঃ আদি ১৩শ পঃ ২১২

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র ভগবান্।
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ রত্নময়।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থরাজির বর্ণনানুসারে জানা যায়, গঙ্গার পূর্ব্বকূলে এই নবদ্বীপ-নগর বিরাজিত। বহু পূর্ব্ব হইতেই এই নবদ্বীপ-নগরে সেন-রাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। তদানীন্তন ভারতের বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ-নগরী এবং তচ্চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহ ও—যেখানে যেখানে বিদ্যালোচনার কেন্দ্র ছিল, সমস্তই "নবদ্বীপ" নামে পরিচিত হইত। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'নবদ্বীপ-পরিক্রমায়' এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"যত দীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ ভিন্ন হয় এক গ্রাম।
যৈছে রাজধানী কোন স্থান।
যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম।"

এই নবদ্বীপ নগরেই যে সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী ছিল, উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ এখনও এই স্থানে 'বল্লালদীঘী' নামে একটী বিস্তৃত দীঘী এবং উত্তরদিকে "বল্লাল ঢিবী" বা বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া একটী উচ্চ ভূমি অবস্থিত রহিয়াছে। মালদহ জিলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সেনবংশীয় নৃপতিগণ তাঁহাদের সাম্রাজ্য-সিংহাসন এই নবদ্বীপ-নগরে আনিয়া-ছিলেন বলিয়া নবদ্বীপ-মণ্ডলকে 'গৌড়ভূমি'ও বলা হয়। সেন-রাজগণের অবসানের পর নবদ্বীপ মুসলমান-রাজের হস্তগত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৯৮-১৫১১) বাঙ্গলার স্বাধীন নৃপতি আলাউদ্দিন সৈয়দ হুসেন শাহ

নিয়োগ-মতে দণ্ড-বিধান ও শাসনাদির পরিচালন-জন্য কৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর আসন এই নবদ্বীপেই অধিষ্ঠিত ছিল। এখনও এই স্থানে চাঁদকাজীর সমাধি ও তাঁহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। প্রাচীন নবদ্বীপের 'বেলপুকুরিয়া' পল্লীর স্থানগুলির কিয়দংশ বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' নামক পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। এই বামনপুকুরেই চাঁদকাজীর সমাধি বর্ত্তমান।

শ্রীনবদ্বীপধাম জাহ্নবী-বেষ্টিত ষোল ক্রোশ পরিধির অন্তর্গত; তাহাতে নবধা-ভক্তির পীঠস্বরূপ 'অন্তঃ', 'সীমন্ত', 'মধ্য', 'কোল', 'ঋতু', 'জহ্নু', 'মোদদ্রুম' ও 'রুদ্র'—এই নবটী দ্বীপ বিরাজমান। তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর; এই স্থানেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ভবন, শ্রীমুরারী গুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল।

শ্রীহট্ট-নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণবর শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত পুত্রের অন্যতম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন। জগন্নাথ মিশ্র তদানীন্তন নবদ্বীপবাসী, জ্যোতিষবিদ্যায় সর্ব্বাগ্রণী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী-দুহিতা শ্রীশচী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান কাজীপাড়ায় থাকায় কাজী সাহেব প্রবীণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে গ্রাম-সম্বন্ধে 'নুলাভাত' জ্ঞান করিতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীনন্দ-নন্দনদেবের ন্যায় 'সদ্-গুণসাগর' ছিলেন এবং তাঁহার পদবী 'পুরন্দর' ছিল। পুরন্দর-পত্নী পতিব্রতা-শিরোমণি শচীদেবীর একে একে আটটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপত্য-বিরহে পুরন্দর মিশ্র অতীব দুঃখিত হইয়া পুত্রসন্তান-লাভার্থ-বিষ্ণুর আরাধনা করেন। অপ্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্মের মূল আদর্শ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বা শ্রীশচীদেবীর পুত্রাদি কামনা অকাম-

জ্ঞানে দেহ-প্রতিফলিত রাগের কাম-কল্পীর আচরণের ন্যায় মনে হইলেও উহা কেবল জগতে ভগবানের অবতার-লীলা আবিষ্কারের আনুকূল্য মাত্র। ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই আমাদের ন্যায় বদ্ধ-জীব মায়াবদ্ধ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। মিশ্র পুরন্দর বিষ্ণু আরাধনা করিয়া বৈকুণ্ঠের মহাদেবকে তাঁহার নবম পুত্ররূপে জগতে প্রকাশ করেন।

১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন; পূর্ণিমা—নব বসন্ত। তাহাতে আবার শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা—লালে লাল আবীর-রাগ-লোক; সন্ধ্যাকাল—পূর্ণচন্দ্র প্রতি বৎসরেই এই সময় তাঁহার অমল ধবল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে বিশ্ব স্নান করাইবার জন্য সগর্বে উদিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আজ যেন তাঁহার পূর্ণতা, তাঁহার স্নিগ্ধতা—উজ্জ্বলতা, তাঁহার উদারতা, তাঁহার সর্বাকর্ষকতা, তাঁহার কবিত্ব, লালিমা, চঞ্চলতা সমস্তই তিরস্কৃত—ম্লান হইয়া মনে করিয়া অথবা 'প্রাকৃতের পূর্ণতা, অপ্রাকৃতের পূর্ণতার নিকট পরাভূত'—এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সকলের অলক্ষ্যে রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বের চতুর্দ্দিকে "হরিবোল", "হরিবোল"-তুমুল ধ্বনি উঠিল—কর্ণ-কোলাহল বন্ধ হইয়া—দশদিগন্ত কৃষ্ণকীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া মাতিয়া উঠিল। এমন সময়ে সিংহলগ্নে, সিংহরাশিতে শচীগর্ভ-সিন্ধু হইতে 'শ্রীনবদ্বীপ-পূর্ণচন্দ্র' উদিত হইলেন। পণ্ডিত জগন্নাথ-মিশ্র-বৈদিকাচার্য্য ও ঠাকুর হরিদাস এবং নবদ্বীপবাসী শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগের পরমদুঃখ তাপাক্রান্ত-দুঃখকালের নিশায় অবসান অন্তরে লক্ষ্য করিয়া স্ব-স্ব স্থানে সানন্দে নৃত্য করিতেছিলেন। পুত্র-রত্নলাভে উৎফুল্ল-হৃদয়ে মিশ্রবর যখন-নয়ন দর্শন করিতে আসিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গণনা করিয়া এই অদ্ভুত লগ্নচক্রে মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ দেখিতে পাইলেন এবং ইঁহার দ্বারাই নিখিলবিশ্ব যাবৎ দোষের হইবে জানিতে পারিয়া চক্রবর্ত্তী-প্রবর ইঁহার দেব-দেব 'বিশ্বম্ভর' নাম প্রকাশিত করিলেন। নরনারীগণ বালকের শ্রী-কান্তি এবং হরিসংকীর্ত্তন-শ্রবণমাত্র বালকের ক্রন্দন-নিবৃত্তি ও উল্লাস লক্ষ্য করিয়া শচী-গর্ভ-সমুদ্ভূত শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে 'গৌরহরি'-নামে সম্বোধন করিলেন। অই কথার নিমাইয়ের পর এই 'পরম পুরুষের' আবির্ভাব জানিয়া অপ্রাকৃত-সহজ-স্নেহময়ী-নিদ্রোত্থিতা শচীদেবী তনয়ের নিকট তিরস্কারচ্ছলে 'নিত' শব্দ হইতে 'নিমাই' নাম রাখিলেন। কেহ কেহ বলেন, নিম্বতরুর নিম্নে গৌর-সুন্দরের আবির্ভাবে হওয়ায় শচীদেবী পুত্ররত্নকে স্নেহমাখা 'নিমাই'-নামে ডাকিতেন।

অনন্তর পূর্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্র শচী-গর্ভসিন্ধু হইতে উদিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি লীলা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। লীলা-বাল্যলীলাদি মায়াপুর-পুরন্দর-প্রভু বিচিত্র বালা-লীলা-রঙ্গের নিত্য-নব-নবায়মান নাটকসমূহ বিস্তার করিয়া শচী প্রমুখ ললনাকুলের চমৎকারিতা উৎপাদন করিতে থাকিলেন। নিমাইর নামকরণ-কালে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের কটি-পরীক্ষার্থ বালকের নিকট 'পুঁথি', 'খই', 'পান', 'কড়ি', 'সোণা', 'রূপা' প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য স্থাপন করিলে নিমাই সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতকেই আলিঙ্গন করিলেন। বালক-নিমাই ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে শচীপ্রমুখ ললনাগণ বালককে নানাবিধ দ্রব্যজাত প্রাপ্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বালক কিছুতেই স্থির হইতেন না। কেবলমাত্র যখন সকলে মিলিয়া হাতে তালি দিয়া হরি-সংকীর্ত্তন করিতেন, তখনই বালকের ক্রন্দন-নিবৃত্তি হইত এবং বালক উল্লাস-ভরে নৃত্য করিতে থাকিতেন। ক্রমে নিমাই 'হামাগুড়ি'-লীলা প্রকাশ করিলেন। একদিন 'হামাগুড়ি' দিতে দিতে গৃহের এক স্থানে একটী সর্পকে দেখিতে পাইয়া হস্তধারণ সর্পের উপরে বালক শয়নপূর্ব্বক সেব-সেবী-লীলা প্রকট করিলেন। অপ্রাকৃত-সহজ-শুদ্ধ-প্রেমরস-রসিক শচী-প্রমুখ ললনাগণের বাৎসল্য-রস-সাগর উদ্বেলিত হইয়া পড়িল; সকলেই ব্যস্ত হইয়া 'সরু', 'গরু' বলিয়া বালকের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সর্পরাজ অনন্ত সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

নিমাই পরম-ক্রমণ-লীলা-আবিষ্কার করিয়া মাত্র তাঁহার বাল্য-লীলা-সঙ্গী অন্যান্য বালকগণ হইতে পৃথক্ হইয়া লক্ষিত হইলেন। নিমাই একাকী গৃহের বাহিরে গমন করিতেন, বিভিন্ন লোকে বালকের রূপ-লাবণ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া বালককে 'সন্দেশ', 'কলা' প্রভৃতি প্রদান করিতেন। বালক সেই সকল দ্রব্য হরিকীর্ত্তনকারিণী নবদ্বীপ-ললনাগণকে পারিতোষিক-প্রসাদ-স্বরূপ প্রদান করিতেন। কখনও বা বন্ধু-বর্গের গৃহে গমন করিয়া গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে দধি, দুগ্ধ ও

অন্নাদি ভক্ষণ করিতেন। কাহারও গৃহসামগ্রী ভগ্ন করিয়া সেই স্থান হইতে গোপনে পলায়ন করিতেন। বালকের মুখ-চন্দ্র-দর্শন-মাত্রেই সকলে তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ ভুলিয়া যাইতেন। একদিন শচীদেবী নিমাইকে ভোজনার্থ 'দই সন্দেশ' প্রদান করিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলে বালক 'দই সন্দেশের' পরিবর্ত্তে কতকগুলি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; শচী ইহা দেখিয়া বালকের হস্ত হইতে মাটীগুলি কাড়িয়া লইলেন। বিশ্বম্ভরী নিমাই মাতাকে দার্শনিক উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন যে, দই, সন্দেশ, অন্ন প্রভৃতির সহিত মৃত্তিকার কোন ভেদ নাই, কারণ উহারা সকলেই মৃত্তিকার বিকার। জীবের দেহ, জীবের ভক্ষ্যবস্তু—সমস্তই 'মাটী'। শচী ইহা শুনিয়া বলিলেন,—জগতের সমস্ত দ্রব্য মৃত্তিকা-বিকার হইলেও মৃত্তিকা এবং তদ্বিকারের নিষেধ বা অনুকূল ও প্রতিকূলের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। মাটীর বিকার অন্ন ভক্ষণ করিলে দেহ পুষ্ট হয়, কিন্তু আমার মাটী ভক্ষণ করিলে দেহ রোগ গ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। মাটীর বিকার 'ঘটে' জল আনয়ন করা যায়, কিন্তু মাটীর 'পিণ্ডে' জল আনিতে গেলে সমস্ত জল উহার মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। নিমাই মাতার এই উত্তর শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ইহা দ্বারা শুষ্ক-জ্ঞানবাদিগণের একদেশী বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তের সর্ব্বদেশী যুক্ত-বৈরাগ্যের সেবার অনুকূল-প্রতিকূল-বিচার প্রণালী কর্ত্তব্য—তাহা জীবকুলকে শিক্ষা দিলেন।

একদিন জনৈক গোপাল-ভক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীমায়াপুরে মিশ্রের গৃহে অতিথি হইলে বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ মিশ্রবর বিপ্রকে রন্ধন সামগ্রী প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন করিয়া ধ্যানে গোপালকে ভোগ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে নিমাই আসিয়া ব্রাহ্মণের সেই অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। নিমাইর স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অতিথি-ব্রাহ্মণ মিশ্রের অনুরোধে দ্বিতীয়বার পাক করিলেন, সেইবারও ধ্যানে নিবেদনকালে সেই ঘটনাই হইল। বিশ্বরূপের অনুরোধে বৈদিকবিপ্র তৃতীয়বার রন্ধন করিলেন। এবার বালককে বিশেষভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল; বালক নিদ্রিত হইয়া পড়িবার অভিনয় দেখাইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে; গৌরহরির ইচ্ছায় নিদ্রাদেবী সকলেরই নয়নকোণে অতিথি হইলে তাঁহারা সেই অতিথির সৎকারেই ব্যস্ত হইয়া বৈদিক অতিথির কথা ভুলিয়া গেলেন। এমন সময় বৈদিক-বিপ্র পুনরায় ধ্যানে গোপালকে পঞ্চার নিবেদন করিতে উদ্যত হইলে তৃতীয়বার নিমাই হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া পূর্ব্ববৎ বিপ্রের নিবেদিত অন্ন ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বৈরক্ত হইয়া হাহাকার করিতে থাকিলে নিমাই বিপ্রের নিকট চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজরূপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে বিপ্র! তুমি আমার নিত্য কিঙ্কর; আমি যখন ব্রজে নন্দ-দুলালরূপে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তখনও তোমার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে দেখা দিলাম। তখন ব্রাহ্মণ নিজ ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমে মুগ্ধ হইলেন এবং আপনাকে ধন্য মানিয়া প্রভুর আশিষ্ট প্রসাদ সম্মান করিলেন। প্রভু বৈদিক বিপ্রকে এই গুপ্তলীলাটী প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

আর একদিন নিমাই স্বর্গালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বহির্দ্দেশে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় দুইজন চোর তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া তাঁহার যাবতীয় অলঙ্কার অপহরণ করিবার সঙ্কল্প করিল এবং বালকের হাতে সন্দেশ প্রদান করিয়া বলিল যে, তাঁহাকে তাহারা তাঁহার গৃহেই লইয়া যাইতেছে। নিমাই স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া চোর-দ্বয়কে পথ ভুলাইয়া উহাদের স্কন্ধে চড়িয়াই পুনরায় নিজগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। চোর-দ্বয় বিষ্ণুমায়ার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিমাইকে তাঁহার আত্মীয়বর্গের সন্নিধানে মিশ্র-ভবনের দ্বারে রাখিয়া পলায়ন করিল।

শ্রীমায়াপুরে মিশ্র ভবন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে শ্রীজগন্নাথ ও হিরণ্যপণ্ডিতের গৃহ। কোন একটী একাদশীতে তাঁহাদের গৃহে বিষ্ণু নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছিল। নিমাই সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করিবার অভিলাষে জগন্নাথ মিশ্রকে হিরণ্য-জগদীশের গৃহে তাহা আনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। হিরণ্য-জগদীশ মিশ্রের মুখে বালকের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"অদ্য একাদশী এবং আমাদের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছে—একথা শিশু কিরূপে বা জানিল? অবশ্যই এ বালকে কোন বৈষ্ণবী শক্তি আছে"। তাঁহারা এইরূপ বিচার করিয়া সেই নৈবেদ্য বালকের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শিশুর পক্ষে এতদ্ভূতের সংবাদ অবগত হওয়া অসম্ভব; কিন্তু অন্তর্যামী গৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তকে আত্মপ্রকাশ জানাইয়া কৃপা করিবার

অন্ন এবং একাদশী-দিবসে একমাত্র ভগবানই যাবতীয় নৈবেদ্য গ্রহণের অধিকারী, তাহা লোকে জানাইবার জন্য এই লীলা প্রকাশ করিলেন।

নিমাইর বাল্য-লীলা:-লক্ষ্মী ক্রমশঃ চঞ্চলা হইতে অতীব চঞ্চলতরা হইয়া উঠিল। প্রত্যহই শচীর নিকট নানা স্থান হইতে নানা অভিযোগ উপস্থিত হইত। কখনও বা অত্যন্ত ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিয়া নিমাই নিজগৃহের যাবতীয় বস্তু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতেন। কখনও বা মাতাকে প্রহার করিতেন এবং মাতার মূর্চ্ছা দর্শনে ব্যাকুল হইয়া মাতার সুস্থতার জন্য সুস্বাদু নারিকেল আনয়ন করিতেন, প্রত্যহ গঙ্গায় স্নানকালে কুমারীগণের সহিত নানাবিধ কৌতুক করিতেন, কখনও বা কুমারীগণের গঙ্গা-পূজা ও শিব পূজার সজ্জা-সমূহ দেখিয়া বলিতেন,—'গঙ্গা, দুর্গা—আমার দাসী, আর মহেশ ত' আমার ভৃত্য'। কুমারীদিগের নিকট হইতে ফুল, মালা, চন্দন ও নৈবেদ্য-সম্ভার কাড়িয়া লইয়া তাহা স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক কুমারীগণকে কৃপা এবং বিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রচার করিতেন। বস্তুতঃ লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদের উভয়ের নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিক প্রীতি ও হর্ষ প্রকাশিত হইত।

বিশ্বরূপের অগ্রজ বিশ্বরূপ 'আজন্ম বিরক্ত', 'সর্ব্বশাস্ত্রাগার' ও 'সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত' ছিলেন। তিনি জড়বিষয়-মত্ত সংসার হইতে পৃথক্ থাকিয়া বৈষ্ণবসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের আদর্শ শিক্ষা-প্রকাশের জন্য প্রায় সকল সময়েই শ্রীবাসাপুরে অদ্বৈতসভায় অবস্থান করিতেন। ভোজনের বেলা অতিক্রান্ত দেখিয়া প্রায়ই নিমাই শচীদেবীর অনুজ্ঞায় অগ্রজকে আনিবার জন্য অদ্বৈত-সভায় গমন করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া সভায় বৈষ্ণব-মণ্ডলীর চিত্ত মোহিত হইত। কিছুদিন পরে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং 'শঙ্করারণ্য' নামে খ্যাত হইলেন। তদবধি নিমাই তাঁহার চাঞ্চল্য-লীলা সঙ্কুচিত করিয়া পাঠে বিশেষ মনোযোগের লীলা প্রকাশ করিলেন। জগন্নাথমিশ্র কিন্তু বালকের চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি ও পাঠে মনোনিবেশের কথা শুনিলেও অন্তরে উৎফুল্ল হইতে পারিলেন না, কারণ তাঁহার আশঙ্কা হইল, বিশ্বরূপ শাস্ত্রাধ্যয়ন-ফলে সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কি জানি নিমাইও পাছে লেখা-পড়া শিখিয়া অগ্রজের অনুসরণ করেন। মিশ্র নিমাইর পাঠ বন্ধ করাইলেন, নিমাই আবার প্রবলবেগে ঔদ্ধত্য ও চাপল্য-লীলা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এক-দিন নিমাই গৃহের বহির্দ্দেশে বিষ্ণুর নৈবেদ্যপাকের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা-লিপ্ত হাড়ীগুলির উপর গিয়া বসিয়া রহিলেন, শচীমাতা এই কথা জানিতে পারিয়া বালককে সেই অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্নানাদি করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, বালক নিমাই মাতাকে জানাইলেন যে, বিদ্যাহীন ব্যক্তি কি প্রকারেই বা ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি বিচার করিবেন? আবার বলিলেন,—এই সকল হাতে যখন বিষ্ণুর ভোগ রন্ধন হইয়াছে, তখন এই সকল হাত কখনই উচ্ছিষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ যেখানে ভগবান্ উপবেশন করেন, সেই স্থান সর্ব্বপুণ্যময়; সেখানে গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থের অধিষ্ঠান। এই লীলাদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের মোহনপাস্নানোত্থ শুচি-অশুচি-বিচারের জড়তা এবং শুষ্ক-বৈষ্ণবের ভিন্নত্ব-বিচারের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিলেন। অপ্রাকৃত-সহজ-প্রেম-রস-রসিকা শচীদেবী নিমাইকে সেই স্থান হইতে লইয়া আসিয়া স্নানাদি করাইলেন।

যথাকালে নিমাইর উপনয়ন হইল। শ্রীমায়াপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গানগরে অধ্যাপক-শিরোমণি গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে নিমাইকে ব্যাকরণ পড়িতে দেওয়া হইল। নিমাইর অদ্ভুত মেধা-শক্তি দেখিয়া অধ্যাপক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নিমাই 'ছোট' 'বড়' কাহাকেও বিচার না করিয়া সকলকেই নানাপ্রকার ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং পরাভূত করিয়া দিতেন।

একদিন নিমাই মাতার চরণ ধরিয়া মাতাকে একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন।

ইতোমধ্যে একদিন জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্ন-যোগে গৌর-সুন্দরের ভবিষ্য-সন্ন্যাস-গ্রহণাদি-লীলা দর্শন করিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরেই জগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্ধান হইল। নিমাই মাতাকে যথেষ্ট প্রবোধ-প্রদান করিলেন। এদিকে গৃহে অর্থাভাব-সত্ত্বেও মাতার প্রতি নানাবিধ আব্দার ও ক্রোধ-লীলাদি প্রদর্শন করিয়া অপ্রাকৃত-সহজ-বাৎসল্য-রসের পুষ্টি করিতে লাগিলেন।

একদিন ঘরে কিছুই সম্বল নাই শুনিয়া মাতাকে কোথা হইতে দুই তোলা স্বর্ণ আনিয়া দিলেন।

শ্রীগৌর-নারায়ণ এইবার গৃহস্থ-লীলা প্রকট করিবার অভিলাষ করিলে শ্রীবনমালী ঘটক যেন দৈব-প্রেরিত হইয়াই শচীদেবীর স্থানে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত গৌরসুন্দরের বিবাহের প্রস্তাব নিবেদন করিলেন; শুভদিনে শুভলগ্নে গৌর-লক্ষ্মীর বিবাহ-লীলা সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

একদিন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আগমন করিয়া অদ্বৈত-গৃহে উঠিলেন। গৌরসুন্দরের সহিত ঈশ্বরপুরীর পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় গৌরসুন্দর তাঁহাকে ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে ভিক্ষা করাইলেন এবং পুরীপাদের সহিত নানাবিধ কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। একদিন ঈশ্বরপুরী স্ব-রচিত "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" নামক গ্রন্থটী মহাপ্রভুকে সংশোধন করিয়া দিতে বলিলে মহাপ্রভু বলিলেন যে, শ্রৌত-পন্থী শুদ্ধ-বৈষ্ণবের রচনায় ও শ্রৌত-কথায় কোন প্রকার দোষ থাকিতে পারে না; যে সকল অক্ষজ-জ্ঞান-প্রবৃত্ত ব্যক্তি তাহাতে দোষ প্রদর্শন করে, তাহারা নিশ্চয়ই পাষণ্ড।

একদা শ্রীগৌরসুন্দর বাল্যাবিচ্ছলে প্রেম প্রকাশ করিলেন।

একদিন মহাপ্রভু নবদ্বীপ-নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তন্তুবায়, গোপ, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বুলী, শঙ্খবণিক প্রভৃতি নগরবাসিগণের গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্য-সম্ভার স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে কৃপা করিলেন। তৎপরে এক জ্যোতিষীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজ 'পূর্ব্বজন্মের' কথা গণনা করিতে বলায় জ্যোতিষী গোপাল-মন্ত্র জপ করিয়া গণনা করিতে আরম্ভ করিবামাত্রই চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ প্রভৃতি তাবদ্রূপসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু খোলাবেচা শ্রীধরের গৃহে গমন করিয়া তাঁহার সহিত নানাপ্রকার প্রেম-কলহ করিলেন এবং শ্রীধরের বাগান হইতে 'খোড়', 'কলা', 'মূলা', 'গোলা' প্রভৃতি দ্রব্য বিনামূল্যে প্রত্যহ পাইবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন।

এবার মহাপ্রভু অধ্যাপক-শিরোমণিরূপে নবদ্বীপে শোভা পাইতে লাগিলেন। সরস্বতীদেবীর বর-প্রাপ্ত অনেক দিগ্বিজয়ী সর্ব্বদেশ জয় করিয়া নবদ্বীপ হইতে জয়পত্র গ্রহণ করিবার মানসে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় সেই দিগ্বিজয়ী সেই সভা-স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা-সূচক একটী স্তব রচনা করিতে বলিলে, সেই দিগ্বিজয়ী মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী স্তব রচনা করিয়া উহা ঋক্ষের ন্যায় উচ্চারণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সরস্বতী-পতি মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীর পঠিত স্তব-মধ্যস্থিত শব্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি আহরণ করিয়া তন্মধ্যে বহুবিধ দোষ দেখাইতে লাগিলেন। দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইলেন। রাত্রে দিগ্বিজয়ী স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, সরস্বতীদেবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, —"নিমাই পণ্ডিত আমার প্রভু, আমি প্রাকৃত সরস্বতী—তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি—তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি শুদ্ধা সরস্বতীর ছায়া মাত্র। আমি নারায়ণের সম্মুখস্থ হইতে পারি না, কেবল তদাশ্রিতভাবে অবস্থান করি। তুমি শীঘ্রই গৌর-নারায়ণের শরণাগত হও।" তৎপরদিন উষঃকালে দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর নিকট এই সকল কথা জানাইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ দিলেন এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাই যে বিদ্যার ফল—এই কথা জানাইলেন।

অতঃপর অর্থ-সঙ্কল্প-ব্যপদেশে অধ্যাপকবর নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিলেন এবং তথায় সর্ব্বত্র নাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব দেখিয়া শত শত পড়ুয়া আসিয়া পাঠ লইতে লাগিল। এই সময় সেই দেশে তপন মিশ্র নামে এক বিপ্র নানাশাস্ত্র ও নানামুনির নানা মত হইতে প্রকৃত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রভুর নিকট উপনীত হইলেন। প্রভু তপন মিশ্রকে "হরিনাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র সাধ্য ও সাধন"—এই উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক মিশ্রকে কাশী-গমনে আদেশ করিলেন। প্রভু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগত হইয়া তদ্বিরহ-দুঃসঙ্গ-সংগনে লক্ষ্মীদেবীর বৈকুণ্ঠ-বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন এবং লোকানুকরণ-ছলে প্রকাশ ও মাতাকে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

গৌরসুন্দর কোন পড়ুয়ার ললাটদেশে তিলকহীন দেখিলেই তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে তিলকাদি দেবার জন্য গৃহে পাঠাইয়া দিতেন এবং বলিতেন,—"তিলকহীন-কপাল—

স্বপনেরদূত।" নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতনমিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত শুভদিনে শুভলগ্নে প্রভুর বিবাহ-লীলা সম্পন্ন হইল; বুদ্ধিমন্ত খান নামক এক সুকৃতিমান পুরুষ লক্ষ্মী-নারায়ণের এই বিবাহ-লীলার যাবতীয় ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় বহন করিলেন।

অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর গুরু-বৈষ্ণব-চরণে প্রপত্তিই যে একমাত্র জীবের নিত্যধর্ম এবং তীর্থাদি-ভ্রমণের ফল যে কেবলমাত্র সাধুসঙ্গ-লাভ, সাধু-চরণে আত্ম-সমর্পণপূর্বক কৃষ্ণভজন, সাধুগণই যে একমাত্র পরমতীর্থ স্বরূপ, সাধুর দর্শনমাত্রই যে কোটি কোটি তীর্থস্নান হইতেও অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, যে পর্য্যন্ত জীব যথার্থ বৈষ্ণব-সদ্‌গুরু-সন্ধান-সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারে তাবৎকালই যে, সে নানাপ্রকার কাম্য-কর্ম্মে রুচি-বিশিষ্ট থাকে—ইহা সেবোন্মুখ জনগণের নিকট সুন্দর-মূলে প্রচার করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর অন্ন-লীলা প্রকাশ করিয়া কাম্য কর্ম্মীর ন্যায় বিপ্র-পাদোদক পানের অভিনয়, এবং গয়া-যাত্রা করিয়া পিণ্ডাদি-প্রদানের অভিনয়, তৎপরে গদাধরের পাদপদ্ম-দর্শন, ঈশ্বরপুরীর সহ মিলন ও ঈশ্বরপুরীর সমীপে আত্ম-সমর্পণ, দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ প্রভৃতি পরমশিক্ষা-প্রদায়িনী লীলা আবিষ্কার করিলেন।

এইবার প্রভুর আত্ম-প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। গয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহাপ্রভু ভাব-পরিবর্ত্তন-লীলা আবিষ্কার করিলেন। পূর্ব্বের সে চপলতা, ঔদ্ধত্য, বিদ্যাবিলাসের গর্ব্ব, আস্ফালন যেন অন্তর্হিত হইল। দুই চারিজন ভক্তের সঙ্গে নিভৃতে গয়ার বিবরণ বলিতে গিয়া 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলিয়া অশ্রু-গদ্গদ নিস্তব্ধ সংকুচিত হইতে থাকেন। কম্প, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস, কৃষ্ণকথা ছাড়া মুখে অন্য কথা নাই, পড়ুয়াগণকে সূত্র, বৃত্তি, টীকার ব্যাখ্যা বুঝাইতে গিয়া সর্ব্বত্র 'কৃষ্ণনাম', ব্যাখ্যা করেন, 'সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণনাম' ছাড়া আর কোন কথা নাই';—সকলকে এই কথা বলেন। কখনও বা ভগবান্ কপিলের ভাবে শচীদেবীকে জীবের গর্ভবাসাদি-দুঃখ ও সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণের উপদেশ দেন। পড়ুয়াগণ 'ধাতু'র সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু ধাতুকে 'শ্রীকৃষ্ণের শক্তি' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; প্রভু পড়ুয়াগণকে অন্য চর্চ্চা ছাড়িয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের আবেশ করেন এবং পড়ুয়াগণকে সংকীর্ত্তন শিক্ষা দেন। কখনও বা লোকে বৈষ্ণব-সেবা শিক্ষা দিবার জন্য নিজ-হস্তে বৈষ্ণবগণের নানাবিধ বৈষ্ণ-পরিচর্য্যা করিবার লীলা প্রদর্শন করেন। কখনও বা ভক্তশ্রীবাসাদি ও বৈষ্ণবের চরণ-ধূলি শিরে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়া 'একমাত্র বৈষ্ণব-কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন লভ্য'—ইহা প্রচার করেন।

এইরূপে গয়ায় সন্ন্যাসিবেষী শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকটে কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা-গ্রহণ-লীলার পর হইতেই মহাপ্রভু ভাব-পরিবর্ত্তন-লীলা ও প্রেম প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পুরুষই একমাত্র গুরু হইবার যোগ্য—তিনি সন্ন্যাসিবেষী হউন আর অবধূতবেষে অবতীর্ণ হউন, তাহা বিচার্য্য নহে; আর সদ্‌গুরুর নিকট হইতে বিদ্যাজ্ঞান বা কৃপালাভের পর শিষ্যের সমস্ত পূর্ব ইতিহাস পরিবর্ত্তিত এবং নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন কথা থাকে না। প্রভু গয়া হইতে নবদ্বীপে আসিয়া সর্ব্বত্র প্রেম-প্রচার করিতে লাগিলেন।

একদিবস শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-ভবনে বিষ্ণু-খট্টার উপর উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন যে, শচীদেবী অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট অপরাধ করিয়াছেন; সুতরাং বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কিছুতেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে না। শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস করায় বাৎসল্য-রস-রসিকা শচীদেবী অদ্বৈতাচার্য্যই বিশ্বরূপের বৈরাগ্যোদয় করাইয়াছেন, এইরূপ বলিয়াছিলেন। তদ্রূপ অদ্বৈত প্রভুকে আনয়ন করিলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য 'আই'র মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শচীদেবীও সেই অবসরে অদ্বৈতাচার্য্যের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু দেখাইলেন যে, বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে কাহারও প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে না।

এক দিবস অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বিশ্বরূপ দেখাইতে বলিলে, মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। আর একদিন শ্রীবাস-গৃহে ভক্তগণ সম্মিলিত হইয়া মহাপ্রভুকে অভিষেক করিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণু-খট্টায় বসিয়া তাঁহার রাজ-রাজেশ্বর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু যাঁহার যে অভিলাষ, তাঁহাকে সেইরূপ বর-প্রদান করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় দেহস্বরূপ অভিন্ন-রোহিণী-নন্দন শ্রীনিত্যানন্দ বীরভূম জিলার একচক্রাগ্রামেই হাড়া

পণ্ডিতের গৃহে পঞ্চাবতীর গর্ভে উদিত হন। নিত্যানন্দের বাল্যকাল-লীলাতেই অনেক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া হাড়াই পণ্ডিতের নিকট হইতে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করিয়া লইলেন। তদবধি সন্ন্যাসীর সহিত নিত্যানন্দ বহু দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরামণ্ডলে অনেক দিন বাস করিলেন। মহাপ্রভুর আকর্ষণে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে গোপনে অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া নিত্যানন্দকে তথা হইতে স্বীয়-স্থানে আনয়ন করিলেন।

এই সময়ে মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রভুকে নবদ্বীপের নগরে-নগরে, প্রতি ঘরে-ঘরে কৃষ্ণনাম-প্রচারে নিযুক্ত করিলেন। এক দিবস নিত্যানন্দ প্রভু গৃহে-গৃহে নাম প্রচার করিয়া নিশাকালে মহাপ্রভুর বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় 'জগাই' 'মাধাই'-নামে দুই জন মদ্যপ-ব্রহ্মবন্ধুর সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হইল। এই দুই ব্যক্তি পৌত্র-ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইলেও সুরাপান, গো-মাংস-ভক্ষণ, পরস্বাপহরণ, পরদারগমন প্রভৃতি যত প্রকার পাপকর্ম্ম থাকিতে পারে, সমস্ত পাপ-কার্য্যেই লিপ্ত ছিল। সকল সময়ই মদ্যপের সমাজে অবস্থান করায় ঐ ব্রহ্মবন্ধুদ্বয়ের কেবলমাত্র বৈষ্ণব-নিন্দারূপ অপরাধের অবসর হয় নাই। অতীব পর-দুঃখ-দুঃখী পতিতপাবন নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস জগাই-মাধাইকে কৃপা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু যেন তাহাদিগকে কৃপা করিবার জন্যই সেইদিন নিশাযোগে বিচরণ করিতেছিলেন। জগাই-মাধাই নিত্যানন্দপ্রভুকে দেখিতে পাইল; মাধাই 'অবধূত' নাম শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধোন্মত্ত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর শিরে 'মুটকা' নিক্ষেপ করিল। ইহা দেখিয়া জগাই মাধাইকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিল। এমন সময় মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধে সুদর্শনচক্রকে আহ্বান করিলে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে বলিলেন, 'জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করা আবশ্যক।' মহাপ্রভু জগাইর প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ইহাতে মাধাইরও চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। নিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে ক্ষমা করিলেন; তাহারা উভয়েই অত্যন্ত অনুতপ্ত হওয়ায় এবং জীবনে আর কখনও কোন বৈষ্ণবাপরাধ করিবে না প্রতিজ্ঞা করায় তাহাদের প্রতি মহাপ্রভু ও ভক্তগণের কৃপা হইল। মহাপ্রভুর কৃপায় দুই দস্যু ও মহাভাগবত হইলেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্বচরিত স্মরণ করিয়া যেন কেহ ইঁহাদিগকে ভবিষ্যতে অনাদর না করেন, মহাপ্রভু ভক্তগণকে এই আদেশ দিলেন। মহাপ্রভু অগণিত ব্রাহ্মণ-কুলীন-পরিপূর্ণ নদীয়া-নগরে যবনকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা নাম-প্রচারের আদর্শ এবং নিত্যানন্দের দ্বারা জগাই-মাধাইর উদ্ধার-লীলা প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, নিখিল ব্রাহ্মণ-কুল-গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য প্রাকৃত জাতিকুলের দ্বারা বিচার্য্য নহেন, তিনি অপ্রাকৃতবস্তু—জগদ্গুরু। আরও জানাইলেন, —সর্ব্বপ্রকার অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ ভগবানেরও ক্ষমা করিবার সামর্থ্য নাই। বৈষ্ণবাপরাধ-নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিকেই নিত্যানন্দ প্রভু ও মহাপ্রভু কৃপা করেন।

প্রতি রাত্রিতে মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া নিরন্তর কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। পাষণ্ডগণ প্রবেশাধিকার না পাইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের অপমান করিবার অনেক প্রকার চেষ্টা করিত। 'গোপাল চাপাল' নামে এক ব্রাহ্মণকুল দেবী-পূজার সজ্জা মদ্যভাণ্ডের সহিত রুদ্ধদ্বারের বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। সেই বৈষ্ণবাপরাধে তাহার গলকুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিলেও মহাপ্রভু তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া তৎকালে তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন কুলিয়ার আহ্বান করিতেছিলেন, তখন 'চাপাল গোপাল' মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলে মহাপ্রভু তাহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের সন্তোষ বিধান করিতে উপদেশ করিলেন। শ্রীবাসের কৃপায় 'গোপাল চাপালে'র অপরাধ ভঞ্জন হইল।

বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ পরিত্যাগ ও অনধিকারী ব্যক্তিগণের প্রবেশ নিষেধ করিয়া অধিকারী সাধুজন-সঙ্গে হরিকীর্ত্তনের আদর্শ-শিক্ষা-প্রদর্শন-কল্পে একদিন নিশাভাগে মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীবাসের মুক্ত কীর্ত্তন গৃহে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করার অভিপ্রায়ী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া কীর্ত্তনে স্বীয় অনুরাগের লীলা জ্ঞাপন করিলেন। কোন বহির্ম্মুখ জন নিশ্চয়ই কোথাও লুক্কায়িত

রহিয়াছে বিচার করিয়া শ্রীবাস বহু অনুসন্ধানের পর গৃহের এক কোণে লুকায়িত নিজ জামাতাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বহির্দ্বারে আদেশ প্রদান করিলেন।

কোন এক পূর্ণিমা-রজনীতে মহাপ্রভুর আবেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 'ব্যাস-পূজা' করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাসপূজার আচার্য্য হইলেন। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পুষ্পমালা-সমূহ মহাপ্রভুর গলদেশে অর্পণ করিলেন। গৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ষড়ভুজ-মূর্ত্তি প্রকট করিলেন।

এইরূপে মহাপ্রভু নবদ্বীপে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে থাকিলেন। মহাপ্রভুর আকর্ষণে চট্টগ্রাম-নিবাসী বৈষ্ণব-পরমহংস-চূড়ামণি শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আগমন ও মহাপ্রভুর সহিত মিলন হইল। মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাসের গৃহে বিষ্ণু-খট্টার উপর বসিয়া অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। ঐ অদ্ভুত ভাব সপ্ত-প্রহর পর্য্যন্ত প্রকট থাকায় তাহাকে ভক্তগণ 'সাতপ্রহরিয়া-ভাব' বা 'মহা-প্রকাশ' বলিয়া থাকেন। প্রভুর এই সপ্তপ্রহর ভাবকালে মহাপ্রভুর অভিষেকার্থ জল আনয়নকারিণী 'দুখী' নাম্নী জনৈক-ভাগ্যবতী দাসীকে মহাপ্রভু 'প্রেমী' নাম প্রদান এবং শ্রীবাসের মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। প্রভু হরিদাসের প্রতি প্রসাদ বিতরণ করিলেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের দিবস শ্রীমুকুন্দ দ্বারের বাহিরে রহিয়াছিলেন; প্রভু এক এক করিয়া সকল ভক্তকে কৃপা বিতরণ করিলে ভক্তগণ "শ্রীমুকুন্দ বাহিরে আছেন,"—একথা প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু কহিলেন, আমি মুকুন্দে। প্রতি জন্মে প্রসন্ন হইব না, কেননা সে ভক্তগণের নিকট শুষ্কভক্তির কথা বলে, আবার মায়াবাদীদের নিকট 'যোগবাশিষ্ঠ'-লিখিত মায়াবাদ স্বীকার করে। মুকুন্দের মায়াবাদীর সঙ্গ পরিত্যাগে দৃঢ়তা জানিতে পারিয়া প্রভু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটে আনাইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, যাহারা তথাকথিত সমন্বয়বাদী, সেই সকল ব্যক্তিগণের সঙ্গত্যাগ করিয়া অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধভক্তিতে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত না হইলে কখনও ভগবানের প্রসন্নতা লাভ হয় না।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য জগদ্গুরু মহাপ্রভুর গুরুপত্নী শ্রীনবদ্বীপপুরীর গুরু-ভ্রাতা; তন্নিবন্ধন মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ গৌরব-প্রদান-কার্য্যে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুর দণ্ড-প্রসাদ লইবার জন্য শান্তিপুরে গমন করিয়া কতকগুলি বঞ্চনাযোগ্য, দুর্ভাগা ব্যক্তির নিকট জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া অদ্বৈতপ্রভুকে উত্তমরূপে প্রহার করিলেন। এই প্রহার-প্রসাদ লাভ করিয়া অদ্বৈতপ্রভু আনন্দে নাচিতে নাচিতে বলিলেন,—"আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট শ্রীবাসের অলৌকিক-মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে তাহা শুনিয়া কোন দুর্ভাগা পড়ুয়া বলিয়া উঠিল,—ইহা নামের প্রকৃত মহিমা নহে, কেবল অতিস্তুতি মাত্র। মহাপ্রভু ভক্তগণকে নামাপরাধী পড়ুয়ার মুখ দর্শন করিতে নিষেধ করিয়া সগণে, সবেগে গঙ্গাস্নান করিলেন।

কোন দিবস প্রভু ভক্তগণের সহিত নগর-সংকীর্ত্তনে শ্রমযুক্ত হইবার লীলা-প্রদর্শন করিয়া যে স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, তথাকার সেই ভক্তের অঙ্গনে এক আম্রবীজ রোপণ করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে বৃক্ষ ও ফল উৎপন্ন হইল। সেই আম্রদ্বারা আস্বাদন হইয়াছিল। এই স্থানটী সম্প্রতি আমঘাট ('আমঘাটা') বলিয়া প্রসিদ্ধ।

একদিন মহাপ্রভু বৃন্দাবনে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল, প্রভু মেঘকে সরি। যাইতে আজ্ঞা দেওয়ায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। এই কারণে সেই গঙ্গাচর-ভূমিকে লোকে 'মেঘের চর' বলিত। একদিন মহাপ্রভু বলদেবাবেশে যমুনাকর্ষণ-লীলা প্রকাশ করিয়া 'মধু আন', 'মধু আন' বলিতে লাগিলেন। সেই সময় চন্দ্রশেখর আচার্য্য, বনমালি আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর শ্রীহস্তে স্বর্ণ-মুষল দর্শন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু নাম-প্রচার করিবার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে করতালির সহিত 'হরিনাম' করিতে আজ্ঞা দেন; ক্রমশঃ নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গ করতালাদি-বাদ্যের সহিত সংকীর্ত্তন প্রচারিত হইয়া পড়িল। যবনরাজ বিলিজীর আগমনের পর নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা কোতয়াল চাঁদকাজী পর্য্যন্ত নবদ্বীপে 'হিন্দুয়ানী' অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুগণ ভয়ে কখনও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর তাঁহার নির্দেশানুসারে যখন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গ-করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ত্তন হইতে থাকিল, তখন নবদ্বীপের স্বয়ংসীদ্ধ শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজী ইহা জানিতে পারিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমায়াপুরের শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী অনেক কীর্ত্তনকারী নগরবাসীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং ভবিষ্যতে কোন নগরবাসী এইরূপ কীর্ত্তনাদি করিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে দণ্ডিত এবং তাঁহার জাতিনষ্ট করা হইবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া গেলেন। যেখানে চাঁদকাজী নগরবাসীর খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন, সেই ভূখণ্ড তখন হইতেই 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অদ্যাপি শ্রীমায়াপুরে বিরাজমান রহিয়াছে। নগরবাসি-ক্ষুব্ধ-সজ্জনগণ এই সমস্ত ঘটনা মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক সকলকে আরও প্রবলভাবে সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। নগরিয়াগণের অন্তরে কাজীর ভয় রহিয়াছে জানিয়া মহাপ্রভু সেইদিনই সন্ধ্যাকালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সমস্ত নগরবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে কীর্ত্তনমণ্ডলী বিভাগপূর্ব্বক উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখে নবদ্বীপ-নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীর গৃহের দ্বারে উপনীত হইলেন। কাজী ভয়ে স্বীয় গৃহের অভ্যন্তরে লুকায়িতভাবে অবস্থান করিলে মহাপ্রভু লোকদ্বারা কাজীকে বাহিরে আনাইয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্মাচার-সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কাজী প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনিয়া নিরুত্তর ও স্ব-শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কাজী প্রভুর সমীপে বলিলেন, যে দিন তিনি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই রাত্রেই নরদেহ-সিংহমুখ এক মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তাঁহার বক্ষের উপরে লম্ফ প্রদানে আরোহণপূর্ব্বক দন্ত কড়মড় করিতে করিতে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিতেছিলেন যে, মৃদঙ্গের পরিবর্ত্তে তিনি কাজীর হৃদয় বিদীর্ণ এবং তাঁহাকে সবংশে বিনাশ করিবেন। কাজী উহা বর্ণন করিয়া তাঁহার বক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ নখচিহ্ন দেখাইলেন। কাজী আরও বলিলেন যে, সেইদিন তাঁহার এক পেয়াদা—যাহাকে তিনি কীর্ত্তন-নিষেধার্থ পাঠাইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার (কাজীর) নিকট আসিয়া বলিল যে, হঠাৎ অগ্নি-উল্কা কোথা হইতে আসিয়া তাহার মুখে পতিত হওয়ায় তাহার সমস্ত শ্মশ্রুরাজি দগ্ধ এবং মুখে ব্রণ উপস্থিত হইয়াছে। কাজী আরও বলিলেন যে, তাঁহার পেয়াদা তাঁহাকে জানাইয়াছিল—"আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, তোমরা কেহ কেহ 'কৃষ্ণদাস' 'রামদাস' 'হরিদাস' এই নামপরিচয়ে 'হরি' 'হরি' বলিয়া থাক, 'হরি' 'হরি' শব্দে 'চুরি করি', 'চুরি করি'—এই অর্থ হয়, তাহাতে বোধ হয় অপরের গৃহের ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়েই তোমরা 'হরি' 'হরি' উচ্চারণ কর। যেদিন আমি তাঁহাদের সহিত এরূপ পরিহাস করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিয়ন্ত্রিতভাবে 'হরি' 'হরি' বলিতেছে। কাজী আরও জানাইলেন যে, ইহার পর একদিন কতকগুলি ('পাষণ্ডী') হিন্দু তাঁহার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "নিমাই হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে; পূর্ব্বে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি পূজায় রাত্রি জাগরণ করা একটা ধর্ম্মের কার্য্য ছিল, কিন্তু নিমাই গয়া হইতে আসিয়া সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম মত প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মৃদঙ্গ-করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সময়ে বে-সময়ে কীর্ত্তনে তাহাদের কাণে তালা লাগিতেছে, রাত্রে নিদ্রাদির ব্যাঘাত ও নগরের শান্তি ভঙ্গ হইতেছে। নিমাই নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এখন আবার আপনাকে 'গৌরহরি' বলিয়া প্রচার করিতেছেন, ইহাতে হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল। নবদ্বীপ উচ্ছন্ন হইল। ইহার ফলে কেবল কতকগুলি নীচ ব্যক্তির আস্পর্দ্ধা মাত্র বাড়িয়া যাইতেছে। হিন্দুর ধর্ম্মে 'ঈশ্বরের নাম' মনে মনে লইবারই ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই নিমাই বিপরীত মত প্রচলন করিয়া সমস্ত নবদ্বীপের শান্তিভঙ্গ করিতেছে। অতএব আপনি যখন আমাদের গ্রামের শাসনকর্ত্তা, তখন ইহার ব্যবস্থা করুন। নিমাইকে ডাকাইয়া তাঁহাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করুন। মহাপ্রভু কাজীর মুখে হরিনাম-উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন যে, যখন তিনি 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত অশুভ বিদূরিত হইয়াছে। কাজীও মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রভু-চরণে ভক্তি যাচ্ঞা করিলেন।

যাহাতে নবদ্বীপে আর সংকীর্ত্তন বাধা প্রাপ্ত না হয়, মহাপ্রভু কাজীর নিকট এই ভিক্ষা চাহিলে কাজী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে, আমার বংশের কেহই কোন দিন কীর্ত্তনে বাধা দিতে পারিবেন না, আর বংশে এই 'তালাক' দিলাম। অদ্যাপি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে কাজীর বংশধরগণ শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা কালে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র আপত্তি করেন না।

এক রাত্রে মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীবাসের একটী পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিল। মহাপ্রভুর ইচ্ছা-তর্পণের অর্থাৎ কীর্ত্তনের রসভঙ্গ-ভয়ে শ্রীবাস গৃহের পরিবারবর্গকে শোক প্রকাশ করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিলেন। অধিক রাত্রে পর্য্যন্ত শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তন-ভঙ্গের পরে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, এই গৃহে কোন বিপদ ঘটিয়াছে। এরূপ বিপদের সংবাদ মহাপ্রভুকে এতক্ষণ না দেওয়ায় প্রভু দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং মৃত শিশুকে সম্মুখে আনাইয়া তাহার মুখ হইতেই শ্রীবাসগৃহের পরিবারবর্গকে হরিনাম-উপদেশ শ্রবণ করাইলেন। মৃত শিশুর মুখে হরিনাম-উপদেশপূর্ব্বক শুনিয়া পরিবার-বর্গের আর কোন শোক রহিল না। প্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন,—তোমার যে পুত্র ছিল, সে তোমাকে ছাড়িয়া গেল; আমি ও নিত্যানন্দ —তোমার নিত্য পুত্র, তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিবনা।

শ্রীবাসের গৃহের নিকটবর্ত্তী কোন ধনী ব্যক্তি শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করিতেন। ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে প্রভু সেই ভাগ্যবান্ দর্জ্জিকে নিজস্বরূপ দর্শন করাইলেন। সেই দর্জ্জি "আমি দেখিনু" "আমি দেখিনু"—এই বলিয়া প্রেমে পাগল হইয়া নাচিতে লাগিল।

একদিন চন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে গৃহে মহাপ্রভু স্বয়ং রুক্মিণীর বেশ ধারণপূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীবাস, শ্রীহরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণকে বিভিন্ন ভাব ও বেশ গ্রহণ করাইয়া একটী অপূর্ব্ব-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। এই চন্দ্রশেখর-ভবনেই মহাপ্রভুর দ্বারা বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথমে অভিনয়ের অবতারণা হয়। বর্ত্তমান যুগ বিশ্বের সর্ব্বত্র গুরু-সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচারের মূল-কেন্দ্র-স্বরূপ মহাবিদ্যাল "শ্রীচৈতন্য মঠ" এই চন্দ্রশেখর-ভবনেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

একদিন মহাপ্রভুর নৃত্যের অবসানে কোন এক ব্রাহ্মণী প্রভুর পাদস্পর্শ করায় লোক-শিক্ষক-জগদ্গুরু লীলাভিনয়-কারী মহাপ্রভু প্রাকৃত সহজিয়াগণকে সতর্ক করিবার জন্য গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইলেন; নিত্যানন্দ হরিদাসাদি-ভক্তগণ মহাপ্রভুকে গঙ্গা হইতে উত্তোলন করিলেন।

একদিন বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর নিজগৃহে বসিয়া গোপীভাবে বিরহ-ব্যাকুল-হৃদয়ে 'গোপী' 'গোপী' নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন; জনৈক পাষণ্ড পড়ুয়া সেই সময় নিকটে আসিয়া মহাপ্রভুকে বলিল,—আপনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ না করিয়া কেন বৃথা 'গোপী' 'গোপী' বলিয়া স্ত্রীলোকের নাম উচ্চারণ করিতেছেন? প্রভু এই কথা শুনিয়া গোপী-ভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপ করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগা পড়ুয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ হইলে গোপী-ভাবময় প্রভু পড়ুয়াকে কৃষ্ণ-পক্ষপাতীজ্ঞানে চেতাইয়া মারিবার জন্য ক্রোধভরে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। পড়ুয়া পলায়ন করিল। ইহা শুনিয়া কর্ণাটক, দ্রবিড়, বিষ্ণু ব্রাহ্মণক্রবগণ মোহ বশতঃ মহাপ্রভুকে প্রহারার্থ ষড়যন্ত্র করিল। মহাপ্রভু নবদ্বীপের অধ্যাপক, পড়ুয়া, ধার্ম্মিক, কর্ম্মী, তপস্বী প্রভৃতি দুর্জ্জনগণকে বিষ্ণু বৈষ্ণব-বেষাপরাধ হইতে মোচন করিবার জন্য প্রাকৃত-সহজের চক্ষে শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য ও গর্ব্বাভিমানীর গুরুর দুর্য্যাশ্রম স্বীকার করিবার অভিলাষ করিলেন, অর্থাৎ যদি তিনি সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে সন্ন্যাসীকে সর্ব্বপ্রথমা জানিয়া সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিবেন; ইহাতে নিন্দক ব্রাহ্মণগণেরও সুবুদ্ধি লাভ হইতে পারিবে। এইরূপ বিচারে মহাপ্রভু তাঁহার চব্বিশ-বৎসর-বয়স-প্রকটের শেষে মাঘী শুক্লপক্ষে উত্তরায়ণ-সময়ে সংক্রমণ-দিবসে রাত্রিশেষে "নবদ্বীপ ঘাটে" গঙ্গা সন্তরণ-পূর্ব্বক কাটোয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং কাটোয়াস্থিত শ্রীকেশবভারতীকে কৃপা করিবার ছলে প্রথমে তাঁহার কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার নিকট হইতে সেই মন্ত্র শ্রবণ ও দণ্ডগ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিলেন। প্রভু কৃষ্ণ কীর্ত্তনের দ্বারা অদ্বৈতত্ত্ব-বিগ্রহে চৈতন্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া শুদ্ধ সরস্বতী কেশবভারতীর জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার দ্বারা মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' রূপে প্রকাশ করাইলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞা মতে চন্দ্রশেখর

আচার্য্যবর্য্য সন্ন্যাসের বিধি-যোগ্য কার্য্য-সমূহ সাধন করিলেন। সমস্ত দিন কীর্ত্তন করিতে করিতে বহু ভক্তগণের বিরহ-ক্রন্দন-কলরবের মধ্যে দিবাবসান প্রায় হইলে ক্ষৌরকার্য্য সমাপ্ত হইল। পর দিবস প্রাতে ভাগবতীয় অবন্তী নগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গাথা গান করিতে করিতে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। [ক্রমশঃ]

—:০:—

পরমার্থ

সংসারে 'প্রয়োজন'কে প্রাপ্তিজ্ঞানে ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পুরুষের চেষ্টা 'অর্থ' নামে প্রসিদ্ধ। সেই চেষ্টা সফল হইবার ব্যাঘাতই 'অনর্থ'। যাহা তাৎকালিক প্রয়োজন-সিদ্ধি করায় তাহাকে সাধারণতঃ 'অর্থ' বলিলেও সর্ব্বকাল-প্রয়োজনের অপ্রাপ্তি-বিচারে অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে ভেদ আছে। তাৎকালিক-প্রয়োজন-সিদ্ধিকল্পে আমাদের চেষ্টার যথেচ্ছাচার আবদ্ধ। তাৎকালিক ফললাভের আশায় আমাদের যে আচরণ বা চেষ্টা, তাহা নিত্য ফল প্রসব করে না বলিয়া আমরা অর্থ বা প্রয়োজন-বিষয়ে তারতম্য নির্দ্দেশ করি। যাহা অধিককাল ধরিয়া আমাদের প্রয়োজন-সিদ্ধি করায় তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। আবার প্রয়োজনের অপূর্ণতা ও আধিক্য-বিচারে তারতম্য আসিয়া আমাদিগকে শ্রেষ্ঠতার দিকে ধাবিত করায়। তখন আমরা পরিমাণগত প্রয়োজন-সিদ্ধিকে তারতম্য-বিচারে আদরের ন্যূনাধিক বিচারে প্রবিষ্ট হই। যথেচ্ছাচার আমাদিগকে বিভিন্ন স্তরে নানা-প্রকারে নৃত্য করাইয়া অবশেষে অন্যান্য বিচারের কদর্য্য উপলব্ধি করাইয়া প্রয়োজন বিশেষকে প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করায়। অনেক সময়ে আমাদের বিচারের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া আমাদের অপেক্ষা যে বিচারকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি, তাঁহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হই। নিত্যানিত্যবিবেক অর্থ ও পরমার্থের বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে। সেইকালে যথেচ্ছাচারকে 'অর্থ' বলিবার পরিবর্ত্তে আমরা উহাকে 'অনর্থ' বলি। যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আমাদের অর্থ-প্রাপ্তি ঘটে, সেই বস্তু-বিষয়ক বিচারে আমাদিগের কৃত্য-সমূহের আলোচনা উদিত হয়। ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রলোভন আমাদিগকে অনেক সময় নিত্যানিত্য-বিবেক-রহিত করায়। তখন নিত্যত্ব-বোধের প্রাধান্য মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় চক্ষুপটে উদিত হইলেও সৈন্য ভিন্নিবেশের অবস্থান বিচার করিয়া আমাদের অযোগ্যতায় অবস্থিতি সার্ব্বকালিকী—এরূপ অসমীচীন সিদ্ধান্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাই আমাদের ভাগ্যহীনতার পরিচয় মাত্র। লৌকিক অর্থ ও অনর্থের বিচার-মাত্র করিয়াই আমরা পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হই। আবার যখন কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথেচ্ছাচারের মূল প্রত্যয়-সকাশনে বাধা-প্রাপ্ত হই, তখন পরমার্থ-বিচারের প্রাধান্য বলবৎ হয়। উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মৎসরতা নামক রিপুষট্‌ক আমাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাহাদের প্রবল উত্তেজনায় আমরা দিশাহারা পথিকের ন্যায় সুখ-লাভেচ্ছায় দশদিকে ভ্রমণ করিতে থাকি। এই ভ্রমণ যখন আমাদিগের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতকারক বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখন অপরের উপদেশ প্রাপ্তির লালসা সমুদ্ভূত হয়। আমরা নিত্য অর্থ কোথায় এবং কিরূপভাবে পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করি। এই অনুসন্ধান-কালে যদি সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের অমোঘ বাণী নিবাদিত হয়, তাহা হইলে আমরা নানা অমঙ্গলময় বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই। সেই শ্লোকটী ভবরোগ বহুবার অস্থিরচিত্ত, যথেচ্ছাচারী, বিশ্ব-গত জীবের একমাত্র ঔষধ-জ্ঞানে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় একদিন লাভ করিয়াছিলেন। তাহা এই—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

হইলে আর যথেচ্ছাচারী জীবের কোনপ্রকার মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা থাকে না। তজ্জন্য পরমকরুণাময় ভগবান্ ইহ জগতে যথেচ্ছাবিচরণে প্রলুব্ধ জনগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়াই নানাবিধ দুঃখলাভের যন্ত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে নিত্যকাল যন্ত্রণা দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। যন্ত্রণার ভীষণ মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া যথেচ্ছাচারী জীবের যোগ্যোৎপত্তিকল্পেই এইরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভাব সমূহ প্রণকে সজ্জিত আছে। মূঢ় যথেচ্ছাচারী মানব ভাগ্য-ক্রমে উপাস্য বস্তুর সন্ধান পাইয়া তাঁহার সেবার উদ্দেশে বিহিত চেষ্টা করিবার রুচি লাভ করিলেই অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। সেইকালে তাঁহার সর্ব্বতোভাবে অভীষ্টসিদ্ধ হয়। উপাস্য বিচারে ভগবান্ এবং ভগবৎসেবা অধিকার করিলে জীব কর্ম্মফলভোগীর কর্তৃত্বে স্থাপিত হন। এতাদৃশ বিচার আপাত মধুর ও পরিণামবিষময় লক্ষ্য করিতে পারিলে বদ্ধজীবের ফলভোগ আকাঙ্ক্ষার অকিঞ্চিৎকরতা। উপলব্ধি ক্রমে ফলভোগের তুচ্ছতা প্রবল হইয়া নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান তাহার মুক্তি-পথের ব্যাঘাত করে। কোন সময়ে উহাকেই মুক্তিপথ বলিয়া তাঁহার বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। তাদৃশ জ্ঞানের প্রয়াস পরিহারপূর্ব্বক ভগবৎকরুণার কথা হৃদ্দেশে উদিত হইলে তিনি কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আত্মবৃত্তি নিত্যা ভক্তিতে অবস্থিত হন। ভগবানের যন্ত্রশক্তির পরিচয় লাভ করিয়া মন্ত্রপ্রসবিনী যন্ত্রাকে 'নিষ্ঠুরতা' বলিয়া জানিতে পারেন। তখন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ব্যাখ্যাত এই শ্লোকার্দ্ধ তাঁহাকে বৈষ্ণবের দাস্যে নিযুক্ত করাইয়া বিষ্ণু-সেবার সাক্ষাৎ অধিকার প্রদান করে। তিনি তখন যথেচ্ছাচারমুক্ত হইয়া ভগবৎসেবায় তাঁহার নিজ কর্তৃত্ব সমর্পণপূর্ব্বক শরণাগত হন। পরমকরুণ নৃসিংহ দেব প্রকট আহ্লাদ প্রদান করিবার জন্যই জগতে ইন্দ্রিয়পর ভোগি-সম্প্রদায়ের সমক্ষে উদিত হইয়া তাহাদের চিন্তাস্রোত-রূপ বক্ষের বিদারণ করেন। যে বক্ষ সর্ব্বদা হিরণ্যলাভ ও ও ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিলাষী হইয়া অহঙ্কার-বিমূঢ় ভাবে স্বীয় অস্মিতা সংরক্ষণে ব্যস্তবান ছিল, যে বক্ষ কাল্পনিক মুক্তি লাভের উদ্দেশে মায়াবাদ-বিচারে প্রমত্ত ছিল, সেই বক্ষের বিদারণ-লীলা দর্শন করিয়া প্রহ্লাদের বিষ্ণু-সেবাধিকারে বৈমুখ্য উপস্থিত হয় নাই। প্রহ্লাদ জানিতেছিলেন যে, নিত্যকাল বিষ্ণুসেবা-বঞ্চিত জীবকুলই নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরত ও তাৎকালিক বিষ্ণু-সেবা-বিমুখ জনগণ নশ্বর-কর্ম্মফল-লাভের যাজ্ঞা মাত্র। তজ্জন্য বহিঃ-প্রজ্ঞাবলে বাহ্য জগতে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ বিচারে অভিভূত না হইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্ব-কারণ-কারণ পরমেশ্বর গোবিন্দ-কৃষ্ণের সেবকাভিমানে স্বীয় নিত্য অস্মিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ২৩ অধ্যায় কথিত ত্রিবর্ত্তিভিক্ষুর তর্কিদিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষয়মল পরিহারপূর্ব্বক "তৃণাদপি সুনীচ", "তরুর ন্যায় সহিষ্ণু সম্পন্ন" "অমানী" ও "মানদ" হইয়া, সর্ব্বদা হরিনামকীর্ত্তন-মুখে জীবন যাপন করিবার অভিলাষে "এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাং অধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব।— এই গাথা তারস্বরে গান করিতেছিলেন। "ভাই যথেচ্ছাচারি, ভাই মন, কৃষ্ণের সেবোন্মুখ হওনা। পণ্ডিত সজ্জন-মণ্ডলীর কৃপায় আস্থা স্থাপন কর। যাহারা বদ্ধ মোক্ষবিৎ নহেন, তাহাদিগকে পণ্ডিত ও সজ্জন বলিয়া কদাপি তাহাদের প্রলোভনে মুগ্ধ হইওনা। সর্ব্বোত্তম মহাভাগবতগণ ত্রিতাপ দগ্ধ জীবের নিকট ইহাই প্রার্থনা করেন। আর ত্রিতাপে নির্য্যাতিত হইয়া বদ্ধ জীব ইহার বিপরীত বিচারের প্রলাপ বকিতে থাকে। তখন সে মনে করে, জগতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী অন্তর্জ্ঞানময় শ্রীগুরুদেব ও প্রকৃত সর্ব্বজগৎসেবাভিলাষি-ভগবদ্ভক্তগণ অসজ্জন ও কুযার্থনিষ্ঠকে 'সজ্জন' ও 'যার্থনিষ্ঠ' বলিয়া কেননা আস্থা স্থাপন করিবেন, কেননা তথাকথিত সময়য়ের কুবিচার গ্রহণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ড ও নির্ভেদ জ্ঞান-ভ্রষ্ট না হইবেন, কেননা ভক্তির পথ পরিত্যাগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

"গৌড়ীয়" ২৮শ ও ২৯শ সংখ্যা একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলেন। শ্রীশ্রীগৌর-প্রকট-মহা-মহোৎসব-উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী সপ্তাহে "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইবেন না। তৎপরবর্ত্তিসপ্তাহ হইতে পুনরায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবেন।

—গৌঃ সঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ

(প্রাপ্ত)

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু—

১৩৩৫ সালের "গুপ্তপ্রেস পত্রিকায়" ভূমিকায় শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দের বিচার পাঠ করিয়া আমার কয়েকটী কথা জানাইবার ইচ্ছা হইতেছে। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রে এই পত্রখানি প্রকাশিত করিলে আনন্দিত হইব।

"গুপ্তপ্রেস পত্রিকা"র প্রকাশক মহাশয় "হিন্দুর পর্ব্ব জানিতে কাজি সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ" ন্যায় অবলম্বন করিয়া "করণপ্রকাশ"-নামক—করণগ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত বোধ হয় যিনি শ্রবণ করেন নাই, দৈবরাশি-শাস্ত্রে চিরবিমুখ এমন ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যাব্দের সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। পরলোকগত গোকুলচন্দ্র গোস্বামী বা তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন কালগণনায় প্রামাণিক নহেন। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত পত্রিকায় করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়াছেন মাত্র।

পি, এম, বাগচীর পত্রিকায় যে চৈতন্যাব্দ সংশোধিত হইয়াছে, উহাই সমীচীন, ইহা গুপ্তপ্রেসের পত্রিকাকার মহাশয়ও বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মহা-মণ্ডল-গোস্বামি-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে যেরূপ ভ্রমাত্মক চৈতন্যাব্দ লিখিত হইয়া থাকে, তদনুসারে গুপ্তপ্রেস পত্রিকায় তাঁহারা 'গোস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুসরণই শ্রেয়ঃ বিবেচনা' করিয়াছেন, পাঠ করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্রের কথিত কোন গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের কথা আমার স্মরণ-পথে উদিত হইল। কোনও বৈষ্ণব-গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণে "তুমি সে কেবল, প্রভো, তুমি সে কেবল" পাঠ পাইয়া কোনও গোস্বামি-পুঙ্গব বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, আমার পিতা-গোস্বামি-পুঙ্গবের আমলের গ্রন্থে এইরূপ ভ্রান্তি লিপি-বদ্ধ হয় নাই। উহার বদলে "তুমি সে কারণ প্রভো তুমি সে কারণ" পাঠ ঠিক হইবে। গোস্বামি-পুঙ্গবের বিচার-প্রণালী শ্রবণ করিয়া শিষ্যবৎস তাঁহার মুদ্রিত পুস্তক লোচন করিয়া "তুমি সে কেবলে"র কানে "তুমি সে কারণ" পাঠ স্থির করিলেন। গুপ্তপ্রেস পত্রিকার প্রকাশক মহাশয় এইরূপ বিচারের গোস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুসরণ কি প্রকারে শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন, কালতত্ত্ব বেদাঙ্গশাস্ত্রের কোনও অধ্যাপকই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। পি, এম, বাগচীর পত্রিকায় শ্রীচৈতন্যাব্দ শোধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার ব্যবস্থাপক মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যাব্দ' তুলিয়া 'শ্রীমাঁ তাব্দ' না বসাইয়া দেন, ইহাই আমাদের আশঙ্কা হয়। আর গুপ্তপ্রেস পত্রিকার প্রকাশক মহাশয় কালী-নাথ মল্লিকের টোল বাড়ীর নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যাব্দের বদলে শ্রীনিত্যানন্দাব্দ না বসাইয়া ফেলেন, ইহাও আশঙ্কার বিষয় হইতেছে।

ইংরেজী ধরণের বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া খৃষ্টাব্দের অনুকরণকারী নবাবগঞ্জনিবাসী পরলোকগত দীনবন্ধু সেন শ্রীচৈতন্যাব্দের গণনায় যে ভ্রান্তি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ, শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা, শ্রীশিক্ষাষ্টক-বাক্যসভা প্রভৃতি বিদ্বজ্জনমণ্ডলী সেই ভ্রান্তির আদর করেন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভারতীয় অঙ্ক গণনা প্রণালীতে প্রবেশ না করায় তাঁহার বোধ বশতঃই মল্লিক মহাশয়ের টোলস্থিত সম্প্রদায় যে ভ্রান্তির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা আগামী গুপ্তপ্রেস পত্রিকায় পরিশোধিত হইলে 'সাহেবী আনা' পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যমীতে প্রত্যাবর্ত্তন হইতে পারিবে। "শ্রীচৈতন্যপ্রকটাতীতাব্দাদয়ঃ" বলিলে বিগত বর্ষসংখ্যারই বুঝায়, যেহেতু গণনানুসরণে শিশুর 'এক' বর্ষকাল অতীত হইলেই বর্ষের নাম 'দুই' বলা ভ্রম-জনক। ভারতীয় গণনা-প্রণালীতে বিগতবর্ষ অগ্রে লিখিয়া তৎপরে বিগত মাসের সংখ্যা লিখিত হয়, তৎপরে বিগত দিবসের সংখ্যা এবং পরে বিগত ঘণ্টা ও বিগত পলাদি উল্লি-খিত হয়। আর সাহেবী আনায় অগ্রে ঘণ্টা মিনিট, পরে প্রবর্ত্তমান তারিখ অর্থাৎ তারিখে 'এক' যোগ করিয়া—বিগত মাসে 'এক'যোগ করিয়া—বিগত বর্ষে 'এক'যোগ করিয়া আগোছা লিখিত হয়। আমরা যেমন ৬টা বাজিয়া ৫ মিনিট কালকে ৬টা বলি না, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যাব্দ বোঝা

এক বৎসর উপকাইয়া '৪৪৩' হইতে '৪৪৪' কিরূপে হইবে ?

শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যানুসারে 'গো' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়, 'স্বামী' শব্দের অর্থ—যিনি উহা জয় করিতে সমর্থ। 'গোস্বামী' শব্দে ত্যক্তগৃহকেই বুঝায়—জাতিগোস্বামীকে বুঝায় না। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের গোস্বামিগণ সকলেই ত্যক্তগৃহ। তাঁহারা স্মৃতিকুলের অন্তর্গত পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে আচার্য্যকুলের আনুগত্য-পাদপদ্মেই পরিচয় দিয়া থাকেন। অতএব "গোস্বামি-সম্প্রদায়" বলিতে গৌড়ীয়গণে শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীকেই লক্ষ্য করে—তাহা গৃহস্থ-স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের বাচক নহে। সুতরাং "গোস্বামি-সম্প্রদায়ের" পাত্রস্থানে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্নকে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। শ্রীচৈতন্যগণের ব্যবস্থা বাগ্‌চী মহাশয়দিগের পত্রিকায় স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া "গুরুপ্রেম পত্রিকা" নিত্যানন্দবংশক্রব-পরিচয়ে গোস্বামিত্ব আরম্ভ করিবার বিচার করিয়াছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজ এই প্রকার বিচারের আদর করেন না। স্মার্ত্ত স্মৃতিকুলের বিচার 'গোস্বামি-মত' নহে। একথা পত্রিকা-প্রকাশকগণ বিশেষরূপে জানিয়া রাখিবেন। গোস্বামিগণ পরমহংস বৈষ্ণব—তাঁহারা স্মার্ত্ত নহেন। তাঁহাদের মতই গোস্বামি-সম্প্রদায়ের মত। গোস্বামি-সম্প্রদায়ের মতে "পাষণ্ডী-হিন্দু মত" ও "বিশুদ্ধ হিন্দুমত" পৃথক্। শ্রীচৈতন্যদেবের সঠিক সংবাদ গোস্বামি-সম্প্রদায়ের নিকটই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। "ভাগবতধর্ম্মমণ্ডল" নামীয় গোস্বামি-বিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নহে। গোস্বামি-মত তথাকথিত নিত্যানন্দবংশে বা অদ্বৈতবংশেই আবদ্ধ নহে। গুরুবর্গের সেব্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অনুসরণকারী গোস্বামিগণের নিকটই প্রার্থব্য।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ, অধ্যাপক
জ্যোতিষ টোল, শ্যামগাছা।
শ্রীনবদ্বীপ।

———:০:———

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতীগোস্বামিচরণানাং
চতুঃপঞ্চাশত্তমপ্রকটোৎসববাসরে-

শ্রীগুরুবৈভবাভ্যুদয়াভিনন্দনম্

জয়তি জনধনীনঃ সাধুভির্গীতনীনঃ
কুজননিবহজালঃ কামিনীকেলিলোলঃ।
সুরুচিরবনমালঃ সদ্বয়স্যৈকবালঃ
স্ফুরণপতিতপালঃ কোঽপি গোপালবালঃ ॥ ১ ॥
জজ্ঞে জগন্নাথসুষদ্বরেণ শচীসরোজৌ পরিমধ্যমানে।
সদ্ভক্তিবৈরাগ্যসুধারসাঢ্যাং সচ্চৈব গৌরাঙ্গনবীনচন্দ্রঃ ॥২॥
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি প্রতীতগোস্বামি-মহাযতীন্দ্রাঃ।
জয়ন্তি সদ্বৈষ্ণববিশ্বরাজসভানদাচার্য্যপদাধিরূঢ়াঃ ॥ ৩ ॥
ঔদার্য্যমাধুর্য্যসুবীর্য্যধৈর্য্যকারুণ্যশৌর্য্যবরেণ্যধর্ম্মাঃ।
আচার্য্যবর্য্যোঽখিলধর্ম্মচর্য্যোজনস্তরত্নানি যথাধিমধ্যে ॥ ৪ ॥
বৈরাগ্যমেবাং ভুবনৈকরম্যং
গৌভাগ্যমাধ্যস্থ্যপদস্তজন্মনাম্।
স্বভোগমস্তূনি বিসৃজ্য সর্ব্বথা
সুযোগমুর্ব্বীস্থ জনঃ সমীহতাম্ ॥ ৫ ॥
ইয়মস্তবিশেষতোঽপি বভূ গুরুপাদাম্বুজসন্নিধেষুমাত্রা।
হরিকীর্ত্তন-ভক্তিতত্ত্বপুণ্যা-নগরী বৈষ্ণবমণ্ডলাগ্রণণ্যা ॥৬॥
সেতুং সমারভ্য হি-চলাঙ্কং গৌরাঙ্গতত্ত্বোদকবর্ষণেন।
সংসারতাপাদ্বিতদাধুরুক্ষাভূজীবয়ামাস গুরুক্রমেঘঃ ॥ ৭ ॥
বিশ্বৈষ্ণববরেণ্যসভায়াং তত্ত্বমার্গবিবৃণ্বি-ভাষাম্।
শুদ্ধভক্তিপদসন্নিকরাজা ভাতি গোপ্রভুবরা গুরুরাজাঃ ॥৮॥
গুরুবরসুষরজে বোধঘনীবিজঙ্গে
হরিপদচিরসঙ্গে কীর্ত্তিসুধ্যাপ্লবঙ্গে।
কলিমলবিধূতঃ কীর্ত্তনানন্দপূরো
লসতি কৃতবিহারো য়াধিকাচিত্তচোরঃ ॥৯॥
জ্ঞানভক্তিবিলপূর্ব্বকর্ম্মবৈকুণ্ঠমা ইতি জগদ্বাসীতাঃ।
লজ্জিতা ইব সুরা গুরুধর্ম্মপ্রেক্ষণেন ভবদৃষ্টিবিদূরাঃ ॥১০॥
ভবনাবকনাকবিভ্রমেণাখিলকাম্যা গুরুকর্ম্মসেতুনা।
সকলং সুখদঃ সমিহ প্রজানাং গুরুপাদাশ্রয়ণং বিমোক্ষয়েদ্ভুঃ ॥১১
গুরোর্ললাটে হৃদয়ে করাগ্রে দৃতেঃ ঔগোপীপতিপঙ্কজপুণ্ড্রাঃ।
পদ্মাস্তলৌ দ্বাদশ কেশবাদ্যাঃ সাক্ষাদ্বিভাত্তীতি হি যে বিতর্কঃ
কাত্যাদিবদ্রূপমপুণ্ড্র মূলকুমিত্যাচার্য্যাঃ প্রচুরদয়াঃ স্মরন্তু তর্কে।
শ্রীরাধিকারূপগণাজ্যরূপমূর্ত্তিং গৌরাঙ্গং গুরুরূপমেব মন্যে প্রণতোঽস্মি ॥

শুষ্কতৈক্ষবিচারবিকৃতান্ শুষ্কতর্কটুটিনান্ প্রভূপাদাঃ।
একান্তভক্তান্ সততং বিরক্তান্নক্তাভিমুক্তান্ হরিনামমত্তান্।
মায়িনঃ শ্রুতিপুরাণবিচারৈর্মুক্তাগমনয়ন্ শুষ্কদীক্ষাঃ ॥১৩॥
দোষোক্তিদূরান্নুদনৈকলীলয়াদ্যাদি সিদ্ধাসনসরস্বতীশান্ ॥ ১৭ ॥
বিষ্ণুস্তবিমুখাঃ স্বয়ঞ্চ বৈষ্ণবা ইতি ভ্রমে প্রপন্নস্তঃ।
মধুরাদিরসগ্রহৈকলোলাং বিরসানেকবিলাসদোষশীলান্।
গোমুখা ইব তক্ষক এতৈঃ খণ্ডিতা ভক্তিরাত্মগুপায়ৈঃ ॥১৫॥
স্বজনাং শুষ্কজীর্ত্তিবাচোতিবরসাং সংবিদদে পরাম্বুটৈ ॥১৭॥

মহীশূরমহারাজসন্তাপোপাধি-ধারিণা।
বৈষ্ণবেদান্তবিদুষা বিট্‌ঠলেন কৃতা স্তুতিঃ ॥১৮॥

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশত-শ্রী
ওঁ বিষ্ণুপাদ-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজস্য
চতুঃপঞ্চাশত্তমাবির্ভাব-মহোৎসবে
আর্ত্তি -নিবেদনম্

সেবাস্বাং পরিপূজয়ন্তি ভগবন্! পুণ্যেঽহনি স্বামিনং
শূন্যোঽহং ত্রিবিধগ্রহে কৃতমতিঃ ক্ষুদ্রঃ কথং তৎক্ষমঃ।
দানৈরস্তিনস্কাতে ভুবি যথা পুণ্যাগমঃ কৌক্ষিকৈঃ
মুক্তং কুমতেস্তথা মলভুজঃ কাকস্য মুক্তং ভবেৎ ॥

মেধাং স্তাদস্তিনস্কনং মম পরং দীনস্বসংবেদনং
দোষস্তন্নহি চিন্ত্যতেঽয়ি বিদুষাং সম্বেদনে কশ্চন।
ইষ্টাপাদনমাগতেন হৃদয়ে কষ্টেন সংমর্দ্দিতে
শ্রোতৃ-শ্রোত্র-সুহৃৎসহস্রগণনা কিং রোদনে ভাবতে ॥

বিশ্বানন্দকরে ত্বয়ি প্রভুবরে চিচ্ছোভিতা ভাস্বরে
গৌড়ীয়ে গগনে চরে পরতরে হংসে তমঃসংহরে!
তত্তাস্বাকরণায়বিস্ফুরিকরে প্রীত্যা সদা তৎপরে
নোলূকে ময়ি কেবলং গতদয়ে দূরে সুখং বর্ত্ততে ॥

স্বয়ং সর্ব্বমহাঞ্জসত্ত্ব কৃপাপীযূষ-সংসেবনৈঃ
হৃত্বা স্বান্তমিদং তথাপি ন গতং শান্তিং সমীপস্থিতম্।
পর্জ্জন্যো সমবর্ষ্ণকেঽপি ভুবনে সর্ব্বত্র চিত্রং পরং।
তুষ্যং বর্ষনিদাঘরোমকুহরঃ শুষ্কত্বমালক্ষ্যতে ॥

নানাদেশমাগতঃ সুনিপুণা বাক্যামৃতাস্বাদকাঃ
মূঢ়োঽহং সবিধে স্থিতোঽপি সততং তস্মাৎ স্বয়ংবঞ্চিতঃ।
দূরাদ্ধংপতিতাঃ সদৈব কমলে ত্বদ্ভা মধুগ্রাহিণঃ
মত্তুকঃ পদমূলগঃ পরিচরন্ জানাতি কিং কৌশলম্ ॥

মায়াস্বাং ছলয়ঃ গতাস্তব পুনর্জানন্তি ভক্তোত্তমাঃ
দীনোঽহং কুচেতসা তদপরিং গচ্ছেৎ কথং সাহসী।
গাম্ভীর্য্যং জলধের্গতস্য পরমং মহাচলঃ কেবলং
তত্তীরে নিবসন্ বকঃ কথমহো চঞ্চ্বা সমাকুর্য্যতে ॥

প্রত্যক্ষং বিনয়াশ্রয়স্য ভবতামায়াদ্ দুরাচারিণঃ
কাপট্যং নিরয়প্রদং পরমিদং শ্রুত্বাপি তদ্বিস্মৃতম্।
সাক্ষাদ্ধামনিবেদকস্য ভিষজো দূরাৎ কুপথ্যাশিনঃ
আরোগ্যং ভবরোগনাশনপরা! দেবাঃ! কথং যোগিনঃ ॥

দৌর্গত্যাং শরণং বিনা ন চ পরং যাচ্ঞাদিদং মায়িকং
মায়ানাশনমন্তরেণ শরণ-প্রাপ্তিশ্চ সা দুর্ল্লভা।
ভক্তোপাশ্রয়দূষণাদ্ বিমনসঃ কালে যথা সম্ভবেদ্
যোগাস্বাং প্রভুপূজনে প্রভুবরাস্তৎ কেবলং কাম্যতে ॥

কস্যচিদ্
দুর্গতস্য

শ্রীসজ্জনতোষণী-সম্বন্ধে

বোম্বাই নগর হইতে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত, ভারতপ্রসিদ্ধ "লাখ্‌পতি"র সংবাদ পত্রে ১লা জানুয়ারী ১৯২৮ তারিখের সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'হারমনিষ্ট' বা "সজ্জনতোষণী" পত্রিকার নিম্নলিখিত সমালোচনা বাহির হইয়াছে—

For years and years the Hindus Vaishnavites as well as Svaites, preferred to remain with their folded hands merely as spectators of the revolutionary propaganda work carried on in matters religious by Christian Missionaries, who had come down to this country from foreign lands such as England, Germany and America. They were so much confused at the activities of the foreign religious agents that they knew not how to end them. They knew they were a subject race and had no weapons with which they could fight the growing evil out. Before their very eyes their brethren were being dragged out of their religious fold they saw their own sisters were made aliens to them; they saw their Krishna and Siva were displaced by Christ and others. They saw Christian Churches and other foreign houses of worship forcing themselves into existence side by side by their temples in Baranasi and Rameswar, and yet they could not, they would not, do anything to save themselves and their religion. They were as they are to-day a philosophical lot and they conveniently resigned themselves to their karma. As time went on a wave of a religious revival rose up producing many an avathar-purusha, to save the Hindu religion from its impending grave.

During the present day as in the past Hinduism has produced great many religious men each doing his selfless work, in the cause of the hoary-headed Hinduism. Among such men *Sreemad Bhakti-Siddhanto Saraswati Goswami Maharaja*, who is the Editor of the journal under review, occupies a place which is admittedly the highest place a real Bhakta can ever aspire to. *Bhakti Siddhanto Saraswati* is a living exponent of Vaishnavism Suppose some asks Bhakti Siddhanta Saraswati what is a Vaishnava? Possibly He may refer him to the following stanza which in a way explains what a Vaishnava is or should be:

Naham vipra nacha narapatir-napi Vaishyo na s-udro.
Naham varnee nacha grihapatir-na banastho yatirva.
Kintu prodynnikhila paramananda pooranamritabdher.
Gopibhartthu padakamalayordasa dasanudhasaha.

Thakur Bhaktivinode as the head of the devotees of the Supreme Lord Sree Krishna Chaitanya is an ocean of love and his magazine the Harmonist containing as it does very many learned thesis on the religion of Bhakti is an ocean of Bhakti literature. We have before us Nos. 1 to 5, Vol. 25 of the Harmonist. They contain a serial translation of Sri Chaitannya's doctrines a Study of Bhakti-vinode, history of the birth of Bhagawan Sri Krishna and so many other interesting items which every Hindu would do well to make a careful study of as much for the elevation of his own soul as for the elevation of the soul of India. Under the management of Mr. M. S. G. Aiyar, a young Brahmin of the south the magazine is issued punctually and is made up in a manner to reflect great credit to him. The annual subscription is of the magazine is only Rs. 3.8 the cost of specimen copy being annas 5. The printing is good and so is the get up. A few pages in every issue are set apart for the publication of contributions in Sanskrit, a portion known as "Sajjanatoshani. The contributions appearing under "Vritta-brahmanata", "Vaishnavamata", "Sikshadasakmulam", Sriman Madhwacharya" and others show an amount of scholarship of their anthors. They are well worth a perusal as such serious articles on serious subjects can hardly be found elsewhere. We wish the journal a glorious career in its noble mission which is to make Vaishnavism the universal religion of India.

নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর

শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ বিদ্যাপীঠ হইতে

"নদীয়া-প্রকাশ"

মঙ্গলে একমাত্র দৈনিক সংবাদ পত্র

প্রকাশিত হইতেছে,

সকলে গ্রাহক হউন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রীগৌড়াব্দ ৪৩, শনিবার ৪ঠা চৈত্র ১৩৩৪ ১৭ই মার্চ্চ, ১৯২৮ | ৩০শ সংখ্যা

গৌর-পূর্ণিমা-প্রশস্তি

(১)

বন্দি তোমায় সকল ভক্তদা ফাল্গুনী পূর্ণিমা
তিথি গো আজ
অকলঙ্ক চাঁদ শ্রীগৌরসুন্দরে প্রকট করিলে
নদীয়ায় মাঝ ॥
ভাগ্য মানিল নদীয়া যাঁহার চরণ-রজ ধরিয়া
বক্ষে।
গাহিল উচ্চে মহা জয়গান হর্ষ পুলক সকল
চক্ষে ॥
ধন্য হইল কলিযুগ আজি পুণ্য অনন্যা
পাতক-ভঞ্জা।
গৌ বে তব আসন তাহার হইল সকল
যুগের সেরা ॥

(২)

কলঙ্কী শশাঙ্কে রাহু গরাসিল হরিধ্বনি
উঠে ভুবনময়।
শঙ্খ ঘণ্টা-মৃদঙ্গের-রোলে শুদ্ধ পাপ-বাসনা
ভয়॥
ম্লেচ্ছ-যবন পরিবাস ভুলে বলে 'হরি হরি'
পশুর চিত্ত।
অপরাধ হীন নামাভাসে হয় সংসার-সাগর
গোষ্পদেরো তুচ্ছ ॥
ধন্য হইল কলিযুগ আজি পুণ্য অশেষ
পাপেতে ভঙ্গ।
ভক্ত সমাজে আসন তাহার হইল সকল
যুগের সেরা ॥

(৩)

আনন্দে ভরিল নদীয়া নগরী চিত্র-ভবনে
বিপুল মেলা।
শচীমাতার অঙ্ক উজলি—ভুবনবিজয়ী
রূপের মেলা ॥
লক্ষ লক্ষ পুর-নরনারী জাহ্নবী-সলিলে
করিয়া স্নান।
দলে দলে আসি' শিশুরে নিরখি' মানা
উপহার করে দান ॥
ধন্য হইল কলিযুগ আজি ঘৃণিত পাপ-
প্রবৃত্তিভয়া।
শিষ্ট-সমাজে আসন তাহার হইল সকল
যুগের সেরা ॥

(৪)

ত্রিদিব হইতে দেব দেবী যত ধরিয়া নদীয়া-
বাসীর সজ্জা।
পূজিল আসিয়া শিশুর চরণ সুখের স্বপনে
মানিয়া লজ্জা ॥

দেব-নর মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন হরি হরি বলি
বিপুল হরষে।
নদীয়া হইল মধুপুরী সম বিধাতৃ-চরণ-কমল
স্পর্শে॥
ধন্য হইল ধরা কলিযুগ পুণ্য অবনী
পাপেতে ভরা।
চতুর্ম্মুখেও প্রশংসিল তায় মানিল সকল
যুগের সেরা॥

(৫)

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধাভাব-দ্যুতি
বরিয়া অঙ্গে।
আশ্রয়ের ভাবে আস্বাদিতে প্রেম জগৎ
ভাসাল' কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
নিজ সর্ব্বশক্তি অর্পিয়া শ্রীনামে গৌড়-কাল-
বিধি করিল দূর।
পার্ষদগণে পাঠায়ে অগ্রে আপনি আসিল
নদীয়া পুর॥
ধন্য করিল কলিযুগ—দিয়া নামে অধিকার
প্রদানে।
'সাম্য মৈত্রী এক' করিয়া প্রচার ডুবা'ল
বিশ্ব প্রেমের বানে।

(৬)

অপ্রাকৃত স্নেহে শচী-জগন্নাথ ভাণ্ডার
উজাড়ি' করিল দান।
অদ্বৈত শ্রীবাস ব্রহ্ম হরিদাস প্রেম-পীযূষ
করিল পান॥
হেথা নীলাচলে শচীর জনক বিশ্বর নাহ
করি' বিচার।
করে,—বিশ্বম্ভর ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্তা করিবে সর্ব্ব
জগদুদ্ধার॥
বহি তোমায় সকল শুভদা ফাল্গুনী পূর্ণিমা
তিথি গো আজ।
পতিত পাবন গৌরসুন্দরে—প্রকট করিলে
নদীয়া মাঝ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[সন্ন্যাস-লীলার পর হইতে]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ সংখ্যায় "শ্রীমায়াপুরপূর্ব্বচন্দ্রোদয়" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

এইরূপে তিন দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভুর চাতুরী-ক্রমে নবীন সন্ন্যাসি-রূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শান্তিপুরের পশ্চিমপারে আগমন করিলেন। 'বৃন্দাবনে যাইতে চলিতেছেন', জ্ঞান করিয়া গঙ্গাকে 'যমুনা' বলিয়া স্তব করিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে নৌকাযোগে নিজ শান্তিপুর-ভবনে লইয়া আসিলেন। তথায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সীতাঠাকুরাণীর দ্বারা বহুবিধ ভোজ্য সামগ্রী রন্ধন করাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দকে ভোগ দিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আপনার সহিত এক সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ-সেবনার্থ অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা দৈন্য-বশতঃ প্রভুদ্বয়ের সংক্ষিতে উপবেশন না করায় মহাপ্রভুর ভোজনান্তে অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাদিগের (হরিদাস ও মুকুন্দ) দুই জনকে এক সঙ্গে লইয়া যথেচ্ছভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অবশেষ গ্রহণ করিলেন। শান্তিপুরের সমস্ত লোক মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আগমন করিতে থাকিলেন। সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ হইল। মুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে প্রভুর অষ্ট সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহ যুগপৎ প্রকাশ পাইতে থাকিল। পরদিন প্রভাতে নবদ্বীপের বহু ভক্তের সহিত শচীমাতা দোলায় চড়িয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে আসিলেন। মহাপ্রভুর সহিত শচীমাতার সাক্ষাৎ হইল। মহাপ্রভু শান্তিপুরে দশদিন অবস্থান করিয়া শচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সহিত হরিকীর্ত্তন এবং শচীমাতার হস্ত-পাচিত দ্রব্যে অদ্বৈত-গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিলেন। লোকশিক্ষকের লীলাভিনয়-কারী মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য নবদ্বীপ-বাসীকে জানাইলেন যে, সন্ন্যাস করিয়া আবারও আত্মীয়-

সকলের সহিত নিজ জন্ম-স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। শচী-মাতাও পুত্রের এইকথা শুনিয়া গৌরসুন্দরের যাহাতে সুখ, তাহাই হউক, বিচার পূর্ব্বক মহাপ্রভুকে নীলাচলে থাকিবার অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসী সকলকে নিরন্তর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকথার সহিত জীবন যাপন করিবার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডিপুরের ভক্তগণ ও শচীমাতাকে বিদায় দান করিলেন এবং নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদরের সহিত ঝারিখণ্ডপথে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবনের বোধে উৎকল রাজ্যের এক সীমায় উপনীত হইলেন, পথে নানাপ্রকার আনন্দ-কীর্ত্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণা গ্রামে শ্রীগোপীনাথ দর্শন এবং তথায় স্বীয় ভক্তগণের নিকট শ্রীঈশ্বরপুরী-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথের প্রণয় প্রকৃতি বর্ণন করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীকৃত "অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ!" শ্লোক পাঠ করিয়া প্রভুর বিপ্রলম্ভ-ভাবোল্লাস প্রকটিত হইল। মহাপ্রভু তথায় সেই রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন নীলাচল যাত্রা করিলেন। যাজপুর হইয়া কটকনগরে পৌঁছিলে তথায় "শ্রীসাক্ষীগোপাল" দর্শন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মুখে গোপালের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলেন। কটক হইতে ভুবনেশ্বরে ক্ষেত্রপাল শিব-দর্শন করিয়া কমলপুরে ভার্গীনদী-তীরে জগন্নাথের শিব-দর্শনস্থলে মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের নিকট স্বীয় দণ্ডটী রাখিয়া গেলে শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ংই ভগবানের পক্ষে আত্মদণ্ড-বিধানের নিজ-জ্ঞাপক দণ্ডাদিচিহ্ন ধারণের কোন আবশ্যক নাই, জানাইবার জন্য মহাপ্রভুর দণ্ডটিকে তিনি খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ভার্গীনদীতে ভাসাইয়া দিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু বাহ্যে ক্রোধ-লীলা প্রদর্শন করিয়া জানাইলেন যে, ভগবান্ বা পরমহংস-বৈষ্ণবের পক্ষে আত্মদণ্ড-বিধানের প্রয়োজনীয়তা নাই বটে, কিন্তু অনর্থযুক্ত সাধকের কায়মনোবাক্য দণ্ডিত না করিয়া স্বতন্ত্রতা অবলম্বনে কখনও মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। আঠার নালার নিকট উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু দণ্ড না পাইয়া ঈষৎ ক্রোধ-লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক সঙ্গিগণকে পশ্চাতে রাখিয়াই একাকী শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথমন্দিরে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলে গরুড় শ্রীমন্দিরে মহাপ্রভুর চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হইল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তখন শ্রীমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দৈবাৎ মহাপ্রভুকে দর্শন ও পরিচয়ের ফল হইতে রক্ষা করিলেন। সার্ব্বভৌম, মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর বাহ্য-দশা-প্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখিয়া প্রভুকে ধরাধরি করিয়া নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নিপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য শ্রীমুকুন্দকে দেখিয়া পূর্ব্বপরিচয়-সূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা ও নীলাচল আগমনের কথা শুনিলেন। লোক-পরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সকলেই সার্ব্বভৌমের গৃহে গমন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু-প্রমুখ সকলে সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলে, তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর বাহ্য-দশা হইল। সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হইলে সার্ব্বভৌম, প্রভুকে স্বীয় মাতৃষসা-গৃহে বাসা স্থির করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম-ভগ্নিপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য-মহাপ্রভুকে স্বয়ংশ্বরূপে স্থাপন করিলে সার্ব্বভৌম ও তদ্ভিন্নাগণের সহিত গোপীনাথ আচার্য্যের অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত স্বয়ংপ্রকাশ পরমেশতত্ত্ব কখনই জানা যায় না এবং জাগতিক পাণ্ডিত্য-দ্বারা ঈশ্বরের অভিজ্ঞান হয় না, এই সকল কথা শ্রীগোপীনাথ, সার্ব্বভৌমকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইলে ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে সাধারণ মর্ত্ত্য-পুরুষ বা সন্ন্যাসীমাত্র জ্ঞানে বেদান্ত-শ্রবণ করিতে বলিলেন। মহাপ্রভু তাহা স্বীকার পূর্ব্বক সাতদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সপ্তদিবস পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মৌন দেখিয়া অষ্টম দিবসে প্রভুকে ঐরূপ মৌন থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন, তিনি ব্যাসকৃত সূত্রগুলি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু 'শঙ্করাচার্য্যের রচিত ভাষ্য' ব্রহ্মসূত্রের সহজ ও নির্ম্মল অর্থকে আচ্ছাদন করিয়াছে।" শঙ্করভাষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্ত-বিরুদ্ধ; অদ্বয়মোহনার্থ কল্পিত। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই বেদান্তের মত। মায়াবাদিগণ প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক—ইহা মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বহু বিচার-শাস্ত্রদ্বারা প্রদর্শন করিলেন। ভট্টাচার্য্য অনেক বিচার-তর্কের পর পরাস্ত হইয়া গেলেন।

অতঃপর ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট হইতে "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেই প্রথমে ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহার তর্কশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য-বলে উক্ত শ্লোকের নবধিধ ব্যাখ্যা করিলেন; মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের উক্ত ব্যাখ্যার কোনটীই স্পর্শ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ঐ শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। ভট্টাচার্য্য ইহাতে চমৎকৃত হইলেন, তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগতি যাচ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভুও সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রথম সার্ব্বভৌমকে চতুর্ভুজ এবং পরে দ্বিভুজ রূপ প্রদর্শন করিলেন। প্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের চিত্তে তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হইল, তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে এক শত শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে স্তব করিলেন। সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রভুর অলৌকিক কৃপা দেখিয়া গোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই হর্ষযুক্ত হইলেন। ইহার পর একদিন প্রভু অরুণোদয়কালে শ্রীজগন্নাথদেবের পাকান্ন প্রসাদ লইয়া ভট্টাচার্য্যকে প্রদান করিতে আসিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রভুর কৃপায় কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত মতবাদ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়ায় সাতঃকৃত্যের পূর্ব্বেই প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। অন্য দিবস ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করায় প্রভু সার্ব্বভৌমকে নামসঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিলেন। আর একদিবস সার্ব্বভৌম "তত্তদনুকম্পাং" শ্লোকের শেষার্দ্ধে 'মুক্তিপদে' পাঠের পরিবর্ত্তে 'ভক্তিপদে' পাঠ করিয়া প্রভুকে শুনাইলেন, মহাপ্রভু বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই। 'মুক্তিপদ' শব্দে 'কৃষ্ণ'কে বুঝায়। ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখিয়া নীলাচলবাসী মহাপ্রভুকে 'সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং কাশীমিশ্র প্রভৃতি মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হইলেন।

মাঘমাসের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে বাস করিলেন। ফাল্গুনমাসে গোপীনাথ-দর্শন করিয়া চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার এবং বৈশাখ মাসে দক্ষিণ যাত্রা করিলেন। একাকীই দক্ষিণ ভ্রমণে বহির্গত হইবেন, মহাপ্রভু এইরূপ প্রস্তাব করায় নিত্যানন্দ প্রভু বিশেষ অনুরোধ করিয়া কৃষ্ণদাস নামক একজন সরল ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর সহিত চারিখানা কৌপীন বহির্ব্বাস প্রদান করিয়া প্রভুকে গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণদাস বিপ্রকে সঙ্গে স্বীকারপূর্ব্বক মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক ভাবাবেশে চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া সকলেই 'নাম' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শরণাগত ব্যক্তিকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসীকে পরম্পরায় বৈষ্ণব করিলেন। প্রভুর কৃপা-মহিমা নবদ্বীপ হইতেও দাক্ষিণাত্যে অধিকতরভাবে প্রকাশিত হইল। এইরূপে মহাপ্রভু কূর্ম্ম-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় কূর্ম্ম-ব্রাহ্মণের পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন এবং তাঁহাকে কৃষ্ণনাম প্রচারের আদেশ দিলেন। প্রত্যেককেই আচার্য্য হইয়া অর্থাৎ নিজে আচরণ করিয়া কৃষ্ণ কথা প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। 'বাসুদেব' নামক একটী গলিত কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত বিপ্রকে কূর্ম্ম-গৃহে কৃপা করিয়া তাঁহার দেহরোগ ও ভবরোগমুক্ত এবং তাঁহাকে আচার্য্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া প্রভুর 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' নাম হইল।

মহাপ্রভু ক্রমে 'সিংহনৃসিংহ' দর্শন-পূর্ব্বক গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে স্নানরত রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন। রামানন্দ মহাপ্রভুকে সেই গ্রামে কয়েকদিবস থাকিয়া হরিকথা-কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু কোন বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দ রায় বীণাবেশে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে সাধ্য-নির্ণয়ের জন্য শ্লোক পড়িতে আজ্ঞা দিলেন। রামানন্দ রায় প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রূপ সজ্জন-সামান্য ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া 'কর্ম্মার্পণ', পরে 'আসক্তি-মূলকর্ম্ম', পরে 'জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি' ও অবশেষে 'জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তি' সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিলে মহাপ্রভু শেষটীকে 'সাধ্যবস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর প্রভু শ্রীরামানন্দকে আরও উচ্চ অধিকারের কথা বর্ণন করিতে বলিলে রায় প্রথমে 'শুদ্ধা কৃষ্ণরতিকথা প্রেমভক্তি', পরে 'দাস্যপ্রেম', পরে 'সখ্যপ্রেম', পরে

'বাৎসল্য-প্রেম' এবং (অবশেষে) 'কান্তভাবগত প্রেম'কেই 'সাধ্যসার' রূপে বর্ণন করিলেন। কান্তপ্রেম কিরূপে 'সাধ্যসার' হয়, তাহাও রায় বিশিষ্টরূপে কহিলেন। প্রভু তাঁহাকে সাধ্যাবধি বলিয়া স্বীকার করিলে অতঃপর রায় শ্রীরাধিকার প্রেম বর্ণন করিলেন, পরে রায় কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিলেন। তদনন্তর মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে রামানন্দ রায় প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তরূপ বিপ্রলম্ভগত-অধিরূঢ়-ভাবময় স্বকৃত একটী গীত বলিলেন। অবশেষে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সেবারূপ পরম সাধ্য-বস্তু-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ ব্রজগোপীর আনুগত্য বিশেষ-রূপে বিবৃত হইল। কয়েক দিবস প্রতি রাত্রে নানাবিধ কৃষ্ণালাপের পর মহাপ্রভু রায়কে স্বীয় শ্যাম ও গৌররূপ (রসরাজ ও মহাভাবরূপ) প্রদর্শন করিলেন, রায় সেইরূপ দেখিতে পাইয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। কয়েকদিন পরে রামানন্দকে রাজকার্য্যে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে গমন করিবার আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক মহাপ্রভু দক্ষিণ যাত্রা করিলেন।

মহাপ্রভু বিদ্যানগর হইতে ক্রমে গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল-নৃসিংহ, সিদ্ধবট, ক্ষন্ধক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, ত্রিপতি, ত্রিমল্ল, পানানৃসিংহ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চী, ত্রিকালস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালীভৈরবী, কাবেরীতীর, কুম্ভকর্ণকপাল এবং তৎপরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিলেন। প্রভুর কৃপায় দাক্ষিণাত্যবাসী স্মার্ত্ত, জ্ঞানী, রামোপাসক, তত্ত্ববাদী, খ্রীষ্টীয়ভক্তপ্রভৃতিরও কৃষ্ণভজনে রতি হইল। বৌদ্ধস্থানে মহাপ্রভু বৌদ্ধাচার্য্য পণ্ডিতের যাবতীয় কুতর্ক খণ্ডন করি-লেন। ইহাতে বৌদ্ধাচার্য্য ষড়যন্ত্র করিয়া মহাপ্রসাদের নামে প্রভুকে অমেধ্যান্ন প্রদান করিলে দৈবপ্রেরিত হইয়া একটী মহাকায় পক্ষী সেই অমেধ্যপূর্ণ থালাটী লইয়া গেল। বৌদ্ধাচার্য্যের উপরে ঐ থালাটী পড়িয়া গিয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মাথা কাটিয়া গেল। বৌদ্ধাচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৌদ্ধগণ গুরুর দশা দেখিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিয়া গুরুর সহিত বৈষ্ণবতা লাভ করিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তুতি করিলেন। মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণকে 'বৈষ্ণব' বা স্বরূপে উদ্বোধন করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তদ্দেশবাসী রামানুজীয় বৈষ্ণব বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্যকালে অবস্থান করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক বেঙ্কট ভট্টকে সপরিবারে 'কৃষ্ণভক্ত' করিলেন। ত্রিমলভট্ট, বেঙ্কটভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী —এই তিন ভ্রাতা মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া—রাধা-কৃষ্ণরসে মত্ত হইলেন। শ্রীবেঙ্কটভট্টের ভ্রাতা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিরূপী ছিলেন, ইনি বেঙ্কট-তনয় গোপাল ভট্টের শিক্ষা ও গুরুদেব। মহাপ্রভু যখন বেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গোপাল ভট্ট মহা-প্রভুকে দর্শন ও সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গম হইতে ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীপরমানন্দপুরীর সহিত সাক্ষাৎকার হইল। পুরীগোস্বামী পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু সেতুবন্ধ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দক্ষিণ-মথুরায় জনৈক রামভক্ত বিপ্রের গৃহে দেখিয়া মহাপ্রভু সেই বিপ্রকে—'অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠেশ্বরী সীতাদেবী প্রাকৃত অসুর রাবণের দর্শন-স্পর্শনাতীত' বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং পরে রামেশ্বর হইতে তাঁহার বাক্যের প্রমাণস্বরূপে কূর্ম্মপুরাণের শ্লোক আনিয়া বিপ্রকে দেখাই-লেন। প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস নামক সরল বিপ্র মানসসরোবরে ভট্টথারীর কবলে পতিত হওয়ায় মহাপ্রভু তাহাকে উদ্ধার করিয়া জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ফল এবং মুহূর্ত্তের জন্যও কৃষ্ণসেবায় অন্যমনস্ক হইলে জীবের মায়াবশ্যতা অবশ্য-ম্ভাবী—এই শিক্ষা প্রচার করিলেন। মহাপ্রভু পয়স্বিনী-তীরে 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় সংগ্রহ করিলেন। প্রভু মৃগেরা মঠ ও উডুপীতে গমন করিলেন। উডুপীর তদানীন্তন তত্ত্ববাদী মধ্বাচার্য্য কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্র-ভক্তির কথা বলিলে মহাপ্রভু তাহা আদর করিলেন না। অবশেষে মধ্বাচার্য্য বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রভুর মহিমা উপলব্ধি করিলেন। পাণ্ডরপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর মুখে শ্রীবিঠ্ঠলের অর্থাৎ অগ্রজ বিশ্বরূপের অপ্রকট-সংবাদ শ্রবণ করিলেন। কৃষ্ণবেণ্বাতীর হইতে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন, বিদ্যানগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্রীরায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আলালনাথ হইয়া পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর নিকট ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণব-গণের পরিচয় করাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে প্রেরিত হইলেন। কৃষ্ণদাসের মুখে মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রে আগমন

সংবাদ শুনিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরী আগমনে উদ্‌যোগ করিলেন। শ্রীস্বরূপানন্দপুরী নবদ্বীপ হইয়া অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরীতে আসিলেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য কাশীতে চৈতন্যানন্দ নামক গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণের লীলা-প্রদর্শন ও যোগপট্টাদিগ্রহণ না করিয়া 'স্বরূপ'-নামে পরিচিত হইলেন এবং পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর চরণসন্নিধানে আগমন করিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দও পুরীগোস্বামীর অপ্রকটের পর গুরুর আদেশানুসারে মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিয়া প্রভুর পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। মহাপ্রভু কৌশলে ব্রহ্মানন্দভারতীর চর্ম্মাম্বর পরিহার করাইলেন। ঈশ্বরপুরীর শিষ্য কাশীশ্বর পণ্ডিতও মহাপ্রভুর সমীপে পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার চেষ্টা করাইলে লোক-শিক্ষকের লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু, সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়িদর্শন নিষিদ্ধ,—শিক্ষা দিবার জন্য সেই প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন। রামানন্দ রায় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক পুরীতে মহাপ্রভুর নিকটে আসিলেন। রামানন্দ মহাপ্রভুর নিকট প্রতাপরুদ্রের বিবিধ বৈষ্ণবোচিত গুণ কীর্ত্তন করিলে রাজার প্রতি প্রভুর চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল।

অনবসরকালে মহাপ্রভু আলালনাথে গমন করিলেন এবং প্রত্যাগমন করিয়া গৌড় হইতে পুরুষোত্তমে সমাগত অদ্বৈতাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

প্রতাপরুদ্র গৌড়ীয় ভক্তগণের বাসস্থান ও মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে চারি সম্প্রদায় বিভাগপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ গৌরসুন্দরের নিকট প্রতাপরুদ্রের প্রভু-দর্শনার্থ আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে রাজার সান্ত্বনার্থ নিত্যানন্দপ্রভু যুক্তি করিয়া রাজাকে মহাপ্রভুর ব্যবহৃত একটী বহির্ব্বাসবস্ত্র প্রদান করিলেন। পরে রামানন্দের আগ্রহে মহাপ্রভু নবীনাসীন রাজপুত্রকে কৃষ্ণজ্ঞানে আলিঙ্গন করিলেন; সেই প্রেমাবিষ্ট পুত্রস্পর্শে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রভুর কৃপালাভ ও প্রেমোদয় হইল। রথযাত্রার পূর্ব্বে মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলা প্রকাশ করিলেন। মন্দির-মার্জ্জন-সময়ে জনৈক গৌড়ীয় মহাপ্রভুর পাদোদক গ্রহণপূর্ব্বক পান করিলে অদ্বৈতাচার্য্যের লীলা-প্রদর্শক মহাপ্রভু জগন্নাথমন্দিরে পদধৌতি (জীবের পক্ষে) সেবাপরাধ মধ্যে গণ্য জানাইবার জন্য উক্ত গৌড়ীয়াকে গৌড়ীয়েশ্বর স্বয়ং ঘাড়ধাক্কের দ্বারা গুণ্ডিচা হইতে বাহির করাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত শ্রীজগন্নাথের নব-যৌবন-উৎসব দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথের "পাণ্ডুবিজয়" দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় প্রতাপরুদ্রকে সুবর্ণ-মার্জ্জনী-দ্বারা রথ-গমনের পথসম্মার্জ্জনরূপা বৈষ্ণবী সেবা করিতে দেখিয়া প্রভু অন্তরে প্রতাপরুদ্রের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর দণ্ড-সম্প্রদায় রচনাপূর্ব্বক রথাগ্রে ভক্তগণের সহিত নৃত্য করিলেন এবং কীর্ত্তন মধ্যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। কীর্ত্তনাদির পর বলগণ্ডি-উপবনে বিশ্রামকালে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইলে প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণব-বেশে একাকী মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু রাজার মুখে কালোচিত ভাগবতীয় শ্লোক পাঠ শ্রবণে প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাজাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। রাজার বৈষ্ণব-সেবায় নির্ব্বন্ধ দর্শনেই প্রভুর রাজার প্রতি কৃপা হইল, মহাপ্রভু আর তখন রাজাকে 'বিষয়ী' না জানিয়া বৈষ্ণব-সেবক-জ্ঞানে কৃপা করিলেন।

জগন্নাথদেব গুণ্ডিচাতে বসিলে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবন্ধ-লীলা স্ফূর্ত্তি হইল। নবরাত্র-যাত্রায় মহাপ্রভু জগন্নাথ-বল্লভোদ্যানে অবস্থান করিলেন। পঞ্চমী দিবসে 'হেরাপঞ্চমী'-লীলা দর্শনে মহাপ্রভু, শ্রীবাসপণ্ডিত ও শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর মধ্যে লক্ষ্মী ও গোপীগণের স্বভাব লইয়া অনেক ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল। পুনর্যাত্রা সময়ে কীর্ত্তনাদি হইলে মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসুকে প্রতি বৎসর রথের পট্টডোরি আনিবার জন্য আদেশ করিলেন।

রথযাত্রা পরিসমাপ্তি হইলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্পতুলসী দ্বারা পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও পূজা-পাত্রের শেষ পুষ্প তুলসী দ্বারা অদ্বৈতাচার্য্যকে "বোহসি সোহসি"-মন্ত্রে পূজা করিলেন। তাহার পর অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নন্দোৎসব-দিবসে প্রভু-সমীপে গোপবেশ ধারণ-পূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়া-দশমী-দিবসে শচীবিজয়োৎসবে নিজভক্তগণকে বাসর-

সৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমানের আবেশে অনেক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য যাত্রা-মহোৎসব দর্শন করিয়া সমাগত ভক্তবিগকে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভু, রামদাস, দাস গদাধর প্রভৃতি কয়েক-জন বৈষ্ণবের সহিত নিত্যানন্দ প্রভুকেও গৌড়দেশে পাঠাইলেন, অদ্বৈতাচার্য্যকে আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি বিতরণ ও নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিতে বলিয়া দিলেন। পরে অনেক বৈভোক্তির সহিত (শ্রীবাস-হস্তে) শচীমাতার জন্য প্রসাদ বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। শ্রীরাঘব পণ্ডিত, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, কুলীন গ্রামবাসী ভক্ত প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবেরই অনেক গুণ ব্যাখ্যানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। রামানন্দ ও সত্যরাজের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবের সেবা নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর খণ্ডবাসী-বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এবং সেবা-নির্দ্দেশ, সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতিকে দাস ও অনন্যভক্ত সেবার আদেশ এবং মুরারী গুপ্তের শ্রীরামচরণ-নিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের সম্পূর্ণ বৈষ্ণবোচিত প্রার্থনা অনুসারে কৃষ্ণের অনায়াসে জগৎ-মোচন-সামর্থ্য বিচার করিলেন। সার্ব্বভৌমের গৃহে প্রভুর ভিক্ষাগ্রহণ সময়ে সার্ব্বভৌম-জামাতা অমোঘের কিছু দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইলে, পরদিন প্রাতে অমোঘ বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইল। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া রোগমুক্ত এবং কৃষ্ণ-নামে রুচি প্রদান করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীশিবানন্দ সেনের আনুকূল্যে তৃতীয় বৎসর মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিলেন। সঙ্গে শিবানন্দ সেনের একটী ভক্ত কুকুরও আসিয়াছিল। প্রভুর উচ্ছিষ্ট সেবন ও চরণ দর্শন করিয়া, কুকুরটীর অন্তর্দ্ধান হইল। মহাপ্রভু এবারও ভক্তগণের সহিত রথাগ্রে নৃত্য ও গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা করিলেন এবং জন্মাষ্টমীতে গোপ-লীলা প্রকাশ করিলেন। সত্যরাজাদি কুলীন গ্রামীয় প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু সাধন ও নিরপরাধ হরি-নামকারী এবং তাঁহার দর্শনে অন্যের মুখে হরিনাম উদিত হয়, তাঁহাকেই ক্রমানুসারে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণব-তমরূপে নির্দ্দেশ করিলেন।

ভক্তগণ বিদায় লইলে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন এবং বিজয়া দশমীতে বৃন্দাবন লক্ষ্য করিয়া পুরুষোত্তম হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ রায় ভদ্রক পর্য্যন্ত আসিলেন; প্রভুর বিচ্ছেদ-কাতর গদাধর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গ-লোভে বাস-বাস-নিষ্ঠা-রূপ ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ত্যাগেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। কটক হইতে মহাপ্রভু পণ্ডিত গোস্বামীকে শপথ প্রদানকরিয়া সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইলেন এবং ভদ্রক হইতে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। অনন্তর ওড্রদেশ-সীমায় পৌঁছিয়া নৌকাযোগে যবনাধিকারীর সাহায্যে পানিহাটী পর্য্যন্ত গমন করিলেন। পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের ভবন হইতে কুমারহট্ট শ্রীবাসের গৃহ হইয়া ত্রিকটেট অদ্রে শিবানন্দের গৃহে, পশ্চাদ্ বিদ্যানগরে বাচস্পতির গৃহে আসিয়া গোপনে কুলিয়া গ্রামে আগমনপূর্ব্বক শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী ভাগবতপাঠী দেবানন্দ পণ্ডিত ও চাপাল গোপালের অপরাধ ভঞ্জন করিলেন।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহরই 'কুলিয়া' বা 'কোলদ্বীপ', এই স্থানে মহাপ্রভু বৈষ্ণবাপরাধিগণের অপরাধ ক্ষমাপন করাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা "অপরাধ-ভঞ্জনের পাট" নামেও খ্যাত। দেবানন্দ পণ্ডিতের বিশেষ পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য ও সদাচার প্রভৃতি থাকিলেও এবং দেবানন্দ অদ্বিতীয় ভাগবত-ব্যাখ্যাতা বলিয়া প্রচারিত থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্তভাগবতে ভেদ-বুদ্ধি ছিল। শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে তিনি অপরাধ করিয়াছিলেন, এজন্য মহাপ্রভু একদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা-কালে ব্যাখ্যাস্থানে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যার কোনও মূল্য নাই—এইরূপ উক্তি করিয়া দেবানন্দকে বিশেষ ভাবে তিরস্কার করিলেন। বর্ত্তমান কালের ভাগবত-ব্যবসায়িগণ নিত্য বৈষ্ণবাপরাধে দৃঢ়সঙ্কল্প বলিয়া তাহারা মহাপ্রভুর দত্ত-প্রসাদ-প্রাপ্তিতেও অযোগ্য।

মহাপ্রভু তদনন্তর অপরাধ-ভঞ্জন-পাট কুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে রামকেলিতে আগমন করিলেন। তৎকালে দবিরখাস ও সাকর মল্লিক গৌড়াধীশ্বর যবন রাজা হুসেন সাহ বাদসাহের রাজকার্য্য পরিচালনের দুই হস্ত স্বরূপ ছিলেন। এই দবির খাসই পরবর্ত্তিকালে 'শ্রীরূপ' এবং সাকর মল্লিকই 'শ্রীসনাতন' নামে প্রকাশিত হন। হুসেন সাহ দবির খাসের নিকট মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য শুনিয়া প্রভুকে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' জ্ঞান করিলেন। শ্রীরামকেলীতে মহাপ্রভুর সহিত

নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারী, বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন। ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু তাঁহার নিত্য-কিঙ্কর শ্রীরূপ, সনাতনকে অঙ্গীকার করিলেন। সনাতনের পরামর্শ মতে প্রভু সেই-বার বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা ত্যাগ করিয়া 'কানাঞির নাটশালা' হইয়া পুনরায় শান্তিপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সাতদিবস শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য-গৃহে অবস্থান করিয়া বিরহ-বিধুরা শচীদেবীর প্রতি দর্শন-কাদম্বিনী বর্ষণ করিলেন এবং সপ্তগ্রামবাসী গোবর্দ্ধন দাসের পুত্রদ্বয় প্রভু-বিরহোদ্ভূত স্বীয় নিত্য-কিঙ্কর শ্রীরঘুনাথ দাসপ্রভুকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়া জগতে যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু বৈরাগ্যের আদর্শ শিক্ষা প্রচার করিলেন। শান্তিপুর হইতে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও রামাইর পণ্ডিতকে লইয়া পুরীতে আগমন করিলেন এবং দিন কতক পুরীতে অবস্থানান্তে একমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত ঝারিখণ্ডের বনপথে ব্যাঘ্র মৃগাদিকে হরিনামে কীর্ত্তন-নর্ত্তন করাইয়া নানা-রঙ্গে কাশীতে আগমন করিলেন। তথায় মণিকর্ণিকা স্নানে এবং তপনমিশ্রের সহিত বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া কাশীবাসী তপনমিশ্রের গৃহে আগমন করিলেন। তপন-মিশ্র নন্দন রঘুনাথ (যিনি শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছেন) সেই সময় মহাপ্রভুর পাদ-সেবা ও উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রভু সেইবার দিবসত্রয়ের কাশীতে অবস্থান কালে তপনমিশ্র ও জনৈক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র গৌরসুন্দরের নিকট মায়াবাদ-কলাহল-পরি-ব্যাপ্ত কাশীর দুর্দ্দশা এবং কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দের 'প্রভুর প্রতি নিন্দা' প্রভৃতি নিবেদন করিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভু সেই সময় সেই ভক্তগণের নিকট কুকাশীবাসী, মায়াবাদিগণের দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়া মায়াবাদিগণকে উপেক্ষা এবং মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকে আত্মসাৎ করিয়া প্রয়াগে আগমন করিলেন।

প্রয়াগে যমুনা-দর্শনে প্রভুর ব্রজলীলার উদ্দীপন হওয়ায় যমুনাতে ঝম্প প্রদান করিলে বলভদ্র মহাপ্রভুকে যমুনা হইতে উত্তার করিলেন। প্রয়াগে তিন দিবস থাকিয়া কৃষ্ণ-নাম-প্রেম বিতরণপূর্ব্বক মথুরার পথে লোকোদ্ধার করিতে করিতে ক্রমে মথুরায় আসিলেন। তথায় সামাজিক-বিচারে অস্পৃশ্যতার সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের কুলে আবির্ভূত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক শিষ্যের হস্তপাচিত অন্নে ভিক্ষাগ্রহণ-পূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার শিক্ষা দিলেন।

প্রভু বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানসমূহ দর্শন করিলেন। চীর-ঘাটে কৃষ্ণলীলা-কালের চৌতরা বৃক্ষতলে বসিয়া প্রভু মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন-লীলা করিতেন এবং সকলকে নাম-কীর্ত্তনের উপদেশ দিতেন। কৃষ্ণদাস নামক জনৈক রাজপুত্রকে প্রভু অকুণ্ঠচিত্তে কৃপা করিলে কৃষ্ণদাস সেই হইতে গৃহসংসারাদির প্রতি উদাসীন হইয়া প্রভুর কমণ্ডলু-বাহক নিত্য-সঙ্গী হইয়া পড়িলেন। রাত্রিতে কালী-হ্রদে মৎস্যজীবী ধীবরকে প্রাকৃত-লোক-সমূহ কৃষ্ণ ভ্রম করিয়া কালীদহের জলে কৃষ্ণ-প্রাকট্যের এক জনরব উঠাইয়া দিল। সরল-বুদ্ধি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যেরও সেই জনরব শুনিয়া বিবর্ত্ত দর্শনে ইচ্ছা হইল। মহাপ্রভু বলভদ্রের ভ্রম নিরসন করিলেন। এই লীলার দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, 'সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' নিকটে থাকিলেও চপলা মায়া মুহূর্ত্তের জন্যও জীবের বহির্ম্মুখতার ফুল অবকাশ পাইলেই তাহার বিবর্ত্ত উৎপাদন করাইয়া থাকে, তখন জীবের মায়াকেই 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রান্তি হয়।

বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর অত্যধিক প্রেমোন্মাদ দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। "সোণো-ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রয়াগ যাইবেন"—এই চিন্তা করিয়া রাজপুত্র কৃষ্ণদাস, মাথুর-সানোড়িয়া-বিপ্র, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও বলভদ্রের সঙ্গী ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গাভী-বিচরণ-দর্শনে ও গোপমুখে অকস্মাৎ বংশী-ধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর ব্রজলীলা স্ফূর্ত্তি উদিত হওয়ায় প্রেম-মূর্চ্ছা হইল। এমন সময় তথায় দশজন অশ্বারোহী-পাঠান আগমন করিয়া প্রভুকে ঐরূপ মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন; ইহা দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন যে, প্রভুর সঙ্গিগণ প্রভুর নিকট হইতে ধন-অর্থাদি কাড়িয়া লইবার জন্য প্রভুকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছে। অশ্বারোহি-গণের দলপতি বিজলী খাঁ, এইরূপ উক্তি করিয়া প্রভুর সঙ্গি-গণকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। প্রভু বাহ্য-দশায় উপনীত হইলে বিজলী খাঁর দলের জনৈক মৌলানার সহিত প্রভুর কথোপ-কথন ও শাস্ত্র-বিচার হইল। প্রভু কোরাণ-শাস্ত্র হইতেই 'কৃষ্ণশক্তি' স্থাপন করিলেন। উক্ত মৌলানা প্রভুর শরণাগত

হইলে প্রভু তাঁহাকে 'রামদাস' নাম প্রদান করিয়া সংস্কার-বিধান করিলেন। বিজলী খাঁ ও তাঁহার অনুগত অশ্বারোহিগণ সকলেই মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া 'কৃষ্ণভক্ত' হইলেন। তাঁহারা 'পাঠান বৈষ্ণব' নামে বিখ্যাত হইলেন।

সোরো ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু ত্রিবেণীতে পৌঁছিলেন। প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে রাজকার্য্য ও গৃহাদি-বৈভব পরিত্যাগের লীলাভিনয়কারী শ্রীরূপের সহিত মহাপ্রভুর মিলন হইল। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া যমুনার অপর পারে আড়াইলগ্রামে স্ব-গৃহে লইয়া গেলেন এবং মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া স্ব-বংশে প্রভুর পাদোদক-গ্রহণ ও প্রভুর পূজা করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বল্লভ ভট্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তৎপরে ত্রিহুতনিবাসী রঘুপতি উপাধ্যায় তথায় পৌঁছিলে মহাপ্রভুর সহিত অনেক রসালাপ হইল। প্রভু প্রয়াগে দশ দিবস অবস্থান করিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে শিক্ষাষ্টক শ্রীরূপকে শক্তি-সঞ্চারপূর্ব্বক স্বরূপে ভক্তি-তত্ত্বতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন এবং 'রসামৃতসিন্ধু' রচনার আজ্ঞা দিলেন। শ্রীরূপকে তথা হইতে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া প্রভু স্বয়ং কাশীতে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রশেখরের গৃহে বাসা গ্রহণ করিলেন। শ্রীসনাতন নানা কৌশলে রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রভুর চরণদর্শনাভিলাষী হইয়া কাশীধামে চন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু সনাতনকে গৃহ-দ্বার হইতে অন্যত্রে ডাকাইয়া তাঁহাকে 'ভক্ত' করিবার আজ্ঞা দিলেন। সনাতন 'ভক্ত' হইবার লীলা-প্রদর্শনের পর তপন মিশ্র-প্রদত্ত পুরাতন-বস্ত্রকে কৌপীন ও বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার নিত্য-সিদ্ধ-কিঙ্কর শ্রীসনাতনের দ্বারা পরিতোষ করাইবার লীলা প্রদর্শন করাইয়া 'জীবের স্বরূপ', 'জীবের কর্ত্তব্য' ও 'জীবের প্রয়োজন' সম্বন্ধে যে সকল সারগর্ভ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই "শ্রীসনাতন শিক্ষা" নামে বিদিত।

প্রভু কাশীবাসী মায়াবাদি সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় বারাণসীতে ভক্তদিগের অনুনয়ে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে ঐ সকল সন্ন্যাসীকে তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দের সহিত একত্র পাইয়া দৈন্য ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। পরে প্রকাশানন্দের জিজ্ঞাসানুসারে মায়াবাদ-সিদ্ধান্তের অমূলক-অর্থ-প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের সর্ব্ববিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। কাশীর সন্ন্যাসিগণ প্রভুর কৃপায় সর্ব্বগ্রাসী মায়াবাদ-পিশাচীর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন। কাশীতে একদিন মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ বিন্দুমাধবের মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সন্দিগ্ধ প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া আপনার পূর্ব্ব কার্য্যের জন্য ধিক্কার এবং বেদান্ত-সঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার নিকট ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-সিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য বলিয়া জানাইলেন। তদনন্তর মহাপ্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে প্রেরণ এবং স্বয়ং নীলাচল যাত্রা করিলেন।

পুরীতে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবন হইতে আসিয়া ঠাকুর হরিদাসের সহিত অবস্থান করিলে মহাপ্রভু শ্রীরূপের বিরচিত "প্রিয়ঃ সোঽহং" শ্লোক দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং আর একদিন শ্রীরূপের 'পদ্যাবলী মাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের মুখবন্ধাদি-শ্লোক শ্রবণ করিলেন। কোমল-প্রভুর লীলাভিনয়কারী ভগবান্ আচার্য্যের আজ্ঞা-মতে ছোট হরিদাস বৃদ্ধা মাধবী দেবীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবায় জন্য চাউল ভিক্ষা করায় প্রভু জগতে বৈরাগীর আচরণের আদর্শ-স্থাপন ও কপট প্রাকৃত সহজিয়াগণকে সতর্ক করিবার জন্য ছোট হরিদাসকে প্রকৃতিসম্ভাষণ দোষে দ্বার-প্রবেশ-নিষেধপূর্ব্বক বর্জ্জনের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। এক বৎসর পরে ছোট হরিদাস প্রয়াগ-ত্রিবেণীতে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। মহাপ্রভু এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, প্রকৃতি-সম্ভাষী-বৈরাগীর ইহাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

সাধক-জীব, সিদ্ধ-পরমহংস বা ভগবান্ সম-পর্য্যায়ে গণনীয় নহেন—ইহা জানাইবার জন্য মহাপ্রভু আর একটী লীলা প্রকাশ করিলেন। পুরুষোত্তমে কোন বিধবা ব্রাহ্মণ যুবতীর একটী সুন্দর-পুত্রকে মহাপ্রভুর নিকট আসিতে দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে সতর্ক করিতে গেলে, প্রভু পণ্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন।

মথুরা-মণ্ডল হইতে পুরুষোত্তমে সমাগত শ্রীসনাতনের অঙ্গে ব্যবহারিক-দুঃখ বা কণ্ডূয়ন-উপশমের অভিনয়, দৈন্যাবতার শ্রীসনাতনের মুখ-চক্ষে শরীর পরিত্যাগের সঙ্কল্প লীলা,

সনাতনের অপ্রাকৃত-দেহ মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-পূরণের সাধক প্রভৃতি ব্যাপার প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু 'কষ্ট-ত্যাগ ও কষ্ট-বৈরাগ্য কখনই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় নহে'—ইহা মনোধর্ম-চালিত মনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণকে শিক্ষা প্রদানপূর্বক আত্ম-সমর্পণকারী ভক্তের দেহের অপ্রাকৃতত্ব প্রচার করিলেন। সেই বৎসর সনাতনকে শ্রীক্ষেত্রে রাখিয়া প্রভু পর বৎসর তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আদেশ দিলেন।

(ক্রমশঃ)

আচার্য্য শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের ২৫শ সংখ্যার পর)

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, ভগবানের উদরে যখন অনন্ত জীবরাশি বিরাজিত, তন্মধ্যে সৃষ্টিকাল আমাদেরই কেনবা সৃষ্টি হইল, অপর জীবগণ কেনই বা সৃষ্টি হইল না, তাহার কারণ কি? তদুত্তরে এই যে, যে-সকল জীব আগামী সৃষ্টিতে প্রবেশের উপযুক্ত কর্ম করিয়া থাকে তাহারাই সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়। ভগবদুদরে অবস্থিত জীবের যে কর্ম-দেহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা স্বরূপ-দেহের দ্বিতীয় আবরণ অর্থাৎ প্রথমে স্বরূপ দেহ, তাহার আবরণরূপে লিঙ্গ-দেহ, লিঙ্গ-দেহের আবরণরূপে 'কর্মদেহ'। জীবসমূহের স্বরূপ-দেহ, লিঙ্গ-দেহ ও ভৌতিক-দেহ—এই দেহত্রয় বিরাজিত। এই স্বরূপদেহই শরীরী বা জীবাত্মা, তাহা নিত্য সচ্চিদানন্দময় বিবিধ আকার-বিশিষ্ট। বর্তমানে সৃষ্ট স্থূলদেহ বা কর্মসাধনীভূত দেহ ও ভগবদুদরে অবস্থিত জীবের কর্মদেহের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভগবদুদরস্থিত কর্মদেহটী অত্যন্ত সূক্ষ্ম, পরন্তু এখানকার ভৌতিক দেহ স্থূল। জীবের ভৌতিক-স্থূল-দেহ-ভঙ্গে জীব বাসনাময়-কোষ লিঙ্গ-দেহের সহিত কর্মানুসারে স্বর্গ ও নরকে গমন-কালে সুখ-দুঃখ-ভোগের জন্য 'যাতনা-দেহ' নামে একটী দেহ লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ স্বরূপ দেহ, তদাবরণীভূত লিঙ্গদেহ এবং লিঙ্গদেহের আবরণীভূত যাতনা-দেহ তৃতীয়। লিঙ্গদেহ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত কাহারও স্বরূপের অভিব্যক্তি নাই। লিঙ্গদেহের আবরণ নিবৃত্ত্যর্থই ভগবান্ জীবগণকে সৃষ্টিতে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক জীবগণ ওঙ্কারোপাসনা, শাস্ত্রজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি দ্বারা কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত লিঙ্গ-ভঙ্গ প্রাপ্ত হন। রাজসগণ নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ উভয়-বিধ কাম্যকর্মানুষ্ঠানরূপ সাধনসমূহ বিধান করিয়া কল্পান্তে লিঙ্গ-ভঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তখন তাহাদের সুখ-দুঃখ-মিশ্রাত্মক স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়। তামসগণ কাম্য, অকাম্য, নিষিদ্ধ, ঘোর কর্ম, হরি-গুরু বৈষ্ণব-দ্রোহাদি সাধন করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দ্রোহ পরিণামে কল্পান্তে লিঙ্গভঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তখন তাহাদের দুঃখাত্মকানোত্মক স্বরূপ-দেহের অভিব্যক্তি ঘটে।

আব্রহ্মৈব হরেঃ কেচিদপূর্ব্বৈঃ কেচিদন্তরা।
বিজ্ঞতৈতাবানাগোকেষু মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ॥

(ভাগবত-তাৎপর্য্য ২।২।৩০)

কেহ কেহ সাধনের পূর্ণদশায় ও শ্রীহরির আদেশ-ক্রমে এবং কেহ বা সাধনের অপূর্ণতা বশতঃ অন্তলোকে অবস্থান করেন। পরন্তু তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মার সহিত পশ্চাৎ মুক্ত হইয়া থাকেন।

তেন ব্রহ্মণামতিসংপন্না যদৈতদ্বিদুস্তদেব সহ ব্রহ্মণা পরমতিগচ্ছন্তি ইতি সৌপর্ণশ্রুতের্মহাপ্রলয়ে তদধ্যক্ষেণ ব্রহ্মণা সহ গচ্ছন্তি।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে পরাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে অ ৪, পা ৩, সূ ১০—১১॥

মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় তখন নিখিলজীব ব্রহ্মার সহিত মিলিত হয়, পশ্চাৎ ব্রহ্মার সহিত তাহারা বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে—এই সৌপর্ণ শ্রুতি অনুসারে মহাপ্রলয়ে জীবসকল অধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুকে লাভ করিয়া থাকে।

চতুর্মুখ ব্রহ্মার পরমায়ুবসানে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত সেই জীবসকল পরমপদে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
কেচিদত্রৈব মুচ্যন্তে নোৎক্রামন্তি কদাচন॥
কেচিৎ স্বর্গে মহর্লোকে জনে তপসি চাপরে।
কেচিৎ সত্যে মহাজ্ঞানা গচ্ছন্তি ক্ষীরসাগরম্।
তত্রাপি ক্রমযোগেন জ্ঞানাদিক্যাৎ সমীপগাঃ।
সালোক্যং চ সরূপত্বং সামীপ্যং যোগ এব চ।
ইমামারভ্য সর্ব্বত্র যাবৎ স্যু ক্ষীরসাগরে।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যং অ ৪, পা ৪, সূ ১৯।

মুক্তজীবগণের নানাস্থানে বিহার—

কেহ কেহ ইহলোকেই পরমদেব অব্যয়স্বরূপ শ্রীহরিকে প্রভুরূপে উপাসনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের কখনও উৎক্রমণ ঘটেনা। কেহ স্বর্গলোকে, কেহ মহর্লোকে, কেহ জনলোকে, কেহ তপোলোকে, কেহ বা সত্যলোকে মুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা মহাজ্ঞানী তাঁহারা ক্ষীরসাগরে গমন করিয়া থাকেন, তথায়ও জ্ঞানের আধিক্যবশতঃ ক্রমানুসারেই ভগবানের সামীপ্য লাভ করিতে পারেন। পৃথিবী হইতে ক্ষীরসাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সালোক্য, সারূপ্য সামীপ্য এবং সাযুজ্য সমভাবে বর্ত্তমান॥

অসুরাঃ কলিপর্য্যন্তা এবং দুঃখোত্তরোত্তরাঃ
কলির্দুঃখাধিকস্তেষু তেষ্যেবং ব্রহ্মবন্দগাঃ
তথাক্ষেপ্যসুরাঃ সর্ব্বেগণা যোগাত্মা সদা।
ব্রহ্মৈব সর্ব্বজীবেভ্যঃ সদা সর্ব্বগুণাধিকঃ

(ভাগবত তাঃ নিঃ অ ১ শ্লোক ১৩৬—১৩৭)

দুঃখেপি তেষামিহ তারতম্যং কলেঃ পরং দুঃখমিহাখিলাচ্চ।
যথা বিরিঞ্চস্য সুখং তাৎ মুক্তৌ হরিস্তথা বিশেষঃ॥

ঐ ৩২ অঃ ১২৯ শ্লোঃ।

এইরূপ দেবতাগণের আনন্দতারতম্যক্রমে কলিপর্য্যন্ত অসুরগণেরও দুঃখ-তারতম্য রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কলির সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের আধিক্য। যেমন ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ভিন্ন ভিন্ন গণ আছে, তদ্রূপ কলি প্রভৃতি অসুরগণেরও ভিন্ন ভিন্ন গণ রহিয়াছে। যেমন, গত কলির গণ, ভাবি কলির গণ ও বর্ত্তমান কলির গণ। কলির ন্যায় অন্যান্য অসুরগণেরও যথা—কালনেমি, বিপ্রচিত্তি প্রভৃতিরও যোগ্যতা-তারতম্যে সর্ব্বদা বিভিন্ন গণ আছে। সর্ব্বজীবের মধ্যে সর্ব্বকাল ব্রহ্মাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত।

অন্ধতমে প্রবিষ্ট দৈত্যগণের দুঃখেরও তারতম্য আছে। যেমন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনসম্পন্ন ব্রহ্মার মুক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখাধিক্য, তদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধম সাধনসম্পন্ন কলিরও অন্যান্য দৈত্যগণ অপেক্ষা অন্ততমে অধিক দুঃখভোগ ঘটিয়া থাকে। হরির প্রতি দ্বেষই এবং হরির প্রতি উন্মুখতাই এইরূপ বৈষম্যের কারণ।

সাত্ত্বিক জীব-সমূহের ক্রম, যথা—সাত্ত্বিক জীবের মধ্যে সর্ব্বোত্তম চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, তদনন্তর সরস্বতী, শেষ, গরুড়াদি দেবতাগণ, তদনন্তর ঋষিগণ, পিতৃগণ, চক্রবর্ত্তিগণ, মনুষ্যোত্তমগণ—এইরূপে সাত্ত্বিকগণের মধ্যে তারতম্য। রাজসগণের তারতম্যের কথা বিশেষ উল্লেখ নাই। তামসগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কলি। সাত্ত্বিকগণের মধ্যে চতুর্ম্মুখ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তম সাধনসম্পন্ন, তামসগণের মধ্যে কলিও তেমনই অধম সাধনসম্পন্ন। কলির পরে কালনেমী, জরাসন্ধ প্রভৃতি উত্তরোত্তর-ক্রমে বিরাজিত। সাত্ত্বিক জীব হইতে রাজস জীবের সংখ্যা অধিক। রাজস হইতে তামস জীবের সংখ্যা আরও অধিক। মুক্ত মনুষ্যোত্তম হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্ম্মুখ পর্য্যন্ত ক্রমে মুক্তি দশায় লব্ধ-স্থিত আনন্দের তারতম্য। যেমন মনুষ্যোত্তমগণ হইতে চক্রবর্ত্তিগণের আনন্দের তারতম্য শতগুণ অধিক, চক্রবর্ত্তী হইতে পিতৃগণের, পিতৃগণ হইতে ঋষিগণের, ঋষিগণ হইতে দেবতাগণের ক্রমানুসারে তারতম্য উত্তরোত্তর শতগুণ অধিক। ইহাদের সাধনও তদনুরূপ শতগুণ অধিক।

সাত্ত্বিক জীবসমূহের ক্রম ও গুণ-তারতম্য বিস্তৃত ভাবে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩য় অঃ ৫ ব্রাঃ মধ্বভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

একমাত্র চতুর্ম্মুখেরই সাযুজ্য মোক্ষ। সাযুজ্য মোক্ষ সম্বন্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের যেরূপ ধারণা, শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের কথিত সাযুজ্য সেরূপ নহে। সাযুজ্য বলিতে মধ্বাচার্য্য বলেন যে, উহা পুরুষ-দেহে পিশাচাদির প্রবেশের ন্যায় অথবা লৌহপিণ্ডে অগ্নি-প্রবেশের ন্যায় স্ববিষয়রূপ বিষ্ণুতে আবেশ। পুরুষ-দেহে পিশাচাদি প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপ পুরুষকৃত যাবতীয় ভোগ অনুভব করিয়া থাকে, অথচ পিশাচ কিছু স্বয়ং পুরুষ নহে, সময়ান্তরে তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করিতে পারে, লৌহপিণ্ডে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলেও যেরূপ অগ্নি ও লৌহপিণ্ড হইতেই পৃথক্‌ত্ব, সময়ান্তরে লৌহপিণ্ড হইতে অগ্নি বিগত হইতে পারে, তদ্রূপ বিষ্ণুতে

ব্রহ্মার যে নিরুপাধিক বিগ্রহ আছে, নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব-স্বরূপ ব্রহ্ম সেই স্বকীয় বিগ্রহরূপে ইচ্ছানুসারে প্রবেশ করেন, ইহাতে ব্রহ্মার আত্মবিগ্রহে প্রবেশ মাত্র হইয়া থাকে, অন্যরূপে প্রবেশ হয় না। আবার ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা সেই বিগ্রহরূপ হইতে পৃথগ্‌ভাবেও অবস্থান করিতে পারেন। কাজে কাজেই ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্যে যে একান্ত অভেদ স্বীকৃত হয়, তাহা হইতে ব্রহ্মার সাযুজ্য বা শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্যের সিদ্ধান্তানুযায়ী সাযুজ্য-মুক্তির ধারণা পৃথক্। অন্য মুক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ সামীপ্য-মোক্ষ, কেহ বা সালোক্য-মোক্ষ লাভ করেন। কিন্তু সকলেরই সারূপ্য-মোক্ষ লাভ হয়। সারূপ্য বলিতে স্ববিগ্রহরূপ সদাকারের অভিব্যক্তি। এই স্থানে রামানুজীয়গণের সহিত মাধ্বগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। রামানুজীয়গণ বলেন, মুক্তিতে সকলেই সারূপ্য লাভ করিয়া নিত্য চতুর্ভুজাকার প্রাপ্ত হন, কিন্তু মাধ্বগণ বলেন, যাহার যেটি নিত্য স্বরূপদেহ, সেই সকল স্বরূপদেহের বিভিন্ন বিগ্রহরূপ ভগবানেও আছে। জীবের মুক্তিতে সেই সকল বিগ্রহরূপের সমানাকারের অভিব্যক্তি হয়। অতএব মুক্তগণের মধ্যে কেহ সচ্চিদানন্দাকার চতুর্ভুজ, কেহ দ্বিভুজ মনুষ্য, কেহ পশু, পক্ষী, কূর্ম প্রভৃতি স্বরূপ দেহে অভিব্যক্ত হন। এইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত জীব-সমূহ স্বেচ্ছানুসারে সৃষ্টিকালে কেহ বৈকুণ্ঠে, কেহ শ্বেতদ্বীপে, কেহ অনন্তাসনে, কেহ স্বর্গলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সুখ-জ্ঞানাদি-পূর্ণ ও নানাবিধ অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানানন্দ অনুভব ও ভগবৎ-কীর্ত্তন-গান-সেবায় হইয়া বিচরণ করেন। কল্পান্তরিকালে বা সৃষ্টিবিরতি সময়ে তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থান করেন। যাঁহাদের সাযুজ্যমুক্তি হইয়াছে সেই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষগণও ভগবানের আজ্ঞায় ব্রহ্মকল্পান্তকাল পর্য্যন্ত সাত্ত্বানিকাদিলোকে (জনলোকের একদেশে সাত্ত্বানিক লোক অবস্থিত) অবস্থান করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন।

সকলেরই চতুর্ব্যূহ-কল্পাবসানে চতুর্ব্যূহ ব্রহ্মার সহিত বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ হয়। বৈকুণ্ঠপ্রবিষ্ট জীব-সমূহ সকলেই জ্ঞানানন্দাত্মক দেহে তথায় নিত্যকাল অবস্থান করিয়া ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন এবং নিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবকগণের প্রতি বিনয়-বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-সেবাদি প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি নাই। যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ-স্বরূপেই রাজস বা নিত্য কামাকর্ম্মী, তাঁহারা স্বর্গে, পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ করেন, তাঁহাদের ঐরূপ স্বরূপের অভিব্যক্তিরূপ মুক্তিলাভে গর্ভবাসাদি জন্ম বা মরণ নাই। তামসগণ হরি-গুরু বৈষ্ণব-দ্রোহাদি সাধনের পরিপাকে তাহাদের নিত্য তামস স্বরূপের অভিব্যক্তিরূপ মুক্তি প্রাপ্তিতে অন্ধতমে প্রবিষ্ট হয়। তাহাদেরও অন্ধতমঃ হইতে পুনরাবৃত্তি নাই, ইহাই তাহাদের পক্ষে মুক্তি। এক কল্পে সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট জীবের ভাবীকল্পে সৃষ্টিতে প্রবেশ নাই।

ভুঞ্জতে পুরুষং প্রাপ্য যথাদেব প্রজাময়ঃ।
তথা মুক্তাবুত্তমাত্মা বিষ্ণুমাবিশ্য ভুঞ্জতে।
(ঐতরেয় ভাষ্য অ ২, প্র ২, খণ্ড ৩)

যেরূপ দেব, প্রজাদি মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া পুরুষশরীরস্থ সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ উত্তমা মুক্তিতে (সাযুজ্য-মুক্তিতে) জীব আত্মবিগ্রহরূপ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

বিকোর্বপাংস্তে সর্ব্বে সর্ব্বদা দুঃখবর্জ্জিতাঃ।
ন তু বিষ্ণুগুণান্ সর্ব্বান্ ভুঞ্জতে তে কদাচন।
বাহ্যভোগান্ ভুঞ্জতে চ তারতম্যেন কাংশ্চন।
বিকোর্দেহাদ্‌বহিশ্চাপি নির্গচ্ছন্তি যথেষ্টতঃ॥

বিমুক্তিকালে প্রবিশন্ত্যাত্মকং ভোগাংশ্চ তাংস্তথা। প্রভুঞ্জতে। আনন্দমুখাভিব্যক্তিরমুষ্য তেষাং ভবত্যাত্মচেষ্টয়ৈব নির্গতাঃ। ক্রীড়ন্তি ভুঞ্জন্তসমাবিশন্তি তানেব সাযুজ্যবিদঃ বদন্তি। সাযুজ্য হীনাস্তু পরে তু সর্ব্বে প্রোক্তেন মার্গেণ বিশন্তিস্তুষ্টাঃ। যদিচ্ছ নির্যান্তি ততোঽনন্তাপি সাযুজ্যতাজাং তথাপি প্রবেশঃ। (অনুব্যাখ্যান অতপা ৪)

দেব, প্রজাদি যেরূপ বলপূর্ব্বক মনুষ্যাদির শরীরে প্রবেশ করিতে পারে, মুক্ত জীবের ভগবৎশরীরে প্রবেশ তদ্রূপ নহে। সাযুজ্য মুক্তিযোগ্য জীবসমূহ বিষ্ণুর অধীন। তাঁহারা বিষ্ণুর ইচ্ছানুসারেই বিষ্ণু-শরীরে প্রবেশ করেন এবং তাঁহারা সকলেই সর্ব্বদা দুঃখবর্জ্জিত হইয়া তথায় নিত্যানন্দ ভোগ করেন। তাঁহারা অনন্ত গুণপূর্ণ বিষ্ণুর গুণসমূহ তখনও সাকল্যে ভোগ করিতে পারেন না। বিষ্ণুশরীরস্থিত কোন কোন বাহ্যভোগ যোগ্যতানুসারে ভোগ করেন। যেমন বিষ্ণু রথারূঢ় বা গজারূঢ় হইলে তাঁহারাও বিষ্ণুর শরীরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই সকল সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। আবার ইচ্ছানুসারে বিষ্ণুর দেহ হইতে বাহিরেও

নির্গত হইয়া থাকেন। সাযুজ্য মুক্তিকালে ইচ্ছানুসারে বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুদেহগত ভোগসমূহ প্রকৃষ্ট-রূপে ভোগ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুদেহে তাঁহাদের স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। তাঁহারা ইচ্ছানুসারে বিষ্ণুদেহ হইতে নির্গত হইয়া ক্রীড়া করেন, পুনরায় বিষ্ণুর দেহে প্রবিষ্ট হন। এইরূপ ভগবৎশরীরে প্রবেশ ও তৎসহ আনন্দাদি ভোগকেই পণ্ডিতগণ 'সাযুজ্য মুক্তি' বলিয়া থাকেন। সাযুজ্য মুক্তিবিহীন অন্য মুক্তগণ প্রলয়কালে সকলেই অর্চ্চিরাদি মার্গে মোক্ষধামে প্রবেশ করেন ও সৃষ্টিকালে স্বেচ্ছানুসারে বহির্দ্দেশে নির্গমন করিয়া থাকেন। সাযুজ্যভাক্ পুরুষগণ সৃষ্টিকালে ও লয়কালে সকল সময়েই বিষ্ণুশরীরে প্রবিষ্ট হন।

'মুক্তি' সম্বন্ধে নব্য-সিদ্ধান্ত—জীব-স্বরূপ বিচার কালে 'মুক্তি'-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অনেকটা আলোচিত হইয়াছে। ভগবান্ জীবের স্বরূপের যোগ্যতানুসারে জীবের দ্বারাই পূর্ব্বকর্ম্ম-সমূহ করাইয়া থাকেন। আবার, যোগ্যতা ও পূর্ব্বকর্ম্ম—এই উভয়ানুসারে আধুনিক প্রযত্নসমূহ করান এবং জীবের যোগ্যতা, পূর্ব্ব কর্ম্ম-পরম্পরা ও আধুনিক প্রযত্ন—এই কার্য্যত্রয়ানুসারে ফল প্রদান করেন। শুদ্ধভক্তি, শাস্ত্র-শ্রবণ-মনন কীর্ত্তনাদি-রূপা ভক্তি তৃতীয় সাধন অর্থাৎ তাৎকালিক প্রযত্নের অন্তর্ভুক্ত। এতৎসাধনত্রয় অনুসরণ করিয়াই ভগবান্ জীবের স্বরূপের অভিব্যক্তি করাইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক পুরুষগণের ভক্তি-সাধনদ্বারা লিঙ্গদেহের বিনাশে যে নিত্য-স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই 'মুক্তি'; সুতরাং এই মুক্তি কোন আগন্তুক ধর্ম্ম নহে। ইহা জীবের স্ব-স্বরূপে অবস্থান মাত্র। জীবের স্বরূপাবরণ দ্বিবিধ—(১) জীবাবরণ ও (২) পরাবরণ। জীবাবরণ জীবাশ্রিতা অবিদ্যা; তদ্দ্বারাশিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অগ্নি যেরূপ গূঢ়রূপে অবস্থান করে, তদ্রূপ অবিদ্যা বা জীবাবরণ দ্বারা জীবস্বরূপ গূঢ়রূপে অর্থাৎ সুপ্তভাবে অবস্থিত থাকে। পরাবরণ পরাশ্রিতা অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়াশক্তি, তাহা জীব হৃদয়-কমলবর্ত্তি পরমপুরুষের দর্শন-বিরোধিনী-যবনিকারূপা। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে তিনি জীবাবরণ অবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করেন এবং পরাবরণ মায়াকে অপসারিত করিয়া থাকেন। তখন জীব স্বহৃদয়বাসী পরম-পুরুষকে দর্শন করিতে পান। যখন জীব ভগবানকে দর্শন করেন, তখন হইতে আর জীবের কর্ম্মলেপ থাকে না। জীব যখন স্বকীয় চিন্ময় নেত্রে একবারও বিষ্ণুরূপ দর্শন করেন, তখন হইতে তিনি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা পরম আরাধ্য প্রভু শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন ও চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বত্র নিঃসঙ্গভাবে অবধূতের ন্যায় বিচরণ করেন। অভ্যাস বশতঃ ভিক্ষাটন-প্রভৃতি প্রবৃত্তি তাঁহাতে দৃষ্ট হইলেও তিনি ভগবৎ-সেবাগ্রহ ও তদনুসন্ধান-সুখৈকতৃপ্তই থাকেন। তিনি ভগবদ্দর্শনানন্দে মগ্ন থাকিয়া কখনও হাস্য করেন, কখনও রোদন করেন, কখনও উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করেন, কখনও জড় ও মূকের ন্যায় অবস্থান করেন। অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার পর পুরুষ যে সকল সৎকর্ম্ম করেন বা প্রমাদবশতঃ কদাচিৎ অসৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই সকল সৎকর্ম্মের ফল তাঁহার বন্ধুগণ আর অসৎকর্ম্মের ফল তদ্বিরোধিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপরোক্ষ জ্ঞানের পরও চতুর্থপুরুষের ভগবদিচ্ছায় সৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারে প্রবৃত্তি। অপরোক্ষজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষগণ ভগবদিচ্ছায় জগন্মঙ্গলকর কার্য্য করিয়া থাকেন; যেমন শুক-নারদাদির জগতে হরিকথা-প্রচার। মুক্তাবস্থায়ও সকলেরই স্বরূপগত তারতম্য রহিয়াছে। স্বরূপের তারতম্য থাকায় স্বরূপগত জ্ঞান ও আনন্দোপলব্ধির তারতম্য বিদ্যমান।

অমলা ভক্তিই মোক্ষ সাধন—ভক্তি ত্রিবিধা—(১) সাধারণী ভক্তি, (২) পরমা ভক্তি এবং (৩) স্বরূপ-ভক্তি। সদ্গুরু-সমীপে শাস্ত্রশ্রবণের পূর্ব্বে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই সাধারণী ভক্তি। যাহারা সদ্গুরুর পাদ-পদ্মে উপস্থিত হইয়া শ্রৌতপন্থায় তত্ত্বজ্ঞান লাভের অভাবে ধন, পুত্র, পশু, গৃহ, বিত্তাদির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাদি করিয়া থাকে, তাহা 'সাধারণী ভক্তি' পদবাচ্যও নহে, তাহা অধমাধমা। উহা কখনই জ্ঞান বা মোক্ষসাধনী হইতে পারে না। (২) অপরোক্ষ জ্ঞান বা ভগবদ্দর্শনের পর যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই 'পরমা-ভক্তি', উহা কর্ম্মাদি অভিলাষবর্জ্জিতা বলিয়া 'অমলা ভক্তি' নামে পরিচিতা। এই 'পরমা ভক্তি' দ্বারাই ভগবানের 'পরমপ্রসাদ' লাভ হয়। ইহা মোক্ষসাধনীভূতা বলিয়া সাধনভক্তির অন্তর্গত। ভগবৎপরম-প্রসাদ লাভ হইলে জীবের মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষের পর জীবস্বরূপে যে নিত্য বর্ত্তমান ভক্তি, তাহাই স্বরূপভক্তি বা সাধ্যভক্তি। জীব-সম্বন্ধি-

সাধনে ভক্তিই সর্ব্বপ্রধান, তাহাই ভগবৎ-প্রসাদ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। বেদের সর্ব্বত্র যে মোক্ষ-সাধনীভূত জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অপরোক্ষ-জ্ঞানেরই নির্দ্দেশক। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান—যাহা অন্ধতমঃ, তাহা অনুরাধির প্রাপ্য। সাত্ত্বিক-পুরুষগণেরই ভক্তিবৃত্তি উদিত হয়। শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুর-গণের ভগবদ্দর্শন ও মাহাত্ম্য-জ্ঞানাদি সংঘটিত হইলেও তাহাদিগের ভগবানে ভক্তির উদয় না হইয়া তদ্দ্বারা বিরোধই অভিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবাক্যানুসারে গো-দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, কিন্তু ব্যাঘ্রের যেমন গোস্পর্শন ও দর্শনাদিতে পুণ্য লাভ না হইয়া হিংসাই অভিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অসুরাদির ভগবদ্দর্শনাদিও তদ্রূপ। শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যপাদ ভক্তির এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

"মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বস্তু সুদৃঢ়সর্ব্বতোঽধিকঃ।
স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া মুক্তির্ন চান্যথা॥"

(ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে ১।৮৬ সংখ্যা-ধৃত ব্রহ্মতর্ক-বাক্য)

—ভগবানের মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক স্বাত্ম-আত্মীয়-যাবতীয় বস্তু হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ, সুদৃঢ়, নিরুপাধিক স্নেহই 'ভক্তি' বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ভক্তি দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়; অন্য উপায়ে সম্ভব নহে।

শ্রীল জয়তীর্থপাদ ভক্তির সংজ্ঞায় লিখিয়াছেন,—

"অনন্তজ্ঞানবলকল্যাণগুণপূর্ণবিজ্ঞানপূর্ব্বকঃ স্বাত্মাত্মীয় বস্তু-ভ্যোঽতিশয়িত বিলক্ষণঃ অন্তরায়সহস্রেণাপ্যপ্রতিবন্ধো নিরুপাধিকনিরবধিঃ প্রেম-প্রবাহঃ"।—ন্যায়সুধা ১ম অঃ ১ম পাদঃ ১ম অধিকরণ।

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যপাদ সাধনরূপ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

শ্রদ্ধা জ্ঞানং ততো ভক্তিস্ততো দৃষ্টিস্ততশ্চ সা।
ততো মুক্তিস্ততো ভক্তিঃ সৈব জ্ঞাং সুখরূপিণী॥

অনুব্যাখ্যান ৩ অঃ, ৩পাঃ

প্রথমে শ্রদ্ধারূপা ভক্তিদ্বারা সাধু-শাস্ত্রমুখে ভগবন্মাহাত্ম্য জ্ঞান লাভ হয়, তদনন্তর অপরোক্ষ-সাধনীভূতা ভক্তির উদয় হয়, তদনন্তর অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়, তদনন্তর পরমা ভক্তি, তদনন্তর মুক্তি বা বিষ্ণুপাদাব্জ্যি লাভ হয়, তদনন্তর স্বরূপভক্তি বা সাধ্যভক্তি উদিত হইয়া থাকে। ইহাই পরম সুখরূপিণী।

মুক্তোঽপি লভতে নিত্যং স্বয়ং ভক্তি সমন্বিতঃ।
সাধ্যানন্দস্বরূপৈব ভক্তির্নৈবাত্র সাধনম্॥

গীতা-তাৎপর্য্য ২ অঃ ১১ শ্লোক

মুক্তপুরুষও নিত্য ভগবানের বস্তুরূপে অবস্থিত এবং প্রচুর ভক্তিযুক্ত। মুক্তপুরুষের ভক্তির নামই সাধ্যভক্তি, তাহা আনন্দস্বরূপিণী। ইহা সাধন-ভক্তি নহে।

ত্রিবিধ প্রমাণ—শ্রীমধ্বাচার্য্য-সিদ্ধান্ত-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত। প্রত্যক্ষ সপ্তবিধ—(১) সাক্ষী (জীবস্বরূপ, 'অহং' ইত্যাকার জ্ঞান), (২) মন, (৩) চক্ষু, (৪) শ্রোত্র, (৫) ঘ্রাণ, (৬) রসনা এবং (৭) ত্বক্। সাক্ষী, আত্মস্বরূপ, অনিত্য, মন, মনঃবৃত্ত্যাত্মক মানস-জ্ঞান, কাল, আকাশ—এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সুখ-দুঃখ মনের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়। মন ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্য সর্ব্ববিষয় অসাক্ষাতে প্রত্যক্ষ করে। সাক্ষী—নির্দ্দুষ্ট; কিন্তু চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষের ব্যভিচার সম্ভব। প্রত্যক্ষ চারিপ্রকার—(১) ঈশ প্রত্যক্ষ, (২) লক্ষ্মী-প্রত্যক্ষ, (৩) ব্রহ্মাদি-যোগী-প্রত্যক্ষ ও (৪) মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদি-অযোগীর প্রত্যক্ষ। অনুমান—হেতু, উপপত্তি, যুক্তি, লিঙ্গ ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হয়। লিঙ্গ-জ্ঞানে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান হয়। লিঙ্গজ্ঞানই অনুমান। বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি, বাধ প্রভৃতি দোষ অনুমানের ব্যভিচার উৎপাদন করে। এতদ্দোষসমূহ-নির্ম্মুক্ত হেতুই অর্থ-জ্ঞান প্রদান করিতে পারে। প্রত্যক্ষ এবং আগমের অনুকূল অনুমানই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। তদ্বিরুদ্ধ অনুমান অপ্রামাণিক। আগম—দ্বিবিধ; (১) অপৌরুষেয় ও (২) পৌরুষেয়। অপৌরুষেয়-আগম ঋগাদি বেদ, উপনিষদ্, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, পরিশিষ্ট ভাগ প্রভৃতি। পৌরুষের প্রমাণ ইতিহাস, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি। ব্রহ্মসূত্রানুসারেই বেদার্থ বক্তব্য। বেদের তাৎপর্য্যে সন্দেহ উপস্থিত হইলে পুরাণাদির অর্থানুসারেই বেদ-বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে হইবে, ইহাদের উত্তরোত্তর প্রাবল্য। ইহাদের মধ্যে বহুবিধের প্রাবল্যের দ্বারাই শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ নিরূপণীয়। পুরাণ ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্ত্বিক পুরাণই

প্রমাণ ; রাজস পুরাণগণের মধ্যেও যদি কোন কোন অংশ সাত্ত্বিক পুরাণ বচনের অনুকূল হয়, তাহা হইলে রাজস পুরাণের সেই অংশও প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। সাত্ত্বিক পুরাণের মধ্যে যে সকল অংশ সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করে, সেই সকল অংশ দৈত্য-মোহনের জন্য কৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহা সাত্ত্বিকগণের গ্রহণীয় নহে। তামসপুরাণ সমূহ দৈত্য-মোহনার্থই কল্পিত হইয়াছে। সর্ব্বপুরাণই সাত্ত্বিকের অনুকূল হইলেই প্রমাণ মধ্যে গণ্য।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপপরিক্রমা, শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীশ্রী নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন এবৎসর বিপুলতর সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আগামী সপ্তাহের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার প্রথম দিবস হইতে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ বিদ্যাপীঠ হইতে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ-পত্র' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। প্রতিদিন বঙ্গের দ্বারে দ্বারে 'নদীয়াপ্রকাশ' নদীয়ার লুপ্ত পূর্ব্বগৌরব-কাহিনী, নদীয়ার বর্ত্তমান অবস্থা এবং নদীয়ার চাঁদ সাধারণ শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব চরিত্র ও শিক্ষা এবং নদীয়া-প্রকাশ ভক্তজনগণের নদীয়ার সেবা-বার্ত্তা ঘোষণা করিবে। বঙ্গের মফঃস্বলে ইহাই একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র। নদীয়া-প্রকাশের অলৌকিকী সেবাপর গৌরজনের অসম্ভব-সম্ভব-পটীয়সী সেবা-পরাকাষ্ঠার ফলেই "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে"র অভ্যুদয়। অর্থ বা অন্য কোন দিক হইতে বিচার করিলে এইরূপ কার্য্য সম্পূর্ণ অসম্ভব ; সুতরাং প্রত্যেক সজ্জন-মাত্রেই এই পত্রের গ্রাহক হইয়া নদীয়াপ্রকাশের সেবা করিবেন আশা করা যায়। নদীয়াপ্রকাশ প্রতিদিন নানা-ভাষায়, নানা ছন্দে, নদীয়া ও নদীয়া-চন্দ্রের কথা পাঠক-গণের নিকট উপস্থাপিত করিবে। এই দৈনিক পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৯৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫ এক পয়সা।

৪৪২ শ্রীগৌরাব্দের বিশুদ্ধ বার্ষিক সচিত্র শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পঞ্জিকায় ৪৪২ গৌরপূর্ণিমা হইতে ৪৪৩ গৌরপূর্ণিমা পর্য্যন্ত দৈনন্দিন পঞ্জি থাকিবে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে বৈষ্ণব-পর্ব্ব, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব-তিরোভাব-মহামহোৎসব, একাদশী ও দ্বাদশীর তালিকা, পৃথক্ ভাবে যাবতীয় উপবাসের তালিকা, শ্রীনব-দ্বীপের পরিচয়, মহাপ্রভুর শিক্ষা, নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ সঙ্কুচিত তালিকা, দীক্ষাবিধি, বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ, সার্ব্বভৌম পরীক্ষার গ্রন্থ-তালিকা ও বিষয়-তালিকা, ভক্তি-গ্রন্থাবলীর নাম, শুদ্ধভক্তিমঠসমূহের নাম, শ্রীগুরু হইতে ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয় গুরু-পরম্পরা, গোস্বামিগণের উপদেশ এবং অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য-বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। পরমার্থ-পথের পথিকের ইহা বর্ত্মপ্রদর্শক। প্রত্যেকেরই এই পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে স্বীয় নিত্য সহচরপদে বরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট, সাধারণ পঞ্জিকার মত নহে। ভিক্ষা গ্রন্থগৌরব ও গ্রন্থোপযোগিতার তুলনায় অতি সামান্য। ৵৹ তিন আনা মাত্র।

নির্য্যাণ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ সনাতন দাস ব্রহ্মচারী মহাশয় গত ২৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার অপরাহ্ণকালে আমাদিগকে বিরহ-সাগরে ভাসাইয়া স্বীয় নিত্য-ধামে যাত্রা করিয়াছেন। আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপায় ইনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। গত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর উৎসবকালে তিনি সর্ব্বস্ব গুরু-গৌরাঙ্গ-পদে সমর্পণ-

পূর্ব্বক সার্ব্বকালিকী হরিসেবা করিবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন। তাঁহার সার্ব্বকালিকী হরিসেবার সুবুদ্ধি ও অকপটতা প্রকাশিত হইলে তিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ উৎসব ও শ্রীধাম-পরিক্রমাকালে তিনি নিষ্কপট-চিত্তে অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার এমন সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল যে, তিনি আর কখনও গৃহে ফিরিবেন না কৃতসঙ্কল্প হইয়া নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীর বেষাদিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সেবা-নিপুণ ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্ম-মহামহোৎসব সমাপন করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং উড়িষ্যা-প্রদেশে মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য গমন করিতে ব্যগ্র হন। তাঁহার এইরূপ সার্ব্বকালিকী হরি সেবা-বুদ্ধির উদয় হইয়াছে দেখিয়া গৌরসুন্দর তাঁহাকে অবিলম্বেই স্বপাদ-পদ্মসমীপে আকর্ষণ করিলেন। শ্রীপাদ সনাতনপ্রভুর এইরূপ আকস্মিক-নির্য্যাণ আমাদিগের পক্ষে একটী পরম শিক্ষার স্থল। শ্রীসনাতন দাস প্রভু আমাদিগকে জানাইলেন যে, যাহারা অনুদয়কামী বা ভোগাদি সুখকামী হইয়া পৃথিবীতে অধিককাল বাস করিতে অভিলাষী, ভগবান্ সেইরূপ অভাভিলাষিগণকে তদনুরূপ ফল প্রদান করিয়াই বঞ্চনা করেন, যাহারা জন্ম জন্মান্তর স্বর্গ-নরকের ধূলিপাকে ভ্রমণকেই শ্লাঘনীয় মনে করে, সেই সকল অনাদি-বহির্ম্মুখ কুবুদ্ধিজন কৃষ্ণ-পাদপদ্ম হইতে বহু দূরে অবস্থান করে, কিন্তু যাঁহারা সুমেধা ও সুবুদ্ধি, তাঁহারা সময় থাকিতেই সদ্গুরু শুদ্ধবৈষ্ণবপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া হরিসেবায় উন্মুখ হন এবং অচিরেই কৃষ্ণ-পাদাব্জি-সেবা লাভ করেন। তাঁহাদের নির্য্যাণ 'মৃত্যু' নহে, তাহা অমৃত-প্রাপ্তির সেতু বিশেষ। "তদ্বেব ধীরো বিদিত্বা অশ্লাদ্রোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ"

শ্রীসনাতন দাস প্রভু তাঁহার বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন; তিনি তাঁহার সেব-সখ্যাদও আচার্য্যত্রিক প্রভুর সন্ধান করিয়াছিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে আসিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার দ্বারা সেবা হইল না। আচার্য্যত্রিক প্রভুও শ্রীসনাতন দাস প্রভুর পদ্ম-পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অকৃত্রিম-অপার্থিব-ভ্রাতৃকোটি-প্রীতির পরিচয় দিয়া সনাতন দাস প্রভুকে পরিচর্য্যা এবং সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর কীর্ত্তিত শ্রীনাম শ্রবণ ও অনু-কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীপাদ সনাতন দাস প্রভুর নির্য্যাণ হয়। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর আদেশে ভক্তগণ শ্রীসনাতন দাস প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদনির্ম্মাল্যাদিতে অভিষিক্ত করিয়া মৃদঙ্গ-করতাল-রোলে উচ্চ নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাগীরথীতীরে লইয়া যান এবং তাঁহার শেষ কৃত্য-সমাপন করেন। আচার্য্যত্রিকপ্রভু সনাতন দাস প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতৃবৃন্দকে উপস্থিত হইবার জন্য 'তার' প্রদান করিতে উদ্যত হইলে সনাতন দাসপ্রভু বলিলেন, আচার্য্যত্রিক প্রভুর ন্যায় শত শত অকৃত্রিম-ভ্রাতা থাকিতে মায়িক দেহ-সম্বন্ধীয় ভ্রাতৃগণের আগমনের কোনই প্রয়োজন নাই। আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীসনাতন দাস প্রভুকে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাগীরথী-তীরে গমন করিলে বিদ্বদ্ভিগণ এবং বহুভক্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শনবাচস্পতি মহাশয় এতাঁহার বহু সহকারে নিষ্কপট ভাবে শ্রীসনাতন দাসপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন।

অনন্তকোটি জীবের মধ্যে বহু ভাগ্যফলে দুই চারি জন সত্য-পিপাসু ব্যক্তি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আবার সর্ব্বস্ব-ত্যাগকারী ভগবৎসেবোন্মুখ-ব্যক্তি আরও বিরল। পরদুঃখদুঃখী সাধুগণের কত হরিকথা-কীর্ত্তনের ফলে—কত পরিশ্রমের ফলে একটী সত্য-পিপাসু জীব হরিসেবায় আকৃষ্ট হন; সেইরূপ সর্ব্বস্বত্যাগকারী হরিসেবাপরায়ণ পুরুষ যদি হরি-সেবক-সঙ্গ হইতে অপকৃষ্ট হন, তাহা হইলে প্রকৃত হরি-সেবকগণের যে বিরহ-দুঃখ কত তীব্র হইতে পারে, তাহা হরি-সেবক ব্যতীত অপরে বুঝিবে না।

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১১ই চৈত্র ১৩৩৪, ২৪শে মার্চ্চ, ১৯২৮ | ৩১শ সংখ্যা

পরিক্রমা ও মহোৎসব

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় এ বৎসরের শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসবে নিষ্কপট ভক্তগণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। ১৩ই ফাল্গুন রবিবার হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা আরম্ভ হয়। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তমণ্ডলী পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে সমাগত শত শত যাত্রিগণের সহিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের দ্বীপে দ্বীপে পরিক্রমার বিস্তৃত-বিবরণ-শ্রীমায়াপুর বিদ্যা-পীঠের মুখপত্র 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে' বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩ই ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকালে আত্ম-সমর্পণ-ভক্তি-পীঠ অন্তর্দ্বীপে পরিক্রমা-সম্প্রদায় আচার্য্যবর্য্য-শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত-ভবন অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চতুষ্পাঠী—যে স্থানে শ্রীবিশ্বরূপ, শ্রীহরিদাস, শ্রীবাস, শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন সেই স্থান, তৎপরে শ্রীবাস-অঙ্গন বা মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-স্থলী, ষোলক্রোশের ডাঙ্গা অর্থাৎ চাঁদকাজী যে স্থানে নাগরিকের শোল ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তৎপরে শ্রীযোগপীঠ বা শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মলীলা-স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের গৃহ দর্শন ও সংকীর্ত্তন-নৃত্য-পরিক্রমা করিয়া 'গঙ্গার তীরে তীরে পথে' ক্রমে মহাপ্রভুর নিজ ঘাট অর্থাৎ যে ঘাটে মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত জলকেলি করিতেন, মাধাইর ঘাট—যে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া মাধাই গৌর নিত্যানন্দের কৃপাভিষিক্ত হইবার পর স্বীয় পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির অনুশোচনায় ক্রন্দন করিতে করিতে মহাপ্রভুর আদেশে অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ তীব্র সাধন করিয়াছিলেন, বারকোণা ঘাট—যেখানে গৌরসুন্দর ভক্তবৃন্দ-বেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনা-লীলা করিতেন—যেখানে দিগ্বিজয়ীর বিদ্যা-গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন, এবং নাগরিয়া ঘাট প্রভৃতি হইয়া পুরাতন গঙ্গানগর—যেখানে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল ছিল, সেই সকল স্থান পরিক্রমা করিয়া কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলেন এবং ক্রমে শ্রীচাঁদকাজীর সমাধির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাঁদকাজী শ্রীকৃষ্ণ-লীলার কংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাজীকে মহাপ্রভু

কীর্ত্তন-বিরোধী জানিয়া তাঁহার গৃহে গমনপূর্ব্বক শাস্ত্র-বিচার ও হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া কাজীর প্রতি প্রচুর কৃপা করিয়াছিলেন। পরিক্রমা-সম্প্রদায় ভক্ত শ্রীচাঁদ কাজীর সমাধি বন্দন ও পরিক্রমা করিয়া মহাপ্রভুর কালীন সমধর্ম্মিক ও তন্তুবায় নগরের স্থানসমূহ পরিক্রমা করিয়া শ্রীবট-অঙ্গন—যে স্থানে শ্রীবটের কলার বাগান ছিল—যে স্থানে প্রভু উপনীত হইয়া শ্রীবটের সহিত আনন্দ-কোলন ও শ্রীবটের পত্রচিত্র-দৌনপাত্রে জল পান করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-সংকীর্ত্তন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে এ স্থানে কিছুকাল কীর্ত্তন-বিশ্রামের পর ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চতুষ্কোণে আচার্য্য-চতুষ্টয়-শ্রীমূর্ত্তি-বেষ্টিত শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিলসিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরজন ভক্তবর্গের উন্নতিশে চূড়ার অপূর্ব্ব শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ, শিঙ্গা ও ঐক্যতান-বাদ্যসহ উচ্চ-সংকীর্ত্তনরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল। বসন্ত-অনিল বিচিত্র-বর্ণের পতাকারাজি আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌর-গোবিন্দের পাদ-পদ্মরাজ নীরাজন করিতেছিল—উদ্দণ্ড-আনন্দনৃত্য ও অগণিত-কণ্ঠ-মিলিত কীর্ত্তন-কলরব এবং জয়ধ্বনি শ্রবণকীর্ত্তনকারিগণের হৃদয়ে বৈকুণ্ঠের মধুরিমা উপলব্ধি করাইতেছিল—ভক্তগণ ভূলোকে 'গোলোক' দর্শন করিতেছিলেন।

১৪ই ফাল্গুন সোমবার ভক্তগণ শ্রবণাহ্য সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দর্শন। রজনী-অবসানে সূর্য্যদেব যখন পূর্ব্বাকাশ রক্তরাগ-রঞ্জিত করিয়া ভগবদাদেশ-পালনার্থ কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিতে করিতে গগন প্রান্তে উদিত হইলেন, তৎপূর্ব্বেই ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির হইতে এক বৈকুণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে, কান্তারে, প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে অপ্রাকৃত ভাবের উদ্বোধন করিয়া হৃদয় বলিত, মথিত করিয়া দিল। মৃদঙ্গ, কাঁসর, ঘণ্টা, করতালের এক সুমধুর ঐক্যতান প্রপঞ্চের সমস্ত বিষয় কোলাহল স্তব্ধ করিয়া দিল। প্রত্যুষিতস্বরে "জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে"—এই মহাজন-গীতি সাধুগণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে সুপ্তচিত্ত-উদ্বোধনকারিণী সেই গীতি-শ্রবণে যাত্রিগণ ত্বরা করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন-পূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিজয়-ধ্বজা-হস্তে শ্রীমন্দির-নাট্য-প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন এবং অবিরাম জয়-গৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে শিখী শিক্ষা-শ্রেণীর ন্যায় অসংখ্য পরিক্রমাকারী ভক্ত সীমন্ত-দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের উত্তরে সীমন্ত-দ্বীপ অবস্থিত। অন্তর্দ্বীপের উত্তর-প্রান্তর বিধৌত করিয়া কুলুকুলুনাদিনী সুরধুনী আজও ক্ষীণ-কলেবরে প্রবাহিতা; সেই ছাড়ী-গঙ্গা পার হইয়া যাত্রিগণ সীমন্তদ্বীপে উপস্থিত হইলেন।

একটী বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষমূলে যাত্রিগণ উপবিষ্ট হইলে 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ হইতে একজন ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী পাঠ করিলেন,—

এখানে একদিন কৈলাস-পতি মহেশ্বর পঞ্চমুখে শ্রীগৌর-সুন্দর ও গৌর-পার্ষদগণের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতেছিলেন। পার্ব্বতীদেবী তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীশচী-নন্দনের আরাধনায় নিযুক্ত হন। গৌরহরি পার্ব্বতীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া বৈষ্ণবী-শিরোমণি পার্ব্বতীর বাঞ্ছা-পূরণার্থ জীব-উদ্ধারকল্পে কলিকালে স্বপার্ষদ ও স্বীয় ধাম সহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন, এই আশ্বাস-বাণী প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। পার্ব্বতীদেবী সেই স্থান হইতে গৌরপদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই দ্বীপের নাম 'সীমন্তদ্বীপ'। চলিত ভাষায় এই স্থানকে 'সিমুলিয়া' বলে।—

বারকোণা ঘাট, নাগরিয়া ঘাট দিয়া।
গঙ্গায় নগর দিয়া গেল সিমুলিয়া॥
• • •
নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া॥

মহাপ্রভু কাজীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে গোদ্রুম-দ্বীপ-যাত্রা করিয়া মাঝাইএর ঘাট, বারকোণা ঘাট হইয়া পরে এই স্থানে উপনীত হন। শ্রীধামপরিক্রমা-সম্প্রদায় পরডাঙ্গায় শ্রীজগন্নাথদেব এবং শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি স্থান দর্শন, পরিক্রমা, সংকীর্ত্তনোৎসব ও তত্তৎস্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবিবরণসমূহ পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্য-মঠে প্রত্যাগত হন।

১৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার দিবস পরিক্রমার বিপুল সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় গোদ্রুম-দ্বীপে উপনীত হন। তথায় সুবর্ণবিহার

বা শ্রীনারদের কৃপাপাত্র সত্যযুগের সুবর্ণসেন রাজা—যিনি গৌর-লীলায় 'বুদ্ধিমন্ত খাঁ' নামে পরিচিত, তাঁহার স্থানে উপনীত হইয়া প্রাচীন ও মহাজনের গ্রন্থরাজি হইতে স্থানীয় বিবরণ ও সুবর্ণ সেন রাজার প্রতি শ্রীনারদের উপদেশ কীর্ত্তন-শ্রবণ করেন। এই স্থানের আলোক-চিত্র গৃহীত হয়। ভক্তগণ সুবর্ণবিহার হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-স্থলী ও সমাধি-ক্ষেত্র "শ্রীবানন্দ-সুখদকুঞ্জে" প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন-মহামহোৎসব করেন। সহস্র সহস্র সমবেত পরিক্রমাযাত্রী কীর্ত্তনাখ্য-দীপে শুদ্ধভক্তমুখ-বিগলিত সাবরণ গৌরহরির মহিমা অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে বিচিত্র মহাপ্রসাদের সম্মান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীসমাধি-মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়, তন্মধ্যে ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ভক্তগণ বক্তৃতা-মুখে গোদ্রুম-দীপ-মাহাত্ম্য, কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং সংকীর্ত্তন-নৃত্যোৎসবাদি করেন। মধ্যরাত্র ও অতোধিক কাল পর্য্যন্ত পুনরায় মিষ্টান্নাদি-সংযুক্ত নানাপ্রকার বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

তৎপর দিবস ১৬ই ফাল্গুন পরিক্রমার সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ গণ্ডকী নদীর তীরস্থ অলকানন্দার পূর্ব্বপারে শ্রীহরি-হর-ক্ষেত্র দর্শন ও পরিক্রমা করেন এবং শ্রীনৃসিংহপুরদেবপল্লী—যে স্থানে সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুবধ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং গৌরাবতারে যে স্থানে গৌরসুন্দর জগতে ভক্তিবিরোধ-বিনাশন নৃসিংহ-দেবের পূজা প্রচারার্থ বিশ্রাম-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং সূর্য্যটিলা, ব্রহ্মটিলা, ইন্দ্রটিলা, গণেশটিলা, প্রভৃতি স্থান—যে স্থানে তত্তৎদেবতাগণ সমাসীন হইয়া কীর্ত্তনমুখে গৌরহরির আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান এবং মধ্যবীপস্থ সপ্তর্ষির গৌর-ভজনস্থলী—যে স্থানে মধ্যাহ্ন-সময়ে মাধ্যাহ্নিক-শতসূর্য্য-প্রভা-সমন্বিত পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর সপ্তর্ষিকে দর্শন-দানে কৃপা করিয়াছিলেন, সেই সকল সপ্তর্ষির ভজন-স্থলী, গোমতীর পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীনৈমিষারণ্য বা শ্রীসূত গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রীশৌনকাদি ঋষির গৌর-ভাগবত-শ্রবণস্থলী, ব্রাহ্মণ-পুকর বা সত্যযুগীয় দিবোদাস বিপ্রের আবেদনে পুষ্কর-তীর্থ-রাজের আবির্ভাব-স্থলী, উচ্চহট্ট বা দেবতাবৃন্দের গৌর-গুণাবলী উচ্চকীর্ত্তনের হাট প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন, পরিক্রমা ও তথায় কীর্ত্তন-নর্ত্তনোৎসব করিয়া ভক্তগণ শ্রীবানন্দসুখদকুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নকালে অজস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উচ্চ হরিকীর্ত্তন-ধ্বনির সহিত শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন। এই মহাপ্রসাদ-বিতরণ কার্য্য সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। প্রত্যেক স্থানেই আলোক-চিত্র গৃহীত হইয়াছিল। রাত্রে শ্রীবানন্দসুখদ-কুঞ্জের প্রাঙ্গণে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, ত্রিদণ্ডি-পাদ ও ভক্তগণ বক্তৃতামুখে হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিপুল সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর অনেক হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়া জীবের হৃদয়-গহ্বর-লুক্কায়িত কল্মষ-বিহ্বল বিদূরিত এবং তথায় সুভক্তি-কুসুমোদ্যান বিকশিত করিয়াছেন।

তৎপর দিবস ১৭ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে বিরাট পরিক্রমা-সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় শ্রীজাহ্নবী অতিক্রম করিয়া কোলদ্বীপে উপস্থিত হন। কোলদ্বীপে শ্রীভাগীরথীতীরে পণ্ডিতবর শ্রীমদ্ অমৃতার বিদ্যাচার্য্য বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম মহাশয় শ্রীগুরুবর্গের-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে দেব-ভাষায় একটি ভাষণ প্রদান করেন এবং বাগ্মিপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ওজস্বিনী বক্তৃতাদ্বারা কোলদ্বীপ-অপরাধ-ভঞ্জন পাটের প্রাচীন ঐতিহ্য কীর্ত্তন করেন। মহাপ্রভুর প্রকটকালীন কুলিয়া গ্রাম বা পাষাণ্ডপুরে আধুনিক নবদ্বীপ সহর বসিয়াছে। চীনাডাঙ্গা, পাষাণ্ডপুর প্রভৃতি নাম সম্প্রতি বিলুপ্ত হইলেও তেঘরীর কোল, গদ-খালির কোল, কোল আমাদ, কুলিয়ার দহ, কুলিয়ার গঞ্জ প্রভৃতি বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের স্থানসমূহ আজও সেই প্রাচীন কোলদ্বীপের অতর্কিত সংস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। এই কোলদ্বীপেই চাপাল গোপাল ও ভাগবত-বক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতের বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডিত হইয়াছিল। এই জন্যই এই স্থানকে "অপরাধভঞ্জনের পাট" বা 'দেবানন্দ পণ্ডিতের পাট" কুলিয়া বলে। কুলিয়ায় ওঁ বিষ্ণুপাদ অবধূত-শিরোমণি শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের ভজন-স্থলী দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া বিপুল পরিক্রমা-সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় সহরের মধ্য দিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য, উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গজেন্দ্র-গমনে প্রৌঢ়ামায়ার প্রবাসস্থলী আধুনিক পোড়ামাতলা হইয়া গুরুদ্বীপাভিমুখে বিজয় করেন। শুদ্ধ-কীর্ত্তন-বিরোধী মৎসর ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিক্রমা-

সম্প্রদায়ের নিরীহ ব্যক্তিগণ যাহাতে কোন প্রকারে বাধা প্রাপ্ত না হন তজ্জন্য মাননীয় সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে নদীয়া জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মিঃ পি, ডি, কেলি মহোদয় বহু সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিরাট শোভাযাত্রা ও সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু একদিন দ্বিপদাক্ষ দৈত্যকে ধরণিবিদারণে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণ-গাথা শ্রুত হইয়া থাকে—যে স্থানে গৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়া বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-বিদ্রোহী চাপাল গোপাল ও দেবানন্দ পণ্ডিতের বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমাপন করিয়াছিলেন,সেই 'অপরাধ-ভঞ্জন-পাট, কুলিয়ায় যদি শুদ্ধ-কীর্ত্তন-বিরোধ, সত্য কথা প্রচারে বাধা, মৎসরতা, বৈষ্ণব-বিদ্বেষের পুনরুদ্ভব দৃষ্ট হয় এবং সাধারণ নৈতিক শিষ্টাচারাদি সংরক্ষণের জন্য রাজ-সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ ঘটনা কি কুলিয়াবাসীর পক্ষে লজ্জাকর নহে? কুলিয়া বা সহর নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত গৌরনাগরী-সম্প্রদায়ের একটি পত্রিকার প্রকাশ যে, গত ঘূর্ণটের সময় এই কুলিয়া-সহরবাসীর কেহ কেহ তাঁহাদের গৃহের ছাদ হইতে অপর কুলিয়া-বাসী কতিপয় ব্যক্তির উপর নগর-সংকীর্ত্তন-কালে ইষ্টক-খণ্ড বর্ষণ করায় সেই সকল লোক বিশেষরূপে আহত হইয়া এখনও শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছে। উক্ত পত্রিকার আরও প্রকাশ, নগর-সংকীর্ত্তন-কালে কুলিয়াবাসিগণেরই অপর কুলিয়াবাসিগণের দ্বারা অত্যাচারিত হইবার ভয়ে পুলিসের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। এই সকল ঘটনা কি গত তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকারী নিরীহ-ব্যক্তি-গণের প্রতি গৃহের ছাদ হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ এবং অশিষ্টাচারাদির প্রমাণ-ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া নিরপেক্ষ শিষ্ট-লোক-সমাজে শিষ্টাচার-রহিত মৎসর ব্যক্তিগণকে হীন করিয়া দিতেছে না? শুনা যায়, কুলিয়াবাসী ধর্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যখন তাঁহারা নবদ্বীপবাসী, তখন জগাই-মাধাইর আদর্শই তাঁহাদের আদর্শ। তাঁহারা জগাই-মাধাইর ন্যায় যাবতীয় পাপ-কার্য্য এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ ও তাঁহাদের রক্তপাতাদি (?) করিয়াও অন্তিমে ভগবানের কৃপা পাইবেন। কিন্তু ঐ বিচারে যে ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তাঁহাদের মায়া বিমোহিত-চিত্তে ও মস্তিষ্কে স্থান পায় না। জগাই-মাধাই এইরূপ মতলব করিয়া অপরাধ করেন নাই—তাঁহাদের নাম শুনে পাপ-প্রবৃত্তি ছিল না; তাঁহারা অসংখ্য পাপ করিলেও ধর্ম্মের নামে পাপ করেন নাই—তাঁহারা ধর্ম্মকে পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করেন নাই—তাঁহারা কপটতার সহিত অপরাধ করেন নাই—সোজাসোজি পাপ-কার্য্য করিয়াছেন—তাঁহারা কখনও বৈষ্ণবাপরাধ করেন নাই; আর দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতিও বৈষ্ণব-চরণে স্ব-স্ব-অপরাধ বুঝিতে পারিয়া বৈষ্ণবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া অপরাধ-নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবাপরাধে দৃঢ়-সঙ্কল্প বা দৃঢ়ব্রত ছিলেন না; কিন্তু আমরা অনন্তকাল বৈষ্ণবাপরাধই করিব—বৈষ্ণবকেই হিংসা করিব—বৈষ্ণবকে কিছুতেই 'বৈষ্ণব' বলিব না—তাহা বলিলে আমাদের অপস্বার্থের হানি হয়, আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হয়; অতএব আমরা বৈষ্ণবাপরাধ করিতেই দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিব—এইরূপ বুদ্ধিদ্বারা আমরা প্রণোদিত হইয়াছি; কাজেই আমাদের প্রতি কোনকালেই গৌর-ধাম বা গৌর-সুন্দরের কৃপা হইবে না। কুলিয়াবাসিগণের মধ্য হইতে কোন কোন প্রতিকূল-মতাবলম্বিগণ বলেন যে, শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাকারী ভক্তগণ যদি প্রতি বৎসর কুলিয়ার সর্ব্ব-সাধারণের স্থান গোড়া মাতলায় বক্তৃতাদি করিয়া নিরপেক্ষ সত্যকথা প্রচার করেন, তাহা হইলে 'হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়া' দেওয়া হয়। এইরূপ উক্তি বড়ই হাস্যাস্পদ; সত্যসূর্য্যকে কখনও হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখা যায় না—অপ্রতিহত প্রবল সত্যের স্রোতকে কখনও জগতের লোক বাধা দিতে পারে না—ইহা প্রতিকূলা-চরণকারীদের জানা উচিত। গোড়ামাতলার বলীবর্দ্দের ন্যায় গুরুরূপের দ্বারা পরিপূর্ণ শকট সাজাইয়া রাখিয়া হরি-কীর্ত্তনে বাধা দিলে ঐরূপ আচরণকারিগণ যে শ্রেয়ঃপথ হরিকথা-শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া বলীবর্দ্দ ভোজ্য গুরু-রূপেরই আদর করিলেন, তাহাই প্রমাণিত হয়। গোষ্ঠামিগণ হরিকথামৃত পান করেন ও অপরকে সেই সকল সত্যকথা শ্রবণে সুযোগ দেন; আর গো বা গাভীর স্বামী বলীবর্দ্দসমূহ গুরু-রূপকেই আদর করেন, তাহারা চেতন-বৃত্তির দ্বারা সত্যকথা শ্রবণ করিতে পারেন না। বিধর্ম্মিগণই হরিসংকীর্ত্তনে বাধা উৎপন্ন করেন। যাহা হউক, এবার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদে মহাসম্ভারোহের সহিত নবদ্বীপ-পরিক্রমা সমাপ্ত হইয়াছে।

কোলদ্বীপ হইতে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ সেইদিবসই অন্তর্দ্বীপান্তর্গত চম্পহট্ট শ্রীগৌর-গদাধরমঠে উপনীত হন। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব্ব-দর্শন শ্রীগৌর-গদাধর-শ্রীবিগ্রহযুগল শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণেরদ্বারা নিত্য সেবিত হইতেছেন। দ্বিজ বাণীনাথ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের অনুগত ছিলেন। এই সুপ্রাচীন-সেবা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলপরমহংস ঠাকুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এইস্থানে নবদ্বীপ-পরিক্রমা করিতে আসিলে এই প্রাচীন-সেবার দুরবস্থা-দর্শনে তাঁহার গৌর-সেবাময়-হৃদয় বৎপরোনাস্তি ব্যথিত হয়; তিনি ১৩২৮ বঙ্গাব্দে এই পরিত্যক্ত সেবার পুনরুদ্ধার এবং শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক-গণের দ্বারা নূতন মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ করাইয়া বিশেষভাবে সেবোজ্জ্বলা সাধন করেন। কথিত হয় যে, এই স্থানে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে "শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীল জয়দেব ঠাকুর চম্পকপুষ্পেরদ্বারা রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে করিতে এইস্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পান। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমাকারী যাত্রি-গণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ গত বৎসর এইস্থানে একটী নলকূপপ্রোথিত করিয়াছেন।

১৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীগৌর-গদাধর-মন্দিরে বিরাট সভামধ্যে হরিকথা-কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন হয়। পরে চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ-বিতরণদ্বারা বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হয়।

তৎপর দিবস ১৮ই ফাল্গুন শুক্রবার অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। অন্তর্দ্বীপকে অপ্রাকৃত-ভাষায় 'জাহ্নগর' বলে। এই স্থান বৃন্দাবন-লীলার দ্বাদশবনের অন্যতম। পরিক্রমাকারী সং-কীর্ত্তন-সম্প্রদায় অন্তর্দ্বীপে উপস্থিত হইলে একটী বিস্তৃত অশ্বত্থবৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ শ্রীভক্তি-রত্নাকর, শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীধাম মাহাত্ম্য ও শ্রী-নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অন্তর্দ্বীপের বিবরণ পাঠ করেন ও বক্তৃতাদি দ্বারা সেই স্থানের ঐতিহ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে তাঁহারা শ্রীবৃহস্পতির অবতার শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের বিদ্যালয় বিদ্যানগরে উপস্থিত হন; এই স্থানে মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমপিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে এই আখ্যায়িকাটী পাঠ করা হয় এবং শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ধাম-পরিক্রমা, ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই স্থানের যথাযথ বিবরণ ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ 'পরা ও অপরা বিদ্যা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই স্থানের আলোক-চিত্র গৃহীত হইয়াছিল। অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া পরি-ক্রমা-সম্প্রদায় শ্রীগৌর-গদাধর মঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। মধ্যাহ্ন-কালে বিরাট সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইয়াছিল। অপরাহ্ণ-কালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর "হরিভজনে নিষ্কপটতা" সম্বন্ধে সাধক জীবমাত্রের অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য-বিষয়সমূহ বক্তৃতামুখে উপদেশ করেন। এই বক্তৃতার চুম্বক যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। পণ্ডিত শ্রীমদ্ অঘমার বিদ্যাবিনোদাচার্য্য বৈত-বেদান্তবিদ্যান্ মহোদয় দেব-ভাষায় 'বিষ্ণুভক্তি-মাহাত্ম্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

তৎপর দিবস ১৯শে ফাল্গুন শনিবার পরিক্রমা-সম্প্রদায় মোদদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমার্থ "মোদদ্রুমতরণে" উপনীত হন। আজ ভক্তগণের অতীব আনন্দের দিন; একে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথা-জীবনী-দ্বারা অনুক্ষণ কর্ণপুটে পান, চর্ব্বিত সদ্গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গ, তাহাতে আবার শ্রীগোবিন্দ-দ্বাদশী, ভক্তিকল্পতরুর মধ্যমূল শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর তিরোভাব-তিথি, গৌরজন শ্রীভগবানন্দ গোস্বামীপ্রভুর অপ্রকট-বাসর, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব-তিথি; সকলে চৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্ম-তিথী, গৌরমুখাব্জি ও পরমপ্রেমভক্তি বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের স্থানে সমুপস্থিত। আনন্দের আর সীমা নাই। সেইদিন শ্রীল পরমহংস ঠাকুর, আচার্য্যত্রিক-প্রভু ও শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণপ্রভু 'শ্রীনাম', 'নামাপরাধ', 'নামাভাস' ও 'জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম' সম্বন্ধে অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী ও ভক্তগণের বহু উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা, এবং বহু ভক্তের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সুললিত সংকীর্ত্তন-প্রীতিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল।

২০শে ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকালে বিরাট-পরিক্রমা-সম্প্রদায় বিবিধ বাদ্য-ভাণ্ড, পতাকা প্রভৃতি সংযুক্ত শোভা-যাত্রা ও নগরসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করেন। ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিগণ শ্রীভক্তিরত্নাকর

প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণের গ্রন্থ হইতে শ্রীযোগপীঠ-দ্বীপের বিচিত্র বিবরণ-সমূহ পাঠ করেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রপুজিত অপূর্ব্ব-দর্শন শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ এবং শ্রীনারায়ণ-মুরারি ও ঠাকুর বৃন্দাবনের পূজিত শ্রীরাধাগোবিন্দ, গৌর-নিত্যানন্দ-দর্শন, পরিক্রমণ, তথায় সংকীর্ত্তন-নৃত্য এবং বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পরচরণ-দুঃখিতার কথা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিয়া পরিক্রমা-সম্প্রদায় শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্ম-ভিটায় আগমন করেন। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর স্বীয় ভক্তগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিয়া সকলকে সেই স্থান প্রদর্শন করান এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও কতিপয় ভক্তকে ঠাকুর বৃন্দাবন এবং ঠাকুরের জন্মভিটার মাহাত্ম্য বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিতে বলেন।

এই যোগদ্রুম-দ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসাবতার শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার জন্ম-ভিটা সেবা-বুদ্ধির নিখিলতানিবন্ধন কিছুকাল যাবৎ তৃণগুল্মাচ্ছাদিত হইয়া লোক-লোচনের নিকট অপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু গৌর ও গৌর-জনের পদাঙ্কপূত লুপ্ততীর্থসমূহের পুনঃপ্রকাশকারী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রযত্নে তাহা লোক-লোচনের নিকট পুনঃপ্রকাশিত হইল। যেমন শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাস মহাভারত, ভাগবতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়া জীব-কুলকে হরিভক্তির কথা জানাইয়াছেন, ঠাকুর বৃন্দাবনও তদ্রূপ বঙ্গবাসী আমাদের সকলকে সহজ সরল বাঙ্গালা-ছন্দে মহাপ্রভুর লীলা কথা জানাইয়াছেন। দ্বাপরযুগে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে যে কৃপার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা কলিযুগে যোগদ্রুমদ্বীপে অবতরণ-পূর্ব্বক তাঁহার দয়ার পরিচয় আরও অনেক বেশী; এবারকার দয়া—নিষ্কপট-দয়া। মহাভারতাদিতে যাহা গোপন করিয়া বলা হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা অনেকাংশে সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্রাম্যকথা অর্থাৎ গৃহি-ধর্ম্ম-কর্ত্তব্যাদি-লক্ষণা ব্যবহারিকী মূষিক-বিড়াল-নকুল-গোধাদু প্রভৃতি ইতর প্রাণীর দৃষ্টান্ত-সংযুক্তা কথার দ্বারা প্রাকৃত লোকের চিত্ত হরিকথায় আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এবার যোগদ্রুমদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া দ্বৈপায়ন-ব্যাস গৌরাঙ্গের নগর-মধুর-লীলাময়ী কথার দ্বারা সকল শ্রবণোন্মুখ জীবের হৃদয়ই নির্ম্মল করিয়াছেন। পতিত-পাবন নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃতাঙ্গুলে নারায়ণী-নন্দন ঠাকুর বৃন্দাবন নিত্যানন্দ-নিন্দক-গণকে পর্য্যন্ত তাহাদের শিরে পদাঘাত করিয়া কৃপা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুর বৃন্দাবনই বাঙ্গালা ভাষায় নবদ্বীপে যুগপৎ-সমুদিত অপ্রাকৃত চন্দ্র-সূর্য্য নিতাই-গৌরাঙ্গের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার আদি কবি। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাজন-গণের পদাবলী এবং ওপরাগখাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তিকথা কীর্ত্তিত হইলেও সেই সকল পদাবলী ও কবিতাদি আদল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত নহে। অন্যের কি কথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পর্য্যন্ত আপনাকে ঠাকুর বৃন্দাবনেরই উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণকারী বা শেষা-মৃতপানকারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব-ভূমি কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র বিশ্বের অধিবাসীর ভক্ত-পীঠ বা ব্যাসপীঠ। এই ভক্তিপীঠ হইতেই সমগ্র জগতে গৌর-কৃষ্ণ-ভক্তি-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ইহা ঠাকুর বৃন্দাবনের নিজমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-নিঃসৃতা ভবিষ্যদ্-বাণীমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

বাগ্দেবী-পতির বাণী মিথ্যা হইবার নহে, অদূর ভবিষ্যতেই সমগ্র জগতের লোক এই ব্যাসপীঠের পূজা করিবার জন্য ঠাকুরের আবির্ভাব-ভূমি এই যোগদ্রুমদ্বীপে আগমন করিয়া গৌর নিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই চিন্ময়-রজে সর্ব্বাঙ্গ অভিষেক করিবে; তাহার পূর্ব্বাভাস এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ঠাকুর বৃন্দাবনের মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন। পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, এই মহাগ্রন্থ সংস্কৃত ও হিন্দিভাষায়ও অনূদিত হইতেছেন।

এই স্থান গৌড়ের নৈঋিত। এই ব্যাসপীঠ এবং ঠাকুর বৃন্দাবনের সেবিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহযুগলের সেবা এতদিন সেবাবুদ্ধির লুপ্ততার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক মুগাচার্য্যের কৃপায় এই স্থান ও ঠাকুর বৃন্দাবনের মনোহভীষ্টের সেবার পুনরুদ্ধার হইতেছে। অচিরেই যাহাতে এই স্থানে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য একটি শ্রীমন্দির এবং তৎসংলগ্ন নাটমন্দির ও সেবক-গণ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইবে। শ্রীশ্রীগৌর-জন্মস্থলী যোগপীঠের সেবা অপেক্ষা এই ব্যাস-পীঠের সেবা আরও বড়, ইহা ঠাকুর বৃন্দাবনই বেদ-ভাগবত-বাক্য উদ্ধার করিয়া তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমে, উপসংহারে এবং মধ্যে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দড়॥

শ্রীনারায়ণী-নন্দন ব্যাসদেবের ও তাঁহার জন্ম-লীলাস্থলী শ্রীব্যাসপীঠের এই সকল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার পর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ অগণিত ভক্তবৃন্দের সমবেত কণ্ঠ-নিঃসৃত জয়-গৌরাঙ্গ-জয়-ধ্বনি ও মহাসংকীর্ত্তন-কলরবের মধ্যে স্বহস্তে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। প্রভুপাদ স্বহস্তে খনিত্রদ্বারা ভূমি খনন করিতে আরম্ভ করিলে আবার অগণিত-কণ্ঠে জয়-ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন কলরব উত্থিত হইল। ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ভক্তগণ শ্রীলপ্রভুপাদের অনুগমনে গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। আচার্য্যাত্মিক প্রভু নূতন ইষ্টকস্তূপ হইতে কয়েকটি ইষ্টক আহরণের কথা উচ্চারণ করিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে ছুটিয়া গিয়া বহু ভক্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই স্থানে ইষ্টকের স্তূপ করিয়া ফেলিলেন। ভক্তগণকে নিষেধ করিতে করিতেও সেই স্বল্প সময় মধ্যে স্তূপীকৃত ইষ্টক আহৃত হইল। প্রভুপাদ স্বহস্তে ইষ্টক প্রদান করিয়া শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। চতুর্দ্দিকে গুরু-গৌরাঙ্গের জয়জয়কার ব্যতীত অন্য কলরব নাই। স্থানীয় জমিদার ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা ও প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত কুলদাকান্ত হাজরা মহোদয়গণ স্বগ্রামের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারার্থ আন্তরিক সহানুভূতি ও সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন। এই স্থানে তিন চারিটী আলোক-চিত্র গৃহীত হইয়াছিল। শ্রীব্যাসপীঠ পরিক্রমা করিয়া ভক্তমণ্ডলী শ্রীমোহন-সূত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথায় সংকীর্ত্তন-জয়ধ্বনির সহিত বিভিন্ন মহাপ্রসাদের সম্মাননা করিয়া বাদশীর পারণ-মহামহোৎসব সম্পন্ন করেন। অপরাহ্ণে পরিক্রমা-সম্প্রদায় যোদ্রুম দ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া সংকীর্ত্তনানন্দে নিদয়ার ঘাট পার হইয়া সেই দিবসই রাত্র প্রায় ১০ ঘটিকার সময় অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরযোগপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন ও সমস্তরাত্রিব্যাপী সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব করেন।

পর দিবস ২১শে ফাল্গুন সোমবার রুদ্রদ্বীপ অর্থাৎ যে স্থানে নীল লোহিতাদি একাদশ রুদ্র গৌর-ভজন করিয়াছিলেন এবং কলিযুগে অদ্বৈতাচার্য্য, দয়ানন্দাদি যোগিগণ অপরাধময়ী অদ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পাদপদ্ম-ধ্যানে রত হইয়াছিলেন,—যে স্থানে শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্র-কৃপা লাভ করিয়া শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রবর্ত্তক সম্প্রদায়াচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—যে স্থানে শ্রীবিষ্ণু-স্বামীর অন্তর্ধান, শ্রীবল্লভাধিপাদ অলক্ষ্যে গৌর-কৃপোল্লাসিত হইয়া 'ভক্তোক-রক্ষক জগদ্গুরু'র পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই পবিত্র-ক্ষেত্র পরিক্রমণ ও প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সেই স্থানের বিবরণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণ মধ্যাহ্নকালে অন্তর্দ্বীপ শ্রীযোগপীঠে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব করেন। অপরাহ্ণকালে গৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়।

২২শে ফাল্গুন মঙ্গলবার—ফাল্গুন-পূর্ণিমা, শ্রীমায়াপুর পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি। ভক্তগণের আর আনন্দের সীমা নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য ভক্ত আগমন করিয়াছেন—আজ গৌরাবির্ভাব-বাসরে গৌরাবির্ভাব ক্ষেত্রে সকল প্রদেশের সকল প্রকৃতিমান-জীবের একত্র সম্মেলন; বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, আসাম, দাক্ষিণাত্য সমস্ত স্থান হইতেই সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আগমন করিয়াছেন। শ্রীমায়াপুরের চতুর্দ্দিকে ভক্ত-গণের মেলা। কেহ বৃক্ষ-মূলে আসন পাতিয়াছেন—কেহ মাট্য-মন্দিরে স্থান নিয়াছেন—কেহ সেবক-খণ্ডে—কেহ জগ-মোহনে—কেহ অট্টালিকায়—কেহ অলিন্দে—কেহ সুকোমল-মখমল-তুল্য তৃণাস্তরণে—কেহ শ্রীচৈতন্যমঠে—কেহ শ্রীবাস অঙ্গনে—কেহ মাধবীকুঞ্জে—কেহ অদ্বৈত-ভবনে—কেহ বা মহা-প্রভুর কৃপাপাত্র কাজীর গৃহের সন্নিধানে—কেহ বা ধর্ম্মশালায়—কেহ বা কুলিয়ায়—কেহ বা গোদ্রুমে—ভুবনকুঞ্জে—স্বানন্দসুখদকুঞ্জে—এইরূপ বিবিধ স্থানে অসংখ্য শ্রীধাম-বাসী স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য, শ্রীমায়াপুরের পথে লোক-সহন ভেদ না করিয়া

চলিবার উপায় নাই। সকলের হৃদয়েই আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর জীবকুলের দেবোন্মুখতা দেখিয়া সানন্দে অনর্গল হরিকথা-সঞ্জীবনী ধারা বর্ষণ করিতেছেন। মুক্তিমান জীব সেই অমৃত পানে সঞ্জীবিত ও অমর হইতেছেন। এদিকে যোগ-পীঠে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পারায়ণ, শ্রীগৌরাবির্ভাবের মঙ্গলা-চরণ-সংকীর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, হরিকথা, কোথায়ও বা ইষ্টগোষ্ঠী, কোথায়ও শাস্ত্র-বিচার, কোথাও আনন্দ-নৃত্য, কোথাও জয়োল্লাস, কোথাও গৌর-ভক্তভগবৎকীর্ত্তন, কোথায়ও নমস্কার-প্রতি-নমস্কার, কোথাও ভগবদ্-বন্ধন প্রভৃতি আনন্দোৎসব হইতেছিল। শ্রীযোগপীঠে প্রথম সিংহাসনস্থ শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন সনাথ শ্রীমায়াপুরচন্দ্র, অপর সিংহাসনস্থ শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত-শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধামাধব শ্রীযুগল এবং তৃতীয় সিংহাসনস্থ শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের সম্মুখে বিপুল ভগবদ্দর্শন-প্রার্থীসম্প্রদায় আনন্দ-কোলাহল করিয়া গগন-প্রান্ত মুখরিত করিতেছিলেন—চতুর্দ্দিকেই কৃষ্ণ-কোলাহল। ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর ন্যায় উপবাসব্রতদ্বারা সংকীর্ত্তন-যোগে সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীশ্রীগৌরের জন্ম-পূর্ণিমার আরাধনা করিয়া থাকেন। কাহারও কোন কাতরতা নাই। শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ পরমোৎসাহে বিবিধ সেবায় রত। আচার্য্য-ত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর পরিচালনায় ভক্তগণ সকলেই স্ব-স্ব-সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত। শ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তন করিতেছেন, গৌর ও গৌর-ভক্ত-গণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। তখনও শ্রীল প্রভুপাদ আবেশময়ী ভাষায় হরিকথা-কীর্ত্তন করিতেছিলেন—অনুক্ষণ অপ্রাকৃত অমৃত-উৎস-স্রোত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, উহা পূর্ণ-চেতনময়ী সহজ-স্রোত-প্রবাহিনী বলিয়া কখনও থামিবার নহে। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইল—ভক্তগণ শ্রীগৌরাভিষেক আরাত্রিক অগণিত কণ্ঠোত্থিত উচ্চ-সংকীর্ত্তন রোলোল্লাস-নৃত্য-সহযোগে সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে ত্রিদণ্ডিপাদ গৌর জন্মলীলা সংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে চতুর্দ্দিকে জয়-জয়-কলরব উত্থিত হইল। পণ্ডিত শ্রীমদ্ অমায় বিদ্যাচার্য্য বৈষ্ণবেদান্তবিদ্যান্-বেদান্ত-বাচস্পতি মহোদয় শ্রীভগবদাবির্ভাব-সম্বন্ধে একটী সুললিত যুক্তি-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তৎপরে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-সম্বন্ধে একটী সুন্দর-প্রাঞ্জলী বক্তৃতা করিলেন। এদিকে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদও মাধবী-মণ্ডপের সম্মুখে সমাসীন হইয়া বহু শ্রোতৃমণ্ডলীকে গৌর-কৃষ্ণ-কথামৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছিলেন। বক্তৃতার পর মহোচ্চ-সংকীর্ত্তন ও নৃত্য হইল। সংকীর্ত্তনান্তে ভক্তগণকে শ্রীচরণামৃত ও মুখিই ভগবৎ-প্রসাদ-পানীয় বিতরিত হইল। তদনন্তর চতুর্বিধ-রস-সমন্বিত প্রসাদ সংকীর্ত্তন-জয়ধ্বনির মধ্যে অসংখ্য নর-নারীকে বিতরিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কুলীন, ধনী, মানী সকলেই শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে সাদরে সানন্দচিত্তে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু সকল সময়েই সকলের সেবা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন এবং সকলের সম্মুখে গমন করিয়া কাহার কি প্রয়োজন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও অন্যান্য ভক্তগণও আচার্য্যত্রিক প্রভুর আনুগত্যে প্রসাদ-পরিবেশন ও প্রসাদ-সেবা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ঘন ঘন জয়-ধ্বনি, আচার্য্যত্রিক প্রভু ও ভক্তগণের মুখে কখনও বা 'মহাপুপ'-প্রসাদ আনয়ন কর—কখনও বা 'লুচি' 'সন্দেশ' 'পান্তোয়া'-প্রসাদ—কখনও বা 'খিচুড়ী' 'পুপান্ন'-প্রসাদ—কখনও বা ভাজা, তরকারী প্রসাদ—কখনও বা ফল-প্রসাদ আনয়ন কর—কখনও বা 'মিষ্টান্ন' 'দধি'-প্রসাদ আনয়ন কর,—এই রূপ বাক্য অনুক্ষণ উচ্চারিত হইতেছিল। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে, এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তির সমাগমের মধ্যেও কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই—সকলেই পরিতৃপ্ত। রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হইয়া অবিশ্রান্ত-ভাবে তৎপর দিবস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রসাদ-বিতরণ-কার্য্য চলিয়াছিল। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, শ্রীমায়াপুরের উৎসবে এবার লোক-সংখ্যা কত অধিক হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সর্ব্বোপরি ভক্তমনোহভীষ্ট-পূর্ত্তিদৈবৈকব্রত, সকলের পরিচালক আচার্য্যত্রিক প্রভুর আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্ত সেবা-চেষ্টার ফলে এইরূপ বিপুল-কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

জন্মোৎসবের দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকাল হইতে একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর

অতীব আবেগময়ী ভাষায় যে শুদ্ধভক্তিবিরোধকারী প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় বা বৈষ্ণবব্রুব বিষ্ণু-সম্প্রদায়ের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অভিধানের ইতিহাস ও তাহাদের নাড়ী-নক্ষত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা সকলের হৃদয়ই স্পর্শ করিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের বিরাট্ ইতিহাস ও বিপুল ঘটনাবলীর মধ্যে সেই শুভ দিনটী একটি চিরস্মরণীয় দিন। সকলেই সেই সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং প্রাণে প্রাণে বৈষ্ণব-বিরোধী বিষ্ণু-সম্প্রদায়ের অভিসন্ধিমূলা-চেষ্টা সমূহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ঐ দিবস শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে গৌর-ভূতের পায়ে মানভূমের জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্র-নারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের দণ্ডপালার ভিত্তি সংকীর্ত্তনমুখে সংস্থাপন করেন এবং শ্রীচৈতন্য মঠে চিরস্থায়ীর জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত দীননাথ বাবুর সেবক-মণ্ডের ভিত্তি ও শ্রীচন্দ্র-শেখর আচার্য্যদেব-জনকের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশ্যে পরমাট্যা-ভিনয়-মঞ্চের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। রাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ ধনী, ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ পাল মহাশয় এই পরমাট্যা-ভিনয়-মঞ্চ-নির্ম্মাণের সাহায্যার গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দিবস শ্রীচৈতন্য মঠে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয় শ্রীধামাগত ভক্ত ও যাত্রিগণকে প্রচুর পরিমাণে চন্না-চূনা-মেহ-পেড়া-রস-সংযুক্ত মহাপ্রসাদ বিতরণের আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩০শ সংখ্যার পর]

শ্রীহট্ট-নিবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে প্রভু তাঁহাকে শ্রীরামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। মহাভাগবত-পরমহংস রাগাত্মিকা-ভক্তিরাজ্য রায়ের দেব-দাসীগণকে অভিনয়-শিক্ষা-প্রদানের কথা শ্রবণ করিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র হতপ্রভ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রায়ের অচিন্ত্য-চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া মিশ্রকে পুনরায় অপৌরুষ-বিলক্ষণাবতীর্ণ নিখিল-ব্রাহ্মণ-গুরু কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী শ্রীরায়ের নিকটে তত্ত্বোপদেশ-গ্রহণে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রভু কোনও তত্ত্ববিরুদ্ধ বা রসাভাসপূর্ণ-বাক্য শুনিতে পারিতেন না। প্রথমে ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক স্বরূপ দামোদর পরীক্ষা করিয়া কোন বিষয় শ্রবণ-যোগ্য বিচার করিলে মহাপ্রভু তাহা শ্রবণ করিতেন। মহাপ্রভুর সুতীব্র বিপ্রলম্ভরসাশ্রয়ে একমাত্র স্বরূপ ও রামানন্দই প্রভুকে সান্ত্বনা দিতেন। এই সময় শ্রীরঘুনাথ দাস পুরুষোত্তমে আসিয়া পৌঁছিলে, প্রভু তাঁহাকে 'স্বরূপের রঘু' এই নাম প্রদান করিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রভু নিখিল ব্রহ্মজ-গুরু রঘুনাথকে পরম শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে স্বকীয় গিরিধারী-বিগ্রহ ও গাত্রবস্ত্ররূপিণী গুঞ্জামালা প্রদান করিলেন। শ্রীরঘুনাথ পরিত্যক্ত, পর্য্যুষিত, কর্দ্দমাক্ত প্রসাদান্ন জলে ধৌত করিয়া সেবন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে স্বরূপ ও মহাপ্রভু রঘুনাথের বৈরাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়া একদিন সেই প্রসাদ রঘুনাথের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া আস্বাদন করিলেন।

একবার রথ-যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীবল্লভ ভট্ট আগমন করিয়া মহাপ্রভুর পাদ-বন্দনা করিলেন। বল্লভের গর্ব্ব-হরণার্থ মহাপ্রভু তদপেক্ষা অধিক গুণ-সম্পন্ন স্ব-ভক্ত গণের গুণ-বর্ণন করিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যার প্রতিযোগী একটী ভাগবতের টীকা রচনা করিয়া-ছিলেন, প্রভুকে ঐ টীকা শ্রবণার্থ প্রার্থনা জানাইলে, প্রভু "যে স্বামী না মানে, সে বেশ্যার মধ্যে গণ্য"—এইরূপ উক্তি করিলেন এবং "গোপসুন্দর যশোদানন্দন"ই কৃষ্ণনামে অটি, ইহা জানাইলেন। প্রভু পরে বল্লভের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া গদাধরের নিকট মন্ত্রার্থ শিক্ষা করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

মাধবেন্দ্র পুরীর বিদ্যাভিনয় করিয়াও রামচন্দ্র পুরী স্বতন্ত্রতা-বশে গুরু-পাদ-পদ্মে অপরাধ করায় মাধবেন্দ্রপুরী-দ্বারা বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুকে

অনর্থ-যুক্ত জীব মনে করিয়া প্রভুর ভোজনাদি-দর্শনে ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় প্রভু মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কেবলমাত্র স্বীয় আহার্য্য সঙ্কোচ করিলেন। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু মহাভাগবত-সদ্-গুরুর শিষ্যাভিমানকারী জীবের স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার-ফলে কিরূপে ভক্তাপরাধ হইতে ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধ ব্যাপ্ত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত এবং ঈশ্বর ও জীবে, সিদ্ধ ও সাধকে সমবুদ্ধিকারী প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচার-সমূহকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিলেন।

ভবানন্দ রায়ের পুত্র গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজার অর্থ নষ্ট করায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র, গোপীনাথকে হস্তার্থ চাজে উত্তোলন করিলে সকলে মহাপ্রভুকে গোপীনাথের দণ্ড-নিবারণে অনুরোধ করিতে বলিলে, প্রভু প্রথমে গোপীনাথের উদ্ধারে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বিরক্ত-সন্ন্যাসি-বৈষ্ণবের আদর্শ শিক্ষা-প্রদান-কল্পে বিষয়-কথা বা দুঃসঙ্গ-ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং পরে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে রাজার প্রতি কর্ত্তব্যতা ও শুল্ক-বিতার্জ্জনপূর্ব্বক ব্যয়াদির জন্য নৈতিক-ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিলেন।

একদিন কীর্ত্তন-বিশ্রামের পর ভোজন করিয়া মহাপ্রভু গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলে তৎ-সেবক গোবিন্দ প্রভুর দেহোপরি স্বীয় বহির্ব্বাস রাখিয়া তদুল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কোন প্রকারে নিকটস্থ হইয়া প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে থাকিলেন। নিজ ভোজনার্থ প্রভুকে পুনরায় উত্থাপন পূর্ব্বক বহির্গত হওয়া মহা অপরাধ এবং বিশেষতঃ প্রভুর সেই দিবসের অত্যধিক কীর্ত্তন-পরিশ্রমের বিষয় বিচার করিয়া গোবিন্দ অনাহারে থাকিয়াই প্রভুর সেবায় নিরত রহিলেন। নিদ্রাভঙ্গ-লীলায় পর প্রভু গোবিন্দের এতাবৎকাল অনাহারে সেই স্থানে অবস্থান করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও গোবিন্দ প্রভুর বিশ্রামকালে সেবায় নিযুক্ত থাকিবার কথা বিন্দুমাত্রও প্রকাশ না করিয়া 'কেবল-মাত্র অপরাধ-ভয়ে প্রভুর উত্থাপন করেন নাই'—ইহা জ্ঞাপন করিলেন। গোবিন্দের এই চরিত্রের দ্বারা মহাপ্রভু জগতে নিষ্কপট-সেবকের আদর্শ প্রচার করিলেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই সেবকের একমাত্র লক্ষিতব্য আদর্শ, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বিন্দুমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছায়ও ভক্ত-ভক্তের কৃপা ও অপরাধশঙ্কা, মহাপ্রসাদে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবস্তু ও তদীয় বুদ্ধি থাকিলেও ব্যক্তিগত নিজ সম্ভোগ-হেতু আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাশূন্যতায় নিষ্কপট সেবকের আদর্শ, নিষ্কপট সেবক কখনও সেব্যের নিকট স্বীয় সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া নিজকে 'প্রভুভক্ত' বলিয়া জানাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন না,—এই সকল শিক্ষা গৌর-সেবক শ্রীগোবিন্দের চরিত্রের দ্বারা মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন। গোবিন্দ, রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তীর প্রদত্ত ঝালির বহুবিধ খাদ্য-সামগ্রী প্রভুকে সযত্নে ভোজন করাইতেন।

প্রভুর দর্শন ও প্রভুর নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ হইলে মহাপ্রভু স্বয়ং স্বীয় শ্রীঅঙ্গে হরিদাসের অপ্রাকৃত-দেহ লইয়া ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তন-নর্ত্তন করিলেন এবং সংকীর্ত্তন-সহযোগে ঠাকুর হরিদাসকে সমুদ্র-তীরে লইয়া আসিয়া সমুদ্রে স্নান ও ভক্তগণের দ্বারা হরিদাসের পাদোদক পান করাইলেন। তদনন্তর মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন-মুখে স্বহস্তে বালি প্রদান করিয়া হরিদাসকে সমাধিস্থ করিলেন এবং তথায় সমাধি-পীঠ নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রভু স্বয়ং সিংহদ্বারে বিপণিকারগণের নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের জয়গানের সহিত মহা-সমারোহে বিরহ-মহামহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

এক বৎসর গৌড়ীয়-ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলে প্রভুর বাল্য-লীলার দুগ্ধখণ্ড প্রভৃতি প্রদাতা শ্রীমাধবপুরীপাদীয় পরমেষ্ঠীর মোদক প্রভুর নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার পত্নীর আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে জগদ্গুরু-লোক-শিক্ষক-সন্ন্যাসি-লীলাকারী প্রভু মাতৃকুলাদি-বয়স্কা হইলেও শ্রীলোকের নাম-শ্রবণে সঙ্কোচযোগ্যে আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীজগদানন্দ, শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহ হইতে এক কলসী চন্দনাদি সুগন্ধি-তৈল বহু যত্নসহকারে আনয়ন করিয়া মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য প্রদান করিলে। লোক-শিক্ষক লীলাভিনয়কারী প্রভু বলিলেন,—এই তৈল জগন্নাথদেবের প্রদীপে ব্যবহৃত হউক, সন্ন্যাসীর তৈল ব্যবহার উচিত নহে। ইহা শুনিয়া পণ্ডিত জগদানন্দ প্রণয়াভিমান-রোষে প্রভুর সম্মুখেই তৈল-পাত্রটী ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে শয়ন করিয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসে ভক্ত-প্রেমবশ প্রভু ভক্ত-মান-ভঞ্জন করিবার জন্য জগদানন্দের গৃহে গমন করিয়া স্বয়ং উপযাচকরূপে পণ্ডিতের দ্বারা

রন্ধন করাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ এবং পণ্ডিতকে প্রসাদ সেবন করাইলেন। এই লীলাদ্বারা লোক-শিক্ষকের লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণদ্বারা একমাত্র ভোক্তা ঈশ্বরেরই স্বাবসিকী-সেবা-কর্ত্তব্যোপদেশ এবং সাধকের ইন্দ্রিয়-সুখ ত্যাগ বা আদর্শ বৈরাগ্যাচারের কর্ত্তব্যতা শিক্ষা দিলেন।

মহাপ্রভু কলার পরলার শরন করিলে তাঁহার বড় কষ্ট হয় জানিয়া জগদানন্দ লেপ বালিশ ইত্যাদি তৈয়ার করিলে মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী-প্রভু কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া লেপ-বালিশের মত তৈয়ার করিয়া দিলেন, তাহা অনেক আপত্তির সহিত মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। এই লীলা-দ্বারা প্রভু সাধক-ভক্তিগণকে সতর্ক করিলেন। দেব-দাসীর মুখে 'গীত-গোবিন্দ'-গান-শ্রবণে অর্দ্ধবাহ্য-দশায় প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া মহাপ্রভু কাঁটা-বন ভাঙ্গিয়া দেব-দাসীর দিকে ধাবিত হইতেছিলেন; গোবিন্দ মহাপ্রভুকে অবরোধ করায় মহাপ্রভু "স্ত্রীলোক" নাম শুনিয়া গোবিন্দকে বিশেষ ধন্যবাদ দিলেন। এই লীলাদ্বারা প্রভু সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণবের পক্ষে পর-স্ত্রীর-মুখে কৃষ্ণ-গান শ্রবণ করিবার ছলে প্রাকৃত-সহজিয়া-মত সর্ব্বতোভাবে নিষেধ করিলেন। শ্রীরঘুনাথ-ভট্ট কাশী হইতে পুরুষোত্তমে আসিবার সময় রামদাস বিশ্বাস নামক জনৈক রামানন্দ-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতকে লইয়া আসিলেন; প্রভু রামদাসের অন্তরে মুক্তিবাদ ও পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব থাকায় বাহ্য বৈরাগ্যাদি এবং বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির অভিনয় থাকিলেও তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলেন। রঘুনাথভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া বৈষ্ণব সেবার্থ পুনরায় কাশীতে পাঠাইলেন। ক্রমশঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শন

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে এবার শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। বহু দিবস হইতে পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত সুনিশ্চিত ক্ষেত্রকেই শ্রীমায়াপুর-নামে অভিহিত করা হইতেছে। বৈষ্ণব-গ্রন্থে এই মায়াপুরই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অধুনা যে কোন কারণে (ঈর্ষাপরবশ হইয়া সত্য-বিরোধী) কেহ কেহ এই মায়াপুরের প্রকৃত সংস্থান-সম্বন্ধে সন্দেহ-জনক প্রচার করিয়া থাকেন। কেহ বা ভাগীরথী-গর্ভস্থ কোন লুপ্ত স্থানকেই প্রকৃত মায়াপুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে চাহেন। কিন্তু আমার মনে হয়, দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন লোকোত্তর-চরিত্র সাধু-মহাজনগণ যে স্থানকে শ্রীমায়াপুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, মাদৃশ বিষয়াসক্ত গৃহীদিগের তাঁহাকেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানরূপে পূজা ও সমাদর করা উচিত। সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন, শ্রীবৃন্দাবন-ধামের প্রায় সকল তীর্থ ও লীলাস্থলই কাল-প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এবং তদাশ্রিত শক্তিসম্পন্ন অন্তরঙ্গ-ভক্ত রূপ-সনাতনাদি মহাপুরুষেরাই ঐ সকল লুপ্ত-তীর্থের উদ্ধার-সাধন করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন-সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, বর্ত্তমান মায়াপুর-সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। ভজনানন্দী অনাসক্ত সাধু-বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মায়াপুর আবিষ্কৃত হইয়াছেন এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। বিশেষতঃ যে পুণ্যক্ষেত্রে শুভাগমন করিলে হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণের পুণ্যময়ী-স্মৃতি সহজে জাগিয়া উঠে, যেখানে বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পন্ন শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত ও অনুচরগণ অকপট-ভাবে শুদ্ধভক্তির শান্তি-ময়ী বাণী প্রচার করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকে ভগবদ্ভমুখী করিয়া থাকেন, যেখানে পুণ্যসলিলা মন্দাকিনীর পূতধারার ন্যায় পরিকথার পুণ্যস্রোত কীর্ত্তনাদি-মুখে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়, যে-স্থানের বায়ুমণ্ডলের পাবনীশক্তির প্রভাবে গৃহাসক্ত বিষয়ীদিগের প্রাণ জড়-ভোগ-বাসনা হইতে ঔদাস্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যে-স্থানে বাল-বৃদ্ধ, যুবা-প্রৌঢ়, নর-নারী সকলেই যেন প্রেম ও সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি, যে-স্থানে পরাবিদ্যা ও পরাভক্তির আলোচনা সন্দর্শন করিয়া মনে হয়, এই পুণ্যক্ষেত্র পবিত্রতাগুণে নৈমিষারণ্য হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে, সেই সর্ব্বতীর্থসার শ্রীমায়াপুর-ধামের সংস্থান-সম্বন্ধে আমার মনে কোন সংশয়ই উপস্থিত হয় না। পণ্ডিতপাবনী শক্তির তারতম্য অনুসারেই তীর্থক্ষেত্র-সমূহের মাহাত্ম্য। অতএব এই মায়াপুর-ধাম যে কলিযুগে

অবিসংবাদিত তীর্থরাজরূপে গণ্য হইবার সন্দেহ মাত্র নাই। মায়াপুরের নব-প্রতিষ্ঠিত পরবিদ্যাপীঠ একটী অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। এই পীঠে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত দর্শন-শাস্ত্রাদি অধ্যাপনার সুবন্দোবস্ত আছে। (সজ্জন-বৌদ্ধ-বিচার নিরাসকল্পে) মায়াপুর হইতে "নদীয়া-প্রকাশ" নামে একখানি দৈনিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রও প্রকাশিত হইতেছে। নদীয়া জেলার মধ্যে ইহা একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র। এই পত্রের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

মায়াপুর ও গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও প্রধান আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় ধর্ম্মপ্রাণতা, স্বার্থ-শূন্যতা ও জীব-হিতৈষণা-গুণে সর্ব্বজনবরেণ্য। বর্ত্তমান-কালে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার আচার ও প্রচার উভয়ই অনবদ্য এবং অধুনা সর্ব্বলোকের আদর্শ-স্থল। তাঁহার স্থায় নিষ্ঠাবান, অকপট ও নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়েন। তিনি বিনয় ও শিষ্টাচারের অবতার। শিষ্য-শ্রেণীর ব্যক্তিগণকেও তিনি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং নমস্কৃত হইয়া নিতান্ত হীন-ব্যক্তিকেও প্রতি-নমস্কার করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিরন্তর হরি-কথার অমৃতময়ী ধারা নিঃসৃত হইয়া থাকে। আমি এবার তাঁহাকে সুদীর্ঘ দুই ঘটিকা কাল অবিশ্রান্ত হরিকথা কহিতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। বক্তৃতা-মুখে তিনি যে-সমস্ত শুষ্ক-গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা করিলেন, পরা-বিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ যেরূপে বিশ্লেষণ করিলেন, মধ্যে মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাসভরে যে-সকল ভাবময় প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে বাস্তবিকই আমাকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল নিস্পন্দ হইতে হইয়াছিল। তাঁহার বৈদ্যুতিক-প্রভাব (personal magnetism) অসাধারণ। এই প্রভাব সর্ব্বথা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য-সম্ভূত। ইঁহার স্থায় পরচিত্তজ্ঞ অল্পই পরিদৃষ্ট হন। বস্তুতঃ ইনি আচার্য্যগণের বরিষ্ঠ এবং ধর্ম্মার্থিগণের সবিশেষ শান্তি ও আশ্রয়প্রদ।

তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত যে বক্তৃতা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাহার বিষয় ছিল—"অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়"। অর্থ ও অনর্থের প্রভেদ। আদৌ প্রভু, তাহার পর সাধুসঙ্গ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম-লাভের বিজ্ঞানসম্মত ক্রমগুলি তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদঃ" ইত্যাদি শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আধুনিক বৈষ্ণব-নামধেয় বাবু-সম্প্রদায়ের কপটতা ও অনিষ্টকারিতা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিলেন। পূজ্যপাদ প্রভুপাদের প্রত্যেক সারগর্ভ বক্তৃতাই গৌড়ীয় পত্রিকায় "প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমি দেখিলাম, পরম শ্রদ্ধেয় গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, প্রভুপাদের বক্তৃতার সারাংশ একখানি স্মারক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। কৌতূহলী পাঠক গৌড়ীয়-পাঠে আপন আপন বাসনা পরিপূর্ণ করিতে পারিবেন। অতএব আমি আর এ-স্থলে প্রভুপাদের বক্তৃতার সারাংশ লিখিবার ব্যর্থ প্রয়াস স্বীকার করিলাম না।

আমি কাহারও কাহারও মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, গৌড়ীয় মঠের মহান্তগণ অনেক জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলেন বা লিখেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারাদি ভাব সমূহ প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে একথা স্বীকার করিতে পারিনা। গৌড়ীয় মঠের সমস্ত আচার্যগণ বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন-সময়ে ভাব-বিহ্বল হইয়া নিয়ত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েন। প্রভুপাদের মুখারবিন্দ লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছি, তিনি অতিকষ্টে ভাব-সংগোপন করেন এবং অনধিকারীদিগের নিকট কদাচ প্রেমের প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করেন না। ভাব-প্রবণতা প্রদর্শনের সহিত নৈতিক শৈথিল্য বা চরিত্র-দুর্ব্বলতা যে সচরাচর পরিদৃষ্ট হয়, ইহা তিনি সুষ্ঠুরূপে অবগত আছেন এবং অপরকেও তাহা সুষ্ঠুরূপে বুঝাইয়া দেন।

শেষকথা প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত সাধুশাস্ত্রানুমোদিত বুদ্ধিবর্দ্ধ বিচার-প্রথা অনেকে আর্য্য-ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে বলেন ও সমাজ-ধ্বংসকর মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, অধুনা সমাজের যে প্রকার অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে কোন শক্তিশালী মনীষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমাজ পুনঃ সংস্থাপিত না হইলে কি সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম, কি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কিছুরই ভিত্তিরার আশা নাই। অতএব আমার মনে হয়, প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত প্রথার দ্বারা একযোগে দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে—'শুদ্ধকর্ম্ম বিভাগশঃ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুন্নত জাতিগণের উন্নয়ন-কার্য্যও সাধিত হইতেছে। ইতি।

প্রণত

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, শান্তিপুর।

অবিসংবাদিত তীর্থরাজরূপে গণ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। মায়াপুরের নব-প্রতিষ্ঠিত পরবিদ্যাপীঠ একটী অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। এই পীঠে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের রচিত দর্শন-শাস্ত্রাদি অধ্যাপনার সুব্যবস্থা আছে। (সজ্জন-বৌদ্ধ-বিচার নিরাসকল্পে) মায়াপুর হইতে "নদীয়া-প্রকাশ" নামে একখানি দৈনিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রও প্রকাশিত হইতেছে। নদীয়া জেলার মধ্যে ইহা একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র। এই পত্রের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

মায়াপুর ও গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও প্রধান আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় ধর্ম্মপ্রাণতা, স্বার্থ-শূন্যতা ও জীব-হিতৈষণা-গুণে সর্ব্বজনবরেণ্য। বর্ত্তমান-কালে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার আচার ও প্রচার উভয়ই অনবদ্য এবং অধুনা সর্ব্বলোকের আদর্শ-স্থল। তাঁহার স্থায় নিষ্ঠাবান, অকপট ও নিরলস-বৈষ্ণব কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়েন। তিনি বিনয় ও শিষ্টাচারের অবতার। শিষ্য-শ্রেণীর ব্যক্তিগণকেও তিনি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং নমস্কৃত হইয়া নিতান্ত হীন-ব্যক্তিকেও প্রতি-নমস্কার করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিরন্তর হরি-কথার অমৃতময়ী ধারা নিঃসৃত হইয়া থাকে। আমি এবার তাঁহাকে সুদীর্ঘ দুই ঘটিকা কাল অবিশ্রান্ত হরিকথা কহিতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। বক্তৃতা-মুখে তিনি যে-সমস্ত গুরু-গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা করিলেন, পরা-বিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ যেরূপে বিশ্লেষণ করিলেন, মধ্যে মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাসভরে যে-সকল ভাবময় প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে বাস্তবিকই আমাকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল নিস্পন্দ হইতে হইয়াছিল। তাঁহার বৈদ্যুতিক-প্রভাব (personal magnetism) অসাধারণ। এই প্রভাব সর্ব্বথা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য-সম্ভূত। ইঁহার স্থায় পরচিত্তজ্ঞ অল্পই পরিদৃষ্ট হন। বস্তুতঃ ইনি আচার্য্যগণের বরিষ্ঠ এবং ধর্ম্মার্থিগণের সবিশেষ শান্তি ও আশ্রয়প্রদ।

তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত যে বক্তৃতা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাহার বিষয় ছিল—"অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়"। অর্থ ও অনর্থের প্রভেদ। আগে শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুসঙ্গ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম-লাভের বিজ্ঞানসম্মত ক্রমগুলি তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর "তত্রাদৌ শ্রদ্ধয়া মাধব" ইত্যাদি শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আধুনিক বৈষ্ণব-নামধেয় বাবু-সম্প্রদায়ের কপটতা ও অনিষ্টকারিতা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিলেন। পূজ্যপাদ প্রভুপাদের প্রত্যেক সারগর্ভ বক্তৃতাই গৌড়ীয় পত্রিকায় "প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমি দেখিলাম, পরম শ্রদ্ধেয় গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, প্রভুপাদের বক্তৃতার সারাংশ একখানি স্মারক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। কৌতূহলী পাঠক গৌড়ীয়-পাঠে আপন আপন বাসনা পরিপূর্ণ করিতে পারিবেন। অতএব আমি আর এ-স্থলে প্রভুপাদের বক্তৃতার সারাংশ লিখিবার ব্যর্থ প্রয়াস স্বীকার করিলাম না।

আমি কাহারও কাহারও মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, গৌড়ীয় মঠের মহান্তগণ অনেক জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলেন বা লিখেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারাদি ভাব সমূহ প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে একথা স্বীকার করিতে পারিনা। গৌড়ীয় মঠের সমস্ত আচার্যগণ বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন-সময়ে ভাব-বিহ্বল হইয়া নিয়ত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েন। প্রভুপাদের মুখাবয়ব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছি, তিনি অতিকষ্টে ভাব-সংগোপন করেন এবং অনধিকারীদিগের নিকট কদাচ প্রেমের প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করেন না। ভাব-প্রবণতা প্রদর্শনের সহিত নৈতিক শৈথিল্য বা চরিত্র-দুর্ব্বলতা যে সচরাচর পরিদৃষ্ট হয়, ইহা তিনি সুষ্ঠুরূপে অবগত আছেন এবং অপরকেও তাহা সুষ্ঠুরূপে বুঝাইয়া দেন।

শেষকথা প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত সাধুশাস্ত্রানুমোদিত বৃত্তবর্ণ বিচার-প্রথা অনেকে আর্য্য-ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে বলেন ও সমাজ-ধ্বংসকর মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, অধুনা সমাজের যে প্রকার অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে কোন শক্তিশালী মনীষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমাজ পুনঃ সংস্থাপিত না হইলে কি সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম, কি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কিছুরই তিষ্ঠিবার আশা নাই। অতএব আমার মনে হয়, প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত প্রথার দ্বারা এককালে দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে—'স্বধর্ম্ম বিভাগশঃ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুন্নত জাতিগণের উন্নয়ন-কার্য্যও সাধিত হইতেছে। ইতি।

প্রণত

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, শান্তিপুর।

সমর্থ। বেদ-ভারত-ভাগবতাদি-শাস্ত্র আলোচনা করিলে জানা যায় যে, শুদ্ধ-বর্ণ-ধর্মই শুদ্ধ-সনাতন-জগদ্গুরুকর পন্থা। তবে প্রবন্ধকার যে, বৈষ-বর্ণাশ্রম-সংস্থাপনদ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে "অনুন্নত জাতিগণের উন্নয়ন-কার্য্য সাধিত হইতেছে" বিচার করিয়াছেন, তাহাতে একটুক বিচার-ত্রুটি ঘটিয়াছে। আচার্য্য যে বৈষবর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য কর্ম্মীরগণের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্। আচার্য্যের কার্য্য—জীব-কুলকে স্বরূপে উদ্বোধন; আর অনুন্নত-জাতিগণের উন্নয়ন-প্রয়াসী-কর্ম্মীরগণের চেষ্টা—বিকল্প লইয়া টানাটানি। যে সকল কর্ম্মীর দুঃখ-মার্গ পরিহার, শুদ্ধি-সংগঠনাদি কার্য্যদ্বারা অনুন্নত জাতিগণকে কিঞ্চিৎ উন্নত করিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহাদের কার্য্য ভাল কি মন্দ, ইহা বর্ত্তমান-প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় নহে; তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, সেইরূপ কোন চেষ্টার সহিত আচার্য্যের চেষ্টার সম্বন্ধ বা মিল নাই। বৈষ্ণবী-দীক্ষাদ্বারা যে বিপ্রত্ব লাভ হয়, সেই বিপ্রত্বে হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত ইতর-অভিলাষ নাই। সেই সকল পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ অপারমার্থিক-সমাজের অনুন্নত-শিখরে আরূঢ় ব্যক্তিগণের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন বা তাঁহাদের কন্যার পাণিগ্রহণাদির জন্য ব্যস্ত নহেন। ঐরূপ অন্যাভিলাষরূপ ব্যস্ততা থাকিলে তাঁহাকে আর পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ বলা যাইবে না, তিনি রজস্তমোগুণের দ্বারা চালিত হইয়া পারমার্থিক-ব্রাহ্মণের হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দাস্যরূপ নিত্য-সত্যভাব বা দিব্যজ্ঞানলব্ধ স্বরূপের বৃত্তি পরিহার করিলেন। পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণ পারমার্থিকের উন্নত-পথ—অত্যন্ত নিত্য নিত্য পতনোন্মুখ, অনর্থশীল, ক্লেশময়, কৈতবপূর্ণ দুঃসঙ্গ বলিয়া পরিত্যাগ করেন। পারমার্থিক-ব্রাহ্মণতার মধ্যে আধ্যক্ষিক-বিচারের জাতীয়-ভাব কোন অবসর নাই। পারমার্থিক-ব্রাহ্মণতার অপর নাম —পরমহংস বৈষ্ণব-দাস্য—যাহা জীবমাত্রের উদ্ঘুদ্ধ-স্বরূপের নিত্য-ধর্ম্ম। অপর ভাষায় ইহাই যথার্থ 'তৃণাদপি সুনীচতা'। বৈষ্ণবগণ—পরমহংস; তাঁহাদের দাস্যাভিমানই—'পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা'। 'বৈষ্ণবদাস' অভিমানের স্থান আর 'তৃণাদপি সুনীচতা' কি হইতে পারে? জীব এই স্বরূপের অভিমান ভুলিয়া গেলেই তখনও "আমি বৈষ্ণব"—এই অভিমান করিয়া নিরয়-গমনোন্মুখ প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়ে, কখনও বা অপারমার্থিক-জগতে উন্নতিকামী বা আরোহবাদী হইবার চেষ্টা করে; এই উভয় কার্য্যেই বিকল্প-ধর্ম্মের প্রাবল্য, উহাতে 'তৃণাদপি-সুনীচতা'র অভাব। "আমি বৈষ্ণব" অভিমানে কপট "তৃণাদপি সুনীচতা" থাকিলেও উহা প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা মাত্র। আর অপারমার্থিক সমাজে উন্নত হইবার বাসনা ও স্বরূপ ভুলিয়া বিকল্পের প্রবল পথের দিকে প্রধাবিত হওয়া।

আশা করি, প্রবন্ধ-লেখক মহোদয় আমাদের ধৃষ্টতা গ্রহণ না করিয়া এই সকল কথাগুলি একটু অনুধাবন করিবেন এবং এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। গৌঃ সঃ

আসামী ভাষায় অভিনন্দনের পত্রোক্ত বঙ্গানুবাদ

[গৌড়ীয় ২৮শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য]

গুরুদেব!

বস্তুর জ্ঞান বস্তু হইতে উৎপন্ন হওয়ায় জ্ঞান কৃষ্ণত্বের জ্ঞান কৃষ্ণ হইতেই লাভ হয়। অন্য কোন বস্তু যেরূপ সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারেনা, তদ্রূপ মন-বুদ্ধি আদি কৃষ্ণেতর বস্তু-সমূহ কৃষ্ণতত্ত্বের জ্ঞানলাভ বিষয়ে কোন সাহায্য করেনা। কৃষ্ণ—ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু, মানবের মনাদি ইন্দ্রিয়গণ জড়জগতে অবস্থিত বস্তুনিচয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিতে সক্ষম হইলেও অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আসে

সমর্থ নহে। মানবের সমস্ত পুরুষচেষ্টাকে তিরস্কার করতঃ শ্রীকৃষ্ণ সগৌরবে নিত্যকাল সেই নিত্যরাজ্যে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার বিষয়ে কোন কথা বলা যায় না। যখন তিনি নিজে, অথবা তাঁহার প্রেরিত কোন দূতের দ্বারা, তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তখনই সুসত্য প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

এই সত্যের অনাদরপূর্ব্বক যখন মানবগণ সেই তত্ত্ব নিরূপণে পুরুষচেষ্টাকেই প্রবল বলিয়া মনে করেন, তখনই তাঁহারা ধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া যান, এবং নানা মতবাদের সৃষ্টি করিয়া আত্মরক্ষণ ও পরবঞ্চনারূপ দুই কার্য্যদ্বারা ধর্ম্মজগতে বিষম বিভ্রাট সংঘটন করেন। তখন প্রকৃত ধর্ম্মচর্চ্চা একবারে বন্ধ হয়। দিন দিন অধর্ম্মের মাত্রা বর্দ্ধিত হইয়া মানুষকে 'মানুষ' নামের অযোগ্য করিয়া তুলে। একটু বিচারবুদ্ধিপরায়ণ কোন ব্যক্তি যদি ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই সমস্ত মতবাদকে দেখিতে পান, এবং এই সমস্ত মতবাদের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া, হয় অন্য দেশের অসার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, নয়, ধর্ম্ম বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই একবারে অস্বীকার করিয়া নাস্তিক সাজেন। আবার সামান্য-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই গুলিকেই ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং অন্ধ অন্ধদ্বারা চালিত হইয়া গো-ভাগাড়ে পড়িয়া মরা যাওয়ার ন্যায়, ইঁহারা উপদেষ্টাগণের সহিত মনস্তনয়কের পথের পথিক হন।

মনোধর্ম্মের এইরূপ প্রবাহ যখন প্রকৃত ধর্ম্মকে ভাসাইয়া লইয়া অধর্ম্মের অতল গর্ভে নিক্ষেপ করে, তখন মানুষ নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বুঝিতেও পারেনা, এবং কেহ কৃপাপূর্ব্বক দেখাইয়া দিলে, উহা গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক হয়। আবার কেহ একটু সাহস করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রা বিদ্ধভক্তি হইতে কর্ম্ম-জ্ঞানমুক্তা শুদ্ধভক্তির পার্থক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পরমার্থে নিতান্ত অসার জাতি, কুল, মান, দেশ, সম্প্রদায় প্রভৃতি ভোগ-বস্তুতে আঘাত লাগে বলিয়া, অপরার্থপর, আসুরিক প্রকৃতির মানবগণ, সপ্তরথী যোজনা করিয়া অভিমন্যুকে বধ করার ন্যায় তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করে, এবং—

আমাদের বাপ দাদা যা' করে আমরা করি তাহা।
আমাদের বাপ দাদা যা'কে ভজে আমরা ভজি তাহা॥

এই বাক্যে নির্দ্দিষ্ট নীতির অনুসরণ না করার জন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করে।

ধর্ম্মে গ্লানি আসিলে সঙ্গে সঙ্গে নিজ ভক্তকে এইরূপ ভাবে বিড়ম্বিত করেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থির থাকিতে পারেন না, এবং গীতায় উদ্ধৃত প্রতিজ্ঞা বাক্যানুযায়ী পাষণ্ডদলন, সাধুসংরক্ষণ ও ধর্ম্মসংস্থাপন, এই তিন কার্য্য সম্পাদনের জন্য তিনি নিজে এই মর্ত্ত্যভূমিতে প্রকট হন, অথবা শক্তিসঞ্চার করিয়া নিজপ্রিয় কোন একজন পার্ষদকে প্রকট করান। তুল্যশক্তিধারী এই প্রেরিত পুরুষই তাঁহার প্রতিভূ-স্বরূপে এই তিন কার্য্য সাধন করিয়া নিজ প্রভুর মনস্তুষ্টি বিধান করেন।

হে বৈকুণ্ঠদূত! আজ তোমাতে সেই প্রেরিত পুরুষের পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমরা সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবতার ধ্যানের আলয় চরণযুগলে অসংখ্যবার দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি, এবং এই শ্রেষ্ঠ দানের জন্য তাঁহাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রকৃত শাস্ত্র-সমন্বয়ানভিজ্ঞ ব্যভিচারী জাতি-গুরু-গোস্বামিগণ ভোগ-মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে বসিয়া যে সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করত তোমার প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত এবং প্রচারিত সনাতন ভক্তিধর্ম্মকে বিপন্ন করিয়াছিল, এবং নাক-কাণ কাটিয়া সূর্পনখাকে সুন্দরী বলিয়া জাহির করিতে যাওয়ার ন্যায় তাহাদের মনের ছাঁচে-ঢালা যে ধর্ম্মকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক নিজেরা বিশেষ বিড়ম্বিত হইয়াছিল, তুমি আসিয়া বহু শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা তাহাদের সেই অসার সিদ্ধান্ত-সমূহের নিগূঢ় অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়াছ, এবং সূর্য্যের রশ্মি যেরূপ কুজ্ঝটিকাকে অপসারিত করিয়া সূর্য্যকে প্রকাশ করে, তুমিও সেইরূপ এই ধর্ম্মধ্বজী কুবক্তাগণকে ধর্ম্মবক্তার আসন হইতে নামাইয়া, তাহাদের আরোপিত সমস্ত কলঙ্কের চিহ্ন ক্ষালনপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মকে পুনরায় সার্ব্বভৌমিক সত্যরূপে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে অবসর প্রদান করিয়াছ।

"মার খাইয়াও আমাকে ছোঁও দেখি"-বলা দুই একজন পাষণ্ড প্রকৃতির মানুষ শাস্ত্র-যুক্তি-বলে তোমার সঙ্গে না পারিয়া পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষে যতদূর সম্ভব তোমার অনিষ্ট

করিতে পারিবা বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সত্য ; তুমি কিন্তু শ্রীনাম নিত্যানন্দের মার খাইয়াও নাবাইকে প্রেম যাচিতে যাওয়ার ন্যায় মহাকরুণা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে "বৈষ্ণব-ধর্ম্মের" বিমল আশ্রয়ে অবস্থান করিতে আহ্বান করিতেছ এবং তাহাদের আলোচিত সমস্ত অসদাচারের সন্ধান পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত থাকিয়াও কুক্কুরের চীৎকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাজহংস যেরূপ চলিয়া যায় তুমিও সেইরূপ উহা উপেক্ষা করিয়া নির্ভয়ে সকল স্থানে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছ।

হে পতিতপাবন! তোমার এই পাষণ্ড-দলন এবং শ্রীনাম-বিতরণ-কার্য্য যে তোমার প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের তদ্রূপ আচরণের পুনরভিনয়মাত্র, সে বিষয়ে সাধু ও শাস্ত্র একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন। নিত্যানন্দরূপে অনুষ্ঠিত তোমার যে-সমস্ত অদ্ভুত দয়ার কার্য্য ইতঃপূর্ব্বে ঠাকুরমার উপকথার সঙ্গে একাসনে প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজ তাহা বাস্তব সত্যরূপে পরিণত হইয়া এই অকৃত্রিম বিশ্বপ্রেমকে বৈকুণ্ঠের আদর্শ-প্রেমরূপে গ্রহণ করিতে আমাদের মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছে।

হে আচার্য্যবর! তুমি অপত্য-স্বরূপ মায়াধীনগণের কণ্ঠের কবল হইতে বিমুক্ত করিয়া কৃষ্ণভক্তির যে পূত-ধারা কলির জীবের উদ্ধারের জন্য এই মর্ত্যভূমিতে প্রবাহিত করিয়াছ, তাহাতে আজ পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত নরনারী অবগাহন করিয়া মানব-জন্ম সার্থক করিবার ভাগ্য অর্জ্জন না করিলেও, তাহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ-মূলে কোন কথা বলিতে শঙ্কা রাখেন—এরূপ ব্যক্তি পৃথিবীতে আছেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। সর্ব্বত্র এই ধর্ম্মের বহুল প্রচার ও আদর দর্শন করিয়া মনে হইতেছে যে, ইহা তোমার প্রভুর ভবিষ্যৎ-বাণী সফল করিয়া অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, এবং তোমার দ্বারাই তোমার প্রভু এই কার্য্য সাধন করাইয়া লইবেন। এইখানে একটি কথা বলিতে আমাদের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে, এবং তাহা এই যে, তোমার দ্বারা প্রভুর এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া আজ তোমার এই আবির্ভাব-বাসরে তোমার ভক্ত এবং পারিষদবর্গসহ দিব্যসূরিগণ তোমার প্রভু এবং তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ তোমার নামে মহানন্দে জয়গান করিয়া হৃদয়ের ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। সেই আনন্দের ধ্বনি আমাদের এই ভক্তিহীন জঘন্য-কন্দরেও নিনাদিত হওয়াতে, আমরা আসামের কতিপয় তোমার দরিদ্র, নিরক্ষর, নিম্ন-নামের অযোগ্য ব্যক্তি, তোমার অন্যান্য সম্পদশালী, যোগ্য, নিম্ন-সমূহের অনুকরণে "হাতীরও দুই দাঁত, আমারও দুই দাঁত" বলিয়া মুষিক-শাবকের হস্তীর সমস্পর্দ্ধা হইতে যাওয়ার ন্যায়, অদ্য তোমার রাতুল চরণ-যুগলে ভক্তির অঞ্জলি প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

প্রভো! বলিতে বড় দুঃখ ও লজ্জা হইতেছে যে, তুমি আমাদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমাদের নিকট যে ধন গচ্ছিত রাখিয়াছিলে, আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সমস্তই খোয়াইয়া নিজের অযোগ্যতা প্রদর্শনের জন্যই আজ তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তুমি এই মূলধন বিনষ্টকারী, অবিশ্বাসী, অধমর্ণদিগকে দেয় শাস্তি বিধান করিয়া, তাহাদের প্রতি একবার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত কর, এবং

"জানে বা না জানে গায় গীত।
গোঁসাই বলে আমার হিত॥"

এই নীতি-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক আমাদের জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত সমস্ত অপরাধ এবং ত্রুটী ক্ষমা করিয়া দীনগণের এই ভক্তির অঞ্জলি গ্রহণ কর।

আসাম,
২৭শে মাঘ
১৩৩৪।

প্রণত,
শ্রীশ্রীচরণের
আসামের দীন সেবকবৃন্দ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৮ই চৈত্র ১৩৩৪, ৩১শে মার্চ্চ, ১৯২৮ | ৩২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার
চতুস্ত্রিংশৎ বার্ষিক
অধিবেশন-বিবরণী
৪৪২ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস ১লা বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪২, ২০শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ৭ই মার্চ্চ খৃষ্টাব্দ ১৯২৮ বুধবার প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীশ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের শ্রীনাট্য-মন্দিরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার চতুস্ত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন হয়। সমবেত বহু বৈষ্ণব, সভ্য ও সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে মাত্র কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, (২) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, (৩) পণ্ডিতবর্য্য শ্রীমদ্ অদ্বয়জ বিষ্ঠুলাচার্য্য বৈষ্ণবেদান্তবিদ্যান্-বেদান্তবাচস্পতি, (৪) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-সাঙ্খ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ-সুদর্শন-বাচস্পতি, (৫) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, রেভেন্স কলেজ, কটক, (৬) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, কলিকাতা, সিটি কলেজ, (৭) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম,এ, কলিকাতা (৮) শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি, এল, রাজগঞ্জ, (৯) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল, (১০) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি, এল, (১১) শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক প্লিডার, কটক, (১২) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত ডি, এস্ পি, বরিশাল, (১৩) শ্রীযুক্ত শারদামোহন পাল, ব্যাঙ্কার, রাজগঞ্জ, (১৪) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, (১৫) শ্রীযুক্ত দীননাথ গড়াই জমিদার ও ব্যাঙ্কার, চিরকুণ্ডা, মানভূম, (১৬) শ্রীযুক্ত আই, এন, চন্দ্র, মার্চ্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কার, নিরসাচটী, মানভূম (১৭) শ্রীযুক্ত রমানাথ রায়, জমিদার, ডুমুরকোন্দা, মানভূম, (১৮) শ্রীযুক্ত নবীচরণ রায়, মার্চ্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কার, কলিকাতা, (১৯) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,ভক্তিভূষণ,লেবেণ্ডাদার খুলনা মহকুমা কোর্ট, (২০) ডাক্তার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ, খুলনা (২১) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মার্চ্চেণ্ট কলিকাতা, (২২) শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রামলেদপুর, (২৩) শ্রীযুক্ত যদুজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, কোলাঘাট,(২৪) শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় চব্বিশ পরগণা, (২৫) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, দানবাদ, (২৬) শ্রীযুক্ত

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান, (২৭) শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, কোচবিহার, (২৮) শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সরকার বি,এল,কাশপুর, (২৯) শ্রীযুক্ত নিমানন্দদাস অধিকারী বি, এ, জি, বি, টি, আসাম, (৩০) শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ বসু, বি, এ, শিক্ষক শ্রীপুর হাইস্কুল, (৩১) শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার,সম্পাদক নদীয়া-প্রকাশ,(৩২) শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসাধিকারী, সাহিত্যভূষণ, পুরাণরত্ন—নারমা, (৩৩) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, খুলনা, (৩৪) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ময়মনসিংহ, (৩৫) শ্রীযুক্ত ভূধরকান্ত ভৌমিক, জলপাইগুড়ি, (৩৬) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মিয়া, কবিভূষণ, চাঁইবাসা, (৩৭) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিষ্ভূষণ, নদীয়া, (৩৮) শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিরত্নাকর, বানরাদ, (৩৯) শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক বানরাদ, ৪০) শ্রীযুক্ত এম,এস্ গণেশ আয়ার,(৪১) শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দদাস অধিকারী নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, (৪২) শ্রীযুক্ত কালীনাথ দাশ গুপ্ত, ত্রিপুরা, (৪৩) শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত, মার্চ্চেণ্ট, ঢাকা, (৪৪) আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (৪৪-ক) শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, (৪৫) আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদ্মা-বিদ্যাভূষণ বি, এ, (৪৬) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ, (৪৭) শ্রীযুক্ত ঈশান প্রভু দাস অধিকারী ভক্তিবিপ্রহ, (৪৮) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, (৪৯) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কলিবৈরি বেদান্তভূষণ, (৫০) শ্রীযুক্ত পরমানন্দব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, (৫১) শ্রীযুক্ত-বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, (৫২) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র প্রভৃতি শতশত।

মধ্যোপদেষ্টক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে এই অধিবেশনের সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে উপস্থিত সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-সাঙ্খ্য-বেদান্ত-বড়্দর্শনতীর্থ-সুদর্শন-বাচস্পতি মহাশয় উক্ত প্রস্তাব পরম ভক্তিভরে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সমবেত সভ্যগণের নিকট বলেন,—"আমার ন্যায় নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তি এরূপ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ না করিয়া কোন যোগ্য ব্যক্তি অদ্যকার সভার সভাপতিরূপে বৃত হইলেই ভাল হয়, আমার প্রার্থনা যে, কোন যোগ্য ব্যক্তিকে এই সভার সভাপতির আসন প্রদান করা হউক।" শ্রীল প্রভুপাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সভার সভ্য-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে পুনরায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয় সভা-মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আদর্শ বৈষ্ণব-বরোচিত স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ আপনাকে এই সভার সভাপতির অযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিলেও সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীল প্রভুপাদই এই বৈষ্ণব-সভার সভাপতির আসন-গ্রহণে একমাত্র সুযোগ্য পুরুষ। অতএব আমরা সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার শ্রীচরণে একান্তভাবে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তিনি যেন দয়া করিয়া আমাদের এই আবেদনটী প্রত্যাখ্যান না করেন। এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তিনি আমাদিগকে উৎসাহিত ও কৃতার্থ করুন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রার্থনা-সূচক-প্রস্তাব সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয় সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিলে তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সম্পাদকের সহযোগিত্বে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ গত বৎসরের শ্রীধাম-প্রচারিণীর সভার বার্ষিক-বিবরণী পাঠ করেন। সদ্বৈষ্ণব-জনাশ্রয় অমূল্য সম্পত্তিগ্রাহী শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গপ্রভু শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে প্রস্তাব করেন যে, এই ধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ সভার সভাপতির আসনে সমাসীন ছিলেন—পরম-শ্রীল রাজকুল-ধুরন্ধর স্বাধীন-ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্ম-মাণিক্য বাহাদুর, তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তিতে শ্রীধাম-প্রচারিণীর সাধারণ সভার সভাপতির আসন তাঁহার সুযোগ্য বর্ত্তমান ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ শ্রীবীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্ম-মাণিক্য বাহাদুর গ্রহণ করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র আশ্রয় প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমদ্ভাগবত-বিগ্রহ-দাতা, বদান্যবর, স্বধামপ্রাপ্ত মহারাজ বীরচন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, তাঁহার বৈষ্ণবজনাশ্রয় পুত্র মহারাজাধিরাজ বারাণসী লব্ধ ধর্ম্মরাজ মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম-

মাণিক্য বাহাদুর ক্রমান্বয়ে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতির পদ সমলঙ্কৃত করিয়া সেবাবিধান করিয়াছেন। সম্প্রতি পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহের আচরিত অনুসরণে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ সভার সভাপতির পদে অভিষিক্ত হইবেন। সভার পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হইতেছে। নিত্যানন্দাবয় পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর এই সাধু-প্রস্তাব সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ, মহাশয় সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীসচ্চিদানন্দ বিদ্যাবিনোদ কার্য্যনির্ব্বাহিকা সভার সম্পাদকীয় সঙ্ঘ হইতে প্রস্তাব করেন যে, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ, জমিদার সেরপুর নগর, ময়মনসিংহ, সাধারণ-সভার সম্পাদক-পদে অভিষিক্ত আছেন; কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন এবং তাঁহাকে অধিক দূরে অবস্থান করিতে হয় বলিয়া অনেক সময়েই তাঁহার সুচিন্তিত ও আবশ্যকীয় সহায়তা আমরা পাইতে পারি না। অতএব সভার পক্ষ হইতে আমরা প্রস্তাব করি যে, কটকের সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ-উকিল, বঙ্গ-উড়িষ্যার লব্ধপ্রতিষ্ঠ রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু বাহাদুরকে তাঁহার অনুমোদনসাপেক্ষে সভার অন্যতর সম্পাদক-পদে বরণ করা হউক। সভার পক্ষ হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মগণ শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার কার্য্যকরী-সমিতির সভ্যপদে মনোনীত হন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর প্রস্তাবে এবং শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে চিরকুণ্ডার জমিদার (১) শ্রীযুক্ত দীননাথ গড়াই, শ্রীপাদ বনমহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে ডুমুরকোন্দার জমিদার (২) শ্রীযুক্ত রমানাথ দেবশর্ম্মরায়, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (৩) বীরভূমের জমিদার, মার্চ্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর প্রস্তাবে ও শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের সমর্থনে (৪) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ঘোষ বি, এ, মহাশয়, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (৫) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ, মহাশয়, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সমর্থনে (৬) ধানবাদপ্রবাসী শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের প্রস্তাবে এবং ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের সমর্থনে (৭) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সমর্থনে (৮) রায়পাহের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল জমিদার মহাশয়, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু মহাশয়ের সমর্থনে (৯) মেদিনীপুর-কোলাঘাট-নিবাসী শ্রীযুক্ত স্বরজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি, এল, মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের সমর্থনে (১০) রাজপঞ্জনিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল মহাশয়, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ বন মহারাজের সমর্থনে (১১) বরিশাল-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত ডি, এস্, পি মহাশয়, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ গিরিমহারাজের সমর্থনে (১২) শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র গড়াই মহাশয়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত ডি, এস্, পি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের সমর্থনে বরিশালনিবাসী (১৩) সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজিৎ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের সমর্থনে চব্বিশ পরগণা বেড়াচাঁপা-নিবাসী (১৪) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্ম-গড়গড়ি মহাশয়, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সমর্থনে ধানবাদ-নিবাসী (১৫) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (১৬) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কর মহাশয় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী-সমিতির সভ্যপদে বৃত হইলেন।

অতঃপর শ্রীসভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রেরিতমহাত্মগণকে তাঁহাদের সেবার উপলক্ষে এবং ভগবদীয়

প্রশংসামুখে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। পণ্ডিত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর আদর্শ হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আচার্য্যত্রিক প্রভুর ন্যায় মহাপুরুষের গুণ-কীর্ত্তন করিবার গুরুভার তাঁহার উপর ন্যস্ত না হইয়া শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর উপর ন্যস্ত হইলেই যুক্ত হইত। বৈষ্ণব-ঘর অনন্ত বাসুদেব প্রভু, আচার্য্যত্রিক প্রভুর অ-ন্ত-গুণাবলী বর্ণন করিলে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইতাম। আচার্য্যত্রিক প্রভুকে তাঁহার বাহ্য-চেষ্টায় দেখিয়া কোন অক্ষজ-জ্ঞানবাদী মৎসর-ব্যক্তি কিছুই চিনিতে পারিবেন না। বাহিরের চেহারা দেখিয়া 'বৈষ্ণব' চিনা যায় না। আচার্য্যত্রিক প্রভুর বৈষ্ণবতা সম্পূর্ণ সহজ-সরল-বৈষ্ণবতার আদর্শ। জগতে কৃত্রিম-বৈষ্ণবতার উদাহরণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে 'ধারকরা'-বৈষ্ণবতা, 'লোক-দেখান'-বৈষ্ণবতা, 'দালান-বৈষ্ণবতা' ও 'প্রাতীতিক বৈষ্ণবতা' লইয়া 'বৈষ্ণব' নামে পরিচিত হন। কিন্তু আচার্য্যত্রিক প্রভুর বৈষ্ণবতা সম্পূর্ণ সহজ ও সরল বৈষ্ণবতা; ইহাতে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতার ছায়া নাই, লেশমাত্র অনুকরণের ভাব নাই, ইহা যেন গঙ্গোত্রী-ধারার মত অতি স্বাভাবিক-ভাবে প্রবাহিত হইয়া অনুক্ষণ গুরু-গান-পদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতেছে। এরূপ সহজ-বৈষ্ণবতা গুরুসেবায় যুক্ত-প্রগ্রহ-বৃত্তি লইয়া অনর্গল প্রবাহিত। আচার্য্যত্রিক প্রভুর নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তৎসঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞেয়ভাবে তাঁহার আদর্শ-গুরুসেবার রূপটী সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। নিষ্কপট-গুরুসেবা-বৃত্তিটী যেন 'বিগ্রহ' ধারণ করিয়া আচার্য্যত্রিক প্রভুরূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। অনেক ধর্ম্মোন্মত্ততা—গৌড়-লিকতা—মনের খেয়াল ও পাষণ্ডতা প্রভৃতি ইতর ব্যাপারকে গুরুসেবার আদর্শ বলিয়া জগতের বাজারে বিকাইতে দেখা যায়, কিন্তু বাস্তব-সত্য—পরমসত্য—নিত্যসত্য সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে নিষ্কপটা স্বাভাবিকী-অহৈতুকী পরা ভক্তির পরাকাষ্ঠা কিরূপ হইতে পারে, তাহার আদর্শ—শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু। আচার্য্যত্রিক প্রভুর কথা কহিবার কথা নহে—সভা-সমিতিতে সাধারণের নিকট বলিয়া বুঝাইবার বিষয়ও নহে, কারণ আমার ন্যায় অনেক আনর্থ-কেশাগ্র বৈষ্ণব-বিদ্রোহী মৎসর-ব্যক্তি এ সকল কথা শুনিয়া উহাদিগকে অর্থবাদ, অতিস্তুতি বা তোষামোদের কথা মনে করিবে কিম্বা আমাকে কোন পক্ষপাত-দোষদুষ্ট ধর্ম্মোন্মত্ত বিচারবিহীন ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিবে। আচার্য্যত্রিক গুরুর সেবার আদর্শ প্রভৃত মঙ্গলেচ্ছু সেবা-কাঙ্ক্ষি-শক্তির উপলব্ধি করিবার বিষয়—নিরন্তর অনুধ্যান করিবার বিষয়—লক্ষ্যস্থলই জীবনে ধ্রুবতারারূপে বরণ করিবার বিষয় আর লক্ষ্যপ্রাপ্ত জীবনে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার বিষয় আমরা উপনিষদে, পুরাণে, স্মৃতিতে গুরুসেবার ও গুরুসেবকের অনেক আদর্শের কথা শুনিয়াছি কিন্তু সেগুলি গল্পের কথার মতই আমাদের ধারণা বা উপলব্ধির বিষয় হয় নাই। আমরা কত কোটি কোটি জন্মের সৌভাগ্য-ফলে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে গুরুসেবা-পরাকাষ্ঠার মূর্ত্ত-বিগ্রহত্ব দেখিতে পাইতেছি—আচার্য্যত্রিক প্রভুতে। এ সকল কথা বহির্প্রজ্ঞা-চালিত-সমাজে বিকাইবে না, বিকাইবার কথাও নহে। কোটি কোটি জন্ম পরম পুণ্যবান ও পার্থিকের আদর্শ জীবন যাপন করিবার পরও কেহ তাহার গুণাবলীর একটী কণিকাও বর্ণন করিতে সমর্থ হইতে পারে না। ইহা কাব্যের কথা নহে—বাগাড়ম্বর নহে—উপন্যাসের ভূমিকা নহে, ইহা নিষ্কপট অনুভূত সত্য—হৃদয়ের অন্তস্তলের কথা। আচার্য্যত্রিক প্রভুর শুদ্ধ-সহজ-বৈষ্ণবতা ও যুক্ত-বৈরাগ্যের যথার্থ অনুসরণ করিতে না পারিয়া যাহারা উহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবে, কিম্বা কোনরূপে মাৎসর্য্য-বশতঃ তাঁহার চরণে অপরাধ করিবে, তাঁহারা নিশ্চয়ই শুদ্ধ-গৌরাঙ্গ-সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সিদ্ধান্ত। আচার্য্যত্রিক প্রভুর মত পরম দয়াল আর নাই, নিজ চরণে সহস্র অপরাধকারীকেও তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষমা করিয়া তাহার অপরাধক্ষালনের অবসর প্রদান করেন। নিত্যানন্দ হইতে নিত্যানন্দ-সেবকের দয়া আরও বেশী। ভিন্ন ভিন্ন সেবা-পটুতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুরু-সেবক ধন্যবাদার্হ বটে, কিন্তু সকলের প্রাপ্য ধন্যবাদের উপরে গৌরবের নিত্যকাল নৃত্য করিবে—আচার্য্যত্রিক প্রভুর গুরু-প্রসাদ-লব্ধ ধন্যবাদ। বিশেষ-বিশেষ বিভাগে গুরুসেবকগণ তাঁহাদের সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করেন, কিন্তু সকলের সমগ্র সেবা-চেষ্টার নিয়ামক বা সর্ব্ববিভাগে সকলের যে সেবা-চেষ্টা তাহার মূল উৎসস্বরূপ

এই আচার্য্যাত্মিক প্রভু। আমার কেবল এই দুঃখ হইতেছে যে, তাঁহার বৈষ্ণবগুণাবলী কোটি কোটী জন্মেও আংশিক ভাবে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না; কোনও জন্মে তাঁহার পদপ্রান্তের একটী ধূলি হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলে তাঁহার সহিত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অধিকার পাইব বলিয়া আশা পোষণ করি,—ইহাই যেন আমার একমাত্র নিষ্কপট আশাবন্ধ হয়। শত শত অন্যাভিলাষ জর্জ্জরিত হৃদয় যেন অন্য কোন বাসনা স্রোতে টানিয়া ফেলিয়া আমাকে এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত না করে—ইহাই গুরু-বৈষ্ণব-চরণে আমার প্রার্থনা হউক।

অতঃপর শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, এল এল ডি, সি, আই, ই ইত্যাদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতপূর্ব্ব ভাইস্ চেন্সেলার মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন যে, তার সর্ব্বাধিকারী মহোদয় বিশেষ অমায়িক ও সজ্জন-পুরুষ। তিনি অনেক সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রৌতপন্থী প্রচারকগণকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মুখে শ্রীগৌর-সুন্দরের কথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচিত ও শিক্ষিত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শুনিবার অবসর প্রদান করিয়া প্রভূত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। তিনি নিজেও অনেকবার শ্রীল প্রভুপাদের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে শুদ্ধভক্তিকথা-প্রচারে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তার সর্ব্বাধিকারী মহোদয় ভারতবর্ষের বহু গণ্য-মান্য ও পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট শ্রীল প্রভুপাদকে 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একজন পবিত্রতম ও সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য' এবং 'সর্ব্ববৈষ্ণব-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত'-বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক নিজ মহানুভবতা ও মহাপুরুষ-গুণগ্রাহিতার সাক্ষ্য দিয়াছেন। অতএব সেই মহানুভব-পুরুষকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইতেছে।

আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, আজমীরের শ্রীমান্ হরিবিলাস সর্দ্দা এম, এল, এ মহোদয় শ্রীগৌর-সুন্দরের কথা-প্রচারে সহায়তা এবং আচার্য্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সজ্জনতার পরিচয় দিয়াছেন; অতএব তিনি শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য।

অনন্তর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বলিলেন যে, মির্জ্জিকের প্রসাদী বৃন্দাসহস্র-নিবাসী শ্রীমান্ ঠাকুর সাহেব টিকম সিংজী মহোদয় নৈমিষারণ্যে মহাপ্রভুর কথা-প্রচারে যেরূপ অনুকূলনীয় সেবা-চেষ্টা এবং অপূর্ব্ব আচার্য্য-পূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই গৌর ও গৌর-ভক্তগণের কৃপা-কটাক্ষে পতিত; শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে গৌর-কৃপাশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

অতঃপর শ্রীপাদ বন মহারাজ বলিলেন যে, সীতাপুরের এক্সিকিউটীভ্ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমান্ মদনমোহন সর্দ্দানা মহোদয় শ্রীনৈমিষারণ্য ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা-প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার সেবার বশ্যই হইয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা আজ তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বলিলেন যে, পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে ভক্ত-নয়নাভিরাম অপূর্ব্ব-দর্শন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহযুগল প্রদান করিয়া ভক্তগণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন; অতএব শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বলিলেন যে, কলিকাতানিবাসী স্বধর্ম্ম-পরায়ণ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শ্যামচরণ অধিকারী মহোদয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের একটী সুবৃহৎ অপূর্ব্ব সিংহাসন নির্ম্মাণ এবং প্রতি উৎসবের সময় শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারাদি সেবার ভার গ্রহণ করিয়া যেরূপ বৈষ্ণব-গৃহস্থোচিত সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি নিশ্চয়ই গৌর ও গৌর-ভক্তগণের কৃপা-দৃষ্টিতে পতিত। অতএব শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হইতেছে। তাঁহার অকৃত্রিমবন্ধু শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সেবন-বৃত্তিও সমধিক প্রশংসার্হ।

অনন্তর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু বলিলেন যে, শিলাগড়ের জমিদার শ্রীমান্ ঠাকুর সাহেব কুশল সিংজী

শ্রীনৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-প্রচারে যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অনন্তর শ্রীপাদ বনমহারাজ বলেন যে, জয়পুরের মহামহিম ধর্মপরায়ণ সজ্জন পুরুষ রাজরাণ সাহেব সংগ্রাম সিংহদেব রাজপুতনার বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের কথা-প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীধাম প্রচারিণী সভা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ, শ্রীযুক্ত অধিষ্ঠানরণ দেবাবান্ধব মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই সেবা-প্রাণ ব্যক্তি শ্রীধাম-মায়াপুরে অধিষ্ঠানরণ বেদ-বিদ্যালয়ের গৃহাদি-নির্মাণে আনুকূল্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি গৌর ও গৌর-ভক্তগণের কৃপাকটাক্ষে পতিত, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

অতঃপর শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয় শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভক্তিমধুকর মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই মহাশয় ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য মঠের উনত্রিংশৎ চূড়াবিশিষ্ট অপূর্ব শ্রীমন্দির নির্মাণের আনুকূল্য করিয়াছেন। এইরূপ নূতন ধরণের সুরম্য শ্রীমন্দির আর কোথাও নাই। শ্রীধাম মায়াপুর ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ভূমি। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এখন হইতেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু লোক এই শ্রীধাম-দর্শন ও বর্ত্তমান-যুগের শুদ্ধভক্তি-স্রোত এবং সংসাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের মহা-সমন্বয়-বিধায়কারী অচিন্ত্যভেদাভেদ-সুসিদ্ধান্ত যে মূল আকর স্থান হইতে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের আকরপীঠের পূজা করিবার জন্য সমাগত হইতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীর সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এই স্থানে সমাগত হইয়া এই মহা-চিৎ-সমন্বয়-সুসিদ্ধান্ত-প্রচারের আকরপীঠ দর্শন করিতে করিতে গৌর-প্রিয়তম আচার্য্যের মহা-মহত্তার কথা কীর্ত্তন করিবেন। সুতরাং এই স্থানে যিনি এরূপ অপূর্ব শ্রীমন্দির নির্মাণের আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়া সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে প্রস্তর-মণ্ডিত অলিন্দ বা জগমোহন নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাও ভক্তিমধুকর মহাশয়েরই আনুকূল্যে। আশা করি, তিনি এই পরম শুভ-সেবাকার্য্যে 'তূর্ণ' যত্ন বিধান করিয়া আমাদিগকে অধিকতর উৎসাহান্বিত করিবেন এবং সেবার ঔজ্জ্বল্যও যাহাতে আরও উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য তিনি আন্তরিক যত্ন করিয়া তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ সুদৃঢ় ও অক্ষয় করিবেন। তাঁহার এই মহৎকার্য্যের জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

অনন্তর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বানবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ধর্মশীল ও উদারচেতা পুরুষ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে দেশ-দেশান্তর হইতে সমাগত যাত্রিগণের জন্য একটী ধর্ম-শালা নির্ম্মাণের ব্যবস্থার বচন করিয়া স্বীয় ধর্মপরায়ণতার আদর্শ ও অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীধাম প্রচারিণী সভা এই ধর্মপ্রাণ মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ধর্মপরায়ণ, পরমসজ্জন, সাধুহৃদয় পুরুষ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভগবৎ-সেবা-প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে গৌরাশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই মহাশয় সত্যকথা-প্রচারে বিপুল উৎসাহ ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করিতেছেন, এমন কি ব্যক্তি গত নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সত্যকথা প্রচারের জন্য উদ্যমের কোনও ত্রুটী নাই, বিশেষতঃ তিনি সরলপ্রাণ, উচ্চহৃদয় ও সাধুকার্য্যে সর্ব্বদা অগ্রসর। তাঁহার এই সেবোৎসাহের ফলে তিনি অল্পকাল মধ্যেই গৌর ও গৌর-ভক্তগণের কৃপা-দৃষ্টিতে পতিত, শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা তাঁহাকে গৌরাশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীপাদ গিরিমহারাজ মধুপুর-গড়ের রাজা পরম-ভাগবত বীরবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বীরনরেন্দ্র মহোদয়ের সম্বন্ধে বলেন যে, ইনি উত্তরপ্রদেশে শ্রীগৌরসুন্দরের কথা-

প্রচারে ও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার জন্য যেরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। কটক-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মপ্রাণ ও সত্যানুসন্ধিৎসু। তাঁহারা কটক শ্রীগঙ্গিদানন্দ মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশাদির জন্য স্বয়ং ও অন্যের দ্বারা যেরূপ-ভাবে সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা গৌর ও গৌর-ভক্তগণের কৃপাশীর্ব্বাদভাজন; শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মিত্র ইঞ্জিনীয়ার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই প্রবীণ ইঞ্জিনীয়ার বাবু যেরূপ উৎসাহের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির ও ভক্তগণের ভজনগৃহ-আবাসাদি নির্ম্মাণে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেরূপ উৎসাহ ও উদ্যম যুবক-গণের মধ্যেও দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীমন্দির, শ্রীনাট্য-মন্দির, পুরুষোত্তমে শ্রীভক্তিকুটীর-সংস্কারাদিকার্য্যের অধিকাংশই এই ইঞ্জিনীয়ার বাবুর তত্ত্বাবধানে সাধিত হইয়াছে; এখনও শ্রীধামপুরে আসিবার পথে শিবের ভোবার যে একটী পাকা সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, সেই কার্য্যও তাঁহারই সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। তিনি নিঃস্বার্থভাবে এই সকল সেবা করিতেছেন। অতএব শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিতেছি।

অনন্তর শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ বলিলেন যে, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রাচীনতম সভ্য স্বনামধন্য ভক্তিসুহৃৎ মহাশয়ের সুযোগ্য সুপুত্র ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্রবিদ্যাভূষণ ও পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয় পিতৃদেবের স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ শ্রীধাম-মায়াপুরে একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা-সংযুক্ত অত্যুচ্চ ও সুপ্রশস্ত সিংহদ্বার বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া যেরূপ মহা উচ্চ অঙ্গীকরণ ও পিতৃভক্তির আদর্শের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থমাত্রেরই অনুসরণীয়। তাঁহারা সত্য সত্যই শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সেবা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। আশা করি, তাঁহাদের সেবোৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করিবে; শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ও পুলিন বিহারী মিত্র মহাশয়দ্বয়কে গৌরাশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

অনন্তর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই সদ্বংশ-সম্ভূত, উদারচেতা, প্রবীণ, বিচক্ষণ মহাশয় ব্যক্তি বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত অসংখ্য বিদ্যার্থী এবং যাত্রিগণের থাকিবার স্থানের স্বল্পতা এবং শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণের নিঃস্বার্থ-সেবার আদর্শ দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তিনি শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের নিকট শ্রীধামাগত যাত্রিগণের থাকিবার জন্য একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণার্থ আশাতীত পঞ্চ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত চন্দ্র মহোদয় এরূপ সাধু-কার্য্যে আনুকূল্য প্রদান করিয়া একাধারে তাঁহার নিজ মঙ্গল-বরণ ও তৎসঙ্গে অপরকে শ্রীধামে অধিক কাল অবস্থান করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অবসর প্রদান করিলেন। তাঁহার ভাগ্যের সীমা নাই! স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রাদি দেবতাগণও কোটি জন্ম তপস্যা করিয়া এরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। কর-পল্লব যে দান, তাহা ক্ষণস্থায়ী নশ্বর-সুখাদিপ্রদায়ক মাত্র, কিন্তু ভক্তি-প্রচার ও ভগবদ্ভজনকারী ভক্তের সেবানুকূল্যে যে সকল চেষ্টা, তাহার তুলনা হয় না। সুতরাং পরমভাগবত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয়ের ভাগ্য বড়ই শ্লাঘনীয়; শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হইতেছে।

অনন্তর শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিতত্ত্বাকর মহোদয় চির-কুণ্ডার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত দীননাথ গড়াই মহোদয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি শ্রীধামাগত বিদ্যার্থী-যাত্রিগণের জন্য শ্রীচৈতন্য মঠে একটী সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের ব্যয়-ভার গ্রহণ করিয়া যথার্থই হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার এই আদর্শ বহু সেবোন্মুখ ব্যক্তিকে এরূপ সাধু-কার্য্যে নিয়োগ করিবে সন্দেহ নাই; শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হইতেছে।

তুমুরকোলার জমিদার শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় মহাশয় শ্রীধাম ও নামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের কথা প্রচার কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার উচ্চহৃদয়, সরল

ব্রাহ্মণ স্বভাব এবং সেবা-আগ্রহতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অনন্তর শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি. এ, মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আমাদের পণ্ডিত মহোদয় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য যেরূপ স্বার্থ-ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, বিদ্যাপীঠ ও শ্রীগ্রন্থ প্রচারের সেবাকল্পে পরম উৎসাহভরে অক্লান্তভাবে অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয় ঢাকা শ্রীধাম-গৌড়ীয় মঠের জন্য বিভিন্ন ভাবে ব্যয় এবং প্রতি বৎসর বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাবলী-প্রচারের আনুকূল্য বিধান করিয়া গৌর ও গৌর-ভক্তগণের কৃপাভাজন হইয়াছেন। শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয় মঠের গত উৎসবেও তিনি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত শ্রীভজনরহস্য' নামক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীধাম-প্রচারেরও বিভিন্ন ভাবে সেবা করিতেছেন। অতএব শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে গৌরাশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন অধিকারী সাহিত্যভূষণ পুরাণপুর মহাশয় তাঁহার লিখনী-দ্বারা দৈনিক "নদীয়া প্রকাশে"র সাহিত্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও সেবা করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সেবার সহায়তা করিতেছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে গৌরাশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

অনন্তর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ওঁ-বৈষ্ণব-সেবৈক-প্রাণ নিষ্কপট সেবকাদর্শ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অমূল্য-কৃষ্ণ সরকার মহোদয়ের প্রশংসা-প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় যে আচার্য্যত্রিক শ্রীগৌর-কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর গুণাবলী-কীর্ত্তন-সমর্থন-মুখে আচার্য্যত্রিক প্রভুকে গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণের আদর্শ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি বলি আচার্য্যত্রিক প্রভু শুধু গৃহস্থ-বৈষ্ণবের আদর্শ নহেন, তিনি আমাদের ন্যায় কোটি কোটি সন্ন্যাসীর গুরুদেব, তাঁহার সেবা-চেষ্টা সন্ন্যাসিগণেরও আদর্শ-স্থানীয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুসরণকারী ও তাঁহার প্রতি পরম-শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট নিষ্কপট গুরু-বৈষ্ণব-সেবৈক-প্রাণ ভাগবত আমাদের প্রণম্য অমূল্য দাদা। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে গৌর-কথা-প্রচারের একজন পরম সহায়কারী, তাঁহার গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীবৃন্দাবন্য-বিভূষণ-শ্রীলোকনাথ-গোস্বামি-গণাবতংস পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রমানাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেরূপ নিকপটভাবে শ্রীধাম-বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের সংরক্ষণ ও সেবাদি করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। বৃন্দাবন-বাসী প্রবীণ সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ গোস্বামি-পাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের উৎসবাদি-কার্য্যে যেরূপ নানাবিধ ভাবে সাহায্য এবং মঠ-সেবকগণকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গোস্বামী প্রভু শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচার এবং শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচার-কার্য্যে তথা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-প্রচারে অত্যন্তনীয় অথবা উৎসাহভরে অপ্রাকৃত-সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, অন্যান্য বিষয়ী-বিমুখগণকেও এই নিত্যানন্দবংশ গোস্বামী প্রভু 'যেন কেনাপ্যুপায়েন' গৌর-নিত্যানন্দের সেবায় উন্মুখ করিয়া তাহাদের মঙ্গল-সাধন করিতেছেন, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার অশেষ গুরু-কৃপা-প্রাপ্তির ফল। শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অনন্তর শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, মহাশয় খুলনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত ব্রজলাল ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই মহোদয়-দ্বয় বর্ত্তমান বর্ষে খুলনায় মহাপ্রভুর কথা প্রচারকালে বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ এবং মহাপ্রাণতা ও বিশেষ সজ্জনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

অনন্তর শ্রীপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজের প্রশংসা-কীর্ত্তন-মুখে বলেন যে,

ভারতী মহারাজ অতীব পরিশ্রম-সহকারে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসবের নানাবিধ সেবা-কার্য্য করিয়াছেন, শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র এম, এল, সি, চেয়ারম্যান কটক, শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র পট্টনায়ক জমিদার, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র হাজরা, শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক প্রভৃতি বদান্যগণ মহাত্মগণ উড়িষ্যা-প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন; শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে এই সকল সজ্জনকে গৌরাশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদান করা যাইতেছে। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধামোহন পট্টনায়ক ডেপুটী কালেক্টার, কটক, যেরূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ, সত্যনিষ্ঠা ও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং উড়িষ্যা-প্রদেশে পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারে নানাভাবে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি গৌর-ভক্তগণের কৃপা-কটাক্ষে পতিত, শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হইতেছে।

অনন্তর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু রাজগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি, এল মহাশয়ের সজ্জনতা, সেবা-চেষ্টা ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবে প্রীতি প্রভৃতি গুণাবলী উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ধর্ম্মপ্রাণ, উদারচেতা শ্রীযুক্ত হরিনাথ মল্লিক মহাশয় হরিকথা-প্রচারের আনুকূল্য করিয়া মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করায় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে শ্রীযুক্ত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু কোচবিহারের স্বাননীয়া মহারাণী মহোদয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই মহারাণী মহোদয়া নানাবিধয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা শ্রবণে কিয়ৎকাল নিয়োগ করিয়াছিলেন; তিনি প্রচারকগণকে অভ্যর্থনা প্রদান করিয়া স্বয়ং ভূমিতলে উপবিষ্ট হইয়া হরিকথা-শ্রবণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং গত বৎসর তাঁহার প্রতি-নিধিকে শ্রীধামে প্রেরণ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবে সমাগত যাত্রিগণকে একবেলা মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সেবা-চেষ্টার জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ দিল্লী-প্রবাসী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই মহাশয় ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দিল্লী ও কুরুক্ষেত্রে মহাপ্রভুর কথা-প্রচারকালে যেরূপ নিষ্কপট গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-কটাক্ষে পতিত; শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে গৌরাশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

অনন্তর পুরীমহারাজ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্র দাস অধিকারী মহাশয়কে শ্রীমায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ এবং পঞ্চতত্ত্বের সেবার আনুকূল্যাদির ভার গ্রহণের জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর অরণ্য মহারাজ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মহাপ্রভুর বিষয়-সম্পত্তি-রক্ষণ-সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্যকে চাঁপাহাটী শ্রীগৌর-গদাধর মঠের স্থানাদি বিস্তার, অন্নভারাদি দ্বারা সেবার ঔজ্জ্বল্য, যাত্রা-মহোৎসব ও যাত্রিগণের থাকিবার স্থানের সুব্যবস্থাদি, শ্রীভাগবত প্রেস ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেসের পর্য্যবেক্ষণাদি সেবা-কার্য্যের জন্য প্রশংসা করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ অরণ্য মহারাজের সেবার প্রশংসা করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয়, আদর্শ গুরু-বৈষ্ণব-সেবক শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারীর নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ব্রহ্মচারী মহোদয় নিদ্রা, আহার পরিত্যাগ করিয়া সযত্নে মহাপ্রভুর ভোগ-দ্রব্যাদির ভাণ্ডারাদি রক্ষা করিতেছেন এবং বৈষ্ণব-বৃন্দের সেবা করিতেছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

অনন্তর সভাপতিবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে কতিপয় গৌর-প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃ-গণকে শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ভক্তি-সূচক সম্মানে বিমণ্ডিত করিয়া বলেন—

গৌর-ভক্তগণের প্রদত্ত 'গৌরাশীর্ব্বাদ' প্রাকৃত উপাধি-ব্যাধি নহে, ইহা জীবের নিত্য পরিচয়, ইহা সাধন কালে স্বরূপের উদ্বোধনকারী এবং কৃষ্ণদাস্যসূচক নাম বলিয়া সিদ্ধিকালেও ইহাই স্বরূপের পরিচায়ক; সুতরাং কোন অবস্থায়ই অনিত্য বলিয়া পরিত্যাজ্য নহে। কর্ম্মবৈরাগী, মায়াবাদী বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণ নিত্যস্বরূপের পরিচয়কে অনিত্যবিরূপের পরিচয় বা উপাধির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া 'নিত্য' ও 'অনিত্য', 'স্বরূপ' ও 'বিরূপ' 'সেবা' ও 'ভোগে' সমন্বয় বুদ্ধি করেন, ইহা তাহাদের বিমুখতা ও দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। লৌকরী-বিচারপর প্রাকৃত প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধানকারিগণ, অপরদিগকে বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা বা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদ—যাহা নিত্য স্বরূপের পরিচয়, তাহার প্রতি অনাদরকারিগণ উভয়েই কৃষ্ণ-বিমুখ। স্বরূপের পরিচয় অবগত না হইলে কখনও জীবের বিরূপগ্রস্ত দশা বা কৃষ্ণ-বৈমুখ্য হইতে মুক্তি হয় না; এই জন্যই বৈষ্ণবগণ জীবগণকে তাঁহাদের নিত্য কৃষ্ণদাস্য-সূচক স্বরূপের পরিচয়ে বিমণ্ডিত করিয়া তাঁহাদিগকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করেন। যাহারা কৃষ্ণদীক্ষার তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ, তাহারাই গৌরাশীর্ব্বাদকে প্রাকৃত বস্তুর সহিত সমান মনে করেন। এইরূপ ভক্তি-সূচক সম্মান-দান ও বরণ উভয়ই মানদ ধর্ম্ম ও তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ।

গৌর ও গৌর-ভক্তের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের গুণ-বর্ণনা-কার্য্যও বৃথা সময়-হননকারী ব্যাপার নহে। গৌর ও গৌর-ভক্তের সেবকগণের গুণ-বর্ণনায় যতটুকু সময় অতি-বাহিত হয়, তাবৎকালই মনুষ্য-জীবন-ধারণের সার্থকতা। তাঁহাদের গুণ-বর্ণন করাই জিহ্বার ফল, তাঁহাদের গুণ-শ্রবণ করাই শ্রবণেন্দ্রিয়ের ফল, নিত্যকাল তাঁহাদের প্রশংসা করাই পরিশ্রম-সহকারে সমস্ত জীবনব্যাপী বিদ্যার্জ্জনের ফল,—ইহাই ভাগবতাদি শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ

"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্"

ঈশানদাসো ভূদিকারিসত্তমঃ
শ্রীবিষ্ণুতদ্ভক্ত-বিশেষসেবকঃ।
যদেতি সুপ্রীতদৃশঃ সভাসদঃ
দদত্যুপাধিং নতু ভক্তিবিগ্রহম্॥

(ষাঃ) **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী**
সভাপতি

সাধুতম শ্রীযুক্ত ঈশান দাস অধিকারী নিত্যকাল শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বিশেষসেবক। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সভাসদ্‌বর্গ সুপ্রীতচিত্তে তাঁহাকে "ভক্তিবিগ্রহ" এই উপাধিতে বিমণ্ডিত করিতেছেন।

'ঈশান' শব্দে শ্রীমায়াপুরেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরকে বুঝায়। শ্রুতি বলেন,—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিং ঈশানোজ্যোতিরব্যয়ঃ। গৌরসুন্দরের সকটকালীন দাস ঈশান দাস অর্থাৎ যিনি শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে 'ঈশান দাস' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার নিত্য অনুগ-জন 'ঈশান দাস' নামে উক্ত সার্থকতা বিধান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ঈশান দাস প্রভু সংকীর্ত্তনাদি-ভক্তি-যোগে নিরন্তর শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতেছেন; এই জন্য তাঁহাকে "ভক্তিবিগ্রহ" এই নামটী প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ

"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্"

শান্তিল্যো নিশিকান্ত-নামক-মহোপাধ্যায়বর্য্যঃ কথাং
গৌরাঙ্গস্য করোতি সুপ্রচরিতাং পাশ্চাত্যভাষাস্বপি।
অস্মৈ ভক্তিসুধাকরাখ্যমমলং মোদাদুপাধিং সতে
সদস্যাঃ ধামপ্রচারিণীতি বিদিতা দদ্যাত্তু বৈ॥

(ষাঃ) **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী**
সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকবর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহোদয় প্রৌঢ়বয়সে পাশ্চাত্য ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা গৌর ও গৌর-ভক্তগণের এই প্রিয়-সেবা-কার্য্যের প্রতি বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'ভক্তিসুধাকর' এই অমল-ভক্তিসূচিকা আখ্যা প্রদান করিতেছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম, এ, মহাশয় উড়িষ্যা প্রদেশে শুদ্ধ শ্রীনাম-ভজনের প্রচারের জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-বিরচিত 'শ্রীশ্রীহরিনামচিন্তামণি' গ্রন্থকে উড়িয়া-অক্ষরে এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-লিখিত নামচিন্তামণি-গ্রন্থের পাদ-টীকা-সমূহকে উড়িয়া-ভাষায় প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহার এই সকল সেবা-কার্য্যের জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায়াঃ

"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদপত্রম্

যঃ সত্যার্জ্জবমুখ্যসদ্গুণগণো বিপ্রো বিপশ্চিদ্বরঃ
বাগ্মী বিষ্ণুপরায়ণঃ শুভমতিঃ শ্রীবিঠ্ঠলাচার্য্যকঃ।
ব্যাখ্যায়েহ সুমধ্ববাদমমলং সাচিব্য-সম্পাদকঃ
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতবরখ্যাতৌ সতাং সম্মতঃ॥
ধামপ্রচারিণিসদ্ভবর্ধ্যা মহাস্বনে প্রীতিভরেণ তস্মৈ।
পদত্র্যাধিং বহুমানপূর্ব্বং "বেদান্ত-বাচস্পতি" সংজ্ঞমদ্যা॥

(বাঃ) **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী**
সভাপতি

যে ব্রাহ্মণ সত্য, সরলতা প্রভৃতি মুখ্যসদ্গুণবিভূষিত, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, বাগ্মী-প্রবর, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, শুভমতি সাধুজন-প্রিয়, যিনি, এইস্থানে উৎকৃষ্ট মধ্বশাস্ত্রসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন, অদ্য সেই শ্রীবিঠ্ঠলাচার্য্য নামক মহাত্মাকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সদস্যবর্গ প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ বহুসম্মানপুরঃসর "বেদান্ত-বাচস্পতি" সংজ্ঞাযুক্ত উপাধি প্রদান করিতেছেন।

পণ্ডিতবর শ্রীমদ্ মধ্বমার্গ বিঠ্ঠলাচার্য্য শ্বৈত-বেদান্ত-বিদ্বান্ বেদান্ত-বাচস্পতি মহোদয় সভাপতিবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে গৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ ভক্তিসূচক সম্মান প্রাপ্ত হইয়া তাহা গৌরচরণ-নির্ম্মাল্যের সহিত শিরে ধারণ করেন এবং সভা-মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া দৈন্য-ভাষায় অতীব বিনয়-নম্র-বচনে বলিলেন যে, 'বাচস্পতি' শব্দে 'বেদবচন-পতি নারায়ণ' ও বেদব্যাস, উদ্দিষ্ট হন। সরস্বতীপতি ব্রহ্মা, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণই 'বাচস্পতি' নামের যোগ্য। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের এমন কোন যোগ্যতা নাই যে, আমি সেরূপ কোন সম্মানে ভূষিত হইতে পারি। এই প্রসঙ্গে বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয় মহাভারতের একটী উপাখ্যান বর্ণন করিয়া বলেন যে, একদা মহামুনি বেদব্যাস একটী ক্ষুদ্র কীটকে রাজ-সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাহাকে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিয়াছিলেন; ইহাতে কীটের কোন মহত্ত্ব নাই, বেদ-ব্যাসেরই মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছিল। তদ্রূপ ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র কীটতুল্য আমার উপর পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল প্রভুপাদ যে সম্মান বর্ষণ করিলেন, তাহাতে তাঁহারই অসমোর্দ্ধ অমানিমানদত্ব সূচিত হইতেছে। প্রভু-পাদ কাককেও কিরূপে 'গরুড়' করিয়া থাকেন, তাহার সাক্ষ্য এই ঘটনা হইতে লোকে প্রচারিত হইবে। অতঃপর পণ্ডিত বিঠ্ঠলাচার্য্য শ্বৈতবেদান্ত-বিদ্বান্ বেদান্ত-বাচস্পতি মহোদয় স্বরচিত 'শ্রীমায়াপুর-বৈভব-প্রশস্তি'টী সভামধ্যে পাঠ করেন—

শ্রীমায়াপুর-বৈভব-প্রশস্তিঃ

বিরাজতে গৌড়-বরাজ-মান্য
প্রাকট্য-কীর্ত্তি-প্রচুরং মনোজ্ঞম্।
মায়াপুরং মাদ্রিকভাষধূরং
মেরুচ্চূড়াভদ্রগোপুরাগ্রাম্॥১॥
সত্যব্রতঃ স্বাত্মজসপ্তকায়
প্রীত্যাদদৌ সপ্তধরাসুখঞ্চান্।
দয়ালু গৌরো নবভক্তিভাগ্ভ্যো
দীপান্ যথৌ বৈষ্ণবসজ্জনেভ্যঃ॥২॥

অন্তশ্চ বৈ গ্যস্ত সুধানদুগ্ধৌ
বৈকুণ্ঠলোকং পরিতো বিনীতৌ।
তথৈব মায়াপুরনিত্যধা ॥
গঙ্গাপরস্বত্যপি তাদিতে যে ॥৭॥
উচ্চৈঃ ধ্বনদ্ভ্যাসিতটাস্তিদগ্ধা
দীর্ঘাকৃতির্বওহতোরগীব।
মহাপ্রভোর্নিপাতভীতা
ভাগীরথী কুণ্ডলনাং বিধত্তে ॥৪॥
হরেঃ-কথা-কীর্ত্তন-গানমত্তাঃ
পরস্পর-প্রেম-বিনীত-ভাবাঃ।
আনন্দকৃত্তা বিষয়ে বিরক্তাঃ
মোক্ষে যথা বিষ্ণুভক্তাশ্চরন্তি ॥৫॥
ত্রিদণ্ডহস্তান সুকষায়বস্ত্রান্
কাষাদিষড়্বর্গবিভূষিতাবান্।
পরিস্ফুরৎ পুণ্ড্র কণ্ঠমালান্
মন্তে যতীন্দ্রান্ সনকাদিসংস্থান্ ॥৬॥
চতুর্ষু বেদে চতুষ্টয়ংগিয়ন্
ব্রহ্মা যথাস্তর্হরিমেব ধায়েৎ
তথা বিমানং গুরুবৈষ্ণবান্দধ-
দ্বারৈ র্জবৈরুক্তনমবালকম্ ॥৭॥
চতুর্দশ-প্রোজ্জ্বল-লোক-গোলকঃ
সুরালয়ঃ কাটিকশুভ্রবৈভবঃ।
মেরুশ্চ লজ্জাং বহতীব গোপুরঃ
বিলোক্য কৃষ্ণাদি-বিভূতি-সপ্তকম্ ॥৮॥
ধর্মার্থকামা অপি মোক্ষসংযুতাঃ
প্রাপ্যা ইতি জ্ঞাপয়তীব গোপুরম্।
চতুর্ভুজাভির্ভুবনে তু যে হরিং
ভজন্তি ভৈমৌরকথাপরায়ণৈঃ ॥৯॥
কৃষ্ণঃ সদাচিন্ত্যবিচিত্রশক্তি-
রেকান্ত ভক্তাঃ প্রভুপাদবর্য্যাঃ।
কৃষ্ণস্য পূর্ণাকরুণাস্তি তেষু
কিং কিং বিচিত্রং ভবিতা ন বিদ্মঃ ॥১০॥
গোলোকমেকেতু বিভুষ্টলোকং
দীপক্ত তুল্যং কতিচিৎ পরোবিদ্যম্।
ইচ্ছন্তি ভক্তা হরিদাসকায়াঃ
বরন্তু মায়াপুরমর্থয়ামঃ ॥১১॥

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার স্ব-রচিত নিম্নলিখিত গুর্ব্বষ্টকটী সভামধ্যে পাঠ করিলেন,—

শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

"দয়াপুরৌরস্ত বিলাসভূমৌ স্বপাদপদ্মৈঃ পুণ্যবতাং নৃণাং যঃ।
পরিক্রমং কারয়তি প্রকৃষ্টং ভজে গুরোস্তস্য পদারবিন্দম্ ॥
ব্রহ্মাদিদেবৈরতিদুর্লভাং যঃ শ্রীগৌরভক্তিং পরমাং বিতন্বন্।
বীণাস্থপাত্রং ভজতে সুধাংশো ভজে গুরোস্তস্য পদারবিন্দম্ ॥
অহৈতুকপ্রেমাতিশয়েন যস্য গৃহীতচৈতন্যপরপ্রসাদাঃ।
হরেগুণস্য শ্রবণাদপাপা ভজে গুরোস্তস্য পদারবিন্দম্ ॥
মায়াপুরে ধাম্নি সুরম্যপীঠ আচার্য্যমুখ্যৈর্নিলয়স্য যস্য।
কক্ষেণ শোভা পরিবর্দ্ধিতা চ ভজে গুরোস্তস্য পদারবিন্দম্ ॥
বিদ্যাহরাগেণ শচীসুতেন প্রদায় বিদ্যাং সুজনায় দীপ্তম্।
যশ্চকার তদ্ধাম করোতি পীঠম্ ভজে গুরোস্তস্য পদারবিন্দম্ ॥
বিদ্যাসুভূত্যৈ করুণার্দ্রচিত্ত শাস্ত্রাণ্যধীতে মতভাং সমূহঃ।
বিদ্যাগৃহে যস্য সুখেন শীলোঃ ভজে গুরোস্তস্য পদারবিন্দম্ ॥
কৃষ্ণস্য ভক্তিপ্রসরায় স্নেহে সংসারিণাং প্রেরয়তি স্বদাসান্।
শাস্ত্রোপদেশেন হিনস্ত্যধর্ম্মান্ ভজে গুরোস্তস্য পদারবিন্দম্ ॥
গায়ন্তি কীর্ত্তিং সুজনাঃ পবিত্রাং যস্যোপদেশেন হরিং ভজন্তি
সত্যাত্ত্ব হৃষ্টান্ সুচরিত্রদত্তো ভজে গুরোস্তস্য পদারবিন্দম্ ॥"

শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে বর্ত্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত গৌর-প্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের বিয়োগ-দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার আজীবন সহযোগি-সম্পাদক স্বধামগত টাকির জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তি-ভূষণ এম, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ মহোদয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি সাহিত্য-জগতে একজন বিশেষ প্রথিত-নামা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থাগার একটী দেখিবার জিনিষ; তিনি বহু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-সমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনি বিদ্যোৎসাহী, অমায়িক, বুদ্ধিমান্ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুর ও বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ-প্রমুখ সিদ্ধ মহাত্মগণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে

এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই শ্রীমায়াপুর ধামকেই তিনি অশেষ প্রমাণ-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত আবির্ভাব-ভূমি বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন এবং আজীবন শ্রীধাম-নবদ্বীপ-প্রচারিণী-সভার সহযোগী সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক উৎসবেই তিনি যোগদান করিতেন এবং নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রীল প্রভুপাদের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেন। তিনি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের একটী বিশদ্‌ভাষ্য রচনার প্রার্থনা জানাইয়া জগতে শ্রীচরিতামৃতের প্রকৃত-তাৎপর্য্য প্রচার করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মৃতি-সভা-সমূহে যোগদান করিয়া অনেক সময়েই ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্যের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির কথা যাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধিনী। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা এইরূপ একটী বন্ধুর অভাব অনুভব করিয়া তাঁহার জন্য বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ধানবাদ-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বটুবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আকস্মিক নির্য্যাণের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের চরণ আশ্রয় করিয়া নিষ্কপটে হরিভজন করিয়াছেন। তিনি সরল, অমায়িক, স্নিগ্ধ ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ছিলেন। ব্যবহারিক-জীবনে তিনি উচ্চ পদে অধিরূঢ় থাকিলেও তিনি দৈন্যের মূর্ত্তি ছিলেন। আমরা আজ এইরূপ মহাত্মাকে হারাইয়া বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি।

পণ্ডিত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কাঁথির রাজকন্যা ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী মহো-দয়ার বৃন্দাবন-রজঃ-প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই বিদুষী মহিলা শ্রীধাম-মায়াপুরচন্দ্রের সেবার্থ সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী নিত্যপাঠ ইঁহার একটী ব্রত ছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত নিত্যকথা প্রত্যহ পাঠ না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না—ইহা তাঁহার একটী বিশেষ নিষ্ঠার বিষয় ছিল। তিনি অনেক সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক-গণের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত থাকিতেন। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠেরও আনুকূল্য করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার সেবানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার বৃন্দাবন-রজো লাভ হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরলোক-গমনে বিরহ-দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ইনি শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার একজন প্রাচীন সভ্য ছিলেন। সত্যকথা-প্রচারে ইঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইনি অমায়িক, ভক্তিমান ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ছিলেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা ইঁহার অপ্রকটে বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটী মহাজন পদকীর্ত্তন এবং ক্রমে শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী-শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন ও শ্রীযুক্ত দিব্যসূরি আচার্য্য প্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-গণের কীর্ত্তনের পর সভাভঙ্গ হয়। সহস্র সহস্র সমাগত ব্যক্তিকে সংকীর্ত্তন-মুখে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবার পর সেই দিনকার উৎসব সমাপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩১শ সংখ্যার পর]

প্রভু একদিন শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। কোন উড়িয়া বৃদ্ধা-স্ত্রীলোক অজ্ঞাতসারে প্রভুর স্কন্ধে পদার্পণ করিয়া মহা আর্ত্তি-সহকারে জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। গোবিন্দ সেই স্ত্রীলোকটীকে নিবারণ করিলে প্রভু স্ত্রীলোকটীর আর্ত্তির প্রশংসা করিয়া মহাপ্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক-দিন প্রভু তিনটী দ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রে অন্তঃপ্রকোষ্ঠে শয়ন করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দ ও স্বরূপ দেখিলেন,—দ্বার সব বন্ধ আছে, কিন্তু প্রভু অদৃশ্য। ইহা দেখিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ অনুসন্ধান করিতে

করিতে মহাপ্রভুকে সংহারের উদ্যমে অস্থিসন্ধি-শিথিলতা-প্রযুক্ত মহা-দীর্ঘকায় ও অচেতন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ভক্তগণের কৃষ্ণনামোচ্চারণ-ফলে প্রভুর জ্ঞান হইলে ভক্তবৃন্দ পুনরায় প্রভুকে ঘরে লইয়া গেলেন। আবার কোন সময় মহাপ্রভুর চটক-পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-জ্ঞান-বশতঃ দ্রুতগতি গমন করিতে করিতে স্তম্ভাদি-বিকার এবং কদম্বের ন্যায় রোমোদ্গমাদি মহাভাবযুক্ত একটী অপূর্ব্বদশা ভক্তগণের দ্বারা পরিদৃষ্ট হইল; গোবিন্দাদি ভক্তগণের উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনাদিতে প্রভু বাহ্যদশায় অবতরণ করিলে ভক্তগণ প্রভুকে গৃহে আনয়ন করিলেন।

মহাপ্রভু মহাভাবে স্বরূপ-রামানন্দের কণ্ঠ ধারণ করিয়া বিলাপ করিতেন, গোপীর কিঙ্করী অভিমানে বৃন্দাবন-জ্ঞানে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তরু-লতা-গুল্ম মৃগ-সমূহকে কৃষ্ণ-সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন।

হুঁদোলীকুলে-অবতীর্ণ বড়ঠাকুরের উচ্ছিষ্টভোজী কালিদাসের প্রতি মহাপ্রভু স্বীয় পাদোদক-প্রদানে কৃপা করিয়া বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধ নিরাস এবং মহাপ্রসাদের অসীম সাধন-বলের কথা প্রচার করিলেন। সপ্ত-বর্ষ-বয়স্ক শিবানন্দ-সুত পরমানন্দপুরীদাস মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া হরিনাম-মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার অপ্রাকৃত কবিত্বের পরিচয় দিলেন।

একদিন প্রভু বিবিধ প্রেমোন্মাদের মধ্যে রাত্রিতে দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়াই তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তৈলঙ্গী গাভীর মধ্যে কণ্ঠাকারে পড়িয়া রহিয়াছিলেন। আর একদিন জ্যোৎস্না-রাত্রিতে প্রভু আইটোটা হইতে সমুদ্র দর্শন করিয়া যমুনা-জ্ঞানে তাহাতে ঝম্ফ প্রদান করিলেন। কোন ধীবর একটী বৃহৎ মৎস্য মনে করিয়া জালদ্বারা টানিয়া প্রভুর অচৈতন্যাবস্থায় প্রভুকে তীরে উঠাইলেন। প্রভুকে স্পর্শ করিবামাত্র ধীবরের প্রেমাবেশ হইল। ধীবর ভূতগ্রস্ত হইয়াছেন মনে করিয়া ওঝার সন্ধানে যাইতে-ছিলেন, এমন সময় প্রভুকে নানা স্থানে নানা প্রকারে অন্বেষণ করিয়া শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী-প্রমুখ ভক্তগণ তীরে তীরে আসিতে আসিতে ধীবরকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং ঐ ধীবরই মহাপ্রভুকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়াছেন জানিয়া প্রভুর স্থলে উপনীত হইলেন এবং উচ্চ নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা ক্রমশঃ প্রভুকে বাহ্য-দশায় আনয়ন করিয়া প্রভুর শ্রীমুখে তাঁহার মহাভাবের কথা শ্রবণপূর্ব্বক প্রভুকে গৃহে আনয়ন করিলেন।

একবার শ্রীজগদানন্দ শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের লিখিত একটী তর্জ্জা-প্রহেলী লইয়া আসিলেন। তাহা পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-দশা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মর্ম্মজ্ঞ ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন, মহাপ্রভু শীঘ্রই অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিবেন। বিপ্রলম্ভোন্মাদে প্রভু রাত্রিতে গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণরূপ দিব্যোন্মাদ লীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন জগন্নাথ বল্লভ-উদ্যানে মহাভাবাবেশে দশ প্রকার চিত্রজল্পোক্তি প্রকাশ করিলেন। দৈন্যোদ্বেগাদি-উৎকণ্ঠার সহিত কখনও প্রভু নিজকৃত শিক্ষাষ্টকের আস্বাদনে শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের সহিত রাত্রি যাপন করিতেন; কখনও বা শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীকর্ণামৃত, শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটক, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির শ্লোক আস্বাদন-ফলে প্রভুর বিপ্রলম্ভ মহাভাব-সাগর নব-নবায়-মান-ভাবে উদ্বেলিত হইত।

এই প্রকারে মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর গৃহস্থ-লীলাভিনয়ে আদিলীলা, দ্বিতীয় চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর সন্ন্যাসী-শিরোমণি আচার্য্যের লীলাভিনয়ে সমগ্র ভারতে শুদ্ধভক্তিপ্রচার, শেষ অষ্টাদশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর ভক্তসঙ্গে বাস ও পুরীতে আচার্য্য-লীলাভিনয় এবং সর্ব্বশেষ দ্বাদশবৎসর অন্তরঙ্গ-ভক্তসঙ্গে নিরন্তর রসাস্বাদন লীলা করিয়া আটচল্লিশ বৎসর কাল প্রকট-লীলা বিস্তার-পূর্ব্বক স্বীয় অন্তর্দ্ধান-শক্তিদ্বারা অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিলেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

উড়িষ্যায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ গত ১৩ই জানুয়ারী কটক রেভেন্স কলেজের সুযোগ্য ও সুপ্রবীণ অধ্যাপক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্, এ মহাশয়ের উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে বহু ছাত্র ও অধ্যাপক-মণ্ডলীর সম্মুখে "গীতার ধর্ম্মোপদেশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

অধ্যাপক-মণ্ডলী ও ছাত্রগণ গীতার শুদ্ধভক্তি-সম্মত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত ও ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হন। বক্তৃতার পর সুমধুর-সংকীর্ত্তনে সকলে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

৩০শে জানুয়ারী উড়িষ্যার মধুপুরগড়ের রাজা সাহেব সঙ্ঘর্ষ-পরায়ণ বীরবর নারায়ণচন্দ্র ধীর নরেন্দ্র বাহাদুরের আগ্রহাতিশয্যে নিত্যসিদ্ধস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ-প্রমুখ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রচারকবৃন্দ মধুপুরগড়ে উপস্থিত হইয়া শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচার করেন। ৩১শে জানুয়ারী অপরাহ্ণকালে "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা এবং আদি ও অন্তে সুমধুর সংকীর্ত্তন হয়। এরূপ নিরপেক্ষ সত্যকথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ মুগ্ধ হন। ১লা ফেব্রুয়ারী রাজধানী মধ্যে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল, ১৭টী মৃদঙ্গ ও বহু করতাল এবং বিপুল জন-সঙ্ঘের সহিত এই নগর-সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় মধুপুরগড়ের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অমায়িক, বিনয়ী, শ্রদ্ধালু রাজা সাহেব নগরপদে মাত্র প্রায় একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। ঐ দিবস শ্রীপাদ গিরি মহারাজ 'সাধুসঙ্গ' সম্বন্ধে একটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'বলি উপাখ্যান' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং অন্তে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ৩রা ফেব্রুয়ারী "শ্রীচৈতন্যাবতার" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী স্থানীয় ইংরেজী বিদ্যালয়ে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। রাজা সাহেবের সঙ্ঘর্ষ-পরায়ণতা, বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা এবং রাজা সাহেবের ধর্ম্ম-পরায়ণ ম্যানেজার মহোদয় শ্রীযুক্ত দামোদর সংপতি মহাশয়ের সেবা-চেষ্টা ও সজ্জনতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণে তাঁহাদের রতি দিন দিনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক এবং বিমল-বৈষ্ণবে তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর হউক—ইহাই প্রার্থনা।

২৪ পরগণা পুঁড়াগ্রাম হইতে শ্রীচৈতন্য-সেবক-সম্মিলনীর জনৈক সেবক জানাইয়াছেন,—"গত ২২শে ফাল্গুন শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-বাসরে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত পুঁড়াগ্রামে চৈতন্য-সেবক-সম্মিলনীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে আবির্ভাব-মহোৎসব-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ভক্তগণের সম্মিলন, শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থপাঠ ও কীর্ত্তন-মুখে প্রসাদ-বিতরণকার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

(কলিকাতা হইতে প্রাপ্ত)

গত ২২শে ফাল্গুন নিম্নলিখিত স্থানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্ম-লীলা-উৎসবকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছেন, এতদুপলক্ষে কলিকাতার বিভিন্নস্থান হইতে কতিপয় ভক্তি পিপাসু-যুবক-বৃন্দের সমাগমে শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-কার্য্য অতীব আনন্দের সহিত সমাধা হইয়াছে।

বিনয়াবনত বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীমতিলাল ধর (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)

৬৮নং ডাক্তার লেন্ মেস্, তালতলা, কলিকাতা।

সম্পাদকীয়

নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ও তদনুগ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে সর্ব্বসাধারণে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব প্রচলন করেন। সুখের বিষয় বর্ত্তমানে বিভিন্ন স্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবর্ত্তিত গৌর-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত ও প্রসারিত হইতেছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয়ও এই যে, অনেক স্থানেই মহাপ্রভুকে স্ব স্ব মনোধর্ম্মের সমর্থনকারী বা আদর্শরূপে বিচার করিয়া যে সকল উৎসবাদির অভিনয় দেখা যাইতেছে, তাহাতে গৌর-ভগবানের পূজার পরিবর্ত্তে স্ব স্ব খেয়াল বা পরাক্-প্রবণ চিন্তা-স্রোতকেই মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইতেছে এবং সেই সকল কল্পিত প্রতীকেরই পূজা হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে মহাপ্রভুকে কেহ সমাজ-সংস্কারক, কেহ বা বিধর্ম্মী সংহারক, কেহ বা দুঃখার্ত্ত পরিহারের পরিপোষক—আবার কেহ স্বার্থান্ধের পরিপোষী প্রকৃতি কল্পনা করিয়া মহাপ্রভুর উৎসবের নামে স্ব স্ব ভোগোন্মুখী-চিত্তবৃত্তি-সমষ্টির পূজা-উৎসব করিয়া ফেলিতেছেন। কেহ বা ইহাতে অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, যাঁহারা যে ভাবেই মহাপ্রভুকে আরাধনা করুন না কেন, তাহাতেই তাঁহাদের সুবিধা হইবে। এরূপ উক্তিতেও বিচার-ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মহাপ্রভুর পূজা হইলে মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্তগণের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরোধভাব বিদূরিত হইত এবং তাঁহাদের অনুগতে মহাপ্রভুর পূজায় রতি বর্দ্ধিত হইত। মহাপ্রভুর ভক্ত বাদ দিয়া মহাপ্রভুর পূজা, কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায়

অর্দ্ধকুটী ন্যায়াবলম্বনে ভণ্ডামী মাত্র। মহাপ্রভুতে শ্রদ্ধা হইলে অন্য সিদ্ধান্তে অভিনিবেশ থাকে না। মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণকারী মহাপ্রভুর দাসগণের আনুগত্য ব্যতীত মহাপ্রভুর অন্বেষণ কেহ করিতে পারেন না,—ইহাই আমাদের বক্তব্য।

পরলোকে গুণগ্রাহিকয়

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী সাকী-গোপাল বড়াল মহাশয় আর ইহলোকে নাই। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি গৌড়ীয়ের গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক ছিলেন; এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত এবং অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থাবলী তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল গ্রন্থ প্রীতিভরে পাঠ করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের মাত্র কয়েক দিবস পূর্ব্বেও তিনি 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থখানি পাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে টেলিফোন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় মঠের উৎসবাদি ব্যতীত অন্য সময়েও তিনি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা শুনিবার জন্য আগমন করিতেন এবং শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের প্রচারের নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের আরও একজন গুণগ্রাহী সজ্জন-পুরুষ কয়েকদিন হইল ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ ললিত কুমার মিত্র মহাশয়। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কৌন্সিলার ছিলেন। তিনি "গৌড়ীয়" ও শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ছিলেন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিরপেক্ষ সত্যকথা প্রচারে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠে অনেক-বার আগমন করিয়া শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের

ডুমুরকোণা মঠে শুভাগমন

[২৭শে মার্চ তারিখের ইংরাজী দৈনিক বঙ্গবাসী হইতে অনূদিত]

সীতারামপুর ২৩শে মার্চ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রায় ২৫ জন ভক্ত সমভিব্যাহারে 'দিল্লী এক্সপ্রেস্' ট্রেণে কলিকাতা হইতে অদ্য বেলা ২টা-৪২ মিঃএর সময় সীতারামপুর ষ্টেশনে অবতরণ করেন। ষ্টেশনে মানভূম জেলার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ পরমহংস মহারাজকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন। ষ্টেশনপ্লাটফর্ম্মে শত শত লোকের বিপুল জনতা ও জয়ধ্বনির মধ্যে পরমহংস মহারাজকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয় এবং মানভূমের অধিবাসিগণ একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। ট্রেণের যাত্রিগণ ও বাহিরের অসংখ্য লোকে এত ভিড় হয় যে, ট্রেণ প্রায় ১৫ মিনিট কাল সীতারামপুর ষ্টেশনে বিলম্ব করে। তৎপর আগন্তুকগণ অভ্যর্থনাকারীদের সহিত মোটর লরীতে বরাকর পর্য্যন্ত আগমন করেন। তথা হইতে কয়েক সহস্র লোক ব্যাণ্ড বাদ্যাদি সহ শোভা-যাত্রা করিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন এবং সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে ডুমুরকোণা মঠে উপস্থিত হন। পরমহংস মহারাজ সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট একটী অতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

আগামী ২৪শে চৈত্র ১৩৩৪ সাল, ৬ই এপ্রিল, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ শুক্রবার হইতে ২৬শে চৈত্র ৮ই এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত প্রশংসিত মঠে গৌরধাম-প্রাপ্ত **শ্রীভাগবত-জনানন্দ-প্রভুর তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব** অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে বক্তৃতা, পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী, হরি-কীর্ত্তন ও মহামহোৎসবে ভাগবতগণের যোগদান প্রার্থনীয়। প্রাচীন শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ এবং আরও কতিপয় বক্তা উৎসবে যোগদান করিবেন। মহাশয়গণ এই মহোৎসবে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীচৈতন্যমঠ যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া গ্রাহ্যে হয় ভুল।

শ্রীচৈতন্যমঠ ও গৌড়ীয় মিশনের মুখপত্র।
আচার্য্য—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ।
সম্পাদক—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ।

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৫শে চৈত্র ১৩৩৪, ৭ই এপ্রিল, ১৯২৮ | ৩৩শ সংখ্যা।

গৌড়পুর

পাণিনি মুনি স্বীয় নিরুক্তীর মধ্যে গৌড়পুরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনি মুনির অনুমানকাল বহুপূর্ব্বে। কেহ কেহ বলেন, প্রায় তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল যেখানে ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ উদিত হইয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানের অধিবাসী। পাণিনির উল্লিখিত এই গৌড়রাজেন্দ্রপুর কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইলে আমরা কিংবদন্তীমূলে জানিতে পারি যে, কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাটে যাইবার লাইট্ রেলপথে আমঘাটা নামক বেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সুবর্ণবিহার নামক স্থানে অতি পূর্ব্ব কালে গৌড়দেশের রাজধানী ছিল। এই স্থান বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার কালে 'সুবর্ণবিহার' নামে কথিত হয়। এই স্থান হইতে মালদহ জেলার নিকটবর্ত্তী কর্ণসুবর্ণ এবং ঢাকা জেলার সুবর্ণগ্রাম এই ত্রিকোণাবস্থিত ভূখণ্ড গৌড়ের প্রাদেশিক রাজধানীত্রয় বলিয়া মাধ্যমিক যুগে বর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণবিহারে কিছুদিন পালরাজগণ বাস করেন। বর্ত্তমান কালে উহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহারাই মগধে কিছুদিন রাজ্য বিস্তার করেন। সূরবংশীয় রাজগণের রাজ্যকালে গৌড়ের রাজধানী শোরডাঙ্গা বর্ত্তমানকালে শরডাঙ্গা প্রভৃতি নামে কথিত হয়। এই শোরডাঙ্গার নামান্তর শরক্ষেত্র। কালাপাহাড়ের অত্যাচারে শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত হইয়া শরক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। পরে কাল-প্রভাবে গাঙ্গুটবাসী উপাধ্যায়-বংশে স্বপ্নাদেশক্রমে তাঁহারাই জগন্নাথের সেবা করিয়া থাকেন। এই শোরডাঙ্গা বা শরক্ষেত্রের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী স্থানে সেনডাঙ্গা। কেহ কেহ বলেন, সেনবংশীয় নৃপতিগণ সেনপক্ষীর চিহ্নকে রাজকীয় চিহ্ন স্বীকার করায় তাঁহাদিগের 'সেন' উপাধি। পরবর্ত্তিকালে 'সেন' বা 'সেনা' পর্য্যন্ত শব্দ ক্ষৌরবাচক হইয়াছে। এখন ঐ "সেনডাঙ্গা" শোণডাঙ্গা বলিয়া পরিচিত। এই গৌড়দেশেই সুবর্ণবিহার, শূরডাঙ্গা, সেনডাঙ্গা ও শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি স্থানে এক সময়ে গৌড়রাজেন্দ্রপুর প্রকটিত ছিল। কালপ্রভাবে যবন-সেনাপতির আক্রমণে এই সকল স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাও আজ প্রায় দেড়শ সাত শত বৎসরের কথা, যদিও প্রাচীন গৌড়পুর কালজলধির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, তথাপি সেই সেই স্থানে ক্ষাত্র-বৃত্তি সম্পন্ন জনগণের পূজাধিকার লুপ্ত হইলেও ব্রহ্মবৃত্তির প্রাকট্যক্রমে পূর্ব্বগৌরব ন্যূনাধিক সংরক্ষিত হইতেছিল। ভাগীরথীর বিভিন্ন কালীয় গতি ও তাহার সহিত সরস্বতীর ভিন্ন ভিন্ন স্রোত প্রাচীন স্থানগুলিকে ন্যূনাধিক স্ব স্ব গর্ভজাত করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবিদ্‌গণের একেবারে হাত এড়াইয়া যায় নাই। শ্রীমায়াপুরের কতক অংশ কিছুদিন পূর্ব্বে 'বেলপুকুরিয়া' নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠগুলি কিছুদিন পূর্ব্বে 'রামজীবনপুর', 'কোরিয়াটি', 'তারণবাস', 'বামনপুকুর' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত।

নবীনাব রাজবংশের পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সকল কথার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বীর পুরুষগণের বিক্রম চিরকাল স্থায়ী না হইলেও ব্রহ্মবিৎ বিদ্বজ্জনগণের স্মৃতিসমূহ বহুকাল অক্ষুণ্ণরূপে জাজ্বল্যমান থাকিয়া অস্তিত্ব বিধান করে। এই প্রাচীন স্থানসমূহ একদিন বিদ্বজ্জন-বেষ্টিত নাগরিকগণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লেখক কবি কর্ণপুরের এই শ্রীমায়াপুরেই সেনবংশীয়গণের রাজসভায় উজ্জ্বল রত্নরূপে একদিন বিরাজমান ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে দৈবক্রমে দ্বার হইতে শাক্ততোপকণ্ঠে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপেই স্থানান্তরিত হয়। এখানেই আর একটী মোক্ষদায়িকা পুরীর বিদ্যার্থিসম্প্রদায় কয়েক শতাব্দী ধরিয়া গুরুাগমনপূর্ব্বক নব্য ন্যায়ে শিক্ষিত হইতেন। কিন্তু আজ সেই পূর্ব্বগৌরবের কথা বিস্মৃতির অতল জলধিতে প্রোথিত হইয়া সাধারণের অনিদিত ব্যাপার-বিশেষে পরিণত হইয়াছে।

সহৃদয় গৌড়ীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনাদের সেই বিস্মৃতির পুনরুজ্জীবনকল্পে পুনরায় গৌড়নরেন্দ্রপুরে বিদ্যাপীঠের উদ্বোধন-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আসুন, ভাই সকল, সকলে মিলিয়া সমবেত যত্নের সহিত আমাদের পরম আদরের বাণীর বিবিধ-বিলাস-রঙ্গ-ভঙ্গ পুনঃ স্থাপন করি। ইহাতে পঞ্চগৌড়ের অধিবাসীর কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। মাগধ জৈনগণ সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কতই না যত্ন করিয়াছেন, বৌদ্ধদেশীয় বৌদ্ধগণ নালন্দ বিদ্যাগার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আজও বিদ্বৎসমাজের মুখ বিদগ্ধ বুদ্ধির উদ্বোধন করিতেছে।

গৌড়ীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের কি একবারও সেই সকল বিদ্যাবিলাসের স্মৃতি হৃদয়পটে জাগে না? এখন কি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালে এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালকটের ন্যায় শাস্ত্রে প্রতিভা তোমাদের কি মনে পড়ে না? বহু দিন ধরিয়াই কি তোমরা ব্রহ্মবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া ইতর-চেষ্টায় যাবতীয় উদ্যম নিহিত করিবে? বেশ, ভগবদিচ্ছায় সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতমা মায়াপুরী কালপ্রভাবে অবিদ্যা-তিমিরে আবৃত হওয়ায় লোকে তাঁহার কোন সন্ধান পাইতেছিলেন না, কিন্তু প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন, স্বদেশবাসীর পরম মঙ্গলকামনায় যে হিতকথা-প্রচার-মূলে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত পারমার্থিক ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বিস্তৃতির যত্ন করিয়াছিলেন, সেই অঙ্কুরের এখন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে। কালে এই বৃক্ষসমূহের পুষ্প ফলাদিতে গৌড়ীয়ের নিরুক্ত ক্ষুধার পুনঃসঞ্জীবন হইতে পারিবে।

গৌড়ীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের নিকট আমাদের এই বিনয় আহ্বান, তোমরা আমাদিগকে যে যাহা পার, সেইরূপ সহায়তা করিয়া পূর্ব্ব-গৌরবের পুনঃ স্থাপনকল্পে বিদ্যাপীঠের পুনরুদ্ধার কর। আমরা এ বিষয়ে তোমাদের সহানুভূতি একমাত্র সম্বল মনে করি। এই কার্য্যে তোমাদের স্বপ্নগৌরব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিবে এবং তৎফলে তোমরাও সমধিক পুরস্কৃত হইবে। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক নহ, তজ্জন্য তোমাদের নিকট আবেদন এই যে, পরতত্ত্বের বিস্তার বেদী যাহাতে দিন দিন সমুজ্জ্বলিত হয়, তজ্জন্য তোমরা চেষ্টা কর। তোমাদিগকে কখনই শৌকরী-নিষ্ঠাপ্রতিষ্ঠার দুর্দ্দম ক্লেশ দিতে পারিবে না।

শ্রীগৌরজন্মস্থান

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার ২১শে ফাল্গুন তারিখের পত্রে জনৈক পত্র-প্রেরকের লিখিত তর্ক-বিতর্ক ও সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে। 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি',—'তর্কা-প্রতিষ্ঠানাৎ', 'অচিন্ত্যাঃ' খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ' প্রভৃতি শাস্ত্র ও সাধুজন-সম্মত পথের উল্লঙ্ঘন করাই পত্রপ্রেরকের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি। সুতরাং এই জন্মভূমির অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব ইতিহাসের অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা কোন্ উত্তেজনা মূলে চালিত হইয়া এই কার্য্যে সন্দেহ এবং তর্ক উপস্থিত করিতেছেন, তাহাই আমাদিগের পূর্ব্বে আলোচ্য বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। এই জন্মভূমি নির্ণীত হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য? না অনুকূলে কোন কার্য্য করা উদ্দেশ্য?

সেনাপতি গর্ডন সাহেব বলিয়াছিলেন, "আমি যখন চীনদেশের ইতিহাস পাঠ করি, তখন আমি আপনাকে চীনদেশীয় চিন্তা-স্রোতের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া যেন একজন চীনদেশীয় জ্ঞানে চীনের ইতিহাস আলোচনা করি।" এই শ্রেণীর উদার-হৃদয় জনগণের অনুসরণ করিয়া যদি

কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি কোথায় ছিল, অর্থাৎ ইঁহার ভৌগোলিক সংস্থান নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই তিনি সেই স্থান নির্ণয়ের সঙ্গে উপনীত হইবেন। নতুবা মৎসরতা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদাদির দাসে আপনাকে বা আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া যে সকল চেষ্টা করিবেন, তাহাতে তাঁহারা ঐতিহ্যের সন্ধান-ছলনায় অধোক্ষজ বস্তুকে তদ্বিপরীত বিষয়ে স্থাপিত করিবেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাদিগের নিজের ভোগের বস্তু—যাঁহাদিগের বিচারে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরূপণ নিজেন্দ্রিয়তর্পণের পণ্যদ্রব্যানুসন্ধান—যাঁহাদের স্থান-নিরূপণ-গবেষণা ঈর্ষামূলা—যাঁহাদের অবাস্তব উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবার নিত্য-যোগ্যতা—যাঁহাদিগের বিচার সত্যদর্শনকে বঞ্চিত করে, সেই সকল ব্যক্তির ছুশ্চেষ্টা চিন্ময় ভূমি নির্ণয়ের ছল দেখাইতে গিয়া যে তর্কস্রোত আবাহন করিতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে হরিসেবা ব্যতীত আর কিছু কার্য্যে নিযুক্ত না করে,—ইহাই আমাদের আশঙ্কা। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান-নিরূপণ, কৃত্তিবাসের জন্মস্থান-নিরূপণ, রাম-মোহনরায়ের জন্মস্থান-নিরূপণ প্রভৃতির ন্যায় ভক্ত চিন্তা-স্রোত প্রবল হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে যে অপরাধ উপস্থিত হয়, তাঁহারা কি সেই অপরাধের ভয় করেন?

আমরা শুনিয়াছি, ধামাপরাধী-সম্প্রদায় ধামকে নিজ ভোগের ভূমিকার অন্যতম জ্ঞান করেন। উহাদিগকে তাঁহাদিগের ধামাপরাধ হয়। তদ্দ্বারা সত্তা নিরূপিত হইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, পরম সত্য-বস্তুর ধামে কোন কুতর্ক উত্থাপিত হইতে পারে না এবং তাঁহার অর্থাৎ সত্যবস্তুর ধামের সহিত অস্তিত্ব-সম্বন্ধ-হেতু মায়িক কুহক আসিয়া—তাঁহাদিগকে গ্রাস করে না। শ্রীচৈতন্যদেবকে কুহকাবৃত জ্ঞানে তাঁহার ধামকে কর্ম্মবীর বা জ্ঞানবীরের কালাতীত স্থান মনে করিয়া সত্তা-স্বরূপ-লক্ষণ বস্তুকে অনিত্য কল্পনায় স্থাপিত করিবার প্রয়াস কুহকাবৃত। সুতরাং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-সম্প্রদায়ের উহাতে যোগ্যতা থাকিলেও ঐরূপ কাল্পনিক অভিসন্ধি-মূলক কার্য্যে কোন ভগবদ্ভক্তির প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিবিশেষের ঈর্ষা পরিতৃপ্তির জন্য বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আক্রমণ করিবার অবিমিশ্র উদ্দেশ্যে যদি সাহিত্যের ছলনায় জড় সাহিত্যাতীত ব্যাপার আলোচনার দৃষ্টান্তদ্বারা সরল পথিকের অপকার করা হয়, তাদৃশ অভিসন্ধির কখনই আদর করা যাইতে পারে না।

আসল ও নকল

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস শ্রীব্রজমণ্ডলে ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে সর্ব্ববৈষ্ণবসমাজ-প্রণম্য—এবিষয়ে আর কোন মতভেদ নাই। সেই মহাত্মার অলৌকিক অনুভবদ্বারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর যে শ্রেণীর লোকের বিবাদ-মুখে পণ্যদ্রব্য হইয়াছে, তাঁহারা কিছু তাঁহার মত ত্যাগী মহাপুরুষ নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগে সিদ্ধ হওয়া আর ত্যাগীর অনুকরণে ত্যাগীর বেশ ধারণ, এক নহে। অনুকরণ-কারি-সমাজে অনেক প্রকার কৃত্রিম অনুকরণের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও স্থলে শাখামৃগকেও বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া এক সাহেবের তাম্বুর মধ্যে চেয়ারে মনুষ্যের ন্যায় উপবেশন করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে দেখা গিয়াছিল। খালি বোতল হইতে খালি গ্লাসে বারু ঢালিয়া পান করিবার অভিনয় করিতেও দেখা গিয়াছিল। তাই বলিয়া কি অনুকরণকারী শাখামৃগ খবরের কাগজ পড়িয়া উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে, সিদ্ধান্ত হইবে? শুকপক্ষী নয়ন মুদ্রিত করিয়া উহার মানব-গুরুর নিকট হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়া অনুকরণ-পদ্ধতিদ্বারা "পড় পাখী আত্মারাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" বাণী উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য-বিষয়ে পক্ষীবরের সম্যগ্‌দর্শ অধিকার আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। অনুকরণ বা কৃত্রিম পন্থা কখনই আসল জিনিষ দিতে সমর্থ হয় না। যদি বৈরাগীর বেষ জীবকে প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগী করাইত, তাহা হইলে যাবতীয় পশু বদনাদি-বিবর্জ্জিত হইয়া সন্ন্যাসিগণের গুরুর কার্য্য করিতে পারিত। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যের লাঠি বেন বাজে"—প্রবাদ অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা "অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে"—প্রভৃতি নীতি-বাক্যের অসম্মাননা করেন, তাঁহারাই হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া আদর্শের কোন সরল গ্রহণ না করিয়া অবাধে অগ্রগামী হন। 'মুড়ি' ও 'মিছরি' কখনও এক জাতীয় হইতে পারে না। পাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের গল্পে তাহা প্রমাণিত

আছে। মানুষকে ধাঁধা দেওয়া অতি সহজ, কিন্তু প্রকৃত মানুষকে ধাঁধা দিতে গেলে আপনাকেই ধাঁধায় পড়িয়া যাইতে হয়।

সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ জগন্মাত্র ও বাস্তব সত্যের উপাসক। তাঁহার শিষ্যগণ অনুরাগিগণ ভক্তভক্ত। অভক্তগণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া যে ভক্তের হাবভাবের অনুকরণ করেন, তাহা কৃত্রিমতা মাত্র। আসল ও ভেজাল বা নকল কখনই এক পর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। জ্ঞানহীন জনগণ নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা-ক্রমে আসল ও নকলকে সমান জ্ঞান করে। এইজন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সাম্প্রদায়িক; আর বুড়ি শিহরীকে লম্বজানকারী, বিষ্ঠা-চন্দনকে একাকারকারী জনগণ নিজের ফাঁদে নিজেই পড়িয়া গিয়া কু-সাম্প্রদায়িক হইয়া বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া বসেন। ত্রিদণ্ডধারণ করিয়া রাবণ একদিন সীতাহরণ করিয়াছিল, শান্তিপুর কুলিয়ার একজন 'ভক্তি'-সজ্জায় ভক্ত-বিটলেমী করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। কৃত্রিম অশ্রুজল ও কোঁস কোঁস দেখাইয়া বৈষ্ণবতার কাপটো আমরা যতই কেন না অনুকরণ করিয়া গান করিতে ও যিনি বাজাইতে যাই এবং লোমহর্ষণের অভিনয় করি, তাহাতে কয়েকটা নির্ব্বোধ আমাদের চাতুর্য্যে পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা উত্তরেই "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" হইয়া তমিস্রের গহ্বরে পড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণব-গণের সহিত কপট-বৈষ্ণবতার সংগ্রাম চলিতেছে। সত্যের অবশ্যই জয় হইবে। নিত্য-সত্য-বস্তু ভগবান্ চৈতন্যদেব অক্ষুণ্ণ থাকিবেন, তাঁহার ধাম যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর অক্ষুণ্ণ থাকিবেন—ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিতে হইবে না। কৃত্রিম চেষ্টা জহরীর কষ্টি পাথরে ধরা পড়িয়া যাইবে। যে হেতু আমাদের ন্যায় নেশাখোর জগতে অনেক আছে, তজ্জন্য ভোট আমরাই পাইব—এই নীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প সংখ্যক উচ্চটপাবিপ্রাপ্ত জনগণের নিকট আদৃত হয় না বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করা হইবে, এরূপ নহে। 'কোয়ার্টার-নেন্টস্' ধারাপাত-পড়া গণিতজ্ঞের নিকট আদরের বস্তু না হইলেও উচ্চগণিতজ্ঞগণের লোভনীয় বস্তু। নির্ব্বোধ, প্রাকৃত ধনলোভী, অবান্তর-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট জনগণের নিকট প্রাচীন নদীয়া গোড়পুর শ্রীমায়াপুরের বিপ্রলিপ্সামূলে আদর না থাকিলেও ভক্তরাজের নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সংস্থান কোনও দিনই কক্ষাচ্যুত হইবে না। কুলিয়া নগরে ধন-গৌরবের—কনকৌপলের—লোভ-মোহের অভাব নাই, তাহা সত্ত্বেও যদি মলিন-জীর্ণ-বসন-পরিধানকারী বৈষ্ণব-সম্রাটের নির্দ্দিষ্ট স্থানের আদর করিবার লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার বিপরীত বুদ্ধিকারী জনগণের দুর্ব্বলা চেষ্টা কখনই জগজ্জাল উপস্থিত করিতে পারিবে না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাযুক্ত জনগণ সত্যের উপাসকের নিকট আদর পাইতে পারেন না। যে কাল পর্য্যন্ত জীবের দেহ-দ্রবিণ-লোভ-পাষণ্ডতা প্রকৃতি ভগবদ্ধাম ও ভগবদ্ধামের স্বরূপোপলব্ধিতে বাধা দিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত সত্যের উপাসনা তাহাদিগকে শত যোজন দূরে রাখিবে।

আচার্য্য শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ সংখ্যার পর)

পূর্ণপ্রজ্ঞের কতিপয় উপদেশ

বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা—

স নাম সুকৃতী লোকে কুলং তেনাত্যলঙ্কৃতম্।
আধায়ঃ সর্ব্বভূতানাং যেন বিষ্ণুঃ প্রসাদিতঃ।
(কৃষ্ণামৃতমহার্ণবম্ ৫)

—এই সংসারে যিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়াছেন, তিনিই সুকৃতী, তৎকর্ত্তৃকই কুল অলঙ্কৃত হইয়া থাকে এবং তিনিই নিখিল প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ।

কলৌ কলিমলধ্বংসি-সর্ব্বপাপহরং হরিম্।
যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা নিত্যং তেঽপি বন্দ্যা যথা হরিঃ॥
(ঐ ৭)

—কলিযুগে যে মনুষ্যগণ প্রতিদিন কলিমলধ্বংসী সর্ব্বপাপবিনাশক শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও শ্রীহরির ন্যায় বন্দনীয় হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপূজাই কর্ত্তব্য—

সমস্ত-লোকনাথস্য দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
সাক্ষাদ্ভগবতো বিষ্ণোঃ পূজনং জন্মনঃ ফলম্॥
(ঐ ১৪)

—নিখিল প্রাণিগণের নাথ এবং দেবদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করাই জন্মগ্রহণের ফল।

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য—

নাম্নোঽস্তি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥ ব্রহ্মা।

(শ্রীকৃষ্ণামৃত মহার্ণবম্ ৩১)

মদীয় গুরুদেব ব্রহ্মা বলেন, জীবের পাপহরণ করিতে শ্রীহরির নামের (আভাসের) যে পরিমাণ শক্তি আছে, পাতকী লোক সেই পরিমাণ পাপ করিতে পারে না।

হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমধুরে ভবেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্ত সোঽচ্যুতঃ॥

(ঐ ৪৪)

—যাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরির রূপ, মুখে শ্রীহরিনাম, উদরে হরির নৈবেদ্য, মস্তকে হরির পাদোদক এবং নির্ম্মাল্য বর্ত্তমান, তিনি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন॥

কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ কিম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

(ঐ ৭২)

—যাঁহার জিহ্বাগ্রে "হরি" এই অক্ষরদ্বয় বর্ত্তমান, তাঁহার কুরুক্ষেত্র, কাশী অথবা পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনের কি প্রয়োজন?

সা জিহ্বা যা হরিং স্তৌতি তচ্চিত্তং যত্তদর্পণম্।
তাবেব কেবলৌ প্রাণ্যৌ যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ॥

(ঐ ৭৪)

—সেই জিহ্বাই জিহ্বা—যে জিহ্বা হরির স্তব করে, সেই চিত্তই চিত্ত—যে চিত্ত হরিতে সমর্পিত হইয়াছে, সেই হস্তদ্বয়ই কেবল প্রাণ্য—যে হস্তদ্বয় বিষ্ণুর পূজায় রত হইয়াছে।

দেবতান্তর পূজা নিষিদ্ধ—

স্বধর্ম্মঞ্চ পরিত্যজ্য পরধর্ম্মং চরেদ্ যথা।
তথা হরিং পরিত্যজ্য মোহাদ্যং দেবমুপাসতে॥

(ঐ ১১৫)

—শ্রীহরিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেবতার উপাসনা ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্ম আচরণ তুল্য॥

বিষ্ণু পূজাই কর্ত্তব্য—

যাবৎ স্বাস্থ্যং শরীরেষু করণেষু চ পাটবম্।
তাবদর্চ্চয় গোবিন্দমাযুষ্যা সার্দ্ধকং কুরু॥

(ঐ ১২১)

—যে পর্য্যন্ত শরীরে স্বাস্থ্য এবং ইন্দ্রিয়সকলে পটুতা বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া জীবন সার্থক কর।

স্মার্ত্তমত-নিরাস—

যদ্যহ্নো পঞ্চঘটিকা দশম্যা তু বিধীয়তে তদৈব।
একাদশীং বিদ্ধশ্রেষ্ঠাঃ পঞ্চমোক্তয়োরপি॥

(ঐ ১২৯)

—দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ কুকুরচর্ম্মবিনির্ম্মিত পাত্রস্থিত পঞ্চগব্যের ন্যায় দশমী-বিদ্ধা উভয় পক্ষের একাদশী পরিত্যাগ করিবেন।

অথবা মোহনার্থায় মোহিন্যা ভগবান্ হরিঃ।
অর্থিতঃ কারয়ামাস ব্যাধরূপী জনার্দ্দনঃ॥
ধনধার্চ্যাবিবৃদ্ধ্যর্থং মহাপিত্তকৃতস্য চ।
অসুরাণাং মোহনার্থং পাষণ্ডানাং বিবৃদ্ধয়ে॥
আত্মস্বরূপাবিজ্ঞপ্ত্যৈ বলোকাপ্রাপ্তয়ে তথা।
এবং বিদ্ধাং পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যামুপবাসয়েৎ॥

(ঐ ১৪০-১৪২)

—অথবা ব্যাধরূপী জনার্দ্দন ভগবান্ হরি মোহিনী-কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া (কামিগণের) মোহনার্থ, ধনাকাঙ্ক্ষায় অর্চ্চনার বৃদ্ধিহেতু, পরমার্থের লয় সাধননিমিত্ত, অসুরগণকে মোহন করিতে, পাষণ্ডগণের বৃদ্ধির জন্য আত্মস্বরূপ না জানাইবার অভিপ্রায়ে এবং বিষ্ণুলোকের যাহাতে প্রাপ্তি না হয়, তন্নিমিত্ত ঐরূপ বিধান করাইয়াছিলেন। অতএব ঐরূপ বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করাইবে।

বরং স্বমাতৃগমনং বরং গোমাংসভক্ষণম্।
বরং হত্যা সুরাপানমেকাদশ্যুপবাসতঃ॥

(ঐ ১৮০)

—স্ব-মাতৃগমন, গোমাংস-ভক্ষণ, সুরাপান প্রভৃতি কার্য্য হইতেও একাদশী তিথিতে অন্ন ভোজন নিন্দনীয়।

তির্য্যক্পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সম্প্রাণে মরণেঽপি বা।
ন চান্য নামবিব্রূয়াৎ পরান্নারায়ণাদৃতে॥

(ঐ ২২১)

—কখনও বক্রভাবে পুণ্ড্রক ধারণ করিবে না অথবা প্রাণ দিতে হইলেও পরাৎপর নারায়ণের নাম ভিন্ন অন্য দেবতার নাম উচ্চারণ করিবে না।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নিষিদ্ধ—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
স চণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ॥

(ঐ ২২৩)

—যাঁহার ললাটে সরল ও সুন্দর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, তিনি চণ্ডালকুলে আবির্ভূত হইলেও শুদ্ধাত্মা। তিনিই একমাত্র পূজ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই॥

বৈষ্ণবসেবার প্রাধান্য—

বিষ্ণোর্ভাগবতানাঞ্চ প্রতীপস্তাকৃতিঃ সদা।
পরস্পরবিরোধে তু বিশিষ্টস্যানুকূলতা॥
প্রিয়ং বিষ্ণোস্তদীয়ানামপি সর্ব্বং সমাচরেৎ।
ধর্ম্মমপ্যপ্রিয়ং তেষাং নৈবকিঞ্চিৎ সমাচরেৎ॥
হরিভক্তাবহুচ্চত্বর্ণোচ্চোপি ন পূজ্যতে॥

(মঃ ভাঃ ভাঃ নিঃ ২৯।২১)

বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তগণের অনিষ্টাচরণ কখনই করিবে না। উভয় বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তত্রত্য উত্তম ব্যক্তির নির্দ্দেশই অনুসরণ করিবে॥

বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তের প্রিয়কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠান করিবে। ধর্ম্মও যদি বৈষ্ণবগণের প্রীতিকর না হয়; তাহা হইলে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও আচরণ করিবে না॥

নীচবর্ণকুলোদ্ভূতও হরিভক্ত হইলে পূজনীয় হন; হরিভক্ত না হইলে উচ্চবর্ণ (ব্রাহ্মণও) পূজনীয় হন না॥

বৃত্তব্রাহ্মণতাই স্বীকার্য্য—

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্থিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥

(ছান্দোগ্যভাষ্যে)

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত-গৌতম এইরূপ বৃত্ত বিচার দ্বারাই সত্যকামকে উপনয়ন বা দাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের
ডুমুরকোন্দা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে
শুভবিজয়

গত ১০ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শুক্রবার দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দিল্লী এক্সপ্রেস্ হইতে সীতারামপুর ষ্টেশনে অবতরণ করেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে কিরূপ জনতা হইয়াছিল, তাহা গৌড়ীয়-পাঠকগণ ২৪শে মার্চ্চ তারিখের ইংরেজী দৈনিক বসুমতি-পত্রিকায় প্রকাশিত তদ্বিষয়ক বার্ত্তার অনুবাদ হইতে জানিতে পারিয়াছেন। কলিকাতা হইতে প্রায় ২৫ জন ভক্ত প্রভুপাদের সহিত আগমন করেন। বেলা ২টা ৪২ মিঃ সময় দিল্লী এক্সপ্রেস্ সীতারামপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডী-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, নিত্যানন্দবংশাবতংস পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও কতিপয় ব্রহ্মচারীর সহিত একটী বিরাট সংকীর্ত্তন-দলকে অগ্রণী করিয়া ধানবাদ, চিরকুণ্ডা, কাল্লারা বরাকর, কুমারডুবি, ডুমুরকোন্দা, বেগুনিয়া, কুল্টী, বরাইডি, দিগেরপড়, শাকুরিয়া, বেলগুই, সীতারামপুর, গোবিন্দপুর পিণ্ডারোয়, কালুখাদান, কালিয়াসোল, বলধলি, বড়িয়া, শ্যামপুর, পাণ্ডা, উখরুরিয়া, মদনপুর, বীরসিংহপুর, শিবপুর প্রভৃতি স্থানের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, জমিদার, ব্যবসায়ী, উচ্চরাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি সমবেত প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে অভ্যর্থনা-অভিনন্দন করিবার জন্য সীতারামপুর ষ্টেশনে আগমন করেন। ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিবামাত্র সমবেত-কণ্ঠ-নিঃসৃত জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হয় এবং একদিকে ঐকতান বাদ্য ও আর এক দিকে মৃদঙ্গ-করতাল-সহিত সংকীর্ত্তন-রোল উত্থিত হইতে থাকে। মানভূম জেলার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদকে জয়মাল্যে বিভূষিত করেন এবং রাশি রাশি পুষ্প প্রভুপাদের পাদ-পদ্মে বর্ষণ করিতে থাকেন। প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুম ও প্ল্যাটফর্ম্ম লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। প্রভুপাদকে দর্শন ও তাঁহার বন্দনা করিবার জন্য বিপুল জনতা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বহু মোটর যান ষ্টেশনের প্রায় অর্দ্ধমাইল রাস্তা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। প্রভুপাদকে ডুমুরকোন্দা মঠে লইয়া যাইবার জন্য একটী উৎকৃষ্ট মোটরযান পুষ্পমাল্যে দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। অবশিষ্ট ভক্তগণের জন্য কয়েকটী মোটরযান অবস্থান করিতেছিল, এতদ্ব্যতীত অনেক গুলি মোটরযানে বহু প্রসিদ্ধ স্থানের প্রধিতনাম্না জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ডুমুরকোন্দা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে

যাত্রা করিবার পূর্ব্বে প্রভুপাদকে মানভূম জেলার অধিবাসিগণ একটী অভিনন্দন প্রদান করেন। প্রভুপাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মানভূমের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রাণ, সজ্জনবর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মহান্ত মহোদয় অভিনন্দন পত্রখানা পাঠ করেন। নিম্নে সেই অভিনন্দন-পত্রটী প্রকাশিত হইল—

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মানভূমে শুভাগমন উপলক্ষে

অভিনন্দন

আজিকার এই শুভক্ষণে, রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্ত-নিবাসী আমরা সকলেই এক মহাপুরুষের শুভাগমনকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। সেই মহাপুরুষের জয়-কীর্ত্তন করাই অভিনন্দনের উদ্দেশ্য। কিন্তু যিনি সদাই সত্যানন্দময়—যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে নিত্যই জয়যুক্ত—যিনি বিজয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিজস্ব স্বতন্ত্ররূপ, তাঁহার জয় কীর্ত্তন করা, আমাদের মত হীনবুদ্ধি, হীনচেষ্টা বদ্ধ জীবের পক্ষে কখনও সম্ভবে না। তবে মানুষ এতদূর অপরিণামদর্শী, তাহার মন এতদূর দুর্ব্বল যে, সে নিজকে দুর্ব্বল ও অক্ষম জানিয়াও অনেক সময় অনেক দুষ্কর-কার্য্যে অগ্রসর হয়। আমাদের আজিকার এই চেষ্টাও মানুষের স্বভাবসুলভ সেই দুর্ব্বলতারই ফল; নতুবা যিনি স্বয়ংসিদ্ধ—যিনি স্ব-প্রতিষ্ঠ—যিনি স্বতঃপ্রকাশ, তাঁহার অভিনন্দনে—তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে বা জয়গানে আমরা অধিক আর কি করিব? প্রদীপ জ্বালিয়া জগচ্চক্ষুঃ সূর্য্যকে দেখাইতে যাওয়া যেমন চিরচপলতার ফল-স্বরূপ, আমাদের আজিকার এই কার্য্যও ঠিক তেমনি অকিঞ্চিৎকর মাত্র।

এক দিকে আমাদের এই কার্য্য, আমাদিগকে যেমন সকলের নিকট উপহাসের পাত্র করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে কিন্তু তেমনি এই কার্য্যের প্রচুর প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা রহিয়াছে। সে সার্থকতা এই যে, মহাপুরুষগণের গুণ-কীর্ত্তন, তাঁহাদের কার্য্যালোচন, তাঁহাদের অভিনন্দন-সম্বর্দ্ধনাদি-কার্য্যে আমাদের মত মলিনচিত্ত জনের চিত্তও বিশুদ্ধ, সমুজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হইয়া উঠে এবং ক্রমশঃ তাহাতে শ্রীভগবানের লীলা-তত্ত্বের সৌন্দর্য্যরাশি উদিত হইয়া আমাদের অকিঞ্চিৎকর প্রাণ-মন-জীবনকে ধন্য করিয়া তুলে।

সেই জন্যই বলিতে ইচ্ছা হয়, আজ রাঢ় দেশ ধন্য, তাহার সমস্ত অধিবাসী আপামর-সাধারণ—তাহার বৃক্ষ-লতাদি উদ্ভিদ—তাহার কীট-পতঙ্গাদি-হিংস্র শ্বাপদাদি আজ ধন্য। যে স্থানে ভগবদ্ভক্তের সমাগম হয়—যে স্থানে তাঁহার শ্রীচরণ রেণু নিপতিত হয়, সে স্থান ধন্য, পবিত্র ও পুণ্য-পূজ-পূর্ণ পরমতীর্থে পরিণত হয়। এই রাঢ়ভূমিও সেই কারণে আজ পরমতীর্থে পরিণত হইল। শ্রীভগবানের ভক্ত জনেরাই সংসারে জঙ্গমতীর্থ নামে পরিচিত। তাঁহারাই দেশভ্রমণচ্ছলে যথা-তথা গমনাগমন করিয়া নিজ চরণ-রেণুর অচিন্ত্য-প্রভাবে অতীর্থকে তীর্থে পরিণত করিয়া থাকেন। আবার যে সকল তীর্থ, পাপিগণ-সমাগমে—পাপিগণের পাতক-রাশি ক্ষালনপূর্ব্বক, পাপিগণকে ভক্তিপূত করিয়া দেন এবং তাহাদের পাপরাশি নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রমশঃ নিজে ক্ষীণপুণ্য ও হীনমাহাত্ম্য হইতে থাকেন—ভগবদ্ভক্ত সেই সকল তীর্থের পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক প্রভাব ও মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন, সুতরাং ভগবদ্ভক্তের সমাগম ফলে—তাঁহার কৃপায় অতীর্থ স্বরূপ এই রাঢ়ভূমি যে সুতীর্থে পরিণত হইতে পারিবে না—একথা কে বলিবে?

আমাদের এই রাঢ়দেশকে অনেকেই অনেক প্রকারে নিন্দা করিয়া থাকেন। এই রাঢ়ের রুক্ষ মৃত্তিকা নীরস পাষাণ-পর্ব্বতে ও বালুকা-কঙ্করে সমাকীর্ণ; ইহার বহির্ভাগ এইরূপে অমসৃণ, অসুন্দর ও অরম্য। আবার ইহার অন্তর্দেশও সর্ব্বদাই অঙ্গার বা মৃদঙ্গারের কালিমামণ্ডিত হইয়া অত্যন্ত মলিন ভাবাপন্ন। লোকে মনে করে তাহার অন্তরের ও বাহিরের এই মলিনতা যাইবার নহে এবং প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়া থাকে যে, ধৌতদ্বারা শত ধৌত করিলেও অঙ্গারের মলিনতা যায় না। সেই জন্যই বলিতেছি যে, অঙ্গারের কালিমালিপ্ত মলিন হৃদয় লইয়াও রাঢ়ভূমি আজ নিজকে ধন্য মানিতেছে। কেননা, সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, "সদ্‌গুরু পাবে ভেদ বতাবে জ্ঞান করে উপদেশ। তব করনা কি মরনা ছুটে যব আপ করে পরবেশ॥" সাধু সন্তের— ভগবদ্ভক্তের অহৈতুকী কৃপারূপ অগ্নিকণা প্রবেশ করিলে করনারও মরণা ছুটিয়া যায়; করনা তখন স্বর্ণচূর্ণা সমুজ্জ্বল বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া অপরের মলিনতা হরণে

সহায়তা করে। আমাদেরও এই কথা মাথা খেলা মন সদ্‌গুরুর কৃপাদৃষ্টি-কণা লাভ করিয়া পরম পবিত্র ও পরমোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? সেই জন্যই বলিয়াছি, আমরা ধন্য।

বিষয়-বাসনা-কলুষিত ও বিমূঢ়চিত্ত যাহারা—সুকৃতিশূন্য ও দুষ্কৃতিপূর্ণ যাহারা—পূর্ণ পুণ্যের লেশমাত্র হইতে চির-বঞ্চিত যাহারা—তাহাদের হঠাৎ এ সৌভাগ্যের উদয় হইল কিরূপে? তাহার কারণই বা কি? সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা কেবল পরম দয়ার্দ্র শ্রীভগবানের ও পরমপাবন গুরুজনের অহৈতুকী-করুণার কোমল করাঙ্গুলের ইঙ্গিত মাত্রটীই সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। নতুবা আমাদের এ সৌভাগ্যোদয়ের অন্য কারণ থাকিতেই পারে না।

আমাদের আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, আমাদের মূঢ়ত্ব, আমাদের কাঙ্গালত্ব যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, সেই জন্যই বোধ হয় কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তাঁহার নিজ জনকে—সকল-সুসিদ্ধান্ত-নিরাসপর মূর্ত্তিমান ভক্তিসিদ্ধান্তকে আমাদের হৃদয়ের অপসিদ্ধান্তরাশি দলিত করিয়া সুসিদ্ধান্ত-জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত করিবার জন্য আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। নিতান্ত মূঢ়, নিতান্ত অধম হইয়াও আমরা সেই জন্য আজি বুঝিতে পারিয়াছি যে,—"ভক্তি, ভক্ত, ভগবান, গুরু চারো পদারথ এক"। এবং সেই চারিপদার্থের যুগ-সমন্বয় মূর্ত্তিমান হইয়া জগদ্‌গুরুরূপে আজ আমাদের সম্মুখে বিরাজিত। সুতরাং আমরা যদি ধন্য না হইলাম তবে ধন্য আর কে?

আর এক কথা এই যে, আমাদের এই প্রদেশ গঙ্গাহীন; এই গঙ্গাহীন দেশের দুরিত দুর্গতি হরণ কামনায় চিরবিলাসী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য স্বয়ং ভগীরথস্বরূপ হইয়া শ্রীভগবানের ভক্তিবিনোদিনী ও ভক্তবিনোদিনী করুণাকে গঙ্গার নূতন প্রবাহের মত অপ্রত্যাশিত ভাবে বহাইয়া দিলেন। গঙ্গাতটেই গঙ্গাপূজার ব্যবস্থা আছে বলিয়া আমরাও আজ তাহাই করিলাম। সেই জন্যই বলিতে সাধ হয় যে, রাঢ়ের চির-কলঙ্ক আজ হইতে চিরতরে বিদূরিত হইল। আজ হইতে এই পাষাণময় নীরসভূমি সরস ও উর্ব্বর হইল। এই অভিনব গঙ্গা-প্রবাহের সংস্পর্শে এ অঞ্চলের অসংখ্য সগর-সন্তান সদ্‌গতি লাভ করিল। 'সগর' অর্থাৎ গরলের সহিত যিনি বর্ত্তমান, তিনিই—'স-গর'—এই প্রাপঞ্চিক বিষয়ই প্রকৃত বিষ বা গর। এই গরের সহিত মানুষই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই জন্য মানুষকেই 'স-গর'-বলা চলে, সেই বিষযুক্ত আমরা অসংখ্য সগর-সন্তান আজ গঙ্গা-তরঙ্গের হিল্লোলের স্পর্শে পরম পবিত্র হইলাম—সদ্‌গতিলাভ করিলাম।

যাঁহারা কৃপাবলে পঙ্গু গিরি-লঙ্ঘনে এবং মূক বেদ ব্যাখ্যানে সমর্থ হয়, তাঁহার কৃপা-প্রভাবে আমরাও এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে পারিলাম। ইহার অধিক বলিবার ও বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, সুতরাং নিরস্ত হইলাম। কিন্তু নিরস্ত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বান্তরে আর একবার বলি আজ আমরা ধন্য। নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতে করিতে গগন-পবন প্রকম্পিত করিয়া বলি :—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদ এই অভিনন্দন-পত্রের প্রত্যভিভাষণে স্বাভাবিক দৈন্যভরে নিম্নলিখিত বাক্যাবলী প্রকাশ করেন—

"আজ সৌভাগ্যবশে এরূপ মহাজনগণের সম্মিলিত স্থান দর্শন হোলো। তাঁহাদের দর্শনে আমি কৃতার্থ হ'য়েছি। তাঁহাদের নিকট আমি রাঢ়দেশের কতকগুলি বাহ্য-অসমৃদ্ধির কথা শুনলাম। কিন্তু রাঢ়দেশ পরম পবিত্র দেশ। প্রভু নিত্যানন্দ যে দেশে বিচরণ ক'রেছেন—যে দেশে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত ক'রেছেন, সেই দেশ স্পর্শ ক'রে আজ আমি ধন্য হ'লাম। প্রভু নিত্যানন্দ এ দেশে যে প্রেমামরতরুর বীজ ছড়িয়ে গিয়েছেন, তাহা ক্রমশঃ বিকসিত হচ্ছে। আমার ন্যায় হীনজনের প্রতি এদেশের মহাজনগণ যে সকল কথা প্রয়োগ ক'রেছেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমার অভাব তাঁহাদিগকে জানা'বার আমার আর অন্যভাষা নাই। আমাদের পূর্ব্ব-গুরু যেরূপ-ভাবে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁ'র পদাঙ্কানুসরণ ক'রে আমার নিজের ক্ষুদ্রত্ব আমি জানাচ্ছি—

'জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥'

নিতান্ত অধম আমি। শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দের পদাঙ্কপূত-ভূমি দর্শন-স্পর্শন ক'রে আজ আমি কৃতার্থ হ'লাম। নিত্যানন্দ প্রভুর দেশের মহাত্মগণের চরণ দর্শন ক'রে আজ

আমি ধন্য হ'লাম। আমি তাঁহাদের শ্রীচরণ-কমলের অযোগ্য কিঙ্কর। তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তি নিত্য জাগরিত রয়েছে দর্শন ক'রে আজ আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে। মহাজনই অপরকে পূর্ণমাত্রায় সম্মান প্রদান করেন। মায়ুপ ভক্তি-বিমুখ জনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক'রে তাঁরা আজ আমাকে শিক্ষা প্রদান কচ্ছেন। তাঁহাদের চরণে আমার অনন্ত কোটি দণ্ডবৎপ্রণতি। তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে যেন আমি তাঁহাদের সেবা করতে পারি। আমার অন্য কোন সম্বল নাই, গুরুমুখে যে সকল কথা শুনেছি, সেই সকল কথাই কীর্ত্তন করে তাঁহাদের সেবার অধিকার পেলে আমি আরো ধন্য হ'ব। আমি কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বারংবার তাঁহাদের চরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কচ্ছি। নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত ক্ষেত্রের ধূলিস্পর্শে আমি যেন ধন্য হ'তে পারি—ইহাই আমার প্রার্থনা।"

প্রভুপাদ এইরূপ প্রত্যভিভাষণ প্রদান করিলে সকলে প্রভুপাদকে দণ্ডবৎপ্রণামমাণ বন্দনা করিলেন এবং জয়ধ্বনি করিতে করিতে পুষ্পবর্ষণ করিতে থাকিলেন। পুষ্প-মাল্যাদিদ্বারা সুসজ্জিত মোটরযানে প্রভুপাদকে আরোহণ করাইয়া কেহ বা পদব্রজে—কেহ বা মোটরযানে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুপাদের অনুগমন করিতে থাকিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অবিরত পুষ্পবৃষ্টি ও জয়ধ্বনি হইতে থাকিল। প্রভুপাদের যান অতীব মৃদুগতিতে চলিতে থাকিল এবং তৎপশ্চাতে আরও বহু মোটরযান প্রভুপাদের অনুগমন করিল। এইরূপে সসার্ষদ প্রভুপাদ ও সম্মিলিত ভক্তগণ ক্রমে ডুমুরকোন্দা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুপাদ শ্রীমঠে আগমন করিবেন—এই কথা ডুমুরকোন্দায় তারযোগে প্রচারিত হইবামাত্র স্থানীয় জমিদার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রমানাথ রায়, শ্রীযুক্ত দীননাথ গড়াই, নির্ম্মাচটির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ব্যাঙ্কার ও কোল-মার্চ্চেণ্ট পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ভদ্র, ধর্ম্মপ্রাণ, সজ্জন জমিদার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রভৃতি মহাশয় ব্যক্তিগণের চেষ্টায় মানভূমের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে শ্রীল প্রভুপাদের শুভ-বিজয় বার্ত্তা বিঘোষিত হইল।

(ক্রমশঃ)

মায়াপুর-দর্শন

[বরিশাল হইতে প্রকাশিত "কালীপুর নিবাসী" পত্রিকার ৮ই চৈত্র, ১৩৩৪ তারিখের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি—নদীয়া জেলার অন্তর্গত মায়াপুর গ্রাম। তাহার নিকটেই প্রসিদ্ধ চাঁদ কাজির সমাধি (কবর) অবস্থিত আছে, তৎকালীন বঙ্গের নবাবের শাসনকর্ত্তা চাঁদ কাজীর নিকট মুসলমান সম্প্রদায় নালিশ করিল যে, হরিদাস মুসলমান ছিল, সে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হরিনামে মাতোয়ারা হইয়াছে, তখনই হুকুম হইল গৌরাঙ্গের কীর্ত্তনের দলের সমস্ত খোলগুলি ভাঙ্গিয়া দেও, ঐরূপ আদেশ হওয়া মাত্র সমস্ত খোল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, অদ্যাপি সেই স্থানটী 'খোলডাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া পরিচিত, তাহাও মায়াপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। পরদিন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব স্বয়ং পারিষদগণ সঙ্গে নিয়া চাঁদ কাজীর দরজায় কীর্ত্তন আরম্ভ করেন, কাজীসাহেব তাঁহার দোতালা হইতে নামিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করেন এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। উহার নিকটেই বল্লাল দীঘী ও বল্লাল সেনের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। কালস্রোতে গঙ্গা নদী মায়াপুর ভাঙ্গিয়া নিলে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ যাহা মায়াপুর হইতে ৩ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত, তথায় গৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয় এবং ভক্তগণ পূজা করিতে থাকে। বর্ত্তমানে ঐ নবদ্বীপে নানারূপ ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে এবং মন্দিরে মন্দিরে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে।

গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণ ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত মহাপ্রভুর জন্ম-ভিটায় গৌরাঙ্গ মঠ এবং তাহার কিছু উত্তরে শ্রীবাস-অঙ্গন ও তথা হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে চৈতন্য মঠ স্থাপন করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা ঐ মঠের শাখা ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় সহরে ও তীর্থধামে স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

শুদ্ধ, সত্য, পবিত্র, অকপট বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে গৌড়ীয় মঠেই প্রচার হইতেছে। এই মঠে কোনরূপ ভেজাল নাই, শত শত শিক্ষিত ও উচ্চবংশোদ্ভব মহাপুরুষগণ

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া—সংসারের সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই মঠে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও সতী হইয়াছেন। ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ তৎপূর্ব্বে নবদ্বীপের ৯টী দ্বীপে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহসহ ৩২ মাইল স্থান পরিক্রমা করেন। একদিন প্রায় ১৫০০।২০০০ হাজার লোক ব্যাণ্ড বাদ্য ও খোলকরতাল সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে এক একটী দ্বীপে উপস্থিত হন এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে সকল লীলা প্রকটন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে পাঠ ও বক্তৃতা হয় এবং তথায় সমাগত সকলেই প্রসাদ পান। ইহার সমস্ত ব্যয় উক্ত মঠের সন্ন্যাসিগণ বহন করেন।

পরে পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিন হইতে গৌড়ীয় মঠে ক্রমান্বয়ে ৪।৫ দিন মহোৎসব আরম্ভ হয়, তাহাতে ভারতের অনেক স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ সমবেত হন। প্রতিদিন প্রায় ৪।৫ হাজার লোক ঐ মন্দিরে ২ বেলা প্রসাদ পাইয়া থাকেন। তথায় সর্ব্বদা কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা হয়। সে যে কি আনন্দ, তাহা যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন, ঐ উৎসবে যোগ দিলে সংসারের সকল জ্বালা ভুলিয়া গিয়া নূতন আনন্দের রাজ্যে পৌঁছিয়াছি মনে হয়, যাহার মুখের দিকে তাকাই সকলেই যেন প্রফুল্ল, প্রশান্তভাব, ঠাকুরের নামে মাতোয়ারা।

আমি সপরিবারে তথায় ৩ দিন ছিলাম; কি অভ্যর্থনা, কি যত্ন, কত আদর, এই বিরাট ব্যাপারের মধ্যেও আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের প্রতি, আশ্রমী ও সন্ন্যাসিগণ যে দয়া দেখাইয়াছেন, কত সতর্কতা নিয়াছেন, কত যত্ন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আমি স্তম্ভিত হই। আমাদের জন্য গৌরাঙ্গ মঠের দক্ষিণাংশে দোতালার মধ্যে একটী দালানে থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, উহার বেলা প্রসাদ পাওয়ার সময় ব্রহ্মচারিগণ আমাদিগকে মন্দিরে ডাকিয়া নিয়া কত আদরে খাওয়াইতেন। পূর্ণিমার দিন, গঙ্গাস্নান করিব প্রকাশ করায় তখনই সন্ন্যাসিগণের সংবাদ মত গরুর গাড়ী আসিল, জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় স্নান করিব, সন্ন্যাসিগণ বলিলেন, পশ্চিমদিকে ২ মাইল দূরে 'নিদয়ার ঘাট' আছে, তথায় স্নান করিতে যান। জিজ্ঞাসা করিলাম—ঐ ঘাটের নাম নিদয়ার ঘাট কেন হইল, বলিলেন—এই ঘাট দিয়াই গৌরাঙ্গ সুন্দর পার হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য কাটনা গিয়াছিলেন, পরদিন শচীমাতা কান্দিতে কান্দিতে গিয়া পাটনীকে বলিলেন যে, তুই কোন প্রাণে আমার গোরাচাঁদকে পার করিয়া দিলি, সেই হইতে ঐ ঘাট "নিদয়ার ঘাট" বলিয়া পরিচিত, আজও সেই ঘাটে পাটনীগণ খেয়া দিতেছে।

* * *

উক্ত গৌড়ীয় মঠের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের সভাপতিত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এক বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়, ঐ সভায় ত্রিপুরার মহারাজাধিরাজ, স্থায়ী প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ৪ জন প্রসিদ্ধ ধনী ভক্তগণের বাসের জন্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ৪টী দালান প্রস্তুত করিয়া দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

৪দিন পরে চলিয়া আসিলাম তখনও মেলা চলিতেছে। সংসারাসক্ত বদ্ধজীব, আবার টান পড়িয়াছে, তাই চলিয়া আসিয়াছি। অনেক স্থানে গিয়াছি কিন্তু এমন পবিত্র ও শুদ্ধ আনন্দ আর কখনও পাই নাই।

ঐ মঠে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ নামক একটী বৈষ্ণব আছেন। তিনি এই সমস্ত ব্যাপারের ম্যানেজার, তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও বন্দোবস্ত দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বরিশাল।

মহাপ্রভুর জন্মভিটায় জন্মোৎসব

[আমাদেরপুর হইতে প্রকাশিত ১৩৩৪ ফাল্গুন সংখ্যার উদ্বোধন মাসিক পত্র হইতে উদ্ধৃত]

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সমগ্র জগতের পূজনীয় বস্তু, তাঁহার নাম বিশ্বময়। মহাপ্রভুর আসল জন্মভিটা শ্রীমায়াপুরে। তাঁহার জন্মোৎসব এবার অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। জন্মোৎসবের নয় দিবস পূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের নিঃস্বার্থ, ত্যাগী সেবকগণের পরিচালনায় হাজার হাজার যাত্রী নবদ্বীপ-পরিক্রমা করিয়াছেন। 'নবদ্বীপ' বলিতে কেবলমাত্র সহর নবদ্বীপ নহে। সহর নবদ্বীপ, নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের একটী দ্বীপের অংশ মাত্র। ইহা অনেকেই জানেন না। সহর নবদ্বীপকে প্রাচীন পুঁথিতে কুলিয়া বা কোলদ্বীপ বলা হইয়াছে। এই কুলিয়া সহর ও মহাপ্রভুর জন্মস্থান

এপার ওপার। মধ্যে কেবলমাত্র গঙ্গা প্রবাহিতা। গঙ্গার পূর্ব্বপারে মহাপ্রভুর আসল জন্মস্থান প্রাচীন নবদ্বীপ বা শ্রীমায়াপুর আর পশ্চিমপারে আধুনিক নবদ্বীপ সহর। মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রাচীন নবদ্বীপেই বল্লাল সেনের রাজধানী ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ সমূহ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বল্লালদীঘী নামে এক প্রকাণ্ড শুষ্কদীঘী তথায় এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে চাঁদ কাজীর সমাধি আছে। চাঁদ কাজীর বংশধরগণ এখনও এখানে বাস করিতেছেন। চাঁদ কাজীকে মহাপ্রভু গ্রামসম্বন্ধে 'মামু' বলিতেন।

এই নবদ্বীপ-পরিক্রমা একটী দেখিবার জিনিষ। সমগ্র বঙ্গদেশে বা ভারতবর্ষে এরূপ দৃশ্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু তাঁহার বাল্যলীলা হইতে সন্ন্যাসলীলার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেখানে যে যে-লীলা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ অসংখ্য যাত্রিগণকে দেখাইয়া থাকেন। প্রত্যেক দ্বীপে মহামহোৎসব, সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, গান, নৃত্য, গ্রন্থপাঠ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি আনন্দোৎসব হইয়া থাকে। হাজার হাজার যাত্রিগণকে শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ প্রসাদ বিতরণ করেন—তাহাদের বিছানাপত্র ঔষধ পথ্যাদির যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করেন। ধ্বজী, পতাকা খোল করতালসহ সোভাযাত্রা বহির্গত হয়। কলিকাতার সিনেমা-কোম্পানী-সমূহ বায়স্কোপের জন্য আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া থাকে।

এইরূপে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া তাঁহারা ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিবস মহাপ্রভুর জন্মস্থিটার উপস্থিত হইয়া অধিবাস সঙ্কীর্ত্তন করেন। জন্মোৎসবের দিন জন্মস্থিটার হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। শুধু বাঙ্গালী নহে—ভারতের সকল স্থান হইতে যাত্রিগণ এখানে আসিয়া থাকেন। বাংলার প্রতি গ্রাম, নগর, সহর, রাজধানী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, এতদ্ব্যতীত ইউরোপের অধিবাসী শ্বেতাঙ্গপুরুষগণও এ দৃশ্য দেখিতে আসিয়া থাকেন। এবার প্রায় পঞ্চাশ হাজার বা ততোধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। কেহই মহাপ্রসাদ না পাইয়া যাইতে পারেন না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে গৌরাঙ্গদেবের কথা শুনিবার জন্য কত সহস্র ব্যক্তি উৎকণ্ঠিত হইয়া অবস্থান করেন। তিন দিবস এই জন্মোৎসব বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমায়াপুরে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে—যোগপীঠ এবং শ্রীমন্দির, নিমাইর জন্মস্থান, পঞ্চতত্ত্ব, রাধামাধব, বিশ্বম্ভর, লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়াসনাথ মহাপ্রভু, শ্রীবাস-অঙ্গনে পঞ্চতত্ত্ব, অদ্বৈতভবন, শ্রীচৈতন্যমঠে উনত্রিশ চূড়ায় অপূর্ব্ব মন্দির, তন্মধ্যে অপূর্ব্ব-দর্শন রাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ, রামানুজাচার্য্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্কাচার্য্যের মন্দির ও শ্রীমূর্ত্তি, চন্দ্রশেখর-ভবন, বিদ্যাপীঠ, সৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ-কার্য্যালয়, ব্রহ্মচারী ও বিদ্যার্থিগণের স্নান, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, চাঁদকাজীর সমাধি, শ্রীধরের বাসিচা ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে নবদ্বীপ সহরের ন্যায় ভেট-প্রথা, ব্যবসায় বা জুলুম নাই। সকলেরই প্রায় নিঃস্বার্থ সেবাশাখা।

জন্মোৎসবের দ্বিতীয় দিবসে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন হয়। ত্রিপুরার মহারাজাধিরাজ এই সভার স্থায়ী সভাপতি। অনেক গণ্যমান্যলোক এই সভার সভ্য ও সম্পাদক। চতুর্দ্দিকে অনেক মন্দির ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইতেছে। জামসেদপুরবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী
শ্রীরাধগোপাল চট্টোপাধ্যায়,
জামসেদ্‌পুর।

নবদ্বীপ-পরিক্রমা-বিবরণ

[আনন্দবাজার পত্রিকা ১লা চৈত্র ১৩৩৪]

পরিক্রমার যাত্রিগণ গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে নিরাপদে শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পরিক্রমার শেষ ৩ দিন যাত্রী সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়া প্রায় ৩ সহস্রের অধিক হইয়াছিল। শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে যাত্রীদের কাহারও কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। কয়েক জন পাশ করা বিচক্ষণ ডাক্তার সমস্ত প্রকার ঔষধ-পত্রসহ সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। শ্রীল পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং অনেক স্থলে উপস্থিত ছিলেন।

মায়াপুরে মহোৎসব

(৩রা চৈত্র তারিখের "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

গত ৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে শ্রীমায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে মহাপ্রভুর জন্মস্থানে ৪৪২ তম আবির্ভাব মহামহোৎসব বিপুল আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহ প্রতি বেলায় ৭ হইতে ৮ সহস্র লোক মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই কয়েকদিনে আনুমানিক ৬০ হাজার লোক এখানে আগমন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলা, উড়িষ্যা, আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু গণ্যমান্য ভদ্র ব্যক্তিগণ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যগণ বহু স্বেচ্ছাসেবকদ্বারা যাত্রিগণের যাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়, তাহার বিশেষ, ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

গত ৭ই মার্চ্চ তারিখে পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামী ঠাকুরের সভাপতিত্বে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। ঐ সভায় ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থায়ী সভাপতির পদে মনোনীত হন। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে যাত্রিগণের আবাসের জন্য বর্ত্তমান বৎসরে একলক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে,—এই প্রস্তাব মঞ্জুর হয়।

মায়াপুর ধর্ম্মশালা

("বাঙ্গালার কথা" ৯ই চৈত্র ১৩৩৪ বৃহস্পতিবার)

স্বনামধন্য সাহিত্যিক পিয়ারী চাঁদ মিত্র (টেক চাঁদ ঠাকুর) মহাশয়ের জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী এবং শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র তাঁহাদের পরলোকগত পিতার স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মভিটার মন্দিরের একটী সিংহদ্বার এবং তৎসংলগ্ন একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের জন্য ১০ দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব-জয়ন্তী

(১৪ই মার্চ্চ ১৯২৮ তারিখের হিন্দি "বিশ্বমিত্র" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীচৈতন্যদেবকী ৪৪২ বী জয়ন্তী বড়ী ধুম-ধামকে সাথ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রকে মকান শ্রীমায়াপুরমেঁ বুদ্ধসে দুই বহ স্থান সহরোঁ বর্ধ পুরানে কীলক সমান বরাবর দিখী কে পাস হৈ। এস স্থলেসে অধিক উৎসব মনায়া গয়া। জিনমেঁ নামকীর্ত্তন, মহাকীর্ত্তন, ধার্ম্মিক ব্যাখ্যান, পূজা স্নান, মহাপ্রসাদ বিতরণআদি হুএ। বঙ্গাল, বিহার, উড়ীষা যুক্তপ্রান্ত, মদ্রাস ঔর পঞ্জাবাদি প্রান্তোঁকে সাঠ হজারকে লগভগ যাত্রী উৎসবকে দরমিান ইস্ তীর্থমেঁ আয়ে। লগভগ সাত হজার আদমিয়োঁকো মহাপ্রসাদ বাঁটা গয়া গৌড়ীয় মঠ কলকত্তাকে স্বয়ং সেবকোঁ নে শান্তি ঔর যোগ্যতাকে সাথ যাত্রিয়োঁকী সেবা ঔর প্রবন্ধ কিয়া। গৌড়কুণ্ডকে নিকট মেলা বহুত হী সফল হুয়া। পর সড়কোঁকী খরাবী ঔর জঙ্গলোঁকে আবাগমনকী অনিয়মিততাসে যাত্রিয়োঁ কো বড়ী অসুবিধা হুই। কৃষ্ণনগর জেলা বোর্ড আদিকো ধ্যান দেনা চাহিয়ে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রচারিণী সভাকা বার্ষিক অধিবেশন পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকী অধ্যক্ষতামেঁ মায়াপুর মন্দিরমেঁ হুআ। টিপরাকে মহারাজ বীর বিক্রম মাণিক্য বহাদুর সভাকে স্থায়ী প্রেসিডেন্ট চুনে গয়ে। কই প্রস্তাব পাস হুএ জিনমেঁসে এক যহ ভী থা কি যাত্রিয়োঁকে লিয়ে স্থানকী ব্যবস্থাকে বাস্তে ইস সাল এক লাখ রুপয়া খর্চ কিয়া জায়ে।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা পঞ্চহ দিনকে বাদ সকুশল ৬ মার্চ্চ কো শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে জন্মস্থান মায়াপুর মেঁ পহুঁচ গয়ী। যাত্রিয়োঁকী সংখ্যা প্রতিদিন বঢ়তী রহী। পুলিসনে বড়ে উদ্যোগসে প্রবন্ধ কিয়া, এক বায়স্কোপ কম্পনী নে মেলেকে চিত্র ফিল্মকে বাক্সে নিয়ে। পরিক্রমা উৎসবকে প্রবন্ধক চৈতন্যমঠ বালোঁ মেঁ বড়ী সাবধানী রখী। ডাক্টর ভী সাথ থে। চৈতন্যদেবকী শিক্ষাকে সম্বন্ধমেঁ ব্যাখ্যান দিয়ে গয়ে।

শ্রীমায়াপুরমেঁ ধর্ম্মশালা বনানেকে বাস্তে মানভূমকে জমিদার শ্রী আই, এল চক্রবর্ত্তী ৫০০০ দিয়ে হৈ। চিরকুণ্ডাকে জমিদার শ্রী ডী, এন্ গাঙ্গাই, রাজগঞ্জকে শ্রী সি, সি, পাল, বাঁকুড়াকে শ্রীহরিপ্রসাদ বনর্জীনে শ্রীচৈতন্য মঠকে মন্দিরমে যাত্রিয়োঁকে নিবাস স্থানকে অলগ অলগ ব্লাক বনানেকে লিয়ে দান দিয়ে হৈ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব

(দিল্লি "স্বতন্ত্র" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত ১৭ই মার্চ ১৯২৮)

৬০ হজার তীর্থ যাত্রীকো ভীড়

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবকা ৪৪২ বী জন্মোৎসব বড়ে ধুমধামকে সাথ হজার বর্ষকে পুরাণে বল্লাল দিগ্‌ঘীকে পাস শ্রীমায়াপুরমে শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রকে ঘর পর মনায়া গয়া। যহ মহোৎসব এক সপ্তাহ তক হোতা রহা তথা ইস অবসর পর নামকীর্ত্তন, ধার্ম্মিক ব্যাখ্যান, মহাপ্রসাদ বিতরণ আদি কই প্রকারকে কার্য্য সম্পন্ন হুএ। তীর্থ যাত্রিয়োঁমে অধিকাংশ উচ্চবর্ণকে হিন্দু থে, জিনমে কিতনে হী অফসর ভী থে। হরএকদিন ভোজনকে সময় ৬।৭ হজার আদমিয়োঁকো মহাপ্রসাদ ভোজন করায়া জাতা থা। ইতনে দিনোঁমে করীব ৬০ হজার যাত্রীবহাঁ হাঁ পহুঁচ চুকে কলকত্তেকে গৌড়ীয় মঠকে সদস্যোঁনে যাত্রিয়োঁকো পুরা আরামিয়ত পহুঁচায়া।

সাথ হী শ্রীনবদ্বীপ প্রচারিণী সভাকা ভী বার্ষিক অধিবেশন হুআ। পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সভাপতি থে। তিপরাকে বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রচারিণী সভাকে স্থায়ী সভাপতি বনায়ে গয়ে। পদাধিকারিয়োঁকা চুনাব হুআ। কই প্রস্তাব স্বীকৃত হুএ, জিনমেঁ এক যহ ভী থা কি ইস বর্ষ যাত্রিয়োঁকে নিবাসাদিকে লিয়ে ১ লাখ রুপয়া খর্চ কিয়া জায়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে জন্মস্থান শ্রীমায়াপুরকী পরিক্রমা করনেকে লিয়ে কিতনে হী যাত্রী নিকলে থে, যে ১৫ দিনকে বাদ শ্রীপুর পহুঁচ গয়ে। রাস্তে মে পুলিসনে উনকী রক্ষাকা আচ্ছা প্রবন্ধ কর রখা থা। স্থানপর কীর্ত্তন ঔর ধার্ম্মিক ব্যাখ্যান হোতে থে।

মানভূমকে জমীদার আই এন্ চক্রবর্ত্তী মায়াপুরমে এক ধর্ম্মশালাকে লিয়ে ৫০০০৲ কা দান দিয়া হৈ। পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজনে ৮ তারিখকী উসকো নীব ভী ডাল দী হৈ।

SRI CHAITANYA ANNIVERSARY at SRI MAYAPUR.

Forward, Thursday, 15th March, 1928.

The advent anniversary of Sri Chaitanya Deva is being celebrated from the 6th instant at the house of Srila Jagannath Misra at Sri Mayapur near the historical lake-like Ballal-dighi. Pilgrims are highly interested to see the remaining off-shoot of the Nim-tree under which Srimon Mahaprabhu was born. Many highly respectable gentlemen, both officials and public, from every part of Bengal, U. P., Bihar and Orissa, Madras and the Punjab joined in large numbers. Not less than six to seven thousand people were treated with Sri Mahaprosad each mealtime every day. It is roughly estimated that about sixty thousand people visited this holy place in course of the last four days. The members of the Sridham Procharini Sabha, with the help of a large number of volunteers prevented rush and managed the crowd tactfully and politely so that no pilgrim had to suffer any trouble whatsoever. The Mela around the Gourkunda is still continuing.

The Annual General Meeting of the Sridham Procharini Sabha was held on the 7th inst. with Paramahansa Srila Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami Thakur in the chair. His Highness the present Maharajadhiraj Bir Bikram Manikya Bahadur of Tipperah was elected the President of the Sridham Procharini Sabha in place of the late Maharaja. Many new members were enlisted and office bearers were elected. Amongst others a resolution for the expenditure of up to one lac of rupees for the purpose of accommodation of pilgrims was passed.

The bad condition of roads and the irregularity of the Ferry Service at Swarupganj were keenly felt by pilgrims. The members of the Local Board and the District Board of Krishnagar should be well advised to take proper care.

Generous gifts for Sri Mayapur Dharamsala.

Sreejut I. N. Chander, Zemindar of Manbhum has contributed Rs 5,000 at present towards the construction of a Dharamsala at Sree Mayapur (Old Nabadwip).

Sreejut D. N. Garai, Zemindar of Chirkunda, C. C. Paul of Rajganj and Sreejut Hariprosad Banerjee of Bankura have also contributed towards the construction of three different blocks attached to the temple of Sree Chaitanya math for the accommodation of pilgrims.

His Divine grace Paramahansa Sreela Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj laid the Foundation Stones on the 7th March last amidst loud cheers and Sankirtan of a large number of pilgrims.

সমালোচনা

বর্ত্তমান মাসের 'মাতৃমন্দির' নামক একটী মাসিকপত্রে "আলকথায়" মধ্যে শ্রীগৌড়পুর-পর-বিদ্যাপীঠের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"নবদ্বীপ চিরদিনই বাংলাকে পরা-বিদ্যা দান করিয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর হইল নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত মায়াপুরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক একটী "মঠ" স্থাপিত হইয়াছে। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, এই মঠের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক 'শ্রীগৌড়পুর—পর-বিদ্যাপীঠ' নামে একটী বেদ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে বিনা ব্যয়ে ছাত্রগণ বিদ্যালাভ করিতে পারিবেন। এরূপ প্রতিষ্ঠানে শ্রীভগবানের কৃপা বর্ষিত হউক। আমরা এই সম্প্রদায়ের একটী বৈশিষ্ট্যের খবর রাখি—অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায় স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে আপন দলে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই সম্প্রদায়ে নারীজাতির স্থান নাই। ভাল কি মন্দ তাহা আমরা বলিতে পারি না, যাঁহার যতটুকু সামর্থ্য তাই লইয়া তিনি ভগবৎ-সেবা করুন; নারীজাতি সে অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকুন তাহাতে তাঁহাদের কিছু আসে যায় না।

"মাতৃমন্দিরের সম্পাদক মহোদয় ও সম্পাদিকা মহোদয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের যে বৈশিষ্ট্যের খবরটী দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের একটু বিচার ভ্রান্তি হইয়াছে। মঠে যদিও চারি প্রকার আশ্রমের প্রবেশাধিকার আছে, তথাপি গৃহস্থাশ্রমের ভক্ত-মহিলাগণের তথায় সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া সেবা করিবার প্রয়োজন হয় না। সে স্থানে বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু এবং পরমার্থি-গৃহস্থগণ-হরিসেবা ও পরবিদ্যার অনুশীলনের জন্য সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিতে পারেন। গৃহী-সূত্রে তথায় সকল ভক্ত-মহিলা ও সুনীতি সম্পন্ন গৃহস্থগণের যোগদানে অধিকার আছে।

পর-বিদ্যা-পীঠের কর্ত্তৃপক্ষ ও সেবক-মণ্ডলী প্রত্যেক পুরুষ-ভক্ত ও মহিলা-ভক্তের ত সর্ব্বতোভাবে সম্মান, আদর ও যত্ন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের রাজ্যে নরনারী, উভয়েই সমভাবে আদৃত এবং ভগবদ্ভক্তিতে উভয়েরই সমান অধিকার আছে—ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার। কিন্তু 'বৈষ্ণব' নামধারী, প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে যে নর-নারীর ব্যক্তিগত অধিকার অতিক্রম করিয়া পরস্পরের প্রতি অত্যাসক্তির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ তাহার আদর করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক নর ও প্রত্যেক নারী পৃথক পৃথক্ ভাবে একমাত্র ভগবানেরই সেবা করিতে সমর্থ। ভগবৎ-সেবার নামে কর্ম্ম-পদ্ধিগণের ন্যায় বীরভোগ্যা বসুন্ধরাকে ভক্ত নর-নারী ভোগ করেন না, পরন্তু প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়কে ভগবৎ-সিংহাসন জানিয়া তাঁহাদিগকে 'গুরু' ও 'পূজ্য' জ্ঞানে তাঁহারা সম্মান দিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যেরূপ ভক্তি-বিরোধ-পূর্ব্বক ভক্ত-মহিলাগণকে হরিসেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি প্রচ্ছন্ন 'ভোগ্যা'-বুদ্ধি করেন, পরবিদ্যাপীঠের শিক্ষণীয় বিষয়ে তাদৃশী কু-প্রথার আদর নাই। পরবিদ্যাপীঠে আত্রেয়ী, গার্গী, শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী প্রভৃতির প্রতি সেবা-বিমুখতার কোন কথা নাই। পরন্তু প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ ভোগ-পিপাসা প্রবলা, তাহাতে শ্রীচৈতন্য মঠ-সেবকগণ সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আসক্তিতে হরিসেবায় বাধা হয়, তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—ভগবৎপ্রেম পশুপক্ষী, দেব-দেবী, দানব দানবী, নর-নারী প্রভৃতির পরস্পর আসক্তি-জ্ঞাপিকা বৃত্তি নহে।

পরন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব বুদ্ধি দ্বারা পণ্ডিত বিষয়-সেবার পরিবর্ত্তে অধ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বা পরমাত্মার প্রতি ভক্তিই একমাত্র কৃত্য। প্রত্যেক নর ও প্রত্যেক নারী পরা-বিদ্যা-লাভে অধিকারী ও অধিকারিণী। কিন্তু বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী সম্মান, শক্তিপূজা, মাতৃপূজা প্রভৃতির নামে জগতে যে ভোগময়ী-কপটতা অর্থাৎ পূজার নামে ভোগ পূজা চলিতেছে, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ সেইরূপ কপটতার কখনই আদর করে না। স্বরূপোদ্বোধিনী শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে বিজনস্থানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে জড়দেহের আকর্ষণ স্থূল ও সূক্ষ্ম—ভোগ ও ত্যাগ দর্শন ও অর্চ্চনাকারে প্রবিষ্ট হইবেই হইবে। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ম স্ক, ১৯ অ, ১৭ শ্লোক ও মনুসংহিতায় ২।২১৫)

—মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও থাকিবেনা, কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

আবার বলিয়াছেন,—

সর্ব্ব জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।'

কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানিয়া সম্মান বা পূজা করিলে স্থূল- সূক্ষ্ম-দেহ-সম্বন্ধিনী কোন দুর্ব্বুদ্ধি স্থান পাইতে পারেনা। তখনই আপনাকে ও সমগ্র নর-নারীকে কৃষ্ণ-যোষিৎরূপে উপলব্ধি হয়। পুরুষ বা ভোক্তার অভিমান থাকেনা। নারীও আপনাকে—নরযোষিৎ জ্ঞান করেনা। কপট সখী-ভেকী সাজিয়া প্রাকৃত সহজিয়া ধর্ম্ম বা কাপট্য নাট্য করিতেও বাধিত হয় না। সর্ব্ববস্তুতে কৃষ্ণ; সেবোপকরণ-বুদ্ধির উদয় হয়।

"মাতৃমন্দিরের" সম্পাদিকা মহোদয়া নারীজাতির পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক পরা বিদ্যাপীঠে স্ত্রীর অধিকার বঞ্চিত বলিয়া যে অনুযোগ দিয়াছেন তজ্জনিত অপরাধ পরাবিদ্যা-পীঠের নাই; যে হেতু পরবিদ্যাপীঠের প্রত্যেক অন্তেবাসী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবক। তাঁহারা প্রত্যহই—

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

প্রভৃতি স্তব করিয়া থাকেন। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী পরব্যোমস্থিতা নারায়ণী, বেদশ্রী-প্রমুখা লক্ষ্মীবর্গ, শচী, রতি, পার্ব্বতী, জয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, ইলা এবং যাবতীয় ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, অন্ত্যজা ও চতুর্দ্দশ ভুবনস্থিতা সকলেরই আকারবন্ত—অংশিনী অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূতা ও প্রকাশিতা। ইঁহাদের যথাবিহিত সেবা না করিয়া কাহারও শক্তিমন্ত্রের অবগতি ও সান্নিধ্য-লাভ সম্ভবপর নহে। এই সকল কথা আলোচনা করিলে 'মাতৃমন্দির'-লিখিত অনুযোগের অপরাধে শ্রীগৌড়পুর পরবিদ্যাপীঠ দায়ী হইতে পারেন না।

সারস্বত-তীর্থে নারায়ণী সরস্বতী দেবীরই আরাধনা, সুতরাং পরাবিদ্যা-ব্যতীত অবিদ্যা বা ইতর যোষিদাদি অন্য কেহই এই বিদ্যাপীঠের আরাধ্যা নহে।

সুতরাং 'মাতৃমন্দিরের' পরবিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে ধারণায় কিঞ্চিৎ ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, বুঝা যায়। আশা করি, তাঁহারা এ বিষয়ে পরবর্ত্তী-সংখ্যায় তাঁহাদের সংশোধিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন।

ক্ষুদ্রের নিবেদন

গৌড়ীয় পত্রের ৩১শ সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত "শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন" শীর্ষক প্রস্তাবের দুই এক স্থলে আমার "বিচার-বিরোধ" বা "বিচার-ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া করুণার্দ্র-হৃদয় পরম শ্রদ্ধেয় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় আমাকে যার পর নাই অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমি কাম-ক্রোধাদি রিপু-পরিচালিত, ধনমানাদি-বিষয়লুব্ধ, স্ত্রী-পুত্রাদির মায়াবন্ধনে মুগ্ধলিত, ভগবদ্বিমুখ, অতি ঘৃণিত ও জঘন্য বহির্ম্মুখ জীব। মাদৃশ অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের যথার্থ-স্বরূপের কিয়দংশও উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। অতএব আমার স্থূল ও বাহ্য-দৃষ্টিতে আমার চিত্তে যাহা প্রতিভাত হইয়াছিল, আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম মাত্র। শ্রীগুরুতত্ত্ব নির্ণয়-বিষয়ে গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবাপরায়ণ, সর্ব্বত্যাগী সম্পাদক মহাশয়ের সূক্ষ্ম ও দিব্যদৃষ্টি আমি কোথায় পাইব? ফলতঃ উদারচেতা সম্পাদক মহাশয় মাদৃশ মূঢ়জনের ভ্রম প্রদর্শন

করিয়া আমার আমার বহুত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মায়াবদ্ধ জীবগণের পক্ষে শ্রীভগবানের যথার্থ-স্বরূপ নির্ণয় করা যে প্রকার দুরূহ ব্যাপার, শ্রীভগবানের প্রতিনিধিই শ্রীগুরুদেবের যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করাও তদ্রূপ কঠিন ব্যাপার। শ্রীগুরুদেবের কথা দূরে থাকুক, সাধু বা বৈষ্ণবকে চিনিবারও আমাদের কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই। শ্রীভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া স্বকীয় স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য জীবকে যখন যখন প্রদান করেন। যে ভাগ্যবান্ জীব এই সামর্থ্য লাভ করেন, তিনি এই মর্ত্যলোকে নিতান্ত ধন্য, সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুদেবও তাঁহার যথার্থ স্বরূপ স্বধর্মনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণ শিষ্যের নিকট কৃপাপরবশ হইয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ।" আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধজীব এই গূঢ় কথার তাৎপর্য্য কি বুঝিবে? তাই কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি যেন জীবন থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের যথার্থ স্বরূপ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া এই মানব-জন্মকে সার্থক করিতে পারি। এ বিষয়ে ভগবদ্ভক্ত গুরু-সেবা-নিরত সাধু মহাজনগণ আমাদিগকে সদুপদেশাদির দ্বারা যাহা কিছু সাহায্য প্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব।

পরিশেষে বক্তব্য, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধিকাতত্ত্ব, শ্রীগুরু-তত্ত্ব, শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীবৈষ্ণবতত্ত্ব প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিবার ইচ্ছা হয় এবং তদ্বৎ বিষয়ে আলোচনা করিয়াও থাকি। কিন্তু আমাদের অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন চিত্ত কখনই প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করিতে পারে না। সুতরাং আমাদের আলোচনায় নানা প্রকার ভ্রান্তি থাকিয়া যায়। জীব-হিতব্রতধারী পরম উদার, পরম কারুণিক সাধু মহাজনগণ আমাদের আত্মার কল্যাণার্থ যদি আমাদের আলোচিত বিষয়ের অন্তর্নিহিত ভ্রম সকল প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহারা যে আমাদের এবং ধর্ম্ম-পিপাসু প্রত্যেক জীবের মহৎ কল্যাণ সাধন করিবেন —ইহা বলাই বাহুল্য। করণা করি, প্রাগুক্ত বিষয় সকলের শুদ্ধ আলোচনা আমরা গৌড়ীয়পত্রে এবং Harmonist পত্রিকার মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইয়া সুখী ও কৃতার্থ হইব।

শ্রীবৈষ্ণব কৃপাভিখারী বৈষ্ণবদাসানুদাস
প্রণত—
শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, শান্তিপুর

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান

(প্রতিবাদ)

[১৭ই চৈত্র ১৩৩০ তারিখের "দৈনিক বসুমতী" হইতে উদ্ধৃত]

গত ৬ই চৈত্র তারিখের মফঃস্বল সংস্করণ 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় "নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ উৎসব" শীর্ষক একটী সংবাদ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি নবদ্বীপ সহরের অধিবাসী। মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এখানে গঙ্গার পশ্চিম পারে কখনই হইতে দেখি নাই। বিখ্যাত বৈষ্ণব জগন্নাথ দাস বাবাজীর নির্দ্দেশ অনুসারে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার পূর্ব্বপারে মায়াপুরে সর্ব্ব প্রথম মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। অদ্যাপি তথায় এই উৎসব হইয়া থাকে। এ বৎসরও বিরাট আয়োজনে তথায় মহোৎসব হইয়া গিয়াছে।

মহেশগঞ্জের জমিদার শ্রীযুত রসিক বাবুর জ্যেষ্ঠতাত জমিদার শ্রীযুত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী গঙ্গার পূর্ব্ব পারে মায়াপুর, সাধারণে প্রচারিত করিবার জন্য একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং এখনও বহু চেষ্টা করিতেছেন। রামদাস বাবাজীর গুরুদেব পরলোকগত চরণদাস বাবাজী আজীবন গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ মায়াপুরে চৈতন্যদেবের জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। নবদ্বীপের চেয়ারম্যান শ্রীযুত সদানন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠতাত মহামহোপাধ্যায় অম্বিকা-নাথ ন্যায়রত্ন গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপের মায়াপুরই যে চৈতন্যদেবের জন্মভূমি,—একথা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

পাইকপাড়ার সিংহবংশীয় জমিদার গঙ্গার পশ্চিম পারে রামসীতার মন্দির নির্ম্মাণ করেন বলিয়া জানা যায়। বুড়া শিবতলা-নিবাসী চৌধুরী মহাশয়ের বর্ত্তমানে ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ঐ মন্দির ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়, নবদ্বীপ, (পোড়ামাতলার নিকট)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১লা বৈশাখ ১৩৩৫, ১৭ই এপ্রিল, ১৯২৮ | ৩৪শ সংখ্যা

অহৈতুক ধামসেবক

("দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ২৭শে চৈত্র ১৩৩৪ হইতে উদ্ধৃত)

বর্ত্তমানকালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সকলেই এই মহাত্মার শ্রীচরণাশ্রিত। ইঁহার পূর্ব্ব পরিচয়ে জানা যায় যে, তিনি শ্রীমধুসূদনদাস নামে একজন ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবের শিষ্য এবং পূর্ব্বাশ্রমে পুরুণিয়ার শ্রীনিত্যানন্দসন্তান শ্রীল রাসবিহারী গোস্বামীর শিষ্য লীলাভিনয়কারী। এই শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর শিষ্যধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আশ্রয় ত্রিপুরার স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ। তাঁহাদের গৃহেই রাসবিহারী গোস্বামীর উপাস্য শ্রীরাসবিহারী জিউর সেবা অদ্যাপি বর্ত্তমান। পঞ্চশ্রীযুত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ রাধাকিশোর, তাঁহার পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর এবং তদীয় যোগ্য পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীবীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতিরূপে অবস্থান করিতেছেন।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীলজগন্নাথদাস

শ্রীল জগন্নাথদাস শ্রীগৌরজন্মস্থানের নির্দ্দেশক ও শ্রীধামপ্রচারিণী সভার প্রাক্তন মূলপুরুষ। তাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অনুরাগ, মানবজাতির

কোন প্রতিভা বর্ধন করিতে পারে না। তাঁহারই অনুগ ব্রজবাসী শ্রীল বিহারীলাল এখনও বর্ত্তমান আছেন। অধিক দিনের কথা নয়, বাংলা ১৩০০ সালে শ্রীল জগন্নাথ দাস শ্রীগৌর-জন্মভূমির নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যেই নিজ প্রকটলীলা সংগোপন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে এই প্রপঞ্চে জীবোদ্ধারকল্পে প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার যে উৎসাহ তাহার পরিচয় তাঁহার অনুগত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে সমুজ্জ্বলিত আছে। সকল সদ্‌গুণ শ্রীল জগন্নাথদাসকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বর্ত্তমানকালে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গৌড়দেশে শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় রচনা করিয়া গৌড়দেশবাসীর হৃদয়সিংহাসনে গৌড়দেশের নিত্য গৌরবের বস্তু—অপ্রাকৃত রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোকাতীত মহিমা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারই প্রচারফলে অদ্য বিশ্বের নানাস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহারই অনুজসদৃশ মহাত্মা শিশিরকুমার শ্রীগৌরমহিমার কথা জনসাধারণে বিষয়িগণের মধ্যে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় জানাইয়াছেন। মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রকটকালীনা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ৩৯৮ শ্রীচৈতন্যাব্দীতাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভা-নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পূর্ব্ব-কালে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থসকলের সাময়িক প্রচারের অভাব ছিল। কালে-ভদ্রে কেহ এই সকল গ্রন্থের শ্রবণ পঠনাদি করিতেন। এই লোকাতীত মহাপুরুষের দয়ার ফলে সেই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃতের অসামান্য সমৃদ্ধি জগতে শ্রীসজ্জনতোষণী নাম্নী সাময়িক পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহার দ্বারাই প্রাচীন লেখক শ্রীপরমানন্দ দাসপ্রমুখ জন-গণের শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন নিবন্ধসমূহ ও শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর, পরিক্রমা প্রভৃতি আকর গ্রন্থ ও তাঁহার তাৎকালিক বিশ্বাসযোগ্য নিত্য সংবাদসমূহ সংবলিত আকর হইতে সাধারণের বোধোপযোগী করিয়া বর্ত্তমান গৌড়দেশে শ্রীধাম-সেবার অলৌকিক সৌন্দর্য্য-মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ-রচিত শ্রীনবদ্বীপশতকের গৌড়ীয় ভাষায় পদ্যে অনুবাদ প্রচার, তাঁহার শ্রীধাম-মাহাত্ম্যের প্রমাণ-খণ্ড জগতে অনেকবার বঙ্গাক্ষরে প্রচারিত হইয়াছে। কতকগুলি বিষয়মদমত্তজন নানা উপাধিতে মণ্ডিত হইয়া নিজ নিজ ঈর্ষানলের ইন্ধনসংগ্রহে ব্যস্ত হইলেও সত্যের অপলাপের কোন দিনই সম্ভাবনা নাই। এই মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যপতি ও শুদ্ধভক্তিসংরক্ষণে শ্রীচৈতন্য-দেব প্রেরিত ও তদাদিষ্ট লোকাতীতজ্ঞানসম্পন্ন ও

লৌকিকজ্ঞানের সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু শিক্ষক। তাঁহার শ্রীচৈতন্য-সেবাভীষ্টপ্রচারকল্পে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার প্রাকট্য এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পুনঃসঞ্জীবন-কার্য্যে যে সকল গৌরসেবা-পরায়ণ ভক্তগণ গৌড়ীয়-সমাজের গ্লানি অপনোদনে সচেষ্ট তন্মধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনের অন্তর্গত শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থিত ত্যক্তগৃহ নিষ্কপট ভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীধাম-সেবার জন্য অনুক্ষণ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর।

সেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার চৌকিদার শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামহট্টের ঝাড়্দার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্ট কার্য্যের সহচরেরই আরাধ্যদেব শ্রীমদ্গৌরকিশোর।

যে লোকাতীত মহাপুরুষ ভগবৎসেবা-নিপুণ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ, শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পুনঃসঞ্জীবক ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র শুদ্ধভক্তিমঠসমূহের সংস্থাপক ও পুনরৌজ্জ্বল্যকারক তাঁহারই আরাধ্য-দেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভু। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীয় শ্রীদাস গোস্বামীর অভিন্ন আচারের নিগূঢ় রহস্য ভগবদ্-জনের অব্যক্তপ্রচারকারি-সূত্রে তিনি ব্যক্ত প্রচার-কারীর গুরুদেব।

সম্প্রতি যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থানের মহিমা প্রচারকল্পে লক্ষ লক্ষ শুদ্ধবৈষ্ণবের একমাত্র আশ্রয় —তাঁহার সহিত বিরোধ-কল্পনায় অনেক একদেশ-দৃষ্টিসম্পন্ন বিষয়প্রমত্তজনগণ নানাপ্রকারে বিরোধ চেষ্টা করিতেছেন। তাদৃশ বিরোধচেষ্টা জগতে জঞ্জাল আনয়ন করিবে, জানিয়া ও না জানিয়া যাঁহারা তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের প্রতিকূলে স্ব স্ব চেষ্টা নিয়োগ করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র 'জীবন্মুক্ত' বলেন না; অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়জ মাপকাঠিতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা নামক দোষ অবলম্বন করিয়া ভক্তিধর্ম্মের প্রতিকূল চেষ্টাকে সেবা-নামে অভিহিত করেন। ভক্তির প্রতিকূল সম্প্রদায়কে শ্রীগৌরনিজজন শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,— (১) কৃষ্ণসেবা-বিমুখ কৃষ্ণেতর সেবোন্মত্ত অন্যাভিলাষী বৈষ্ণবব্রুব প্রাকৃত সাহজিকগণ, (২) কর্ম্মাবৃত হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বাহ্যসাধনপ্রণালীরত বিকৃতস্বরূপে ভক্তি-প্রতিকূল-চেষ্টান্বিত অসংখ্য সম্প্রদায়, (৩) আধ্যক্ষিক জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলিয়া বলপূর্ব্বক ভক্তবিদ্বেষী অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদি-সম্প্রদায়।

ইঁহারাই শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিচারের প্রতিকূলে বলপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচারের বাধা প্রদান করেন। তজ্জন্য ইহারা দলে বেশী। শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সত্রযাজিগণ দুর্লভ, সহস্র প্রাকৃত বিচারে সত্রযাজী অপেক্ষা অপ্রাকৃত-বেদান্তবিচার-নিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ দুর্লভ, কোটি অপ্রাকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠের মধ্যে কেবল ভক্ত্যাশ্রিত অমিশ্রভক্ত শ্রেষ্ঠ, অমিশ্র ভক্ত মধ্যে আবার ঐকান্তিকী ভক্তির সেবকের

বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের তারতম্যবিচারে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন নিত্যসচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি সম্ভোগরসবিগ্রহ দ্বিদল বৈকুণ্ঠ-গোলোকের মালিক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। উহার প্রতি রতিরহিত জনগণ জড়ের বা ভোগময়ী ভূমিকার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

পক্ষপাতাশ্রিত। উহা গোলোকের বিকৃত প্রতি-ফলন ছায়া মাত্র। জড় বিজ্ঞান ও জড় সাহিত্য ভোগী কর্ম্মবীরের সাহায্য করে, নৈষ্কর্ম্ম-লব্ধ-জ্ঞান অপ্রাকৃত সেবা-নিরত হইয়া জড়বিজ্ঞান জড়সাহিত্য জড় অলঙ্কার জড়বিদ্যা-প্রসব ত্রিগুণ দ্বারা প্রকৃতি হইতে প্রসূত কার্য্য সমূহের কর্ত্তৃত্বাভিমানিজনগণের রসের সহিত অসহযোগিতা করিয়া যাঁহারা—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

এই শাস্ত্রবচনের অনুসরণ-সম্বন্ধিনী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের বিদ্বৎপ্রতীতি মায়া-মুগ্ধ জনগণের মাপকাঠিতে বিদ্যা-শব্দে অভিহিত না হইলেও তাঁহাদের অবিদ্যা-জড়িত অহঙ্কারের ঔষধ রূপে বিনাশিনী ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের সুধাবিস্তারিণী লেখনী—"(জড়) "বিদ্যামদে (জড়) ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।" তাহাদের জড়বিদ্যা ও জড় ধনে অপ্রমত্ত জনগণ জড়াতীত অখণ্ড জ্ঞান রাজ্যে বেদান্ত-বিদ্বান্ অখিল ঐশ্বর্য্যের কোষসমূহের মালিক, সুতরাং আরোহবাদীর বিদ্যা "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" বিচারে লঘুতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের নিত্য ভক্ত ও শ্রীচৈতন্যের অনিত্য অভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থান সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি,—এই যুগ-চতুষ্টয়ের ইতিহাস সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট গৌরজন্মস্থানের বিরুদ্ধে মায়াদেবী যে প্রকৃষ্টভাবে ভগবানের ও ভগবদ্ধামের স্বরূপ আচ্ছাদন করিবেন, এবং তাদৃশী বৃত্তির পরিচালনার্থই তাহার অধিষ্ঠান,—একথা শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস লোকের অজ্ঞাত অলৌকিক বিচার সাত্বতসংহিতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অন্য তাদৃশ মায়াবদ্ধ জীবগণের জীবন্মুক্ত পুরুষ গণের চেষ্টার বিরুদ্ধে যে অভিযান, সেই অভিযান-কেই গৌরজন্মস্থানের নিরূপিকা সভা-নামে অভি-হিত করা হইয়াছে। অতএব হে আধ্যক্ষিক জ্ঞানে প্রতিভান্বিত জীবন্মুক্তপুরুষবিরোধিমহোদয়গণ, আপনাদিগের শ্রীচরণকমলে নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদকসূত্রে আমি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের কথাই শ্রীরূপাদি পরমহংস গৌরভক্ত-গণের আনুগত্য সূত্রে বর্ণাশ্রমাবস্থিত জনগণের নিকট নিবেদন করিতেছি—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।

আমার এই নিবেদন ক্ষণকালের জন্য নহে, কিন্তু যেকাল পর্য্যন্ত জীবের আধ্যক্ষিক বিচার প্রবল থাকিবে, তৎকালাবধি অধোক্ষজ বস্তুর প্রাকট্যস্থান

নির্দ্ধারণে অধিক প্রমাদ উপস্থিত হইবে বলিয়া, তাঁহাদের উপযোগী ভাষায় আর কতকগুলি কথাও বলিলাম। আমি একজন প্রত্নতত্ত্বের সেবায় নিযুক্ত; আমাকে তাদৃশ ভূষণ পরাইয়া আমাকে নিত্যসেবায় প্রবুদ্ধ করাইবার জন্য অহমিকা-প্রমত্ত বুদ্ধগণের ও তদাশ্রিত লৌদ্ধগণের আধ্যক্ষিক জ্ঞানে যেরূপভাবে ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয় প্রবেশ করিতে পারে, তাহার প্রদর্শনরূপ অপ্রীতিজনক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

যেরূপ ভগবান্ জীবকুলকে মায়িক বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ প্রদানকল্পে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই লৌদ্ধগণের মত প্রচ্ছন্নভাবে পরিচালনার উদ্দেশে ভক্তরাজের মূর্ত্তিতে ভগবদ্‌বিভিন্নাংশ ভক্তির বিবেদিলীলা প্রদর্শনচ্ছলনায় মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং অপ্রাকৃত বেদান্তের মধ্যে মায়াবাদের আবর্জ্জনা বিদূরিত করিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক-শ্রীগৌরসুন্দরের জনগণ আচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ ও ভক্তের অনুকূল সেবাকার্য্যে আমাকে প্রত্নবিদ্যার উপলক্ষণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমি এখন শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবায় নিযুক্ত অযোগ্য সেবক। আমি অযোগ্য হইলেও আমার গুরুবর্গই এইকার্য্যে একমাত্র যোগ্য, অন্যে নহে। আমাদের পুঁথিপাটার ভাণ্ডারে অসংখ্য প্রমাণ যাহা আমি অল্প স্থানাভাববশতঃ দিতে পারিলাম না, তাহা দিবার জন্যই আধ্যক্ষিক জ্ঞানসম্পন্ন নরগণের জীবনের শেষনিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কুপথ্য-সেবন নিষেধ করিবার জন্য প্রত্যহই যত্ন করিতে থাকিব। যখন যাঁহার যে বিষয়ে সন্দেহবীজের অজ্ঞান ভ্রমপথে লইয়া যাইবে, তখনই আমি তাঁহাদিগের নৈশ তিমিরে আলোকের ক্ষীণপ্রভা অপেক্ষা শতকোটী সূর্য্যের একত্র সমাবেশ-জনিত আলোকের ছটা পাঠাইবার যত্ন করিব।

সর্ব্বপ্রধান বিবেচনার বিষয়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিতে চারি শ্রেণীর লোককে বুঝায়। এই চারিশ্রেণীর সকলেই পরস্পর পরস্পরের Complementary and supplementary part. জীবমাত্রেই বৈষ্ণব। যাহাদের নিজ অস্তিত্বে ঐকান্তিক বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছু অভিমান থাকে তাহারা নিত্য বিশ্বাস হইলেও লোকে তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলে না। বৈষ্ণবের চারি শ্রেণী যথা—

(১) ত্যক্তগৃহ পরমহংস আচার-প্রচার-নিপুণ নিষ্কিঞ্চন গোস্বামী বৈষ্ণবগণ।

(২) গৃহস্থ আচরণকারী আচার্য্য গোস্বামিগণ।

(৩) প্রকৃত ত্যক্তগৃহ নিষ্কিঞ্চন গোস্বামিগণের নিষ্কপট গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ আচরণশীল শিষ্যগণ।

(৪) পরমার্থমত-বিরোধী স্মার্ত্তাচারে অবস্থিত গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ বিদ্ধ বৈষ্ণবগণ।

এতদ্ব্যতীত এই চারি সম্প্রদায়ের পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গোপনে অনাচারযুক্ত বাহ্যাচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আছেন। তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত বলা যায় না। তাঁহারা নিজ নিজ মনগড়া চৈতন্যসেবকাভিমানী হইয়া ও 'কর্ত্তাভজা' 'অতিবাড়ী' প্রভৃতি উপ বা অপ সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণবের আশ্রিত জ্ঞান করেন না অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক আচারনিষ্ঠ নহেন অর্থাৎ অন্যভাষায় অন্য সম্প্রদায়ী, তাঁহারা যদি কোন নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য "আমার গৌর" "আমার চৈতন্য" প্রভৃতি বাক্যের অহং গ্রহের উপাসক এবং পরমার্থ বিদ্বেষ করেন, তাঁহাদের সহিত সৎ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের কোন সহানুভূতি নাই। তাঁহারা যে চৈতন্যের স্তাবকরূপে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করেন, তাদৃশ ভাব অঘবকাদিতেও পাওয়া যায়। চৈতন্যের স্তাবক বলিয়া তাঁহারা নিজ কামের পূরণের আশায় "ভ্রান্তপথগামী" বলিয়া নিষ্কপট চৈতন্যাশ্রিত জনগণের দ্বারা অভিহিত হন। উপরিকথিত চারিশ্রেণীর ভক্তিপথে অবস্থিত সম্প্রদায় তাঁহাদিগের প্রশংসা করেন, যেহেতু তাঁহারা উপাস্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশ্য বিরোধী নহেন। নির্গীত জন্মস্থানের বিরোধিজনগণ

নিজ নিজ আন্তর্গণিক সাম্প্রদায়িক আচারের প্রতি উদাসীন না হন, ইহা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত।

গৃহস্থবৈষ্ণব, আচার্য্যবৈষ্ণব, ত্যক্তগৃহ-নিষ্কাম গোস্বামী, সার্ব্বাচার্য্যে অবস্থিত মিশ্রবৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত, এই চারিপ্রকার ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের নিমিত্ত বিরোধ করিবার পরিবর্ত্তে পরস্পর একস্বার্থবিশিষ্ট অর্থাৎ বিভিন্ন আকারে ভগবৎ সেবাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই চারিশ্রেণীর মধ্যে যদি কাহারও কিছু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাতনিমিত্ত বা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে তিনি তৎপরিচয়ে পরিচিত হইয়া মুখ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হন। তাদৃশ গৃহবিবাদ অনভিজ্ঞসমাজে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রসব করে। অসত্যাবেষ্টন উপাসক-সম্প্রদায় অবাস্তর উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত ক্ষুদ্র বিপরীত বাসনাদ্বারা চালিত হইয়া বাহির-ভিতরে বিভিন্নভাবে অবস্থিত হন অর্থাৎ কায় বাক্য ও মনের নিগূঢ় দুরভিসন্ধির সহিত সহজে পৃথগ্‌ভাব পোষণ করে। সঙ্কীর্ণতাকে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা বলেন, তাঁহারা অসৎ সম্প্রদায়ের চিত্রকে আদর্শ জ্ঞান করেন। কিন্তু তাহাকে সুদর্শনে দর্শন না করিয়া সৎসম্প্রদর্শনে এরূপ কুভাবের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু সৎসম্প্রদায়ের দৃঢ়তা ও সত্যতা কখনই বিসংবাদিত হইতে পারে না। যাঁহারা এই সকল বিষয়ে জীবনব্যাপিনী আলোচনা না করেন, তাঁহারা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইয়া সৎসম্প্রদায়ের নিন্দাকারী অসৎ-সম্প্রদায়-মুক্ত বাহুলমন্যবাদী। প্রাকৃত ধর্ম্ম যদিও অপ্রাকৃতের পুত্র, তথাপি সেই পুত্রটী ত্যাজ্য পুত্র। অপ্রাকৃতের অপ্রাকৃত সন্তান অপ্রাকৃত বংশের গুরু তর্কপন্থা আবাহন করেন না। গৌড়দেশবাসী বঙ্গভাষাভিজ্ঞ সাধুসকল! আপনাদিগের গন্তব্যপথে বাধা দিবার জন্য কোটিকণ্টক আরোপিত আছে এবং থাকিবে। আপনারা ত্রিদণ্ডি-প্রভুর কবিতাটী আলোচনা করুন—

"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ। হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

আজ কিনা শ্রীচৈতন্য দেবের তাবক সজ্ঞায় সজ্জিত হইয়া চতুর্বিধ আন্তর্গণিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদাসগণের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য অড়বিদ্যা-নিপুণ কুবেরকুল্য ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন জনগণের সহায়তায় কনককামিনী প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জনের উপকারিতার বিলোপ সাধন করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান নিত্যপরিক্রমা বাহ্যাবরণে আমার দেশবাসিগণকে অধোক্ষজ সেবায় বঞ্চিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার্য্যবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রচিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছেন। আর এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিকৃত ব্যাখ্যা মায়াবাদী ও ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তসমাজ বিষ্ণুভক্তের বাহ্য সজ্জায় আবৃত হইয়া আন্তর্গণিক বিবাদ উপস্থাপিত করিয়া মায়াবাদ ও বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তবাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের নিকপট সম্প্রদায়, আপনাদের কোটি কণ্টকে কণ্টকারিত বৈষ্ণববিদ্বেষী সাহিত্যিক সমাজ বৈষ্ণব বিদ্বেষিণী ধনবত্তা সভার দুর্বলঅভিধানের কখনও আদর করিবেন না। স্থিরচিত্তে যাহাতে সৎসম্প্রদায়ের কল্যাণ হয় তজ্জন্য নিজ নিজ চেষ্টা নিয়োগ করুন। এই চেষ্টা আর কিছু নহে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ ও তাহাতে উদ্ধৃত উপদেশ-পালন "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে, হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবকগণ ও আশ্রিত চারিপ্রকার আন্তর্গণিক বিভাগভুক্তসম্প্রদায় সকলেই অন্যাভিলাষ ও জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবার পক্ষপাতী। তাঁহারা মায়িক জগতের প্রভুত্বকে আদর করেন না, তাদৃশ বিষয়ে পতিত না হইয়া স্বীয় নিত্যস্বরূপোপলব্ধিতে জাগতিক ক্রিয়মাণ কার্য্যসমূহ যাহা লৌকিক (অবৈদিক) ও যাহা বৈদিক অনুষ্ঠান বলিয়া গৃহীত হয় সকল ক্রিয়াতেই হরিসেবা করিবেন। তাঁহারা যদি সম্প্রদায়ন্বিত আন্তর্গণিক শ্রেণীর মধ্যে বিবাদানলের ইন্ধন যোগাড় করিয়া বেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমরা জানিব যে, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়া পান নাই।

২৭শে চৈত্র ১৩৩৪ "দৈনিক বসুমতী" হইতে উদ্ধৃত

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান

সকলে সতর্ক হউন

গত ২৩শে চৈত্র অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং বহু ভক্ত

ভক্ত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—

"১। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর বল্লালদিঘীর সন্নিকটে (গঙ্গার পূর্ব্বপারে বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল সহর নবদ্বীপের অপর পারে) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ভিত্তির উপর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় অম্বিকানাথ ন্যায়রত্ন, অদ্বৈতবংশাবতংস পরলোকগত লোকনাথ গোস্বামী, নিত্যানন্দবংশাবতংস পণ্ডিতবর শ্যামলাল গোস্বামী, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, কুলিয়া নাড়ুবা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, এবং অন্যান্য বহু পণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই স্থানকে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী প্রভৃতি মহাজনগণও ইহাকেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মভূমি শ্রীমায়াপুর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই সকল স্থিরসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অধুনা যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা এই সভা সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করেন।

২। নূতন করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়ের ছলে নবদ্বীপ সহরের কতকগুলি প্রবাসীর পক্ষ বা তাঁহাদের বন্ধু বান্ধবগণ কিম্বা তাঁহাদের দ্বারা কোনওরূপে প্রভাবিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বর্ত্তমানে যে আন্দোলনটি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অশুভমূলক। ইহার উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের মূলোচ্ছেদে কোনও প্রকারে বাধা দেওয়া। তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের বিমল ধর্ম্মে যে সকল আবর্জ্জনা, অপস্বার্থপরতা, বণিগ্‌বৃত্তি ও ব্যভিচারাদি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা অবাধে সমর্দ্ধিত হইয়া চলিতে পারিবে। কারণ এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষ প্রচারকগণ ধর্ম্মের নামে যে সকল অন্যায় প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার নিবারণকল্পে ধারাবাহিকভাবে একটি প্রবল অভিযান উপস্থিত করিয়াছেন। নবতর আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই সভা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

৩। এই সভা সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে সতর্ক করিতেছেন যে তাঁহারা যেন নব্য আন্দোলনকারিদিগের অন্তর্নিহিত অসদুদ্দেশ্যমূলা প্রচেষ্টায় বিপথগামী না হয়েন।

৪। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত অনুগামিগণ সকলেই এইরূপ প্রচ্ছন্ন-পক্ষপাতদোষ-দুষ্ট-সভাসমিতির সহিত সর্ব্বতোভাবে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরে থাকিবেন।

———

BIRTH-PLACE OF SRI GOURANGA.

(Quoted from Forward and a leader in the Basumati; Daily English Edition, of 7th April, 1928).

A special meeting of the Viswa-Vaishnaba-Raj-Sabha was held at the Calcutta Gaudiya Math on Thursday last at 6-30 P.M. Many respectable gentlemen of Calcutta and a large number of Suddha Bhaktas were present there. The following resolutions were passed :

1. In view of the fact that 40 years ago the site of the birth-place of Sri Chaitanya Dev was definitely ascertained to be Sri Mayapur near Ballal Dighi (on the eastern bank of the Ganges opposite to the present Nabadwip town), and accepted by Government records, and persons like the late Sir Guru Das Banerjee, Mahatma Sishir Kumar Ghose, M. M. Dr. Satish Chandra Vidyabhusan, and many other respectable persons and antiquarians leaving no reasonable ground of doubt, this Sabha condemns the activities of some interested parties of the town of Nabadwip who being prompted by malice and selfishness are trying to dupe the public by raising a new plea of ascertaining over again another birth-place of Mahaprabhu wherewith to discredit the activities of the Gaudiya Math and thereby lending support to the various forms of perversions and distortions of the sublime religion of Sri Chaitanya Dev against which a systematic attempt of wholesale purification is adumbrated by the preachers of this organisation.

2. This Sabha further urges on all true followers of Mahaprabhu to dissociate themselves with all such activities.

———

"বঙ্গের গৌরব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

"বঙ্গের গৌরব"—ভারতের গৌরব—পৃথিবীর গৌরব—চতুর্দশভুবনের গৌরব—ভুবনাতীতধামের গৌরব শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয় একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য। বঙ্গের গৌরব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় বাঙ্গালীজাতির অবশ্য কর্ত্তব্য,—এই বুদ্ধির মূল-পুরুষ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—ইহা অবিসংবাদিত সত্যরূপে সকলেরই স্বীকার্য্য।

জন্মস্থান-নির্ণয়

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর একান্ত নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিবার একটী অহৈতুকী চেষ্টার উদয় হইলে সর্ব্ববিষয়ে কুশল মহাপুরুষগণ **শাস্ত্র, প্রত্যাদেশ, মহাজন-বাক্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য** এবং তদানীন্তন **শ্রেষ্ঠজনমণ্ডলীর সমর্থন** প্রভৃতি সুদৃঢ় প্রমাণাবলীর উপর নির্ভর করিয়া ১৩০০ সালের ২রা মাঘ তারিখে কৃষ্ণনগরে একটী মহাসভায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয় করেন এবং তৎপরে অসংখ্যবার বহু প্রকাশ্য সভায় তদানীন্তন বিজ্ঞগণ সেই সুদৃঢ় প্রমাণভিত্তিমূলে সুনির্দ্দিষ্ট মায়াপুর-নামক স্থানকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া সম্মান করেন। প্রকাশ্যসভায় সর্ব্বসম্মতিমূলে সুনির্ণীত মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে পুনরায় নির্ণয় করিবার প্রয়াস পিষ্টপেষণ-ন্যায়বৎ কার্য্য বলিয়াই সুধীসমাজ বিচার করিবেন অথবা উহার মূলে কোন অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

সংশয়

শ্রীচৈতন্যদেবের সুনির্ণীত জন্মস্থান-সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সংশয় আছে—ইহা কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন। সংশয় দ্বিবিধ; একটী—সরল, আর একটী—অসরল। যাঁহাদের সংশয়ে কোন প্রকার অসরলতা নাই, তাঁহারা পরিপ্রশ্ন করিয়া সর্ব্বযুক্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত, সাধুমহাজনানুমোদিত শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া জানিতে পারিবেন; আর যাঁহাদের সংশয়ে কপটতা, তাঁহারা কোন দিনই সত্য গ্রহণ করিবেন না—ইহাও নিশ্চয়। ভগবানের নিত্য অস্তিত্ব আছে। এতদ্বিষয়ে যাঁহাদের কপট সংশয়তা, তাঁহারা কোন দিনই ভগবানে বিশ্বাসী হইতে পারিবেন না। তাঁহার যুক্তি-প্রমাণও তাঁহাদিগের সংশয় অপনোদন করিতে পারে না,—ইহা সকলেই জানেন।

সংশয়ের উৎপত্তি

আপ্তবাক্যে সত্য ও নিরপেক্ষতার অভাব আছে আর ব্যক্তিবিশেষই প্রত্যক্ষজ্ঞানে সত্যতা আছে,—এইরূপ ভ্রান্ত-বিচার হইতেই সংশয়ের উৎপত্তি। একশ্রেণীর লোক বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। তাঁহাদের সংশয় উপস্থিত হয়। আর এক শ্রেণীর লোক শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্যাসদেবের রচিত বলিতে সন্দেহ করেন। নৈমিষারণ্যে ষষ্টিসহস্র ঋষিগণের সভায় সূত-গোস্বামীর সভাপতিত্বে এবং অন্যত্র শুক গোস্বামীর সভাপতিত্বে, অসংখ্য মহাজনগণের সভাপতিত্বে, শ্রীধরস্বামী, মধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি সর্ব্বলোক-বরেণ্য মহাপুরুষগণের সভাপতিত্বে ও সভায় যাহা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই বেদ-ভাগবতের প্রতি পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত। ইহা ধর্ম্মজগতের সেন্সাস্ রিপোর্ট আলোচনা করিলে যে কেহ জানিতে পারেন।

নির্ণয় করিবে কে?

শাস্ত্র-পাঠে জানা যায়, বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ অভিন্ন বস্তু। বৃন্দাবন-সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, নবদ্বীপ-সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে অর্থাৎ উভয় স্থানই অজ্ঞাত হইয়াছিল। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসিয়া রাধাকুণ্ডের কথা স্থানীয় লোকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে কেহই সেই লুপ্ততীর্থের কোন সন্ধান প্রদান করিতে পারিলেন না। চৈতন্যদেব অরিষ্ট-গ্রামের নিকট দুইটী ধান্যক্ষেত্রে অল্প জল দেখিয়া সেই স্থানে স্নান করিলেন এবং রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড বলিয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ পঃ)। এইরূপে মহাপ্রভু তাঁহার ভক্ত শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা বৃন্দাবনের আরও অনেক লুপ্ততীর্থসমূহ উদ্ধার করিলেন। শুনা যায়, পরবর্ত্তিকালে কোন কোন সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিবিশেষ তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পৌরাণিক ভৌগোলিক সংস্থানের সহিত ঐ সকল আবিষ্কৃত তীর্থের মিল নাই; সুতরাং যথাস্থান নির্ণীত হয় নাই। এখনও অনেক কুতার্কিক ব্যক্তিকে এরূপ বলিতে শুনা যায়। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রমাণমূলে ও ভগবদ্ভক্তগণের উপলব্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ নির্ণয় ঠিক

হয় নাই, তদ্বিষয়ে সংশয় আছে'—ইহা বলিবার লোক কি এখনও জগতে কম আছে? নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটী পণ্ডিতগণের বৃহতী সভা আহ্বান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজকে সেই সভায় শ্রীচৈতন্যদেব যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা প্রমাণাদি-দ্বারা নির্ণয় করিবার জন্য তোতারাম দাস বাবাজী-মহারাজের প্রতি বিশেষ জোর জুলুম করিয়াছিলেন। তোতারাম দাস বাবাজী-মহারাজ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, কংসের চেষ্টা যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বিষয়ে প্রমাণ, হিরণ্যকশিপুর চেষ্টা যেমন নৃসিংহদেবের ভগবত্তা-বিষয়ে প্রমাণ, তদ্রূপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধ-চেষ্টাও মহাপ্রভুর ভগবত্তা-বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী-মহারাজ, পরমহংস শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী-মহারাজ, সিদ্ধ চৈতন্যদাস-বাবাজী মহারাজ, প্রভৃতি বহু সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যে ভূমিকে মহাপ্রভুর জন্মভূমি 'শ্রীমায়াপুর' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে 'নূতন' করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ের চেষ্টাই পূর্ণতম সুনির্ণীত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়াপুরস্থিত মহাপ্রভুর আসল জন্মভিটাকে বিশেষরূপে প্রমাণিত করিতেছে। মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতনের নির্ণীত বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থসমূহ যেমন পরবর্ত্তিকালে জাগতিক চিন্তাস্রোতে ভাসমান অপস্বার্থপর হৈতুক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের পুনরায় 'নূতন' করিয়া সেইসকল লুপ্ততীর্থস্থান-নির্ণয়ের চেষ্টা-দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইবে না, শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

অলৌকিকতা বিশ্বাসযোগ্য নহে

আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, আমরা বিচার তর্ক-পরায়ণ; কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত যুক্তি আমরা বিশ্বাস করিব, অলৌকিকতা বিশ্বাস করিব না। আপ্তবাক্যে আমাদের বিশ্বাস নাই। কিন্তু এরূপ যুক্তি ঠিক হইত, যদি বিষয়টী সম্পূর্ণ 'জড়' বা লৌকিক হইত। মহাপ্রভু শ্রীরূপ সনাতনের ন্যায় নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্তের উপর লুপ্ততীর্থ-উদ্ধারের ভার না দিয়া অন্য কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের উপর এ বিষয়ের ভার প্রদান করিতে পারিতেন। অতএব শ্রীমায়াপুরের অবস্থান বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে হইলে আমাদিগের তিনটি প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে,—(১) আপ্তবাক্য, (২) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য, (৩) নিষ্কপট, নিঃস্বার্থপর পুরুষগণের অভিমত। শেষোক্ত প্রমাণটীর মধ্যে যদি কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন কপটতা থাকে, তাহা হইলে তাহা ব্যভিচার-দুষ্ট বলিয়া প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না।

ইতিহাসই কি একমাত্র প্রমাণ?

'ইতিহাসই গৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্ণয়ে একমাত্র প্রমাণ —এই যুক্তি স্বীকার করিয়া যে গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান নির্ণয় করিতে আমরা প্রস্তুত, সেই গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং বা শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীজীবাদি মৎসাহিত্যপরিষদের সভ্যদ্‌গণ তাহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন,—আপ্তবাক্যের অনুকূল ইতিহাসই স্বীকার্য্য, আপ্তবাক্যের সংপ্রবহীন কেবল ইতিহাসের কোন প্রামাণিকতা নাই। সুতরাং ইহা হইতে দুইটী বিভিন্ন মতের সৃষ্টি দেখা যায়।

আমাদের কথা

আমরা বলি,—আপ্ত-বাক্যের অনুকূল ইতিহাস গ্রহণ করিব,—আপ্ত-বাক্যের পশ্চাৎ ঐতিহ্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিব। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন,—আপ্ত-বাক্যের অধিক প্রামাণ্য নাই, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীই একমাত্র স্বীকার্য্য; তাহাই গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান নির্ণয়ে মাপকাঠি হইবে।

ঐতিহ্যের ব্যভিচার

(১) মার্ কয়ান্টোর ন্যায়ে পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। একদা তিনি গৃহের বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া কতকগুলি লোককে রাস্তায় ভীষণ বিবাদ করিতে দেখিতে পাইলেন। তিনি স্বয়ং স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার সহিত মিলাইবার জন্য বিবাদস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষ-দর্শী লোকগুলিকে সেই স্থানের ঘটনাবলীর বিষয় প্রশ্ন করিয়া বিভিন্নপ্রকার উত্তর প্রাপ্ত হন। সেই দিন হইতে তিনি তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। (২) কোন কোন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের দ্বারা ঔরঙ্গজেব-দুহিতা জেব্‌উন্নিসা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্তা বৈরিণী বলিয়া চিত্রিতা হইয়াছেন, কিন্তু আবার তাঁহাকেই কোন কোন ঐতিহাসিক উন্নতচরিত্র-বিশিষ্টা বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। (৩) ছত্রপতি শিবাজীকে বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ স্বার্থের খাতিরে ভীষণ অত্যাচারী নরপশুরূপে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক সেই শিবাজীকেই একজন মহাধার্ম্মিক, প্রজারঞ্জক নরপতি বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। (৪)

অন্ধকূপহত্যা-বর্ণনে বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নরপিশাচরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু আবার অন্য ঐতিহাসিকগণের লেখনীতে সিরাজউদ্দৌলার নিরপরাধিত্ব মূর্ত্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিগত আফগান-যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে গিয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুদ্ধের অনেক ঘটনাই বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জগৎ-প্রসিদ্ধ বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ান বোনাপার্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন-দেশীয় জীবন-চরিত্র লেখকগণ বিভিন্নচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের পৌরাণিক ইতিহাস কৈন ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্যে পরে কা কথা, পৃথিবীর একটী বিশিষ্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহামতি যীশুখৃষ্ট এবং মহাকবি সেক্স-পিয়রের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও, কোন কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্দেহ যে একেবারে ভাগতিক-প্রমাণহীন, তাহাও নহে। ঐতিহ্যের গবেষণা-কারিমাত্রেই স্থান, কাল ও পাত্রের সম্বন্ধে ঐতিহ্যের ব্যভিচার-বিষয়ে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত অবগত আছেন। বেশী উল্লেখ বাহুল্য মনে করি। সুতরাং ইতিহাসের যখন ভাগতিক বস্তুসমূহেরই যথার্থস্বরূপ নিরূপণ বিষয়ে উপস্থিত হয়, তখন অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-বিষয়ে আপ্তবাক্যনিরপেক্ষ কেবল ঐতিহ্যের কোনই মূল্য নাই। 'ঐতিহ্য' অক্ষজ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অন্তর্গত; সুতরাং ঐতিহ্যের ব্যভিচার অনিবার্য্য। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রকৃত অনুগতসম্প্রদায় শ্রৌত-পথের অনুগত ঐতিহ্যেরই পক্ষপাতী।

কিংবদন্তীই কি প্রমাণ?

'কলিকাতা রিভিউ' হইতে কোন্দির রাজবংশ-বিষয়ক বিদেশীয়ের লিখিত প্রবন্ধের যে সবেমাত্র একটী কিংবদন্তী মূলক অসম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—যাহার অর্থ অনায়াসে বিভিন্নরূপে গৃহীত হইতে পারে এবং যাহা কিংবদন্তী বলিয়া স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে, সেই কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া সত্য নির্ণীত হইতে পারে না; যদি সেইরূপ বিদেশীয় কিংবদন্তীকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের যে কলিকাতা রিভিউ বিরুদ্ধপক্ষের একমাত্র প্রমাণ, সেই গ্রন্থেরই ৬নং ভলুমে ৪২২ পৃষ্ঠায় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়!! তাহাতে লেখা আছে,—"Chaitanya was born in Nadiya A. D. 1346. At 44years of age he was persuaded by Adwaita to become a mendicant. He allowed widows to marry" etc. হাসির কথা নয় কি? শ্রীচৈতন্যচরিতজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পাঠক বিচার করুন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটককে অগ্রাহ্য করিয়া এইরূপ কিংবদন্তীকেই প্রমাণ বলিলে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কিরূপ সত্য-সারণায় উপনীত হওয়া যায়, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন। অতএব লোকাতীত বিষয়ে আপ্তবাক্যই প্রমাণ এবং আপ্তবাক্যের অনুকূল ঐতিহ্যই স্বীকার্য্য। ইহাই চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত।

গৌর-জন্মস্থান লোকাতীত নহে।

এরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সিদ্ধান্তের মহাবিরোধী। গৌরাঙ্গদেবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ-পথে চলার অর্থ—গৌরাঙ্গের সহিত বিরোধ করা। বিরোধকারীর নিকট গৌরাঙ্গদেব প্রকা-শিত হন না, সেবোন্মুখের নিকট প্রকাশিত হন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—ইহাই বেদ বলেন। নাস্তিক সাধারণের চিন্তাস্রোত ইহার প্রতিকূলে হইলেও ইহাই সত্য। গৌরাঙ্গ-দেবের জন্মস্থানকে আমরা মায়া-ভাস-কালিদাস ভবভূতির জন্মস্থানের সহিত বা সেক্সপিয়র-মিল্টনাদি মর্ত্ত্যজীবের জন্মস্থান 'অক্ষভূমির সহিত 'সমান' মনে করি না; সুতরাং তাহার নির্ণয়-কার্য্যও সমান নহে। গৌর-জন্মস্থান-নির্ণয়-কার্য্য কেবলমাত্র প্রাকৃত স্বদেশ-প্রেমিকতা বা ইতিহাস নিপুণতা কিংবা প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞতার কার্য্য নহে; ইহা অপেক্ষা আর একটু বেশী। যাঁহারা ইহাতে মতভেদ করেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গ বা গৌরাঙ্গের প্রিয়তমভক্তগণের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলেন না। কাজেই সাধারণ লোকের সভা-সমিতি দ্বারাই গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান নির্ণীত হইতে পারে না। তাহাদের সিদ্ধান্তের মূল্য অকিঞ্চিৎকর।

স-সভ্য সভাপতি মহাশয়ের প্রতি প্রশ্ন

নব-সভার সভাপতি ও সভ্যগণের মধ্যে সকলেই এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া গৌরজন্মস্থান-অনুসন্ধানের প্রয়াসী কি না? যদি তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী প্রমুখ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের নির্দ্দিষ্ট, শাস্ত্র, যুক্তি, ইতিহাসাদি

দ্বারা সুসমর্থিত এবং বহু প্রকাণ্ড-মহাসভায় পিতৃপিতামহতুল্য প্রবীণ পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা সুনির্ণীত শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান পুনরায় অধস্তনগণের সভা করিয়া নির্ণয় করিবার প্রয়োজন কেন? ইহা কি পিতৃপিতামহতুল্য ব্যক্তিগণকে—মহাপুরুষগণকে—আপ্তবাক্যকে ডিংচান নহে? বহু প্রকাণ্ড সভায় সুনির্ণীত শ্রীমায়াপুরের প্রতি যাঁহাদের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সভায় "স্থির সিদ্ধান্ত" দ্বারা নির্ণীত জন্মস্থানের (?) প্রতি পরিবর্ত্তিকালে যে তাঁহাদের বা অন্য সম্প্রদায়ের পুনরায় সন্দেহ উপস্থিত না হইবে, তাহার প্রমাণ কি? আপ্ত-বাক্যে সংশয়াত্মা অস্থিরমতিগণ কখনও সত্যে উপনীত হইতে পারেন না,—ইহাই গীতাশাস্ত্র বলেন।

সভা বিচার

আপ্তবাক্যে—শাস্ত্রযুক্তি-পরিপুষ্ট সিদ্ধমহাপুরুষ-বাক্যে অবিশ্বাসকারী ব্যক্তিগণের সমিতিতে যোগদান কর্ত্তব্য কি না? এরূপ সভায় সভ্যমণ্ডলী পরমসত্যবিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন কি না? তাঁহাদের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কি না? এতৎসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তই প্রণিধেয়,—

ধর্ম্ম ব্যতিক্রমো দৃষ্ট সমাজস্য ক্রমং ভবেৎ।
যত্রাধর্ম্মঃ সমুত্তিষ্ঠেন্নেয়ং তত্র কতিচিৎ॥
ন সভাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষানুদর্শয়ন্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্নুতে॥
• • •
নেদবাদরতো ন ন্যায় পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ।
শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥

(ভাঃ ১০।৪৪।১২—১০, ১১।১৮।৩৩)

নব্য অনুসন্ধানকারিগণ কি নিরপেক্ষ?

নব-সভায় বঙ্গের গৌরব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জন্মস্থান-নির্ণয়-চেষ্টায় স্বাক্ষরকারিগণ কি সকলেই নিরপেক্ষ? না, পূর্ব্ব হইতেই কোন পক্ষবিশেষ সমর্থন করিয়াছেন, কিম্বা কোন স্বার্থের বশীভূত হইয়াছেন, তাহা জন্মভূমি-নির্ণয়ের পূর্ব্বে নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ একটী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, অথবা কোন না কোন অপস্বার্থের খাতিরে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারের বিরোধী হইয়া একটী পক্ষ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; আর এক শ্রেণীর সংখ্যা—অতি অল্প, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরপেক্ষ বা এতদ্বিষয়ে অধিক প্রবেশ করিয়া নিরপেক্ষ আলোচনা করিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু তাঁহারা এক পক্ষের একদেশী কথা শুনিয়াছেন, অপর পক্ষের কোন কথা শুনেন নাই। অপর পক্ষের কথা না শুনিলেও সেই পক্ষের বিরুদ্ধ কথাই শুনিয়া থাকিবেন, কাজেই তাঁহাদের চিত্ত আপাততঃ (prima facie) সংশয়যুক্ত হওয়ায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অবস্থিত নহে।

এরূপ উক্তির প্রমাণ কি? শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধ চেষ্টার মূল-কারণানুসন্ধানের আবশ্যকতা

এরূপ উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এমন প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে যে, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও স্ব স্ব লেখনী, কার্য্যকলাপ, চিত্তবৃত্তি ও আচরণ নিঃসন্দেহভাবে তাঁহাদের পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ করাইবে। আবশ্যক হইলে আমরা সত্য ঘটনা-সমেত সেইসকল প্রমাণ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। মহাপ্রভুর নির্ম্মল ধর্ম্মের নামে সমাজে যে-সকল বণিগ্-বৃত্তি, কুসিদ্ধান্ত, ব্যভিচার ও বিকৃতমত, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা প্রভৃতি অবাধে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার নিরাকরণকল্পে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠ প্রবল আন্দোলন আনয়ন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্রস্থলের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা, স্বদেশ-প্রেমিকতা, সার্ব্বজনীনতার আবরণে এইরূপ চেষ্টা। সরল প্রাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অতি অল্প সংখ্যক নিরপেক্ষ স্বাক্ষরকারী এ কথা জানেন না অথবা তাঁহাদিগকে কৌশল ক্রমে বিরুদ্ধপক্ষের মঙ্গল আদৌ বুঝিতে দেওয়া হয় নাই।

দ্বিতীয়শ্রেণীর নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ প্রথম-শ্রেণীর প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই যে স্বাক্ষরাদি করিতে বাধ্য হইয়াছেন—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে করেন নাই,—এ কথাও শুনা গিয়াছে।

শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে প্রমাণ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমায়াপুর (১) শাস্ত্র, (২) প্রত্যাদেশ, (৩) মহাজন-বাক্য, (৪) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য, (৫) তদানীন্তন নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর স্বীকারোক্তি দ্বারা সুনির্ণীত হইয়াছে।

১। শাস্ত্রপ্রমাণ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই বর্ত্তমান-যুগে সর্ব্বপ্রথমে শাস্ত্র হইতে 'শ্রীমায়াপুর' শব্দটী জগতে প্রকাশ করেন, তাঁহার রচিত 'নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—প্রমাণ-খণ্ডে' ইহার সবিস্তার শাস্ত্র-প্রমাণ সমূহ উদ্ধৃত আছে। প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের 'শ্রীনবদ্বীপশতক', শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তিঠাকুরের 'ভক্তিরত্নাকর', 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা' প্রভৃতি গ্রন্থে মায়াপুরের নামোল্লেখ আছে। যখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের জন্মস্থান 'শ্রীমায়াপুর', এই কথাটী জানাইলেন, তখন আধুনিক নব্য গৌরাঙ্গ-জন্মস্থান-নির্ণয়-সমিতির কোন কোন উদ্যোগী এই শব্দটীকে জনশ্রুতি মাত্র, 'বস্তুতঃ এইরূপ কোন স্থানই নাই', বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিলেন।

২। প্রত্যাদেশ

সাধারণ সমাজে মহাপুরুষগণের প্রত্যাদেশের কথা প্রকাশ করিলে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত ফল হয়। কেহ কেহ ঐগুলিকে ভিত্তিহীন, অমূলক কল্পনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেন, কেহ বা তদনুকরণে অমূলক কল্পনাকে 'প্রত্যাদেশ' বলিয়া প্রচার করেন, কেহ বা ঐরূপ অনুকরণ-কারিগণের অমূলক চিন্তা ও প্রকৃতপ্রস্তাবে মহাজনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ভগবৎপ্রত্যাদিষ্ট সত্যকে 'সমান' জ্ঞান করিয়া সত্যে 'অসত্য'-ভ্রম ও অসত্যে 'সত্য'-ভ্রম করেন। যাঁহারা এ বিষয়ে প্রকৃত জিজ্ঞাসু, তাঁহারা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের স্ব-লিখিত জীবনীর ১৮০ পৃষ্ঠা হইতে এ সকল কথা দেখিয়া লইতে পারিবেন এবং তাহাতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কিরূপ অকপটতা, সরলতা, ভগবদ্ধাম-সেবৈক-স্পৃহার পরিচয় রহিয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইবেন। ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া একান্তভাবে ব্রজিজন করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা "গৌরমণ্ডলের বহুবিধ কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে"—এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশেই গৌর-জন্মভূমি নির্ণয় করিয়াছিলেন। গৌর-জন্মভূমি নির্ণীত হইলে সেই স্থান হইতে অধিক অর্থাদি সংগৃহীত হইবে বা অন্য কোন প্রকার লাভ হইবে,—এরূপ অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি গৌর-জন্মভূমি নির্ণয় করিতে যান নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের স্বার্থান্ধতাও অন্যাভিলাষ স্বতঃসিদ্ধ—

৩। মহাজন-বাক্য

নানা মুনির নানা মত এবং তর্কের অপ্রতিষ্ঠান বলিয়া মহাজন-বাক্যই যে স্বীকার্য্য,—ইহাই বেদ-ভারত-ভাগবতাদি সনাতনধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তদানীন্তন বৈষ্ণব-সমাজে অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধমহাজন বলিয়া স্বীকৃত, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ এখনও তাঁহাকে পরমারাধ্য গুরুদেব বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ জগদ্গুরু নিত্যসিদ্ধ মহাজন স্বয়ং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিরূপে মহাপ্রভুর জন্মস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই স্থান খনন করিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের নিদর্শন ও জগন্নাথমিশ্রের গৃহ অর্থাৎ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত সুপ্রাচীন নিঃস্বার্থ লোক এখনও জীবিত আছেন। এই জগদ্গুরু মহাজনের বাক্যের সহিত শাস্ত্র ও সাধুবাক্যের ঐক্য করিয়াই বহু প্রকাণ্ডসভার ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, নবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় এবং যাবতীয় মহাজন, সকলেই সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল-দীঘির নিকটবর্ত্তি স্থানকেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল আপ্তবাক্যের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া জন্মস্থান-নির্ণয়ের চেষ্টা যে অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি-মূলা, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা আপ্তবাক্য স্বীকার করিলেন না, তাঁহারা কোন দিন মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ের অধিকারী নহেন।

৪। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য

পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

মানচিত্র

বর্ত্তমানকালে শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধপক্ষ নানাপ্রকার কল্পনার তুলিকা দ্বারা নানারূপ কল্পিত মানচিত্র অঙ্কন করিয়া প্রকৃত প্রকটকালীন নবদ্বীপের প্রকৃত সংস্থানের বিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন। বিরুদ্ধপক্ষীয় ব্যক্তি 'মালার ঝোলায়' স্থায় যে মানচিত্রটি অঙ্কিত করিয়া সর্ব্বত্র গৌরব করিয়া থাকেন, তাহার কোনটির যাথার্থ্য বা ভ্রান্তিশূন্যতা সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান,—এবং ঐ মানচিত্র-মুদ্রণে সাহায্যকারী ভূতপূর্ব

"বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও"র অন্যতম শ্রীযুত বিনোদবিনাথ সরকার মহাশয় মিলন ও মন্দির ও সেবক গৌরাঙ্গ পত্রের অন্যতম স্বত্ব শ্রীযুত হরিদাস নন্দী মহাশয়কে বলিয়াছেন,—ইহাও শ্রীযুত নন্দী মহাশয় ভদ্রলোকের সম্মুখে নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। মেজর রেনাল সাহেবের ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রপ্রভৃতি অস্বীকার করিয়া কল্পিত মানচিত্র দ্বারা সাধারণ লোককে ভুলাইতেছেন। প্রাচীন মানচিত্রে, গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গমে প্রাচীন নবদ্বীপ অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। গঙ্গা ও জলঙ্গীর ধারাদ্বয় প্রাচীন-নবদ্বীপের দুইপার্শ্বে প্রবাহিত হইয়া প্রাচীন-নদীয়াকে দ্বীপরূপে পরিণত করিয়াছিল। গঙ্গা ও জলঙ্গী-সঙ্গমের স্থানটী শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ, বর্ত্তমানকালের পড়ে আবড়া এবং জলকর দমদমা বাবোড়। এই কথা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে রোবকারীতে কমিশনর মিঃ ক্যাম্পিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন। তিনি এতৎসম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপ নদীয়ার জজ মিঃ মুর সাহেবের ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের রায় হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছিলেন। মিঃ মুর সাহেব লিখিয়াছেন, "যেস্থলে পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপের উত্তর পার্শ্বে গঙ্গা ও জলঙ্গী সঙ্গত হইয়াছিলেন, উহাই কাশিমপুর জলকরের দক্ষিণ সীমা", প্রাচীন-নবদ্বীপ, বর্ত্তমান দেড়শত বর্ষের নবদ্বীপের উত্তরাংশে অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরে। জলঙ্গী কোনদিনই রামচন্দ্রপুর বা কাঁকড়ের মাঠে প্রবাহিত হয় নাই, পরন্তু নবীন নবদ্বীপের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব-দক্ষিণে এবং উত্তরাংশে শ্রীমায়াপুরে গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইয়াছিল। এই কথাই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে চিফ্ কাষ্টম্ স্ আর পেথারাম এবং জজ স্যার ব্যাম্পিনী মহোদয় দৃঢ়ভাবে স্থির করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের এই দুইজন মহামান্য জজ স্থির করিয়া লিখিয়াছেন, "১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মেজর রেনাল সাহেবের মানচিত্রে বিষপুষ্করিণীর নিম্নে গঙ্গা ও খড়িয়া দুইটি নদী তিন স্থানে মিলিত হইয়াছে, দেখা যায়।" (১) বর্ত্তমান নদীয়ার উত্তরাংশ অর্থাৎ প্রাচীন নদীয়ার শ্রীমায়াপুরে জলকর দমদমা ও বাবোড় (বর্ত্তমান), (২) প্রাচীন নদীয়ার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ গাদিগাছার উত্তরে, (৩) মহীশোড়া-ঘীপের নিম্নভাগে। প্রাচীন-নদীয়াকে রামচন্দ্রপুর বলিয়া মনে করিলে, তথায় ঐ দুই নদীর মিলনস্থান রেনালের মাপে অঙ্কিত নাই, পরন্তু শ্রীমায়াপুরই অঙ্কিত আছে।

শ্রেষ্ঠ জনমণ্ডলীর সমর্থন

তদানীন্তন সমস্ত শ্রেষ্ঠ জনমণ্ডলী এইরূপ শাস্ত্রযুক্তিমূলে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন। এই মায়াপুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া সর্ব্বসাধারণে জানাইবার জন্য ১৩০০ সালে যে 'শ্রীধাম প্রচারিণী সভা' নাম্নী একটী মহাসভা সংগঠিত হইয়াছিল, সেই ধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ-সভার সভাপতির আসনে সমাসীন ছিলেন—গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র আশ্রয় শ্রীমন্মাগপঞ্চবিগ্রহ-দাতা বদান্যবর স্বর্গীয়-প্রাপ্ত ত্রিপুরেশ্বর পরমশ্রীক বী চন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর। তৎপরে তাঁহার পুত্র বৈষ্ণবহৃদয়াশ্রয় ব্রহ্মণ্যবরেণ্য স্বর্গীয়-লব্ধ মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর এবং তৎপরে তদীয় পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর। এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ মাহাদুর দি অনারেবল গিরিজানাথ রায়, ভক্তিসিন্ধু; আর বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের প্রধান-স্তম্ভ আদর্শ নিরপেক্ষ, অমায়িক স্বভাব, বিচক্ষণ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয় এই সভার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু প্রকাশ্য-সভায় এই মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বহুগ্রন্থপ্রণেতা নিত্যানন্দবংশাবতংস আদর্শ-চরিত পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্যামলাল গোস্বামী মহোদয় তাঁহার রচিত "শ্রীগৌরসুন্দর"-নামক একটী বৃহৎ গ্রন্থে মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ে বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীমায়াপুর-গ্রামকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈত-বংশাবতংস স্বধামগত শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, জগদ্গোপাল গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি এল্, সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এইচ ডি, বৃন্দাবনের শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, ব্রাহ্মর্ষি বনমালি রায় ভক্তিভূষণ রায় বাহাদুর, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি এল্, পি, সি, এল্ এবং নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে পরম-প্রামাণিক রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ

বি, এল, এবং শান্তিপুর-নিবাসী মুকবি মৌলভি মোজাম্মেল হক্ সাহেব প্রভৃতি অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ এবং তদানীন্তন গৌড়মণ্ডল,' ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রহ্মণ্ডলের সমস্ত প্রসিদ্ধ নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ এই স্থানকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

'মায়াপুর' ও 'মিঞাপুর'

'মায়াপুর'-শব্দটীকে অবাস্তর ভাগতিক স্বার্থসাধন-তৎপর ব্যক্তিগণ ইচ্ছাক্রমেই হউক বা অবজ্ঞাক্রমেই হউক, প্রথমে একটি আধ্যাত্মিক শব্দ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাদি, প্রাচীন ঐতিহ্য ও শাস্ত্র-প্রমাণাদিতে তাঁহারা ঐ 'মায়াপুর' শব্দটী দেখিতে পাইলেন এবং যে-স্থানে বল্লালসেনের রাজধানী ছিল, সেই প্রাচীন গৌড়পুর নবদ্বীপ-স্থিত গৌরভক্ত চাঁদকাজীর সমাধির অনতিদূরেই মায়াপুর-গ্রাম এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, জানিলেন। তখন এই মায়াপুরই যে নিশ্চয় ভক্তিরত্নাকর-লিখিত মহাপ্রভুর জন্মস্থান 'মায়াপুর', —ইহা অবিসংবাদিতরূপে গৃহীত হইবার পর পরলোকগত মোক্তার কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী-নামক এক ব্যক্তি স্বীয় অভিসন্ধি-প্রণোদিত প্রদত্ত "মিঞাপুর"-নামে মায়াপুরকে লিখিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর নির্ণীত হওয়ায় এবং তথা হইতে মহাপ্রভুর বিমল ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায়, যাহাদের নানাপ্রকার অপস্বার্থের ক্ষতি হইতে থাকিল, তাহারা সেই হস্তবায় মহাশয়ের অনুসরণে জোর করিয়া মায়াপুরকে "মিঞাপুর" বলিয়া উল্লেখ করিলেন। 'মিঞাপুর' শব্দটী হিন্দু দূরে থাকুক, কোন মুসলমানও কখনও বলেন নাই। কেবল অশিক্ষিত অধিবাসিগণ মায়াপুরকে 'ময়াপুর' 'মেয়াপুর' প্রভৃতি বলিতেন; যেমন, নদীয়া জেলার এখনও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আমকে 'আম' বলে, রামকে 'রাম' বলে, বাতাসকে 'বতাস' বলে, 'দাও'কে 'দেও' বলে। কলা যদি অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের উচ্চারণে 'কেলা' হইতে পারে, তাহা হইলে 'মায়াপুর' অশিক্ষিতগণের দ্বারা 'মেয়াপুর' বা 'ময়াপুর' উচ্চারিত হইবে,—ইহা কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে। 'মায়া' শব্দটী সংস্কৃত শব্দ। শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া বিশেষতঃ মুসলমানগণের মধ্যে যাঁহারা অশিক্ষিত, তাঁহারা মায়াকে 'মেয়া' বা 'ময়া' বলিবে,—ইহা যাহারা প্রভিন্সিয়ালিজম্ এর খবর রাখেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অকাট্য যুক্তির একান্ত অভাব-বোধ-নিবন্ধন এই 'ক' লইয়া মাথা ঘামাইবার বা জমি তোলপাড় করিবার আবশ্যকতা দেখি না।

মুসলমান-সম্প্রদায়কে উত্তেজনা

অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণ মরিয়া হইয়া—কোন দিকে কোনরূপ সুবিধা করিতে না পারিয়া—উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুলিত সাগরের আবর্ত্তে পতিত ব্যক্তি যেরূপ নিরুপায় হইয়া ইতস্ততঃ ভাসমান ক্ষুদ্র তৃণকেই একমাত্র আশ্রয়-জ্ঞানে গ্রহণ করিতে যায়, আজ সেইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া শ্রীব্রজমোহন দাস প্রমুখ কয়েকটী বিকৃতপক্ষীয় লোক মায়াপুর-শব্দের বিকৃত রূপান্তর করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিয়া ভীষণ সাম্প্রদায়িক কলহ পুনরুদ্বোধন করিবার নিমিত্ত বেড়াইতেছেন, (খ্রীষ্টের যুগবাণী ১২ই চৈত্র ১৩৩২ তারিখের সাপ্তাহিকপত্র দ্রষ্টব্য)। তাঁহারা বলিতেছেন, যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তিগণ 'মিঞাপুর'কে 'মায়াপুর' বলিয়া মুসলমানসম্প্রদায়ের গৌরব নষ্ট করিতে বসিয়াছেন! ব্রজমোহন দাসের ন্যায় ব্যক্তি অনন্যোপায় হইয়া এরূপ কথা বলিতে পারেন, কিন্তু পরম-সুশিক্ষিত শান্তিপুর-নিবাসী আদর্শ মুসলমান মুকবি (মৌলভি) মোজাম্মেল হক্ সাহেব প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে যে নিরপেক্ষ বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা সকলে পাঠ করুন। তিনি মুসলমান হইয়াও মায়াপুরকে কখনও 'মিঞাপুর'-শব্দে বিকৃত করেন নাই। ব্রজমোহন দাস আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া 'মায়া'কে 'মিঞা' করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আমরা নিম্নে মৌলভি মোজাম্মেল হক্ সাহেবের প্রাচীন-নবদ্বীপ সম্বন্ধে বিবরণটী উদ্ধার করিতেছি,—

প্রাচীন নবদ্বীপ

"প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থানভূমি অতি বিশাল ছিল। মায়াপুর, ভাজনঘাটা, সমুদ্রগড়, গাদীগাছা, সুবর্ণবিহার, মাজদিয়া, তালুকা, কুলিয়া, সমুদ্রগড়, রাজভূপুর, বিদ্যানগর, মামগাছী, মহৎপুর, জারপুর, রুদ্রপুর শঙ্করপুর, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি গ্রাম ইহার অন্তর্গত ছিল। এখন ও ঐ সকল গ্রাম বিদ্যমান আছে, কিন্তু নবদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে-স্থলে বর্ত্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠ পল্লী,—খাস নবদ্বীপ হইতে অনেক দূর। উহা তখন কুলিয়া নামে পরিচিত ছিল। মেয়াপুর

(মায়াপুর) এবং তৎসংলগ্ন পল্লীই প্রাচীন নবদ্বীপের শেষ চিহ্ন। এই ভূমিতেই রাজা বল্লাল-সেনের রাজপ্রাসাদ ছিল এবং সেই রাজপ্রাসাদ হইতেই লক্ষ্মণ-সেন বক্তিয়ার খিলিজীর আক্রমণে পলায়ন করিয়াছিলেন। **আমাদের এই উক্তি যে সর্ব্বাংশে সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার ক'রতে পারেন না।** কেননা, এখনও এই ভূমিতে রাজা বল্লালসেনের স্মৃতির পরিচায়ক বল্লালদীঘি এবং রাজপ্রাসাদ গঙ্গাগর্ভগাৎ হইলেও "বল্লাল ঢিবি" নামে একটি উচ্চ স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বামন-পুখুরিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার খান সাহেব মোল্লা গোলাদাদ সাহেব উচ্চ ঢিবি খনন করিয়া কয়েকখানি জীর্ণ বারকোশ এবং গলিত স্বর্ণিত সিন্দুক আবিষ্কার করেন। সিন্দুকের ভিতর হইতে কয়েকটী রূপার টাকা এবং গলিত স্বর্ণিত শাল ও পশমী কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। **মেয়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মভিটা ও বাসভূমি।** যে কাজীর সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটে তাঁহার, কবর আজ পর্য্যন্ত মেয়াপুরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে মোল্লাসাহেবের বাড়ীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কবরের পাশে একটি বৃহৎ কাঠ-মল্লিকা ফুলের গাছ আছে। শুনিতে পাই, অনেক হিন্দু কবরে ফুল সিন্নি দিয়া সেলাম করে। ইহার নাম—চাঁদকাজী। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান ভূমির নিদর্শন আর কি হইতে পারে? অনুসন্ধান-সমিতির উৎসাহশীল ব্যক্তিগণ যদি ঐস্থানে গিয়া ভূমিখননাদি করেন, তাহা হইলে প্রাচীন নবদ্বীপের আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।"

মায়াপুরের অধিবাসী হিন্দুগণ কাজী-সাহেবের সমাধিকে যেরূপ সম্মান করেন, এরূপ সম্মানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথায়ও আছে কি না, জানিনা। মায়াপুর ও মায়াপুরের অনুগত সমস্ত ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায় মুসলমানকুলে আবির্ভূত চাঁদকাজী সাহেবকে গুরুর ন্যায় সম্মান করেন। কাজী সাহেবের সমাধির নিকট গমন করিয়া তাঁহারা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ, সেই ধূলিতে গড়াগড়ি, সেখানে স্তব-স্তুতি ও কাজীসাহেবের জয়গান করিয়া থাকেন। মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ প্রতি বৎসর নবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে হাজার হাজার লোক লইয়া সেই কাজীসাহেবের সমাধি স্থানের সম্মান করেন। সমগ্র পৃথিবীতে কোন হিন্দু দ্বারা এইরূপ সম্মানের দৃষ্টান্ত কোথাও প্রদর্শিত হয় কিনা, জানিনা। মৌলভী মোজাম্মেল হক্ সাহেবও তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ সম্মান-কারিগণের প্রতি দুরভিসন্ধি আরোপিয়া দিয়া যে সকল ব্যক্তি মুসলমানসম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক কলহে বৃথা উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের অভিসন্ধি সাধারণের এবং বুদ্ধিমান্ মুসলমানসম্প্রদায়ের বুঝিবার বাকী থাকিবে না।

শ্রীহট্টের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় স্বয়ং শ্রীমায়াপুরে আগমন ও স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসিগণের নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"অবশেষে কালক্রমে পরিত্যক্ত মায়াপুরাদি গ্রামে মুসলমানগণ বসতি করে, তাহাতে অজ্ঞ লোকে কেহ কেহ মায়াপুরের নাম "মেয়াপুর" বলিয়া থাকে। অজ্ঞলোকের কথায় আসে যায় না। সরকারি কাগজ, কাজীবংশের হাতে পূর্ব্বকালে অতি প্রাচীন যে দলিলাদি আছে, তাহাতে ঐ স্থানকে "মায়াপুর" বলিয়া স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। আমরা কাজীবংশীয় কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসাক্রমে তাহা অবগত হইয়াছি। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত মুসলমানগণ বলিতে লাগিল যে, এই উঁচুস্থানটী শুধু পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহারা ইহাতে চাষ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু যাহাই রোপণ করে, তাহার চারা না উঠিয়া পূর্ব্বে তথায় যে তুলসী-কানন ছিল, তাহারই চারা উঠিল।

এইরূপে তাহাদের বহুবারের চেষ্টা বিফলে যায়। তখন তাহারা একমত হইয়া তুলসীগাছগুলি তুলিয়া দেয়, কিন্তু দিন কতক যাইতে না যাইতে আবার তুলসীবৃক্ষ!! আবার উৎপাটন,—পুনর্ব্বার তুলসীর আবির্ভাব!!! তখন তাহাদের জেদ বাড়িয়া উঠিল, ভাবিল যে, পতিতাবস্থায় কদাপি ফেলিয়া রাখিবে না। অবশেষে বারম্বার অকৃতকার্য্য হইয়া সঙ্কল্প করিল যে, পতিত স্থানটী যে কোন প্রকারে হউক ব্যবহার করিতে হইবে,—এস্থানে তাহারা "লোকস্থান" অর্থাৎ গোরস্থান করিবে, কিন্তু তাহাতেও প্রভুর কি লীলা, স্থানটী ব্যবহৃত হইল না! গোর দিবার জন্য যখন মৃত্তিকা খনিত হয়, তখন উপর হইতে মৃত্তিকা খসিয়া পড়িয়া যায়, গর্ত্তটী ভরিয়া যায়। মুসলমানগণের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হইল!! তারপর ঐস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে আসিলে কেহ কেহ ঐস্থানটিতে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল। তখন তাহাদের গ্রামের প্রাচীনগণ বলিল,—'ওখানে কিছু করা

ভাল নহে, বৃদ্ধগণ বলিয়াছেন, ওখানে গৌর জন্মিয়াছিলেন, ওখান আমাদেরও পীঠস্থান, ওখানে কিছু করিবে না।' মুসলমানগণ আরও বলিল যে,ঐখানে কখনও কখনও তাহারা কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া থাকে। আর আমাদিগের একটী নিম্ববৃক্ষের সতেজ শুড়ি দেখাইয়া দিয়া বলিল যে, এই শুড়িও অমর, অতি প্রাচীনগণ শিশুকালাবধি ইহা যেরূপ দেখিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা তেমনই আছে। কাটা-গাছটির শুড়ি হইতে মুকুল উঠিয়াছে, দেখিলাম। তাহারা বলিল,—এই মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে আবার এইরূপই নূতন মুকুল ফুটিয়া উঠে। নিমাই যে নিমের নীচে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা সেই প্রাচীন বৃক্ষের শুড়ি।

শ্রীঅচ্যুতচরণ দাস।

(শ্রীসজ্জনতোষণী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রীব্রজমোহন দাসের প্রস্তাবিত মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়-চেষ্টার প্রতিবাদ ও তাঁহার ধারণার ভ্রমসমূহ যাহা তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে নবদ্বীপ হইতে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"শ্রীশ্রীহরিঃ

১০ই ভাদ্র নবদ্বীপ।

ব্রজমোহন দাস নামক একজন ** নবদ্বীপের লুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থান সকল প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রথমতঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমাকে দেখান। তাহাতে আমি অনেক প্রতিবাদ করিয়া **তাঁহার যে যে স্থানে ভুল ধারণা ছিল, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ কেদার বাবুর (ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) মুখে এবং তাঁহার পুস্তকে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আমার মত।** এ সকল কথা ভাগীরথের বাঙ্গা শ্রীনাথ কুণ্ডের নিকট হইয়াছিল।"

শ্রীমায়াপুর-বিরোধী শ্রীব্রজমোহন দাস ও তৎপক্ষীয়গণ ভারত-বিখ্যাত সর্ব্ব-স্বীকৃত-নাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রবরের এই পত্রটির বিরুদ্ধে কি কথা বলিতে চা'ন ?

বিল্বপুষ্করিণীর পণ্ডিত মহাশয় সারদাকান্ত পদরত্ন ব্রাহ্মচন্দ্রপুরের গৃহদেবতার মন্দির অথবা তদ্রহ ধরাগর্ভে নিহিত অন্যান্য অট্টালিকার মধ্যে কোনটীই যে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভবন বা স্থান নহে এবং পক্ষান্তরে বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুর নামক স্থানেই যে গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থিতী, তাহা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—

"আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, এক্ষণে যে স্থান নবদ্বীপ বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত, তাহা ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের নবদ্বীপ নহে। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের জয়প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐ রাজাদিগের প্রাসাদের দক্ষিণে যে দীর্ঘিকা ছিল, তাহাও বল্লালদীঘি-নামে খ্যাত হইয়া অতীতকালের নবদ্বীপের পরিচয় দিতেছে। **ঐ স্থানের দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর। ঐ স্থানের নিকটেই মুসলমানকর্ত্তৃক ভক্তগণের খোলভাঙ্গার স্থান বলিয়া অদ্যাপি প্রচলিত আছে।** ঐ স্থানের অব্যবহিত উত্তর-পশ্চিমে শ্রীনাথপুর, নিদয়া, টোটা প্রভৃতি গ্রামে ব্রাহ্মদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমির দানপত্রে নবদ্বীপের মাঠ বলিয়া দাতা ও ভূপতিগণ পরিচয় দিয়াছেন।"

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট পাকিপুরের অদ্বৈত-বংশাবতংস **শ্রদ্ধাস্পদ রাধিকানাথ গোস্বামী** মহাশয় নিম্নলিখিত পত্রখানি (শ্রীসজ্জনতোষণী ১৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য) লিখিয়াছিলেন,—

"সম্প্রতি শ্রীনবদ্বীপধামবাসী শ্রীলোকনাথ গোস্বামীপ্রভু আমাকে বলিয়াছেন,—গত চৈত্রমাসে উকিলনাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মার্কণ্ডেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে আগমন করিবেন বলিয়া রাত্রি প্রায় এক প্রহর থাকিতে শ্রীগঙ্গাতীরে মুখাদি প্রক্ষালন করিতে আসিয়াছেন। ইঁহার শ্রীগৌরাঙ্গগত জীবন, আপনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমি যে-স্থান প্রকাশ করিয়াছেন, সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন,—সেই স্থানে এক অপূর্ব্ব 'মধুর আলো' উদ্ভূত হইয়া শ্রীগঙ্গার এপার ওপার তটাবধি আলোকিত হইল। ('মধুর আলো' একথাটী তাঁহার মুখের)। তাহা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ক্ষণ-বিলম্বে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। **শ্রীলোকনাথ প্রভু – মহা-ভজনানন্দী। তাঁহার অনুভব কদাচ মিথ্যা নহে। আমরা এখন নিশ্চয় বুঝিলাম,—শ্রীশ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গদেবের শক্তি আপনাতে সঞ্চার হইয়াছে.—যে-শক্তির বলে আপনি এই লুপ্ততীর্থ পুনরুদ্ধার করিলেন।** ১৪ই চৈত্র। শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুদাস

শ্রীরাধিকানাথ শর্ম্মণঃ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আলোক বিজ্ঞান যথার্থবক্তাঃ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকাশিত
শ্রীগৌড়ীয়-মঠ

গৌড়ীয়া

আপত্তিকর্ত্তা বৃথা হরিবহির্ম্মুখজনঃ।
মদ্ভক্তি-পাত্তাগো বৈষ্ণবাগে কভু কথাতে
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
সেয় বলিয়া আগে হয় নুন।

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৮ই বৈশাখ ১৩৩৫, ২১শে এপ্রিল, ১৯২৮ | ৩৫শ সংখ্যা।

ভাই কুতার্কিক !

আমি শ্রৌতপন্থী, আর তুমি ভাই কুতার্কিক ; আমরা দুই ভাই মানুষের মাথায় বসিয়া—ঘাড়ে পা দিয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করি। আমরা দুই ভাই বটে, কিন্তু পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই, ভাই, আমাদের দুই মায়ের পরিচয় না দিলে আমরা পরস্পরকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের মায়ের পরিচয় পূর্ব্বে মায়াবাদী ও তত্ত্ববাদীরা বলিয়া গিয়াছেন। মায়াবাদীরা বলেন,—'জগৎ মিথ্যা, নামবজ্ঞান মিথ্যা,—ব্যবহারিক মাত্র ; তর্কদ্বারাই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' স্থাপন করা যায়, অধ্যাসবশে অজ্ঞানের ক্রিয়া তাৎকালিক হইলেও উহাদের বাস্তব সত্তা নাই, কিন্তু লৌকিক প্রমাণের আশ্রয়ে রাবণের সিঁড়ি বাঁধনের policyতে অগ্রসর হইয়া নির্ব্বিশেষকেই চরম বলিয়া নিজে বুঝিব ও লোককে বুঝাইব।

তত্ত্ববাদী বলেন—হরি নিত্য পরতত্ত্ব, অখিল-আত্মাশেষ, বিশ্ব ভর্ত্তা, জীবসমূহ ভিন্ন, জীবের তারতম্য আছে, জীবমাত্রেই বৈষ্ণব, বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি।

সুতরাং দুই ভাইএর দুই মায়ের পরিচয়ে একটু তফাৎ হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্যই আমরা বৈমাত্রেয় ভাই। ভাই কুতার্কিক, আমি যে তোমাকে কুতার্কিক বলি, তুমি তোমার সেই দুর্নাম ঘুচাইবার জন্য আপনাকে শ্রৌতপন্থী বলিয়া গোজামিল দেও, তাহা ত' তোমার আচার-বিচারে ধরা পড়িয়া যায়।

তুমি তোমার চোক, কান, নাক, জিভ্ ও চামড়া দিয়া যে একঘেয়ে আংশিক ধারণা লাভ কর, সেই ধারণার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া রাবণের মত সিঁড়ি বাঁধিতে গিয়া আমার উপাস্য বস্তু অপ্রাকৃতকে তোমার আয়ত্তের মধ্যে একটা ভোগের বস্তু বলিয়া কল্পনা করিতে চাও এবং সেই কল্পনায় গা ঢালাইয়া তুমি কখনও কৃষ্ণ সাজিতে চাও ; পরের দ্রব্য হরণ করার পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সং এক বিচার করিয়া বাউল ধর্ম্ম প্রচার কর, ভোক্তার বেশে আপনাকে ভগবদ্ভোগ্য বস্তুগুলির ভোক্তা সাজাও, কখনও বা প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া নানা দেবদেবীর উপাসক হইয়া পড়, কখনও বা সমন্বয়বাদীর ভান করিয়া জগতের লোকা লোকগুলিকে ভোগ্য দেও, কখন বা বল যে, "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ" কখনও বিচার দেখাও যে, মা ও মামার মধ্যে প্রকৃত ভেদ নাই,—বস্তুবিচারে ভেদ মাত্র। কখনও আপনাকে মুক্তাভিমানে মায়ামুক্তি পরিহার করিয়া বিকরে মায়ামুক্তি নিজ ভোগ্য বুদ্ধি কর, আর তর্কের সাহায্যে

'আমার ভাল লাগে' বলিয়া প্রেয়ঃপন্থী হইয়া শ্রেয়ঃপন্থী বা শ্রৌতপন্থী তোমার ভাইকে সহস্র আকারে আক্রমণ কর, কিন্তু তোমার মঙ্গলপ্রার্থী ভাই প্রেম ও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে 'ভাই' বলিয়া যখন সম্বোধন করে, তখনই তুমি চোখ লাল করিয়া তাহাকে বোকা বলিয়া তোমার দলে টানিয়া আনিবার যত্ন কর, তোমার ভাইএর সহিত নানা তর্ক-বিতর্ক কর, গায়ের জোরে তোমার ভাইকেও 'বাস্তব শ্রৌতপন্থী' বলিবার পরিবর্ত্তে 'সঙ্কল্প তার্কিক' বলিয়া নিজের কুতর্ক-প্রবৃত্তি-কলঙ্কের লাঘব কর। মনে মনে তুমি বেশ জান যে, তোমার কুতর্ক চেষ্টাদ্বারা শ্রুতি-ব্যাখ্যার আবরণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের পোষণ করিতেছ। তোমার এই সকল ছল-প্রবৃত্তি দেখিয়া তোমার শ্রৌতপন্থী ভাই কুতর্ককে সবল মনে না করিয়া মহাজনের নিকট বেদ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, তাহাতে তুমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়া যাও, আর তোমার বিপত্তি দেখিয়া তোমার ভাই শ্রৌতপন্থীর বড়ই দয়া উপস্থিত হয়, তুমি কিন্তু সেই দয়াকে তোমার ভাইয়ের সোকামি মনে কর।

ভাই, কুতার্কিক, আর কতকাল তোমার কুতর্কের আগ্নেয়গিরি ছাই-চাপা দিয়া রাখিবে,—পদে পদেই যে কুতর্কানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। 'সবিশেষত্ব', 'সর্ব্বশক্তিমত্তা' প্রভৃতি ভগবদ্গুণকে আক্রমণ করাই তোমার কুতর্কের স্বভাব। তোমার আক্রমণ করিবার স্বভাব ছাইচাপা থাকিলেও, চাই ফুঁকে দোঁয়া বাহির হয়, আর তা' থেকেই কুতর্কের বিরুদ্ধে শ্রৌতপন্থী ভাই 'ন্যায়মুদার' সাহায্যে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতি বিচার তোমাকে দেখাইয়া দিয়া তোমার কুতর্কেচ্ছামূলা ঈশ্বরনাশ-প্রবৃত্তি বা Vandalism চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, বলিয়া তোমার বেদানুগ ভাইটীকে তোমার 'সৈমাত্রেয়' অর্থাৎ 'তোমার নিজ জননীর সপত্নীচিত ঈর্ষাভাবের সন্তান' মনে কর। তুমি কি, ভাই, এই সকল কপটতা ছাড়িয়া দিয়া সরল হইতে পার না? জ্ঞানের বিষয় দুইভাগে বিভক্ত হইলেও আমি যে তোমার একজন অংশীদার, তুমি তাহা সমন্বয়বাদের খাতিরে স্বীকার করিলেও কাযের বেলায় আমাকে বঞ্চনা কর কেন? আমার কোনি সম্পত্তি নাই, তুমিই জ্ঞানের একচেটিয়া মালিক,—এ অহঙ্কার তোমার কেন? তোমার কি মনে পড়ে না যে, ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়? 'কাটলোগ্যাই' করিলে যাহা লাভ হয়, তাহা তোমার একচেটিয়া অজ্ঞান, তোমার মুখে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' শব্দ, তাহাতে তিনি তোমার ধারণায় অন্য দেবগুলির সহিত একপর্য্যায়ে গণিত হওয়ায় 'মায়াই ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মই মায়া' প্রভৃতি তোমার কথাগুলি যথার্থ জ্ঞানের পরিচায়ক, না তাহার বিপরীত? 'সকল ঘট তোমার' আর 'সকল ঘট তুমি',—এই কথা বলিয়া কেন দুইটা কর? ইহা কি "অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" এই মতের জলন্ত উদাহরণ নহে? তুমি কখনও বা 'কর্ত্তাভজা' সাজিয়া ভক্তের ভাণ দেখাও, তুমি কখনও বা আউল-বাউল-নেড়া-কর্ত্তাভজাদির বেশে তোমার ভাইএর সম্পত্তি লুট করিবার শয়তানি দেখাও; সেই স্বভাবটী কি নির্গুণতা? হরিই ত একমাত্র নির্গুণ, আর তোমার কল্পিত হরি ত নির্ব্বিশেষ। তুমি লোক ঠকাইবার জন্য কৃষ্ণলীলা বিশ্বাস কর না, কৃষ্ণলীলার আদর্শটী নিজেই উপভোগ করিয়া জগতে নানাবিধ কলঙ্ক আনয়ন কর।

ভাই, তুমি কেন কৃষ্ণের পিতাম্বরটি অনিত্য, বংশীধ্বনিটি অনিত্য, অপাঙ্গদর্শনটি অনিত্য, কৃষ্ণের মধুরাম মালালাভ ব্যাপারটি অনিত্য, রাসক্রীড়াটি অনিত্য, বলিয়া মনে কর? এই সব ধারণা যে কতগুলি নীতিরহিত মানুষের কল্পনা-প্রসূত, তাহা কি তুমি জাননা? ভগবত্তা লোপ পাইয়া নির্ব্বিশেষ অবস্থাই চরম ও সকলের মূল বলিয়া তুমি যে তিনপ্রকার-দুঃখ-আচ্ছন্ন সংসারে মজা লুটিবার ভাণ করিতেছ, আর নিত্য শাশ্বত ভগবদ্বস্তু কৃষ্ণের লীলার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া নিজে গোপনে সেই সকল ভোগে রত থাকিয়া পারদারিকের পরস্বাপহরণের নিন্দা অঙ্কিত করিতেছ'—ইহা কি তোমার সাধুতার পরিচয়, না আর কিছু?

তুমি নির্ব্বিশেষবাদীর সুজ্ঞায় তর্কের জাল পাতিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবের নিত্যত্ব-স্থাপন-ছলনায় ভগবানের উদ্দেশে উত্তরগতে প্রকৃত শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানসমূহকে নির্ব্বোধের চেষ্টা বলিয়া প্রতিপাদন করিবে, আর নিজে নাস্তিক সাজিয়া মুক্তাবস্থা হইতেও আনন্দ উপভোগ করিবে, চর্ব্বা, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি সমস্তই লুট করিবে, আর

তোমার মরিয়া যাইবার পর সেইগুলি "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" বলিবার ছলনা দেখাইয়া ভক্ত সাজিতে আসিবে,—এই শঠতাটি কি তোমার চতুর শ্রৌতপন্থী ভাই ধরিয়া ফেলিতে পারেন না, মনে কর? তোমার এই সকল চেষ্টা জনকজানে। সম্পত্তির বন্ধক দেওয়া মাত্র। তাহা হইলেও আমার অংশের বন্ধক দিয়া তুমি যে নিজের অসুবিধা আনয়ন করিবে,—ইহা দেখিয়া আমার কষ্ট বোধ হয়।

ভাই, তোমার অংশীদারকে তাহার অংশ হইতে বঞ্চিত করিওনা; যদি করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার বঞ্চনা ধরা পড়িয়া যাইবে। প্রকাশ্য তর্কপন্থী হইয়া তোমার পোষাকে মায়াবাদী যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তের সম্পত্তি আক্রান্ত হয়। সমন্বয়বাদের ছদ্মবেশে বিবাদপ্রিয় মার্জ্জারত্বের সম্পত্তি বিভাগ করিতে গিয়া মর্কটের যে উহাদের সম্পত্তিগ্রহণ-পিপাসা, তাহা শিশুপাঠ্য ঈশপের গল্পে লেখা আছে। তুমি আবার তাহার দ্বিতীয়বার অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত কেন?

তুমি কি জান না যে কৃষ্ণভক্ত তোমার চেয়ে বেশী চতুর? সে ত' তোমার মত জড় বিষয় ভোগ্য বা কর্ম্মকাণ্ডকে শুদ্ধজ্ঞানের 'সাধন' বলিয়া স্বীকার করে না! শুদ্ধজ্ঞান-সম্পত্তির অংশীদার সত্যিকার শ্রৌতপন্থী তোমার ন্যায় কপট অনুচানমানীর বিচার প্রণালী হইতে পৃথক্ হইয়া নিজের অংশে যে চিদ্বিলাস-বিচার আবাহন করেন, তাহা কি তোমার চিন্মাত্রবাদের মায়া-মরীচিকার প্রলোভন দ্বারা বিপথে চালাইতে পারিবে, মনে কর?

এই সকল কথা শুনিবার পরেও, ভাই কুতার্কিক, তুমি কেন তোমার বিষয়-সম্পত্তি শ্রৌতপন্থীর বিরুদ্ধে তাহাদের সম্পত্তি লুট করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যত্র নির্ণয়ের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দিলে? ঐ ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে তোমাকে নামাইয়া লইতে ও আমার অংশটুকুর দখল পাইতে আমাকে খানিক উদ্বেগ পাইতে হইয়াছে। কাহারও দ্রব্য অপর ব্যক্তি জোর করিয়া গ্রহণ করিয়া পালাইতে চেষ্টা করিলে তাহার পিছু পিছু ছুটিতে হয়, সুতরাং আমার অংশ নষ্ট করিবার জন্য তোমার কুপিপাসা কেন হইল ভাই?

তুমি তোমার অংশে তর্ক-বিতর্কের জাহাজ লইয়া গৌরজন্মস্থানের অপরকূলে দাঁড়াইয়াছ বটে, কিন্তু আমি ত' তোমার অংশের জন্য লালায়িত নহি। আমি তোমার কুতর্ক ও জ্ঞান-গরিমার অংশ-লাভের প্রত্যাশী নহি। উহা মল-মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিবার পর স্নান হইয়া আমি মহাজনের অনুগমন করিয়া এখন নিশ্চিন্ত আছি। আমার ত' কোনই চিন্তা নাই, ভাই! তাই আমি তোমার সম্পত্তিতে ছোবল দিতে দৌড়াই না, আর আমার সম্পত্তিতেও ছোবল দিবার তোমার কোন অধিকার নাই। আমি নির্ম্মৎসর সাধুগণের ওয়ারিশ, তুমি তাহার প্রতিপক্ষতায় মাৎসর্য্য-সম্পত্তিতে সম্পত্তিমান্, তাহা আমি বেশ জানি, অর্থাৎ হিংসাই তোমার ধর্ম্ম, আর অহিংসাই আমার ধর্ম্ম। শ্রৌত-পন্থী—হিংসাপরায়ণ, আর কপট-শ্রৌতপন্থীর বেশে তোমার ন্যায় কুতার্কিক—অহিংসক, এইরূপ ভেংচা দিতে তুমি পটু হইতে পার, কিন্তু আমি তোমার 'কারচুপি' ধরিয়া ফেলিতে পারি।

আমি কখনও পরদার, পরদ্রব্য চুরি করিয়া রাবণের পক্ষ অবলম্বন করি না;—আমি আরোহপন্থী নহি,—অবতারবাদী আর তুমি—অবতার-বিদ্বেষী ও অধিরোহবাদী। তোমার আমার বৈমাত্রেয় ভাই সম্বন্ধ চিরদিনই আছে ও থাকিবে। গৌরহরির নির্ম্মল ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবার জন্য তোমার যে অবৈধ প্রস্তাব, তাহাতে আমার অনুমোদন নাই বলিয়া তুমি ক্ষুব্ধ হওয়ায় তোমার যখন যে মৎসরতা, তাহাকে ভাল করিয়া মিষ্ট চিনি দিয়া মাখিয়া আমার কাছে যদি ঐরূপ ভেজাল চালাইতে চাও, তাহা হইলে তোমার চালাকি দেখাইয়া দিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব, তখন লোক তোমার স্বরূপ জানিতে পারিবে। তোমার মত কোটি কোটি ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত চেষ্টার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পাদন করিবার ভার আমার আছে। সুতরাং তুমি বিশ্বের প্রলয় পর্য্যন্ত তোমার নিজ স্বভাব দেখাইয়াও আমার সম্পত্তির নিকট কখনও আসিতে পারিবে না।

কাচভাণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত মধু পান করিবার নিশ্চিন্ত কাচের বাহিরে থাকিয়া তোমার যে অভিনয়, তাহাতে সাধারণ লোকে তোমার ইন্দ্রজাল বিদ্যায় মুগ্ধ হইতে পারিবে, কিন্তু কোন সাধুগৌড়ীয়-বৈষ্ণব তোমার চতুরীর প্রলোভনে পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইবে না। তাঁহারা যে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত, তাঁহারা যে 'তোমার চৈতন্যের' 'গণেশের

চৈতন্যের' 'মনঃকল্পিত চৈতন্যের' ধার ধারেন না, ভাই! এগুলি যে মহাজনবিরোধী লোকের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র!

ভাই! আমি—শ্রীচৈতন্যের সম্পত্তি, আর তুমি শ্রীচৈতন্যের বিরোধী হইয়া 'তোমার চৈতন্যের' দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা দেখাইতে গিয়া তোমার স্বরূপের পরিচয় দিতেছ, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদাসগণের সহিত তোমার যে নিত্য বিরোধ, তাহা তুমি ভাল করিয়া স্পষ্ট ভাবেই দেখাইয়াছ। তুমি তোমাকে চৈতন্যদাস বলিয়া তোমার তুচ্ছ স্বার্থে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে চৈতন্যদেবের কিন্তু তাহাতে সুখ হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অর্থাৎ সুখ কিসে হয়, তাহা কি শুনিয়াছ? তাই কুতার্কিক, একবার শ্রীচৈতন্যবাণীটি কি আমার নিকট শুনিবে? সেই শ্রীচৈতন্যবাণীটি এই,—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

আবার বলি,—শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের এই উপদেশটি কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ?

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, এই বৈষ্ণবাচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণভক্ত আর॥"

এখন আসি, এবারকার মত বিদায়। গৌরের ইচ্ছা হয় ত আবার দেখা হবে।

———

বঙ্গের গৌরব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ সংখ্যার পর)

অমৃতবাজার-পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক স্বনামধন্য মতিলাল ঘোষ মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরকে নিম্নলিখিত পত্রটী (শ্রীসজ্জনতোষণী ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য) লিখিয়াছিলেন,—

সপ্রণাম নিবেদনমিদং—

শ্রীযুক্ত লোকনাথ গোস্বামী [illegible] ধর্ম্মন করেন, ইহাতে তাঁহার ও প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামীর নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে, আপনি প্রকৃত স্থানটীই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত [illegible] অদ্যাপি বিরোধী আছেন, তবে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের পক্ষে তখন [illegible] কোন অসুরের আশঙ্কা করা আমাদের কোন প্রয়োজন করে না। গোস্বামী প্রভু কবে শান্তিপুর যাইবেন এবং কোথা হয়, আপনার সহিত দেখা হইবে।

আশীর্ব্বাদ প্রার্থী

দাস শ্রীমতিলাল ঘোষ

স্বনামধন্যাত শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে নিম্নলিখিত পত্রটী লিখিয়াছিলেন।

"প্রণামা নিবেদনমিদং—

আপনার নূতন গ্রন্থ পাইলাম। ভক্তগণ ক্লেশ করিয়া আহরণ করেন আর আমরা দীনহীন তাহার দ্বারা জীবন রক্ষা করি। আপনাকে অনেকে 'ভক্তিবিনোদ' আখ্যা দিয়াছেন কিন্তু আমি আপনাকে সপ্তম গোস্বামী ভাবি। প্রকট সময় ছয় গোস্বামী ছিলেন অপ্রকট সময়ে আপনি গোস্বামী। আপনি ধন্য ও আপনার কৃপা পাইলে আমি ধন্য হইব। আপনি প্রভু প্রেরিত, এই শুষ্ক কালে আপনি সনাতন ধর্ম্ম সঞ্জীব করিতেছেন। আপনার গ্রন্থ (শ্রীধাম-পরিক্রমা) এখনো পাঠ করি নাই, স্পর্শ করিয়াছি, তাহাতেই অঙ্গ শীতল হইয়াছে।

অপর নবদ্বীপ স্থাপন করিলেন কিন্তু নবদ্বীপেশ্বরী কোথা? ঈশ্বরী ব্যতীত নবদ্বীপ শূন্যময়। তাঁহাকে আনয়ন করুন, করিয়া আমার ন্যায় কোটী কোটী জীবকে চিরঋণে আবদ্ধ করুন।" ইত্যাদি

23rd Nov. 88 Deoghar, Via Baidyanath E.I.Ry. } প্রণাম— শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস

শ্রীধামাপুর-বিরোধী শ্রীব্রজমোহন দাস ও তদপেক্ষীয়গণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়গণের এইরূপ নিরপেক্ষ অভ্রান্ত নিশ্চিত উক্তি ও ধারণার বিরুদ্ধে কি কি কথা বলিতে চান?

তবে বিরোধের কারণ কি?

এ বিষয়ে আমরা [illegible] কোন অভিমত প্রদান করিতে চাহি

না। তবে তৃতীয় পক্ষ নিরপেক্ষভাবে যে কথা সর্ব্বসাধারণের প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিতেছি মাত্র। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার অপরাহ্ণে স্যাতনামা সেশনজজ পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিকা লাইব্রেরী সোসাইটী হলে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জনসাধারণের সমক্ষে সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই অবিকল উদ্ধার করিতেছি—

"শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও শ্রীমায়াপুরেই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্ধারণ করেন। নবদ্বীপবাসী অনেকেই এই কার্য্যে স্বার্থের খাতিরে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। কারণ, যদি মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর নাম লইয়া যাঁহারা বর্ত্তমানে নবদ্বীপে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়। যখন তিনি এইসকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আমি কৃষ্ণনগরে ছিলাম। অনেকে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার ও গৌরাঙ্গের-জন্মস্থান সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত সকল কার্য্য করিতেন। এইরূপভাবে সৎকার্য্য করা তাঁহার অমিতবলের ও মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। এখনপর্য্যন্তও কোন কোন অসদ্‌ব্যক্তি তাঁহার সদনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করে, কিন্তু ফলতঃ মহদ্‌ব্যক্তির বিরুদ্ধে গিয়া আপন আপন নীচতার পরিচয় দেয় মাত্র; তাহাতে তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। চৈতন্যের জন্মস্থানাবিষ্কার ও তথায় কীর্ত্তন এবং শিক্ষিত-লোকের বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিষয়ে চক্ষু উন্মেষ করা—তাঁহার প্রধানতম কার্য্য।"

মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণীত হইলে, ঈর্ষাপূর্ণ ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের কিরূপ মাৎসর্য্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুন তারিখে পরিসমাপ্ত তাঁহার স্বলিখিত জীবনীর মধ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন, —"প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশিত হইলে আধুনিক কুলিয়া-নবদ্বীপে বড়ই হিংসার উদয় হইল। কেহ কথা বলিতে লাগিল, গৌরাঙ্গভক্তদিগকে অনেকপ্রকারে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা দয়তানী কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন? তাঁহারা বহির্ম্মুখ ধনলোভী লোকদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেব-সেবা ও মন্দির-স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।" (স্বলিখিত জীবনী—২০১ পৃঃ)।

মত-পরিবর্ত্তনের মূল-কারণানুসন্ধান

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণীত হইলে নানা কারণে অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের মাৎসর্য্যের উদয় হইল। যখন মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে চতুর্দ্দিকে শুদ্ধভক্তি প্রচারিত হইতে থাকিল, তৎসঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অপস্বার্থপর লোক স্ব-স্ব-বিপদ্ গণিতে থাকিলেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা যাহা নব-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শিক্ষামতে ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, কীর্ত্তন-ব্যবসায়, বিগ্রহ-ব্যবসায়, কৌপীন-ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা উদর-ভরণ ও স্ত্রী-পুত্রাদি পালন মহা অপরাধের কার্য্য। যাঁহারা এই সকল ব্যবসায় পাতিয়া বেশ হাট জাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন এবং এইসকল অসদুপায়ের বলে অনভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে পুরুষ-পৌরাদিক্রমে বিশেষ লাভবান হইতে ছিলেন, শ্রীমায়াপুরের সেবকসঙ্ঘের প্রচারে তাঁহাদের হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাঁহারা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িলেন। কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী —যিনি পরবর্ত্তিকালে কোনও কারণ বশতঃ শ্রীমায়াপুরের বিরোধের অন্যতম আদিম আন্দোলন-কারিরূপে নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন,—পূর্ব্বে 'নবদ্বীপ-মহিমা'-নামক নিজ পুস্তকে (হুগলী সাবিত্রী-যন্ত্র হইতে ১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত) বল্লাল-দীঘীর নিকটস্থ স্থানকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং মায়াপুরকে অবিকৃত নামেই অভিহিত করিয়াছিলেন; যথা—

অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর বা মেয়াপুর, ভাকুইডাঙ্গা ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী। এইখানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।" (কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর উক্তি)

কিন্তু তাঁহার গুরুদেব কথকতা-ব্যবসায়ী স্বর্গীয় মদন গোপাল গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সত্যকথা প্রচারের ফলে আপনার অবস্থা আক্রান্ত মনে করিলে, শুনা যায়, তাঁহার প্রামর্শেই কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী পরবর্ত্তী-সংস্করণে মত [illegible] বিকৃত করিয়া 'মিঞাপুর' নামে

অভিহিত করিলেন এবং তাহা 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান নহে" বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা উল্টাইয়া ফেলিলেন।

শুনা যায়, শ্রীমায়াপুরস্থিতা শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার মুখপত্রিকা শ্রীজন্মভোবণীতে প্রকাশিত "ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে"—এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মায়াপুরের প্রতি পূর্ব্বে শ্রদ্ধাবান্, একবার শ্রীমায়াপুরে সমাগত বক্তৃতা-ব্যবসায়ী শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়েরও মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি এই কার্য্যে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর পদাঙ্কানুসরণে সাকরীগার শ্রীরাধাকিশোর সিংহকে সাহায্য করিলেন। নবদ্বীপ-নিবাসী বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণও তাঁহাদের আচরণসমূহ অচিরেই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে বিবেচনায় শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং প্রকৃত সত্য গোপন পূর্ব্বক ক্যানভাস্ করিয়া বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিগণের কাণ ভারী করিলেন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব স্বার্থসোধকমতের পৃষ্ঠপোষক করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

সহর নবদ্বীপের ভাগবত-ব্যবসায়ী শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামীর অনুসরণে তাঁহার শিষ্য কুমিল্লা-প্রবাসী শ্রী রাধা-গোবিন্দ নাথ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকাশিত শ্রীমায়া-পুরকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া সম্মান করিতেন, কিন্তু যখন ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'আচার ও আচার্য্য' নামক গ্রন্থে ভাগবত-ব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী তথা জাতি-গোস্বামি-সম্প্রদায়ের আচারসমূহ উদ্ঘাটিত হইল, তখন তিনি তাঁহার পরম গুরুদেব শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামীর পরামর্শে নিজ মত বদলাইয়া কল্পিত মায়াপুর-সৃষ্টিকারী ব্যক্তিগণের মাৎসর্য্যপ্রণোদিত প্রবন্ধ ও অমূলক গল্প প্রভৃতি তাঁহার সম্পাদিত নব্য পত্রে প্রকাশ করিতে থাকিলেন। পূর্ব্বে এই রাধাগোবিন্দ বাবু ও তদীয় সহযোগী শ্রীমঠের শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দেব উভয়ে 'সোনার-গৌরাঙ্গ' পত্রিকায় তাঁহাদের অলক্ষিত ভাবে সহর-নবদ্বীপের কোন বিদ্বেষী ব্যক্তি লিখিত শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধে 'নদীয়া'-শীর্ষক একটী পদ্য প্রকাশ করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত ও ভক্তগণের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 'সোনার-গৌরাঙ্গ' পত্রিকার ২য় বর্ষ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন,—

"নদীয়ার কবিতায় ভক্তিবিনোদ [illegible] উল্লেখ না থাকাতেই আমি লেখকের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। আমি জানিতাম, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা মায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি আছে, তাহা আমি জানিতাম না। আর কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় একবার শ্রীধাম-নবদ্বীপ-দর্শনের ভাগ্য ঘটিয়াছিল, তখন মায়াপুর-দর্শনে গিয়াছিলাম। ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর উচ্চ শিক্ষিত ও ভজনানন্দী ছিলেন" ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ কথা বলিবার কিছুকাল পরেই যখন শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের দ্বারা তাঁহার গুরুবর্গের আচরণসমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়িতে দেখিতে পাইলেন, তখন পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন!

কুমিল্লার শ্রীরাধাগোবিন্দনাথের অভিসন্ধি তাঁহার সহযোগী শ্রীযোগেন্দ্রদেবও সোনার-গৌরাঙ্গ পত্রের শ্রাবণ ১৩৩৩ ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যায় ধরিয়া ফেলিয়াছেন, যথা —"রাধাগোবিন্দ বাবু কয়েক মাস পূর্ব্বে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকাশিত মায়াপুর-সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত প্রকাশ করিয়া হঠাৎ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করায় তাঁহার ব্যবহারে কি একটা সন্দেহ জাগিতেছে না? বাস্তবিক পক্ষেও রাধাগোবিন্দ বাবু কখন কোন উদ্দেশ্যে কি বলেন, বুঝা কঠিন।"

কলিকাতা সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেনের মুরারীলাল অধিকারী —তিনি পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, কিন্তু কোন কারণে স্বার্থব্যাঘাত-ভয়ে অন্য মত গ্রহণ করিয়া 'হৈম-দিগ্‌দর্শিনী' নাম্নী একটী অসংখ্য ভ্রমপূর্ণ পুস্তিকায় মায়াপুরের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পুস্তক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সমালোচনা-ফলে অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি গৌড়ীয় মঠের প্রচারের প্রতিকূলাচরণ করিতে বাধ্য হন এবং 'সোনার-গৌরাঙ্গের' ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আশ্বিন) ১৪৯ পৃষ্ঠায় 'প্রার্থনা' শীর্ষক প্রস্তাবে সকল ধর্ম্মব্যবসায়ী ও বিদ্ধ-সম্প্রদায়কে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উত্তেজনা-সূচক বাক্য প্রকাশ করেন, যথা—

"বৈষ্ণবসমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ প্রাচীন গুরুকুল গোস্বামী ও সিদ্ধবংশীয়দিগের বংশ-গৌরব অস্বীকার করিয়া নৈষ্ঠ-ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, মহান্ত, প্রভুপাদ, আচার্য্য,

অধিকারী প্রভৃতি সৃষ্ট হইতেছেন। এই ঘোর বৈষ্ণব-বিপ্লবের দিনে প্রাচীন বৈষ্ণব পরিবার কি 'তরোরিব সহিষ্ণু' হইয়া এই অত্যাচার উপেক্ষা করিয়াই বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য দেখাইবেন? তবে প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজ কিরূপে রক্ষিত হইবে? শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ, পরিকর, ভক্ত ও সিদ্ধবৈষ্ণবগণ (?) যিনি যে স্থানে বাস করিতেছেন, বিরাট বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্যের কথা একবারমাত্র স্মরণ করিয়া আত্মপরিচয় ও বংশ-গৌরবের (?) প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। **সকলে সমবেত ও একপ্রাণ হইয়া এই বৈষ্ণব-বিপ্লবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউন।**"

পাঠকগণ বিচার করুন, যদি সত্যের উপরই ইহাদের ভিত্তি হইবে, তাহা হইলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সাচারে এইরূপ "গেলাম" "গেলাম" বলিয়া রব উঠাইয়া সকল সমবীল ব্যক্তিকে একজোট হইতে উত্তেজনা করিবার কারণ কি?

এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিরপেক্ষ সর্ব্বত্যাগী, আদর্শ-চরিত্র প্রচারকগণের প্রবল অভিযানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য গুপ্ত সভা-সমিতি করিয়া বিদ্ধ-সম্প্রদায় অনেক প্রকার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। কতকগুলি গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ ও বিদ্ধমতসমূহের পরিপোষক সাময়িক পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানা প্রকার অসংযত ভাষার সাহায্যে শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের নিরপেক্ষ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যকে সাধারণের নিকট বিকৃতরূপে স্থাপন ও হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন; এমন কি শ্রী-মায়াপুর ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতি মাসেই 'সোণার-গৌরাঙ্গে' প্রবন্ধ বাহির করিতেই হইবে, ভাগবত-ব্যবসায়ী শ্রীরাধাগোপাল গোস্বামীর এই আদেশ লইয়া ('সাধনা' ক্রোড়পত্র ভাদ্র ১৩৩৩ সন দ্রষ্টব্য) 'সোণার-গৌরাঙ্গে'র সম্পাদক রাধাগোবিন্দ বাবু ও যোগেন্দ্র বাবুর সহিত পরস্পর মতানৈক্য হওয়ায় শ্রীরাধাগোপাল গোস্বামীর আদেশে রাধাগোবিন্দ বাবু পৃথক করিয়া 'সাধনা' নামে একটী পত্রিকা বাহির করেন। রাধাগোবিন্দ বাবুর সেই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য—ভাগবত-ব্যবসায়ী গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন অর্থাৎ শ্রীধাম-মায়াপুরের অধীনস্থ প্রচারকগণের নিরপেক্ষ সত্যকথা প্রচারের বিরুদ্ধে অভিযান। এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া 'সাধনা' পত্রিকা কাঁকড়ের মাঠের সাকচীয়ায় ব্রজমোহন দাসের (শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধে) প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে থাকেন এবং ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্রমাসের 'সাধনা' পত্রিকায় উক্ত ব্রজমোহন দাসের রচিত গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে একটী অমূলক অভিযোগ প্রকাশ এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের বিরুদ্ধে অসংযত ভাষা ব্যবহার করিবার ফলে ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হন। কলিকাতা জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে রাধাগোবিন্দ বাবু এবং বেঙ্গবাসী ব্রজমোহন দাস গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে সাধনায় লিখিত আরোপিত ঘটনা ও মিথ্যা অপবাদগুলি সমস্তই প্রত্যাহার করিয়া দুঃখ প্রকাশ করায় আদালত-শ্রেণী হইতে উভয়েই অব্যাহতি পান।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের এই ক্ষমা-প্রদর্শন বৈষ্ণবো-চিত হইলেও অপস্বার্থপর সিদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পক্ষে ও উত্তেজনায় তাঁহারা পুনরায় অন্য কৌশল উদ্ভাবন করিয়া নিরপেক্ষতা ও স্বদেশ-প্রেমিকতার আবরণে সাধারণকে সু-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধমহাজনানুমোদিত শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন নিরপেক্ষতা বা স্বদেশ-প্রেমিকতা নাই। ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য—কোন প্রকারে শ্রীমায়াপুরের সর্ব্ব-ত্যাগী, আদর্শ-চরিত্র সেবকগণের চরিত্রের বিষ্ণু করিয়া স্ব স্ব অপস্বার্থের স্রোত জগতে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত রাখা।

সহর নবদ্বীপ বুড়োশিবতলার গৌরনাগরী মঠের প্রচারক শ্রীহরিদাস গোস্বামী তাঁহার পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীগৌর-জন্মস্থলী বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে যোগপীঠ বেদীর নিকটস্থ শ্রীমায়াপুর স্থানকেই গৌর-জন্মস্থান বলিয়া লিখিয়াছেন; কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার গুরুবর্গ যেমন শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী, শ্রীযুক্ত নিশিরকুমার ঘোষ, বৃন্দাবনের শ্রীমধু-সূদন গোস্বামী সকলেই এই স্থানকেই শ্রীগৌর-জন্মস্থলী বলিয়া এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যখন 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ও 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় ক্রমাগত গৌরি-নাগরী মতের বিরুদ্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং তাঁহার সমস্ত যুক্তি তর্ক গৌড়ীয়ের তীব্র শাস্ত্র-যুক্তির [illegible] বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সাকচীয়ার রাধাকিশোর সিংহ এর

পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন! (২৯শে চৈত্র ১৩৩৪ ও ৩রা বৈশাখ ১৩৩৫ তারিখের 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' পত্রে শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ পরিচিত ও পরম বান্ধব শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'প্রেরিত পত্র' ও 'বদলে গেল মতটা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

বক্তাগণের যোগ্যতা-বিচার

এই অভিনব নূতন-বিদ্ধ-সভায় যে সকল বক্তার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের স্বার্থান্বেষে লিপ্ত হওয়ায় শ্রীমায়াপুরের প্রচারের বিরোধী। গৌড়ীয়পত্রে বিভিন্ন সময়ে ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, বিগ্রহ-ব্যবসায়, জাতি-গোস্বামিবাদ, কনকড়ম্মার্ত্তবাদ ও ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচিত হওয়ায় কনকতা-ব্যবসায়ী রাধাবিনোদ গোস্বামীকে তাঁহার ব্যবসায় সমর্থনের জন্য বাধ্য হইয়া একটী পক্ষ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার সঙ্কলিত নব্য ভাগবতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কলিবৈরী বেদান্তভূষণ মহাশয় নানা প্রকার সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও বিদ্ধস্মার্ত্তবাদের অস্তিত্বের প্রমাণ নির্দ্দেশ করায় তিনি পূর্ব্ব হইতেই একটী পক্ষ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এতদ্বিষয়ে গৌড়ীয়পত্রে (১ম বর্ষ, ১২শ, ১৩শ, ১৭শ, ১৮শ, ও ৪র্থ বর্ষ ১৭শ, ২৩শ, ২৭শ প্রভৃতি সংখ্যা দ্রষ্টব্য) বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। সুতরাং কনকতা-ব্যবসায়ী রাধাবিনোদ গোস্বামী যে মায়াপুর সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বক্তা হইতে পারেন না, তাহা নিরপেক্ষ বিচারপ্রায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী সম্বন্ধেও তাহাই। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারকগণ জাতি-গোস্বামী সমাজের ভাগবত-ব্যবসায় ও মন্ত্র-ব্যবসায়ের প্রশংসা করিতে না পারায় এবং তিনি তাঁহার দুইটী পুস্তকে মায়া-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত অস্বীকার করায় 'গৌড়ীয়' পত্রে (৪র্থ বর্ষ, ২২শ, ২৩শ) যেরূপে সমালোচিত হইয়াছেন এবং 'নদীয়া-প্রকাশ' পত্রে (১০ই চৈত্র ১৩৩৪) তাঁহাদের পূর্ব্ববংশীয়-গণের আলোচনামুখে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তদ্বিষয়ে আশঙ্কা পোষণ করায় তাহাতেও তাঁহাকে শ্রীমায়াপুরের প্রচারকগণের বিরুদ্ধে একটী পক্ষ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধেও তাহাই। তাঁহার বিদ্ধমত-পরিপোষণ, যেমন জৈনমত, গৌরনাগরীভাব প্রভৃতির সমর্থন 'গৌড়ীয়' পত্রে (৪র্থ বর্ষ ১৪শ, ২০শ, ২১শ) সমালোচিত হওয়ায় এবং 'সঙ্গ-সপ্তাহিনী'র অনুবাদে তাঁহার ভ্রমসমূহ কোন বৈদান্তিক পণ্ডিতের দ্বারা গৌড়ীয় পত্রে আলোচিত হওয়ায় এবং তাঁহার বিদ্ধনৈতিক চরিত্রের কতিপয় কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ায় তিনিও বাধ্য হইয়া অন্য পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের নাম "গৌড়ীয় মঠ কি করেন?"-নামক পুস্তিকার পরিশিষ্টে দুই বৎসর পূর্ব্বেই সর্ব্বসাধারণের নিকট 'গৌড়ীয় মঠের প্রচারের বিরুদ্ধকারী' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

আলবার্ট হলের চতুর্থ বক্তা একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত; তবে তিনি শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের সঙ্গ অপেক্ষা তদ্বিরোধী যাবতীয় বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের সঙ্গই অধিক মাত্রায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা মানুষ, কাজেই আমরা যত বড়ই পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ হই না কেন, যাহাদের সঙ্গের প্রভাব আমাদের উপরে অধিক আমাদের মূলাবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞাত-সারে ও অলক্ষ্যে, তাঁহাদের দ্বারাই আমরা নিয়মিত হইয়া পড়ি। সুতরাং চতুর্থ পণ্ডিত মহোদয় যদি জীবন্মুক্ত পুরুষ হন, তাহা হইলেই একমাত্র অন্যের সঙ্গ-প্রভাব তাঁহার উপর কোনও ক্রিয়া করিতে পারিবে না। নতুবা বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত হইলেও—ব্রহ্মার ন্যায় মাননীয় হইলেও তিনি সঙ্গের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবেন না। কাজেই আলবার্ট হলের এই সকল বক্তৃমহোদয়গণের বক্তৃতার নিরপেক্ষতা সংরক্ষিত হইতে পারে কি না, সৌরজনস্থান নির্ণয়ের পূর্ব্বে তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। আলবার্ট হলের ৫ম ও ৬ষ্ঠ বক্তৃমহোদয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দাস উভয়েই স্বদেশবৎসল বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত। কিন্তু আশঙ্কার বিষয়, তাঁহাদের স্বভাবসুলভ স্বদেশপ্রেমিকতার স্বচ্ছন্দ গতি শ্রীমঠে আবদ্ধ না হইয়া পড়ে। তাহা হইলে নিরপেক্ষতার হানি হইবে। শুনা যায়, শেষোক্ত মুসলমান বক্তৃমহোদয় নয় বলেন,—তাঁহাদের এ বিষয়ে আদৌ প্রবৃত্তি নাই। এখন সুধীসমাজ বিচার করুন, এই সকল বক্তৃমহোদয় বিচারক-স্বরূপ সভাপতির নিকট যে সকল ওকালতী করিবেন, তাহা শুনিয়া সরল সভাপতি মহারাজ 'রায়' দিবেন।

শুনা গিয়াছে, নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের অনেকেই আবার সভাপতির সম্বন্ধেই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বিচারে উদাসীন সরল সভাপতি মহোদয় বহুকাল হইতেই জাতি-গোস্বামী, বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, কৌপীন-ব্যবসায়ী ও নিষ্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়া আসিতেছেন; দণ্ডীক মহারাজ অনেকের সহিত নানাপ্রকার বাধ্য বাধকতায় আবদ্ধ আছেন এবং তাঁহাদের সঙ্গের প্রভাবই তাঁহার ন্যায় সরলপ্রাণ মহারাজের উপর অধিক প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। এতদ্বিষয়ে নাকি বহু প্রমাণও আছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সভাপতি মহারাজ কিরূপে নিরপেক্ষ বিচার করিয়া 'রায়' প্রদান করিবেন, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দেহযুক্ত হইয়াছেন।

আবার কেহ কেহ বলেন, মহারাজ বাহাদুরের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কোন কোন স্বার্থপর ব্যক্তিগণের কল্পিত বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টার মাননীয় এস্, সি, মুখার্জ্জি, আই, সি, এস্, মহাশয়ের নিকট যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সকল প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি আর পৃথগ্‌ভাবে কিরূপে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত করিবেন?

সরকার বাহাদুরের বিচার আদালতেও দেখা যায়, বিচারপ্রার্থিগণের কোন একপক্ষের সহিত কোন ভাবে বিচারক সাহেবের আলাপ-পরিচয় বা বন্ধুবান্ধবতাদি থাকিলে অপর পক্ষের আবেদনে সেইরূপ বিচারের ভার অপর জজ সাহেবের উপরে অর্পণ করা হয়। সুতরাং সভাপতি-নির্ণয়ে নিরপেক্ষ তৃতীয় সম্প্রদায়ের যে বিচার-প্রণালী উপস্থিত হইয়াছে, তাহা একেবারে উড়াইয়া দিবার নহে।

আর একটী কথা আলবার্ট হলের মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ের (?) সভার বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, তাহারা ছায়াচিত্র সাহায্যে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের চিত্রসমূহ প্রদর্শন করিবেন। সভার অপর বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে তাহারা সভাতে নিরপেক্ষ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। যদি শেষোক্ত বাক্যটীই সত্য হয়, তাহা হইলে নিরপেক্ষ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কিরূপে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইবে? তাহা হইলে কি পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা হইয়াছে, কেবল বাহিরে কৌশল বিস্তার মাত্র?

বিচার করিবে কে?

মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও স্থান-নির্ণয় কেবল একটি প্রাকৃত ঐতিহাসিক বস্তু বা ব্যাপার নহে। জন্মলীলাস্থানকে মহা-প্রভুর ভক্ত গোস্বামিপাদগণ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপা সন্ধিনী বৃত্তির প্রকাশ বলিয়াছেন; সুতরাং মহা-প্রভুর ভক্তগোস্বামিপাদগণের অন্যান্য সিদ্ধান্ত প্রচলিত বহির্মুখ চিন্তার অনলে পোড়াইয়া দিয়া (?) প্রাকৃত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের ভ্রমপ্রমাদাদিময় পাণ্ডিত্য-অনলেক্ষণদ্বারা যাচাই করিতে করিতে অর্থাৎ আরোহবাদে অধোক্ষজ ধাম শ্রীগৌর-জন্মস্থান নির্ণীত বা বিচারিত হইবে, এরূপ বিচার মহাপ্রভু বা গোস্বামিগণের বিরোধী বলিয়া কখনও মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্তসম্প্রদায় স্বীকার করিবেন না। তবে ঐরূপ অধোক্ষজ-বিচারের কথা যিনি গুরুপাদপদ্ম হইতে পূর্ণমাত্রায় শ্রবণ করিয়া ভরপুর হইয়াছেন, ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষ-নির্ম্মুক্ত সেইরূপ কোন বিচারক সভাপতি যদি কোথাও থাকিয়া থাকেন, তাঁহাকেই একমাত্র গৌরজন্মস্থান-নির্ণয়ের বিচারের ভার প্রদত্ত হউক। অথবা সেইরূপ ভ্রমপ্রমাদাদিযুক্ত অবিসংবাদিত নিষ্কিঞ্চন সিদ্ধমহাপুরুষগণের দ্বারা 'কমিটী' সংগঠিত হউক। ভ্রমপ্রমাদাদিযুক্ত অসিদ্ধ বদ্ধজীব-বিশেষকে কেবল তাঁহার প্রাকৃত-প্রতিষ্ঠা-দর্শনে বা তদ্রূপ বহু ভ্রম-প্রমাদাদিদুষ্ট জীবগণকে সভাপতি বা কমিটীর সভ্য করিয়া কখনও অপ্রাকৃত গৌরজন্মস্থান নির্ণীত হইতে পারে না। সেইরূপ সভাপতি ও কমিটীর সিদ্ধান্তকেই সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিই 'নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত' বলিয়া নির্দ্বিধায় করিবেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ন্যায় যদি কোন জীবন্মুক্ত নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া গৌরজন্মস্থান নির্ণয় করেন, তাহা হইলেই প্রকৃত জন্মস্থান নির্ণয় হইতে পারিবে। কারণ অপর বদ্ধ জীব তিনি যত বড়ই পণ্ডিত, যত বড়ই বুদ্ধিমান, যত বড়ই ধনবান্, যত বড়ই জগদ্বরেণ্য হউন না কেন, তাঁহার এমন কি ক্ষমতা আছে যে, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমের ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষশূন্য সিদ্ধান্তকে তিনি বিচার করিয়া 'নাকচ' করিতে পারেন! যাহার যতটুকু দৌড়, তিনি তাহার অতীত রাজ্যে উঠিবার চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হয়, সূর্য্যের শরীরে থুথু নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা দেখাইলে, নিজের গায়েই থুথু পড়ে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে

ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত যেরূপ নাস্তিকতামাত্র, ঔতিহাসিকের কেবল ইতিহাসপ্রমাণের দ্বারা কৃষ্ণের স্বরূপ বা কৃষ্ণের জন্মকর্ম নির্ণয় করা যেরূপ নাস্তিকতার প্রকার ভেদ মাত্র, সেইরূপ অশ্রৌত-পন্থায়, গায়ের জোরে একত্র সম্মিলিত বহু বদ্ধজীবের অভিমত বা ভোট লইয়া অপ্রাকৃত ধাম —মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করা মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ মাত্র।

এইরূপ বিচার-প্রণালী-দ্বারা যে স্থির সিদ্ধান্ত (?) নির্ণীত হইবে বা প্রকৃত নিরপেক্ষতার আবরণে পূর্ব্ব হইতেই যে অসৎসিদ্ধান্ত নিরূপিত রহিয়াছে, তাহা মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্ত-সমাজ কখনও 'স্থির-সিদ্ধান্ত' বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ইহা দ্বারা কেবলমাত্র ব্যতিরেকভাবে একটী ভজন-হিতকর কার্য্য সাধিত হইবে। যেরূপ প্রাকৃত ইতিহাস-বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যবলে বুদ্ধদেবের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া এক সম্প্রদায় বুদ্ধের বিষয়ে যে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে বিপুল নাস্তিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় রচিত হইয়াছিল, কিন্তু আর এক সম্প্রদায় শ্রৌত-বিচারপ্রণালী গ্রহণ করিয়া, ব্যাসদেবের ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-নির্মুক্ত বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বুদ্ধকে 'বিষ্ণুর অবতার' বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব'-রূপে জানিয়াছিলেন, এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। উভয়-সম্প্রদায়ই বাহ্যদৃষ্টিতে মহাপ্রভুকে স্বীকার করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়ে চেষ্টা করিলেও শ্রৌত-পন্থা-পরিত্যাগ-কারী বৌদ্ধগণের ন্যায় একদল মহাপ্রভুকে মুখে মানিয়াও মনঃকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন—মহাপ্রভুর মায়া দ্বারা বিমোহিত হইবেন। আর এক সম্প্রদায়ে লোক কম হইলেও অর্থাৎ বৈষ্ণবদর্পে বৌদ্ধদর্প অপেক্ষা লোক কম আসিলেও তাঁহারা শ্রৌতপথ গ্রহণ করায়—বৈষ্ণবসম্রাট্, গৌরভক্তাগ্রণী ভ্রমপ্রমাদাদিদোষবিদূর নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ-প্রবর শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্ণীত গৌর-জন্মস্থানকেই ভ্রমপ্রমাদাদি-শূন্য নিরপেক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়া নিত্যকাল গৌরসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহাদের অবিচলিত আসন—শ্রৌত-পন্থার মর্য্যাদা কোনও দিনই বিপর্য্যস্ত হইবে না।

আমাদের স্বদেশ প্রেমিকতা।

আমরা ত' অনেকে স্বদেশ প্রেমিকতার উচ্ছ্বাসে "বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভু"র জন্মস্থান নির্ণয় করিতে উত্তেজিত হইয়াছি ও অপরকে উত্তেজনা প্রদান করিতেছি। এতদ্ব কবিবর রবীন্দ্রনাথের একটী কথা মনে পড়ে; রবিবাবু তাঁহার বক্তৃতার এক স্থানে বলিয়াছেন—"মাতালের পক্ষে মদ যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশ-হিতৈষণার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়।" অর্থাৎ অবান্তর উদ্দেশ্যটাই আমাদের মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ের উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলি, শ্রীমায়াপুর না হয় আজ মাত্র ৩৪।৩০ বৎসর যাবৎ সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি অকপট স্বদেশ প্রেমিকগণের কৃপায় মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; কিন্তু ইহার পূর্ব্ব হইতে এখন পর্য্যন্ত ত' বর্ত্তমান নবদ্বীপ ভারতবর্ষের সকল মহা-প্রভুর জন্মভূমি বলিয়া প্রচারিত রহিয়াছে এবং আলবার্ট-হলের বক্তৃতার সভার স্বাক্ষরকারিগণ ও সভ্যগণের মধ্যে কেহ বা পরম স্বদেশবৎসল হইয়া বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভুর সেই আবির্ভাব ভূমিতে বাস করিতেছেন, কেহ বা তথায় বিচরণ করিতেছেন, কেহ বা তাহা দর্শন স্পর্শন করিতেছেন, কিন্তু ঐ স্বদেশ-প্রেমিকগণ—যাঁহারা গৌরাঙ্গকে 'বঙ্গের গৌরব' বলিয়া মনে (?) করেন, তাঁহাদের কয়জন, আজ যে "বঙ্গের গৌরব"—"ভারতের গৌরব" গৌরাঙ্গকে বাগানের মালির মত—খানাবাড়ীর রাঁধুনের মত—মিউজিয়মের পুতুলের মত দাঁড় করাইয়া 'বঙ্গের গৌরবের' দ্বারা—'ভারতের গৌরবের' দ্বারা জোর-জুলুম করিয়া বঙ্গবাসীর ও ভারতবাসীর অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক কেহ স্ব স্ব উদরভরণ, বিলাসিতা, কেহ বা নানাবিধ ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছেন, কিন্তু কয়জন তাহা প্রতিরোধে যত্নবান্ হইয়া বঙ্গের গৌরব রক্ষা করিতে-ছেন? আজ নবদ্বীপ সহরে—"ভারতেরগৌরব" মহাপ্রভু দেখিতে আসিয়া সরলা অবলাগণ কতভাবেই না লাঞ্ছিত হইতেছেন, বঙ্গের সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ কদাচিৎ সেই সকল লোমহর্ষণ সংবাদের ২।১টি মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেছে, ইহাতেই কি বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে? আজ "বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভু"র দেশে বঙ্গের মাতৃগণের উপর পাশবিক অত্যাচার, ভ্রূণহত্যা, বঙ্গের মাতৃগণকে বঙ্গদেশ হইতে অন্যত্র অনুদ্দেশ্যের জন্য রপ্তানী প্রভৃতি কার্য্য কি বঙ্গ-মাতার শরীরে বজ্র হনন করিতেছে না? স্বদেশ-প্রেমিক-

গণের উত্তেজনায় "বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভুর" জন্মস্থান-নির্ণয়ের পূর্ব্বে সভাপতি ও সভ্যগণের বঙ্গের সর্ব্বত্র অসংখ্য প্রকাশ্য সভা-সমিতি করিয়া বঙ্গের গৌরবের স্থানে এই সকল বঙ্গের কলঙ্কের কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক, নতুবা 'বঙ্গের গৌরব' মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি হইবার পরিবর্ত্তে বঙ্গের কলঙ্ক আরও প্রসারিত ও সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইবে। তখন 'মাদার-ইণ্ডিয়া'-লেখক একজন মিস্ মেও কেন, অনেক প্রকৃত নিরপেক্ষ বিদেশীয় সমালোচকেরও মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখা যাইবে না। বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভুর অনুচরগণের কথা লিখিতে গিয়া —বঙ্গের গৌরব নবদ্বীপের কথা লিখিতে গিয়া কেনেডি সাহেব যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার ফলে—আমাদের ন্যায় কুলাঙ্গারগণের কৃপায়, আমাদের পরমপিতা চতুর্দ্দশ-ভুবনের গৌরব মহাপ্রভুতে পর্য্যন্ত কলঙ্ক-কালিমা আরোপিত হইতে বেশী বাকী থাকে নাই। শ্রীধামাপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক-সম্প্রদায়—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-সম্প্রদায় বঙ্গের কলঙ্ক-কালিমা মুছাইয়া প্রকৃত বঙ্গের গৌরব—ভারতের গৌরব—পৃথিবীর গৌরব—চতুর্দ্দশ-ভুবনের গৌরব—ভুবনা-তীত ধামের গৌরব মহাপ্রভুর বিমল ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন বলিয়াই কি প্রচ্ছন্ন-স্বদেশ-বিরোধিগণের উত্তেজনা হইয়াছে? স্বদেশ-প্রেমিকগণ! নিরপেক্ষভাবে ইহার কারণ অনুসন্ধান করুন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ আদর্শ জীবন যাপন করিয়া—দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অসংখ্য অপস্বার্থপর লোকের বিরুদ্ধাচরণ মাথায় বরণ করিয়া—বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের প্রবল অত্যাচার, নির্য্যাতন, কত প্রকার গঞ্জনা সহ্য করিয়াও বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভুর বিমল-ধর্ম্মের নামে যে সকল ব্যভিচার চলিয়াছে—ব্যবসায় চলিয়াছে—কপটতার তাণ্ডব-নৃত্য হইতেছে, তাহা সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায় "জনমত" নহে,—অসংখ্য বদ্ধজীব-সম্মিলিত সভাসমিতির ভোট নহে—অসংখ্য হোমরা-চোমরা বদ্ধজীব-গঠিত কমিটী নহে—তাঁহাদের বল ভরসা আধ্যক্ষিক কোন বস্তুর উপর নির্ভরতা' নহে—তাহাদের বল, স্বয়ং বলদেব-নিত্যানন্দ—ইহা তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন। কাজেই অসংখ্য শুক্লাচার্য্য-সম্প্রদায়—অসংখ্য হিরণ্যকশিপু—অসংখ্য কংস-জরাসন্ধ—অসংখ্য বিশ্বপ্রভা-নন্দন, তাঁহাদিগকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিবে না; পরন্তু সাত্ত্বিক ভাবে তাঁহাদের চরিত্রজনের সহায়তা করিবে—তাঁহাদের সেবা-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবে—তাঁহাদের চিৎ-সাহিত্য-শোভা বিস্তার করিবে।

বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভুর জন্মভূমি নবদ্বীপের কথা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটী মাত্র উদ্ধার করিতেছি। ইহা হইতে নিরপেক্ষ পাঠকগণ 'বঙ্গের গৌরব' মহাপ্রভুর জন্ম-ভূমির (?) সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন—

শ্রীযুক্ত যোগেশ ভট্ট এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

নদীয়ার আলোচনা

(১৩০০ সালের ফাল্গুনমাসে নবদ্বীপ সহরে একটী পুস্তিকাকারে এই প্রবন্ধটী বিতরিত হইতে দেখা গিয়াছিল)

প্রাচীন সমতটের মধ্যে নবদ্বীপ একটি প্রধানতম স্থান। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি ও সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ বলিয়া এই নবদ্বীপ কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ মনীষিগণের, সুধী-মণ্ডলীর এবং পর্য্যটক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ খ্যাত। কেবল ভারত নয়—সুদূর পাশ্চাত্য দেশও এই নবদ্বীপের যশঃসৌরভে আমোদিত হইয়াছিল—যাহাকে তাঁহারা "Navadwip is the Oxford of Bengal" নাম দিয়াছিলেন। কি বিদ্যায়, কি ধর্ম্মে যে নবদ্বীপ সমগ্র পৃথিবীর যশঃরাশি আহরণ করিয়াছিল, আজ সেই নবদ্বীপের চরম দুরবস্থা কি কি ঘটিয়াছে তাহাই উক্ত শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের স্থাপনকর্ত্তা শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম-ভূমি—ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণবের বড় আদরের বস্তু, নবদ্বীপের ক্ষুদ্র ধূলিকণাটিও যেন তাঁহারা সযতনে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ নবদ্বীপে সে ধূলার অস্ত নাই। মক্ক-ভূমিতেও এত ধূলা—এত বালি আছে কিনা সন্দেহ। নবদ্বীপে সকলই আছে, অথচ কিছুই নাই। মিউনিসিপ্যালিটির প্রভাবে রাস্তায় কেহ শুভ্র বসনে সমাচ্ছন্ন হইয়া বহির্গত হইতে পারেন না, ধূলার এমনি প্রভাব এমনি মহিমা। এত ধূলা সমগ্র বঙ্গের কোন মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত সহরে অথবা পল্লীতে থাকিতে পারে সে ধারণা আমার ইতঃপূর্ব্বে ছিল না—এবার মাঘী-পূর্ণিমা দর্শনে হইল।

এক্ষণে দেবালয় সমূহের কথা বলিব এবং তৎসঙ্গে ধর্ম্মজগতের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা (জাতি-) গোস্বামিগণের আচরণের সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিব। এই বৎসর পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হেতু নবদ্বীপে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বহু জনগণের সমাগম হইয়াছিল, এই মাঘীপূর্ণিমার উৎসব প্রায় একপক্ষ কাল স্থায়ী, এই সময়ে অনেক কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন করিবার জন্য নবদ্বীপে আসে এবং কীর্ত্তনাদি হয়। এ বৎসর গ্রহণ-জনিত এত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল যে, নবদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীরা বলেন, বহুদিন এরূপ জনস্রোত দেখি নাই। ইহা নবদ্বীপের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তাহা নিরূপণ করা বিশেষ কষ্টকর। এই নবদ্বীপে মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষে বহু দেবালয়ের উদ্বোধন হয়, মন্দির-স্বামী বিশেষ ফোঁটা তিলক কাটিয়া প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর নিকট হইতে 'ভেট' বা দর্শনী অন্যূন সংখ্যা চারি আনা আদায়ের জন্য খাতাহস্তে মন্দির দ্বারে বসিয়া থাকেন। ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব-মণ্ডলী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনগণ ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া মোক্ষলাভ করিবার জন্য কলি-কলুষনাশিনী পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতে অবগাহন করিয়া প্রাণে শান্তিলাভ করিবার জন্য প্রাণের আকুল আবেগ লইয়া কত অর্থব্যয়, কত শারীরিক ক্লেশ স্বীকার, কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া তাহারা দলে দলে তাহাদের চিরবাঞ্ছনীয়, চির পবিত্র নবদ্বীপধাম-দর্শন-মানসে আসেন, আসিয়া যাহা দেখিতে পান তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যে মন্দিরে প্রবেশ করিতে যান সেইখানেই পয়সার জন্য তাগাদা দেওয়া হয়, পয়সা না দিলে মন্দিরে প্রবেশ করিবার কোন প্রকার উপায় নাই, অথচ যে গৌরাঙ্গ একদিন বজ্রনাদে কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগের কথা বলিয়া সার্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেমে দেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন, আচণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়া সমগ্রজাতির জীবন-যমুনায় ভ্রাতৃপ্রেমের জোয়ার আনিয়াছিলেন, সেই জীব-কল্যাণকামী—সেই যুগাবতারের পীঠস্থানে কত অমানুষিক অত্যাচার পৈশাচিক লীলার নর্ত্তন হইতেছে তাহা কে নির্দ্ধারণ করিবে? আবার ঐ লীলাময়েরা সকলেই প্রভুপাদ গোস্বামী (?) বৈষ্ণব-জগতের আদর্শ পুরুষ।

এমন অনেক দেবালয় আছে যাহার প্রকৃত স্বরূপ খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। বৎসরের মধ্যে সমস্ত কালই দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ থাকে, কেবল মেলার সময় অর্থোপার্জ্জনের কারখানা স্বরূপ তাহার উদ্বোধন করিয়া তাহাকে পুষ্পপল্লবে সজ্জিত করিয়া ভেট আদায়ের একজন সুদক্ষ শাস্ত্রী নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

এইরূপভাবে প্রতি বৎসরই নিজেদের ভরণপোষণের জন্য, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য দেবালয়-বিপণির সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে যথা :—শ্রীগৌরাঙ্গের উপনয়ন-লীলা, সূতিকা-গৃহের প্রবেশলীলা প্রভৃতি নিত্য নূতন লীলার সৃষ্টি লীলাময় গোস্বামী (?) প্রভুরা করিতেছেন। অথচ সেই সমস্ত দেবালয়ের বিগ্রহের উদ্দেশে সমগ্র বৎসরের মধ্যে একপত্র তুলসী, একটু চন্দন, একটু গঙ্গাজল অথবা একমুষ্টি আতপ তণ্ডুলের ব্যবস্থা আছে কিনা সন্দেহ।

তীর্থযাত্রিগণ প্রত্যেক দেবালয়ের নির্দ্দিষ্ট 'ভেট' বা দর্শনী না দিলে তাহাকে কেহই প্রবেশ করিতে দেন না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং আরও বলিতেছি যে, কেবল প্রবেশ করিতে না দিয়াই বৈষ্ণব-কুলাঙ্গার হৃদয়হীনেরা ক্ষান্ত হন না, কেহ কেহ মধ্যচন্দ্র-প্রদানে এবং এমন কতগুলি নীচাশয় আছেন যাহারা কোন তীর্থযাত্রী পয়সা প্রদানে অসমর্থ হইয়া দর্শন-ভিক্ষা করিলে হৃদয়হীনেরা তাহাকে পাদুকা-প্রহারে বিতাড়িত করিয়া দেন। একথা শ্রবণ করিলে প্রথমতঃ রোমহর্ষণ দ্বিতীয়তঃ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কালের অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মজগতেরও এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। ধর্ম্মের নির্ম্মল স্রোতে পঙ্কিলতার আবির্ভাব হইয়াছে।

যে চৈতন্যদেব কামিনী-কাঞ্চন-বর্জ্জিত হইয়া, আচণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়া অভিনব ভ্রাতৃপ্রেম দেশমধ্যে আনিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই পদ্মাবলম্বী কুলাঙ্গার ভক্তগণ (?) নিজস্ব নিজদিগকে কামিনী-কাঞ্চনে বিভূষিত করিয়া—সমাজকে কলঙ্কিত করিয়া দেশের দশের প্রতি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে অনাচার-অবিচারের স্রোত অপ্রতিহতভাবে বহাইতেছেন, ইহার প্রতি ধর্ম্মপ্রাণ মনীষীমণ্ডলের এবং দেশবাসী আপামর সর্ব্বসাধারণের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আজ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। যে ধর্ম্ম মানুষের আজীবনের, আমরণের বৈশিষ্ট্য, যাহার উন্নতিতে জগতের এক একটা বিরাট জাতির অভ্যুত্থান, আজ যদি তাহার উপর এই লাঞ্ছনা হয়, আজ যদি সেই

ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শত অত্যাচার, শত অনাচার, পৈশাচিক-লীলার সহস্র প্রকার অবতারণা হয়, আজ যদি **সেই গরীয়ান্ ধর্ম্মের নামে অর্থোপার্জ্জনের এক একটা বিপণি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সে কলঙ্ক যে কেবল নবদ্বীপের এবং তাহার অধিবাসিগণের তাহা নহে, সে কলঙ্ক সমগ্র সুজলা, সুফলা, কামল-কুন্তলা, নদীমেখলা, শস্য-শ্যামলা বঙ্গমাতার এবং তাহার সন্তানগণের,** কেবল তাহাই নহে **ইহা সমগ্র ভারতের**—যে ভারত ত্যাগ-ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী একদিন সুদূরে উড্ডীন করিয়াছে, যে ভারত অহিংসাধর্ম্মের বাণী সুদূর চীন-জাপানে প্রেরণ করিয়াছে, তাহাকে তাহার সে গৌরব হইতে ম্লান হইতে হইবে। তাহাকে তাহার সে শীর্ষ আসন ত্যাগ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগে স্বদেশভক্ত ভ্রাতৃবৃন্দকে একটি কথা বলিতে চাই যেন তাঁহারা এই ধর্ম্ম-সঙ্কট-সময়ে ভোগ মোক্ষকামী হইয়া **তীর্থযাত্রী হইয়া নবদ্বীপের ভক্তগণের দ্বারস্থ না হন।** যতদিন না নবদ্বীপ অত্যাচারের কবল হইতে মুক্ত হন, যতদিন না ধর্ম্মের বিজয়দুন্দুভি বাজে, ততদিন যেন কেহ **এ পাপ-পুরীতে প্রবেশ না করেন, ইহাই দেশবাসীর নিকট অনুরোধ, কারণ আপনাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াই তাহারা ধনী—ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত।'**

গত ১২ই চৈত্র ১৩৩২ আনন্দবাজার পত্রিকায় জনসাধারণের পক্ষ হইতে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত করিয়াছেন—

নবদ্বীপে অনাচার

"শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মভূমি পবিত্র নবদ্বীপধাম সংস্কৃত বিদ্যা ও বিদ্বজ্জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রস্থল। পূত নবদ্বীপ **আজ কাল তথাকথিত গোস্বামিগণের পাপ-কলুষিত আচার-ব্যবহারে কিরূপ নরকবৎ ভয়ঙ্করজনক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। পবিত্র ধর্ম্মের নামে যে সকল পাশবিক অত্যাচার নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার বর্ণনা করিতে লেখনী অসম্মত।** এক একটী বিগ্রহমূর্ত্তি-সমক্ষে রাখিয়া দর্শনার্থিগণের নিকট 'ভেট' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হারে পয়সা লইয়া পয়সা উপায়ের পথ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সাধুলোকের প্রতি যে ব্যবহার তাহা অকথ্য ও অশ্রাব্য। হিন্দুধর্ম্ম হিমাচলের ন্যায় নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া ধর্ম্মের নামে এই সকল পাপানুষ্ঠান নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। • • • নবদ্বীপধামের অনাচার অত্যাচার নিবারণ-জন্য আমরা • • জনসাধারণের তীব্র দৃষ্টি ও প্রখর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা নবদ্বীপের সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইলে, হিন্দু সমাজ সোৎসাহে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবে—এরূপ আশা আমরা করিতে পারি।"

পুনরায় ২৭শে চৈত্র তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে—

"আমি একবার শ্রীনবদ্বীপ গিয়াছিলাম। সে আজ বৎসরের কথা, তখন সেখানে বাবু দেবেন্দ্রনাথ বাগচি চেয়ারম্যান ছিলেন। আমি নিজেও ভেটের উৎপাত উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আমি তখন কাউন্সিলে মেম্বার ছিলাম। **এই কথা শেষে প্রচার হওয়ায় আর কোন স্থানে আমাদের ভেট লয় নাই।** কোন কোন ঠাকুরবাড়ী এমন ভাবে প্রস্তুত যে দালান থেকে ঠাকুর দর্শনের উপায় নাই। ভেট দিলে তবে ভিতরে যাইতে পারে। শাস্ত্রে আছে—বিনা ভেটে দেবদর্শন করিবে না, তাই ব'লে জোরপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট ভেট দিতে না পারিলে দর্শন হইবে না ইহা সমীচীন নহে। সকলেই ন্যায্যমত প্রণামী দিবে, তবে, ভেট কেন? **সেখানকার চেয়ার-ম্যান বলেছিলেন যে, ঐ ঠাকুর বাড়ীগুলি সাধারণের উপাসনার স্থান ব'লে ট্যাক্স মাপ, কিন্তু বিনা ভেটে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, সামঞ্জস্য হয় কিরূপে?"**

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (রায় বাহাদুর)

"ধর্ম্মের নামে"

বঙ্গবাসী ২৫শে ফাল্গুন ১৩৩২

"প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার সময় শ্রীধাম নবদ্বীপে ১৫ দিন ব্যাপী গঙ্গা মেলা হইয়া থাকে। **রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপে ঠাকুর বাড়ী ভালরূপে প্রস্তুত হইয়াছে।** বিদেশীয় যাত্রী আগে অল্প তখন নবদ্বীপে আসিত; রেলের সুবিধা হওয়াতে ক্রমশঃ বিদেশীয় যাত্রীদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। মাঘী

পূর্ণিমার যোগের সময় নবদ্বীপে বহু গ্রামেরহয় আসিয়া পঁহাবলী গাহিয়া যাত্রীদের চিত্তাকর্ষণ-পূর্ব্বক বহু অর্থ ভেটের ব্যবসায়ে লাভ হওয়া সম্ভব। লোকে অতি পবিত্র জ্ঞানে নবদ্বীপের ধূলি পরস্পরের অঙ্গে সিঞ্চন করিত ও ঐ ধূলায় গড়াগড়ি দিত। এইরূপে ধূলোট উৎসব সমাপন হইত। **ভেটব্যবসায়ীদের কীর্ত্তন, বহির্গত শোভাযাত্রা সেরূপ ধর্ম্মভাব আর কিছুতেই বজায় রাখিতে পারে নাই। সেজন্য প্রায় প্রতি বৎসর এখানে মামলার সৃষ্টি হইতে দেখা যাইতেছে। কারণ এখন শোভাযাত্রার ধূলি নিক্ষেপ উপলক্ষে যুবকদ্বারা ধূলিসহ ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হইতেছে।** সবল বলপ্রয়োগে বিদেশের বহু স্ত্রীলোক কীর্ত্তনের দলের সঙ্গে অনুগমন করে তাহাদের **প্রতি পাশব ব্যবহার** উদ্দেশ্যেই যুবকদের এই নগর-কীর্ত্তনে ধূলার ব্যাপারে যোগদান করা এবং এই সঙ্গে অন্য পথিক লোক এমন কি ঘোড়ার গাড়ীর আরোহী-দিগকেও সম্প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছিল। এবার ধূলোট ব্যাপার আরও বিচিত্রময়। **বাজারে যাইবার পথে ছাদ হইতে স্ত্রীলোক যাত্রীদের লক্ষ্য করিয়া নবদ্বীপের পাকা রাস্তার ইষ্টক খণ্ড অবিশ্রান্ত-ভাবে যাত্রীদের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার ঐ ছাদের উপর বিরাজিত থাকিয়া অনুগত যুবক-বৃন্দকে ধূলিবৃষ্টি করা শিক্ষা দিয়াছিলেন।** ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না, উচ্চশিক্ষার পরাকাষ্ঠা এই—ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।"

উপসংহার

উপসংহারে আমাদের আলবার্ট হলের মাননীয় সভাপতি মহোদয়, উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী এবং যাবতীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের সমীপে নিবেদন এই, হে বঙ্গের কৃতিসন্তানগণ! হে ভারতের ভূতাকাঙ্ক্ষিগণ! হে স্বদেশ-সেবকগণ! আপনারা অক্ষ উচ্চাবে নিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধান করুন। প্রস্তর নিরপেক্ষতার বাহ্য-চাকচিক্যে ভুলিবেন না। মনে রাখিবেন, যেখানে আদর্শ চরিত্র নাই—আদর্শ ত্যাগ নাই—যথার্থ অকপট আত্মসমর্পণ নাই—শ্রৌত-পন্থার আদর নাই, কেবল মুখের ফাঁকা আওয়াজ ও বিজ্ঞাপনের হুড়াহুড়ি, সেখানে সত্য নাই, সত্যের আবরণে—অন্তরালে কুহকিনী-মায়াদেবীর নৃত্য। তাহাতে ভুলিবেন না, সর্ব্বনাশ হইবে। সাধু হইতে না পারেন, ক্ষতি নাই, সাধুবেশী অসাধুর দলে ঢুকিবেন না। বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু জগতের সর্ব্বত্র বিরাজিত—অণু-পরমাণুতে বিভুরূপে বিরাজিত—প্রত্যেক হৃদয় চৈতন্য-দেবের জন্ম-স্থান, তথায় শ্রীচৈতন্যের অনুসন্ধান করুন। অচৈতন্য ব্যক্তিগণের—অশ্রৌতপন্থিগণের দ্বারা বিশ্বগুরু হইবেন না। ইতিহাসের মধ্যে চৈতন্যকে পাওয়া যায় না—প্রাকৃত সাহিত্যের মধ্যে চৈতন্যকে পাওয়া যায় না—নিষ্কপট ভক্তের হৃদয়ে চৈতন্যকে পাওয়া যায়। আপনাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে সর্ব্বাগ্রে চৈতন্যের জন্মস্থান করুন, তাহা হইলে চৈতন্যের জন্মস্থান নির্ণয় করিতে পারিবেন—বুঝিতে পারিবেন—দর্শন করিতে পারিবেন—স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। নতুবা মস্তিষ্কের শক্তি-প্রকটিত চৈতন্যের জন্মভূমি, প্রাকৃত প্রত্নতত্ত্ববিদের পরমাণুরূপে, আপনাদের লোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া চৈতন্যের জন্মস্থান-দর্শনে বিঘ্ন ঘটাইবে—উহাকে জড়ভূমিরূপে প্রতীতি করাইয়া আপনা-দিগকে জড়-চিন্তাস্রোতে বাহিত করাইবে—জড় কামনা-বাসনার আবর্ত্তে ফেলিয়া নানাপ্রকার কষ্ট দিবে। তাহাই প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়া প্রচারিত নবদ্বীপের একটী দ্বীপ—বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর। সেখানে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার তাণ্ডব-নৃত্য। এইরূপ চৈতন্যের শত শত জন্মভূমি আবিষ্কারে বঙ্গের কি গৌরব হইবে? কাহার কি কল্যাণ হইবে? চৈতন্যের ভূমিতে বাস করিয়া যদি আমার চৈতন্যই না হইল, তাহা হইলে বৃথা পরিশ্রম করিয়া লাভ কি? তাই বলি, আগে স্ব স্ব স্বরূপ নির্ণয় করুন—শ্রৌতপন্থায় নিজ হৃদয়ে চৈতন্যের জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া—সর্ব্ব হৃদয়ে চৈতন্যের জন্মস্থান বিস্তার করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

পণ্ডিত শ্রী অনন্ত বিদ্যাবিনোদাচার্য্য কৃত

শ্রীমায়াপুর-বৈভব-প্রশস্তির

বঙ্গানুবাদ

(গৌড়ীয় ৩য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] বিস্তার-নিমিত্ত মহতী কীর্ত্তিপরিপূর্ণা, কপট ব্যক্তিগণের দুরধিগম্যা, সুমেরু

পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গের ন্যায় সুশোভন, গোপুর-বিশিষ্ট মনোহর মায়াপুর শোভা পাইতেছেন ॥ ১ ॥

সত্যব্রত নামক মহীপতি নিজের রাজ্য সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রীতি-সহকারে স্বকীয় সপ্তপুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। পরম দয়ালু শ্রীগৌরসুন্দরও নববিধভক্তিবিশিষ্ট বৈষ্ণব-সজ্জনদিগকে নবদ্বীপ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন ॥ ২ ॥

যেরূপ বৈকুণ্ঠ লোকের চতুর্দ্দিকে 'অর' ও 'ণ্য' নামক সুদর্শনমুদ্রদ্বয় শোভা পাইতেছেন, তদ্রূপ নিত্যধাম মায়াপুরেও গঙ্গা ও সরস্বতী নাম্নী নদীদ্বয় (চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া) শোভা পাইতেছেন ॥ ৩ ॥

দীর্ঘাকৃতি, কুলস্বভাবা সর্পী দণ্ডতাড়িত হইয়া যে প্রকার ফণাদ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে কুণ্ডলাকার ধারণ করে, ভাগিরথীও তদ্রূপ সপ্তমবিশিষ্টা হইয়া মহাপ্রভুর দৃষ্টিপাতে তরঙ্গদ্বারা নাদ করিতে করিতে যেন কুণ্ডলাকৃতি ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

বিষ্ণুভক্তগণ যেরূপ মোক্ষপথে বিচরণ করেন, সেইরূপ হরিকথা-কীর্ত্তনমত্ত, স্বরূপানন্দ-তৃপ্ত, বিষয়বিরক্ত, পরস্পর-প্রেম-বিনীত-স্বভাব-সম্পন্ন এই স্থানের লোকসমূহও শ্রীমায়াপুরে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

ত্রিদণ্ড ও সুকাষায় বস্ত্রধারী, কামাদি-ষড়রিপু-বর্জ্জিতান্তঃকরণ প্রকাশমান-ঊর্দ্ধপুণ্ড্র এবং কণ্ঠমালাযুক্ত সন্ন্যাসীদিগকে সনকাদি পরমহংসের ন্যায় মনে করি ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মা যেরূপ চতুর্মুখে বেদ উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্কের শ্রীচরিকে ধারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ এই বিমানও চতুর্দ্দ্বারে আচার্য্য চতুষ্টয় এবং হৃৎপদ্মে অর্থাৎ মধ্যস্থলে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরকে-ধারণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

চতুর্দ্দশ লোকরূপ গোলোক অর্থাৎ বিশ্বরূপবিশিষ্ট দেবগণের আশ্রয়ভূত, স্ফটিকময় বহুবিধশৃঙ্গাড়ম্বর-সমন্বিত সুমেরু পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সপ্তবিভূতিবিশিষ্ট (শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু-গৌরসুন্দর ও বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয়—এই সপ্তবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত তত্ত্ব) এই গোপুর দর্শন করিয়া যেন লজ্জিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

যাঁহারা গৌরকথা-পরায়ণ হইয়া নিরন্তর হৃদয়ে শ্রীহরিকে ধারণ করেন, তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গই সুলভ, দ্বারদেশস্থিত এই গোপুর যেন ইহাই জানাইতেছে ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ সর্ব্বদা অচিন্ত্য লীলাবিচিত্রশক্তিসম্পন্ন, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত এবং শ্রীরূপাদের উপর শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণা, অতএব এই মায়াপুরে আরও কত কি বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইবে, তাহা আমরা জানি না ॥ ১০ ॥

কবির দাস্যকামী ভক্তগণের মধ্যে কেহ গোলোক, কেহ বৈকুণ্ঠলোক, কেহ শ্বেতদ্বীপ, কেহ বা ক্ষীরসাগর কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা শ্রীমায়াপুরই কামনা করি ॥ ১১ ॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

রাণীগঞ্জে—গত ২৮শে মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্ণে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীনিত্যানন্দাগ্রজ পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ নির্দ্দিষ্ট হইতে রাণীগঞ্জে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সে মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। সুরেন্দ্রবাবু বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাত্রসায়েরনিবাসী শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সে মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। ইনি অল্প বয়সেই পরমার্থ-বিষয়ে রুচিপরায়ণ এবং রাণীগঞ্জের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ও সজ্জন ব্যক্তি। এই সহরে যাবতীয় পারমার্থিক অনুষ্ঠানে ইনিই অগ্রণী। ভক্তবৃন্দ তাঁহার সৌজন্য ও আগ্রহাতিশয্যে এবং তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় রাণীগঞ্জে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া স্থানীয় "হরিসভায়", বর্দ্ধমানাদি ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন।

৩০শে মার্চ্চ তারিখে বক্তিয়ার নগর গ্রামে ও ৩১শে মার্চ্চ তারিখে শিয়ারসোলের রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক মহোদয়ের প্রাসাদে 'বৈষ্ণবদর্শন' সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামিজীর একটী জ্ঞানগর্ভ সুদীর্ঘ-বক্তৃতা হয়। স্থানীয় সভ্য-মণ্ডলী তৎ-শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হন। প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল শ্রবণ করিয়াও তাঁহারা আরও ভগবৎ-কথা-কীর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুরেন বাবুর সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠা বৈষ্ণবাগ্রণী শ্রীগুরুর আরাধনার ফল-স্বরূপ। তাঁহার বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ফরিদপুরে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ-তীর্থ মহারাজ-ফরিদপুরের অধিবাসী কতি-

পাঠ-ভক্তের আগ্রহাতিশয্যে ১৬ই চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ শনিবার তারিখে পালং হরি-সভায় উপস্থিত হইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিবৃন্দ-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভাগবতধর্ম্ম ও বর্ত্তমানে তাহার বিকৃতাবস্থার কথা অতীব হৃদয়-গ্রাহিণী ও ওজস্বিনী বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। গৌড়বৃন্দের আগ্রহে তৎপরদিবস ১৮ই চৈত্র রবিবার দিবসও পালং হরি-সভায় উক্ত বিষয় সম্বন্ধেই আরও বিস্তৃত বক্তৃতা হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আদর্শ আচার-প্রচার প্রচারকগণের শ্রীমুখে নিরপেক্ষা অগ্নিময়ী প্রৌঢ়বাণী-শ্রবণে সকলেই স্তম্ভিত এবং এক নূতন আলোকে আলোকান্বিত হইয়াছেন। ৬ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ সোমবার দ্বিপ্রহরে তুলাসার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে "ছাত্র-জীবনে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপযোগিতা" সম্বন্ধে একটী সুবৃহৎ বক্তৃতা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে অপরা-বিদ্যা-শিক্ষার ফলে শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে যেরূপ বহির্ম্মুখ জড়-চিন্তাস্রোতের প্রাবল্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া প্রবীণ ত্রিদণ্ডী গোস্বামীজী মহারাজ আদর্শ ছাত্রজীবনে প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষাই অনুসরণীয়—ইহা অতীব হৃদয়-গ্রাহিণী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ৬ই চৈত্র সন্ধ্যায় পুনরায় পালং হরি-সভায় "শুদ্ধভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। ৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ মঙ্গলবার ত্রিদণ্ডী গোস্বামীজী মহারাজ যাইয়া হরি-সভায় "জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে" বক্তৃতা করেন। ৯ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে তুলাসার "শচীনাথ পাঠ-মন্দিরে" "শুদ্ধ ও বিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। ১০ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শুক্রবার সায়াহ্নে তুলাসার-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের ভবনে শ্রীগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন হয়। ১১ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ শনিবার সায়াহ্নে তুলাসার "শচীনাথ পাঠ-মন্দিরে" বিপুল হরি-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ১২ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ রবিবার সায়াহ্নে পূর্ব্বধামুকার শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্র সাহার নাট্যমন্দিরে শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে বহু-শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণা একটী হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা হইয়াছিল। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই অনঘ আদর্শ-চরিত্র আচার-প্রচার-পরায়ণ গোস্বামি-মহারাজের মুখে সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মানব-জীবনে সদ্গুরু অনুসন্ধানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মুলাযোড় সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় গোস্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বলেন যে, স্বামীজী মহারাজ সদ্গুরুর যে সব লক্ষণ বলিলেন, তাহা সমস্তই ঠিক ও শাস্ত্রসঙ্গত বটে; কিন্তু যাঁহাদের সদ্গুরু লাভ হয় নাই, তাঁহাদের ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মনে বড় অশান্তির উদয় হইবে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিচারে কাহারও মনে উদ্বেগ দেওয়া উচিত নহে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, শ্রীগুরুদেবের দেহ-দেহী ভেদ আছে, তাঁহার রক্ত-মাংসের শরীর থাকায় তিনি গৃহব্রত-ধর্ম্মাদি পালন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু সভায় সমস্ত সত্যানুসন্ধিৎসু লোকই সভা-মধ্যেই তর্কতীর্থ মহাশয়ের এইরূপ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তর্কতীর্থ মহাশয়ের ঐরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিচারে কাহারও মনে উদ্বেগ দিতে নাই' অর্থে—কাহারও নিকট নিরপেক্ষ সত্যকথা বলিবে না—ইহা নহে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থরাজ তারস্বরে বলিয়াছেন,—

"হতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

সাধুগণের লক্ষণই এই যে, তাঁহারা উক্তি দ্বারা বিমুখ ব্যক্তিগণের মনের বিশিষ্ট আসক্তিগুলিকে ছেদন করিয়া থাকেন। প্রকৃত নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, তাঁহারা কাহারও মন রাখিয়া কথা বলিতে গিয়া অপরকে হিংসা করেন না। তাঁহারা প্রেয়ের উপদেষ্টা নহেন, পরন্তু নিঃশ্রেয়সের উপদেষ্টা। গৃহব্রত ব্যক্তিগণ কখনও 'গুরু' হইতে পারেন না, তাহার উদাহরণ প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে পাওয়া যায়। বেদ-ভাগবত-মহাভারতাদি শাস্ত্র সকলেই তারস্বরে অসদ্গুরু পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিধিপূর্ব্বক সদ্গুরু গ্রহণের উপদেশ করিয়াছেন। রোগীকে কুপথ্য করিতে নিষেধ করিলে তাহার মনে উদ্বেগ দেওয়া হইবে মনে করিয়া যদি শুভানুধ্যায়ী চিকিৎসক বা আত্মীয়-স্বজন রোগীকে সদুপদেশ প্রদানে বিরত থাকেন, তাহা হইলে রোগীকে হিংসা করা হইল। নির্ম্মৎসর সাধুগণ এইরূপ হিংসাপরায়ণ নহেন, তাঁহারা পরদুঃখ-দুঃখী। আমাদের ন্যায় অতীব বহির্ম্মুখ অশ্মসার-হৃদয়, কুবিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সজোরে আঘাত না করিলে, আমাদের নিষ্কপট হরিভজনের আবশ্যকতার কোন অনুভূতিই হয় না। সেইজন্য পরমহিতাকাঙ্ক্ষী সাধুগণ আমাদের নিকট প্রেয়ঃকথা না বলিয়া প্রকৃত শ্রেয়ঃকথা বলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৫ই বৈশাখ ১৩৩৫, ২৮শে এপ্রিল, ১৯২৮ | ৩৬শ সংখ্যা

দ্বারকায় প্রভুপাদ

[প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে সংগৃহীত]

বিষ্ণুক্ষেত্র দ্বারকা মোক্ষদায়িকা-পুরীর অন্যতমা। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥
এতাসু পৃথিবী-মধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন।
পুরী দ্বারাবতী বিষ্ণোঃ পাঞ্চজন্যোপরিস্থিতা॥

—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (প্রকাশভেদে হরিদ্বার ও শ্রীমায়াপুর), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী এবং দ্বারাবতী—এই সাতটী পুরী মোক্ষদায়িকা অর্থাৎ এই সকল বিষ্ণু ক্ষেত্রের সেবাদ্বারা জীবের বিষ্ণু সাযুজ্য লাভ ঘটে। ইঁহারা প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইলেও কখনও পৃথিবীর মধ্যে গণিত হন না। এই সকল ক্ষেত্র অপ্রাকৃত। জীব-কল্যাণের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন। দ্বারাবতী পুরী শ্রীবিষ্ণুর পাঞ্চজন্য-শঙ্খের উপরে বিরাজমানা।

'হরিবংশে' লিখিত আছে, জীবের 'মোক্ষের দ্বারস্বরূপ' বলিয়া তত্ত্বকোবিদ্ পণ্ডিতগণ এই পুরীকে 'দ্বারাবতী' নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দ্বারকার ঐতিহ্য শ্রীমহাভারত, শ্রীহরিবংশ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। খিল-হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বের ৫৮ অধ্যায়ে দ্বারকার প্রকটোর কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বারকা-মাহাত্ম্যে দ্বারকার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, শর্য্যাতি নামে এক রাজচক্রবর্ত্তীর উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত ও ভূরিসেন নামে তিনটী পুত্র ছিল। শর্য্যাতি অত্যন্ত ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, ধার্ম্মিক নৃপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র আনর্ত্তের যথেষ্ট কৃষ্ণভক্তি ছিল। একদিন আনর্ত্ত পিতাকে বলিয়াছিলেন, 'এই নিখিল রাজ্যের কিছুই আপনার নহে; ইহার একমাত্র মালিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ'। পুত্রের এই বাক্যে শর্য্যাতি ক্রোধান্ধ হইয়া কৃষ্ণভক্ত পুত্রকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। আনর্ত্ত সমুদ্রের উপকূলে আগমন করিয়া বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ বৈকুণ্ঠ হইতে শত যোজন ভূখণ্ড উত্তোলন করিয়া তাহা সাগর মধ্যে সুদর্শন চক্রে ধারণপূর্ব্বক স্থাপন করিলেন। সেই ভূখণ্ডে বিষ্ণুভক্ত আনর্ত্ত পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভাগবতবর আনর্ত্তের রেবত নামে একজন পুত্র আবির্ভূত হইলেন। রেবত সাগরাভ্যন্তরে "কুশস্থলী" নাম্নী একটী নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থানপূর্ব্বক আনর্ত্তাদি দেশ পালন করিতে লাগিলেন। (ভাঃ ৯।৩।১৩) এই কুশস্থলীরই অপর নাম 'দ্বারকা'। হরিবংশে (১০।৩৬) লিখিত আছে, যাদবগণ এই স্থানে আগমন করিয়া রমণীয়া দ্বারকা নগরী স্থাপন করেন। অপর পুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সমুদ্রকে বলিয়াছিলেন,—'হে সমুদ্র! তুমি আমার পুরী নির্ম্মাণের জন্য শতযোজন

বিস্তৃত একটী স্থল প্রদান কর, পরে আবার আমি তাহা প্রত্যর্পণ করিব।' শ্রীকৃষ্ণের আদেশমাত্র সমুদ্র স্থল প্রদান করিলে ভগবান্ বিশ্বকর্ম্মাকে সর্ব্বলোক-মনোহর অতীব আশ্চর্য্য দ্বারকা পুরী নির্ম্মাণের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা পদ্মরাগাদি মণি প্রভৃতি দ্বারা খচিত করিয়া—শতযোজন বিস্তৃতা সুমনোহরা নগরী প্রস্তুত করিলেন। কুবের-প্রেরিত সাত লক্ষ যক্ষ ও মহাদেব-প্রেরিত অগণিত বেতাল প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা ঐ অপূর্ব্বা পুরী রচনা করিলেন। স্বর্গে বা মর্ত্যে এইরূপ মনোহরপুরী আর কোথাও ছিল না। এই পুরী স্বীয় প্রভায় প্রভাকরকেও পরাজিত করিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বারকাপুরীতে বহুবিধ-লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। কংসবধের পর জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কয়েকবার সংগ্রাম হয়। অবিচিন্ত্য-লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ সংগ্রামে যাদবকুলের অপচয় আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদিগকে জলবিবেষ্টিত দ্বারকাপুরীতে লইয়া যান। দ্বারকা-লীলাকালেই প্রকৃত ভূ-ভার-হরণ-কার্য্য সমাহিত হইতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার অষ্টপ্রধানা মহিষীর পাণিগ্রহণ করিয়া বংশ-বিস্তার-লীলা প্রকাশ করেন। এই দ্বারকায় যখন শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র-মহিষী বিবাহ করিয়া এক বেশে একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে তাঁহাদের সহিত নানাবিধ বিলাস করিতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন শ্রীভগবানের তাদৃশী বিচিত্র-লীলা দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই অপ্রাকৃতপুরী দ্বারকার শোভা-বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ইতিহাসে কৃষ্ণের অপ্রকট-লীলা-প্রকাশের পর লোক-দৃষ্টিতে দ্বারকা জল-প্লাবিত হইয়াছে বলিয়া উক্তি দেখা যায়। যে দ্বারকা-ধামে শ্রীমধুসূদন নিত্য সন্নিহিত আছেন, সেই দ্বারকাধামে শ্রীমদ্ভগবদ্ আলয় বর্জ্জন করিয়া শ্রীভগবদ্ আলয়ের চতুর্দ্দিকে পরিখার ন্যায় আবরণেরই জল-মজ্জন ঐরূপ উক্তির তাৎপর্য্য। * যে স্থান জলমগ্ন হইয়াছে, সেই স্থানে বহিরঙ্গ লোকের বাস ছিল। ভগবানের আজ্ঞাক্রমে সেই সকল লোক পূর্ব্বেই হস্তিনাপুরে প্রস্থাপিত হইয়াছিল; সুতরাং দ্বারকার বহিরাবরণই জলমগ্ন হইয়াছিল। ঐ স্থান বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত। শ্রীদ্বারকাধাম নিত্য, অপ্রাকৃত ভজন-বৈভব। প্রকট-লীলায় প্রাপঞ্চিক মিশ্রণ আছে বলিয়া বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা উক্ত বহিরাবরণ রচিত হইয়াছিল। এই জন্যই স্বর্গ হইতে সুধর্ম্মাদি-সভার আগমন সম্ভব হইয়াছিল। অপ্রকট-লীলায় সুধর্ম্মাদি-সভা হইতেও দিব্যতর অন্য-সভা প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। যাদবাদির গৃহ-সম্বলিত ভগবদালয় বর্জ্জন করিয়াই সমুদ্র দ্বারকার বহিরাবরণকে জল প্লাবিত করিয়াছিল, তজ্জন্য অদ্যাপি কখনও কখনও দূর হইতে সমুদ্র-মধ্যে দ্বারকাপুরীর কোন কোন স্থান দেখা যায় বলিয়া তৎপ্রদেশবাসিগণের মধ্যে মহতী প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে, মহা-সমুদ্র সেই শূন্য দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করিয়াছিল, কিন্তু বলরামের গৃহকে সমুদ্র প্লাবিত করিতে পারে নাই। তথায় ভগবান্ কেশব নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন; এই জন্য মহাসাগর অদ্যাপি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। পরমপবিত্র, সর্ব্ব অশুভবিনাশন সেই বিষ্ণু-ক্রীড়াময় স্থান দর্শন করিলে জীবের অশুভরাশি সর্ব্বতোভাবে বিদূরীত হয়। কৃষ্ণলীলাস্থলী দ্বারকা-সম্বন্ধে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, গৌরলীলাস্থলী শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধেও তাহাই। গঙ্গাদেবী শ্রীগৌর-ভগবদালয় বর্জ্জন করিয়াই অন্যান্য স্থান-প্লাবিত করিয়াছিলেন। সেই অপ্রাকৃতধাম শ্রীমায়াপুর—যথায় শ্রীগৌর-ভগবানের গৃহ বর্ত্তমান, তাহা এখনও সর্ব্বপাপ-প্রণাশন দ্বীপরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।

গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের মধ্যে দ্বারকানগরী বিরাজিত। আমেদাবাদ হইতে প্রায় ২০৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বরদা হইতে প্রায় ২৭০ মাইল পশ্চিমে দ্বারকানগরী অবস্থিত।

আমরা আজমীর হইতে প্রদোষকালে বাষ্পীয়-যানে আরোহণ করিয়া পর দিবস প্রাতে মাউন্ট্ আবু দর্শন-পূর্ব্বক বেলা ৩টার গাড়ীতে সিন্ধু ডাক গাড়ীতে আরোহণ-পূর্ব্বক 'মেশানা' হইয়া 'বিরামগ্রাম' এবং তথা হইতে রাত্রিশেষ ও সমস্ত দিবস দ্রুতগমনশীল বাষ্পীয়-যানে অবস্থান করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে দ্বারকা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। যদিও আমার লাতুষ্পুত্র শ্যামলদাস কে, টি, মহোদয় এবং

* দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়দ্ জলে।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্বস্যাংশেনাগুভহরঃ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্। ভাঃ ১১।৩১।৫০-৫১

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়-তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগের দ্বারকা দর্শনের সুব্যবস্থা করিবেন কথা ছিল, তথাপি আমরা সমুদ্রতট তাঁহাদের কোন সাহায্যই পাই নাই। ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াই দেখিলাম, দ্বারকার অনেকগুলি পাণ্ডা আমাদিগকে তাঁহাদের যাত্রি-নিবাসে লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। পাণ্ডাদের সহিত কথোপকথন-কালে ষ্টেশনে যে কয়েকখানি শকট উপস্থিত ছিল, সব গুলিই এক এক করিয়া যাত্রী লইয়া চলিয়া গেল। আমাদের যে পাণ্ডা, তিনি আমাদের জন্য একখানি শকটও রাখিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে একখানি শকট সহর হইতে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে আমি, শ্রীমান্ কুঞ্জবাবু ও শ্রীমান্ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী পাণ্ডার একটী লোকের সহিত ষ্টেশন হইতে দ্বারকা-নগরীস্থ একটী ধর্ম্ম-শালায় উপস্থিত হইলাম। তখন নৈশ তিমির আমাদিগের দৃষ্টি আবরণ করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছিল। আলোক-যোগে ধর্ম্মশালার যে সকল প্রকোষ্ঠে আমাদিগের স্থান হইবে তাহা দেখিলাম, কিন্তু সেই স্থানে বাস করা আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিল। সে স্থান এত দুর্গন্ধময় যে, তথাকার দ্বিতল বা ত্রিতল গৃহও বাসোপযোগী বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। ষ্টেশনে নামিয়াই আমরা ষ্টেশনের নিকটে কোন পরিষ্কার নির্জ্জন স্থান পাওয়া যায় কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য পাণ্ডাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু নিজ-স্বার্থের ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া পাণ্ডা সকল কথা চাপা দিয়া আমাদিগকে দুর্গন্ধময় বাসস্থান প্রদানপূর্ব্বক নিজ উদ্দেশ্য সফল করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। তখন পাণ্ডা বুঝিলেন ঐ প্রকার উৎকট দুর্গন্ধময়-স্থানে ভগবৎসেবকগণের ভগবৎ-সেবার বিশেষ অসুবিধা হইবে এবং তাঁহারা কিছুতেই সেইরূপ অপরিষ্কৃত স্থানে অবস্থান করিতে স্বীকৃত নহেন, তখন গত্যন্তর না দেখিয়া ষ্টেশনের নিকটে একটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশালায় আমাদের জন্য বাসস্থানের চেষ্টা করিবেন, জানাইলেন। আমরা সেই দুর্গন্ধময় ধর্ম্মশালায় দ্রব্যাদি রাখিয়া পাণ্ডার সহিত শ্রীভগবদ্দর্শনোদ্দেশ্যে শ্রীমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মূল শ্রীমন্দিরটী বেশ উচ্চ, কিন্তু নিশার অন্ধকার সেই সময় ভাল করিয়া মন্দির দর্শনে বাধা প্রদান করিতেছিল। এখানে এই মূল মন্দির ব্যতীত অনেক মন্দিরে অনেক শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন। আমরা মন্দিরাগণের ভিন্ন ভিন্ন শ্রীমন্দির, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান, শ্রীবলদেবের শ্রীমন্দির ও অন্যান্য কতিপয় মন্দিরে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিতে লাগিলাম। কোথাও দর্শনী সম্বন্ধে কোন পীড়াপীড়ি নাই। শুনিলাম, গোমতী-গঙ্গায় জল-স্পর্শকারীকে পাঁচ সিকা করিয়া শুল্ক দিতে হয়। শ্রীমন্দিরের সকল সেবকই শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব।

আমরা সকল শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধর্ম্মশালা হইতে সামান্য কিছু সম্বল দ্রব্য লইয়া ষ্টেশনে আসিবার উদ্যোগ করিলাম। রাত্রিকালে ষ্টেশনের দিকে বড় একটা গাড়ী আসিতে চাহে না। নগরের বাহিরে অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া একখানি শকট পাওয়া গেল। সেই শকটযোগে পাণ্ডার একটী লোকের সহিত ষ্টেশনের নিকট ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থান বেশ পরিষ্কার ও তথায় মুক্তবায়ুর স্বচ্ছন্দ গতাগতি রহিয়াছে; গন্ধবহ কোন দুর্গন্ধ বহন করে না। শুনিলাম, ধর্ম্মশালার সত্ত্বাধিকারী কলিকাতার রামেশ্বর বাবু। সেই সময় ধর্ম্মশালার ম্যানে-জার মহাশয় সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, কাজেই দ্বিতল প্রকোষ্ঠে স্থান পাইবার পরিবর্ত্তে আমরা একতলার একটী সুন্দর গৃহে স্থান প্রাপ্ত হইলাম। আমাদের সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ পাণ্ডার লোকের মুখে আমাদের পরিষ্কৃত-স্থান-লাভের কথা শুনিয়া সেই রাত্রেই ষ্টেশনের নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকজন দুর্গন্ধ-পূর্ণ ধর্ম্মশালায় কোন প্রকারে রাত্রি-বাস করিয়া প্রাতে আমাদের সহিত যোগদান করিলেন। রামেশ্বর বাবুর ধর্ম্মশালাটী বেশ প্রশস্ত, তাহাতে ২০।২৫টী প্রকোষ্ঠ আছে। এক শ্রেণীতে অনেকগুলি রন্ধনগৃহ, পশ্চাদ্ভাগে প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ ও বৃহৎ কূপ। আমাদের সঙ্গিগণ ক্রমশঃ আসিয়া উপস্থিত হইলে আমরা তিনটী ঘর ও বারেন্দা ব্যবহার করিতে পাইলাম।

বৈকালে আমরা রুক্মিণীদেবীর অতি প্রাচীন মন্দির দর্শন করিতে বাহির হইলাম; তাহা নগরের এক প্রান্তে অবস্থিত। পথে বরদারাজের কারাগৃহ ও অম্বা দেবীর মন্দির এবং একটী সুরম্য ধর্ম্মশালা। রুক্মিণীদেবীর মন্দির

দ্বারকানাথের মন্দির অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়াই বোধ হইল। বিদেশিগণের আক্রমণ হইতে এই মন্দির যে আক্রান্ত হয় নাই—এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেল না। মন্দিরের বাহিরে অনেকগুলি শিল্পকার্য্য কাল-প্রবাহে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে বটে, কিন্তু আক্রমণকারীদিগের চেষ্টা-সমূহ তাহার নিদর্শন জ্ঞাপন করিতেছে। রুক্মিণীদেবী ও অম্বা দেবীর মন্দির দর্শনান্তর পশ্চিমদিকে একটী বিতল ধর্ম্ম-শালা দেখিতে পাইলাম। উহা তৎকালে যাত্রিপূর্ণ-পূর্ণ ছিল। তথা হইতে আমরা গোমতী-গঙ্গার দিকে গমন করিলাম। সে স্থলে একটী রামানন্দী আখড়ায় বহুসংখ্যক চিহ্নধারী বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমাদিগের কেহ কেহ গোমতীগঙ্গায় * সহিত সাগর-সঙ্গম-দর্শনে উদ্-গ্রীব হইয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা সকলেই আমাদের সহিত মিলিত হইয়া গোমতী-গঙ্গার তটপ্রদেশস্থ পথ-অবলম্বনে সারদামঠে † উপনীত হইলেন।

* গোমতী-গঙ্গা—গোদাবরীর ধারা-বিশেষ, ব্রহ্ম-মহেন্দ্রির, অপর-তটে গৌতম-ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া গোদাবরীর নাম 'গৌতমী-গঙ্গা'।

† সারদা মঠ—শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারি জন প্রধান শিষ্য দ্বারা ভারতের চারিদিকে চারিটী-মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই চারি মঠকে পঞ্চোপাসকী-সম্প্রদায় 'চারিধাম' বলেন। বৈষ্ণবগণের চারিধাম বলিতে "শঙ্করমঠ" বুঝায় না। চারিটী বিষ্ণুক্ষেত্রকে বৈষ্ণবগণ 'চারি ধাম' বলেন। বৈষ্ণবপ্রতিকূল শাঙ্করসাম্প্রদায়িক বিচারে ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে (পুরুষোত্তমে) শঙ্করাচার্য্যের ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ, দক্ষিণদিকে (রামেশ্বরে) মহিশূরের অন্তর্গত কাম্বর জিলায় শৃঙ্গেরী মঠ, পশ্চিমদিকে (দ্বারকায়) সারদা মঠ এবং উত্তরদিকে (বদরিকায়) জ্যোতির্ম্মঠ। সারদা মঠে 'কীটবার'-সম্প্রদায় (জীবে দয়াযুক্ত যে সম্প্রদায়। যাবতীয় জীব-জন্তু বিশেষতঃ কীটাদি প্রাণী পদ-দলিত করিতে নিষেধ করেন, সেই অহিংসা-পরায়ণ-সম্প্রদায় 'কীটবার' নামে অভিহিত। 'অবিগত'—গোত্র, 'তত্ত্বমসি'—মহাবাক্য। 'সিদ্ধেশ্বর'—দেব, 'ভদ্রকালী'—শক্তি, 'বিশ্বরূপ'—আচার্য্য, 'তীর্থাশ্রম'—সন্ন্যাসী, 'স্বরূপ'—ব্রহ্মচারী, 'গোমতী'—তীর্থ, 'সার'—বেদ।

গৌতমী-গঙ্গার প্রান্ত হইতে সারদাপীঠ কিছু উচ্চপ্রদেশে অবস্থিত হইলেও সে স্থান হইতে দ্বারকেশের মন্দির আরও অনেক উচ্চে অবস্থিত। সারদাপীঠ বর্ত্তমানকালে শাঙ্কর-পরিচয়ের কোন বিশেষ চিহ্নই প্রদর্শন করিতেছে বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু দেখিতে পাইলাম, বরদরাজের অনেক মন্ত্রীর ইচ্ছাক্রমে সারদাপীঠের শ্রীশঙ্কর-মহাগণের বহু মূর্ত্তি শ্রেণীবদ্ধভাবে তথায় স্থাপিত হইয়াছে। সেই কালে সারদাপীঠের কোন সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল না; কিন্তু তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে ধর্ম্মকগণের সকল স্থান দর্শন করিবার পক্ষে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। তথায় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অধস্তন মহান্ত-গণের মূর্ত্তিগুলি আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের মন্থর-প্রভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। তথা হইতে আমরা বহু সোপান অতি-ক্রম করিয়া দ্বারকেশের মন্দিরের ভূমিকায় উঠিতে সমর্থ হইলাম। মন্দিরের দ্বারে কয়েকটী ক্ষুদ্রচিত্তা বিপণি শোভা পাইতেছে। কিংবদন্তী এই যে, এই মন্দিরটী বিশ্বকর্ম্মা-কর্ত্তৃক একরাত্রি মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটী সুন্দর-ময় ও সুপ্রাচীন। শ্রীমন্দিরে শ্রীরণছোড়লালজী চতুর্ভুজ বিষ্ণুবিগ্রহ বিরাজিত। ইনি দ্বারকার অধীশ্বর বলিয়া 'দ্বারকেশ' নামেও কথিত হন। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত প্রায় ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী-পর্য্যায়ে শ্রীরাজ-গোপাল বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয়ের কথা আমরা প্রাচীন ঐতিহ্য মধ্যে লক্ষ্য করি। এই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীই দ্বারকাতে শ্রীরণছোড়লাল শ্রীবিগ্রহ স্থাপন এবং সপ্ত-মোক্ষ-দায়িকা পুরীতে বিষ্ণুবিগ্রহ-সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিল্পন মিশ্র বা বিল্বমঙ্গল এই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীরই প্রশিষ্য বলিয়া শ্রুত হন। কথিত হয় যে, কয়েক শতাব্দি পূর্ব্বে শ্রীরণছোড়লালজী শ্রীবিগ্রহ ডাকরাটের অন্তর্গত ঢাকুর নামক স্থানে গোপনে পুরোহিতগণকর্ত্তৃক আনীত হন; তদবধি সেই শ্রীবিগ্রহ ঢাকুরেই রহিয়াছেন। তৎপরে দ্বারকায় যে দ্বিতীয়বার শ্রীরণছোড়জী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহাও পুনরায় ঐরূপভাবে অপসারিত হইয়া বটশীপে প্রতিষ্ঠিত হন, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তৎপর দ্বারকার মন্দিরে তৃতীয় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

গোমতী-দ্বারকা ও দ্বারকেশ-মন্দির

আমরা শ্রীমন্দিরের বিবিধ প্রাচীন শিল্প ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য-স্থান-সমূহ দর্শন করিতে থাকা-কালে শ্রীমন্দিরে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের জনৈক বৃদ্ধপ্রায় অর্চ্চক বৈষ্ণবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ এবং অনেকক্ষণ আলাপাদি হইল। তাঁহার সৌজন্যে আমরা তৃপ্তিলাভ করিলাম। তাঁহার মুখেই শুনিলাম যে, অধুনাতন কেবলাদ্বৈতী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীদ্বারকানাথের মন্দিরের কোন সম্বন্ধই নাই। তবে মন্দিরের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পীঠ ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীমন্দিরের সেবা-বিষয়ে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়েরই সম্প্রতি আধিপত্য আছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এই কেবলাদ্বৈতী মায়াবাদিগণের সহিত তাঁহাদের নানা প্রকারে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্রগণের প্রকটকালে তাঁহারা শঙ্খোদ্ধার নামক স্থানে বেট-দ্বারকায় শ্রীদ্বারকানাথের প্রাচীন মন্দিরস্থ সকল শ্রীমূর্ত্তিরই প্রাকট্য সাধন করিয়া সেবা করিতেছেন। শঙ্খোদ্ধার বা বেট দ্বারকার সেবা গোমতী-তটস্থ দ্বারকার সেবা হইতে অধিকতর উজ্জ্বল। সম্প্রতি বেট-দ্বারকা বরদা-রাজ্যের অন্তর্গত আছে। গোমতী-দ্বারকাও ঐ রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

গোমতী-জলধারায় সলিলের অভ্যন্তরে বহু গোমতী-চক্র বিরাজমান। পণ্ডিতবর শ্রীমদ্ অনন্তদাস বিট্‌ঠলাচার্য্য মহোদয় শ্রীগোমতী-সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-লিখিত এবং শ্রীমদ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বিচারের মতে কতিপয় গোমতী-চক্রশিলা সংগ্রহ করিলেন। তিনি আমাদিগকে তন্মধ্য হইতে বহু সংখ্যক গোমতী-চক্রশিলা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা সেই সকল গোমতী-চক্র গণ্ডকী-চক্রের সহিত বিভিন্ন মঠে পূজিত হইবার জন্য আমাদের সঙ্গে আনয়ন করিলাম। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্বারকা-সম্বন্ধে শ্রীশালগ্রাম-পূজন-প্রকরণে যে সকল বিবরণ গ্রথিত আছে, তাহা মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়। উড়ুপীতে এই গোমতী-চক্র অর্চ্চনের বিশেষ আদর পরিলক্ষিত হয়। এই গোমতী-চক্র অধিকাংশই শুক্লবর্ণ; শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই শুক্লবর্ণ-দ্বারকাচক্র-পূজনের এইরূপ ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায় (হঃ ভঃ বি ৫।২২৮)—

"পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যসুখমত্যন্তমুত্তমম্।
যদ্যতি শুক্লবর্ণশ্চ তস্মাদেনং সমর্চ্চয়েৎ॥"

—কপিলাকল্পে লিখিত আছে যে, শুক্লবর্ণ শাল-

গ্রামচক্র পুত্র-পৌত্র ধন-ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য উত্তম সুখদায়ক; সুতরাং তাদৃশ চক্রের সম্যক্ অর্চ্চনা করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৫ম বিলাসে শ্রীদ্বারকাচক্রের বহু মাহাত্ম্য ও লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে—

"শঙ্খার্চ্চা বৈষ্ণবৈর্যদ্বাচ্ছালগ্রামশিলাসুবৎ।
সা চার্চ্চা দ্বারকাচক্রাঙ্কিতেনাপ্যেব সর্ব্বদা॥"

অথ শালগ্রামশিলা-শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্ক-শিলা-সংযোগ-মাহাত্ম্যম্। ব্রাহ্মে তৈব।—

শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে।—

চক্রাঙ্কিতা শিলা যত্র শালগ্রামশিলাগ্রতঃ।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধতে তত্র সম্পদঃ॥

তত্রৈবান্যত্র।—

প্রত্যহং যে দশ শিলাঃ শালগ্রামস্য যোঽর্চ্চয়েৎ।
দ্বারবত্যাঃ শিলাযুক্তাঃ স বৈকুণ্ঠে মহীয়তে॥

অথ দ্বারকাচক্রাঙ্কলক্ষণানি।

শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতায়াম্।—

একঃ সুদর্শনো যাত্যাং লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
ত্রিভিস্ত্রিবিক্রমো নাম চতুর্ভিশ্চ জনার্দ্দনঃ॥
পঞ্চভির্বাসুদেবস্তু ষড়ভিঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে।
সপ্তভির্বলদেবস্তু অষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ॥
নবভিশ্চ নবব্যূহো দশভির্দশমূর্ত্তিকঃ।
একাদশৈশ্চানিরুদ্ধো দ্বাদশৈর্দ্বাদশাত্মকঃ।
অঙ্কেষু যত্নচক্রেষু অনন্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

অথ দ্বাদশচক্রাঙ্কমাহাত্ম্যম্।

বারাহে।—

যে কেচিচ্ছৈব পাষাণা বিষ্ণুচক্রেণ মুদ্রিতাঃ।
তেষাং স্পর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥

গারুড়ে।—

সুদর্শনাঙ্কিতা শিলাঃ পূজিতাঃ সর্ব্বকামদাঃ॥

দ্বারকা-মাহাত্ম্যে চ দ্বারকাগতানাং শ্রীব্রহ্মাদীনামুক্তৌ।—

এতস্মৈ চক্রতীর্থায় যজ্জিতা চক্রচিহ্নিতা।
মুক্তিদা পাপিনাং লোকে ম্লেচ্ছদেশেঽপি পূজিতা॥

অথ চক্রভেদেন ফলভেদঃ; কপিলপঞ্চরাত্রে।—

একচক্রস্তু পাষাণো দ্বারবত্যাঃ সুশোভনঃ।
সুদর্শনাভিধো যোঽসৌ মোক্ষৈকফলদায়কঃ॥
লক্ষ্মীনারায়ণো যাত্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ।
ত্রিভিশ্চাচ্যুতরূপোঽসৌ ফলত্রয়ং প্রযচ্ছতি॥
চতুর্ভির্বিষ্ণুচক্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ।
পঞ্চভির্বাসুদেবস্তু ভক্তমুক্ত্যাদিদায়কঃ॥
ষড়্ভিঃ প্রদ্যুম্ন এবাসৌ লক্ষ্মীং কান্তিং দদাতি সঃ।
সপ্তভির্বলভদ্রোঽসৌ গোত্রকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ॥
দদাতি বাঞ্ছিতং সর্ব্বমষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ।
নবচক্রো নৃসিংহস্তু ফলং যচ্ছত্যনুত্তমং॥
প্রাজাপত্যো দশভিস্তু দশাবতারকঃ স্মৃতঃ।
একাদশভিরৈশ্বর্য্যমনিরুদ্ধঃ প্রযচ্ছতি॥
নির্ব্বাণং দ্বাদশাত্মাসৌ সৌখ্যদশ্চ সুপূজিতঃ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রাণতুল্যজ্ঞানে বৈষ্ণবগণের পক্ষে শ্রীশালগ্রামশিলা ধারণ করা কর্ত্তব্য। অর্চ্চক অর্চ্চনের সময় দ্বারকার চক্রাঙ্কিত শিলার সহিত একত্রই তাঁহার নিত্যপূজা করিবেন। শ্রীশালগ্রামশিলা ও দ্বারকার চক্রাঙ্কিত শিলার সংযোগ-মাহাত্ম্য ব্রহ্মপুরাণের বাক্য হইতে বর্ণন করিতেছেন। শালগ্রামোদ্ভব ভগবান ও দ্বারাবতীভব ভগবান্ উভয়ে যে স্থলে মিলিত আছেন, মুক্তি তথায় নিঃসংশয়িতরূপে বিদ্যমান। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে যে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে স্থানে শালগ্রাম-শিলার পুরোভাগে দ্বারকা-চক্রাঙ্কিত-শিলা বিরাজ করেন, তথায় সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের অন্যস্থানেও লিখিত আছে যে, প্রত্যহ দ্বারকোদ্ভব-শিলার সহিত যে অর্চ্চনকারী দ্বাদশটী শালগ্রাম-শিলার অর্চ্চন করেন, সেই পূজক বৈকুণ্ঠধামে বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। অনন্তর দ্বারকা-চক্রের লক্ষণ-সমূহ বলিতেছেন—প্রহ্লাদসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, দ্বারকোদ্ভব যে শিলা একটী চক্রচিহ্ন-সংযুক্ত, তাঁহা 'সুদর্শন', ত্রিচক্র-চিহ্নিত 'লক্ষ্মী-নারায়ণ', ত্রিচক্র-চিহ্নিত 'ত্রিবিক্রম', চতুশ্চক্র-চিহ্নিত 'জনার্দ্দন', পঞ্চচক্র-চিহ্নিত 'বাসুদেব', ষট্চক্র-চিহ্নিত 'প্রদ্যুম্ন', সপ্তচক্র-চিহ্নিত 'বলদেব', অষ্টচক্র-চিহ্নিত 'পুরুষোত্তম', নবচক্র-চিহ্নিত 'নবব্যূহ', দশচক্র-চিহ্নিত 'দশমূর্ত্তি', একাদশচক্র-চিহ্নিত 'অনিরুদ্ধ' এবং দ্বাদশচক্র-চিহ্নিত

'দ্বাদশাত্মক' এবং তদপেক্ষাও যাঁহার চক্রসংখ্যা অধিক, তাঁহা 'শ্রীঅনন্ত' নামে খ্যাত হন। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, এই দ্বারকোদ্ভব চক্র-চিহ্নিত শিলা স্পর্শমাত্রেই জীব নিখিল পাতক হইতে মুক্ত হয়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, দ্বারকোদ্ভব সুদর্শনাদি-শিলা অর্চিতা হইয়া নিখিল অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। দ্বারকা-মাহাত্ম্যে দ্বারকাগত ব্রহ্মাদি দেবতার উক্তিতেও জানা যায়, চক্র-চিহ্নিত শিলাই 'চক্রতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ। ম্লেচ্ছদেশেও পূজিত হইলে ঐ শিলা পাপিগণের সম্বন্ধে মুক্তিদায়িনী হইয়া থাকেন। অনন্তর শিলা-সমূহ মধ্যে চক্রভেদে ফলভেদ বর্ণন করিতেছেন,—কপিল-পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে, দ্বারাবতীতে যে সুশোভন-শিলার একটী চক্র-চিহ্ন অঙ্কিত আছে, তাঁহা 'সুদর্শন' নামে উক্ত হন; ঐ সুদর্শন একমাত্র মোক্ষ-ফলদায়ক। দুই চক্র থাকিলে তাঁহা 'লক্ষ্মী-নারায়ণ' নামে অভিহিত হন; তাঁহা ভোগ-মোক্ষপ্রদ। তিন চক্র থাকিলে তাঁহা 'অচ্যুত-মূর্ত্তি'; ইনি ঐশ্বর্য প্রদান করেন। চারি চক্র-চিহ্নিত দ্বারকোদ্ভব-শিলা চতুর্ব্যূহ-প্রদ 'চতুর্ভুজ'; পঞ্চ-চক্র-চিহ্নিত শিলা জন্মমৃত্যু-ভীতিহারক 'বাসুদেব', ষট্-চক্র-চিহ্নিত—লক্ষ্মীপ্রদ ও সৌন্দর্য্যদায়ক 'প্রদ্যুম্ন'; সপ্ত-চক্র-চিহ্নিত—গোত্র ও যশোবর্দ্ধক 'বলভদ্র'; অষ্টচক্র চিহ্নিত—সর্ব্ব-অভীষ্টপ্রদ 'পুরুষোত্তম', নবচক্র-চিহ্নিত—অত্যুত্তম ফলদাতা 'নৃসিংহ', দশচক্র-চিহ্নিত—রাজ্যপ্রদাতা 'দশাবতার'; একাদশচক্র-চিহ্নিত—ঐশ্বর্য্যপ্রদ 'অনিরুদ্ধ' এবং দ্বাদশচক্র-চিহ্নিত দ্বারকোদ্ভব-চক্র সম্যক্ পূজিত হইলে মুক্তি ও সুখপ্রদান করিয়া থাকেন।

আমরা মন্দিরের সংলগ্ন সমুদ্রোপকূলের অত্যুচ্চ বর্ত্ম অবলম্বন করিয়াই ক্রমশঃ দ্বারকানগরীর বিপণি-মণ্ডিত রাজ-পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় সমৃদ্ধ পণ্য-বীথিকা ও বহু লোকের সমাগম লক্ষিত হইল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই আমরা পুনরায় ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম।

তৎপর দিবস প্রাতে শ্রীমান্ পরমানন্দ শ্রীমথুরা যাত্রা করিলেন। আমরাও কিছুক্ষণ পরে শঙ্খোদ্ধার দর্শনের অভিলাষী হইয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শঙ্খোদ্ধার যাইতে হইলে দ্বারকা হইতে বাষ্পীয় যানে আরোহণপূর্ব্বক ওকোপোর্ট ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। আমরা দ্বারকা হইতে বাষ্পীয় যানের যে প্রকোষ্ঠে আরোহণ করিলাম, সেই প্রকোষ্ঠে বরদা-রাজ্যের একজন ডাক্তার আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। অপর পার্শ্বের গাড়ীতে বরদা-রাজ্যের একজন বিচারক এবং আরও কতিপয় কর্ম্মচারী বেট-দ্বারকা-দর্শনে যাইতেছিলেন। রেলগাড়ীতে ডাক্তার মহাশয়ের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ের অনেক আলাপ হইল এবং সেই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রচারিত বিমল-ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যের কথাও তাঁহার নিকট বলা হইল। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত আমার নিকট হইতে অনেক কথা শুনিলেন। ওকোপোর্ট ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র যাত্রীসমূহ অনেকেই তথায় অবতরণ করিলেন। ষ্টেশন হইতে সমুদ্রতট অর্দ্ধ মাইলেরও অধিক। শুনিলাম, সকল যাত্রীকেই ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পদব্রজে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত যাইতে হয়; কিন্তু গাড়ী যাইবার লৌহবর্ত্ম সমুদ্র-তট পর্য্যন্ত সংস্থাপিত আছে। বরদা-রাজ্যের কতিপয় রাজকর্ম্মচারী সেই গাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন। আমরা বাধ্য হইয়া সমুদ্রোপকণ্ঠ পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিলাম। রবিতপ্ত বালুকোপরি পদব্রজে ভ্রমণ বিশেষ সুখের হয় নাই। আমরা যখন শঙ্খোদ্ধার যাইবার জন্য সমুদ্রকূল হইতে তরণীতে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলাম, সেই সময় আমাদের বাষ্পীয় যান ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন আমরা ষ্টেশন-ষ্টাফ্‌কে বলিলাম যে, তাঁহারা যখন সমুদ্রতট পর্য্যন্ত গাড়ীখানা আনয়ন করিলেন, তখন ঐ কথা আমাদিগকে পূর্ব্বে জানান হইলেই তো ভাল হইত? তদুত্তরে তাঁহাদের সন্তোষজনক উত্তরের প্রতিপক্ষে আমরা তাঁহাদের সৌজন্যের ত্রুটী লক্ষ্য করিলাম।

সমুদ্রের নৌকাগুলি বেশ বড় এবং তাহাতে বহু আরোহীর সঙ্কুলান হয়। নৌকাবাহিগণ অতিরিক্ত যাত্রী উঠাইতেছে দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতে থাকিল। নৌকাবাহিগণের সহিত কথোপকথনে জানা গেল যে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গদেশের কলিকাতা-নগরীতে সময় সময় আগমন করিয়াছে। এক ঘণ্টার কিছু কম সময়ের মধ্যেই আমরা শঙ্খোদ্ধারের উপকূলে অবতরণ করিলাম। তখন সমুদ্রে বেশ জোয়ার ছিল; সুতরাং উচ্চ বেদী অবলম্বনে আমরা সহরে নামিতে পারিয়াছিলাম। শঙ্খোদ্ধারে অবতরণ করিয়া আমাদের বাসোপযোগী

স্থানের অনুসন্ধানে খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। পরিশেষে এক নাগর ব্রাহ্মণের পান্থ-শালায় আমরা স্থান পাইলাম। ইনি বেশ ভাল লোক, ভাবুক ও গোবিন্দ-ভক্ত। তিনি আমাদিগকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন এবং আমাদিগকে "গোপীতলাও" দর্শনে গমনোদ্যুক্ত দেখিয়া দণ্ডের দ্রব্যাদি একটী গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলিলেন। তদনন্তর আমাদিগকে একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তরণীতে 'গোপী-তলাও' যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পূর্ব্বের তরণী-বাহকগণই আমাদিগকে লইয়া চলিল। এক ঘণ্টার কিছু উপর সময়ের মধ্যেই আমরা নৌকারোগে 'গোপীতলাও'এর নিকটবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলে অবতরণ করিলাম। সেখানেও দারু-নির্ম্মিত সেতুর সাহায্যে তীরে অবতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। নৌকা-বাহকগণ আমাদিগকে অতি শীঘ্র গোপীতলাও দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিবার জন্য বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল। তাহার কারণ এই যে, ভাটা আরম্ভ হইলে ফিরিবার কালে এক মাইল দেড় মাইল জলপরিমিত লবণ-জলধি পদব্রজে অতিক্রম করিয়া নৌকায় উঠিতে হইবে। সুতরাং আমরাও তাহাদের বাক্যে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া 'গোপীতলাও' অভিমুখে ত্বরিতবেগে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলাম। তীরে উঠিয়াই দেখি যে একটী আবরণ-হীন গো-শকট তথায় অবস্থিত রহিয়াছে। শুনিলাম, সেই শকট অতি দ্রুতগামী, এমন কি অশ্ব-শকট অপেক্ষাও বেগ-বিশিষ্ট। অনাবৃত অবস্থায় মার্ত্তণ্ড-তাপে তপ্ত হইয়া অতি দ্রুতগতিতে ৪ মাইল পথ গমন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন নিশ্চয় অসুবিধা হইবে জানিয়া শকটের সাহায্য গ্রহণ করিলাম; কিন্তু ফিরে বিপরীত ফল হইল। শকটের গতি অত্যন্ত বেগময় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই বেগ একপ্রকার দুষ্কর্ম্মচই হইল। তথাপি তথায় শীঘ্র গমনোদ্যুক্ত হইয়া সেই শকট অবলম্বন করিয়াই তথায় পৌঁছিলাম। আমার সহিত যাঁহারা ঐ শকটে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শকট-বেগজনিত তাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহা হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে গমনই স্বীকার করিয়াছিলেন। পদব্রজে আগমনকারী যাত্রী-সমূহ পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন।

'গোপীতলাও'এর সন্নিহিত প্রদেশে উপস্থিত হইবামাত্র বরদারাজের ইজারদার আমাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ।৵০ এক আনা করিয়া শুল্ক আদায় করিবার বিধান দিল। আমরা শুনিয়াছি যে, গোপী-সরোবরে যাঁহারা স্নান করেন, তাঁহাদের জন্যই এই কর সাধারণের; কেবল দর্শকগণের কিছুই দিতে হয় না। সেই স্থানে শ্রী-সম্প্রদায়ের একটী দেবালয় এবং পুষ্করিণীর অপর পারে শ্রীরামানুজাচার্য্য সম্প্রদায়ের একটী প্রস্তর নির্ম্মিত দালান আছে; তাহাতে সেই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বাস করেন। গোপী-পুষ্করিণীতে কিছু জল আছে, একটী বাঁধা ঘাটও দেখা গেল। কিংবদন্তী এই যে, গোপী-সকল কৃষ্ণান্বেষণে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, শঙ্খাসুর-বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খোদ্ধারে অভিযান করিয়াছেন এবং তথায় রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণ-সেবা লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া এই সরোবরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ কিংবদন্তীর আকর কোন্ পুরাণে আছে এবং পুরাণোক্ত সেইরূপ কিংবদন্তী পরবর্ত্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার আমাদের প্রবৃত্তি হইল না। তবে গোপীগণের পদাঙ্ক-পূত মৃত্তিকায় আজও চক্র-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সেই গোপী-মৃত্তিকা সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের দ্বাদশ অঙ্গে হরিমন্দির অঙ্কনের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়। শ্রীমদ্ভাচার্য্য-চরিতেও এই গোপীচন্দনের বিবরণমূলে উদ্ভূপীস্থ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির কথা আমরা পাঠ করি। আমরা কিয়ৎকাল শ্রী-সম্প্রদায়ের দেবালয়ে অবস্থান করিতেছিলাম, সেইকালে তথাকার অন্যতম মহাশয় খনিত্রের সাহায্যে গোপী-সরোবরের নিকটস্থ ক্ষেত্র হইতে কিছু মৃত্তিকা উঠাইয়া আমাদের নিকট স্থাপন পূর্ব্বক চক্রাঙ্কিত মৃত্তিকার যাথার্থ্য প্রমাণিত করিলেন।

আমরা কয়েকজন পদব্রজে ৪ মাইল পথ আসিয়া সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, সমুদ্র-বারি প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। নৌকায় আরোহণ করিতে হইলে আমাদিগকে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। আমরা 'গোপীতলাও'এ অধিক সময় অপেক্ষা করি নাই, কেবলমাত্র গোপী-সরোবরের পরম-পাবন-সলিল মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম। শ্রীপাদ বিট্‌ঠলাচার্য্য তথায় অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়াছিলেন। তরণীবাহক আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহার স্কন্ধে বহন করিয়া জলের

মধ্য দিয়া নৌকা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল, তাহাতে আমার হৃদয়ে বিশেষ অনুতাপ হইয়াছিল। তাঁহারা গ্রামবাসী, কোথায় আমরা তাঁহাদের সেবা করিব; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমাকে তাঁহাদিগের ঐরূপ সেবা গ্রহণ করিতে হইল ভাবিয়া আমার ক্লেশের কারণ হইয়াছিল। পরে তাঁহাদের স্নেহপূর্ণবাক্যে আমার তাদৃশ অপরাধের মাত্রা অনেকটা কম হইয়া পড়িল। আমাদের সহযাত্রিগণ কোথাও জানুপরিমিত জল, কোথাও বা কটিদেশ পর্য্যন্ত জলের মধ্য দিয়া নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নৌকা শঙ্খোদ্ধারের দিকে চলিতে লাগিল। নৌকার অভ্যন্তরে একজন শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমুচ্চৈঃস্বরে কুতীর্থ নিরূপণ করিয়া বহুদিন হইতে ভগবান্ বাস করিতেছেন। সন্নিহিত প্রদেশস্থ একটী কূপের সংস্কারের জন্য তিনি কিছু ভিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে আমরা শঙ্খোদ্ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথে গ্রামোৎপন্ন অমৃতভাণ্ডা বা পেঁপে ভগবৎ-প্রসাদ-বিচারে গৃহীত হইল।

শঙ্খোদ্ধারে অবতরণ করিয়া আমরা নাগর-ব্রাহ্মণ মহাশয়ের আশ্রয়ে তাঁহার সহিত কথোপকথনে কিছুক্ষণ পরমসুখে যাপিত করিলাম। তাঁহাকে সকলেই 'গোবিন্দ দাদ' বলিয়া জানেন, আর তিনিও সর্ব্বক্ষণ 'গোবিন্দ' এই শব্দটী উচ্চারণ করেন। আমাদিগের সম্বন্ধে তিনি একটী বাংলা গান গাহিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ-প্রভাব দেখিয়াও আমরা বিস্মিত হইলাম। তিনি প্রায় ১০ মিনিটকাল বায়ু স্তম্ভনপূর্ব্বক একদৃষ্টিতে দণ্ডায়মান ছিলেন, পরে অবিরাম 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া আমাদিগের কর্ণানন্দ বিধান করিতেছিলেন।

পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে দেব-দর্শনের জন্য ব্যস্ত করিতে লাগিল, এখানে ভগবদ্দর্শন করিতে হইলে শঙ্খ-চক্রের ছাপ লইতে হয় এবং প্রত্যেকের ১।০ পাঁচ সিকা করিয়া শুল্ক প্রদান করিতে হয়। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী কেহই শুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ নহেন। তবে আমরা দেখিলাম, আমাদের সম্মুখেই সম্পূর্ণ নগ্ন একজনকে কাহারও বাধা বিনামূল্যে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি

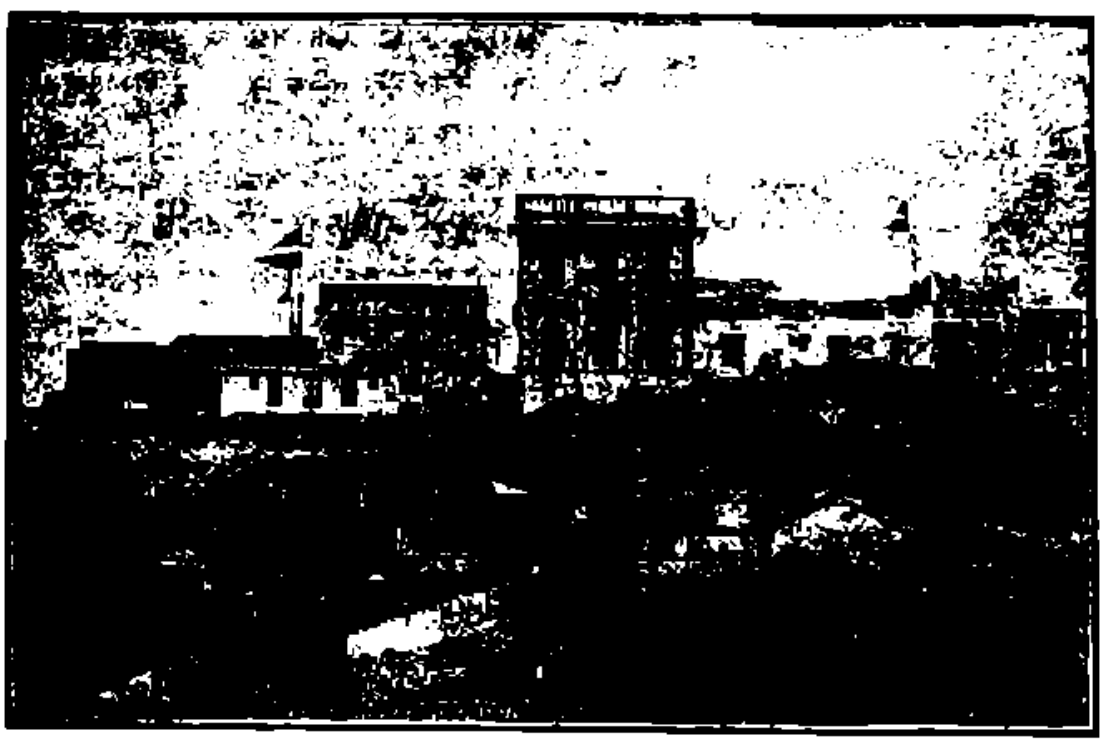

বেট-দ্বারকা ও তথাকার দ্বারকেশ-মন্দির

দিল। আমরা সকলেই নির্দ্দিষ্ট শুল্ক প্রদান করিয়া শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, গোমতী-দ্বারকার যে সকল মূর্ত্তি বিরাজমান, সেই সকল মূর্ত্তি এখানে প্রচুর ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া অসংখ্য যাত্রিগণের

যাত্রা করিয়াই হইতেছেন। সেই সময় আমাদের দল ছিল, অধিকাংশই বহু অর্থের সমাবেশ ও উচ্চপদে কর্ম্মো-

শ্রীশ্রীজগন্নাথ বা শ্রীকৃষ্ণলালজী

কখনে মনে হইল সেখানে যেন একটী হাট বসিয়া গিয়াছে। পরিদর্শকগণের অধিকাংশই স্ত্রীবস্ত্র-সম্প্রদায়ের আশ্রিত, তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। এই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। গোবিন্দদাসের সহিত কথোপকথনে আমার অধিক রাত্রি হইয়া গেল। গোবিন্দকে মহাপ্রভুর কথা বলিলাম। গোবিন্দ নিবিষ্টচিত্তে সব শ্রবণ করিলেন। গোবিন্দ বিশেষ যত্নের সহিত আমাকে তাঁহার দ্বিতল গৃহে স্থান দান করিলেন এবং সর্ব্বদা আমার সংবাদ লইতে লাগিলেন।

তৎপরদিবস প্রভাতেই আমরা ওকোপোর্টে জাহাজ ধরিবার জন্য গমনোৎসুক হইয়াছিলাম; বলা বাহুল্য প্রাতেও সমুদ্রে ভাটা থাকায় নৌকায় উঠিতে গিয়া আমাদিগকে অনেকটা পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল। ঐ সকল প্রদেশে স্বতন্ত্র বহির্দ্দেশ-গমনের স্থান না থাকায় যাত্রিগণ চলিবার পথটীকেও দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। আমরা নৌকায় উঠিয়া জাহাজ ধরিবার জন্য ওকোপোর্টের দিকে যাইতে লাগিলাম। পথিমধ্যে একখানি Steamer [launchএর সহিত আমাদের নৌকা সংযুক্ত করায় আমরা যথাকালে ওকোপোর্টে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তথায় Steamer-agent মহাশয় যাত্রিগণের নিকট হইতে বিভিন্ন স্থানের ভাড়া আদায় করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদের নৌকা পুনরায় Steamer-launchএ সংযুক্ত হইল; তাহা আমাদিগকে সমুদ্রগামী অর্ণব-পোতের নিকট লইয়া গেল। অপর একখানি launchএ পোর্টের পাইলট্ সাহেব তাঁহার লাস্কোপাসের সহিত আসিয়া সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিলেন। আমাদের নৌকায় বরদারাজ্যের একজন ইজারদার ছিলেন; তিনি দ্বারকার পরবর্ত্তী ষ্টীমার-ষ্টেশনে অবতরণ করিবেন,বলিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিলাম, শঙ্খোদ্ধারের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রাভ্যন্তর হইতে যাবতীয় শঙ্খোদ্ধারকারী ধীবরগণের প্রাপ্ত-বস্তু সমূহের একচেটিয়া অধিকাররূপে বরদারাজসরকার হইতে তিনি ইজারদার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রত্যেক শঙ্খটী—যাহা সমুদ্র-জলধি হইতে উদ্ধৃত হইবে, তাহা শঙ্খোদ্ধারকারী ধীবরগণ সকলেই ইজারদারের নিকট নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য। নির্দ্দিষ্ট মূল্য সময় সময় কিছু কিছু কম-বেশী হয়। যখন নির্দ্দিষ্ট মূল্য অধিক হয়, তখন ধীবরগণকে প্রত্যেকটী শঙ্খে ইজারদারের নিকট ।/০ পাঁচ আনা মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। জনৈক শঙ্খোদ্ধারকারী ধীবরও সেই সময় ইজারদারের সহিত আমাদের নৌকায় অবস্থান করিতেছিল। ধীবরটী কথোপকথনের দ্বারা ইজারদারের প্রতি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিতেছিল। ধীবরের অসন্তোষের কারণ এই যে, ইজারদার তাহাদের নিকট হইতে ।/০ পাঁচ আনা মূল্যে শঙ্খ ক্রয় করিয়া তাহা ব্যবসায়িগণের নিকট ৸৵০, ১৲ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। তদুত্তরে ইজারদার বলিলেন যে, তাহাকে বরদারাজ্যে বহুসংখ্যক মুদ্রা অগ্রিম দাখিল করিতে হইয়াছে। তিনি সর্ব্বোচ্চ ডাকে এই ঠিকাদারী লইয়াছেন, কাযেই তাঁহাকে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হয়।

ওকোপোর্ট হইতে অর্ণব-পোতের সমুদ্রাভ্যন্তরে গমন-পথ প্রায় ৫।৬ মাইল হইবে। আমরা উত্তাল-তরঙ্গ-মালার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া অবশেষে অর্ণব-পোতের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমরা শুনিলাম, সেই পোত অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাড়িয়া দিবে। দ্রব্যাদি সহ বহু যাত্রীর আরোহণ

ও অবতরণে যে সময় লাগিবে, তদনুপাতে অতি অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে জানা গেল। আমরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জাহাজে উঠিয়া পড়িলাম। তরণী বাহকগণও অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত আমাদের দ্রব্যাদি জাহাজে তুলিয়া দিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই অর্ণব-পোত চলিতে আরম্ভ করিল। জাহাজে উঠিয়াই আমরা প্রথম শ্রেণীর কেবিন খালি আছে কিনা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু তৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নৈরাশ্যজনক প্রত্যুত্তর লাভ করিলাম। পরিশেষে একটী কেবিনের মধ্যে উপরে ও নীচে একটী স্থান পাওয়া গেল। ঐ কেবিনে অন্যতম হইতে দুইটী যাত্রী জনৈক ভদ্রলোক ছিলেন। জাহাজের বন্দোবস্ত অনেকটা ভাল হইলেও আমাদের স্থানটি সুবিধাজনক ছিল না; নিকটেই বয়লারের সংস্থান থাকায় অতিরিক্ত উত্তাপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। বেলা ৩।৪ ঘটিকার সময় বাহক হইয়া আমাদের অর্ণব-পোত 'সুধামাপুরীতে' উপস্থিত হইল।

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে প্রভুপাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ সংখ্যার পর)

ডুমুরকোন্দার শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বেই অবস্থিত। স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় মহাশয়ের উদ্যোগে ও সেবা-চেষ্টায় এই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীমঠের সম্মুখে বিবিধ পুষ্প-মালা-বিমণ্ডিত তোরণাদি রচনা করিয়াছিলেন। পতাকারাজি বসন্ত অনিলের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া আচার্য্য-অভ্যর্থনার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। চূত-কিসলয়-সংযুক্ত পূর্ণকুম্ভ সমূহ কদলী বৃক্ষ শ্রেণীর পাদদেশে থাকিয়া ভুবনমঙ্গল বৈষ্ণবাচার্য্যের শুভ-বিজয়বার্ত্তা অব্যক্ত ভাষায় রটনা করিতেছিল। শ্রোতৃবর্গের জন্য বিস্তৃত মণ্ডপ ও আসন রচিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্রামাদির অপেক্ষা না করিয়াই অনর্গল হরিকথামৃত বর্ষণ করিতে থাকিলেন। প্রভুপাদের সেই বক্তৃতায় চুম্বক গৌড়ীয়-পাঠকগণ যথাস্থানে প্রাপ্ত হইবেন। সেই দিবস রাত্রে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রভুপাদের সহিত আগত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রমুখ কতিপয় বক্তা "শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বর্ত্তমানযুগ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীবাধিকানন্দ প্রভৃতি কীর্ত্তন-পারদর্শিগণ গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শাঁকতুড়িয়ায়

দিগেরগড়ের জমিদার প্রবীণ, ধর্ম্মপ্রাণ, সজ্জন, পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের উদ্যোগে পরদিন ১১ই চৈত্র ২৪ শে মার্চ্চ শনিবার প্রাতে শাঁকতুড়িয়ায় সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল কোল কোম্পানীর অফিসের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটী বিরাট সভা আহূত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু ভদ্রলোক সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। প্রায় ৮ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ কয়েকটী মোটরযানে ভক্তগণসহ সেই স্থানে শুভাগমন করেন। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের সম্মুখে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সার্ব্বজনীন বিশুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্মের কথা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর সুমধুর কীর্ত্তনে সভাস্থল মুখরিত হইয়াছিল। রায় সাহেব-প্রমুখ কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই সকল অশ্রুত-পূর্ব্বা সুনিষ্কাম্বা-মৃতবর্ষিণী কথা শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে বিশেষ লাভবান ও কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন এবং তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বশাইডিতে

বশাইডির ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারিগণের কেহ কেহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও হরিকথাশ্রবণ-বাগ্র হইলে প্রভু-পাদ, আচার্য্যাত্মিক প্রভু, শ্রীল বাসুদেব প্রভু, শ্রীভক্তিরঞ্জন গোস্বামী প্রভু, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি ভক্ত-গণের সহিত তথায় শুভপদার্পণ করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বশাইডি হইতে প্রভুপাদ পুনরায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ডুমুরকোন্দায়

ডুমুরকোন্দা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে স্থানীয় জমিদারগণ ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ এবং নিত্যানন্দাবধূত শাখাবংশীয় শ্রীযুক্ত

গৌরচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাদের সংশয় অপনোদন করিবার জন্য আগমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন একটুকু অন্য বিচার ও অন্তরে তর্ক-স্পৃহা লইয়া আগমন করিলেও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রৌতবিচার-প্রণালী ও প্রভাবদর্শনে নির্বাক হইয়া পড়েন এবং প্রভুপাদের সমীপে প্রণত হইয়া স্ব স্ব ভ্রম ধারণা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। প্রভুপাদ ইঁহাদের নিকট বেলা দুই ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৪৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ সকল কথা সময়ান্তরে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

নির্সাচটিতে

নির্সাচটির জমিদার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে নির্সাচটিতে পদার্পণ করিয়া একটী বিরাট সভা মধ্যে হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভুর ইচ্ছায় প্রভুপাদ সেই স্থানে শুভবিজয় করেন। প্রভুপাদকে একটী পুষ্পমাল্য-বিভূষিত মোটরযানে আরোহণ করাইয়া কয়েকটী অনুগামী মোটরযানের সহিত নির্সাচটিবাসী সজ্জনবৃন্দ বিরাট সংকীর্ত্তন ও শোভাযাত্রা করিয়া প্রভুপাদকে নির্সাচটিতে লইয়া আসেন। গ্রামের প্রায় এক মাইল পূর্ব্ব হইতেই নির্সাচটিবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বালক-বৃদ্ধ-যুবা, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত সকলে সমবেত হইয়া পুষ্পরাজি ও পুষ্পমালিকা হস্তে আগমন করিতে থাকেন এবং শোভাযাত্রার সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও পুষ্পবর্ষণ করেন। সমবেতকণ্ঠোত্থিত গুরুগৌরাঙ্গ-জয় ধ্বনি চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া বায়ুযোগে দিগ্‌দিগন্তরে নীত হইতে থাকে। প্রভুপাদ এইরূপ ভাবে অভ্যর্থিত হইয়া জয়ধ্বনির মধ্যে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের ভবন-প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত সভামণ্ডপে অবতরণ করেন। প্রভুপাদ অবতরণ করিলে বিরাট লোকপুঞ্জ অবংপূর্ব্বিকাক্রমে প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে। সেই লোক-গহন ভেদ করিয়া ভক্তগণ প্রতিনমস্কারবিধানশীল লোক-শিক্ষক প্রভুপাদকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যান।

এই নির্সাচটি গ্রামটী গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক-রোডের পার্শ্বেই অবস্থিত ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র এবং জনহিতকর কার্য্যের প্রধান নেতা ও স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ভাইস্‌চেয়ারম্যান ইন্দ্রবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী চন্দ্র এবং জমিদার শ্রীল ইন্দ্র বাবুর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কালীবাবু প্রভৃতি সজ্জনগণের বিশেষ ঐকান্তিকতায় ও উদ্‌যোগে নির্সাচটিতে ইন্দ্রবাবুর বৃহৎ অট্টালিকার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভা আহূত হইয়াছিল। বহু স্থান হইতে বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ধনী, মানী, পণ্ডিত, জ্ঞানী ও সজ্জনগণের আগমন হইয়াছিল। সভাস্থলে সর্ব্ব প্রথমে আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ-প্রভু একটী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে কিছুক্ষণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা-প্রসঙ্গটী পাঠ হয়। তাহাতে বলা হয় যে, মহাপ্রভু লোক-শিক্ষার্থ প্রতাপরুদ্রকে প্রথমে দর্শন দান করেন নাই; বলিয়া ছিলেন যে, নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী-দর্শন বিষ-ভক্ষণ হইতেও অসাধু। শ্রীরামানন্দ, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদি ভক্তগণের অনুরোধ, প্রার্থনা প্রভৃতিও রক্ষা না করিবার লীলা দেখাইয়া মহাপ্রভু লোক-শিক্ষকের নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার কিছুকাল পরে সেই মহাপ্রভুই প্রতাপরুদ্রকে দর্শনাদি দ্বারা বিশেষভাবে কৃপা করেন। তিনি এইরূপ লীলাদ্বারা জানাইলেন যে, বিষয়িগণ যদি তাঁহাদের নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য মহাপ্রভুও মহাপ্রভুর ভক্তগণের দর্শনা-কাঙ্ক্ষা করেন, মহাপ্রভু বা প্রভুভক্তগণ কখনই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণাকাঙ্ক্ষী সেইরূপ বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-তর্পণের অধিগম্য বস্তু হন না। কিন্তু যখন মহাপ্রভু দেখিলেন যে, প্রতাপ-রুদ্র আত্মেন্দ্রিয় তর্পণাকাঙ্ক্ষী নহেন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবার জন্যই তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট, যখন দেখিলেন, তিনি ভগবদ্ভক্তগণকে নিষ্কপটে সেবা করিতেছেন—অভিমানশূন্য হইয়া অকপটে নানাবিধা দৈন্যময়ী বিষ্ণু বৈষ্ণব-সেবায় আত্মাঞ্জলি প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, মহাপ্রভুর সেবার জন্য রাজ্য-ঐশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, তখন মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রকে সেবোন্মুখ জানিয়া দর্শন-দানে কৃতার্থ করিলেন। নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণ নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের গৃহে গমন করেন না—আর তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য

কোন স্বার্থও নাই। দীনচেতা গৃহিগণের গৃহে মহতের বিচরণ কেবল অহৈতুক জীবমঙ্গলের জন্যই। কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবারত নিষ্কিঞ্চনগণের কোন অভাব নাই, তাঁহারা নিত্য স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত ও মহামহাবদান্য—তাঁহারা জীবকুলকে পূর্ণবস্তু কৃষ্ণধনে ধনী করিতে পারেন—জীবের অনর্থ বিদূরিত করিয়া পরমার্থ দান করিতে পারেন। যখন অদ্বৈত প্রভুর শিষ্যাভিমানী দ্বিজ কমলাকান্ত অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে মুখে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করিয়া কার্য্যতঃ ঈশ্বরে দারিদ্র্যবুদ্ধি কল্পনা করিয়াছিলেন এবং সেই কল্পনাবশে অদ্বৈতাচার্য্যের ঋণ পরিশোধার্থ অর্থের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া রাজা প্রতাপ-রুদ্রের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেই পত্রটী দেখিয়া দ্বিজ কমলাকান্তের বিচারপ্রণালীকে 'বাউলের বিচার প্রণালী' বলিয়া জানাইয়াছিলেন। বিবর্ত্তবাদী বাউলগণই নারায়ণে দরিদ্রবুদ্ধি করেন—ঈশ্বরের অভাব (!) কল্পনা করেন। মহাপ্রভু এইরূপ বিবর্ত্তবাদীর বিচারপ্রণালী সর্ব্বথা নিরাস করিয়াছেন। অতএব নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ-গণের যে গৃহস্থের গৃহে আগমন হয়, সেই গৃহস্থ মহাসুকৃতি-শালী। কারণ আমরা জানি, বহু রাজা মহারাজা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা আবেদন প্রভৃতি করিয়াও এমন কি তাঁহাদের হস্তী প্রভৃতি প্রেরণ করিয়াও প্রভুপাদকে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার গৃহে লইয়া যাইতে পারেন নাই। একদা বৈষ্ণব নামে প্রচারিত কোন ধনবানের আহ্বানে তাঁহার প্রাসাদে গমন করিয়া প্রভুপাদ তিন দিবস সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ বলেন, যদি প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়ীর কোন যথার্থ মঙ্গলই না হয়া গেল, তাহা হইলে বিষয়ীর কুবিষয় স্বীকার করিয়া তাঁহার কৃষ্ণ-সেবারহিতরূপ কালক্ষেপণে লাভ কি? যাহারা প্রাকৃত কাম-লোভাদি রিপুর বশবর্ত্তী, তাঁহারাই দুষ্ট প্রবৃত্তিবশে বিষয়ীর কুবিষয় স্বীকার করেন—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥"

বিষয়ীর বিষয়কে যদি সর্ব্ব বিষয়ের মালিক পরম-বিষয়-শ্রীপতির সেবায় নিযুক্ত করিয়া বিষয়ীর বুদ্ধিকে সংশোধিত ও বিষয়ীকে সেবোন্মুখ করা যায়, তাহা হইলেই ভগবদ্ভক্তগণ তাহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করেন। ইহা আমরা লোক-শিক্ষক প্রভুপাদের আদর্শ জীবন চরিত্রে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি।

শ্রীল প্রভুপাদ বিরাট সভা-মধ্যে আসন গ্রহণ করিলে স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে ভাগলপুর টি, এন্ জুবিলি কলেজের লব্ধ প্রতিষ্ঠ, বিচক্ষণ, সুপ্রবীণ, অবসরপ্রাপ্ত, ডাইরেক্টর প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মিত্র এম, এ, মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজী-ভাষায় একটী অভিনন্দন প্রদান করেন, সেই অভিনন্দনের মর্ম্মানুবাদ এই—

"পরম শ্রদ্ধেয়, পণ্ডিতকুলধুরন্ধর, গৌরভক্তাগ্রণী, আচার্য্যবর শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, আপনার এখানে শুভবিজয়ে আজ পরম কৃতার্থ হইয়াছি। আজ আমরা আপনাকে পরম শ্রদ্ধাসহকারে অভ্যর্থনা করিতেছি—ইহা লৌকিকতা নহে—আমরা একান্ত কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই আপনাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। কারণ আপনি আমাদের ন্যায় জীবন্মৃত ব্যক্তিগণকে আজ শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষা-সঞ্জীবনী বিতরণ করিতে আসিয়াছেন। আপনি বর্ত্তমান যুগে যে একটী বিপুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন। আপনার এই আন্দোলন-প্রভাবে আজ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকৃত সার্ব্বজনীন বিমল ভক্তিধর্ম্ম সভ্যসমাজমুখগণের নিকটে প্রকাশিত হইতেছে এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে প্রচলিত যাবতীয় কলঙ্ক, ব্যভিচার, কুসিদ্ধান্ত, ব্যবসায়, কপটতা-রূপ অবর্জ্জনাসমূহ ধর্ম্মজগত হইতে অপসারিত হইতেছে। গৌরাঙ্গদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই যে সার্ব্বজনীন সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম —ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় প্রভৃতি দার্শনিক কিম্বা বৌদ্ধ-জৈনাদির ধর্ম্মমতে প্রকৃত প্রস্তাবে আস্তিকতা অন্তর্হিত। অন্যান্য ধর্ম্মেও আস্তিকতার নামে নাস্তিকতারই প্রচণ্ড নৃত্য দৃষ্ট হয়। ভগবানে অহৈতুক প্রেমই যে জীবের নিত্যধর্ম্ম, এ কথা শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবই সার্ব্বজনীনভাবে জগতে প্রচার করিয়াছেন। যে সকল কলঙ্ক-কালিমা-ঘনঘটা লোক-লোচন আচ্ছাদিত করিয়া সার্ব্বজনীন পরমার্থ-সূর্য্যের যথার্থ স্বরূপ দেখিতে বাধা দিতেছিল, বর্ত্তমানে আপনি সেই বিমল-ধর্ম্মকে জগতের সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছেন। আমরা যদিও অতীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষার উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিতে পারে নাই, তথাপি আপনার নিকট

প্রার্থনা জানাইতেছি, আমাদের চিত্ত-দর্পণকে আপনি আপনার অভিলষিত উপদেশাভিধারা মার্জ্জিত করুন।"

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মিশ্র এম, এ, মহোদয় শ্রীলপ্রভুপাদকে আরও অভিনন্দন সূচক বাক্যাবলীর দ্বারা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে কেহ কেহ প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিবার জন্য এতদূর উৎগ্রীব ও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, মিশ্র মহাশয়কে অল্পমাত্র বলিয়াই বিরত হইতে হইল। অতঃপর শ্রীলপ্রভুপাদ অভিনন্দনের প্রত্যভিভাষণ প্রদান পূর্ব্বক "ভক্তিধর্ম্মের বিশেষত্ব" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘা বক্তৃতা প্রদান করিলেন। দুই ঘণ্টা কাল প্রভুপাদের বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশিত হইবে।

তৎপর দিবস শ্রীলপ্রভুপাদ যেন পাতালবাসী জীবগণের প্রতি কৃপা বিতরণ করিবার জন্যই কতিপয় ভক্তগণের সহিত বেহার কোল-কোম্পানীর অন্তর্গত চিনাকুড়ি কয়লার খনির অভ্যন্তরে প্রায় সহস্র ফিট নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক সেই অতীর্থ স্থানকে পদাঙ্করঞ্জিত করিয়া তীর্থীকৃত করিলেন। ভক্তগণ জয়-গৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি ও হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুপাদের সহিত কয়লার খনির মধ্যে অবতরণ ও বিচরণ করিলেন। প্রথম শ্রেণীর কোল-কোম্পানী-সমূহের সর্ব্বাধ্যক্ষ, ম্যানেজার ও কণ্ট্রাক্টার, পরমভাগবত রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত শ্রীলপ্রভুপাদ ও ভক্তগণকে কয়লার খনির অভ্যন্তরে ইলেক্‌ট্রিক্ লিফ্‌ট্ সাহায্যে অবতরণ করাইয়া সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে করিতে দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখাইতে থাকিলেন। সেই কয়লার খনির মধ্যে প্রায় ১৮০০ শত ফিট নীচে কয়লা খনন-কার্য্য হইতেছিল। খনির সর্ব্বত্রই ইলেক্‌ট্রিক্ লিফ্‌টের্স্ ও বিশুদ্ধ বায়ু গমনাগমনের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। কয়লার খনি পরিদর্শন করিয়া শ্রীলপ্রভুপাদ পুনরায় নির্ম্মাচটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অপরাহ্নে একটী বিরাট সভার অধিবেশনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। "শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার সাধারণ অজ্ঞ বিচারে কি ভুলই বা 'সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ' বলিয়া মনে হয়"?—এতৎসম্বন্ধে শ্রীলপ্রভুপাদ আবেগময়ী ভাষায় যখন বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মনে হইল যেন, সত্য সত্যই অনন্ত কোটি সূর্য্যের প্রভা-উদ্গীরণকারী সুদর্শন চক্রের আবির্ভাব হইয়াছে। বাক্যগুলি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতেছিল। এক একটি বাক্য যেন অনন্তকোটিশক্তিসম্পন্ন এক একটি অপ্রাকৃত অন্তর্ভেদী-তড়িৎ-আলোক অথবা যেন সাক্ষাৎ অদ্ভুত পূর্ণ চেতন-শক্তির অবতার। আবার কখনও যেন সেই বাক্যাবলী হইতে কি এক সঞ্জীবনী ধারার প্লাবন উত্থিত হইয়া প্রতি হৃদয় অমৃতাপ্লাবিত করিতেছিল। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া সেই তেজোময়ী বাণী আকর্ণন করিতেছিলেন। যথাস্থানে সেই বক্তৃতার চুম্বক গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। প্রভুপাদের বক্তৃতার পর সভাস্থলীতে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভুর কীর্ত্তন ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রীলপ্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত সেই রাত্রেই নির্ম্মাচির নিকটবর্ত্তী ধোগুমা ষ্টেশন হইতে ১১ ঘটিকার ট্রেণে আরোহণ করিয়া পরদিন প্রত্যূষে রাঁচীতে পৌঁছিলেন এবং তথা হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিলেন।

শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণ

(১) শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-বিষয়ে বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ। তাঁহাতে লিখিত শ্রীমহাপ্রভুর কাজি-উদ্ধার নগর-সঙ্কীর্ত্তনের বিবরণ পাঠ করিলে সুনির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। (২) শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে সুনিশ্চিতরূপে সুনির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীগৌর-জন্মস্থান বলিয়া প্রমাণ করে। এতদ্বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অমৃত-প্রবাহভাষ্যে, মধ্যলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদের অনুভাষ্যে এবং চৈতন্যভাগবত আদি খণ্ড ১ম অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্যে অনুসন্ধিৎসুগণ পাইতে পারেন। (৩) নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রণীত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীমায়াপুরের সংলগ্ন অন্তর্দ্বীপের পবিত্র ভূমিতে দাঁড়াইলে সুবর্ণবিহার নামক প্রসিদ্ধ স্থানটী দৃষ্ট হয়, যথায় প্রভুর গৃহের সেবক ঈশান, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরকে নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা সময়ে মহাপ্রভুর

জন্মস্থান হইতে ঐ সুবর্ণবিহার দেখাইতেছেন,—"সুবর্ণ-বিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস।" এখনও মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ হইতে এই সুবর্ণবিহার দেখা যায়। কিন্তু রামচন্দ্রপুর বা অন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যায় না। (৪) এই স্থানের অধিবাসিগণ বহুকাল হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনকে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা বলিয়া থাকেন। খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা মায়াপুরের হুদ্দাবন্দি কাগজে উল্লিখিত আছে। নবদ্বীপের তাৎকালিক ফৌজদার চাঁদকাজী মহাশয় এই স্থানে কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; (চৈঃ ভাগবত ও চৈঃ চরিতামৃত দ্রষ্টব্য) সেই হইতে এই স্থানের নাম খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা হইয়াছে। পরলোক-গত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ মহাশয় এই স্থানকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান স্থির করিয়া তথায় বৈষ্ণবগণের একটী পল্লী বসাইয়া "বৈষ্ণবডাঙ্গা" নাম দিয়াছিলেন। (৫) যেখানে সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের দুর্গের নিদর্শন, সম্রাট বল্লালসেনের বিস্তৃত দীর্ঘিকা বিরাজিত রহিয়াছে ও নবদ্বীপের তদানীন্তন ফৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দিন কাজী সাহেবের সমাধি, গৃহ ও বংশধরগণ বাস করিতেছেন, সেই স্থান সুপ্রাচীন নবদ্বীপ না হইয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে 'নবদ্বীপ' হইবে,—এরূপ কল্পনা কোন বুদ্ধিমান্ বা প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্বীকার করিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-সঙ্কলিত বিশ্বকোষ অভিধানে "নবদ্বীপ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই নবদ্বীপের তদানীন্তন সমৃদ্ধির কথা চৈতন্যভাগবতে বিশেষভাবে লিখিত আছে। (৬) গোবিন্দদাসের কড়চায় বল্লালদীঘীর নিকটেই মহা-প্রভুর জন্মস্থান ও মহাপ্রভুর বাড়ী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

শ্রীবাস অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় তাহার নিকটে॥
বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গা চুর প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥
• • •
গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচ খানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
নগরের দক্ষিণ সীমায় প্রভুর বাস।
হরিনামে মত্ত প্রভু সদাই উল্লাস॥
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় নিকটে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল-সাগর॥

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গোবিন্দদাসের কড়চা ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠা)

(৭) শ্রীবাস-অঙ্গন অর্থাৎ প্রসিদ্ধ খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা, শঙ্খলিঙ্গের স্থান অর্থাৎ শিবের ডোবা এবং চাঁদ-কাজির সমাধি ও বাড়ী—এই তিনটী স্থান অক্ষুণ্ণভাবে থাকিয়া এই স্থানকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া সকল নিরপেক্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট জানাইয়া দিতেছে। (৮) নবদ্বীপবহুপ্রবাসী স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্ত্তী এশিয়াটিক সোসাইটীর পুরাতন রেকর্ড হইতে জানাইয়া-ছিলেন যে, লোচন কবিরাজের বাড়ী মায়াপুর নবদ্বীপে ছিল। সার উইলিয়ম্ জোন্স এ প্রদেশে আসিবার ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণর জেনেরল্ সাহেবের দেওয়ান গোকুল-চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় গয়া ও কাশীতীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। তাঁহার সঙ্গে কবিরাজ বিজয়রাম সেন বিশারদ ছিলেন। তিনি 'তীর্থমঙ্গল' নামে একখানি পুস্তকে ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সেই পুস্তকখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার বর্ণনার সহিত ভৌগোলিক সংস্থানসমূহ মিলাইলে সুনির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া প্রমাণিত হয়। (৯) ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেনেল সাহেবের নথিতে এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের গবর্ণ-মেণ্টের কুইন কুইনিয়াল সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে অতি স্পষ্ট-ভাবে বল্লালদীঘীর নিকটস্থ স্থানই যে শ্রীমায়াপুর, তাহা লিখিত আছে। (১০) অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ নবদ্বীপের অতি প্রাচীন মার্ডে ম্যাপ—যাহা ইংরাজ বাহাদুরের বঙ্গাধিকার কালে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাতে 'শ্রীমায়াপুর' নাম দেখিতে পাইবেন। নদীয়া জেলার তাৎকালিক সিভীল ইঞ্জিনীয়ার রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর ও কৃষ্ণনগরের প্রধান ব্যবহারবিৎ পরলোকগত তারাপদ বাবু, বারাণসী বাবু প্রভৃতি সকলেই এই ম্যাপ দেখিয়া বর্ত্তমানে যে স্থানে মায়াপুর গ্রাম রহিয়াছে, তাহাই ঐ মানচিত্র-লিখিত স্থান বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। (১১) হাণ্টার সাহেবের Statistical Account of Bangal Vol I p. p. 367 এ স্পষ্টভাবে মায়াপুর

গ্রামেই যে চাঁদকাজীর সমাধি বর্ত্তমান, তাহা লিখিত আছে, যথা—"The little town of Mayapur where I am told the tomb exists of one Maulana Sirajuddin, who is said to have been the teacher of Hussain shaha, king of Bengal (1494—1522. A. D.) (১২) রামচন্দ্রপুর গ্রাম বাহির-দীপের মাঠ নামে খ্যাত, ইহা সকলেই জানেন, উহা নবদ্বীপের বাহিরের জমি; ঐ রামচন্দ্রপুর বাগোয়ান পরগণাভুক্ত ও শ্রীমায়াপুর সংলগ্ন ভূমি হইতে পৃথক্ ও ভিন্ন। ইস্‌লামপুর পরগণাভুক্ত ভূমিতে শ্রীমায়াপুর অবস্থিত। ইহাকে "দীপের মাঠ" বলে অর্থাৎ ইহা অন্তর্দ্বীপ, রামচন্দ্রপুরের ন্যায় বাহিরদ্বীপ নহে। এইরূপ অতি সরল স্পষ্ট প্রমাণদ্বারা যে কেহ বাহিরদ্বীপ রামচন্দ্রপুর যে ভক্তি-রত্নাকর লিখিত অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর নহে, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

পরলোকে মযূরভঞ্জ-মহারাজ

গত ২১শে এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ প্রায় ৩।০ ঘটিকার সময় উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জের স্বনামধন্য মহারাজ অপ্রত্যাশিতভাবে ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বম্বাই-নগরে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ ঘটে এবং সেই দিনই মহারাজের দেহের সৎকার করিবার জন্য তাঁহাকে একটী স্পেশাল ট্রেণে ময়ূরভঞ্জে আনয়ন করা হয়। এই মহাপুরুষের বয়স মাত্র ২৮ বৎসর ছিল। ইনি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণের মুখে তাঁহার রাজধানীতে অনেকবার বক্তৃতা, শ্রীগ্রন্থপাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতির চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে একবার ময়ূরভঞ্জ টাউনহলে একটী বৃহতী সভার আহ্বান হইয়াছিল; সেই সভায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক-বর্গের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিবার জন্য মহারাজ স্বয়ং স্বীয় রাজ্ঞী ও রাজধানীর পরিষদ্‌বর্গের সহিত উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহুবার তাঁহার রাজ-প্রাসাদে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকগণের কীর্ত্তন বক্তৃতাদির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। একবার তিনি তাঁহার অন্তঃপুরস্থ রাজমহিষী-গণকে হরিকথা শুনাইবার জন্য এবং তৎসঙ্গে পাশ্চাত্য-দেশীয়া শিক্ষয়িত্রী ও কতিপয় পাশ্চাত্যদেশীয় উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করাইবার জন্য তিনি তাঁহার অন্তঃপুরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার বক্তা-গণের দ্বারা ইংরেজী-ভাষায় বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মহারাজের এরূপ অকাল-মৃত্যু কেহ প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। পরম করুণাময় ভগবান্ আমাদিগকে এইরূপ শত শত প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের দ্বারা হরিভজন ব্যতীত আমাদের জন্ম-ঐশ্বর্য্য-রূপ-শ্রীর অকিঞ্চিৎকরতা জানাইয়া দিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সকল অভিমান, অহঙ্কার ও ঔপাধিক ইতর-কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণ-সেবার জন্যই সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমরা শোক-সন্তপ্ত রাজপরিবারবর্গকে এতদ্ব্যতীত আর কি সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারি? মানবজীবন ও ঐশ্বর্য্যের এইরূপ ক্ষণভঙ্গুরতা দর্শন করিয়াই তাঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ মহোদয় শ্রীল রসিকানন্দ দেবপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া দ্বিতীয় অম্বরিষ ও পৃথু মহারাজের ন্যায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় রত হইয়াছিলেন, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মহারাজ গৌর ও গৌরভক্তগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আমরা ময়ূরভঞ্জ মহারাজের পরলোকগত আত্মার মঙ্গল-কামনা করি।

নববর্ষেন্দু

মনোরম সুবৃহৎ ক্যালেণ্ডার

আর্ট-পেপারে হাফটোন ব্লকে

বিবিধ রঙের কালিতে

১৩৩৫ ও ১৩৩৬ এই দুই বৎসরের দৈনন্দিনপঞ্জী ব্রত, উপবাসাদির তালিকা ও বিবিধ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সহ পারিপাট্যসহকারে মুদ্রিত। সকলেরই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। ৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে প্রেরিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২২শে বৈশাখ ১৩৩৫, ৫ই মে, ১৯২৮ | ৩৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

[কর্ম্মমুখিতার অধিষ্ঠতা—বৈদিকাবর্ণ্য ও আধুনিকবৈষয়িকগণের মত-বৈশিষ্ট্য—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত—ভাগবত-বিরোধী-বিচার—ভাগবত-বিচারের প্রতিকূলাচরণকারিগণের নাম—মুহুকমুক্ত-সত্তা ও নিত্যমুহুকনত্তা—মানবযোগ্য-বস্তু 'অতিথি' কিরূপে?—'আত্মা' কি?—'জীবের স্বতন্ত্রতা' ও 'ঈশ্বরের ইচ্ছা,' এই দুই বিষয়ের সামঞ্জস্য কিরূপ?—জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিল কেন?—স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারের প্রেরণাদাতা কে?—জীবের পাপ-প্রবৃত্তিও কি ভগবানের অনুকম্পা?—'অনর্থ' কাহাকে বলে?—অনর্থের শান্তি কিরূপে হয়?—'ভক্তি' কি?—ভক্তি যদি সর্ব্বসাধারণেরই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে তাহাতে সকল লোকের রুচি নাই কেন?—বৈষ্ণবধর্ম্ম ও জগতের উপকার—বৈষ্ণবধর্ম্ম বহু লোকে গ্রহণ করে না কেন?—বৈষ্ণব আচার্য্যগণ কি পরার্থপর?—বৈষ্ণবধর্ম্ম কি সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িক? 'বিষ্ণু-সেবা' কি?—বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি?—হরিসেবা কত প্রকারে হয়?—'জীবে দয়া' কাহাকে বলে?—বাস্তব বৈষ্ণব—বৌদ্ধ—স্মার্ত্ত—সকোপাসনা ও ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তি—বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণবগণ কি ব্রাহ্মণ?—বর্ত্তমানের বিকৃত বর্ণাশ্রম—মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের আচরণ—গৌড়বাসীর সৌভাগ্য।]

গত ১১ই জানুয়ারী ১৯২৮, ২৭শে পৌষ ১৩৩৪ বুধবার বেলা ১ ঘটিকার সময় 'সাভেন্ট' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও বর্ত্তমানে ইংরেজী "বসুমতী" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে আগমন করিয়া প্রভুপাদকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। তৎকালে সেই-স্থানে কতিপয় ভক্ত উপস্থিত ছিলেন,—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীযুক্ত যদুনন্দন অধিকারী বি, এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, ব্রাহ্মচারী ভক্তবর শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসন গ্রহণ করিবার পর প্রভুপাদকে বলিলেন,—"আজ আপনার দর্শন পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হ'লাম। অনেকদিন আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে নাই।"

প্রভুপাদ—আমি নিতান্ত অকিঞ্চন দীন ব্যক্তি, আপনি দেশের অনেক কাজ করছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী—কই কিছুই হ'লনা, এখন মনে হচ্ছে এত দিন নিশ্চয়ই ভুল পথে চলেছি, কোন একটী নিশ্চিত সিদ্ধান্তের উপরেই দাঁড়াতে পাচ্ছি না—সর্ব্বদা shift (স্থানচ্যুত) করছে।

প্রভুপাদ—আপনার ন্যায় প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে

কেশব সরল ভাবের কথা শুনে আমাদের বড়ই আনন্দ হচ্ছে।

পণ্ডিত—আমাদের পাঠ্যাবস্থায় কয়েকবার আপনার ঠাকুরের (শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) বক্তৃতা শুনেছি। তিনি কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সময় প্রচার কর্ত্তেন।

প্রভুপাদ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন।

পণ্ডিত—সেই সময়ই ত' আপনার ঠাকুর প্রচার কর্ত্তেন?

প্রভুপাদ—তা'র অনেক পূর্ব্ব থেকে।

পণ্ডিত—গৌড়ীয় মঠ কতকাল হ'ল স্থাপিত হয়েছে?

প্রভুপাদ—ন' দশ বৎসর হবে। ইহার মূল মঠ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ। শ্রীচৈতন্য দেবের ইচ্ছায় ইহার শাখা-প্রশাখা কাশী, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানেও প্রকাশিত হ'য়েছেন।

পঃ—নৈমিষারণ্যটী কোথায়?

প্রভুপাদ—সীতাপুর ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে। আউদ্ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ে লক্ষ্ণৌ হ'তে বাদামৌ জংসন, বাদামৌ জংসন হ'তে সীতাপুর ব্রাঞ্চ লাইনে আসেনি, বেণীগঞ্জ, তা'র পর 'নিমসার'-ষ্টেশন।

পঃ—সেদিন মহামহোপাধ্যায় সপ্তকণ্ঠ শাস্ত্রীর সঙ্গে কিছু শাস্ত্রীয় কথা হচ্ছিল।

প্রভুপাদ—নৈমিষারণ্য-school ও বেনারস-schoolএর মধ্যে বিচারপ্রণালীর বিশেষ পার্থক্য আছে। নৈমিষারণ্য-schoolএর লোকেরা অকৃত্রিম বৈদান্তিক, তাঁহারা ব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্যকেই স্বীকার করেন। কৃত্রিম বা মনগড়া ভাষ্যকে স্বীকার করেন না।

পঃ—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য কি?

প্রভুপাদ—শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য।

পঃ—বেনারস-schoolএর পণ্ডিতগণ কি "ভাগবত" মানেন না?

প্রভুপাদ—তাঁহারা ভাগবতকে অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে একটী পুস্তক বিশেষ—পুরাণের মধ্যে একটী 'পুরাণ' বিশেষ জ্ঞান করেন মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতকেই একান্ত ভাবে আশ্রয় করেন না। আমরা মনে করি, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য গ্রন্থের আবশ্যকই নাই। অন্যান্য গ্রন্থ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূলে কিছু বলেন, তা' হ'লেই সে'গুলি স্বীকার্য্য। ভাগবত-বিরোধী বিচার-প্রণালী 'পারমার্থিক ধর্ম্ম'পদ-বাচ্য নহে।

পঃ—ভাগবত-বিরোধী বিচার আবার কি আছে?

প্রভুপাদ—জগতে ভাগবত-বিরোধী বিচার ছাড়া আর কিছুই নাই। অনাদি বহির্ম্মুখ জীব-মাত্রের স্বতন্ত্র-বিচার-স্রোত-মাত্রই ভাগবত-বিরোধী বিচার।

পঃ—সাক্ষাদ্ভাবে ভাগবতের বিচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হ'য়েছে, এমন লোক কি আছে?

প্রভুপাদ—সত্যযুগ হ'তে ভাগবত বিচারের প্রতি-কূলাচরণকারী ব্যক্তির আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। হিরণ্যকশিপু একজন ভাগবত-বিচারের বিরোধী। ভাগবত-বিরোধী বিবিধ—প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট। স্পষ্টবিরোধকারী অপেক্ষা প্রচ্ছন্ন-প্রতিকূলাচরণকারী অধিকতর শক্ত। আর্য্য-সমাজের প্রবর্ত্তক দয়ানন্দ ও কবিরাজ সদাধর সেন—ইঁহারা স্পষ্টভাবে ভাগবত-বিরোধী ছিলেন। বেনারস-schoolএ যে মত প্রবর্ত্তিত, তন্মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ভাগবতের বিরোধী মত দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব নৈমিষারণ্য-school-এর কথার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা তদানীন্তন বেনারস-schoolএর সর্ব্ব-প্রধান ব্যক্তি প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তাঁ'র ষাট-হাজার শিষ্যের সহিত জানিয়েছিলেন। প্রকাশানন্দ বেনারস-schoolএর বিচার-প্রণালীর অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা বুঝ্তে পেরেই পরে নৈমিষারণ্য-schoolএ প্রবেশ করেছিলেন।

পঃ—নৈমিষারণ্য school (সম্প্রদায়) ছাড়া অন্য school-এ কি 'সত্য' নাই?

প্রভুপাদ—অন্য school (বাদ)-এ কুহকযুক্ত সত্য আছে, কিন্তু নৈমিষারণ্য-schoolএর বেদান্ত-ভাষ্যের সর্ব্ব-প্রথমেই বলা হ'য়েছে—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" নৈমিষারণ্য schoolএর লোকেরা সমস্ত কপটতা-নির্ম্মুক্ত পরম সত্যের ধ্যান করেন। 'ধীমহি' পদটী বহু বচনান্ত। এই বহু বচনের পদের দ্বারা নৈমিষারণ্য schoolএর সূত্রকগণ বা বৈয়াসকি-সভার নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে। এখানে ধ্যানকারীর বহুত্ব, পরম-সত্যের অদ্বয়ত্ব এবং মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া ধ্যানরূপ কার্য্যের নিতান্ত সুচিত হ'য়েছে। 'ধ্যান' শব্দে মানবের স্বতন্ত্র-চিন্তাপ্রণালী নহে। সেই

পরম সত্য অচিন্ত্য ও অধোক্ষজ বস্তু ।

প্রঃ—ধ্যান-গোচর বস্তু 'অচিন্ত্য' কিরূপে ?

প্রভু ।:—আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপগোস্বামী ব'লেছেন—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যস্তমহকারভারতুঃ ।
হৃদি সংস্পৃশতে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥"

বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বৃত্তিদ্বারাই সেই পরম সত্যস্বরূপ বাসুদেবের ধ্যান হয় । রজঃ ও তমের অন্তর্বর্ত্তী অহঙ্কারাত্মক মিশ্র-সত্ত্ব 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব' নহে । বিশুদ্ধসত্ত্ব ইহ জগতের কোন বস্তু নহে,

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো-
হধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥"

'অধোক্ষজ'-শব্দে জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত । Godhead is He Who has reserved the absolute right of not being exposed to present human senses, (তাঁহাকেই 'ভগবান্' বলা যায়, যিনি কখনও মনুষ্য প্রাকৃত-জগতের ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের অধীন হন না । তিনি এই অধিকারটী সম্পূর্ণভাবে নিজের করায়ত্ত রাখিয়াছেন) ।

প্রঃ—ভগবান্ যদি এইরূপ বস্তুই হন, তা' হ'লে 'মনসা' শব্দের প্রয়োগ কেন ?

শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামি-ঠাকুর

প্রভুপাদ—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥"

[ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীকৃত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অচিৎভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন] সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক-ধর্ম্মবিশিষ্ট মনই প্রাকৃত লোকের মন, যার প্রাকৃত-ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত চিত্তই পূর্ণপুরুষের বিহার স্থলী শুদ্ধ-মন । শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্য ব'লেছেন,—

"অঙ্গের অবয়—'মন', মোর মন—বৃন্দাবন,
'নবে' 'নবে' এক করি' জানি ।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, কোটি যদি হৃদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥"

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীঠাকুর মহাশয়ও ব'লেছেন,—

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব সে শ্রীবৃন্দাবন ॥"

রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের নাম—'বিষয়', ইহাদের ভোক্তাভিমানকারী মনই বিষয়াবিষ্ট

অশুদ্ধ-মন। সেই মনে কখনও পূর্ণ পুরুষের উপলব্ধি হয় না। নিত্য ভজনীয় সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত অণু সত্বিৎ নিত্যানন্দ-বস্তুর নিত্য-সেবন-প্রথাই চঞ্চল মনের অনুপাদেয়তা মার্জ্জিত ক'রে ভক্তি-চিত্তে সমাধি আনয়ন কর্ত্তে পারে। এই নিত্য সেবোন্মুখতা ইন্দ্রিয়ভোগ বা নিরিন্দ্রিয়-ত্যাগের সাহায্য গ্রহণ না করায় নির্ম্মল আত্মার নিত্য-সেবা-প্রবৃত্তি-ক্রমেই সুদর্শনপ্রভাবে পূর্ণ পুরুষের দর্শন করেন। সরস্বতী-নদীর তটে শম্যাপ্রাশ-নামক বদরিকাশ্রমে ব্যাস নারদের শিক্ষানুসারে এইরূপ শুদ্ধ-ভক্তিযোগ-সমাধিত নির্ম্মলচিত্তে স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তৎপরাঙ্মুখী বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং স্বরূপতঃ চিন্ময় কৃষ্ণদাস-জীব আপনাকে জড়ভোক্তা মনে ক'রে যে অনর্থের আবাহন ক'রে থাকে, আর অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিযোগ অবলম্বনদ্বারা কিরূপে তা'র সেই অনর্থের উপশম হ'তে পারে তা' দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। 'পূর্ণ পুরুষ'-শব্দে সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবান্‌কেই বুঝায়। কর্ম্ম বা জ্ঞান-চেষ্টায় পূর্ণ-পুরুষের দর্শন লাভ হয় না। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম-ভূমির প্রাপ্য বস্তু পাওয়া যায়, সেই ভূমিকার অতীত বস্তু পাওয়া যায় না। নির্ভেদ-জ্ঞানের দ্বারাও 'পূর্ণ-পুরুষ' দর্শন হয় না—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন আক্রান্ত হয়। সাযোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তিতে সেব্য সেবক-ভাব থাকে, সাদৃশ্য থাকে না। "তস্যা নামভিধানাদি যাবান্ বস্তুভেদ ভবতঃ।"

প:—'মায়া' জিনিষটা কি?

প্রভুপাদ—"মীয়তে অনয়া ইতি মায়া"। যা'কে মেপে নেওয়া যায়, সেটাই 'মায়া'। ভগবান্—মায়াধীশ, তাঁ'কে মাপা যায় না। যেখানে ভগবান্‌কে মেপে নেওয়ার চেষ্টা দেখান হয়, তাহাই 'মায়া'—'ভগবান্' নহে; মা—ব. = মায়া। Christian Theologyতে (খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে) যেমন Godhead একটী আলাদা; Satan একটী আলাদা; ভাগবতের কথিত 'মায়া' সেরূপ নহে। ভাগবত-schoolএর মতে 'মায়া' পূর্ণ পুরুষ ভগবানে condemned stateএ (গর্হিতভাবে) আছে, —আবাহন-যোগ্য অণুচিৎএর প্রতি বিশেষরূপে দণ্ডবিধান কর্‌বার জন্য।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো-বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

এই অপরা-শক্তিই—মায়াশক্তি। অপরা শক্তি নিরীশ্বর কপিলের "চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব" হ'য়ে, কখনও বা বৈশেষিকের "পরমাণু" হ'য়ে, কখনও বৈমিনীর "অনুমেয়বাদ" হ'য়ে, কখনও গৌতমের "ষোড়শ পদার্থ" হ'য়ে, কখনও পতঞ্জলীর "বিভূতি কৈবল্যাদি" হ'য়ে, কখনও বা "ব্রহ্মানুসন্ধানের ছলনা" নিয়ে অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব-কুলকে বহু যুগের ক্রিয়ায় মুগ্ধ কচ্ছে—mis-understanding (বুঝ্‌তে ভুল) করাচ্ছে।

প:—এরূপ কেন হচ্ছে?

প্রভুপাদ—জীবের Free will (স্বতন্ত্রতা) রয়েছে।

প:—তা' হলে—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"—গীতার এই বাক্যের সার্থকতা কি?

প্রভুপাদ—গীতার এই বাক্য ত' ঐ কথাই সমর্থন করেন। বিভুই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীব সকল যে যে কর্ম্ম ক'রে থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলটী দান করেন। পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের প্রেরণাদ্বারা কার্য্য কর্ত্তে থাকে। জীব—হেতু-কর্ত্তা, আর ঈশ্বর—প্রয়োজক-কর্ত্তা। জীব নিজকর্ম্মের কর্ত্তা হ'য়ে যে ফলভোগের অধিকারী এবং যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হচ্ছে, সে-সকল ফলভোগে ও কার্য্য-করণে প্রয়োজক-কর্ত্তা-রূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব র'য়েছে। ঈশ্বর—ফলদাতা আর জীব—ফলভোক্তা।

প:—জীবের 'স্বতন্ত্রতা' থাকিল কেন?

প্রভুপাদ—জীব বিভু-চৈতন্য পরমেশ্বরের অণু অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জল ধর্ম্ম অণু-পরিমাণে র'য়েছে। বিভু ভগবান্—পরমস্বতন্ত্র, অণুচিৎ জীবেও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা র'য়েছে।

প:—জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার কি ভগবৎ-প্রেরণায়?

প্রভুপাদ—ভগবৎ-প্রেরণায় হ'লে ত' তদ্দ্বারা ভগবৎ-সেবাই হ'ত—ভগবদ্-বিস্মৃতি হ'ত না।

প্রঃ—তা' হ'লে "ভগবানের ইচ্ছায় উপরই সমস্ত নির্ভর করে"—এ সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়? আমি তর্ক করবার উদ্দেশ্যে এ সকল প্রশ্ন করি নাই, আপনি মহা-পণ্ডিত ও পরমভক্ত; তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। তিলকের গীতার ভূকারামের একটী অভঙ্গ প'ড়েছিলাম, তা'র তাৎপর্য্য এই—"হে ভগবন্! আমার কষ্ট যদি আমাকে উদ্ধার করল, তা'হলে আর তোমার দরকার কি?"

প্রভুপাদ—ভাগবত এ'র জবাব দিয়েছেন,—

"ইত্যেহকল্পাং স্বমনীষিকামাণো
ভূতান্যনাত্মকৃতং বিপাকম্।
সম্বাধপুস্তিবিদংশমত্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

ইহ জগৎ হইতে যা'র ছুটী পাওয়ার যোগ্যতা হ'য়েছে, তিনি বিচার করেন, পরম-মঙ্গলময় ভগবানের উপর যদি দোষ-গুলি চাপিয়ে দেওয়া যায়, তা' হলে সেবা-বৃত্তির অভাব হওয়ায় কোন দিনেই মুক্তিলাভ করা যেতে পারে না। কিন্তু চেতনময়ী-সেবোন্মুখতা-ক্রমে তিনি সমস্ত অসুবিধা-গুলিকে 'ভগবানের অনুগ্রহ' বা 'কৃপা' বিচার ক'রে ভগবানের প্রতি আরও অধিকতর আকৃষ্ট হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিপদের অধিকারী।

প্রঃ—তা' হলে আমরা যে পাপ করি, তাও কি ভগবানের কৃপা?

প্রভুপাদ—না; তা' নয়। পাপের প্রবৃত্তি দিয়েছেন আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য। যেমন শিশুর অন্ন-প্রাশনের সময় পিতা-মাতা শিশুর রুচি পরীক্ষা করবার জন্য শিশুর কাছে পয়সা কড়ি, খই, ধান, ভাগবত-পুঁথি প্রভৃতি রেখে থাকেন, শিশু রুচি অনুসারে সেই গুলি গ্রহণ করে; উপনয়নের সময় যেমন আচার্য্য মানবকের বৃত্তি পরীক্ষা ক'রে থাকেন। ভগবানের নির্দ্দয়তা জিনিষটা বহির্ম্মুখ মানব-জ্ঞানে এসে উপলব্ধি হচ্ছে, তা'কে "দণ্ড" ব'লে গ্রহণ করলে Serving temper (সেবোন্মুখতা) বা attraction for God (ভগবানে আসক্তি) এর অভাব হচ্ছে বুঝা গেল। তিনি সর্ব্বাশ্রয়, তাঁ'র কাছে আশ্রয় পাব ব'লে যে আশা করে যায়, ভগবান্ তা'র (আশ্রয়প্রার্থীর) ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁ'র আশ্রয়প্রার্থীর) নিকট অনেক অসুবিধা এনে ফেলেন। যেমন কবিরাজের কাছে গেলাম তিনি পথ্যাপথ্যাদির ব্যবস্থা করলেন, ডাক্তার lancet (ছুরিকা) দিয়ে ফোঁড়ার মুখ খুলে দেন, তা'তে যদি ডাক্তার-কবিরাজের প্রতি বিরক্ত-অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁ'-দিগকে মারতে যাই, তাঁ'রা 'নির্দ্দয়'—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন, বিচার করি, তা'হলে আমার দিক্ থেকে বিচারটা ভুল হোলো। প্রকৃত-মঙ্গলকারীকে—ভগবানকে 'অমঙ্গলকারী' ও 'নির্দ্দয়' ব'লে ভুল করলাম। ভগবানের মায়া প্রলোভনের জিনিষগুলি এখানে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন; কত রকম টোপ, বস্তুশ্রী, ঘাঁটাকল, জাল, শেকল আমার কাছে সাজান রয়েছে যে, আমি তা'তে ক'রে পৃথিবীর জালে আরও বেশ ক'রে জড়িয়ে পড়তে পারি। এ' সকল বস্তুশ্রীর প্রলোভনে প'ড়ে কখন আমি যথেচ্ছাচারী "অসৎ-কর্ম্মী" হচ্ছি, কখনও বা ঘাঁটা কলের প্রলোভনে প'ড়ে লোকচিত্তকর কার্য্য করবার নামে "সৎকর্ম্মী" হচ্ছি, কখনও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই 'ভাল' মনে কচ্ছি, শাক্যসিংহ, কপিল, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতকে আদর কচ্ছি। কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদ—এই দুইপ্রকার অজ্ঞাভিনিবেশ-মূল বিচারে প্রতারিত হ'য়ে যাঁ'রা ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁ'দের যোগ্যতা বুঝে মায়াদেবী তাঁ'দের প্রলোভনের জন্য সেই রকম বিচিত্র টোপ সাজিয়ে রেখেছেন। ভগবানের কথায় নিযুক্ত হ'লেই জীবের মঙ্গল হবে, মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। ভগবান্ কা'রও স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না। তিনি চেতন-ধর্ম্মের হন্তারক নহেন। চেতনতার বৈশিষ্ট্যে বাধা দিলে তাঁ'র নির্দ্দয়তারই পরিচয় হ'ত। তিনি চেতন বৃত্তির নিকট চেতন-বৃত্তির সৎ ও অসৎ-ব্যবহারের কথাগুলি জানাচ্ছেন মাত্র। শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি বলছেন—জৈমিনী কবির অদ্বৈতবাদের কথা, দত্তাত্রেয় শঙ্করাদির নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের কথায় নিরত হ'য়ো না। উহা চেতনতা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার নয়। ভগবানের সেবারূপ কর্ম্ম কর—ভগবানের সেবা যাতে না হয় ঐরূপ কর্ম্ম করো না। শ্রীচৈতন্যরূপে অবিদ্ অনুভূতিযুক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য—চেতনতা উৎপন্ন করবার জন্য বলছেন। কেহই দুঃখেচ্ছাদ্বারা প্রলোভিত হ'য়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন না। পুত্র-শোক-কাতরা জননী বক্ষে করাঘাত কচ্ছেন, পাষাণে

মাথা কুটছেন—দুঃখ-বিনাশের জন্য। রোগী গলায় আঙুল দিয়ে বমি করছে—আশু প্রতিকার পাওয়ার জন্য। ফলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মি-সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যবস্থাদ্বারা আশু প্রতিকারেরই চেষ্টা করছেন। আমার instantaneous relief (তাৎকালিক উপশম) পাওয়া দরকার—ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়। তাঁরা আপাত সুখকর ব্যাপারে duped (প্রলুব্ধ) হ'য়ে মায়া-মরীচিকার প্রতি ধাবিত হচ্ছেন। আশু-প্রতিকার-প্রণালী হচ্ছে—'পৃথিবীর রাজত্ব' হ'ব—'স্বর্গের ইন্দ্র' হ'ব—জগতের 'বহু সুখের ভোক্তা বা প্রদাতা' হ'ব—এই সকল। ইহা ঈশ্বর-বিমুখতা মাত্র। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানও আশু-প্রতিকার-প্রাপ্তি-চেষ্টারই আর একটা দিক্। আমার কিছু Fees (শুল্ক, পারিশ্রমিক) দরকার in some shape or other (কোনও না কোনও আকারে)! আমরা যে part and parcel of God-head (ভগবানের অবিচ্ছিন্ন অংশ) তাঁর থেকে আমাদিগকে dissociated (বিচ্যুত) মনে করলেই ভোগ করে দাঁড়িত হই। তখন মনে করি, আমার Canine teeth (কুক্কুরদন্ত) এর সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক—যুদ্ধে প্রমত্ত হওয়া আবশ্যক—পাঁচটা লোককে Civic order এ (সামাজিক-শৃঙ্খলায়) আনাই আমার কর্ত্তব্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব চেষ্টা ভগবদ্-বিস্মৃতির ফলমাত্র—এ সকল প্রবৃত্তি—ভোগ-প্রবৃত্তি—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

জীবাত্মা—গুণাতীত বস্তু; জীব 'আত্মা' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভগবদুপাসনা করেন। কিন্তু মায়ার ক্ষমতা অনেক অধিক। বহির্ম্মুখ জীবের aptitude—inclination (চিত্তের প্রবণতা, অভিলাষ) হচ্ছে মায়াতে আবদ্ধ হওয়া—মত্ত হ'য়ে ভোগ পাওয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পৌত্র-প্রপৌত্র-বৃদ্ধপ্রপৌত্র যাঁদের সঙ্গে কোনকালে দেখা হবে না, তাঁদের ভোগের জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভোগের ইন্ধন যোগাড় ক'রে রেখে যাওয়া! তালগাছ পুতলাম—তার ফল পাবে অন্যে—যাঁর সঙ্গে আমার কখনও দেখা হবে না—আমার বহু কষ্টের সঞ্চিত ধন-দৌলত যে একদিন উড়িয়ে দিবে তাঁর জন্যই সব চেষ্টা। এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে একটী শ্লোক আছে—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
মযি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

হে ভগবন্, আমি কামাদি রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করেছি, তথাপি আমার প্রতি তাঁদের করুণা হ'ল না, লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হ'ল না, হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করেছি। তাঁদিগকে পরিত্যাগ ক'রে আমি তোমার অভয় চরণে শরণাগত হ'য়েছি। তুমি এখন আমাকে তোমার দাস্যে নিযুক্ত কর।

কর্ম্ম-প্রধান ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে গৌণভাবে স্বীকার করেন, জ্ঞানি-সম্প্রদায় ঈশ্বরের সহিত একীভূত হ'য়ে যাবার বাসনা করেন; কিন্তু আমরা সেরূপ কোন দুরাশা পোষণ করি না। আমাদের আশা যেন আমরা চিরকাল হরিদাসগণের জুতাবরদার হ'তে পারি—

"কর্ম্মাবন্ধকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবন্ধকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবন্ধকাঃ॥"

আমাদের নিজের কোন বিদ্যা বুদ্ধি নাই, গুরুদাস-সূত্রে আমরা গুরুপাদপদ্মের সত্য বলি। আমরা নূতন কিছু প্রস্তাব করি না। ঐ একমাত্র সত্যকে পাওয়ার জন্য তদনুকূলে যে সকল কথা বলবার আছে, তাই মাত্র বলি।

প্রথমে গুরুর নিকট যা' কিছু শ্রবণ করি, সেগুলি বড় revolting (সম্পূর্ণ বিপ্লবময় বাক্য) মনে হয়। আমার empiricism (অভিজ্ঞান) দ্বারা গুরুর inadequacy (অসম্পূর্ণতার) পূর্ণতা সাধন ক'রব—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু 'গুরু' বস্তুকে বাহ্য জগতের চিন্তাস্রোত আক্রমণ করতে পারে না;—তিনি ঐ সকলকে অনন্ত কোটি যোজন তফাৎ রাখ্‌তে পেরেছেন। তাঁর position (ভূমিকা বা অবস্থান) shifting (পরিবর্ত্তনশীল) নয় ব'লেই তিনি 'গুরু' অর্থাৎ সব চেয়ে ভারী জিনিষ। আমরা পূর্ব্বে মনে করি, বাহ্য জগতের বিষয়গুলো না জানার দরুণ বুঝি তিনি (গুরু) তাঁর সঙ্কীর্ণ-ধারণা পোষণ করেন। সুতরাং empiric রাজ্যের সকল কথা ব'লে তাঁর ধারণা ও বিচার-গুলিকে প্রসারিত করি—এরূপ বুদ্ধি empiricistic school (অভিজ্ঞতাবাদি-সম্প্রদায়ের) এর দুর্ব্বুদ্ধি! আমাদের

শুরু তা' নয়। আমার শুরু Absolute Truth এর (বাস্তব সত্যের) সেবক—তাহা পণ্ডিত সত্য নহে।

প্রভুপাদ—"অনর্থ" মানে মাঝ পানে অর্থের blockade (ব্যবধান) করছে যে জিনিষটা—আমাদিগকে 'সেবক-সম্প্রদায়' ক'রে তুলছে তা'দের (অনর্থের)।

পঃ—অনর্থের উপশান্তি কোন সময় হবে?

প্রভুপাদ—যখন আমরা 'অক্ষজের' সেবা ছেড়ে 'অধোক্ষজে'র সেবার দিকে মুখ ফিরাব।

পঃ—'অক্ষজে'র সেবা কি?

প্রভুপাদ—যেগুলো আমাদের 'অক্ষ' বা ইন্দ্রিয়-দিয়ে মেপে নেওয়া যায়—যেগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে 'ভাল' ব'লে মনে হয়—আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিচারে "শ্রেয়ঃ" বা "কর্ত্তব্য"প্রভৃতি ব'লে বিচারিত হয়, সে-গুলো—অক্ষজ বস্তু। আমেরিকার সেবা, গাছের সেবা, পশুর সেবা, তথাকথিত দশের দেশের সেবা—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ব'লে পরিচিত হ'বার আকাঙ্ক্ষা—'সাধু' ব'লে বড়া প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছা—এ সকল অক্ষজের সেবা। কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী-অন্যাভিলাষিগণের যাবতীয় চেষ্টা—অক্ষজের সেবা—ইহাই—'কৃষ্ণ-বিমুখতা'।

পঃ—এ' সকল যে 'কৃষ্ণ-বিমুখতা' তা' কিরূপে জানা যায়?

প্রভুপাদ—"লোকত্রাণায়তো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্"—মনুষ্যজাতি জানত না, এদিকে কা'রও মতিগতি হয় নাই। অভক্ত-সম্প্রদায় 'কৃষ্ণ নহে যারা', সেই বিষয়গুলির সেবা করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে রয়েছে। যে মনুষ্য জাতি এ সকল কথা জানত না, তা'দের জন্যে করুণাবতার ব্যাসদেব সাত্বত-সংহিতা প্রকাশ ক'রেছেন। এই সাত্বত-সংহিতায় যাবতীয় অক্ষজের সেবা পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র অধোক্ষজে অহৈতুকী সেবার কথাই জীবের পরম-ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তন করা হ'য়েছে।

পঃ—'ভক্তি' জিনিষটা কি?

প্রভুপাদ—'ভক্তি'—আত্মার স্বাভাবিকী নিত্যা বৃত্তি—ইহাই জীবের স্বরূপের একমাত্র নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জীব-স্বরূপে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। উত্তম-বৃত্তি-সমূহ জীব-স্বরূপের ধর্ম্ম নহে, ঐ সকল বিরূপের ধর্ম্ম, তাহা পরিবর্ত্তন-শীল ও অনিত্য। এই 'ভক্তি'—'শোক-মোহ-ভয়াপহা'। দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তেই ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতিই 'দ্বিতীয় অভিনিবেশ'।

"তাবন্ময়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তঃ
শোকঃ স্পৃহা-পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"

যে-কাল পর্য্যন্ত লোক তদধীন অন্য পারমন্ত্র পরমেশ্বরূপে বরণ না করে, সে-কাল পর্য্যন্ত তা'র অর্থ, দেহ ও আত্মীয়-স্বজন, সুহৃদ-বর্গ আছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে পা'বার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর চিরতরে তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোন প্রকারে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হ'লে মনাত্মবস্তুতে 'আমি' ও 'আমার' এরূপ অভিনিবেশ বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূল কারণ।

"এই মেপে নেওয়ার বুদ্ধি" থেকে যে প্রভুত্বের বাসনার উদয় হয়, তাহা ভক্তিবিরোধী ব্যাপার। যেমন কৃমি আশ্রয় করলে যত পুষ্টিকর খাদ্যই খাওয়া যাক, শরীরের পুষ্টি হ'তে দেয় না, সেরূপ কর্ম্ম-জ্ঞানের বৃত্তি প্রবল হ'লে আত্মার বৃত্তি বাধা প্রাপ্ত হ'য়ে পড়ে।

পঃ—কি উপায়ে কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়?

প্রভুপাদ—যাঁ'দের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন ছাড়া আর কোন কৃত্য নাই, সে'রূপ নিষ্কপট ভগবদ্ভজন-পরায়ণগণের নিকট মনোযোগসহকারে সেবা-বুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করলেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সত্ত্ব-প্রধান বৃত্তি-দ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন কচ্ছেন, তিনিই বিষ্ণু। জগৎকে কৃষ্ণবিমুখে চেতন-বিশিষ্ট করছেন ব'লে তিনি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বিশ্বস্থ বিশ্ববিষয়ক জ্ঞানের আকৃষ্ট বা মর্য্যাদা-বিষয়ের লীলা করেছেন। অচৈতন্য জীবের চৈতন্য উৎপাদনের জন্যই বিশ্বন্যাসের সন্ন্যাস-লীলা। কিন্তু তবুও আমাদের চেতনতা হ'লো না। অহৈতুকী সেবা-চেষ্টা ব্যতীত উহার চেষ্টা শুদ্ধ-চেতনের ধর্ম্ম নহে। শুদ্ধ-চেতন-বৃত্তিতে অনর্থের সেবা নাই, সেখানে কেবল অর্থের সেবা। আমাদের কোন গুরুদেব একটী গান করেছেন—

"গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্ম-বন্ধ ফাঁস॥
বিষয়-বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥'

ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সর্ব্বদা বাহ্য-বিষয়-বিচারে ব্যস্ত থাকেন; ব্রহ্মণগণের সে সকল কার্য্য নহে, হরিসেবাই তাঁ'দের একমাত্র কৃত্য। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিও ব্রাহ্মণের সেবার অনুকূলেই যাবতীয় চেষ্টা করবেন। ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হওয়াই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

পঃ—এতে ত' লোকের রুচি দেখ্‌ছি না,

প্রভুপাদ—বহুলোক যে আদবে তা'র ত' মানে নাই। Post-Graduatesএর সংখ্যা খুব কম।

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—

"তা'র মধ্যে 'স্থাবর' 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থল-চর বিভেদ॥
তা'র মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদ-নিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদ-বিহিত পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্ম-নিষ্ঠ'।
কোটী-কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটী-জ্ঞানী মধ্যে দুর্লভ একজন 'মুক্ত'।
কোটী-মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি 'অশান্ত'॥
"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা-কোটিষপি মহামুনে।"

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ॥

'কপটতা' বাহ্য জগতের প্রধান জিনিষ। রাজ-নীতি অপেক্ষা ব্রহ্মনীতি শ্রেষ্ঠ। 'ব্রহ্ম' মানে—ব্যাপক, সমগ্র। রাজ-নীতি, বৈশ্য নীতি বা শূদ্র-নীতিতে ক্রমান্বিক সঙ্কীর্ণতা রয়েছে। যুরোপ বাবু শেষে রাজনীতি থেকে শূদ্রনীতিতে এসে গেলেন। অবিমিশ্র ব্রহ্মনীতি—বৈষ্ণবধর্ম্ম। কৃষ্ণবিমুখ জীবের বিচার-প্রণালী হ'তে বৈষ্ণবের বিচারপ্রণালী পৃথক্।

পঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতের কি উপকার কচ্ছে?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণব জগতের যে উপকার কচ্ছেন, politics (রাজনীতি) সহস্র-সহস্র যুগ-যুগান্তরে তা'র কোটি অংশের এক অংশও ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না। আমরা (রাষ্ট্রনীতি-বাদিগণের) ন্যায় অত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক হ'তে বল্‌ছিনা।

পঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম কয়জন লোকেই বা জানে!

প্রভুপাদ—Post-Graduates কয়জনই বা হচ্ছে? নিউটন্ কয়জনই বা হচ্ছে? অনেক মিঃ জে, সি, বসু যখন হচ্ছেন না, তখন বিজ্ঞানের আলোচনা ছেড়ে দেওয়াই ভাল—এরূপ বিচারই কি সমীচীন?

পঃ—বৈষ্ণব ধর্ম্মে কা'রো ব্যক্তিগত কল্যাণ হ'তে পারে, জগতের তাতে কি উপকার হয়?

প্রভুপাদ—তা' নয়; যেরূপ বিচার 'অর্চ্চন' যিনি করেন, তাঁ'র পক্ষের কথা। যাঁরা কীর্ত্তন করেন, তাঁদের পক্ষের কথা নয়। অর্চ্চনকারী নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধন করেন, আর কীর্ত্তনকারী সমগ্রজগৎ—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—পশু-পক্ষী, দেব-মানব এমন কি, বৃক্ষলতা-প্রস্তরাদির পক্ষে যেটা সব চেয়ে বড় উপকার, সেরূপ উপকার সাধন করেন।

পঃ—বৈষ্ণবধর্ম্ম কি সকলের পক্ষে গ্রহণীয়?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবধর্ম্মই নিখিল-চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম—বৈষ্ণব-ধর্ম্মই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। 'খৃষ্টান' থেকে কাজ নাই,—'মুসলমান' থেকে কাজ নাই,—'হিন্দু' থেকে কাজ নাই, সব 'বৈষ্ণব' হ'য়ে যাও। পশু-পক্ষী থেকে কাজ নাই,—গাছ-পাথর থেকে কাজ নাই,—দেবতা-দৈত্য-মানব থেকে কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হ'য়ে যাও অর্থাৎ স্বরূপের নিত্য ধর্ম্ম গ্রহণ কর। মহাপ্রভু তাই ক'রেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-কালে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে চতুর্দ্দিকে

যা'কে দেখ্‌ছিলেন, সব 'বৈষ্ণব' ক'রে যাচ্ছিলেন—যাগ্নিপথে তৃণ-গুল্ম-লতা, পশু-পক্ষী, গাছ-পাথর, আর তা'দের সেই সেই বিগ্রহের অভিমান নিয়ে থাকতে পারে নাই, সকলে 'বৈষ্ণব' হ'য়ে গিয়েছিল। শৈব-শাক্ত," সৌত্রী-হিন্দু" পাঠান, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, মুমুক্ষু, বুভুক্ষু, যোগী, তপস্বী, পণ্ডিত, মূর্খ, রুগ্ন, সুস্থ—সব 'বৈষ্ণব' হ'য়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর অস্ত্র ছিল—একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন। আবার যাঁরা 'বৈষ্ণব' হচ্ছিলেন, তাঁ'রাও মহাপ্রভুর আদেশে কীর্ত্তনকারী গুরু কার্য্য ক'রে পরস্পরায় চতুর্দ্দিকে সকলকে 'বৈষ্ণব' কচ্ছিলেন।

মহাপ্রভু সকলকে ব'লে যাচ্ছিলেন,—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥"
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"
•　　•　　•　　•
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহবা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুঁহে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় শুণ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে॥
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥
জপিলে সে 'কৃষ্ণনাম' আপনি সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে॥

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর হয় নাই—হ'বে না। অন্যান্য উপকারের প্রস্তাব ও ছলনা, উপকারের নামে 'মহা-অপকার', আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্যি সত্যি নিত্য পরম-উপকার। তাতা দু'দণ্ডদিনের উপকার নয়—তাৎকালিক উপকার নয়—যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার প্রসব করবে—যে উপকারের দ্বারা আর একপক্ষের অপকার হ'বে—যেমন আমার দেশের উপকারে অন্য দেশের অপকার অনিবার্য্য—আমি গাড়ী-ঘোড়ায় চড়ে উপকৃত হ'লে ঘোড়াগুলির অসুখ অনিবার্য্য,—আমার তাৎকালিক সুখে আর একজনের দুঃখ, আবার অপরের সুখে আমার ভোগের অভাব—এরূপ উপকারের কথা ব'লে মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও লোক-বঞ্চনা করেন নাই। তাঁ'রা এমন উপকারের কথা ব'লেছেন—এমন জিনিষ দান করেছেন, যে উপকার সকলের পক্ষে—সর্ব্বকালে—সর্ব্বাবস্থায় পরম উপকার।

মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে—সকল পাত্রে—সকল কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার।

—এ উপকার কোন দেশবিশেষের উপকার, অন্য দেশের অপকার নয়; এ উপকার সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মঙ্গল উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন না। মহাপ্রভুর উপকার কোনদিন কাহারও 'অমঙ্গল' প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া—"অমন্দোদয়া-দয়া"—তাই মহাপ্রভু 'মহা বদান্য'—তাই মহাপ্রভুর ভক্তগণ "মহা-মহা বদান্য।" এ সকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়,—সব চেয়ে বড় সত্য কথা।

প্রঃ—'বিষ্ণু-সেবা' জিনিষটা কি?

প্রভুপাদ—বিষ্ণু অধোক্ষজ বস্তু; আমি যাঁ'কে আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মেপে নিতে বা ভোগ ক'র্ত্তে পারি না। কিন্তু আমি যাঁ'র ভোগ্য সে'রূপ বাস্তব সত্যের নাম—'বিষ্ণু'। তাঁ'র ইন্দ্রিয়-তর্পণের নামই 'সেবা'। পেট চালাবার জন্য বিষ্ণু-সেবার ছলনা 'বিষ্ণু-সেবা' নয়। বর্ত্তমানে বিষ্ণু-সেবার নামে বিষ্ণুকে ভোগ করবার চেষ্টা চল্‌ছে—বিষ্ণুকে চাকর মনে কচ্ছে। 'নদীর জল, গাছের ফল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, মুক্ত বায়ুর ভোক্তা আমি'—এরূপ বুদ্ধি বিষ্ণুকে ভোগ করবার চেষ্টা। বিষ্ণু যেন আমার খানা বাড়ীর রাইটর—যে কা'জে শোয়াব, সে কা'জে শোবে—বিষ্ণু যেন আমার বাগানের মালী, আমি ভাল ভাল ফুল তুল্‌ব, আমাকে ফুলের তোড়া তৈরী ক'রে আমার কাছে এনে যোগাবে! 'ভক্তি' চা'ন না কা'রা? যা'রা বল্‌ছেন—আমি দেশের রাজা থাক্‌ব—আমি প্রজা থাক্‌ব—লাঙ্গল চাষ করব—আমি রাজনীতি করব—আমি যোদ্ধা হ'ব—আমি সব করব—তাঁ'রা।

প্রঃ—তা' হলে কি সব কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিতে হবে?

প্রভুপাদ—'বৈষ্ণব' হ'য়ে সব কর্ব্বো, বৈষ্ণবতা ছেড়ে কর্ম্ম-পন্থা গ্রহণ কর্ব্বো না। আমাদের গুরুদেব শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু ইহাই বলেছেন,—

"ইতঃ যত হরের্ধাম্নে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
অনাদক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

পঃ—বৈষ্ণবের 'কর্ত্তব্য' কি?

প্রভুপাদ—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে নৃভিঃ।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

[—হে নৃগে! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্তিবিলাসিব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূল হয়, সেইরূপে করিবেন।]

"স্মৃতৌ বিহিতা যাসৌ হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥"

[—হে দেবর্ষে, হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলেন, এই বৈধী ভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়॥]

এর নাম বৈষ্ণবধর্ম্মবাদ। যে কোন কার্য্যই করি না, হরিসেবার অনুকূলে করতে হবে, Salvationist (মুক্তি-বাদী) দের ইচ্ছা হচ্ছে, এ জগতের কার্য্য হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া—হরিসেবা হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া।

পঃ—কি প্রকারে হরিসেবা করা যায়?

প্রভুপাদ—তিন প্রকারে হরিসেবা করা যায়—"কর্ম্মণা মনসা গিরা"॥

পঃ—"কর্ম্মণা মনসা গিরা" কিরূপ সেবা?

প্রভুপাদ—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদের মুখে সেবার এইরূপ প্রকারের কথা শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বলছিল:—
—"তুমি যে একটা নূতন রকমের কথা বলছ—যাহা আমরা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে জানিনা"।

পঃ—যাঁ'রা হরির সেবা করেন, তাঁ'রা কি জীবের সেবা করবেন না?

প্রভুপাদ—হরি অখণ্ডবস্তু, হরির সেবকই যথার্থ জীবের সেবক। যারা জীবের বাহ্য চেহারায় মুগ্ধ হ'য়ে হরির বাহ্য-অঙ্গের সেবাকেই হরিসেবা বা জীবসেবা মনে করেন, তাঁরা বিবর্ত্তবাদী, তাঁ'দের জীবসেবা হয় না—হরির বাহ্য অঙ্গ-মায়ার সেবা হয়। এইরূপ অনন্তকাল মায়ার সেবা ক'রে নিজের বা পরের মঙ্গল হ'তে পারে না। নারায়ণে দরিদ্র-বুদ্ধি হ'লে নারায়ণের সেবা হলো না—নারায়ণদাস জীবের সেবাও হলোনা—মায়ার সেবা হয়ে গেল। বিবর্ত্তের সেবা—মরীচিকার সেবা—ছায়ার সেবা কখনও বস্তুর সেবা নহে। তত্ত্ববস্তু একমাত্র কৃষ্ণ; জীব তাঁরই associated counterpart (অবিচ্ছিন্ন অংশ) আমরা হরির সেবা করব—হরিজনের সেবা করব—যাঁ'রা হরিজনকে বুঝতে পাচ্ছে না তাঁ'দের সেবা করব—যা'তে ক'রে তাঁ'রা হরিজনকে বুঝতে পারেন—তাঁ'দিগকে intellectually—physically help (মানসিক ও শারীরিক সাহায্য) করব—হরিজনের বিদ্বেষী যারা তাঁ'দেরও সেবা করব—উপেক্ষা-দ্বারা। ঈশ্বরের সেবক আমাদের best friend (সর্ব্বোত্তম অকৃত্রিম বন্ধু), তাঁ'দের সঙ্গে মিত্রতা করব। আমার যে সকল Friend (বন্ধু) এর power of understanding (ধারণা করবার শক্তি) কম ব'লে তাঁরা ক্ষাত্রধর্ম্ম, বৈশ্যধর্ম্ম, শূদ্র-ধর্ম্মাদি গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁ'দের কাছে বিষ্ণু-সেবার কথা বলব যদি তাঁ'রা বিদ্বেষী না হন। আর যাঁ'রা বিদ্বেষী—অন্ধ হ'য়ে পড়েছেন, যাঁ'রা agnostic, (অজ্ঞেয়তাবাদী) Epicurean (চার্ব্বাকমতাবলম্বী) প্রভৃতি তাঁ'দের সঙ্গে non-co-operation (অসহযোগ) করব।

(ক্রমশঃ)

"অপরাধ-ভঞ্জন"পাট কুলিয়া

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে "কুলিয়া" নামে এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বর্ত্তমান আছে। কিন্তু শ্রীধাম-কুলিয়া জগতের মধ্যে একটী অতুল্য স্থানবিশেষ। কেন না, ইতিহাস সেই কুলিয়াকে বিশেষ সম্মান করিয়া উক্তি করিয়াছেন।

সেই কুলিয়ার নাম শ্রীপাট কুলিয়া। সেই স্থানে কলি-পাবনাবতার শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গপ্রভু সাতদিবস অবস্থিতি করিয়া চাপাল-গোপাল নামক মহাপরাধ-দণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ-নিবাসী একজন অধ্যাপককে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সেইখানে অদ্বৈত-বিবাহের বাঙ্গাল-নিবাসী দেবানন্দ নামক একটী ভাগবতবেত্তা পণ্ডিতের দণ্ডাপরাধ মার্জ্জনপূর্ব্বক পবিত্র করিয়াছিলেন। সেইখানে কৃষ্ণানন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভূত তীর্থাবতংস কুলিয়া নগর কোথায় ইহা স্থির করিতে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম-সাময়িক পণ্ডিতবর্গের বিরচিত গ্রন্থালোচন ব্যতীত অন্য উপায় কি থাকিতে পারে?

কুমারহট্ট হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে কয়েক বৎসর হইল 'কুলিয়াপাটের মেলা' বলিয়া একটী মেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর পৌষমাসে সেই মেলায় কলিকাতা ইত্যাদি নগর হইতে বহুজন গিয়া থাকেন। এই গতিকে সামান্য সামান্য লোকের নিকটে কুলিয়ার নাম উচ্চারণ করিলে ঐ গ্রামকে 'কুলিয়া' বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দের পাট বলিয়া যে কুলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য এবং প্রেমদাস বাবাজী-কৃত চন্দ্রোদয়-ভাষানুবাদে উল্লিখিত আছে, সে **কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপ ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যে অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে।** শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে;—

কুলিয়ানগর আইলেন গুণমণি।
সেইক্ষণে দশদিকে হইল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি' মাত্রে সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥
বাচস্পতির গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটী কোটীগুণে সকল বাড়িল॥
ক্ষণেকে আইল মহাশয় বাচস্পতি।
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ সবে পায় কৈল॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দূঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ॥
কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্ত্তন।
এই মতে অনেক নিন্দেন অনুক্ষণ॥
সংসার-উদ্ধারে সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে মোর পাপ॥
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব-উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ॥
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকলে ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥
কুলিয়া গ্রামেতে আসি' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য॥

ঐ গ্রন্থে অন্যস্থলে নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণন আছে,—

পালাছড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্যখণ্ডে, সপ্তম অধ্যায়ে :—

কুলিয়াগ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল-বিপ্রের ক্ষমা শ্রীবাস অপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দক আদি পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি' তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন-অনুক্রমে বিস্তার করেন নাই। এইজন্য তাঁহার বর্ণনায় কুলিয়া গ্রাম কোন্ স্থানে তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা না করিলে বুঝা যায় না। তিনি মধ্য খণ্ড ১৬শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভু পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের ঘর হইয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসকে দর্শনপূর্ব্বক কাঞ্চনপল্লীতে শ্রীশিবানন্দসেন ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের গৃহে পদার্পণ করিয়া বাচস্পতি-গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই বাচস্পতির গৃহ যে বিদ্যানগর, তাহা আমরা পরে দেখাইব। বাচস্পতি গৃহ হইতে লোকভিড়ের কষ্ট নিবারণ-জন্য কুলিয়াগ্রামে মাধবদাসের গৃহে আসিয়া সাত দিবস রহিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই শান্তিপুর, ও তথা হইতে রামকেলি

গমনের যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্থান-নকলের ক্রমপর্য্যায় নাই। যেহেতু তিনি নিজেই কহিতেছেন,—

শান্তিপুর পুনঃ কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারি কহিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস॥
অতএব ইহা তাঁর না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥

স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কবিরাজ গোস্বামী সকল কথা পর্য্যায়ক্রমে বর্ণন করিলেন না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণনের উপর নির্ভর করিয়া রাখিলেন।

চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন ;—

গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর কুলিয়া॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ আইলা প্রভু এই তাঁর মর্ম্ম॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণাঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥

এই বর্ণনে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, কুলিয়াগ্রাম নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত। কেবল এক-গঙ্গা পার এবং তথা হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মায়াপুরস্থ ঘর দেখা যায়। তাঁহার ঘরও বারকোণাঘাটের নিকট।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত আছে ;—

"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতবাটীমভ্যাযযৌ। ততো অদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্থ পারে কুলিয়ানামগ্রামে মাধবদাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনৈব চলিতবান্"।

এই কথাগুলি পাঠে বোধ হয় যে, নবদ্বীপ দুই পারে হইলেও তৎকালে গঙ্গার পূর্ব্বপারে 'নবদ্বীপ' নামক বিপুলগ্রাম বর্ত্তমান ছিল, এবং কুলিয়াগ্রাম তাহার সাক্ষাৎ পশ্চিমপারে ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্যে বিংশতিসর্গে লিখিত আছে যে, শ্রীরামের বাটী হইতে রাত্রযোগে কাঞ্চনপল্লিগ্রামে শ্রীবাসুদেব দত্ত ও শ্রীশিবানন্দসেনের গৃহে একরাত্র থাকিয়া শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপের অপর পারে কোন গ্রামে গিয়া থাকিলেন যথা ;—

অথেত্যঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে কাপি-দেশে শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্ত্বদৈন্যেনাত্রানন্দং দয়াগাগস্য তেনে।

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্ব-পারে এবং কুলিয়ানগর গঙ্গার পশ্চিম পারে। কেবল গঙ্গা মধ্যে থাকায় নবদ্বীপ-নগর হইতে কুলিয়ানগর এক ক্রোশের অধিক হইবে না।

এই সকল গ্রন্থকারের বর্ণন পাঠ করিলে নিশ্চয় বুঝায় যে, কাঁচড়াপাড়ার তিন মাইল পূর্ব্বে যে কুলিয়া লক্ষিত হয়, তাহা কোনক্রমেই দেবানন্দাদির "অপরাধ-ভঞ্জনের পাট" হইতে পারে না। সে কুলিয়া প্রাচীন নবদ্বীপের নিকট-বাহিনী গঙ্গার পশ্চিমকূলে একক্রোশ মধ্যে অবস্থিত ছিল। আবার সাতকুলিয়া বলিয়া যে গ্রামটী আছে, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে গঙ্গার পূর্ব্ব পারেই আছে। সে গ্রামও 'অপরাধ-ভঞ্জনের' পাট হইতে পারে না। কেন না, সে স্থানে কখন কোন নগর ছিল এবং প্রধান মহান লোকের ঘর ছিল—এরূপ কোন জনশ্রুতিমাত্রও পাওয়া যায় না। এ স্থলে আমাদের গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রাচীন নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামকে 'কুলিয়া' বলিয়া স্থির করিতে হইবে। অবশ্য গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তনে সেই কুলিয়া নগরের অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। তথাপি তাহার কোন অংশ এবং জনশ্রুতি তাহার পরিচয় দিবে, সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতেছি যে, **বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে কুলিয়াগ্রাম অধিক দূর নহে**, কেননা, মহাপ্রভু কুলিয়াগ্রামে গিয়াছেন, শুনিবামাত্র বাচস্পতি **ক্ষণেকের মধ্যে কুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন** এবং কুলিয়ায় যাইতে তাঁহাকে পার হইতে হয় নাই। সুতরাং কুলিয়া ও বিদ্যানগর একপারে এবং দুই এক মাইলের মধ্যে স্থিত এরূপ স্থির করিতে হইবে। এখন দেখুন, বিদ্যাবাচস্পতির বাটী কোথায়?

চৈতন্যভাগবতে :—

"সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম"।

চৈতন্যভাগবতে, মধ্যখণ্ডে। ২১শ অধ্যায়ে :—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ-গদাধর॥
একদিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ।
চারিদিকে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥

সার্ব্বভৌমপিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম ভাগবত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥"

এই বর্ণনে আমরা জানিতেছি যে, মহেশ্বর বিশারদ, সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পিতা ছিলেন। যে জাঙ্গালের উপর তাঁহার ঘর ও টোলবাড়ী ছিল, সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহ ও ভাগবতের টোল ছিল। সে কালে গঙ্গাদেবী মহৎপুর বা মাতাপুরের নিকট হইয়া মাউগাছি, জায়গর ইত্যাদি গ্রাম স্পর্শ করিয়া তথা হইতে বিশারদের জাঙ্গালকে পশ্চিমপারে ফেলিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর চলিয়া গঙ্গানগর হইয়া শ্রীমায়াপুরের নিকট হইতে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়া কুলিয়ার তীরে তীরে কুলিয়াগঞ্জ দিয়া দক্ষিণে প্রবাহমানা ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিপূর্ব্বে কোন সময়ে গঙ্গার ধারা কুলিয়া গ্রামের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বহমান ছিলেন। মহেশ্বর বিশারদের সময় ঐ ধারাটী শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক হইলেও ঐ ভূমিটা আজ পর্য্যন্ত ডোল, খাল, বিল, কুশ, কাঁটা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। বর্ষাকালে তথায় গৃহ করিয়া থাকিবার যোগ্য ছিলনা বলিয়া তাৎকালিক নবদ্বীপের দেওয়ান বাজারের অপর পার হইতে একটী জাঙ্গাল বাঁধিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদ্যানগর নামে একটী ছোট গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা-তীরে-তীরে গঙ্গানগর ছাড়িয়া বেহুলার আতপপুরের মধ্যদিয়া দেওয়ানের বাজারের ঘাট পার হইয়া বিশারদের জাঙ্গালে যাইতে হইত। বিদ্যাবাচস্পতির বাটী যে, বিদ্যানগর, ইহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। এই জন্যই নবদ্বীপ হইতে লোকসকল বিশারদের জাঙ্গাল যাইতে বন, জল, কণ্টক, অসুবিধা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কুলিয়া যাইতে সেরূপ হয় নাই। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে কুলিয়ানগরে যাইতে কেবল একগঙ্গা পার মাত্র হইয়াছিল। বিদ্যানগর গ্রাম যদিও পূর্ব্বে বিশারদের জাঙ্গাল বলিয়া পরিচিত ছিল, তথাপি বিদ্যাবাচস্পতির মাহাত্ম্য বলে ঐ গ্রাম পরে বিদ্যানগর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। এখনও গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়ার গঞ্জ বলিয়া একটী স্থান আছে। সেই স্থানটীকে কেহ কেহ 'কোলের গঞ্জ' বলে। গ্রামের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং গঙ্গার প্রবাহ-পরিবর্ত্তনে প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমাংশটা কুলিয়ার সহিত এক হইয়া যাওয়ায় কুলিয়ার অনেক অংশ নবদ্বীপের সহিত মিলিত হইয়া 'নবদ্বীপ' হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা আছে, তাহা পরে বলিব। 'কুলিয়া' ও 'পাহাড়পুর' বলিয়া দুইটী গ্রাম লাগালাগি ছিল। সেই কুলিয়া গ্রাম এখনকার নবদ্বীপ এবং এই নবদ্বীপকে কুলিয়ার পাট, দেবানন্দের পাট ও অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলিতে কোন আপত্তি নাই। প্রধান নাম নবদ্বীপ কুলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় উক্ত নামগুলিদ্বারা ঐ স্থানকে পরিচয় দিবার প্রয়োজনীয়তা হয় না। আমাদের প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা এইখানে অদ্য বিশ্রাম করিলাম। ভবিষ্যতে আরও বিশেষ বিশেষ প্রমাণ দিয়া এ বিষয় স্থাপন করিব।

যাহাকে লোকে সম্প্রতি 'নবদ্বীপ' বলেন, তাহাই অপরাধ-ভঞ্জনের পাট 'কুলিয়া'

পূর্ব্বে বিচারিত হইয়াছে যে, তাৎকালিক গঙ্গা-প্রবাহের পূর্ব্বতীরে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও পশ্চিমতীরে শ্রীপাট কুলিয়া। সেই কুলিয়ার কতকাংশ গঙ্গাদেবী ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন, কতক অংশ নবদ্বীপ নামে প্রচারিত হইয়াছে এবং কিছু অংশ অদ্যাপি কুলিয়ার গঞ্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলিয়ার অনেক অংশই চরভূমি। কেন না তৎপশ্চিমে বহুকাল পূর্ব্বে যে গঙ্গা প্রবাহমানা ছিলেন, সেই ধারা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গাদিগাছা ও মাজিদার নিকটবর্ত্তী হইলেন, সেই সময় কুলিয়ার চরটীর পত্তন হয়। তন্মধ্যে যে যে স্থল মহাপ্রভুর পূর্ব্বে কিছু পূর্ব্বে দৃঢ় ও উচ্চ হইয়াছিল, তাহাতেই অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ও অপরজাতি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তেঘরি, বৈচি-আড়া, বেদড়াপাড়া, চিনেডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান জনগণের বাসভূমি হইয়াছিল। বৈচি আড়ার বিষয়ংশে প্রসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের সন্তানগণ বিষগ্রাম ও পাটুলী হইতে আসিয়া বাস করেন। বুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিন পুত্র ছকড়ি, তিনকড়ি ও দোকড়ি। তাঁহাদিগের প্রকৃত নাম শ্রীমাধবদাস চট্ট, শ্রীবিদ্যাদাস চট্ট এবং শ্রীকৃষ্ণসম্পত্তি চট্ট, প্রাচীন শ্রীবংশীলীলামৃত সংস্কৃতগ্রন্থে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

মধ্যে পরিগণিত। সেই মাধবদাস চট্টের বাটীতে সন্ন্যাসী শিরোমণি গৌরচন্দ্র আসিয়া সাত দিবস বাস করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল চাপাল ও রূপনারায়ণের অপরাধ-ভঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কুলিয়ার নাম "অপরাধ-ভঞ্জনের পাট" হইয়া গেল। শ্রীবংশীশিক্ষা নামক গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে :—

ভাগীরথী-তটে রম্যে গৌড়ে পুণ্যে নবদ্বীপে।
কুলিয়ায়াং স্থিতে শাকে রসেন্দুবেদচন্দ্রমে॥
শ্রীবংশীবদনো বক্ত্রাৎ প্রকটোঽভূদ্বিজালয়ে।
দন্তদন্তগণপূর্ণাং তাং বন্দেঽহং মধুপূর্ণিমাম্॥
চৌদ্দশত ষোলশকে মধু পূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব হয় ত সভায়॥
নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে
কুলিয়া-পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধামে শ্রীহরিড় চট্টনাম
মহাতেজা কুলীন সন্তান॥

এই গ্রন্থে 'নদীয়ার মাঝখানে' বলিয়া কুলিয়া গ্রামের উল্লেখ হইয়াছে। এই উক্তিদ্বারা দাতকুলিয়া বা কাঞ্চন-পল্লীর নিকটস্থ 'কুলিয়া' অবশ্যই নিরস্ত হইতেছে। প্রাচীন তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গেলে পক্ষপাতশূন্য হইতে হয়। বহুমানীত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে বিচার করিয়া দেখুন। সেই গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
গঙ্গা-পূর্ব্ব-পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়॥
গোদ্রুম দ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥
নবদ্বীপ-মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥"

এই বর্ণনাক্রমে দেখা যাইতেছে—নিজ নবদ্বীপ বলিয়া একটী দ্বীপও তখন শ্রীগঙ্গাদেবী-দ্বারা বেষ্টিতা ছিলেন। তৎচতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য বহু গ্রাম নবদ্বীপের ষোল ক্রোশ পরিধি মধ্যে স্থাপিত ছিল। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থকার আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের যে সংস্থাপন চক্র দর্শন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক লোকের অনুমান অপেক্ষা অধিকগুণে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। শ্রীনরহরি ঘনশ্যাম দাস একজন প্রাচীন বৈষ্ণব। তিনি কখন শ্রীবৃন্দাবনে ও কখন শ্রীনবদ্বীপে থাকিয়া ভজন করিতেন। সুতরাং তিনি পক্ষপাতশূন্য, তাঁহার বর্ণন হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধিমান লোকের গ্রহণ করা উচিত। আমাদের কোন মনোগত বিষয় সিদ্ধ হইতেছে না বলিয়া তাঁহার বর্ণনকে অবহেলা করা কেবল দুর্ভাগ্যের কার্য্য। তাঁহার গ্রন্থে কোলদ্বীপ বলিয়া যে স্থানকে উক্তি করিয়াছেন, তাহা গঙ্গাদেবীর পশ্চিম তটে আর চারিটী দ্বীপের সহিত সংস্থাপিত। নিজ নবদ্বীপ যে কোন স্থান এবং তন্মধ্যস্থিত মায়াপুর বা কোথায়, তাহা আমরা পরে প্রমাণসমূহের সহিত দেখাইব। সম্প্রতি কুলিয়ার স্থানটা নির্দ্দেশ করা যাউক। শ্রীনরহরি দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর ধাম-পরিক্রমা-বর্ণনে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—কুলিয়াপাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার।

কোন স্থান হইতে আচার্য্য প্রভু কুলিয়া নগরে গেলেন তাহা বিচার করিয়া দেখুন। পরিক্রমা-পদ্ধতিতে লিখিত আছে :—

বামনপুকুরে পুণ্যগ্রাম। ব্রাহ্মণ-পুকুর এ বিদিত পূর্ব্বনাম। ব্রাহ্মণের জানি মনঃকথা। আইলেন আনন্দে পুষ্করতীর্থ তথা॥ এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর। পুষ্করের কৃপা হইল প্রচুর॥ কুলিয়াপাহাড় পুর গ্রাম। দ্বারে পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানস্থধাম॥ প্রভু প্রিয়ভক্তে কোলদ্বীপে। পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা কোলরূপে॥

বামনপুর নামক গ্রাম যে ব্রাহ্মণ-পুকুর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, তথায় অদ্যাপি পুষ্কর-তীর্থের চিহ্ন আছে এবং পরিক্রমা-সময়ে বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শন ও স্পর্শন করেন। 'ব্রাহ্মণপুকুর' গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে এবং কুলিয়াপাহাড়পুর গঙ্গার পশ্চিম তীরে। যেহেতু পরিক্রমা-পদ্ধতিতে লেখা আছে :—

জাহ্নবীর পশ্চিম-কূলেতে। কোলদ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে॥

পরিক্রমা-পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণপুরা হইতে কুলিয়াপাহাড়পুর

যাইতে গঙ্গা পার হওয়ার কথা লেখা নাই তথাপি ব্রাহ্মণপুরা হইতে পর্ণশালার ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু কোলদ্বীপ গিয়াছিলেন, উহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্যাপি সেই ঘাটে পার হইলে কুলিয়াগঞ্জে উঠা যায়। আচার্য্যপ্রভু কুলিয়া দর্শন করিয়া সমুদ্রগড় গেলেন। তাহাতেও গঙ্গাপারের উল্লেখ নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে গঙ্গা তখন কুলিয়া ও সমুদ্রগড়ের মধ্যে ছিলেন না। কেবল বর্ষাকালে নিম্নভূমিটা জলময় হইয়া যাইত ও এখনও যায়। কোন ব্যক্তি পরিক্রমা-পদ্ধতি পড়িয়া পর পর গ্রাম অবলম্বনপূর্ব্বক মায়াপুর হইতে কোলদ্বীপে যদি যান, তবে তাহার সমস্ত গোল মিটিয়া যায়। 'বৈষ্ণবাচার-দর্পণ' গ্রন্থেও এইরূপ বর্ণন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিছুদিন পরে কবিকঙ্কণ নিজকৃত চণ্ডীগ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

ত্বরা করি সদাগর রাত্রি দিন যায়।
পূর্ব্বস্থলী সদাগর বহিয়া এড়ায়॥
কোথাও রন্ধন কোথা দধি খণ্ডকলা।
নবদ্বীপ উত্তরিল সেনিহার বালা॥
চৈতন্য-চরণ সাধু করিল বন্দন।
সেখানে রহিয়া কৈল রন্ধন ভোজন॥
পাড়পুর সমুদ্রগড়ি বাহিল মেলান।
মীরজাপুরে করিল ডিঙ্গার চাপান॥

প্রথমে নদীয়ার ঘাটে বনপতি সদাগর অন্নপাক করিয়া আহার করিল, সেই স্থানটাকে তখন খেওয়ানগঞ্জ বলিত। খেওয়ান গঞ্জের অপর পারে বিদ্যানগরের জাঙ্গাল ও শ্রীবাস-পুর। তাহা ছাড়িয়া দক্ষিণে পাহাড়পুর পাইলেন। এই কুলিয়া পাহাড়পুরকে কবিকঙ্কণ 'পাড়পুর' বলিয়া লিখিয়াছেন। পাড়পুর ছাড়াইয়া সমুদ্রগড়ে পৌঁছিলেন। এখনও সেই পথ লক্ষিত হইবে।

কলিম বাজার সেনিনহলা ম্যাপ দেখিলে এ সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। কুলিয়া গ্রাম যে বর্ত্তমান নবদ্বীপ ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে সেই সময়ে খেওয়ান গঞ্জ হইয়া গঙ্গা কুলিয়াকে দক্ষিণে রাখিয়া উত্তরাভিমুখে গঙ্গানগরের দিকে চলিয়া-ছিলেন। সে সময় বর্ত্তমান নবদ্বীপের নয়লাপাড়া গঙ্গার গর্ভে ছিল, কি উপরে ছিল, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। প্রাচীন নিবাসিগণ বলেন যে, নয়লাপাড়ার অনেকাংশ গঙ্গার গর্ভে ছিল। যখনই হইতে খেওয়ান-গঞ্জনিবাস বহু প্রকারবর্গ সংলগ্ন ও কুলিয়ার চরে আসিয়া বাস করেন। গঙ্গা খেওয়ানগঞ্জ পারের বহু ভূমি ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন, তখনই শ্রীনবদ্বীপের স্বরূপপত্তন-বস্তিতে বাবলাড়ি প্রভৃতি পুরাতনগঞ্জের অনেক স্থান বসিয়াছিল। সেই সময়ে পুরাতনগঞ্জে একটী স্থানে শ্রীবাস-অঙ্গন কল্পিত হয়। তাহাই আবার এখন কুলিয়াচরে আসিয়াছে। খেওয়ানগঞ্জের দিকের প্রজা সকল নিজ নদীয়ানগরের প্রজা। তাহারাই সংলগ্নচরে ঘর উঠিয়া গেল তখনই নবদ্বীপ নামকে প্রশস্ত করিল।

যেখানে বড় নাম উপস্থিত হয়, সেখানে ছোট নাম কাযে কাযেই লুপ্ত হয়। কুলিয়ার কয়েকটি পল্লীতে পূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ 'কুলিয়া' নাম লুপ্ত হইয়া 'নবদ্বীপ' নাম ব্যাপ্ত হইল। এইরূপ কুলিয়া সংস্থাপন করিতে হইলে নিজ নবদ্বীপের সংস্থাপন করা প্রয়োজন। আমরা পরে তাহা করিব।

বর্ত্তমান নবদ্বীপকে পূর্ব্বোক্ত কারণে শ্রীকুলিয়াপাট বলিয়া সংস্থাপন না করিলে সমস্ত নিরপেক্ষ অনুসন্ধান বিফল হয়। কুলিয়াগ্রামে ছকড়ি মাধব চট্ট মহাশয় ও তদীয় পুত্র প্রভু বংশীবদনানন্দ বাস করিতেন এবং বংশীবদনানন্দের বংশধরগণ কুলিয়াগ্রামে শ্রীমায়াপুর হইতে আনীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দারুমূর্ত্তি রাখিয়া শ্রীপাট বাঘনা-পাড়া চলিয়া যান। তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বে যে গঙ্গাধারা ছিলেন তৎপশ্চিমেও কোন স্থান অনুসন্ধান করিয়া কুলিয়া নগর পাওয়া যায়না। যদি সেখানে কোন 'কুলিয়া' থাকিত সেরূপ প্রধান নগর লুপ্ত হইলে তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইত। আমরা কোন সময়ে সমুদ্রগড়-নিবাসী কোন অতি বৃদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তিনি শৈশবকালে কুলিয়ারঙ্গে ব্যাপার করিতে আসিতেন এবং সে সময় কুলিয়া-গ্রামের অনেক অংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। (সজ্জন-তোষণী ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)

হরিকথা

বাগবাজার ২নং রামকৃষ্ণলেনস্থ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কে, বি, দত্ত মহাশয়ের ভবনে বৈশাখ মাসে শ্রীগৌড়ীয়

মঠের প্রচারকগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ইতোমধ্যে দুই দিবস তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সকলসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

আগামী রবিবার ও সোমবার রাজগঞ্জ বাঘিপুর-হরিদত্তার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত নিষ্কপট-প্রেম-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তনাদি করিবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

করিদপুরে—১৩ই চৈত্র সোমবার অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ পুরুষোত্তমকায় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহার গৃহে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৪ই চৈত্র ২৭শে মার্চ্চ মঙ্গলবার ত্রিদণ্ডী গোস্বামী মহারাজ কতিপয় শুদ্ধভক্ত প্রচারকের সহিত কাশ্যাভোগ নামক স্থানে গমন করেন। কাশ্যাভোগে কতিপয় কুরুচিসম্পন্ন শাস্ত্রানভিজ্ঞ বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের দ্বারা 'কিশোরী-ভজন-সম্প্রদায়' নামক একটী প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহারা প্রচার করিতেছেন যে, রামানন্দ রায়ের ভজন ও তাহাদের কল্পিত 'কিশোরী-ভজন' একই বস্তু। তাহারা বলেন যে, ইহাই মহাপ্রভুর অনুমোদিত একমাত্র পন্থা। ত্রিদণ্ডী গোস্বামীজী মহারাজ কলিকালোচিত এইরূপ ঘৃণ্য কুমতকে শাস্ত্রযুক্তি এবং মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণের আচার-প্রচারের দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিয়াছেন। যাহারা ঐরূপ কুমতে প্রবিষ্ট, তাহারা শাস্ত্রাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং শিষ্ট-সমাজের মধ্যে বিশেষরূপে হেয়। দুঃখের বিষয়, কোন সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ঐরূপ নির্ম্মর্য্যাদ কুমতে প্রবিষ্ট হন না। সমাজের নিম্নস্তরের কুরুচিসম্পন্ন কতকগুলি লোকের দ্বারা ঐরূপ একটী দল গঠিত হইয়াছে। তবে ঐ মতের দলের লোক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কতকগুলি সরল ব্যক্তিকে প্রতারণা করিতে ব্যস্ত ছিল। গোস্বামীজী মহারাজের প্রচারের ফলে সেই গ্রামের সমস্ত লোকই সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীরায় রামানন্দের প্রচারিত অপ্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্মে নির্ম্মর্য্যাদ পশুচিত্ত বীভৎসজনক ব্যাপারের লেশমাত্র নাই। বীভৎসজনক ব্যাপার সুবিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দূরে থাকুক, ঈশ্বর-বিশ্বাসীন প্রাকৃত নৈতিকেরও ঘৃণার বিষয়। কাশ্যাভোগ-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় কাশ্যাভোগ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে গোস্বামীজী মহারাজ ঐ সকল অসৎ মতবাদ-মত নিরসন-কল্পে কয়েক দিবস ব্যাপী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গোস্বামীজী মহারাজের আগমনে সকল সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই একজন ভগবৎ-প্রেরিত পরম শুভানুধ্যায়ী পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছেন। ১৫ই চৈত্র ২৮শে মার্চ্চ বুধবার আঙ্গারিয়া বাজারে বিরাট জনমণ্ডলীর সমক্ষে গোস্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের দ্বারা সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই সার্ব্বজনীন আত্ম-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। ১৬ই চৈত্র বৃহস্পতিবার উত্তর-মধ্যপাড়া নদীয়াবাসী পালের বাড়ীতে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল। কুষ্টিয়া হরিনারায়ণপুর-নিবাসী প্রচারক স্কুলের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্যান্য শিক্ষক সহ উপস্থিত থাকিয়া হরিকথা শ্রবণ এবং ভগবৎ-প্রসাদ-সম্মান করিয়াছিলেন। শনিবার প্রাতঃকালে স্কুলে হরি-কীর্ত্তনের জন্য স্বামীজী মহারাজকে প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছেন। ১৭ই চৈত্র শুক্রবার রাজগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গোপের ভবনে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডী মহারাজ এখনও করিদপুরের বিভিন্ন স্থানে হরি-কথা প্রচার করিতেছেন।

পণ্ডিত মালব্যজীর পত্র

গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সুপ্রসিদ্ধ দেশনায়ক শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য দিল্লী হইতে ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন। পত্রের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"গৌড়ীয় মঠের যে-সকল কাগজ আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের জন্য আপনারা যে আনুষ্ঠানিক প্রয়াস করিতেছেন, তদ্দর্শনে আমি পরম সন্তুষ্ট।

আপনাদের অভিলাষ অচিরেই পূর্ণতা লাভ করুক,—ইহাই প্রার্থনা"।

ভবদীয় বিশ্বস্ত
শ্রীমদনমোহন মালব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৯শে বৈশাখ ১৩৩৫, ১২ই মে, ১৯২৮ | ৩৮শ সংখ্যা

বর্ত্তমান যুগে ভাবিবার কথা

আমরা নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রতি মৎসর কেন? অহিংসকগণের প্রতি হিংসক কেন? বনের পশুও ত—বিষধরের ন্যায় অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব প্রাণীও ত অহিংসোকারীর বা নিরপেক্ষ ব্যক্তির হিংসা করে না। তবে কেন আমরা নির্ম্মৎসরগণকে 'অসূয়া' করিয়া থাকি? এ কথাটী একটুকু তলাইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমাদের মধ্যে 'বুঝিবার ভুল' (mis-understanding) বলিয়া একটা ব্যাপার আবরণরূপে উপস্থিত হওয়ায় উহা সাধুকে 'সাধু'-রূপে জানিতে দিতেছে না। ইহাই বিচিত্র রঙ্গময়ী মায়ার খেলা। যেমন সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বুঝিতে ভুল করিয়া তাহাদের উপকারীর হিংসা করিয়া বসে, আমরাও তদ্রূপ সাধুকে বুঝিতে ভুল করিয়া—সাধুর প্রতি অসূয়া করিয়া থাকি। আবার কতকগুলি লোক আছে, তাহাদের এমনই যোগ্যতা যে, তাহারা বুঝিয়াও বুঝিবে না চিরপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাহারা উপকর্ত্তার হিংসা ছাড়া আর কিছু ধর্ম্ম স্বীকার করে না। শেষোক্ত লোকগুলিকে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ 'পাষণ্ড' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

'বুঝিবার ভুল' জিনিষটা চিত্রবিদ্যানিপুণা মায়াদেবীর তুলিকায় রঙ্-বেরঙ্-এর আঁকা একটা যেন খুব বিস্তৃত যবনিকা। জগদ্রঙ্গমঞ্চে অনাদিকাল হইতে এই যবনিকাটা পড়িয়া রহিয়াছে আর উহার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে কত সুর-বেসুরের বাদ্য-যন্ত্র আমাদিগকে এমন মোহিত করিয়া রাখিয়াছে যে, আমাদের আসল কাজে ভুল হইয়া গিয়াছে। আসিয়াছিলাম 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' দেখিতে, তাহা আর দেখা হইতেছে না; যবনিকার বিচিত্রতা আর মায়ার আপাত-মধুর ঐকতানবাদ্যের সুরেই সব বুদ্ধিশুদ্ধি বিকাইয়া দিয়াছি।

'বুঝিবার ভুল' জিনিষটাই যত আমাদের অসুবিধার গোড়া। ইহা শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে দেয় না—প্রকৃত সাধুকে চিনিতে দেয় না—এক কথাকে আর এক কথা বলিয়া বুঝাইয়া দেয়—উপকারীকে 'অপকারী' আর অপকারীকে 'উপকারী' বলিয়া মনে করায়। যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে, 'বৈরাগ্য'—ভাল জিনিষ, মায়াদেবী তখন আমাদের চক্ষের সম্মুখে 'বুঝিবার ভুল'-রূপ পর্দ্দাটা একটু টানিয়া বুঝাইয়া দিল, বৈরাগ্য যখন ভাল—নীতি যখন ভাল, তখন জগতের বস্তুগুলির প্রতি ক্রোধ করিয়া একটা শুষ্ক-বৈরাগ্যের চেহারা লওয়াই ভাল। 'ক্রোধ' একটা রজোগুণের সাময়িক উচ্ছ্বাস, 'উচ্ছ্বাস' কতক্ষণ থাকে? পরমুহূর্ত্তেই গ্লানি আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন মর্কট যেমন কদলীর লোভে সাধুটীর ন্যায় শান্ত হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া থাকে, কিন্তু তাহার নৈসর্গিক স্বভাব পরমুহূর্ত্তেই অস্থিরতা আনিয়া দেয়, আমাদের ভোগের প্রতি ক্রোধটাও সেইরূপ কিছুক্ষণ

পরেই একটা গ্লানির অস্থিরতা আনিয়া পুনরায় ভোগের পদতলে লইয়া গিয়া তাহার মান-ভঞ্জন না করান পর্য্যন্ত আমাদিগকে কিছুতেই 'সোয়াস্তি' দেয় না। তখন আমাদের 'ইঁচড়ে পাকা' বৈরাগ্য কুসুমটী শুকাইয়া ঝরিয়া যায়।

ইহা দেখিয়া আবার কতকগুলি লোক সেই 'বুঝিবার ভুল'-রূপ মায়াদেবীর কাল-যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া মনে করে, তাহা হইলে বৈরাগ্য বড় খারাপ, ভোগই ভাল। আমরা ভোগের ভিতর দিয়া ত্যাগের সাধনা করিব। তখন প্রাকৃত-সহজিয়া-ভাবটা আসিয়া পড়ে, কিন্তু 'যুক্ত-বৈরাগ্যের' কথা কেহ জানে না—কেহ আচরণ করে না। কারণ ও-কথাটা মর্ত্ত্যজীবের কথা নহে, যাঁহারা অতি-মর্ত্ত্য মহাপুরুষ, তাঁহারাই তাহার অনুসন্ধান জানেন—তাৎপর্য্য বুঝেন। এইরূপ যদি কোন সাধু বলেন, 'বিদ্বান্' হওয়া ভাল—পণ্ডিত হওয়া ভাল, 'বুঝিবার ভুল' তখন-তখনই বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত বন্ধুর ন্যায় আমাদের অনর্থের ছিদ্রটার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া—আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়,—"খাইয়া না খাইয়া"—জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া দিগ্বিজয়ী হইতে হইবে; কাহাকেও আবার বুঝাইয়া দিল, পাণ্ডিত্য একটা ভগবদ্ভজনের উপায়। তখন আমরা সেই মায়া-মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া দারুণ নিদাঘের দ্বিপ্রহরে—বিশাল উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্য দিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকিলাম। মায়াদেবী যে স্বচ্ছ-সুন্দর সলিলের ছায়া-ছবি দেখাইয়া দিয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিলাম। অবশেষে আমার যে অবস্থা হইল, তাহা ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারেন। মরুভূমির মধ্যস্থলে নিরাশ্রয়ে 'কোথায় জল', 'কোথায় জল' বলিয়া প্রাণ হারাইলাম। 'বুঝিবার ভুল' মনুষ্যকে এই রকম বিপদ্‌কে 'সম্পদ্' বলিয়া ধারণা করাইয়া দেয়।

এ সব দেখিয়া শুনিয়া আবার পুনরায় বিচার করিলাম, তাহা হইলে 'মূর্খ' থাকাই ভাল। মূর্খতা-বুদ্ধির নামই 'হরিজন'। মায়াদেবী আবার 'বুঝিবার ভুল' পর্দ্দাটী আনিয়া আমার চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিল। আমাকে চৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচার করিতে দিল না; বুঝাইয়া দিল, বিচার করাটা পণ্ডিতের ধর্ম্ম, তাহাতে দাম্ভিকতা আসে, হরিজনের ব্যাঘাত হয়। 'বুঝিবার ভুল' আমাদিগকে এইরূপ বিপদ্-পরম্পরায় পাতিত করে। নাম ও নাম-অপরাধের পার্থক্য বুঝিতে দেয় না; 'যুক্ত-বৈরাগ্য' ও 'ফল্গুবৈরাগ্য', 'ভোগ', 'ত্যাগ' ও 'সেবা', 'সাধু' ও 'অসাধু' —ইহাদের পার্থক্য জানিতে দেয় না। আমরা বর্ত্তমানে মায়াদেবীর এই 'বুঝিবার ভুল'-রূপ যবনিকার বিচিত্র চিত্রে সকলেই মুগ্ধ।

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার এই ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিয়া দেয়—এমন বন্ধু ত্রিজগতে কেহ নাই। গল্পের কথার মত আমরা শুনিয়া থাকি, 'মায়াধীশ ভগবান্ তাঁহার শরণাগত জনকে এই ছলনাময়ীর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন', কিন্তু প্রথম মুখেই যে গণ্ডগোল। মায়া যে 'বুঝিবার ভুল'-যবনিকাটি ফেলিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে ঐ যবনিকার রঙ্-বেরঙ্-এর মনোভুলান ছবি ছাড়া আর কোন আদর্শ আছে, মায়ার সাগর-নৃত্য, মায়ার মূর্চ্ছনা, মায়ার রাগ-রাগিণী ছাড়া আর কোন শব্দ—ঝঙ্কার আছে, তাহা আমাদের জানিতেই দেয় না। আমরা শরণাগত হইব কি প্রকারে? শরণাগত হইলে ত' মায়াধীশের কৃপা।

কিন্তু সেই মায়াধীশেরই যাঁহারা প্রতিনিধি—দূত, তাঁহারা কিন্তু অ-শরণাগতজনকে শরণাগত করাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছেন। তাঁহারাই এখানে আসিয়া—আমাদের চক্ষের সম্মুখে অনাদিকাল হইতে পতিত পর্দ্দাটা সরাইয়া মায়ার ইন্দ্রজাল-বিদ্যা ধরাইয়া দেন—কোথায় কোথায় কত রকমে—কত ভাবে আমাদের 'বুঝিবার ভুল' হয়, তাহা আমাদের চোখ্ ফুটাইয়া দেখাইয়া দেন। এইরূপ পুরুষ যুগে যুগে দুই একজনের বেশী আসেন না,—

"সন্ত্যন্যে লোকে দুর্ল্লভা মানবাঃ কলৌ।
ন হি সিংহসমূহা বৈ দৃশ্যন্তে বহুকুত্রচিৎ॥"

কিন্তু মায়ার নাট যাহাতে কিছুতেই না ভাঙ্গিতে পারে, সেই জন্য বদ্ধপরিকরা মায়া ঐ দুই একজন আসল বৈকুণ্ঠদূতের নকল সংস্করণসমূহ জগতে অনেক রাখিয়া দিয়াছে ও নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা মায়ার প্রয়োজনায় এখানে মায়ার ঘাটটাকে জাঁকাইয়া রাখে, কিছুতেই ভাঙ্গিতে দেয় না। যেদিকে দলভারী মানুষও সেই দিকেই জোটে। মায়া তখন "জিতা জিতং" বলিয়া হাতে তালি বাজাইয়া নৃত্য করে।

'বুঝিবার ভুল' তখন মায়াধীশের প্রেরিত ঐরূপ মায়ামুক্ত আসল বৈকুণ্ঠের দূতকে 'উপকর্ত্তা' না জানাইয়া 'অপকর্ত্তা' বলিয়া ধারণা করাইয়া দেয়। সেই বৈকুণ্ঠের

দূতটী তাঁহার দৌত্য-কার্য্য লইয়া যখন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান আর অযাচিতভাবে মায়ার সেই কাপটা-নাট্যের কথা বলিয়া দিতে থাকেন, তখন বিশ্বয়-বিমোহন-কলা-বিদ্যা-নিপুণা মায়া আবার তাহার সূক্ষ্ম তুলিকা লইয়া ধরনিকার উপর আর একটা এমন রঙ্গের ঢেউ খেলাইয়া দেয় যে, সকলের নজর সে দিকেই চলিয়া যায়। এই নূতন রঙ্গের ঢেউটার 'বুঝিবার ভুল' তখন বুঝাইয়া দেয়, সাধুর ঐ দৌত্য-কার্য্যে নিশ্চয়ই স্বার্থ-পরতা আছে, নতুবা তাহার এত গরজ কেন? সে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে আসিবেই বা কেন? সে নিশ্চয়ই দল বাঁধিতে চায়। ঐরূপ আসল দূতের ভুবনমঙ্গলময়ী অহৈতুকী চেষ্টাকে আমরা তাঁহার দলবাঁধার চেষ্টা মনে করি। সাধু আমাদিগকে সংবাদ করিতে চাহিলে—আমাদিগকে মায়ার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ক্রোড় হইতে উদ্ধার করিতে চাহিলে আমরা উহাকে 'সাম্প্রদায়িকতা', 'গোঁড়ামি' মনে করি। বৈকুণ্ঠের দূত মায়ার 'ভূয়িভারি' ধরাইয়া দিলে, আমাদিগকে সতর্ক করিলে আমরা তাহাকে 'পরনিন্দা' মনে করি। তিনি জগতে ভুবনমঙ্গলময়ী আচার্য্য-পূজা প্রচার করিলে আমরা তাঁহাকে 'প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, 'দাম্ভিক' মনে করি—করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। মায়া এমন করিয়া তাহার দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছে, যেন কোন দিক্ হইতে কোন শত্রু অলক্ষ্যে—নীরবে কোন প্রকারে প্রবেশ করিয়া তাহার দুর্গের তৃণটুকুও নষ্ট করিতে না পারে! তাহার দুর্গের চতুর্দ্দিকে কল্পা পাহারা।

মায়া তাহার কতকগুলি চর রাখিয়া দিয়াছে, তাহাদের কাজ কেবল আসল বৈকুণ্ঠের দূতগণকে "তিংচানো"। তাহারা আসল বৈকুণ্ঠ-দূতের মত বেশটী ধরিয়া এমন সব 'কেলেঙ্কারী' করিতেছে, যাহাতে লোকের আসল দূতগণের উপরও একটা 'অবিশ্বাস,' 'অশ্রদ্ধা' ও 'সন্দেহ' আসিয়া পড়ে; তাহা হইলেই মায়ার দুর্গটা বেশ বিপদ্‌হীন থাকিতে পারে। মায়ার মত এমন রাজনীতিনিপুণাটী আর কোথাও হইতে নাই, তাহার দুর্গ-রক্ষার জন্য সে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড সব নীতিগুলি লইয়া খেলা করিতেছে।

আমরা সেই মায়াদেবীর দুর্জ্জয়-দুর্গের জীব। আমরা শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, সব সময় সেখানকার আব্‌হাওয়ায় পরিপালিত—মায়ার মন্ত্রে দীক্ষিত—মায়ার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত—মায়ার পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া—আসল বৈকুণ্ঠের দূতকে বুঝিতে চাইনা। মায়াদেবী যে কিছুতেই আমাদিগকে বুঝিতে দিতে পারে না! তাহা হইলে তাহার দুর্গে বিপদের সাড়া পড়িয়া যাইবে।

মাতালের কাছে মদ্য যেমন খাদ্য হইতেও অধিক প্রিয় তেমনি আমাদের কাছেও মায়ার মোহ-মদিরা 'ভূয়িন' বৈকুণ্ঠ-দূতগণের কথামৃত হইতেও অধিকতর প্রিয়। মাতাল তাহার মদ্যপানটা সমর্থন করিবার জন্য বলিয়া থাকে, পরিমিত মদ্যপানে শরীর সবল, সতেজ ও কর্ম্মক্ষম হয়; কিন্তু মদিরার এমনই মাহাত্ম্য যে, সে আর পরিমিতির গণ্ডি রাখিতে দেয় না, গণ্ডি জিনিষটাকে চুরমার করিয়া মানুষকে অকূল পাথারে টানিয়া লইয়া আসে, আর ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দিয়া মানুষের কর্ম্ম-ক্ষমতার হিসাবের খাতায় তাহাকে দেউলিয়া না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়ে না। আমরাও এই মায়ার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া মনে করি যে, মানুষ যখন আমরা—বিচার-সম্পত্তির মহাজন যখন আমরা, তখন বিচার-বাণিজ্যে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইব না। পরিমিত বিচার ভাল হইলেও যখন উহা তাহার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অচিন্ত্য বস্তুতে অতিব্যাপ্ত হইতে চায় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের বস্তু—মায়ার পরপারের বস্তু বৈষ্ণব-সাধুগণকেও মাপিয়া লইতে চায়, তখন সেই মহাজন তাহার বাণিজ্যের নৌকা সহ কাল-বৈশাখীর দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ক্ষ্যাপা কাল-পানির প্রচণ্ড ঢেউগুলির আঘাতে ও ঘূর্ণিপাকে তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারায়।

এইরূপ 'বুঝিবার ভুল' জিনিষটাকে সম্বল করিয়া জগৎ একটা বিরাট অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততার বাষ্পীয় যানে চড়িয়া কোন্ এক অনির্দ্দেশ্য আশা-কুহকের আদর্শের দিকে ছুটিয়াছে, আর "অন্ত ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" প্রকৃতি সঙ্কল্প-বিকল্পের আকাশ-সৌধের দিকে তাকাইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেছে! কেহ বা রাবণরাজার ন্যায় সমুদ্রের তীরে বালির ঢিপির উপর স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করিতেছে, সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে কোথায় গিয়া স্থান পাইবে বা এ রকমভাবে কতটুকু উঠিতেই বা উঠিতে পারিবে, সেই বিষয়ে কাহারও আদৌ খেয়াল নাই। কাজেই ট্রেণের আরোহীরা যেমন সুনীচ, সহিষ্ণু, অচঞ্চল তরু-তৃণরাজিকে—

স্থির, গম্ভীর হিমাচলকে অসহিষ্ণু, দাম্ভিক, অস্থির ও চঞ্চল বলিয়া দেখিয়া থাকে, যথা রাবণরাজা যেমন ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লইতে পারে বলিয়া রামরাজাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতে চায় না, তেমনি জগতের লোক আমরা বৈষ্ণবাচার্য্যের আচরণগুলিকেও ঠিক 'বিপরীত' বলিয়াই দেখিয়া থাকি কিম্বা সেগুলিকে আমাদের কোন মনোযোগের বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য করি না।

আমরা মায়াদেবীর রাজ্যের এমনি আব্‌হাওয়ার গঠিত যে, আমরা কিছুতেই মায়াধীশের ব্যবস্থাটী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। এ'টা মায়া আমাদিগকে সব সময় যুক্তি দিয়া আমাদের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া নিয়াছে, মায়াধীশ তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য—আমাদের আপন ঘরের দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার যে দূতকে—প্রতিনিধিকে—আপনার জনকে পাঠাইলেন, তাঁহাকে মায়ার পরামর্শ শুনিয়া আমরা আমাদের মঙ্গলদাতা, উপকর্ত্তা, জগদ্‌গুরু, যুগাচার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারি না; আর যাহাকে মায়ার 'ধবেরখা'গণ, মায়ার নুন-খাওয়া চরগণ, মায়ার আব্‌হাওয়ার প্রতিপালিত জনগণ মায়ার যুক্তিতে 'বড়' করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে আমরা 'যুগাচার্য্য' বা 'নেতা' বলিয়া বরণ করিয়া থাকি।

জগতের কোন একটা লোককে 'বড়' করিয়া দাঁড় করান জিনিষটা যেন বালকদের তালপাড়া খেলার মত। ঐ খেলায় ধস্তাধস্তি করিয়া যে যাহাকে তালগাছের আগায় উঠাইয়া দিতে পারে, সেই 'বড়' হইয়া যায়—ইহাতে কোন যোগ্যতা-বিচার নাই। ইনি তাঁহাকে বাড়াইয়া দিলেন, তিনি ইহাকে বাড়াইয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই সেই দিকে ঝুঁকা ধরিতে থাকিলেন; না ধরিয়াও উপায় নাই, তাহা না হইলে জগতের দশটা লোকের পর্য্যায়ে একটা লোক বলিয়াই গণ্য হইতে পারা যায় না। এইরূপ ভাবেই জগতের লোক জগতের লোকের দ্বারা 'বড়' বলিয়া প্রচারিত হন। ইহাতে বালকদের তালের আগ পাওয়ার মত অনেক সময় একটা বন্দোবস্তও থাকে। দশচক্রে যেমন 'ভগবান্ ভূত' হন, তেমনি দশচক্রে ভূতও 'ভগবান্ পণ্ডিত' হইয়া থাকেন—ইহাই মায়ার জগতের নিয়ম। এরূপভাবে কপালগুণে কেহ হঠাৎ 'বড়' বলিয়া উত্‌রাইয়া গেলে পঞ্জলিকাপ্রবাহপতিত আমরা তাহাকেই 'বড়' বলিয়া মানিয়া লই—তাহার নামের ডঙ্কা বাজাই—নিশান উড়াই—তাহাকে 'ধর্ম্মবীর', 'কর্ম্মবীর' বলিয়া পূজা করি—অনেক সভা-সমিতি করিয়া তাহার গুণপনা ব্যাখ্যা করি—তাহাকে অভিনন্দন দেই—তাঁহার ছবিকে ফুলের মালা দিয়া সাজাই—নাচি, কুঁদি, শিঙা ফুঁকি।

আমি তোমা, তাহা আমার কাছে বড়। আমি এক মন উঠাইতে পারি না, যিনি পাঁচ মন উঠাইতে পারেন, তিনি আমার কাছে খুব বড়। আমি দশটা লোককে মাতাইতে পারি না, যিনি একটা সমাজকে মাতাইতে পারেন, তিনি আমার কাছে কতই না বড়। আমি গান, কবিতা জানি না, যিনি ভাল বাজাইতে, গাহিতে, কবিতা লিখিতে পারেন, তিনি আমার কাছে বা আমার ন্যায় দশটা লোকের কাছে খুবই বড়। আমি ধর্ম্মের কোন খবর রাখি না, যিনি ছুটো বোল, চাল ঝাড়িয়া আমাকে বা আমার ন্যায় দশটা লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, একটু পরদুঃখকাতরতার পরিচয় দিতে পারেন, আমাদিগের রুচির অনুকূল করিয়া দু'টা কথা বলিতে পারেন, একটু ভাবুকতা, কপট-সহিষ্ণুতা দেখাইতে পারেন, তিনি আমার কাছে বড়ই ধার্ম্মিক, ভক্ত, গুরু, গোসাঞি। ইহা হইল এক রকম 'বড়'র কথা।

বৈষ্ণবাচার্য্য বা জগদ্‌গুরু এই রকম, মানুষের—দেবতার বা চৌদ্দভুবনের কোন জীবের কারখানার তৈয়ারী 'বড়' নহেন, তিনি স্বতঃসিদ্ধ বড়—তিনি জগতের লোকের 'ভোট' লইয়া বড় হন না—তিনি জনমতের গড়া 'বড়' নহেন—তিনি ভগবানের নির্ব্বাচিত বড়। তাঁহার বড়ত্বের মধ্যে অসম্পূর্ণতা নাই, আর একজন 'বড়' আসিয়া সেই 'বড়'কে ম্লান করিয়া দিতে পারে না বা সেই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট 'বড়'র সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় না। তিনি ছোট জীবের সৃষ্টি করা বড় নহেন, সর্ব্বাপেক্ষা বড় যিনি—যাঁহার সমান বা যাঁহা হইতে অধিক বড় আর কেহ নাই, সেই বড় তাঁহাকে 'বড়' বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন, আর সেই অসমোর্দ্ধ বড় পর্য্যন্ত সেই 'বড়'র পূজা করেন। আমরা এমন বড়র—এমন জগদ্‌গুরুর—এমন যুগাচার্য্যের পূজার যেন

আমাদের মাথা নত করিতে পারি—চিরতরে মাথা বিকাইতে পারি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই স্থান মায়াদেবীর দুর্গ। এই দুর্গে মায়াদেবী এমন কোন ছিদ্র রাখেন নাই—যে স্থানের মধ্য দিয়া অন্ততঃ একটুও সত্য-সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে। যখন অনেক চেষ্টা করিয়া মহা বলবান্ ও শুচতুর দুই একজন বৈকুণ্ঠের দূত অনেক কৌশলে মায়ার দুর্গে সত্যালোকের একটুকু আভাস প্রদান করিতে চান, তখনই আমরা সেই আলোক 'অসহ্য' বলিয়া বিপুল চীৎকার করিয়া উঠি; আর তৎক্ষণাৎ মায়াদেবীও সেখানে তাহার কালো যবনিকাটী টানিয়া দেন। এখানে লোকে সত্য কথা শুনিয়াও বেশীক্ষণ ধারণা করিয়া রাখিতে পারে না। কুকুরের লেজ যেমন যতবার সোজা করা যায়, ততবারই বাঁকাইয়া পড়ে, ইলাষ্টিক্ বা রবার যেমন টানিলে কিছুকালের জন্য একটুকু বড় হয়, আবার পরমুহূর্ত্তেই যথাস্থানে আসিয়া পড়ে, আমাদেরও অবস্থা সেইরূপ। আমাদের কাছে যত ভাল কথা বলা হউক না কেন, পরক্ষণেই দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা যেখানে ছিলাম—পূর্ব্বে যে প্রলাপ বকিতেছিলাম, সেখানেই আমরা রহিয়াছি—সেইরূপ প্রলাপই বকিতেছি।

জগৎটা যেন একটা বিশাল-বক্ষ অফুরন্ত স্রোত-প্রবাহ। সকলেই সেই স্রোতে গা-চালিয়া দিয়া চলিতেছে। স্রোতের বিরুদ্ধে চলিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। বিরুদ্ধে চলিতে গেলে এখানে ভাসিয়া থাকা যায় না, ডুবিয়া প্রাণ হারাইতে হয়। 'যেদিকে বাতাস সেদিকে গা' ভাসিয়া যাও',—ইহাই হইল এই জগতের চিরন্তনীয় মন্ত্র। এই বাতাসের অনুকূলেই সব ভাব-ভাষা, চলা-ফিরা—এ জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই স্রোতে—এই বাতাসে যিনি তাঁহার জীবন-তরণীখানার উপর সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু পাল তুলিয়া দশটা জগতের লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতে পারেন, একটু বেশ জাঁকালভাবে নৌকাখানি একবার চালাইয়া দিতে পারেন, কিংবা সেই বাতাসের সহিত একটু বিচিত্র রাগিণী তুলিয়া দিতে পারেন, তিনিই এ জগতে জগদ্বরেণ্য জগদ্গুরু রূপে পূজিত হন। ইহা হইল এ জগতের মানুষের বা জীবের সৃষ্ট 'বড়' লোকের আদর্শ।

কিন্তু এই জগতের যে মূল আদর্শ জগৎ, সেখান হইতে যাঁহারা প্রেরিত, তাঁহাদের সমগ্র চরিত্রটা মানব-জ্ঞানের একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ আদর্শের জীবন্ত-মূর্ত্তি। তাঁহারা "যে দিকে বাতাস"—এই নীতির প্রচারক নহেন। তাঁহাদের আদর্শ আবৃত ও বিকৃত মানব-জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুকূল। তাঁহারা জগতে কিছু ভাঙ্গিতে বা গড়িয়া তুলিতে আসেন না। গড়া-ভাঙ্গাটা—সাগরের ঢেউ উঠা-নামার মত। কিন্তু তাঁহারা আসেন জগৎকে তাহার সহজ স্বভাবে পুনঃ স্থাপন করিতে। অর্থাৎ আচার্য্যগণ destroyer বা reformer নহেন, তাঁহারা re establisher; তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের ভাব ও ভাষা, তাঁহাদের আচার-প্রচার বিকৃত-মানব-জ্ঞানে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়। কারণ সেইগুলি জগতের নিয়মানুযায়িক অবস্থার (normal condition) নিকট সম্পূর্ণ বিপ্লব-ময় (revolutionary)।

তাঁহারা নূতন কিছুর কথা কোন কথা বলেন না, তবে তাঁহারা "পুরাতনের নূতন" কথা বলেন। তাঁহাদের কথা—"চিরন্তনের নূতন", তাঁহাদের প্রচার—"সনাতনের নবীন"। জগতে যখনই কোন লোকহিতৈষী আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই জগতের লোক সমস্বরে হাঁকিয়া বলিয়াছে, 'ইনি নূতন কথা বলিতেছেন—সম্পূর্ণ বিকৃত কথা বলিতেছেন, ইহাঁর কথা আমরা শুনিব না।' অন্য কাহারও প্রমাণ দিতে হইবে না, যিনি সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ভগবান্ গৌরসুন্দর যখন তাঁহার প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন নবদ্বীপের পড়ুয়া পণ্ডিতগণ তাঁহার মুখোচ্চারিত 'গোপী' 'গোপী' বাক্য শুনিয়া এরূপ আচরণ নূতন ও সম্পূর্ণ বিকৃত বলিয়া ভগবানের বিরুদ্ধে ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাৎকালিক হিন্দুগণ বলিয়াছিলেন,—"• • হিন্দুর ধর্ম্ম জানিল নিমাই। যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই"। তাৎকালিক হিন্দুগণ কীর্ত্তন-প্রচার-কার্য্যটা একটা সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নবীন মত বলিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত পণ্ডিতগণও নবীন-সন্ন্যাসী-বেশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আচার-প্রচার সম্পূর্ণ নবীন ও বিরুদ্ধ মতপুষ্ট বলিয়া শাস্ত্র-যুক্তি দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই, এমন কি, ভগবানকে পর্য্যন্ত

পুনর্গঠন (remould) করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান জগতে একটা নূতন বাতাস উঠিয়া বহিতেছে—দিনের পর দিন ক্রমশঃ তাহার বেগ প্রবলতর হইয়া চলিতেছে। সকল লোকই সেই বাতাসের অনুকূলে পাল তুলিয়া দিতেছেন, তন্মধ্যে যাঁহার পাল সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু হইয়া পড়িতেছে অথবা যিনি বাতাসটীকে একটু বেশ গরম করিয়া তুলিয়া তাহার প্রবলতার মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিবার যত্ন করিতেছেন, তিনিই বর্ত্তমান যুগে লোকাচার্য্য বা যুগাচার্য্যরূপে বৃত হইতেছেন। ইহাতেও কথা, কারণ সকলেই চায় স্ব স্ব মতের সমর্থন। যেখান হইতে সমর্থনটা খুব জোরের সহিত পাওয়া যায়, মানুষ তাহাকেই তাহাদের আদর্শরূপে বরণ করিয়া থাকে। এই নূতন হাওয়ার অনুকূলে যে সকল পতাকা উড়িতেছে, যে পাল উঠিয়াছে—তাহাতে কেবল এই কয়টী কথা লেখা—"স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, সমন্বয়, সাম্য"। এই স্বাধীনতা, 'সমন্বয়', 'সাম্য', কিংবা তৎপ্রতিযোগী imperialism বা despotismএর প্রকৃত যে তাৎপর্য্যই হউক না কেন, সেদিকে ভাবিবার কাহারও সময় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতালের নিকট খাদ্য হইতে মদ্য যেমন অধিক প্রিয়, আবার মদ্য হইতে মদ্যের নেশাটা আরও প্রিয়, আমাদেরও সেই অবস্থা। অন্নই আমাদের খাদ্য, অন্নই বিকৃতাবস্থায় মদ্য। সাম্যের বিকৃত অবস্থাকে উহার অবিকৃত অবস্থা হইতে অধিকতর প্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়াছি। উহার নেশাটা আবার আরও বড় হইয়া উঠিয়াছে। সাম্য-সমন্বয়ের আস্ফালনকারিণী পতাকাগুলি চতুর্দ্দিকের আকাশকে এত-দূর ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, প্রত্যেকেরই সেই রকম এক একটী পতাকা উত্তোলন না করিলে, তাঁহাদের 'সভ্য-সামাজিক' বলিয়া গণ্য হইবারই উপায় নাই। এমন কি যাঁহারা সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, সেই সকল সম্প্রদায়ের হস্তেও আজ এই পতাকা উঠিয়াছে। আজকাল সে ধর্ম্ম "ধর্ম্ম" বলিয়াই গণ্য হয় না, যে ধর্ম্মের এইরূপ পতাকা-চিহ্ন নাই। যে সভা-সমিতিতে এই পতাকা সংরোপিত না হয়, সেখানে কেহই যান না—অন্ততঃ যাওয়া প্রয়োজনীয় মনে করেন না। মনীষিগণ বলেন, যেখানে imperialism or despotism এর নাম গন্ধ আছে, তাহাই সমন্বয়ের বিরোধী। এটা তাঁহারা অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম-জগতে পর্য্যন্ত অতিব্যাপ্ত করিতে ত্রুটী করেন না। তাঁহারা বলেন, যে ধর্ম্মে কোনও এক-জনকে 'সর্ব্বে-সর্ব্বা' বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, সেটা খোঁড়ামীর ধর্ম্ম; Bolshaevism এর যুগে "ন তৎসমশ্চাভ্যা-ধিকশ্চ দৃশ্যতে" বলিয়া কোন শ্রুতি থাকিতে পারে না। এই চিন্তা-স্রোতে সমগ্র আবহাওয়া ভরপুর।

এতবড় একটা সমবেত চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে—এত বড় একটা সুরক্ষিত দুর্গের বিরুদ্ধে যদি কোন শক্তি প্রবল প্রভঞ্জনের ন্যায় অভিযান ঘোষণা করে, ভূমিকম্প আনয়ন করে, তবে সেই শক্তিকে আমরা কি বলিব? যাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া—বর্ত্তমানের নেশায় মত্ত না হইয়া সুস্থচিত্তে বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, এইরূপ একটী অমানুষী-শক্তি ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত হইয়াছেন। যে যুগে এই শক্তির আবির্ভাব হয়, সেইটাই গৌড়ের ইতিহাসের একটী ভাঙ্গা-পরিবর্ত্তনের যুগ। তখন গৌড়ের ভাব, ভাষা, ইতি-হাস, দর্শন, সমাজ, জাতীয়তা, ধর্ম্ম—সকলই একটা নূতন পরিবর্ত্তনের কুলাল-চক্রে আরোহণ করিয়াছে। যাঁহারা জগতের যেদিকে স্রোত, সেদিকেই অবশে ভাসিয়া চলিতে-ছিলেন, যেদিকে বাতাস, উহারই অনুকূলে বাধ্য হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই অমানুষী-শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—পারিবারও কথা নহে। তখন সকলেই তাঁহাদের অনুকূল মতের শ্রেষ্ঠ সমর্থনকারিগণকেই 'বদ্ধ' করিয়া গড়িয়া তুলিতে ছিলেন।

'কাল-বৈশাখীর ঝাপ্‌টা-বাতাস হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলিয়া যায়। কিন্তু প্রবল-প্রভঞ্জন সেরূপ নহে। ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে নাচিতে নাচিতে সাগরের তরঙ্গগুলিকে নাচাইতে নাচাইতে বৃক্ষের পত্র-পুষ্প-শাখা-প্রশাখাগুলিকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ক্রমে ক্রমে নিজের বিক্রম প্রকাশ করে—ক্রমশঃ নিস্তব্ধতার মাত্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিতে করিতে সকলের প্রাণে আতঙ্ক জন্মাইয়া দেয়।

কথাগুলি ইঙ্গিতে বলা হইল, বুদ্ধিমান ও বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ একটু ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন কি?

শ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় সংখ্যার পর)

পণ্ডিত—'জীবে দয়া' কথাটী যে বলেন, সে কিরূপ? অন্নবস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা?

প্রভুপাদ—যদি জন্ম-জন্মান্তরে কেহ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন —যদি হরিভজন করেন তবে তাঁ'কে অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা ক'রব। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাইয়ে পরিয়ে হরি-ভজন কর্ত্তে হ'বে—তাঁ'র কিছু উপকার ক'রে দিতে হ'বে, নতুবা দুধ-কলা-দিয়ে সাপ পুষে কাজ কি? ওগুলো ত' দয়া নয়, ওগুলো মানুষকে entrapt বা tempt করিয়ে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া। চৈতন্যদেবের দয়া অমন্দোদয়া দয়া—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য-কৃপানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া" ॥

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে স্তব ক'রে ব'লেছেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-চৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"

আমাদের কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও ব'লেছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥"

পঃ—ঐ শ্লোকটা কি বলেন—'চৈতন্য চন্দ্রের দয়া'?

প্রভুপাদ—কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্যচন্দ্রের দয়ার সহিত অন্যান্য যাবতীয় কথিত-কথিত দয়া বা অপূর্ণ-দয়ার comparative study কর্ত্তে বল্‌ছেন—চিরস্থায়ী ধানটা যে-খানে হচ্ছে না, সেখানে inadequacy, defect (অসম্পূর্ণতা) —বকনা রয়েছে। যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে comparative study করেন, তা'হলে দেখ্‌তে পাবেন, চৈতন্য-চন্দ্রের দয়াটা হচ্ছে পরিপূর্ণ দয়া আর যত দয়া সব limited (পরিচ্ছিন্ন) সব বকনাহারী। এজন্য কবিরাজ গোস্বামী সকলকে comparative study কর্ত্তে আহ্বান কচ্ছেন।

বামন-কূর্ম্ম-বরাহদেব এমন কি কৃষ্ণ-চন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁ'র আশ্রিত জনের প্রতি মাত্র দয়া বিতরণ ক'রেছেন কিন্তু বিরোধিগণকে সংহার ক'রেছেন আর মহাপ্রভু বিরোধীকেও দয়া করেছেন—যেমন কাজী, বৌদ্ধগণকেও তিনি অমন্দো-দয়া-দয়া বিতরণ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। রামোপাসক রামায়েৎগণকেও তিনি 'শুষ্ক-বৈষ্ণব' ক'রেছেন।

পঃ—রামায়েৎগণ কি 'বৈষ্ণব' নহেন?

প্রভুপাদ—রামানন্দি-সম্প্রদায়িগণকে 'রামায়েৎ' বলে। তাঁ'রা ঠিক রামানুজ-সম্প্রদায়ের ন'ন। রামায়েদ্‌গণের মধ্যে অনেক-স্থানে 'বুবুকা' বর্ত্তমান ব'লে তাঁ'দিগকে শুষ্কবৈষ্ণবগণ মিশ্র-বৈষ্ণবশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন। রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী প্রভু কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক 'রামদাস' নামক একজন রামায়েৎ বৈষ্ণবকে সঙ্গে ক'রে পুরীতে মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। রামদাসের যথেষ্ট দৈন্যোক্তি, বৈষ্ণববিনে সেবাবুদ্ধি প্রভৃতি থাক্‌লেও মহাপ্রভু রামদাসের অন্তরে 'বুবুকা' দেখে তাঁ'র প্রতি একটু ঔদাসীন্য প্রকাশ ক'রেছিলেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছে—

"কুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥"
"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

পঃ—বৌদ্ধগণকে আপনারা কি মনে করেন?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবের নামান্তরই বৌদ্ধ, অথচ তাঁহাদের বৈষ্ণবের স্বরূপের জ্ঞানের অভাব। যেমন—রামের উপাসকগণ রামায়েৎ, নৃসিংহের উপাসকগণ নারসিংহী, বরাহের উপাসক-গণ বারাহী, কৃষ্ণের উপাসকগণ কার্ষ্ণ, তদ্রূপ বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের উপাসকগণও বৌদ্ধ। যেমন—আউল, বাউল, কর্ত্তা-ভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত্‌গোসাঞি, অতিবাড়ী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি মুখে গৌরাঙ্গকে স্বীকার ক'রেও গৌরাঙ্গের প্রকৃত শিক্ষা হ'তে বিচ্যুত, অথবা গৌরাঙ্গের মায়ায় মোহিত, তদ্রূপ বৌদ্ধগণও মুখে 'বুদ্ধের উপাসক' বল্লেও বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা হ'তে ভ্রষ্ট—তাঁ'রা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত। বৌদ্ধগণ যে-দিন নিজ-দিগকে 'বৈষ্ণব' বলে উপলব্ধি কর্ত্তে পার্‌বেন, অর্থাৎ

শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্য করবেন, সেইদিন তাঁ'দের যথার্থ স্বরূপ বিকশিত হ'বে। মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হ'য়ে গৌড়গণ তাঁ'দের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন; তা'র সাক্ষ্য আমরা কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে দেখতে পাই। আউল, বাউল প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণও যখন তাঁ'দের ঔপাধিক-দম্ভ ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে গৌরকৃষ্ণের ভজন ক'রবেন, তখন আমরা তাঁ'দিগকে 'গৌরভক্ত' বলে স্বীকার ক'রব।

পঃ—স্মার্তেরা কি বিষ্ণু-পূজা করেন?

প্রভুপাদ—স্মার্তের বিষ্ণু-পূজা গণেশ-সূর্য্য-শক্তি-পূজারই একটা রূপান্তর। তা'তে বিষ্ণুর পরম পদের পূজা হয় না। বিষ্ণুকে পঞ্চদেবতার অন্যতম ক'রে যে পূজা, তা'তে বিষ্ণুর অসমোর্দ্ধ-পদকে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সমান ক'রে ফেলা হয়—বিষ্ণুকে ইতর-দেব-পর্য্যায়ে গণনা করা হয়। মহাপ্রভু বলেছেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' ক'রে দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

কবিরাজ গোস্বামী "পাষণ্ডী-হিন্দুর" কথা ব'লেছেন (চৈঃ চঃ আদি ১৭।২০৩)। তাঁ'রা কৃষ্ণ নামকেই একমাত্র 'সাধ্য' ও 'সাধন' ব'লে বিচার করেন না, কৃষ্ণকে অন্য দেবতার সহিত ও কৃষ্ণনামকে যোগ-তপস্যা-ধ্যান-ব্রতাদি ইতর সাধনের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন,—

"কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে 'পাষণ্ডী', দণ্ডে তাঁ'রে যম॥"

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হ'তে যে অমূল্য বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-গ্রন্থটী উদ্ধার ক'রে জগতে প্রদান ক'রেছেন, সেই 'ব্রহ্ম-সংহিতা' গ্রন্থে এ সকল কথার খুব বিচার আছে। পঞ্চোপাসনায় যে বিষ্ণু-পূজা, তা'তে বিষ্ণুর সন্তোষ নাই, সে'টা দেবতা-পূজা মাত্র; সুতরাং অবৈধ।

পঃ—'অবৈধ' বলছেন কেন?

প্রভুপাদ—গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ই এ'কে অবৈধ ব'লেছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

পঃ—অবৈধ হ'লে ও' তা'তে কৃষ্ণেরই পূজা হয়।

প্রভুপাদ—কৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত বিরজ বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট্; সুতরাং তাঁ'র ভোগে কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র পূজা সকলেই করছে, কিন্তু অবিধি-পূর্ব্বক পূজা হ'লে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁ'রা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা করছেন, তাঁ'রাও কৃষ্ণেরই ছায়া-শক্তির পূজা করছেন; কারণ কৃষ্ণ হ'তে কা'রো স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হ'য়ে যাওয়ায়, তাঁ'দের স্বরূপ-জ্ঞান হচ্ছে না—সম্বন্ধ-জ্ঞান বিকশিত হচ্ছে না। যে দিন সম্বন্ধ-জ্ঞান হ'বে, সে দিন জানতে পারবে—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু—জীবমাত্রেই কৃষ্ণের নিত্যদাস—কৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম।

পঃ—ব্রহ্মসংহিতায় কি বিচার আছে বলছিলেন?

প্রভুপাদ—ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চোপাসনাকে নিরাস ক'রেছেন। সর্ব্বেশ্বর-কৃষ্ণের ভজনই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর কিঙ্কর। গোবিন্দের আদেশ বহনই তাঁ'দের কার্য্য। যাঁ'রা দেবতাগণকে 'বিষ্ণুর কিঙ্কর' না জেনে বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর ব'লে কল্পনা করেন, তাঁ'রা কোনকালে মুক্ত হ'তে পারেন না। ব্রহ্মসংহিতায় এই পাঁচটী শ্লোকে পঞ্চদেবতার স্বরূপ বর্ণিত হ'য়েছে—

"যচ্চক্ষুরেষসবিতা সকল-গ্রহাণাং
রাজা সমস্ত-সুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

[গ্রহ সকলের রাজা, অশেষতেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তিসবিতা, অর্থাৎ সূর্য্য জগতের চক্ষু স্বরূপ। তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি]

"যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

[গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎকার্য্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্ত ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্ত চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

[স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি]

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তিহেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যা-
দ্গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

[দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপদুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি]

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃত-হেতু সমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

[একটী প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্তর্বর্ত্তি বা বাতিগত হইয়া বিবৃতহেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্বলিত হয়, যিনি সেইরূপে চরিষ্ণুভাবে প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি]

পঃ—কৃষ্ণে ও বিষ্ণুতে পার্থক্য কি?

প্রভুপাদ—কৃষ্ণ যে স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ, উভয়েরই তত্ত্ব সত্ত্বস্বরূপতা আছে। বিষ্ণু বিবৃত-হেতু অর্থাৎ প্রকটিত হেতুরূপে কৃষ্ণের সহিত সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট, মূলহেতুরূপ কৃষ্ণের স্বীয় প্রকরণ-রূপই বিষ্ণু। কৃষ্ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁ'র বিলাসমূর্ত্তি-নারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক গুণরূপে পূর্ণভাবে রয়েছে। বিষ্ণু হ'তেও চারিটী গুণ অধিকরূপে এবং নারায়ণের ষাট্‌টী গুণ অত্যদ্ভুতরূপে শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ মূল-দীপ-স্বরূপ; তাঁহা হ'তেই অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্বলিত হ'য়েছে। মহাদীপ-শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি হ'তে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী এবং রামাদি-স্বাংশ অবতারসকল পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত দীপ-স্বরূপ।

পঃ—বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য কি?

প্রভুপাদ—সবিশেষ-নিত্যদাসকেই বৈষ্ণব, আর নির্ব্বিশেষ নিত্যদাসকেই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও বিষ্ণু অন্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের আবির্ভাবতত্ত্ব। ব্রহ্মজ্ঞের নাম 'ব্রাহ্মণ' এবং ব্রহ্মজ্ঞ-ভগবদুপাসকের নাম 'বৈষ্ণব'। পূর্ণাবির্ভাব-তত্ত্ব—ভগবান্ এবং অসম্যগাবির্ভাব-তত্ত্ব—ব্রহ্ম, সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞানময় ব্রাহ্মণই ভজনক্রমে বৈষ্ণব হ'তে পারেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচ প্রকার সগুণ উপাসনা কল্পনা ক'রে থাকেন, সে'টা অন্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের নির্দ্দেশক নয়। বিবর্ত্তবাদী 'ব্রাহ্মণ' অভিমান কর্‌তে গিয়ে সকাম অনুভূতিতেই ব্রাহ্মণতা আরূঢ় স্থির করেন; কিন্তু জীবের স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞ-ধর্ম্মই নিত্য বর্ত্তমান। বিষ্ণুর কৃপায় মায়াবাদের হাত হ'তে নিস্তার পেলেই ব্রাহ্মণ 'অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ' বা বৈষ্ণব হ'তে পারেন। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে ব্যাসের বাক্য উদ্ধার ক'রে ব'লেছেন—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক-সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-বেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ-কোটি-ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

পঃ—বৈষ্ণবেরাও কি ব্রাহ্মণ?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ; উপরের শ্লোকেই ত' শুনলেন **ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্ব্ব-নিম্ন সোপান।** 'বৈষ্ণবতা' ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন—একলক্ষ টাকা যাঁ'র আছে, তাঁ'র সহস্র টাকাও আছে, সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনিও 'ব্রাহ্মণ' **—বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।**

পঃ—বর্ত্তমানে ত' সেরূপ বিচার কেউ করে না, বৈষ্ণব বল্‌লেই যেন লোকে অন্য কি রকম ভেবে থাকে।

প্রভুপাদ—এ' সকল বিচার লোকে ভুলে গিয়েছে ব'লেই এবং বৈষ্ণবতার সর্ব্বোচ্চাসন আলোচনা ও আচার-

প্রচারের অভাবে জগতে 'হেয়' বলে প্রতিপন্ন হয়েছে ব'লেই ভগবদিচ্ছায় গৌড়ীয় মঠের আবির্ভাব। ব্রাহ্মণতা বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছে যে সকল মনুষ্য, 'বৈষ্ণবের দাস্যই শ্রৌতের পথ'—এটা ভুলে যা'রা ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ-বৃত্তিতে ধাবিত হচ্ছে, সেই সকল মনুষ্যকে ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে পুনরায় উদ্বোধন কর্‌বার জন্য—বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ-সংস্থাপন কর্‌বার জন্যই গৌড়ীয় মঠ প্রস্তুত হয়েছেন। গৌড়ীয় মঠ true face of (প্রকৃত বা বৈষ) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম re-establish (পুনঃসংস্থাপন) কচ্ছেন। মহাপ্রভু বলেছেন,—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই 'গুরু' হয়॥"

'অব্রাহ্মণ' কখনও 'গুরু' হ'তে পারেন না। 'গুরু' মানেই—'ব্রাহ্মণ'। যিনি শোক করেন, কিম্বা যিনি ইহর-চেষ্টায় ধাবিত, তিনি 'গুরু' নহেন। লোকে পরিচিত থাকুন 'শূদ্র' বলে, 'সন্ন্যাসী' বলে, তথাপি তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হ'লে 'ব্রাহ্মণ'—'গুরু'। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অর্থাৎ অধোক্ষজের পূর্ণ-প্রতীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁ'তে আনুষঙ্গিক-ভাবে 'ব্রহ্মজ্ঞতা' আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এ সব কথার বিচার আছে,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলেছেন,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যো নজাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তত্তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" শমাদি-গুণ দর্শন-ক'রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল সেটাই নিয়ম নহে। ইহা প্রতিপাদন কর্‌বার জন্যই ভাগবত "যস্য যল্লক্ষণম্" শ্লোকের অবতারণা কচ্ছেন। যদি শৌক্র-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অশৌক্র ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাহার 'ব্রাহ্মণ'সংজ্ঞা নাই—এ'রূপ ব্যক্তিতে শমাদিগুণ দেখা যায়, তা' হ'লে তাঁ'কে জাতি-নিমিত্তে বাধা না ক'রে লক্ষণ দ্বারা অবশ্য তাঁ'র 'বর্ণ' নিরূপণ কর্ত্তে হ'বে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হ'তে হবে।

অদ্বৈতাচার্য্য যে সময় নবদ্বীপে বাস কর্‌তেন, সে সময় সেখানে অসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। নবদ্বীপে মিশ্র, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্যের অভাব ছিল না, তা'র সাক্ষ্য আমরা চৈতন্যভাগবতের মধ্যে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু আচার্য্যের অগ্রণী অদ্বৈতপ্রভু তাঁ'র পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান ক'র্‌বার মত একটীও প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজে পেলেন না। শেষে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান ক'রে পিতৃপুরুষের সম্মান কর্‌লেন, আর হরিদাসকে বল্‌লেন,—'তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন'।

প্রঃ—কিন্তু বর্ত্তমানকালে আপনাদের বৈষ্ণব-সমাজে এ'রূপ আচার নাই কেন?

প্রভুপাদ—সবই কাল-প্রভাবে লুপ্ত হ'য়ে যায়। মহাপ্রভু যে সকল শিক্ষা দিয়েছিলেন, আজকাল তা' কিরূপ বিকৃত হ'য়ে পড়েছে। আজকাল ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, বাহ্যিক কপটতা, লোক-ঠকানটাই "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" বলে বাজারে চল্‌ছে। এ সকল সত্য কথা বল্‌তে গিয়ে এককালে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন, এমন কি ঠাকুর বৃন্দাবনের আরাধ্যদেব স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু পর্য্যন্ত কিরূপ নির্য্যাতীত হ'বার লীলা প্রকাশ ক'রেছিলেন, তা'র আভাস আমরা ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতেই দেখ্‌তে পাই। সেখায় ভেতরে সব কথা বিস্তৃতরূপে—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে থাকে না, অনেক সময় অনেক ঘটনার ভেতরে কতকগুলার কিছু কিছু আভাসমাত্র থাকে। নিত্যানন্দপ্রভু এ'সব কথা প্রচার ক'রেছিলেন ব'লে নিত্যানন্দকে নিন্দা কর্‌বার পর্য্যন্ত লোকের অভাব ছিল না। তাই প্রতি কথায় কথায় ঠাকুর বৃন্দাবনকে বল্‌তে হ'য়েছিল,—

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥"

কতদূর নির্য্যাতীত হওয়ার পর ঠাকুর বৃন্দাবনকে চৈতন্যচরিত লিখ্‌তে গিয়ে গ্রন্থমধ্যে লিখ্‌তে হ'য়েছিল,—"রাক্ষসা কলিমাশ্রিত্য" "খপাকমিব নেক্ষেত" ইত্যাদি; এমন কি ঐ সকল লোক ঠাকুর বৃন্দাবনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অমূলক গল্প রচনা ক'রেছিল। ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হ'লেও ভগবদ্ভক্তগণ তাঁকে ব্রাহ্মণের গুরু-বিচারে সম্মান কর্‌তেন; তাই যদুনন্দন আচার্য্য, রামানন্দ বসু প্রভৃতি অতি সম্ভ্রান্তকুলে উদ্ভূত পুরুষগণও হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্ত্তে কুণ্ঠিত হন নাই—

অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান কর্ত্তে—শান্তিপুরে নিজগৃহে হরিদাসের সঙ্গে একপঙ্‌ক্তিতে মহাপ্রভুর প্রসাদ ভোজন ক'র্‌তে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাসের নির্য্যাণকালে হরিদাসকে কোলে ক'রে নৃত্য করেছিলেন, সকল ভক্তকে হরিদাসের পাদোদক পান করিয়েছিলেন। যা'দের এ সব আচরণ দেখ্‌বার চোখ নাই, তা'রাই বৈষ্ণবকে অব্রাহ্মণ-জ্ঞানে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ক'রে স্ব স্ব নরকের পথ পরিষ্কার কচ্ছে।

শঃ—আপনি যে সকল কথা প্রচার কচ্ছেন, এতে অনেক লোকের কুসংস্কার দূর হ'বে—বৈষ্ণব-জগতের অশেষ কল্যাণ হ'বে।

প্রভুপাদ—মহাপ্রভুর কথায় সমস্ত জগতের কল্যাণ হ'তে পারে, কারণ ইহা মোটো কথা নহে—এতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নাই। সকল জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবিধা যা'তে হ'তে পারে—সব চেয়ে বড় স্বার্থ যা'তে লাভ হ'তে পারে, সেরূপ কথা।

শঃ—আপনার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত ও স্তম্ভিত হ'লাম।

প্রভুপাদ—এ আমাদের কিছু নয়। আমাদের ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতা নাই—ইহা সব গুরুদেবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ হ'তে ব্রহ্মা-নারদ-ব্যাস-গুরুদেব দিয়ে আমার গুরুদেব পর্য্যন্ত যে সনাতন সত্যের কথা নেমে এসেছে, সেই কথাগুলিরই আমি কীর্ত্তনকারী মাত্র।

এইরূপ নানাবিধ হরিকথা হইবার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কতিপয় সেবক প্রভুপাদের সম্পাদিত 'হার্ম্মনিষ্ট্‌ বা সজ্জন তোষণী পত্রিকা', 'গৌড়ীয়' এবং গৌড়ীয় মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য-বিষয়ক কয়েকটী পুস্তিকা প্রদান করিলেন। প্রভুপাদের সম্মুখেই শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩য় সংস্করণ গ্রন্থখানা ছিল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই গ্রন্থখানি লইয়া কিছুকাল দেখিতে থাকিলেন এবং তিনি সেই গ্রন্থখানি পড়িবার জন্য তাঁহার গৃহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সেই গ্রন্থখানি দেওয়া হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভুপাদের প্রকোষ্ঠ হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া কিছু প্রসাদ-সেবন ও তত্ত্বপরিবর্ত্তন করিবার পর মোটরযানে স্বীয় গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাইবারকালে তিনি বলিয়া গেলেন, যেন ভবিষ্যতে তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের নিকট এ সব বিষয়ের আলোচনা পুনরায় শ্রবণ করিতে পারেন।

কৃষ্ণভক্ত নির্ব্বোধ নহেন

সেই দিন আলবার্ট হলের জনতায় একজন প্রস্তাব করেন যে, গৌড়ীয় মঠ হইতে জন্মস্থান-নির্ণয়ের বিতণ্ডা-সম্বন্ধে দুইজন সভ্য অবস্থান করুন। তদুত্তরে দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পক্ষে ঐ সভার শেষের দিনেও গৌড়ীয় মঠ হইতে সভ্য গ্রহণের প্রস্তাবের কথা শুনা যায়। সেইদিনকার জনতার মধ্যেও কে একজন নাকি গৌড়ীয় মঠ হইতে 'দুই' স্থানে 'চারি' সংখ্যা সভ্যের প্রস্তাব করেন। কিন্তু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার বিশেষ অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে, কোন সত্যপ্রিয় ব্যক্তিই এই বিরোধ-উদ্দেশ্যাদির চক্রান্তে যোগদান করিবেন না। তাহাতে জানা যায় যে, গৌড়ীয়-শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্বেষ করিবার উদ্দেশ্যে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-কথিত ভক্তি-বিরোধী-পন্থী কতিপয় জন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আবরণে এইরূপ একটী লোক-বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভক্তিবিরোধী, গুরুদ্রোহী, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ত্রয়োদশপ্রকার উপশাখা বা অপশাখা-পর্য্যায়ে গণিত সমন্বয়বাদীর সহ শ্রীগৌড়ীয় মঠের কেহই যোগদান করিতে পারেন না।

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো হ্যস্য সমাজস্য ধ্রুবং ভবেৎ।
যত্রাধর্ম্মঃ সমুত্তিষ্ঠেন্নেহা তত্র কথঞ্চিৎ॥
ন সভ্যাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষানজুস্মরন্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্নুতে॥"

(ভাঃ ১০।৪৪।১৯—২০)

—ধর্ম্মের (অপরিবর্ত্তনশীল বাস্তব সত্যের) সহিত বিবাদের অনুমোদন-হেতু নিশ্চয়ই এই সভায় ধর্ম্ম ব্যতিক্রম ঘটিবে। অতএব যে সভায় অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তথায় কখনও অবস্থান বা প্রবেশ করা সঙ্গত নহে। সভাস্থলে যিনি প্রকৃত-তত্ত্ব জানিয়া না বলেন, অর্থাৎ সত্য গোপন করেন, যিনি বিপরীত বলেন, অথবা যিনি 'জানি না' বলেন

অর্থাৎ কপট ঔদাসীন্য বা নিরপেক্ষতার ভাব দেখান, ইঁহারা সকলেই দোষী। অতএব বুদ্ধিমান পুরুষ তথাকথিত সভ্যগণের ঐ সকল দোষ স্মরণ করিয়া এতাদৃশ সভায়ই প্রবেশ করিবেন না—প্রবেশ করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতবর বৈষ্ণব-সম্রাট্ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ সর্ব্বশাস্ত্রযুক্তি, শাস্ত্র ও ঐতিহাসিক ভৌগোলিক প্রমাণ-মূলে যে গৌরজন্মস্থলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই বাস্তব সত্য কৃষ্ণরূপবৈভবের সহিত যে অশ্রৌতপন্থিগণের জনতা বিরোধের অনুমোদন করিয়াছেন বা করিবেন, সেই জনতা মধ্যে নিশ্চয়ই দর্শনের ব্যতিক্রম ঘটিবে। সুতরাং সেইরূপ জনতায় কখনও সাধুগণ মুহূর্ত্তের জন্যও প্রবেশ করেন না। সেই সভাস্থলের তথাকথিত সভ্যগণ অনেকেই স্বপক্ষার্থ রক্ষার অনুরোধে বা অভিসন্ধিমূলে কিম্বা বহির্মুখ-সভানুগতিক মতের অনুযায়ী হইয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণের জন্য প্রকৃত সত্য জানিয়াও গোপন করিতেছেন, কেহ বা ব্যক্তিগত মাৎসর্য্য বা ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া বিপরীত বলিতেছেন, কেহ বা কপট নিরপেক্ষতা রক্ষাকল্পে 'আমি কিছুই জানি না' বলিতেছেন, এই সকল ব্যক্তিগণের দ্বারা সংগঠিত শ্রীধাম-বিরোধিনী সভার সভ্যদোষ স্মরণ করিয়া গৌড়ীয় মঠের সাধুগণ এবং সমগ্র অদ্বৈতব নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানকারী বুদ্ধিমান সম্প্রদায় কখনও প্রবেশ করিবেন না; কারণ তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত। শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ অপেক্ষা যাঁহারা মনোধর্ম্ম-চালিত জন-মতের ওজন অধিক বেশী মনে করেন, তাঁহারা নিজদিগকে ইতজগতে ধনবান মনে করিয়া বঞ্চিত হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে বাস্তব সত্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বহির্মুখ জন-মতই বাস্তব-সত্য বা প্রকৃত তথ্য নহে। প্রকৃত নিরপেক্ষতার তুলাদণ্ডে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-সম্রাটের একটী বাণী ও সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জন মত ওজন করিলে শ্রৌতবাণীই অনন্তগুণে ভারী হইবে। ইহা অশ্রৌতপন্থিগণের নিকট হাসির কথা বা আধ্যাত্মিক জগতের কল্পনা মনে হইলেও ইহাই একমাত্র বাস্তব সত্য। যাহাদের বঞ্চিত হইবার যোগ্যতা, তাহারা সত্য বা প্রকৃত তথ্য হইতে বঞ্চিত হউক, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা, ইহাই আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণের সিদ্ধান্ত।

সুতরাং গৌড়ীয় মঠ হইতে চারিটী সাধু গবেষণার আবরণে জগজ্জাল-কার্য্যে যোগদান করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বিরোধিনী নব্য সভার সভাপতি ঐ প্রকার বিরুদ্ধ পক্ষীয় যাবতীয় সুতর্কনা কারনিকী যুক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থাপিত করিলে উহার অকর্ম্মণ্যতা ও অকিঞ্চিৎকরতা গৌড়ীয় মঠ শাস্ত্র-প্রমাণাদিদ্বারা অচিরেই দেখাইয়া দিতে পারিবেন এবং এইরূপ অপস্বার্থপর-কার্য্যে যে কোন সজ্জন-মণ্ডলী যোগদান করিতে পারেন না, ইহাও বিরোধিনী সভাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। সাকচীয়ার রাধাকিশোর সিদ্ধান্তরত্ন কাতরোক্তি ও অতিশয় চাটুবাক্যে অনেকেই বাধ্য হইতে পারেন, কিন্তু তাদৃশ সত্যের অপলাপ-কার্য্যে কোন বুদ্ধিমান জনই প্রয়াসী হইতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে কপট-কাতরতা ও চাটুক্তি দ্বারা বিক্রীত সম্প্রদায় কি প্রকারে সত্য-সংরক্ষণে সমর্থ হইবেন, আমরা বুঝিতে পারি না। আবার তাঁহাদের মধ্যে যিনি অনুসন্ধান করিতে গিয়া একেবারে দিশাহারা হইয়াছেন, তিনিই বা কি প্রকারে গৌড়ীয় মঠের গভীর-যুক্তি ও শাস্ত্র-বিচারের কথা বুঝিয়া উঠিবেন এবং যিনি বহুবর্ষ পরিশ্রম করিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহার প্রতি এই সুদুর্ব্বহ কার্য্যভার কেন ন্যস্ত হইবে, ইহাই বিবেচ্য। নির্ম্মৎসর না হইলে কখনই সত্যে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে।

প্রাচীন কুলিয়ায় সহর নবদ্বীপ

(দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত)

সেই দিনকার আলবার্ট হলের সভায় ফেরে সার্কুলার রোডে কালিমবাজার নৃপের গৃহে একটী বৈঠক হইয়াছিল। তাহাতে নাকি এক মহামহোপাধ্যায় তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দের বাড়ী (কুলিয়া) নদীয়ায় থাকা সম্বন্ধে উক্তি করায় সমবেত বিরোধী পক্ষ আহ্লাদে উদ্ধত নৃত্য করিতে করিতে দিশাহারা হইয়াছিলেন। আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দের নদীয়ার কোন্ গ্রামে বাস ছিল, তাহা কি পণ্ডিত মহাশয় অনুসন্ধান করিয়াছেন? কুলিয়ায় না খাস নদীয়ায়? আমরা মহামহোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করি যে, কৃষ্ণানন্দকে মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিবার তিনি কি প্রমাণ

পাইয়াছেন? আগমবাগীশ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় ১০০ বৎসর পরবর্ত্তী সময়ের লোক। ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে যে ভূমিকম্পে ভাগীরথীর স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সময় কতিপয় নদীয়াবাসী কুলিয়ায় গিয়া বাস করেন। যাঁহারা কুলিয়ায় বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জনের বংশে আগম-বাগীশের জন্ম হয়। সুতরাং ইহাতেও প্রমাণিত, বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর প্রাচীন কুলিয়া গ্রামেই অবস্থিত। প্রাচীন দেওয়ানগঞ্জ বা প্রাচীন গাদীগাছার উপকণ্ঠ—যাহা এখন চর বল্লালদীঘী বলিয়া খ্যাত এবং ৮২১ ও ৮২২ তৌজি নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত, তথায় শিবের মন্দির ছিল। সেই শিব কুলিয়ায় লইবার পর বর্ত্তমান সহর নদীয়াবাসি-গণের নিকট "পারডাঙ্গার শিব" বলিয়া সেই দেবতার পরিচয় ছিল। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ 'কুলিয়া' নামেই পূর্ব্বে অভিহিত হইত। সুতরাং এইরূপ উক্তির জন্য চক্রান্তকারিগণের যে উল্লাস, তাহাও "হরিষে বিষাদ" রূপে পরিণত হইল। কুলিয়ার আদৌ ২।৪ ঘর পণ্ডিত থাকিবে না, এইরূপ নহে। প্রমাণ বলেন, মহাপ্রভুর সময় শ্রীদেবানন্দ নামে এক ভক্তিহীন জ্ঞানমত্ত ভাগবত-পাঠকও ছিলেন। আগম-বাগীশ কৃষ্ণানন্দের ন্যায় একজন পণ্ডিতের বাস যেখানে থাকিবে, যদি তাহাই 'প্রাচীন নবদ্বীপ' হইয়া পড়ে; তাহা হইলে বর্ত্তমান মেথার চড়ার শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বাসস্থলী বলিয়া 'মেথা চড়াই' প্রাচীন নবদ্বীপ হয়। মহামহো-পাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় পূর্ব্বস্থলীতে বাস করিতেন বলিয়া পূর্ব্বস্থলীই প্রাচীন বা আধুনিক নবদ্বীপ হইয়া পড়িবে, এইরূপ কথা প্রামাণিক নহে। যাঁহাদের যুক্তি এইরূপ কুতর্কনা, তাঁহাদের দ্বারা কি প্রকারে প্রাচীন কোলদ্বীপের সংস্থান নির্দ্ধারিত হইবে? বর্ত্তমান নবদ্বীপই যে 'কুলিয়া', তাহার বহু সংখ্যক প্রমাণ-সত্ত্বেও যদি পণ্ডিত মহাশয় ঐতিহ্য ও প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থান নষ্ট করিতে প্রয়াস করেন, তাহা হইলে কুলিয়া-বাসিগণ অভিসন্ধি-মূলে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান কিন্তু ঐরূপ একটী প্রমাণ-বর্জ্জিত কথাদ্বারা চাপা পড়িতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সদানন্দ বাবু আগম-বাগীশ-বংশীয় হওয়ায় প্রাচীন কুলিয়াকে 'নদীয়া' বলিয়া স্থাপনপূর্ব্বক সহরের অপলাপ করিতে হইবে, এরূপ বিচার সঙ্গত নহে বলিয়াই মনে হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ট্রিগোমিট্রি-কাল সার্ভে ম্যাপ—যাহা উড্‌ফীট্ হইতে বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে যেখানে কোল, কোল আমাদ, গদখালির কোল প্রভৃতি স্থান এবং বিশেষতঃ কুলিয়ার পত্তনের নাম প্রকটরূপে উল্লিখিত আছে। কালী-নগর মহিস্থলার উত্তরাংশে কোলদ্বীপের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থানাদি অসংখ্য প্রমাণ আগমবাগীশের প্রাচীন কুলিয়ার বাসস্থান প্রমাণিত করিবে। বিষয়ান্ধ-পোষণ-কল্পে প্রকৃত প্রমাণ আবশ্যক। যে সকল উক্তিতে সমস্যাময়িক কালের ধারণায় ভ্রান্তি আছে, সেই সকল উক্তিতে কোন প্রকারে আস্থা স্থাপন করা যায় না। প্রত্যেক প্রমাণ প্রামাণিকতামূলে সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। নতুবা "শম্বুকী মর্ গয়া" শুনিয়া রাজ্যের যাবতীয় ব্যক্তির শ্মশ্রু-গুম্ফ ও কেশ ছেদন করা বিহিত নহে। এক মন্ত্রীর গর্দ্দভের নাম "শম্বুকী" ছিল, তাহার শোকে অধীর হইয়া তিনি শ্মশ্রু-গুম্ফ ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া দেশসুদ্ধ লোক শম্বুকীর অনুসন্ধান না করিয়াই কেশাদি ছেদন করিয়া-ছিলেন। পরিশেষে স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের পরিতাপ করিতে হইয়াছিল: বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই যে প্রাচীন কুলিয়া, তদ্বিষয়ে যে সকল অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া নিতান্ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় মাত্র। এখন সময় আসিয়াছে যাহাতে ভিউনিসিপ্যাল সংস্রবাসি পূর্ব্ব ঐতিহ্য আলোচনা-মূলে ঐ সহরকে "প্রাচীন কুলিয়া" বলিয়া অভিসংবোধিত সত্যরূপে বুঝিতে পারিবেন। এই অকিঞ্চিৎকর প্রমাণকে দৃঢ় বলিবার দুঃসাহসিকতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের সাহসকে আমরা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ সমূহে যাঁহারা আস্থা স্থাপন করেন না অথচ তাঁহাদের অবাস্তব উদ্দেশ্যের অনুকূল পূর্ব্ব গল্পগুজবকেই "দৃঢ় প্রমাণ" মনে করেন, তাঁহাদিগের দুরভিসন্ধির পূরণ ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ সংখ্যার পর)

(১৩) আজ প্রায় ৪০।৪২ বৎসর পূর্ব্বের কথা —যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণনগরে সিনিয়র ডেপুটী কালেক্টরের পদে ছিলেন, তখন তিনি কালেক্টরীতে রক্ষিত কুইনকুইনিয়াল সেটেল্‌মেণ্টের কাগজে শ্রীমায়াপুরের নাম দেখিতে পাইয়া তাহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানটী নির্দ্দেশ করিতে তৎপর হন। তাঁহার সহকারী সব ডেপুটী-কালেক্টর হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই কৃষ্ণনগরে কাননগোর পদে থাকাকালে এই শ্রীমায়াপুর এবং বল্লালদীঘী প্রভৃতি স্থান স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তিনি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেনেল সাহেবের সার্ভের নথি প্রভৃতি কাগজ হইতে এই স্থানটীর যে নিদর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জ্ঞাপন করেন।

সহর নবদ্বীপ-বাসী মহেন্দ্রবাবু ডেপুটী, রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, হেমবাবু সব্‌ডেপুটী, দ্বারিকবাবু ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার, শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার, কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত, কালেক্টরীর পোদ্দার প্রভৃতি প্রায় ৮।১০ জনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ওভ্‌ক্রাইডের ছুটীতে বজরাপথে শ্রীমায়াপুরে শুভাগমন করেন। মাপ ও কাগজপত্র মিলাইয়া এবং স্থানীয় বহু বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট বাচনিক অনেক কথা শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমানে যে স্থানে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন, এই স্থানই —শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান। কৃষ্ণনগর-নিবাসী বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত মহাশয় এখনও সেই কালেক্টরীর পোদ্দারের কার্য্যেই ব্রতী আছেন। তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই সাধারণে সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন। দ্বারিকবাবু, হেমবাবু, নফর বাবু প্রভৃতির উপস্থিতিতে যখন ঐ জমি মাপ জোপ করা হইতেছিল, তখন লালবিহারী বাবু নিজের হাতে নিদর্শন-চিহ্ন প্রোথিত করিয়াছিলেন এবং সেই সুপ্রাচীন সুবৃহৎ নিম্বতরুর গুঁড়িটী যেখানে ছিল, সেই স্থান নিজের চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন।

(১৪) নিম্নে আর দুইটী অকাট্য প্রমাণ ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। ইহা পড়িয়া সুধীব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর কোথায়? প্রথমটী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সাময়িক পত্রের ষষ্ঠখণ্ড ৪৪২ পৃষ্ঠা "ভাগীরথীর উপকূলে" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল—

"প্রাচীন নদীয়ার প্রাসাদ সমূহের ভগ্নাংশে সমস্তই নদীগর্ভগত হইয়াছে। প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গানদীর কৃষ্ণনগরের উপকূলে ছিল বলিয়া কৃষ্ণনগর জিলাকে 'নদীয়া জিলা' বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট, পরে নদীয়া সহর নদীর অপর পারে থাকায়, ঐ সহর বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের এক ভদ্রলোক নদীয়ার মৃত্তিকাভ্যন্তরে ৮ হস্ত নিম্নে মৎস্যকঙ্কাল খনন করিয়া বাহির করেন।

নদীয়ার উত্তরাংশে বল্লালদীঘী-গ্রামে বল্লাল সেনের সুপ্রসিদ্ধ রাজভবন ছিল। তথায় পূর্ব্বে অনেক দেবমন্দির ছিল, কিন্তু সেগুলি সমস্তই নদীতে কবলিত হইয়াছে।"

(১৫) দ্বিতীয়টী সার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিত "রাজীয় ভারত" নামক গ্রন্থের ২০৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত—

"প্রাচীন হিন্দু রাজধানী নদীয়া কলিকাতা হইতে ৬৫ মাইল উত্তরে দুইটী নদী-সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। ... এই স্থান হইতেই বঙ্গের শেষ হিন্দু নৃপতি মুসলমানগণের আগমনে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। এই স্থানেই পঞ্চদশ-শতাব্দীতে শুদ্ধবৈষ্ণবতার অবতীর্ণ হন এবং হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারে ব্রতী হইয়া পাশ্চাত্য সুধারের লীলাভিনয় করেন। ইতিহাসের প্রাগবস্থা হইতে এই স্থানেই সংস্কৃত বিদ্যার অধ্যাপনা-কার্য্য সাধিত হইত। কঠিন দার্শনিক-তত্ত্ব সমূহ অচঞ্চল বিদ্যার্থী বালা হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিত।

আমি পুতাত্মঃকরণে ভারতীয় প্রাচীন অন্বেষণে অবতরণ করি। কোন দেবমন্দিরের বারান্দা হইতে একটী সুলকায় উদারমতি সাধক মালায় হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহার ধর্ম্মের মূলপুরুষের অবস্থান কোথায় জানিতে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন, ভাগীরথী প্রথমেই পবিত্র নগরটীকে দুইভাগে ছিন্ন করিয়া—নগরকে প্রদক্ষিণ করিয়া—প্রবাহিত হইয়াছে প্রাচীন মূল নগরীর অবশেষ নদীর অপর পারেই অবস্থিত হইয়াছে। যেখানে নদী প্রবাহিত হইয়াছে, গর্ভস্থ মৃত্তিকা পূর্ব্ববঙ্গগুলিকে আবরণ করিয়াছে।

(১৬) ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কায়স্থ-কৌস্তুভ' নামক গ্রন্থে বল্লাল সেনের রাজধানী মায়াপুর নবদ্বীপেই অবস্থিত ছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

(১৭) কাশীমবাজার পেনিনসুলা মাপে কলিযুগের সংস্থান প্রভৃতি বিচার করিলে শ্রীমায়াপুরের সংস্থানও স্পষ্টভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়।

(১৮) এতদ্ব্যতীত ২৫ বৎসরের 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকা, ৬ বৎসরের 'গৌড়ীয়', তিনবৎসরের নদীয়া-প্রকাশ "নদীয়ার-অবস্থিতি-মীমাংসা," 'আদিম নদীয়ার কথা' প্রভৃতি পত্র ও গ্রন্থে বিবিধ প্রমাণ-বাক্য দ্রষ্টব্য।

(ক্রমশঃ)

কপটতা দরিদ্রতার মূল

বৈরাগীবন্ধুরও কপটতার সীমা নাই। তাহারা নিজের প্রয়োজন মত কতকগুলি কথা গোপন করে ও কতকগুলি মিথ্যা কথার আবরণে নিজ পক্ষ সমর্থন করে। জড়-বস্তুতে আসক্ত হইয়া ভোগীর স্থান অধিকার করে, আর বাহিরে নিজের কৃত্রিম বৈরাগ্য দেখাইয়া লোকের নিকট অবৈধ সম্মান আশা করে। শুদ্ধভক্ত এইরূপ ঘৃণ্য কপটতাকে অন্তরের সহিত বর্জ্জন করেন। এই কথার নমুনা আমরা প্রতি পদে পদে লক্ষ্য করিলেও একটী অতি বিস্ময়াবহ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। শ্রীধাম মায়াপুরের অবস্থান ঐতিহ্য ভূগোল কিম্বদন্তী ও নানাবিধ প্রমাণ বলে নিরূপিত থাকায় তদ্বিরুদ্ধে কপটতারহিত সজ্জন বুদ্ধিমান জনগণ পরম সন্তোষের সহিত সত্যের অনুমোদন করেন, আবার সেই কথা জানিয়া শুনিয়া স্বার্থান্বেষী কপটদল বিপ্রলিপ্সাবশে কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক দুষ্টবুদ্ধি লইয়া ঐ প্রমাণগুলি অস্বীকার করিয়া ঐতিহ্য-ছলনা, চিত্র-ছলনা ও নানাবিধ অপ্রামাণিক কথাকে প্রমাণ বলিয়া স্থাপন করে। অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচারছলনা নিতান্ত কদর্য্য-স্বভাব জনগণই করিয়া থাকে—এ কথা তাহাদের একবারও হৃদয়ে উদিত হয় না। অর্থসংগ্রহের দুর্দ্দাসনা অন্তর জয় করিয়া যখন কামিনীকুল বিফল-মনোরথ হয়, তখনই তাহারা সজ্জনের বিদ্বেষ ও নিজ নিজ অন্তর চিত্তবৃত্তি সাধুর স্কন্ধে আরোপ করিতে ত্রুটী করে না। তখন তাহারা লোচনদাসের কবিতা "সংসারে মজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি, না শুনিলি সাধুর কথা" মুখে উচ্চারণ করিয়াও অসাধু-পথে চলিতে থাকে।

কপট বৈরাগী অন্যের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। তাহারা মনে করে যে, তাহাদের মত ছলবৃত্তি লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিষ্কপট জনগণ পরনারী পোষণে লক্ষ-অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু আবার যখন দেখে যে নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ পরার্থকে 'পরার্থ' জানিয়া ভগবান ও ভক্তের সেবাকার্য্যেই অর্থ ব্যয়িত করেন, তখন তাহাদের নিজ নিজ দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া পর-গঞ্জনা-সহনে পরাঙ্মুখ হইয়া পর-নিন্দা করিয়া বসে। পরচর্চ্চকের গতি কোন কালেই হইবার নহে জানিয়াও নিজের কদর্য্য স্বভাব পরস্ব অপহরণকে ধর্ম্ম-সংগ্রহের উপায় বলিয়া স্থাপন করে। শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ পরদ্রব্য অপহারীকে উত্তরোত্তর আরোও পাপে লিপ্ত করিয়া পরিশেষে সংহার করেন। আমরা শত শত মিথ্যাবাদীর কথায় কর্ণপাত না করিলে, মিথ্যাবাদীগণ আপনা হইতে পালিয়া যায়। অপস্বার্থের খাতিরে এ হেন দুষ্কার্য্য নাই যে তাহারা করে না। তজ্জন্য কোন কোন বিজ্ঞ লোক বলেন, মহাভাগবতগণ নারকীগণের আসুরিক প্রবৃত্তির উপশান্তির জন্য প্রতীপগণকে বুঝাইতে যান না। যাঁহারা অর্থ-লোভে আক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের ছলনায় ভাগবত-পাঠী হন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নিজ দাসগণের সহিত তাঁহাদের কাপট্যপূর্ণ অর্থ সংগ্রহের ব্যবসায়কে সম-শ্রেণীস্থ মনে করেন। তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না যে নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সংগৃহীত অর্থ ও হরিসেবার অর্থে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। পরদারাপহারী বুঝিতে পারেন না যে অপরের ক্ষতি করিলে তাহার ক্লেশের পরিমাণ নিজ ক্লেশের সহিত সমান, তজ্জন্য তাদৃশ ঘৃণ্য কর্ম্মে উদ্যোগী হওয়া উচিত নহে, একথা তাহাদের মনোমধ্যে গৃহীত হয় না। সেই হেতু ভগবান্ কখনও তাহাদের সেবা গ্রহণ করেন না। তাহারা আপনাদিগকে ভক্ত সাজাইয়া

লোক বঞ্চনা করে মাত্র। শুদ্ধভক্তগণ কোন প্রকারে পরাধীন, পরধনা হারী শুষ্কবিদ্বেষিজনগণের সহিত কখনও সম্ভাষণ করেন না, কখনও তাহাদের সহিত উপবেশন করেন না এবং কোনপ্রকারে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না, এই সকল কথা বুঝিয়া ও লোকের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে বলিয়া তাহাদিগকে অহঙ্কারী বলাইবার যত্ন করেন। শুদ্ধভক্তগণ মহাজনের উপদেশ-ক্রমে কোন প্রকারের গ্রাম্যকথার প্রশ্রয় দেন না বা যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গিগণের কোন চেষ্টা-মাত্রা থাকেন না একথা বুঝিতে পারিয়াও ছলসন্ধানকারিগণের সহিত যোষিৎসঙ্গিগণ আপনাদিগকে সম্প্রদায়ে গণনা করারূপ ছলনা প্রদর্শন করেন। যোষিৎ-সঙ্গিগণের আবেদন নৈতিক-চরিত্র-বিহীন সমাজে আদৃত হইলেও তাহারা কখনই অন্যের সহিত সম্ভাষণ বা এক-যোগে কার্য্য করেন না। যেকাল পর্য্যন্ত পারিষ্ঠ ক্ষীণপুণ্য-জনগণ মহাপ্রসাদ, ভগবন্নাম, শ্রীভগবদর্চ্চা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট না হন, তৎকালাবধি সেই ক্ষীণপুণ্য-জনগণের সঙ্গ শ্রীচৈতন্যদাসগণ স্বীকার করেন না।

যদবধাই ভক্তিবিদ্বেষিজনগণের সহিত যে শুদ্ধভক্তগণ মিশিতে পারেন না, এ কথা ভাগবতের পাঠক সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া বিপক্ষাবলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী-সঙ্গ করিতে অনুরোধ করা বা বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত নহে। শুদ্ধভক্তগণ কখনই এই অন্যায় আবদারের আস্কারা দেন না। ধনের পরিমাণ, অপরা-বিদ্যার পরিমাণ, স্বাস্থ্যের পরিমাণ, বয়সের পরিমাণ, সাময়িক উচ্চপদের পরিমাণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীচৈতন্যদাসের মাপ হইতে পারে না। যেমন মূর্খ নিরক্ষর জীব শিক্ষিত ব্যক্তির লেখনীর আদর করিতে জানে না—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়কে সমান পণ্ডিত দেখে কিন্তু এইরূপ সমন্বয়বাদ হাস্যোদ্দীপক মাত্র।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে—নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎ-সব এবার মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। আর একটী সুসংবাদ এই যে, এবার শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে শ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্ত্তনমুখে ভজনমন্দিরাদিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামিগণের তিন দিবস ব্যাপী বক্তৃতা, পাঠ ও সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব হইয়াছিল। মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক উৎসব দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, ধনবান, নির্ধন, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই উৎসবে যোগদান করিয়া অকাতরে বিতরিত ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ ও হরি-কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী প্রভৃতি স্থানীয় জমিদারগণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

Birth-Site of Sree-Gouranga

QUOTED FROM THE FORWORD

Calcutta April 20, 1928.
To The Editor, "Forward".

Sir,—I notice a meeting was held at the Albert Hall in connection with the finding out of the birth-site of Sri-Gouranga, in which Mr. B. C. Pal suggested to approach the Archaeological Department to send competent men to Nabadwip to find out the temple constructed by the late Dewan Ganga Gobinda Singha, which has no public utility what-so-ever being a purly domestic concern in it-self, The Archaeological Department and antiquarians would, however, do very well if they turn their attention to excavate and open out the old heaps of the ruins of Ballal Sen's Palace and Suharnabihar Site instead of engaging themselves in finding out the Dewan's household deity, which was long washed away by the Ganges.

The fragments of the old building of the late Dewan, it is told, might be traced out in the deep waters of the Bay near Gangasagar in the district of 24-Parganas, the very discovery of such fragments of the old temple will then decidedly baffle the attempts of these new seekers of the birth-site of Sri-Gouranga.

The speakers of the meeting proved their one-sided view being admirers of a man who was alleged to be conducting the business for a long time with some ulterior motive. So, an affective measure should be adopted to put a stop to the activities of the party. Their activities might injure the propagation of the pure Bhakti-cult.

I, therefore, request that the public who are interested in the matter should hold a meeting with unprejudiced men which would appoint persons who can truly advance the cause.

yours etc,
Narendra N. Chakravarty
Calcutta.
Ic. 4. 28.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ১৯শে মে, ১৯২৮

৬ষ্ঠ খণ্ড | ৩৯শ সংখ্যা

লোক-প্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধান

মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে—সমাজের আবহাওয়ার মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া থাকে, কাজেই সে সমাজের অভিমতকে অতিক্রম করিতে পারে না। সমাজ 'ভাল' বলিলে তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে আর সমাজ 'মন্দ' বলিলে তাহাকে মরমে মরিয়া যাইতে হয়। মানুষ সমাজের অভিমত অনুসারেই 'বড়' ও 'ছোট'। সমাজের চিন্তা-স্রোতে যিনি চিন্তা মিলাইতে পারিয়াছেন—সমাজের অধিকাংশ লোকের অনুমোদনে যিনি অনুমতি দিতে পারিয়াছেন—সমাজের কোন বিশিষ্ট বেদনায় যিনি ব্যথিত হইতে পারিয়াছেন—সমাজের কোন করুণ-রাগিণীর সহিত যিনি সহানুভূতির সুর মিলাইতে পারিয়াছেন, তিনিই সমাজের প্রিয় হইতে পারিয়াছেন সমাজের 'ভয়'—'বড় ভয়', সমাজ 'এক-ঘরিয়া' করিবে—এ আতঙ্কটী যেন সাক্ষাৎ যম-ভয় হইতেও অনেক বেশী। ইহার মূল কারণটী কি, তাহা কি আমরা কেহ অনুসন্ধান করিয়াছি? লোকপ্রিয়তা বা জন-প্রিয়তানুসন্ধিৎসাই ইহার কারণ। মানুষ মনুষ্য-সমাজের কাছেই প্রিয় হইতে চায়, পশু-সমাজের নিকট মানুষের প্রিয়তা বা অপ্রিয়তায় কিছু আসে যায় না। যদি মনুষ্য-সমাজ পশু-সমাজের নিকট 'অপ্রিয়' হওয়া সত্ত্বেও পশু-সমাজের দ্বারা মনুষ্য-সমাজের প্রিয়তানুসন্ধান সমর্থন করে, তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজ পশু-সমাজের প্রিয়তা, অপ্রিয়তা, বা মতামতের দিকে না তাকাইয়া মনুষ্য-সমাজেরই প্রিয়তা-অর্জ্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আবার পশু-সমাজের মনুষ্য-সমাজের প্রতি ব্যবহারও তদ্রূপ। মনুষ্য-সমাজের অপ্রিয় হইতে হইবে বলিয়া সিংহব্যাঘ্রাদি-পশু-সমাজ কখনও নিজ-সমাজের প্রিয়-ধর্ম্মে উদাসীন হয় না। এইরূপ সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা 'জাতীয়তার ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচারিত ও প্রশংসিত হইলেও ইহার মূলে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণৈষণাই রাজত্ব করিতেছে। এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির চেষ্টাটী ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সাধারণ মানব ও প্রত্যেক পশু পক্ষী অনুসন্ধান করে বলিয়া উহা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ সমাজের আবশ্যকতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্যষ্টি-সঙ্ঘ-রূপ সমাজ-সমষ্টি বা লোক-মণ্ডলীর প্রিয়তানুসন্ধানের মূলে ব্যষ্টির ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-সুখানুসন্ধানই উদ্দিষ্ট হইতেছে। এরূপ লোক-প্রিয়তা বা জন-প্রিয়তার অনুসন্ধানে কতদূর নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান সম্ভবপর তাহা বিচার্য্য।

যাঁহারা এই সমাজের আবহাওয়ায় অনুক্ষণ চলাফিরা করিতেছেন, তাঁহাদের বিচারে কিন্তু লোক-প্রিয়তাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কামনার বস্তু। তাঁহাদের এইরূপ বিচার-প্রণালী হইতে তাঁহারা জন-মতকেই সর্ব্ববিষয়ের চূড়ান্ত

মুণ্ডবিধাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জন-মত রাজনৈতিক সর্ব্বকার্য্যের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা হৌক ক্ষতি নাই, কিন্তু জনমতকে অতিমর্ত্ত্য-ব্যাপারের দণ্ড মুণ্ডবিধাতা বলিয়া বিচার করিলে বিচারকারীর যে অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর জন-মত বা লোক-প্রিয়তানুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণের নাই।

আমরা প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে লোক-প্রিয়তাই অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুসন্ধান করি বলিয়া জন-মতকেই সত্য-নির্ণয়ের পরিমাপক-যন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লই। আমাদের ধর্ম্মাড়ম্বরের ছলনার অন্তঃপুরে লোক-প্রিয়তাই পাটরাণী হইয়া বিরাজ করে। যখন আমরা ধর্ম্মকর্ম্মে বা সত্য-নির্ণয়ের শোভাযাত্রায় জনমতকেই গজারূঢ় করাইয়া তাহার গলায় জয়মালা দেই তখনই নেপথ্য-প্রদেশ হইতে সেই অন্তঃপুরবাসিনীর গুপ্ত চকিত চাহনীটী নিরপেক্ষ দর্শক-গণের চক্ষে পড়িয়া যায়।

আমরা লোকপ্রিয় হইবার জন্যই ধর্ম্মের সজ্জা গ্রহণ করি। ধর্ম্মটা যেন সমাজের অতীব নিম্নস্তরের অজানা, অচেনা, কুঁইফোড় মানুষকেও সহজেই দশটা সামাজিক লোকের নিকট introduced (পরিচিত) করাইয়া দিবার একটা medium (মধ্যবর্ত্তী উপায়) বিশেষ। যিনি দশটা লোকের নিকট Introduced (পরিচিত) হইবার অন্য কোনও medium (মধ্যবর্ত্তী উপায়) পান না, তিনি এইরূপ ধর্ম্মকেই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও সহজ medium বলিয়া স্থির করেন। যে ধর্ম্মের যাজনে বা যে ধর্ম্মের সহিত কোনরূপ সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া আমাদের লোক-প্রিয়তার লাঘব হয়, সে ধর্ম্মে বা সেরূপ ধার্ম্মিকগণের সহিত আমরা কিছুতেই ভিড়ি না। অনেক সময় কপটতা করিয়া আমরা কেহ কেহ তাহাদের সহিতও মুখে একটা জানমাদুষী চাল রাখি বটে; কিন্তু বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে—যেখানে দেখি লোক-প্রিয়তার হানি হইবে, সেখানে আদৌ যাইতে চাই না। কেহ কেহ বা লোক-প্রিয়তা-নিরপেক্ষ-ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যে কোনও উপায়ে একটা অভিযান উপস্থিত করিয়া লোক-প্রিয়তা অর্জ্জনের একটা বেশ সুগম উপায় খুঁজিয়া লইয়া থাকি। কখনও বিচার করি, লোক-প্রিয়তা-নিরপেক্ষ-ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতে গেলে আমাদের যখন কোনরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণই হইবে না—লোক-প্রিয় হইতে পারিব না—অল্প সময়ের ভিতরে আত্মভক্ত বাজাইতে পারিব না, তখন সে পথে গিয়া লাভ নাই। প্রকৃত ভগবদ্ভজনের অনুকূল পথে গেলে যখন সাত জন্মের আবশ্যক হয়, আর প্রতিকূল পথে গেলে যখন তিন জন্মেই কাজ উদ্ধার হয় আর তা'তে আপাত-উন্মাদনাও আছে—বিশেষতঃ যে জগতে বাস করি, সে জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই যখন সেইভাবে ভাবিত, তখন এরূপ পথে চলিলেই অতি সহজে বহুলোকের প্রিয় হওয়া যাইবে। এরূপবিচারে অনুকূল-পথ না লইয়া আমরা প্রতিকূল-পথেই ধাবিত হই—অনুকূল-পথে কৃষ্ণের ভোগ আর প্রতিকূল-পথে কৃষ্ণকে ভোগ-বিরহিত করিবার চেষ্টা। সুতরাং অনুকূল-ভজনময়ী সবিশেষ-গতির অনুসন্ধান করিয়া কৃষ্ণের খাতায় আমার পরিশ্রমের বিত্ত জমা করিয়া লাভ কি? কৃষ্ণকে দেউলিয়া করিয়া 'আমার দাঁড়ে ছোলা' এই নীতিপুষ্টা প্রতিকূলময়ী নির্ব্বিশেষ-গতি যখন লোক-প্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে, তখন তাহাই আমার আদর্শ হউক। আমাদের এইরূপ চতুরালি কিন্তু বিষ্ঠা-ভোজী বায়সের অতি চতুরতার ন্যায় আত্মবঞ্চনারই কারণ হয়। ভক্তের প্রতি বিদ্বেষে অনন্তকাল কুম্ভীপাক-যন্ত্রণাই লাভ হইয়া থাকে। সেই কুম্ভীপাক কখনও অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তির নাগর-দোলায় অপরাধীকে পাক দিতে থাকে, কখনও বা ধর্ম্ম অর্থাৎ লৌকিক সুখ, অর্থ এবং কামনার মরীচিকায় ধাবিত করাইয়া অপরাধীকে অনন্তকাল মায়ামরুতে ঘুরাইতে থাকে।

লোক-প্রিয়তানুসন্ধানের মাত্র দুই চারিটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। আমরা মনে করি, যদি লোক-প্রিয়-সমাজের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি—কোন এম, এল, সি, কোন পি, এইচ, ডি, বা এল, এল, ডি, কিংবা কোন মহামহোপাধ্যায় মহাপ্রভুর কোন কথা কৃপা পূর্ব্বক অনুমোদন করেন, তাহা যতই সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা রসাভাসদুষ্ট হৌক না কেন, ক্ষতি নাই, তাহা হইলেই যেন মহাপ্রভু তাঁহার কোটী পুরুষ সমেত উদ্ধার হইয়া যান। এম, এল, সির সুপারিশ-পত্রে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম লোক-সমাজের পাতে দিবার মত একটা বস্তু বলিয়া গণ্য হয়, নতুবা মহাপ্রভুকে কে-ই বা চিনে, আর মহাপ্রভুর কথা কে-ই বা

শুনে? স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে প্রদীপের আলো আনিয়া দেখিবার ন্যায়—আমাদের এইরূপ বিচার! আমরা লোক-প্রিয়তাকে কত বড় মনে করি।

আমরা মনে করি, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সংখ্যা খুবই কম—অস্পৃশ্য, অচলনীয়, ছোট, হীন, দরিদ্র, অশিক্ষিত, স্বল্প-শিক্ষিত যত 'অকেজো' 'অপদে' লোকগুলিই এ ধর্ম্মে প্রবেশ করে। সুতরাং মহাপ্রভুর ধর্ম্ম—ছোট ধর্ম্ম—সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম, আর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যপাদাদি-প্রচারিত ধর্ম্ম কিরূপ জন-প্রিয়-ধর্ম্ম—ভারতবর্ষের যত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কুলীন, পণ্ডিত, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, রাজা, মহারাজা, সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যক্ষম, সমর্থ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি সকলেই সেই ধর্ম্মের গ্রাহক; সুতরাং সেই ধর্ম্মই মহা উদার! কারণ উহা জন-প্রিয়—লোক-প্রিয়। একবার লোক-প্রিয়-সমাজ-বরেণ্য কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মটীই পরম সত্যপূর্ণ উদার ধর্ম্ম; যেহেতু বর্ত্তমান সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় বহু তাবাবিৎ পরম পণ্ডিত ও মহা ধনবান ব্যক্তি সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত। বাগ্মীশ্রেষ্ঠ, সুপুরুষ ব্রহ্মানন্দ-কেশবচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট্ কবীন্দ্র রবীন্দ্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ডাক্তার শীল সকলেই সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত। অর্থাৎ তাঁহার যুক্তি এই যে, সামাজিক লোক-প্রিয়তা ও জন-প্রিয়তাই সত্যের পরিমাপক-যন্ত্র!

আমরা অনেক সময়ই লোক-সংখ্যা দেখিয়া ধর্ম্মের উদারতা, অনুদারতা, সাধু-গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব ও অবরত্ব পরিমাপ করিয়া থাকি! ইহার অন্তরালেও সেই কপট-অবগুণ্ঠন-বতী, সেই লোক-প্রিয়তা-কুহকিনী নৃত্য করিতেছে। আমরা মনে করি, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আর কয়জনই বা গ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্কর ও বুদ্ধের প্রচারিত মতে লোক-সংখ্যা কত বেশী! কেহ কেহ এখানে বলিতে পারেন যে, মহাপ্রভুর মত বুদ্ধ ও শঙ্করের অনেক পরে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়াই মহাপ্রভুর ধর্ম্মগ্রহণকারী লোকের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু বিচার করিলে ইহাই কারণ নহে; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের চারি-শত বৎসর পরে মহাপ্রভুর অনুকরণে আধুনিক যে সকল ধর্ম্মমতের (!) সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের মত অতি অল্প সময়েই জগতের লোক বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। আর মহাপ্রভু কে ছিলেন ও কি করিয়াছিলেন, বাংলা দেশেরই অনেক লোক তাহা জানেন না। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিম গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বাংলার অনেক শিক্ষিত লোকও দেখেন নাই, কিন্তু অন্যান্য অনেক পাঁচালি-পুঁথি, অনেক পুস্তক, বহু পরে রচিত হইয়াও বাংলার ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জির ন্যায় প্রচারিত রহিয়াছে কেন? মুড়ি-মিশ্রী-সমন্বয়ের ধর্ম্মে লোক-প্রিয়তা লাভ করিতেছে বলিয়াই উহা বহির্ম্মুখ-লোক-সমাজে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই প্রেয়ের অনুসন্ধান করেন। প্রকৃত শ্রেয়ঃ খুঁজিয়া দেখিবার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, নিষ্কপট অভিলাষ বা ঐকান্তিকী চেষ্টা তাঁহাদের নাই। জাগতিক-সংঘর্ষ-ব্যাপারটী অন্য ভাষায় বলিতে গেলে—'লোক-প্রিয়তা' ছাড়া আর কিছুই নহে। সকলের মন রাখিয়া চলা—কাহারও বিরুদ্ধে কিছু না বলা—(শ্রেয়ঃকথা বলিলেই যে রোগী চটিয়া যাইবে—আর গ্রাহক থাকিবে না) এক কথায় কপটতার ধর্ম্ম—আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনার ধর্ম্ম—প্রেয়ো ধর্ম্মের নামান্তরই—জাগতিক সমন্বয়ের ধর্ম্ম। কাজেই লোক-প্রিয়তা-প্রার্থি-সমাজ সেইরূপ ধর্ম্মেই তাঁহাদের বাহিত মধু আস্বাদনের লোভে দলে দলে আসিয়া জুটিয়া থাকেন। প্রকৃত বিচার তাঁহারা কিছুতেই শোনেন না। ইহা একটু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বর্ত্তমান বিচারক-সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন কি?

শাস্ত্রীয় বিচার মতে মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপতত্ত্ব। বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি কেহ বা সেই স্বয়ংরূপের অংশ-কলা-রূপ অবতার, কেহ বা ভগবদাদেশে বহির্ম্মুখ-জীব-মোহন-কার্য্যে ভারপ্রাপ্ত—শক্তিশালী জীব-বিশেষ। শাস্ত্রেও রহিয়াছে, বুদ্ধ ও শঙ্কর অসুর-মোহনার্থ কল্পিত ও আচ্ছাদিত মত প্রচার করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবানের প্রচারিত অদ্বৈতত্ব-সত্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের গ্রাহক অপেক্ষা সেইরূপ লোক-বিমোহনকারী মতের গ্রাহক এত অধিক হইল কেন, তাহা একটু অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, লোক-প্রিয়তার 'বিমুখতা' আছে বলিয়া তাহাই অনাদিবহির্ম্মুখ-জীবের প্রিয়। জগতে ভগবৎ-প্রেরিত

মহাপুরুষ ও তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত দুই চারি জন ছাড়া আর বাদ-বাকী সকলেই বহির্মুখ। সুতরাং এ যাবৎ প্রেয়ঃকথাই লোক-প্রিয় হয়, আর গতানুগতিক-ন্যায়ানুসারে সেই লোক-প্রিয়তাই লোকের অনুসন্ধানের বিষয় হয়।

যে মতটী অসুর-মোহনার্থ ভূতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এত লোক-প্রিয় হইয়া পড়িল যে, লোক-সমূহকে সেই মতগ্রাহ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য এবং তৎপরে স্বয়ং বিভুর অবতরণ আবশ্যক হইয়াছিল। এক শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রচারিত মত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য, রামানুজ ও মধ্ব—এই আচার্য্যচতুষ্টয়, তাঁহাদের অসংখ্য অনুগতবর্গ ও তৎপরবর্ত্তিকালে আচার্য্যলীলাভিনয়কারী সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অভ্যুদয়। কিন্তু যে মত চারি চারি জন আচার্য্য এবং সপার্ষদ স্বয়ং ভগবানের দ্বারা "অসৎ মত" বলিয়া নিরস্ত হইল, সেই মত আজ পর্য্যন্ত এত লোকপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে কেন? তাহা হইলে দেখা যায়, লোক-প্রিয়তা এত বড় যে, সেখানে আপ্ত-বাক্য, মহাজন-বাক্য, এমন কি স্বয়ং ভগবানের বাক্য পর্য্যন্ত অনাদৃত হয়! সেই নির্ব্বিশেষ মতকে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমানে যে সকল নূতন নূতন মত সৃষ্টি হইতেছে—যে সকল মত সমন্বয়ের আপাতমোহন বেশ লইয়া পরিণামে সেই নির্ব্বিশেষ-মতেই আপনাদিগের শেষগতি খুঁজিতেছে, সেই সকল মতগুলিই কিন্তু এই জগতের লোকের নিকট খুব বেশী প্রিয়। নিরপেক্ষভাবে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বাস্তব সত্যানুসন্ধান নহে—তাহা লোক-প্রিয়তানুসন্ধান মাত্র। বহির্ম্মুখ মানুষ জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে লোক-প্রিয়তাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বরণ করে। প্রকৃত সত্য অনেক সময়েই লোক-প্রিয়তার প্রতিযোগী বা নিরপেক্ষ বলিয়া সেখানে লোক খুব কম জোটে।

সত্যের রাজ্যে প্রবেশের প্রথম সোপানই গুরুপাদাশ্রয়। "আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ", কিন্তু সেই গুরুপদাশ্রয়রূপ মূল ব্যাপারটীতেও লোক-প্রিয়তারই পূর্ণ আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অন্তরের অন্তস্তলে অকৈতব-সত্যানুসন্ধান না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে লোক-প্রিয়তানুসন্ধান করি বলিয়াই লোক-প্রিয়তার তুলাদণ্ডে সাধু-গুরুর গুরুত্ব ওজন করিতে চাই। যিনি অধিক লোকপ্রিয়, তাঁহাকেই আমরা 'মহাপুরুষ', 'সাধু' বা 'গুরু' বলিয়া মানিয়া লই। যিনি অধিক সংখ্যক জন-মত বা ভোট সংগ্রহ করিতে পারেন, আমাদের বিচারে তিনিই 'গুরু' অর্থাৎ 'জন-প্রিয়তা'ই গুরুর প্রধান লক্ষণ। যখন আমরা দেখিতে পাই যে, অধিক সংখ্যক লোক কিংবা রায় বাহাদুর; এম, এল, সি; এল, এল, ডি, ক্রোড়পতি প্রভৃতি জাগতিক সম্মানবিশিষ্ট লোক-সকল কোন ব্যক্তিবিশেষকে "গুরু" (?) রূপে স্বীকার করিয়া গুরুকে কৃতার্থ করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আমরা লোক-সমাজের দ্বারা কৃতকৃতার্থ সেইরূপ ব্যক্তিকেই 'গুরু' বলিয়া বরণ করিতে ধাবিত হই। ইহার মূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও জানা যায় যে, লোক-প্রিয়তাই আমাদের অন্তরে গুরুর আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে—আমরা বাস্তব-সত্যকে 'গুরু' না করিয়া ছলনাময়ী অবাস্তব-লোকপ্রিয়তাকেই 'গুরু' করিয়াছি।

আমরা চাই সমাজের দশটা লোকের সহিত চলিতে—দশটা লোকের নিকট হইতে প্রশংসা, সুপারিস পাইতে অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের মূলে ব্যবহারিকতা, সামাজিকতা বা লোক-প্রিয়তাই রাজত্ব করিতেছে। আমাদের ধর্ম্মের আচরণও সেই লোক-প্রিয়তা-সংগ্রহের জন্য। কঠোর সত্য যে লোকপ্রিয়তার অপেক্ষা করে না—'নিরপেক্ষ' না হইলে যে "ধর্ম্মরক্ষণ না যায়"—এ সকল কথা মুখে আওড়াইলেও ছলনাময়ী মায়া আমাদিগকে উহাদের তাৎপর্য্য বুঝিতে দেয় না—অন্ততঃ কার্য্যকালে আচরণ করিতে দেয় না।

আমরা ভুল করি কোথায়? আমরা মনে করি, জগতের এম, এল, সি; এল, এল, ডি; রায় বাহাদুর; মহামহোপাধ্যায় কিম্বা জন-মণ্ডলীর মতগুলিই আপ্তবাক্য। আর এখানে জগতের লোক-নিরপেক্ষ মহাজনের বাক্য সমর্থন করিবার বহু ব্যক্তি পাওয়া যায় না বলিয়া তাহা ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত। আমরা সামাজিকতাকে পারমার্থিকতার সহিত গোলমাল করি। সামাজিক সম্মানকে পারমার্থিক সম্মানের সহিত গোলমাল করিলে গোড়ায়ই গলদ থাকিয়া গেল। এম, এল, সি, রায় বাহাদুর বা মহামহোপাধ্যায় জগতের বহির্ম্মুখ-সমাজে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি হইতে

পারেন, কিন্তু পারমার্থিক-সমাজে তাঁহারা কে? এম, এল, সি বা মহামহোপাধ্যায় হইলেই যে তিনি কাম-ক্রোধাদি রিপু কিংবা ভ্রম প্রমাদাদি দোষের কিঙ্কর হইবেন না, ইহার নিদর্শনপত্র কি আছে? এই জগতে যে সকল ব্যক্তি লইয়া সমাজ-সমষ্টি গঠিত হইয়াছে—যে সকল জন লইয়া মণ্ডলী রচিত হইয়াছে—যে সকল সত্তা লইয়া সমিতি সংবদ্ধ হইয়াছে, শাস্ত্র বলেন, সেই সকল ব্যক্তি—সেই সকল লোক—সেই সকল সত্তার ষোল আনাই অনর্থযুক্ত অযুক্ত জীব; সুতরাং তাঁহাদের সামাজিক সম্মানকে যেখানে পারমার্থিক সম্মানের সহিত ষোল করিয়া সামাজিকতার মাপকাঠির দ্বারা সত্যের পরিমাপ করিতে যাওয়া যায়, সেখানে লোক-প্রিয়তার তাণ্ডব নৃত্য থাকিলেও অকৈতব সত্যের লেশ মাত্র নাই।

সামাজিক বিচার লইয়া আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি, জাতি-ব্রাহ্মণ, জাতি-গুরু, জাতি-পণ্ডিত ব্যতীত অপরে 'ব্রাহ্মণ,' 'গুরু' বা 'পণ্ডিত' হইতে পারেন না। কিন্তু এরূপ বিচারের মূলে কি, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? এখানেও ঐ সামাজিক-সম্মানকে পার-মার্থিক সম্মানের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলা হইয়াছে। অমুক ব্যক্তি 'গোস্বামী'-নামধারী, অমুক ব্যক্তি 'পণ্ডিত', সাহিত্যিক, উচ্চকুলে জাত, ভাল বক্তা, ভাল পাঠক, বহু লোকের মনোরঞ্জনে পটু; সুতরাং তাঁহার বাক্য—বেদবাক্য, পরমার্থবিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই একমাত্র সিদ্ধান্ত! এরূপ বিচারের মূলেও সত্যানু-সন্ধানাপেক্ষা লোক-প্রিয়তানুসন্ধানই বড় হইয়া উঠিয়াছে। কোন ব্যক্তিবিশেষ 'গোস্বামী'-নামধারী হইতে পারেন, 'পণ্ডিত', 'সাহিত্যিক', লোক-মনোরঞ্জনকারী বক্তা, পাঠক, মহামহোপাধ্যায় কিম্বা সুন্দর নধর অঙ্গবিশিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু এগুলি সমস্তই ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক বা লৌকিক-গুণ; তিনি সামাজিক-সম্মানের অধিকারী। সামাজিক-সভায় তাঁহাকে উচ্চাসন দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই সকল সামাজিক গুণ কখনও অবৈধভাবে পারমার্থিক-সম্মান দাবী করিতে পারে না। ঐরূপ সামাজিক সম্মানিত ব্যক্তি কি অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি কি ঐ সকল সামাজিক-সম্মানের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি কতটুকু পারমার্থিক হইতে পারিয়াছেন, ইহা পরমার্থের কষ্টি-পাথরে যাচাইয়া না লওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আদৌ 'পারমার্থিক' বলা যাইতে পারে না। তিনি যে পারমার্থিক-সম্মান পাইবার জন্য হরিজনের ছলনা দেখান, তাহাতেও একপ্রকার সামাজিক-সম্মান-প্রাপ্তিরই আকাঙ্ক্ষা। কই, পরমার্থ যদি তাঁহার সামাজিক-সম্মানটুকুর একটী কণিকার উপরও হস্তক্ষেপ করিতে যায়, তখন যে তাঁহাকে আর সেই পরমার্থের সহিত মিত্রতা করিতে দেখা যায় না। সামাজিক-সম্মানটী ষোল আনা বজায় রাখিয়া হরি-ভজনকারী বা পারমার্থিক হওয়ার ছলনা যদি সেই ষোল আনাকে পাঁচসিকায় পরিণত করিতে পারে, তবেই আমরা সেরূপ হরিভজনের অভিনয় দেখাই। আমরা চাই সামাজিক-সম্মানটী—সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যটী পূর্ণ মাত্রায় থাকুক, তার সঙ্গে উদ্বৃত্ত-প্রাপ্য-স্বরূপ পারমার্থিকগণের যাবতীয় সুবিধাগুলিও আমাদের ভোগের বস্তু হোক। আমরা কি আমাদের অন্তরের এই সকল কপটতা ধরিতে পারিয়াছি? ইহার মূলে কি?—সত্যানুসন্ধান নহে, ঐ লোক-প্রিয়তানুসন্ধান।

এইরূপ সামাজিক-সম্মানের চক্রবৃদ্ধি-ব্যাপিজ্যে লাভবান্ হইবার জন্য যাঁহারা হরিজনের ছলনা গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা নিরপেক্ষ-সত্যানুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-যাজনের আবরণে লোক-প্রিয়তা অর্জ্জন দ্বারা সামাজিক-সম্মান-পরিবর্দ্ধনকেই স্ব-স্ব অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা আদর্শরূপে বরণ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তিকেই আমরা 'ধার্ম্মিক' বা 'ভক্ত' বলিয়া মানিয়া লই। এই জাতীয় দুইটী কপট-ধার্ম্মিকের প্রশংসা-পত্র বা অভিমত লইয়াই আমরা সত্যের বিচার করি!

লোক-প্রিয় হইবার জন্য যদি কোন ব্যক্তি চরিনামের ছলনা, ধার্ম্মিকের সজ্জা, পরোপকারীর বেশ, নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান-কারীর অভিনয় কিংবা কীর্ত্তনকারীর অনুকরণ করেন, তখনই আমরা তাঁহাকে 'পরম-ধার্ম্মিক' বা 'ভক্ত' বলিয়া মানিয়া লই; আর যিনি লোক-প্রিয়তা-নিরপেক্ষ হইয়া কঠোর তিক্ত-সত্য বলিয়া থাকেন, তিনি সাধারণ-লোক-প্রিয় হইতে পারেন না বলিয়া বা সেরূপ কপটতা দ্বারা লোক-বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন না বলিয়া তাঁহাকে আমরা 'অভক্ত' 'অবৈষ্ণব' প্রকৃতি বলিয়া থাকি! একবার কুলিয়া-নবদ্বীপ-নগরে কোন গোস্বামি-পুত্রব অত্যন্ত লোক-

প্রিয় হইবার বাসনায় সকলের মধ্য দিয়া অনুক্ষণ 'গৌর' 'গৌর' শব্দের চীৎকার দ্বারা বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, নবদ্বীপের সকল লোকেই তাঁহাকে এক বাক্যে 'পরমগৌরভক্ত' বলিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; গোস্বামি-পুঙ্গবও এই সুযোগে লোক-প্রিয়তা-অর্জ্জনের জন্য বহুবিধ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন অর্থাৎ সকলকেই সমভাবে গাঢ়-প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিবার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। কখনও বা তিনি কুক্কুরের কর্ণে গৌর-নাম প্রদান করিতেন, কখনও বা বালকগণকে লইয়া গৌর-প্রেমের ফোয়ারা ছুটাইতেন, কখনও কি অজানা-ভাবে মত্ত হইয়া দিব্যোন্মাদের অভিনয় দেখাইতেন; কিন্তু এই গোস্বামি-পুঙ্গবের এই গৌর-প্রেম সকলকে মুগ্ধ করিলেও—সকল লোকের নিকট হইতে প্রশংসা-পত্র আদায় করিলেও লোক-প্রিয়তা-নিরপেক্ষ কোনও আসল গৌরভক্তাধিরাজ নিষ্কিঞ্চন মহাজনের বিন্দুমাত্রও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। নবদ্বীপাধীশ্বরী নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণব-সম্রাট্ পরমহংসবর শ্রীল গৌরকিশোরদাস-গোস্বামী মহারাজ ঐ 'গৌরবোলা' লোক-প্রিয় গোস্বামি-পুঙ্গবের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, সেই গোস্বামী মহাশয়ের 'গৌর' 'গৌর' বোল—কেবল 'টাকা' 'টাকা', 'স্ত্রী' 'স্ত্রী', 'প্রতিষ্ঠা' 'প্রতিষ্ঠা' বোলের গুপ্তধ্বনি মাত্র। কিন্তু গোস্বামি-পুঙ্গবের এ কপটতা আর কে ধরিতে পারিয়াছিলেন? এরূপ লোক-প্রিয়তানুসন্ধানের জন্যই আমরা ধার্ম্মিকের সজ্জা-গ্রহণকারী।

(ক্রমশঃ)

সুদামাপুরীতে প্রভুপাদ

[প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে সংগৃহীত]

আমরা দ্বারকা হইয়া অর্ণবপোতে সুদামাপুরীতে উপস্থিত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণসখা সুদামা-বিপ্রের নামানুসারে এই স্থানের নাম 'সুদামাপুরী' হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধে সুদামাবিপ্র ও তাঁহার পুরীর বিস্তৃত আখ্যান গ্রথিত আছে।

সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী অতীব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি অবন্তী-নিবাসী মহামুনি সান্দীপনির নিকট বলরাম ও কৃষ্ণের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরবর্ত্তী কালে যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময় সেই বেদবিৎশ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়-ভোগ-বিরক্ত ও নির্ম্মলাত্মা সুদামাবিপ্র বিনা-আয়াস-লব্ধ-দ্রব্যে জীবন ধারণ করিয়া হরিভজনপরায়ণ গৃহাশ্রমিরূপে সহধর্ম্মিণীর সহিত বাস করিতেছিলেন। সুদামাবিপ্র অনুক্ষণ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি এতদূর সেবা-প্রবণ ছিলেন যে, নিজ সুখবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ উদাসীনতাই পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার পরিধানে মাত্র এক খণ্ড জীর্ণ মলিন বসন ছিল। তাঁহার পত্নীও তাদৃশ জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আবশ্যক অন্নাদির অভাবে ক্ষুধা-কাতর হইয়াই অবস্থান করিতেন। সেই পতিব্রতা নারী একদিন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীকে প্রণাম করিয়া ম্লানমুখে বলিলেন, "হে ব্রহ্মণ্, আমি শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণহিতকারী, শরণাগতবৎসল, পরম দয়ালু, যাদবশ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীপতি ভগবান্ আপনার পরম সখা। হে মহাভাগ, তিনি সাধুগণের পরম আশ্রয়। তাঁহার নিকট গমন করুন। আপনি তাঁহার কুটুম্বী। আপনাকে তিনি প্রচুর ধন প্রদান করিবেন। তিনি অধুনা ভোজ-বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের রাজা হইয়া দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন। জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদপদ্ম-পরাগ-পরায়ণ ব্যক্তিকে আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে যে তাঁহাদের অভীষ্ট অর্থাদি প্রদান করিবেন, এতদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?" সুদামাবিপ্র তাঁহার পতিব্রতা পত্নীদ্বারা এইরূপে বিশেষভাবে প্রার্থিত হইলেও তুচ্ছ ধনাদিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন, যাঁহারা ভগবদ্ভজনপরায়ণ, তাঁহারা নিত্য স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের কোন অভাব নাই। তবে প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভগবদ্ভক্তের যে ব্যবহারিক দুঃখ,

যেমন, ধন-জন-কুল-মান-দীনতা বা পাণ্ডিত্যের অভাব প্রভৃতি লক্ষিত হয়, তাহা অজ্ঞলোক-প্রতীতি মাত্র। ভগবদ্ভক্তগণ এইরূপ অভিনয়ের দ্বারা সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণকে ভগবদ্-ভজনে আকৃষ্ট করেন। যদি লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর সেবকগণ সর্ব্ববিষয়ে অসমোর্দ্ধ সমৃদ্ধিমান হইয়াও জগতে এইরূপ আদর্শ প্রকটিত না করিতেন, তাহা হইলে সাধারণ দীন-দরিদ্র, মূর্খ, অকুলীন ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হৃদয়ে বল ও উৎসাহ পাইতেন না। অসমর্থ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে বল সঞ্চার করিবার জন্যই ভগবদ্ভক্ত স্ব-স্বরূপে পরম ভজনসুখে নিমগ্ন থাকিয়াও যাহে অজ্ঞ লোক-প্রতীতিতে ব্যবহারিক দুঃখের প্রকট করেন। ইহাতে দীন, দুঃখী, অপণ্ডিত, অকুলীন ব্যক্তিগণেরও হৃদয়ে ভগবদ্ভজন করিবার সাহস হয়। সাধুগণের আদর্শ দেখিয়া যখন তাঁহারা জানিতে পারেন, দীন দুঃখী দরিদ্রেরও ভগবদ্ভজনে অধিকার আছে—তাঁহারাও এইরূপ ভগবদ্ভজন-প্রভাবে শ্রেষ্ঠপদবী লাভ করিতে পারেন—সর্ব্ব অশুভ, সর্ব্ব অভাব, সর্ব্ব অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া পরমপ্রয়োজনলাভে সমর্থ হইতে পারেন, তখন তাঁহাদেরও ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তি ও উন্মুখতা হয়। এইরূপ বিচারপরায়ণ সুদামাবিপ্র মর্ত্ত্য অর্থলাভের জন্য লালায়িত না হইয়া "উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের দর্শনই আমার পরম লাভ"—এইরূপ বিচার-পূর্ব্বক দ্বারকাপুরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনার্থ উদ্যোগী হইলেন এবং সখা শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিবার মত কিঞ্চিৎ সামগ্রী আছে কিনা, পতিব্রতা পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কোন প্রকারে শ্রীনারায়ণকে নৈবেদ্য প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ দরিদ্রের গৃহে কি করিয়াই বা উপহারসামগ্রী সঞ্চিত থাকিবে? পতিব্রতা ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী বিপ্রগণের নিকট হইতে চারিমুষ্টি চিপিটক-তণ্ডুলকণা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহা একটী জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডে বাঁধিয়া স্বামীকে প্রদান করিলেন। সেই ভগবদ্-ভক্ত বিপ্র তাহা গ্রহণ করিয়াই "আমার কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ঘটিবে", হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। বিপ্রবর সৈন্যস্থান ও কক্ষ-সমূহ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত বৃষ্ণি-অন্ধকবংশীয়-দিগের অগম্য গৃহ সকলের মধ্যে ভগবানের ষোড়শসহস্র মহিষীর শ্রেষ্ঠতমার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণিদেবীর পর্য্যঙ্কে অবস্থিত ছিলেন। তিনি দূর হইতে স্বীয় গুরুসখা ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সানন্দে সখাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। আলিঙ্গন-কালে পরম আনন্দানুভব করায় কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুকে স্বীয় পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপযুক্ত আদরপূর্ব্বক সখার পাদপ্রক্ষালন করিলেন। সেই পাদোদক স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া গন্ধপুষ্পাদির সেই ভগবান্ চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম প্রভৃতি-দ্বারা সখার অঙ্গ প্রলিপ্ত এবং সুগন্ধি ধূপ ও প্রদীপাবলী দ্বারা সখার অর্চ্চনা করিলেন। পরে তাম্বূলাদি প্রদানপূর্ব্বক সখার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রুক্মিণিদেবী স্বয়ং সেই জীর্ণ-মলিন-বস্ত্র-পরিবৃত, কৃশ, শিরাসমূহ-ব্যাপ্তশরীর সুদামা ব্রাহ্মণকে চামর-ব্যজনাদি-দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী দেবীর সহিত এইরূপ একটী মলিনবেশী ব্রাহ্মণকে প্রীতিসহকারে পূজা করিতেছেন দেখিয়া পুরজনবর্গ বড়ই বিস্মিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন "এই নির্ধন, শ্রীহীন, লোকনিন্দিত অধম ভিক্ষুক এমন কি সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন, যে আজ ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্কশায়িনী প্রিয়া রুক্মিণী-দেবীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অগ্রজ বলদেবের ন্যায় আলিঙ্গনাদি-দ্বারা ইহার অভিনন্দন ও পূজা করিতেছেন!"

শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ পরস্পর হস্ত ধারণপূর্ব্বক আপনারা পূর্ব্বে যখন গুরুগৃহে ছিলেন, সেই সময়ের অনুষ্ঠিত-কার্য্য-কলাপ-বিবর্দ্ধিনী পরম-সুখদায়িনী নানা কথার অবতারণা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সখা-সুদামা-বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে তুমি গুরু-দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক গুরুকুল হইতে সমাবৃত হইয়া সদৃশী ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছ কি? তুমি পরম বিদ্বান্। আমার জানা আছে, গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিলেও তোমার চিত্ত কামাদি-দ্বারা বিহৃত হয় নাই। তোমার ধনরত্নাদি-বিষয়েও আসক্তি নাই। কোন কোন বলবান্ পুরুষ ভগবন্মায়াবিরচিত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কামহতচিত্ত না হইয়াই ভগবৎ-সেবানুকূল

সাধনোচিত ধর্ম্ম যাজন করিয়া থাকেন। দ্বিজগণ যে গুরু হইতে নিজের পরমতত্ত্ব জানিতে পারিয়া সংসারের পরপারে গমন করেন, আমাদের দুইজনের সেই গুরুর সমীপে বাসের কথা তোমার মনে আছে কি? সখে, এই সংসারে যাঁহা হইতে উৎপত্তি লাভ হয়, সেই জনক প্রথম গুরু, যাঁহা হইতে দ্বিজাতিগণের সংকর্ম্মের সম্ভব হয়, তিনি বেদাধ্যাপক দ্বিতীয় গুরু। তিনি প্রথম গুরু হইতে অধিক পূজ্য। আর যিনি সকল আশ্রমীর ব্রহ্মবিদ্যা বা সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রদাতা তিনি সাক্ষাৎ আমার ন্যায় গুরু ও পূজনীয়। তাঁহার ন্যায় পূজার্হ আর কেহ নাই। জন্মদাতা পিতা বা সৎকর্ম্মের উপদেষ্টা বেদাধ্যাপক গুরু হইতে সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা গুরুদেব অনন্ত-কোটী-গুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে মৎস্বরূপ বলিয়াই জানিতে হইবে। তিনি আমারই ন্যায় পূজনীয়। তাঁহার পূজাই সর্ব্বাগ্রে বিধেয়। এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা গুরুরূপী আমার উপদেশ-বাক্যে যাঁহারা অনায়াসে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যান, তাঁহারাই বর্ণাশ্রমিগণের মধ্যে অগ্রণ্য। এই সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা গুরু অপেক্ষা অধিকতর সেব্য এবং তাঁহার সেবা অপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম জগতে আর নাই। আমি এইরূপ গুরুসেবা-দ্বারা যেরূপ পরিতুষ্ট হই, গৃহস্থ-ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারী-ধর্ম্ম, বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম বা যতি-ধর্ম্ম দ্বারাও সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। আমরা যখন গুরুকুলে বাস করিতাম, তখন একদিন কাষ্ঠাহরণে গমন করিলে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমার মনে পড়ে? আমরা মহারণ্যে প্রবেশ করিলে অকালে দুঃসহ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং ভয়ানক মেঘ-গর্জ্জন হইতে থাকিল। এদিকে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, নিম্ন ও উচ্চ স্থানসমূহ সকলই জলময় হইতে লাগিল, আমরা কোনদিকে কিছু দেখিতে পাইলাম না। জল-প্লাবিত সেই মহারণ্যে আমরা ভীষণ ঝড় ও জল দ্বারা পুনঃ পুনঃ নিরতিশয় আহত হইতে লাগিলাম। দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরস্পর হস্ত ধারণপূর্ব্বক সেই বন মধ্যেই পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আচার্য্য সান্দীপনি আমাদের অবস্থা জানিতে পারিয়া সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই আমাদের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং বনমধ্যে আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট দেখিতে পাইয়া 'হায়! হায়!!" করিতে করিতে কহিলেন, "পুত্রগণ, দেহই জীবগণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। তোমরা সেই দেহকে পর্য্যন্ত অনাদর করিয়া আমাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। যাঁহারা বিশুদ্ধভাবে গুরুতে সর্ব্বথা আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারাই সজ্জিত এবং তাঁহারাই একান্তভাবে গুরুসেবা করিতে পারেন। আমি তোমাদিগের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদের অধীত বেদসকলের সার ইহ ও পরকালে স্ফূর্ত্তি হউক্।" হে সখে, গুরু-গৃহে বাস-কালে আমাদের এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? একমাত্র গুরুদেবের অনুগ্রহেই পুরুষ পূর্ণশান্তির অধিকারী হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "হে দেবদেব, জগদ্গুরো, তুমি সত্যকাম। যখন তোমার সহিত একত্রে গুরুকুলে বাস করিয়াছি, তখন আমাদের অসম্পন্ন আর কি আছে? যাঁহার দেহ সাক্ষাৎ বেদময় ব্রহ্ম এবং নিখিল পুরুষার্থের উদ্ভব-স্থান, তাঁহার গুরুগৃহে বাসাদি-লীলা কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত।" যখন সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ বাক্য বলিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে বিপ্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "সখে, তুমি এতদিন পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ, গৃহ হইতে কি উপহার আনয়ন করিয়াছ বল? আমার ভক্তগণ প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল জল, যাহা কিছু অর্পণ করেন, তাহা অণুপরিমাণ হইলেও আমি 'অধিক' বলিয়া গ্রহণ করি এবং সেই সংযতাত্মা ভক্তগণের ভক্ত্যুপহৃত দ্রব্যসমূহ প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করি। আর অভক্তগণ আমাকে ভূরি দ্রব্য প্রদান করিলেও তাহাতে আমার পরিতোষ জন্মে না। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিলেও সুদামা বিপ্র শ্রীপতিকে মুষ্টি-চতুষ্টয় তণ্ডুল-কণা দান করিতে পারিলেন না, লজ্জিত হইয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ বুঝিয়া চিন্তা করিলেন, "আমার সখা এই বিপ্র আমাকে পূর্ব্বে অর্থাদি কামনা করিয়া ভজনা করেন নাই। স্বাভাবিকী-প্রীতি-বশেই ভজনা করিয়াছেন। তাই যাজ্ঞে পতিব্রতা-পত্নীর অনুরোধ-রক্ষার ছল করিয়া একমাত্র আমার দর্শন-লাভরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। অতএব

আমি ইঁহাকে মর্ত্যাচলর্ভ সম্পদ্ প্রদান করিব।" ভগবান্ এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সুদামা বিপ্রের জীর্ণবস্ত্র-বন্ধন হইতে 'ইহা কি' এইরূপ বলিতে বলিতে চিপিটক-গুলি কাড়িয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "সখে এই ত' আমার অতি প্রীতিকর উপহার আনয়ন করিয়াছ। দেখ সখে, এই চিপিটক বিশ্বাত্মা আমার তৃপ্তিসাধন করিবে।" এই বলিয়া ভগবান্ একমুষ্টি চিপিটক ভক্ষণ করিলেন। পুনর্ব্বার আহারার্থ দ্বিতীয় মুষ্টিগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে অমনি রুক্মিণীদেবী তৎপরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করিলেন। সুদামা বিপ্র সেই রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে মহা আনন্দে অবস্থান করিলেন এবং পরদিবস প্রাতঃকালে নিজালয়ে যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সখার সঙ্গে সঙ্গে কতক পথ গমন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। বিপ্র পথে গমনকালে শ্রীকৃষ্ণের করুণার কথা ভাবিতে লাগিলেন, "অহো আমি দরিদ্রতম হইলেও স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীকে তিনি যে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছেন, আমাকে সেই বক্ষেই আলিঙ্গন করিলেন। কোথায় আমি নীচ দরিদ্র, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পদসেবাই জীবগণের অপবর্গরূপ ভগবৎ-প্রেমা এবং আনুষঙ্গিক বা অবান্তর তুচ্ছফলরূপ স্বর্গাদি-লোক, পৃথিবীর ভূরি-সম্পদ্ ও সর্ব্বসিদ্ধির মূল। তথাপি 'এই নির্ধন বিপ্র ধনলাভে অতিশয় মত্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করিবে না' নিশ্চয় ইহা জানিয়াই করুণাময় ভগবান্ আমাকে অল্পধন (মর্ত্যধন) প্রদান করেন নাই, (পরন্তু ভূরি ধন অর্থাৎ স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম আপনাকে প্রদান করিয়াছেন)"—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ স্বীয় পুরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পুরীর চতুর্দ্দিক সূর্য্য-চন্দ্রাগ্নিসদৃশ-প্রভা-সমন্বিত বিমান-সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কুসুমপথ-বিহঙ্গসঙ্কুল বিচিত্র উপবন ও উদ্যান-সকল প্রফুল্লিত কুমুদ-কহ্লার-পদ্ম-উৎপল-বিশিষ্ট সরোবরসমূহে শোভা পাইতেছে। উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত দাসগণ ও হরিণাক্ষী দাসীগণ তথায় সেবোন্মুখ হইয়া বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং "একি! ইহা কাহার স্থান!! কি প্রকারেই বা সেই স্থান এইরূপ হইল!!!" —মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেবকান্তিনিভ নরনারীগণ বহু-গীত-বাদ্যসহকারে সানন্দে উদ্যান-দ্বারা তাঁহার সমাদর করিতে লাগিলেন। স্বামী আগমন করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া সতী সুদামা-পত্নী অতীব হর্ষচিত্তে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর কনক-কমল-কানন হইতে নির্গমনের ন্যায় নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পত্নীকে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হইলেন ও ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ পদ্মক-কণ্ঠী দাসীগণের মধ্যে শোভমানা বিমানাকৃঢ়া দেবীর ন্যায় মূর্ত্তিশালিনী পত্নীকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরে তাঁহার সহিত মহেন্দ্র-ভবনের ন্যায় শত শত মণিস্তম্ভ-শোভিত নিজালয়ে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার মন্দিরে শুভ্রফেননিভ সুকোমল শয্যা, হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত স্বর্ণ-পরিচ্ছদময় পর্য্যঙ্ক, হেমদণ্ড-সুশোভিত চামর ও ব্যজন, কোমল-আস্তরণযুক্ত আসন, মুক্তাদাম-বিলম্বি-প্রভাময় বিতান ও মহামরকত-মণি-মণ্ডিত স্বচ্ছ-স্ফটিকভিত্তিতে নানা রত্নসংযুক্ত রত্ন-প্রদীপ শোভা পাইতেছে। ব্রাহ্মণ স্বীয় গৃহে এইরূপ সর্ব্বসম্পত্তির সমৃদ্ধি-সমূহ দর্শন করিয়া অকস্মাৎ স্বীয় সমৃদ্ধির হেতু চিন্তা করিতে লাগিলেন। "অহো, আমি নিতান্ত ভাগ্যহীন দরিদ্র, আমার এই সমৃদ্ধির কারণ মহাবিভূতিশালী যাদব-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। ভগবান্ স্ব-প্রদত্ত বস্তু 'বহু' হইলেও তাহাকে 'অল্প' করিয়া মানেন। আর স্বয়ং দত্ত বস্তু 'অতি ক্ষুদ্র' হইলেও তাহাকে 'বহু' করিয়া মানেন। জন্মে জন্মে যেন আমার শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম, সখ্য, মৈত্রী ও দাস্যভাব লাভ হয়। আমি যেন সেই মহাদ্ভুত গুণালয় ভগবানের সহিত তাঁহার নিজ-জন-ভক্তগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ করিতে পারি। কিয়ৎক্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধনিগণের ধনমত্ততাজনিত পতন দর্শন করিয়া অবিবেকী, অদীর্ঘদর্শী ভজনকারীকে অর্থ, ধন, সম্পদ্, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, কলত্র-পুত্রাদি প্রদান করেন না। তবে ধ্রুব-প্রহ্লাদ-অম্বরীষাদির ন্যায় শক্তিশালী ও বিবেকী ভক্তগণকে যথেষ্ট সম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের কোন অপকার হয় না। কারণ সেই সমস্ত ধনাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা তাঁহারা বিচিত্র ভগবৎ-সেবার প্রকার অবগত আছেন। কিন্তু আমার ন্যায় অবিবেকীর সম্পদ্-প্রাপ্তি ভক্তির অন্তরায়জনিতই ঘটিয়া থাকিবে। যাহা-করুণ ভগবান্ অভক্তজনকে পরম ধন প্রদান না করিয়া

মর্ত্যাধনাদি দ্বারাই বঞ্চনা করেন।" সুদামা বিপ্র এইরূপ বিচার করিয়া ভগবদ্ভজনের অনুকূল যথাযোগ্য বিষয় মাত্র স্বীকারপূর্ব্বক ভগবদ্-ব্রতনিষ্ঠ ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তি-যাজনে ক্ষম আগ্রহবান্ হইলেন এবং অচিরকাল মধ্যে সাধুগণের গতি শুদ্ধ-ধাম বৈকুণ্ঠলাভ করিলেন।

আমরা সুদামা-পুরী দর্শন করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল কথা আলোচনা করিলাম।

সমুদ্রবক্ষে জাহাজ হইতে সুদামা-পুরীর শোভা অতিশয় রমণীয়। সমুদ্রের উপকূল হইতে যে স্থানে অর্ণবপোত খানি দাঁড়াইল তাহার ব্যবধান ন্যূনাধিক এক মাইল হইবে। জাহাজ হইতে অবতরণকারি-যাত্রিগণকে লইবার জন্য একখানি ষ্টীমলঞ্চ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা অর্ণব-পোত পরিত্যাগ করিয়া সেই ক্ষুদ্র লঞ্চটীতে অবতরণ করিলাম। লঞ্চটী একেবারেই পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সমুদ্র-তটভূমি পর্য্যন্ত লঞ্চটী যাইতে পারিল না। লঞ্চ হইতে পুনরায় নৌকায় অবতরণ করিতে হইল। নৌকা দুই তিন বারে লঞ্চ হইতে সকল আরোহী ও দ্রব্যাদি নামাইয়া লইল। তীরে উঠিয়া দেখিলাম, রাস্তায় অনেকগুলি শকট ও অন্যান্য যান উপস্থিত রহিয়াছে। custom-houseএর লোকেরা সকলের গতি বাধা দিয়া কোন্ কোন্ দ্রব্য পোরবন্দর-পোর্টে অবতারিত হইল, তাহার সুমারী করিতে লাগিল। আমরা খানিক হাঙ্গামার পর শকট-সমূহে আরোহণ করিলাম এবং ষ্টেশনের সমীপবর্ত্তী একটী ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। সেই ধর্ম্মশালাটী ভাল বলিয়াই বোধ হইল। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষের একটী সাধারণ মুদীর দোকান আছে। আমাদের সহিত আলাপ হইবার পর অধ্যক্ষ আমাদিগকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। আমাদের সঙ্গীয় দ্রব্যাদি একটা ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া যে শকটগুলি আমাদিগকে আনিয়াছিল, সেই সকল টাকা দিয়াই আমরা সহর ও সুদামা-গৃহ-দর্শনে বহির্গত হইলাম। তখন অপরাহ্ণ অতীত হইয়া সন্ধ্যার প্রাকাল উপস্থিত হইয়াছে। পোরবন্দর সহরটী অতীব মনোহর। সহরের বাড়ীগুলি বেশ ধারাবাহিক শ্রেণীবদ্ধ ও বিশেষ শোভা-যুক্ত। উত্তরভারতের সহরগুলির মধ্যে এরূপ সহরটী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু পোর-বন্দর সহরটী তদপেক্ষা অধিক রমণীয়। ইহার বাজার, ঘাট ও বিভিন্ন-দ্রব্যাদি সাধারণ একটী বড় সহর অপেক্ষাও অধিক। দ্রব্যাদির মূল্যও অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এই নগরটী কাথিওয়াড়ের একটী দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে রাজপুত-বংশীয় অনেক রাজা বাস করেন। শুনা যায়, তাঁহার বার্ষিক আয় বিশ লক্ষ টাকার উপর। শুনি-লাম, এই সুদামা-পুরীতেই ভারতবাসীর প্রধান উপকারক শ্রীযুক্ত গান্ধীমহারাজের জন্ম হয়।

আমরা সুদামা-গৃহে গমন করিয়া সেই প্রাচীন কীর্ত্তির পার্শ্বে নবীন হর্ম্ম্যসমূহ দর্শন করিলাম। সেখানকার সেবা একটী শ্রী-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ-ভক্তের হস্তে ন্যস্ত। নাট্য-মন্দিরটী বিশেষ সুপ্রশস্ত এবং দ্বিতল কক্ষ হইতে মহিলা-গণের পাঠ-নাট্যাদি শ্রবণ-দর্শনের ব্যবস্থা আছে। সেখানে অনেক শিক্ষিত পোরবন্দরবাসীর সহিত আমাদের অনেক-ক্ষণ আলাপ হইল। তিনি বেশ অমায়িক ও সদালাপী-ভদ্রলোক। সুদামাপুরীর নিকটেই একটী গোলোক-ধাঁধাঁর স্থান আছে। সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় আমরা সেই স্থান দর্শনের আশা ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন বাজার ও অন্যান্য স্থানসমূহ দর্শন করিলাম। সহরে যথেষ্ট আলোক আছে ও সকল প্রকারের দ্রব্যে বাজারগুলি পরিপূর্ণ। কিছুক্ষণ নগর-শোভা দর্শন করিয়া আমরা ধর্ম্মশালায় প্রত্যাগমন করিলাম। তথায় রাত্রিবাস করিয়া প্রাতেই প্রসাদমূলে প্রাতরাশ গ্রহণপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পত্রাবলী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গজয়তঃ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৭ই বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা ভাল আছি। তবে প্রাক্তন কর্ম্মফলের অনুরূপ হরিসেবার নানা বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম-গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সকল সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম-প্রভু নামী-প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

'কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্য বস্তু প্রাপ্তির আশাকে 'অন্যাভিলাষ' বলে। কৃষ্ণেতর বাসনাবিশিষ্ট জীবগণই অন্যাভিলাষী। সৎকর্ম্মপরায়ণ—কর্ম্মী, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান-পরায়ণ—ঈশ্বরাভিন্ন জ্ঞানী। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত অন্যাভিলাষীর ভেদ এই যে, অন্যাভিলাষী কৃষ্ণকর্ম্মরত। জ্ঞানী হইতে অন্যাভিলাষীর পার্থক্য এই যে, অন্যাভিলাষী—কৃষ্ণানন্যত অর্থাৎ ভেদজ্ঞানযুক্ত। কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধিতে নিজ ভোগাসক্তি-রহিত হইয়া বিষয় স্বীকার পূর্ব্বক অপ্রাকৃতভাবে কৃষ্ণের সেবন করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নামভজন ও বৈষ্ণবকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিলে তুচ্ছ বৈরাগ্য হয়, তাহা ভক্তের ত্যাজ্য। যুক্তবৈরাগ্যই ভগবদ্ভক্তগণ স্বীকার করিবেন। "ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল।" মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝিতে প্রয়াস করিবেন। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
অকিঞ্চন—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

একশ্চন্দ্রঃ

তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি চাণক্য-নীতিটী স্মরণ করিয়া পথভ্রষ্টদলের জনৈক পত্রপ্রেরক ফরওয়ার্ডে লিখিয়াছেন, বঙ্গীয় সকল চৈতন্যপন্থীই নব্য-গৌর-প্রকট-জ্ঞান-নির্ণায়িকা সভায় যোগ দিয়াছেন, কেবল সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বা তাঁহার অনুগতগণ ইঁহার সহিত সম্বন্ধ রাখেন নাই। পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া অবশ্যই বলিবেন, লেখকের দলে ইহাতে ভোটসংখ্যা হইলে বাজী জিতে হইবে সুতরাং সরস্বতীকে বাদ দেওয়াই কু-তার্কিক পথভ্রষ্টদলের সুবিধাজনক ব্যাপার থাকিতে সরস্বতীকে লইয়া টানাটানি কেন? সমগ্র বঙ্গের সকল 'গৌড়ীয়' নামধারী যোগ দিল, নাস্তিক, মায়াকর্ত্রবাদী, চৈতন্য-বিদ্বেষী, বিষয়ী,—তর্কপন্থী, শ্রৌতপথবিরোধী, নানামতগ্রাহ্যবাদ সকলেই যোগ দিল, কেবল যোগ দিল না একজন। সুতরাং তাহাকে আমরা সকলে মিলিয়া 'যেন তেন প্রকারেণ' গালিগালাজ করিয়া আমাদের দলে টানিয়া আনিতে না পারিলে সকল চেষ্টাই পণ্ড হইয়া যাইতেছে। আমরা 'চালতে বাগান' খুলিলাম, 'বৈষ্ণবচিত্র-প্রদর্শনী' দেখাইলাম, তাহাদের অনুকরণে সাময়িক পত্রিকা বাহির করিলাম, বিনাভেটে ঠাকুর দেখাইলাম, বিনা শুল্কে পাঠ পড়িলাম, আউল-বাউল-নেড়া-কর্ত্তাভজা-সাঁই দরবেশ প্রভৃতি তেরকম জাতি একত্রিত হইলাম, কেবল পাইলাম না একজনকে! যখন বিরহকাতর অষ্টপ্রকার নায়িকার ভাবে বিভাবিত হইয়া নানাপ্রকারে 'হা হুতাশ' করিলাম, কত সত্যমিথ্যা-কথা প্রচার করিলাম, কত ধোঁয়াধোঁদ করিলাম, আমরা দোষী বলিয়া কিছুতেই তাহাকে পাওয়া যায় না। সে যে দোষাকর চন্দ্র। শুধু তাই নয়, এই বিশ্ব-সৃষ্টিতে কনককামিনী ও প্রতিষ্ঠাশার কত চেহারা আছে, যাহাতে ব্রহ্মার যাবতীয় সন্তান সংসার-কারাগারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহা সত্ত্বেও যখন উহাকে আমরা আমাদের বলিয়া পাইলাম না, কোনপ্রকার কপটতা তো কাজে লাগিল না! সে যে 'ভাগবত'; সুতরাং মায়ার যাবতীয় খেলনা তাহাকে ভুলাইতে পারে না। টোপ্ বা ভোগ খাওয়াইবার চেষ্টা করিলাম, সে খাইবে না। তাহার বিচারভুল বলিলাম; সে আমাদের কপটতা ধরিয়া ফেলিল! তাহাকে হাতে রাখিবার জন্য একবার বৈষ্ণব-পত্রিকা-গণনার উপাধিধারক হইবার পরামর্শ দিলাম, সে কিছুতেই ভিজে না। তাহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিলাম; সে একেবারে মৌন। "বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। বিনোদ সেবক, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি।" তাহাকে পাওয়া গেলে আমরা বৈষ্ণববিরোধি স্মার্ত্ত-পদ্ধা-বলেহন করিতে পারি। আনুষ্ঠানিক চাঁদার টাকা বৈষ্ণবসেবা করিয়া আদায় ও আদায়ী টাকা হরিসেবা ও বৈষ্ণব-সেবা ছাড়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষে ব্যয় করিয়া 'বাহাদুর' হইতে বা লোকে 'বাহবা' নিতে পারি, ধনীর ধন কৌশলে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ভোগের ব্যাঘাত করিতে পারি, সেই জন্য চাই আমরা

তাহাকে। আমরা শততারার আলোক হইলেও সে যে শারদ শশধর। আমরা ছত্রিশ গণ্ডা সে যে একা। সেই একা লোকটাকে পেলেই আমরা আরও ভালরূপে মুড়ি মিছরি একাকার করিয়া ফেলিব। তাই তাহাকে চাই। এ প্রস্তাবটা কোন ভাল হয় নাই, পাঠকগণ সকলেই বলিবেন। কেমন?

পুণ্যারণ্য

ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা, গ্রন্থের তাৎপর্য্য হইতে পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন নাই, পরন্তু আদর করিয়াছেন। আচার্য্য-শঙ্কর পৃথক্ গ্রন্থে নিজ মত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শ্রীশঙ্কর স্ব-প্রণীত "গোবিন্দাষ্টক" গ্রন্থে ভগবদাজ্ঞা-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদানুসারে শ্রীমদ্ভাগবদ্বর্ণিত বৃন্দাবনেশ্বরীর বিশ্বরূপ-দর্শন-জন্য বিস্ময় এবং ব্রজললনাগণের বস্ত্রহরণ-লীলাদি ভাগবতাক্ষুণ্ণ বিষয়সমূহ বর্ণন করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী ছিলেন না। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে হৃদয়ের সহিত আদর করিয়া কৃষ্ণলীলাদির সত্যত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুণ্যারণ্য প্রভৃতি শিষ্যগণ ভগবদাজ্ঞা প্রতিপালনপর শঙ্করাচার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকেও ভাগবতবিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যত্ন করেন। এই কথা আলোচনা করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য "ভাগবত-তাৎপর্য্য" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক বিচার করিলে জানা যায় যে, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীমধ্বের অন্তর্বর্ত্তীকালে পুণ্যারণ্যের উদয়কাল। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তৃতীয় স্কন্ধ একত্রিংশ অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকের টীকায় এই পুণ্যারণ্যের কথা লিখিয়াছেন,—"অদ্বৈতাত্র তত্র ইতি কচিৎ এব পুণ্যারণ্য-মতঃ।" এতদ্ব্যতীত ভক্তসন্দর্ভের ২৩ সংখ্যায় শ্রীল জীবপ্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন—"অদেব কিল মুহুঃ। শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈ-রৈকবাক্যতয়াপাং তন্মিশ্রাক্ষরপুণ্যারণ্যাদিরীতিকব্যাখ্যাপ্রবেশ-শঙ্কয়া তত্র তাৎপর্য্যান্তর-লিখনির্বন্ধোপদেশকৃত ইতি চ সাধুতা বর্ণয়তি।"

গোড়ায় গলদ

মহাপ্রভুর প্রকটভূমি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এক বক্তা প্রস্তাব করিয়া ফেলিয়াছেন যে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খুঁড়িয়া বাহির করিতে পারিলেই কার্য্য হতে হইবে। আমরা প্রস্তাবকারীকে জিজ্ঞাসা করি এইরূপ ধারণা করিবার কারণ কি? কারণ হইতেই কার্য্যের উদয়, সুতরাং প্রস্তাবিত কার্য্যের কারণের অনুসন্ধান আবশ্যক। দেওয়ানের কথিত ভগ্ন মন্দিরের সহিত প্রভুর জন্ম স্থানের সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধটী কোন্ কারণমূলে স্থাপিত হইয়াছে? যে কারণে সম্বন্ধ আছে সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহা কোন্‌কালে সাব্যস্ত হইয়াছে? দেওয়ান কোন্ কোন্ অনুসন্ধানের দ্বারা সেই সম্বন্ধে উপনীত হইয়াছেন? তিনি যে সকল অনুসন্ধান-মূলে উহা স্থির করেন, তাহা প্রামাণিক কি না? কোন্ প্রামাণিক উহাকে অবিসংবাদিত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? দেওয়ানের কোন করণের অপটুতা ছিল কিনা? তিনি কি ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাযুক্ত জীব? যদি তাহাই হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? তিনি কিরূপ আকর হইতে প্রমাণ পাইয়াছেন? দেওয়ানের কতকাল পরে, কোন্ কোন্ প্রামাণিক ঐতিহ্যে ঐ কথা উল্লিখিত আছে? যাঁহারা দেওয়ানের মন্দিরের প্রমাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের তাদৃশ বিবরণ কোন্ কোন্ আকর হইতে সংগৃহীত? সেই সেই আকরগুলির প্রামাণিকতা কোন্ কোন্ দৃঢ়ভিত্তি-মূলে প্রতিষ্ঠিত? প্রামাণিকতার আকর না দেখাইয়া "আর্কিয়লজিক্যাল" বিভাগে অথবা M. L. C. গণকে বৃথা কার্য্যে অনুরোধ করার তাৎপর্য্য কি? প্রস্তাবকারী কি আকর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা গোপন না করিয়া প্রদর্শন করিলেন না কেন? তিনি কি মনে করেন যে, কারণ বিশদভাবে না জানাইলে সকলেই তাঁহার কথাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? তাঁহার কথায় কি জগতে সকলেই শ্রদ্ধাবান? তিনি কি বিপ্রলিপ্সাদি দোষ-চতুষ্টয় হইতে মুক্ত অভিমান করেন? যদি তাহাই হয়, আমরা তাহার প্রমাণ চাই। তাই বলি গোড়ায় গলদ থাকায় প্রস্তাবটী গোঁজামিল দিবার সোপান মাত্র।

চৈতন্যদেবের জন্মস্থান

(শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়)

১৭ই বৈশাখ ১৩৩৫ "বাংলার কথা" হইতে উদ্ধৃত

গত ৯ই এপ্রিল তারিখে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতা এলবার্ট হলে একটী সভা হইয়াছিল। ঐ সম্পর্কে আমরা সর্ব্বসাধারণকে নিম্নলিখিত বিষয়টি জানাইতে ইচ্ছা করি।

মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত এবং কুলিয়া (বা বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) গঙ্গার অপর পারে, একথা সর্ব্বসাধারণে জানেন। এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও ইতিহাসাদিতে এবং প্রাচীন অন্যান্য সাহিত্যাদি ও গবর্ণমেণ্ট রেকর্ড, মানচিত্র প্রভৃতিতে প্রচুর প্রমাণ আছে। কেহ আলোচনা করিলেই এসকল কথা জানিতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভূমিকম্প, গঙ্গার স্রোত পরিবর্ত্তনাদি নৈসর্গিক কারণে প্রাচীন সহরের অধিকাংশ গঙ্গাগর্ভস্থ হইয়া যাওয়ায় গঙ্গার পশ্চিম পারে নূতন সহর পত্তন হইয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপ নাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রীমায়াপুরের যে অংশে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী ছিল ঐ স্থানটি লুপ্ত হয় নাই। এখনও এই পল্লীর নাম 'মায়াপুর' কথিত হইয়া থাকে। সাধারণে ইহা অবগত ছিল না এবং কেহ কখনও অনুসন্ধানও করে নাই। কিন্তু নবদ্বীপের জগন্নাথ দাস বাবাজী, চৈতন্য দাস বাবাজী, গৌর কিশোর বাবাজী প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মগণ ইহা জানিতেন এবং সেই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ দর্শন করিতে যাইতেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যখন কৃষ্ণনগরে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি কয়েক বৎসর অনুসন্ধানের পর ঐতিহাসিক প্রমাণ, গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র ও মানচিত্রাদির সাহায্যে এই বাঙ্গালার পবিত্র অন্যতম তীর্থ শ্রীমায়াপুর জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রের যে কতদূর উপকার করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে একটী বিরাট সভায় নদীয়া জেলার ও সহর নবদ্বীপের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই শ্রীমায়াপুরই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান তাহা স্বীকার করিয়া অসীম আনন্দ প্রকাশ করেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ তদানীন্তন দেশনায়কগণও ইহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রশংসা করেন। তদবধি নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীমায়াপুরে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীধামের বহু উন্নতি বিধান করিতেছেন। বর্ত্তমানে গৌড়ীয় মঠের নিঃস্বার্থ সেবকগণ কর্ত্তৃক মঠ, মন্দির ও ধর্ম্মশালাদি স্থাপিত হইয়া এ স্থানের বিশেষ সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী এই শ্রীধাম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মে মূর্খতা, দুর্নীতি ও অনাচারাদি প্রবিষ্ট হইয়াছিল যে, ভদ্রলোক মাত্রই 'বৈষ্ণব' নাম-শ্রবণে নাসিকা কুঞ্চন করিতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাস্তবিক গোস্বামী-শাস্ত্র-সম্মত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিমল-জ্যোতিঃ সাধারণে প্রদর্শন করেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ মহাপ্রভুর এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন এবং স্মার্ত্তাচার-মিশ্রিত ও নানা প্রকার সহজিয়া-ভাবদুষ্ট আবর্জ্জনাদি —যাহা মহাপ্রভুর ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রবলভাবে প্রতিরোধ করিতেছেন।

গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির

এলবার্ট হলের সভায় যে ওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির আবিষ্কারের প্রস্তাবটির কোন অর্থ নাই। ঐ মন্দির আবিষ্কার হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরূপণের কি সহায়তা করিবে? উক্ত মন্দিরের সহিত মহাপ্রভুর জন্মস্থানের কি সম্বন্ধ, তাহা বিচার না করিয়াই সভ্যগণ এ প্রস্তাব কিরূপে গ্রহণ করিলেন, তাহাও সাধারণের জিজ্ঞাস্য। যতদূর ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় তদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার পিতৃব্য গৌরাঙ্গ সিংহের জন্মস্থান রামচন্দ্রপুরে একটি রামসীতার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। উহার ভগ্নাবশেষ খণ্ড খণ্ড আকারে গঙ্গার স্রোতে কোথায় কতদূরে নীত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে

"কলিকাতা রিভিউ" কাগজে অন্য কথার প্রসঙ্গে এই মন্দিরের বিষয়ে যে উল্লেখ আছে, উহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। অধিকন্তু ঐ কাগজে অন্যান্য স্থানে যে সকল অদ্ভুত অমূলক কাহিনীর উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহার কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

শ্রীরামপুরের সন্নিকটে এখনও "পোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা", 'বল্লাল দিঘী', চাঁদ কাজীর সমাধি' ও প্রাসাদ, বল্লাল ঢিবি প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান বর্ত্তমান। এই সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন অভিনব ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটনের ক্ষমতা কাহারও নাই। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মেজর রেনেল এই সকল স্থান সার্ভে করেন এবং তাঁহার সার্ভেম্যাপ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রকাশিত হয়। উহাতে শ্রীমায়াপুরের বর্ত্তমান স্থানই প্রদর্শিত আছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের কুইন কুইনিয়াল রেকর্ডেও উহা সমর্থিত হয়। কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের জজ সার উইলিয়াম্ জোন্স এই মায়াপুরের শ্রীযুত লোচন কবিরাজের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন—এ কথা এসিয়াটিক সোসাইটীর কাগজে দৃষ্ট হয়। এরূপ বহু প্রমাণে এবং ভক্তি-রত্নাকর, তীর্থমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থের দ্বারা ইহা অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, ভারত-বিখ্যাত বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশিত শ্রীমায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান। এ বিষয়ে নিষ্ফল গবেষণা না করিয়া অনুসন্ধানকারিগণের সময় ও অধ্যবসায় অন্য কোন কার্য্যে ব্যয়িত হইলেই ভাল হয়।

উদ্দেশ্য ধরা পড়িয়াছে

এলবার্ট হলের শ্রীগৌরস্থানবিরোধিনী সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা। আমরা ব্যক্তি-বিশেষকে আক্রমণ করিব, তাঁহার হিংসা করিব, তাঁহার সদনুষ্ঠান ও লোকহিতকর কার্য্যকে গর্হণ করিব, সকলে তোমরা আসিয়া আমাদের সাধু-হিংসা-বিবর্দ্ধিনী সভায় যোগ দাও, এরূপ কথা প্রথমমুখে বলিলে লোক পাওয়া যায় না, দেখিতে শুনিতেও ভাল হয় না, তজ্জন্য একটু মহত্বের আবরণে, দেশহিতৈষণার বাহ্যাকার প্রদর্শন করিয়া একটু বেশী জলের কুমীরের গল্পের অনুকরণে একটী উদার কার্য্য লইয়া সভার অবতারণা। প্রথমমুখে হাঁৎ ধরিয়া ফেলা সাধারণের সম্ভবপর নহে। কিন্তু ফরওয়ার্ডে পত্র-লেখকের সাহামাটা গালাগালিতে বুঝা যায় যে,—বিরোধিনী সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা আর তাঁহারা ঢাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। যাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-সংগ্রহে কোন সজ্জন-সঙ্ঘ হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অবাধে অবাস্তর উদ্দেশ্য চালাইতে অসুবিধা বোধ করিতেছেন, তাঁহারা অনেকেই একজোট হইয়া ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচারকারিদিগের বিরুদ্ধে কোন্‌মুখে অভিযান করিলেন, তাহারই একটা মতলব ভাঁজিয়াছেন। ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি গায়ের ঝাল ঝাড়িতে গিয়া, প্রকাশ্যে তাঁহাকেই আক্রমণ করিতে গিয়া যে সাধারণ সভার সাধারণের পক্ষ হইতে দুষ্প্রবৃত্তির পরিচয় দেখিতে শুনিতে ভাল দেখায় না। এ জন্য গৌর-জন্মস্থান-নির্ণয়ের মুখোমুখে সদনুষ্ঠানের সভা। অন্তরে হিংসার অবগুণ্ঠন মধ্যে কতিপয়ের ব্যক্তিগত দুর্ব্বাসনার প্রচণ্ড নৃত্য। লুক্কায়িত ভাবটা পত্রদ্বারাই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে সেওয়ানের মন্দির-নিষ্কাষণ অপেক্ষা সুবর্ণবিহার ও বল্লাল দীঘির অভ্যন্তর খনন-কার্য্য অধিক প্রয়োজন, এই কথার অনুরোধকারী জনৈক লেখকের প্রতিবাদ করিতে গিয়া এত অবান্তর কথা আসিল কোথা হইতে? ইহা কি হিংসার আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস নহে? কাহার প্রতি হিংসা? তাহার উল্লেখ উক্ত পত্রেই দেখা যায়। কাহার কোন্ কোন্ সূত্রে জিঘাংসা, তাহাও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সভার উদ্দেশ্য এবং উদ্যোগকারিগণের লুক্কায়িত চেষ্টা, বহুবর্ষের সঞ্চিত জিঘাংসানল পত্রমূলে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের লৌহ-ভীম আলিঙ্গনের আখ্যায়িকা আজ পত্রের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। মোক্ষোদ্যমের বস্তুল আজ মেষচর্ম্মে আবৃত হইয়া স্বীয় স্বরূপগত ব্যক্তহিংসার অব্যক্ত অভিনয়ে নিযুক্ত। বৈষ্ণব-সম্রাট্ শ্রীল জগন্নাথ দাস নিষ্কিঞ্চন ভক্তকে আক্রমণ করা

ইহাদের অধুনাতন উদ্দেশ্য মধ্যে ব্যক্ত হয় নাই। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গৌড়দেশবাসিগণের কল্যাণার্থ যে সকল সাধনভক্তিপর্য্যায়ের গুহ্য বিধি পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার যত্ন করিয়াছেন, সেই বিধির বিরুদ্ধে আয়োজন করিবার জন্য হৈতুকীচেষ্টাক্রমে ইহাদের দুরাশা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় বাহিরে অপ্রকাশিত। শুদ্ধ-ভক্তিবিধিপালনে কাহারও লম্বমান দাড়ি সংরক্ষণে ব্যাঘাত, কাহারও অতিরিক্ত তাম্বূল-চর্ব্বণে অত্যাসক্তি পরিহারের অসুবিধা, কাহারও সর্ব্বসমন্বয়তত্ত্ব ও মায়াবাদের পার্থক্য অনিত্য ক্লেশ, কাহারও হুজুগ করিয়া নিত্যই ধনীর কোষ-ভাণ্ডার হইতে অব্যাহত ধন প্রসারণে বাধা, কাহারও ভক্তির নামে বৈষয়িক কর্ম্মকাণ্ড প্রবৃত্তি, কাহারও জাগতিক উন্নতির অকর্ম্মণ্যতাদর্শনে আশঙ্কা ও কাহারও প্রতিষ্ঠাশাজনিত অপজীবিকাসংগ্রহে ক্ষতি প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা। কিন্তু এই পত্রে ফুটিয়া পড়িয়াছে, যে ব্যক্তির নির্দ্দেশ, তাঁহা হইতে যাঁহারা মানসিক কল্পিত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি আক্রমণ। যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের-কথিত আচার পুনঃপ্রবর্ত্তন এবং দুরাচার-তাড়নে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেছেন, তাঁহার প্রতি আক্রমণের জন্যই অন্যভূমি-নির্ণয়ের উপলক্ষ। যিনি শ্রীচৈতন্যদেব কথিত নিষিদ্ধাচার দূরীকরণ জন্য কর্ম্মকাণ্ড, বৌদ্ধ-বিচার, বিষ্ণুসেবারহিত স্মার্ত্ত বিশ্বাস, প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ-বিচার, ভক্তির প্রতিকূল চেষ্টা বলিয়া তত্তদ্দোষে-দুষ্ট ভক্তিবিরোধি সম্প্রদায়কে জানাইতেছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযান; যিনি জীবহৃদয় হইতে কৃষ্ণে অভক্তিরূপ কলঙ্ক সমাজ্জিত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টাবিশিষ্ট, তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যস্ত হইয়াছেন তাঁহাদের—অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন ভাল কথা নাই। যাঁহার ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভক্তিমঠ সংস্থাপন, জীব-কল্যাণার্থ হরিকথার দুর্ভিক্ষ-পনোদনকল্পে যাঁহার অনুগত জনগণের হরিকীর্ত্তনে অপ্রতিহত চেষ্টা, যাঁহার ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার, ভক্তির আনুষ্ঠানিক সকল-কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে যাঁহার চেষ্টাকে বাধা দিবার জন্য অনুরাগের ন্যায় যাহারা কুভাব পোষণ করেন, তাঁহারাই সমবেত চেষ্টা দ্বারা কি কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সুধীসমাজ তাহার বিচার করুন। পত্রে যারা পড়িয়াছে কাহার প্রতি একমাত্র হিংসার উদ্দেশে কোন্ কোন্ ব্যক্তি অনুরাগের বিচার লইয়া কি পরিমাণে কিভাবে আক্রমণ চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। আমরা বারান্তরে এ সকল কথার আলোচনা করিব।

পরলোকে পণ্ডিত মধুসূদন-গোস্বামী

শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীগোপীনাথ-পূজারীর বংশীয় পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। প্রকাশ যে, হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তিনি গত ২৮শে বৈশাখ শুক্রবার ইহ জগৎ হইতে আকস্মিক ভাবে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সেবা-সমিতির অন্যতম সভ্য ছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি তাঁহার অনুরাগও যথেষ্ট ছিল। তিনি একবার শ্রীধাম মায়াপুর সন্দর্শনার্থ গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবনে (যেখানে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপিত হইয়াছে) অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি যথেষ্ট ছিল। তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কোন কোন গ্রন্থ ব্রজবুলী ও হিন্দি-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আধুনিক নবাগণের মধ্যে যাঁহারা অপস্বার্থের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তানুগ-বিচারে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের বিরচিত "সৎক্রিয়া-সারদীপিকা" নাম্নী স্মৃতি-গ্রন্থ-রত্নটীকে অস্বীকার করিবার ধৃষ্টতা করেন, শ্রীল গোপাল ভট্টপরিবার পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামি-মহাশয় সেরূপ কোন স্বার্থপর কাল্পনিক মতের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা'কে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের বিরচিত বলিয়াই জানিতেন এবং সেই গ্রন্থের মূল আদর্শ তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন, বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নে গোস্বামী মহাশয়ের নিজ-ভাষায় "সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা" সম্বন্ধে উক্তি উদ্ধৃত হইল—

"সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর রচিত, ইহা আমরা চিরদিন জানি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-সমাজকে যদি অনন্যশরণভাবে চালাইতে হয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারকালীন ভাব সকল যদি বৈষ্ণব-

সমাজে সঞ্চারিত করিতে হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থই উপকারী হইতে পারে। যেহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট-মার্গে অনন্যতাই প্রধান। এগ্রন্থের মূল পুস্তক আমাদের ঘরে আছে।" স্বাক্ষর—শ্রীমধুসূদন গোস্বামী। বৃন্দাবন ২৬.৮.১৪।

মেদিনীপুর 'বালিঘাই' নামক স্থানে ১৩১৯ সালে যে একটী ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক-সিদ্ধান্ত-বিচার-সম্বন্ধে বৃহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, যে সভাটী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ইতিহাসে একটী নবমন্বন উষার উদ্বোধন করিয়াছে, যে সভায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর গবেষণাময়ী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন ও বৃন্দাবন হইতে আসিয়া সেই সভায় যোগ-দান করিয়াছিলেন এবং শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের সুসবেষণাময়ী সংসিদ্ধান্তপূর্ণা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—'এই শুকদেবতুল্য মহা-পুরুষের সিদ্ধান্ত আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, আপনাদের মঙ্গল হইবে।' পণ্ডিত মধুসূদন শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের অভাবনীয় নিরপেক্ষতার কথা শতমুখে কীর্ত্তন করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে ৩।৪ তিন বার গমন করিয়া 'বৈষ্ণবদর্শন' ও 'কৃষ্ণতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, তখন বৈষ্ণব-গুণগ্রাহী পণ্ডিত মধুসূদন সভা-মধ্যে প্রভুপাদের গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সিদ্ধান্ত-পরিপুষ্ট বক্তৃতা বুঝিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনের ন্যায় স্থানেও পণ্ডিতের একান্ত অভাব আছে। অনুসন্ধান-পরায়ণ পণ্ডিত মধুসূদন অনেক সময় অনেক বিষয় জানিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পত্রাদি প্রেরণ করিতেন, আমরা সেই সকল পত্র ভবিষ্যতে প্রকাশ করিব। শ্রীল প্রভুপাদ উড়ুপীতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের স্থানে গমন করিবার পূর্ব্বে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে যান, তখন পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন, শ্রীল প্রভুপাদকে উড়ুপী হইতে তাঁহার জন্য বাল-গোপাল শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, শ্রীমধ্বা-চার্য্যের আলেখ্য এবং তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও বিবরণাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদও উড়ুপী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয়কে শ্রীমধ্বা-চার্য্য-সেবিত শ্রীবালগোপালমূর্ত্তি, শ্রীমধ্বাচার্য্যের আলেখ্য এবং মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বিবরণাদি প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা ভবিষ্যতে এই সকল পত্রাদি গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিব। পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয় 'সজ্জন-তোষণী', 'হার্ম্মনিষ্ট' ও 'গৌড়ীয়ে'র নিয়মিত পাঠক ছিলেন। সময়ান্তরে পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধে অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। পণ্ডিত মধুসূদনকে হারাইয়া আমরা আমাদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু হারাইলাম। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

—•—

প্রচার-প্রসঙ্গ

To

The Editor, Goudiya, Calcutta.

Dear Sir,

I am very glad to be able to acknowledge, on behalf of the public of this locality, our debt of gratitude to Tridandi Bhakti Pradip Tirtha of the Sree Goudiya Math of Calcutta, who very kindly delivered a series of instructive lectures on Morality and Universal Love and Brotherhood, irrespective of caste and creed, at Panditsar, both at the local High-School-premises and at the house of Sj. Upendra Ch. Sen, Secretary to the school and member Dist. Board. The Tirtha Maharaj also preached at Manakhan and Rahapara—all in the neighbourhood and his preachings were highly appreciated. His preachings to the boys of this school laying special stress on purity of thought and action, love of truth, universal brotherhood and above all service of Humanity and reverence towards their teachers and superiors, were very—instructive and impressive. Verily I confess his preachings must have brought about some change at least in the minds of many here and many must have left this spot as wiser men.

At the house of the secretary he lectured on the Ideals of Manhood,—Love of Truth, Love of the most Beautiful, love of Purity—and self-abnegation and self-restraint and above all the true duties of a householder. All these were very much appreciated and hope and trust these must have, to some extent, elevated the morals of his audience who were spell-bound by his sweet eloquence. The Society he belongs to will do a great good to the locality to send occasional preachers of this type to show them their true goals in life.

(Sd) Chintaharan Bhattacharya M.A.
Head Master, Panditsar H. E. School
Paridpur 11. 5. 28.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ২৬শে মে, ১৯২৮ | ৪০শ সংখ্যা

জুনাগড়-গির্ণার-পথে প্রভুপাদ

(প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে সংগৃহীত)

এতৎপ্রদেশে রেলগাড়ীগুলির অবস্থা অনেকটা শোচনীয়। আমরা যে দর্শনাগায় ছিলাম, জানিতে পারিলাম, কয়েক দিবস পূর্ব্বে আমাদের পরিচিত কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। পোরবন্দর লৌহ-বর্ত্মের একটী প্রান্তস্থিত ষ্টেশন। তথা হইতে অনেকগুলি আরোহী গাড়ীতে উঠিল। তিন চারি ঘণ্টা পরে অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া "জিতলসর" নামক জংসন ষ্টেশনে মধ্যাহ্নের কিছু পরে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আমরা গাড়ী বদল করিয়া পুনরায় জুনাগড়-ভেরাওল যাইবার গাড়ীতে উঠিলাম। জিতলসর হইতে জুনাগড় দক্ষিণাভিমুখে যাইতে হয়। জিতলসরে গাড়ী বদল করিয়া পুনরায় গণ্ডাল-রাজ্যে গাড়ী বদল করিতে হইল। জিতলসরের কুলী বড়ই ঝগড়াটে। গণ্ডাল-রাজ্যের গাড়ী আরও অপ্রশস্ত ও খারাপ। আমাদের গাড়ীতে গণ্ডাল-রাজ্যবাসী কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট গণ্ডাল-রাজ্যের অনেক গুণপনা শ্রবণ করিলাম। তন্মধ্যে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক রাজ্যের মঙ্গলের জন্য রাজকোষ হইতে সামান্য অর্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া রাজকোষ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট। তিনি প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য অনেক প্রকার কর-গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন। বঙ্গদেশের সাম্প্রদায়িক বিবাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত অনেক কথোপকথন হইল। তিনি বঙ্গদেশে নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও তাঁহার পরমোদার প্রেম-ধর্ম্ম-প্রচারের কথা শ্রবণ করিলেন। যাঁহারা নিষ্কপটভাবে মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই জগতের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক-বিবাদের মধ্যে প্রবেশ করেন না; সুতরাং জগতের সমস্ত লোকই তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বিবাদে প্রমত্ত। কেহ বা দেহ, কেহ বা দ্রবিণ, কেহ বা জনতা, কেহ বা লোভ, কেহ বা চিচ্ছড়-সমন্বয়রূপ-পাষণ্ডতা লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক-বিবাদের সৃষ্টি করিতেছে। একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিলেই সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও অসাম্প্রদায়িকতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়। মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত পরিচয় দিয়া যাঁহারা আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, জাতি-গোঁসাঁই, গৌরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপসাম্প্রদায়িক হইয়া পড়েন, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই।

বৈকালে আমরা ক্রমশঃ গাড়ী হইতে গির্ণার পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। আমাদের সহযাত্রিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, গির্ণার পর্ব্বতে উঠিতে বিপুল ক্লেশ স্বীকার

করিতে হয়; আবার কেহ বলিলেন, দুই ঘণ্টার মধ্যেই অনায়াসেই তথায় উঠিয়া আবার নামিয়া আসা যায়। সহযাত্রিগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ শ্রবণ করিয়া আমরা কোন নির্দ্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না। আমাদের গাড়ী ক্রমশঃ জুনাগড়-ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল; আমরা সেখানে অবতরণ করিলাম।

জুনাগড়-নগর গির্ণার এবং দাতার পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে একটী বিশেষ রমণীয়-নগর ও অতীব প্রাচীন স্থান। এখানে অনেক পুরাতন কীর্ত্তি-সমূহ পড়িয়া রহিয়াছে। কাথিয়াবাড়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য আছে, তন্মধ্যে জুনাগড় একটী প্রধান। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে জুনাগড়ের শাসনকর্ত্তা ইংরাজদিগের সহিত প্রথম সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। জুনাগড়ের রাজা মুসলমান; তিনি 'নবাব' উপাধিতে বিভূষিত। পূর্ব্বকালে জুনাগড় আনর্ত্তের হিন্দু-রাজগণের অধীন ছিল। রাজপুতগণ বহুদিন এই প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে আহম্মদাবাদের সুলতান এই প্রদেশ অধিকার করেন। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে তাঁহার গুজরাটস্থ প্রতিনিধি এই রাজ্য দিল্লী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। খাঁ আজম নামক একজন শাসনকর্ত্তা সম্রাট্ আকবরের দ্বারা গুজরাটের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইলে জুনাগড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ আক্রমণ করেন। সেই সময় হইতে জুনাগড় মোগল-দিগের অধিকারে আসে। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গুজরাটের মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি ক্ষমতা হারাইতে থাকিলেন। ঐ সময় তাঁহার অধীনস্থ জনৈক কর্ম্মচারী বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া গুজরাট হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করেন এবং তথায় নিজ অধিকার স্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণই 'নবাব' উপাধি ধারণ করিয়া জুনাগড়-রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। জৈন ইতিহাসে জুনাগড়ের অনেকপ্রকার কিম্বদন্তী শ্রুত হয়।

জুনাগড় সহর হইতে প্রায় একমাইল পূর্ব্বদিকে 'দামোদর কুণ্ড' নামে একটী কুণ্ড বিরাজিত আছে। এই কুণ্ডে জল-প্রপাত হইতে জল আসিয়া অহরহ পতিত হইতেছে। এই কুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বেই বহু ঘাট রহিয়াছে। উত্তরঘাটের নিকট নাগর-ব্রাহ্মণগণের শ্মশান-মন্দির এবং দক্ষিণ ঘাটের নিকট দামোদরজীর সুপ্রাচীন মন্দির। কিম্বদন্তী এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রনাভ এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। এখানে ধর্ম্মশালা ও বলদেবের একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরের উপরিভাগে অনেক প্রাচীন-শিল্পের নিদর্শন রহিয়াছে। এখানে প্রাচীন শিলা-লিপি দৃষ্ট হয়। জুনাগড় ও দামোদর কুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ে অশোক, রুদ্রদত্ত ও স্কন্দগুপ্তের তিনখানি প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি গুহা ও মস্‌জিদ আছে। এ স্থানেও হিন্দুগণের মন্দির ও তীর্থাদি যে বিদেশীয়গণের আক্রমণে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

আমরা জুনাগড়-ষ্টেশনে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট গির্ণার পর্ব্বতে উঠিবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি ষ্টেশনে আগত একমাত্র ধনাঢ্য পাণ্ডার সহিত আলাপ করিতে বলিয়া ষ্টেশনে আরোহণ করিলেন। পাণ্ডা আমাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডীয় বৈতানিক কর্ম্মপর যাত্রী মনে করিয়া নানাবিধ কুণ্ডে স্নান করাইবার এবং নানা কর্ম্ম-কাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিলেন। যখন তিনি জানিলেন যে, আমরা ঐ শ্রেণীর যাত্রী নহি, তখন আমাদিগকে ষ্টেশনে পরিত্যাগ করিয়াই তিনি স্বীয় স্নানাহারোৎসে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ষ্টেশনের নাতিদূরে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে আমাদের একটী বাসাঘর স্থির হইল। উহাতে আমাদের কয়েকজন সঙ্গী সেই রাত্রের জন্য তথায় রহিয়া গেলেন। আমরা দুইখানি টাঙ্গায় গির্ণার পর্ব্বতের সমীপস্থ তলভূমিতে উপনীত হইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। নৈশ-তিমির আমাদিগের দৃষ্টিশক্তি অবরোধ করিয়াছে। সেইকালে নিতান্ত বিপন্নাবস্থায় আমরা চারিজন দুইখানি টাঙ্গায় সুবৃহৎ দুইটী জৈন-ধর্ম্মশালার দ্বারে উপস্থিত হইয়া জৈন-গণের নিকট রাত্রিকালমাত্র অতিবাহিত করিবার জন্য একটী স্থান প্রার্থনা করিলাম। সকট চালকদ্বয় পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগকে বলিতেছিল যে, যেহেতু আপনারা হিন্দু, সুতরাং জৈন-ধর্ম্মশালায় আপনাদিগের কিছুতেই স্থান হইতে পারিবে না। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের অনেক জৈনের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় আছে এবং হিন্দু ও জৈনগণের পরস্পরের মধ্যে সৌজন্যবিষয়ে

কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নাই জানিয়া আমরা তাহাদের কথায় নির্ভর করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম যে, জৈনগণ অহিংসো-পরায়ণ, সুতরাং তাঁহাদের হৃদয় এত কঠিন হইবে না যে, সর্ব্ব-জীবে করুণাময় অহিংসার মূর্ত্তিমান আদর্শ বৈষ্ণবগণের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া তাঁহাদিগকে হিংস্র জন্তু হইতে জীবন রক্ষা করিতে পর্য্যন্ত স্থান দিবে না। কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলাম যে, ইঁহাদের ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির কোন জীব পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। বস্তু অহিংসার আনুষ্ঠানিক পরিচয়। ইতর প্রাণীতে ইঁহাদের হিংসো-প্রবৃত্তি নাই বলিয়া প্রচার, কিন্তু ইতর প্রাণীর পোষণে নর-শোণিত দ্বারা সম্বর্দ্ধন যে সৌখ-প্রবৃত্তি আছে, তাহার ফলেই কি আমাদের সংহার উদ্দেশে জুনাগড় সিংহগণের ভোজনের জন্য তাঁহারা বিনা ব্যয়ে নৈবেদ্যস্বরূপে আমাদিগকে সমর্পণ করিবার সৌখ উদ্দেশ্য পোষণ করিলেন? বহু অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও অহিংসাধর্ম্মপর অর্হৎগণ আমাদিগকে স্থান দিলেন না। আমরা নিরুপায় হইয়া যখন দেখিলাম যে, আমাদের শকটদ্বয় সহরে ফিরিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের তথায় যাইবার আর কোন উপায় নাই এবং জৈনগণের প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালাগৃহে বৈষ্ণবের স্থান নাই, তখন বুঝিলাম অহিংসা শব্দটী ভাববাচ্যি-বিচারমূলে ইতর প্রাণীর জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে, মনুষ্যের জন্য তাহার বিপরীত ভাবটী বর্ত্তমান। ইহা ঠিক আমাদের দেশের প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের জীবে দয়োপলব্ধির ন্যায়। তখন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের জৈন-সেবার কথা মনে পড়িতে লাগিল। বোধ করি, বঙ্গীয় জৈনগণ কাথিওবাড় অঞ্চলের ন্যায় নিষ্ঠুর নহেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এতদিন জৈন-অহিংসাকে বৈষ্ণবের জীবে দয়ার সহিত সম-পর্য্যায়ে গণনা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ ব্যবধান পাইয়া আমাদের বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অর্জ্জিত ধারণার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলাম। আমরা তখন গিরি-গহ্বর, অজ্ঞাত দেবালয়, কুটীর প্রভৃতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। অবশেষে "কৃষ্ণ বড় দয়াময়" বলিয়া একটী কুটীরে উপনীত হওয়ায় সেখানে দেখি রামানন্দি-সম্প্রদায়ের দুই তিনটী জটাজাজিত ভূলকায়, হৃদয়বান্ লোক বসিয়া আছেন। তাঁহারা আমাদের সঙ্কটাপন্নাবস্থা দেখিয়া সমাদরচিত্তে তাঁহাদের নিজ গৃহ মধ্যে আমাদের স্থান দিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই কুটীরে একটী কাষ্ঠ-দোলিকা অবলম্বন করিয়া রাত্র যাপন করিলাম। তাঁহাদের নিকট হইতে জুনাগড়-সিংহ ও ব্যাঘ্রাদির কথা শুনিতে পাইলাম। প্রাতে আমরা দুইজন মাত্র প্রত্যেকে চারিজন লোক সহিত দোলা সংগ্রহ করিলাম। শ্রীমান্ কৃষ্ণবাবু পদব্রজে আমাদের সহিত পর্ব্বতারোহণে বিপুল শ্রম স্বীকার করিতে লাগিলেন। দোলায় বসিবার স্থানমাত্র আছে, এমন কি একটী ঘটী পর্য্যন্ত পরিশ্রমাশঙ্কায় বাহকগণ সঙ্গে লইতে দিবে না। শুনা গেল, পর্ব্বতের উপরে উঠিতে দশ সহস্র সোপান অতিক্রম করিতে হইবে।

লোক-প্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যার পর)

—লোক-প্রিয়তানুসন্ধানকারিগণ বাস্তব-সত্য-পথের পথিকগণকে সঙ্কীর্ণ party (দল) মনে করেন। যেহেতু ঐরূপ একনিষ্ঠ সত্যোপাসক জুনাগড়-পরিত্যাগকারিগণ দুনিয়া-দারীর লোকের প্রিয় বা অপ্রিয় হইবার জন্য ব্যস্ত নহেন। তবে যে তাঁহারা লোকের সহিত মিশেন, তাহা লোকের প্রিয়তা-অর্জ্জনের জন্য নহে, লোকদিগকে সত্য-পথের পথিক করিবার জন্য। বাস্তব-সত্য সম্পূর্ণ লোক-নিরপেক্ষ বলিয়া তাহা লোক-প্রিয়তানুসন্ধানকারি-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ বলিয়াই বিবেচিত হয়, কাজেই বাস্তব-সত্যের কোন কথা লোক-প্রিয়তানুসন্ধানকারি-সম্প্রদায় জগতে flota-tion দিতে ইচ্ছা করেন না, বরং সর্ব্বপ্রকারে তাহাতে বাধা জন্মান। আপনি মহাপ্রভু-প্রচারিত বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তের কথা সাধারণ-জন-পাঠ্য সাময়িক সংবাদপত্রাদিতে প্রদান করিতে যা'ন, দেখিবেন, তখনই সেই সকল সংবাদ-পত্রের পরিচালকবর্গ আপনাকে বলিয়া উঠিবেন—এ সকল ধর্ম্ম-কথায় সাধারণের কোন কৌতূহল বা রুচি নাই; সুতরাং আমরা এইরূপ 'ঘোলো-কথা' প্রকাশ করিতে পারি না।

আজ বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব নবদ্বীপ-সুধাকর গৌরসুন্দর যে নিরপেক্ষ সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিলেন, তাহা কেনই বা বাঙ্গালার সংবাদ-পত্রের একটী

নিজেই স্থানও পায় না, আর যে সকল জাতীয়তার কথা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতাপূর্ণ, তাহাই বা কেন বিপুলভাবে জগতে প্রচারিত হয়; ইহার কারণানুসন্ধান করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার মূলে প্রকৃত সত্যানুসন্ধান নাই, কেবল আছে—আপাত-আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলক লোক-প্রিয়তানুসন্ধান। কখনও কখনও যে সাধারণের পাঠ্য সংবাদ-পত্রাদিতে বিকৃতভাবে অর্থাৎ লোক-প্রিয়তার ছাঁচে ঢালিয়া মহাপ্রভুর কথাগুলি প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তাহা যে প্রচ্ছন্ন-লোক-প্রিয়তানুসন্ধানের নিদর্শন মাত্র, তাহা সার-গ্রাহী বিজ্ঞজন বেশ ধরিতে পারেন। মহাপ্রভুকে মহাপ্রভুর মত করিয়া আমরা দেখিতে চাই না অর্থাৎ ভগবানের অনাবৃত স্বরূপের নিকট আমরা উপস্থিত হইতে চাই না, মহাপ্রভুকে আমাদের মত করিয়া অর্থাৎ তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার ছবিটীকে আমরা দেখিতে ভালবাসি; কারণ ইহাতে লোক প্রিয়তা-অর্জ্জনের সৌকর্য্য আছে।

মায়িক-জগতের হাটে সামাজিকতা, জন-প্রিয়তা, লোকপ্রিয়তা—এ সকলই চিরদিন বিকাইয়াছে, বিকাই-তেছে ও বিকাইবে; কারণ লোক প্রিয়তানুসন্ধানকারী সামাজিকগণই এখানকার public (সাধারণ)—পারমার্থিক-গণ এখানকার public নহেন। কাজেই খাঁটি পারমার্থিক-রসদ এখানে বিকাইবে না। সাধুগণ নিছক-সত্যের পসরা মাথায় লইয়া আমাদের দুয়ারে আসিলে কি হইবে? আমরা যেরূপ সমাজের আব্‌হাওয়ায় প্রতিপালিত, সেখানে যে খাঁটি সত্যের অনুসন্ধান নাই, তাই এখান হইতে সাধুগণকে অনেক সময়েই অমূল্য মণি-মাণিক্যের প্রদর্শনী গুটাইয়া চলিয়া যাইতে হয়—আর অধিক সময়ই তাঁহা-দিগকে নানা প্রকারে নির্য্যাতিত হইতে হয়—তাঁহাদের মণি-মুক্তাদি-সম্পদ্ শাখামৃগ-জাতীয় অনেকের নিকট বদরী-ফলের ন্যায় আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের বস্তু বা লোষ্ট্র-খণ্ডের ন্যায় দূরে নিক্ষেপের বস্তু বলিয়াই গণ্য হয়। অনেক সর্প-সদৃশ ক্রূর-প্রকৃতি—অনেক ব্যাঘ্র-সদৃশ রক্তপান-লোলুপ—অনেক বিষ্ঠাভোজী-বন্যবরাহ-সদৃশ পর-হিংসক প্রাণিগণের দ্বারা নিছক-সত্যের ফেরিওয়ালাগণকে হিংসিত, নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত, নিন্দিত, অপমানিত হইতে হয়। এই জগতে সত্যের গ্রাহক 'নাই' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে সত্যের নির্য্যাতন—এখানে খৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হন—আচার্য্য রামানুজ, মধ্ব, আততায়ীর ষড়যন্ত্রের বস্তু হন—ঠাকুর হরিদাস বাইশ বাজারে প্রহৃত হন—নিত্যানন্দ পর্য্যন্ত নিন্দিত হন। কারণ ইঁহারা এই জগতে লোক-প্রিয়তানু-সন্ধানের আদর্শ দেখাইতে পারেন নাই বা সেরূপ শিক্ষা প্রচার করিয়া লোক-বঞ্চনা করেন নাই। ইঁহাদের শিক্ষা লোক-প্রিয়তানুসন্ধানের বিপরীত। ইঁহারা বলিয়াছিলেন—"নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম রক্ষণ না যায়"।

আবার এখানে এক শ্রেণীর অতি ধূর্ত্ত আনুকরণিক কপট-ব্যক্তি যীশু, রামানুজ, নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি লোক-লাঞ্ছনা-সহিষ্ণু অকপট মহাপুরুষগণের নকল করিয়া লোক-প্রিয়তা-অর্জ্জনের কৌশল শিক্ষা করিয়া থাকে। লোক-প্রিয় হইবার জন্য তাহারা চঙ্গ-বিচ্ছ সাজে—অপকর্ম্ম করিয়া সমধর্ম্মী ব্যক্তিগণের দ্বারা "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" গতি লাভ করিলে ঐ কপটগণের কেহ কেহ আত্ম-কুৎসা চাকিয়া লোক-সহানুভূতি আকর্ষণ, ও তদবলম্বনে আত্মডঙ্কা বাজাই-বার জন্য ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় নির্য্যাতিত হইবার কপট-অভিনয় দেখায়—"খণ্ড খণ্ড হয়, যদি যায় যা'বে প্রাণ", প্রভৃতি বাক্যের অনুকরণে কত কি বুলি আওড়ায়! কপট-ব্যক্তিগণের এইরূপ চালাকি-দ্বারা লোক-প্রিয়তানু-সন্ধান-চেষ্টা সাধারণ লোক-সমাজ ধরিতে না পারিলেও প্রকৃত সাধুগণ ধরিয়া ফেলেন; তাই বলিতেছিলাম, এ জগৎটায় সত্যানুসন্ধান অতি—অতি বিরল—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চতুর্দ্দিকে কেবল লোক-প্রিয়তানু-সন্ধানেরই বিচিত্র বিপুল আয়োজন।

এ জগতে লোক-প্রিয়তার ধর্ম্ম—মুড়ি-মিশ্রি সমধর্ম্মের ধর্ম্ম বড়ই সহজে দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। এই ধর্ম্মের গ্রাহকের অভাব নাই। কিন্তু নিছক পারমার্থিক-ধর্ম্ম—যাহা লোক-নিরপেক্ষ, তাহা এ জগতের হাটে বিকায় না—"হাটে না বিকায় চাউল"—এ কথা একদিন গৌর-আনা-ঠাকুর, পরমার্থের আচার্য্য অদ্বৈত-প্রভুকেও হেলাছলে বলিতে হইয়াছিল।

আসল নির্ম্মুক্ত সত্য—সম্পূর্ণ কপটতা-নির্ম্মুক্ত; মানুষ এত বড় খাঁটি জিনিষের গ্রাহক হইতে চায় না। কারণ এত বড় খাঁটি জিনিষটী নিতে হইলে সর্ব্বস্ব মূলধন প্রদান করিবার মত হৃদয়-বল থাকা চাই। যেখানে কপটতা ও দুর্ব্বলতার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ বর্দ্ধিত—

যেখানে সেইরূপ দুর্বলতার সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিবার অসংখ্য লোক বিরাজিত, সেখানে মানুষ কপটতা ও দুর্বলতার অনুসন্ধান করিলেই অধিক মাত্রায় লোকের সমবেদনা আকর্ষণ করিতে পারে—লোক-প্রিয় হইতে পারে। কাজেই এখানকার লোকের ভেজাল-বস্তুতেই আদর, "তামাকও খাব, চুড়ও খাব" এখানে এই নীতি অবলম্বন না করিলে এখানকার আবহাওয়ার সহিত চলা যায় না—এখানে 'একঘরিয়া' হইয়া থাকিতে হয়। কতদূর বাস্তব-সত্যে বিশ্বাস ও হৃদয়ে সত্য-সাধন-বল থাকিলে, মানুষ এখানকার প্রচলিত নীতি পরিত্যাগ করিতে—'একঘরিয়া' হইতে অর্থাৎ বিরাট্ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে অসীম সাহসী হইতে পারে, তাহা সুধী-সমাজের বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য বিষয়।

লোক-প্রিয়তা পরিত্যাগ করা অর্থাৎ বহির্মুখ-জগতের কাছে 'একঘরিয়া' হওয়া অপরাবাবার লোক-নিরপেক্ষ বা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগী হওয়া বাস্তব-সত্যে পূর্ণ-বিশ্বাস না থাকিলে অসম্ভব। আর বাস্তব-সত্যানুসন্ধানের পথে না চলিলেও মানুষ অধিক সময় ঐরূপভাবে স্থিতিতে পারে না।

মুখে আমরা অনেকেই ধার্ম্মিক সাজিতে পারি—অভিনয়ে অনেকেই আমরা সাধুর part play করিতে পারি, কিন্তু আমাদের কাহার কতটুকু সত্যপ্রিয়তানুসন্ধিৎসা-মূলধন আছে, তাহার পরীক্ষা তখনই হয়—যখন আমরা লোক-প্রিয়তারূপ আসক্তি বিসর্জ্জন করিয়া ঐকান্তিক সত্যের জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিতে, শুধু মুখে নয়, কার্য্যতঃ অগ্রসর হই। কে জানে কোন্ এক সত্যান্বিষ্ট-পুরুষের কঠোর অথচ প্রাণ-কাড়া-ডাকে কতেক-জন নিষ্কপট-প্রাণ, জগতের হাটের মনোহারিণী পণ্য-বীথিকার সৌন্দর্য্য—জগতের বিচিত্র শব্দ-বৈখরীর ঝঙ্কার—জগতের ভাবী আশা-ভরসা—লোক-প্রিয়তা—সমাজ-প্রিয়তার অন্তের অষ্টপাশ তুচ্ছ করিয়া জগতের কাছে যেটা 'অজানা', 'অনির্দ্দেশ্য'—যেটা কেবল কাব্য-ইতিহাসের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক ছবি মাত্র, কিন্তু পারমার্থিক-সমাজে যাহাই একমাত্র বাস্তব-সত্য, সেই বাস্তব-বস্তুর অনুসন্ধান-অভিসারে চলিয়াছেন। এই অনুসন্ধান-অভিসার—এই অন্তর আত্ম-বিপ্লব—এই আত্ম-বিসর্জ্জন-অভিযানের উলঙ্গ উদ্দাম-গতি যখন ধাতাশিতার কাতর ক্রন্দন—পল্লীর অনর্গল-অশ্রুধারা—আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-ভালবাসা—সামাজিকগণের সম্ভ্রম-দেশ—ভাবী আশা-ভরসার বিপুল সৌধ—ক্ষু-স্বর্গের পুষ্পোদ্যান ও দিব্য-স্বর্গের পারিজাত-কাননে মধুপানের উন্মাদিনী-লালসা—কিছুতেই প্রতিহত না হইয়া সাগরের দিকে অভিসারিণী স্বর্ণদীর ন্যায় আরও পরতর-বেগবিশিষ্টা হইয়া পড়ে, তখন সেই স্রোত-প্রবাহ এই চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডের কোথায়ও আশ্রয় না পাইয়া—শিবজা, ব্রহ্মলোকেও স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহা ভেদ করিয়া বিমল বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগ গোলোকে এক দিব্য-কল্পতরুর মূলের আলবালে উপস্থিত হইয়া অমৃতময় সেচন-সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দিতে থাকে।

জগতের প্রত্যক্ষ সত্য-বস্তুগুলি—যে-গুলিকে তখন তখন ধরা-ছোঁয়া যায়—টিপিয়া পরখ করিয়া লওয়া যায়—আস্বাদন করিয়া দেখা যায়—মাপিয়া লওয়া যায়—প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করা যায়, সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া লোক-প্রিয়তা, জন-প্রিয়তার কোন কূল-কিনারা যেখানে দেখা যায় না, সেই বিশাল সাগরের উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে যাঁহারা ঝাঁপ দিতে পারেন, জন-সমাজের কোটিকণ্ঠ-মিলিত বাধা অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা এক জনের ডাকে বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান-অভিসারের পথে চলিতে পারেন, তাঁহাদের বিশ্বাস-ভূমিকা—তাঁহাদের বাস্তব-সত্যের জন্য টান—তাঁহাদের পারমার্থিক-সত্যানুসন্ধান-স্পৃহাই বা কতটুকু, আর যাঁহারা সব দিকের সব বজায় রাখিয়া—ধরা-ছোঁয়া—মাপিয়া লওয়ার সব ভোগের বস্তুগুলিকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া একটা recreation periodএ সামাজিকতা লোক-প্রিয়তা বা অপর ভাষায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য অথবা পারমার্থিক-সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে একটা প্রতিযোগী-পার্টি মনে করিয়া তাঁহাদিগের সহিত 'পাল্লা' দিবার জন্য—মৎসরতা ও ঈর্ষ্যামূলে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য পারমার্থিক-সত্যানুসন্ধিৎসুগণের অনুকরণে ধার্ম্মিকতা, নিরপেক্ষতা, নিঃস্বার্থপরতা, পরদুঃখ-কাতরতা লোক-বিতৈষণা প্রভৃতির ভাণ দেখান এবং সমজাতীয় সামাজিকগণের নিকট 'ধার্ম্মিক' বলিয়া প্রচারিত হইতে পারিলেই ইহজীবনের ইষ্টসিদ্ধি হইল মনে করেন, তাঁহাদের সত্যের দিকে টান—বাস্তব সত্যের প্রতি বিশ্বাস ও পারমার্থিক-সত্যানুসন্ধানই বা কতটুকু তাহা জগতের

বিচারে বিকর্ষিত-বুদ্ধি—জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অন্ধনয়ন—কুতর্ক-কোলাহলে বধিরকর্ণ ব্যক্তিগণ কতটুকু বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন, ভাবিবার বিষয়। এক সম্প্রদায় চা'ন—ভগবৎপ্রীতি, আর এক সম্প্রদায় চা'ন—লোক-প্রীতি-রূপা আত্ম-প্রীতি। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ মনে করেন, দুনিয়ার হোমরা-চোমরা সামাজিক বা ধার্ম্মিক-ক্রবগণের নিকট 'ধার্ম্মিক' বলিয়া গণ্য হইতে পারিলেই—ঐরূপ আত্ম-বঞ্চিত-ব্যক্তিগণের সভা-সমিতিতে করতালি, ধন্যবাদ, অভিনন্দন প্রভৃতি পাইলেই "কেল্লামাত" করিয়া দেওয়া গেল; তাঁহারা যবনিকার এ পারের দিকটা দেখিতেছেন, যবনিকার পরপারে যে বিশাল আদর্শ-রাজ্য আছে, এ কথা মায়াদেবী যবনিকার অঙ্কিত ছায়া চিত্রের দ্বারা মোহিত করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝিতে দেয় না। লোক-প্রিয়তা বা সামাজিকতাই যে পরমধর্ম্ম, পরমসত্য থাকিবে—যেদিকে দল ভারী, লোক বেশী, অধিক সামাজিকগণের সম্মেলন, সেই সভার বা প্রতিষ্ঠানেই যে সত্যের অনুসন্ধান হইবে—এরূপ কোন প্রমাণ পারমার্থিক-ইতিহাস স্বীকার করেন না। Vox populi is not Vox De, but Vox De should be popular.

প্রকৃত পারমার্থিকগণ—প্রকৃত সত্যানুসন্ধানকারিগণ জগতের মতামতের অপেক্ষা করেন না, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ—কপট নিরপেক্ষতাবলম্বনের ছলনায় বিষ্ণু-বহির্ম্মুখ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক নহেন। তাঁহারা যদিও তাঁহাদের সমস্ত জীবন-তরণীখানি প্রবল ঝড়ের মধ্য দিয়া সামাজিক-সাগরের উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গের প্রবল বেগের প্রতিকূলে চালাইয়া যাইবার আদর্শ দেখান, কিন্তু তাঁহাদের সে আদর্শ—সেরূপ নিপুণ-করণ তাঁহাদের করুণাপরবশবর্ত্তিনী স্বেচ্ছার দ্বারাই সাধিত। যে ব্যাপারকে তাঁহারা অতি সহজে মোটেই তাঁহাদের দৃষ্টি-পথে না আনিতে পারেন, কিন্তু করুণার বশবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহাদের যেন সেই পরদুঃখ-মোচন-কার্য্যে মাথা-ব্যথা পড়িয়া যায়—কতই না তাঁহাদের বাধা পড়িয়া যায়। তাঁহারা তাঁহাদের ঐরূপ চেষ্টা হইতে অবসরও গ্রহণ করিতে পারেন—তথা আশ্রম করিয়া মহা জনানন্দীর প্রতিষ্ঠাও পাইতে পারেন—লোক-সমাজ হইতে সরিয়া যাইয়া স্বেচ্ছাচারী লোকগুলিকে বিনা-বাধায় উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব নৃত্যে ব্যস্ত হইতে দিলে তাঁহারা লোক-সমাজ হইতে সাধুবাদও অর্জ্জন করিতে পারেন, কেনই বা কতকগুলি কুপ্রবৃত্তি-চালিত সামাজিক-লোকের—কাম-ক্রোধাদক কতকগুলি পশুপ্রকৃতি মনুষ্যের গঞ্জনা লাঞ্ছনা সহ্য করিতে স্বীকৃত হন? তাঁহারা অসামাজ পরদুঃখ-দুঃখী, তাই—"যার খাইয়াও প্রেম বাড়া করেন" —নিন্দিত, লাঞ্ছিত হইয়াও নিন্দাকারিগণের মঙ্গল করিতে চান। তাঁহাদের মহাবদান্যতার মহাতাৎপর্য্য অপরার্দ্ধক, বিপু-বশীভূত-সমাজ কি বুঝিবে?

শুদ্ধ-সহজ-প্রচারক—ভগবানের নিজজন, পরদুঃখ-দুঃখী বৈকুণ্ঠ-দূত, আর পরমহিতৈষণার মূর্ত্তপরা দুনিয়াদারীর লোক যে প্রচারের অভিনয় দেখায়—এই উভয়ের মধ্যে যে কি একটা মস্ত ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না। কোন কোন উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে এক শ্রেণীর গ্রাজুয়েট মাষ্টারের কার্য্য করিতে আসেন, তাঁহারা সকাল বেলায় 'ল' ক্লাস এটেণ্ড করেন, ১০টা—৪টায় মাষ্টারী করেন, বৈকালে প্রাইভেট্ টিউসনী করেন, রাত্রে হোমিওপ্যাথি পড়েন। এই শ্রেণীর মাষ্টার মহাশয়গণ ওকালতী বা ডাক্তারী পাশ না করা পর্য্যন্ত কিম্বা তাঁহাদের কোন একটী ব্যবসায়ে পসার না জোটা পর্য্যন্ত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর এক শ্রেণীর মাষ্টার আছেন, তাঁহাদের মাষ্টারী ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যই নাই, তাঁহারা আজীবন শিক্ষকতাই করিবেন—এই সঙ্কল্প লইয়া শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং ছাত্রগণের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে সব প্রাণটী ঢালিয়া দেন, এমন কি তাঁহারা ছেলে পড়াইবার অর্থাদি গ্রহণটাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। উপরি-উক্ত উভয় শ্রেণী 'মাষ্টার' নামে খ্যাত হইলেও এক শ্রেণী পেটের দায়ে অর্থাৎ উদর-অভিলাষের বশে—পেটের জন্য যথেষ্ট রসদ যোগাড় না হওয়া পর্য্যন্ত পাঁচমিশালী শিক্ষক, তাহার পরে যথেচ্ছাচারী। কিন্তু আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি নিত্যকালই শিক্ষক, তাঁহাতে শুদ্ধ-আদর্শ শিক্ষকতা-বৃত্তি ব্যতীত পাঁচমিশালী ভাব নাই। কৃত্রিম-প্রচারকগণের আরও দশটা কাজ আছে—স্ত্রী-পুত্র-ভরণ-পোষণ আছে, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ কার্য্য আছে, মায়া-মোহ আছে অর্থাৎ অনেক প্রকার কিঙ্করতা আছে। তাহাদের প্রচার কার্য্যটা তাহাদের পেট চালাইবার—প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ

করিবার কিম্বা অন্য কোন উপায়ে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের ভাল ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত একটা অপস্বার্থমূলা দেখা যায়; অকৃত্রিম প্রচারকগণের কিন্তু মোটা কাজ নাই—পরমার্থ ব্যতীত অন্য কোনও কিঙ্করতা নাই—নির্হেতুক হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য বা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নাই। তাঁহাদের আদর্শ নিকপট আচার-প্রচার দ্বারা লোক-শিক্ষা-প্রদান ব্যতীত—জীবের আত্মিক দুঃখে—অভাবে নিকপট সহানুভূতি ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে কৃত্রিমতার কোন অভিনয় নাই। তাঁহারা তাঁহাদের পারিশ্রমিক-স্বরূপ অধিক অর্থ বা প্রতিষ্ঠা পাইলে শিক্ষকতা বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া 'সত্য' 'নিত্য' দুই পক্ষেই ওকালতী করিবার জন্য অন্তর দৌড়ান না; লোকের আত্যন্তিক মঙ্গল হৌক্ আর না-ই হৌক্, তাহাতে কৃত্রিম-প্রচারকগণের কিছু আসে যায় না, তাঁহারা চাহেন—লোক-প্রিয়তা। কাজেই তাঁহারা লোকের আপাত-মনোরঞ্জনেই ব্যস্ত হন। যেমন কোনও কোনও হাতুড়ে-চিকিৎসকের দল যে প্রকারেই হৌক্ লোক ঠকাইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য দেশ-বিদেশে ক্যানভাস্ করিয়া বেড়ান, কখনও বা চলন্ত ট্রেণে নিত্য-নূতন আরোহিগণের নিকট ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, নানাবিধ মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করেন, গান করেন এবং ঐরূপ বিবিধ উপায়ে সাধারণকে ভুলাইয়া তাহাদের নিকট হইতে স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকেন; কারণ তাঁহারা জানেন, ক্রেতৃগণের সঙ্গে ত আর দ্বিতীয় দিন দেখা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই,—আর অপরের মঙ্গলা-মঙ্গলেই বা তাহাদের কি হইবে? তাহাদের প্রয়োজন কেবল অর্থ সুতরাং যে-কোন প্রকারে হৌক্ অপরের মনোরঞ্জন করিয়া—উহাদিগকে আপাত সুখ-রোচক ও বাহ্য চেহারার ঔষধের মত কিছু অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য দ্বারা নিজ স্বার্থসিদ্ধি করাই আবশ্যক। কিন্তু অকপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুবৈদ্যগণ কখনও সেরূপ কার্য্য করেন না। তাঁহারা হাতুড়ে বা হঠাৎ চিকিৎসক নহেন। রোগীর জন্য তাঁহারা অনুতপ্ত হন, রোগীকে আপাত তিক্ত-ঔষধ প্রদান করিয়াও রোগীর ভাবী ঐকান্তিক কল্যাণে সচেষ্ট হন, বিকারগ্রস্ত রোগীর গালি ও তিক্ত কথা সহ্য করিয়াও তাহাদের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের বিরোধ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের অনুকরণে কতিপয় নকল-গৌরের প্রচারকের দল বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে। তাঁহারা বাহিরে নিঃস্বার্থ-পরতার সজ্জা দেখাইলেও তাঁহাদের নিঃস্বার্থপরতার ছলনা অকৃত্রিম-স্নেহ-বাৎসল্যময়ী যশোমতীর অনুকরণ-কারিণী বাল-ঘাতিনী পূতনার উদ্দেশ্যের ন্যায়। তাঁহাদের ঐরূপ নিঃস্বার্থপরতার বাহ্য বেশের অন্তরদেশে লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির অনন্তমেঘ গুপ্ত-ভাবে লুকাইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা জগতের সব ভোগের বস্তুগুলি বাহ্যে কিংবা অন্তরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়া লোকপ্রিয়তানুসন্ধানের জন্যই ঐরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রত্যেকটী নিকপট সেবক কিন্তু সেরূপ কপট কৌশলকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন; তাঁহারা অহর্নিশ প্রতি মুহূর্ত্তে আর্ত্ত হইয়া চিন্তা করেন যে, যদি তাঁহারা নিকপটে পূর্ণমাত্রায় হরিভজনের পথে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ত্যক্ত আশ্রমের মাতা-পিতার অশ্রু—ভার্য্যার উষ্ণ শ্বাস - পুত্রাদি-পরিজনের ক্রন্দন-রোল—আত্মীয়-স্বজন-সমাজের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্যরাজি—যাহা একমাত্র হরিভজনের জন্যই অগ্রাহ্য করা যায়—তাঁহাদিগকে সামান্য মর্ত্ত্য নৈতিক পুণ্যবানের পদবী হইতেও নিম্নে রাখিবে। কারণ—"কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি। দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী" নিকপট-হরিভজনকারী বা হরিভজন-প্রয়াসিগণ সমস্ত ঋণ হইতে নির্ম্মুক্ত হন এবং তাঁহাদের দ্বারাই নিখিল জগৎ-প্রীণন-কার্য্য সাধিত হয়, নতুবা যদি কপটতা অবলম্বন করিয়া হরিভজনকারীর বেশ মাত্র গ্রহণ করা হয়, আর হরিভজনের বিপরীত পন্থা গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পাপ-অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে। যাঁহারা বাস্তব-সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া এত বড় সাহসিকতার কার্য্যে কোমর বাঁধিতে পারেন,—প্রত্যক্ষ বিষয়-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সেবা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারেন, তাঁহাদের মহত্ত্ব সাধারণ-সমাজ বুঝিতে না পারিলেও তাঁহাদের নিত্য-প্রভু সেইরূপ লোক-প্রীতি-নিরপেক্ষ আন্তরিক ভজন-পরায়ণগণকে কিরূপ চক্ষে দর্শন করেন, তাহা ভক্তরাজ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভাষায় একটু আবৃত্তি করিতেছি—

"ভক্তবশ্য। বহুনি জন্মানি মদর্থং ধারাগারধনাদিকং পরিত্যজ্য। মৎপরিচর্য্যানুরোধেন শীতবাতক্ষুধাতৃষ্ণাব্যথাং বহ্য-

দীন হীনের প্রেমান্ সোঢ়বতে অনাবমানাদীনপ্যবপদিতবতে ভিক্ষুচর্য্যাং গৃহীতবতে ভবতে কিমপি দাতুমশক্নুবন্ অহী কেবলমভূবম্। সার্ব্বভৌমস্তাবদেষোঽপরিজ্ঞাতাদ্বিতীয় ন ভবদনুরূপ মতি তত্তং কথং বিতরিষ্যামি। নহি নহি পশ্যতো রোচমানং ঘাসকুষ্মুষাদিকং কস্যচিদ্ভুঞ্জানস্য দীয়তে। তদহমজিতোঽপি ভবতাধুনা জিত এব রঙ্গে।"

—ওহে ভক্তবর্য্য, তুমি আমার জন্য বহু কষ্ট ধনাগারধন-পুত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সেবার অনুরোধে শীত-বাত ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ব্যথা-রোগাদি প্রভৃত ক্লেশ সহ্য করিয়াছ; লোক-প্রিয়তা, জনপ্রিয়তা, সমাজ-প্রিয়তার গ্রাহক না হইয়া কত শত জনের কত অবমাননা, লাঞ্ছনাদিও গণনা কর নাই, আমার সেবার জন্য ফকির হইয়া—ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিয়াছ, আমি কিন্তু এ পর্য্যন্ত তোমাকে কিছুই দিতে পারি নাই; অতএব তোমার নিকট আমি কত ঋণী আছি। যাহা হউক, এখন আমি তোমাকে কি দিব? সার্ব্বভৌমত্ব, পারমেষ্ঠ্য বা যোগসিদ্ধি প্রভৃতি কিছুই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার নহে; অতএব সে সকল আমি কেমন করিয়া তোমাকে দিতে পারি? পশুর খাদ্য যে ঘাস তৃণাদি, তাহা কি মনুষ্যকে প্রদান করা যায়! অতএব তোমার উপযুক্ত পুরস্কার আর কিছুই না পাইয়া আমি ভক্তের অধীন হইলেও আজ তোমার কাছে চিরতরে জিত হইয়া রহিলাম।

বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি

বর্ত্তমান কালে অনধিকার-চর্চ্চাটা একটা সামাজিক সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ তথাকথিত সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে এই রোগটার ভীষণ প্রকোপ। আমরা মনে করি, অনধিকার চর্চ্চা করিতে পারিলেই 'সাহিত্যিক' বলিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারা যায়, আর 'সাহিত্যিক' বলিয়া খ্যাতি পাইলেই অনধিকার-চর্চ্চার পূর্ণ অধিকার জন্মে। বর্ত্তমান যুগের এইরূপ বিচার সমাজে যে কিরূপ উৎপাতের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা ভাবিলে সমাজের ভাবী অবস্থার ভয়াবহ পরিণামের চিত্র হৃদয়ে আতঙ্ক আনিয়া দেয়।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ সাহিত্যিক মনে করেন, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা লইয়াই অতীন্দ্রিয় সাহিত্য-চর্চ্চায় তাঁহার অধিকার আছে। যদি এখানে শাস্ত্র ও সাধুগণ সাহিত্যিকের ঐ প্রকার চেষ্টায় বাধা দিয়া বলেন—"হে সাহিত্যিকপ্রবর! তুমি তোমার অধিকার-বহির্ভূত অতীন্দ্রিয় বস্তু লইয়া 'ছিনিমিনি' খেলিতে যাইও না, পাঁচ হাত পরিমিত রজ্জুতে আবদ্ধ বলীবর্দ্দ কখনও সহস্র যোজন দূরের নব তৃণাঙ্কুর ভোজন করিতে পারেনা—এ কথাটী স্মরণ রাখিও।" তখন সাহিত্যিকগণ বলেন, 'তোমাদের ঐরূপ গোঁড়ামির কথা আমরা শুনিব না, আমরা গায়ের জোরে অতীন্দ্রিয় বস্তুকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে টানিয়া আনিব এবং উহার সর্ব্বাঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া কোথায় কি নাড়ীনক্ষত্র আছে সব প্রত্যক্ষ করিব! —বৈকুণ্ঠকে মাপিয়া লইব, তোমাদের বাধা কে শোনে? কারণ আমাদের দল ভারী। জগতের প্রায় ষোল আনা লোকেই আমাদের পৃষ্ঠপোষক। "অতীন্দ্রিয়", "অধোক্ষজ" প্রভৃতি বড় বড় শব্দ বলিয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পথে বাধা দিলে আমরা এবং আমাদিগেরই ন্যায় দুনিয়াদারীর লোক সেইরূপ কথা শুনিবে কেন? তাহারা প্রত্যক্ষবাদী; তাহারা প্রত্যক্ষের দ্বারা তোমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান মাপিয়া লইবে।'

আজকাল সাহিত্য রাধাকৃষ্ণকে (?) লইয়া টানাটানি—চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিকে (?) লইয়া টানাটানি—গৌর-নিত্যানন্দকে (?) লইয়া টানাটানি—অবশেষে কৃষ্ণ-গৌরূপ-বৈষ্ণব (?) ধাম লইয়াও টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে। যেন আমরা 'সাহিত্যিক' হইয়া এক এক জন কত বড় "যত-মুণ্ড-বিধাতা" হইয়া পড়িয়াছি। রাধাকৃষ্ণ, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, গৌর-নিত্যানন্দ, গৌরধাম, গৌরনাম, গৌর-ভক্তগণ আমাদের খেলার বস্তু, আমাদের ব্যবস্থার অধীন, আমাদের খানাতোড়ীয় রাইয়ত, আমাদের নিকট বিচার-প্রার্থী কতই না অপরাধী! কাজেই আমরা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি যে বিধান করিব—যে আইন, যে শাসন চালাইব—আমাদের ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে যত-টুকু অধিকার দিব, বা তাহা হইতে বিচ্যুত করিব, তাঁহাদিগকে উহারই বাধ্য হইতে হইবে।

এইরূপ সাহিত্যিকগণের হাতে পড়িয়া (!) স্বয়ং ভগবানের পর্য্যন্ত নিস্তার নাই—ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। সাহিত্যিক-ধর্ম্মাবতারগণের বিচারে রাধা-কৃষ্ণের লীলা কোথাও অশ্লীলতার পরাকাষ্ঠা, কোথাও জাগতিক কামের প্রতিচ্ছবি, কোথাও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মাত্র, কোথাও উপন্যাসের আখ্যায়িকা, কোথাও কবির কাব্য-কল্পনা, কোথাও রিপুবশীভূতগণের উপভোগ্য সাহিত্য!! সাহিত্যিকগণের নির্দ্দেশ-মতে গৌরসুন্দর কোথাও বিকৃত-মস্তিষ্ক, কোথাও পত্নী ও মাতার প্রতি কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনকারী, কোথাও কাম-ক্রোধাসক্ত-পুরুষ, কোথাও-বা স্ত্রৈণ, কত কি!!! এইরূপ সাহিত্যিক-ধর্ম্মাবতারগণের ডিক্রী অনুসারে অবধূত নিত্যানন্দ-বলদেব কোথাও অপরাধী, কোথাও ষড়রিপুর বশীভূত, কোথাও বামাচারের শিক্ষাগুরু, কোথাও বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক-বাদের পুনঃসংস্থাপক ইত্যাদি ইত্যাদি!!! সাহিত্যিকগণের বিধানানুসারে চণ্ডীদাস রমকিনীর রূপমুগ্ধ কামুক পুরুষ, সহজিয়াগণের গুরু, ভোগ-তরণীর কর্ণধার; ঠাকুর বৃন্দাবন—দাম্ভিক, ক্রোধ-রিপুর বশীভূত, অসংযত, অসহিষ্ণু, আরও কত কি অশ্রাব্য! এইরূপ সাহিত্যিকগণের হাতে পড়িলে কাহারও এড়াইবার যো নাই। সাহিত্যিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান-কমিটীর গবেষণানুসারে ভগবানের জন্মকর্ম্ম আছে—মায়ার সহিত বিপ্রণয় আছে, বৈকুণ্ঠের জন্ম-মৃত্যু আছে, শাল-গ্রাম, শ্রীবিগ্রহ, তুলসী, গঙ্গা—পাথর-মাটী-গাছ-জল মাত্র!

আমাদিগকে ভগবানের উপর কলম ধরিবার অধিকার কে দিল? আমরা কি "স্বয়ংসিদ্ধ কাজী"? তাহা কিন্তু আমরা প্রকৃতিস্থ হইয়া একবারও বিচার করি না। জেলখানার কয়েদীগণ যদি নিজেরাই এক একজন বিচারক সাজিয়া পরমস্বতন্ত্র সম্রাটের বিরুদ্ধে 'রায়' প্রদান করে যে, আমরা বিচার করিয়া সম্রাটের ফাঁসীর হুকুম দিলাম, তাহা যেমন অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র, তদ্রূপ সাহিত্যিকতাকে যোগ্যতা মনে করিয়া সংসার-কারাগারের বন্দীরা আমরা কৃষ্ণ, কার্ষ্ণ বা কৃষ্ণধাম-সম্বন্ধে যে সকল বিচার বা 'রায়' পাশ করিব, তাহাও তেমনি অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র। আমরা যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বিচার করিতে অগ্রসর হইয়াছি, সেইরূপ ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া অতীন্দ্রিয়-বস্তুর বিচার আদৌ হয় না। ভগবান্ আমাদের ন্যায় কয়েদী-গণকে অতীন্দ্রিয় বস্তু বিচার করিবার 'চেয়ার' দেন নাই; কিন্তু আমরা আমাদের সমজাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত একত্র হইয়া গায়ের জোরে নিজেরা নিজেরাই "হাম্ বড় বিচারক" সাজিয়া বসিয়াছি!

আমরা সকল সমজাতীয় এক সঙ্গে মিলিয়াছি। অনেক সময় যেমন কাজ না থাকিলে ডিবেটিং ক্লাবে তর্ক-স্পৃহা ও কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তদ্রূপ কূতার্কিকের দল কোন বিশেষ বিষয়ে গবেষণা না করিয়াই সেই বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে এক এক জন এক এক প্রকার অভিমত প্রকাশ করেন—আপনারাই স্বয়ংসিদ্ধ বিচারক হইয়া বাদ-প্রতিবাদ, পণ্ডন-মণ্ডন প্রভৃতি বালকোচিতাভিনয় করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত বা কোন অপ্রাকৃত বস্তুর বিষয়ে সাহিত্যিকগণ আমরা যে সকল বাচালতা ও ধৃষ্টতা করিতে যাই, তাহা কেবল আমাদের প্রাকৃত দুষ্প্রবৃত্তির পরিচয় মাত্র। অপ্রাকৃত বস্তু আমাদের ঐরূপ মাপিয়া লওয়ার বিচারের বহু কোটি যোজন দূরে নিত্য স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। স্পর্শ দূরে থাকুক—দর্শন করা দূরে থাকুক, রাবণ যেমন সীতাকে দেখিতেও পায় না, মায়া-সীতাকে 'সীতা' মনে করিয়া আত্ম-বঞ্চিত হয়, সাহিত্যিকগণের অবস্থাও তদ্রূপ।

গত ১৩৩৪ সনের শ্রাবণ, পৌষ ও মাঘ মাসের 'প্রবর্ত্তক' নামক মাসিক পত্রে "শ্রীপাট খড়দহ", "অবধূতের সংসার" ও "ভক্তের আকিঞ্চন" শীর্ষক তিনটী প্রবন্ধে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যে সকল সাহিত্যিক অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল অভিমত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অভিমত-প্রকাশকারিগণের স্ব-স্ব যোগ্যতা বিচার এবং তাঁহাদের অনর্থের পরিমাণটা ওজন করিয়া দেখা উচিত ছিল।

গত ১৩৩৪ শ্রাবণ মাসের প্রবর্ত্তকে 'শ্রীপাট খড়দহ' প্রবন্ধের লেখক লিখিয়াছেন,—"চৈতন্যদেব আকুমার ব্রহ্মচারী নিত্যানন্দকে গৃহী হইতে বলিলেন এবং পরম সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—তিনি তাঁহার গৃহেই পুনঃ অবতীর্ণ হইবেন—সম্ভবতঃ এই বাক্য-রক্ষার জন্য শ্রীনিত্যা-নন্দের পুত্র বীরভদ্রকে গৌরাঙ্গের অবতার বলিয়া প্রচার

করিলেও উহা যে **সর্ব্বজন-মান্য নহে**,—এ কথা বলাই বাহুল্য. কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে কেন গৃহ রচনা করিতে আদেশ দিলেন—ইহা ভাবিবার কথা। গৃহস্থ-জীবের পক্ষে ইহা অমৃততুল্য হইলেও **অপ্রাকৃত প্রেমের অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদের নিকট ইহা গরল সদৃশ। • • • আমরা শ্রীনিত্যানন্দের অতঃপর জীবন-প্রকাশের মধ্যে প্রেমের সে বিমল সৌরভ. সে অনিন্দ্য আস্বাদ পাই না.** তাঁর অনার্থিব সৌন্দর্যবশে সংসারী জীব মোহিত হইলেও **চৈতন্য মহাপ্রভু হইতে ভবীয় ভক্তগণের এই বিচ্ছেদ বাংলার দুর্দ্দিনের সূত্রপাত বলিতে হইবে,** কেননা বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে অনাবিল অপ্রাকৃত প্রেমের পরিবর্ত্তে বিষয়-সম্পর্কিত কামের অবাধগতি পরিদৃষ্ট হয়, নিত্যানন্দের ঘরে যদি আবার শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে আর একবার বাংলা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কলুষিত ধরাকে আরও উর্দ্ধে উঠাইয়া দিত। **বৈষ্ণব সমাজের অধঃপতন শ্রীনিত্যানন্দের পরিণয়-কাল হইতে** আজ পর্য্যন্ত সমান তালেই চলিয়াছে, বাঙ্গালীর সহজ জীবন-যাত্রা যদি ধর্ম্মের অঙ্গ হইত, তাহা হইলে সেখানে **আমরা তেজ ও বীর্য্যের পরিচয় পাই না কেন?**

প্রবর্ত্তক পত্রের প্রবন্ধ-লেখক মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি কোথায়? মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে গৃহী হইতে বলিয়াছিলেন, প্রভৃতি কথা কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে তিনি পাইলেন? শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্য-চরিত-মহাকাব্য, শ্রীবৃন্দাবনদাসের কড়চা, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে তিনি কি তাঁহার উক্তির সমর্থন পাইয়াছেন? যদি না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উক্তিকে হয় স্বকপোল-কল্পিত—না হয় প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অপরাধ-দুষ্টি-দুর্গন্ধময় কল্পিত-অপ্রামাণিক-মতের আবৃত্তি বলিতে হইবে। প্রামাণিক কোন গ্রন্থেই ত' এই সকল কথা দেখা যায় না। যাহা প্রমাণ নহে, সেইরূপ কথা লইয়া অনধিকার-চর্চ্চা করা কতদূর ন্যায়-সঙ্গত, তাহা বিচার্য্য। শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের চরিত্রে যখন ব্রহ্মাদি সুরিগণ পর্য্যন্ত মোহিত হন, তখন ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিমুখ জীব যে আমরা, তাহাদের পক্ষে নিত্যানন্দ-চরিত্র বুঝিবার কতটুকু যোগ্যতা আছে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে বিচার না করিয়া আমাদের ঐরূপ অনধিকার চর্চ্চায় হঃসাহস দেখান কি উচিত হইয়াছে? সর্ব্ব প্রাচীনতম লোক-পিতামহ—লোক-সৃষ্টা পর্য্যন্ত যাঁহার চরিত্রে মোহপ্রাপ্ত হন, সেই অতীন্দ্রিয় চরিত্র লইয়া আজ আমরা 'ছিনিমিনি' খেলিতে প্রস্তুত! একেই ত' বিকৃতস্থ জীবের পক্ষে অগম্য। আবার সমগ্র বিকৃতস্থ যাঁহার পাদমূল হইতে প্রকাশিত, সেই মূল-সঙ্কর্ষণ বলদেব নিত্যানন্দকে ক্ষুদ্র মস্তিষ্কদ্বারা বিচার করিতে যাওয়া যে কতদূর ধৃষ্টতার কার্য্য, তাহা কি আমরা মস্তিষ্কে ধারণা করিতে পারি? আমরা নিত্যানন্দ-কৃত্য অপ্রাকৃত সাহিত্যিক ঠাকুর বৃন্দাবন দাসকে লঙ্ঘন করিয়া প্রাকৃত সাহিত্যের বৃথা অনুচানমানিতা লইয়া অর্থাৎ মায়ার বৃত্তি-দ্বারা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে মাপিতে যাইতেছি; তাই আমাদের নিত্যানন্দের প্রতি ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। নিত্যানন্দের চরণে অপরাধ হওয়ায় দ্বাপর অবতার মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা হইতেও আমরা চিরতরে বিচ্যুত হইয়াছি। নিত্যানন্দের ঘরে ব্যষ্টি-জীবান্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী-বিষ্ণু বীরভদ্র প্রভুর অবতার হইয়াছিল। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ভগবৎ-সেবা-বিরহিত হইবে, তজ্জন্য বিষ্ণু-তত্ত্বকে দায়ী হইতে হইবে—এরূপ বেকঁাস কথা মুক্তকচ্ছতির "ঘা-সুপর্ণা" মন্ত্র বা বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্তে সামান্য প্রবেশ থাকিলেও আমরা লেখকের উক্তিতে শুনিতে পাইতাম না। নিত্যানন্দ বা বীরভদ্র প্রভু পরবর্ত্তী সমাজের অধঃপতনের জন্য দায়ী—এ কথা বৈষ্ণব-দর্শন ও ইতিহাসে অনভিজ্ঞতা এবং ঈর্ষা-বিমুখতা হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

তেজোবীর্য্যের পরিচয়ের নামই কি সমাজের উন্নতি? পাশবিক বলই কি "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" শ্রুতি-মন্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়? অন্বয়ের এইরূপ বিপরীতরূঢ়ি বা অজহল্লক্ষণা জগতে কিরূপ উৎপাত উপস্থিত করে, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন-আখ্যায়িকায়-ই বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা গীতা, ভাগবত ও উপনিষদে ভেদ-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপনিষদকে মানিতে চান, তাঁহাদের নিকট ছান্দোগ্যোপনিষদের ঐ আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য বোধ

হয় মহাত্মগণ প্রকাশ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বা নিত্যানন্দ প্রভু আত্মার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা দেহধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মের প্রতিপাদ্য তেজো-বীর্য্যের প্রচারক ছিলেন না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" শ্রুতিমন্ত্রোক্ত 'বল' শব্দের উদ্দিষ্ট-বস্তু—স্বয়ং বলদেব নিত্যানন্দ। তাঁহার চরণে অপরাধবুদ্ধি থাকিলে বিরোচনের ন্যায় শব্দের বিপরীত ত্রুটিতেই আমাদের বুদ্ধি বিজড়িত হয়। এ সকল কথা বুঝিতে হইলে প্রকৃত গৌর-নিত্যানন্দ ভক্তগণের সঙ্গ করা আবশ্যক।

গৌর সংখ্যার 'প্রবর্ত্তক' পত্রের "অবধূতের সংসার" প্রবন্ধটী "শ্রীপাট খড়দহের" লেখকের উক্তির সমালোচনারূপে প্রকাশিত হইলেও তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যে সকল অসংযত-বাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা লেখকের নিষ্কপট-শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-ভক্তগণের সঙ্গের অভাব-জনিত দুর্দ্দৈব হইতেই প্রসূত বলিয়া মনে হয়। নিজে নিজে অন্যান্য সাহিত্য পুস্তকের ন্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পড়িলে যে 'হিতে বিপরীত' ফল হয়, তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমরা প্রবর্ত্তকের "অবধূতের সংসার" প্রবন্ধের মধ্যে দেখিতে পাই। কবিরাজ গোস্বামী এই জন্যই বলিয়াছিলেন,—

"অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥"

"অবধূতের সংসার" প্রবন্ধের লেখক মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ-সূচক চরিতামৃতের কতিপয় পয়ার উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—

"চৈতন্যদেব যে সাময়িক উত্তেজনাবশে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, উদ্ধৃতাংশ হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়; পরবর্ত্তিকালে তিনি নিজ মুখেই ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। • • • চৈতন্য কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বকথা শ্রবণ করিবার জন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপদেশে গৃহী রামানন্দ রায়ের আলয়ে স্বকীয় সন্ন্যাসাশ্রমের অনুপকারিতা উপলব্ধি করতঃ বলিয়াছিলেন,—'প্রভু কহে' মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী। ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥' • • • গৃহীর প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্তি, সন্ন্যাসের তীব্র কঠোরতা এবং তজ্জন্য হরিদাসের জীবন বিসর্জ্জন, এ সকল ঘটনা তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সন্ন্যাসের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অপচয় সাধন করে। বিশেষতঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের স্খলিত আচরণও তাঁহাকে সন্ন্যাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করা অসম্ভব নহে।"

"অবধূতের সংসার" প্রবন্ধ-লেখকের উপরি-উক্ত বাক্যগুলি কি লেখকের স্বীয় চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব নহে? সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, আমরা ভগবানের উপর কলম ধরিতে শিখিয়াছি—জেলখানার কয়েদীর ন্যায় সংসার-কারাগৃহের মধ্যে অষ্টপাশে বদ্ধ ক্ষুদ্র-জীব আমরা ঘরাটী-পুরুষের "দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা" হইয়া পড়িয়াছি! ইহা হইতে পাঠকগণ বর্ত্তমান সমাজের চিন্তা-স্রোতের গতি মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করুন। সর্ব্বত্র এইরূপ চিন্তার গতি! এইরূপ বিচারহীন উক্তির প্রতিবাদ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। হায়! আজ ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ একি বিষাক্ত স্রোত-প্রবাহে প্লাবিত! মহান্ প্রভুকে—পরমেশ্বরকে আমাদিগের ন্যায় রিপু-বশীভূত ক্ষুদ্র-জীবের পর্য্যায়ে গণনা করায় প্রাকৃত সাহিত্যিক-সমাজে এই সকল বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষাক্ত স্রোত-প্রবাহে ভাসিয়া জন-সমাজ ভবিষ্যতে যে কি পরিণাম লাভ করিবে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

১৩৩৪ সনের মাঘ মাসের "প্রবর্ত্তকে" "অবধূতের-সংসার" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা-মুখে "ভক্তের আকিঞ্চন" শীর্ষক-প্রবন্ধে যে সকল উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহাও সমজাতীয়। "ভক্তের আকিঞ্চনে" যে সকল অপ্রাসঙ্গিক ও অস্থির মনোধর্ম্ম-প্রসূ বাক্যসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহার কোনও ঐতিহাসিক বা দার্শনিক মূল্য নাই। ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য পরিহার করিয়া কেবল সাহিত্যিকের প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা অবলম্বনে আমাদের অধিকারবহির্ভূত অতীন্দ্রিয় বস্তুর সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে ঐরূপ দুর্দ্দশাই উপস্থিত হয়। আমরা পাঠকগণের নিকট এইরূপ শ্রেণীর সাহিত্যের আরও দুই একটী নমুনা উদ্ধার করিয়াই নিরস্ত হইব; কারণ ঐ সকল উক্তিগুলি স্বতঃই উহাদের অকিঞ্চিৎকরতা সুধী-সমাজকে উপলব্ধি করাইবে। নিম্নে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীগৌরাঙ্গের মহাজীবন ব্যর্থ হইল কেন—এ প্রশ্ন

বাঙ্গালী কোনও দিন নিজের প্রতি করিল না! ইহাই দুঃখ। বরং প্রকৃতির ছলনায় ভুলিয়া আমরা নানা-ছলে লোকবাকো আত্মসান্ত্বনা খুঁজিয়াছি—ভক্তির অতিশয়ে, **ভক্তের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য** ঢাকিয়া, ভক্তবাহ্যকল্পতরু বলিয়া ভগবান্ ও ভাগবত-পুরুষের অজ্ঞাতসারে মর্য্যাদা-লাঘব করিয়াছি। ইহা যে নিছক আত্মপ্রতারণা—এই বোধটুকু কোথাও আমাদের চেতনার ঘটকা লাগায় নাই—চিন্তা ও আত্মান্বেষণের প্রবৃত্তি খোঁচাইয়া তোলে নাই। • • • **ভক্ত আপন মহিমাই বাড়াইয়াছে যখন বরাবর দেখি**—তখন স্বতঃই মনে জাগে, ভাগবত-পুরুষ ও ভগবানকে লইয়া এ খেলা আর কতদিন চলিবে! • • • নিত্যানন্দ স্বরূপতত্ত্ব হইলেও, সেই সর্ব্বত্যাগী **যোগ্যতার দাবী লইয়া সেদিন শ্রীচৈতন্যের সম্মুখে দাঁড়ান নাই—তাঁহার ভিতরে ছিল কামনার সুপ্তবহ্নি, জন্মাবধি আবরৌত্তিক-আচ্ছাদনে সে বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই।** • • • একটু অন্তর্দৃষ্টি লইয়া দেখিলে বরং ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, নিত্যানন্দকে দার-পরিগ্রহের আদেশ দেওয়া—শ্রীচৈতন্যের যেমন আত্ম-সন্ন্যাসের প্রতিক্রিয়া নয়, **তেমনি অবধূতের অপ্রাকৃত প্রেমের যোগ্যতাও ঘৃণাক্ষরে সূচিত করে নাই।**"

জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, মতলব করিয়াই হউক, আর বিনা মতলবেই হউক, আকাশে সমুদিত চন্দ্র-সূর্য্যের প্রতি যদি কেহ 'থুথু' নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে উহা চন্দ্রসূর্য্যকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইয়া নিক্ষেপকারীরই মস্তকে বা মুখ-মণ্ডলে পতিত হয়। মোহিনী মায়ার এমনই খেলা যে, উহা আপনার চরিত্রের বিষয় একবারও ভাবিতে দেয় না, আর যাঁহাদের চরিত্র দুরবগাহ ও বহুজীব-জ্ঞানের সম্পূর্ণ অনধিগম্য, তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার দুষ্প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়। আমরা "গৌরাঙ্গের জীবন ব্যর্থ হইল কেন," তজ্জন্য মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত; "ভক্তের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, "ভক্তের আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্পৃহা," "নিত্যানন্দের হৃদয়ে কামনার সুপ্ত-বহ্নি" প্রভৃতি ধরিয়া ফেলিলাম, কিন্তু আমাদের জীবনের নিরর্থকতা—আমাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য—আমাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠা-স্পৃহা—আমাদের ভগবানকে লইয়া ছিনিমিনি খেলা—আমাদের অন্তরের নিভৃত-কোণের ঘৃণ্য কামনার সুপ্তবহ্নির কথা একবারও ভাবিলাম না! আমরা—সাধু; আর মায়াধীশ ভগবান্ ও তাঁহার অকপট ভক্তগণ যত দোষী, অপরাধী! কতদূর ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা—কতদূর দুরারোগ্য, মারাত্মক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইলে জীবের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়, তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

চাল্‌তেবাগানের সেবকপত্রের সম্পাদক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "প্রবর্ত্তক-পত্রের" একজন লেখক। তাঁহার প্রবন্ধের পাশাপাশি প্রবন্ধেই গৌর-নিত্যানন্দের প্রতি এই সকল অসংবৃত উক্তি করা হইয়াছে। অমূল্যবাবু চাল্‌তেবাগানের সম্পাদক ও চাল্‌তেবাগানের পত্রিকার সম্পাদক হইয়াও উপরি-উক্ত প্রবন্ধগুলির কোনরূপ প্রতিবাদ করা "গৌরাঙ্গ-সেবকের ধর্ম্ম" নহে বলিয়া কি বিচার করিয়াছেন? অথবা স্বজাতীয়গণের সহিত ভিন্নতা চিন্তা করিয়া বা সমব্যাপারে লিপ্ত বলিয়াই কি প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই? ১৩২৯ সালের গানের মেলার পূর্ব্বে ১৪ই মাঘ তারিখে নবদ্বীপে পোড়া-মা-তলায় অমূল্যবাবু ও রামাচরণ বাবু যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে অমূল্যবাবুর যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—"কেহ বৈষ্ণব-নিন্দা করিলে বা বৈষ্ণবগণের সাধনার প্রতি অশ্রদ্ধার কথা বলিলে বৈষ্ণব-গণের তাহা শাস্ত্রভাবে শ্রবণ করা উচিত, সভা হইতে উঠিয়া যাওয়া উচিত নহে।" (বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্র, ১৩০০ সাল শ্রাবণ সংখ্যা) অমূল্যবাবুর এই বিচার গ্রহণ করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের "কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ" (ভাঃ ৪।৪।১৭) প্রভৃতি বাক্য, তদ্ভিন্নমর্ম্মে (২৬৫ সংখ্যা) শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর বিচার এবং শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বপ্রথম নামাপরাধটীর বিচার সমস্তই ভুল বলিতে হয়। অমূল্যবাবুর সম্পাদকত্বে চাল্‌তেবাগান এইরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ইহা লোক-প্রিয়তার সহায়ক হইলেও ভাগবত, গোস্বামী বা আচার্য্য-গণের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। যাঁহারা কৃষ্ণকে, বৈষ্ণবকে অর্থাৎ বাস্তব-সত্যকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা লোক-ভয় করিয়া সত্যের অবমাননা করিতে পারেন

না। সত্যের বল লোকের অভিমত হইতে অনন্ত কোটিগুণে অধিক। সত্য—নিরপেক্ষ; তাহা ব্যক্তিবিশেষের লৌকিক-সম্মানের অপেক্ষা করিয়া বা উহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অলৌকিক বস্তুকে হীন করিবার চেষ্টা করে না।

বৃন্দাবনে পত্নীপূজা

বৃন্দাবন কৃষ্ণকান্তাকুলের শ্রীচরণ সেবার স্থান। উদ্ধবাদি মহাভাগবতগণও সেই বৃন্দাবনের কৃষ্ণকান্তাকুলের চরণ-রেণুর সেবা-প্রার্থী হইয়া ব্রজের গুল্ম-লতা-ওষধি-যোনি প্রার্থনা করেন। অন্যের কা কথা, স্বয়ং বৃন্দাবনের অধিদেব সেই বৃন্দাবনের বনিতাগণের ভজনা করেন এবং তাঁহাদের প্রভাবকারে অসমর্থ হইয়া আপনাকে তাঁহাদের নিকট চিরঋণী বলিয়া মানিয়া থাকেন।

কৃপাসুধাবর ঠাকুর নরোত্তম বাঙ্গলা-ভাষার কোমল কান্ত-ছন্দে যে গান গাহিয়াছেন তাহার দুইটী পদ এই—

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥"

ঠাকুর নরোত্তম ত্রিপদী-ছন্দে আবার গাহিয়াছেন,—

"হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
এতব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যাব॥"
• • •
"হরি হরি আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন-ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন-জন-পুত্র-দারে, এসব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥"
• • •
"আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব॥"
"হরি হরি আর কি এমন দশা হ'ব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,
দুহঁ অঙ্গে চন্দন পরাব॥"

বৃন্দাবনের যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণ-যোষিৎ। ব্রজের বনিতা-গণ কৃষ্ণ-কামিনী। সেই কৃষ্ণ-কামিনীকুলের শিরোমণি—বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানু-নন্দিনী। মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণ-প্রীতি-পরা-কাষ্ঠাই মহাভাবস্বরূপা গোবিন্দ-মোহিনী, আর যাবতীয় কৃষ্ণ-কান্তা-সমূহ তাঁহারই কায়ব্যূহ। গোবিন্দানন্দিনীর প্রতি গোবিন্দের যে প্রেম, আর গোবিন্দের প্রতি ব্রজ-বনিতাগণের যে প্রেম, তাহা—"প্রাকৃত কামগন্ধহীন, নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম,।" এই অপ্রাকৃত মূল আদর্শের হেয়-বিকৃত-প্রতিফলনই প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেম—ইহ জগতের লহনা-মজনু বা রোমিও-জুলিয়েটের প্রেম। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকায় যে গন্ধর্ব্ব-বিবাহ-সম্বন্ধিনী-লীলা প্রকট করিয়াছেন বা অযোধ্যাপুর-পুরন্দর ভগবান্ সীতাপতিরূপে যে একপত্নী-ব্রতধারী, আর্য্যধর্ম্ম-প্রদর্শকের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন কিম্বা শ্রীমায়াপুর-পুরন্দর শ্রীগৌর-নারায়ণ লক্ষ্মীপ্রিয়ানাথ ও বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ-রূপে যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই লক্ষ্মী-নারায়ণের পরমোপাদেয়-বিহার-লীলা। ইহারই বিকৃত হেয় প্রতিফলন ইহ-জগতের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবান্ই একমাত্র স্বামী বা ভোক্তা; কিন্তু বদ্ধ-অভিমানে আমরা যে স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ বা ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করি, তাহা আমাদের সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব বা স্বরূপ-বিস্মৃতি-জনিতই জানিতে হইবে। আমরা মূল আদর্শের হেয়-বিকৃত-প্রতিফলনকে বাস্তব-বস্তু মনে করি এবং তাহাতে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি করিয়া অপ্রাকৃতের অনুকরণ করিয়া থাকি। ইহারই নাম—প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ অপ্রাকৃতের অনুকরণপ্রিয়,—অনুসরণ-প্রিয় নহেন। অপ্রাকৃত-বস্তুর অনুকরণ-ফলেই তাঁহাদের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের মধ্যে নানাবিধ উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ যখন স্ত্রী-লম্পট ছিলেন, রামচন্দ্র যখন স্ত্রৈণ-পুরুষের ন্যায় সীতার জন্য ক্রন্দন-বিলাপ, সীতাকে বনে বনে অন্বেষণ, এমন কি শত্রুর মুণ্ডপাত পর্য্যন্ত করিতে ছাড়েন নাই,—ভগবান্ গৌরসুন্দর যখন দুই দুইবার দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন,—বলরাম-নিত্যানন্দ যখন দুই বিবাহ করিয়া 'সংসারী' হইয়াছিলেন—মহাবিষ্ণু-অবতার অদ্বৈতাচার্য্যের যখন দুই পত্নী ছিল—শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণও যখন দুই পত্নী পরিগ্রহ

করিয়াছিলেন, তখন আমরা কেনই বা (ভোগের বেলায়) সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণের অনুকরণ না করিব ? এইরূপ বিচার—আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বিচার। তাঁহারা অধিতীয়-ভোক্তা ভগবানের ভোগ ও পরমহংস-বৈষ্ণবের যুক্ত বৈরাগ্যকণ সেবাকে স্ব-স্ব-অনর্থযুক্ত অবস্থার দুর্বৈবক্রম ভোগ-স্পৃহার সহিত সমান মনে করেন। কাজেই আপনাদিগকে ভগবানের ভোগের উপকরণ, ইন্ধন বা সাহায্যকারিরূপে জানিবার অর্থাৎ কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্যপরা সেবায় আপনাদিগকে নিযুক্ত করিবার পরিবর্তে তাঁহাদের পরমভোক্তা ভগবানের "ভোগ" দেখিয়া আপনাদিগের ভোগানল (অর্থাৎ বিকৃতের ধর্ম) অধিকতর মাত্রায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। কোথায় সেবোন্মুখগণ ভগবানের ভোগ-সুখ-সম্বৃদ্ধি তাৎপর্যকেই তাঁহাদের সাধন ও সাধ্য জানেন ; আর প্রাকৃত-সহজিয়াগণ ভগবানের ভোগ এবং পরমহংস-বৈষ্ণবের দুর্গম-আচরণের অনুকরণে ব্যস্ত হন। যশোমতীর কৃষ্ণাসক্তি, দেবকীর বাসুদেবাসক্তি, নন্দ-বসুদেবের অপত্য-স্নেহ, কৃষ্ণের নন্দ-যশোদা-প্রীতি, বাসুদেবের বসুদেব-ভক্তি, কৌশল্যা ও দশরথের রামচন্দ্র-প্রীতি, রামচন্দ্রের পিতামাতার প্রতি আসক্তি, শচীদেবীর গৌরাসক্তি, গৌরসুন্দরের শচীদেবীর প্রতি আসক্তি, লক্ষ্মণ-ভরতের রামচন্দ্রাসক্তি প্রভৃতি অপ্রাকৃত-সহজ-প্রীতির অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা অনর্থযুক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া বা মায়াবদ্ধ জীবরূপে পরিণত হই। কখনও বা আমাদের সেই স্ত্রী-আসক্তি, পুত্রাসক্তি প্রভৃতির উদ্ভাস নানা বিচিত্র। মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়া আমাদিগের বঞ্চনার কারণ হইয়া থাকে। স্ত্রী-আসক্তি, পুত্রাসক্তি বা নিষ্ঠাসক্তি প্রভৃতি যখন 'সাধামাটা' বেশে আগমন করে, তখন আমরা সাধারণ বিষয়িরূপে প্রতিভাত হই, তাহাতে লোক-বঞ্চনার বিশেষ অবসর থাকে না। কিন্তু ঐ সকল দুরাসক্তিগুলি যখন অপ্রাকৃত-সাহজিকগণের মুখস পরিয়া অপ্রাকৃত-সহজজন-বন্দিকগণকে মুগ্ধভঙ্গী করিতে থাকে, তখন আমাদের মনোরথ চরম-সীমায় উপনীত হওয়ায় আমরা চির-আত্মবঞ্চিত হইয়া পড়ি এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে পারিপার্শ্বিক বহির্মুখ লোকগুলিও বঞ্চিত হয়।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে 'পুরুষ' বা 'স্বামী' অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণকান্তার সেবাই রূপানুগ বৈষ্ণবগণের কামনার বিষয়, আর যদি সেখানে 'পুরুষ' বা 'স্বামী' অভিমানে 'কীর্তন-মহামহোৎসব', 'ভাগবত-পাঠ' প্রভৃতির নাম করিয়া মৃত-পত্নীর পূজা হয়, তাহা ভক্ত-প্রতীতিতে পরম সাধু-কার্য বা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া প্রতীত হইলেও ঐরূপ 'ভাগবত-পাঠ' বা 'মহামহোৎসব' নৈষ্ঠ-ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি অত্যাসক্তিরই একটী বিচিত্র-আবরণময় লোক-বঞ্চনাকারী উদ্ভাস বা "উদ্‌গাঢ় প্রেমের" নিদর্শন মাত্র। অবশ্য যাঁহারা মনে করেন যে, 'নামাপরাধ' ও 'শুষ্কনামে' কোন ভেদ নাই, প্রতিষ্ঠাকামী অনর্থযুক্ত ব্যক্তির অনুকরণময় কপট অশ্রু পুলক ও মহাভাগবতের সহজ অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার, ভক্তের নৃত্যগীতে ঠাকুর হরিদাসের স্বাভাবিক কৃষ্ণ-প্রেমের বিকার আর চক্র-বিপ্রের অভিনয়ে কোন ভেদ নাই, সেই সকল আত্ম-বঞ্চিত প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মস্তিষ্কে অকৈতব-ভগবদ্ ভজনানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের এই সকল সত্যোপলব্ধির কথা প্রবিষ্ট হইবে না। তথাপি যাঁহারা বঞ্চিত হইতে না চান, তাঁহারা অকৈতব ভাগবত-ধর্মের নামে কুহকিনী-কপটতা কত ভাবে—কত মোহিনী-মূর্তিতে লোক-বঞ্চনা করিতে পারে,—পরম শুদ্ধ নির্মল ভাগবত-ধর্মকে কত ভাবে আবৃত রাখিতে পারে, তাহা শুদ্ধভজন-পথের পথিক-গণের নিকট জানিয়া সাবধান হইবেন এবং নিষ্কপটে হরিভজনের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইবেন।

অনেক সময় স্ত্রীপুত্রাদেক হইয়া অনেকে মনে করেন যে, তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি খুব ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ। সভা-সমিতিতে, বিশেষতঃ সাধু-বৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হইলেই এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি শতমুখে স্ত্রীর ভক্তি প্রশংসা করিতে ব্যস্ত হন। এমন কি অনেক সময় কাহাকে কাহাকেও বলিতে শুনা যায় যে, তাঁহার স্ত্রী এতদূর ভক্তিমতী যে, স্ত্রীর ভক্তির বলেই তাঁহার ভক্তির উদয় হইয়াছে। পরন্তু সদ্বৈদ্য কিন্তু স্ত্রৈণ পুরুষগণের ঐরূপ প্রলাপে তাহাদের কঠিন ব্যাধিটী ভাল করিয়া ধরিতে পারেন—তাঁহারা এতদূর স্ত্রী-আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, স্ত্রীর প্রতি দুর্মনীষা কাম-পিপাসাকে 'হরিভক্তি' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাজেই ঐরূপ ব্যক্তির কর্ণে সত্য কথা পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব আছে। এইরূপ কঠোর তিক্ত সত্য-কথা শুনিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সদ্বৈদ্যের প্রতি ভীষণ ক্রোধান্বিত হইবেন। তবে লোক-হিতাকাঙ্ক্ষী সাধুগণ

লোকের বিশেষ মঙ্গল প্রার্থনা করে। বলিয়া কোন কোন সময় এই সকল কপটতা ধরাইয়া দিয়া থাকেন। অনেক সময় স্ত্রী-আসক্তির ন্যায় পুত্র-কন্যাদির প্রতি আসক্তিও এইরূপ আবরণ লইয়া উপস্থিত হয়। কেহ কেহ সাধুগণের সন্তান উপস্থিত হইয়া পুত্র-কন্যাদির ভক্তির আতিশয্যের বক্তৃতা করেন। কেহ কেহ বলেন,—"আমার ছোট ছোট পুত্র-কন্যাগুলি এতদূর ভক্তিমান ও ভক্তিমতী যে, উহারা এক একজন যেন এক একটী ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারায়ণী, মিরাবাই। আমি তাহাদের মুখে মধুর কীর্ত্তন ও ভক্তিকথা শুনিতে শুনিতে ভক্তিসাগরে ভাসিতে থাকি, তাহাদের সহিতই অধিক সময় কাটাই, সংসারের কাজ-কর্ম্ম কিছুই ভাল লাগে না। তাহারা আমার ভক্তি-পথের পরম সহায়।" বহির্ম্মুখ জন-সাধারণ এই সকল কথা শুনিয়া ও এই সকল দৃশ্য দেখিয়া ঐরূপ ব্যক্তিকে আদর্শ-ভক্তশ্রেণী বলিয়া জ্ঞান করিবেন। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কপট ও প্রকৃত ভক্তি-পথের পথিক—যাঁহারা ভজন-রাজ্যের কপটতা, কূটনাটিগুলি ধরিতে পারেন, সেই সকল ভজন-চতুর ব্যক্তি এই সকল উক্তি ও আচরণের মধ্যে ভক্তির লেশমাত্র না পাইয়া পুত্র-কন্যাদিরই প্রচ্ছন্ন প্রবল উদ্দাম স্রোত লক্ষ্য করিতে পারেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এই শ্রেণীর কপটতার বিচিত্র-ছায়া-ছবিকেই 'ভক্তি' মনে করিয়া—বঞ্চিত হন।

শুনা যায়, কিছুদিন হইল বৃন্দাবনে (?) এইরূপ ভক্তির বিচারে প্রমত্ত কোন ব্যক্তি মহাসমারোহে পত্নী-পূজা করিয়াছেন। আমার ন্যায় মায়ার প্রতারণায় প্রতারিত বহির্ম্মুখ ব্যক্তি ইহাকে 'পরম সাধু কার্য্য' বলিয়া গণনা পূর্ব্বক কতই না 'বাহবা' প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিকূলে কেহ কিছু বলিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঐ শ্রেণীর ভক্তির পৃষ্ঠপোষকগণ পরশ্রীকাতর, মৎসর, কুতার্কিক, 'পাষণ্ড', 'নীরস', 'ভক্তিবিরোধী' প্রভৃতি বিশেষণে পুরস্কৃত করিতে ত্রুটী করিবেন না। কিন্তু অকৈতব ভাগবত ধর্ম্মের যাজনকারী সাধুগণ বিচিত্র-বেশ-নিপুণা কপটতাকে চিনিয়া লইতে পারেন; তাই তাঁহারা বলেন, এইরূপ কার্য্য কৃষ্ণপ্রেম বা ভগবৎপ্রেমের বিকার নহে,—কেবল স্ত্রী-কামের বিকার, ইহা কৃষ্ণাসক্তি নহে—স্ত্রী-আসক্তি, ইহা চিদাসক্তি নহে—জড়াসক্তি। এ সকল সত্য কথা যাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে না, তাঁহারা সাধুর চরণে অপরাধ করিবেন, নিশ্চয়; তথাপি নিষ্কপট ভজনেচ্ছুগণের মঙ্গল সাধুগণের দ্বারা প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণজীবকুলকে এইরূপ স্ত্রী-আসক্তি ও স্ত্রী-আসক্তি-জনিত শোকাদি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সীতা-বিরহে বিলাপ-বুদ্ধোন্মাদাদি-সকাশ লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ-বক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীদেবীর বিরহ-বার্ত্তা-শ্রবণে লোকানুকরণ-দুঃখ প্রকাশ এবং জননী শচীদেবীকে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-বিরহের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

মর্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্যশিক্ষণং
রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ।
কুতোঽন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ
সীতাকৃতানি ব্যসনান্যীশ্বরস্য॥ (ভাঃ ৯।১০।৫)

—রাক্ষসাধিপতি রাবণ মনুষ্য ভিন্ন অন্যের অবধ্য হওয়ায় তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্তই ভগবান্ রামচন্দ্র মনুষ্যাকারে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু কেবল রাবণ-বধই যে তাঁহার এই অবতারের কারণ, তাহা নহে। **স্ত্রী-সঙ্গাদিকৃত দুঃখ যে দুর্ব্বার—ইহা মর্ত্যজীবকে শিক্ষা দেওয়াও** তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য; নতুবা যিনি—বিশ্বাত্মা, পরমেশ্বর এবং স্ব-স্বরূপেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহার আবার সীতা-বিরহ-নিমিত্ত দুঃখাদি কি জন্য?

ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃত্তমঃ
সখ্যস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমপ্রবীয়ত
ন লক্ষ্মণাপি বিবাসমর্হতি॥ (ভাঃ ৯।১০।৬)

—(শ্রীরামলীলা কোন প্রাকৃত কামাদি-আসক্ত বদ্ধ জীবের লীলা নহে)। তিনি ত্রিলোকের মধ্যে কোন বিষয়েই আসক্ত নহেন; তিনি—আত্মবিদ্ ভক্তগণের আত্মা ও পরম বান্ধব এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বাসুদেব। তিনি স্ত্রীর জন্য দুঃখ পাইবেন এবং লক্ষ্মণ তথা জগন্মাতা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে।

রক্ষোঽধমেন রঘুবীরবিনেহসমক্ষং
বৈদেহরাজদুহিতর্যপয়াপিতায়াম্।

ব্যক্তো বনে কৃপণবৎ বিলপ্য বিমুক্তঃ
স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার ॥ (ভাঃ ৯।১০।১১)

এস্থানে শ্রীল জীব ও চক্রবর্ত্তীর টীকা আলোচ্য।

—বৃক যেরূপ পালকের অসাক্ষাতে মেষ-শাবক অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, রাক্ষসাধম রাবণও সেইরূপ বনমধ্যে রামচন্দ্রের অসাক্ষাতে বৈদেহী সীতাদেবীকে অপহরণ করিলে রামচন্দ্র প্রিয়া-বিরহে স্ত্রী-সঙ্গিগণের দুঃখময়ী গতি লোক-সমাজে বিস্তার করিতে করিতে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দীনবৎ বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন।

আনুষঙ্গিক প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় অপ্রাকৃত সহজ-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুকরণ করিতে গিয়াই জগতে নানাবিধ বিপত্তি আনয়ন করে। কপটতাই প্রাকৃত সহজিয়াগণের ধর্ম্মের মূল। তাহাদের ভক্তির সমৃদ্ধি ও উদ্ভাস কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসক্তির বিকার মাত্র। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীশচী-দেবীর তিরোধান-বার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দরের লোকানুকরণ-দুঃখ-প্রকাশ, শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ-লীলা, আত্ম-প্রকাশের পূর্ব্বে পিতৃ-শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাদি করিবার জন্য গয়ায় গমনলীলা প্রভৃতির তাৎপর্য্য না বুঝিয়া তাহার অনুকরণ করিতে গিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় জগতে অশেষ বিপত্তি আনয়ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। স্ত্রী-সঙ্গি লোকগণের দুঃখময়ী চেষ্টা গর্হণ করিবার জন্য শ্রীগৌরনারায়ণ যে লোকানুকরণ দুঃখ-প্রকাশ করিলেন এবং মাতাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশচ্ছলে স্ত্রী-পুত্রাদির অনিত্যত্ব ও তাহাদের প্রতি মায়ামোহের পরম দুঃখ-দায়কত্ব জগৎ জীবকে শিক্ষা দিলেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। স্বরাট্ পুরুষোত্তম কৃষ্ণেরই সহস্রবার সহস্র সহস্র মহিষী-বিবাহের অধিকার আছে, পরমহংস বৈষ্ণবের অসংখ্য-বার দার-পরিগ্রহেও কোনপ্রকার হরিজনের ব্যত্যয় ঘটে না—ইহা জানাইবার জন্য প্রভু যে লীলা প্রকাশ করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া ভগবান ও পরমহংসের আচরণ অনুকরণ করিবার বিচার প্রণালী বরণ করিলাম। শুদ্ধবৈষ্ণব বা সদ্গুরুর কৃপা বিরহিত বহির্ম্মুখ কর্ম্মযোগীর বাঞ্ছিগণের অধিকার জানাইবার জন্য ঈশ্বর-পুরীর দর্শন-লাভ ও আত্ম-প্রকাশরূপ-লীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বে মহাপ্রভু যে লীলাটী প্রকাশ করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া আমরা প্রাকৃত-সহজিয়া বা কর্ম্মকাণ্ডী হইয়া পড়িলাম। শ্রীগৌরসুন্দরের তুলসী-ভক্তি, গঙ্গাভক্তি, পিতৃমাতৃভক্তি, ব্রাহ্মণভক্তি, স্বদেশ-ভক্তি, দীন-দুঃখীর প্রতি দয়া, অতিথি-সেবা প্রভৃতি লীলার গূঢ়তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া আমরা আনুষঙ্গিক প্রাকৃত-সাহজিক বা কর্ম্মী মাত্র হইয়া পড়িলাম। অপ্রাকৃত সহজ-ধর্ম্মের অনুকরণ-চেষ্টাই প্রাকৃত সহজিয়ার ধর্ম্ম। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ মহাপ্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি প্রীতি, শচীমাতার প্রতি ভক্তি, নবদ্বীপ ও নবদ্বীপবাসীর প্রতি প্রীতির আদর্শের অনুকরণে অর্থাৎ অপ্রাকৃত সহজ-ধর্ম্মের আদর্শের অনুকরণে প্রাকৃত-সহজিয়া, স্ত্রৈণ, মাতৃভোক্তা ও দেহ-গেহাসক্ত হইয়া পড়েন। যেদিন এই সকল কথা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, সেইদিন হইতে তাঁহাদের বৈষ্ণবতা আরম্ভ হইবে, নতুবা তাঁহাদের যাবতীয় ধর্ম্মচেষ্টাই মেকি অর্থাৎ অনুকরণমূলে উদ্ভূত। বৃন্দাবনের সেদিনকার মহামহোৎসব ও কীর্ত্তনের ঘটায় অদ্বৈতব-ভাগবধর্ম্মে দীক্ষিত সুধনর্ত্ত বৈষ্ণবগণ প্রচ্ছন্ন-বৈতানিক স্ত্রী-পুত্রাদিই আড়ম্বর ও অন্যান্য স্ত্রী-আসক্তিরই বিকার করিতে পারিবেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অবঞ্চনাময়ী, অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়া আমাদিগকে সেইরূপ আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনা হইতে রক্ষা করুন—ইহাই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও নিষ্কপট বৈষ্ণবগণের চরণে নিয়ত প্রার্থনা।

শ্রীপুরুষোত্তম-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,

স্বর্গদ্বার (পুরী), ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২০শে জ্যৈষ্ঠ ৩রা জুন, গৌরাব্দ ৪৪২, রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ৭ই আষাঢ়, ২১শে জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত "শ্রীপুরুষোত্তম মঠে" বার্ষিক মহোৎসব হইবে। ৩রা আষাঢ়, ১৭ই জুন রবিবার নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের** চতুর্দ্দশ বার্ষিক **বিরহমহোৎসব** অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, শ্রীহরিকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। অনবসরকালে ব্রহ্মগিরি আলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরানুগমনে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান-মুখে এবং পুনর্যাত্রাকালে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে তাদৃশ মহোৎসব হইবে। মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সপরিকরে এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,**
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভক্তিসারঙ্গ)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ২রা জুন, ১৯২৮ | ৪১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক-জোহান্স্

গত ২০শে এপ্রিল ১৯২৮, শুক্রবার বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় কলিকাতা সেণ্ট্ জেভিয়র্স্ কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের মুখ্যপ্রধান অধ্যাপক ধর্ম্মাচার্য্য জোহান্স্ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণব-দর্শন ও শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। ধর্ম্মাচার্য্য জোহান্স্ শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'হারমনিষ্ট' পত্রিকার একজন নিয়মিত ও মনোযোগী পাঠক। তিনি য়ুরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতবর্ষীয়গণের দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শুদ্ধ বাঙ্গালা-ভাষাও কিছু কিছু বুঝিতে পারেন। ব্রহ্মচারী সচ্চিদানন্দ অধ্যাপক-জোহান্স্কে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাগারে লইয়া গেলেন। অধ্যাপক শ্রীগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাগার বিশেষ আগ্রহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; ইতোমধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ সেই স্থানে আগমন করিলে অধ্যাপক মহাশয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া প্রভুপাদকে সম্মাননা ও অভিবাদন করিলেন, প্রভুপাদ অধ্যাপক মহাশয়কে আসন গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি পুনরায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আসনে উপবিষ্ট হইয়া লিখিতে লাগিলেন*—

অধ্যাপক—আমি আপনার সম্পাদিত 'হারমনিষ্ট' পত্র পড়িয়া থাকি। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-দর্শন প্রতীচ্য-দার্শনিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমি শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব ও বলদেব অধ্যয়ন করিয়াছি।

প্রভুপাদ—আপনি বলদেব কি মূল পড়িয়াছেন?

অধ্যাপক—না, তাঁহার ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াছি।

প্রভুপাদ—মূল না পড়িলে অনেক সময় অনুবাদে ঠিক বিষয়টী পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ বৈষ্ণব-অধ্যাপকের নিকট এই সব গ্রন্থ না পড়িলে আমরা আসল জিনিষটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

অধ্যাপক—আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমার শ্রীজীব গোস্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়নের বিশেষ ইচ্ছা আছে; তাঁহার দর্শন খুব উচ্চ-দরের। আমি কিছু কিছু পড়িবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়। 'হারমনিষ্টের' বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, আপনারা শ্রীজীব গোস্বামীর 'ভক্তিসন্দর্ভ' প্রকাশ করিতেছেন; আমার সেই গ্রন্থটী লইবার একান্ত ইচ্ছা।

প্রভুপাদ—বলদেব ও শ্রীজীবের মধ্যে কোন ভেদ নাই। বলদেব শ্রীজীবেরই অনুগত; উভয়েই শ্রীচৈতন্য-

* সমস্ত কথাই ইংরেজীতে হইয়াছিল, ইংরেজীর বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইল। গৌ সঃ

দেবের অনুমোদিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অধ্যাপক—শ্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থ বড়ই দুরূহ; তাঁহার দার্শনিক-সিদ্ধান্ত বুঝা যায়—এইরূপ সরল ভাষায় লিখিত কোনও গ্রন্থ হইলে ভাল হইত।

প্রভুপাদ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—যিনি সজ্জন-তোষণী-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার গ্রন্থরাজি শ্রীজীবগোস্বামীর দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই সরল ও সহজ বিশ্লেষণ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থ-সমূহ পড়িলে আপনি শ্রীজীব গোস্বামীর যাবতীয় সিদ্ধান্তে অতি সহজেই প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। তবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থগুলির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে living source হইতে কথা শোনা চাই।

অধ্যাপক—এ'কথা ঠিক। living source ছাড়া কেবল পুস্তক পড়িয়া সব বুঝা যায় না।

প্রভুপাদ—সব বুঝা দূরের কথা, living source হইতে না শুনিলে গ্রন্থের তাৎপর্য্য উল্টা বুঝা হইয়া যায়।

এই বলিয়া প্রভুপাদ ধর্ম্মাচার্য্য অধ্যাপক মোহান্তকে ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-রচিত 'Life and precepts of Chaitanya Mahaprabhu,' 'Nambhajan' প্রভৃতি কয়েকখানা ইংরেজী গ্রন্থ উপহার দিলেন।

অধ্যাপক—আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ। আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার এসকল বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ আছে। আমি সময় সময় এজন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনার অসুবিধা না হয়।

প্রভুপাদ—হরিকথা-কীর্ত্তনই আমাদের কৃত্য। যাঁহারা এ সব বিষয়ে আগ্রহান্বিত, তাঁহারা আমাদের বিশেষ বান্ধব।

অধ্যাপক—চৈতন্যদেবের রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি?

প্রভুপাদ—না, তিনি কোন গ্রন্থ লিখেন নাই; তবে তিনি কতকগুলি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান ৮টী শ্লোক 'শিক্ষাষ্টক' নামে পরিচিত।

অধ্যাপক—হাঁ, আমি হারমনিষ্টে 'শিক্ষাষ্টক' ও তাহার ব্যাখ্যা পড়িয়াছি।

প্রভুপাদ—এই শিক্ষাষ্টকে অপ্রাকৃত-শব্দের পরম মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে অপ্রাকৃত শব্দের কথা বলিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়-বোধ-জাত শব্দ নহে; উহা পরব্যোম হইতে প্রকাশিত। কাজেই তাহা আমাদিগকে পর-ব্যোমের সন্ধান দিতে পারে। উহা সাক্ষাৎ চিদ্‌বিলাসময় পরব্রহ্ম। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ও 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত আমি ট্রেণে রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরে যাইতেছিলাম। সেই সময় আমাদের প্রকোষ্ঠে খৃষ্ট ধর্ম্মাচার্য্য রেভারেণ্ড বাট্‌লার সাহেব আসিয়া উঠিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর যাইবেন। আমাদের হাতে তখন শ্রীহরিনামের মালিকা ছিল। রেভারেণ্ড বাট্‌লার সাহেব আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কে? আমি বলিলাম—আপনারা যেমন ধর্ম্ম-প্রচারক, আমরাও তাহাই। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম প্রচার করি। রেভারেণ্ড বাট্‌লার বলিলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে বৃথা ভগবানের নাম লইবার প্রথা আছে কেন? আমাদের প্রতি আদেশ আছে বৃথা ভগবানের নাম গ্রহণ করিও না; আর চৈতন্যদেবের মতে পৌত্তলিকতারই বা প্রশ্রয় দেওয়া হয় কেন?" আমি রেভারেণ্ড বাট্‌লারকে বলিলাম,—এই প্রাকৃতজগতে "ভগবানের representation কেবল মাত্র দুইটী আছে, তাহা (১) অপ্রাকৃত-শব্দ বা শ্রীনাম আর (২) ভগবানের নিত্য চিদ্‌বিলাস সবিশেষরূপের অর্চ্চাবিগ্রহ। আমরা যে বস্তু হইতে বহু দূরে অথবা যে বস্তুর নিকট পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে পৌঁছিতে পারি না, সে বস্তুকে চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারা দর্শন, নাসিকেন্দ্রিয়-দ্বারা ঘ্রাণ, রসনেন্দ্রিয়-দ্বারা আস্বাদন বা ত্বগিন্দ্রিয়-দ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না। যেমন London townকে এখানে বসিয়া দেখিতে পারি না—ঘ্রাণ করিতে পারি না—আস্বাদন করিতে পারি না বা স্পর্শ করিতে পারি না—এই চারি ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়ের কাজই দূরস্থিত বস্তুর উপরে প্রযুক্ত হইতে পারে না, কেবল মাত্র কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায়। Londonএর বিষয় আমরা এখানে বসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়-দ্বারা জানিতে পারি। "টেরে টক্কা" টেলিগ্রামের শব্দ লণ্ডন হইতে আমাদের কর্ণে লণ্ডনের বিষয় আমাদিগকে জানাইতে পারে। টেলিফোনে আমরা দূরের সংবাদ সব

পাইতে পারি। পুস্তকে শব্দের যে সকল কথা পড়ি, তাহা visualised sounds মাত্র। Scriptures are but the visualised revealed transcendental sounds. (শাস্ত্রসমূহ অপ্রাকৃত শব্দের অর্চ্চা) সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বা যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে সাধুগণ যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা আমরা লেখনীর মধ্য দিয়া শুনিতে পাই; সুতরাং গ্রন্থ বা লেখনীসমূহ—শব্দের অর্চ্চা। তবে ইতরযোগ-জাত শব্দ যেমন—'London' শব্দটী 'London' হইতে পৃথক্। 'London' শব্দে ও তাহার উদ্দিষ্ট-বিষয়ে ব্যবধান আছে। 'London' শব্দটী উচ্চারণ-মাত্রেই কিন্তু আমাদের London প্রাপ্তি ঘটে না; কারণ এটী মায়িক-জগতের শব্দ, এখানে মায়ার ব্যবধান থাকিবে। কিন্তু ঈশ্বরের নাম মায়িক-জগতের উৎপন্ন-শব্দ নহে, উহা পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ। সেই অবতীর্ণ অপ্রাকৃত-শব্দের মধ্যে মায়ার ব্যবধান নাই। সেই শব্দই—সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। সেই অপ্রাকৃত-শব্দ যাঁহারা অনুক্ষণ উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের অনুক্ষণ পরব্রহ্মের সহিতই Communion (সঙ্গ) হয়। যাহারা বস্তুর নিকট হইতে দূরে, তাহারা যেরূপ শব্দের সাহায্যে দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করে, আবার বস্তুর সমুখস্থ হইলেও শব্দের সাহায্যেই বস্তুর স্তুতি, প্রশংসা ও মহত্ত্ব প্রকাশ এবং তদ্দ্বারা সম্যগ্-ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ ফল-লাভ-চেষ্টা (সাধন) ও ফলপ্রাপ্তি (সাধ্য) উভয়কালেই অপ্রাকৃতশব্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। শব্দ-ব্রহ্মের উচ্চারণ বা নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বাচার্য্য শিরোমণি জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেব 'সাধন' ও 'সাধ্য' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি রেভারেণ্ড বাট্‌লারকে আরও বলিলাম, "in vain" (ভগবানের নাম বৃথা গ্রহণ করা) কাহাকে বলে? যাহাতে ভগবানের কোন interest (প্রয়োজন বা স্বার্থ) নাই, তাহারও ব্যক্তিগত তাৎকালিক অপূর্ণ স্বার্থ বা কামনা আছে, তাহাকেই "in vain" বলে। যেমন আপনার খাওয়ার জন্য আপনার কন্যা যদি আপনাকে ডাকে, আপনার সুখের জন্য আপনার স্ত্রী-পুত্রাদি যদি আপনাকে ডাকেন, তাহা কি "in vain"। এরূপ না ডাকাই বরং "in vain"। ভগবানের ভক্তগণ ভগবানকে নাম-সংকীর্ত্তন-মহযোগে ডাকেন—ভগবানের সুখের জন্য—ভগবানের সেবার জন্য, তাঁহাদের নিজের কোন কামনা পরিতৃপ্তির জন্য নহে। যাহাদের thought idolise (চিন্তা ব্যাপারও-সংজড়ে সক্ত) হইয়া গিয়াছে, তাহারাই শ্রীমূর্ত্তিকে 'idol' (পুত্তলিকা) দেখে, আমাদের তা'তে কোন অসুবিধা হয় না। শ্রীবিগ্রহ বৈকুণ্ঠস্থ চিদ্‌বিলাস ভগবানের নিত্য-রূপেরই প্রাপঞ্চিক-জগতে করুণাময় অবতার। তাহা ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন। বৈষ্ণবগণ জড়ের আকার বা জড়নিরাকারান্তর্গত ঈশস্বরূপ কল্পনাকারী—পৌত্তলিক নহেন। তবে যাহারা প্রাকৃত-বুদ্ধি লইয়া বিচার করে, তাহাদের চিত্তে প্রতিফলিত যাবতীয় জড়াবস্থিত মূর্ত্তিই পুত্তলিকা। যাহারা নির্ব্বিশেষবাদী বা বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে, তাহারা কাল্পনিক নিরাকারাশ্রিত পৌত্তলিক। আমরা চেতনময় শ্রীমূর্ত্তিকে 'জড়লিপ্ত' না জানিয়া মন্ত্রের দ্বারা—চেতনের দ্বারা উপাসনা করি। চেতনের বৃত্তি-দ্বারা ভগবানের সঙ্গে communication হয়। যাহাদের চিন্তাস্রোত ও বৃত্তি অচেতনের দ্বারা বিজড়িত হইয়াছে, যাহারা অচিদ্দর্শন ব্যতীত চেতনের অন্য কোন ব্যবহার জানে না, তাহারাই অর্চ্চাবস্তুকে 'idol' মনে করে। 'শ্রীনাম'-দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়—চেতনের দ্বারা চেতনের সেবা হয়। রেভারেণ্ড বাট্‌লার আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, আপনাদের নবদ্বীপের অনেক বড় বড় লোকের সহিত—বাংলার অনেক পণ্ডিতের সহিত—অনেক প্রাচীন ব্যক্তির সহিত আমি এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা কেহই এরূপ intelligently (বুদ্ধিমত্তার সহিত) উত্তর দিতে পারেন নাই। রেভারেণ্ড বাট্‌লার উত্তর শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক—আমিও আপনার কথা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলাম।

প্রভুপাদ অধ্যাপক মোহান্ত সাহেবকে দেব-নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত, শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের রচিত "শিক্ষাষ্টকমূলম্" নামক গ্রন্থটী প্রদান করিয়া বলিলেন, আপনি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল-জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ শ্রীল জীব ও শ্রীবলদেবের

পরিশিষ্ট-স্বরূপ। আমাদের বর্ত্তমান প্রচেষ্টাও শ্রীল জীবেরই পদাঙ্কানুসরণ।

অধ্যাপক—আপনাদের দর্শন-শাস্ত্রে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ ও শরণাগতির কথা অতি দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। এরূপ শরণাগতির কথা অন্যত্র কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি 'হারমনিষ্টে' শরণাগতির ইংরেজী-তর্জ্জমা পড়িয়া খুব আনন্দিত হই।

প্রভুপাদ—শ্রীল রূপ গোস্বামী—যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের একজন প্রিয়তম পার্ষদ—যাঁহাতে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তিনি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে ষড়্‌বিধা শরণাগতির কথা লিখিয়াছেন। 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' গ্রন্থখানা ভক্তির বিজ্ঞান, সুতরাং তাহাতে যেরূপ ভক্তির সুষ্ঠু বিশ্লেষণ আছে, তাহা অদ্বিতীয়।

প্রভুপাদ অধ্যাপক কোহান্ মহোদয়কে শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-রচিত 'তত্ত্বসূত্র' গ্রন্থখানা উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন,—এই গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণব-দর্শনের যাবতীয় কথা সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে; ব্রহ্মসূত্রে যেরূপ সংক্ষেপে শ্রুতির তাৎপর্য্য গ্রথিত করিয়াছে, তত্ত্বসূত্রেও সেইরূপ বেদান্তভাষ্য-ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য্য স্বল্পাক্ষরে অতি সুষ্ঠুরূপে গ্রথিত হইয়াছে। আচার্য্যবান্ বৈষ্ণবাগ্রগণ্যের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন না করিলে কখনও ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভাগবত—ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য। শ্রীজীব গোস্বামীর যাবতীয়-গ্রন্থ ভাগবত অবলম্বনেই রচিত। গোস্বামিগণের যাবতীয়-গ্রন্থও তাহাই। ভাগবতই বেদান্তসূত্রের মূল ভাষ্য—এই কথা শ্রীজীব গোস্বামী বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। শঙ্করের ভাষ্য—বিজাতীয় (foreign) ভাষ্য, আর ভাগবত স্বয়ং সূত্র-কর্ত্তার সূত্রের ভাষ্য বলিয়া তাহাই একমাত্র প্রকৃত ভাষ্য। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য একমাত্র ভাগবতেই পাওয়া যায়। যদিও ভাগবতে নানাপ্রকার ইতিহাস ও আখ্যায়িকা রহিয়াছে, তথাপি উহাই একমাত্র পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক-গ্রন্থ।

অধ্যাপক—চৈতন্যভাগবতের কথা বলিতেছেন কি?

প্রভুপাদ—চৈতন্যভাগবত ভিন্ন পুস্তক, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বলিতেছি। উহা ফরাসীভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় অসম্পূর্ণ অনুবাদ আছে মাত্র।

অধ্যাপক—শ্রীমদ্ভাগবত ফরাসী-ভাষায় অনুবাদের আমি কিয়দংশ পড়িয়াছি।

প্রভুপাদ—আপনি যে শ্রীচৈতন্যভাগবতের কথা বলিলেন, তাহা ইংরেজী-ভাষায় অনূদিত হইতেছে এবং ব্যাক্‌ফিট্ পত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক—হাঁ আমি দেখিয়াছি, অতি সুন্দর অনুবাদ হইতেছে। আমি তাহা খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করি। আমার একখানা চৈতন্যভাগবত আবশ্যক।

প্রভুপাদ—আমাদের চৈতন্যভাগবতের মূল সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। এক্ষণে নূতন সংস্করণ বিস্তৃত-ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইতেছে, তাহা প্রকাশিত হইলে আপনি পাইতে পারিবেন।

অধ্যাপক—আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবের মত সংক্ষেপে বলুন।

প্রভুপাদ—শ্রীচৈতন্যদেবের মত আমরা একটী প্রাচীন শ্লোকে সংক্ষেপে এইরূপ শুনিতে পাই—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

—ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্ভক্তবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-ই—নির্ম্মল শব্দ-প্রমাণ এবং প্রেমই—পরম পুরুষার্থ, ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পূর্ণ-বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ প্রতীতিতে তত্তদ্ অধিকারী ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হন। সেই ত্রিবিধ প্রতীতি সকলেই পূর্ণ প্রতীতি। উহা শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্ম বা ব্রহ্ম-প্রতীতির ন্যায় আংশিক বা অসম্যক্ প্রতীতি নহে। ঐ ত্রিবিধ পূর্ণ-প্রতীতি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত। ভগবানের এই ত্রিবিধ পূর্ণ-প্রতীতি দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে প্রকাশিত। দ্বারকায় কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ, মথুরায় পূর্ণতর, এবং ব্রজে পূর্ণতম। আমরা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূলোকে বাস করি। এই চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ড অধঃসপ্তলোক ও ঊর্দ্ধ-সপ্তলোক

লইয়া গণিত হয়। ঊর্দ্ধ সপ্তলোক মধ্যে ভূলোকই প্রথম। ভূ, ভুবঃ ও স্বর—এই ত্রিবিধ লোক সকাম পুণ্যকারী গৃহমেধিগণের ভোগ-স্থান; আর তদূর্দ্ধবর্ত্তী মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই লোক-চতুষ্টয় অপুনর্ভব-ব্যক্তিগণের প্রাপ্য স্থান। এতন্মধ্যে উপকুর্ব্বাণ অর্থাৎ যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময় গুরু-গৃহে বাস করিয়া গুরু-দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্য স্থান—মহর্লোক; নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাঁহারা আজীবন গুরু-গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্য-স্থান—জনলোক, বানপ্রস্থাশ্রমিগণের প্রাপ্য স্থান—তপোলোক এবং যতিগণের প্রাপ্য স্থান—সত্যলোক। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, অর্থাৎ যাঁহাদের ইহ-জগতে ভোগ বা ব্রহ্মে বিলীন হইবার দুরাশা নাই, সেই সকল পুরুষ দুর্লভ বৈকুণ্ঠ-লোক লাভ করেন। সেই বৈকুণ্ঠেরও উপরে—দ্বারকা, তদুপরি—মথুরা, তদুপরি—গোলোক-বৃন্দাবন। এই সকল ধাম ভগবানেরই অন্তরঙ্গ-অঙ্গে যে সত্তা-বিস্তারিণী শক্তি আছে সেই শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। পরব্যোমে যে যে ধাম আছে, সেই সেই ধামেই এই প্রপঞ্চকে আশ্রিত হইয়া থাকে। অপ্রপঞ্চকে যাহা নাই, তাহা প্রপঞ্চেও থাকিতে পারে না। বৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত-প্রকাশই—গোলোক। জল-সম্পর্ক-শূন্য হইয়া সরোবরে যেমন পদ্ম অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রপঞ্চ-সম্পর্ক-শূন্য হইয়া গোলোক পৃথিবীতে অবস্থান করেন। যাহাদের চিত্ত সেবোন্মুখ নহে, তাহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ধামের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করিতে পারে না। অযোধ্যা, দ্বারকা, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাদি বৈকুণ্ঠেরই প্রদেশ-বিশেষ। বৈকুণ্ঠ-সুখ হইতে অযোধ্যা-সুখ মহৎ, অযোধ্যা-সুখ হইতে দ্বারকা-সুখ মহত্তর, গোলোকবাসিগণের যে সুখ, তাহা সকল সুখের শিরোমণি। রস-বিশেষের তারতম্যই এই সুখ-তারতম্যের কারণ। গোলোকে যে দুঃখ বর্ত্তমান আছে, সেই দুঃখসকলও সমস্ত সুখের মস্তকোপরি নৃত্য করে। আর তথায় যে শোক বর্ত্তমান আছে, সেই শোকও সমগ্র আনন্দরাশির উপর পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়া থাকে; সেখানকার দুঃখ-শোক প্রভৃতি পরমানন্দেরই পুষ্টি-কারক। শ্রীচৈতন্যদেব এই বৃন্দাবনেশ বা গোকুলেশের সেবা-সুখাস্বাদনেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সমগ্র বিষ্ণুর অবতারের মূল অবতারী—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ দ্বারকেশ, মথুরেশ ও গোকুলেশরূপে প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্য-দেব গোকুলেশ-কৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণে পঞ্চ মুখ্য-রস বর্ত্তমান; তিনি স্বয়ং রসসাগর।

অধ্যাপক—'রস' কাহাকে বলে?

প্রভুপাদ—শ্রীরূপগোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে রসের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য রস জড়রস নহে। জড়রস সেই অপ্রাকৃত-রসেরই হেয়, বিকৃত, খণ্ড প্রতিফলন মাত্র। রসের সংজ্ঞা এই—

"সাত্মীত্য ভাবনাবর্ত্ম যৎচমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

—ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল-হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত হয়। এই রসের বিবিধ আলম্বন—আশ্রয় আলম্বন ও বিষয়-আলম্বন। যাঁহার উদ্দেশে রতির প্রবৃত্তি হয়, তিনি—'বিষয়-আলম্বন' এবং যিনি ঐ রতির আধার, তিনি—'আশ্রয়-আলম্বন'। জগতে বিষয় ও আশ্রয়ের বহুত্ব, কিন্তু মূল আদর্শে বিষয় একমাত্র এক অদ্বয়তত্ত্ব, তিনিই কৃষ্ণ; তাঁহারই সমস্ত আশ্রিতবর্গ। কৃষ্ণ আশ্রিতবর্গের কাহারও নিকট নিরপেক্ষ, কাহারও প্রভু, কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও কান্ত। বৃন্দাবন, যমুনা, কদম্ববৃক্ষ, পুলিন, বংশী, গাভী, বেত্র, বিষাণ প্রভৃতি অচেতনপ্রায় চিন্ময় বস্তু শান্ত রসের আশ্রয়। কৃষ্ণ তাঁহার অনুগতবর্গের প্রভু। রক্তক, পত্রক, মধুকণ্ঠ প্রভৃতি তাঁহার অনুগামী-ভৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সখা। ব্রজে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় সখা। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে ভগবত্তার প্রকাশ দ্বিবিধ। নর-লীলার অপেক্ষা না করিয়াই যে পরমৈশ্বর্য্যের আবির্ভাব, তাহাকেই 'ঐশ্বর্য্য' বলে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব ও জননী দেবকীর নিকট চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনকে যোগৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রকাশ ভগবানের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ। আর পরমৈশ্বর্য্যের প্রকাশ বা অপ্রকাশে যদি নরলীলার অতিক্রম না হয়, তাহাকে 'মাধুর্য্য' বলে। যেমন, পূতনার প্রাণ-হরণকালে শ্রীকৃষ্ণ স্তন-চুষণরূপ নর-বালকচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজ্জুদ্বারা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে

না পারিলেও শ্রীকৃষ্ণ জননীর ভয়ে ভীত হইবার লীলা দেখাইয়াছিলেন। বাল্য-লীলায় কোমল-চরণের আঘাতে অতীব কঠিন শকট পাতিত করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও উহা নর-লীলাকে অতিক্রম করে নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য থাকিলেও কোথায়ও তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া সামান্য নর-বালকের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন; যেমন দধি-দুগ্ধ-চৌর্য্য প্রভৃতি। সমস্ত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিলেও যশোমতী তাঁহাকে তাঁহার সামান্য পুত্র-মাত্রই বিচার করিয়াছেন। যিনি নিখিল বিশ্বের পালকগণের পালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ-যশোদা তাঁহাদের পাল্য জ্ঞান করিয়াছেন। সখাগণ অতিশয় বিশ্রম্ভ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধের উপরে আরোহণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিয়াছেন। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যোগগণের দ্বারা বন্দিত দর্শন করিয়াও তাঁহাকে কান্ত-জ্ঞান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই একমাত্র পরিপূর্ণতা রহিয়াছে। ইহাই মূল আদর্শ। এই পরম উপাদেয় মূল আদর্শের বিকৃত প্রতিফলনই মায়িক জগতের অনিত্য, হেয়, ঘৃণ্যরস-সমূহ। শ্রীকৃষ্ণে কোন প্রকার হেয়তা আরোপিত হইতে পারে না। ব্রজ-গোপীগণের সহিত যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, তাহা এই প্রাকৃত-রাজ্যের অন্তর্গত নহে। প্রাকৃত-রাজ্যের বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ থাকা পর্য্যন্ত তাহা আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না।

অধ্যাপক—অতীব কঠিন বিষয়। বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

প্রভুপাদ—কোন কোন পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণ-লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে 'অশ্লীল' মনে করেন, কেহ বা রূপক-ব্যাখ্যাদি করিয়া সেই অশ্লীলতাকে শ্লীলতায় পর্য্যবসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু উভয়-চেষ্টারই কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণ-চরিত্র is death blow to অক্ষজজ্ঞান (অক্ষজ জ্ঞানের পক্ষে নিদারুণ বজ্রাঘাত সদৃশ)। So-called morality is rather stumbling block to কৃষ্ণপাদপদ্ম। (বরং তথাকথিত নীতি কৃষ্ণপাদপদ্মের পক্ষে বুদ্ধিভ্রংশের হেতু।) কৃষ্ণ স্বরাট্-পুরুষ, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়, পরম-স্বতন্ত্র; সুতরাং তাঁহাতে 'অশ্লীলতা' বলিয়া কোনপ্রকার জিনিষ থাকিতে পারে না। তাঁহার সমস্তই 'শ্লীল' অর্থাৎ পরম শোভাযুক্ত। বদ্ধ-জীবের পক্ষেই 'শ্লীল' 'অশ্লীল'-বিচার। কিন্তু কৃষ্ণ All powerful, Absolute (সর্ব্বশক্তিমান্, নিরঙ্কুশইচ্ছাময়) অধোক্ষজ।

(ক্রমশঃ)

নীলাচলে মহাপ্রভু

দেখিতে দেখিতে আবার শ্রীনীলাচল-মহোৎসব সমাগত-প্রায়। শ্রীনীলাচল ও শ্রীনীলাচলোৎসবের কথা স্মরণ হইলে গৌর-ভক্তগণের হৃদয়ে কতই না আনন্দের লহরী খেলিতে থাকে,—এ আনন্দ জগতের সম্ভোগানন্দ নহে—এ আনন্দ কোটি ব্রহ্মানন্দধিকারকারী অপ্রাকৃত-বিরহ-ব্যথা-জনিত গাঢ়দেবানন্দ। এ বিরহ-ব্যথা নিখিল আনন্দের মস্তকোপরি বামপদের নৃত্য করে—ইহা—বিরহে মিলনানন্দ—এ আনন্দের অধিকারী একমাত্র গৌরভক্ত ও গৌরভক্তের ভক্তগণ। অপরে এ আনন্দ কোন দিন পান নাই—পাইবেন না—একথা "দয়ালী" ছাড়া অপরে বুঝিবে না। নীলাচল-মহোৎসব সেই অপ্রাকৃত আনন্দেরই উদ্দীপন-বিভাব। নীলাচলের কথা মনে হইলে সঙ্গে সঙ্গে গৌর-ভক্ত-গণের কত কথাই না মনে পড়িয়া যায়। কৃষ্ণানুসন্ধান-অভিসারের মূর্ত্তিটী যেন নীলাচলের সহিত ওত-প্রোতভাবে 'মাখামাখি' হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বলোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর যে দিন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ পাইতে—যে সময় সম্ভোগবাদী জীব স্ত্রক্-চন্দন-বনিতা-ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া এক একটী "ছোট খাট কৃষ্ণ" সাজিয়া বসে, সেই সময় ঘরে পরমাসুন্দরী ভার্য্যা, অনাথা জননী, কত সাধের সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা জগতের শিরোমণি জন্মভূমি, কত আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব, কত লোকপ্রিয়তা, স্নেহ-ভালবাসা, কত পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা-প্রতিষ্ঠা সব রাখিয়া কৃষ্ণের অনুসন্ধান-অভিসারে যাইবার জন্য ভিক্ষুকের বেশ-গ্রহণের লীলা দেখাইলেন—খরতরস্রোতা কুলুকুলু-নাদিনী-জাহ্নবী যেমন সাগরের অনুসন্ধানে উধাও হইয়া চলে, কোন বাধা-বিপত্তি মানে না, সেইভাবে অবন্তী-নগরে ত্রিদণ্ডী-ভিক্ষুর খাঁটা গান করিতে করিতে দিক্-বিদিক্ দিবা-রাত্রি জ্ঞান-হারা হইয়া আমার প্রভুর প্রভু প্রেমোন্মাদে বৃন্দাবনের পথে চলিতে লাগিলেন—নয়নে অবিশ্রান্ত ঝর ঝর লোর—শ্রীমুখে

মুহুর্মুহুঃ 'কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ' ধ্বনি—ঊর্দ্ধে দু'বাহু প্রসারিত, যেন প্রভু কত আকুল-প্রত্যাশায় দুই হস্তে বিরহ-সাগরে সাঁতার দিতেছেন—কতক্ষণে অকূল-পাথারের কূল পাইবেন। কূল যে আর মিলে না—প্রভু যতই আগুয়ান হন—ততই সাগরের প্রসারতা বাড়িয়া যায়। এইরূপ দিব্যোন্মাদ-লীলা প্রকাশ করিয়া প্রভু বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন। আজ তিনদিবস যাবৎ উন্মত্তভাবে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন; প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই, কেবল সর্ব্বত্র সম্ভোগ-বিগ্রহ-কৃষ্ণের ভোগ-ভূমিকার উদ্দীপনা। প্রভু আমাদের ন্যায় পামর জীবকে জানাইতেছেন, হরিজন-কারীর এইরূপ অবস্থা হয়—তিনি আপনহারা হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণের ভোগ অনুসন্ধান করেন—বিশ্বময় অধিষ্ঠাতৃ কাম-দেবের কামযজ্ঞের ইন্ধন-উপকরণ দেখিতে পান—সমগ্র বিশ্বের সব দিয়া তাঁহার কৃষ্ণ সেবার ইচ্ছা হয়। এইভাবে উন্মত্ত প্রভু কখনও পথে গো-চারণকারী রাখালবালকগণকে —গোপবালকগণকে দেখিয়া অধিকতর কৃষ্ণ-প্রেমে উদ্দীপ্ত হইতেছেন—উচ্চৈঃস্বরে 'হরি হরি' ধ্বনি করিতেছেন। অধিক হইতে অধিকতর কৃষ্ণ বিরহ-পিপাসাতুর হইয়া কর্ণাঞ্জলি দ্বারা বালকগণের মুখে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের নামামৃত পান করিয়া একটু প্রাণ জুড়াইবার জন্য লালায়িত হইতে-ছেন—গোপবালকগণের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন—কৃষ্ণান্বেষণ-অভিসারের পথিক বিপ্রলম্ভতত্ত্ব গৌররায় বালক-গণকে পুনঃ বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—পথ ত' আর ফুরায় না। 'কৃষ্ণ কোথায়', 'বৃন্দাবন আর কতদূর' প্রভুর শ্রীমুখে কেবল এই জিজ্ঞাসা। নিতাই গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিবার জন্য বালকগণকে শিখাইয়া দিয়াছেন; নিতাইর উদ্দেশ্য আছে, প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবেন। প্রভু গঙ্গাকে 'যমুনা' মনে করিয়া স্তব করিতেছেন। নিতাই প্রভুকে ভুলাইয়া-অদ্বৈত আচার্য্যের মন্দিরে লইয়া আসিলেন। সেখানেও প্রভুর সেই ভাব—সেই উন্মাদনা— প্রেমের উৎকণ্ঠা। সগণ-অদ্বৈতাচার্য্য অভিনব-ধন-গীতি গাহিলেন,—

"কি কহব রে সখি আজুকো আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

কিন্তু এই সম্ভোগরস-প্রীতিতে কৃষ্ণানুসন্ধান-অভিসারের পথিকের চিত্তে কৃষ্ণের সঙ্গ অভাবে বিরহ-বাথা আরও বাড়িয়া গেল। মুকুন্দ তখন প্রভুর ভাবানুযায়ী গীতি গাহিতে লাগিলেন—

"রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাই॥"

গান শুনিতেই প্রভুর অশ্রু-কম্প-পুলক অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল। ভাব সৈন্যের সহিত প্রভুর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এদিকে নবদ্বীপের ভক্তগণের সহিত শচীমাতা শান্তি-পুরে আচার্য্য-গৃহে আসিলেন। কৃষ্ণান্বেষণ-লীলাকারী প্রভুর ভাবোন্মাদ-চন্দ্রিকা-দর্শনে শচীমাতার শুদ্ধ-বাৎসল্য-রসসিন্ধু আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। "এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত"—বাক্যের সার্থকতা-সম্পাদনকারী প্রভু বিপ্রলম্ভ-রসপীঠ কৃষ্ণান্বেষণ-লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য একটী কৌশল পেলিলেন। একান্ত গৌরগতপ্রাণ নবদ্বীপবাসী ও শুদ্ধবাৎসল্য-রসবিগ্রহা শচীদেবীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন,—

"তোমা সব না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব'।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥"

অপরদিকে সাধক-জীবকুলকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলেন,—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে সন্ন্যাস করিলা।
নিজ জন্ম-স্থানে রহে কুটুম্ব লঞা॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ যা'তে রহে দুই ধর্ম্ম॥"

প্রভুর এই বাক্যে কেহ যেন মনে না করেন যে, প্রভু কেবল লোক-নিন্দা ভয়ে বাহ্যে সন্ন্যাসীর আচার রক্ষা করি-বার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অন্তরে কপটতা করিয়া জননী-জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তির আদর্শই প্রদর্শন করিয়াছেন। **"যাঁতে রহে দুই ধর্ম্ম"**—এই বাক্যে অন্তরে ভোগ ও বাহ্যে ত্যাগ বা "দুই নৌকায় পা' দেওয়া"-নীতি বা কপটতার আদর্শই দেখাইয়াছেন। এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া অনেকেই বঞ্চিত হন। প্রভু সাধকজীব নহেন; বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী শচীমাতার প্রতি প্রভুর আসক্তি, কিংবা নবধা-ভক্তিস্বরূপা লীলাশক্তিময়ী শ্রীনবদ্বীপ-পুরীর প্রতি প্রভুর আসক্তি অথবা নবদ্বীপ-বাসিভক্তবৃন্দের প্রতি প্রভুর প্রীতি—স্বীয় পরিকর-বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রীতিরই উদাহরণ ক্ষুদ্র জীবের জননী,

জন্মভূমি বা স্বদেশবাসীর প্রতি আসক্তি তাঁহার ভগবদ্-বিমুখতাময়ী বদ্ধ কথা মাত্র।

আজ শচীমাতা কি আদর্শ দেখাইলেন? প্রভুর সুখেই শচীমাতার সুখ; তাই শচীমাতা পুত্রের সুখের জন্য প্রভুকে নীলাচলে অবস্থানের অনুমোদন করিলেন—

"আপনার দুঃখ সুখ কাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ তাহা নিজ সুখ মানি॥"

অহো! কি শুদ্ধজগদ্গুরুবাৎসল্য-প্রেমের আদর্শ! এইরূপ কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যের নামই 'প্রেম'।

প্রভুও "এক কার্য্য, কার্য্য পাঁচ সাত" করিলেন। জগতে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন—'যাযাবরী' হওয়া সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে, জানাইলেন—ভগবানের ভক্তের প্রতি গুরু-প্রীতি—ভক্তের ভগবানের প্রতি প্রীতি—গুরু-বাৎসল্য-প্রেম ও তাহার বিকৃত প্রতিফলনরূপ ইহ জগতের পুত্রাসক্তি বা মাতা-পিতার প্রতি আসক্তির হেয়তা প্রচার করিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকেই বা প্রভু কি শিক্ষা দিলেন? আর নিজে যে লীলা আচরণ করিতেছেন—সেই **কৃষ্ণান্বেষণ**; তাই প্রভু নবদ্বীপবাসিগণকে বলিলেন—

"তুমি সব লোক—মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাঁগো—মোরে দেহ তুমি সব॥
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
নবে নবে আসি তোমায় দিব দরশন॥"

প্রভু নবদ্বীপবাসী-গণকে কৃষ্ণচরণে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ শিক্ষা দিলেন; জানাইলেন যে 'আত্মনিবেদন' ব্যতীত কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে অধিকার হয় না। সর্ব্বস্বনিবেদনকারী—গৃহেই থাকুন, আর বনেই থাকুন—তাঁহার সর্ব্বত্র কৃষ্ণভজন সম্ভব। তাই প্রভু 'প্রকৃত-বান্ধব', 'প্রকৃত গুরু', জননী-জন্মভূমির প্রকৃত সেবকের আদর্শ শিক্ষা দিলেন—সকলকে "সদা কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণআরাধন" এক কথায় "কৃষ্ণান্বেষণ" করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং আদর্শ-কৃষ্ণান্বেষণলীলা আবিষ্কার করিবার জন্য সকলের নিকট হইতে নীলাচল গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রভুর নীলাচল-গমনে দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া হরিদাস কাঁদিয়া বলিলেন, প্রভো! তুমি নীলাচলে যাইবে, আমার কি গতি হইবে? হরিদাসের ধৈর্য্য দেখিয়া প্রভু বলিলেন,—হরিদাস, তুমি চিন্তা করিও না, আমি তোমাকে শ্রীপুরুষোত্তম লইয়া যাইব—প্রভু হরিবিমুখ আর্ত্ত-সমাজকে শিক্ষার দিয়া অসাক্ষাৎ ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে পুরীতে লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

নীলাচল-যাত্রা

কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রদর্শনকারী বিপ্রলম্ভতনু প্রভুর নীলাচল-যাত্রা এক অদ্ভুত ব্যাপার! প্রভুর নীলাচল-যাত্রার সংবাদ শুনিয়া ভক্তগণের বিরহক্রন্দন-রোলে আচণ্ডালে নিমিষে পরিপূর্ণ হইল। প্রভু 'নিরপেক্ষ' হইয়া কৃষ্ণের অন্বেষণে চলিলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত। বঙ্গদেশে আঠিসারা-গ্রাম, বরাহনগর, অম্বুলিঙ্গ ছত্রভোগ হইয়া উৎকলে প্রয়াগঘাট সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর প্রভৃতি স্থান আনন্দ নৃত্য-কীর্ত্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে অতিক্রমপূর্ব্বক প্রভু সঙ্গিগণের সহিত রেমুণাগ্রামে শ্রীগোপীনাথ সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অহো! এই গোপীনাথের কথা আর এক অদ্ভুত ইতিহাস। যে ভক্ত তাঁহার অন্বেষণ করেন, সেই কৃত্যের জন্য প্রভু-ভগবান্ না করিতে পারেন, এমন ব্যাপার নাই। জাগতিক নীতিবাগীশগণের আইন-কানুনে যত কলঙ্কের দাগ থাকে, সবগুলি প্রভু ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া বরণ করিতে প্রস্তুত—সেগুলি তাঁহার নিকট 'দূষণ' না হইয়া ভূষণস্বরূপ। গোপীনাথ নিজের জন্য গোপীগণের দুগ্ধ হইতে ক্ষীর সর নবনী চুরি করিতেন; সে এক সময় গিয়াছে—যে যুগে তিনি সম্ভোগ-লীলাময়-বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে যুগে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা আবিষ্কারার্থ অচিরেই বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ লইয়া অবতীর্ণ হইবেন, সেই যুগে সেই অবতারের পূর্ব্বেই তাঁহার ঔদার্য্য-সম্পদ্ বিতরণের অগ্রিম-ভাণ্ডার-প্রদর্শন-জন্য গোপীনাথ তাঁহার কৃষ্ণান্বেষণকারীভক্তের জন্য "ক্ষীরচোরা" কলঙ্কে ভূষিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। অনর্পিতচর প্রেম-কল্পতরুর যথামূল মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন। এ কথা মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই ভক্তাভিৎপ্রভু ক্ষীরচোরা গোপীনাথের ইতিহাস নিত্যানন্দাদি ভক্তগণকে বলিতে বলিতে

মাধবেন্দ্রপুরীর কীর্ত্তিত বিপ্রলম্ভভাবের শ্লোকটী পাঠ করিতে লাগিলেন—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

অহো! এই শ্লোকটী যেন মলয়জ-সার। অপ্রাকৃত রস-রসিকগণ তাঁহাদের জিহ্বা-প্রাঙ্গণে ইহা যত মর্ষণ করেন, ততই ইহার সৌরভ-মাধুরী তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয়। এই শ্লোকরত্নটী যেন সাক্ষাৎ সৌভাগ্য-মণি—কৃষ্ণের চিহ্নিত কণ্ঠভূষণ। রাধাঠাকুরাণী, রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত-গৌররায় ও মাধবেন্দ্রপুরীপাদ—এই তিনজনই এই শ্লোকের আস্বাদন জানেন। ইহা আস্বাদনের যোগ্য আর চতুর্থ ব্যক্তি নাই। বিপ্রলম্ভরসপরিপোষ্টা আমার গুরুদেব এই তিন জন হইতে অভিন্ন বলিয়া তিনিও এই শ্লোকের আস্বাদন জানেন। এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রভুর বিপ্রলম্ভভাবোন্মাদ বৃদ্ধি হইল। কভু হুঙ্কার, কভু হাস্য, কভু ক্রন্দন, কভু নৃত্য, কভু গান, কভু ইতস্ততঃ ধাবন, কভু কণ্ঠস্বরে 'অয়ি দীন' 'অয়ি দীন' ধ্বনিতে প্রভুর বিপ্রলম্ভ-প্রেমের কপাট উদ্ঘাটিত হইল।

পাঠকগণ! এখানে একবার স্থির হইয়া অনুভব করুন—চৈতন্যচন্দ্রের অনর্পিতচরী দয়া একবার বিচার করুন—প্রভু আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছেন একবার চিন্তা করুন—অনুধাবন করুন। প্রভুর নীলাচল-লীলার আদি, অন্ত ও মধ্যে কেবল কৃষ্ণান্বেষণ-শিক্ষা-প্রচার। প্রভু জানাইতেছেন, নির্ম্মল জীবাত্মার পক্ষে অধোক্ষজ কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক-ভজন। চলুন, আপনারাও সেই কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা-প্রদর্শনকারী গৌরসুন্দর, তদনুগ নিত্যানন্দ প্রভৃতি গুরুবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে করিতে নীলাচলে চলুন।

পুরীপথে

ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ-মন্দিরে প্রভু নিত্যানন্দাদি ভক্তের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমে ক্ষীর আস্বাদন ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতে করিতে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া মঙ্গলআরতি দর্শনপূর্ব্বক প্রাতঃকালে দক্ষিণপথে যাত্রা করিলেন। প্রভু রেমুণা হইয়া কটক-নগরে পৌঁছিলেন। তখন কটক-নগরে শ্রীসাক্ষীগোপালদেব বিরাজিত ছিলেন। এই সাক্ষীগোপালের ইতিহাস আর এক অদ্ভুত। ক্ষীর-চোরা-গোপীনাথের ইতিহাসের বক্তা ছিলেন—মহা প্রভু, শ্রোতা ছিলেন—নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ। এবার সাক্ষীগোপালের ইতিহাসের বক্তা হইলেন—নিত্যানন্দ, শ্রোতা হইলেন—মহাপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ। অপ্রাকৃত সহজ-ভক্তরস-রসিকগণের প্রেমে ভগবান্ কিরূপে বশীভূত হন, জগতে তাহার সাক্ষ্য রাখিবার জন্য পরমস্বতন্ত্র ভগবান্ সাক্ষীগোপালরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অপ্রাকৃত সহজ-ভক্তগণের জন্য ভগবান্ সব করিতে পারেন—'দাসিনী' করিতে পারেন—'ঘোড়নী' করিতে পারেন—'সাক্ষ্য' দিতে পারেন—ধর্ম্মাধিকরণের কাঠগড়ায় উঠিয়া 'হলফ্' পড়িতে পারেন—যাহা যাহা ভাবিতে পারে না—নীতিবাদিগণ যাহা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারে না—ঐশ্বর্য্য-মুগ্ধ ব্যক্তিগণ যাহা ধারণা করিতে পারে না, শুদ্ধ-অপ্রাকৃত-সহজ-প্রেমিক-ভক্তগণের জন্য ভগবান্ তাহা সমস্তই করিতে পারেন। কারণ—

"সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
'দাস' বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেইরূপ হয়।
দাসে 'কৃষ্ণ' করিবারে পারয়ে নিশ্চয়॥"

কুটুম্বাসক্তব্যক্তি পিতা, মাতা, পত্নী, ভ্রাতা, স্বীয় সুখের জন্য কি না করেন? লোকভয়, নিজের সম্মান লাঘবের ভয়, নীতির ভয়, শাস্ত্র-শাসন বা রাজ-শাসনের ভয়ে কি আত্মীয়-স্বজনের সুখ-চেষ্টা হইতে বিরত হন? কৃষ্ণেরও যে তাঁহার 'দাস' ব্যতীত অন্য পরিচয় নাই। তাই অপ্রাকৃত-সহজ-রসিক ভক্তগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ সব করিতে পারেন। বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ—একটী বৃদ্ধ ও অপরটী যুবা, বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের নিকটে শ্রীগোপালের মহাসেবা প্রকাশিত রহিয়াছেন। গোপাল স্বীয় নিত্য-কিঙ্কর-সেই 'বৃদ্ধবিপ্র' ও 'ছোটবিপ্রের' চিত্ত কাড়িয়া লইলেন। যুবাবিপ্র বৃদ্ধবিপ্রকে তীর্থাদিগমনে বিশেষ সহায়তা ও নানাবিধভাবে সেবা করায় বৃদ্ধবিপ্র ছোটবিপ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় কন্যা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। যুবাবিপ্র বৃদ্ধবিপ্রকে বৃন্দাবনস্থ গোপালের সম্মুখে ঐ বিষয়ে অঙ্গীকার করাইয়া গোপালকে

সাক্ষী রাখিলেন। স্বদেশে আসিয়া যুবাবিপ্র বিবাহের প্রস্তাব করিলে বিদ্ধ-স্মার্ত-সমাজের বিচারানুসরণে বৃদ্ধ-বিপ্রের অবৈষ্ণব স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনগণ ছোটবৈষ্ণব-বিপ্রে 'নীচ-বুদ্ধি' করিয়া বৃদ্ধবিপ্রের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। বৃদ্ধবিপ্রের বহির্মুখ পুত্র বৃন্দাবনের গোপালকে প্রস্তর মাত্র জ্ঞান করিয়া ঐরূপ অচেতন বস্তু কখনও সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে না, পিতাকে জানাইলেন এবং ছোটবিপ্রকে নানাপ্রকারে গালি দিতে লাগিলেন। অপ্রাকৃত সহজ কৃষ্ণভক্ত বৃদ্ধবিপ্র ও ছোট-বিপ্রের চিত্ত গোপালদেব বৃন্দাবনেই আকর্ষণ করিয়া-ছিলেন। এখন বস্তুতঃ সন্নিধানে প্রকাশিত হইয়া স্বীয় ভক্ত-বশ্যতা জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীগোপালদেব এক খেলা খেলিলেন।

বৃদ্ধবিপ্রের কৃষ্ণবহির্মুখ-পুত্র পিতাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিতে বলিলেন। বৃদ্ধবিপ্র বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে বিদ্যানগরে আনিয়া কৃষ্ণের মায়ায় ও ভাবী জীব-জগতের অশেষ কল্যাণ-বিধানের জন্য বাহে পুত্রের অনুরোধ রক্ষার অভিনয়ে ছোটবিপ্রকে বলিলেন, 'আমি কি প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলাম স্মরণ নাই।' ছোটবিপ্র তাঁহার একমাত্র সাক্ষী শ্রীগোপাল দেবের কথা বৃদ্ধবিপ্রকে বলিলে বৃদ্ধবিপ্র সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যদি গোপাল এখানে আসিয়া সকলের সমক্ষে সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আমার কন্যা তোমাকে সম্প্রদান করিব।" বৃদ্ধবিপ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণ বড় দয়াবান, তিনি নিশ্চয়ই আমার বাক্য প্রমাণিত করিবেন। আর অন্যদিকে বৃদ্ধবিপ্রের বহির্মুখ পুত্রের হৃদয়েও দৃঢ় বিশ্বাস, পাথরের ঠাকুর কখনও এত দূরে আসিতে পারে না বা কথা বলিতে পারে না, কাজেই বৃদ্ধবিপ্রের পুত্র পিতার এইরূপ যুক্তিতে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া পিতার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। যুবাবিপ্র গোপালের নিকট বৃন্দাবনে গমন করিয়া দণ্ডবৎ নিবেদন করিলেন। ভক্ত-বশ্য প্রভু স্বীয় নিত্য কিঙ্কর-জনের ভক্তি-বাধ্য হইয়া বৃন্দাবন হইতে দক্ষিণ দেশে আসিলেন। যুবা-বিপ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নূপুরের ধ্বনি করিয়া বিদ্যানগরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া গোপাল অধিষ্ঠিত হইলেন। যুবা-বিপ্র তত্রত্য জনগণকে, বৃদ্ধবিপ্র ও তাঁহার পুত্রকে তথায় উপস্থিত করিয়া গোপালের সাক্ষ্য দেওয়াইলে তাঁহারা সকলেই চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধবিপ্রের কন্যার সহিত যুবাবিপ্রের উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া দিলেন।

প্রাকৃত নীতিবাদিগণ বিচার করিতে পারেন, ছোট-বিপ্র 'ভক্ত'-নামে পরিচিত হইয়া বৃদ্ধবিপ্রের কন্যা বিবাহের জন্য এতদূর লালায়িত কেন? বিবাহ করিবার জন্য ছোট-বিপ্র বৃন্দাবনে গিয়া গোপালকে ব্যতিব্যস্ত ও এতদূর হাটাইয়া আনিতেও দ্বিধা-বোধ করেন নাই—এ কিরূপ কথা? বিধি-শাস্ত্রে আছে, দেবতার অগ্রে শপথ করিতে নাই, বিদ্বজ্জন ইহাও অমান্য করিলেন। ইহা কিরূপ ভক্তি ও ভক্তের ব্যবহার? আর বৃদ্ধবিপ্রই বা কেন আত্ম-পরিচর্য্যা-নিপুণ হইয়া ছোটবিপ্রকে কন্যা-দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন? আবার ঘুরে আসিয়া বহির্মুখ স্ত্রী-পুত্রাদির অনুরোধে সব কথা উল্টাইয়া বলিলেন। ভক্তের এইরূপ আত্মসুখ-স্পৃহা, ভগবান্‌কে সাক্ষ্য রাখিয়া প্রতিজ্ঞা, বহির্মুখ স্ত্রী-পুত্রাদির অনুরোধানুরোধে কপটতা ও সত্যের অপলাপই বা কেন? আর ভগবানেরই বা এ কি ব্যবহার? তিনি কোথায় সদ্ধর্ম-পালক, সত্যের আশ্রয়, মিত্রজনের প্রতি কৃপাবান্, আর এখানে দেখি ঠিক তাহার বিপরীত মূর্ত্তি। তিনি গেলেন, কে বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে, তাহার সাহায্য করিতে—তিনি গেলেন গৃহ-বিবাদ মিটা-ইতে—তিনি গেলেন 'সালিসী' করিতে—তিনি গেলেন সত্যের অপলাপকারীর সহায়তা করিতে।

পাঠক, যাঁহারা হরিজনের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের এই লীলায় পরম সৌষ্ঠব্য, মহা-সমন্বয় ও মহতী-শিক্ষা দর্শন করিতে পান। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ ও অপ্রাকৃত-সহজ-ভক্ত-ভক্তগণের চরিত্র বহিঃ-প্রজ্ঞা-চালিত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণেরও বুদ্ধির অগম্য। ব্রহ্মা, বৃহস্পতির ন্যায় মনীষি-শ্রেষ্ঠগণও যে ভগবান্ ও ভক্তের দুরবগাহ চরিত্র বুঝিতে পারেন না, তাহা সাধারণ লোক বুঝিবে কি প্রকারে? অপ্রাকৃত-সহজ-ভক্তগণের বাহ্য-আচরণ অনেক সময় প্রাকৃত কর্ম্মীর ন্যায় প্রতীত হইতে পারে। যাহারা ইহার অন্তর্নিহিত-তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুকরণ করিতে যান, তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়েন। অপ্রাকৃত সহজ-প্রেমের বিকৃত-প্রতিফলনই প্রাকৃত-সাহজিকতা। একটী বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, উপাদেয় ও সহজ, আর একটী অশুদ্ধ, সমল, হেয় ও

কৃত্রিম। একটী কৃষ্ণ-সেবা-তাৎপর্য্যময়, আর একটী আত্ম-সুখ-তাৎপর্য্যময়। বড়বিপ্রের কন্যার বিবাহের লোভে মুগ্ধ হইয়া ছোটবিপ্রের ঐরূপ প্রচেষ্টা নহে—এ কথা চরিতামৃতে ছোটবিপ্রের বাক্যেই প্রকাশিত হইয়াছে,—

"কন্যা পাব,—মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়, এই বড় দুঃখ॥"

ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের বাক্য বেদের ন্যায় প্রমাণ, উহার কখনও ব্যভিচার হয় না—ইহা জানাইবার জন্য ছোট বিপ্রের ঐরূপ প্রচেষ্টা। কৃষ্ণভক্ত বড়বিপ্র ও ছোট-বিপ্র উভয়েরই সংসারাসক্তজীব-জগতে শ্রীবিগ্রহের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ ঐরূপ চাতুরী। বড়বিপ্র স্বীয় পুত্রের চরিত্রের দ্বারা নাস্তিকগণের উদাহরণ এবং স্ব-চরিত্র ও ছোট-বিপ্রের চরিত্রদ্বারা ভগবদ্ভক্তগণের বাস্তব সত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের নিদর্শন জগতে প্রচার করাইলেন। বড়বিপ্রের পুত্রের মনে,—"প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।" অর্থাৎ বড়বিপ্রের পুত্র একজন কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের-আদর্শ-প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার অর্চ্চাবতারে প্রাকৃত-বুদ্ধি; আর বড়বিপ্র ও ছোটবিপ্র অপ্রাকৃত সহজ-বৈষ্ণব; তাঁহারা বলেন,—"প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন"। যাহারা শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দতনু-ব্রজেন্দ্রনন্দন না জানিয়া তাঁহাতে কাষ্ঠ-পাষাণাদি বুদ্ধি করে, সেই সকল নাস্তিক-গণের বুদ্ধি শোধনের জন্য কৃষ্ণের 'নিত্য-কিঙ্কর' 'বড়-বিপ্র' ও 'ছোটবিপ্র' ঐরূপ চাতুরী অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। বড়বিপ্র আত্মসুখ-লোলুপ হইয়া ছোটবিপ্রকে স্বীয় কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হন নাই। বাহ্যে ঐরূপ ব্যব-হারের আকার থাকিলেও তাঁহার অন্তর্নিষ্ঠা অন্যরূপ। ছোট-বিপ্রের দ্বারা তিনি কোন ছলে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণভক্তের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করাইবেন—ইহাই তাঁহার অন্ত-নিহিত উদ্দেশ্য ছিল; তাহা পরবর্ত্তিকালে ফলের দ্বারা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীগোপাল দেবের নিত্য-কিঙ্কর অপ্রাকৃত-সহজভক্ত বড়বিপ্রের আচরণ অলৌকিক-প্রতীতিতে নিষ্কাম ভক্তের আচরণের বিপরীত বলিয়া মনে হইলেও আত্ম-প্রতিষ্ঠা-নিরপেক্ষ বড়বিপ্র ঐরূপ কৌশল-অবলম্বনে গোপাল দেবকে বিজ্ঞানপরে প্রকটিত করিয়া জগতে গোপালের মাহাত্ম্য এবং ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছিলেন। স্বয়ং বিধাতা, প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী, সত্যের অপলাপকারীর ন্যায় অভিনয় করিয়াও আত্ম-প্রতিষ্ঠা-নিরপেক্ষ বড়বিপ্র ভক্তির মহিমা জগতে স্থাপন করিয়াছেন। এ কথা ছোটবিপ্র ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন,—

"ইহাঁর পুণ্যে কৃষ্ণে আনি' সাক্ষী বোলাইব।"

'কৃষ্ণকে আমিই আনয়ন করিব'—ছোটবিপ্রের এই-রূপ দাম্ভিকতা ছিল না; তিনি বলিলেন, বৈষ্ণবের কৃপায়ই আমি কৃষ্ণকে এ স্থানে সাক্ষ্য দিবার জন্য আনয়ন করিব। ভগবান্ কপট-ত্যাগী বা দাম্ভিক-ব্যক্তিগণের বশীভূত হন না। তিনি তাঁহার অপ্রাকৃত-সহজ-ভক্তগণেরই চির-বশীভূত—তাঁহাদের জন্যই তিনি সব করেন। তাঁহার অপ্রাকৃত-সহজ-ভক্তগণ অনর্থযুক্ত সাধকমাত্র বা সাধারণ কর্ম্মী বদ্ধ-জীব-পর্য্যায়-ভুক্ত নহেন। অপ্রাকৃত সহজ-ভক্তের দেহ-গেহ, সংসার, বিবাহ, বিষয়, সম্পত্তি সমস্তই কৃষ্ণ-সেবা-তাৎপর্য্যময় বা কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ। ভগবান্ তাঁহার সেই অপ্রাকৃত সহজভক্ত নিত্য-কিঙ্করগণের জন্য সমস্ত করিতে প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের কোন্ কার্য্যই না করিয়াছেন? তিনি পাণ্ডবদিগের সারথ্য, পার্ষদত্ব, সেবা, মন্ত্রীত্ব, দৌত্য, অনুগমন, স্তব, প্রণতি—সব করিয়াছেন। তিনি পাণ্ডবগণের জন্য নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন, পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ভীষ্মাদিকৃত প্রহার অঙ্গীকার করিয়াছেন, পাণ্ডবগণের রাজধানী হস্তিনাপুরে নিয়ত অবস্থান করিয়া হস্তিনাপুরকে মহর্ষিগণের তপঃ-সিদ্ধিদায়ক তপোবনরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। রাজধানী হস্তিনাপুর বন হইতেও উৎকৃষ্ট তপস্যার স্থান, অধিক কি, উহা স্বয়ংই উৎকৃষ্ট তপস্যার ফলস্বরূপ হইয়াছে। পাণ্ডবগণের বিপদ্-সমূহই মহামহিম মহাত্মগণের ন্যায় পরম আরাধনার বস্তু হইয়াছিল; কারণ মহাত্মগণ যেরূপ বিশেষরূপে উপাসিত হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি করাইয়া থাকেন, তদ্রূপ পাণ্ডবদিগের নিয়ত সমাগত বিপদ্-সমূহও প্রভুকে বাধ্য করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সত্বর মিলন করাইয়া দিত। উৎকৃষ্ট মৌনব্রত বা আত্মারামতা, মুক্তি, নবধা ভক্তি এবং সাধু-সঙ্গাদি-সাধনাদ্বারা যাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা মাত্র করা যায়, কিন্তু সকল সময় লাভ করা যায় না, সেই কৃষ্ণ অনায়াসে স্বয়ং পাণ্ডবগণের প্রতি প্রসন্ন ও তাঁহাদের বশীভূত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের যাগ-যজ্ঞাদি বা বিপদ্-পাৎ কর্ম্ম-মার্গীয় ব্যক্তিগণের ন্যায় কোন ব্যাপার নহে।

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ বা বিপদ্‌পাতাদির ছলে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় পুরীতে আনয়ন করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। রাজ্যের প্রতি বা দ্রৌপদী প্রভৃতি মহিষীগণের প্রতি কিম্বা ভ্রাতৃবর্গের প্রতি যে যুধিষ্ঠিরের প্রীতি, তাহার তাৎপর্য্যও কৃষ্ণ-সুখ-কামনা। তিনি অপ্রাকৃত সহজ-ভক্ত। যাঁহারা পরমহংসগণেরও গুরু, পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগেরও পূজনীয়। কাজেই সেই অপ্রাকৃত-সহজ-ভক্তগণের অনুকরণ করিতে গেলে আমরা প্রাকৃত-সহজিয়া বা 'বদ্ধ-জীব' বলিয়া গণিত হইব। শ্রীভগবানের প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়াই যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য-প্রবৃত্তি। অতএব তাঁহার বহুবিধ দেব-দুর্লভ রাজৈশ্বর্য্য, রাজসূয়-অশ্বমেধাদি যজ্ঞজনিত-মহাপুণ্য-দ্বারা অর্জ্জিত বিষ্ণুলোকাদি, ইহলোকের অদ্ভুতীপের আধিপত্য, ত্রিভুবন-ব্যাপ্ত অমল যশোরাশি এবং সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত দেবতাগণেরও স্পৃহণীয় ভোগ্য বিষয়-সমূহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে উপস্থিত ও তাঁহাতেই সমর্পিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের কোনরূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে নাই; কারণ সুন্দর বসন, ভূষণ, মালা, চন্দন বা বনিতা যদি অতীব ক্ষুধানল-সন্তপ্ত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে যেরূপ ঐ সকল বস্তুর দ্বারা ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ ঐ সকল বিষয়ও কৃষ্ণ-প্রেমানলে সতত দগ্ধ-চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের তৃপ্তি-সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। ললনা-ললামভূতা, সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা মহিষী দ্রৌপদী এবং অগণিত মহদ্‌গুণরাজি সমলঙ্কৃত ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃবর্গও তাঁহার আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি বিধান করিতে পারে নাই। তবে যে তাঁহাদের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রীতি পরিলক্ষিত হইত, তাহাও দেহ-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত বা ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ-সাধনত্ব-বিষয়ে নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রেম-সম্বন্ধ বশতঃ। কাজেই অপ্রাকৃত-সহজ-ভক্তগণের বাহ্য আচরণ দেখিয়া যদি আমরা তাঁহাদিগকে আমাদিগেরই মত দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত মনে করি, তাহা হইলে তাঁহাদের চরণে ভীষণ অপরাধ করিয়া আমরা চিরতরে মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইব। এইরূপ ভক্তের জন্য ভগবান্ সমস্তই করিয়া থাকেন। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে দেখিতে পাই, তিনি সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ-নিরপেক্ষতার লীলা প্রদর্শন করিয়াও ভক্তের জন্য সব করিয়াছেন। ভক্তের প্রীতি-সম্বন্ধে তিনি ভক্তের মুখে ভক্তজনোপদেশ কীর্ত্তন করাইয়া ভক্তের পরিবারবর্গের সাধনা দান করিয়াছেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রীতিতে বশীভূত হইয়া তিনি অমোঘকে বিসূচিকা-রোগ এবং মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, ভবানন্দের পুত্র গোপীনাথ পট্টনায়ককে রাজদণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আরও কত কি না করিয়াছেন। অপ্রাকৃত সহজ-সিদ্ধ-ভক্তগণের সর্ব্বাবস্থায়ই কৃষ্ণভজন সম্ভব; তাঁহারা গৃহে থাকুন বা বনে থাকুন, বিবাহ করুন বা না-ই করুন, স্ত্রী-পুত্রাদি-পরিবেষ্টিত হইয়া থাকুন বা উদাসীন হউন, সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহারা কৃষ্ণ-ভজনের তাৎপর্য্য জানেন। কিন্তু অনর্থযুক্ত সাধক-জীব বা কর্ম্মী তাঁহাদের অনুকরণ করিলে অসুবিধায় পড়িবে, তাই মহাপ্রভু গোপীনাথ পট্টনায়ককে বলিয়াছিলেন,—

"মরা বিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি মোর—মোর নিজ দাস॥"

বড়বিপ্র ও ছোটবিপ্র শ্রীগোপাল দেবের নিত্য-কিঙ্কর,

"তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর।"

ছোটবিপ্রের বিবাহের 'ঘটকালি' বা তাঁহাদের গৃহ-বিবাদের 'সালিসী' গোপাল দেব করিবেন না—এরূপ নহে, তিনি তাঁহার দাসের জন্য সবই করেন। ছোট-বিপ্র আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত সাধক বা বদ্ধজীব নহেন যে, তিনি ভোগ-লোলুপ হইয়া বিবাহ করিতে গেলেন, ভগবান্ তাঁহার সহায়তা করিবেন না। তাঁহারা সন্ন্যাসি-কুলের গুরু। ভগবান্ তাঁহার ঐরূপ ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া স্বীয় ভক্ত-বশ্যতা এবং ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্যই প্রচার করিলেন। এইরূপ কার্য্যে আত্মভোগের অবসর না থাকায় জড়-তৃপ্তি নাই, এখানেও কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য বা কৃষ্ণানুসন্ধান। তাই নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট এই আখ্যায়িকা বলিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীলাচল-মহামহোৎসবে আহ্বান।

আগামী ২০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা। জ্যৈষ্ঠী পৌর্ণমাসী তিথিতে শ্রীবিগ্রহ মহাস্নান-রূপ উৎসবকেই স্নান-যাত্রা কহে। 'যাত্রা' শব্দে উৎসব।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে নীলাচল-নাথ, পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ-দেবের এই জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা-তিথিতে স্নান-যাত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এবং স্কন্দপুরাণে শ্রীপুরুষোত্তম-দেবের স্নান-যাত্রার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, যথা—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"যদি জ্যৈষ্ঠে তু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্রে শক্রদৈবতে।
পৌর্ণমাস্যাং তদা স্নানং সর্ব্বকামং তরেদ্বিজা॥
তস্মিন্ কালে তু যে মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমম্।
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি পদমব্যয়ম্॥"

স্কান্দে—

"জ্যৈষ্ঠামহঞ্চাবতীর্ণস্তৎ পুণ্যং জন্মবাসরম্।
তত্রাং সে স্নপনং কুর্য্যাৎ মহাস্নান বিধানতঃ॥
জ্যৈষ্ঠ্যাং প্রাতঃস্নানকালে ব্রহ্মণা সহিতঞ্চ মাং।
রামং সুভদ্রাং সংস্নাপ্য মম লোকমবাপ্নুয়াৎ॥"

—হে দ্বিজগণ, জ্যৈষ্ঠ-মাসে জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীহরির সর্ব্বকাম-সম্পন্ন-স্নান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই কালে যে সকল পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ-দেব, বলভদ্র এবং সুভদ্রাকে দর্শন করেন, তাঁহারা অব্যয়-পদে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রযুক্তা তিথিতে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহাই আমার পুণ্যজন্ম-বাসর। সেই তিথিতে মহাস্নানের বিধানানুসারে আমাকে স্নান করাইবেন। যিনি জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী তিথিতে প্রাতঃস্নানকালে ব্রহ্মার সহিত আমাকে এবং বলরাম ও সুভদ্রাকে স্নান করাইবেন, তিনি মদীয় লোক প্রাপ্ত হইবেন।

ব্রহ্মপুরাণে আরও শ্রুত হইয়া থাকে—

"জ্যৈষ্ঠ্যাং জ্যেষ্ঠর্ক্ষযুক্তায়াং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমং
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

—জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী তিথিতে যিনি শ্রীপুরুষোত্তম দেবকে দর্শন করেন, তিনি একবিংশতিকুল উদ্ধার পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

লোক-শিক্ষক ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রতি বৎসর নীলাচলে ভক্তগণের সহিত স্নান-যাত্রা দর্শন করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

• • •

"ভক্তগণে মেলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল।"

•

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥"

(চৈঃ চঃ ম ১।১২১-১২২)

• • •

"স্নান-যাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন॥
সবা সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ-অগ্রে নৃত্য করি উদ্যানে গমন॥"

(চৈঃ চঃ ম ১।১৩৩, ১৩৪)

• • •

"স্নানযাত্রা দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয়॥
স্নান-যাত্রা দেখি প্রভুর হইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের 'অনবসরে' পাইল বড় দুখ॥
গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥"

(চৈঃ চঃ ম ১১।৬১-৬৩)

শ্রীস্নানযাত্রার দিবস হইতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে অনবসরকালে ব্রহ্মগিরি আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠেও তাদৃশ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। স্নান-যাত্রার পর নবযৌবন-দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কয়েকদিবস শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন হয় না। সেই সময়কে অনবসর বলে। অনবসরকালে রাধা-ভাব-বিভাবিত বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া আলালনাথে গমন করিতেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের এই কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার অনুসরণে বিপ্রলম্ভ-রস-পরিপোষ্টা শ্রীল প্রভুপাদ প্রতি বৎসর অনবসরকালে আলাল-নাথে জীবকুলকে কৃষ্ণানুসন্ধান শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠের প্রাকট্য বিধান করিয়া তথায় নানাবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের সুযোগ করিয়াছেন। নব-যৌবনের পূর্ব্ব দিবস ভক্তগণ আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অনুগমনে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন এবং গৌর-জন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব করিয়া থাকেন। এতদুপলক্ষে নগর-সংকীর্ত্তন, শ্রীক্ষেত্র-পরিক্রমা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী এবং চারি-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, অতিথি, অভ্যাগত, শ্রীক্ষেত্রবাসী

ও দীন, দুঃখী, কাঙ্গালকে অকাতরে চতুর্বিধ-রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৎপরে রথযাত্রাকালে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অনুগমনে প্রতি বৎসর রথাগ্রে সংকীর্তন-নৃত্য এবং শ্রীগুণ্ডিচায় শ্রীজগন্নাথদেবের অবস্থানকালে প্রতিদিন সংকীর্তন, বক্তৃতা ও ভগবদ্বর্ধনাদি চতুরঙ্গ যাজন করা হয়। পুনর্যাত্রাকালে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠেও তাদৃশ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সকল আনন্দোৎসব যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মর্ম বুঝিতে পারিবেন। অনুক্ষণ ভগবৎস্মৃতি, কৃষ্ণপ্রেমের সেবা ও হরিকথামৃতে সঞ্জীবিত থাকিয়া প্রকৃত বৈষ্ণব-সঙ্গে শ্রীধাম-বাস ভক্তিপথের পথিকগণের পক্ষে যে কতদূর ভজনের সহায়ক, তাহা বর্ণনাতীত। পুরুষোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ এবং কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণের ভজনের সহায়তার জন্য অতীব সুন্দর বাসস্থান এবং মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন কাহাকেও কোন বিষয়ে ভাবিতে হয় না। সকলেই ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া সেবা-ভাবনায় প্রমত্ত থাকেন। শ্রীমঠের সেবকগণ বিশ্বের যাবতীয় জীবকে এই হরিসেবা ও আনন্দোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

আনন্দ-সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীল ভক্তিসোধসিদ্ধান্ত-প্রণীত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ শ্রীচৈতন্য মঠের পরিষদ্-পীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অধ্যাপনাও করিতেছিলেন। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের পঠন-পাঠন যতই প্রসারিত হয় ততই শ্রেয়ঃ। প্রশংসিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপাধি-পরীক্ষার উত্তরণের একটী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি কোন ভূতক অধ্যাপকের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই কেবল শ্রীজীবানুগ-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শব্দ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কারণ তিনি জানেন যে, ভূতক-অধ্যাপক বা ভূতক-অধ্যাপিকের হৃদয়ে বিদ্যাবধূজীবন শুদ্ধ-শ্রীনাম—যাঁহা শ্রীনামামৃত ব্যাকরণের উদ্দিষ্ট বিষয়, তাহা কখনও স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় না। আমরা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের এই কৃতিত্বে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

সংশোধন

গত ৩৯শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১৫ পৃষ্ঠায় শ্রীধাম বৃন্দাবনে পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের ইহধাম ত্যাগের তারিখ '২৮শে বৈশাখ শুক্রবার' বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা শ্রীবৃন্দাবনের নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্রে জানিতে পারিলাম যে গোস্বামী মহাশয় ২৭শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার তারিখে রাত্রি ২ ঘটিকার সময় রাধাজীর মন্দিরে 'যুগলবাগে' দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

প্রাপ্ত-পত্র

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

দেব! ৩৯শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১২ পৃষ্ঠায় "গোড়ায় গলদ" দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। তাহাতে লিখিয়াছেন—"দেওয়ানের কথিত ভগ্নশিবের সহিত প্রভুর জন্ম-স্থানের সম্বন্ধ কি?"

এ প্রশ্ন আমারও মনে মধ্যে মধ্যে উদয় হইত, অদ্য সে সন্দেহ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। দেওয়ান কি কোন কাগজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন? অথবা একপক্ষের ঈর্ষানল-প্রজ্বলিত-হৃদয় কতিপয় লোকের অনুমান? লোকে যাহা হউক একটা বলিয়া দিলেই হইল, তাহাতে লাগুক অথবা না লাগুক—

> ধিরাস্মনস্তাবদচারুনাচরং
> অনন্ত যদ্ বেদ ন তদ্ বদিষ্যতি।
> অনাবনারোদ্ যমিনং অনার্দনং
> করে জগজ্জীব পিবং বদন্ শিবম্॥
>
> (নৈষধচরিতে ১৭।১২৩)

লোকে যে যাহা বলে, তাহাই বলিবে, তাহাদের মুখ কে বন্ধ করিবে?

জনোঽবেক্ষঃ করমর্পয়িষ্যতি ॥

(নৈষধচরিতে ১৩।১২৪)

সিদ্ধ মহাপুরুষগণ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী, শ্রীল চৈতন্যদাস বাবাজী, শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজী প্রভৃতি যাহা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা বাতুলতা মাত্র। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে নির্দ্দোষ কোন লোক হইতে পারে না—

প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী হি বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ ॥

(কুমারসম্ভবে ৩।২৮)

ইহাকেই পাশ্চাত্য অমর কবি গাহিয়াছেন—

But no perfection is so absolute that some impurity doth not pollute.

Shakespeare Rape of Lucrece.

কিন্তু উক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষ-বর্জ্জিত—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥

(গৌড়ীয় মঃ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ১।২।৮৬)

তদ্ভিন্ন একণকার নিম্ব-বৃক্ষের তল দেখিলেই মনে হয় যে, এই স্থানে মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা" দেখিলেই জগাই-মাধাইকে মনে পড়ে; কাজীর সমাধি দর্শন করিলেই চাঁদ কাজীকে মনে পড়ে। সমাধির নিকট গিয়া প্রণাম করিয়াছি, তাঁহার বংশধরগণের একজনকে প্রণাম করিয়া পদরজ লইতে গিয়াছিলাম, না দিয়া এত দৈন্য প্রকাশ করিলেন যে, সে দৈন্য মহাপ্রভুর কল্পিত জন্মস্থানের গোস্বামী প্রভুদিগের নাই। তাঁহাদের ভেটই জপ; সোণার-গৌরাঙ্গ-দর্শনকামী কোন ব্যক্তিকে ভেট অভাবে একটী গোস্বামী অর্দ্ধচন্দ্র দান করিয়াছিলেন, তাহা আমার চক্ষের দেখা। তাহা দেখিয়া মাটীর বা কাঠের সোণার-গৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে যাই নাই। সে মূর্ত্তি যদি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পূজা করিতেন, তাহা হইলেও কোনরূপে ভেট দিয়া দেখিতাম; এখন একটী মূর্ত্তি, তখন ভেট না দিয়া কিম্বা তদভাবে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ না করিয়া না-ই বা দেখিলাম। নিত্যানন্দ প্রভুকে অন্য ঠাকুর বাটীতে (নাম জানি না) দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ভেট চাওয়াতে আর দর্শন করি নাই। কিন্তু ঐ সোণার-গৌরাঙ্গ অপেক্ষা কলিকাতার গৌড়ীয় মঠের গৌরাঙ্গের ক্ষমতা অনেক অধিক দেখিয়াছি। কোন দিন সামান্য মহাপ্রসাদ অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু আগন্তুক ২০।২৫টী লোকের উদরপূরণ হইয়াছিল। ঐ সোণার-গৌরাঙ্গ কেবল ভেট লইতে পারেন, কিন্তু দর্শনকারী খাইতে না পাইয়া কষ্ট পাইল কি না, তাহা তাঁহার দেখিবার প্রবৃত্তি হয় না, তিনি কেবল টাকা চাহেন! একবার এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী বোয়াই গ্রামের একটি ব্রাহ্মণ কোন গোস্বামিপ্রভুর নিকট প্রসাদ পাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। গোস্বামীপ্রভু খাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু স্নান করিয়া সেই ব্রাহ্মণ যখন গিয়াছিলেন, তখন গোস্বামী প্রভু ১৷৷০ টাকা চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সে অর্থ থাকে নাই, সুতরাং প্রসাদ পাওয়া হইল না। এ ঘটনা গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু কলিকাতার গৌড়ীয় মঠে ভেট ত নাই-ই, বরং প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রতিদিন ৫০।৬০ জন প্রতি বেলায় উদর পূরণ করিয়া মহাপ্রসাদ পাইয়া থাকেন। কিন্তু প্রতিবিশ্ব নবদ্বীপে কি কোন ঠাকুর বাটীতে কোন গোস্বামিপ্রভু এরূপ মহাপ্রসাদ বিনামূল্যে দিয়া থাকেন? নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময়ে প্রতি-বেলায় প্রায় এক হাজার পাত পড়ে, তাহা কেবল ডাল-চচ্চড়ী নহে, এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যঞ্জন, মহাপ্রসাদ প্রদান করেন যে, ফেলা যায়। তৎপরে পূজ্যপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজও কত মঠ, ঠাকুর বাটী, এবং তাহাতে বিগ্রহ স্থাপন ও সেবার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া অনুচিত ব্যক্তির বিদ্বেষ আশ্রয়িত হইতেছে, সুতরাং মায়াপুরে বিদ্বেষ হইতেছে। আরও নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যে মায়াপুরকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়াছেন, তাহা কি তিনি বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া বলিয়াছেন? ইহাতে কি তাঁহার কোন স্বার্থ ছিল? তাঁহার প্রতিপক্ষে মায়াপুর যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান নহে বলিয়া আন্দোলন করা, ইহা মনের ক্ষুদ্রতা ভিন্ন কি বলিব? কিম্বা অন্যের উৎকর্ষ সহ্য করিবার অক্ষমতা ভিন্ন কি বলিব?

পরিত্যক্ত এব নোক্তঃ পরিতপ্তোপাপরঃ সুসংবৃতঃ।
পর বুদ্ধিভিরাক্ষিপ্ত বাধঃ সুষ্ঠ নির্ভির ছরাশয়োহধমঃ॥
(মাঘঃ ১৬।২৩)

ইহা কেবল স্বভাব—স্বভাব আশ্রিত ব্যক্তিকে কখনও ত্যাগ করে না—

সতীব যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা
শুমাং সমজ্যোতি ভবান্তরেষপি। (মাঘঃ ১।৭২)

অন্যত্র—ন জহাতি প্রযোযেন স্বভাবোত্তরতিক্রমঃ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ২৪।৫০)

শিশুপাল-সুহৃদ-বিদ্বেষিগণ পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া হিংসায় অন্তর্দগ্ধ হইয়া (পাপ অন্ত অন্তর্দগ্ধ হইয়া ভস্ম হয় নাই) মায়াপুরের বিদ্বেষ করিতেছেন। তাহাদের ক্রিয়া যেন সর্পের দুগ্ধ পান, তাহার পরিণাম বিষেষ-গরল প্রদান—

"গুণায়তে দোষাঃ সুজন বদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণা দোষায়তে কিমিতি পরমং বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোহয়ং লবণজলবার্দ্ধেঃ কমমৃতং
দধী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্॥

সংসারে তিনপ্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম—যাঁহারা নিজের ক্ষতি করিয়া অন্যের মঙ্গল-কার্য্য করেন। মধ্যম—যাঁহারা নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অন্যের মঙ্গল করেন; অধম—যাহারা অন্যের ক্ষতি করিয়া নিজের মঙ্গল করে—মনুষ্য-রাক্ষস কিন্তু একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা নিজের লাভ নাই, তথাপি পরের ক্ষতি করে, তাহারা কোন্ শ্রেণীর লোক জানি না—

"তে তে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থন্ত যান্তেন যে
মধ্যাস্তা পরকীয় কার্য্যকৃপণাঃ স্বার্থবিরোধেন যে।
তেঽমী মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং ঘ্নৈঃ স্বার্থতোঽন্যতে
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে॥
(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

পণ্ডিতবর শাস্ত্রীমহাশয়ের পত্রখানি আমরা যথাযথ প্রকাশ করিলাম। এইরূপ শত শত প্রতিবাদপত্র আমরা পাইয়াছি, কিন্তু সুধীসমাজ বলেন যে, যাঁহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব বা শ্রীধামের বিরোধ করেন, তাঁহাদের কথায় মৌন থাকাই শ্রেয়, নতুবা মৎসরগণের আস্ফালন আরও বাড়িয়া যায়। কারণ তাঁহারা যুক্তি, শাস্ত্র বা মহাজন মানেন না। তাঁহারা মোঁয়াড়তাষী ও অপস্বার্থপূরণের চেষ্টাটাকেই অসার সংসারে সার বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, যাহা হউক, আমরা প্রবীণ শাস্ত্রীমহাশয়ের পত্রখানা প্রকাশ করিলাম।

শাস্ত্রীমহাশয়ের পত্রের মধ্যে একটী স্থানে লেখা আছে, "সোনার গৌরাঙ্গ অপেক্ষা কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের গৌরাঙ্গের ক্ষমতা অনেক দেখিয়াছি" শাস্ত্রীমহাশয় এই বাক্যটী কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, জানি না; তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, গৌরাঙ্গ কিছু পৃথক্ পৃথক্ নয়, তিনি এক অদ্বয় বস্তু। অচিন্ত্য-শক্তিবলে তাঁহার যুগপৎ অনন্ত প্রকাশ থাকিতে পারে, তবে যাঁহাদের বুদ্ধি জড়াভিনিবিষ্টা, তাঁহারা শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ গৌরাঙ্গকে সোনায়, রূপায়, কাঠের মাটির প্রকৃতি দেখিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির দোষ, গৌরাঙ্গের দোষ নহে। নিষ্কলঙ্ক গৌরচন্দ্রে কোন দোষ থাকিতে পারে না। দোষ—গৌরাঙ্গবিমুখ বা গৌরাঙ্গ ভোগোন্মুখ জীবের।

শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন, "নবদ্বীপের সোনার গৌরাঙ্গ কেবল টাকা চাহেন।" আমরা বলি, যদি মায়া না হইয়া গৌরাঙ্গ হন, তাহা হইলে তিনি টাকা কেন, জীবের সর্ব্বস্ব চাহেন, বামনরূপে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনাচ্ছলে তিনি একবার সেই লীলা দেখাইয়াছেন; গীতায়ও তাঁহার শ্রীমুখ-বাক্য রহিয়াছে—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।"

তবে গৌরাঙ্গ জীবকে কৃষ্ণভোগী বা গৌরাঙ্গভোগী হইবার কথা বলেন না। তিনি মিউজিয়মের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোন বিমুখ-জীবের ভোগানল-তর্পণের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত থাকেন না। কাজেই গৌরাঙ্গের কোন দোষ নাই, দোষ—যাহারা তাঁহার সেবা না করিয়া সেবার ছলে তাঁহাকে ভোগ্য করিতে চায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ৯ই জুন, ১৯২৮ | ৪২শ সংখ্যা

নীলাচলে মহাপ্রভু

ভুবনেশ্বরে

"কতদূর জগন্নাথ?" "কোথা কৃষ্ণ-জগন্নাথ?"—

বলিতে বলিতে নীলাচলের যাত্রী-পথটী কৃষ্ণানুসন্ধান-অভিসারের যাত্রী মত্ত-হস্তীর ন্যায় দুই বাহু-শুণ্ড দোলাইয়া চলিয়াছেন। প্রভুর নয়ন-সাগরে যেন ভাদ্র মাসের ভরা-গঙ্গার অবতার হইয়াছে। নৃত্য-কালে অশ্রু-গঙ্গা আরও অধিকতর উছলিয়া উঠিয়া শত-ধারে চতুর্দ্দিকের সকলকে স্নান করাইতেছে। অঙ্গ যেন কণ্টকিত শাল্মলি-তরু। হুঙ্কারে প্রলয়ের আতঙ্ক বা রৌদ্র ভাব নাই—গম্ভীর অথচ মধুর—সকলের প্রাণ কাড়িয়া কৃষ্ণ-সেবার পিয়াস জাগাইয়া দিতেছে। এইরূপ অবস্থায় প্রভু নীলাচলের পথে চলিয়াছেন। সাক্ষী-গোপাল হইতে একাম্র-কাননে আসিয়া উপস্থিত; একান শুদ্ধকাশী—গোপালনী-শক্তি-সদাশিব এখানে ক্ষেত্রপালরূপে বিরাজ করিতেছেন।

পাঠক! এখানে আপনার সন্দেহ হইতে পারে, কৃষ্ণানুসন্ধান-অভিসারের যাত্রীর শিবের কাছে কি কাজ? এখানেও সেই কৃষ্ণানুসন্ধান; তাই গোপেশ্বর মহাদেবের কাছে প্রভু প্রার্থনা-লীলা আবিষ্কার করিতেছেন। শিবের কাছে কৃষ্ণানুসন্ধানকারীর প্রার্থনা কি? তাহা হইলে শুনুন,—

"বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥"

—হে বৃন্দাবনাবনিপতে! হে উমাপতি চন্দ্রশেখর! হে সনন্দন-সনাতন-নারদ-পূজ্য! হে গোপেশ্বর! ব্রজবিলাসী রাধাকৃষ্ণের পাদ-পদ্মে নিরুপাধিক প্রেম আমাকে প্রদান করুন।

ভুবনেশ্বর-শিবের কাছে প্রভু কতই না নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন—

"শিব-প্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥"

ভুবনেশ্বরে বিন্দু-সরোবরে প্রভু স্নান করিলেন। শিব সর্ব্ব-তীর্থের পুণ্যবারি বিন্দু বিন্দু করিয়া আনিয়া এই বিন্দু-সরোবর রচনা করিয়াছেন; তাই—

"শিব প্রিয় সরোবর জানি' শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি' বিশেষে করিলা অতি ধন্য॥"

ভুবনেশ্বর-শিবের উপাখ্যান আর একটী পরম-শিক্ষা-প্রদ মধুর-কথা। সে অনেক পুরাণো কথা; কাশীর অন্তঃপুরে রহঃস্থানে শিব-পার্ব্বতী বিরাজ করিতেছিলেন। অনেক কাল কাশীতে বাস করিয়া গৌরী-শঙ্কর কৈলাসে গমন করেন। কাশী তখন হইতে নরপতিগণের বিলাস-ভূমিতে পরিণত হইল। কাশীরাজ নামে এক রাজা শিব-

পূজা করিয়া কাশীপুর ভোগ করিতে লাগিলেন। দৈবে কালনাশ রাজাকে আক্রমণ করিতে আসিল। তাহার প্রতিরোধার্থ শৈব-রাজা উগ্র-তপস্যায় শিবের আরাধনা করিলেন; তাঁহার তপোবলে শিব প্রত্যক্ষ হইয়া রাজাকে বর দিতে চাহিলেন। রাজা অন্য কোন বর না নিয়া শিবকে বলিলেন,—'আশুতোষ! আমি আর কিছু বর চাই না, যেন আমি যুদ্ধে কৃষ্ণকে জয় করিতে পারি, আমাকে এই বর দাও।' শিব তাঁহার পরমভক্ত রাজাকে বলিলেন,—'তোমাকে জয় করিতে পারে, ত্রিভুবনে এ-হেন শক্তি কা'র আছে? চল, আমি তোমার পাছে আমার সব অনুচর লঞা যাইতেছি; আর জান ত' আমার পাশুপত অস্ত্র আছে, তা'র কাছে কারো রক্ষা নাই।' রাজা শিবের কাছে এরূপ উৎসাহ পাইয়া বুক ফুলাইয়া কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। শিব তাঁ'র যত চেলা-চাপাটি ছিল, সব লইয়া রাজার সাহায্যার্থ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলিলেন। সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর দেবকী-কুমার—যাঁহা হইতে স্বয়ং শিবও ভীত হন—যাঁহার দাসগণকে দেখিয়া কাল-চক্রের পর্য্যন্ত ভয় হয়, সেই পরমেশ্বরের ইঙ্গিতে কি না হইতে পারে? সুদর্শন-চক্রের স্থানে কাহারও অব্যাহতি নাই। সর্ব্বাগ্রে শৈব-কাশীরাজের মুণ্ডপাত হইল, শেষে সুদর্শন সব বারাণসী পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিল। এদিকে শঙ্কর বারাণসী-দাহ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; প্রলয়-ভয়ঙ্কর-হুঙ্কার করিয়া শঙ্কর পাশুপাত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সুদর্শনের কাছে পাশুপতের প্রভাব কোথায়? সে যেন সূর্য্যের কাছে জোনাকী পোকা। পাশুপত সুদর্শনের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পলাইয়া গেল। এদিকে সুদর্শনের তেজে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হইল, ত্রিলোচন আর কোথায়ও আশ্রয়-স্থান দেখিতে পাইলেন না। পূর্ব্বে যেমন সুদর্শনের তেজে অস্থির হইয়া অম্বরীষের চরণে অপরাধী দুর্ব্বাসা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কাহারও নিকট কোন স্থান না পাইয়া অবশেষে বিষ্ণুর আদেশে বৈষ্ণব অম্বরীষের চরণে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আজ শিবও সেইরূপ সুদর্শনের প্রভাবে প্রতিহত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"অহো! এ সঙ্কটে আমাকে কে রক্ষা করিবে? কৃষ্ণ বিনা যে আর দ্বিতীয় রক্ষা-কর্ত্তা নাই—কৃষ্ণ-চরণ ব্যতীত যে আর আশ্রয়-স্থান নাই—লুকাইবার জায়গা নাই"। শিব গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিলেন—শরণ লইয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—

"জয় জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ব্ব-দাতা।
জয় জয় স্রষ্টা হর্ত্তা পালয়িতা॥
জয় জয় অদোষ-দরশি-কৃপা-সিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্ত-জনের এক বন্ধু॥
জয় জয় অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ।
দোষ ক্ষম প্রভু তোর লইনু শরণ॥"

শিবের স্তব শুনিয়া সর্ব্বজীবপ্রভু দেবকী-নন্দন চক্র-তেজ সংযমন করিলেন ও গোপ-গোপী পরিবেষ্টিত হইয়া শিবকে দেখা দিলেন। কৃষ্ণ ক্রোধ-হাস্য-মুখে শিবকে ওলাহন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'শিব, তুমি ত' আমার প্রভাব জান, তবে কেন তোমার এমন বুদ্ধি হইল? কাশীরাজ কোন্ একটা কীট—পাষণ্ড, তা'র পক্ষ হইয়া তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলে! তুমি কি আমার সুদর্শন-চক্রের প্রভাব জান না? অন্যের কা কথা, এ চক্র যে, তোমারও তোমাকে রাখে না; ব্রহ্মাস্ত্র বল, পাশুপত-অস্ত্র বল, পরম অব্যর্থ যত কিছু মহাস্ত্র আছে, কাহারও সুদর্শনের কাছে নিস্তার নাই। আমার অস্ত্র কুপিত হইলে যাহার যাহা কিছু অস্ত্র, তাহা তাহাকেই সংহার করিতে চায়।' শিব তখন স্বীয় অপরাধের কথা বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণের দু'টী চরণ ধরিয়া—আত্ম-নিবেদন করিয়া—কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণগণ।
এই মত অস্বতন্ত্র সকল ভুবন॥
বিশেষে দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখি আর॥
এমত কু-বুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ প্রভু হইয়া সদয়ে॥"

পাঠক! এখানে একবার স্থির হইয়া একটু বিচার করুন। ভোলানাথ শঙ্করের অগাধ চরিত্র কে বুঝিতে পারে—তিনি কিরূপে জীবশিক্ষা দেন? আজ শিব এই লীলা করিলেন কেন? পরম-কৃপাময় কৃষ্ণ-প্রিয় মহেশ্বর জানাইলেন,—যা'রা স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে আমার পূজা

করে, তা'রা প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করিতেছে —তা'দের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—তা'রা নাস্তিক—পাষণ্ড। একথা একদিন শিব মহর্ষি ভৃগুদ্বারাও আপন অনুচরগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভৃগুর দুর্লঙ্ঘ্য অভিশাপটী অদ্যাপি শিবভক্তের মস্তকে অঙ্কিত রহিয়াছে;—যিনি যত বড়ই হউন না কেন, কাহারও তাহা এড়াইবার যো নাই। শিবানুচর নন্দীর প্রতিশাপ-স্বরূপে মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছিলেন,—'যাহারা স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে শিবের আরাধনা করিবে অথবা সেই সকল শিব-পূজকগণের অনুগামী হইবে, তাহাদের বিচার সাত্বত-তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রতিকূল বলিয়া তাহারা পাষণ্ড মধ্যে গণ্য হউক্।' মহর্ষি ভৃগু সর্ব্ববেদ-নিপুণ; বেদ-বিহিত উপাসনার প্রতি তিনি কখনও শাপ প্রদান করিতে পারেন না। তাঁহার শাপ হইতেই প্রমাণিত হয়, স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে শিবের উপাসনা বেদ-বিরুদ্ধ। বৈষ্ণবগণ শিবের উপাসনা করেন—শ্রীশিবকে বিষ্ণুসখা বা কৃষ্ণ-প্রিয়তম জ্ঞান বিচার করিয়া—বিষ্ণু হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সহস্র সহস্র জন্ম শিবের আরাধনার পর পাশুপত হইলে ধীমান্ব্যক্তি অবশেষে বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন। সুপ্রাচীন বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ে এইরূপ শিবোপাসনাই প্রচলিত আছে, শ্রীধরস্বামী এইরূপ বিচারেই শ্রীরুদ্রের সেবা করিয়াছেন;—প্রচেতোগণ এইরূপভাবেই শিবের আরাধনা করিয়াছেন। এরূপ উপাসনাই বৈধ-উপাসনা; গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাহাই বলিয়াছেন। এরূপভাবে যাঁহারা শিবের ভজনা করেন, শিব তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার অকপট-কৃপা বিতরণ করেন।

অহো! মহাদেবের মাহাত্ম্য কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। মহাদেবই বিষ্ণুর পরম-সখা বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত। যিনি অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল-মধুপানে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মাদি অর্থ-সমূহকে—পারমৈশ্বর্য্য-ভোগকেও তুচ্ছ করিয়াছেন, যিনি আমাদের ন্যায় ভোগ-লালসায় ব্যাকুল-চিত্ত বিষয়ীদিগকে উপহাস করিবার জন্যই যেন স্বয়ং ধুতুর-ফুল, অর্ক-পত্র, অস্থিমালা প্রভৃতি ধারণ, উলঙ্গভাবে অবস্থান, সোণার অঙ্গে ভস্ম-লেপন এবং শিরে জটাভার বহন করিয়া পাগল-পারা হইয়া বেড়াইতেছেন, —যিনি আত্ম-গোপন করিতে না পারিয়াই যেন কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম-প্রবাহিনী সুরধুনীকে নাদরে আপন মস্তকে ধারণ করিয়া মহানন্দে নাচিতে নাচিতে এই ধরিত্রীকে প্রেম-দশা দান করিতেছেন,—যিনি কৃষ্ণের প্রসাদ-বলে ব্রহ্মাদি আধিকারিক দেবতাদিগকেও তাঁহাদের বাঞ্ছিত মোক্ষ প্রদান করিতে পারেন—যাঁহার পতিব্রতা-শিরোমণি পত্নী পার্ব্বতীদেবীও ঐ মোক্ষ প্রদানে সমর্থা, অহো! যে গৌরী-শঙ্করের প্রসাদে কত লোকই না মুক্ত ও কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন, সেই উমা-মহার মহাদেবের মাহাত্ম্য কি বলিয়া শেষ করা যায়! ভগবান্ তাঁহার নিজের প্রতি অপরাধ বরং ক্ষমা করেন, কিন্তু শিবের প্রতি যে অপরাধ, তাহা তিনি ক্ষমা করেন না; কেন না, শিব যে তাঁহার প্রিয়তম-ভক্ত। বৈষ্ণবাপরাধ ভগবান্ সহ্য করিতে পারেন না।

অহো! শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে কিরূপ মহা-মহিমা-পরম্পরায়ই না অভিষিক্ত করিয়াছেন! ভক্তের মাহাত্ম্য—প্রিয়তমের মহিমা ভগবান্ এমনটী করিয়াই প্রকাশ করেন বটে। অহো! ভগবান্ প্রিয়তম ভক্তের মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া পরশুরামাদিরূপে শিবের অন্তরঙ্গ-ভক্তের ন্যায় কতই না শিব-আরাধনার ভঙ্গিময় দেখাইয়াছেন! অমৃত-মন্থন-কালে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাক্ষাৎ থাকিয়াও প্রজাপতিগণের দ্বারা শিবের আরাধনা করাইয়া শিবকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং সুতীব্র বিষ-পান করাইয়া মহাদেবকে "নীলকণ্ঠ"-নামে বিভূষিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই মহাদেবে শুদ্ধভক্তি-সম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহারা শিবকে "কৃষ্ণ-প্রিয়তম" জানিয়া কৃষ্ণ-সেবা-লাভের জন্য শিবের আরাধনা করেন, তাঁহারা নিশ্চয় কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিতে পারেন। মহাদেবও স্বয়ং সেই আদর্শই প্রচার করিতেছেন। শ্রীমন্মহাদেব ইলাবৃত-বর্ষে পার্ব্বতী ও তাঁহার অসংখ্য পরিজন-পরিকর লইয়া অভীষ্ট-দেবতা সঙ্কর্ষণ-দেবের পূজা করিতেছেন, কখনও ভোলানাথ ভাবে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতেছেন, সঙ্কর্ষণ-রামের মধুর নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, কখনও 'জয়' 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, কখনও বিচিত্র বাদ্য বাজাইতেছেন, উমা-দেবী বিচিত্র মধুর করতালি প্রদান করিয়া সংকীর্ত্তনের সহায়তা করিতেছেন, নন্দীশ্বরাদি অনুচরগণ পশ্চাতে থাকিয়া প্রভুর অদ্ভুত আবেশ দর্শন করিতেছেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ ভোলানাথের কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ততা

দর্শন করিবার জন্য শিব-ধামে গিয়াছিলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ করিয়া মহাদেবের মহিমা বীণা-যন্ত্রে গান করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু-ভক্তি-প্রবর্ত্তক শিক্ষাগুরু মহাদেব দুইটী কর্ণ আচ্ছাদন করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে বলিলেন,—"নারদ! তুমি এ কি করিতেছ? জান না, আমি কখনই জগদীশ্বর নহি, আমি সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দাসের পাদুকা-বহনকারিগণের কৃপা-প্রার্থী"। তখন দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদে শিবের যে স্তব করিতেছিলেন, সসম্ভ্রমে তাহা ত্যাগ করিয়া আপনাকে যেন কতই অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! এই জন্যই প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণ আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রতি পরম প্রীত হইয়া আপনার মহিমা অধিকভাবে জগতে বিস্তার করিয়া থাকেন। আমি আপনার নিকট হইতে এরূপ বিশুদ্ধ-ভক্তির নিদর্শন প্রকাশ করিবার নিমিত্তই ঐরূপ করিয়াছিলাম, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে"।

মহাদেব নারদের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"নারদ! আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কি বিচিত্র ও গম্ভীর! আমি তাঁহার চরণে কতবার-ই না কত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু অদোষ-দর্শী প্রভু আমাকে উপেক্ষা করেন নাই"।

"প্রভো! আপনি কি বলিতেছেন! আপনি কৃষ্ণের পরম-প্রিয়, আপনাতে কোন অপরাধের অবকাশই নাই। অজ্ঞ-লোকের দৃষ্টিতে কখনও ঐরূপ প্রকাশ পাইলেও শ্রীভগবানের দৃষ্টিতে আপনার অপরাধ নাই",—নারদ মহাদেবকে এই কথা বলিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—"বাণাসুর বাহুবলে মত্ত হইয়া সাধুগণের প্রতি উপদ্রব করিত, সে অনিরুদ্ধকে অসুর-মায়ায় বন্ধন করে। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার যুদ্ধ ঘটে, ঐ যুদ্ধে সে হত-প্রায় হয়। বাণাসুর আপনার ভক্ত—পুত্রের ন্যায় পালিত, সুতরাং আপনি তাহার প্রাণ-রক্ষার জন্য শ্রীহরিকে স্তব করেন,' শ্রীহরিও আপনার স্তবে প্রসন্ন হইয়া ঐ অসুরকে সারূপ্য-মুক্তি ও আপনার পার্ষদত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-দ্রোহী গর্গ-সুত প্রভৃতি দুষ্ট তপোবলে আপনার আরাধনা করিয়াছিল, সে জন্য আপনি তাহাদিগকে বর প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সকল বর নিশ্ছিদ্র নহে, কাজেই তাহাতে আপনার কোন অপরাধ দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ-দেবের আশ্রিত অজ্ঞ চিত্রকেতু আপনার নিন্দা করিলেও আপনি তাহার প্রতি ক্রোধ করেন নাই। আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য তাঁহারই নিকট তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব বাহা করিয়াও ভজন-চাতুর্য্য-সহকারে তাঁহার ভক্ত-পদবীই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ও পার্ব্বতী-দেবীকে ব্রহ্মাদিরও প্রার্থনীয় মোক্ষ-দানের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। আপনার এরূপ দুর্লভ ঐশ্বর্য্য থাকিলেও আপনি কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া অবধূতের ন্যায় দিগ্‌বাস ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। আপনাতে যে নিরুপাধিক কৃষ্ণ-প্রেম রহিয়াছে, এরূপ আর কোথায় আছে? আপনার প্রসাদে দশ-প্রচেতা, আরও কত কত জনই না কৃষ্ণে ভক্তিলাভ করিয়াছেন। ঐ দেবী পার্ব্বতীর প্রসাদেও কত শত জীবই না কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন। এই উমাদেবী ভগিনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সদা স্নেহ-পাত্রী; তাই আপনি আত্মারাম হইয়াও ইঁহার অপেক্ষা করিয়া থাকেন।'

মহাদেব নারদের এই সকল কথা শুনিয়া দেবর্ষিকে বলিলেন,—নারদ! তুমি এ কি বলিতেছ? তোমার ন্যায় নিরভিমান ব্যক্তিগণের প্রভু শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়, আর সকল অভিমানিলোকের মূল-পুরুষ আমি-ই বা কোথায়? আমি লোকেশ্বর, জ্ঞানদাতা, জ্ঞানী, মুক্ত, মুক্তিপ্রদ, বৈষ্ণব, বিষ্ণু-ভক্তিপ্রদ এই সকল অহঙ্কারে মত্ত। আমাতে যদি বিন্দুমাত্রও হরির কৃপা থাকিত, তাহা হইলে কি পারিজাত-হরণ বা উষা-হরণ প্রভৃতি ব্যাপারে আমার সহিত প্রভুর সংগ্রাম হইত? অথবা প্রভু কি "তুমি কল্পিত নিজ আগম-সমূহদ্বারা লোক সকলকে মদ্‌বিমুখ কর"—আমার প্রতি এই নিদারুণ আদেশ করিতেন? তুমি যে পার্ব্বতী দেবী ও আমাকে মুক্তি-দানের অধিকারী বলিয়া প্রশংসা করিতেছ, ঐ মুক্তি অতি ভীষণ ব্যাপার। নারায়ণের ভক্তগণ ঐ মুক্তিকে স্বর্গ ও নরক-ভোগের সহিত সমান জ্ঞান করেন। কেহ কেহ তাহা হইতেও অধিক ঘৃণা করেন। তাঁহারা মুক্তিকে পিশাচীর ন্যায় পরিহার করেন। ভগবান্ ভক্তকে

যুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা উহাকে তুচ্ছ করেন। যুক্তি দাসীর ন্যায় তর্কের সেবার জন্য পশ্চাদ্‌ভাগে অপেক্ষা করে। নারদ, তুমি কি সেই প্রসিদ্ধ তত্ত্ব-বাক্য জান না? যাহারা নারায়ণকে ব্রহ্মা বা আমার সহিত সমান মনে করে, তাহারা নিশ্চয়ই পাষণ্ড। পাষণ্ড-প্রকৃতির ব্যক্তিগণই আমাকে 'স্বতন্ত্র-ঈশ্বর' মনে করিয়া আমার কাছে তাহাদের আত্ম-বিনাশরূপ মোক্ষ চায়; তাহাতে নির্গুণ জীবের নিত্য-স্বভাব যে কৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি—সেটী সম্পূর্ণ লোপ পায়। আমি সেই পাষণ্ডগণকে গো-ব্রাহ্মণ-বঞ্চয়াতি দৈত্যগণের যোগ্যগতি অর্থাৎ আত্মবিনাশরূপ-মোক্ষ প্রদান করিয়াই তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিয়া থাকি। সুর ও অসুরের স্বভাবে যেরূপ ভেদ আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্যেও সেইরূপ ভেদ রহিয়াছে। দুষ্টগণের প্রাপ্য-বস্তু কখনও শিষ্টগণের গ্রহণীয় হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের উপাসনাই সুরগণের সাধন, আর নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই অসুরগণের সাধন। প্রেমভক্তিই শিষ্টগণের সাধ্য, আর আত্ম-বিনাশরূপ মুক্তিই দুষ্টগণের সাধ্য।'

'নারদ! যাহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে আমার উপাসনার ছলনা করে, সে সকল দাম্ভিক ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার স্বরূপ জানে না। তাহারা বলিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারবতীর পুত্রের জন্য আমার আরাধনা করিয়াছিলেন,—তাহারা বলিয়া থাকে, আমার অঙ্গ হইতে বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং আমিই পরমেশ্বর! কিন্তু এই সকল দুর্বুদ্ধিগণ জানে না যে, আমি রাম-রাবণ যুদ্ধে শ্রীহরি-দ্বারা পরাজিত হইয়া তাঁহাকেই মূল-দেবতা বলিয়া স্তব করিয়াছিলাম। আমি ভগবানের মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম, শ্রীহরির দ্বারাই বৃকাসুরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ এবং ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলাম।' আমার আরাধনার ছলনাকারী দুর্বুদ্ধিব্যক্তিগণ আরও বলিয়া থাকে,—'ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন রাবণকে বধ করায় ব্রহ্মহত্যা-দোষ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভগবান্ রামচন্দ্র সেতুবন্ধে শিব-লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন'। হায়! হায়! এই সকল অপরাধীর কথা আর কি বলিব! তাহারা জানে না যে, আমি চতুর্মুখ ব্রহ্মার পঞ্চমশির ছেদন করিয়াছিলাম বলিয়া ব্রহ্ম-হত্যা-দোষগ্রস্ত হইয়া অদ্যাপি লোক-মধ্যে 'কপালী' নামে পরিচিত রহিয়াছি। আমি নিজেই ব্রহ্ম-হত্যাজনিত পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার না পাইয়া কিরূপেই বা সেইরূপ পাপ হইতে শ্রীরামভদ্রকে মুক্ত করিতে পারি। প্রলয়কালে ভগবান্ আমার সহিত যাবতীয় ব্রাহ্মণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেই জন্য ভগবান্ কয়টী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? আর দেব-ব্রহ্ম-দ্বেষী কণ্টক-স্বরূপ ব্রহ্মদ্বেষী রাবণকে হত্যা করায় তাঁহার পাপ হইবে! তবে যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমার উপাসনার অভিনয় করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য আছে। আজ যদি ভগবান্ স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতে তাঁহার দাসানুদাসগণের পূজা প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে লোক কখনও ভগবদ্দাসগণের পূজা করিত না। এ কথা তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! আমি শিবের আত্মা, আমি যে রুদ্রের পূজা করি, সে আত্মারই পূজা। আমি যাহা করি, লোকসকল তাহার অনুবর্ত্তন করে, প্রমাণই পূজ্য; এই নিমিত্তই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই পূজা করেন না; আমি আত্মাকেই 'রুদ্র' বলিয়া পূজা করি। আমি বিশ্বের অন্তর্যামী; তপ্ত-লৌহপিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত রুদ্র-রূপী আমার অংশকেই পূজা করি। 'রুদ্র প্রভৃতি দেবতা-সকল পূজ্য'—এই প্রমাণ আমিই করিয়াছি। আমি যদি রুদ্রকে পূজা করিয়া না দেখাই, তবে ঐ প্রমাণ ব্যর্থ হইয়া যায়। আমার সমান বা আমা হইতে উৎকৃষ্ট আর কেহই নাই; অতএব উৎকৃষ্ট-বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। আমার অংশ বলিয়াই আমি রুদ্রাদি-দেবতার পূজা করি। নারদ! তুমি ত এই সকল শাস্ত্র-বাক্য জান। আর শ্রীকৃষ্ণ আমার পূজার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন বলিয়া যদি আমাকে পরমেশ্বর বলা হয়, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেও পরমেশ্বর বলিতে হইবে!'

"নারদ! 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'। দুষ্টলোক শিষ্টলোকগণের শাস্ত্রের কথা শুনিতে চায় না, তা'রা উহাকে গোঁড়ামী বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়; কিন্তু আপন-আপন গোঁয়ারতামীটুকু কিছুতেই ছাড়ে না, সেই টুকুকে মহা-উদারতা মনে করে। পুরাকালে এ বিষয়টী সকল ঋষি, দেবতা ও পণ্ডিতের সভায় বিচার-প্রমাণের

দ্বারা মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি কু-বুদ্ধিগণ সেই বিচার শুনিয়াও সত্য-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। একবার ঋষিগণের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইয়াছিল যে, ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও আমি—এই তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? সমস্ত মুনি-ঋষি ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সংশয়-মুক্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীহরিকে সর্ব্বোত্তম পরমেশ্বরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন,—ইহা সকলেই জানেন। দেখ, ব্রহ্মা এবং আমি অল্প সেবারই অনুগ্রহ এবং অল্প-অপরাধেই শাপ-প্রদান করিয়া থাকি, কিন্তু ভগবান্ স্বল্প সেবায় তুষ্ট বা স্বল্প অপরাধে রুষ্ট হন না।'

'নারদ! অবাধ্য দুষ্টপ্রকৃতির পুত্রগণ যেরূপ পিতার প্রতি বাহ্যে 'অতি-ভক্তি' দেখায়, কিন্তু কার্য্যকালে পিতার কোন উপদেশই পালন করে না, প্রতিষ্ঠাকামী, অপরাধী, দাম্ভিক-ব্যক্তিগণও সেইরূপ আমার পূজক বলিয়া আপনা-দিগকে বোলাইয়া আমার কথিত উপদেশ ও শাস্ত্রের শাসন স্বীকার করে না; আমার প্রতি 'অতি-ভক্তি' দেখাইতে গিয়া তাহারা কত কথাই না কল্পনা করে—কত কুমতই না প্রচার করে। একশ্রেণীয় অপরাধী-দাম্ভিক আছে, তাহারা বলে,—সকল দেবতাই সমান; যখন যে শাস্ত্রে যে দেবতার মহিমা বলা হইয়াছে, তখন সেইখানে তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া তোলা হইয়াছে। কাজেই ঐ সকল উক্তি, প্রত্যেক দেবতার পূজক-গণের স্ব-স্ব ইষ্ট দেবতায় নিষ্ঠা-উৎপাদনের অর্থবাদ মাত্র।'

'নারদ! যাহারা আমার নিত্যস্বরূপ-বিগ্রহ এবং ভগবানের নিত্যস্বরূপ-বিগ্রহ, ধাম, পরিকরাদি স্বীকার করে না, কার্য্য-সিদ্ধি হইয়া গেলে আমাকে যাহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে চায়, সেই সকল অপরাধিগণেরই এই যুক্তি। ভবিষ্যতে অপরাধিগণ এরূপ কুতর্ক উপস্থিত করিবে জানিয়া আমি কিন্তু পুরাণ ও তন্ত্র-মধ্যে পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ কু-কল্পনার নিরাস করিয়াছি। আমি পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলাম,—হে মহাবুদ্ধিশালিনি! পুরাণ বল, স্মৃতি বল, তন্ত্র বল, সকল শাস্ত্রই তিনভাগে বিভক্ত। যে সকল শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীহরির সর্ব্বগুণ-পরিপূর্ণত্ব, পরমেশ্বরত্ব ও সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রই সাত্ত্বিক শাস্ত্র এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আর যে সকল শাস্ত্রে ব্রহ্মা, অগ্নি ও সরস্বতীর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, ঐ সকল শাস্ত্র 'রাজস'রূপে গণ্য। যে শাস্ত্রে শিবের সর্ব্বোত্ত-মত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্র 'তামস' বলিয়া জানিবে। রজস্তম ও মিশ্রসত্ত্ব হইতে বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রেষ্ঠ—ইহা সকলেই জানেন; শ্রীবিষ্ণু সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব-তনু। অতএব পুরাকালে ঋষিগণ বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়াছেন। বিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্র ভগবান্ আর কেহ নাই। যাহারা তামস গতি লাভ করিতে চায়, তাহারাই স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে আমার পূজা করে। আমি সাত্ত্বিক-শাস্ত্রের মধ্যেই এইরূপ বিভাগ জানাইয়াছি। কারণ পরমা-মুক্তি-বিষয়ে অনধিকারী জীবের অজ্ঞান-প্রাপ্তিই তাহার অভীষ্ট বলিয়া আমি রাজস ও তামস-পুরাণে বিশেষভাবে ঐরূপ বিভাগ বর্ণন করি নাই। দেখ, সম্পূর্ণ অভিন্ন-বস্তুর মধ্যে এইরূপ সাত্ত্বিকাদি-বিভাগ শাস্ত্রে কথা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণের মধ্যে বা উভয়ের লীলা-প্রতিপাদক গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে এইরূপ সাত্ত্বিকাদি-বিভাগ ত' কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং ব্রহ্মা বা আমাকে কখনও শ্রীহরির সহিত অত্যন্ত অভিন্ন বা স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর বলা যাইতে পারে না। তবে শাস্ত্রে কোথায় কোথাও যে আমার সহিত কৃষ্ণের অভেদ-উক্তি দেখা যায়, তাহা আমি তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন বলিয়া; যেমন অনেক সময় লোকে রাজপুরুষকেও 'রাজা' বলিয়া থাকে। দেখ, রাজা যেমন নিজ-পুর ভিন্ন অন্য নগর-সকল অমাত্য, ভৃত্য প্রভৃতিকে বাস করিবার জন্য প্রদান করেন, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ নিজ বিশেষ কয়েকটী নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি ব্যবহারের নিমিত্ত আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। দেখ, মুখ্যভাবে সর্ব্বত্রই 'ভগবৎ' শব্দ বিষ্ণুতে প্রয়োগ করা হয়, বিষ্ণু-বিষয়ক-পুরাণকেই ভাগবত বলা হইয়াছে। আর 'আমা হইতে বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল'—এ কথাতেই বা আমার সর্ব্বেশ্বরত্ব কিরূপে প্রমাণিত হইল? ভগবান্ শ্রীহরি আমার অন্তর্যামী। সেই পরমাত্মা-প্রভু প্রত্যক্ষ হইয়া আমার প্রতি কৃপা-বিতরণের জন্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। নারদ! শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব-কারণ-কারণ, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তাঁহার স্বেচ্ছানুসারে আবির্ভাবকেই 'জন্ম' বলা হয়। তিনি আমার পরম-প্রভু।'

পাঠক! আপনারা বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ গৌর-কৃষ্ণের ভুবনেশ্বরে শিব-পূজা-লীলার

তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করুন। মহাপ্রভু জগতে নিজ-প্রিয়-দাস শিবের আরাধনা-প্রচারের অভ্রান্ত ভক্তবৃন্দের সহিত ভুবনেশ্বরে শিব-পূজা করিয়াছিলেন। প্রভু একদিন বাল্য-লীলায় নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা-শিব-দুর্গা-পূজা-তৎপরা কুমারীগণকে দেবতা-পূজার বিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

"কন্যারে কহে, আমা-পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা—'দাসী' মোর, মহেশ—কিঙ্কর॥"

আজও বৈষ্ণবগণ ভুবনেশ্বরে শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্যের দ্বারা বৈষ্ণব-রাজ শম্ভুর তুষ্টি-বিধান করিয়া থাকেন—ইহাই হইল শিব-পূজার প্রকৃত বিধি। শিক্ষা-গুরু ভগবান্ শিব-পূজা-লীলা করিয়া ইহারই অনুসন্ধানই শিক্ষা দিলেন। জয় ক্ষেত্রপাল ভুবনেশ্বর-মহাদেবের জয়! জয় গৌর-প্রেষ্ঠ একাম্রবনাধিপতি চন্দ্রশেখরের জয়!! জয় ভক্ত-ভক্তাধীন্য সদাশিবের জয়!!!

তর্কভূষণ ও বিদ্ধ-স্মার্ত্তবাদ

গত ৮ই বৈশাখ (১৩৩৪) তারিখে ময়মনসিংহ সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। এবার ঐ সভার সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন স্বনামখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়। গত ৩০।৩।২৮ তারিখে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক, গৌড়ীয় পত্রের গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয় হিন্দু-সভার সভাপতির অভিভাষণ-পত্রটী আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহা 'দৈনিক-নবীন-প্রকাশ' ও 'সাপ্তাহিক-গৌড়ীয় পত্রে' সমালোচনার জন্য অনুরোধ করেন।

অধ্যাপক মহাশয় প্রশংসিত সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ 'গৌড়ীয় পত্রে' সমালোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে, হিন্দু-সভার সভাপতি-মহাশয় ভাগবত-ধর্ম্মকেই বর্ত্তমানযুগের উপযোগী সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক যতীন্দ্রবাবু, মহা-মহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়কে "ভাগবত-ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িক কি না"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"শ্রীমদ্ভাগবত সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে; শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা উপদিষ্ট ও প্রচারিত, তাহাই সনাতন-ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও আদর্শ। লোকে ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও কুসংস্কার-বশতঃ শাস্ত্রের প্রকৃত আলোচনার অভাবে উহা বুঝে না এবং বুঝিতেও চায় না।" অধ্যাপক মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে, "যাঁহারা ভ্রম-বশতঃ গৌড়ীয় মঠের কার্য্য-কলাপকে সাম্প্রদায়িক মনে করিয়া সংশয়, সন্দেহ ও সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টি লইয়া দেখেন, তাঁহারা তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণ আলোচনা করিলে ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন, আশা করা যায়।"

মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ-মহাশয়কে আমরা অনেক দিন হইতেই সত্যের প্রতি আদরবিশিষ্ট বলিয়া জানি। কিন্তু এই বিবাদযুগে সত্যালোকের আভাসও আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ সাধারণের চক্ষে পীড়াদায়ক হয়। যদি সত্যের আভাস কোন পণ্ডিতকে কাহারও মুখ হইতে ভাগ্যক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে দমাইয়া দিবার লোক এইযুগে অভাব হয় না।

তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণ লইয়া নাকি বিদ্ধ-স্মার্ত্ত সমাজের মধ্যে একটা খুব আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় ভাগবত-ধর্ম্মকে বর্ত্তমান সমাজের 'মঙ্গল-নিদান' বলিয়া বিচার করিয়াছেন বলিয়া গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৫) তারিখে বঙ্গবাসী পত্রিকায় শ্রীপ্রিয়নাথ সাঙ্খ্যতীর্থ নামক একজন সমালোচক তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,—"যেমন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, আর্য্য-ধর্ম্ম প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি **তর্কভূষণ মহাশয়ও ভাগবত-ধর্ম্ম নামে একটী নূতনধর্ম্ম সৃষ্টি করিতে চাহেন** আর সে ধর্ম্মগ্রহণ করিলে শুধু সবন নহে, সন্ধ্যাবন্দনাদি-বৈদিক-ধর্ম্মেও যে অধিকার জন্মে, ইহা প্রমাণ করিতে চাহেন।" সমালোচক আরও লিখিয়া-ছেন, "তর্কভূষণ মহাশয় ভাগবত প্রভৃতির যে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে সবই হরিস্মরণের স্তুত্যর্থ-বাদ। • • কারণ সদসদ্‌যোনিতে জন্ম প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল, ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ-কর্ম্ম নষ্ট হয় না, সুতরাং পাপ-পুণ্য কিছুর ফলেই ইহকালে জাতি উল্টাইতে পারে না। • • সুতরাং ঐ বচনের এই অর্থই করিতে হইবে যে, ঐ প্রকার ভগবদ্ভক্ত চণ্ডাল ব্যতীত অন্যান্য হিত

পর-জন্মে ব্রাহ্মণাদি যোনিতে জন্মলাভ করিয়া যজ্ঞাদি বৈদিক-কর্ম্মের অধিকারী হইবে। • • "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" ইহাতে বুঝায় সে চণ্ডালই থাকে অথচ যজ্ঞাধিকারী হয়। • • তর্কভূষণ মহাশয়ের আবিষ্কৃত ভাগবত-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও যে, চণ্ডাল চণ্ডালই থাকে, ইহাই ইহাতে প্রমাণ হয়। • • তর্কভূষণ মহাশয় আর এক বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—"ভগবদ্ভক্ত নিন্দাদি, খলাচ প্রভৃতিকে যদি কেহ জাতি-সাধারণ-দৃষ্টিতে দেখে, তাহা হইলে সে নরকগামী হয়," কোন্ উদ্দেশে এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন? সাধারণ-দৃষ্টিতে কেহই তাহাদিগকে দেখে না, ভক্ত, সাধু প্রভৃতি বলিয়া তাহাদের সম্বোধন করিয়া থাকে।"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের ভ্রম-প্রদর্শনকারী শ্রীপ্রিয়নাথ সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের অক্ত পরিচয় আমরা পাই নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য 'আর্য্যাবর্ত্ত'-নামক একখানি সাপ্তাহিক-পত্র বাজারে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহার একজন সম্পাদকের নাম এইরূপ ছিল, তিনিই কি উক্ত সাঙ্খ্যতীর্থ? ঐ পত্রিকাখানা আছে কি লোপ পাইয়াছে, তাহা জানি না, তবে বাজারে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ পত্রিকায় শ্রীপ্রিয়নাথ সাঙ্খ্যতীর্থ নাম দিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম ছিল—ভাগবতধর্ম্ম বা ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনাদি কিংবা বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারাদি হরিতোষণ-কার্য্য অপেক্ষা বস্ত্র-মিষ্টান্নাদি অন্নাভিলাষ-চেষ্টা অনেক ভাল। ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারে অর্থব্যয় করিয়া অর্থাদির অসদ্ব্যবহার করা উক্ত সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের মতে অতীব অনুচিত্য। উক্ত কাগজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ভাগবত-ধর্ম্মের প্রতি আরও অনেক কটাক্ষ ছিল।

'আর্য্যাবর্ত্তে'র সম্পাদক সাঙ্খ্যতীর্থ ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত—তর্কভূষণ মহাশয়ের ভ্রম-প্রদর্শনকারী সাঙ্খ্যতীর্থ যদি একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে মনে হয়, সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের স্বরূপ এবার ভাল করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তর্কভূষণ মহাশয়কে "ভাগবত-ধর্ম্ম নামে একটী নূতন-ধর্ম্মের সৃষ্টিকারী বলিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আর্য্য-সমাজের ধর্ম্ম প্রভৃতির ন্যায় ভাগবতধর্ম্মও একটী মানব-সৃষ্ট নূতন ধর্ম্ম—সমালোচক সাঙ্খ্যতীর্থমহাশয় ইহা বলিতে চান।

সনাতন ভাগবতধর্ম্ম নিরীশ্বর-কপিলের সাংখ্যমতবাদ এবং কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ নিরাস করিয়াছেন বলিয়াই কি সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের ভাগবতধর্ম্মের প্রতি ক্রোধ? ভাগবত-ধর্ম্ম 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' ও আর্য্য-সমাজের ধর্ম্মের ন্যায় মানব সৃষ্ট নূতন ধর্ম্ম—এ কথা তিনি কোথায় পাইলেন? ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে যমরাজের উক্তি পাঠ বা তাহাতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারিলে বোধ হয় তিনি কখনও এরূপ কথা বলিতেন না, তাহা এই—

"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥"

• • •

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥"

• • •

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

(ভাঃ ৬।৩।১৯, ২২, ২৪)

—শ্রীনাম-গ্রহণাদি-দ্বারা অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তি-যোগ, তাহাই জীব-মাত্রের পরম-ধর্ম্ম; তাহা সাক্ষাৎ সনাতন-পুরুষ শ্রীভগবানের প্রণীত। অতএব ভাগবত-ধর্ম্মই একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম; তাহা ঋষিগণ, দেবতাগণ, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুর এবং মনুষ্যগণ কেহই জানেন না। অবিদ্বান্ বা জন-সাধারণ ত' দূরের কথা, ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবেতা যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতির ন্যায় 'মহাজন-' নামে পরিচিত পুরুষগণও বৈষ্ণবী-মায়ায় বিমোহিতবুদ্ধি হইয়া এই সনাতনধর্ম্মের কথা জানেন না। একমাত্র দ্বাদশজন বৈষ্ণব ও তাঁহাদের নিকট অনুগত পুরুষগণ তাহা জানেন। সেই দ্বাদশজনের মধ্যে যে কপিলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মাতনয়োৎপন্ন অগ্নিবংশজ সাঙ্খ্য-শাস্ত্রকর্ত্তা "নিরীশ্বর কপিল" নহেন, ইনি ভাগবত-প্রোক্ত কার্দ্দমী বা দেবহূতি-নন্দন ভগবদবতার কপিল।

যে সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্মের কথা পরমপ্রতিষ্ঠাশালী জৈমিন্যাদি ঋষিগণও জানেন না, তাহাকে যে বৈদিনী ঋষির অনুগতাভিমান লইয়া সাংখ্যতীর্থ মহাশয় 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' ও 'আর্য্য-ধর্ম্মের' ন্যায় মানবসৃষ্ট "নূতন-ধর্ম্ম" বলিবেন—তাহা কিছু বিস্ময়কর নহে। তাঁহার নিশ্চিত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ও আর্য্য-সমাজিগণও ভাগবত-ধর্ম্মকে ঐরূপ অভিধানেই অভিহিত করিয়া থাকেন।

সমালোচক সাংখ্যতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়কে কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "তর্কভূষণ মহাশয় ভাগবত-ধর্ম্ম-গ্রহণকারীকে সন্ধ্যা-বন্দনাদি বৈদিক-ধর্ম্মেরও অধিকারী প্রমাণ করিতে চাহেন।" তর্কভূষণ মহাশয় যদি শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত নামসংকীর্ত্তন-বহুল ভাগবত-ধর্ম্মের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভগবদবতার কপিলদেব তর্কভূষণ মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া তারস্বরে বলিবেন যে, যাঁহার জিহ্বার একপ্রান্তেও একটী বারের জন্য ভগবন্নাম উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচ-গৃহে আবির্ভূত হইলেও পূজ্যতম; **তাঁহার বৈদিক ধর্ম্মের অধিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মেই লাভ হইয়াছে।** তিনি সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ববেদ অধ্যয়ন ও সদাচার সমাপনপূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে শ্রীনাম গ্রহণ করিতেছেন—

"তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ৷৷" (ভাঃ ৩।৩৩।৭)

এখানে লিটের প্রয়োগ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যবন-কুলে অবতীর্ণ নামকীর্ত্তনকারী ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিলেন,—

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপোদান।
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন।"

(চৈঃ চঃ ম ১১।১৯০-৯১)

সাধারণ ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈদিক-ধর্ম্মে অধিকার ত দূরের কথা, প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবদবতার কপিলদেবের বাক্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, শ্বপচকুলোদ্ভূত, যবনকুলোদ্ভূত বা যে কেহ হউক না কেন, হরিনাম-গ্রহণকারী পুরুষ—সাঙ্গ-বেদ-বেদান্তাধীতী ও ব্রাহ্মণ-গুরু। যবন-কুলোদ্ভূত ঠাকুর হরিদাস নিখিল-ব্রহ্মজ-ব্রাহ্মণ-গুরু। সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এখানে বলিতে পারেন যে, এই সকল কথা স্তুত্যর্থবাদমাত্র! সমালোচক মহাশয় ভাগবত বা পদ্ম-পুরাণাদি বেদানুগ সাত্বত-শাস্ত্রকে 'পুরাণ'-শাস্ত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু এখানে পদ্মপুরাণের একটী বাক্য—যাহা সর্ব্বলোক-বরেণ্য আচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে বহুশঃ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা আমরা একটু আবৃত্তি করিতেছি,—

"॰ ॰ শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনামি কল্পনম্।"

—দশবিধ নামাপরাধ-বর্ণন-প্রসঙ্গে সাত্বতশাস্ত্র বলিয়াছেন, —যাহারা বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদির নিন্দা করে, **যাহারা হরিনাম-মাহাত্ম্যকে "স্তুত্যর্থবাদ" মনে করে** ও যাহারা ভগবন্নাম-সমূহকে কাল্পনিক জ্ঞান করে, তাহারা ভীষণ **অপরাধী**। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।২।১০ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"যথা নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহবো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসার-মেব প্রাপ্যন্তে"। যেরূপ নামাভাস-বলে অজামিল দুরাচার হইলেও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ স্মার্ত্তাদি-ধর্ম্মধ্বজ ব্যক্তিগণ সদাচারী, শাস্ত্রজ্ঞ এমন কি বহু-নামাক্ষর-গ্রহণকারী হইলেও হরিনামে স্তুত্যর্থ-বাদ-কল্পনাদি নামাপরাধ-বলে ঘোর সংসারগতিই লাভ করিয়া থাকে। সমালোচক মহাশয় এই সকল শাস্ত্রীয় ও মহাজন-বাক্যকে "গোঁড়ামী" বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সত্যের কিছু লাঘব হইবে না। সত্য—লোকনিরপেক্ষ; তাহা ব্যক্তিগত সামাজিক বা ব্যবহারিক সম্মানের প্রতি তাকাইয়া স্বীয় নিরপেক্ষতাকে বিপর্য্যস্ত করে না।

সমালোচক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—"সদসদ্ যোনিতে জন্ম প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল, ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্ম নষ্ট হয় না, সুতরাং পাপ-পুণ্য কিছুর ফলই ইহকালে জাতি উল্টাইতে পারে না।" কিন্তু সনাতন ভাগবতধর্ম্ম বলেন—

"যদ্ব্রহ্মদাক্ষ্যোৎকৃতিনিগ্রহাপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।

অপৈতি নাম কুৎসনেন তস্তে
প্রারব্ধকর্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥"

—অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা-দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধকর্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু যে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্তিমাত্রেই সেই কর্মবীজ ভস্মে হইয়া যায়,—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্তন করিতেছেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে "যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাৎ" এই ভাগবতীয় শ্লোকটী প্রারব্ধহারিত্বের দৃষ্টান্ত-স্বরূপেই উদ্ধৃত হইয়াছে। 'পাপ-পুণ্যের কিছুর ফলেই ইহকালে জাতি উল্টাইতে পারে না'—এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির বচন এবং অসংখ্য দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইতে পারে—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥" (মনু ২।১৬৮)

কুল্লুক—"স জীবন্নেব পুত্রপৌত্রাদিসহিতঃ শীঘ্রং শূদ্রত্বং গচ্ছতি।"

সর্বজনমান্য শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত ঃ—ক্ষত্রিয়-মান্ধাতার বংশে ত্রিবন্ধন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কু অপরাধবশতঃ ক্ষত্রিয় হইতে চণ্ডালত্ব লাভ করেন (ভাঃ ৯।৭।৫)। মহুতনয় পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইলেও অজ্ঞাত গো-বধজন্য শূদ্রত্ব লাভ করেন, যথা—"ন ক্ষত্রবন্ধুঃ শূদ্রত্বং কশ্মলাভিবিবেশ হ। গুরোঃ শপ্তস্তদনুমন্যমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥" (ভাঃ ৯।২।৮)—"এই কর্মদ্বারা তুমি ক্ষত্রবন্ধু হইতে পারিবে না, শূদ্র হইবে"—গুরু-কর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইলে পৃষধ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন। আবার অন্যদিকে নীচবর্ণ-কুলোদ্ভূত পুরুষেরও ইহ জীবনেই উচ্চবর্ণ-প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত আমাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রে বিরল নহে। ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত মহারাজ বীতহব্য কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহার উপাখ্যান মহাভারত-অনুশাসন-পর্ব ৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ক্ষত্রিয় বেণরাজের পুত্র অগ্নিবেশ্যায়ন মহর্ষি ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণবংশ উৎপন্ন করেন (ভাঃ ৯ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। চন্দ্রবংশীয় যযাতি রাজার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশে কণ্বঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রস্তর ব্রাহ্মণবংশের উৎপন্ন হয় (ভাঃ ৯ম স্কঃ ২০ অঃ দ্রষ্টব্য)। অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন (ভাঃ ৯ম স্কঃ ২১শ অঃ দ্রষ্টব্য)। প্রিয়ব্রত-পুত্র নাভিরাজের ঋষভ নামে এক পুত্র হন। ঋষভ ভার্যা জয়ন্তীর গর্ভে একশত সন্তান উৎপন্ন করেন; ভরত এবং তদীয় অনুজ ৯ জন ৯টী বর্ষের রাজা হইলেন। কবি, হবি প্রভৃতি ৯টী পুত্র নব-যোগেন্দ্র হইয়া বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন, অবশিষ্ট ৮১টী সন্তান কর্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ হইলেন (ভাঃ ৫ম স্কঃ ৪র্থঃ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নাভাগ ও দিষ্টপুত্র এই বৈশ্যাবয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন; হরিবংশ ১১ অঃ যথা—"নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ"। বৃহদ্বিচারানুসারে গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণপুত্র এবং তদ্ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র পুত্র ছিল—

"পুত্রাঃ গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যত্র শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ ॥"

টীকায় নীলকণ্ঠ বলেন :—গৃৎসমদসম্ভূতো শুনকাদয়ো ব্রাহ্মণা অন্যে ক্ষত্রিয়াদয়শ্চ শুদ্রান্তাঃ পুত্রা জাতাঃ।"

এইরূপ আরও শতসহস্র শাস্ত্র-বাক্য ও দৃষ্টান্ত হইতে দেখান যাইতে পারে যে, ইহ জন্মেই পুরুষ স্বভাবানুসারে উত্তম এবং অধম বর্ণে বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; শুধু মুখে নয় কার্য্যতঃ।

বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত এরূপ বিচারই সর্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"
(৭।১১।৩৫)

এই শ্লোকের স্বামি-টীকা-দ্রষ্টব্য। ইহ জন্মেই যে-কোন কুলোদ্ভূত পুরুষের পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষা-প্রভাবে পারমার্থিক-বিপ্রত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। তদ্বিষয়ের সমর্থন-বাক্য-স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ও শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদকৃত ষট্‌সন্দর্ভধৃত তত্ত্বসাগর বচন স্বীয় ভক্তি-ভাষণ মধ্যে উদ্ধার করিয়াছেন,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥"
—নৃণাং সর্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'।
(শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত দিগ্‌দর্শিনী)

সমালোচক সাংখ্যতীর্থ মহাশয়, সত্যপক্তি-মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের উদ্ধৃত উপরি-উক্ত বাক্য স্বীকার করেন

না—ইহাই তাঁহার বিচার-প্রণালী হইতে বুঝা যায়। অধিক দিনের কথা নয়, কিছু কাল পূর্ব্বে পুণ্যকাশীধামে ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব, ষতীন্দ্র ভাস্করানন্দ স্বামী বাস করিতেন। তিনি সুবিচারে তাঁহার শিষ্যের ইহ জন্মেই বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৩১২ সালে কলিকাতা এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী হইতে প্রকাশিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত ভাস্করানন্দ-চরিতের ১১৮ পৃষ্ঠায় এরূপ লিখিত আছে,—"স্বামীজী চাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু চণ্ডীচরণ বসুকে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়াছিলেন"। স্বামীজী চণ্ডী বাবুকে বলিলেন,—"দেখ, লোকে তোমাকে শূদ্র বলে, কিন্তু তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে উপবীত প্রদান করিব। আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে যে, আমি তোমার স্বহস্তে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিব। স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে বিধিমত যজ্ঞোপবীত প্রদান করিলেন এবং চণ্ডীবাবুর স্বহস্তে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া চণ্ডীবাবুর মনের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।" স্মার্ত্ত-প্রধান কাশীধামেও অল্পদিন হইল লোকমান্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদ্বারা এরূপ বিচারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে রসিকানন্দ প্রভুর বংশে, নবীন-হোড়ের বংশে, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ-দাসের বংশে, শ্রীখণ্ডের বিদ্যাভূষণ, শ্রীরামহরি, শ্রীমঙ্গলবৈষ্ণব প্রভৃতির আচরণে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং সমালোচক যে মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়কে কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন,—"তর্কভূষণ মহাশয়ের আবিষ্কৃত ভাগবত-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও যে চণ্ডাল চণ্ডালই থাকে—ইহাই ইহাতে প্রমাণ হয়"—এইরূপ বাক্য যাবতীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ, অসংখ্য নজীর এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণের দৃষ্টান্তদ্বারা খণ্ডিত হইল। তর্কভূষণ মহাশয়ও তাঁহার অভিভাষণে শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন,—"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ", "দীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং", "দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।" মহামহোপাধ্যায় তর্ক-ভূষণ মহোদয়ের এই সকল উদ্ধৃত শাস্ত্র-বচন-সমূহই সমালোচক মহাশয়ের একদেশীয় বিচার খণ্ডন করিয়াছে। যদি ভাগবত-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পরও 'চণ্ডাল' 'চণ্ডাল'ই থাকিল, তাহা হইলে "ভগবদ্ভক্তগণ কখনও শূদ্র নহেন", যে ব্যক্তি সেই সকল নিষাদ-কুলোদ্ভূত, শ্বপচকুলোদ্ভূত, শূদ্র-কুলোদ্ভূত কিম্বা শৌক্র-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত পুরুষকে 'শ্বপচ', 'নিষাদ' 'শূদ্র' বা 'শৌক্র-ব্রাহ্মণ' মাত্র জ্ঞান অর্থাৎ জাতিসামান্যে দর্শন করিবে, সে নিশ্চিত নরকে যাইবে"; "দীক্ষা-বিধানের দ্বারা পুরুষমাত্রেরই পারমার্থিক-ব্রাহ্মণত্ব হয়"—এই সকল শাস্ত্র-প্রমাণের সার্থকতা কি? সমা-লোচক মহাশয় মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহোদয়ের উদ্ধৃত প্রমাণ-বাক্যগুলির কদর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার কল্পিত ব্যাখ্যানুসারে—"ভগবদ্ভক্ত নিষাদ (?), শ্বপচকে (?) 'ভক্ত', 'সাধু' প্রভৃতি বলিয়া সকলেই সম্বোধন করিয়া থাকে"। কিন্তু এই উদাহরণটী বিশুদ্ধ-কপটতার নিদর্শন মাত্র। যাঁহারা কোনও ব্যক্তিকে সত্য সত্য 'ভগবদ্ভক্ত' বা 'সাধু' বলেন, তাঁহারা তাঁহাতে কখনও 'শূদ্র', 'চণ্ডাল' প্রভৃতি বুদ্ধি করিতে পারেন না। যেখানে সাধুত্বের অভাব, সেখানেই চণ্ডালত্ব; যেখানে ভগবদ্ভক্তজনের অভাব, সেখানেই শূদ্রত্ব। চণ্ডালত্বে সাধুত্ব নাই, সাধুত্বে চণ্ডালত্ব নাই। ভগবৎসেবায় শূদ্রত্ব নাই, শূদ্রত্বে ভগবৎসেবা নাই, জড়ের সেবায় শূদ্রত্ব, সেখানে ব্রাহ্মণত্বের অভাব—কেবল শোক ও কার্পণ্য। বিবিধ বিপরীত-ধর্ম্ম কখনও হেয়-প্রতিফলিত জগতে যুগপৎ থাকিতে পারে না। হয় কাহাকেও 'সাধু' বলুন, নয় তাহাকে 'চণ্ডাল' বলুন। সোণার-পাথর বাটীর মত 'সাধু-চণ্ডাল' বলিয়া কপটতা করা উচিত নহে। ঐরূপ কপটতার অবকাশ প্রৌঢ়োক্তি-কৈতব-ভাগবত-ধর্ম্মে নাই। বৈষ্ণবব্রুব বর্ণব্রাহ্মণাভিমানিপ্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়েরও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত পন্থানুসরণে এইরূপ বিচার।

বঙ্গবাসী পত্রের উপরি-উক্ত সংখ্যায় (১৯শে জ্যৈষ্ঠ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ও হিন্দু-সভার সভা-পতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়ের অভি-ভাষণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সভাপতির অভিভাষণ আদ্যন্তই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ"। তর্করত্ন মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ ও

* সম্রাটের জন্ম-বাসরে পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় 'মহামহোপাধ্যায়' হইয়াছেন। পাণ্ডুলিপি কম্পোজ হইয়া যাইবার পর এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা তর্করত্ন মহাশয়ের নামের পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিতে পারিলাম না। পাঠক 'গৌড়ীয়' বাণীকে মার্জ্জনা করেন।

বিচক্ষণ পণ্ডিতের লেখনী হইতে মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের বিরুদ্ধে এইরূপ উক্তি, বোধ হয়, কেহই আশা করেন নাই। তর্করত্ন মহাশয়, 'মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের আদ্যন্তই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং অসারত্ব-পূর্ণ' বলিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে অনেককে ভড়াইয়া ফেলিয়াছেন। কারণ মহামহোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণের আদি-মধ্য ও অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত, সাত্বতপুরাণ, শ্রুতি, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রমুখ অনেক মহাজনের বাক্য এবং সিদ্ধান্তরাজিরও ত' উল্লেখ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের আদ্যন্ত যদি শাস্ত্র-বিরুদ্ধই হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ সকল শাস্ত্র এবং মহাজন-বাক্যাদিকেও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিতে হয়!

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,—**হরিদাসের দৃষ্টান্ত ও একেবারেই অসঙ্গত।** কারণ শ্রীচৈতন্যদেব—হয় সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণ-যুগলরূপ, না হয়—পরমভক্ত ভক্তাবতার। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ে তিনি প্রথমোক্তভাবে এবং অন্য-সম্প্রদায়ে তিনি দ্বিতীয়ভাবে স্বীকৃত। প্রথমোক্তভাবে স্বীকার করিলে ভাগবতের সিদ্ধান্ত,—নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥ ০ ॥ অতএব স্বয়ংঈশ্বর **শ্রীচৈতন্যের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ-আচরণ** সাধারণের কার্য্যের আদর্শ হইতে পারে না। দ্বিতীয়োক্তভাবে তাঁহার উক্ত আচার প্রমাণ হইতে পারে না, ভক্তিবলে যিনি উন্মত্ত, তাঁহার কার্য্য সাধারণের অনুকরণীয় নহে। তিনি যে নৃসিংহ বা বরাহ অবতারের ভাব দেখাইতেন, তাহা কি সাধারণের অনুকরণীয়? **যে কারণেই হউক, সভাপতি শ্রীচৈতন্যদেবকে এখন প্রথম ভাবেই গ্রহণ করেন শুনিয়াছি,** শ্রীমদ্ভাগবতও মানেন, অতএব 'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ' ইত্যাদি বচন যে তাঁহার মতের প্রতিকূল, ইহা একবার চিন্তা করা উচিত।"

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় দুইটী কারণে মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের "ঠাকুর হরিদাসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ" কার্য্যটি একেবারেই অসঙ্গত বলিতে চাহেন। প্রথমতঃ—(১) (শ্রীচৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্বে তর্করত্ন মহাশয় সন্দিহান, যদি শ্রীচৈতন্যদেবকে সাম্প্রদায়িক-বিচারে 'ঈশ্বর' মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে) তাঁহার মতানুসারে স্বয়ং-ঈশ্বর চৈতন্যের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ-আচরণ সাধারণের কার্য্যের আদর্শ হইতে পারে না। (২) আর, যদি তর্করত্ন মহাশয়ের অসাম্প্রদায়িক উদার মতানুসারে চৈতন্যদেবকে 'ভগবান্' না মানা যায়, তাহা হইলে তিনি ত' ভক্তিতে উন্মত্ত, তাঁহার কার্য্যও সাধারণের অনুকরণীয় নহে! মোটের উপর, এই দাঁড়াইল যে পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিচারানুসারে কোনও প্রকারেই শ্রীচৈতন্যদেবের কোনও আচরণ বা শিক্ষা কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না! কিন্তু পণ্ডিতবরের এইরূপ বিচার গ্রহণ করিলে স্বয়ং চৈতন্যদেব এবং যাবতীয় মহাজনের বাক্যগুলি সমস্তই ভুল বলিতে হয়; কারণ স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন,—

"আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৩য় ২০-২১)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন,—

"এই মত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ ৪১)

পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় বোধ হয় এ কথাটী বুঝিতে পারেন নাই যে, কৃষ্ণের ঔদার্য্যময় গৌরাবতারের বৈশিষ্ট্যই এই যে, এবার তাঁহার নিজের ভজন আপামর সাধারণ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ" জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবার ভগবান্ দ্বাপরযুগের ন্যায় কেবল "মামেকং শরণং ব্রজ" বলেন নাই, কি করিয়া তাঁহাতে শরণাগত হইতে হইবে, তাহা হাতে ধরিয়া শিক্ষা দিবার জন্য স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিবলে ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবে তর্করত্ন মহাশয় বলিতে পারেন যে, ঐরূপ ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী চৈতন্যদেব যখন 'ভাবকান্তিতে' উন্মত্ত ছিলেন, তখন সেই উন্মত্তের কোন প্রলাপেরই মূল্য নাই অর্থাৎ উহা জীবের পক্ষে গ্রহণীয় নয়।

ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণের পর ঠাকুরের চিদানন্দ-দেহ লইয়া মহাপ্রভুর নৃত্যরূপ-লীলাকে তর্করত্ন মহাশয় কল্পের হলাহল-পানের ন্যায় কার্য্য বলিয়া বিচার করিয়াছেন—ইহা যে বড়ই হাস্যোদ্দীপক কথা! লোক-শিক্ষক ভগবান্ জগতে ভক্তের মর্য্যাদা-শিক্ষা স্থাপন করিলেন,—ইহা হইল নীলকণ্ঠের হলাহল-কার্য্যের ন্যায় অপর লোকের অনুসরণের অযোগ্য-কার্য্য! স্বয়ং মহাপ্রভু কিন্তু এরূপ বিস্ময়-জনক বিচারের প্রতিকূলে সকল ভক্তকে হরিদাসের পাদোদক পান করাইলেন,—

"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।" (চৈঃ চঃ)

—নিজে ভিক্ষা করিয়া সকল ভক্তের সহিত হরিদাসের বিজয়-মহামহোৎসব করিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের বিচারে যাহা ভক্তগণের অনুসরণীয় নহে, সেইরূপ কার্য্য স্বয়ং মহাপ্রভুই ভক্তগণকে করিতে আদেশ করিয়া কিরূপ অপরাধ করিয়াছেন, এখন তাহা বিচার্য্য! শুধু হরিদাসের দেহ-বহন-কার্য্যের অনুবর্ত্তন করিতে লোক-শিক্ষা দেওয়া নহে, সমস্ত ভক্তকে যবন-কুলোদ্ভূত হরিদাসের পদ-ধৌত জল পান করাইলেন—হরিদাসের নির্য্যাণ-মহোৎসবের প্রসাদ খাওয়াইলেন। হয় ত' এখানে তর্করত্ন মহাশয় শ্রীচৈতন্যের আচরণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিবেন, তাহা তিনি বলিয়াছেনও! লোক-শিক্ষক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও একদিন ঠাকুর হরিদাসকে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে স্বীয় পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের বিচারিত ঐরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচরণের উদাহরণ দেখাইয়াছিলেন।

পণ্ডিতবর তর্করত্ন মহাশয় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত্যুত্তম-ভাব সাধারণের অনুসরণীয় নহে বিচার করিয়া তৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের নৃসিংহ বা বরাহ-অবতারের ভাব প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন হয় নাই। কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃসিংহ বা বরাহ-অবতারের ভাব-প্রদর্শন ভক্ত্যুত্তম-ভাব নহে, তাহা শ্রীগৌরনারায়ণের আত্মস্বরূপৈশ্বর্য্য-প্রকাশ-লীলা। ভক্তভাবে কেহ কখনও আপনাকে কৃষ্ণ, নৃসিংহ, বরাহ রাম প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্বাভিমান করেন না। ভক্তের বিষ্ণুর দাস বা দাসানুদাস ব্যতীত অন্য অভিমান নাই। "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ" বাক্যটী তর্করত্ন মহাশয়ের প্রথমোক্ত-দৃষ্টান্তের সমর্থন-বাক্য না হইয়া শেষোক্ত-দৃষ্টান্তেরই সমর্থন করিতেছে অর্থাৎ জীব কখনও আপনাকে মনের দ্বারাও 'ব্রহ্ম' কল্পনা করিবে না। কারণ সে অনীশ্বর বা বস্তুতত্ত্ব। অনীশ্বর হইয়া যে মূঢ়তাবশতঃ আপনাকে "ঈশ্বর" মনে করিবে, সে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এজন্যই ভোক্তৃতত্ত্ব ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের রাসাদি-লীলা, ভগবান্ বলদেবের মদ্য-পান-লীলা, দ্বারকেশের ষোড়শ-সহস্র-মহিষী-বিবাহ-লীলা প্রভৃতি ভোগ্য ও বশ্য-জীবের অনুকরণীয় নহে। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলদেব লোক-শিক্ষার জন্য সান্দীপনি মুনির গৃহে অবস্থান করিয়া যে বেদাধ্যয়ন ও গুরু-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেখানে যদি "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু" শ্লোকের প্রয়োগ দেখাইয়া কোন পরাক্-প্রবণ জীব রামকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণে বিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মন্দভাগ্য বলিতে হইবে। অনর্থযুক্ত-জীব ভগবান্ গৌরসুন্দর বা নিত্যানন্দের ন্যায় স্ত্রীর স্বামী হইবার ইচ্ছা করিলে কিংবা মাল্য, চন্দন, তাম্বূলাদি ভোগ করিবার স্পৃহা করিলে পরম অনর্থ-সাগরে পতিত হইবে। কিন্তু লোক-শিক্ষক গৌরনিত্যানন্দের আচরিত ও প্রচারিত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা, সর্ব্বাত্মাধারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধানের আদর্শ গ্রহণ না করিলে গৌরসুন্দরের অহৈতুকী-মহাবদান্যতা-সুরধুনীর তীরে অবস্থান করিয়াও আমরা মায়া-মরীচিকাতেই ভ্রান্ত হইলাম, জানিতে হইবে।

মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহোদয় শ্রীচৈতন্যদেবকে 'স্বয়ং ভগবান' বলিয়া বিশ্বাস করেন, এই কারণে পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়, মহামহোপাধ্যায়কে একটু ইঙ্গিতে কটাক্ষ করিয়াছেন, ইহা যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধরিতে পারেন। এবিষয়ে অনেক বলিবার ছিল, প্রবন্ধ-গৌরব-ভয়ে ক্ষান্ত হইতে হইল।

পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়ের উপসংহারটী পাঠ করিয়া অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিই সুখী হইতে পারেন নাই। যদি তিনি হিন্দু-মহাসভার শুদ্ধি, বিধবা-বিবাহ ও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন—কেবল এই তিনটীকেই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন, তাহাতে কোন নিরপেক্ষ সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীর ক্ষোভের কারণ থাকিত না। কারণ সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্মে বাহ্য-দেহ-শুদ্ধিকেই 'শুদ্ধি' বলা হয় না। যদি হিন্দু-মহাসভার শুদ্ধি কেবল বাহ্যদেহের শুদ্ধি লইয়াই বিচারিত হয়, তাহা হইলে তাহাও স্মার্ত্ত-ধর্ম্মেরই প্রকার-

ভেদমাত্র জানিতে হইবে। এ বিষয়ের বিশেষ বিচার ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ ১ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ভাগবতী-দীক্ষা ব্যতীত কখনও আত্ম-শুদ্ধি হয় না, আত্ম-শুদ্ধি ব্যতীত দেহ-মনের তাৎকালিকী শুদ্ধি হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনও কৃত্রিম-উপায়ে সাধিত হইতে পারে না, তাহা অশাস্ত্রীয়। কিন্তু ভগবৎ-প্রসাদ, শ্রীচরণামৃত বা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট প্রভৃতি বিষ্ণু-বস্তুকে সাধারণ ভাল, ভাত বা কুপোষক মনে করিয়া তাহাতে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিচার আনয়ন করিলে মহা অপরাধ হয়; তাহা শাস্ত্র কোটি-কণ্ঠে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি লোক-শিক্ষক আচার্য্যলীলাভিনয়কারী পুরুষগণ প্রসাদ ও বৈষ্ণব-বিচারে যবন-কুলোদ্ভূত ঠাকুর হরিদাসের সহিত শান্তিপুরে একপংক্তিতে ভোজন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই বলিয়া কোন ভক্ত কখনও প্রাকৃত-বস্তু-বিচারে কোন বস্তু গ্রহণ বা ভাগবত-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী, ভাগবত-বৈষ্ণববিদ্বেষী (যদি তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুলোৎপন্নও হন্) অপাঙ্‌ক্তেয় ব্যক্তির সহিত ভোজনাদিরূপ সঙ্গ করিয়া দুঃসঙ্গ পরিহারের আদর্শ দেখান না; তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিবার সেতু মাত্র। তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্ম-যাজনকারী ব্যক্তিমাত্রেই তাৎকালিক দেহ-মনের শুদ্ধি, বিধবা-বিবাহ বা তথাকথিত অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিতে অস্বীকৃত হইবেন না, কিন্তু তাই বলিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের আদ্যন্তই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং অসামাজস্যপূর্ণ, তর্কভূষণ মহাশয়ের এইরূপ উক্তির সহিত কোন নিরপেক্ষ বিচারকই একমত হইতে পারেন না। তর্কভূষণ মহাশয় অনেক ভাল কথা বলিয়াছেন, তিনি প্রমাণস্বরূপ যে সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা অকাট্য; আর মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার অনুরক্তিও বিশেষ প্রশংসনীয়, কখনই নিন্দনীয় নহে।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

কলিকাতা ১৩৩নং নর্থ শিয়ালদহ রোড্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ ঘোষ (গৌড়ীয়-গ্রাহক নং ৩৮৮১) প্রশ্ন করিয়াছেন,—

প্রশ্ন। "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। কি প্রকারে তিনি অপ্রকট হইলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক গৌড়ীয়ে জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। আপনারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার ও যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ, সেই জন্য আপনাদের নিকট হইতে এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইব আশা করি। প্রমাণ জানাইলে বাধিত হইব।"

উত্তর। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক ও সুপ্রাচীন গ্রন্থ। সেই সকল সর্ব্বজনমান্য গ্রন্থে যে বিষয়ের উল্লেখ নাই, তাহার তাৎপর্য্য অমান্য করিয়া পরবর্ত্তিকালের লিখিত অপ্রামাণিক জাল-পুস্তকের প্রমাণ বা অনুমান ও কল্পনাবলে-উদ্ভাবিত-বিভিন্ন-মতামত কখনও 'প্রামাণিক' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আধুনিক কোন কোন জাল-পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান-লীলা বর্ণনের অনুকরণে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কারণসমূহ রচিত হইয়াছে। একটু ধীরভাবে বিচার করিলেই এই অবৈধ অনুকরণ কার্য্যটী ধরা যায়।

মনোধর্ম্মী অপরাধিগণের বিচার এই যে, যদি শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানোদ্যমপর অন্তর্ধান-লীলা বর্ণনার অনুকরণে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কোনরূপ কারণ উদ্ভাবন করা যায়, তাহা হইলেই মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া প্রতিপন্ন এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা যাইবে। এইরূপ অপরাধময় মনোধর্ম্মোত্থ চিন্তাস্রোত হইতেই মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-লীলা-সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প রচিত হইয়াছে এবং সেইগুলিকে পরবর্ত্তি-কালের জাল-পুঁথি-সমূহে প্রবিষ্ট করান হইয়াছে।

আমরা ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭ম প্রপাঠকে, ২৩শ খণ্ডের ১ম সংখ্যায় পরব্রহ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব-শক্তিদ্বয়ী দুইটী স্বরূপানুবর্ত্তিনী শক্তির কথা দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনেও সেই শক্তির কথাই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"এই সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪শ)

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

স্বীয় স্বরূপাহ্লাদিনী আবির্ভাব-শক্তিদ্বারা তিনি জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন, আবার স্বীয় তিরোভাব-শক্তিদ্বারা তিনি প্রকট-প্রকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। অতএব মহাপ্রভু কি প্রকারে অপ্রকট হইলেন—এই প্রশ্নের উত্তর প্রমাণ-শিরোমণি শ্রুতিই প্রদান করিয়াছেন।

দেহে ভ্রান্ত হইয়া কর্ম্ম-ফল-বাধ্য জীব নিজ নিজ শরীরকে 'অপ্রাকৃত' বলিয়া মনে করে, তাহার প্রতিষেধক-কল্পে লোক-শিক্ষার জন্য, প্রাকৃত সহজিয়াগণের মুক্তাভিমান নিরসনার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নিজ দেহে অসুরের প্রাকট্য-বিধান করিয়াছিলেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর নিত্যকলেবরে কর্ম্মফলবাধ্য শরীরের ন্যায় অসুখাদি ব্যাধির উদ্গম হইতে পারে না। মহাপ্রভুর অসুখ-লীলা মূঢ়দিগকে প্রতারণা করিবার জন্য। শ্রীল-সনাতন-শিক্ষাচ্ছলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান-লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যথা,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৩শ ১০৯, ১১১, ১১২ সংখ্যায়—

"মৌষল-লীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্ধান।
কেশবাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মায়িকী হরণ আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥"

সুতরাং স্বয়ং মহাপ্রভুর বাক্যেও তাঁহার অপ্রকটলীলার তাৎপর্য্য আমরা জানিতে পারি। মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাচ্ছলে জানাইলেন যে, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় ভগবানের অপ্রকট লীলা-প্রকাশের কোন কারণ নাই, তাহা তাঁহারই তিরোভাব-শক্তিদ্বারা আবিষ্কৃত। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৬।৩৫ শ্লোকের সারার্থ-দর্শিনী-টীকায় চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান-লীলার প্রকার অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"যথা নটঃ ঐন্দ্রজালিকঃ হেল-ঘাত-মূর্চ্ছাদিভিঃ স্বদেহং ত্যজতি, তত্র ত্যাগং সর্ব্বান্ দর্শয়তি, প্রত্যাদদতি চ অথচ স্বদেহং ধত্তে এব নহু ত্যজতে, তথৈব মৎস্যাদি-রূপাণি মৎস্যাদি-শরীরাণি স্বীয়ানি ভগবান্ ধত্তে জহাতি, ধত্তে এব জহাতি। যেন নটস্য স্বশরীরধারণং সত্যমেব তত্ত্যাগস্তু মিথ্যেব যথা, তথৈব ভগবতোঽপি মৎস্যাদি-স্বীয়শরীরধারণং সত্যমেব তত্তত্যাগো মিথ্যেবেত্যর্থঃ। যথাচ মৎস্যাদিশরীরাণি ধত্তে এব জহাতি, তথৈব যেন তৃতীয়ঃ স্কন্ধিতস্কন্ধে কলেবরং জহাবিতি শ্রীকৃষ্ণকলেবর-ত্যাগো মিথ্যেবেতি। নরাকৃতিপরব্রহ্মাদিকমপি নটরূপ-নরধর্ম্মেণৈব ভগবান্ করোতি নতু তত্রৈব। যদেহস্যাপ্যৌপচারিক-ত্বেন নাশাসম্ভবাৎ। যদুক্তং মহাভারতে—"ন কৃতশ্চিদ্বিনাশোঽস্য দেহোঽপি পরমাত্মনঃ" ইতি। বৃহদ্বৈষ্ণবেঽপি, "যো বেত্তি ঔপচারিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিঃকার্য্যঃ শ্রৌত স্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেদিতি"।

শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য ভাগবত-তাৎপর্য্যে স্কন্দপুরাণ-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—(ভাগবততাৎপর্য্য ৩।৩।২৯)

"পৃথিবীলোক সংত্যাগো দেহত্যাগো হরেঃ স্মৃতঃ।
নিত্যানন্দস্বরূপস্যাবতারৈরোপলভ্যতে॥
ধর্ম্মেজ্যমোহায় সতাং গতিং মৃতকাকৃতিম্।
নটবন্নটবান্ বিষ্ণুঃ পরত্রানাকৃতিঃ স্বয়ম্॥"

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১০৬ সংখ্যায় বহুবিধ শাস্ত্র-বচন-উদ্ধার ও বিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ভগবানের দেহ পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, কাজেই তাঁহাতে ষড়্‌বিকার নাই। জরা-ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্ আক্রান্ত হইতে পারেন না এবং প্রাকৃত-লোকের ন্যায় পঞ্চত্বপ্রাপ্তও হন না। সুতরাং মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলা কি কারণে হইয়াছিল,—তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে এই মাত্র বলিতে হয়, পরম-স্বতন্ত্র ভগবানের আজ্ঞানুসারে তাঁহার অলীলা অন্তর্ধান-শক্তি প্রভুর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত অন্য কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। অন্যান্য প্রলাপগুলি অক্ষজ-জ্ঞানোত্থ বলিয়া নিরর্থক মাত্র। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-কৃত শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণ প্রথমপাদেও এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের যে কোন প্রাকৃতিক-কারণ বশতঃ জগৎ হইতে অন্তর্ধান হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে সাত্বত শাস্ত্রকারগণ বহুবিধ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য শ্রীব্যাসরাজ স্বামী তাঁহার "যুক্তিমল্লিকা" গ্রন্থে বহুবিধ যুক্তিদ্বারা অক্ষজ-বাদিগণের মত নিরাস করিয়াছেন। আমরা বাহুল্য-ভয়ে যুক্তিমল্লিকার—সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধার না করিয়া নিম্নে কেবলমাত্র তাহার কয়েকটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম,—

যদি ব্রহ্মনামক ব্যাধের অস্ত্রাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃই মৃত হইতেন, তাহা হইলেও তৎকালে তাঁহার উদরস্থ জগতেরও মৃত্যু ঘটিত। কারণ বিষ্ণুর উদরে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি উক্ত হইয়াছে।

যদি কৃষ্ণের বস্তুতঃ বিনাশই ঘটে, তাহা হইলে তদীয় স্বর্গারোহণকালে জগতের প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে এবং অবতারকালে জগতেরও সৃষ্টি হইতে পারে।

অল্প তপোবল-সম্পন্ন এবং অকৃত ধর্মনাভিলাষ-যুক্ত লোকগণের নিকট ভগবান্ নিজ বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহার সংগোপন করিয়াছিলেন।

লোক মধ্যে পিশাচাদির দেহ খড়্গদ্বারা ভিন্ন হইতে দেখা যায় না, এইরূপ কোনও স্থলে যন্ত্রদ্বারা খড়্গের তীক্ষ্ণতা প্রতিহত হইলে উক্ত খড়্গদ্বারাও কোন বস্তু ছিন্ন হয় না। অতএব সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ ছিন্ন হইয়াছিল বলিলে পিশাচ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অল্পতা হইয়া থাকে এবং সঙ্কল্পমাত্রসিদ্ধ ভগবানের সর্বজয় শক্তির লোপ-প্রসঙ্গও ঘটিয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড-খর্পর-ভেদে যাঁহার নখস্পর্শও ছিন্ন হয় নাই, ব্যাধের বাণাঘাত মাত্রে তাঁহার শরীরচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বিষ্ণুর রোম-কূপে ব্রহ্মাণ্ডরাশি বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তাঁহার রোমচ্ছেদ মাত্রেই জগতেরও ছেদ হইতে পারে। "ন হতে স্বং ক্রিয়তে কিঞ্চনারে" এই শ্রুতি দ্বারা ছেদন-ভেদন প্রভৃতি সকল-ক্রিয়া বিষয়ে ভগবানকেই নিয়ামকরূপে অবগত হওয়া যায়; অতএব অন্য কে তাদৃশ পুরুষবরের ছেদক হইতে পারে?

দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণুর আহুতি প্রদত্ত হইবার পূর্বেই রুদ্র সতী-দেহ-ত্যাগে ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষের শিরশ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলে যিনি স্বীয় আহুতি বিলোপ-শঙ্কায় দক্ষ-মস্তক রুদ্রেরও অচ্ছেদ্য করিয়াছিলেন, তাদৃশ বিষ্ণুকে কে ছেদন করিতে পারে?

রুদ্র দক্ষের বক্ষঃস্থলে আক্রমণপূর্বক তীক্ষ্ণধার আয়ুধ দ্বারা আঘাত করিয়াও দক্ষের মস্তক ছেদন করিতে পারেন নাই। শস্ত্র ও অস্ত্র প্রহার করিলেও দক্ষের চর্মমাত্র ছেদনে অসমর্থ হইয়া রুদ্র বিস্ময়াবেশে দীর্ঘকাল দিব্য-দৃষ্টি সহকারে ধ্যান করিলেন। দক্ষের শিরশ্ছেদ হইলে বিষ্ণুর আহুতি লোপ হইবে, অতএব তাঁহার শিরশ্ছেদ বিষ্ণুর অভিমত নহে—পশুপতি রুদ্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া —"আমি স্বয়ংই দক্ষকে বিষ্ণুর আহুতির জন্য পশুরূপে পরিণত করিব"—এইরূপ উপায় নির্ধারণপূর্বক অতঃপর তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত ভাগবত-বচন হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ সঙ্কল্পদ্বারা অন্য বস্তুকেও অচ্ছেদ্য করিতে পারেন। অতএব তাঁহার নিজের ছেদন কিরূপে সম্ভব-যোগ্য হইতে পারে?

হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে অস্ত্র-শস্ত্র-দ্বারা ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াও ভগবৎ-কৃপা-বল-রক্ষিত তাঁহার ছেদনে সমর্থ হয় নাই, অতএব যিনি কৃপামাত্রেই ভক্ত-জনের ছেদন নিবারণ করেন, তিনি স্বয়ং কিরূপে ছিন্ন হইতে পারেন?

কৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষের সন্ধি-স্থাপনের জন্য হস্তিনাপুরে গমন করিলে কৌরবগণ পাশদ্বারাও তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে নাই। অতএব তাঁহার ছেদনে কে সমর্থ হইবে?

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধকালে নাগপাশদ্বারা রামচন্দ্রের দেহচ্ছেদ উৎপাদন করিয়াছিল। ভগবানের তাদৃশী লীলা কেবল-মাত্র লোকানুকরণ এবং লোক-মোহনের জন্যই হইয়াছিল, যিনি ইন্দ্রজিতের শস্ত্রাঘাতে মৃত কপিগণকে অমৃত-বৃষ্টি-দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ রামের ছেদন কিরূপে হইতে পারে?

নট পুরুষ নারীবেশ ধারণ করিয়া রঙ্গস্থলে রোদন করিয়া থাকে, দর্শকগণ তাহাকে নারী এবং দুঃখপ্রস্ত-রূপে দর্শন করিলেও বস্তুতঃ সে নারী বা দুঃখী নহে। এইরূপ ভগবান্ রামচন্দ্র লোকমধ্যে অস্ত্র-ছিন্ন এবং দুঃখিরূপে অশ্রু-লোচনে দৃষ্ট হইয়াও বস্তুতঃ তৎস্বরূপ নহেন।

অতএব অনুমান, কল্পনা বা মনোধর্মি-পুরুষগণের অপরাধময় চিন্তাস্রোতদ্বারা রচিত জাল পুস্তকাদির অসৎ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া শ্রীবৈষ্ণবাপ্রভুর অন্তর্ধান-লীলা-সম্বন্ধে আমাদের প্রমাণ শিরোমণি শ্রুতির সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। শ্রুতি বলিতেছেন, ভগবান্ তাঁহার আবির্ভাব-শক্তিদ্বারা জগতে প্রকটিত হন এবং তিরোভাব-শক্তিদ্বারা জগৎ হইতে অন্তর্হিত হন। অপ্রাকৃত বস্তুর অন্তর্ধান-সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণ থাকিতেই পারে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২রা আষাঢ় ১৩৩৫, ১৬ই জুন, ১৯২৮ | ৪৩শ সংখ্যা

নীলাচলে শ্রীমৎসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ

নীলাচল-নাথের প্রথম দর্শন

এখনকার সময় হইতে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিদাঘকালের প্রত্যূষে এক তরুণবয়স্ক যুবক কটক হইতে পদব্রজে শ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া চলিতেছিলেন। তাঁহার পাথেয় ৸৹ সম্বল ভগবানের চরণ-দর্শন কৌতূহল-মাত্র। পার্থিব অর্থের অসদ্ভাব-বশতঃ তাঁহার তৎকালে কোনও প্রকার যানের সাহায্য গ্রহণ করিবার সুবিধা হয় নাই। যদিও সেকালে বাষ্পীয় যান বা বৈদ্যুতিক যান ছিল না তথাপি যবন-অধিকারকালে বঙ্গদেশ হইতে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র-নীলাচল পর্য্যন্ত একটী পথ বর্ত্তমান ছিল। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎকল-দেশ বৃটিশরাজ্যভুক্ত হওয়ার সময় হইতে এই পথে পূর্ব্বের ন্যায় পথিকগণের নিকট হইতে কোন শুল্ক আদায় করা হইত না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনাভিলাষি-যাত্রিগণের নিকট হইতে বিভিন্ন খাণ্ডলিকগণ পথের জন্য শুল্ক বা কর আদায় করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখকগণ একথা তাঁহাদের রচিত নীলাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীশিবানন্দ সেনের ঘাটি-সমাধান শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে ভূম্যধিকারিগণ পথিক-গণের নিকট হইতে পথে চলিবার কর আদায় করিতেন। যখন আমাদের তরুণ যুবক কটক হইতে নীলাচলে যাত্রা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি শুল্ক-প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ভোজ্য বস্তুর মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ শুষ্ক মাত্র ছিল।

অপ্রাকৃত রাজ্যের হরিজনগণের ক্রিয়াকলাপ ঐতিহ্য-বিৎ সাধারণ-বাহ্য-বিচারকের চক্ষে আবরণ স্বরূপে অবস্থান করে। এই প্রকার ঐতিহ্য কুজ্ঝটীকার ন্যায় বদ্ধজীবের হৃদয়ে সত্য-সূর্য্যের রশ্মি আবরণ করিয়া তাহাদিগকে লৌকিক-বিচার-ভূমিকায় বিচরণ করায়।

আমরাও ঐতিহ্যমুখে দেখিতে পাই যে, এই ভাবী কর্ম্ম-বীরের কর্ম্মসূত্রে তখনকার অবলম্বনের মধ্যে মাত্র একখানি পত্র। সেই পত্রখানি খ্যাতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। তাহা তিনি ডাঃ রোবার নামক একজন আর্ম্মান মনীষীকে দিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল, "আমার একটী ছাত্র কার্য্য-উপলক্ষে উৎকলদেশে যাইতেছেন; শিক্ষা-বিভাগে তাহারা একটী চাকুরী হইলে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা হয়।" যদিও এই পত্রবাহক অতি সম্প্রতি ধনবানের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি কালবশে তাঁহার সম্প্রতি পত্রসেবা না করিলে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইতেছে। আমাদের পথভ্রান্ত তরুণের হস্তে কিন্তু শুষ্ক ও এই পত্র-খানি সম্বল ছিল। তিনি দিবসের অষ্টম যামার্দ্ধে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া শ্রীনীলাচল-নাথের প্রথম দর্শনলাভ করিলেন এবং সন্ধ্যার পরে শিক্ষাবিভাগের একটী কর্ম্মচারীর গৃহে

শ্রীনীলাচল-নাথের প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। পাঠক! এই তরুণ যুবকটী কে, বুঝিতে পারিয়াছেন কি? ইনিই সেই লোকোত্তর মহাপুরুষ—যাঁহার কৃপায় বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি-সুরধুনী পুনঃপ্রবাহিত দেখিতে পাইতেছেন।

যাঁহার গৃহে তিনি মহাপ্রসাদ পাইলেন, সেই ব্যক্তি একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ; পরবর্ত্তিকালে বিচারবিভাগে কর্ম্মচারিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রাদেশিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মহাশয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পর দিবস আমাদের কথিত যুবক ঐ পত্রখানির ব্যবহার করিয়াছিলেন। উহার পরের কতিপয় ঘটনা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে বলিয়া এখানে সেই সকল কথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বিরত রহিলাম।

শ্রীশ্রীনীলাচল-নাথের দর্শনের পূর্ব্বে আমাদের কথিত পুরুষ প্রবর কটক জেলার অন্তর্গত কেন্দ্রাপাড়া নামক মহকুমার নিকটবর্ত্তী ছুটী নামক গ্রামে কার্য্যানুরোধে কয়েকমাস যাবৎ বাস করিতেছিলেন।

জগতের নাথ জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান। প্রতিটীন জগতের গতির আকর্ষণসূত্রে জগতের নাথকে যিনি যেখানে থাকেন, সেইখানেই উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়-লোলুপতায় তাঁহার ব্যাঘাত ঘটে। সকল জগৎ শ্রীজগন্নাথের সম্পত্তি-বিশেষ হইলেও জগতের অধিবাসী বালিকের সাহিত্যালাপে বঞ্চিত হইয়া বাহিরে বাহিরে অবস্থান-কালে মূল প্রভুর কথা বিস্মৃত হয়। সুতরাং বাহ্য-জগতে বিবিধ বিক্রম লক্ষ্য করিয়া একটি শক্তিসমষ্টিকে কোন কোন সময়ে জগতের নিমিত্ত কারণ বলিয়া ধারণা করেন। তাঁহাদের বিচারে 'নিমিত্ত-কারণ' নির্ব্বিশেষ অবস্থায় 'অব্যক্ত' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য। বাহ্য জগতে প্রকাশিত ব্যাপারমাত্রই যখন জগৎ, তখন সেই চঞ্চল-জগৎ কখনই নিত্য "জগন্নাথ" শব্দ বাচ্য নহে। সুতরাং জগন্নাথ-দর্শনের পূর্ব্বে জগতের অধিবাসী জীবের হৃদয়ে নির্ব্বিশেষ-(impersonal) ব্রহ্মকেই "জগন্নাথ" বলিয়া প্রতীতি হয়। অন্তরিন্দ্রিয়-বিধি-অবলম্বনে জাগতিক সবিশেষভাব অতিক্রম করিয়া জগতের স্থূলশরীরসমূহ যে আধারে অবস্থিত আছে, সেই অবকাশের মধ্যে জগন্নাথের অবস্থিতি মনে করিয়া অনেকের বিচার জড়ীভূত হইয়া পড়ে। আবার কাহারও বা অখণ্ড কালকেই 'জগন্নাথ' বলিয়া প্রতীতি হয়। জগন্নাথের পাত্রত্ব-নিরূপণে যাঁহারা নির্ব্বিশেষ-বিচারের বশবর্ত্তী হন, তাঁহাদের দেশ ও কালকেই "জগন্নাথ" প্রতীতি হয় এবং তাঁহারা স্থূল সমষ্টিকেও পাত্র জ্ঞান করেন। প্রকৃতির অধীনে যে দেশ-কাল-পাত্রে "জগৎ" নামে ব্যক্ত, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া অ-জগৎ বা অ-ব্যক্ত প্রকৃতিকেই নির্ব্বিশেষ-পাত্রত্বরূপে আকর জ্ঞান করেন।

কলিকাতাবাসী আমাদের এই যুবক সেইকালে পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার-প্রণালী ও নব্য একেশ্বর-ব্রহ্মবাদের চিন্তাস্রোতের সহিত তাঁহার স্বাভাবিক মতভেদ বর্ত্তমান ছিল। ইনি এই উভয় সম্প্রদায়ের বিচারের মধ্যে ঈশ্বর-সূচক নির্দ্দেশগুলির আদর করিতে শিখিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের সাম্প্রদায়িকতার পরস্পর বৈষম্য ও জাগতিক যুক্তি-চাকচ্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে ভগবৎস্বরূপ-গত সূক্ষ্মপ্রতীতির মধ্যে নির্ব্বিশেষ বিচারের কতকটা গন্ধ তাঁহার স্বাভাবিক রুচির প্রতিকূল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। নব্য একেশ্বরবাদে ব্রহ্মকৃপা, ব্রহ্মচরণানুশীলন প্রভৃতি পদসমূহ-মাত্র জাগতিক চাকচ্যের উপপাদক জানিয়া সবিশেষ বিষ্ণু-বস্তু-দর্শন করিতে আসায় শ্রীনীলাচল-নাথের সঙ্কোচিত অব্যক্ত পদদ্বয় ও অসম্প্রদায়িত বাহুদ্বয়ে তাঁহার শ্রীভগবানের নিত্যরূপ সন্দর্শনের কৌতূহল সমুদ্ভূত করিয়াছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন, সবিশেষ-ব্রহ্মদর্শন করিতে গিয়া যাঁহারা ব্রহ্মের আপাদ-মস্তক-দর্শনাভিলাষী হন, তাঁহাদিগের নিকটে নীলাচল-নাথ স্বীয় পদপ্রদর্শন না করিয়া সায়ক-বাহু মাত্র প্রসারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শন-প্রচারক শ্রীমল্লক্ষ্মণদেশিক একদিন শ্রীজগন্নাথের নির্ব্বিশেষ-প্রতীতি অপসারণ করিবার জন্য শ্রীনীলাচলে সমাগত হন। ইহার বহুপূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-পাদ অদ্বৈত-নায়কোপাসকদিগের কর্ম্মজড়বাদ নিরসন করিয়া একদিন শ্রীনীলাচল-নাথকে সুন্দরাচলবাসী করিয়াছিলেন। "অপাণিপাদঃ" শ্রুতি-মন্ত্রের গ্রহণগ্রাহকত্ব জগতে প্রচার করিবার জন্য রথারূঢ় নীলাচলপতি সুন্দরাচলে নীত হন। ভগবানের শক্তিত্রয় 'শ্রী-ভূ-নীলা' নামে প্রসিদ্ধ। সেই নীলা হইতে ভূ-শক্তিরূপিণী প্রেম-ভক্তির অনুসংযোগে নীলাচল-নাথকে শ্রীভূমিকায় আনয়ন-কার্য্যে আদি বৈষ্ণবাচার্য্যের চেষ্টা

পরিলক্ষিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর জীব-মানস-প্রথকে প্রাপঞ্চিক বিচার অতিক্রম করাইয়া অপ্রাকৃত মনোরথে শ্রীজগন্নাথকে নীলাচল হইতে পুরুষাচলে লইয়া গিয়াছিলেন।

নীলাচল-নাথের আদি দর্শনস্থলে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আমাদের প্রথম দর্শনার্থী প্রভুর হৃদয়ে অব্যক্ত আভাসে প্রতিভাত হইলেও তাঁহার নিখনী ঐ সকল কথা প্রকাশ করিতে আরও দুই তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়াছিল। পাঠকের কেহ কেহ "শ্রীচৈতন্য-গীতা"-নামক একখানি বঙ্গীয় ভক্তিগ্রন্থের কথা শুনিয়া থাকিবেন। এই গ্রন্থের লেখক 'শ্রীসচ্চিদানন্দ-প্রেমালঙ্কার' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনিই পরবর্ত্তিকালে "শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ-সেবকগণের বিচারমতে মুকুন্দ-প্রেষ্ঠরূপে সম্পূজিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দর্শন

বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিদূন ষষ্টি বর্ষ পূর্ব্বে পদব্রজে আগমনকারী প্রাক্তন পুরুষটী নরযানে কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর, লক্ষ্মণনাথ ও কটক হইয়া শ্রীনীলাচলনাথের দর্শনে আসিতেছিলেন। এবার একক আসেন নাই, সঙ্গে শিবিকায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী, দুইটী শিশুপুত্র ও দুইটী নিষ্ঠকন্যা ছিলেন। দ্বিতীয়-দর্শন-লাভ আসিবার উপলক্ষ কর্ম্মজগতের সূত্র অবলম্বন করিবার প্রারব্ধ নহে, কিন্তু প্রারব্ধ-কর্ম্মসূত্রের অজিনয়ে শ্রীনীলাচলনাথের সেবা।

প্রথম-দর্শনে নীলাচলে অল্পকাল-স্থিতি, মধ্যকালীয় দর্শনে প্রকৃত প্রস্তাবে নীলাচলনাথের সেবাগ্রহণ। আধ্যক্ষিক-জ্ঞানমত্ত জনগণ এই পুরুষের কৃতিত্বের বিবরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে একটী "যোগ্য-কর্ম্মবীর" বলিয়া গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্নিহিত দৃষ্টির অভাবে তাঁহার লোকাতীত হরিজনত্ব দর্শন করিবার নয়ন-লাভে বঞ্চিত হইবেন। এই দ্বিতীয় বারের যাত্রী শ্রীসচ্চিদানন্দ-প্রেমালঙ্কার তাঁহার প্রেমালঙ্কারটী প্রকাশ করিতে আর প্রস্তুত নহেন। ইনি এখন শ্রীসচ্চিদানন্দ (শ্রীজগন্নাথ) দাস নামে আপনাকে জানাইয়াছিলেন। এইকালে তাঁহার শ্রীনীলাচলনাথের কেবলমাত্র দর্শন নহে; পরন্তু পঞ্চবর্ষাতীতকাল কায়মনোবাক্যে সেবাধিকার লাভ। বাহ্য বিচারে ইনি একজন ভৃতক কর্ম্মচারী, কিন্তু তাদৃশ ভৃতি শ্রীজগন্নাথের সেবকত্বের বিনিময়ে নহে। আধিকারিক দেবগণ যেরূপ স্বরূপগত চেষ্টায় হরির নিত্য সেবক ও বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস লৌকিক আধিকারিক ভার প্রাপ্ত হইয়া ভৃতক হইলেও পরমার্থ-সংগ্রহের অভিনয়ে তাঁহার কোনরূপ ঔদাসীন্য ছিল না। শ্রীনীলাচলনাথের সেবোন্মুখ হইয়া ইনি পঞ্চবর্ষাধিক কাল যে সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক দর্শন এখানে সম্ভবপর না হইলেও সংক্ষেপে কয়েকটী নিদর্শন মাত্র দেখাইতেছি।

শ্রীমহাভারতের প্রকাশক কলিকাতা-নিবাসী প্রতাপচন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তি আমাদের কথিত পুরুষের তত্ত্বাদি কলিকাতা হইতে প্রেরণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর উক্ত রায় মহাশয় ঘটনা হইতে মুদ্রিত অত্যধিক ভ্রমপূর্ণ একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠাইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়াও উহা প্রাপ্ত হন নাই। যাঁহাদের নিকট হস্ত-লিখিত গ্রন্থ ছিল, তৎকালে তাঁহারা অনেকেই পুরুষানুক্রমে উহার পঠন-পাঠন প্রভৃতি কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। আবার যাঁহারা ঐ গ্রন্থকে বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তক বলিয়া অনাদর-পূর্ব্বক সংস্কৃত-সাহিত্য আলোচনায় বিব্রত থাকিতেন, তাঁহারাও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কোন প্রভু-সন্তান-নামধারী এক ব্যক্তির নিকট শ্রীচরিতামৃতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করায় তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দের অনুজ সহোদর এবং শ্রীচরিতামৃতগ্রন্থে বিভাস-চতুষ্টয়ে সূত্রখণ্ড, বাল্যখণ্ড, গৃহস্থখণ্ড ও সন্ন্যাসখণ্ড আছে। তবে সেই গ্রন্থের কথা তাঁহার শোনা আছে মাত্র, তিনি স্বয়ং দেখেন নাই।

আমাদের কথিত পুরুষবর নীলাচলে নীলাচলপতির আরাধনা করিতে করিতে উৎকলদেশীয় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ মিশ্রের নিকট সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আলোচনা করেন এবং সেই পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীজগন্নাথদেবের সর্ব্বপ্রধান সেবক উৎকল-সম্রাট্‌চরের পুস্তকাগার হইতে বহুব্যয়ে ও গোপনে শ্রীজীবপাদপ্রণীত ছয়খানি সন্দর্ভের প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত "শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য", "প্রমেয়-রত্নাবলী" এবং তাঁহার অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইকালে রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের জনক

বিন্দুমাধব বসু ও তাঁহার ভ্রাতা রাধামোহন বসু শ্রীক্ষেত্র-বাসোপলক্ষে সর্ব্বদা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া নানা-প্রকারে পরমার্থ-বিষয়ে সখ্যতা স্থাপন করেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ সেইকালে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের লিখিত একখানি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ রাধামোহন বসুর নিকট হইতে পাইয়া-ছিলেন। সেই গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়াই শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাস শ্রীগৌড়-ভূস্থান শ্রীনবদ্বীপের অনুসন্ধানে (এই সময়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে) প্রবৃত্ত হন। শ্রীপরমানন্দ-দাস-প্রণীত গ্রন্থখানি শ্রীনবদ্বীপের স্থানীয় অনুসন্ধান-বিষয়ে একমাত্র সাহায্য করিয়াছিল। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-গ্রন্থের ভূমিকায় এই কথার আভাস আছে। শ্রীনবদ্বীপের স্থানসমূহ নির্ণীত হইবার পর রাধামোহন বসুর গ্রন্থখানি বৃন্দাবনে কালাকুঞ্জে তাঁহার নিকট পুনরায় তাঁহার পুত্র (রামকৃষ্ণ বসুর পিতা) বলরাম বসু দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল। চন্দননগর হইতে 'প্রজাবন্ধু' নামক একখানি সাময়িক-পত্রের উপহারসূত্রে এই শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের কতিপয় পত্র কিকিন্ন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে বহরমপুর হইতে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয়বার প্রচার হইয়াছে।

শ্রীসচ্চিদানন্দ কেবল যে শ্রীমদ্ভাগবত, গোবিন্দভাষ্য, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যাপকের নিকট নীলাচলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—এরূপ নহে, তিনি পুরুষোত্তমবাসী কতিপয় ব্যক্তিকে স্বয়ং সেইকালে ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যা-পনাও করিয়াছিলেন। ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কার্য্য ব্যতীত শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ মুক্তি-মণ্ডপে "নির্ব্বিশেষ-বিচারপর প্রবলবিপ্রাভিজাত্য-সম্পন্ন শাসন-ব্রাহ্মণগণের অধ্যুষিত মুক্তি-মণ্ডপের বিপরীত-উত্তর-পার্শ্বে বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মাবস্থিত স্থানের সেবনমুখে তিনি "ভক্তি-মণ্ডপ" স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মণ্ডপে তাঁহার ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনার স্থান ছিল।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বতোভাবে অবনতি ও দুর্গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয় যেরূপ দ্রব হইয়াছিল, তাহার ফলে প্রোথিত-গৌড়ীয়-শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিশ্বাস স্মার্ত্তপ্রা-বলিত গৌড়ীয়-ভূমিতে অঙ্কুরিত হইয়াও সর্ব্বত্র বিশাল-শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট-রূপে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই ভক্তি-মণ্ডপে পুনরায় কণ্টক আরোপিত হওয়ায় শুদ্ধ-ভক্তি-পথের পথিকের কোমলপদ-সমূহ কিছুদিন হইতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শোণিত উদ্গিরণ করিতেছে। গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী স্বামিপাদের অনুগ-গণ অনুক্ষণ তাঁহার প্রস্তাবিত কণ্টকোন্মূলন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। "কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গঃ, শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ। হা হা ক্ব যামি, বিকলঃ কিমহং করোমি, চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি —এই বাণী-কথিত যে শুদ্ধভক্তিলতার বীজ আরোপিত হইয়াছে, কণ্টকের বীজ-দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইলেও শুদ্ধপ্রেম-ভক্তির বন্যা, প্রোথিত-কণ্টক-বীজ-কৃত্রিম ভূমিকাকেও ভাসিয়া লইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-লতিকা প্রেম-প্রসূন দ্বারা কেবল উৎকল-গগন নহে, সমগ্র পৃথিবীতে গৌর-প্রেমভক্তির সুরভি বিস্তার করিবে।

সেইকালে নীলাচল-ক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী ও শ্রীল কাহাধারী রঘুনাথ দাস বাবাজী প্রভৃতি কয়েক জন উদাসীন বৈষ্ণব সচ্চিদানন্দের শুদ্ধ-ভজন-বিষয়ে সহায়ক ছিলেন। তাঁহাদের সহিত ইঁহার যে সকল পারমার্থিক বিচার ও আনুষ্ঠানিক ব্যবহার হয়, তাহা এখানে বর্ণনের স্থান অল্প।

পরিদর্শকসূত্রে তিনি শ্রীমন্দিরের নানাবিধ সেবা-সৌষ্ঠব বিধান করেন। সাতরা মঠ হইতে সেই কালে অনেক নির্ব্বিশেষবাদী জগদ্‌গুরু-নামধারী আচার্য্য ব্যক্তিরা শ্রীনীলাচলনাথের নিকট একটী উপল-নির্ম্মিত কুকুর পুনঃ-স্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ-দাসের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের সেবক-সূত্রে তিনি ঐ সকল নবীন কথা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। তৎকালে শ্রীরামানুজীয় মঠধারী-মহান্তগণের মধ্যে শ্রীরাঘবদাস মঠের মহান্ত শ্রীনারায়ণদাস তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুর কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রী-সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থাদি ও প্রপন্নগণের লিখিত ভক্তিশাস্ত্রাদি আলোচনামুখে ভগবৎ-সেবায় ঐকান্তিকতা আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল। অভিবাড়ী-সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে বিশেষভাবে পৃথক্—ইহাও তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিল। অনেক সময় শ্রীজগন্নাথের বিভিন্ন সেবার পরিদর্শকসূত্রে তাঁহাকে শ্রীমন্দিরে অবস্থান করিতে হইত। তাঁহার শ্রী-নীলাচল-নাথের দ্বিতীয় বার দর্শন কেবল সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের ব্যাপার নহে পরন্তু অভিধেয়-সমৃদ্ধির নিদর্শন জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা,

শ্রীভগবদ্গীতা, বেদান্তাধিকরণমালা, গোবিন্দভাষ্য-বিবৃতি, কল্যাণ-কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ শ্রীসচ্চিদানন্দের শুদ্ধভক্তি-প্রচার-গৌরের অভিন্ন-স্বরূপে নিত্যকাল অবস্থান করিবেন।

শ্রীল ঠাকুরের
বিরহ-মহা-মহোৎসব

আগামী ৩রা আষাঢ়, ১৩৩৫, ১৭ইজুন ১৯২৮ রবিবার দিবস স্বরূপগঞ্জে শ্রীগোড়ীয় মঠোদ্যানে আনন্দ-সুরধুনী-কূলে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি-উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। শুদ্ধভক্তগণের উক্ত মহোৎসবে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

উক্তদিবস শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ঠাকুরের ভজনস্থলী "ভক্তিকুটী" শ্রীপুরুষোত্তম মঠেও শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাব-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

উল্লিখিত দুইটী মঠ ব্যতীত শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহেই শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি শ্রীগ্রন্থ-পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি-মুখে পালিত হইবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমৎসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
চতুর্ব্বিংশ-বার্ষিক-বিরহ-মহোৎসব-উপলক্ষে
—ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি—

(১)

গৌরপারিষদ, ভকতিবিনোদ।
অয় অয় প্রভু দীনৈকশরণ॥
(তব) বিরহ-উৎসবে শুদ্ধভক্ত সবে।
(আজ) তব গুণগানে আনন্দে মগন॥

(২)

(তব) ভজনমন্দির এই "ভক্তি-কুটি"।
(আজ) অপরূপ-সাজে শোভে পরিপাটী॥
ভক্তগণ সবে পড়ে ভূমে লুটি'।
ইহার মহিমা করিয়া স্মরণ॥

(৩)

(আজ) ত্যাগী-ব্রহ্মচারী-শুদ্ধ-ভক্তগণ।
করিতেছে তব গুণ সংকীর্ত্তন॥
বিশাল-বারিধি প্রতিধ্বনি-ছলে।
ভীমনাদে তাহা করিছে ঘোষণ॥

(৪)

পণ্ডিতাভিমানি সভ্য লোক যত।
শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব কেহ না জানিত॥
বৈষ্ণবের নাম কাণে না শুনিত।
ঘৃণায় করিত নাসিকা-কুঞ্চন॥

(৫)
তদ্বাড় বতেক গৌরাঙ্গের গণ।
নড়িবার তরে কামিনী-কাঞ্চন॥
কৌশল সৃজিয়া রাখিল ঢাকিয়া।
গৌর-প্রধর্শিত শুদ্ধ-ভক্তি-ধন॥

(৬)
বাউল-দরবেশ আর কর্ত্তাভজা।
সহজিয়া আদি পেয়ে গেল মজা॥
"বৈষ্ণব" বলিয়া পরিচয় দিয়া।
কুলটা লইয়া করিল ভজন॥

(৭)
কোথা মায়াপুর কে করে সন্ধান।
'কুলিয়া' হইল গৌর-জন্মস্থান॥
যোজন-প্রমাণ নবদ্বীপ-ধাম।
ক্রোশেকের মধ্যে হইল গণন॥

(৮)
এহেন সময়ে গৌরাঙ্গ আজ্ঞাতে।
আসিলে হে পুনঃ ভারত-ভূমেতে॥
দীন-বেশ ধরি' দ্বারে দ্বারে ফিরি'।
শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তি কৈলে প্রচারণ॥

(৯)
হরি-নাম-মাত্র কলিযুগ-ধর্ম্ম।
জানালে সকলে এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
নাম-হট্ট ক'রে নদীয়া-নগরে।
আচণ্ডালে নাম করালে গ্রহণ॥

কটক-নগর
১৪ই বামন গৌরাব্দ ৪৪২
৩রা আষাঢ় ১৩৩৪

(১০)
শ্রীশরণাগতি-সজ্জন-তোষণী।
বৈষ্ণবধর্ম্ম-হরিনাম-চিন্তামণি॥
শিক্ষামৃতে শিক্ষা সহজে প্রদানি'।
(জীবের) অজ্ঞানান্ধকার করিলে মোচন॥

(১১)
শ্রীগৌড়-মণ্ডল ব্রজভূমি ব'লে।
তব প্রবন্ধমাঝে স্পষ্ট প্রকাশিলে॥
সুপ্ততীর্থ মায়াপুর প্রকাশিয়া।
গৃঢ়োচিত গৌর করিলে স্থাপন॥

(১২)
কি বর্ণিব তব গুণের মহিমা।
অনন্তেও নারে করিবারে সীমা॥
শ্রীগুরুচরণ করিয়া স্মরণ।
কিঞ্চিন্মাত্র তা'র করিনু বর্ণন॥

(১৩)
ত্যাগী-ব্রহ্মচারী-শুদ্ধভক্তগণ।
এই কৃপা মোরে কর বিতরণ॥
গুরুদেব শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
পদে রতি যেন বাড়ে অনুক্ষণ॥

(১৪)
ভক্তি-পুষ্পমালা করিয়া যতন।
গাঁথিয়াছে দীন ভকতি-রতন॥
এই শুভদিনে (ভক্তি) বিনোদ-চরণে।
প্রেমানন্দে আজ করিল অর্পণ॥

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের
ত্যাগী-ব্রহ্মচারী-শুদ্ধ-ভক্তগণের শ্রীচরণ-সেবাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায়, (ভক্তিরত্ন)

নীলাচলে মহাপ্রভু

কমলপুরে

শিব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে "একাম্রক কানন"-নামক মনোরম বাসস্থান প্রদান করিয়া বলিলেন,—শিব! তোমাকে আমি এই দিব্য-স্থান প্রদান করিলাম, তুমি সর্ব্বগোষ্ঠীসহ এই স্থানে প্রবেশ কর। এই স্থান বারাণসীর ন্যায়ই সুরম্য পুরী। তুমি এই স্থানে কোটি-লিঙ্গেশ্বর হইয়া বিরাজ করিবে। এই

স্থানের নিকটেই আমার পরম-গোপ্য-পুরী। সিন্ধুতীরে বটবৃক্ষ মূলে যে নীলাচল নামক স্থান; তাহাই শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তম। সেখানেই আমি নিয়ত বাস করিয়া থাকি। কাল যখন অনন্তব্রহ্মাণ্ড সংহার করে, তখনও এই বৈকুণ্ঠ-স্থান অবিকৃত থাকে। কাল ইহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। এই পুরীর প্রভাবে ইহার চতুর্দ্দিকে দশ-যোজন পরিমিত ভূমিতে যত পশু, কীট ও কৃমি বাস করে, দেবতাগণ তাহাদিগকেও চতুর্ভুজরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। প্রলয়ে এই স্থান ভুবন-মঙ্গল অবস্থায়। এখানে নিদ্রায় সমাধির ফল হয়, শয়নে প্রণামের ফল হয়, ভ্রমণে প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়, কথায় আমার স্তব হয়। এই ক্ষেত্রের এমনই নির্ম্মল প্রভাব। এ স্থানে যম-কিঙ্করগণের অধিকার নাই, আমি স্বয়ং এই স্থানে সকল জীবের ভাল-মন্দ বিচার করিয়া থাকি। আমার এই পুরীর উত্তরেই তোমাকে থাকিবার স্থান প্রদান করিলাম। এই ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ মনোহর-স্থানে তুমি 'শ্রীভুবনেশ্বর' নামে বিখ্যাত হইবে।

মহাদেব শ্রীপুরুষোত্তমের এইরূপ মহিমা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-ধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"হে জগন্নাথ-স্বামিন্! আমার একটী নিবেদন শ্রবণ করুন। আমি সর্ব্বক্ষণই পরম অহঙ্কারযুক্ত। অতএব আপনাকে ছাড়িয়া যদি অন্য কোনও স্থানে থাকি, তাহা হইলে আমার মঙ্গল হইবে না; দুষ্ট-সঙ্গ-দোষে আমার অশুভোদয় হইবে। আমাকে আপনার নিকটে থাকিবার অনুমতি প্রদান করুন। আপনার ক্ষেত্রের মধ্যেই আমাকে একটুকু স্থান প্রদান করুন। আমি সেইখানে আপনার কোন একটী নিকৃষ্ট ভৃত্যরূপে অবস্থান করিব। আপনার শ্রীমুখে ক্ষেত্রের মহিমা শুনিয়া আমার ক্ষেত্র-বাস করিবার বড়ই বাঞ্ছা হইতেছে।" এই কথা বলিতে বলিতে মহেশ্বরের দুই নয়ন হইতে অজস্র-ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে থাকিল। শিব-বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"শিব! তুমি আমার নিজ-দেহ-তুল্য, যে তোমার প্রিয়, সে আমারও প্রিয়তম। নিশ্চয় জানিও, যেখানে তুমি বিরাজিত, আমিও সেখানেই আছি, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি তোমাকে আমার সমগ্র ক্ষেত্র-মধ্যে স্থান প্রদান করিলাম—সর্ব্বক্ষেত্রে তোমার অধিকার। তুমি সর্ব্বপ্রকারে আমার এই ক্ষেত্রের পালক হইয়া বিরাজ কর। বৈষ্ণবগণ তোমাকে 'ক্ষেত্র-পাল' বলিয়া অভিহিত করিবেন। আবার তোমাকে যে একাম্রক-কানন প্রদান করিয়াছি, আমার অচিন্ত্য-কৃপা-শক্তি-বলে সেখানেও তুমি পরিপূর্ণরূপে বিরাজ কর; সেই ক্ষেত্রও আমার পরম-প্রিয়-স্থান। আমার প্রীতির জন্য তুমি তথায় সর্ব্বক্ষণ অবস্থান কর। আমার 'ভক্ত' বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক যাহারা তোমাকে অনাদর করিবে, জানিও, তাহারা আমার পূজার পরিবর্ত্তে কেবল আমার প্রতি বিড়ম্বনাই করিবে।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে শিব সেই একাম্রক-কানন প্রাপ্ত হইলেন। অদ্যাপি সেই স্থান 'ভুবনেশ্বর'-নামে খ্যাত।

মহাপ্রভু ভুবনেশ্বর হইতে কমলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে চারু-দর্শনা ভাগীনদী প্রবাহিতা। মহাপ্রভু ভাগীকে ভাগীরথীর ভাগ্যে অতিরিক্ত করিবার অভিলাষে সেই স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করিলেন,—স্নান-কালে স্বীয় হস্তস্থিত দণ্ডটী নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট রাখিয়া গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে না জানাইয়াই দণ্ডটী তিন-খণ্ডে ভাঙ্গিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন। ভাগী-নদী সেই সময় হইতে "দণ্ড-ভাঙ্গানদী"-নাম ধারণ করিল। মহাপ্রভু স্নানানন্তর ভক্তগণ-সঙ্গে কপোতেশ্বর-শিব দর্শন করিলেন। তথা হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছিল। মহাপ্রভু ধ্বজা দর্শন করিয়াই প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইলেন। কৃষ্ণ-বিরহাতুর হইয়া প্রভু অদ্ভুত নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও প্রেমাবেশে রাজ-পথে কীর্ত্তন-নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর অনুগমন করিয়া চলিলেন। বিপ্রলম্ভতনু-মহাপ্রভু অদ্ভুত হাস্য-ক্রন্দন-হুঙ্কার-গর্জ্জন-নৃত্য-লীলা আবিষ্কার করিয়া আকুল-পিয়াসে পুরীর পথে চলিতে লাগিলেন—মাত্র আর তিন ক্রোশ পথ বাকী আছে, কিন্তু আজ তিন ক্রোশ-পথই যেন কৃষ্ণ বিরহ-বিধুরের নিকট সহস্র যোজন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

চলিতে চলিতে মহাপ্রভু আঠার নালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভুর দণ্ডের কথা মনে পড়িল। দণ্ডের কথা মনে হইলে নিত্যানন্দের নিকট প্রভু দণ্ড প্রার্থনা করিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন,—দণ্ড তিন-খণ্ড হইয়া গিয়াছে। তুমি প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলে।

আমি তখন তোমাকে ধরিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় তোমার সহিত আমিও দণ্ডের উপর পড়িয়া যাই। তৎক্ষণাৎ দুই জনের ভরে দণ্ড খণ্ড-খণ্ড হইয়া যায়। দণ্ড কোথায় পড়িয়াছে, কিছুই জানি না। আমার অপরাধেই তোমার দণ্ড ভঙ্গ হইল। এখন আমার অপরাধের সমুচিত দণ্ড বিধান কর।'

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের এই বাক্য-বিন্যাস শুনিয়া ঈষৎ ক্রোধ-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—নীলাচলে আসিয়া তোমরা সকলে আমার ছিদ্র-সাধন করিলে, সবে-ধন একটি দণ্ড ছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলে! আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাইব না। তোমরাও আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না। হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই। মহাপ্রভুর ভাব-গতিক বুঝিয়া মুকুন্দ বলিলেন, প্রভু! আপনি অগ্রে গমন করুন, আমরা পাছে যাইব; আপনার সঙ্গে আমরা যাইব না। মুকুন্দের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু দ্রুতপদ-সঞ্চারে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। প্রভুর গতি মত্ত-সিংহ হইতেও অধিক হইয়া উঠিল—দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই—বাধা-বিপত্তি মানা নাই—চলিয়াছেন ত' চলিয়াছেন-ই—যেমন প্রবল-বেগবতী জাহ্নবী দ্রুত বহা করিতে করিতে সাগরের দিকে যায়, কোন বাধা মানে না, সঙ্গে সঙ্গে সকলকে ভাসাইয়া লইয়া চলে। কৃষ্ণানুসন্ধানকারীর গতি এইরূপই অপ্রতিহতা ও বেগবতী বটে। দেখিতে দেখিতে ভক্তগণ নয়ন-কোণ হইতে প্রভুকে হারাইয়া ফেলিলেন।

পাঠক! গৌর-নিত্যানন্দ—এই দুইটী ঠাকুরেরই ভাব-গতিক মানুষের অচিন্ত্য—মানুষ কেন, দেবতারও অগম্য—দেবতা কেন, সুবিমলেরও অপরিজ্ঞাত। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"ইহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তিহো কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাঞা ক্রোধে তিহো ইঁহাকে সোঙ্গায়।
দণ্ড-ভঙ্গ-লীলা এই—পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, দুঁহার পদে যার ভক্তি ধীর॥"

সত্য সত্যই এই দণ্ড-ভঙ্গ-লীলা পরম-গম্ভীর। গৌর-নিত্যানন্দের চরণে যাহাদের ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি নাই, তাহারা কিছুতেই ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। তাই এই দণ্ড-ভঙ্গ-লীলা লইয়া অনেক লোক অনেক প্রকার কল্পনা-জল্পনা করিয়া থাকে। মনোধর্ম্মীদের কথার কোন মূল্য নাই। গৌর-নিত্যানন্দাশ্রিত ভাগবতগণ এই দণ্ড-ভঙ্গ-লীলায় এক অপূর্ব্ব শিক্ষা-সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পান।

পাঠক! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে উন্মত্তভাবে চলিয়াছিলেন, তখন রাঢ়দেশের পথে পথে পাগলপারা হইয়া কি গান গাহিয়াছিলেন। মনে পড়ে কি সেই অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডী-ভিক্ষুর গীতি?

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং ইত্যাদি।"

প্রভু জানাইয়াছিলেন,—কায় বাক্য ও মন দণ্ডিত করিয়া, মহাজনগণের আনুগত্যে মুকুন্দ-সেবন-ব্রতে নিরন্তর স্থাপন না করিলে জীবের মঙ্গল নাই। কিন্তু যাঁহাদের সহজেই কায়-মনোবাক্য মুকুন্দের সেবায় নিষ্ঠাযুক্ত, যাঁহাদের এইরূপ সহজ ভাব—

"চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
বল কহি নারি কাড়িবারে।
তারে যান শিক্ষা করা', লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥
দেহ-স্মৃতি নাহি যা'র, সংসার-কূপ কাঁহা তা'র,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।"

—যাঁহারা শতচেষ্টা করিয়াও—সাধ্যসাধনা করিয়াও কৃষ্ণবিষয় হইতে মুহূর্ত্তের জন্য অন্য বিষয়ে চিত্ত স্থাপন করিতে পারেন না—যাহাদের দেহ-স্মৃতিই নাই—সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ-প্রেমে জর জর হইয়াছে—যাহাদের সর্ব্বাত্মা পরিপূর্ণ-ভাবে কৃষ্ণসেবায় পরিনিষ্ঠিত সেই সকল সহজ-পরমহংসের কায়-মন-বাক্য দণ্ডিত করিবার জন্য বাহ্য-শাসন বা বিধির আবশ্যক করে না। তবে মহা-ভাগবত-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু এবং তদনুগত পরমহংসকুলও লোক-শিক্ষা-কল্পে সেই বিধি-যোগ্য-বেষ গ্রহণ করেন।

বিধিসন্ন্যাসে দণ্ডের আবশ্যকতা না থাকিলেও বিদ্বিৎসন্ন্যাসে বা সাধক-জীবনে বিষয়-ত্যাগের ক্রমপন্থারূপ ভক্তির অনুকূল অনুষ্ঠান আবশ্যক, মহাপ্রভু দণ্ড গ্রহণ-লীলা-দ্বারা ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে কুটীচক ও বহূদক অবস্থায় দণ্ড রক্ষণীয়, কিন্তু হংস ও পরম-হংসাবস্থায় দণ্ড ত্যাগ করিতে কোন বাধা নাই। মহা-

প্রভু তাৎকালিক প্রথা অনুসারে বাহ্যে একদণ্ড গ্রহণের লীলা দেখাইলেও, দণ্ড-গ্রহণ-লীলার অব্যবহিতপরেই ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গান গাহিয়া জীবের পক্ষে ত্রিদণ্ড-ধারণের উপদেশই প্রচার করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-প্রভু কমলপুরে সেই দণ্ডখানা **তিনটী** খণ্ডে ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিলেন। পরম-দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডটী তিনখণ্ডে ভগ্ন করিয়া আরও জানাইলেন, চতুর্দশ-ভুবন-পতি গৌরহরি বা সহজ পরমহংস-মহাভাগবতের ত্রিদণ্ডাদি বহন নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা স্বেচ্ছায় লোক-শিক্ষার্থ ঔরূপ দণ্ডাদিগ্রহণের অভিনয় করিলেও বা কীর্ত্তনকারি-প্রচারকের দৈন্য শিক্ষা দিবার জন্য আপনা-দিগকে আশ্রমাভাসও বলিয়া পরিচয় দিলেও কেহ যেন তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী-মাত্র মনে না করেন। তাহা হইলে তাঁহার অপরাধ হইবে। শুকদেব সাধক জীব নহেন—তিনি বর্ণাশ্রমের অতীত বিষ্ণুপাদ—পরমহংস। আবার অন্য দিকে মহাপ্রভু ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া জানাইলেন, কুটীচক ও বহুদক অবস্থায় যদি সাধক-জীব বৈধ-সন্ন্যাসের বিধি পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী; তাহাকে "বান্তাশী" অর্থাৎ বমনভোজী বলা যাইবে। পরমহংস—স্বতন্ত্র; তিনি লোকশিক্ষাকল্পে দণ্ড ধারণ করিতে পারেন, আবার স্বেচ্ছায় ধারণ না-ও করিতে পারেন। কিন্তু সাধক-জীবের তাহা অনুকরণীয় নহে,—

"যথা দণ্ডাদ্যুপগ্রহাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
ন তথাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥"
(ভাঃ ৪।২৯।৪৬)

—ইহা হইল আশ্রমাতীতের আচরণ। তিনি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শরণাগত। তাঁহার শরণাগতি সম্পূর্ণ সহজ, তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত, তিনি জীবন্মুক্ত মহাভাগবত। কিন্তু—

"গৃহস্থস্য ক্রিয়া-ত্যাগো ব্রত-ত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়-লোলতা॥
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খলাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।"
(ভাঃ ৭।১৫।৩৮-৩৯

—গৃহস্থ ব্যক্তির ভগবৎসেবানুকূল বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া-ত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুল-বাসাদি ব্রত-ত্যাগ, বানপ্রস্থের পুনরায় গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়-লালসা—এই সকল আশ্রম-বিড়ম্বনা মাত্র।

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম-শ্রীল-জগন্নাথ-প্রসঙ্গে

শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের দ্বিতীয় বার্ষিক মহোৎসব সম্পাদন করিয়া শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ ভগবৎকথা প্রচারের জন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। মঠ বড় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে। আর থাকতে মন টিকছে না। উৎসবের মাঝে আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি, তাই, স্থান ত্যাগ করিতে দু'চার দিন দেরী হইয়া গেল। বেলা প্রায় ১০।১০টা হইবে, মঠের দ্বিতলস্থ কক্ষে বসিয়া সদর দরজার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া আছি। এমন সময় ব্রজবাসী শ্রীল বিহারী দাস বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে যষ্টির উপর ভর দিয়া মঠ বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন এবং আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া আসিলেন। একটু খোঁড়াইতেছিলেন, পায়ে সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল। আমি উঠিয়া অভিবাদন করিলাম। তিনি আমার সম্মুখে বিস্তারিত মাদুরের উপর বসিয়া পড়িলেন। কোমরে ব্যথা হইয়াছে বোধ হইল। খানিকটা রাস্তা চলিয়া আসিয়া একটু হাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, দেখিলাম। বাবাজী মহাশয় তাঁহার নিজের যে পরিচয় দিলেন, তাহা হইতেই তাঁহাকে অনেকে চিনিতে পারিবেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে জানিতাম। দু'চারটী কথা হওয়ার পর তিনি বলিতে লাগিলেন—"চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমি বাবাজী মহারাজের (বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের) সেবা করিয়াছিলাম। এখন বুড়া হইয়া পড়িয়াছি। ৮৩ বৎসর আমার বয়স, আর ভাল চলা-ফেরা করিতে পারি না। কিন্তু সে সময়ে গায়ে খুব জোর ছিল। পীঠের উপর করিয়া বাবাজী মহারাজকে ৮।১০ মাইল রাস্তা লইয়া গিয়াছি। অনেক দেখিলাম বাবু!

আর বৃন্দাবনে থাকিতে ইচ্ছা করে না। সব সময় তিনি আমায় বলিতেন—"দেখ্ বিহারি, মর্কটদের সহিত কখনও যাইবি না, কি ওঠা-বসা করবি না।" আমি কাহারও সহিত মিশি না এখানে, নিতান্ত দরকার ছাড়া। এই তোমাদের এখানে কেবল আসি, তোমরা যখনই ডাক।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাবাজী মহাশয় বড় স্নেহ করিতেন। তোমাদের গুরুদেবকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। উঁহাকে ছোট কাল হইতেই দেখেছি। ওঁদের মাণিকতলার "ভক্তিভবনে" বাবাজী মহারাজের সহিত অনেক গিয়াছি তখন হইতেই ওঁকে দেখিয়াছি। খুব নিষ্ঠা, খুব তেজী, অনেক পড়াশুনা, সত্য কথা বলিতে কারো তোয়াক্কা রাখেন না, নামে খুব অনুরাগ। ছোট কালে মাথায় লম্বা ও লম্বা দেখাইত। সব সময়ে মাথে একটা জামা থাকিত। বাবাজী মহারাজ (শ্রীল জগন্নাথ) খুব ভালবাসতেন ওঁকে।"

ব্রজবাসী মহাশয় নিজেই সব বলিতেছিলেন। নিজের জীবনের অনেক কথাও বলিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব স্থানীয় বৈষ্ণববেশধারী অনেকের ব্যবহারে একটু বিরক্ত হইয়াছেন বোধ হইল। বৈষ্ণব-সম্রাটের বহুদিনের এই বলিষ্ঠ সেবককে দেখিয়া আমার কৌতূহলও কিছু উদ্রিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি নিজে হতেই সব বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

বিহারী দাস বাবাজী মহাশয় পশ্চিম অঞ্চলবাসী এবং কোন গোপ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লেখা-পড়া খুব ভাল শিক্ষা করেন নাই। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা ভাষায় কথা কহিতেছিলেন। অনেক দিন বাংলা দেশে ছিলেন। কিন্তু একটা সহজ-সরল-সরলতা তাঁর প্রতি কথাতেই প্রকাশিত হইতেছিল। শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসিয়া এতাদৃশ ব্যক্তির মুখে বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। ঐতিহ্যের দিক্ দিয়া সেই সব কথার আজ অবশ্যই অনেক মূল্য আছে।

বাবাজী বলিতে লাগিলেন—"সে অনেক দিনের কথা, ঠিক হিসাব হবে না কতদিন, বাবাজী মহারাজ (শ্রীল জগন্নাথ) শ্রীবৃন্দাবন হ'তে নবদ্বীপে যাইয়া কিছুদিন বাস করিবার পর একদিন হঠাৎ কলিকাতা হইতে···বাবু আসিয়া বাবাজী মহারাজকে ধরিয়া বসিল যে, তাঁহাকে কলিকাতায় তাঁহার বাটীতে যাইতে হইবে। তাঁ'র নামগ্রহণ করিবার ইচ্ছা। বাবাজী মহারাজ চিরদিনই কলিকাতা যাইতে নারাজ ছিলেন। প্রথমে যাইতে চাহিলেন না। উক্ত ভদ্রলোক কিন্তু ১৫ দিন ধরিয়া তাঁহার তাঁবুর সামনে আসিয়া পড়িয়া প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন, শেষে ঠিক হইল তিনি তাঁর কাশীপুরের বাগান বাটীতে উঠিবেন, তবে সেখানে কিছু গ্রহণ করিবেন না। জলপথে নৌকায় যাইতে হইল। আমিও বাবাজী মহারাজের সহিত গেলাম। বাগান বাটীতে উঠিয়া নাম দেওয়া হইলে বাবাজী মহারাজকে বাটীতে রাখিয়া কিছু খাওয়াইতে তিনি অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজ বিষয়ীর অন্নগ্রহণে কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। আবার কিছু না খাওয়াইয়াই বা কি করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। বিষম সমস্যা, শেষে বাবাজী মহারাজ নিজেই বলিলেন,—"ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ওখানে আমায় নিয়ে চল, সেখানে যাব।" তিনিই মাণিকতলা ষ্ট্রীটের বাটীর ঠিকানা বলিয়া দিলেন। গাড়ী করিয়া আমি তাঁহাকে লইয়া আসিলাম। তখন বেলা প্রায় দুপুর হইবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উপরে ছিলেন। খবর দেওয়া হইলে তিনি নামিয়া আসিলেন। দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তেজস্বী পুরুষ, সুন্দর নাসিকা ও মুখের গঠন—সেই আমি তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম। হাঁ বৈষ্ণবসেবা তাঁহারাই করিতে জানিতেন। তার পর বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় আসিলে প্রায়ই ঐ বাটীতে উঠিতেন। তাঁহারা নিজহাতে বাবাজী মহারাজের সবসেবা করিতেন। ঐ বাটীর ছাদে বসাইয়া এক ফটোতোলা হয়। বাবাজীর সে শ্রীমূর্তি তোমাদের গৌড়ীয় মঠে দেখেছি। তারপর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায়ই বাবাজী মহারাজের নিকট আসিতেন এবং বাবাজী মহারাজও মাঝে মাঝে সেখানে যাইতেন। মায়াপুর প্রকট হইল। একদিন ভক্তিবিনোদ মহাশয় সঙ্কীর্তনের দল লইয়া বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি সঙ্কীর্তনের সহিত দ্রুতবেগে মায়াপুরের দিকে চলিলেন আর ওদিকে বামুনপুকুর হইতে একদল কীর্তন আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিল। বাবাজী মহারাজ কীর্তনের মধ্যেই মহাপ্রভুর জন্মস্থানটায় উপস্থিত হইয়া স্থান দেখাইয়া দিলেন। তাহার পর একটী কূপও দেখাইলেন, তাহার মধ্যে খালের কাঁড়ি ছিল। আমি বাবাজী মহারাজের

সহিত ছিলাম। তিনি যে ভাবে তাঁর হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা মাটীতে আঘাত করিয়া স্থানটী দেখাইয়াছিলেন আমার এখনও তাহা মনে পড়ে।"

এই বলিয়া শ্রীল বিহারী দাস ব্রজবাসী মহাশয় নিজের হাতের যষ্টিদ্বারা ঘরের মেঝেতে আঘাত করিলেন। বিশেষ আগ্রহের সহিতই ব্রজবাসী মহাশয় সেই সব ঐতিহাসিক বিষয় বর্ণনা করিতেছিলেন। বৃদ্ধের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ঘটনাগুলিকে যেন অতি-নিকট-অতীতের বিষয় বলিয়া প্রতীতি করাইতেছিল। মাঝে মাঝে বাবাজী মহাশয় সেই শ্রীল জগন্নাথ-নিদ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুর-ধামের বিদ্রোহীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শাসাইতে লাগিলেন এবং অতি তেজস্বী অথচ সরল ভাষায় সব বর্ণনা করিতে লাগিলেন—মাত্র যেন ২।৩ মাস পূর্ব্বের ঘটনা হইবে।

চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নিজদেহ দিয়া যাঁহার ওরূপ সেবা করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের অনেক কথা পরম উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন—"নবদ্বীপে যাইয়া আমি নিজ হাতে কোদাল দিয়া মাটী কাটিয়া বাবাজী মহারাজের কুটীরের বেদীর ভাগ প্রস্তুত করিয়াছিলাম। কুটীরের চারি-পার্শ্বে বেড়াও দিয়াছিলাম। নানা লোকে দর্শন করিতে আসিয়া বাবাজী মহারাজকে অনেক পয়সা দিয়া যাইত। সব একটা কলসীর মধ্যে জমা হইত। পরে একমাস কি পনর দিন বাদে আমি সেগুলি গণিয়া হিসাব করিয়া রাখিতাম এবং সাধুই খরচ করিয়া ফেলা হইত। কখনও যদি তাঁহার অজ্ঞাতসারে ১০।১৫ টাকা লুকাইয়া রাখিব মনে করিয়া তাহা হইতে কিছু লইয়াছি, অমনি গম্ভীর গলায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন,—"কৈ আর ১৫৲ টাকা কোথায় রাখ্‌লি?" অথচ আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর চোখ কিন্তু সব সময়ে (কোণের উপর পাতা ঝুলিয়া পড়ায়) বন্ধ থাকিত। টানিয়া ধরিয়া ফাঁক করিয়া তবে দেখিতেন। আর কে কি দিত, কিছুরই হিসাবও কেহ রাখিতেন না। আমি ভীত হইয়া টাকা বাহির করিয়া দিতাম। টাকা যাহা উঠিত, তাহা নিজের খেয়াল মত খরচ করিতেন। একবার বলিলেন—"রসগোল্লা নিয়ে আয়। ধামের সব গরুকে রসগোল্লা খাওয়াব।" দুই শত টাকার রসগোল্লা গরুকে খাওয়ান হইল। কিন্তু বাবাজী-বোষ্টমদের জন্য এক পয়সাও খরচ করিতে চাহিতেন না। বলিতেন—"উহা-দিগকে এদিকে আসিতে দিবি না।"

খুব একখানি বড় থালাতে করিয়া প্রসাদ পাইতে বসিতেন। একবার তাঁহাতে ৫টী কুকুরের ছানা হইয়াছিল। বাবাজী মহারাজ প্রসাদ পাইতে বসিলে কুকুরের ছানাগুলি চারিদিক্ হইতে আসিয়া তাঁহার থালার চারি পাশ হইতে খাইতে আরম্ভ করিত। তিনি তাহাদের সকলের গায়ে হাত দিয়া দেখিতেন, সবগুলি আসিয়াছে কিনা। আমি বিরক্ত হইয়া যদি দুই একটি সরাইয়া দিতাম, অমনি দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বলিতেন,—"অন্ন নিয়ে যা আমি খাব না।" কি করিব, আবার তাহাদিগকে বাহির হইতে তাঁহার পাতের কাছে দিয়া আসিতাম। বলিতেন—'ধামের কুকুর।'

অনেকে কৌপীনের জন্য তাঁহাকে ধরিত। গৌরহরিদাস বাবাজী কৌপীনের জন্য নাছোড়বান্দা হ'য়ে ধরেছিল। বাবাজী কিছুতেই দিবেন না। তাঁহার সাম্নে তিন দিন পড়িয়া রহিলেন, শেষে আমাকে আদেশ করিলেন তা'কে কৌপীন দিতে।

বেচ্ছাচারিতা দেখিলে ভীষণ রাগিয়া যাইতেন। একবার চ—বাবাজী তাঁ'র নিতাই-গৌর-রাধেশ্যাম ছড়া গাহিতে গাহিতে মদ সহিত তাঁ'র কুটীরের দিকে আসিতেছিল—দূর হইতে শুনিতে পাইয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"মানা কর্, উহাদের এদিকে আস্‌তে। তাড়িয়ে দে সব।" আর কেহ তাঁর সাম্নে আসিতে সাহস করিল না।

অমন তেজস্বী পুরুষ আর দেখিলাম না। বেশী বয়সে (তখন ১০০।১০৫ বৎসর তাঁর বয়স) খুব কুঁজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার কাঁধে উঠিয়াই সব জায়গায় যাইতেন। কিন্তু যখন কীর্ত্তন করিতেন, তখন এক একটা লাফ দিয়া ৫।৬ হাত উঁচু হইয়া উঠিতেন, আর তাঁ'র দেহ যেন ৪।৫ হাত লম্বা হইয়া যাইত।

অপ্রকটের কিছুদিন পূর্ব্বে আমায় বলিলেন—"বিহারি, জীবনে তোকে পেটের জন্য কোন কষ্ট পেতে হবে না, আর ভাবতেও হবে না। আর দেখ্, কখনও কোন মর্কট বাবাজী-বোষ্টমের সহিত মিশ্‌বি না।"

আর বাবু বেশীদিন থাকিতে ইচ্ছা হয় না। এখন তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ রাখিতে পারিলেই আনন্দে যাইতে পারি।"　　(ক্রমশঃ)

শ্রীবনমালী অধিকারী (বি, এ,)
প্রধান-শিক্ষক শক্তিপুর, হাইস্কুল।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু—

মহাশয়! আপনাদের "গৌড়ীয়-পত্র" খানা পাঠ করিয়া মনে হয়, উক্ত পত্রে আপনারা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত লিখিতেছেন, তাহাতে বহু-লোকের উপকার সাধিত হইতেছে। আপনারাই বাস্তবিক দেশের কল্যাণার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। তাহার একমাত্র প্রমাণ আপনাদের "গৌড়ীয়-পত্র"।

আমাদের দেশে এক ব্যক্তি "সত্য সনাতন-ধর্ম্ম" (?) পালন করিতেছেন; তাঁহার ধর্ম্মের মর্ম্ম আমরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। আশা করি, প্রশ্নের সম্পাদক মহাশয় আমাদের এই আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক 'গৌড়ীয়-পত্রে' প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃত-কৃতার্থ করিবেন। উপরি-উক্ত ব্যক্তির "সত্য-সনাতন-ধর্ম্মের" সিদ্ধান্ত এই—

১। শ্রীহট্ট জিলায় হবিগঞ্জে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদগণসহ আসিয়াছেন। তাঁহার আদেশ এই, (মানবের প্রতি) মালা-তিলক-ধারণ, নিরামিষ আহার, শ্রীএকাদশী-ব্রত-পালন, এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই, মৎস্য খাইয়াও ভগবান্ লাভ করা যায়। তিনি বলেন,—"খাইয়া মৎস্যের ঝোল, রাখিয়া কামিনীর কোল, তবু জীব হরি হরি বোল।" ইত্যাদি !!!

২। হরিনাম অর্থাৎ তারক-ব্রহ্মনাম-কীর্ত্তনে কিছু ফল নাই। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর হুঙ্কার লিখিতে হইবে। "কীর্ত্তন" বলিতে তারকব্রহ্ম-নাম-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য কীর্ত্তনকেই বুঝাইয়া থাকে। শুধু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর হুঙ্কার ও লীলা-রস-কীর্ত্তনই তাঁহার মতে কীর্ত্তন।

৩। তুলসী-মালার নামজপের কিছুই প্রয়োজন নাই। বাহ্য-পূজা-আচার কিছুই দরকার নাই।

যাহা হউক, উক্ত কথাগুলি শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জে পার্ষদগণসহ মহাপ্রভুর আগমন! মহাপ্রভুর কথাগুলিও আবার কেমন কেমন মনে হইতেছে। তাই শ্রীশ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত; উক্ত মহাপ্রভুর (!) প্রচারিত মতগুলির সম্বন্ধে যথাবিহিত সমালোচনা করিলে বাধিত হইব।

"সত্য-সনাতনধর্ম্ম" নামে একখানা পুস্তকও আমরা উপরি উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহাতে "গুরু-শিষ্য সংবাদ"-প্রসঙ্গে একস্থানে লেখা আছে যে, হয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীসনাতন গোস্বামীকে "মহাজন" বলা যায় না। এ সম্বন্ধে প্রশ্নের গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু "মহাজন" কি না, বিস্তৃত-ভাবে লিখিয়া বাধিত করিবেন। ইহা শুনিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছি। প্রাণের দুঃখ জানাইতে হইলে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয়কেই জানান উচিত মনে করিয়া পত্রখানা লিখিলাম। দেশের ও দশের কল্যাণার্থ শীঘ্রই এ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-পত্রে এই সকল কথা জানাইবেন। ইতি

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-পদরজঃ-প্রার্থী প্রণতদাসানুদাস
শ্রীহেমচন্দ্র পাল চৌধুরী
ময়মনসিংহ চিখোলিয়া
২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪।

উত্তর—১। মহাশয়, আপনি যে 'সত্য-সনাতন-ধর্ম্ম'-প্রচারকের কথা লিখিয়াছেন, হয় তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়াছে, নয় নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া তিনি ঐরূপ প্রলাপে প্রমত্ত হইয়াছেন। যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ সকল প্রলাপের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন; সুতরাং উহার জন্য যুক্তি বা উত্তরের আবশ্যক হয় না। ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন এইরূপ ভণ্ডগণের চরিত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে যাহা চিত্রিত করিয়াছেন, সেইটুকু উদ্ধার করিলেই আপনার প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হয়, মনে করি; তাহা এই—

"মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া "নারায়ণ"॥
দেখিতেছি দিনে দিনে অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥

রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলায় 'গোপাল'।
অতএব তারে সবে বলেন 'শিয়াল'॥
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বলে সে ছার পোড়ামুখ॥
দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
যাঁর নাম স্মরণে সমস্ত বন্ধক্ষয়।
যাঁর দাস স্মরণেও সর্ব্বত্র বিজয়॥
সকল ভুবনে দেখ যাঁরি হেন গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভু পায়॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮২-৯১)

—যাহারা ভণ্ড বা পাষণ্ড-শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহারা নিজে নিজেই গুরু বা ভগবান্ সাজিয়া বসে। ইহারা শাস্ত্রের কথা, মহাজনের কথা কিছুই স্বীকার করে না। 'মালা-তিলক-ধারণ, শ্রীএকাদশী-ব্রত-পালন প্রভৃতি—বাহ্যানুষ্ঠান,' ইহা অতিমুক্ত বা অতিবদ্ধ-পাষণ্ড—দুই শ্রেণীর ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়; কিন্তু অতিমুক্তগণও কখনও অপরকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বিপথে চালিত করেন না। আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী স্বয়ং গৌরসুন্দর মালা-তিলক-ধারণ, প্রসাদ-সেবন ও একাদশী-ব্রতপালন শিক্ষা দিয়াছেন,—

"ইতি-মধ্যে কদাচিৎ কেহ কোন দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ব্রহ্মে॥
ধর্ম্ম-সনাতন প্রভু দাপে সর্ব্ব-ধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম॥
হেন লজ্জা তাহারে দেয়েন সেইক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি বিনে।
প্রভু বলে, কেনে ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেন কি যুক্তি ইহার॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল স্মশান সদৃশ বেদে বলে॥
বুঝিলাম আজি তুমি-সাহি কর সন্ধ্যা।
আজি তাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার॥
এই মত প্রভুর যতেক শিষ্যগণ।
সবেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮—১৫)

মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীর দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন,—

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্য সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তৎসর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি॥"
"মস্তকীয়ং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশান-সদৃশং ভবেৎ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৪ ৭২-৭৩ ধৃত পদ্মপুরাণবাক্য)

"ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১২০ ধৃত গরুড়-পুরাণবাক্য)

অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-বিহীন হইয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিলে তৎসমস্তই রাক্ষসের ভক্ষ্য হয় এবং সেই ব্যক্তি নরকগামী হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্ররহিত পুরুষের দেহ দর্শন করিতে নাই, উহা শ্মশান-সদৃশ। গরুড়-পুরাণে লিখিত আছে,—যে সমস্ত হেতুবাদ-পরায়ণ পাপমতি ব্যক্তিগণ সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠে শ্রীতুলসী-মালিকা ধারণ না করে, তাহারা শ্রীহরির কোপানলে দগ্ধীভূত হয় এবং নরক হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না।

হৈতুকী কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণের বিচারে সধবার পক্ষে একাদশীপ্রভৃতি ব্রত পালন করিতে নাই, কেবলমাত্র বিধবার জন্যই তাহা ব্যবস্থিত; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় আচরণের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। মহাপ্রভু জানাইয়াছেন যে, একমাত্র বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত জীবসাধারণের একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। তিনি তাঁহার বাল্য-লীলায় শ্রীনবদ্বীপে জগদীশ ও হিরণ্য-পণ্ডিতের গৃহে একাদশী-দিবসে যে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা আনয়ন করাইয়া ভোজন করিয়াছিলেন। এই লীলা-দ্বারা প্রভু জানাইয়াছিলেন যে, একমাত্র স্বতন্ত্র-ভোক্তৃতত্ত্ব শ্রীহরিরই হরিবাসরাদি পালনের আবশ্যক নাই (চৈঃ চঃ আঃ ১৪শ পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য); কিন্তু শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রকটকালেই শ্রীশচীমাতাকে শ্রীএকাদশীতে অন্ন-গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন,—

"এক দিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে,—মাতা, মোরে দেহ এক দান॥

মাতা বলে,—তাই দিব, যা' তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে,—একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী কহে,—না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥"

(চৈঃ ভঃ আঃ ১৫।৮-১০)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গিপাদপদ্মের দ্বারাও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-শাস্ত্র হইতে ইহাই প্রচার করাইয়াছেন,—

আগ্নেয়ে—উপোষ্যৈকাদশী রাজন্ যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ॥
সোহয়াতি পার্থিবং পাপং যোঽয়াতি মধুসূদিনে॥

যমে—মাতৃঘাতী পিতৃঘাতী চৈব ভ্রাতৃঘ্নো গুরুহা তথা।

একাদশ্যাঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥

কিন্তু উমা-মহেশ্বর-সংবাদে—

অন্নিবর্ষাধিনং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবি যে কুর্বন্তি হরেদিনে॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি॥
ব্রতঘ্নঞ্চ সুরাপঞ্চ তেনাসৌ গুরুতল্পগঃ।
নিষ্কৃতির্দ্বাদশাব্দোক্তা নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ॥
এক এব নরঃ পাপী নরকে যাতি গচ্ছতি।
একাদশ্যন্নভোক্তা যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

পুরোডাশোঽপি যামোক্ত সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
অতঃ সর্ব্বথা প্রোক্তঃ কিং পুনশ্চারুসংক্রিয়া॥

সনৎকুমারসংহিতায়াম্—

একাদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে নরো যদি।
প্রতিগ্রাসং স ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষং মূত্রবিগ্ময়ম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ—১৮)

—আগ্নপুরাণে লিখিত আছে,—হে রাজন্, যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি হরিবাসরে আহার করে, সে পৃথিবীর নিখিল পাতক ভোজন করিয়া থাকে। যমপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—যে ব্যক্তি একাদশী দিবসে আহার করে, সে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুহত্যা পাপী বলিয়া পরিগণিত হয়। সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। উক্ত পুরাণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে আরও কথিত হইয়াছে যে, হে পার্ব্বতি! যাহারা হরিবাসরে আহার করে, যমদূতগণ সেই সকল পাপীর মুখ-বিবরে লোহিতবর্ণ তীক্ষ্ণ-লৌহার নিক্ষেপ করিয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আরও লিখিত আছে,—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতি, যে কেহই হউন না কেন, হরিবাসরে আহার করিলে তাঁহার গো-মাংস ভক্ষণ করা হয়। পানে ব্রতঘাতী, সুরাপায়ী, চৌর এবং গুরু-পত্নী-গামীরও নিষ্কৃতির বিধান আছে, কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি অন্ন-ভোজন করে, তাহার পরিত্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধিই নাই। হে রাজন্! পাপী ব্যক্তি একাকী নরক-গমন করিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন-ভোজন করে, সে তাহার পিতৃপিতামহ-গণসহ নরকে পতিত হয়। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—হে পার্ব্বতি! হরিবাসর সমুপস্থিত হইলে সেই দিনে যখন পুরোডাশ নামক যজ্ঞীয়-ঘৃত বিশেষও অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন অন্ন-ভোজনের কথা আর কি বলিব? সনৎকুমার-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—একাদশী-তিথিতে ও শ্রাদ্ধে আহার করিলে প্রতি গ্রাসে মলমূত্রময় পাপ ভোজন হইয়া থাকে।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদও ভক্তিসন্দর্ভের ২৯৯ সংখ্যায় লিখিয়াছেন যে, বৈষ্ণবগণ যখন মহাপ্রসাদ ভিন্ন কখনও অন্ন দ্রব্য গ্রহণ করেন না, তখন "একাদশীতে নিরাহার" বলিতে মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই বুঝিতে হইবে—

"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগ এব। তেষামন্নভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। অতএব শ্রীমদম্বরীষাদীনাং ভক্তৈকনিষ্ঠানাং মহাপ্রসাদৈক-নিষ্ঠানাং তদ্ব্রতং ধর্ম্মরক্ষা শ্রীভগবতেনাপি অন্তরঙ্গ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মত্বেন সম্মতমিতি দিক্।

ব্রাহ্মণর্ত্ত-চন্দ্রিকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন,—

"পরমাপরমাপন্নে হর্ষে বা সমুপস্থিতে। নৈকাদশীং ত্যজেদ্‌যস্তু স তু লোকদ্বয়ে বৈষ্ণবী। বিষ্ণুর্পিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে॥"—ইতি স্কান্দবাক্যাভীষ্টৈকাদশী-ব্রতস্য বৈষ্ণবলক্ষণত্বেন নির্দ্দিষ্টম্। কিন্তু বৈষ্ণবানাং ভগবদনিবেদিত-ভোজন-নিষেধাৎ, "বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ" ইত্যত্র ভগবন্নিবেদিতান্নস্যৈব ভোজন-নিষেধোঽবগম্যতে।"

—"পরমানন্দ বা পরমানন্দ উপস্থিত হইলেও যিনি একাদশী পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারই বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। আর যিনি তাঁহার নিখিল আচার বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই "বৈষ্ণব" বলিয়া উক্ত হন"—এই দুইটী স্কন্দপুরাণের বাক্য-দ্বারা একাদশী-ব্রতই বৈষ্ণবের লক্ষণ-স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আরও বৈষ্ণবের পক্ষে ভগবানে অনিবেদিত-বস্তুর ভোজন নিষিদ্ধ হওয়ায়, "বৈষ্ণব যদি অনবধানতা-বশতঃ একাদশীতে ভোজন করিয়া ফেলেন" —এই বচনে একাদশী দিনে ভগবন্নিবেদিত অন্ন-ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে—ইহাই স্পষ্টভাবে অবধারিত হয়।"

উপরি-উক্ত শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া যাহারা প্রসাদ-ভোজনের নামে ভোগে লিপ্ত হয়, তাহারা নানা-প্রকারে তাহাদের ঐরূপ অপরাধ-ময় কার্য্য সমর্থন করিবার চেষ্টা করে। উপরি-উক্ত শাস্ত্রীয়-বচন এবং মহাপ্রভুর আচরণ অনুসারে শ্রীএকাদশী-দিবসে শ্রীক্ষেত্রেও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে না। কারণ শ্রীল জীবপাদ "একাদশীতে নিরাহার" বলিতে "মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না; কারণ ইহা সাক্ষাৎ ভগবদ্‌আজ্ঞা ও হরিতোষণ-কার্য্য।

নিরামিষ বা আমিষ ভোজন করিয়া ভগবান্ লাভ করা যায় না। মনোধর্ম্মিগণের ভগবান্ সম্বন্ধে ধারণাই বিপরীত; তাহারা মায়াকে "ভগবান্" মনে করে। শুদ্ধ-জীব-বিচারে আমিষ হইতে নিরামিষ ভাল, কিন্তু উভয়ই প্রাকৃত। অমেধ্য-দ্রব্য, যথা—মৎস্যাদি কখনও ভগবানের নৈবেদ্য-যোগ্য বস্তু নহে। যাহারা বন্য-বরাহ প্রকৃতির, তাহারাই বিষ্ঠা-সদৃশ অপ্রসাদ-বস্তুতে আদর-বিশিষ্ট। জিহ্বা-লাম্পট্যই তাহাদের 'মূল-মন্ত্র এবং জিহ্বা-লাম্পট্য হইতেই অন্যান্য যাবতীয় লাম্পট্য উপস্থিত হয়।

"অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ।
শ্বানবিষ্ঠাসমং তাদৃং নীরক্ষ সুরয়া সমম্॥"
"যো মোহাদথবালস্যাদকৃত্বা দেবতার্চ্চনম্।
ভুঙ্‌ক্তে স যাতি নরকং শূকরেষ্বিহ জায়তে॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিঃ ১০৫-১০৬ ধৃত কূর্ম্ম-পুরাণ-বচন)

—যে সকল ধর্ম্ম-ব্রষ্ট ব্যক্তি শ্রীহরির পূজা না করিয়া তাঁহার অবশেষ ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণ করে, সেই সকল ব্যক্তির ভোজ্য অন্ন কুকুরের বিষ্ঠা-সদৃশ এবং পানীয়-জল মদ্য তুল্য হইয়া থাকে। জ্ঞাতসারে ত' দূরের কথা, প্রমাদবশতঃ কিম্বা আলস্যবশতঃও যদি কেহ শ্রীহরির অর্চ্চনা না করিয়া কোন বস্তু আহার করে, তাহা হইলে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয় এবং পৃথিবীতে শূকর-যোনিতে দেহ-ধারণ করিতে হয়।

"খাইনু মনের সোল, রাখিনু কামিনীর কোল" প্রভৃতি প্রাকৃত-প্রলাপগুলির কোনও মূল্য নাই। ঐরূপ বিচার-সম্পন্ন ব্যক্তির মুখে কখনও "হরি বোল" শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে না—যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা "উদর, উদর" "উ—" "উ—" বোল মাত্র। প্রাকৃত-সহজিয়া গৌরি-সম্প্রদায়ের দৈবীবায়ু-বিজড়িত-বুদ্ধিযুক্ত মস্তকে ইহা প্রবেশ করে না; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষাচ্ছলে অনর্থযুক্ত জীবগণকে জানাইয়াছেন,—

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৬ষ্ঠ)
অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

শ্রীহরিনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যতীত অন্য অধিষ্ঠানে কৃষ্ণের অবতার হয় না। যে জিহ্বা ভোগোন্মুখ বা প্রাকৃত কামের ক্রীড়াভূমি, সে স্থানে কখনও অপ্রাকৃত কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন না—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২লঃ ১০১)

—অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণরসনাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।

২। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর অট্টহাস্য অথবা তাহার প্রাপ্য উপযুক্ত পুরস্কার। কারণ ইহাদের মস্তিষ্কের গঠনে যুক্তি বা শাস্ত্রবাক্য কিছুই গ্রহণ করিবার যোগ্যতা নাই। যমদূতগণের হুঙ্কার অচিরেই ইহাদের কামোন্মত্ততার হুঙ্কার বিনষ্ট করিয়া দিবে। লীলা-রস-কীর্ত্তনে অধিকার এইরূপ

ভোগি-সম্প্রদায়ের কোন দিনই নাই ; তাহা একমাত্র নীল-কণ্ঠের ন্যায় মুক্তকুলের সেব্য-বস্তু।

৩। পাপাত্মগণ কখনও শ্রীতুলসী, হরিনাম বা সদাচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না ; তাহার সাক্ষ্য সারমেয়। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

"তুলসীকাষ্ঠমষ্টিভৈর্যবিভির্জন্মমালিকা।
সর্ব্বকল্মাণি সর্ব্বেষামীপ্সিতার্থ-ফলপ্রদা॥"

তুলসী কৃষ্ণ-প্রিয়-বস্তু, তুলসী দর্শন-স্পর্শন মাত্র হরি-স্মৃতি জাগরিত হয়, তুলসীমালিকার সদ্‌গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হরিনাম গ্রহণ করিলে আমাদের হরি-প্রিয়-বস্তু-বৈষ্ণবের সঙ্গে শুদ্ধ হরিনাম উদিত হইতে পারে।

৪। কৃমিরবী তাহা অপেক্ষা অধিকতর পাটোয়ারকে "মহাজন" বলিয়া বরণ করে, শুণ্ডা তাহাদের দলের সর্দ্দারকে "মহাজন" মানিয়া থাকে। যে যেরূপ প্রকৃতির, তদনুসারে তাহার মহাজন-সম্বন্ধেও ধারণা হইবে, পারমার্থিক সাধুর মহাজন ও ভোগী লম্পটের মহাজন—এক নহে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভু সমস্ত সাধুকুলের মহাজন, তিনি ভোগী লম্পটকুলের মহাজন নহেন। ষড়্ গোস্বামীর মধ্যে তিনিই প্রবীণ ও সর্ব্ব-গোস্বামিকুল-মান্য বলিয়া 'বড় গোস্বামী' নামে খ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সনাতন গোস্বামী-দ্বারাই জগতে পরম-সত্য-সনাতনধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষায় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রহিয়াছে। যে সকল ভণ্ড-ব্যক্তি সনাতন প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া নবীন-সত্য-সনাতন-ধর্ম্ম (!) বা পাষণ্ড-ধর্ম্ম প্রচার করিতে যায়, তাহাদের ধর্ম্ম কোন্ শ্রেণীর তাহা অতি বালকেও বুঝিতে পারে। আমাদের মনের মত বা আমাদের ভোগের অনুকূল কথা না বলিতে পারিলেই আমরা সাধুকে "মহাজন" বলিতে স্বীকৃত হই না। ঐরূপ ঘৃণ্য ব্যক্তিগণের আলোচনায়ও ঘৃণা বোধ হয়। সুতরাং আমরা অধিক আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম। এই সকল বিচার ও শাস্ত্র-বাক্য অসৎলোকের কর্ণে পৌঁছিবে না।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ও শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ভক্তিভাজন ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর-মহারাজ গত সোমবার মেদিনীপুর জেলান্তর্গতী দোরসমগণার অন্তর্গত পানাগ্রামে শুভাগমনপূর্ব্বক আমাদের নগণ্য-ক্ষুদ্র গ্রামকে পবিত্রীকৃত করিয়াছেন। পরদিবস প্রাতঃকালে সপার্ষদ ত্রিদণ্ডি মহারাজ গ্রামবাসিসহ মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে মধুর হরিনাম-ধ্বনিতে গ্রাম মুখরিত করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ দান করিয়াছিলেন। বৈকালে মল্লিক পাড়ায় শীতলাতলায় বহু-জন-সমবেত-সভায় সুমধুর কীর্ত্তনান্তে "জীবের নিত্যকর্ত্তব্য" বিষয়ে প্রাঞ্জলভাষায় প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিবস উত্তর পাড়ায় ঐরূপ একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডি মহারাজ হরিকথামৃত বিতরণ করিয়া সভাস্থ জনবৃন্দের মনঃপ্রাণ মুগ্ধ করিয়াছেন।

নিবেদক—শ্রীউত্তমচন্দ্র কাব্যতীর্থ
সাঁকরেল হাইস্কুল, হাওড়া
১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৩৩৫

বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব-স্মরণ-মহোৎসবে শ্রীপাট দেশুড়ে প্রতি বর্ষের ন্যায় যথারীতি মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীকানন মহান্ত
১৩৩৫। ১২ই জ্যৈষ্ঠ

অমরেশ-কালে আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে মহা-সমারোহে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

আগামী ৩রা আষাঢ় রবিবার শ্রীমৎসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীক্ষেত্র-বাসী ও বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত চারি-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-গণকে কীর্ত্তন সহযোগে চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরিত হইবে ; তৎপর দিবস কাঙ্গালগণকে কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ দান করা হইবে।

—•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৯ই আষাঢ় ১৩৩৫, ২৩শে জুন, ১৯২৮ | ৪৪শ সংখ্যা

নীলাচলে শ্রীমৎসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ

তৃতীয়া দর্শনে

শ্রীনীলাচল হইতে অন্তর নানাস্থানে বিংশ-বর্ষকাল কার্য্যোপলক্ষের আবরণে হরিসেবার অবস্থিতি করিবার পর পুনরায় পূর্ণীয় বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভের প্রথম দশকে শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস শ্রীশ্রীনীলাচল-নাথের আন্তরিক প্রয়োজনানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাই তাঁহার শেষবারের নীলাচল-নাথের সেবা। এইকালে তিনি বাষ্পীয় যানের সাহায্যে তৃতীয় বারের যাত্রা-সমূহে শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়া সমুদ্রোপকূলে স্বর্ণ-বালুকায় কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বজন-বিজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমসেবায় কালাতিপাত করেন। প্রেমাঞ্জনস্ফুরিত-ভক্তি-বিনোদনের দ্বারা কিরূপে শ্রীনীলাচল-পতির সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহা প্রদর্শনের জন্যই তাঁহার তৃতীয়বারের যাত্রা। শ্রীল জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত, শ্রীল কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীজন-রহস্যের উদ্দিষ্ট বিষয়ের আস্বাদনে—নিত্যানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণে কি প্রকার ভজনময় জীবন স্বরূপ-সিদ্ধ-বিগ্রহে অবস্থিত, তাহার সন্ধেত যাঁহাদের প্রয়োজন,—তাঁহারাই এ বিষয়ে প্রচুর সন্ধান লাভ করিবেন। জগতের মঙ্গলমুখে—সাধকের দিগ্‌দর্শে যেরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রয়োজন, তাদৃশ অভিনেত্র-সাধন-বিচার তাঁহার মধ্যম যাত্রায় লক্ষিত হয়। এই তৃতীয়বারের যাত্রা সমূহে তিনি পূর্ব্বযাত্রা হইতে কিরূপ বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন, তাহার নিদর্শনমাত্র প্রদর্শন করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি ভজনের বাহ্য অনুষ্ঠানমুখে কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে কীর্ত্তনকারিগণের মঙ্গল-বিধানের জন্য বাহ্যবৈষ্ণবতা পরিহার করিয়া লোকসঙ্ঘের সহিত মিলনের অপ্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছিলেন। সজ্জন-তোষণী নাম্নী পত্রিকা "কেশবাসিনী" হইতে বিষয়াবরণে হরিভজনের বিনিময়ে নিষ্কপট-ভজন-ফলের স্বরূপ অনেকগুলি কথা তাহা হইতে জানা যায়। শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস অর্জ্জন-স্পৃহায় জগতের বিষয়ের সেবা, কীর্ত্তন-কৈতবে জগতের কপটতার সেবা, তীর্থবাস অভিনয়ে জগতের ব্যবসায়, বঞ্চকাদি-কীর্ত্তনের ভাণে জগতের উদর-ভরণ-চেষ্টা প্রভৃতি নারকীগণের নৃত্যের দর্শক-সূত্রে উহাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার অলৌকিক স্বভাব যে কত শত কপট বিষয়ীর ভক্তির ছলানুষ্ঠানকে লোকচক্ষে গর্হণের বস্তু বলিয়া উপলব্ধি করাইয়াছে, তাহার সীমা নাই। কপট সামাজিকগণ ভগবদ্ভক্তগণকে কত প্রকারে নির্য্যাতন করিতে সমর্থ, তাহা প্রদর্শনের জন্য শ্রীসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ অসীম সহিষ্ণুতা দেখাইয়া যে সকল আদর্শ রাখিয়াছেন, তাহা নির্বাণীক ভক্ত-সমাজে জলন্ত উদাহরণ। ভগবান্ ভক্তের মহিমা-বর্দ্ধনকল্পে যে সকল অলৌকিকী ঐশীশক্তি তৎকালে প্রকট করাইয়াছেন এবং এখনও প্রকট করাইতেছেন, তাহা আলোচনা করিলে অসচ্চেষ্টা অন্তর্হিত হইয়া আলোচকের

অভাবনীয় কল্যাণ আনয়ন করিবে। তাঁহার অপার করুণা—যাহা একটী বিরোধী-কণ্টকের নির্য্যাণ কালে সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে মনুষ্য প্রকৃত সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে পারে, 'অমানী মান' কাহাকে বলে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাবে। বৈষ্ণব-প্রভাবে ভক্তিবিদ্বেষিকুলের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝা যায় যে, পরমসহিষ্ণু ভগবদ্ভক্ত দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডকুলের অসহনীয় উদ্বেগ কিরূপে অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারেন এবং ভগবান্ কিরূপে তাহাদিগের প্রতিবিধান করেন।

পরিশেষে মর্কট-বৈরাগিকুল বিবাগের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ হইয়া শব্দের ভারমাত্র বহনপূর্ব্বক যে বিষয়ম, ভ্রমে পতিত এবং ভক্তের প্রকৃত অনুষ্ঠান বুঝিতে অক্ষম হয়, তাহার জ্বলন্তমান দৃষ্টান্ত এই লোকাতীত মহাপুরুষের বিচার হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য-অনুষ্ঠানে ত্রুটী ও তাহার সংশোধন এবং অন্তঃসিদ্ধি উভয়ের মধ্যে যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহা ভাববাহি-সমাজ বুঝিতে পারে না; সুচতুর সাবগ্রাহি-ভক্তগণই তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে সমর্থ।

ক্লান্তি, অবার্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে-সদারুচি, ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি, তদ্বসতিস্থলে প্রীতি ও আত্মনিক্ষেপসমূহ ভাবসমূহ লক্ষ্য করা সাধারণের ভাগ্যের কথা নহে।

নীলাচলে মহাপ্রভু

জগন্নাথ-সন্দর্শনে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ঈশ্বর একেশ্বর অদ্ভুত প্রেমোন্মত্ততার সহিত শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আজ কতদিন পরে কত দিনের বাঞ্ছিত বস্তু—কত সাধনার ধন পাইয়াছেন, তাই সেই মহা-নিধিকে পিপাসিত-বক্ষের মাঝে ভরিয়া রাখিবার জন্য উন্মাদ-প্রায় হইয়া পড়িলেন। আনন্দ-হুঙ্কার ও দীর্ঘ লম্ফ প্রদান করিয়া জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে নয়ন হইতে শতধারে অশ্রু-উৎস ছুটিল। ক্ষণেকের মধ্যে প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভু মন্দিরে পড়িয়া গেলেন। শ্রীমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণকারী অন্য পড়িছাগণ ইহা দেখিয়া প্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। দৈব-যোগে তখন শ্রীমন্দিরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, তিনি পড়িছাদিগকে নিবারণ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর কাম-কোটি-সৌন্দর্য্য-সিন্ধু এবং কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত বিকারসমূহ দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। এইরূপ হুঙ্কার, এইরূপ গর্জ্জন, এইরূপ প্রেমের বিকার কখনও কি মানুষে সম্ভবে? সার্ব্বভৌম ইহা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভুর অচিন্ত্য-লীলা আমাদের আদি কবি অতি মধুর ছন্দে গাহিয়াছেন,—

"সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ভুজ রূপে।
আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে॥
আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি॥
তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহা কহে বেদে জীব-উদ্ধার-কারণে॥"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে লইয়া বসিয়া আছেন; প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হয় না, অনেক সময় কাটিয়া গেল। ক্রমে জগন্নাথের ভোগ-কাল সমুপস্থিত। সার্ব্বভৌম প্রভুকে আপন গৃহে লইয়া যাইবার যুক্তি করিলেন। জগন্নাথের পাদ্য-বিজয়ের সেবক পড়িছাগণকে আহ্বান করিয়া সার্ব্বভৌম গৌর-জগন্নাথকে নিজ-গৃহে লইয়া চলিলেন। পড়িছাগণ 'হরি হরি' ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রভুকে ঘরে আনিয়া সার্ব্বভৌম পবিত্র স্থানে শোয়াইয়া রাখিলেন। প্রভুর শ্বাস প্রশ্বাস বা উদর-স্পন্দন দেখিতে না পাইয়া ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। পরীক্ষা করিবার জন্য একটুকু সূক্ষ্ম তুলা আনিয়া প্রভুর নাসাগ্রে ধারণ করিলেন। তুলাটুকু ঈষৎ সঞ্চালিত হইতেছে দেখিয়া, ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, মনে মনে বিচার করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার। অনন্তর পাত্রে যে সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ ও বর্ণনা পড়িয়াছি, তাহার সহিত ইহা মিলিয়া যাইতেছে। নিত্য-সিদ্ধ ভক্ত ব্যতীত ত' এ ভাব কাহারও হয় না। যাঁহার অধিরূঢ় মহাভাব হয়, তাঁহাতেই এই অদ্ভুত সাত্ত্বিক-বিকার দৃষ্ট হয়। তাহা কি মানুষে সম্ভবে? এ যে মানুষের দেহে ঐরূপ অদ্ভুত ভাব দেখিতেছি, বড়ই

আশ্চর্য্য-ব্যাপার। ভট্টাচার্য্য নিজ-গৃহে প্রভুর নিকট বসিয়া এরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সিংহদ্বারে শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে সর্ব্বত্র লোকে প্রভুর অবস্থা বলাবলি করিতেছিলেন,—'অহো! আজ এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়া-মাত্রই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তাঁহার শরীরে কিছুতেই চেতনতা হইল না, অবশেষে ভট্টাচার্য্য সেই সন্ন্যাসীকে নিজ-গৃহে লইয়া গিয়াছেন।' লোকের এইরূপ বলাবলি হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ মহাপ্রভুর পার্ষদগণ বুঝিলেন যে, এই নবীন সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন—স্বয়ং মহাপ্রভু, আর ঐরূপ অবস্থাও মহাপ্রভু ছাড়া আর কাহারও হইবার নহে। এমন সময় সেই স্থানে গোপীনাথ আচার্য্য আসিয়া পড়িলেন। গোপীনাথ নবদ্বীপের বিদ্যানগর-বাসী বিশারদের জামাতা। তিনি ক্ষেত্রবাস করিতেছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর ভক্ত এবং তত্ত্বজ্ঞ। মুকুন্দের সহিত গোপী-নাথের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। গোপীনাথ মুকুন্দকে অকস্মাৎ নীলাচলে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন,'মহা-প্রভু এখানেই আসিয়াছেন, আমরা তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছি। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে আসিয়াছেন। কিছুকাল হইল আমাদিগকে ছাড়িয়া তিনি আমাদের অগ্রেই দর্শনে গিয়াছিলেন, আমরা সকলে তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চাতে আসিতেছি। লোক-পরম্পরায় শুনিলাম, জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভু প্রেমে অচেতন হইলে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নিজ-গৃহে লইয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র আমার আপনার সাক্ষাৎ পাইবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল, এমন সময় দৈবযোগে আপনার দর্শন পাইলাম। চলুন, আমরা সকলেই সার্ব্বভৌমের গৃহে যাই, আগে মহাপ্রভুকে দেখিয়া আসি, পরে জগন্নাথ-দর্শনে যাইব।

গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি। মুকুন্দ, নিত্যানন্দ প্রভুর পদ-বন্দনা করিলেন এবং সকলকে লইয়া আনন্দের সহিত সার্ব্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গোপীনাথ গৃহের অভ্যন্তরে গিয়া দেখিলেন, প্রভু আনন্দ-মূর্চ্ছায় শয়ন করিয়া আছেন। প্রভুকে দেখিয়া গোপীনাথের যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত হইল।

সার্ব্বভৌমকে জানাইয়া গোপীনাথ সকলকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন এবং সার্ব্বভৌমের সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত সকলকে শ্রীমন্দিরে দর্শনার্থ পাঠাইয়া দিলেন। জগন্নাথ দর্শন করাইবার জন্য সার্ব্বভৌম ভক্তগণের সহিত যে লোক প্রদান করিলেন, তাঁহারা যোড়হস্তে ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন,—"আপনাদের চরণ ধরিয়া নিবেদন করি, আপনারা স্থির হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিবেন। পূর্ব্ব-গোসাঞির মত কেহ কিছু করিবেন না। আপনারা সব কিরূপ তাহা বুঝিতে পারি না। যদি স্থির হইয়া দর্শন করেন, তবে আপনাদিগকে লইয়া যাই। আপনাদের একজন আজ যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে যে জগন্নাথ কোন প্রকারে সিংহাসনে রহিয়াছেন, ইহাই বড় আশ্চর্য্য! আর তিনি যেরূপ আছাড় খাইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে মানুষের দেহে প্রাণ থাকিতে পারে, ইহা আমরা কখনও দেখি নাই। আপনাদের সব ব্যবহার আমাদের অচিন্ত্য, অতএব নিবেদন করি, আপনারা একটু ধীর স্থির হইয়া দর্শন করিবেন।" ইহা শুনিয়া ভক্তগণ হাসিতে লাগিলেন ও সার্ব্বভৌমের লোককে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তোমাদের কিছু চিন্তা নাই।"

সকলেই জগন্নাথ দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ জগন্নাথ-দর্শনমাত্র ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সুস্থির করিলেন। পূজারী জগন্নাথ-দেবের মালিকা-প্রসাদ আনিয়া ভক্তগণের গলায় পরাইয়া দিলেন। প্রসাদ-মালা পাইয়া ভক্তগণ আনন্দিত মনে পুনরায় সার্ব্বভৌম-গৃহে মহাপ্রভুর নিকট অতি সত্বর ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তগণ আসিয়া দেখেন, মহাপ্রভু সেইরূপ অবস্থায়ই আছেন, বিন্দুমাত্রও বাহ্য-জ্ঞান প্রকাশিত হয় নাই। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পদ-তলে বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ কৃষ্ণ-ধ্বনি করিতেছেন।

ভক্তগণ সমস্বরে উচ্চ করিয়া নাম-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহ্য-দশা দেখা দিল। প্রভু হুঙ্কার করিয়া 'হরি হরি' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম আনন্দে প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। প্রভু

স্থির হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—'আমার আজ কি হইয়াছিল? নিত্যানন্দ প্রভু বলিতে লাগিলেন,—"তুমি জগন্নাথ দেখিবামাত্র প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে। দৈবাৎ সার্ব্বভৌম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তোমাকে পরাধরি করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া আসিয়াছেন। তিন প্রহরকাল যাবৎ তোমার একেবারে বাহ্য-দশা ছিল না। এই দেখ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তোমাকে নমস্কার করিতেছেন।"

প্রভু সম্ভ্রমে সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—জগন্নাথ বড় কৃপাময়; তাই আমাকে সার্ব্বভৌমের গৃহে আনিয়াছেন। আমি নীলাচলে কিরূপে তাঁহার সঙ্গ পাইব, তজ্জন্য চিন্তিত ছিলাম। আর আমার আজিকার ঘটনা শ্রবণ কর,—

"জগন্নাথ দেখি চিত্তে হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ-মাঝে তুলি আপনার॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥"

প্রভু আরও বলিলেন,—আজ হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বাহিরে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়াই জগন্নাথ দর্শন করিব, আর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব না। ভাগ্যে আমি জগন্নাথকে স্পর্শ করি নাই, তাহা হইলে আজ মহা-বিপদ উপস্থিত হইত। নিত্যানন্দ বলিলেন,—এখন এসব কথাবার্ত্তা রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্নান কর, আর বেলা নাই। প্রভু বলিলেন,—নিত্যানন্দ! তুমি আমাকে রক্ষা করিবে, আমি এ দেহ তোমার কাছে সমর্পণ করিলাম। এদিকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন,—প্রভো! শীঘ্র স্নান করিয়া আসুন; আজ এই দীনচেতা-পুরী কিছু মহাপ্রসাদায় ভিক্ষা দিবার অভিলাষ করিয়াছে।

মহাপ্রভু শীঘ্রই সমুদ্র-স্নান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ দেবের বিচিত্র মহা-প্রসাদ আনয়ন করাইয়া সুবর্ণ-থালাতে নিজ হস্তে সেই প্রসাদ পরিবেশন করিলেন। মহাপ্রসাদের বন্দনা করিয়া প্রভু ভক্তগণের সহিত প্রসাদ-সম্মান করিতে বসিলেন। প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন'—

"—বিস্তর লাফ্‌রা মোরে দেহ।
পিঠা-পানা-ছানা-বড়া তোমরা সে লহ॥"

মহাপ্রভু এই উক্তিচ্ছলে সাধক-জীবগণকে শিক্ষা দিলেন, যেন মহাপ্রসাদ গ্রহণের ছলে কেহ তাঁহাতে ভোগবুদ্ধি করিয়া না বসেন। স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে উপদেশচ্ছলেও মহাপ্রভু পরবর্ত্তীকালে এই নীলাচলেই সাধক জীবকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

মহাপ্রসাদ সেব্য-বস্তু—তাহা আমাদের ভোগ্য-বস্তু নহে। আমরা মহাপ্রসাদের কাছে নিকপটে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিব,—হে মহাপ্রসাদ! আপনি বৈকুণ্ঠ-বস্তু, আপনি আমার প্রভু, আপনি আমার জিহ্বা-লাম্পট্য,—আমার যাবতীয় প্রাপঞ্চিক-কুযাবদ্ধ দুর্দ্দমনীয়-ব্যাধি বিদূরিত করিয়া অপ্রাকৃত সেবারসে আমার রুচি জন্মাইবার জন্যই কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গুরু-বস্তুতে—ঈশ্বর-বস্তুতে যে ভোগ-বুদ্ধি করে, সে বঞ্চিত হয়, আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনাতে যেন আমার জাতি-সামান্য-বুদ্ধি না হয়, চিন্ময় মহাপ্রসাদকে যেন আমি 'অন্ন-ডাল' জ্ঞান করিয়া ভোগে লিপ্ত না হই। আমি আমার অধিকার উপযোগী আপনাকে গ্রহণ করিয়া যেন প্রপঞ্চ-জয় ও কৃষ্ণ-সেবার উপযোগিতা লাভ করিতে পারি।

মহাপ্রভু আজ সাধক-জীবকে মহাপ্রসাদে ভোগ-বুদ্ধি হইতে সতর্ক করিবার জন্য এই ছল লীলা দেখাইলেন। সার্ব্ব-ভৌম কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—প্রভো! আজ কৃপাপূর্ব্বক সকলপ্রকার মহাপ্রসাদই আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। জগন্নাথদেব কিরূপ ভোজন করিয়াছেন,—এই সকল উপকরণ-ভোগে তাঁহার কিরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইয়াছে, মহাপ্রসাদ আস্বাদে করিয়া তাহা অনুভব করুন। ইহা বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে পিঠা-পানা-ছানা-বড়া-মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহু প্রকারের বিচিত্র-মহাপ্রসাদ সেবন করাইলেন।

পাঠক! এখানে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তিটী লক্ষ্য করুন,—

"জগন্নাথ যৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥"

অনর্থযুক্ত বিষয়ী বা সাধক, আর অনর্থমুক্ত সিদ্ধ-বৈষ্ণব বা পরমহংসের আচরণ বাহ্য-দৃষ্টিতে এক হইলেও তাঁহাদের অন্তরনিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে। যাহারা

মৎসরতা বশতঃ সাধক ও সিদ্ধকে সমশ্রেণীতে গণনা করে, তাহারা কখনও আত্ম-কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। অনর্থযুক্ত পুরুষ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হন; মহাপ্রসাদ তাঁহার নিকট নিজ-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জানাইবা না দিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের স্মৃতিই জাগাইয়া দেয়। তিনি বিচিত্র প্রসাদ সেবা করিতে করিতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ অনুভব করিতে থাকেন। তাহাতে নিজের কোন ভোগ-স্পৃহা থাকে না; তিনি কৃষ্ণপ্রেমে প্রসাদ আস্বাদন করেন। প্রসাদ তাঁহার নিকট উদ্দীপন-বিভাবের কার্য্য করে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম জাগাইয়া দেয়। মাধবেন্দ্রপুরী গোপালের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুভব করিবার জন্য গোপীনাথের ক্ষীর আস্বাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু মৎসর ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে না; তাহারা মনে করে, মুক্তফুলও বুঝি আমাদের ন্যায় জিহ্বা-লম্পট। মাধবেন্দ্রপুরী-পরিত্যক্ত শিষ্য-নামধারী রামচন্দ্রপুরী, মহাপ্রভুর গৃহ হইতে পিপীলিকা-শ্রেণী নির্গত হইতেছে, দেখিতে পাইয়া মহাপ্রভু অধিক পরিমাণে মিষ্ট-দ্রব্য ভোজন করেন—সন্ন্যাসী হইলেও তাঁহার ইন্দ্রিয়-লালসা যায় নাই,—এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন! তিনি মহাপ্রভুকে অনর্থযুক্ত মর্ত্ত্যজীব বিবেচনা করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘ, কোন সময় মহাপ্রভুকে সার্ব্বভৌমের গৃহে বিবিধ-ব্যঞ্জন ও মিষ্টাদি উপকরণ সমন্বিত প্রসাদ ভোজন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে পরম-লোভী স্থির করিয়াছিলেন। আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিকও তাঁহাদের সাহিত্য-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"মহোৎসব ব্যাপারাদির আধিক্যে নানারূপ বিলাস-বৃত্তির উদ্রেক হয়। মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিয়া তৎস্থল পূরণ করিতে প্রয়াসী বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষ্ট-দ্রব্য ও উপাদেয় শাক-সব্জী-দ্বারা বাঙ্গালীর আহারীয়-সামগ্রীর তালিকা খুব প্রশংসনীয়-ভাবে বাড়াইয়া ফেলেন। পাঠক, চৈতন্যচরিতামৃতের খাদ্য-তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিবেন।" এই সকল বিচারকের গতি মহাপ্রভু স্বীয় লীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধক ও সিদ্ধকে, জীব ও ভগবানকে সম-শ্রেণীতে গণনা করিবার ফলেই আমাদের চিত্তে এই সকল অপরাধময়ী দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। আমরা মহাভাগবতগণের আচরণের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আচরণদ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, অনর্থযুক্ত পুরুষগণ যে কোন বস্তু গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য-পরতাই সাধিত হয়; তাঁহারা সর্ব্ব-বিষয়গ্রহণে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অতএব মহাভাগবত ও বৈষ্ণবগণকে ভোগী বা বিলাসী মনে করিয়া কাহারও ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং স্ব স্ব নরকের পথ প্রশস্ত করা উচিত নহে। তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করাই উচিত। তবেই জীবের মঙ্গল।

মহাপ্রভু অন্যদিকে নিজ আচরণের দ্বারা জানাইলেন যে, পিঠা-পানা-ছানা-বড়া প্রভৃতি "মহাপ্রসাদ" গ্রহণে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা নাই। তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ মাত্র গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হরি-সেবায় নিযুক্ত থাকা উচিত। কারণ পিঠা-পানা-ছানা বড়া প্রভৃতি গ্রহণ করিবার ফলে অনর্থযুক্ত পুরুষের প্রসাদে ভোগ-বুদ্ধিই বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তাহা গ্রহণ করিয়া অনর্থমুক্ত বৈষ্ণবের কৃষ্ণ-প্রীতির উদয় হইবে। 'অহো! আজ কৃষ্ণের ঘ্রাণনাথ কিরূপ তর্পণ হইয়াছে—কৃষ্ণের বড় সুখ হইয়াছে'—এই স্মৃতি পরিপূর্ণরূপে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ-প্রেমসাগরে ভাসাইতে থাকিবে। কৃষ্ণের ভোগে—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণে আনন্দ উপলব্ধি করা—কৃষ্ণের সুখে সুখী হওয়ার নামই—কৃষ্ণপ্রেম। আর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে মজিয়া যাওয়ার নামই—কাম।

—•—

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

স্মার্ত্ত-বাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৩শ সংখ্যার পর]

আমরা কোন অনুসন্ধিৎসুর প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়-প্রোক্ত ত্রয়োদশ প্রকার অপ-সম্প্রদায়—যাহা মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মনঃ-কল্পিত অসত্য জগতে বিস্তার করিয়াছে ও করিতেছে, সেই ত্রয়োদশ প্রকার অপ-সম্প্রদায়ের বিস্তৃত-বিবরণ ও সমালোচনা গৌড়ীয়ে ক্রমাগত প্রকাশ করিতেছিলাম। উক্ত ত্রয়োদশ প্রকার অপ-সম্প্রদায়ের মধ্যে (১) আউল, (২) বাউল, (৩) কর্ত্তাভজা, (৪) নেড়া, (৫) দরবেশ, (৬) সাঁই, (৭) সহজিয়া, (৮) সখীভেকীর মতসমূহের

আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে স্মার্ত্ত-মতের আলোচনা চলিতেছে। আমরা স্মার্তবাদের অবশিষ্টাংশ আলোচনা করিয়া পরবর্ত্তী সংখ্যাসমূহে বাকী অপ-সম্প্রদায়-গুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

স্মার্তবাদ সম্বন্ধে আলোচনার শ্রীগৌড়ের ১৮শ সংখ্যায় আর্ষিক-স্মার্তবাদ ও পারমার্ষিক স্মার্তবাদের মধ্যে কয়েকটী মূল-বিষয়ে যে বাহ্য সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহার বর্ণন-মুখে উভয়ের মধ্যে বাহ্য-সাদৃশ্য সত্ত্বেও পরমার্থতঃ উভয়ের মধ্যে অন্তর-নিহিত যে সম্পূর্ণ ভেদ বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

গত ২৩শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে পারমার্ষিক ও আর্ষিকের গুরুবরণ ও মন্ত্র গ্রহণে যে ভেদ বর্ত্তমান, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে স্মার্ত্ত বা আর্ষিক এবং বৈষ্ণব বা পারমার্ষিকের মধ্যে অন্যান্য-বিষয়ে বাহ্য-সাদৃশ্য সত্ত্বেও যে ভেদ রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করা হইবে।

আর্ষিক বা স্মার্তগণ তাঁহাদের অধিকারে ঔপাধিক জাতি-ধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্মকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বিচার করেন; কিন্তু পারমার্ষিক বা বৈষ্ণবগণ সনাতন আত্ম-ধর্ম্মকেই "স্ব-ধর্ম্ম" বলিয়া বরণ করেন। স্মার্ত্ত, স্মার্তগুরুর (?) নিকট মন্ত্র-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পান না; আর পারমার্ষিক, গুরুদেবের নিকট মন্ত্র-গ্রহণের ফলে মনন-ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আত্ম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন। দেহে আত্ম-বুদ্ধিকারী স্মার্ত্ত মনে করেন, দীক্ষা একটী পুণ্যময়-ক্রিয়ামাত্র; ঐরূপ পুণ্য-ক্রিয়াদ্বারা কখনও ইহ-জন্মে বর্ণ-পরিবর্ত্তন বা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ বিধ্বংসিত হইতে পারে না। কিন্তু পারমার্ষিক-শাস্ত্র বলেন, ভগবন্মন্ত্র-গ্রহণ-প্রভাবে নিখিল অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপ বিনষ্ট হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ প্রথম লহরী ১২শ হইতে ১৫শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। পারমার্ষিক-শাস্ত্র বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত-পুরুষকে 'অন্ত্যজ' 'শূদ্র' বা 'গৌড়-ব্রাহ্মণা'দি জাতিনামান্তে বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু আর্ষিক বা স্মার্তগণের বিচার সেরূপ নহে।

স্মার্তগণ বলেন, গৌড়-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহই শালগ্রাম-পূজার অধিকারী হইতে পারেন না, আর স্মার্তগণের শালগ্রাম-সম্বন্ধে ধারণাও অনুরূপ। কিন্তু পারমার্ষিক-শাস্ত্র বলেন, বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেই শালগ্রাম পূজার অধিকারী। যদি তাঁহারা শালগ্রাম পূজা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রত্যবায় ঘটে। বৈষ্ণবী-দীক্ষায় যে অতিরিক্ত পঞ্চবিধ সংস্কার লাভ হয়, তন্মধ্যে পঞ্চম সংস্কার যে 'যাগ', তাহার অর্থ প্রমেয়রত্নাবলী (৮৯)। গ্রন্থ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—"শালগ্রামাদি-পূজা তু যাগ-শব্দেন কথ্যতে।" দীক্ষিত-ব্যক্তিমাত্রেরই যখন এই পঞ্চম-সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে, তখন প্রত্যেক দীক্ষিতেরই শ্রীশালগ্রাম অর্চ্চনা করিতে হইবে, এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইল। বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলিয়াছেন,—যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষই হউন না কেন, বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে তিনি পারমার্ষিক-ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া শালগ্রাম-পূজায় নিত্য অধিকার প্রাপ্ত হন,—

পাদ্মে—শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিল্বিষম্।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং কায়তে কৃমিঃ॥

স্কান্দে চ—এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥

তথা স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে চাতুর্ম্মাস্যব্রতে শালগ্রাম-শিলার্চ্চা-প্রসঙ্গে—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥
অতো নিষেধকং বাক্যমচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

দিগ্দর্শনী—

যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্বিরিত্যর্থঃ। ... মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিতি বচনস্য বিরোধাদ্ব্রাহ্মণসর্ব্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যম্। ... যতঃ শূদ্রেষ্বন্ত্যেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। ... ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রপ্রাপ্যং সিদ্ধমেব। অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা (হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ২২৩-২২৪)

—পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চনা না করিয়া যে ব্যক্তি কিছু মাত্র ভোজন করে, তাহাকে চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া কল্পকাল যাবৎ অবস্থান করিতে হয়। স্কন্দপুরাণেও কথিত হইয়াছে, যথাবিধি

বৈষ্ণবী-দীক্ষা গ্রহণ করিলে সকলেরই ভগবৎশ্রীশালগ্রামের পূজার অধিকার জন্মে। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষ বা স্ত্রী-ই হউন না কেন, বৈষ্ণবী-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সকলেই শালগ্রামরূপী ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-বিধিতে শ্রীশালগ্রাম-অর্চ্চনা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-কুলোদ্ভূত পুরুষ এমন কি শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও বৈষ্ণবী-দীক্ষা লাভ হইলে শালগ্রামপূজার অধিকার জন্মে; কিন্তু অপরের অর্থাৎ **হরিভক্তিহীন দ্বিজাতি বা শূদ্রের সেই অধিকার নাই।** অতএব স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রাম-অর্চ্চনা-বিষয়ে যে সকল স্পষ্ট নিষেধ-বাক্য শ্রুত হয়, তদ্বেষী ব্যক্তিগণ বলেন যে, সেই সকল বাক্য মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তগণের কল্পিত। শ্রীশালগ্রাম ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষায়-দীক্ষিত পুরুষগণকে শূদ্র, অন্ত্যজ বা শৌক্র-ব্রাহ্মণাদি জাতি-সামান্যে দর্শন করিতে হইবে না। শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবে পারমার্থিক-ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। সেই সকল পারমার্থিক-ব্রাহ্মণের শালগ্রাম-পূজায় নিশ্চয় অধিকার আছে।

পাঠক! শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপরি উক্ত শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, স্মার্ত্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মে কিরূপ তাত্ত্বিক ভেদ রহিয়াছে। অনেক আচার্য্যনামধারী—অনেক গোস্বামিনামধারী, বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তি শিষ্যকে যথাবিধি বৈষ্ণবী-দীক্ষা প্রদান করেন বলিয়া মুখে বলিয়া থাকেন, অথচ স্বয়ং গুরুই শিষ্যকে জাতি-সামান্যে দর্শন করিয়া গোস্বামী ও শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন এবং তৎপ্রতি বিদ্রূপাচরণের প্রথম আদর্শ ও প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আপনারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন, এইরূপ গুরুনামধারিগণ তাঁহাদের অবরকুলোদ্ভূত শিষ্যগণকে কখনও শালগ্রাম পূজা করিবার উপদেশ করেন কি না? অথচ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু ও শ্রীহরিভক্তি-বিলাস এ বিষয়ে স্পষ্ট আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইলে এই সকল আচার্য্যব্রুব, গুরুব্রুব বা গোস্বামিব্রুব কি স্মার্ত্ত না বৈষ্ণব? ইহারা স্মার্ত্তের শাসন অনুসরণকারী, না গোস্বামিগণের শাসন অনুসরণকারী, তাহা সুধী-সমাজ নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করুন।

শ্রীশালগ্রাম সম্বন্ধে ইঁহাদের ধারণাও শুদ্ধ পারমার্থিক বৈষ্ণব-সমাজের ধারণা হইতে পৃথক্। ইঁহারা শালগ্রামে জাতি-বুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ-শিলাবুদ্ধি করেন বলিয়াই শালগ্রামকে বাহ্য শৌচাদি-ব্যাপারের অন্তর্গত বিবেচনা করেন। স্মার্ত্তগণ অমেধ্য মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করিয়া শালগ্রাম অর্চ্চনা (?) করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, কিন্তু কোন অবরকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত সদাচারী ব্যক্তি যদি শাস্ত্রবিধানানুসারে সেই শালগ্রাম স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দর্শনের অন্তর্গত শিলা "অশুদ্ধ" হইয়া গিয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা প্রাকৃত বস্তুদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর শুদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট হন। তাঁহারা শালগ্রামের দ্বারা স্ব-স্ব দৈহিক ও মানসিক স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া সেবা-বস্তুকে ভৃত্যরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। এই সকল মতই—স্মার্ত্তবাদ; পারমার্থিকগণের বিচারের বিপরীত। পারমার্থিকগণ চেতনবৃত্তির দ্বারা শালগ্রামের পূজা করেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তদের ন্যায় শালগ্রামকে রান্নার খোন্তা মনে করিয়া তাঁহার দ্বারা আপনাদের ভোগ্য বাদাম ভাঙ্গাইবার প্রয়াস করেন না। তৎপরিবর্ত্তে চেতনবৃত্তির সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা বহু যত্নে বাদাম ভাঙ্গিয়া সেবা শ্রীশালগ্রাম প্রভুর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব—উভয়েই বাহ্য-দৃষ্টিতে তুলসীর সম্মান করেন, কিন্তু উভয়ের অন্তরনিষ্ঠা পৃথক্। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের গঙ্গা-জল, শালগ্রাম বা শ্রীবৈষ্ণবে যেরূপ প্রাকৃত বুদ্ধি, তুলসীতেও সেইরূপ বিচার। তাঁহারা শ্রীতুলসীকে কোন প্রাকৃত পবিত্র বস্তুর অন্যতম মনে করেন। তাঁহাদের তুলসীতে কৃষ্ণ-প্রিয়-বুদ্ধি নাই, উহাকে পবিত্র বস্তুমাত্র বা কোন বিশেষ রোগাদি-বিনাশক উদ্ভিদ্‌বিশেষ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণের বিচার এই,—

"ভাগবত-তুলসী-গঙ্গার-ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥"

বৈষ্ণবগণ শ্রীতুলসীকে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ অপ্রাকৃত বস্তু বিচার করেন, শ্রীতুলসী ব্যাধি-বিনাশক ভোগ্য-বস্তুরূপে প্রতিভাত না হইয়া তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণ-সেবার উদ্দীপন-বিভাব-রূপে পরিলক্ষিত হন—

"তুলসী দেখি, জুড়ায় প্রাণ,
মাধব-তোষণী জানি।"

কৃষ্ণ-চরণ-কমলস্পৃষ্ট তুলসীর স্পর্শে আত্মারামগণের চিত্তেও কৃষ্ণ-সেবার উদ্দীপনা হয়। কিন্তু স্মার্তগণ তাঁহাকে প্রাকৃত পবিত্র বস্তুর পর্য্যায়ে গণনা করেন বলিয়া—সেই তুলসীর দ্বারা তাঁহাদের নিজেন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া থাকেন—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা প্রদান করেন। আর্থিক-স্মার্তগণ কখনও মামলা-মোকদ্দমা জয় করিবার সঙ্কল্পে নারায়ণে তুলসী প্রদান করেন, স্মার্ত-অপরাধিগণ কখনও শুক-ক্রব বা জীবের পরদেশে তুলসী (?) তাপসের চেষ্টা দেখাইয়া নরকের পথে উপনীত হন; কখনও বা প্রাকৃত-বস্তুর ন্যায় অপ্রাকৃত তুলসীর পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে আশঙ্কায় সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠদেশে তুলসী ধারণ করিতে বিরত হন। কেহ কেহ বা অন্নেষ্যাদি গ্রহণ করিতেই হইবে, মিথ্যা কথা বলিতেই হইবে—এইরূপ সিদ্ধনিশ্চয় হইয়া নিজ অপস্বার্থের বিনাশ এবং ভাবী অসুবিধার ভয়ে কণ্ঠে তুলসী ধারণ করিতে বিরত হন; কোন কোন গুরু প্রতিষ্ঠাকামী মহা-প্রভুকে বিকৃতভাবে অনুকরণ করিয়া লোক দেখাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তুলসী বৃক্ষ লইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন—তুলসীতে অপ্রাকৃত-পূজ্য-বুদ্ধি না থাকায় তাঁহারা এক হস্তে তুলসী, আর এক হস্তে তাম্রকূট সেবনের যন্ত্র লইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন এবং তুলসীর সম্মুখেই ধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে তাম্রকূট সেবনের আদর্শ দেখান—অপরের মস্তিষ্কে পদ-প্রধান করিয়া থাকেন ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহার্থ নানা কৌশলজাল বিস্তার করেন। এইরূপ তুলসীতে 'অভিভক্তি' প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। এই সকল আচরণে বাহ্যে বৈষ্ণবতার মুখস থাকিলেও ইহা পারমার্থিক বৈষ্ণবের আচরণ নহে; পারমার্থিকের বিকৃত অনুসরণ ও স্মার্তের অন্তরনিষ্ঠা ইহাতে বর্ত্তমান। কোন সময় এক স্মার্ত তুলসীকাষ্ঠের দ্বারা শ্রীহরির নৈবেদ্য রন্ধন করিতে দেখিয়া বৈষ্ণবগণকে অসদাচারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদসংহিতায় শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তুলসী কাষ্ঠের দ্বারা নৈবেদ্য-রন্ধনের বিধি আছে—

"নৈবেদ্যং পচতে যস্তু তুলসী-কাষ্ঠ-বহ্নিনা।
মেরুতুল্যং ভবেদ্যস্য তদ্ভস্মং কেশবায় হি॥"

স্মার্তগণ প্রাকৃত-চিন্তা-স্রোতে ধাবিত বলিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের অন্তরের সেবা-প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন না; তুলসী এবং বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি থাকা কালে যে ভগবান্ "তাঁহাদের তুলসীর" দ্বারা নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না, ইহা তাঁহারা মস্তিষ্কে ধারণা করিতেই পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, প্রাকৃত বুদ্ধি থাকুক, আর যাহাই থাকুক, তুলসী দিতে পারিলেই তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন। আর বৈষ্ণব তাঁহার চেতন বৃত্তির দ্বারা ভগবানকে যে বস্তু নিবেদন করেন, বা যাহা বৈষ্ণবের নিকট হইতে গ্রহণ করেন তাহাতে যদি স্মার্তের দর্শনানুযায়ী "পাছ-তুলসী" না থাকে, তাহা হইলে উহা প্রসাদ মধ্যেই গণ্য নহে। মহাপ্রভু শ্রীধরের গৃহের বাহিরে পরিত্যক্তভাবে রক্ষিত লৌহপাত্রের জল পরম আদরে পান করিয়া ঐরূপ স্মার্তবাদ নিরাস করিয়াছেন—

"দাম্ভিকের • বস্তু পাত্র দিবা জলাসনে।
আছুক শিবার কার্য্য, না দেখে নয়নে॥
যে সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধির অপেক্ষা নাহি চায়॥
অল্প দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায়।
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ যাচকায়॥
অবশেষে সেবকেরে করে আত্মসাৎ।
তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির খাক॥"

(ক্রমশঃ)

২ শত প্রশ্ন

প্রভো! কৃপা করিয়া এ অধমের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দান করিয়া শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণে আশ্রয় দিবেন—ইহাই একমাত্র বিনীত প্রার্থনা।

১। সাধক-কণ্ঠমণি ৭২ পৃষ্ঠা (১৪) বৈষ্ণব-মহিমায়—

"আশ্রয়" লইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণভক্তি লভে,
আর সব মরে অকারণ॥"

"আশ্রয়" শব্দে কাহার আশ্রয়? এবং কি করিয়া তাহা লাভ করা যায়?

• "অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েত্তু যঃ।
স সর্ব্বভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ 'দাম্ভিক' শব্দে শুদ্ধভক্ত ব্যতীত প্রাকৃত ভক্ত এবং কর্ম্মজড় স্মার্তগণকে লক্ষ্য করিতেছে।

২। সাধক-কণ্ঠমণি ১৪১ পৃষ্ঠা, শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকার যে লাইন—

"অ-জ্ঞানবিশুদ্ধ যত নাহি লয় দত্ত মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।"

"বিশুদ্ধ" শব্দের অর্থ কি?

৩। যাহার যাহা আছে, তাহা দিয়া শ্রীভগবানের সেবা করা কর্ত্তব্য? আমার কি আছে? কি দিয়া, কিরূপ অবস্থায়, কি প্রকারে, কিরূপ যোগ্যতায় ও কিরূপ অধিকারে তাঁহার সেবা করিব?

৪। আমার উপস্থিত অবস্থায় কিরূপ অধিকার? "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার" কি প্রকারে অসৎসঙ্গ ত্যাগ হইবে? নিজ চেষ্টায় কেহ কিছু করিতে পারে না। শ্রীবলদেবের বল অর্থাৎ কৃপা কি প্রকারে লাভ হইবে? অসৎসঙ্গ-ত্যাগের পথে যে সকল প্রবল বাধা বা অনর্থ, তাহা কি প্রকারে যাইবে? "অবৈষ্ণবোপধানেন মন্ত্রাণ নিরয়ং ব্রজেৎ"—ইহার প্রতিকার কিরূপে হইবে?

৫। বৈরাগী ও অতি গোস্বামী প্রভুরা শ্রাদ্ধে ঐকাদশী-বাসরে "আমান্নভোগ" প্রদান করে, তাহার কোন শাস্ত্র-প্রমাণ বা যুক্তি আছে কি না? শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগ দিবার কি প্রকার ব্যবস্থা আছে? এবং তাহা প্রদান করিবার অধিকার কাহাদের আছে?

৬। শ্রীশ্রীঅরুণাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীশ্রীচরণে এ অধমের একটি অপরাধ আছে (এক দিবস বক্তৃতা শুনিতে গিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চক্ষে সোণার ফ্রেমের চশমা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, সন্ন্যাসীর এখনও বিলাসিতা যায় নাই এবং তাঁহার শরীর অসুখ-হেতু ঔষধ-সেবনের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলাম,—মুক্তপুরুষের আবার ব্যাধি কি?) এই উৎকট অপরাধের ক্ষমা যাচ্ঞা কি প্রকারে করিব? ইতি।

বৈষ্ণব-কৃপা-প্রার্থী দীন—
শ্রীবটকৃষ্ণ দাস
১৮ নং গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা
২০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৩৩৫ সাল।

উত্তর—১। 'আশ্রয়' শব্দে—শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণ-আশ্রয়। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহাভাগবত পরমহংসই—শ্রীগুরুদেব। তাঁহার পদাশ্রয়-ফলেই জীবের কৃষ্ণভক্তি-লাভ হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ চতুঃষষ্টি ভক্তাঙ্গের মধ্যে প্রথমে লিখিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ"। গুরু-পাদ-পদ্ম-বিমুখের কোন কালে কোথায়ও গতি নাই।

কৃষ্ণ-প্রসাদে গুরু-প্রসাদ ও গুরু-প্রসাদে কৃষ্ণ-প্রসাদ লাভ হয়। সাধারণ-জীবের ভক্তিমুখী-সুকৃতি হইতে কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভ ঘটে।

২। "অ-জ্ঞানবিশুদ্ধ," এই শব্দটী বিযুক্ত করিলে অ-জ্ঞান ও অ-বিশুদ্ধ—এইরূপ হইবে, অথবা এখানে পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়—"অজ্ঞান অভাগা যত," "অজ্ঞান বিমূঢ় যত"। 'বিশুদ্ধ' শব্দের অর্থ—সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণের অতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত। গুণাবর্গস্থ সত্ত্বও মিশ্র এবং প্রাকৃত; সুতরাং বিশুদ্ধ নহে। দেবতাগণ বা প্রাকৃত-ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধ অর্থাৎ পুণ্যাত্মা হইলেও বিশুদ্ধ নহেন। বিশুদ্ধ একমাত্র—অপ্রাকৃত বৈষ্ণব। তাই ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—"অজ্ঞান" অর্থাৎ কেবল তমোগুণাশ্রয় এবং "অবিশুদ্ধ" অর্থে মিশ্র-সত্ত্বগুণাশ্রিত যত ব্যক্তি, তাঁহারা অপ্রাকৃত-বিচার গ্রহণ করেন না।

৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকল জীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—"প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা" প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা দেহধারী জীবমাত্রেরই নিজের ও পরের শ্রেয়ঃ বিধান কর্ত্তব্য। ভগবৎসেবাই পরম শ্রেয়ঃ, আর ভগবদ্‌বিমুখতাই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পরম শ্রেয়ঃ। জীবমাত্রেরই উপরি-উক্ত চারিটী বস্তুর সমস্তগুলি কিংবা কোন না কোন একটী নিশ্চয়ই আছে। 'প্রাণ' অর্থে—চেতনতা; যেখানে জীবত্ব, সেইখানেই চেতনতা আছে। প্রাণের দ্বারাই ভগবানের মুখ্যা সেবা সাধিত হয়। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—"প্রাণ আছে যার, সে হেতু প্রচার"। প্রাণহীনের অর্থ-বুদ্ধি ও বাক্য দুইভাবে ভগবৎসেবা করিতে পারে না, এই জন্য 'প্রাণ' শব্দটী সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীগুরু-দেব এই প্রাণেরই উদ্বোধন করেন। আপনি যখন ভগবানেরই জীব, তখন আপনারও প্রাণ আছে। সুতরাং আপনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠের নিকট হইতে অধিকার লাভ পূর্ব্বক প্রাণের দ্বারা যে কোন অবস্থায় ভগবানের সেবা করিতে পারেন। ইহা কেবল আপনার পক্ষে নহে,

আমাদের সকলের পক্ষেই একমাত্র উপদেশ। শ্রীগুরুদেব দেবোন্মুখ আমাদিগকে সেবার প্রকার জানাইয়া দেন।

৪। আপনার উপস্থিত অবস্থায় কিরূপ অধিকার, তাহা বৈষ্ণব-গুরু বলিতে পারেন। গুরু-সম্প্রদায় করিলে শ্রীগুরুদেবই শিষ্যকে তাহার অধিকারের উপযোগী সেবা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিবিধ অধিকারের কথা উক্ত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে এই ত্রিবিধ অধিকারের বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন,—পুরুষানুক্রমে যাঁহারা কুল-গুরু ধরিয়া অথবা লোক-দৃষ্টে অর্চ্চনমার্গে লৌকিক-শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুমন্ত্রে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা-গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারা প্রাকৃত ভক্ত,—শুদ্ধ ভক্ত নহেন। এই শ্রেণির ব্যক্তিদিগের দ্বারা-ভক্ত্যাভাসই প্রবল। অভক্ত হইতে ভক্ত বাহিরা লওয়া ইহাদের সাধ্য নয়। ইঁহাদের অজ্ঞতা অনেক সময়েই অসৎসঙ্গ-দোষে পাষণ্ডতায় পরিণত হইবার সম্ভব। যদি অসৎসঙ্গপ্রভাবে ইঁহাদের বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই প্রাকৃতভক্তের অধিকারটুকুও তাঁহারা হারাইয়া ফেলেন। আর যাঁহাদের ভগবানে অন্যাভিলাষিতাশূন্যা আনুকূল্যময়ী কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহারা মধ্যম-অধিকারী বা শুদ্ধ-ভক্ত বলিয়া গণ্য। মধ্যম-অধিকারে বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় হয় এবং অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগে দৃঢ়-সঙ্কল্প থাকে, আর তাঁহারা কোমল-শ্রদ্ধগণকে হরিকথা উপদেশাদি-দ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন। মধ্যম-অধিকারী-ভক্তের ভক্তি প্রেমাকারে পাক হইলে তিনি অবশেষে উত্তম-ভক্ত হইয়া থাকেন। এ অবস্থায় আর প্রেম-মৈত্রী-কৃপা-উপেক্ষারূপ ব্যবহার-তারতম্য থাকে না; সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। তাঁহার নিকট উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব-ভেদ বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-ভেদ নাই। গুরুদেব উত্তম ভাগবত হইয়াও কৃষ্ণ সম্বন্ধে "তোমা-পাংশুল" ইত্যাদি প্রেমের ন্যায় যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, সে সমস্তই প্রেমের বিকার; তাহাও বস্তুতঃ প্রেম অর্থাৎ আপ্রাকৃত-প্রেম নহে। শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য মহাভাগবত হইয়াও পরম-করুণাবশে স্বেচ্ছায় মধ্যম-ভাগবতের অভিনয় করেন। যদি তিনি এইরূপ না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত-জীবের মঙ্গল হইত না। যেমন শ্রীগৌরসুন্দর মহাভাগবতের লীলাভিনয় করিয়াও লোক-শিক্ষার্থে অনেক সময় মধ্যম-ভাগবতের অভিনয়ও প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর ছোট হরিদাসের প্রতি কঠোর শাসন-লীলা, বিষয়ীর সঙ্গ পরিহারের দৃষ্টান্ত-স্থাপন-কল্পে প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, কোন ব্রাহ্মণ পদস্পর্শ করিলে 'স্ত্রী-স্পর্শ হইল জ্ঞানে' মহাপ্রভুর সচেল গঙ্গা-স্নানের আদর্শ, শ্রীমায়াপুরনিবাসী পরমেশ্বর মোদক তাঁহার স্ত্রীর নীলাচল-আগমন-বার্ত্তা মহাপ্রভুর নিকট বিজ্ঞাপন করিলে প্রভুর গাম্ভীর্য্য ও মৌনভাবাবলম্বন, কমলাকান্ত বিশ্বাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কালা কৃষ্ণদাস প্রভৃতির প্রতি প্রভুর শাসন-লীলা, গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রতি আদর্শ নিরপেক্ষতার প্রদর্শন, কাশী-প্রকাশের অধ্যাপক রামাইয়ের রামদাসকে মুমুক্ষু জানিয়া আদর না করিবার দৃষ্টান্ত, বল্লভাচার্য্য-রচিত স্বামি-বিরোধি-ভাগবত-টীকাশ্রবণে অনিচ্ছা-প্রকাশ ও শ্রীবল্লভ ভট্টকে শিক্ষা-দান প্রভৃতি মধ্যম-ভাগবতাধিকারোচিত বহু বহু দৃষ্টান্ত স্থাপনের অভিনয় আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রে দেখিতে পাই। মহাভাগবত-লীলাভিনয়কারী শ্রীল স্বরূপ দামোদরের চরিত্রেও সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবির নাটকের তীব্র সমালোচনা, মায়াবাদী-বেদান্ত-শ্রবণের জন্য ভগবান্ আচার্য্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি বহু বহু দৃষ্টান্তে শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর চরিত্রে দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব অবৈষ্ণবে ভেদ-বিচার না থাকিলে এই সকল শিক্ষা-প্রদান হয় না। কেহ যেন মহাপ্রভু, শ্রীস্বরূপ-দামোদর বা অন্যান্য গৌর-ভক্তগণের ঐরূপ আচরণ দেখিয়া অজ্ঞতাক্রমে মনে না করেন যে, তাঁহারা উত্তম-ভাগবতাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই; অথবা গুরুদেব বা আচার্য্যের শাসন ও অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ জন্য উপদেশ ও বিচার অপ্রাকৃত শ্রবণ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐরূপ শিক্ষা-দাতা গুরুদেব উত্তম-অধিকারী নহেন বলিয়াই সদসৎ-বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারে প্রবৃত্ত আছেন। তাঁহার সমদৃষ্টির অভাব, কাজেই তিনি শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণব নহেন। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এইরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীল জীব-গোস্বামীর চরণে অপরাধ করিয়া বসেন। মহাপ্রভু তাঁহার লীলা-মধ্যে ত্রিবিধ অধিকারী বৈষ্ণবের চরিত্রই প্রদর্শন করিয়াছেন। গুণার্ণব মিশ্রের দৃষ্টান্তে তিনি কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চা-পূজকের আদর্শ, শাস্ত্র-ভক্ত-পাত্রী গোপাল ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ভগবান্

আচার্য্য শ্রীস্বরূপ দামোদরকে শাঙ্কর-মায়াবাদ-ভাষ্য শ্রবণের জন্য যে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাতে কোমল-শ্রদ্ধ বা কনিষ্ঠ অধিকারীর অভিনয়, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী অতত্ত্বজ্ঞ বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবি ও মুমুক্ষু রাঘবেৎ রামদাসের আদর্শে প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, কুলিনগ্রামী সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতির দৃষ্টান্তে মধ্যম-বৈষ্ণবাধিকারের আদর্শ এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আচরণে উত্তম-ভাগবতাধিকারের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন,—"বৈষ্ণবের নিন্দা-কর্ম্ম না পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ ভজন করে এইমাত্র জানে॥" ভজনপরায়ণগণ এই ত্রিবিধ অধিকারের দৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া লইতে পারেন।

নিষ্কপট সাধুর সঙ্গ লাভ না হইলে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা যায় না, অসৎসঙ্গ-ত্যাগ করিবার উপযোগী বলও হৃদয়ে পাওয়া যায় না। অকৃত্রিম সাধুগণ তাঁহাদের বাক্যরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের অসৎসঙ্গের প্রতি আসক্তিরূপ গ্রন্থিগুলিকে ছেদন করিয়া দেন। রোগী নিজে নিজে কখনও চিকিৎসিত হইতে পারে না। যিনি বলদেবের বল বা কৃপা ঐকান্তিক-ভাবে বরণ করিতে চান, তাঁহার যাঁহার আকুল আর্ত্তি উপস্থিত হয়, বলদেবের অহৈতুকী-কৃপা তাঁহারই উপর বর্ষিত হন। অভিন্ন-বলদেব শ্রীগুরু পাদপদ্মের আশ্রয়ে না আসিলে অসৎসঙ্গত্যাগের পথে যে সকল প্রবল-বাধা বা হৃদয়-দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থ বিদ্যমান, তাহা কখনও দূরীভূত হইতে পারে না। একমাত্র ভগবদ্ভক্তির অবতার সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে নিষ্কপট প্রপত্তি স্বীকার করিলেই জীব এই প্রবল-পরাক্রান্তা, দুরত্যয়া, দৈবী-মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
গুরুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
তাতে কৃষ্ণ ভক্তে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" ইহার প্রতিকার—"পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ।"

শ্রীএকাদশী-বাসরে শ্রাদ্ধ নিষেধ; সেইদিন চিনিটকাদি প্রদানদ্বারা পিতৃপুরুষগণের পূজা বিধিদ্ধ,—

পদ্মে পুষ্করখণ্ডে—

একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥

উত্তরখণ্ডে—

একাদশ্যাং প্রপ্রাদ্যাং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ॥
গৃহ্নীতাদ্যং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ॥

স্কান্দে—একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কৃত্বা দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং হ্যেকাদশীদিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা প্রেতস্তথা॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বি ২৯)

—পদ্মপুরাণে পুষ্করখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, উপবাস-দিবসে নৈমিত্তিকশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তদ্দিন বর্জ্জনপূর্ব্বক দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করা উচিত। উক্ত পুরাণে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে,—মাতা পিতার মৃত্যুদিনে একাদশী হইলে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য; কখনও উপবাস-দিবসে শ্রাদ্ধ করিবে না। কারণ দেবতাগণ বা পিতৃপিতামহগণ নিমন্ত্রিতান্ন গ্রহণ করেন না। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—নিত্যশ্রাদ্ধবিধি একাদশীতে নৈমিত্তিক-শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে একাদশী-দিবসে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী-দিবসে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—হে রাজন্, যাঁহারা একাদশী-দিবসে শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহাদের দাতা, ভোক্তা ও প্রেত—তিন জনেরই নরক গতি লাভ হয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—শ্রীএকাদশী-দিবসে যে শ্রাদ্ধের প্রকার স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, তাহা অবৈষ্ণবগণের জন্যই জানিতে হইবে। কারণ বৈষ্ণব-পিতৃগণের হরিবাসরে শ্রাদ্ধ-বিধি নাই। অতএব কোথাও যদি কোন বৈরাগী বা অতি-গোস্বামী শ্রীএকাদশী-বাসরে শ্রাদ্ধে মালসা-ভোগাদি প্রদান করেন, তাহা কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-মত মাত্র; উহা কখনও বৈষ্ণবোচিত আচরণ নহে।

বিষ্ণুধর্ম্মনীতে শ্রীসনাতনপ্রভৃতিঃ—যচ্চ শ্রাদ্ধাহো শ্রাদ্ধদিনং সম্পাপ্য উপবাসো যদা ভবেৎ। তদা কৃত্বা তু বৈ শ্রাদ্ধং ভুক্তবদ্ভিস্তু ভবেৎ। তৎ সর্ব্বং দক্ষিণে পাণৌ গৃহীত্বাহং পিতৃভিরস্তু। অবশিষ্টেনেনান্নেন ভবেৎ শ্রাদ্ধং পিতৃভিরস্তু। পিতৃণাং তৃপ্তিদং তাত ব্রতভঙ্গো ন বিদ্যতে ইত্যাদি,

ওচ্ছ বৈষ্ণবেতর বিষয়ং মন্তব্যম্। বৈষ্ণবলিঙ্গধারিণি শ্রীবিষ্ণুধিনে শ্রাদ্ধগ্রহণাযোগাদিতি দিক্॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ দিবার প্রকার পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষা-লাভের পর শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে অর্জন-প্রণালী মধ্যে জ্ঞাতব্য। বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর নিকট যথাশাস্ত্র-দীক্ষিত পাঞ্চ-রাত্রিক-ব্রাহ্মণেরই মহাপ্রভুকে ভোগ দিবার অধিকার আছে। অদীক্ষিত-শূদ্র বা অভোক্তার-শৌক্র-ব্রাহ্মণের প্রদত্ত অন্ন মহাপ্রভু গ্রহণ করেন না।

অপরাধ দুই প্রকার—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মাৎসর্য্যবশতঃ অপরাধ, আর অজ্ঞতা-জনিত অপরাধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা মধ্যে উভয় প্রকারের দৃষ্টান্ত লোক-সতর্কতার্থ নিবিষ্ট রহিয়াছে। পাষণ্ড-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক মৎসরতা বশতঃ বৈষ্ণবের চরণে যেরূপ অপরাধ করিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত রামচন্দ্রপুরীর আদর্শে দৃষ্ট হয়। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর ভক্তগণকে ঔদরিক মনে করিতেন; এমন কি বৈষ্ণবগণকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের উদর-দাল্পট্য প্রমাণিত করিবার বুদ্ধি পোষণ করিতেন। একদিন রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকে স্বহস্তে পরিবেশন পূর্ব্বক প্রচুর ভোজন করাইয়া মহাপ্রভুর ভক্তগণকে "অত্যাহারী" বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন,—

"শুনি, চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
'সত্য' সেই বাক্য,—সাক্ষাৎ দেখিনু এখন॥
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াঞা করে, ধর্ম্মনাশ।
বৈরাগী হঞা এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি 'ভাস' ॥"
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১০-১৪)

আর একদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর গৃহে পিপীলিকা-শ্রেণী দর্শন করিয়া স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুকে সামান্য সন্ন্যাসী-মাত্র-বিচারে বলিতে লাগিলেন,—"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি অহো। বিরক্তানাং সন্ন্যাসি-নামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি।"

অহো! রাত্রিকালে নিশ্চয়ই এই স্থানে ইক্ষুজাত গুড় ছিল, সেই কারণে পিপীলিকা সকল বেড়াইতেছে। অহো! বিরক্ত সন্ন্যাসিগণের এইরূপ ইন্দ্রিয়-লালসা। রামচন্দ্রপুরীর বৈষ্ণব-অপরাধ ক্রমে গুর্ব্বপরাধ ও স্বয়ং ভগবানের প্রতি অপরাধে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। রামচন্দ্রপুরীর অপরাধের দৃষ্টান্ত মৎসরগণের স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক অপরাধের আদর্শ। ইহার অপর নাম—পাষণ্ডিত্ব। এরূপ অপরাধীর কোন কালে নিষ্কৃতি নাই। ইহাদের কখনও সুবুদ্ধির উদয় হইতে পারে না। কারণ ইহারা সুবুদ্ধি চায় না, পাষণ্ডতাকেই আদর করে।

আর এক প্রকার অপরাধের দৃষ্টান্তের অভিনয় শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অজ্ঞতা-জনিত অপরাধের আদর্শ—মৎসরতা-প্রসূত, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অপরাধ নহে। জ্ঞানের উন্মেষ হইলে অজ্ঞতা-জনিত অপরাধের জন্য অপরাধকারীর তীব্র অনুশোচনা ও তাঁহার চরণে অপরাধ, তাঁহার নিকটে আত্মদোষ-জ্ঞাপন ও ক্ষমা-প্রার্থনা করিবার প্রবলা-স্পৃহা উদিত হয়। একদিন মুকুন্দ গদাধর-পণ্ডিতকে বলিলেন,—গদাধর, যদি তোমার সত্য সত্য বৈষ্ণব-দর্শনের বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে চল, আজ তোমাকে একজন অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইব। মুকুন্দের বাক্য শুনিয়া গদাধর পরম আনন্দে পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির বাসস্থানে আগমন করিলেন। গদাধর আসিয়া দেখিলেন যে, পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি রাজপুত্রের মত দিব্য-চন্দ্রাতপ ও দুগ্ধ-ফেননিভ-সুকোমল-শয্যা-সুশোভিত-খট্টার উপরে উপবিষ্ট আছেন। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বিলাসের উপকরণ ও সৌগন্ধ-দ্রব্যাদি রহিয়াছে; দুই জন পরিচারক দিব্য ময়ূরের পাখা লইয়া বিদ্যানিধিকে ব্যজন করিতেছে। বিদ্যানিধি উত্তম বসন-ভূষণাদিতে বিভূষিত হইয়া (বাহ্য-লোক-চক্ষে) বিষয়ী ভোগীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। মুকুন্দের কাছে যখন গদাধর শুনিতে পাইলেন যে, ইনিই মুকুন্দের কথিত আদর্শ বৈষ্ণব, তখন গদাধরের বিদ্যানিধির প্রতি ভক্তি ছুটিয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—(চৈঃ ভাঃ মঃ ৭ম ৬৯৮-৭০)

"ভাল ত বৈষ্ণব—সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্য ভোগ দিব্য বেশ দিব্য গন্ধ কেশ॥
শুনিঞাও ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি সেহ গেল দরশনে॥"

কিন্তু পরে যখন মুকুন্দের কৃপায় গদাধর, প্রেমনিধির অকৃত্রিম প্রেম-বিকার-সমূহ দর্শন করিলেন, তখন গদাধর বিদ্যানিধিকে পরমহংস ভাগবতোত্তম বলিয়া জানিতে পারিলেন। বিদ্যানিধির চরণে তাঁহার অপরাধ হইয়াছে জানিয়া তিনি সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বিদ্যানিধির চরণাশ্রয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন,—

"ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হইলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥
এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিল আপনে।
মন্ত্র-দীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৭ম।

ভাগবতোত্তম বৈষ্ণবগণের চরণরজঃ-চরিত্র বাহ্য-দৃষ্টি বা বাহ্য-বিচারের দ্বারা বুঝা যায় না। অক্ষজ-জ্ঞান অর্থাৎ বাহ্য-দৃষ্টি-দ্বারা যাঁহারা বৈষ্ণব বিচার করিতে যান, তাঁহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বপ্রকাশ-বৈষ্ণব আপনাকে প্রকাশ না করিলে কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। যাঁহারা বাহ্য-বৈরাগ্য বা কপট-বৈরাগ্যকে 'বৈষ্ণবতা' মনে করেন বা কৃত্রিম সাত্ত্বিক ভাব-সমূহকে 'বৈষ্ণবতা' জ্ঞান করেন, তাঁহারা বঞ্চিত হন। পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি অকৃত্রিম, অপ্রাকৃত-সহজ-বৈষ্ণব; বাহ্যদৃষ্টিতে ভোগ-বিলাস বলিয়া যাহা তাঁহাতে দৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহার কৃষ্ণসেবারই বিভিন্ন বিভাব-স্বরূপ। ক্ষুধানল-পীড়িত ব্যক্তির যেরূপ ভক্ষ্য-ভোজ্য রমিতাদি-দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিরহানল-সন্তপ্ত, নিরন্তর কৃষ্ণসেবানুসন্ধান-তৎপর পরমহংস ভাগবতোত্তম বৈষ্ণবগণের সোণার ক্লেমের চসমা বা অন্য কোন উপকরণে তৃপ্তি নাই, তাঁহারা কৃষ্ণ-বিমুখ ভোগী-বিলাসীর ন্যায় সোণার চসমার চিন্তায়ই আবদ্ধ হইয়া পড়েন না। কৃষ্ণ-সেবানুসন্ধান-চিন্তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা, শতকরা শত সংখ্যা পরিপূর্ণভাবে তাঁহাদের চিত্ত এইরূপ অধিকার করিয়া আছে যে, বাহ্য কোন বস্তুতে তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। প্রত্যেক বস্তুই তাঁহাদের কৃষ্ণ সেবার অতৃপ্ত-অনল উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে। আর কত বৈরাগী সমস্ত বাহ্য-বস্তু পরিত্যাগ করিলেও—ধাতু-দ্রব্যস্পর্শ হইতে বিরত থাকিলেও—নির্জ্জন গুহায় বাস করিলেও—বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিলেও—উলঙ্গ থাকিলেও তাঁহার নিকট এই বিশ্বের এক একটী পরমাণু কৃষ্ণ-সেবার পরম অন্তরায়-স্বরূপ অবস্থান করিতেছে। এ সকল কথা প্রাকৃত অধিকারে বুঝা যায় না, নিজে বৈষ্ণব না হইলে প্রাকৃত বৈষ্ণবকে চেনা যায় না। তাই বলিয়া যদি সাধক-জীব সতত সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ-সেবানুসন্ধান-তৎপর কোন জীবন্মুক্ত মহাভাগবতের অনুকরণে নাসাগ্রে সোণার ক্লেমের চসমা কিম্বা তুল্য-ফেননিভ-শয্যায় শয়ন, মযূরের পাখা-দ্বারা অপরের নিকট হইতে সেবা-গ্রহণ, সুগন্ধ-দ্রব্যাদি-ব্যবহার, কেশ-সংস্কার, বা দিব্যবাস পরিধান প্রভৃতি করেন, কিম্বা কোন অকৃত্রিম-সহজ-বৈরাগ্যবান্ মহাভাগবতের অনুকরণে সাধারণের পূতীষ-পরিত্যাগের স্থানে অবস্থান, মৃতকের পরিত্যক্ত-বস্ত্র-পরিধান, মৃত্তিকা-ভক্ষণ প্রভৃতির অনুকরণ করেন, তাহা হইলেও উহার শ্রেণীর আনুকরণিককে প্রকৃত-বৈষ্ণবগণ 'বৈষ্ণব' বলিবেন না। ঐ সকল অপরাধী ব্যক্তি মহাভাগবত-বৈষ্ণবগণকে মুখভঙ্গী করিতেছে জানিয়া তাঁহাদিগকে পাষণ্ড-শ্রেণী-মধ্যে গণ্য করিবেন।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বিমুখ-মোহন ও উন্মুখতোষণ বলিয়া দুইটী কার্য্য আছে। মহাপ্রভুর বায়ু-ব্যাধি-লীলা বা অন্য-লীলার কথা শ্রবণ করিয়া আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিক মহাপ্রভুকে সাধারণ কর্ম্ম-ফল-বাধ্য-জীব বিচার করিয়া নরকের পথে গমন করিয়াছেন। আবার মহাপ্রভুর ঐরূপ ব্যাধি-লীলা-ভক্তগণের সেবা-বৃত্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু যখন অধ্যাত্ম-লীলায় বায়ু ব্যাধি-ছল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তদনুরক্ত ভক্তগণ তাঁহাদের অপ্রাকৃত প্রেমের স্বভাব-বশতঃ মহাপ্রভুর শিরে "বিষ্ণু-তৈল," "নারায়ণ-তৈল" প্রভৃতি নানা প্রকার পাক-তৈল ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-মদে ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

বৈষ্ণবের 'ব্যবহার-দুঃখ' কর্ম্মফল-ভোগ নহে, কারণ তিনি সর্ব্বদা পরানন্দ-ভজন-সুখে নিমগ্ন। বিষয়-মদান্ধ ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে পারে না। অক্ষজ-জ্ঞানে বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ দেখিয়া তাহারা বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া থাকে।

আবার অন্যদিকে সেবা-বিমুখ কপট সহজিয়াগণ যদি মনে করেন যে, যখন বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ—পরানন্দ-সুখ মাত্র, তখন বৈষ্ণবের ঔষধাদি ব্যবহার করার আবশ্যকতা কি? বা তাঁহাদিগকে পরিচর্য্যা করিবারই বা প্রয়োজন

কি ? এইরূপ বিচার—নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার। পরম কৃপাময় বৈষ্ণব আমাদিগকে তাঁহার সেবা-দানের সুযোগ প্রদান করিবার জন্যই ঐরূপ ব্যবহার-ছলে প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু বাদু-ব্যাধি-ছল করিয়া তাঁহার ভক্তগণের সেবা-গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আমরা যদি সেই সুযোগ ছাড়িয়া দেই, তাহা হইলে আমাদের সেবা-বৈমুখ্য ও সেবা-বিমুখতাই প্রমাণিত হইবে; অথবা আমরা নির্ব্বিশেষবাদী অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইব। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের 'ব্যবহার দুঃখ' দেখিয়া পরাক্‌প্রবণ ব্যক্তিগণ বিমোহিত হয়; কিন্তু প্রত্যক্‌প্রবণ পুরুষগণ বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্বে আরও সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হইয়া পড়েন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর গাত্রে কণ্ডুয়ন-ব্যাধিলীলা প্রকাশ করাইয়া মহাপ্রভু আমাদিগকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেব জ্বর-লীলায় পাচন-সেবন-লীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের সেবা-বৃত্তি আকর্ষণ করেন।

বিষ্ণু বা বৈষ্ণব যাহাকে সত্বর কৃপা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই কোন না কোন প্রকার উৎকট শারীরিক বা মানসিক ব্যাধির দ্বারা তীব্র বৈষ্ণবাপরাধের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। যেমন মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীবাসের চরণে অপরাধী চাপাল-গোপাল কুষ্ঠ রোগী প্রভৃতি সকলই বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাহাদিগকে ভগবান্ এত শীঘ্র সংসৃতি-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করাইতে চাহেন না, তাহাদিগকে নানা প্রকার ভোগ-বিলাসের বস্তু প্রদান করিয়া তাহাতে প্রমত্ত করাইয়া অনন্তকাল ঘোর-সংসারে ও কুম্ভীপাক-নরকে পুড়াইয়া থাকেন। দ্বিতীয়-শ্রেণীর বঞ্চিত ঘোর-অপরাধিগণ বিষয় সুখ প্রাপ্ত হইয়া মনে করে,—তাহারা (বিষ্ণু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়াও) কত সুখে কাল কাটাইতেছে। অতএব বিষ্ণু বৈষ্ণব বলিয়া কোন বস্তুই নাই; বৈষ্ণবাপরাধ প্রভৃতি বাগাড়ম্বরগুলি কেবল ভুজুর ভয়-মাত্র। ভগবান্ যাহাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের হৃদয়ে ঐরূপ যুক্তি প্রকাশ করিয়া তাহাদের প্রতি নির্ম্মম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব-অপরাধ খণ্ডনের উপায় স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীমুখে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সেই জন্মিলে সে ঘুচে, নহে আর॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি হস্তে বাহিরায়॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১২।৩৩ ও অন্ত্য ৪।৩৮০)

বিরহ-মহামহোৎসব

গৌড়ক্রমে

নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব ঠাকুরের সমাধি-কুঞ্জে বিপুল সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যোত্তম শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বহু ভক্ত-ভক্ত ঠাকুরের বিরহ-উৎসবের পূর্ব্ব দিবস শ্রীসমাধি-কুঞ্জে উপনীত হইয়া অধিবাস-সংকীর্ত্তন, ও তৎপরদিবস শ্রীগ্রন্থপাঠ, ব্যাখ্যা, সংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন-মুখে মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীগ্রন্থ ও ঠাকুরের ভজনাদর্শ-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদ্ম-বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাব-সুলভ সেবোন্মোদনকারিণী সুমধুর-রাগিণীর সহযোগে সময়োচিত সংকীর্ত্তনদ্বারা আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জের চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে ঠাকুরের বিরহ-স্মৃতির উদ্দীপনার সহিত অপ্রাকৃত সেবা-পিপাসার আর্ত্তি জাগাইয়া দিয়াছেন। 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের' সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রেমবিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও গুণলিত-কীর্ত্তনের দ্বারা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের বিরহ-স্মৃতির আরতি করিয়াছিলেন। রামজীবনপুরের কীর্ত্তন-দলও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-রক্ষক আচার্য্যোত্তম প্রভুর পরিবেক্ষণে সমাগত ভক্তবৃন্দ এবং নিমন্ত্রিত বহু অতিথি-অভ্যাগত-সৈজন চতুর্বিধ রস-সমন্বিত অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদ সম্মান করিতে করিতে অনর্গল অকৃত্রিম আনন্দ-সূচক জয়-ধ্বনি ও মহাপ্রসাদ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবিকান্ত সান্যাল এম, এ, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র

নাথ ঘোষ বি, এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস ভক্তিরত্ন, পণ্ডিত গৌরদাস ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি বহুভক্ত বিরহ-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তম

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে এবার অধিকতর সমারোহের সহিত ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংস ঠাকুরের উপস্থিতিতে উৎসব সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসুন্দর, সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য-মণ্ডিত ও ভক্তগণ সর্ব্বপ্রকারে সমুৎসাহিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ এইবার শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীবিনোদমাধব প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ বহু লোক শ্রীমঠে সমাগত হইতেন।

বিরহ-মহামহোৎসবের দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভুর নীলাচলে ত্রিবিধ-যাত্রার নীলাচল-নামের ধ্বনিতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের বিচার প্রদর্শন করিয়া একটী সুদীর্ঘ-প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং হরিকথামৃত-দ্বারা সকলকে পরিতোষিত করেন। আদি ও অন্তে সময়োচিত স্তুতি কীর্ত্তিত হয়। সংকীর্ত্তনান্তে পুরুষোত্তমের বিভিন্ন মঠের নিমন্ত্রিত চারি সম্প্রদায়ী-বৈষ্ণবগণকে এবং সমাগত জন-মণ্ডলী ও অন্যান্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে প্রচুর পরিমাণে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। সকলে সংকীর্ত্তন-মুখে জয়-ধ্বনি করিতে করিতে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। তৎপর-দিবস ভক্তগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আনুগত্যে শুদ্ধিচা মার্জ্জন করেন এবং স্নানযাত্রা-দিবসে বিরাট সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া মধ্যাহ্নে নৃত্য করিতে করিতে নীলাচল-পতিকে সুন্দরাচলে লইয়া যান।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(স্থানীয় অধিবাসিগণের প্রেরিত পত্র হইতে উদ্ধৃত)

পিঙ্গলা—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিঙ্গলা এক-খানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। কলিকাতায় গৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামিশ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও শুদ্ধভক্ত সমভিব্যাহারে গত এই জ্যৈষ্ঠ শনিবার এই গ্রামে শুভ বিজয় করেন। স্থানীয় অন্যতম প্রবীণ জমিদার পরমভাগবত শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র বসু মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে পাঁচ দিন কাল তদীয় ভবনে অবস্থান করিয়া শুদ্ধ হরিসংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-মুখে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীপাদ স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের সুদার্শনিক তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া এই গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুগ্ধ হইয়াছেন। অবসর প্রাপ্ত সব-রেজিষ্ট্রার রায় সাহেব শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র বসু, স্থানীয় অন্যতম প্রধান জমিদার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু, শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুত বিনয়ভূষণ পাল বি, এ, স্থানীয় হাইস্কুলের প্রবীণ হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র মিত্র বি, এ, শ্রীযুত মহেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুত নেত্রমোহন বসু, পণ্ডিত শ্রীযুত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুত লালমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত অনন্তনাথ ঘোষ, শ্রীযুত বনমালীচরণ সিংহ, শ্রীযুত কিশোরীমোহন সিংহ-প্রমুখ গ্রামস্থ প্রধান প্রধান ভদ্র-মহোদয়গণ এবং স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার সাহেব, পোষ্টমাষ্টার মহাশয় এবং থানার ভার-প্রাপ্ত পুলিস অফিসার মহাশয় প্রভৃতি বিদেশী রাজ-কর্ম্মচারিগণ কয়েকদিন নিয়মিত ভাবে শুদ্ধ হরিকথা-শ্রবণ করিয়া শত মুখে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। প্রত্যহ বহু ভদ্র নর-নারী স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথামৃত পান করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া সভামণ্ডপের বহুপূর্ব্ব হইতেই সমবেত হইতেন। এই গ্রামের নব্য-শিক্ষিত-সমাজ এত-দূর আগ্রহ ও শ্রদ্ধাসহকারে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবেন, এরূপ আশা ইতঃপূর্ব্বে কেহ করিতে পারেন নাই। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেই ভাগবতবাণী শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবোচিত সদাচার গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন। স্বামিজী মহারাজের ভক্তিশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য, তৃণাদপি সুনীচতা, মানদ-ধর্ম্ম, পরম সহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তনে মহোল্লাস লক্ষ্য করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের অন্তরে শুদ্ধ-হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, স্বামিজী মহারাজের শ্রীচরণ-রজে এই গ্রামখানি পুনঃ পুনঃ অভিষিক্ত হয়, এইরূপ কামনা ছোট-বড় সকলেই ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধুসঙ্গ যে সর্ব্বক্ষণ বাঞ্ছনীয়, তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ভদ্র মহোদয় তাঁহাদের সাংসারিক কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া কয়েক দিন যাবৎ প্রায় সর্ব্বক্ষণই

স্বামিজী মহারাজের সঙ্গ লাভ করিয়া নানাবিধ পরিপ্রশ্ন-দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। শিলনাবাসিগণের সর্ব্বোপরি নবদ্বীপবাবুর অমায়িক সরল ভদ্র ব্যবহার এবং শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব-কথা প্রচারে উৎসাহ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শিলনাবাসী জনগণের আতিথ্যিক মঙ্গল বিধান করুন ইহাই আমাদের কামনা।

মালপাড়ে—গত ১৩। ৈত্র মঙ্গলবার মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অধীন মালপাড় গ্রামে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কেনারাম সামন্ত মহাশয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজকে শুদ্ধ-ভাগবতধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে তথায় আহ্বান করেন। স্থানীয় হাটে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। বড়দাবড়ু-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরস্বতী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদা-চরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-প্রমুখ সশিষ্য অন্যান্যগণ এবং বিপুল ধর্ম্মপিপাসু বহু হিন্দু ও মুসলমান সভায় যোগদান করেন। প্রথমে গৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারিদ্বয় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত "গুর্ব্বষ্টক" গান করিলেন। পরে একটী বালক অভিনন্দন-প্রীতি কীর্ত্তন করেন,—

গৌড়ীয়-গোমুখী হতে
করুণা-গঙ্গা বহিয়া যায়।
এস ছুটে এস, কে আছ কোথায়
শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায়।
ব্যর্থ-বাসনা-অনল-দহন,
সহিলে কত না জনম-মরণ,
আলেয়ার সাথে ছুটিতে ছুটিতে
শ্রমজ সলিলে সিক্ত কায়॥
(এই) পুণ্য-সলিলে বারেক ডুবিলে
সকল জ্বালা জুড়াবে তায়॥
জাহ্নবী-তীরে কৃষ্ণাকাত্তর,
অন্ধ যে জন খোঁজে সরোবর,
'ভক্তিবিনোদ' পূতগঙ্গা
নিত্যানন্দ-সাগরে যায়॥
হ'ক অবসান ব্যর্থ প্রয়াস
এস ছুটে এস ধরি গো পায়॥

পরে পণ্ডিতমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হইলে, স্বামীজী 'জীবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে প্রায় চারি ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। বেদ, বেদান্ত, বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের শুদ্ধ-মহাজনসম্মত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, সাধুসঙ্গে শ্রীহরি-ভজনই একমাত্র সজ্ঞানীর সার্ব্বকালীন কৃত্য। বহির্ম্মুখতিতে জীব, জড়দেহে 'আমি' ও দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে বা ব্যক্তিতে 'আমার' বুদ্ধি এবং দেহ ও মনের ধর্ম্মকে স্বধর্ম্মজ্ঞান করিয়া কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানমার্গে ভ্রমণ করিতেছে। অভিমুখতিতে চেতনের উপলব্ধি না থাকায় স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপ জ্ঞানাভাবে জড়দেশ, কাল, দেহ ও দৈহিকানুষ্ঠান-গুলিই তাহার কৃত্য হইয়াছে। এই ভ্রম অপনোদনের পন্থা ইহ জগতে নাই বা সাংসারিক জীবের সঙ্গে লাভ হয় না। শ্রীভগবানের অহৈতুকী অপার করুণায় তদীয়ের সঙ্গই একমাত্র সংসার ক্ষয়ের কারণ।

পরদিন বুধবার 'বর্ত্তমান-বৈষ্ণব-সমাজ' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আচার্য্যলীলাভিনয়কারী মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা শ্রীগৌরকৃষ্ণের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান সমাজ যে কতদূরে নামিয়া বিকৃতির চরমসীমায় গিয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। আজ মন্ত্রব্যবসায়ী গুরু, ভাগবত-ব্যবসায়ি-পাঠক, বেষভূষি ভক্তব্রুব ও দেবলগণ সমাজে ধর্ম্মের নামে যে কিরূপ অধর্ম্ম-বন্যা আনিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া কূল পাওয়া যায় না। তার পর আবার কিশোরী-ভজার দল, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজ, নেড়া, নেড়ী, ধরবেশ, সাঁই, সার্ত্ত, স্মার্ত্ত-গোঁসাই, মর্কট বৈরাগী প্রভৃতি অধস্তন কলির চেলা ধর্ম্মের নামে সমাজের উপর যে চিত্র আঁকিয়াছে, তাহা দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

শ্রীযুক্ত কেনারাম বাবু শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক। কুযোগীর বৈভব ও প্রাকৃত সহজিয়ার তাণ্ডব-নৃত্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি গৌড়ীয়ের একজন প্রকৃত সেবক। শ্রীবৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা গৌড়ীয় যে বাণী তাঁহাকে শুনাইয়াছেন এবং যাহার ফলে আজ তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গৌড়ীয়-বাণী প্রচারের জন্য প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিযুক্ত করিয়াছেন, আমরা সেই গৌড়ীয়ের নিকটে তাঁহার শ্রীগৌরানুগত্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৬ই আষাঢ় ১৩৩৫, ৩০শে জুন, ১৯২৮ | ৪৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন

মানুষ-মাত্রের ভিতরে 'ভালবাসা' বলিয়া একটী বৃত্তি আছে। তাহা কোন কোন সময় সুপ্ত থাকিলেও আনুষ্ঠানিক-কার্য্যে ফুটিয়া বাহির হয়। এই ভালবাসা-বৃত্তিটী বড়ই মধুর ও প্রয়োজনীয়। ইহারই নামান্তর—প্রেম। আমাদের এখনকার যেরূপ উপাদান ও বিচরণ-ভূমিকা, তাহাতে এই বৃত্তিটী লক্ষিত হইলেও কাণের গহনা পায়ে পরার ন্যায় উহা অ-স্থানেই নিযুক্ত হইতেছে। তবে প্রেম জিনিষটী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার মত নহে। প্রেমের জীবনী-শক্তি আছে; উহা স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া ক্ষেত্র-বিশেষে তাহার অমানুষী-শক্তির পরিচয় প্রদান করে। নশ্বর-জগতে প্রেমের পাত্র দক্ষিণে-বামে অনেক দেখিতে পাওয়া গেলেও উহাদিগকে যোগ্য-পাত্র বলিয়া যাঁহাদের বিবেচনা হয় না, তাঁহারাই ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিতে গিয়া কোথায়ও তাহা পান না। প্রেমিক, রসিক, ভাবুকগণের স্থান সাহিত্য ও কাব্য-জগতে, এমন কি দার্শনিক-মণ্ডলীর মধ্যেও সর্ব্বোচ্চ বলিয়া প্রতীত হয়; তাই আমাদের অত্যন্ত ভালবাসার বস্তু প্রেমময়-গৌরসুন্দরকে ভালবাসিতে জানেন অনেকেই। যাঁহারা সেই প্রেমময়-চৈতন্যের সংস্পর্শে আপনাপন চেতন-ধর্ম্মের বিকাশ করিবার সুবিধা পান, তাঁহাদেরই চৈতন্যোদয় হয়।

চৈতন্য—প্রেমময়-বিগ্রহ। আমাদের চেতনতার প্রেমবৃত্তি বর্ত্তমান-কালে অনেকটা আবৃত হইলেও তাহা আবার পূর্ণভাবে উদ্দীপ্ত হইতে পারে। প্রেমময়-চৈতন্যের পদাঙ্কানুসরণ ও তাঁহার সেবা-কার্য্যের দ্বারাই সেই আবৃত-চেতনের প্রেম-বৃত্তির উদয় হয়। প্রেমময়ের অনুসরণ করিতে হইলে প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের পদ-চিহ্নই এই অচৈতন্য-বিশ্বাকাশে একমাত্র ধ্রুবতারারূপে আমাদের নিত্য সেবা-পথের দিক্-নির্ণয় করিতে পারে।

কোন প্রেমিক-কবিবর গাহিয়াছেন,—

"গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।

সে সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণমি-ভকত সঙ্গে ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং প্রেম-মহা-কল্পতরু হইয়াও প্রেমামৃতফল বিতরণ করিবার জন্য যে যে স্থানে বিচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পদাঙ্কপূত সেই সকল মহা-পুণ্যস্থানের স্মৃতিচিহ্নগুলি লীলামৃত-ভূমিকার চিত্রপটে চিহ্নিত থাকিলেও অনেক স্থলেই তাহা স্মৃতিপথের বহির্ভূত হইয়াছেন। সেই চৈতন্য-চারু-চরণ-চিহ্ন-চয়-চিহ্নিত চিন্ময়-স্থান-সমূহে যদি অর্চ্চারূপে চৈতন্য-চরণ-চিহ্ন পুনঃপ্রকাশিত হ'ন, তাহা হইলে তাহা দ্বারা একাধারে শ্রীচৈতন্যের প্রেমময়ী-স্মৃতি-সংরক্ষণ ও অশেষ লোকের কল্যাণ হইতে পারে। চৈতন্য-চরণে একান্ত অনুরাগী কোন প্রেমিক-মহাপুরুষের হৃদয়ে এই প্রেরণা প্রকাশিত হওয়ায়, তিনি সেই চৈতন্য-চরণ-চিহ্নের পুনঃপ্রকাশ সাধন করিয়া প্রেম-সেবা-বিধানের জন্য সমুৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন স্বতঃপরতঃ আমাদিগের সুপ্ত নিত্যানন্দের উদ্বোধন করাইয়া আমাদিগকে প্রেমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন করাইবে, সন্দেহ নাই। আর যাঁহাদের চৈতন্য-চরণে প্রেমের অভাব বা কিঞ্চিৎ উদাসীনতা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের আশা, শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন দর্শনে তাঁহাদেরও উদ্দীপনা ও তৎপ্রভাবে নিত্য-প্রেমাস্পদের প্রতি একটু ভালবাসা দেখা দিবে।

প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম জগতের সকলেরই প্রাণময় প্রেমের পাত্রে প্রপূজিত হইবার বস্তু। শ্রীচৈতন্যদেব অচৈতন্য-বিশ্বকে স্বীয় চেতনময়-প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিবার জন্যই ভারতের বিভিন্ন-স্থানে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে মহা-প্রেমময়-তরুর ফল খাওয়াইয়া প্রেমিক করিয়াছিলেন। আবার এইরূপ প্রেমিক-পরম্পরায় প্রপঞ্চ-প্রাঙ্গণে আরও কত শত প্রেমিক প্রকাশিত হইয়াছিলেন। যে সকল পথ অবলম্বন করিয়া সেই প্রেম-প্রবাহের প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল, পৃথ্বী তাহার যে যে অঙ্গে সেই প্রেমময়-বিগ্রহের নৃত্য-কুশল-পাদপদ্ম ধারণ করিয়া মহামহা-তীর্থের ভাগ্যকেও স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, সেই পদাঙ্ক-পূত ধরিত্রী-গাত্রে পুনরায় সেই চৈতন্য-চারু-চিন্ময়-চরণ-চিহ্ন মলয়জ-তুলসী-চর্চ্চিত দেখিতে কাহার না হৃদয় নাচিয়া উঠে?

এস ভাই এস, তোমরা সেই সার্ব্বজনীন পরমোদার প্রেমময়-মহাতরুর—সেই প্রেম-ফল-বিতরণকারী মহামালীর চরণ-চিহ্ন তাঁহার পদাঙ্করঞ্জিত-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাহা সচন্দন-তুলসীতে চর্চ্চিত কর। এস ভাই সকল, আমরা সকলে মিলিয়া সেই চৈতন্য-চরণে আমাদের প্রেম-প্রসূনের অঞ্জলি দেই। প্রেমের অনুকূল অনুশীলনে আমাদের দিন দিন চৈতন্য-প্রীতি সম্বর্দ্ধিত হইবে। এস ভাই দেশ-প্রেমিকগণ! এস ভাই বিশ্ব-প্রেমিকগণ! এই অদ্বিতীয়-প্রেমময়ের চরণ-চিহ্ন-প্রকাশে সকলে মিলিয়া আনুকূল্য কর; ইহাতে তোমাদের নিত্য-প্রেম বর্দ্ধিত হইবে। তোমাদের ভ্রাতৃগণের, তোমাদের দেশ-মাতৃকার, এমন কি পান্থগণের—তীর্থযাত্রিগণের—কৃপা শ্রবণ-কারিগণের, অধিক কি বিদেশীয় আগন্তুকগণের পর্য্যন্ত এই চারু-চরণ-চিহ্ন-দর্শনে চৈতন্যের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উদয় হইবে। তখন চৈতন্য-চরণ-চিহ্ন বেদান্তের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—পরম-চেতনের জিজ্ঞাসা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তোমাদিগকে চরম-প্রয়োজন-পথের পথিক করিয়া দিবে।

সম্প্রতি ভারতের অষ্টোত্তর-শত-স্থানে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন স্থাপিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে সকল স্থান পদাঙ্কপূত করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারই এক একটী স্থানে শ্রীপুরুষোত্তমস্থিত শ্রীচৈতন্য-

চরণ-চিহ্নের প্রকাশ-অর্চ্চা-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এই সেবা-কার্য্যে সর্ব্ব-সাধারণের আনুকূল্য যে একান্ত আবশ্যক, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। তাই আমরা সকলকে একান্ত চৈতন্য-চরণানুরাগী ত্রিদণ্ডি-লীলাভিনয়কারী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের অনুসরণে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া—পদযুগলে পতিত হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি,—হে সজ্জনগণ! আপনারা শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন-স্থাপনে যথাশক্তি আনুকূল্য করিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণে অনুরাগ প্রদর্শন করুন।

শ্রীঅতীন্দ্রিয় ভক্তিস্তম্ভাকর
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ)
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (ভক্তিসুধাকর)
শ্রীকৃষ্ণবিহারি-বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীবিশ্বৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ।

নীলাচলে মহাপ্রভু

সার্ব্বভৌম-গোপীনাথ-প্রসঙ্গ

ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুকে নানা উপচারে ভিক্ষা করাইয়া সার্ব্বভৌম, মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত মহাপ্রসাদ সেবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়েই প্রসাদ সম্মান করিয়া পুনরায় প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া নমস্কার করিলে প্রভু "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রভুর আশীর্ব্বাদ-বাক্য হইতে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং গোপীনাথ আচার্য্যকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন,—ইঁহার পূর্ব্বাশ্রম—নবদ্বীপ, ইনি পুরন্দর শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের পুত্র ও শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র। ইঁহার নাম বিশ্বম্ভর। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বিশেষ-ভাবে জানিতেন। মহাপ্রভু নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র,—এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন,—শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার পিতার সহাধ্যায়ী। মিশ্রপুরন্দরও আমার পিতার শ্রদ্ধাভাজন—ইহা আমি জানি; পিতার সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী ও মিশ্র উভয়কেই আমি পূজ্য করিয়া মানি। সার্ব্বভৌম নবীনা-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে বলিলেন,—প্রভো! আপনি আমার পিতৃ-সম্বন্ধ হইতে স্বভাবতঃই পূজ্য, তাহাতে আবার সন্ন্যাসী—অতএব আমাকে আপনার নিজ-দাস বলিয়াই জানিবেন। ভট্টাচার্য্যের বিনয়-বাক্য শুনিয়া মানদ প্রভু "শ্রীবিষ্ণু" "শ্রীবিষ্ণু" উচ্চারণ করিলেন ও সহজ-বিনয়-বচনে সার্ব্ব-ভৌমকে বলিতে লাগিলেন,—"ভট্টাচার্য্য! আপনি জগদ্গুরু—সর্ব্বলোকের হিতকর্ত্তা; বিশেষতঃ আপনি বেদান্তের অধ্যাপক বলিয়া সন্ন্যাসীরও উপকর্ত্তা। আমি বালক-সন্ন্যাসী, ভাল-মন্দ কিছুই জানি না, আমাকে আপনার লালা-জ্ঞান করিবেন। আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আপনি আমার শিক্ষাদাতা গুরু। আপনার সঙ্গ-লাভের জন্যই আমার এই স্থানে আগমন। আমি যে এখানে "জগন্নাথ" দেখিতে আসিয়াছি, তাহার কারণ আপনি এখানে আছেন। তীর্থ-দর্শনের ফল—সাধুসঙ্গ; জগন্নাথ ত' আমার সহিত কথা বলিবেন না। আপনিই আমার নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়া আমার বন্ধুর কার্য্য করিতে পারেন। আপনাতে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি সঞ্চারিত রহিয়াছে, আপনি কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি দিতে পারেন।—ইহা জানিয়া আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমাকে সর্ব্ব-প্রকারে পালন করুন। আজ আপনিই আমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"প্রভো! আপনি কখনও একাকী জগন্নাথ-দর্শনে যাইবেন না, আমার সঙ্গে কিম্বা আমার লোকের সঙ্গে দর্শনে যাইবেন।"

প্রভু বলিলেন,—"আর আমি মন্দিরের ভিতরে যাইব না, গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বে থাকিয়াই প্রভুকে দর্শন করিব।"

পাঠক! এখানে মহাপ্রভুর উপদেশ-চাতুরী লক্ষ্য করুন। প্রথম জানাইলেন যে, তীর্থাদি-পর্য্যটনের মুখ্য-উদ্দেশ্য সাধু-সঙ্গ-লাভ ও সদ্‌গ্রন্থ চরিতকথা-শ্রবণ। ভগবান্ তীর্থাদিতে শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত থাকিলেও অনর্থযুক্ত জীবের যোগ্যতার শ্রীমূর্ত্তিতে সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি ও তাঁহার সাক্ষাৎ সেবন হয় না। সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই ভগবানে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় হয়। যাঁহারা সাধুসঙ্গে উদাসীন থাকিয়া কেবল জগন্নাথ দর্শনের জন্য নীলাচলে যান তাঁহারা "কাঠের ঠাকুর" বা "পুঁইশাকের মাচা" দেখিয়া আসেন, তাঁহাদের শ্রীজগন্নাথ দর্শন হয় না। এখানে গৃহস্থ-লীলাভিনয়কালে মহাপ্রভুর গয়া-তীর্থে শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত মিলন-প্রসঙ্গ স্মরণ করুন,—

"প্রভু বলে, গয়া যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান।"

মহাপ্রভুর এই বাক্যের সহিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কল্যাণ-কল্পতরুর গীতি পাঠ করুন,—

"তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থানে বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥"

গোপীনাথ আচার্য্যকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর জন্য নির্জ্জন-বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দিয়া বলিলেন,—"আমার মাসীমাতার বাড়ী অতি নির্জ্জন, সেখানেই ইঁহার বাসা দেও। আর জল-পাত্রাদি যে কিছু দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহারও সমাধান করিয়া দিও।" ভট্টাচার্য্যের আদেশ মত গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুকে বাসা প্রদান করিয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর সমাধান করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুকে লইয়া জগন্নাথদেবের "সর্ব্বতোভদ্র" দর্শন করাইলেন এবং প্রভুকে নির্দ্দিষ্ট বাসায় রাখিয়া মুকুন্দের সহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট আগমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মুকুন্দকে দেখিয়া মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন,—"নবীন সন্ন্যাসীটীর যেমন রূপ, তেমনই গুণ। প্রকৃতিটী অতি নম্র, সাধারণ সন্ন্যাসিগণের ন্যায় যান্ত্রিকতার লেশ-মাত্র নাই। তাঁহাকে দেখিলে আমার প্রীতি যেন উথলিয়া উঠে। ইনি কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন? ইঁহার নাম-ই বা কি, জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

গোপীনাথ—ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ইনি লোক-শিক্ষার্থ কেশব ভারতীকে গুরুপদে বরণ করিয়া বস্তুতঃ তাঁহাকে মন্ত্র-গুরুই করিয়াছেন। ইনি প্রকৃত সন্ন্যাসীর অধিকার গ্রহণ করিয়াও দৈবক্রমে সন্ন্যাসীর নিম্ন 'ব্রহ্মচারী' নামে পরিচয় দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছেন, তাই সন্ন্যাসীর উপাধি না লইয়া আপনাকে ব্রহ্মচারীর উপাধিতে জ্ঞাপিত করিতেছেন। ইহা ইঁহার নৈসর্গিক বিনয়ের আদর্শ।

সার্ব্বভৌম—ইঁহার নামটী সর্ব্বোত্তম বটে, কিন্তু সম্প্রদায়টী মধ্যম। দশনামী-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে তীর্থ, আশ্রম ও সরস্বতী—এই তিনটী পদবী সর্ব্বোচ্চ। পুরীর মঠে 'সরস্বতী'—উত্তম, 'ভারতী'—মধ্যম ও 'পুরী'—কনিষ্ঠ। ইনি এই মধ্যম-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন।

গোপীনাথ—ইঁহার বাহ্যাপেক্ষা নাই; কাজেই বড় সম্প্রদায়-গ্রহণের অপেক্ষাও ইঁহাতে নাই।

সার্ব্বভৌম—ইনি সবেমাত্র যৌবনে প্রবেশ করিয়াছেন। কিরূপে ইঁহার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, ইহাই বিশেষ চিন্তার বিষয়। মনে করিয়াছি, আমি ইঁহাকে অদ্বৈত বেদান্ত শ্রবণ করাইব। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ-মনন ও নিদিধ্যাসন-ফলে "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" জ্ঞানের উদয় হয়। নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, শম দমাদি-সাধন-সম্পদ্, ইহা-মুত্র-ফলভোগ-বিরাগ ও মুমুক্ষুত্ব—এই সাধন-চতুষ্টয় অভ্যাস করিতে করিতে ইঁহার 'অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান' লাভ হইবে। তখন আর সন্ন্যাস হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আর যদি বল, তাহা হইলে পুনরায় যোগপট্ট প্রদান এবং যথাবিধি সংস্কার করিয়া ইঁহাকে উত্তম-সম্প্রদায়েও আনিতে পারি।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ—উভয়েই বিশেষ দুঃখিত হইলেন। উভয়েই বুঝিতে পারিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মহাপ্রভুকে সামান্য সাধক জীব-মাত্র মনে করিয়াছেন; কাজেই প্রভুর প্রতি গুরুর ন্যায় উপদেশ ও শাসন-প্রয়োগে ব্যস্ত হইয়াছেন। ইহাও প্রভুর এক লীলা। প্রভু এই লীলা-দ্বারা জানাইলেন, নিখিল বেদ-বেদান্তের অধ্যাপক সার্ব্বভৌম-পুরুষও পারমার্থিক অধিকারে 'বালিশ' হইতে পারেন। পরমার্থ-বিষয়ে বালিশত্ব থাকা-কালে সার্ব্বভৌম-পণ্ডিতও বৈষ্ণব বা বিষ্ণুকে চিনিতে পারেন না; অনেক সময় বৈষ্ণবের স্বাভাবিক-দৈন্যে বিমোহিত হইয়া অনেকে বৈষ্ণবকে সাধারণ মর্ত্য-জীব-মাত্র জ্ঞান করেন—সিদ্ধ বৈষ্ণব ও অসিদ্ধ-সাধককে সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া থাকেন। সার্ব্বভৌমের এই বালিশতার আদর্শ দেখিয়া গোপীনাথ আচার্য্য মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের অভিনয়ে বলিতে লাগিলেন,—

ভট্টাচার্য্য! তুমি ইঁহার মহিমা জান না। বিষজ্জনের অধিগম্য-তত্ত্ব অজ্ঞ-লোকের নিকট নিরর্থক বলিয়াই প্রতি-ভাত হয়। তুমি ইঁহাকে সাধারণ-মনুষ্য বলিয়া বিচার করিতেছ, বস্তুতঃ ইঁহাতেই ভগবানের যাবতীয় লক্ষণের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান।

সন্নিকটেই তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক-শিরোমণি সার্ব্বভৌমের তর্কপন্থী শিষ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। গোপীনাথের এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন,—অধ্যাপকবর ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম অভ্রান্ত—ইহা আপনি কোন্ সাহসে বলিতেছেন?

গোপীনাথ—বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত, শুক্রাচার্য্যের ন্যায় নীতিজ্ঞ, ব্রহ্মার ন্যায় প্রাচীন ও আভিজাত্য-সম্পন্ন হইলেই যে তিনি পারমার্থিক-বিষয়ে পণ্ডিত হইবেন, তাহার কোন হেতু নাই।

শিষ্যগণ—অধ্যাপক সার্ব্বভৌম কেবল ব্যাকরণ, তর্ক-শাস্ত্রাদিতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত নহেন, তিনি পারমার্থিক-শাস্ত্রেও পরম পণ্ডিত। তিনি সন্ন্যাসিগণের বেদান্তের অধ্যাপক। তাঁহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ এই ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় কে আছেন?

গোপীনাথ—সার্ব্বভৌম বেদান্তের অধ্যাপক হইতে পারেন, কিন্তু তিনি পরমার্থ-রাজ্যে বালিশ; নতুবা ঈশ্বর-বস্তুকে "অনীশ্বর" বলিয়া বিচার করিতেছেন কেন? তাঁহার এইরূপ বিবর্ত্ত-বুদ্ধির উদয় হইল কেন?

শিষ্যগণ—আপনি কোন্ প্রমাণ-বলে কৃষ্ণচৈতন্যকে ঈশ্বর বলেন?

গোপীনাথ—বিজ্ঞজন যে লক্ষণে ঈশ্বরতা স্থাপন করেন, আমিও সেই লক্ষণেই ইঁহাকে ঈশ্বর বলি।

শিষ্যগণ—বিজ্ঞগণ বলেন, ঈশ্বরতত্ত্ব অনুমানের দ্বারাই জানা যায়। যাহাদ্বারা অনুমিতির জ্ঞান হয়, তাহাই 'অনুমান'। ব্যাপ্য-পদার্থের (ধূমাদির) দর্শনানন্তর, ব্যাপক-পদার্থের (বহ্ন্যাদির) নিশ্চয়তাকে 'অনুমিতি' কহে। যেমন কোন পর্ব্বতে দূর হইতে ধূম দর্শন করিলে, ঐ পর্ব্বতে বহ্নি আছে—এইরূপ নিশ্চয় সকলের হইয়া থাকে। ধূম দেখা যাইতেছে, অতএব পর্ব্বতে 'অগ্নি' আছে, এইটী এস্থলে সাধিত হয়। ঈশ্বর-বিষয়েও অনুমান এরূপ কার্য্য করে, যথা,—

যত বস্তু দেখা যায়, সকলেরই কারণ আছে;
এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটী বস্তু,
সুতরাং ইহারও একটী কারণ আছে।

অতএব 'ঈশ্বর—বিশ্বের কারণ', এই তত্ত্বটী সাধিত হইল। আমরা এই প্রণালীতে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করি। আপনি যদি দেখাইতে পারেন যে, এই সন্ন্যাসী এই যুক্তি-ক্রমে 'ঈশ্বর' হ'ন, তবে আমরা আপনার সিদ্ধান্ত মানিতে পারি, নতুবা আপনার যুক্তিহীন কথার কোন মূল্য নাই।

গোপীনাথ—তোমরা যে অনুমানকেই একমাত্র স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিতেছ, তাহার ব্যভিচার সাধারণ জাগতিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায়। দ্রষ্টার পর্ব্বত দর্শনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মেঘ-বারি-বর্ষণে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, অথচ স্বাভাবিক-নিয়মে তখনও তাহা হইতে প্রচুর ধূম উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—যখন পর্ব্বত হইতে ধূম উঠিতেছে তখন নিশ্চয়ই পর্ব্বতে অগ্নি আছে,—এই সিদ্ধান্ত করিলে দ্রষ্টার তাৎকালিক অনুমান যে দোষদুষ্ট বা যথার্থ-জ্ঞানের অন্তরায়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। অতএব অলৌকিক-তত্ত্ব বিষয়ে যথার্থ-জ্ঞানে উপনীত হইতে হইলে অপৌরুষেয়-বাক্যই প্রমাণ। বেদান্তও পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছেন,—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) "শ্রুতেস্তু শব্দ-

মুপপদ্যতে" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭)। ব্যাপ্যের আরোপের দ্বারা ব্যাপকের আরোপের নাম তর্ক। যদি পর্ব্বতে বহ্নি না থাকে, তাহা হইলে উহা নির্ধূম হইবে—এইরূপ যুক্তির নাম তর্ক; স্ব-মতি-কল্পিত অনুমানই—তর্ক। ইহা ব্যভিচার দোষদুষ্ট। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ॥" পুরুষের বুদ্ধির নানাপ্রকারত্ব এবং স্থিরতার অভাব নিবন্ধন শুষ্ক-তর্কের দ্বারা পরমার্থ-বস্তুর নির্ণয় হয় না। স্মৃতিও বলিয়াছেন,—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" (মঃ ভাঃ ভীঃ পঃ ৫।২২) অচিন্ত্য-বিষয়-সমূহে কখনই তর্কের যোজনা করিতে নাই।

শিষ্যগণ—আপনি যেটি নূতন কথা বলিতেছেন। শাস্ত্র বলেন,—"যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" যিনি তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মকে জানিতে পারেন,, অপরে কখনও পারে না। আমরা আপনার অন্ধ-বিশ্বাস মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি; আমরা চাই যুক্তি-তর্ক-বিচার।

গোপীনাথ—তোমরা শাস্ত্র-বাক্যের পূর্ব্বার্দ্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। শাস্ত্র বলিতেছেন,—"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"—বেদ এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ধর্ম্মোপদেশ যিনি বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মকে জানিতে পারেন, অপরে পারেন না। এখানে স্ব-মতি-কল্পিত অনুমান নিরস্ত হইয়াছে। 'তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই' বলিতে স্বতন্ত্র-শুষ্ক-তর্কই পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু শব্দ প্রমাণের অনুগত বা শাস্ত্রানুকূল-তর্ক অনাদৃত হয় নাই। ঈশ্বর তত্ত্ব-নিরূপণে অনুমানের স্বতঃপ্রাধান্য নাই; কারণ ঈশ্বর অধোক্ষজ বস্তু, আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত—অচিন্ত্য। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহ ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে পারে না।

শিষ্যগণ—এ সকল ভাবুকদলের কথা। কৃপা আবার কি? ঐ সকল অন্ধ-বিশ্বাসমাত্র। বেদ এই সকল অন্ধ-বিশ্বাস স্বীকার করেন না।

গোপীনাথ—বেদ তারস্বরে পুনঃ পুনঃ ভগবৎকৃপার কথাই বলেন,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥" "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"॥ —(গুরুপরম্পরাক্রমে যে প্রণালীতে তত্ত্ববস্তু সৎসম্প্রদায়ের হস্তগত হয়, সেই প্রণালীর নাম অবরোহ-মার্গ বা শ্রৌত-পন্থা। এই মন্ত্রে শ্রুতি তাহাই উপদেশ করিতেছেন।)—এই পরমাত্মাকে বেদাদি-শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণা-শক্তি অথবা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির নিকটই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

—যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির যথার্থ উপনিষৎ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শিষ্যগণ—বিদ্বান্ ও বিচারক-সম্প্রদায় যুক্তি-তর্কের দ্বারাই ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন।

গোপীনাথ—হে ব্রাহ্মণ-বটুগণ! বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত, লোকপিতামহ ব্রহ্মা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ ও বহুদর্শী ত' আর কেহ নাই। অহমিকাবশতঃ তাঁহারা প্রথমে তর্কের দ্বারা তত্ত্ববস্তু নিরূপণ করিতে গিয়া পরে শুষ্কতর্কের অকর্ম্মণ্যতা ও ভগবৎকৃপার পরম অপরিহার্য্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রী-ভাগবত কি বলিতেছেন,—"অন্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ। পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥"—বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধিদ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই। কৃষ্ণের দ্বারা ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন,—"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"—হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপালেশমাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমা-তত্ত্ব জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুমানের দ্বারা শাস্ত্র বিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না। ব্যক্তি-নিষ্ঠ অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রই সাব্যস্ত হইতে

পারে, ঈশ্বর-তত্ত্ব বা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। ঈশ্বর-তত্ত্বের অনুভব তৎকৃপা ব্যতীত সিদ্ধ হয় না।

শিষ্যগণ—আপনি কি বলিতে চান—জগদ্গুরু সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের কৃপা প্রাপ্ত হন নাই?

গোপীনাথ—তোমরা ক্ষান্ত হও। আমি তোমাদের সহিত আর এ বিষয়ে বৃথা তর্ক করিয়া বাচালতার প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা করি না। (সার্ব্বভৌমের প্রতি) সার্ব্বভৌম! তুমি নিখিল শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত, বৃহস্পতির ন্যায় তোমার পাণ্ডিত্য আছে—এ কথা সত্যবাদী স্বীকার্য্য। পৃথিবীতে তোমার ন্যায় আর দ্বিতীয় পণ্ডিত নাই—এ কথাও আমি জানি। তুমি বহুলোকের উপদেষ্টা, বেদান্তের অধ্যাপক, কিন্তু সত্য কথা বলিতে তোমাতে ঈশ্বরের কৃপার লেশমাত্রও নাই। সেই জন্যই তুমি ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারিতেছ না। ইহাতে তোমারও কোন দোষ দেখি না; কারণ শাস্ত্র বলেন,—পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা কখনও ঈশ্বরতত্ত্ব-বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয় না।

সার্ব্বভৌম—আচার্য্য সাবধান হইয়া কথা বল। আমাতে ঈশ্বরের কৃপা নাই, তাই ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারিতেছি না; তুমি যে ঈশ্বরের ভূরি কৃপা লাভ করিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি?

গোপীনাথ—'বস্তু ও বস্তুশক্তি এক' বলিয়া বস্তুবিষয় হইতেই বস্তু জ্ঞান হয়। অথচ অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু খণ্ড জ্ঞানের ভেদ নহে। বস্তুর বিষয় বা শক্তি দ্বারাই বস্তুজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, দার্শনিক শক্তির জ্ঞানেই অধিক জ্ঞান। অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তুর উপলব্ধির নিদর্শন কেবলমাত্র তাঁহার কৃপা। যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া তাঁহার কৃপাসিন্ধু হইয়াছেন; আর ইতর জ্ঞানের সাহায্যে যে কখনও তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায় না—ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তুমি ইহার মহা-প্রেমাবেশ দেখিয়াছ, তথাপি তাঁহার মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সেই অলৌকিক প্রেমময় পুরুষকে "ঈশ্বর" বলিয়া জানিতে পারিলে না। বহির্ম্মুখ-জনগণ ঈশ্বরকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না; ঈশ্বরের কৃপার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।

সার্ব্বভৌম—(হাসিতে হাসিতে) তোমার বাল-সুলভ বাক্য শুনিয়া হাসির উদ্রেক হইতেছে। যদি রাগ না কর, তাহা হইলে একটী কথা বলি। আমরা ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছি, আর শাস্ত্র-বিচার মধ্যে কাহারও রাগ বা দোষ গ্রহণ করা উচিত নহে। আমি যাহা কিছু বলিব, শাস্ত্রমতই বলিব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে মহা-ভাগবত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকে "ঈশ্বর" বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ কলিকালে বিষ্ণুর অবতার শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না বলিয়াই বিষ্ণুর একটী নাম—'ত্রিযুগ'।

গোপীনাথ—ভট্টাচার্য্য! তোমার এইরূপ ভ্রম-পূর্ণ শাস্ত্র-যুক্তিতে বড়ই দুঃখিত হইলাম। তুমি আপনাকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান কর, অথচ শাস্ত্রের মধ্যে প্রমাণ-শিরোমণি যে দুইটী প্রধান শাস্ত্র—ভাগবত ও মহাভারত, সেই গ্রন্থদ্বয়ের বাক্যে তোমার আদৌ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। সেই মহাগ্রন্থদ্বয়ে কলিতে সাক্ষাদ্ ভগবদবতারের কথা উক্ত হইয়াছে। কলিতে ভগবানের লীলাবতার নাই বলিয়াই ভগবানকে 'ত্রিযুগ' বলা হয়। প্রতিযুগে কৃষ্ণের যে যুগাবতার হয়, তাহা তোমার তর্ক-নিষ্ঠ-হৃদয়ে তুমি বুঝিতে পার নাই। শাস্ত্র-বাক্য শ্রবণ কর—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ॥

সার্ব্বভৌম—'ত্রিযুগ' শব্দের তোমার স্ব-কপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিব কেন?

গোপীনাথ—বিষ্ণু-মায়ায় মোহিত হইয়া তোমার মতি-ভ্রম ঘটিয়াছে। ইহা আমার স্ব-কপোল-কল্পিত-ব্যাখ্যা নহে। ভাগবতে প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ কর,—"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং"—তুমি কলিকালে ছন্ন অর্থাৎ অন্ত-রূপাদি-দ্বারা আচ্ছাদিত থাক বলিয়া, 'ত্রিযুগ' নামে কথিত হইয়া থাক। স্বামিপাদও এইরূপ অর্থই করিয়াছেন,—"বিদ্যাসঙ্গি পালয়সি। হংসি ঘাতয়সি। কলৌ তু তত্র করোষি যদভক্তা যং ছন্নোঽতঃ অতস্ত্রিষেব যুগেষ্বাবি-

ধাবাৎ স এবমুচ্যতে ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ।"—কলিতে ভগবান্ যুগ-ধর্ম্মাদি করেন না; যেহেতু তখন (কলিযুগে) তিনি ছন্ন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে সাধারণের দৃষ্টিগোচর হ'ন না, কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকেন। অতএব মাত্র তিনযুগে সাক্ষাদ্-ভাবে আবির্ভাবহেতু ভগবান্ 'ত্রিযুগ' নামে প্রসিদ্ধ।

সার্ব্বভৌম—তোমার এইরূপ বিচার গ্রহণ করিলে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি শাস্ত্রের বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন,—কলিযুগে স্বয়ংরূপাদির অবতার নাই, তখন কেবল আবেশাবতারই হইয়া থাকেন।

গোপীনাথ—নিরবকাশ বহু বহু শ্রুতি-দ্বারা এই সাবকাশা-শ্রুতি তাৎপর্য্যান্তরিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, তুমি কলিযুগে প্রচ্ছন্ন থাক বলিয়া 'ত্রিযুগ'-নামে অভিহিত। অন্যত্র ভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবেও বলিয়া-ছেন,—"অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা।"

—হে ব্রহ্মন্! আমিই কখনও প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহ হইয়া ভক্তরূপে লোক-সমূহকে রক্ষা করিয়া থাকি। ভক্তরূপ-লিঙ্গ-দ্বারা প্রহ্লাদের বাক্যের সহিত এই শ্লোকের একবাক্যতা করিলে এই শ্লোকটী কলিযুগ-বিষয়ক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। 'অহমেব' এই স্থানে 'এব' শব্দ-দ্বারা ভগবান্ স্বাংশাদির ব্যাবর্ত্তন করিলেন অর্থাৎ বলিলেন, 'আমিই স্বয়ং-রূপ ভগবান্, আর অন্য কেহ নহেন। 'প্রচ্ছন্ন' বিগ্রহ যাহার, বহুব্রীহি-সমাসে—"প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহ" পদ সিদ্ধ হইল। 'বিগ্রহ' অর্থাৎ—স্বরূপ; জীবের বিগ্রহ ও স্বরূপের ভেদ আছে, কিন্তু ঈশ্বরের দেহ-দেহী ভেদ না থাকায় তাঁহার বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। 'কচিৎ' এই চিৎ প্রত্যয়ের দ্বারা সকলা নিরাস করিলেন অর্থাৎ সকল সময় নহে, কোন সময়-বিশেষে। এখন এইরূপ অর্থ লাভ হইতেছে,—আমি স্বয়ংরূপ ভগবান্ কোন কলি-বিশেষে অর্থাৎ বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি-চতুর্যুগীর-কলিতে প্রেমময় কান্তি-দ্বারা স্ব-স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়া থাকি।

সার্ব্বভৌম—তোমার ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য আছে বটে, কিন্তু ইহা যে আবেশাবতারের সম্বন্ধে নহে, তাহার যুক্তি কি?

গোপীনাথ—আবেশাবতারের স্বাভাবিক-বিগ্রহ বর্ণন করিলে যখন 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে না, তখন আবার তাঁহাদিগের বিগ্রহকে 'প্রচ্ছন্ন' বলিবার আবশ্যকতা কি? কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হ'ন, তখন কৃষ্ণবর্ণ কলিযুগাবতার তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অংশীর মধ্যে অংশের অন্তর্ভুক্ততা আশ্চর্য্যজনক নহে।

সার্ব্বভৌম—তাহা হইলে তুমি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদির বচনের কি সঙ্গতি করিতে চাও?

গোপীনাথ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদির বচনে সাধারণ কলিযুগের কথা বলা হইয়াছে; আর ভাগবতাদির বচনে কলি-বিশেষের কথা বলিয়াছেন। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে বিশেষেরই প্রাবল্য। অতএব বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীর কলিযুগ ভিন্ন অন্য কলিতে কেবল আবেশাবতারই হইয়া থাকেন। এরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিলে ভাগবতীয় গর্গ ও করভাজনের উক্তির সহিত সঙ্গতি হয় না।

সার্ব্বভৌম—যাহা হউক, তোমার স্ব-পক্ষ সমর্থনের বিশেষ পটুতা আছে।

গোপীনাথ—ইহা স্ব-পক্ষ-সমর্থন-মাত্র নহে; ইহাই একমাত্র বাস্তব-সত্য। তোমার কাছে এই সকল সত্য-কথার প্রয়োজন না হইতে পারে; কারণ ঊষর-ভূমিতে উৎকৃষ্ট বীজ প্রক্ষেপ করিলেও তাহাদ্বারা কোন উপকার হয় না। তোমার উপরে যখন তাঁহার কৃপা হইবে, তখন তুমিও অপরের নিকট এই একমাত্র সত্য-সিদ্ধান্তই কীর্ত্তন করিবে। আর তোমার তর্কপন্থী শিষ্যগণ যে সকল কুতর্ক ও বাদ উত্থাপন করিয়াছিল, তাহাদেরও কিছু দোষ নেই না; কারণ সকলই ভগবানের মায়ার মহিমা। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"যদ্ভয়ন্তি বদন্তীনাং বাদিনাং বৈ বিবাদ-সংবাদো-ভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥"

"ভূতেষু সন্তি সর্ব্বত্র ভাবজ্ঞা ব্রাহ্মণা যথা।
মাযাং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং ন দুর্ঘটম্॥"

বাদিদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সংবাদ উৎপন্ন করে এবং মুহুর্মুহু উভয়ের আত্মমোহ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমা-পুরুষকে আমি নমস্কার করি।

—ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা সত্য হইয়াছে, কেন না, ঈশ্বরীয় মায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে কিছুই দুর্ঘট নহে। ভগবানের মায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি; সুতরাং অনেক স্থলে সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন। সেই মায়ার আশ্রয়ে কপিল, গৌতম, কৈমিনী, কণাদাদি মনীষিগণ বহুতর অসার বাক্য যুক্ত-বাক্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

সার্ব্বভৌম—এখন আমাদের বাক্যালাপ থাকুক, যথেষ্ট হইয়াছে। যাও, তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর স্থানে গমন করিয়া আমার নামে তাঁহাকে স-গোষ্ঠী নিমন্ত্রণ কর। আর শ্রীমন্দির হইতে প্রসাদ আনাইয়া তাঁহাদিগকে ভিক্ষা করাও, পরে আসিয়া তুমি আমাকে শিক্ষা দিও।

গোপীনাথ আচার্য্য ভগ্নিপতি, আর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্যালক। গোপীনাথ হাস্য-পরিহাস-নিন্দা-স্তুতি-ছলে নানাভাবে ভট্টাচার্য্যের উপকারের চেষ্টা করিলেন। গোপীনাথ আচার্য্যের সিদ্ধান্ত শুনিয়া মুকুন্দ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তর্কপন্থী ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মুকুন্দের বড়ই দুঃখ ও রোষ হইল।

গোপীনাথ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মুকুন্দ ও গোপীনাথ, সার্ব্বভৌমের বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর নিকট অভিযোগ করিলে মানব-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—তোমরা ভট্টাচার্য্যকে কিছু দোষ দিতে পার না; কারণ আমার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে। তিনি আমার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বাৎসল্য-বশতঃ আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম যাহাতে সংরক্ষিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছেন। ইহা আমার প্রতি তাঁহার করুণার নিদর্শন।

স্মার্ত্তবাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর]

স্মার্ত্তগণ প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কিংবা "সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ"—এই ন্যায়ানুসারে স্থূল-বিশেষে বৈষ্ণবতার বাহ্য-চেষ্টা দেখাইয়া কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে বৈষ্ণবগণের অনুকরণে গলদেশে তুলসীমালা ও অঙ্গে তিলকাদিধারণ করেন। যাঁহারা ঐ সকল কপাভিসন্ধিযুক্ত কপট-ব্যক্তির বাহ্য-চেষ্টায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সহিত সম-পর্য্যায়ে গণনা কিংবা প্রাকৃত বৈষ্ণব হইতেও শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করেন, তাঁহাদের অধিকার দূরদর্শন-রহিত ও অত্যন্ত প্রাকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন কোন মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত-পণ্ডিত কোন সভার প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য গলদেশে তুলসীমালা ও নাসাগ্রে ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্রাদি রচনা করিয়া আসিয়াছেন এবং কৃষ্ণ-কর্ণামৃত, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, প্রীতিসন্দর্ভ বা ভাগবত হইতে বহু শ্লোক আওড়াইয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে নিজ অধিকারের কথা লোক-সমক্ষে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন, বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারে অনিপুণ কনিষ্ঠাধিকারী বালিশ বা সাধারণ জন-সম্প্রদায় তাঁহাকে তখনই পরম-বৈষ্ণব বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়া দিলেন। সেই সময় যদি কোন মধ্যমাধিকারী-বৈষ্ণব বা কোন আচার্য্য তাঁহাদের কাপট্য ধরিয়া দেন, তাহা হইলে সেই প্রকৃত-বৈষ্ণবকেই অনেক সময় নিন্দিত ও নির্য্যাতিত হইতে হয়। ইহার মূল কারণ এই যে, সাধারণ বালিশ-সম্প্রদায় আত্মার স্বরূপ-বৃত্তি যে বৈষ্ণবতা বা ভগবানে যথার্থ প্রীতি, তাহা ধরিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের নিজেদেরই অনভিজ্ঞতাবশতঃ হরিতে প্রীতির উদ্রেক হয় নাই। তাঁহারা দেখেন, যখন আভিজাত্য-সম্পন্ন একজন মহামহোপাধ্যায় (প্রতিষ্ঠার প্রবল-পিপাসায়) লোক-ভয় পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া তিলক-কোঁটা ও অঙ্গে ছাপ লাগাইয়াছেন বা বৈষ্ণব-গ্রন্থের দুই চারিটী বুলি আওড়াইতেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই পরম-বৈষ্ণব। কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণব স্মার্ত্তের ঐরূপ কপটতাকে সহস্র সহস্র প্রাকৃত অধিকারী বা বালিশের সুপারিশ-সত্ত্বেও "বৈষ্ণবতা" বলেন না। তিনি জানেন যে, অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ "বৈষ্ণব" হইতে পারেন না। স্মার্ত্ত বৈষ্ণবের অনুকরণে ঐরূপ মালা-তিলক ধারণ করিয়াও বৈষ্ণবে, মহাপ্রসাদে, নাম-ব্রহ্মে ও শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত-বুদ্ধি করেন। স্মার্ত্ত-সভায় কেহ যদি তাঁহাকে তুলসী-মালা-ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি কখনও কখনও বলিয়া থাকেন, 'তুলসী-ধারণের অনেক উপকারিতা আছে, তুলসী-ধারণে কোন প্রকার কণ্ঠ-রোগাদি হইতে পারে না; এই জন্যই আমি তুলসী ধারণ করি।' প্রকৃত প্রস্তাবে

তাঁহার তুলসীর প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা অর্থাৎ তুলসীতে অপ্রাকৃতবুদ্ধি নাই। তিনি তুলসী, রুদ্রাক্ষ বা শালগ্রাম-গুণ-সম্পন্ন তৎসমানীয় অন্য কোন প্রাকৃত বস্তুকে সম-পর্য্যায়ে গণনা করেন। তিনি কৃষ্ণপ্রীতির জন্য বা কৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপনার জন্য কৃষ্ণ-প্রিয়বস্তু-বুদ্ধিতে তুলসীকে কণ্ঠে ধারণ করেন না। তিনি তির্য্যক্-পুণ্ড্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে সমান জ্ঞান করেন; বিল্বপত্র ও তুলসী-পত্রকে সম-পর্য্যায়ে দর্শন করেন। কোন কোন সময় সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে তুলসী-দ্বারাই দেবতান্তরের পূজা করিয়া বসেন। বিদ্ধ-স্মার্তগণের আচরণে এইরূপ বহু নূতন অবৈধ ব্যাপার লক্ষিত হয়। সুতরাং স্মার্তগণকে কণ্ঠে তুলসীমালা, বা অঙ্গে তিলক ধারণ কিংবা বিষ্ণুপূজার বাহ্য-অভিনয় করিতে দেখিয়া কেহ যেন তাঁহাদিগকে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সহিত সমান না করিয়া ফেলেন। বর্ত্তমানে বৈষ্ণবতার নামে এইরূপ স্মার্তবাদ জগতে প্রচারিত রহিয়াছে। আচার্য্যত্রব ও গোস্বামিত্রবগণের মধ্যে বৈষ্ণবতার নামে এই সকল বিদ্ধস্মার্তাচার তাঁহাদের মেরু-দণ্ডীয় লজ্জার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। একমাত্র অপ্রাকৃত-বিচার-সম্পন্ন শুদ্ধ-বৈষ্ণব ব্যতীত সাধারণ বালিশ-সম্প্রদায় ইহা কিছুতেই ধরিতে পারিবেন না।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব—উভয়েই গীতা-ভাগবতাদি-শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করেন; কিন্তু উভয়ের অন্তর-নিষ্ঠা পৃথক্। ইহা কিন্তু অনেকেই বুঝেন না। সাধারণ বালিশ-সম্প্রদায় মনে করেন, যখন কোন স্মার্ত্ত গীতা ও ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ শ্রীধর স্বামীর টীকা-অনুসারেই ব্যাখ্যা করিতেছেন, তখন স্মার্ত্ত পণ্ডিতের মুখে গীতা-ভাগবত শুনিতে দোষ কি? কিন্তু বৈষ্ণব-গুরু ঠাকুর বৃন্দাবন, দোষটী কোথায়, তাহা সরলভাষায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে॥"

স্মার্ত্ত ভাগবত-বক্তার আর একটী দৃষ্টান্ত মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা দেখাইয়াছেন। দেবানন্দ পণ্ডিতের ব্যাকরণ ও তর্ক-শাস্ত্রে অসামান্য অধিকার এবং পাণ্ডিত্য ছিল। ভাগবতের সমস্ত শ্লোক তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তিনি তপস্বী, আজন্ম উদাসীন, জ্ঞানবান্ ও মহা অধ্যাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার ভাগবতের ছাত্রও অনেক ছিল। আর যখন তিনি ব্যাসাসনে বসিয়া ভাগবতের কথকতা করিতেন, তখন অসংখ্য শ্রোতা মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিতেন। অধিক কি, স্বয়ং শ্রীবাস পণ্ডিত পর্য্যন্ত দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু একদিন দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যার স্থানে গমন করিয়া স্মার্ত্ত ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের ভাগবত-পাঠের মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা জানাইলেন। যাঁহাকে লোকে ভাগবতের মহা অধ্যাপক বলিয়া ডিণ্ডিম-বাদ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে বলিলেন—

"কোপে বলে, প্রভু, বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
মুক্তি, মোর দাস আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভাল মতে॥
• • •
ভাগবত পড়াইয়া বারো বুদ্ধি নাশ।
নিন্দে অবধূত-চাঁদে জগত নিবাস॥"

গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতে ভেদ-বুদ্ধির নামই—স্মার্ত্তবাদ। বিদ্ধ-স্মার্তগণের বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় হয় না। কোন কোন অত্যধিক আত্ম-বঞ্চিত ও পর-বঞ্চক কপট স্মার্ত্ত আমায় বলিয়া থাকেন, 'আমাদের বৈষ্ণবে যথেষ্ট অপ্রাকৃত-বুদ্ধি আছে। যদি হরিদাস ঠাকুর বা শুকদেবের মত বৈষ্ণব পাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে মাথায় লইয়া নাচিতে পারি। যখন আমরা সেইরূপ বৈষ্ণব কোথায়ও দেখিতে পাইতেছি না, তখন আমরা গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতকে সমান-জ্ঞান করিতে পারি না।" এইরূপ বিশুদ্ধ-কপটতাময়ী উক্তি স্মার্ত্ত-জনোচিত। দৈবী মায়া কখনও তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব দর্শন করিবার চক্ষু প্রদান করেন না। অধিক কি, দেবানন্দ পণ্ডিতের ন্যায় গীতা-ভাগবতের অধিতীয় প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিও শ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় মহাভাগবতকে যখন "ভাগবত" বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তখন অপরের কা কথা! মহাপ্রভু এই ভাগবত-বক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা স্মার্ত্তের একটী চরিত্র প্রকাশ করিলেন, আর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ কালে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ব্যাকরণ ও বর্ণাশুদ্ধিজ্ঞানহীন এক গীতাপাঠী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈষ্ণবের শাস্ত্র অধ্যয়নের আদর্শ প্রদর্শন

করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু পরম বিখ্যাত ভাগবতবক্তা স্মার্ত-পণ্ডিত দেবানন্দকে বলিয়াছিলেন—'এ সেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার? আর সম্পূর্ণ-ব্যাকরণ-জ্ঞানহীন কিন্তু ভক্ত-বৈষ্ণবের একান্ত-সেবা-পরায়ণ গীতাপাঠী-বিপ্রকে বলিলেন,—"গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার। তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার।"

বর্ত্তমানের ভাগবত-ব্যবসায়ী, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী বৈষ্ণব-ক্রব কথক-পাঠকগণের মধ্যে এইরূপ স্মার্ত্তাচার প্রচলিত—তাঁহাদের বৈষ্ণবতার লেশমাত্র নাই—এ কথা শাস্ত্র ও মহাজন উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈষ্ণবের অপর নাম "পারমার্থিক", আর স্মার্ত্তের অপর নাম—"আর্থিক।" যাঁহারা একমাত্র পরমার্থ ব্যতীত আপাতিক কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠারূপ অর্থের জন্য ভাগবত পড়েন বা পড়ান, তাঁহারা আর্থিক-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। তাঁহাদের পারমার্থিকতার মুখস হলনা মাত্র। যদি ঐরূপ পারমার্থিকতার ছলনাই ঐকান্তিকতা হইত, তাহা হইলে তাহাতে গুপ্তভাবে আর্থিকতার সন্ধান থাকিত না। মহাপ্রভু আর্থিক-ভাগবত-বক্তা দেবানন্দকে শাসন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যতে মঙ্গল হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমানের ভাগবত-ব্যবসায়ী, বৈষ্ণব-নামধারী, প্রচ্ছন্ন-স্মার্তগণ এতদূর আর্থিক বা বিদ্ধ-স্মার্তগণের আদর্শের অনুসরণকারী হইয়া পড়িয়াছেন যে, গৌরসুন্দর ঐ প্রকল অর্থ-পিপাসুগণকে তাঁহার বিমুখমোহিনী মায়া-দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সম্ভার প্রদান করাইয়া তাঁহাদিগকে পরমার্থের প্রকৃত-সন্ধান-চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ভুলাইয়া দিয়াছেন এবং মায়ার প্রলোভনদ্বারা ঘোর সংসারে পাতিত করাইয়া—সংসার-সুখে মুগ্ধ করাইয়া অত্যন্ত অপরাধিজ্ঞানে চিরতরে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। প্রভু অল্প অপরাধী জীবকে তিরস্কার, ভর্ৎসনা বা তাৎকালিক দণ্ডাদিদ্বারা শাসন করিয়া থাকেন; কিন্তু অত্যন্ত বিদ্রোহীকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিয়া শাস্তি প্রদান করেন। স্মার্তপণ্ডিত দেবানন্দকে তিরস্কার-দ্বারা শাসন করিয়াছিলেন; আর বর্ত্তমানের প্রচ্ছন্ন-স্মার্ত, ভাগবত-গীতা-ব্যবসায়ী আর্থিক-গণকে সংসার-সুখাদি প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় পাদপদ্মের নিকট হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া তাঁহাদিগকে চিরতরে বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদিগকে যতই "গৌরভক্ত" বা "প্রেমিক" মনে করুন না কেন, তাঁহাদের ঐ সংসার-সুখ-প্রাপ্তি, ঐ অর্থ-প্রাপ্তি, ঐ প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তি নরকভোগেরই আর একটা দিক্‌মাত্র। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নামাপরাধী স্মার্তগণের ঘোর-সংসার-সুখ-প্রাপ্তিরূপ গতিই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"স্মার্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহবো নামগ্রাহিণোঽপার্থবাদ-কল্পনাদি-নামাপরাধ-বশেন ঘোর-সংসারমেব প্রাপান্তে।" বর্ত্তমানের ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী প্রচ্ছন্ন-স্মার্ত-সম্প্রদায় ঐরূপ স্পষ্ট-স্মার্ত-সম্প্রদায় হইতেও অধিকতর অপরাধী।

বৈষ্ণব অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সহিত গীতা-ভাগবত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; তিনি গীতা-ভাগবত-শাস্ত্রকে সাক্ষাৎ ভগবদবতার জানেন। তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, বুদ্ধির প্রভাবে গীতা-ভাগবত বুঝিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন না। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অবতার-বাদ-প্রসঙ্গ-ক্রমে অধোক্ষজাবতার-বস্তুর নিকট যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বুদ্ধির সহিত উপনীত হইবার প্রণালী রহিয়াছে, সেই বৈধ-প্রণালীর সহিত তিনি গীতা-ভাগবতের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে যান। স্মার্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও শ্রীগীতাকে যুদ্ধ-বিধায়ক-গ্রন্থ, কোথাও বা রাজনৈতিক-গ্রন্থ, কোথাও কর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ, কোথাও নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান-প্রতিপাদক-গ্রন্থ, কোথাও বা রাজ-যোগ-প্রতিপাদক-গ্রন্থ, কোথাও বা রাজ-মোহিতা-প্রতিপাদক গ্রন্থ, কোথাও জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ভক্তি-সর্ব্ব-প্রকার সাধনের তথা-কথিত-সমন্বয়-প্রতিপাদক অপর ভাষায় খিচুড়ি-পাকান-গ্রন্থ মনে করা হয়; কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহাকে একমাত্র পরমার্থ-বিধায়ক গ্রন্থ বলিয়াই জানেন। গীতার প্রতি শব্দ, প্রতি ছত্র, প্রতি অধ্যায় ক্রমশঃ জীবকে তাহার নিজাধিকার হইতে ভগবানে প্রপত্তি শিক্ষা দিতে দিতে ঐকান্তিকী-প্রপত্তিতে লইয়া যাইতেছেন। একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিই গীতার চরম-শিক্ষা—কর্ম্ম, জ্ঞান বা রাজ-যোগ বা রাজনীতি গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। গীতায় কর্ম্ম-জ্ঞান, যোগাদির কথা উক্ত হইলেও তাহাদিগের স্বতন্ত্রতা বা নিরপেক্ষতা উক্ত হয় নাই। ভক্তিকেই একমাত্র স্বতন্ত্রা, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষা বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে এবং সেই অব্যভিচারিণী ভক্তির কথাই গীতার উপক্রম-উপসংহারে, অভ্যাসে, অপূর্ব্বতায়, ফলে, অর্থবাদে ও

উপলব্ধিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্ধ-স্মার্তগণ লক্ষবার গীতা পাঠ করিলেও ইহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা অধোক্ষজ অবতারের কথা ধরিতে পারেন না। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীচৈতন্য-চরিত-রচয়িতা ঠাকুর বৃন্দাবন এবং শ্রীল কবিরাজ আমাদিগকে জানাইলেন,—

"গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাঁহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণু-মায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত-সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বদা বাখানে কৃষ্ণ-পদ-ভক্তি সার॥"

* * *

গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য-গোসাঞি।
জ্ঞান-কর্ম্ম-'নিন্দি' কহে ভক্তির বড়াই॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-ভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞান, যোগ, তপোধর্ম্ম নাহি মানে আন॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২য় ও চৈঃ চঃ আঃ ১৩শ)

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু স্মার্ত্তের গীতা-ভাগবত পাঠ ও বৈষ্ণবের গীতা-ভাগবত-পাঠের মধ্যে পার্থক্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। লোকপ্রিয়তা-হানি বা নিরপেক্ষ সত্য-কথা বলিলে পাছে লোক চটিয়া গিয়া দক্ষিণার মাত্রা কমাইয়া দেন বা দ্বিতীয়বার গীতা-ভাগবত পাঠ করিতে আহ্বান না করেন, এই ভয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু তথা-কথিত সদ্বয় বা লোক-রঞ্জনার পক্ষ-পাতিত্ব করিবার আদর্শ দেখান নাই।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটীর শাস্ত্রযুক্তি-মূলে মীমাংসা করিয়া দিতে আজ্ঞা হয় :—

১। ঔষধ-সেবন করা বিধি কি না?

২। মৎস্য প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীর 'জীবাত্মা' আছে কি?

৩। "ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ", তবে পথ্যার্থে মেষো-সেবন করা যাইতে পারে কি না?

নিবেদক—

শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষাল, ত্রিপুরা।

উত্তর—১। পারমার্থিকগণ হরিসেবার অনুকূল সমস্ত বস্তুই স্বীকার করেন; আর্থিকের ন্যায় তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কোন বস্তু স্বীকার বা অস্বীকার করেন না। 'বিলাস' বা 'বিরাগ' পারমার্থিকগণের লক্ষীভূত বস্তু নহে; কিন্তু কৃষ্ণের বিলাস ও কৃষ্ণেতে বিশিষ্ট-রাগ তাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন। যদি দেহ-দ্বারা হরিসেবা না হয়, তাহা হইলে ঔষধাদি সেবন, এমন কি এক-কণা আহার্য্য বস্তু গ্রহণেরও জীবের অধিকার নাই। হরি-ভজনের জন্যই কায়-মনোবাক্য নিযুক্ত হওয়া উচিত। হরি-ভজনের আনুকূল্যের জন্যই দেহাদি-সংস্কার এবং দেহরক্ষা আবশ্যক; কিন্তু তন্মধ্যে যদি নিজের ভোগাপাকরূপ-কপটতা থাকে তাহা হইলে জীব হরি-ভজনের জন্য দেহ পুষ্ট রাখিবার নামে 'দেহারামী' হইয়া পড়ে। মধ্যম-অধিকারে বৈষ্ণব, "কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু, পালক ও রক্ষাকর্ত্তা" এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত অভিধেয়-ভক্তি-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতি-লাভের জন্যই নিরন্তর ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা গৌণভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপ কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অনুকূল। যুক্ত-বৈরাগ্যই তাঁহাদের জীবন-লক্ষণ। ভজন-পরিপাকের জন্যই তাঁহাদের জীবনের আশা। ইহ জগতে জীবিত থাকা, সুস্থ থাকা, বলবান্ হওয়া বা মুক্তিলাভ করার বাসনা তাঁহাদের নাই। অশান্ত মুক্তি-মুক্তি-কামীরই ঐ সকল মনোধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই যদি হরিভজনের অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ভগবৎপ্রেরিত বস্তুজ্ঞানে ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকেন। দেহরামিগণের ন্যায় কেবল শরীর-চিন্তায় অস্থির হইয়া শরীর-পুষ্টিকারক ঔষধের বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া বেড়ান না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত শ্রীমুখবাণী শুদ্ধ এইরূপ ভাবেরই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন হইয়া কেবল খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাসের

সুবিধার জন্য বা ওতাদী করিবার জন্য মুহূর্তমাত্র বাঁচিয়া থাকা বা তাহাতে প্রশ্রয় দেওয়া কখনই মঙ্গলপ্রদ কার্য্য নহে; তাই তিনি যাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাকেই দেহ-রোগ ও ভব-রোগ উভয় ব্যাধির হস্ত হইতেই নির্ম্মুক্ত করিতেন। তিনি লোক সমূহকে কেবল দেহ-রোগ হইতে মুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না,

"চিকিৎসা করেন যা'রে হইয়া সদয়।
দেহ-রোগ, ভব-রোগ—দুই তার ক্ষয়॥"

২। মৎস্য প্রভৃতি জলজ-প্রাণীর 'জীবাত্মা' না থাকিবার কোন কারণ নাই। অনাদি-হরিবিমুখতা-নিবন্ধন জীবাত্মা মায়িক জগতে বদ্ধ হইয়া বিভিন্ন যোনিতে তদনুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া থাকে। কখনও জলজ জন্তু, কখনও স্থাবর, কখনও কৃমি, কখনও পক্ষী, কখনও পশু, কখনও মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই সকল দেহ স্বরূপ-বিস্মৃত জীবাত্মার বিভিন্ন আবরণ মাত্র। মহাপ্রভু শ্রীরূপ-শিক্ষায় ইহাই বলিয়াছেন,

"এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশীলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম' দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ॥" ইত্যাদি।
(চৈঃ চঃ ম ১৯শ)

সমগ্র সনাতন-শাস্ত্রে ইহার প্রমাণের অভাব নাই; শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

৩। এই প্রশ্নের উত্তরদানের পূর্ব্বেই জিজ্ঞাস্য—ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিবেন কে? চিকিৎসক,—না রোগী? যদি রোগী স্বয়ংই আপনার ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিতে যান, তাহা হইলে তিনি তাঁহার 'প্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহাদ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রোগ বিনষ্ট হইবে, সেইরূপ ঔষধ ও পথ্য স্বীকার না করিয়া 'প্রেয়ঃ' অর্থাৎ আপাত-রমণীয় পরিণামে সর্ব্বনাশকর কোন বস্তু ঔষধ ও পথ্যের নামে গ্রহণ করিতে বাধিত হইবেন। বিকারগ্রস্ত-রোগি-সম্প্রদায় যদি নিজে নিজেই ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার গ্রহণ করেন, কিম্বা তাঁহাদের সম-জাতীয় রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির উপর তাঁহাদের ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচনের ভার প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঔষধের পরিবর্ত্তে 'সুরা' অর্থাৎ 'আপাত প্রেয়োবস্তু' ও সুপথ্যের পরিবর্ত্তে কু-পথ্যকেই 'ঔষধ' ও 'পথ্য' বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এরূপ বিতণ্ড-কপটতা ও আত্মবঞ্চনা রোগি-সম্প্রদায় বুঝিতে না পারিলেও অথবা বুঝিয়াও না বুঝিলেও কিংবা অপরকে বুঝিতে না দিলেও সদ্বৈদ্য-সম্প্রদায় তাহা ধরিয়া ফেলেন। অ-সংযমি-গণ যেরূপ ধর্ম্মের আবরণ লইয়া ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ লোভী-ব্যক্তিগণও কখনও পেট-কাঁপা-রোগ সারাইবার নাম করিয়া তাম্রকূটকে 'ঔষধ' 'পথ্য' বলিয়া লোক-ভোগা দেয়, কখনও বা উদরাময় সারাইবার নাম করিয়া অহিফেন-সেবনের পক্ষপাতী হয়, কখনও বা সর্দ্দি-জ্বর সারাইবার নাম করিয়া 'চা' ও তাম্বূলাদি সেবা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, কখনও বা শরীর-পুষ্ট করিবার নাম করিয়া 'ব্রাণ্ডি' ও অপর জন্তুর রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা প্রভৃতি গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। রোগীর কুপথ্যের প্রতিই অধিক লোভ; কাজেই রোগী-সম্প্রদায় স্বয়ং বা অপর রোগীর দ্বারা কখনও আপন আপন ঔষধ বা পথ্যাদি নিরূপণ করিতে বা করাইতে পারে না। পারমার্থিক সদ্-বৈদ্যগণ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাকেই যাবতীয়-ব্যাধির কারণের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই আমাদের যাবতীয়-ব্যাধির নিদান; সেই মূল-ব্যাধির ঔষধ—শুদ্ধ শ্রীনাম ও পথ্য—শ্রীনামানুশীলনের অনুকূল ভক্ত্যঙ্গসমূহ। ইহা ব্যতীত আর অন্য ঔষধ বা পথ্য নাই। ঔষধ ও পথ্যের নামে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার বস্তু গ্রহণ করিলে উহা ঔষধ ও পথ্যরূপে কার্য্য না করিয়া 'সুরা' ও 'অমেধ্য'রূপেই কার্য্য করিবে অর্থাৎ তাহা-দ্বারা বিষয় প্রমত্ততা ও পূঁয-রক্তাদি-ভোজন-লালসারূপ বিষয়-বিকার বর্দ্ধিত হইবে। আর যদি কেহ প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের যাবতীয় ব্যাধির নিদান দূর করিয়া পরম স্বাস্থ্য-লাভরূপ ভগবৎপ্রীতি অর্জ্জন করিতে চান, তাহা হইলে একান্তনামাশ্রিত সদ্বৈদ্যের নিকট হইতে শ্রীনামরূপ মহৌষধি প্রাপ্ত হইয়া অনুক্ষণ তাহা সেবন এবং তদনুকূল জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থাৎ ভজন-পরিপাকের জন্য জীবন-ধারণ-কল্পে একমাত্র শুদ্ধ-মহাপ্রসাদ পথ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা ভজনের জন্য জীবন-রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা শুদ্ধ-মহাপ্রসাদ-ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করেন

না ; আর যেরূপ প্রসাদ-গ্রহণে তাঁহাদের যোগ্যতা নাই অর্থাৎ যাহাতে তাঁহাদের ভোগ-বুদ্ধির উদয় হইতে পারে, প্রসাদের নামে সেইরূপ বস্তুও গ্রহণ করেন না। তাম্বূলাদি বিলাস-সহচর বস্তু বা উত্তমোত্তম-দ্রব্য একমাত্র ভগবানেরই গ্রহণের যোগ্য-বস্তু হইলেও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী-দাস ভোক্তৃ-তত্ত্বের বিলাস-সহচর-দ্রব্য আপনার অধিকারে গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃষ্ণ বা গুরুর সহিত সমান প্রতিপন্ন করিবার দুর্বুদ্ধিযুক্ত হন না। যদি হরিভজনই না হইল, তাহা হইলে বৃথা শরীরের উপর পাঁচসের কি দশসের পরিমাণ একটা মুণ্ডের বোঝা বহিয়া লাভ কি? শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় অথবা দুইটা পদ-ধারণ করিবারই বা প্রয়োজন কি? যদি কর্ণে সাধুগণের মুখ-বিগলিত হরিকথাই না প্রবিষ্ট হইল, তাহা হইলে ছিদ্রযুক্ত-কাণাকড়ির ন্যায় দুইটা কর্ণকে সজ্ঞেও রাখিয়াই বা লাভ কি? যদি নাসা শুদ্ধভক্তগণের চরণ-কমলের সুরভির আঘ্রাণ না করিল, তাহা হইলে কেবল ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য নাসা রক্ষা করিবারই বা প্রয়োজন কি? আর সমগ্র শরীর যদি মহাভাগবত শুদ্ধ বৈষ্ণবের পাদপদ্মের রজে অভিষিক্ত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বিক্রীত না হইল, তাহা হইলে শুতাগী বা লাম্পট্যের জন্য কিম্বা সংসার দাবানলের অসহনীয় উত্তাপ জন্ম-জন্মান্তর সহ্য করিবার জন্য উহা অপর জীবদেহের পূঁয-রক্ত-মাংসে বিবর্দ্ধিত করিয়াই বা লাভ কি? যাঁহারা আত্ম-বঞ্চনা ও পর-বঞ্চনা করিতে চান, সেই সকল কপট-সম্প্রদায়ই বলিয়া থাকেন, হরি-ভজনের জন্য শরীর-রক্ষাকল্পে যথেচ্ছ আহার-বিহার করিতে আপত্তি নাই। কার্য্যকালে দেখা যায়, এই সকল কপটগণের হরিভজনটী ছাড়া আর বাহ্য-বাকী বস্তুগুলিই লাভ হয়। কলিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন-পর্ব্বে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা আছে, তাহা দ্বারা আমাদের ভগবৎ-সেবানুকূল শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। মধ্যমাধিকারে সাধক তাঁহার ভজন-পরিপাকের জন্য দেহ-রক্ষাকল্পে যথাযোগ্য কৃষ্ণসেবানুকূল-বিষয় গ্রহণ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। আর উত্তম-অধিকারে কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদাবস্থায় কোন প্রকার দেহ-স্মৃতি থাকে না। যেমন মহাপ্রভু কখনও গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ করিতেছেন, কখনও জগন্নাথের মন্দিরে আছাড় খাইতেছেন, কখনও সমুদ্রে ঝম্প-প্রদান করিতেছেন, কখনও বা কূর্ম্মাকারে তেলঙ্গী গাভীগণের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন, কোন বাহ্য-স্মৃতি নাই। মধ্যম অধিকারে কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস থাকে। সুতরাং কৃষ্ণ যে বস্তু গ্রহণ করেন না, সেইরূপ কোন তাত্ত্য-বস্তু অর্থাৎ যাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা নহে, তাহা তিনি কখনও গ্রহণ করেন না। তিনি জানেন, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা না পাইলে মরিয়া যাওয়াই সহস্রগুণে ভাল। ভগবদ্ভক্ত ঔষধাদিকেও অপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯।১০৭) শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধম্
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদ্যপীহারয় কল্পিতম্ ॥"

—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন-পানাদি বা ঔষধ যে কিছু দ্রব্য নিজের গ্রহণের জন্য স্থিরীকৃত হয়, সমস্তই ভগবানকে নিবেদন না করিয়া গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। অমেধ্যাদি কখনও ভগবানকে নিবেদন করা যায় না, সুতরাং তাহা পথ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

একখানি পত্র

[নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পাঠ করিয়া আমরা অনেকে উপকৃত হইতে পারিব বিবেচনায় পত্রখানিতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থাকিলেও তাহা মুদ্রিত হইল। গৌঃ সঃ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

৫।৬।২৮

কুশলবা'

আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ জানিবেন। আপনার কৃপা-পত্র পাইয়া বৈষ্ণবের দয়ার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিলাম। বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন, তাই তাঁহারা পতিত বা পতনোন্মুখ জীবের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত। আমি যে পতিত হইতেও পতিত তাহা অনেক সময় ভুলিয়া গেলেও চৈত্যগুরুরূপে প্রভুপাদ আমাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দেন। আপনারা গুরুদাস—গুরুর পতিত-উদ্ধারণ-লীলায় তাঁর গ্রহণ করিয়াছেন। তাই আমার প্রতি

আপনার দয়া-প্রকাশ। আপনার কৃপালব পাইয়া হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল—আমার সঞ্চার হইল যে, বৈষ্ণবগণ আমার উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করেন। প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাই, পৃষ্ঠপোষক না থাকিলে কাহারও কোন কার্য্যে উন্নতি হয় না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, সাধনক্ষেত্রেও যদি কাহারও কোন পৃষ্ঠপোষক না থাকে, তবে তাহার সাধনে উন্নতি এবং সিদ্ধি হইতে পারে না। পৃষ্ঠপোষক চাই, বল চাই। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" সুতরাং বৈষ্ণব-কৃপাবল ব্যতীত ভগবানকে লাভ করা যায় না। আমি আমার মঠ-জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, বাস্তব গুরুদাসের advocacy ব্যতীত কেহ কখনই গুরুদেবের নিষ্কপট-কৃপার অধিকারী হ'ন নাই—হইতেও পারেন না। অবশ্য আমি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিরপেক্ষতা, স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার অস্তিত্বের অস্বীকার করিতেছি না, জানিবেন। তবে ইহা সত্য যে গুরুদাসগণ কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তিনি নিত্য-মঙ্গল হইতে বিপরীতদিকে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। শাস্ত্রেও শুনিতে পাই,—

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
মো'হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥

ভক্তিরাজ্যে আমার এখনও জন্মই হয় নাই, পরন্তু আপনারা ভক্তিরাজ্যের প্রৌঢ়ত্ব ও নির্ব্যূঢ়ত্ব লাভ করিয়াছেন, ইহা আমি প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে বহুবার স্বীয় কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। প্রভুপাদ আপনার সম্বন্ধে বা মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার ছলে অতিস্তুতি করিয়াছেন, ইহা অশাস্ত্রীয় এবং অসঙ্গত যুক্তিহেতু প্রভুপাদের উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হওয়ায় আমি তাহা unchallengeable truth বলিয়া স্বীকার করিয়াছি এবং ধারণা করিয়াছি। বদ্ধ-জীবের উপদেশে কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না, ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত মতে সত্য। আমি বদ্ধজীব—নিত্যবদ্ধজীব। আমার উপদেশে কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না তাহা আমি জানি এবং পদে পদে ও প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা উপলব্ধি করিবার অধিকার না থাকিলেও ফলের দ্বারা কার্য্যের অনুমান করিয়া লই। বারশ বৎসরের অধিক কাল শ্রীচৈতন্য-মঠের বাস্তব সেবক-গণের সংস্রবে থাকিয়া নিত্য-সত্য-কথা বহুবার বহুভাবে কাণের ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মর্ম্মকে স্পর্শ করিয়া প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিতে পারে নাই কেন? যদি মর্ম্মকে কিছুমাত্র স্পর্শ করিত তবে তাহার ফলস্বরূপ কীর্ত্তনে আকুলতা দেখিতে পাইতাম। শ্রীল জীবপাদের উপদেশে আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে কীর্ত্তনদ্বারাই যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং সেই অনুষ্ঠানের ফল অন্য-ব্যতিরেক-ভাবে শ্রীকীর্ত্তন মুখেই প্রকাশিত হইবে। ইহা হইতেও আমি আমার নিজের বর্ত্তমান অবস্থার পরিমাপ করিয়া লইয়াছি এবং বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে নীলকণ্ঠ বিষ-ভক্ষণ করিলেও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সুধামাখা হরিনামই কীর্ত্তিত হন, পক্ষান্তরে, বিষধর সর্প সুধাসদৃশ দুগ্ধপান করিয়া বিষই উদ্গীরণ করিয়া থাকে। আমার কর্ণে বহুভাবে হরিকথা প্রবেশ করিলেও আমার মুখ হইতে বিবর্ত্ত সিদ্ধান্তই বাহির হইয়া জীবসমূহের সাধনপর জীবনের সংহার করিয়া থাকে, আমি ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং প্রায়ই কাহাকেও উপদেশ করিতে যাই না—যাই না, পাছে কাহারও অমঙ্গল টানিয়া আনি। আপনারা সত্যই জীবের হিতাকাঙ্ক্ষী, এই বিষয়ে কাহারও সংশয় উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। যা—বাবুকে আপনি যেরূপ দয়া করিয়াছেন, সেইরূপ দয়া অন্যের প্রতি করিলে তাহাদেরও নিত্য-মঙ্গল লাভ হইতে পারে।

গৌড়ীয় মঠ-সেবকগণের বিদ্যোৎসাহিতার কথা সমগ্র জগতে বিখ্যাত। এই সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ আছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-কেন্দ্র-সমূহের সংস্রবে যে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিরই হৃদয়ের ভাবের দিকে লক্ষ্য করিলে বিদ্যোৎসাহিতা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল কারণ, মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলেই বিদ্যোৎসাহী। তবে ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও পাঠাভ্যাসে বাধা প্রদান করিতে দেখিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ঐরূপ পাঠাভ্যাস তাহার নিত্য-চরম-মঙ্গল লাভের প্রতি-বন্ধক হইতে পারে বলিয়াই বাধা দেওয়া হইতেছে। বিদ্যাচর্চ্চাই প্রভুপাদের প্রচারের উদ্দেশ্য নয়, পাণ্ডিত্য-অর্জ্জনও কখনও প্রভুপাদের প্রচারের উদ্দেশ্য নয়। জীবের

শ্রেয়োলাভ—চরমমঙ্গল লাভ—বিদ্যাবধূজীবন পরমাকরাকৃতি শ্রীচিন্তামণিমিথুনের সেবালাভই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহারই মনোহভীষ্টপরিপূরক প্রভুপাদের প্রচারের উদ্দেশ্য। বিদ্যা ভাগবতাবধি, পরাবিদ্যাই ভক্তি—পরাবিদ্যার বিনোদ-লাসনই প্রভুপাদের প্রচারের উদ্দেশ্য। বিদ্যাচর্চ্চা তাহার প্রতিবন্ধক হইলে তাজ্য, ইহা শাস্ত্রসম্মত, যুক্তিসম্মত; সুতরাং সকলেরই অবনত মস্তকে স্বীকার করা উচিত।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মঠ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি একই, ইহা আমি জানি, স্বীকার করি ও বিশ্বাস করি এবং উহাদের মধ্যে পরস্পরের ভেদ নাই, তাহাও জানি। তথাপি আমার মনে হয়, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপের সমস্ত স্থানের প্রশংসা করিয়াও গোদ্রুমের প্রতি আসক্তি দেখাইয়াছেন অথবা সেব্য-বিগ্রহ শ্রীনাথ ও জানকীনাথ অভেদ হইলেও শ্রীরামকমললোচনই কোন সেবকের সর্ব্বস্ব হইতে পারে, তাহাতে শাস্ত্রীয় কোনও আপত্তির কথা থাকিতে পারে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাই, এক মালিকের দশখানা বাড়ী থাকিলে যদি বাড়ীবিশেষের প্রতি মালিকের মমতা থাকে তাহাতে অন্যান্য বাড়ীগুলির প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা আছে, ইহা বলা যায় না। সত্য-কথা সরলভাবে বলিতে গেলে শ্রীচৈতন্য মঠের প্রতি আমার প্রীতি অন্য মঠ অপেক্ষা একটু অধিক বলিয়া অনুভব করিতেছি। এ আধিক্যের কারণ না থাকিলেও ইহা আমার hearty confession.

কৃপাভিখারী—

শ্রী—

প্রচার-প্রসঙ্গ

His Holiness Tridandi Swami Bhakti Hriday Ban Maharaj of Gaudiya Math, Calcutta on 31st May'28 and the following two days delivered in English in Sree Radha Kunta Swami's Math, Parlakimedi three most cultured and impressive lectures on the Philosophy and Teachings of Lord Gauranga before a very big audience. The different aspects of the religion and philosophy of Chaitanya in their relation to the general history of Indian philosophic thought were stressed upon and the learned lecturer had particularly emphasised on the supreme necessity and importance of the right Bhaktimarga and the services of a well-qualified Guru for attaining God-head. His lectures were very instructive and enlightening since they were replete with copious quotations from the Hindu Scriptures and apt illustrations from the Itihasas and the occurrences of every day life. The lecturer at the close of each lecture had very ably replied to the queries of serveral individuals in the audience. A series of such well-organised and instructive lectures in the various parts of our country will go a very long way in advancing the philosophic and spiritualistic education of India.

Gandikota Satyanarayana Murty M. A.
First Grade Pleader,
Parlakimedi.
6th June, 1928.

কটক হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার তার—

Gaudiya Calcutta.

Grand procession of Nagar Sankirtan followed by hundreds of local gentlemen on Tuesday evening Installation ceremony of Benode Ramanji most successfully celebrated. Yesterday numbers of elites and ladies attended learned lectures and kirtan of His Holiness Bharati Maharaj and others. All highly delighted and sumptuously treated to Mahaprosad.

কলিকাতায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামি শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ কলিকাতার বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আচার্য্যদ্বয় শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অক্ষয়বাবুদের পরাবিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয় চেতলার শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহাশয়ের ভবনে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন।

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৩শে আষাঢ় ১৩৩৫, ৭ই জুলাই, ১৯২৮ | ৪৬শ সংখ্যা

চাতুর্ম্মাস্য

বেদশাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-যাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও সৎকর্ম্মীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। পুরাণের মধ্যেও নানা-স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-বিধান পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থ-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস অথবা রঘুনন্দনের কৃত্য-তত্ত্বেও আমরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্য-যাজির ফল কথিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাঠক-গৃহ্যসূত্রেও যতিধর্ম্ম-নিরূপণে আমরা পাঠ করি যে, "একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্। বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসান্তে চতুরো বসেৎ॥" একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বি-গণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাসকাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণ চারিমাসকাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিতেন; তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির॥
ত্রিমল্ল-ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাঁহাকি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥
চাতুর্ম্মাস্য রহ প্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে॥
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণ-গমন।
পরমানন্দপুরী সহ তাঁহাকি মিলন॥

(চৈঃ চঃ ম ১ম)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী—

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে **চাতুর্ম্মাস্য** আনন্দে রহিলা॥

(চৈঃ চঃ ম ৪র্থ)

শ্রীবৈষ্ণব এক,—'বেঙ্কট ভট্ট' নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥
ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য আসি', প্রভু, কৈল উপবন॥
চাতুর্ম্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণ-কথা কহি' কৃপায় উদ্ধার' আমারে॥

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যৈছে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
এক একদিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক একদিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া॥
(চৈঃ চঃ ম ৯ম)

অন্যোন্যাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
দুই দুই জন-সনে নব-দিন পাইল॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যে যত দিন।
এক এক দিন করি' করিল বণ্টন॥
(চৈঃ চঃ ম ১৩শ)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ—

চাতুর্ম্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ-গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥
(চৈঃ চঃ অ ১ম)

এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
(চৈঃ চঃ অ ১০ম)

পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন।
• • •
এইমত নানা-লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল॥
(চৈঃ চঃ অ ১২শ)

চারি প্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্ট-সাধ্য বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন-রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামি-কর্ম্মী এবং নিষ্কাম-ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সমান সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিমাত্রেই করিয়া থাকেন। ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—ত্রিবিধ সমাজেই ভোগ-ত্যাগবিধান সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পন্থাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধা-জনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐ সকল ব্রতাদিতে শিথিল-ভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার 'মধ্যে মধ্যে' অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগ-ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন। যিনি চারিমাসকাল নিয়ম-সেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল ঊর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক-মাসে বিশেষভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই বিধি। ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন; তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য বিধানের আবশ্যকতা নাই। উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাসকাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিশ্চয়তঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"আষাঢ় শুক্লদশম্যাং সৌর্যমাসমথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদশম্যাং বিধিবত্তং সমাপয়েৎ॥"

আষাঢ়-মাসে শুক্লা দ্বাদশী দিবস হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসকাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক-শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস-কাল উপরিলিখিত তিনপ্রকার বিচার-অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে অসমর্থ, তাঁহারা নিয়ম-সেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক-মাসে স্বীয় মন্ত্র-জপাদি-দ্বারা বিধি-পূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। ঊর্জ্জাব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্তাঙ্গের অন্যতম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী

হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাসকাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্মাস্য-ব্রত-গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য-ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন,—

"ইত্যাষাঢ্য প্রবোধায়ে গৃহীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্মাসেষু কর্ত্তব্যাঃ কৃষ্ণ-ভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥"

ভবিষ্যে—

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা ন্যূনমেব বা।
চাতুর্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

ব্রতের প্রণালীর-বিধিতে ভগবানের নিয়ম-সেবা ও নাম-সংকীর্ত্তনাদি কর্ত্তব্য। যথা,—

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে :—

"অপহোমাচ্যুতার্চ্চানং নাম-সঙ্কীর্ত্তনস্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ॥"

চাতুর্মাস্য-ব্রতের বর্জ্জনীয়-বিচারে লিখিয়াছেন,—

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥"

—চাতুর্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক-ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগ-ত্যাগ করিয়া হরি-সংকীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

"ক্বচিৎ তত্তৎকাল-লভ্যান্ ফল-মূলাদি বর্জ্জয়েৎ।"

কালোচিত ফল-মূল—যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়-বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়, সুতরাং তাহা চাতুর্মাস্যে বর্জ্জনপূর্ব্বক সংযত হইয়া হরি-কীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা সীম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইক্ষুরস, পটোল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি-দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা-বেগুন বা সাহেব-বেগুন অশুদ্ধ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সমর্থ-পক্ষে পটোল, বেগুন প্রভৃতি সুস্বাদু শাকও ত্যাগ করিবে।

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য সমর্থ-পক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ষিগণ—ভোগপর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি স্তোকনার্থ কথিত হইয়াছে। ভোগের উপর ত্যাগ-দ্বারা অভিনিবেশ ন্যূন হইলে ভগবদ্বশ্যতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরিসেবন-ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

চাতুর্মাস্যকালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হবিষ্যাশী হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়নকালে বিলাস-শয্যাদি-গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্প প্রভৃতি বস্তু-উপ-ভোগ ত্যাগ করিবেন। কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় প্রভৃতি সকল রস বর্জ্জন করিবেন। ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তি-যোগই প্রশস্ত; যেহেতু উহাই আত্মার নিত্য-বৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞান-যোগ মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্ম্ম-যোগ বা হঠ-যোগ দেহ ও কিঙ্কিন্মানস-বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চাতুর্মাস্যে তাম্বূল সেবা করা অবিধেয়। সমর্থব্যক্তি পক্কান্ন ভক্ষণ গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। থালী-পাক-বর্জ্জন চাতুর্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ এক দিবস অন্তর এক দিবস উপবাস করিবেন। হরি-শয়নে নখ-লোমাদির ক্ষৌর-কার্য্য করিতে নাই। ক্ষৌর-কার্য্যে ঔদ্ধত্য বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়। চারি মাস কাল মৌন-ব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাক-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, ভজনের সুষ্ঠুতায় ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্মাস্য-বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরি-শয়ন কালে নিয়মে অবস্থান করা বিধি-শাস্ত্রের আদেশ—

"তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তো যো মাসান্ শ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ।"

এতদ্ব্যতীত নক্ত-ভোজন, পক্ক-পর্য্যাসন, তীর্থযান, অযাচিত-ভোজন, হরি-মন্দিরে গীত-বাদ্য, শাস্ত্রালোচনাদ্বারা লোক-প্রবোধন, অতৈল-স্নান প্রভৃতিও চাতুর্মাস্যে নিয়মরূপে

শ্রবণ-করা যাইতে পারে। ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য, জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক-ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তিফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষ-বাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল-লাভ হয়। এবার শ্রাবণ মাসটী অধিমাস হওয়ায় চাতুর্ম্মাস্যকাল এক মাস বাড়িয়া গিয়াছে।

নীলাচলে মহাপ্রভু

বেদান্ত-ব্যাখ্যান

একদিন মহাপ্রভু পরমানন্দভরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া ভট্টাচার্য্যের সঙ্গেই তাঁহার ভবনে আগমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে আসন প্রদান করিয়া স্বয়ং অপর একটী আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

সার্ব্বভৌম—কৃষ্ণচৈতন্য! বেদান্ত-শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। আপনি নবীন সন্ন্যাসী; সুতরাং আপনার নিরন্তর বেদান্ত-শ্রবণ করা উচিত।

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥"

মহাপ্রভু—আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। আপনি আমাকে যে উপদেশ করিবেন, তাহাই আমি পালন করিব।

মহাপ্রভুর এই বাক্যে সার্ব্বভৌম বিশেষ আনন্দিত হইয়া মহাপ্রভুকে বেদান্ত-শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। 'বেদান্ত' বলিতে লোকে পূর্ব্বে বাদরায়ণ-সূত্রের শঙ্কর-প্রণীত শারীরক-ভাষ্যকেই জানিত। সূত্রকর্ত্তা বাদরায়ণ স্বয়ং তাঁহার সূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, কিম্বা সাম্প্রত-আচার্য্যগণ যে সকল ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনেকেই অজ্ঞ ও উদাসীন ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর, তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও শঙ্কর-বেদান্তের পীঠস্থান বারাণসীর সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদান্তের প্রকৃত ভাষ্য এবং বেদান্ত-জিজ্ঞাসার চরম ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক জগতে সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই সকল লীলা করিয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ক্রমাগত সাত দিন শঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ী বেদান্ত-শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও ভাল-মন্দ কিছুই না বলিয়া মৌনভাবে তাহা শ্রবণ-মাত্র করিতে থাকিলেন। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সার্ব্বভৌম—কৃষ্ণচৈতন্য! আপনি আজ সাত দিন ধরিয়া বেদান্ত-শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু আপনার মুখে ভাল-মন্দ কোন মতামতই এ পর্য্যন্ত বাহির হইল না। আপনি একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আপনি বুঝিতেছেন, কি না বুঝিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিতেছি না।

মহাপ্রভু—ভট্টাচার্য্য! আমি অত্যন্ত মূর্খ। আপনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রবণ করিতেছি। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য শ্রবণ মাত্র করি। কিন্তু আপনি যে অর্থ করিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।

সার্ব্বভৌম—ভাল, আপনি যদি না-ই বুঝেন, তাহা হইলে বুঝিবার জন্য পরিপ্রশ্ন করা উচিত; পরিপ্রশ্ন ব্যতীত কখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু আপনি কেবল শ্রবণ করিয়া মৌনী থাকেন। আপনার হৃদয়ে কি আছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।

মহাপ্রভু—ব্যাস-সূত্রের অর্থগুলি বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া মন বড়ই বিকল হয়। সূত্রের সংজ্ঞা শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যং চ 'সূত্রং' সূত্রবিদো বিদুঃ॥"

ব্যাস-সূত্রে সূত্রের এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্র-বোধ ব্যাখ্যান-সাপেক্ষ। ব্যাখ্যান পঞ্চ-লক্ষণ-বিশিষ্ট।

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিঃ বিগ্রহো বাক্য-যোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥"

—পদচ্ছেদ অর্থাৎ ব্যাখ্যাতব্য-বাক্যের মধ্যে যে সকল বাক্য সন্নিবিষ্ট-ভাবে আছে, সেগুলিকে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা; পদার্থোক্তি—যে পদের যেরূপ অর্থ, তাহা প্রকাশ করা; বিগ্রহ,—সেই বাক্যে কোন সমাস থাকিলে তাহার বাক্য রচনা করা; বাক্য-যোজনা,—অন্বয়মুখে বাক্য রচনা করা এবং আক্ষেপ-সমাধান,—কোন আপত্তি,

আশঙ্কা বা দোষের সম্ভাবনা থাকিলে তাহার সমাধান, মীমাংসা বা নিরসন করা—ব্যাখ্যানের এই পঞ্চ লক্ষণ।

এই ব্যাখ্যান আবার বৃত্তিতে সংক্ষেপে এবং ভাষ্যে সবিস্তারে আলোচিত হইয়া থাকে। ভাষ্যের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

যে গ্রন্থে সূত্রানুসারি-পদসমূহ-দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত-পদ সমূহও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাই "ভাষ্য" নামে অভিহিত।

সূত্রের ভাষ্য সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু আপনি যে ভাষ্য বলিতেছেন, তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ না করিয়া প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিতেছে। আপনার কথিত ভাষ্য সূত্রের মুখ্য-অর্থ ব্যাখ্যা না করিয়া কল্পিত গৌণার্থ-দ্বারা মুখ্যার্থকে আচ্ছাদন করিতেছে।

সার্ব্বভৌম—আপনি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এখন দেখি পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছেন! 'মুখ্যার্থ' বলিতে আপনি কাহাকে নির্দ্দেশ করেন?

মহাপ্রভু—উপনিষদ্-বাক্যসমূহের যে মুখ্য-অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজকৃতসূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়িয়া আপনি গৌণার্থ কল্পনা করিতেছেন। অভিধা-বৃত্তি আশ্রয় করিয়াই মুখ্য অর্থ হয়; কিন্তু আপনি অভিধাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা-দ্বারা কল্পিতার্থ করিতেছেন।

সার্ব্বভৌম—আপনি কাহাকে মুখ্য-প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন?

মহাপ্রভু—ভট্টাচার্য্য! আমার বা আপনার রুচি-অনুসারে কোন বস্তুকে স্বীকার বা অস্বীকারই যে "প্রমাণ" বলিয়া গণিত হইবে, তাহা নহে। কারণ, মানবগণ স্বভাবতঃ ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী; সুতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু স্পর্শের অযোগ্য। তাহাদের প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ নিরন্তর দোষযুক্ত। অতএব প্রত্যক্ষ-অনুমান প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত হয় না। অনাদি-সিদ্ধ পুরুষ-পরম্পরাপ্রাপ্ত সার্ব্বলৌকিক ও অলৌকিক-জ্ঞানের নিদান-স্বরূপ অপ্রাকৃত-বচন-লক্ষণ বেদ-বাক্যই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন বস্তুর বিজ্ঞানলাভেচ্ছু-পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতি-বাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেখুন, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা—নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু 'শঙ্খ' ও 'গোময়' তদ্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্য-বলে মহা পবিত্র হইয়াছে। বৈদিক বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে, তাহাকে অনুমানের অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়।

সার্ব্বভৌম—ভাল, আপনি 'অভিধা' ও 'লক্ষণা'র কি লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন?

মহাপ্রভু—শব্দ কর্ণে শ্রবণমাত্রেই যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা শব্দের অভিধাবৃত্তি হইতে হইয়া থাকে। যেমন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—এই কথা শুনিবামাত্রই প্রতীত হয় যে, "কৃষ্ণচন্দ্রই স্বয়ং ভগবান"; অপরদিকে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" অর্থাৎ গঙ্গাতে ঘোষ-পল্লী—এই শব্দের অভিধা-ক্রমে-প্রাপ্ত অর্থ প্রসিদ্ধ হয় না, কারণ জলপ্রবাহে ঘোষ-পল্লী অবস্থিত থাকিতে পারে না বলিয়া লক্ষণা-শক্তি-দ্বারা গঙ্গাতীরে ঘোষ-পল্লী বুঝিতে হয়। সহজ অর্থকে 'অভিধা' বলা যায়। যে স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন, সেখানে অভিধা-শক্তির কার্য্য চলে না। সহজে স্বাভাবিক অর্থ হয়—এরূপ স্থলেই অভিধা কার্য্য করে। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন,—"গ্রামাঞ্চলনং প্রপদ্যে শবলাক্ষ্যায় প্রপদ্যে।" অভিধাবৃত্তি-দ্বারা এই বেদ-বাক্যের যখন গ্রাম-সিদ্ধ অর্থ পাওয়া যাইতেছে, তখন আচার্য্য শঙ্করের সহিত 'গ্রাম' শব্দের "হার্দ্দ-ব্রহ্ম" কেন অনুমান করি? মুগ্ধ পুরুষেরা স্বভাবতঃ শ্রীশ্যামসুন্দরের যুগল উপাসনা করিয়া থাকেন; তাহাই এই বেদ-বাক্যের সিদ্ধ অর্থ।

সার্ব্বভৌম—লক্ষণা বহু প্রকারের; সুতরাং লক্ষণা-মাত্রেই অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বে কার্য্যকরী নহে, ইহা বলা যায় না।

মহাপ্রভু—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরূঢ়া, আধুনিকা প্রভৃতি যত প্রকার লক্ষণাই থাকুক না কেন, সকল প্রকার লক্ষণাই অধোক্ষজ-বস্তু-নির্ণয়ে কোন কার্য্য করে না; বরং উহারা তাহাতে নিযুক্ত হইলে ভ্রম জন্মাইয়া দেয়।

সার্ব্বভৌম—আপনি দেখি বিপরীত বাক্য বলিতেছেন! জগদ্‌গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, অনির্দ্দেশ্য-তত্ত্বে অভিধা-বৃত্তি কার্য্য করে না, অতএব সেখানে লক্ষণা-দ্বারাই বেদার্থ নির্ণয় করা উচিত।

মহাপ্রভু—শ্রীগৌড়-পূর্ণানন্দ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। শব্দ-শক্তি-বিচারে ইহাই নির্ণীত আছে যে,

যেস্থলে অভিধা অঙ্গীকৃত হয় না, সেখানে লক্ষণার স্থল নাই। যেখানে গ্রাম নাই, সেখানে সীমার তর্ক কেন? জনক বাক্যীত সূত্রোৎপত্তি কিরূপে হয়? বিতর্ক এই যে, অনির্ব্বচনীয়-বস্তুতে যখন অভিধা-দ্বারা শব্দ কার্য্য করে না, তখন অভিধার দলার স্বরূপ লক্ষণা কি করিবে? অতএব লক্ষণা-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপ্ত-বাক্যের অভিধা-শক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত-বস্তু অন্বেষণ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির কার্য্য। ব্যাসসূত্রের অর্থগুলি স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যের অপ্রতিরুদ্ধ নির্ম্মল কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান; কিন্তু স্ব-কপোল-কল্পিত-ভাষ্য-মেঘ-খণ্ড তাহা লোক-লোচনের নিকট আচ্ছাদিত করিয়াছে।

সার্ব্বভৌম—আপনিই পূর্ব্বে বলিয়াছেন, উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য অর্থই সূত্রাকারে বেদান্তে নিবদ্ধ হইয়াছে; আচার্য্য শঙ্কর সেই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপনি ভাষ্যের নিন্দা করিয়া কি পরোক্ষ-ভাবে শ্রুতিকেই নিন্দা করিতেছেন না?

মহাপ্রভু—বেদ এবং তদনুগত পুরাণ-সমূহ ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন, "বৃহত্বাৎ বৃংহনত্বাচ্চ ব্রহ্ম"। ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ব-ধর্ম্ম-বশতঃ পরমেশ্বর-লক্ষণে লক্ষিত হন। বৃহৎ বা পরিপূর্ণ বস্তুতে জীব স্ব-কপোল-কল্পনা-বশে কোন শক্তির অভাব লক্ষ্য করিলে পরমেশ্বরের পরিপূর্ণতা বা বৃহত্ত্ব অস্বীকার করা হইল। ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতার সহিত দর্শন না করিলে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে, আর তাঁহাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতার সহিত দর্শন করিলে সেই বৃহদ্-ব্রহ্ম-বস্তুই স্বয়ং ভগবদ্রূপে প্রকাশিত হন। অতএব 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'—ইঁহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ-ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রী-সংযুক্ত, সুতরাং তিনি নিত্য সবিশেষ; তাঁহাকে 'নিরাকার' বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। অপিচ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের নিরাকারত্ব অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব যুক্তি-বিরোধী। বিচিত্র-শক্তিক্রমে ভগবান্ একইকালে সর্ব্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মেতর পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য।

"আনন্দো বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্ত্তামূর্ত্তপ্রভেদতঃ।
অমূর্ত্তস্তাশ্রয়ো মূর্ত্তো মূর্ত্তানন্দেঽচ্যুতো মতঃ॥
অমূর্ত্তঃ পরমাত্মা চ জ্ঞানরূপঃ নির্গুণঃ।
স্ব-স্বরূপস্ত কূটস্থো ব্রহ্ম চেতি সতাং মতম্॥
অমূর্ত্তমূর্ত্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ববিচারতঃ।
ভেদস্তু কল্পিতো বৈদৈর্বণিজ্ঞেরণোরিব॥"

সার্ব্বভৌম—আপনার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে শ্রুতি-বাক্যের সহিত অনন্বিতি হয়। শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম—"অপাণিপাদ", 'অচক্ষু', 'অকর্ণ', আর আপনি যে সকল প্রমাণ উদ্ধার করিলেন, তাহা পুরাণ ও স্মৃতি-শাস্ত্রাদির প্রমাণ। আমরা শ্রুতির মুখ্য প্রমাণ অস্বীকার করিয়া পুরাণাদির গৌণ-প্রমাণ-বাক্য-সমূহ স্বীকার করিতে পারি না। উক্তও হইয়াছে, শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিকেই গরীয়সী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মহাপ্রভু—যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা কেবল 'প্রাকৃত-বিশেষ' নিষেধ করিয়া "অপ্রাকৃত-বিশেষ" স্থাপন করেন—
"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী তত্ত্বই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—(তৈঃ ভৃঃ ১) ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে এই পাওয়া যায় যে, এই 'চরাচর-বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্মদ্বারা জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মে পুনরায় লীন হয়'। এই সব বেদবাক্য-দ্বারা পর-ব্রহ্মের 'অপাদান', 'করণ' ও অধিকরণ'-কারকস্বরূপ তিন প্রকার লক্ষণ জানা যায়। এই তিন প্রকার নিত্য লক্ষণের দ্বারা ভগবান্ নিত্য-সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। "বহু স্যাম্" (তৈঃ উঃ ব্রঃ—৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতিমতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "স ঐক্ষত" (ঐঃ উঃ—১।১) এই বাক্যমতে প্রাকৃত শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময় প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। অতএব, ভগবান্ যে-মনে চিন্তা করিলেন, যে-নয়নে প্রকৃতির প্রতি

ঈক্ষণ করিলেন, সেই "মন" ও "নয়ন" প্রাকৃত-সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত দেহ ও মন ছিল, ইহা—সর্ব্ববেদসম্মত। (ক্রমশঃ)

—•—

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

স্মার্ত্তবাদ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ সংখ্যার পর]

পারমার্থিক (বা বৈষ্ণব) এবং আর্থিক (বা স্মার্ত্ত) উভয়েই শ্রীপুরুষোত্তম-তীর্থাদি দর্শন ও বন্দনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু বাহ্য-দর্শনে উভয়ের ক্রিয়া দেখিতে এক হইলেও একটী—আত্মার নিত্যা বৃত্তির স্থূল-দেহের উপর ব্যাপ্তি আর একটী—মনোধর্ম্ম ও দেহ-ধর্ম্মের চেষ্টা। স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের অন্তর্গত "শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্বে" যেরূপ তীর্থ-দর্শনের বিধি নিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুসারে স্মার্ত্তগণ শ্রীপুরুষোত্তম ও একাম্রক-তীর্থ দর্শনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু পারমার্থিকগণ কখনও সেইরূপ নিষ্ঠা লইয়া সেই সকল পারমার্থিক-তীর্থ দর্শনাদি করেন না। আর্থিক-স্মার্ত্ত নিজের হিসাবের খাতার কৃষ্ণের তহবিল হইতে কিছু জমা করিবার জন্য দেহ-দ্রবিণাদির কিয়দংশের ব্যয় বা সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শ্রীপুরুষোত্তম-তীর্থাদি দর্শনে গমন করেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদনুগ ভক্ত-সম্প্রদায় কিম্বা শ্রীবিষ্ণু-স্বামী, শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি পারমার্থিক বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান বা বিষ্ণুর প্রীতির অনুসন্ধান করিবার জন্যই শ্রীপুরুষোত্তম-তীর্থাদি-যাত্রার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা সারগ্রাহী ব্যক্তি-মাত্রেই আলোচনা করিলে বুঝিতে পারেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একজন স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের তিথি-তত্ত্বে স্নান-যাত্রা-দর্শনের ফলশ্রুতি শ্রবণ করিয়া স্নান-যাত্রা দর্শন করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তম-তীর্থে আসিয়াছেন। স্নানযাত্রা-দিবসে তিনি শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানবেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্নান-যাত্রা দর্শন করিতেছেন। (তাঁহারই ন্যায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি সেই স্থানে আসিয়া ঐরূপভাবে স্নান-যাত্রা দর্শন করিতেছেন) তাঁহারই অতি সন্নিকটস্থ-পার্শ্বে একজন পারমার্থিক বা বৈষ্ণব, বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে তাঁহারই ন্যায়, স্নান-যাত্রা দর্শন করিতেছেন। স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য-রঘুনন্দনের তিথি-তত্ত্ব, মলমাস-তত্ত্ব ও শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্বে অভিজ্ঞ সেই পণ্ডিত স্মার্ত্তটী স্নান-যাত্রা দেখিতে দেখিতেই মনে করিতেছেন,—"অহো! আজ আমার কত পুণ্য সঞ্চিত হইল। আমার পিতৃ-পিতামহগণ পরিতৃপ্ত হইলেন। আমি জীবনে যে সকল মহাপাপ করিয়াছি, তাহা বিধৌত হইল। আমি ধন্য হইলাম।" এই স্মার্ত্তের হৃদয়ের চিন্তা-স্রোত সূক্ষ্মভাবে সমালোচনা করিলে জানা যায়, তাঁহার চিন্তা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত; তিনি দেহে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া দেহের সম্পর্কে সমস্ত জগৎ দর্শন করিতেছেন, আর নিজের সেই গণ্ডিটুকুকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহার কি পরিমাণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইবে, তাহারই পরিমাণ প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহার দেহগত আমিত্ব সেখানে এতদূর প্রধাবিত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই গণ্ডিমধ্যে অন্য কোন মহৎ বস্তু প্রবেশের স্থান নাই। তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব লইয়াই ব্যস্ত অর্থাৎ কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অনুসন্ধানেই তৎপর; কিন্তু তাঁহারই পাশে দাঁড়াইয়া যে আর একজন পুরুষ শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা দর্শন করিতেছেন, বাহ্য-দর্শনে তিনি একই ভূমিকায়, এমন কি, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির সহিত গায়ে গা' লাগাইয়া অবস্থান করিলেও বস্তুতঃ তিনি এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া বিরজা, ব্রহ্ম লোক এবং তাহারও পরপারে বৈকুণ্ঠের অমিতায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত কোন ভোগ-চিন্তা নহে বা বিরজার তটস্থ-ভাব নহে অথবা ব্রহ্ম-লোকের নির্ভেদ-চিন্তা-স্রোতও নহে; তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের বিলাস—পূর্ণ-চেতনের বিলাস—স্বরাট্-পুরুষের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষ-লক্ষ্মী রাজত্ব করিতেছে। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত পৃথক্ তহবিলে কিছু জমাইবার জন্য অর্থাৎ মুক্তি-মুক্তি-রূপ-সুখাদি-কামনা করিয়া শ্রীস্নান-যাত্রা দর্শন করিতেছেন না। তিনি দেখিতে-ছেন,—অহো! আজ শ্রীজগন্নাথ-দেবের কি ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতেছে। জগন্নাথের ইন্দ্রিয়-তর্পণ দেখিয়াই তাঁহার সুখ—সেই সুখেই তিনি সুখী। ভক্তগণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপভাবে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন; তাঁহার অনুগত পারমার্থিকগণ এইরূপভাবেই জগন্নাথ

দর্শন করেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের অনুসন্ধান করেন, ইহারই নাম পারমার্থিকতা বা বৈষ্ণবতা, আর নিজের মুক্তি বা মুক্তি-কামনার নামই মায়িকতা বা স্মার্তবাদ।

স্মার্তগণের মধ্যে অনেকে শ্রীজগন্নাথ-দেবকে বিমলা-দেবীর ভৈরব বা "বাবা জগন্নাথ" প্রভৃতিরূপে দর্শন ও সম্বোধনাদি করিয়া থাকেন। কেহ বা তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ-নিরাকার ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া জ্ঞান করেন, কেহ বা 'দারু-মূর্ত্তি' প্রভৃতি বিচার করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথকে শ্যাম-সুন্দর-মুরলী-বদন-রূপেই দর্শন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। স্মার্ত-গণ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পাপ-পুণ্য বা মুক্তি-মুক্তির চিন্তা-স্রোতে প্রমত্ত হইয়া পুরুষোত্তম-তীর্থ দর্শন করিতে আসেন। কিন্তু মহাপ্রভু বা স্বরূপ-রূপানুগ-বৈষ্ণবগণের এ স্থানে গাঢ় কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণানুসন্ধান-পূর্ণরূপ বিপ্রলম্ভ-রসের পরিপুষ্টি হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও মহারাজ প্রতাপরুদ্র যে অভিনয় দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে স্মার্তের আচরণের আদর্শ দেখা যায়। মহাপ্রভু, ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার বস্ত্র-পাবনাদি প্রাতঃ-কৃত্যের পূর্ব্বেই মহাপ্রসাদ সেবন করাইয়া স্মার্তের কর্ম্ম-জড়তা যে ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি-পথের অন্তরায়, তাহা জগতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন,—

"আজি মুক্তি অনায়াসে কিনিনু ত্রিভুবন
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হইলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হইয়া সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥"

(চৈঃ চঃ ম ৬।২৩০-২৩৪)

প্রভুর এই বাক্য হইতে জানা যায়, স্মার্তবাদরূপ-দেহাদির বন্ধন, মায়ার নিগড় বন্ধন বা জাড্য দূরীভূত না হইলে জীবের পারমার্থিক রাজ্যে প্রবেশই হয় না।

গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন, তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্রও স্মার্তের বিচারের আদর্শে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"রাজা কহে,—সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসা-গৃহে চলিলা ধাঞা॥
তাঁ কহে,—এই ত' স্বাভাবিক প্রেম-রীত।
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত॥
আগে তাঁরে মিলি' সবে তাঁরে সঙ্গে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া॥"

(চৈঃ চঃ ম ১১।১০৫-১০

রাজা আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"রাজা কহে,—উপবাস, ক্ষৌর—তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খাইবে অন্ন-পান॥"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—

"ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা —ক্ষৌর, উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদ-ভোজন॥"

(চৈঃ চঃ ম ১১।১১১, ১১৩)

উপরি-উক্ত বিচার হইতেও দেখা যায় যে, দেহ-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মেরই অপর নাম—স্মার্ত-ধর্ম্ম; আর আত্ম-ধর্ম্ম বা ভগবৎপ্রীতির অপর নাম—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বারা পুরুষোত্তম-তীর্থ-দর্শনকারী * স্মার্তগণের বিচারের আদর্শের অভিনয় লোক-শিক্ষাচ্ছলে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার পুরুষোত্তম-তত্ত্বে যে স্মার্ত-ধর্ম্মপর বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে মনে করেন যে, পুরুষোত্তমে রথ-চক্রের নিম্নে জীবন-ত্যাগ করিতে পারিলেই পরমাভীষ্ট লাভ হয়। ভবিষ্যতে স্মার্তের বিচারের ঐরূপ তমোধর্ম্মপর-বাক্য সমর্পিতাত্মা-হরিসেবাপর পারমার্থিককে বিপথে প্রধাবিত না করে, তজ্জন্য মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর মুখে রথ-চক্রের নিম্নে দেহত্যাগের সঙ্কল্প-সূচক-বাক্য নির্গত

* "পশ্চি প্রয়াগে গৃহমণ্ডপে বা রথ্যা প্রদেহেপি চ মত্র তত্র। ইচ্ছাবিমুক্তাপি মত্র তত্র সাযুজ্য দেহং লভতে ন মোক্ষম্। দেহং তাজন্তি পুরুষা যে তত্র পুরুষোত্তমে। কল্পবৃক্ষং সমাশ্রিত্য মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ। ব্রহ্মাদয়োপ্যুপাস্যৈবং যে তাজন্তি কলেবরম্। তে দুর্লভং পরং মোক্ষমাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ"।

করাইয়া পরে পারমার্থিকের প্রতি উপদেশ-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু যখন এইরূপ সঙ্কল্প-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—

"আজি যদি এই দেহ তাল-স্থানে দিয়ে।
ঘোর-শান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ-চাকায় ছাড়িমু এই শরীর॥"

(চৈঃ চঃ অ ৪।১০০-১১)

তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—

সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইবে।
কোটি-দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিবে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইবে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্যের উপায় কোন নাহি 'ভক্তি' বিনে।
দেহত্যাগাদি যত, সব—তমো-ধর্ম।
তমো-রজো-ধর্মে কৃষ্ণের না পাইবে মর্ম॥
দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥"

(চৈঃ চঃ অ ৪।৪৫-৫৭, ৬০, ৬৫)

পাঠক! শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে পারমার্থিক ও আর্থিকের বিচার-পার্থক্য অনুধাবন করুন। স্মার্তগণ দেহ ও মনের ধর্মে আসক্ত; কিন্তু বৈষ্ণবের বিচার দেহ ও মনের অতিরিক্ত আত্মার শুদ্ধ-স্বরূপগত-বৃত্তির ধর্ম লইয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও জানাইলেন, একান্ত পারমার্থিকগণ অর্থাৎ সিদ্ধানুবর্তী ভক্তগণের যে গাঢ় বিপ্রলম্ভজনিত দেহ-ত্যাগেচ্ছা, তাহা সম্পূর্ণ কৃষ্ণেচ্ছা-চালিতা ও কৃষ্ণ-প্রীতি-চেষ্টাময়ী, তাহাতেই তাঁহাদের কৃষ্ণ-প্রাপ্তি। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর আচরণ বাহ্য দৃষ্টিতে বাহ্য-লোক-শিক্ষা-কল্পে স্মার্তের আদর্শের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও মহাপ্রভু পারমার্থিক-গণকে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, তাহা কৃষ্ণের প্রীতির অনুসন্ধানকারী—

"প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, দেহ না পায় মরিতে॥"

স্মার্ত-বিচারে অধিমাসে * কোন সৎকর্ম করিতে নাই। সুতরাং শ্রীপুরুষোত্তম-তীর্থাদি দর্শনও সেই মাসে স্মার্তগণের বিচারে নিষিদ্ধ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অধিমাস বা মলমাসে দীক্ষাদি ক্রিয়াও নিষেধ করিয়াছেন। (মলমাস-তত্ত্বে দীক্ষা-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র, স্মার্তগণ যাহাকে 'মলমাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহাকেই পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার নাম 'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে মাসকে স্মার্তগণ "মলিন-মাস" বলিয়া বাদ দিলেন, পরমার্থ শাস্ত্র সেই মাসকে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিলেন। অধিক কি, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহা-পুণ্য-মাসাপেক্ষাও এই অধিমাস শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রদ্যুম্ন, শতদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব, ভগীরথ প্রভৃতি পারমার্থিকগণ এই পুরুষোত্তম-মাসের আরাধনা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-দেবের চরণ লাভ করিয়াছিলেন।

স্মার্তগণ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আসিয়া মহা-প্রসাদ লইয়াও অনেক কুতর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। স্মার্তগণের চিন্ময় বা অপ্রাকৃত-বুদ্ধির একান্ত অভাব, কাজেই তাঁহাদের জড়-মতি প্রকৃত-বস্তু দর্শনে বাধা প্রদান করে। তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবকে যেরূপ প্রাকৃত ও পরিচ্ছিন্ন-বুদ্ধিতে দর্শন করেন, মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধেও সেইরূপ বিচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্থান-মাহাত্ম্য-সাপেক্ষ মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য বিচার করেন। আর তাঁহাদের স্থান-মাহাত্ম্য-জ্ঞানও অপ্রাকৃত-শ্রীধাম-বুদ্ধি-নিবন্ধন নহে, উহা গতানুগতিক-সামাজিকতা ও আর্থিক-শাস্ত্রের ফল-শ্রুতির প্রলোভন-প্রসূত বলিয়াই জানা যায়। যদি তাঁহাদের "শ্রীধাম-বুদ্ধি" হইত, তাহা হইলে তাঁহারা প্রপঞ্চে উদিত বিভিন্ন-প্রকাশ শ্রীধাম-সমূহের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি করিতেন না। শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীদ্বারকা প্রভৃতি শ্রীধামসমূহের মধ্যে ভেদবুদ্ধি থাকা নিবন্ধনই অথবা তাঁহাদিগকে শ্রীধাম-বুদ্ধি না করার দরুণই স্মার্তগণ শ্রীপুরুষোত্তমে মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য মুখে

---

* চন্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটীর নাম অধিমাস। স্মার্তগণ অধিমাসকে মলমাস বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। "মলিম্লুচ", "মলিনমাস" ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে দূষিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্বীকার (?) করেন অর্থাৎ তথায় যাহেমহাপ্রসাদে স্পর্শ-দোষাদি বিচার করেন না বটে, কিন্তু শ্রীধামবৃন্দাবন, নবদ্বীপাদিতে মহাপ্রসাদে স্পর্শ-দোষ বিচার করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টই মহাপ্রসাদ এবং মহাপ্রসাদে স্পর্শ-দোষাদি বিচার অপরাধ ও নিরয়লাভের হেতু—এই সকল শাস্ত্রোক্তি কার্য্যতঃ উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা একমাত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্রের পরিচ্ছিন্ন (?) পরিধির মধ্যে গতানুগতিক-ন্যায়ানুসারে মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য স্বীকার করেন। কোন কোন স্মার্ত্ত পুরুষোত্তমের মধ্যেও কয়েক কোশমাত্র গণ্ডির ভিতরে মহাপ্রসাদকে "মহাপ্রসাদ" বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, সেই গণ্ডির বহির্ভূতস্থানে আর "মহাপ্রসাদ" মহাপ্রসাদরূপে স্বীকৃত হইবে না, এই সকল কল্পনা লইয়া নানা প্রকার কুতর্ক উঠাইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার মহাপ্রসাদ, গঙ্গাজল প্রভৃতি অপ্রাকৃতবস্তু ট্রেণ বা ষ্টীমারে দূরদেশে আসিলে তাঁহাদের মহাপ্রসাদত্ব ও পাবনত্ব নষ্ট হইয়া যায়, বিচার করেন। কোন কোন স্মার্ত্ত আবার দূরদেশে আনীত পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ "মহাপ্রসাদকে" স্বীকার (?) করিয়া থাকেন; কিন্তু অন্যত্র 'কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট' বা 'মহাপ্রসাদ' হইতে পারে না,—এই বিচারে মহাপ্রসাদে জাতি-বুদ্ধি ও ভেদ-বুদ্ধি করিয়া থাকেন। একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে, স্মার্ত্তগণের এই সকল আচরণে কপটতা ও প্রাকৃতবুদ্ধির তাণ্ডব নৃত্য ব্যতীত অন্য কোন ও ভাল কথা নাই, জানা যায়। বস্তুতঃ তাঁহাদের মহাপ্রসাদে আদৌ বিশ্বাস নাই। পুরুষোত্তমক্ষেত্রেও যে তাঁহাদের মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষাদি-বিচার-রাহিত্যের অভিনয় তাহা কেবল গতানুগতিক ন্যায়ানুযায়ী লৌকিকতা মাত্র - চিন্ময় বুদ্ধি-নিবন্ধন নহে। কাজেই তাঁহারা প্রতি পদে পদে মহাপ্রসাদ ও বৈষ্ণবের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসেন। তাঁহারা পারমার্থিক-বৈষ্ণবের সঙ্গ স্বীকার করেন না বলিয়াই, তাঁহাদের জড়ত্ব কোন-কালে বিদূরিত হয় না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত-বৈদান্তিকের অভিনয় করিয়া জানাইয়াছেন যে, কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জনগণ যদি পারমার্থিকের সঙ্গ করেন, তবেই তাঁহাদের মঙ্গল হইতে পারে, নতুবা তাঁহাদের মঙ্গলের আর আশা নাই। তাই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

'জগৎ নিস্তারিলে তুমি,—নাহি অন্য কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি,—এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্ক-শাস্ত্রে জড় আমি, বৈসে লৌকিক।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥'

(চৈঃ চঃ ম ৬।২১৩-২১৪)

(ক্রমশঃ)

২নং প্রশ্ন

মাননীয়

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক-মহোদয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণাব্জেষু:—

অসংখ্য-সাষ্টাঙ্গ-প্রণতিপূর্ব্বক এ দাসের বিনীত নিবেদন এই যে—জানি না, পূর্ব্ব জন্মের কোন্ সুকৃতি-ফলে আপনাদের কৃপা-কণা পাইতে সমর্থ হইয়াছি। 'শ্রীগৌড়ীয়' এ পামরকে যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা এ ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্রের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার ন্যায় পামর—যে কোন দিনই কোনরূপ সাধু-সঙ্গ করে নাই, তাহার প্রতিও আপনাদের অযাচিত কৃপা গৌড়ীয়ের দ্বারা বর্ষিত হইয়াছে। 'শ্রীগৌড়ীয়' জগতের যে কি উপকার করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা এখনও সৃষ্ট হয় নাই। আমাদের গ্রামস্থ জনৈক বিজ্ঞ-বৈষ্ণব শ্রীনামকে সাধ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাকে আমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রবুদ্ধি দ্বারা বুঝাইতে না পারিয়া আপনাদের শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়াছি। দয়াপূর্ব্বক এ দাসানুদাসকে নিম্নলিখিত প্রশ্নটীর মীমাংসা-দানে কৃতার্থ করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

শ্রীচরণকৃপাভিক্ষু
শ্রীসিদ্ধেশ্বর দত্ত, পাবনা।
শ্রীগৌড়ীয়-গ্রাহক নং ৪৪৬০

প্রশ্ন—শ্রীনাম—সাধন, কিন্তু সাধ্য কিরূপে? নামীকে পাইবার পর নাম করিবার সার্থকতা আছে কি না?

উত্তর—নামের সাধনত্ব ও সাধ্যত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়-প্রমাণের অভাব নাই। শুকদেবাদির ন্যায় আত্মারাম মুক্ত পুরুষগণও শ্রীনাম-কীর্ত্তন করেন। নারদ, ব্যাস, মহাদেব ইঁহারা পরম মুক্ত হইয়াও অনুক্ষণ ভগবানের শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইঁহারা পরমমুক্তদশায় যে শ্রীনামের

কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীনাম-কীর্ত্তনকে কেবল সাধন মাত্র বলা যাইতে পারে না। যদি তাঁহাদের ভজনীয় নামকে 'সাধন'-মাত্র বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও অমুক্ত বলিতে হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে মুক্তকুল-শিরোমণি শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥"

(ভাঃ ২।১।১১)

—হে রাজন্, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত শুষ্ক, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম-যোগীপুরুষ, সকলের পক্ষেই শ্রীহরির নামগুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টকের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—

"নিখিল-শ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

(শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকে ১ম শ্লোক)

—নিখিল বেদের শিরোভাগ-উপনিষদ্রূপ রত্নমালার প্রভা-নিকর দ্বারা তোমার পাদ-কমলের শেষসীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। হে হরিনাম, তুমি মুক্তকুলের (নিরন্তরঃ নারদশুকাদি) দ্বারা নিরন্তর উপাসিত হইতেছ। অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যাঁহারা অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ চিদ্বিলাস শ্রীভগবানের নামকে জড়-দেহবিশিষ্ট জীবের বা জড়ীয় বস্তুর নামের ন্যায় অনিত্য মনে করেন, সেই সকল নির্ব্বিশেষবাদী 'ভগবানের নাম কিরূপে সাধ্য হয়', তাহা ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, নাম কোন নির্ব্বিশেষভাব প্রাপ্তির একটী উপায় মাত্র; কিন্তু যাঁহারা ভগবানের চিদ্বিলাস-সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, অনন্ত, অপ্রাকৃত নিত্য-নামযুক্ত অধোক্ষজ-ভগবান্ তাঁহার নিত্য-ধামে নিত্য নামীরূপে বিরাজিত। সেই নামীতে ও তাঁহার নামের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই; সেই নাম, নামীরই ন্যায় পূর্ণ চেতন ও সর্ব্বশক্তিমান। নির্ব্বিশেষবাদিগণ মনে করেন, যেমন ছাদের উপর উঠিতে হইলে 'মই'এর আবশ্যক হয়, কিন্তু ছাদে উঠা হইয়া গেলে আর মইএর কোনও আবশ্যকতা থাকে না, তখন উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়, তদ্রূপ নাম কীর্ত্তনাদি সাধনের দ্বারা নির্ব্বিশেষভাব লাভ হইলে আর সেই সাধনের প্রয়োজন হয় না। নির্ব্বিশেষবাদিগণের এইরূপ অপরাধময়ী যুক্তি চিদ্বিলাসময় অধোক্ষজ নাম-নামী বা বৈকুণ্ঠ বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ জীবের প্রাপ্য-বস্তু নির্ব্বিশেষমাত্র নহেন; তাহা পূর্ণচিদ্বিলাসময়। যেমন, কোন বালক যদি কোন অপরিচিত স্থানে আসিয়া তাহার পিতাকে হারাইয়া ফেলে, তখন বালক তাহার পিতাকে পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে পিতার নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে। পিতা বালকের ব্যাকুল রব শ্রবণ করিয়া পুত্রকে দর্শন-প্রদান করেন এবং স্বগৃহে লইয়া যান। বালক স্ব-গৃহে গমন করিয়া পিতাকে আর 'পিতা' বলিয়া ডাকিবে না, চিরকালের তরে পিতার নাম করা ছাড়িয়া দিবে, তাহা নহে; বরং পিতাকে গৃহ মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আরও অধিকতর উল্লাসভরে পিতাকে আহ্বান ও পিতার নানাবিধ পরিচর্য্যাই করিবে। কৃষ্ণ-বিস্মৃত-জীব মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে পড়িয়া সাধুগণের উপদেশে কৃষ্ণনাম-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণকে আহ্বান করেন। সেই আহ্বান যখন নিষ্কপট ও ব্যাকুলতাময় হয় তখনই সেই রব কৃষ্ণের কর্ণে পৌঁছিয়া থাকে। কৃষ্ণ তখন সাধক-জীবকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় স্বরূপ দর্শন করান; জীব মুক্ত হইয়া আরও ব্যাকুলতা ও উল্লাসভরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন; কৃষ্ণের বিবিধ পরিচর্য্যার জন্য কৃষ্ণকে আহ্বান করেন—কৃষ্ণকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়াও আরও গাঢ়ভাবে পাইবার জন্য কৃষ্ণকেই ডাকিতে থাকেন।

ধ্যানাদি পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, সাক্ষাতে যুক্তিযুক্ত হয় না; কিন্তু নাম-কীর্ত্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষে সর্ব্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। মনে করুন, আপনি আপনার কোন প্রিয়তমের জন্য হৃদয়ে গাঢ়-চিন্তা করিতেছেন—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার কথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে যদি আপনার প্রিয়তম আপনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন আপনি আর চক্ষু-মুদ্রিত করিয়া তাঁহাকে ভাবনা করেন

না। কিন্তু একবারদিকে দেখুন, আপনি আপনার প্রিয়তমকে না দেখিতে পাইয়া ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছেন; আপনার প্রিয়তম সেই ডাক শুনিয়া আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন কি আপনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ করেন?—তাহা নহে, বরং তখন আরও অধিকতর ভাবে তাঁহাকে কতই না প্রণয়-বিশেষণে আহ্বান করেন—তাঁহার সহিত কতই না প্রাণের কথা বলিয়া তাঁহার সুখ-বর্দ্ধন করেন। নাম-সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণও সেইরূপ মুক্ত হইবার পর ভগবানের নাম-কীর্ত্তনই করিয়া থাকেন; বরং মুক্ত হইলেই অপ্রতিহত ভাবে অনুক্ষণ ভগবানের শুদ্ধ-নাম-কীর্ত্তন করা যায়। মুক্ত হইবার পূর্ব্বে যে ভগবানের নাম-গ্রহণের অভিনয়, তাহা অনেক সময়েই নামাপরাধ মধ্যে গণ্য অর্থাৎ দেহ-দ্রবিণ-লোভ-পাষণ্ডতাদি-প্রতিবন্ধকযুক্ত; কখনও কখনও বহু ভাগ্য-ফলে 'নামাভাস' মাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্ত হইবার পরই প্রকৃত শুদ্ধনাম জিহ্বায় উদিত হয়। এই জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামি পাদ শ্রীনামকে "মুক্তকুলের উপাস্যমান" বলিয়া উল্লেখ করিলেন। এই শ্রীনাম—সাধ্য-শিরোমণি; যাঁহারা শ্রীনামকে ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি শুভ-ক্রিয়ার সহিত সমান মনে করেন অর্থাৎ স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের বিচারে যাঁহারা নামাপরাধী তাঁহারাই নামকে কেবলমাত্র 'সাধন' বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, যজ্ঞাদি যেরূপ চিত্তশুদ্ধিরূপ সাধ্যের উপায় বা সাধন মাত্র, চিত্তশুদ্ধির পর আর উহাদের আবশ্যকতা নাই, শ্রীনামও তদ্রূপ সাধন-মাত্র; নাম-কীর্ত্তনরূপ উপায় বা সাধনের দ্বারা ভগবদ্দর্শনের পর আর নাম-কীর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এস্থানে তাঁহাদের বিচারে ভ্রম হইল; চিত্তশুদ্ধি পরমপ্রয়োজন নহে, চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলেই আমাদের সকল লাভ হইয়া গেল না। চিত্ত-শুদ্ধিও একটী উপায় বা সাধন বিশেষ, তাহা অন্য প্রাপ্য বা সাধ্য বস্তুকে অপেক্ষা করে। কিন্তু নাম-কীর্ত্তন সেরূপ নহে; উহা অন্য বস্তুকে অপেক্ষা করে না। উহা স্বয়ংই উপেয় বা সাধ্য, সাধ্য-ভক্তি যখন বদ্ধ-জীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়-দ্বারা সাধ্য হয়, তখনই তাহাকে সাধন বলে। "সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ তাৎ সাধনং সাধকস্য তদিতি"—এই ন্যায়ানুসারে সিদ্ধের যাহা কার্য্য, তাহাই সাধনাবস্থায় 'রিহার্সল' (আখড়াই) দেওয়া হয় মাত্র। যেমন কোন ব্যক্তিকে রঙ্গ-মঞ্চে কোন বিশেষ দিনে বহু লোকের সমক্ষে অর্জ্জুনের পাঠ অভিনয় করিতে হইবে। ঐ ব্যক্তি অভিনয়ের নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে বহুবার অর্জ্জুনের যে সকল পাঠ আবৃত্তি বা অভ্যাস করেন, তাহাকে 'সাধন' বলা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে ঐরূপ সাধন করিতেছেন, তাহা কিছু তাঁহার সাধ্য হইতে প্রকারে পৃথক্ নহে। কেবলমাত্র তাঁহার সাধ্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশ ও নির্দ্দোষ করিবার জন্যই ঐরূপ চেষ্টা করিতেছেন অর্থাৎ তিনি যে অর্জ্জুনের পাঠ সাধন করিতেছেন, তাহা পরিত্যাগ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু সেই অর্জ্জুনের অভিনয়ে পূর্ণ-কুশলতা লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাহাই তাঁহার সাধ্য। যেমন বদ্ধ মানুষ মাত্রেই পদদ্বারা বিচরণ করিয়া থাকেন। শিশু যখন ঐরূপ বিচরণ করিবার জন্য চেষ্টা করে, তখন তাহার ঐরূপ চেষ্টাকে 'সাধন' বলা যাইতে পারে; শিশু সর্ব্বত্র 'বিচরণরূপ সাধ্য-লাভের জন্য সাধন করিতেছে। কিন্তু তাহার ঐ সাধন-চেষ্টাও বিচরণ-রূপাই; অন্য প্রকার নহে। শিশু তাহার সাধনে সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ হাঁটিতে শিখিলে বিচরণরূপ কর্ম্মকে সাধন-মাত্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করে না। তাহার পূর্ব্ব সাধন-চেষ্টাই সিদ্ধিলাভের পর নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ হইয়া সাধ্যরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রীনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সাধ্যরূপ; যখন তাহা বদ্ধ-জীবের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে 'সাধন' বলা যায়। সাধনাবস্থার যতটুকু সেবোন্মুখতা থাকে, সাধন ততটুকু নির্দ্দোষ হয়। সেবোন্মুখতার একান্ত অভাব থাকিলে, তাহা নামাপরাধ; সেবোন্মুখতা ঈষৎ বিকসিত হইলে, তাহা 'নামাভাস', আর সেবোন্মুখতা পূর্ণ বিকসিত হইয়া যখন চিদিন্দ্রিয় দ্বারা নাম কীর্ত্তিত হইতে থাকেন, তখনই তাহাকে শুদ্ধনাম বলা যায়, তাহাই সাধ্যস্বরূপ। সিদ্ধ-জীবের সাধ্যস্বরূপ শ্রীনাম কিরূপে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়, তাহার উদাহরণ শ্রীল রূপ ও সনাতন গোস্বামী-পাদ এইরূপভাবে প্রদান করিতেছেন,—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণ-ক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

(বিদগ্ধ মাঃ ১।১২)

—'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না;—দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অনুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্ত-প্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয় তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

"তদেব মন্যামহে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎপ্রেমসম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ॥"

"সঙ্কীর্ত্তনং প্রেমতরঙ্গ কৃষ্ণে
কৈশ্চিদ্ রসজ্ঞৈরুত কথ্যতে তৎ।
প্রেম্নো ভরেণৈব নিজেষ্ট-নাম-
সংকীর্ত্তনং হি স্ফুরতি স্ফুটার্থ্যা॥"

"নাদান্ত সংকীর্ত্তনমার্ত্তিভাজা-
মেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাং।
রাত্রৌ বিয়োগাৎ কুররীরথাজী-
বর্ষন্ত চাক্রোশনবৎ প্রতীহি॥

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৩৪—১৩৭)

ভক্তিরসিকগণ নাম-সংকীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, কারণ নাম-সংকীর্ত্তনই অব্যর্থ-প্রেম-সম্পত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহারা নাম-সংকীর্ত্তনকেই সাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।

কোন কোন রসজ্ঞ বলিয়া থাকেন, নাম-সংকীর্ত্তনই কৃষ্ণ-প্রেমতরুর উৎকৃষ্ট লক্ষণ; কারণ নিজের সেই ইষ্টনাম-সংকীর্ত্তন হৃদয়ের আবেগের সহিত প্রেমপ্রাচুর্য্যেই স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। অতএব নাম-সংকীর্ত্তন ও প্রেমের কার্য্য-কারণতা-সম্বন্ধ-হেতু অন্যোন্যই সিদ্ধ হইল।

বর্ষাকালে মেঘ-বিনা চাতক-কুলের আর্ত্তনাদের ন্যায় এবং রজনীকালে পতি-বিরহিনী চক্রবাকী ও কুররী-সকলের ন্যায়, ভক্ত-গণ প্রেম-ভরে বিরহ-ব্যথায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিরহ-বিধুর হইয়া বিচিত্র-মধুর-গাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

৩নং প্রশ্ন

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনার সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক-সাপ্তাহিক পত্রে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া আমাদিগকে সংশয়-সাগর হইতে উদ্ধার করিবেন।

১। শ্রীযুক্ত রাধাগোপাল গোস্বামী প্রভুর পত্নীবিয়োগ শ্রীধাম বৃন্দাবনে সংঘটিত হইলে গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার স্বগৃহে গমন-পূর্ব্বক, শুনিয়াছি, স্মার্ত্ত বিধানানুসারে তাঁহার পত্নীর শ্রাদ্ধ করান। পরে বৃন্দাবনে আসিয়া ভাড়াটিয়ার কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি করান। বৈষ্ণবের পক্ষে স্মার্ত্তের বিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধাদি করা এবং তৎপরে মহোৎসবাদি করিলে বৈষ্ণবতা রক্ষা হয় কি না?

২। শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ নামক এক ব্যক্তি গোস্বামী প্রভুর আদেশানুসারে তাহার মাতৃ অশৌচের চিহ্ন-স্বরূপ গলায় 'ধড়া' ধারণ করিয়া গোস্বামিপ্রভুর পত্নীর শ্রাদ্ধ-মহোৎসবে পাঠ করেন। তাহাতে অনেকে আপত্তি করিলেও প্রভু তাহা শ্রবণ করেন নাই। এইরূপ কার্য্য বৈষ্ণবোচিত কিনা? বৈষ্ণব-গুরুর নিকট দীক্ষিত ব্যক্তি স্মার্ত্ত নিয়মানুসারে গলায় ধড়া প্রভৃতি ধারণ করেন কি না?

আশা করি, কৃপা-পূর্ব্বক এই প্রশ্ন দুইটীর উত্তর আপনাদের গৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস—
শ্রীহরেকৃষ্ণ-দাস (বাবাজী)
শ্রীধাম বৃন্দাবন।

উত্তর—১। প্রশ্নকারী বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ কোন ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর সাধারণতঃ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হয় না। আমরা ব্যক্তিগত কাহারও আচার-ব্যবহার লইয়া আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহি। তবে ব্যক্তিগত আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া প্রশ্নের সাধারণ উত্তর-মাত্র প্রদত্ত হইল।

ঐকান্তিক-বৈষ্ণবগণের ত' শ্রাদ্ধাদিতে প্রবৃত্তিই নাই; বর্ণাশ্রমে-অবস্থিত পারমার্থিকগণও কখনও স্মার্ত্ত-বিধানানুসারে শ্রাদ্ধাদি করেন না। কারণ তাঁহারা আত্মীয়-স্বজনকে "বৈষ্ণব"-বুদ্ধি করিবার পরিবর্ত্তে প্রেত-বুদ্ধি পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধার নামে 'পরম-অশ্রদ্ধা' প্রদর্শন করিতে কখনই প্রস্তুত নহেন। মহাপ্রসাদ-দ্বারাই বৈষ্ণব বা আত্মবন্ধু তৃপ্ত হন। আত্মীয়-জনকে বিষ্ণু-প্রসাদ-দ্বারা শ্রদ্ধা-

প্রদর্শনই শুদ্ধ শ্রাদ্ধ ; তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানই বিদ্ধ বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের আচরিত অবৈধ-শ্রাদ্ধ। বৈষ্ণবগণ কখনই পিতৃ-দেবাদির অর্চ্চনে কুশ-ধারণাদি করেন না। বৈষ্ণবগণের গয়া-শ্রাদ্ধ বা তথায় পিণ্ড-দানাদিরও কোন আবশ্যকতা নাই। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে,—

"সঙ্কল্পং চ তথা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টেরকুর্য্যাৎ কুশধারণম্॥"

—যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে উপদিষ্ট (দীক্ষিত) হন, তবে তিনি সঙ্কল্প, দান, পিতৃ-দেবাদির অর্চ্চন প্রভৃতি এবং কুশ ধারণ করিবেন না।

"কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়া-শ্রাদ্ধাদিভির্নৃণে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রার্থঞ্চ দিনে দিনে॥"

(৬ঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কান্দ-বাক্য)

—হে নৃপে! যে সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, গয়া-শ্রাদ্ধাদি বা বহু বহু পিণ্ড দানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ তাঁহাদের গয়া-শ্রাদ্ধাদির কোনও আবশ্যক নাই

তবে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় গয়ায় পিতৃ-শ্রাদ্ধ-লীলা-প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তিনি শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে পারমার্থিকী দীক্ষা গ্রহণ-লীলাভিনয় এবং আত্ম-প্রকাশের পূর্ব্বেই ঐরূপ লীলা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রভু প্রাকৃত-লোকানুকরণের অভিনয়পূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে জীব বৈষ্ণব-গুরুর দর্শন-লাভ ও পাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ঐরূপ আর্থিক-কর্ম্মে রুচিবিশিষ্ট থাকে। যে পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাহার স্মার্ত্তপথই অবলম্বনীয় ; কিন্তু যখন পারমার্থিক-গুরুর চরণাশ্রয় করেন, তখন তাঁহার ঐ প্রকার কর্ম্মজড়তায় রুচি থাকে না। শ্রীগয়াধামে ঈশ্বরপুরীপাদের দর্শনের পর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরীপাদের নিকট আত্মনিবেদন-সূচক-বাক্যই এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রমাণিত করিবে এবং শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের বাক্যেরও সঙ্গতি-সাধন করিবে। অতএব বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবাচার্য্য অভিমানী কোন ব্যক্তি কখনও স্মার্ত্তের বিধানানুসারে শ্রাদ্ধাদি করিবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন না ; তবে যদি কোন কোন প্রচ্ছন্ন-স্মার্ত্ত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য বাহ্যে বৈষ্ণবের বেষ ধারণপূর্ব্বক স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়কুলের মন রক্ষার জন্য "দু' নৌকায় পা' দেওয়া"র নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সেইরূপ কার্য্য পারমার্থিকগণের বিচারে "বৈষ্ণবাচার" বলিয়া গৃহীত হইবে না। কোনও ব্যক্তি যদি স্মার্ত্তগণের সহিত সামাজিকতা রক্ষার জন্য স্মার্ত্তাচার অবলম্বন করেন, আবার পারমার্থিকগণের নিকট উহা ঢাকিবার জন্য বৈষ্ণবতারও বাহ্যাড়ম্বর প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ঐরূপ 'কপটতা' অত্যন্ত হীনতাব্যঞ্জক বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। পৌত্তিক-কৈতব ভাগবত-ধর্ম্মে বৈষ্ণবগণের চোখে এইরূপ ধূলি দেওয়ার প্রবৃত্তির অবকাশ নাই। সরলতাই—বৈষ্ণবতা ; এই জন্য মহাজন গাহিয়াছেন,—

"কুটি-নাটি ছাড়, মন করহ সরল।
গৌর-কথা লোক-রক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥
হয় গোরা ভজ, নয় লোক-ভজ ভাই।
এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥"

তাড়াটিয়ার কীর্ত্তন বা পাঠ বাসন-মাত্র, উহাতে কোনই পারমার্থিকতা নাই। যদি উহাকে পারমার্থিকতা বলা যায়, তাহা হইলে "গ্রামোফোন" বা 'রোডও' প্রভৃতি প্রাণ-হীন-যন্ত্রের কীর্ত্তনাদিকেও পারমার্থিকতা বলিতে হয়। প্রাণহীন-কীর্ত্তনে জীবের 'প্রেয়ো'লাভ হইতে পারে, কিন্তু 'প্রেয়ো'লাভ হয় না। তবে "সমশীলা ভজন্তি বৈ"—এই ন্যায়ানুসারে সমানে সমানে মিল হয়। যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুবুদ্ধিজন ইহা বুঝিতে পারিবেন, আর যাঁহারা বঞ্চিত হইতে চান, তাঁহাদের মস্তিষ্কে এতদূর খাঁটি-কথা সহজে প্রবেশ করিবে না,—ইহারই নাম মায়া-দেবীর ছলনা।

২। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের ন্যায় শুদ্ধ-পারমার্থিক বৈষ্ণব কখনও গলায় "ধড়া" প্রভৃতি ধারণ করেন না ; এই সকল কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তাচার মাত্র। শুদ্ধ-পারমার্থিকগণ কখনও উহার অনুসরণ করেন না। বৈষ্ণবাভিমান করিয়া যাঁহারা উহার অনুসরণ করেন, তাঁহারা পারমার্থিক নহেন—পারমার্থিকের সজ্জায় অপকৃষ্ট-স্মার্ত্ত। তবে পারমার্থিকের পিতৃ-মাতৃবিয়োগেও মুণ্ডন-যাজনে বাধা নাই। এতদ্বিষয়ে ৬ঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ২৭-২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্ত-পত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ সংখ্যার পর)

হিংসাকারিগণকে অনুরোধ যে শ্রীমায়াপুরের দৃশ্য গিয়া দেখুন যে প্রাণ-শীতল হয় কি না? কিন্তু প্রতিবিম্ব মায়াপুরের দৃশ্য দেখিলে প্রাণ শুখাইয়া যায় কেন? কেবল "দাও" "দাও" ভেট! "দা টাকা" "দা টাকা" বোল। আলো-অন্ধকার, শীত-গ্রীষ্ম, টাকা-ভগবান্ এক স্থানে থাকে না। আমি যদি ভগবানকে ভালবাসি, তাহা হইলে তোমের জনক টাকা কখনও ভালবাসিবে না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট গিয়া দেখুন, তিনি কনকের দ্বারে কিরূপ মাধবের সেবা-নিপুণতা জানেন। তিনি কত কীর্ত্তি করাইতেছেন। তাঁহার উৎকর্ষ দেখিয়া কি মৎসরে আনন্দ-স্রোত বহন করে না? ধন্য হৃদয়! মহাপ্রভু তাঁহার কার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ দ্বারা করাইয়া লইতেছেন, কারণ তিনি তাঁহার পার্ষদ। আমার দ্বারা এ কার্য্য করান না কেন? অথবা আমার এ প্রবৃত্তি হয় না কেন? নবদ্বীপ-পরিক্রমা কি এত দিন ছিল? সে পরিক্রমায় কি আনন্দ, বিদ্বেষকারিগণ তাহা অনুভব করিয়াছেন কি? শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যদি আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম ত এত-দিন লোপ পাইত। মধ্যে ধর্ম্ম-বিপ্লব ত অনেক হইয়াছিল। ভগবান্ তাঁহাকে পাঠাইয়া ত ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। সে ঈশ্বর প্রেরিত মহাজনের কথা কি কখনও মিথ্যা হয়? তিনি যে শ্রীমায়াপুরকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কখনও ভ্রম-পূর্ণ বাক্য নহে। অতএব বিদ্বেষকারিগণ! হৃদয় নির্ম্মল কর, বিশুপালের হৃদয় ত্যাগ কর! যদি ত্যাগ করিতে না পার, তাহা হইলে শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর শরণাপন্ন হও। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে, শ্রীসনাতন প্রভুর সঙ্গগুণে যেরূপ এক ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি যমুনার জলে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত-চিত্ত হইয়া-ছিলেন, তদ্রূপ হও। তাঁহার সঙ্গ না করিলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না, হইবে তোমার; কারণ রত্নাকরে যদাপি চাতক পানীয় পান না করে, তাহা হইলে তৃষাতুর চাতকেরই ক্ষতি, রত্নাকরের কোন ক্ষতি হইবে না,—

রত্নাকরে যদ্যপি চাতকোঽয়ং পানীয়পানং ন করোতি মূঢ়ঃ।
আত্মক্ষতিং তত্র তৃষাতুরস্য সিন্ধোর্ম্মহত্ত্বং ন পুনঃ প্রযাতি॥

তিনি ভগবৎপ্রেরিত জীবের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন! ভগবান্ অপেক্ষা ভক্তের প্রাধান্য অধিক, তাহা তিনি নিজেই কহিয়াছেন—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"(শ্রীভাগবতে ১১।১৯।২১)

জীবন ক্ষণস্থায়ী—

অহো বতাত্যদ্ভুতমাত্মমায়য়া জনস্য সূনোরচকৈর্মমাত্মনঃ॥

(মহাভারতে দ্রোণ-পর্ব্বণি ৭৮।১৭)

অন্যত্র পাশ্চাত্য অমর কবির বর্ণনা, যথা—

Life's but a walking shadow a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more : it is a tale
Told by and idiot, full of sound and fury
Signifying nothing.

Macbeth Act V scene V.

এ জীবনের সদ্ব্যবহার কর—হিংসা-দ্বেষ ত্যাগ কর, তাঁহার সঙ্গ কর—

অন্যং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ॥

(শ্রীভাগবতে ১১।১০।৩)

ভক্ত প্রাধান্য অধিক—

সদা সদ্ভোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যল্পদিনস্থিতি র।
যা হি কৈব কথা স্বেষাম্পধেয়া ভবন্তি তাঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণে মুমুক্ষুপ্রকরণে।

অন্য একটী প্রমাণ উদ্ধৃত—

পৃথ্বী ভারবতীয়ং মহৎসু মহতী তত্রৈনং যাবিদিঃ॥
পীত্বোদ্রেকো কণসোমুখেন মুনিনা সর্ব্বোদ্রি গন্ধোভবৎ।
ভক্তিকোর্দ্ধমুখাবি নাথ মথনে পূর্ণং পদং নাভবৎ
তদ্দেবো বদতি স্বকীয়-হৃদয়ে তস্যো মহান্ নাপরঃ॥ (১)

---

(১) এই শ্লোকটি ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে আমার মাতুলালয়ে (বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরে) আমার মাতৃদেবীর পিতৃসকাশে মুখে শুনিয়াছিলাম, তখন তিনি বালকমাত্র, তাই বুঝিতে পারি নাই। যাহা পারিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছিলাম। তিনি কবিরাজের কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত-ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। পিতৃদেব কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি কহিয়া-ছিলেন যে, তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে উক্ত বিদুষী রমণী—যিনি "শুকন্যা" নামে বিষ্ণুপুরে অভিহিতা হইতেন, তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন (তখন তিনি সে গ্রামের অনেক বালিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন)। ঐ কবিতাটী "বিশ্ব-পত্রিকায়" ঐ কালে প্রকাশ করিয়াছিলাম, কেহ দোষ ধরেন নাই।　　লেখক।

সুতরাং তাঁহার সঙ্গ কর, তাহা হইলে সূর্য্যের উদয়ে ভীত হইয়া যেরূপ অন্ধকার পলায়ন করে, তদ্রূপ তোমার হৃদয় হইতে বিদ্বেষান্ধকার দূর হইয়া নবজীবন লাভ করিবে।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।

আকুই, বর্দ্ধমান।

—:০:—

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ গোস্বামি-মহারাজ কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা স্বর্গীয় এস, সি, আঢ্য মহাশয়ের ভবনে শুভ শুভাগমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ পাঠের আদিতে ও অন্তে শুদ্ধ-মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ১০ই আষাঢ় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয় মঠে একটী বিশেষ সংকীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডী গোস্বামি-মহারাজ শ্রীরূপ-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুমধুরকীর্ত্তনে সকলের প্রাণে ঐকান্তিকী সেবা-লহরী জাগাইয়া দেন।

গত ১৪ই আষাঢ় শ্রীহরিবাসরদিবসে পরমভাগবত সচ্চিদানন্দ রায় মহাশয়ের রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী মহারাজ মহাপ্রভু ও কুলীনগ্রামী রামানন্দ বসু-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তনে সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

নৈমিষারণ্যে—অষ্টোত্তরশত শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত বনমহারাজ শ্রীনৈমিষারণ্য ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ভাগবত-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। নৈমিষারণ্যে একটী ভাগবত-পাঠশালাও স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের বহু বালক ব্রহ্মচারী সেবানে অধ্যয়ন করিতেছেন। মহাপ্রভুর কথা দেশ-বিদেশে যত প্রচারিত ও প্রসারিত হয় ততই জীবের মঙ্গল।

কুরুক্ষেত্রে—পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, ও অধিকারী শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ দাসজী কুরুক্ষেত্র এবং তৎসংলগ্নস্থানসমূহে শ্রীগীতা ও ভাগবতের যথার্থ তাৎপর্য্য শুদ্ধগৌরাঙ্গের অনুগত্যে প্রচার করিতেছেন।

কটক হইতে নিম্নস্থ সংবাদ পাঠাইবার তার—

Cuttack and July.

The 3rd Annual Mahotsab ceremony of Sri Satchidananda Math (a branch of Sri Chaitanya Math of Sri Mayapur in old Nabadwip) was most successfully celebrated on Sunday the 1st July. His Holiness Tridandi Swami Srimad Bhakti Vibek Bharati Maharaj lucidly and most attractively explained intersting portions of Srimad Bhagabatam. It was preceded and followed by Sankirtan. A great assembly of people attended the ceremony inspite of the threatening cloudy weather. All present were sumptuously treated to a rich variety of Mahaprosad.

গৌড়ীয়-গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

১। এতদ্বারা গ্রাহকবর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যখন কোন পত্রাদি লিখিবেন, অনুগ্রহ করিয়া "গ্রাহকনম্বর" লিখিতে ভুলিবেন না এবং নূতন গ্রাহক হইতে হইলে 'নূতন' এই কথাটি লিখিবেন।

২। গৌড়ীয়ের ৬ষ্ঠ বর্ষ শেষ হইতে চলিয়াছে অতএব যাঁহাদের নিকট বাকী আছে তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া তাহা সত্বর গৌড়ীয় অফিসে পাঠাইয়া দেন।

গৌড়ীয়-কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩০শে আষাঢ় ১৩৩৫, ১৪ই জুলাই, ১৯২৮ | ৪৭শ সংখ্যা

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরমার্থ-শাস্ত্রে রুচি প্রাপ্ত হ'ন। নিজ নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার-সিদ্ধান্ত-ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ নিজ রুচি-সম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ অবস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্ত্তা—বিধাতা। সুতরাং ইহাতে অবশ্যই তাঁহার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, সে উদ্দেশ্য এই যে, জীব স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকার-চ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকার-বলে বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্ত-পথই শ্রেয়। কর্ম্মাধিকার অতিক্রম-পূর্ব্বক যখন তিনি ভক্ত্যধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক-পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতদ্বিবেচনে বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেকপ্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমন কি, সেই সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক-স্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইহার দুইপ্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র বৎসরকে জ্ঞানভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশ মাসে সর্ব্ব সৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমগত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ-মাসে বিভক্ত হইল, তখন 'অধিমাস' কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। অধিমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই। চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়।* সেই মাসটীর নাম 'অধিমাস'। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'মলিম্লুচ', 'মলিনমাস' ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্রে অধিমাসকে পরমার্থ-

* সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে,—"ষড়্ বহ্নিভির্হতাশ্বাগ্নিভির্হতাব্ধিভক্তাধিমাসকাঃ। পঞ্চভূক-সংযুতাস্তৈরূপকৃতা রবিমাসকাঃ।" অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাস ১৫৭৭৯৩৩ ও রবিমাস ১৫৮০৫৩০০। অতএব রবিমাসে বাসাদি ৩২।৩০।৩ অন্তর একটী একটী অধিমাস হয়।

কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন—অনিত্য। জীবনের কোন অংশেই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বক্ষণ হরি ভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয়-বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরি-ভজনের উপযোগী হউক,—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার যখন কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্ম-শূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ শাস্ত্র বলেন,—হে জীব! কেন অধিমাসে হরি-ভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্‌গোলোকনাথ-কর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, ইহা কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহা-পুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভজন-বিধির সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ-মাসের অধিপতি ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক নিজ-দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠপতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণপূর্ব্বক দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,—

"অহমেতৈর্গুণালোকে খ্যাপিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথাঽয়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণা ময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য মাসানামধিপো ভবেৎ॥
জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ নিকামোঽয়ং ময়া কৃতঃ॥
অকামঃ সর্ব্বকামো বা যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্ম্মাদি তন্মদাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্॥
কদাচিন্মম ভক্তানামপরাধোঽধিমাসতে।
পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন॥
য এতস্মিন্নঘূঢ়া জপদানাদি-বর্জ্জিতাঃ।
সৎকর্ম্ম-স্নান-রহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ॥
লভন্তে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পর-ভাগ্যোপজীবিনঃ।
ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বয়ংঽপি পশুপূজবৎ॥
যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধন-পুত্র-সুখং ভুক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোক-বাসভাক্॥"

কৃষ্ণ কহিলেন,—হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে "পুরুষোত্তম" বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও তদ্রূপ লোকে "পুরুষোত্তম" বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। এই মাসটী নিষ্কাম। যিনি অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম তদ্দ্বারা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, কিন্তু এই পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে-সকল মহামূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জ্জিত, সৎকর্ম্ম ও স্নানাদি-রহিত থাকে এবং দেব, তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেইসকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবী হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তি-পূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-লাভে সুখ-ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী পূর্ব্ব-জন্মে মেধা-ঋষির কন্যা ছিলেন। দুর্ব্বাসঃ প্রোক্ত পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তাহাতে তিনি সেই জন্মে কষ্ট পাইয়া দ্রৌপদী-জন্মে পঞ্চ-পতির অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম-মাস-ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। যথা—

"এবং সর্ব্বেষু তীর্থেষু ভ্রমন্তঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পুরুষোত্তমমাসান্তং ব্রতং চেরুর্দ্বিজানতঃ॥
ততস্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্গত-কণ্টকম্।
পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ কৃপয়া মুনে॥"

দৃঢ়ধন্বা-রাজার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি-মুনি দৃঢ়ধন্বার পূর্ব্ব-জন্মে যে ব্রত-প্রকরণ বলিয়াছিলেন, তাহা নারদ শ্রীনারায়ণ-ঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আহ্নিক-বিধি নিরূপিত আছে,

তদ্রূপ সাত্বত-শাস্ত্র ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে পুরুষোত্তম-সেবকের কর্ত্তব্য-বিধান করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান বিষয়ে বলিয়াছেন যে,—

"সমুদ্রগা নদীস্নানমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
বাপী-কূপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ॥
গৃহে স্নানং তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥"

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতী স্নান করিয়া,—

"সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমনক্রিয়াম্।
আচম্য তিলকং কুর্য্যাদ্গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং দ্বত্তাকারং প্রকল্পয়েৎ।
শঙ্খচক্রাদিকং ধার্য্যং গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া॥"

শ্রীকৃষ্ণপূজাই শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে কর্ত্তব্য; যথা—

"পুরুষোত্তম-মাসস্য দেবতা পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েত্তত্র শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্॥"

বাল্মীকি কহিলেন,—হে মুনিগণ! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম-মাসের অধিদেবতা। অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তি-শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। যথা,—

"ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলোপাসনাই কর্ত্তব্য; যথা—

"আগচ্ছ দেবদেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।
রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ পূজনং মম॥"

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে যে-সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকি-কর্ত্তৃক এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

হবিষ্যান্নং চ ভুঞ্জীত প্রথমতঃ পুরুষোত্তমে।
গোধূমাঃ শালয়ঃ সস্যাঃ সিতা মুদ্গা যবাস্তিলাঃ॥
কলায়-কন্দমূলীবা বাস্তুকং হিলমোচিকা।
আম্রকং কালশাকঞ্চ মূলং কঞ্চক কর্কটীম্॥
রম্ভা সৈন্ধবসামুদ্রে লবণে ঘৃতদধিনী।
পয়োঽনুক্তস্তু সারঞ্চ পনসাম্র-হরিতকী॥
পিপ্পলী-জীরকঞ্চৈব নাগরং চৈব ভিন্তিড়ী।
ক্রমুকং লবলী-ধাত্রী কদলীকন্তুরৈক্ষবম্॥
অতৈল-পক্কং মুনয়ো হবিষ্যং প্রবদন্তি চ।
হবিষ্য-ভোজনং নৃণামুপবাস-সমং বিদুঃ॥"

সর্ব্বাণিবাণি যাবেক ক্ষৌদ্রং সৌবীরকং তথা।
রাজমাষাদিকং চৈব রাজিকা মাদকং তথা॥
হিঙ্গুঃ তিল-তৈলঞ্চ তথান্নং শাল্যন্নমিষ্যতম্।
তাবত্তাবৎ ক্রিয়াদ্বৈতং শঙ্খদ্বৈতং বর্জ্জয়েৎ॥
পলাণ্ডুঞ্চ পলাণ্ডুশ্চ পয়সোঽপি পয়স্তথা।
তীর্থং বিনা প্রয়াগঞ্চ পয়সোঽপি পরিত্যজেৎ॥
দেব-বেদ-দ্বিজানাঞ্চ গুরু-গো-ব্রতিনাং তথা।
রাজ-মহতাং নিন্দাং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে।
প্রায়াগমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা অন্নং পর্য্যুষিতং তথা॥
অজা-গো-মহিষী-ছাগাদন্তদ্বাদিচামিষম্।
দ্বিজ-ক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং ভূমিজং তথা॥
তাম্র-পাত্রস্থিতং গব্যং জলং চর্ম্মণি সংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং তদ্বদুচ্যতে॥
ব্রহ্মচর্য্যমধঃ শয্যাঃ পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্।
চতুর্থকালে ভুঞ্জিং চ প্রকুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে॥
রজস্বলাং তাজেন্ নেচ্ছ-পতিতৈস্ত্যক্তাকৈঃ সহ।
দ্বিজ-দ্বিট্-বেদ-বাহৈশ্চ ন বদেৎ পুরুষোত্তমে॥
এভিঃ দৃষ্টং চ কাকৈশ্চ সূতকান্নং চ বর্জ্জয়েৎ।
দ্বিপাচিতং চ যদ্ভান্নং নৈবান্নাৎ পুরুষোত্তমে॥
পলাণ্ডুং লসুনং মূলাং ছত্রাকং গৃঞ্জনং তথা।
নালিকং মূলকং শীঘ্রং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে॥
বহ্বল্পং বর্জ্জয়েৎ কিঞ্চিৎ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তৎপুনর্ব্রাহ্মণে দত্ত্বা ভক্ষয়েৎ নক্তমেব হি॥
কুর্য্যাদেতান্ নিয়মান্ ব্রতী কার্ত্তিক-মাধবোঃ।
পূর্ব্বেদ্যুঃ প্রাতরুত্থায় কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ॥
গৃহীত্বান্নিয়মং ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণং হৃদি স্মরন্।
উপবাসঞ্চ নক্তঞ্চ চৈকভুক্তঞ্চ ভূমতে।
একঞ্চ নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শ্রোতব্যং পুরুষোত্তমে।
তৎপুণ্যং বচসা বক্তুং বিধাতা হি ন শক্নুয়াৎ॥
শালগ্রামার্চ্চনং কার্য্যং মাসে শ্রীপুরুষোত্তমে।
এতন্মাসব্রতং রাজন্ শ্রেষ্ঠং ক্রতুশতাদপি॥
ক্রত্বা কৃত্বাপ্নুয়াৎ স্বর্গং গোলোকং পুরুষোত্তমে॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি সর্ব্বদেবতাঃ।
তত্তদ্দেহে তানি তিষ্ঠন্তি যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমম্॥
কর্ত্তব্যং দীপদানঞ্চ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তিল-তৈলেন কর্ত্তব্যং দর্পিষা বৈষ্ণবে সতি॥

তমোর্দ্ধযো ন কিঞ্চিত্তে কানলে বলতোঽধুনা।
ইক্ষুনীজেন তৈলেন দীপঃ কার্য্যস্ত্বয়ানঘ॥
যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং তন্ত্রাণি সকলান্যপি।
পুরুষোত্তম-দীপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, শালি-তণ্ডুল, মুদ্গ, যব, তিল, মটর, কাঞ্জনী-তণ্ডুল, উড়ী-তণ্ডুল, বাস্তুক-শাক, হিলমোচিকা শাক, অম্লেক, কালশাক মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্র-লবণ, ঘৃত, দুগ্ধ, অম্লরহিতদধিসার, পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঁঠ, তেজপাত, ক্রমুক, আতা, আমলকী-ফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈল-পক্ক ব্যঞ্জনাদি-দ্রব্য,—এই সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল। সর্ব্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটী-ফল, রাই-সর্ষপ এবং সমস্ত মাদক-দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি দাল, তিল, তৈল, কাঁকরযুক্ত অন্ন, ভাবদুষ্ট, ক্রিয়াদুষ্ট ও সঙ্গ-দুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জ্জন করিবে। পরান্ন-ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন, তীর্থযাত্রা-বিনা দূরদেশ ও পরদেশ-গমন পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহাজনের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে। জন্তুর অদোহৃত দুগ্ধ, আমিষ ও ফলের মধ্যে জীর অর্থাৎ ধোঁড়ানেবু—আমিষ। ধান্যের মধ্যে মহুরিকা ও পর্য্যুষিত অন্ন—আমিষ। অজা, গো, হরিণের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধই আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও ভূমি-জাত লবণ, তাম্রপাত্রস্থিত দধি, চর্ম্মস্থিত জল ও নিজের অন্ন পাচিত অন্ন—আমিষ-মধ্যে গণিত। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থকালে ভোজন পুরুষোত্তম-মাসে প্রশস্ত। রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজ-দ্বেষী, বেদ-বাহ্য, এইসকলের সহিত আলাপ করিবে না। এইসকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাক-দৃষ্ট-অন্ন, মৃতকান্ন, দ্বিপাচিত-অন্ন ও দগ্ধান্ন খাইবে না। পলাণ্ডু, লশুন, মূলা, হুলহুক, গাজর, নালিতা, কেমুক-নামক-মূলক, শল্লিনা, এইসমস্ত বর্জ্জন করিবে। পুরুষোত্তম-মাস বিগত হইলে ঐ বর্জ্জিত দ্রব্য-সকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবেক কার্ত্তিক এবং মাঘেও এইসকল নিয়মে ব্রত করিবে। প্রাতঃ-কালে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক শ্রীগুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। ব্রত তিন-প্রকার অর্থাৎ উপবাস, নক্তহবিষ্যান্ন-গ্রহণ ও এক-ভোজন-ব্রতীর পক্ষে যেটী কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। ভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রাম-শিলায় অর্চ্চন করিবেন। এই মাসে ব্রত শত ক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, ক্রতু করিয়া স্বর্গলাভ হয়। যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থ, ক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন। পুরুষোত্তম-তুষ্টির জন্য দীপ দান করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিগ্রীব! তোমার বনবাসে ঘৃত ও তিল-তৈল পাওয়া যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপ দান কর। অষ্টাঙ্গ-যোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্য-জ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিকক্রিয়া পুরুষোত্তম-মাসে দীপ দানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

এই ব্রত-উদ্‌যাপন সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিলেন,—হে মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত-মনে উদ্‌যাপন ক্রিয়া করিবে। পদ্ম-ধ্যানের দ্বারা অতিসুন্দর সর্ব্বতো-ভদ্র রচনা করিবে। চারিটী কলস বস্ত্রালোপরি স্থাপন-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চতুর্ব্যূহ-প্রীতি-কামনায় শ্রীফলান্বিত করিবে। লম্বমান বেষ্টিত পান দ্বারা চতুর্ব্যূহ স্থাপন করিবে। শ্রীরাধামাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ বৈষ্ণবাচার্য্যকে বরণ করিবে। চতুর্ব্যূহ জপ করিয়া—চতুর্দ্দিকে চারিটী দীপ প্রজ্বলিত করিবে। ক্রমে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সশীষ নারিকেলাদি অর্ঘ্য দান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র,—

"নমো নমো নমস্তভ্যং পুরাণ পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে॥"

এই মন্ত্র বলিয়া নমস্কার করিবে,—

"বন্দে নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্"॥

তদনন্তরে তিল-হোম করিয়া নীরাজন করিবে। নীরাজন-মন্ত্র এই,—

"নীরাজয়ামি দেবেশনিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকায়মণং প্রেম্ণা কোটিকন্দর্পসুন্দরম্॥"

অথ ধ্যান-মন্ত্র,—

"অন্তর্জ্যোতিরনন্ত-মন্ত্ররচিতে সিংহাসনে সংস্থিতম্।
বংশীনাদ-বিমোহিত-ব্রজবধূ-বৃন্দাবনে সুন্দরম্॥
ধ্যায়েদ্‌রাধিকয়া সকৌস্তুভমণি-প্রদ্যোতিতোরস্থলম্।
রাজদ্বর্হ-কিরীট-কুণ্ডলধরং প্রত্যগ্র-পীতাম্বরম্॥"

ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে,—

"নৌমি নবঘনশ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্রীবৎস-ভাসিতোরস্কং রাধিকা-সহিতং হরিম্॥"

পরে গুরু-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে সংপুটিত কাংস্যপাত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণ-দিগকে ঘৃতপায়স ভোজন করাইবে। পরে সকলকে অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। উদ্‌যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

এই শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিধি নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত সর্ব্ব-বর্ণধর্ম্ম-পরায়ণ ধার্ম্মিক-লোকের পালনীয়। গ্রন্থশেষে নৈমিষক্ষেত্রে শ্রীসূত-গোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন,—

"ভারতে জন্মলাভায় পুরুষোত্তমমুত্তমম্।
ন সেবন্তে ন শৃণ্বন্তি গৃহসক্তা নরাধমাঃ॥
গতাগতং তজন্তেঽত্র দুর্ভগা জন্মজন্মনি।
পুত্রমিত্রকলত্রাপ্ত-বিয়োগাদ্দুঃখভাগিনঃ॥
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রান্যুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎ পর-শয্যায়াং নাশনেৎ বিতথং ক্বচিৎ॥
পরাপবাদান্ ব্রূয়ান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাৎ পরক্রিয়াম্॥
বিত্ত-শাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং যচ্ছান্বিতোদয়ে।
বিত্তবানে ধনে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ।
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দত্ত্বা ভোজনমুত্তমম্।
দিনেভাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদাত্মিকম্॥
তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন সংসেব্য পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্ব-সাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থ-ফলদায়কঃ॥
গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকা-প্রিয়ম্॥
কৌণ্ডিন্যেন পুরা-প্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নরেন্দ্রেন্দ্র্য পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ॥
শ্যামেন্দ্রবদন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
লসৎপীতপটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥
ধ্যায়ং শ্যামং নরেন্দ্রাদ্য পূজয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাকীষ্টং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ॥"

ভারতভূমিতে জন্মলাভ করিয়া যে গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-কথা শ্রবণ এবং ব্রত পালন করে না, সেই দুর্ভগগণ জন্ম-মরণ এবং পুত্র, মিত্র, কলত্র ও নিজ-জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভাগী হয়। হে দ্বিজবরগণ! এই পুরুষোত্তম-মাসে বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎ শাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পর-শয্যায় শয়ন এবং অনিষ্ট বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা-বাক্য আলাপ করিবে না। পরান্ন ভোজন ও পরক্রিয়া করিবে না। বিত্ত-শাঠ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরবগমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ-রাজগণ পুরুষোত্তমকে আরাধনা করিয়া ভগবৎধামলাভ লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-প্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তমের সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা—সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বার্থ ফলদায়ক। 'গোবর্দ্ধন-ধরং'প্রভৃতি মন্ত্রটী পূর্ব্বে কৌণ্ডিন্যমুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে এই মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে প্রাপ্ত হইবে। নবঘন-বিনিন্দ-মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

পরমার্থী তিনপ্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল—স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষেই বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-মাঘ-ব্রত-পালনের নিয়মানুসারে পুরুষোত্তম-ব্রত

পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ-ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি-দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ-সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ লীলানুসারে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন; যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে চতুর্দ্দশোপদেশে বিষ্ণুরহস্য-বাক্য,—

"ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ॥"

যাঁহাদের মতি ভক্তি-পূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা; সকলসময়েই স্বাভাবিকী ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন,—

"এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কৃত্যতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
তাবেন কেনচিৎ শ্রেষ্ঠ শ্রীমৎপাদাম্বুজ-সেবনে।
তাদিচ্ছৈষাং স্বতন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥
বিধিভেদেন নিত্যেষু সর্ব্বত্রৈব স্বয়ং হিতে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং জাতি মাহাত্ম্যাং লিখিতং হিতম্॥"

একান্ত ভক্তভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণস্মরণ আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া হয় না। ঐকান্তিক ভক্তগণ ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরম প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয়-পালনে তাঁহারা এতদূর আগ্রহবিশিষ্ট যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রিসেবা কোন বিশেষ-ভাবের সহিত করিতে করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়, সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার সহিত এবং রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে-সকল বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তি-ভক্তদিগের বিধি-বাধ্য-ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তিভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত-ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

এ বৎসর শ্রাবণ-মাসই 'অধিমাস'। ভক্তগণ ঘনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও একান্ত-ভাব-ভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম-মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং 'অধিমাস'—ভক্ত-মাসেরই প্রিয়মাস, যেহেতু ঘটনা-ক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

গীর্ণার-পর্ব্বতে প্রভুপাদ

(প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে সঙ্কলিত)

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা গীর্ণার-পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিয়দ্দূর চলিতে চলিতে শ্রীমান্ কৃষ্ণবাবু বিশেষরূপে পথশ্রমের শ্রম অনুভব করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ গীর্ণার আরোহণ-কালে যে কিরূপ অত্যধিক শ্রম হয়, ইহা ভুক্ত-ভোগিগণই জানেন। আমি বহুবার তাঁহাকে আমার দোলায় আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু, আমার পথশ্রান্তি হইবে জানিয়া তিনি পুনঃ পুনঃই উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভক্তি-মধুকর দোলায় আরোহণ করিয়া কোনও পথশ্রম জানিতে না পারায় বলিতে লাগিলেন, 'এত অধিক শুল্ক দিয়া দোলা গ্রহণ না করিলেও চলিত।' কিন্তু আচার্য্যত্রিক তাঁহার সেই ভ্রমাপনোদনের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে আরোহণ-ক্লেশের কথা বুঝাইতে সমর্থ হইলেন না। তিনি, স্বীয় দীনাতুর অবস্থায় আরোহিত্ব পরিহারপূর্ব্বক সৌজন্যের আবরণে একবারও তাঁহার সোপানারোহণ-ক্লিষ্ট মিত্রবরকে তাঁহার স্থানে অভিষিক্ত করিবার অনুরোধ করেন নাই। ভক্তিমধুকর যদি জানিতেন যে, পদব্রজাবলম্বনে সোপানা-রোহিগণের সত্য সত্যই ক্লেশ হইতেছিল, তাহা হইলে, বোধ করি, যান-সৌধ কিয়ৎক্ষণের জন্যও ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সেবোন্মুখের ক্লেশ অপনোদন করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেন। কি করিতেন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা তাঁহার বিচারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারি নাই। তবে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণজনের ইন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা—প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে স্বভাব হইতেই বর্ত্তমান।

প্রায় সহস্র সোপান অতিক্রম করিয়া আমরা রামানন্দি-সম্প্রদায়ের ব্রহ্মাদ্রি-জৈনদের একটী মন্দির প্রাপ্ত হইলাম। তথায় কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিয়া এবং দোলা-বাহকগণকে বিশ্রাম করাইয়া আমরা কিছু পথ পদব্রজে গেলাম। এই সময়ে জুনাগড় হইতে আগত কতক জন ব্যক্তি সোপানারোহণ আরম্ভ করিলেন, বুঝিতে পারিলাম। তাঁহাদিগকে দেখা

না গেলেও উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান-ফলে তাঁহাদের পদব্রজে আগমনের কথা জানিতে পারিলাম। একজন যাত্রী সামান্য কএকগত সোপান আরোহণ করিয়া-মাত্র আরোহণের ক্লেশ তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বাধা দিল। অপর একব্যক্তি সপ্ত সোপান অতিক্রম করিয়াই, পদব্রজে গমন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব জানিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার শরীর শীতের দিনেও ঘর্ম্মসিক্ত হইয়াছিল এবং শ্বাসাদির ক্রিয়ায়ও তিনি ক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন।

জুনাগড়ের বাসায় অমদায় বিঠলাচার্য্য পণ্ডিত-মহাশয় অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সোপানারোহণের ক্লেশ হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য, অথবা, বোধ করি, জিনাধ্যুষিত প্রদেশ-বিশেষ জ্ঞান করিয়াই গীর্ণার-পর্ব্বতে উঠিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। জুনাগড় হইতে গীর্ণার-পর্ব্বতের সানুদেশে আসিতে পথের দক্ষিণধারে বজ্রনাভনির্ম্মিত দেবমন্দির ও দামোদর-কুণ্ড অবস্থিত আছে, জানিলে, পণ্ডিতমহাশয় ঐ কুণ্ডে স্নান করিবার নিশ্চয়ই পক্ষপাতী হইতেন এবং ভগবদ্দর্শনে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তদ্ব্যতীত রোহটনাথের শ্রীমূর্ত্তি, জৈনদিগের গিরি অতিক্রম করিয়া পদ্মোত্তরী এবং বৈষ্ণবগণের দেবালয়-সমূহও তথায় অবস্থিত ছিল। বিশেষতঃ, সমুন্নত-গিরিশৃঙ্গে দত্তাত্রেয়-মুনির চরণ-পাদুকা-দর্শন ভক্তগণের অবশ্যই ব্যাপার নহে। উহা 'চরণ-পাদাড়ী' নামক একটী বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই মূল-স্থান। অম্বা-দেবীর মন্দির মধ্যপথে অবস্থিত। পশ্চিম-ভারতে নানা স্থানে অম্বাদেবীর বিগ্রহ ও মন্দিরসমূহ অবস্থিত আছে। উত্তরভারতে বা বঙ্গদেশে এই প্রকার বিচারে অম্বাদেবীর পূজা-পদ্ধতি অধিক প্রচলিত নাই। অতি-পূর্ব্বে মহিলা 'কালনা' নামক গ্রামে অম্বা-দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকায় ঐস্থান 'অম্বিকা' এবং ঐ প্রদেশ 'অম্বুয়া-মুলুক' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। আবু-পর্ব্বতে জৈনমন্দিরের এক কোণে অম্বা-দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন, দেখিয়াছিলাম। নানা-স্থানে জৈনমন্দিরের অম্বাদেবীর অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া মনে হয় যে, অম্বা-দেবী হিন্দু ও জৈন, উভয় সম্প্রদায়েরই পূজ্যা দেবী। শাক্তের-মতবাদিগণ অম্বার উপাসনা করিয়া থাকেন।

গীর্ণারে অনেকগুলি জৈনমন্দির আছে। উহা পর্ব্বতের সানুপ্রদেশ হইতে গোরক্ষনাথের শিখরদেশের মধ্যবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত। জৈন মন্দিরগুলির উপরিভাগে পর্ব্বত-চূড়ায় অম্বা-দেবী অবস্থিত, গোরক্ষনাথ তদুপরি উচ্চশৃঙ্গে বিরাজ-মান। গোরক্ষনাথ-নামক কোন মূর্ত্তি বা বিগ্রহ সেখানে দেখিলাম না। উহা নিরাকারবাদি-সম্প্রদায়ের পূজ্যস্থান-বিশেষ। সেখানে একটি ওঙ্কারাঙ্কিত শৈব-ধ্বজাদীর সহিত সাক্ষাৎকার-লাভ ঘটিল। তিনি তথায় যাত্রিগণের নিকট হইতে গোরক্ষনাথের উপলক্ষণে কিঞ্চিৎ ভেট আদায় করেন এবং কৃপা-পরবশ হইয়া নিজের ধুনি হইতে কিছু কিছু ভস্ম দান করেন। এখানকার জৈনদিগের মন্দির আবু গিরিস্থ মন্দিরের অনুকরণে ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত। এখানেও ঋষভদেব নেমিনাথ ও অন্যান্য ২৩ সংখ্যক তীর্থঙ্করগণের বিভিন্ন স্থান চতুষ্কোণাকার প্রাঙ্গণের চারিপার্শ্বেই অবস্থিত। মর্ম্মর-প্রস্তরের কোন-কোন মন্দিরও ক্রমশঃ সংস্কারমুখে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর, উভয় সম্প্রদায়েরই বিভিন্ন দেবালয়সমূহ এখানে বর্ত্তমান। জৈন-সেবকগণের বিনয়-নম্র স্বভাবের পরিবর্ত্তে এখানে কিছু উগ্রতা পরিলক্ষিত হইল। সম্ভবতঃ, এতৎপ্রদেশের হিন্দুগণ জৈনগণের সহিত সদ্ভাব পোষণ না করায় স্বভাবতঃ তাঁহারা হিন্দুগণের সহিত মৎসরভাবাপন্ন। ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ লইয়া পরস্পরের মধ্যে দৌরাত্ম্যভাব-প্রদর্শন শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত-জনগণে পরিলক্ষিত হয় না। তবে প্রাকৃত-সহজিয়া-বিশ্বাসের আশ্রয়কারিগণ শুদ্ধভক্তগণের প্রতি যে মৎসরতা প্রদর্শন করেন, তাহা বর্ত্তমানকালের ভারতের পশ্চিমাংশের জৈনগণের অনুসরণ মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—মানদ-ধর্ম্ম না থাকিলে, স্বয়ং অমানী না হইলে, আপনাকে নিরভিমান মনে না করিলে, এবং তরুসদৃশ সহিষ্ণু না হইলে, নিরন্তর হরিকীর্ত্তনের অধি-কার হয় না। বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণবই সর্ব্বাপেক্ষা বড়,—এ বিষয় যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়;—তন্মধ্যে একশ্রেণী-প্রাকৃত-অভিমান-যুক্ত হইয়া শুদ্ধভক্ত; অপরশ্রেণী—প্রাকৃত-অভিমান-প্রসূত বিদ্ধ-ভক্তাভিমানে উদ্ধত। অপ্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্মাবলম্বনেই শুদ্ধ-ভক্তগণের অবস্থিতি; আর প্রকৃতি সহজাত-গুণত্রয়ের কল্পি-সূত্রে বৈষ্ণবাভিমানে বিদ্ধভক্তিকেই ভক্তি-নামে প্রচলনশীল বিদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের অবস্থান। যেখানে প্রাকৃত অভিমান অপ্রাকৃত ভক্তিধর্ম্মকে আচ্ছাদন করিয়াছে, সেইখানেই মুক্ত-বৈষ্ণবাভিমান প্রাকৃত-সহজিয়াকে অষ্টসাত্ত্বিক আত্মিক-বিকারের অভিনয়কারিরূপে সাজাইয়াছে। উহাই গৌণী

ভক্তি। 'গৌণী ভক্তি' বলিলে সাধিকী ভক্তিকেও বুঝায়। তজ্জন্য প্রাকৃত সহজিয়াগণের চেষ্টাকে 'হরিভক্তি কল্পলতিকা'র লেখক 'রাজসী' ও 'তামসী' ভক্তি-নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহা ভক্তিপক্ষ নাড়া নহে। বিদ্ধা ভক্তি বা 'সোণার পাথর-বাটী' মিশ্রভক্তি শব্দে কথিত হইলেও উহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অভীপ্সিত উপদেশ নহে। কেবলা-ভক্তির বিচার দেখাইবার জন্য মিশ্রভক্তির কথা উত্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা শুদ্ধ শ্রদ্ধাহীন জনগণের নিম্নস্থল ভূমিতে অবস্থিত। কেবলা-ভক্তিই আত্মবিদ্গণের বৃত্তি। অনাত্ম-ধর্ম্মপ্রবণ আত্মবিদভিমানী অনভিজ্ঞগণ কেবলা-ভক্তি বুঝিতে পারেন না বলিয়া, কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শুদ্ধা ভক্তির উদ্দিষ্ট ব্যাপার হইতে পৃথক্ হইলেও অনধিকারীর জন্য উহাদিগকে সমপর্য্যায়ে গণনা করা হইয়া থাকে। কর্ম্মমিশ্রভক্ত্যধিকারে বিষয়ভোগের সহিত ঈশ্বর-বিষয় কৃষ্ণকে ন্যূনাধিক আবৃত করিয়া স্বভোগ-তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাই প্রেম-শব্দে উদ্দিষ্ট হয় এবং তাহাই কেবলা-ভক্তির প্রয়োজনীয় তত্ত্ব। প্রাকৃত সহজিয়াগণ আপনাদিগকে 'আউল'-'বাউলাদি' ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক দম্ভবশে ভক্ত-পর্য্যায়ে পরিগণিত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। উহাদিগকে 'গুরুসঙ্গ' জানিয়া অমিশ্র শুদ্ধ-ভক্তগণ আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব-দাস' বলিয়া অভিমান করেন,—আপনাদিগকে বৈষ্ণব বোলাইয়া অপরের উপর গুরু-গিরি করিবার জন্য ব্যস্ত হন না। বিষ্ণুভক্তিহীন বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তি প্রাকৃত রাজ্যে 'প্রভু' হইবার বাসনা করায় তিনি অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা জীববিশেষ। তাঁহাকে তোষামোদ করিবার জন্য বিদ্ধভক্ত জানিয়াও শুদ্ধভক্তশ্রেণীতে গণনা করিলে গৌণভাবে তাঁহার প্রতি হিংসাই করা হয়। অবাক্-বাগ্বেগ-সম্পন্ন জনগণ লোকের অনুগত আকাঙ্ক্ষা করিয়াই বহুমীবের বিদ্ধভক্তি অপসারিত করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রদানে যত্ন করেন না এবং বলেন যে, শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ও বিদ্ধ বৈষ্ণবগণকে আদর করেন না। সুতরাং তাঁহারাও অনুদার। 'আমি—নবদ্বীপ বৈষ্ণব' 'আমি—কাপালিক বৈষ্ণব' প্রভৃতি বিদ্ধভাব কেবলা-ভক্তির বাধক আত্মবিদ্গণকে কখনও বিদ্ধ করিতে পারে না। 'আমি—জাতি-বৈষ্ণব' 'আমি জাতি-গোস্বামী', 'আমি—বয়স প্রাচীন বৈষ্ণব', 'আমি—এম,-এ, বি এল পাশ করা বাউল বৈষ্ণব' প্রভৃতি বদ্ধা-ভিমান—প্রাকৃত সাহজিক বিদ্ধবৈষ্ণবের। উহাও আদর করিতে গিয়া কর্ম্মমিশ্রভক্তিপরায়ণ জনগণ কেবলা ভক্তির সন্ধান পান না। প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচারপ্রণালীতে কৃত্রিম অই সাহিক ভাব লোকসংগ্রহের জন্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু শুষ্কতর্কগণ—যাঁহারা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পাঠ করিয়াছেন, অথবা নিকপাধি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ঐ প্রকার চেষ্টা হাস্যোদ্দীপকমাত্র। যাঁহারা ধনমদে গর্ব্বিত হইয়া, ধনদ্বারা ভক্তি অর্জ্জিত হয়, মনে করেন, যাঁহারা কুলমদে গর্ব্বিত হইয়া কুলমর্য্যাদাকেই পরমার্থের মেরুদণ্ড বলিয়া জ্ঞান করেন, যাঁহারা বিদ্যা-মদে প্রমত্ত হইয়া আধ্যক্ষিক-বিচারকেই 'জ্ঞান' শব্দে অভিহিত করেন, এবং তাদৃশ বিচার অবলম্বন করিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে কৃষ্ণজ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন, যাঁহারা তপো-মদে মত্ত হইয়া পৃথক্‌স্থিত শুষ্কতর্ককে কর্ম্মী বা জ্ঞান-সন্ন্যাসীর নিম্নস্তরে স্থাপন করেন, তাঁহারা বিদ্ধ-ভক্তি-বিচারে পারঙ্গত হইয়া প্রাকৃত সাহজিক-ধর্ম্ম-বাজীর ত্রয়োদশ-প্রকারের অন্যতম শ্রেণীভুক্ত সংজ্ঞা লাভ করেন। আধ্যক্ষিক-বিচারসম্পন্ন নয়জাতি যে ধর্ম্মসমূহের আবাহন করেন, উহা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে আত্ম-ধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম নহে। উহার সহিত নশ্বর প্রাপঞ্চিক ভাব বিজড়িত।

গোবর্দ্ধনাথের পর্ব্বতশিখর হইতে কিছুদূর উত্তরণ করিয়া পুনরায় কিছুদূর আরোহণ করিলেই 'চরণপাহাড়' লাভ করা যায়। গোবর্দ্ধনাথের শৃঙ্গটী গীর্ণার-পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ বলিয়া আমাদের মনে হইল। চরণপাহাড়ে উঠিতে কতক-গুলি সিঁড়ি নষ্ট হওয়ায় আরোহিগণের বিশেষ ক্লেশের কারণ হইয়াছে। আমরা বহু কষ্টে শ্রীদত্তাত্রেয়ের চরণ দর্শন করিলাম।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদত্তাত্রেয়কে পঞ্চবিংশতি-লীলাবতারের অন্যতম অষ্টম-অবতাররূপে গণনা করা হইয়াছে। দত্তাত্রেয় কপিল, ঋষভ, বেদব্যাস ইঁহাদেরই মত চিরস্থায়ী বিস্তৃত-কীর্ত্তি এবং ভূমি-চেষ্টাযুক্ত প্রাক্‌বাবন্ধ অবতার। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম-স্কন্ধের তৃতীয়-অধ্যায়ে লিখিত আছে—(ভাঃ ১।৩।১১) "অত্রিপত্নী অনসূয়া-দ্বারা প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু তদীয় ষষ্ঠ-অবতারে ব্রহ্মবি অত্রি হইতে 'দত্ত' নামক পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়া অলর্ক

বিপ্রকে এবং প্রহ্লাদ, যদু ও কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি রাজগণকে আত্মীক্ষিকী তত্ত্ববিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।" শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়-স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে;—"অনন্যকামী মহর্ষি অত্রির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—'আমা-কর্ত্তৃক আমি দত্ত হইলাম' অর্থাৎ আমি আমাকে তোমায় দিলাম, সেই জন্যই তিনি 'দত্ত' নামে প্রকটিত হইলেন; তাঁহার পাদ-পদ্ম-রেণু-দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া যদু ও হৈহয় (কার্ত্তবীর্য্য) প্রভৃতি রাজগণ ঐহিক ও পারলৌকিক অথবা মুক্তি-মুক্তিত্রয় যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন (ভাঃ ২।৭।৪)।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, "অত্রি-পত্নী অনসূয়া-দ্বারা প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু অত্রির পুত্রত্ব স্বীকার করেন। স্বেচ্ছাক্রমে নরবপুধারী সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অনসূয়াকে বর দানে করিয়া তাঁহার গর্ভে অত্রির পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তিনি—শ্রীদত্তাত্রেয়-নামে বিখ্যাত ও যতি-বেশে বিভূষিত।" লঘু-ভাগবতামৃতের টীকায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন,—"অত্রি-দ্বারা ভগবৎসদৃশ পুত্রোৎপত্তি-প্রার্থনাই চতুর্থ স্কন্ধের এবং অনসূয়া-দ্বারা ভগবানকে সাক্ষাৎপুত্ররূপে প্রার্থনাই প্রথম-স্কন্ধের অভিপ্রায় এবং শেষোক্ত মতেরই পোষক-সূত্রে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বাক্য বুঝিতে হইবে।" মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৬।১৯শ অধ্যায়ে দত্তাত্রেয়-সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—"কুশীক-বংশীয় কোন কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ পূর্ব্বকালে প্রতিষ্ঠানপুরে বাস করিতেন, তাঁহার পতিব্রতা পত্নী প্রাণ-পণে পতি-সেবা করিতেন, এমন কি, সেই কুষ্ঠী বিপ্র একদিন কোন সুন্দরী বেশ্যার নিকট অভিগমন করিতে ইচ্ছা করিলে সেই পতিব্রতা পতিকে বেশ্যার নিকট লইয়া গেলেন। সাধ্বী বিপ্র-পত্নী ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছন্ন রাত্রিতে কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত পতিকে স্কন্ধে করিয়া বারবিলাসিনীর গৃহে যাইবার জন্য বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে শূল-বিদ্ধ অণীমাণ্ডব্য-ঋষি ছিলেন, অন্ধকারে সেই ঋষির গায়ে কুষ্ঠী বিপ্রের পা লাগিয়া গেল; মাণ্ডব্য-ঋষি তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন,—"যে দুরাত্মা পদ-দ্বারা আমাকে ঠেলিয়া গেল, সূর্য্যোদয়-মাত্র সে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।" সাধ্বী বিপ্র-পত্নী পতির প্রতি সেই দারুণ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"সূর্য্যের আর উদয় হইবে না।" সতীর এই কথায় সূর্য্যের আর উদয় হইল না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ মহর্ষি অত্রির মহাসাধ্বী মহাদর্শিনী অনসূয়া-দেবীর সাহায্যে ঐ পতিব্রতাকে আশ্বাস দিয়া সূর্য্যোদয়ের আদেশ লইয়া সৃষ্টি রক্ষা করেন। বর-গ্রহণ-কারণের জন্য যাচিত হইয়া দেবী "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যেন আমার গর্ভে আবির্ভূত হন"—এই বর চাহেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেইরূপ বর প্রদান করিলে যথাকালে অনসূয়া-গর্ভে ব্রহ্মা 'সোম'রূপে, বিষ্ণু 'দত্তাত্রেয়'রূপে ও শিব 'দুর্ব্বাসা'রূপে অবতারগ্রহণ করেন। হৈহয়পতি অত্রির অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ দত্তাত্রেয় সপ্তম-বিবরে বাতুকুক্ষি হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। তিনি অনেক দৈত্যের দলন ও বিপ্রের পালন করিয়াছিলেন। এক সময়ে দত্তাত্রেয়ের সহিত যুদ্ধে পরাজিত দেবগণের সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগকে জয়ী করেন। তিনি মহা-যোগী। অলর্ক প্রভৃতি রাজর্ষি তাঁহার নিকট যোগোপদেশ লাভ করিয়াছেন (ব্রহ্মাণ্ড ও আদিত্য-পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৫-১৯ অঃ)। ইহার পুত্রের নাম নিমি—'দত্তাত্রেয়স্য পুত্রোঽহমুৎ নিমির্নাম তপোধন" (ভারতে অনু ৯১ অঃ)। ইনি বিদেহরাজ নিমি হইতে পৃথক্। ভগবদবতার স্বয়ম্ভুদেবের দোহাই দিয়া যেরূপ নানাবিধ পাষণ্ড মত জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তদ্রূপ ভগবদবতার দত্তাত্রেয়ের দোহাই দিয়াও নানাবিধ অবৈধ পাষণ্ড-মত জগতে প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। দত্তাত্রেয়ের নাম করিয়া একশ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী যোগী ও নির্ভেদ-জ্ঞানি-সম্প্রদায় জগতে বিষ্ণু-বিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। দত্তাত্রেয়ের নামে কতিপয় নির্ব্বিশেষ মত প্রতিপাদক ভাগবত-সিদ্ধান্ত-বিরোধী গ্রন্থাদিও প্রচারিত আছে। দত্তাত্রেয়-গোরক্ষ ও দত্তাত্রেয়োপনিষৎ, দত্তাত্রেয়-তন্ত্র, দত্তাত্রেয়-চক্রিকা, দত্তাত্রেয়-পটল, দত্তাত্রেয়-সংহিতা, দত্তাত্রেয়-স্তবন প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধী গ্রন্থ। জৈনগণের নিকটও দত্তাত্রেয় পূজিত হইয়া থাকেন। বিশ্বকোষ্ঠকার-রচিত দত্তাত্রেয়-মাহাত্ম্যে এ সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায়।

বুদ্ধ, ঋষভদেব ও দত্তাত্রেয় প্রভৃতি ভগবদবতারগণের নাম লইয়া জগতে বৌদ্ধ, জৈন ও নানা-প্রকার ভাগবত-ধর্ম্ম-বিরোধী নির্ব্বিশেষ-যোগ-মতাদি প্রচারিত হইয়াছে। যেরূপ শ্রীচৈতন্যচরণানুরাগী শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতিগোস্বামী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী প্রভৃতির মতগুলিকে

ইহাদিগকে দেখাই দেওয়া সত্ত্বেও 'অসম্মত' বলিয়া বর্জ্জন করিয়া থাকেন সেইরূপ শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্মানুগামী সুকবিগণও ভগবদবতার বুদ্ধ, ঋষভ বা দত্তাত্রেয়ের নামে প্রচলিত বৌদ্ধ, জৈন ও নির্ব্বিশেষ যোগমতাবলম্বিগণের অপ-সাম্প্রদায়িক অসম্মতগুলিকে পাষণ্ড-মত-জ্ঞানে বর্জ্জন করেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ভগবদবতার দত্তাত্রেয় হইতে যোগোদ্ভাসনাবে যোগ-সম্পত্তি লাভ করিয়া বঞ্চিত হইয়াছিলেন; কারণ মহর্ষি বশিষ্ঠ, ঋষভদেব প্রভৃতি ঋষিগণের তপস্যার বিঘ্ন করা হেতু মহতের চরণে অপরাধ হওয়ায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরশুরাম-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন। দত্তাত্রেয় হৈহয়াদি রাজগণকে যে আন্বীক্ষিকী তত্ত্ববিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মৎস্যপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা দ্বিবিধা,—একটী কুতর্কাত্মা অপরা-বিদ্যা, আর একটী পরা-বিদ্যা। ভগবান্ দত্তাত্রেয় অসৈব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণকে কুতর্কাত্মা আন্বীক্ষিকী-বিদ্যা-দ্বারা মোহিত ও সৈব-প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে পরবিদ্যা-দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন। ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ পরবিদ্যাশ্রিত; তাঁহারা দত্তাত্রেয়ের অসুর-মোহন-চেষ্টা গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে পাষণ্ড-দলনকারী ভগবদবতাররূপে দর্শন করেন।

গোরক্ষনাথ-সম্বন্ধে বহুপ্রকার কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। কনফুট যোগী প্রভৃতি শৈব সম্প্রদায় ইঁহাকে শিবাবতার বলিয়া পূজা করেন। কোন কোন মতে গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র। কেহ কেহ বলেন,—কবির ও গোরক্ষনাথ সম-সাময়িক লোক। হঠযোগ-প্রদীপিকা প্রভৃতি পুস্তকে গোরক্ষনাথ নবনাথের 'এক নাথ' অর্থাৎ গুরু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গোরক্ষনাথ হঠযোগের প্রচারক ছিলেন। ইনি নানাপ্রকার যৌগিক-বিভূতি প্রদর্শন করিয়া প্রাকৃত লোকসমূহের মধ্যে মহাসিদ্ধ যোগী পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শুদ্ধ-ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বিগণ হঠ যোগ বা রাজ-যোগাদি দেহ ও মনোধর্ম্মকে অধিক মূল্য প্রদান করেন না। যাঁহারা আত্ম-বঞ্চিত হইতে চান, সেইসকল মায়া-প্রসূত-জীবেরই তত্ত্বসাধনে ও সিদ্ধিতে রুচি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, প্রাকৃত-লোকের মধ্যে বেলালের তুলারময় গিরিকন্দর হইতে ভারতের বহু-স্থানে গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে অনেকপ্রকার অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। যোগীগণ গোরক্ষনাথকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত যে, গোরক্ষনাথ নেপালে আগমন করিয়া যে অঞ্চলে বাদশ বর্ষকাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থান ও তদ্দেশবাসিগণ গোরক্ষনাথের নামানুসারে 'গোর্খা' নামে পরবর্ত্তিকালে প্রচারিত হইয়াছেন।

কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত গোরক্ষনাথের তুলনা করিয়া বলেন যে, যে-সময় শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশে প্রেম-ধর্ম্মের প্লাবন আনিয়া অনিকেত দীন-দরিদ্র হইতে প্রাসাদারূঢ় মহারাজাধিরাজগণকেও নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, সেই সময় গোরক্ষনাথও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে অসাধারণ যোগ-কৌশল বিভূতি-দ্বারা সর্ব্বপ্রকার লোককে যোগ-মার্গে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; সুতরাং উভয়েই জগতের সম উপকারক। শ্রীচৈতন্যদেব জগতে যে অমন্দোদয় দয়া উপকার করিয়াছেন, তাহার সহিত অন্য কোন মন্দোদয়-দয়া উপকারের তুলনা হয় না। শ্রীচৈতন্যদেব কাহাকেও বঞ্চনা করেন নাই; কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবেরই নিমুখ-বিমোহিনী বহিরঙ্গা-শক্তিতে কিঞ্চিৎ শক্তিশালী অন্যান্য ব্যক্তিগণ জগতে উপকারকের সজ্জায় ভবব্যাধি-পীড়িত প্রাকৃত-লোকগণকে আপাত-প্রেয়ঃ প্রদান করায় তাহাদের নিকট 'উপকারক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া জগতের যে মহা-অপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার দূষিত বায়ু নিরাস করিবার জন্য চৈতন্য-চরণানুগামী শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রযত্ন স্বীকার করিলেও দুর্ভাগা আত্ম-বঞ্চনাকামী জীব কুপথ্যরূপ প্রেয়কেই পরম-উপাদেয় বলিয়া বরণ করিতেছেন এবং জগতের সহিত সত্তের সমন্বয় বা যোগাযোগ দিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তগণের দয়ার তুলনা হইতে পারে না, তাঁহারা কাহাকেও বঞ্চনা করেন না, প্রেয়ের নামে প্রেয়ঃ প্রদান করিয়া লোকদিগকে বিমুখ-পথের চির যাত্রী করেন না।

সাধক-জীবনের দুই একটী কথা

সাধক-জীবনের চারি-সোপানার ধারে কাহেও না যাইতেই আমাদের অনেককে এক-গণ্ডুষে সিন্ধির সোম-রস-সমুদ্র-পানের পিপাসায় আকুল-অস্থির দেখিতে পাওয়া

যায়। আমরা যদি সিদ্ধির আদর্শ জানিয়া লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম, তাহা হইলে কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তরতম উদ্দেশ্য তাহা নহে। আমরা চাই—'পাছে না উঠিতেই এক কাঁদি'। ইহার ফল কিন্তু বড়ই বিষময়।

মানুষের হাতে-গড়া কৃত্রিম আবরণ-অবগুণ্ঠন-সমূহ মুক্ত করিয়া আদম ও ইভের মত মানুষ যারা, ঠিক তেমনটী সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিবার কৌশল-কলার নামই বর্ত্তমান 'সামাজিক-সরলতা'। এইরূপ সরলতার উদার সামিয়ানার নীচে আজ সমাজের বিরাট-সভা মিলিয়াছে। এইরূপ সরলতা আবার ধর্ম্মের ভাবনা দিয়া আরও অধিকতর চিত্তাকর্ষক মনোহারি প্রবাহরূপে বাজারে বিকাইতেছে। এখন নর-নারীর চিত্র, বিদ্যাসুন্দরের টপ্পা প্রভৃতির 'আত্মমোক্তার'রূপে 'বস্ত্রহরণ-লীলা', চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জয়দেব-বিল্বমঙ্গলের পদাবলী ও স্তুতি-সমূহ দেশের লোকের চিত্ত রঞ্জন করিতেছে।

বিলাতে যেমন "Every man is born politician" ভারতেও তেমন—অন্ততঃ উহারা বাংলায়, "Every man is born religious." কাজেই আমাদের ন্যায় স্বয়ং-সিদ্ধ-ধার্ম্মিকগণ গুরুদেবের মুখ হইতে কিছু শুনিবার আগেই বলিবার বাতিকটায় যেন আক্রান্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যখন জন্মগত-ব্রাহ্মণত্ব, জন্মগত-গোস্বামিত্ব, জন্মগত বা জাতিগত-বৈষ্ণবত্ব কোনও রকমে বাজারে বেশ চলিয়া গিয়াছে, তখন জন্মগত ধার্ম্মিকত্বটাও যে বাজারে না বিকাইবে, তাহার বিপক্ষে কারণ কিছুই নাই। দৈত্যের পুত্র ভক্তরাজ-প্রহ্লাদ, ভগবানের পুত্র নরকাসুর, ব্রাহ্মণের পুত্র রাক্ষসরাজ রাবণ,—এই সকল পুরাকালের কাহিনী কলিকালের প্রত্যক্ষ ভাষা-প্রমাণগুলিকে সমর্থন করিলেও ন্যূনাধিক 'ঠাকুরমা-পন্থী'-সমাজে অনেকেই দুই-চারি-পুরুষ ধরিয়া প্রচলিত "ধামা-চাপা-দেওয়া"-ব্যবস্থা-প্রয়োগের অকাট্য যুক্তি-শাস্ত্রটা উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন না। কাজেই বিকৃতক্লীবদাস-মনোভাবই বলুন, আর 'ঠাকুরমা-মনোভাব'ই বলুন, তাহার প্রভাবে আমরা গুরুকে মেদ-মজ্জা-শোণিতের কারখানায় টানিয়া আনিয়া আমাদেরই হাতের অনুযায়ী করিয়া—'গড়িয়া লই'। আর সমাজে চলতি—বাজারে কাটতি—জনগণের সমর্থিত—অনুমোদিত —দশটা লোকের মন-রাখা-কথাকেই 'সদ্‌কথা' বলিয়া ধরিয়া লই। আর কেহ কেহ 'ঠাকুরমা-মনোভাবে'র বিরুদ্ধে সদ্‌গুরু খুঁজিবার বীরত্ব দেখাইলেও কার্য্যকালে তাহাদের বিষয়-কার্য্যের দালাল, সমর্থক ও অনুমোদকই তাঁহাদের মনোনীত 'সদ্‌গুরু'-পদবী পাইবার অধিকারী হন। এইরূপ কারখানার তৈয়ারী-গুরু বা বিষয়ীর বিষয় এবং অন্তাভিলাষের সমর্থক দাতাল-সদ্‌গুরু, দশজনের রুচির ছাঁচে-গড়া ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকতা লইয়া সেখানে উপস্থিত, উত্তেজনা, ঢাক-ঢোল-পিটান, নিশান-উড়ান, বচনের তুবড়ী-বাজী-ছোটান, বক্তিমার বাহাদুরী-কলান সঙ্কীর্ত্তি ব্যাপার, সেখানে যে শ্রোতপন্থী গুরুর মুখে হরিকথা না শুনিয়াই সকলে স্বয়ংসিদ্ধ-ধার্ম্মিক হইয়া পড়িবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

'শব্দ' মুখস্থ বলা, কিম্বা, মনের খেয়াল-মত সভা-সমিতিতে বচনের তুবড়ী ছুটাইয়া লোক-সঙ্ঘকে হতভম্ব করিয়া দেওয়া, আর অনুভব-আচরণের সহিত শ্রৌতপন্থি-সাধুর মুখ-বিগলিত হরি-কথা কীর্ত্তন করা,—দুইটী পৃথক্ ব্যাপার। প্রথমটী,—যেন জলের উপর ছায়ার দাগ, জলে কখনও রাম-ধনুর ছায়া—কখনও আকাশে উড্ডীয়মান আতস-বাজির ছায়া পতিত হয়, ছায়ার বাস্তব অস্তিত্ব নাই, জল-প্রবাহেরও স্থিরতা নাই। অবাস্তব-ছায়া যেমন জলের উপর কোন বাস্তব-দাগ বসাইতে পারে না; অস্থির মনোধর্ম্মরূপ জল-প্রবাহও তেমনি ছায়া-দাগের উপর আমিত্বের স্রোতকে উদ্ধলিত করিয়া তখন-তখনই ছায়া-দাগের অস্তিত্ব মুছিয়া দেয়; আর দ্বিতীয়টী অর্থাৎ শ্রোত-পন্থিগণের হরিকথা-কীর্ত্তন, যেন লৌহাস্ত্রকে জলন্ত-অগ্নি-কুণ্ডের ভিতরে অগ্নিময় করিয়া তাহার দ্বারা গাত্রে কাল-দাগ বসাইয়া দেওয়ার মত। আমরা মূলবৈদ্যুতিক-শক্তি-কেন্দ্রের সহিত অন্তরাত্মাকে সংযুক্ত করিয়া যখন তাহা হইতে আমাদের অন্তরে অগ্নি শিখা প্রজ্বলিত করিয়া লই,—যখন দিব্য-জ্যোতির্ম্ময়-বৈদ্যুতিক-প্রভা অনাদিকালের অন্ধকারে আত্মহারা আমাদের অন্তরের অন্তরতম গুহাগুলিকে আলোক-ময় করিয়া তোলে, অন্তরের কোথাও কোন অবস্থিতি অমুক বাস্তবতনের অস্তিত্ব লুকাইয়া রাখিতে দেয় না, তখন আমরা যে-সকল কথা বলি, তাহাতে নিজের অন্তরের দাগ বসে ও অপরের অন্তরে দাগ বসান যায়।

যদি আমাদের অন্তরাত্মার ভিতরে মূলবৈদ্যুতিক-শক্তি-

কেন্দ্র অর্থাৎ গুরুপাদ-পদ্ম হইতে দিব্য-বৈদ্যুতিক-শক্তি সঞ্চারিত না হয়, আর সেই বৈদ্যুতিক-প্রভার উপর আমাদের কোন কৃত্রিম-আবরণ না আনিয়া ফেলি, তাহা হইলে সেই শক্তি আমাদিগকে ও অপরকে আলোকিত করিতে পারে। গুরু-পাদ-পদ্মের সেই শিখা যাঁহার অন্তরাত্মায় যতটা সেবোন্মুখতা-স্নেহ পাইয়া তত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তিনিই তত প্রাণের সহিত কথা বলিতে পারেন—তাঁহার কথায়, তাঁহার কীর্ত্তনে তত চেতনতা আছে—শক্তি আছে—অনুভব-উপলব্ধি আছে—প্রাণ আছে—পিপাসা আছে। সেইরূপ কথাই মরমের কথা—দরদের কথা। অপরের মর্ম্মে তাহা প্রবেশ করিতে পারে—অপর-পিপাসিত-প্রাণে সঞ্জিবনী-সুধা ঢালিতে পারে—অপরের ছিন্ন-জীবন-বীণায় আবার সুর সাধিয়া ঐক্যতানের মূর্চ্ছনা তুলিতে পারে—জীবন-তটিনীর প্রবাহ ফিরাইতে পারে—আপনার জীবন মধুময়—অমৃতময় করিয়া অপরকে মধুময়—অমৃতময় করিতে পারে।

খুব বড়—সর্ব্বাপেক্ষা বড় কপালের জোর থাকিলে জীবনে এইরূপ মঙ্গল-মুহূর্ত্ত পাওয়া যায়। খুব—খুব কম লোকই কপালগুণে পূর্ণপুরুষের পূর্ণশক্তি-সঞ্চারিত খাঁটি সাধু-গুরুর দেখা পা'ন, আর সেই পূর্ণ-শক্তির পূর্ণ-কেন্দ্র শ্রীগুরুর সঞ্চারিত পূর্ণশক্তি অন্তরাত্মায় ধারণ করিতে পারেন। তখন সেই শক্তি-সঞ্চারিত জলন্ত অন্তরাত্মা যে-সকল কথা বলেন, সেই কথার শব্দগুলি, যে-আকাশে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চরণ করিতে পারে, সেইরূপ কোন অবগুণ্ঠিত-কুণ্ঠিত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় না। সেখানে আমাদের কোন কুণ্ঠিত-ইন্দ্রিয় বিচরণ করিতে পারে না, সেইরূপ অকুণ্ঠ-আকাশ হইতে অকুণ্ঠিত-ভাবে বৈকুণ্ঠ-শব্দরাশি সেই অন্তরাত্মায় আসিয়া পৌঁছে, কে যেন অন্তঃপুর হইতে সেই শব্দ-ভাণ্ডার অবিরাম ঠেলিয়া দিতে থাকেন। তখন সেই শব্দরাশি সেই দিব্য-অগ্নিময়-শিখাকে আশ্রয় করিয়া জিহ্বা-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকে কথায় বলে,—পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের মুখে আগুন জলিত। গুরুর ঐকান্তিক-সেবক পারমার্থিক-ব্রাহ্মণগণও তদ্রূপ গুরু-শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া যে-সকল কথা বলেন, তাহাই এক-একটী দিব্য-অগ্নিশিখা। তাহা যাঁহার অন্তরাত্মাকে একবার স্পর্শ করে, তাঁহার আর এড়াইবার যো নাই, তাঁহাকে জলিতেই হইবে—জ্বলিয়া সকলকে জানাইতে হইবে।

সাধকের সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাবশ্যক—তাঁহার অন্তরাত্মার দৈন্য। নিষ্কপট-ভাবে এই দৈন্য যাঁহাতে যতটা আসিয়াছে, তিনি ভগবানের অ-যাচিত, অমূল্য মহাধন রাখিবার পাত্রটী—যাহা এ জগতের বহু বকমারী মনোহারী গোলোমালী-জিনিষে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা ততটা 'অবসর' করিয়া কৃপা-গোমুখী-ধারার নীচে ধরিয়াছেন। দৈন্য কিছু ঢাক-ঢোল বাজাইয়া প্রচার করিবার জিনিষ নয়, তাহা অন্তরাত্মার অন্তরতর অন্তঃপুরের অন্তরতম জিনিষ। তাহাকে হাটের মাঝে প্রদর্শনী খুলিয়া দেখাইতে গেলে আর সে জিনিষ থাকিল না—লোকদৃষ্টির কঠোর-কর্কট-কর-স্পর্শমাত্র লজ্জাবতী লতার মত আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিল। কাজেই ধাঁহারা বলেন,—'দৈন্য' বা সুনীচতা বাহিরের দিকের একটা 'কসরৎ' বিশেষ, তাঁহারা দৈন্যের উল্টা রাস্তায় চলিয়াছেন।

আমাদের সর্ব্বক্ষণ দৈন্য চাই—কার্পণ্য চাই। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত—প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাস—অঙ্গপার প্রতি জপ-তপ—অন্তরাত্মার প্রতি রতি-গতি 'দৈন্য-মাখা' না হইলে—অন্তরাত্মা ঐ দৈন্য-দরিদ্রার স্নান না করিলে কখনই গুরু-কৃপা—ভগবৎ-কৃপা পাওয়া যায় না,—নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও গুরুদেবের গুরুত্ব ও দিব্যত্ব—বৈষ্ণবের মহা-মহত্ব কখনও বুঝা যায় না। স্বাভাবিক-ভাবে হৃদয়ে—অন্তরাত্মায় এই দৈন্য-দরিদ্রার বন্যা আসিয়া যাঁহার আত্মাকে যতটা অভিষিক্ত করিয়াছে, তিনিই ততটা বৈষ্ণবতা—নিষ্কপট-খাঁটি-বৈষ্ণবতা অর্থাৎ ভগবৎসেবাময়—কৃপাময়—প্রসাদে পরিপূর্ণ-উৎসবময় জীবন লাভ করিতে পারিয়াছেন। দৈন্য-দরিদ্রায় যাঁহার অন্তরাত্মা স্নাত হইয়াছে, তাহার আর ভোক্তাভিমান হয় না—ভোগী বা ত্যাগী সাজিতে ইচ্ছা হয় না, তখন জীবনটা হয় ঐ দরিদ্রায়ই ন্যায় স্বচ্ছ—সরল—সরস—শান্ত—সেবাময় সুধাময়—সুখময়—সহজ-প্রোতময়। সেই স্রোতের স্বচ্ছন্দ-গতিতে সাগর-গামিনী সুরধুনীর সমুল্লাস আছে, অথচ সহ্যাদ্রির সহিষ্ণুতার অভাব নাই। সমস্তসিদ্ধি-শিরোমণির স্বর্ণ-সম্পুট—সমস্ত সাম্য-সাম্য-স্বাধীনতা-সুষমা-সৌরভ সেখানে নন্দিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে।

সাধকের অন্তরাত্মায় যে শুভ মুহূর্ত্তে এই দৈন্য-পরশ-মণির স্পর্শ-লাভ হয়, সেই মঙ্গল-মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়ের

অনাদিকালের রুদ্ধ-দুয়ার আপনি খুলিয়া গিয়া—অনাদি-কালের সূচাগ্র-ভেদী গাঢ় তমোরাশি বিদূরিত করিয়া সেখানে এমন এক অপূর্ব্ব রূপার গোমুখী-গঙ্গা শতধারে আপনাকে আপনি বিলাইতে থাকে যে, তাহার এক একটী কণা আমাদের সমূহ সাধ-পিপাসা প্রশান্ত করিয়া চিদ্‌বিলাস-ময় অনন্তের অমিয়-রসস্থ-মধুরিমায় আমাদিগকে মজ্জিত করিয়া দেয়। সেই শুভ-ক্ষণ এত বড় একটা জিনিষ যে, তাহা সমস্ত সাধনার শিরোমণিটীকে আমাদের অজ্ঞাতসারে অনায়াসে আনিয়া দেয়; তাই সাধকের পক্ষে নিষ্কপট-দৈন্যের অপেক্ষা আর বড় সাধন কিছুই নাই। মনে হয়, ইহাই সব সাধনা ও সিদ্ধির মূল।

এই জগতের স্বাভাবিক-ধর্ম্ম-প্রভাবে সাধকের অন্তরাত্মা ও বিভূপাদের পাদপদ্ম—এই দুই চিদ্‌বিলাসময় বস্তুর মাঝখানে যে-কিছু আগন্তুক আড়াল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, দৈন্য যেন সেই পর্দ্দাটীকে সরাইয়া দিবার পূর্ণ-শক্তিময় একগাছা চেতনময় ডোর। এই চেতনময়ী দৈন্য দামটী শুধু আড়ালটুকু—শুধু পর্দ্দাটুকু সরাইয়া দিয়াই তাহার কার্য্য সমাপ্ত করে না; ইহা সাধকের অন্তরাত্মা ও বিভূপাদের পাদপদ্মের সঙ্গে এমন একটা অপার্থিব প্রীতিময় বাঁধন দিতে পারে—অন্তরাত্মার এমন একটা চেতনময়-তড়িৎশক্তির চিরস্থায়ী স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিতে পারে যে, যাঁহার অন্তরাত্মা অবগুণ্ঠন-বিহীন হইয়াছে, কেবল তিনিই ইহা মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন—অপরে পারেন না।

বাহিরের দিক্ হইতে মনে হয়,—দৈন্য একটা নিঃশক্তিক জিনিষ—দৈন্য মানুষের পৌরুষ নষ্ট করে, তাঁহাকে হীনচেষ্টা করিয়া দেয়—দৈন্য "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" শ্রুতির বিরুদ্ধ-পক্ষের কথা। যাঁহাদের হৃদয়ে নিষ্কপট-দৈন্য আসে নাই, তাঁহাদেরই এই সকল কথা। দৈন্য নিঃশক্তিক নহে; দৈন্যের ভিতর এত বড় অমানুষী শক্তি নিহিত রহিয়াছে—যাহার কোটি-ভাগের এক অংশও পার্থিব পৌরুষে নাই, অথবা যাহার সঙ্গে তথা-কথিত পৌরুষের তুলনাই হয় না। মানুষ যাহাকে 'পৌরুষ' বলে, তাহা কামাদ্ধ বা ক্রোধান্ধের সাময়িক-উত্তেজনাময়ী দুর্ব্বলতা বা আসুরিক ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। দৈন্যে সেরূপ সাময়িক উত্তেজনার অভাব এবং তাহা পূর্ণ-শক্তির আধার বলিয়া বাহিরের দিক্ হইতে তাহাকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া মনে হয়।

দৈন্যই যথার্থ বল। দৈন্য-হীন ব্যক্তি কখনও আত্মাকে জয় করিতে পারে না। তড়িৎ দেখিতে বড়ই সূক্ষ্ম, জোনাকি-পোকার চমক হইতেও তড়িতের চমক অনেক সময় দূর হইতে ক্ষীণ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সেই তড়িৎ যখন কোন গতি-জনক-যন্ত্রে (Motor এ) সঞ্চারিত হয়, তখন তাহা শত-হস্তীর বলকে স্পর্দ্ধা করিতে পারে—মহাভূমি ঘটাইতে পারে—অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে পারে। তেমনি আমাদের অন্তরাত্মায় যখন দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মহা-মহাবলী, মহা-মহা-যোগী, মহা-মহা-তপস্বী, মহা-মহা-কর্ম্মী, মহা-মহা-জ্ঞানী যেখানে তাঁহাদের হস্তিকায়-বিশাল-বিরাট্ বপু, বিভূতি-বৈভব, বিস্ময়কর বৈরাগ্য বৈতানিক-বেদ-বাদ, বিবাদ-বৈশদ্য লইয়া অবশে তৃণের মত ভাসিয়া যায়, সেইস্থলে দৈন্য তাহার স্বল্পস্থ-সরল-শক্তিতে সব জয় করিতে পারে। মহাযোগী মহাদেব যেখানে মোহিত হন, মহাজ্ঞানী ব্রহ্মা যেখানে বিপথে ধাবিত হন, মহা বিভূতি-শালী বিশ্বামিত্র, সৌভরি যেখানে অবশ হইয়া পড়েন, মহা-ধার্ম্মিক কপিলু, মহাবলী রাবণ, দমঘোষ-পুত্র যেখানে দমিত হন, দৈন্য সেখানে আপনাকে জয়-মালো বিমণ্ডিত করিতে পারে; অধিক কি, দৈন্য অমিত-বহুল-দলনকেও পরাজিত করিতে পারে। দৈন্য-দিক্‌পালের দ্বারা সুরক্ষিত সাধক কিরূপে অনর্থ-দৈত্যগণকে সাধন-সমরে দলিত করিতে পারেন, তাহা দৈন্যের অবতার আমাদের দাস-গোস্বামি-প্রভু আত্ম-দৈন্যচ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"অসচ্চেষ্টা-কষ্টাদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতিভিরতিকৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্তেঽহমিতি বকভিদ্বর্গ্গপগণে
কৃপং ত্বং হুংকারানবহি স যথা যাং মন ইতঃ॥"

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য্যরূপ বাটপাড়গুলি পরমার্থপথের পথিক আমাকে বিপথে চালিত করিয়া আমার ধর্ম্ম নাশ ও প্রাণ নাশ করিবার জন্য অসচ্চেষ্টারূপ রজ্জুপাশ আমার গলায় জড়াইয়া দিয়াছে, আর আমার প্রাণ লইয়া কসাকসি করিতেছে। মন! এ সময়ে তুমি যদি দিব্য-ধামের মহাদান দৈন্য-দামটী অবলম্বন না কর, তাহা হইলে আর আমার আত্মরক্ষার উপায় নাই। তুমি এই বন্ধুহীন বন্ধুর পথের মাঝে বকশত্রু কৃষ্ণচন্দ্রের পথরক্ষক সেনানী বৈষ্ণবগণকে হুঙ্কারিয়া ডাকিতে থাক, এই

বৈষ্ণব-মুৎকার নিশ্চয়ই তাঁহাদের কাণে পৌঁছিবে,—তাঁহারা ঝাটপাটের হাত হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন।

সাধক-জীবনে আর একটা অত্যাবশ্যক জিনিষ—সহিষ্ণুতা। অনর্থ-সাগরের ফ্যাসা ঢেউগুলি প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। যদি কাহাকেও সত্য সত্য একদণ্ড শত বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাতে যেরূপ অস্থিরতা দেখা যায়, মনে হয়, সে অস্থিরতা অনর্থ-সাগরে পতিত জীবের অস্থিরতার কোটি-অংশের এক অংশও হইবে কি না, সন্দেহ। অনর্থ-সাগরের ফ্যাসা ঢেউগুলি মনোধর্ম্মরূপ কাপ্‌টা বাতাসের সঙ্গে মিতালি করিয়া একবার আমাদিগকে শূন্যাকাশে সাঁরি-জাতের ছবি দেখাইতেছে, আবার সাহারা-মরুভূমিতে টানিয়া লইয়া গিয়া স্বচ্ছ-সরোবরের ছায়া-বারির সঙ্গে আমাদিগকে লুকোচুরি খেলা শিখাইবার প্রলোভন দেখাইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে, কখনও বা ঘোর ঘনঘটাময় দুর্য্যোগ-অন্ধকার রজনীতে আলেয়ার পাছে পাছে ছুটাইয়া আমাদিগের শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দিতেছে। সাধক যদি এই অনর্থ-সাগরের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চা'ন, তাহা হইলে সহ্যাদ্রিকে আঁকড়াইয়া ধরুন। ঐ সহ্য-গিরি কেমন সর্ব্ব অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অচল, অটল, নিশ্চলভাবে যুগ-যুগান্তর বিষ্ণুর পরম-পদের আরতি করিতেছে—কত রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সহ্য করিয়া—জগতের সব পরিবর্ত্তন অগ্রাহ্য করিয়া—ভারত-ভূমিতে অন্নগ্রহণকারীর দর্প পরোপ-কার-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া সাধন-সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতেছে।

আমার মনোবৃত্তি-বর্ব্বরীগুলিকে অনর্থ-নাচোনীয়া পুতুল নাচাইবার মত প্রতি-মুহূর্ত্তে এমন রকমারি করিয়া নাচাই-তেছে যে, যদি অন্তরের ভিতরের আলোক-চিত্র তুলিবার মত কোন যন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাতে কত পরিবর্ত্তনের চিত্র—প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘণ্টায়—প্রতি দিবসে—প্রতি মাসে, বৎসরে—এই ক্ষুদ্র জীবনে কত অগণিত সহস্র পরিবর্ত্তন ও অস্থিরতা ঘটিয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কি রকম করিয়াই না নাচিতে হইয়াছে, তাহার আলোক-চিত্র উঠাইয়া এ জগতের প্রদর্শনীর দোকান ঘরের 'সো-কেসের' (show-case) ভিতর রাখিয়া দিলে আমার বাহিরের দিকের পালিশ-করা বৈষ্ণবত্ব আর সকলে বেশ বুঝিতে পারিতেন। যে মন এতদূর পরিবর্ত্তনশীল, তাহার হুকুম শুনিয়া যদি প্রতি-মুহূর্ত্তে আমরা কাজ করিতে ধাবিত হই, তাহা হইলে আমাদের অবস্থাটা ঠিক ফুটবলের মত হইবে। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ প্রভৃতি নাম-জাদা মার্কা-মারা খেলোয়াড়গুলির পাল্লায় ঘাত-প্রতিঘাত কত লক্ষ-লক্ষ-লক্ষ জীবন ধরিয়া যে খাইতে হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। ঐ কাম-ক্রোধাদি খেলোয়াড়গুলি আমাকে পাম্প্‌ (pump) করিয়া রাখিয়াছে—কেবল আমার উপর ভর করিয়া তাহাদের পায়ের কসরৎ চালাইবার জন্য। আমাকে দুনিয়ার মাঠের মাঝে ফুলাইয়া না রাখিলে তাহাদের মজায় খেলা হয় না।

সাধক যদি এইরূপ সঙ্গীন অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতে চা'ন, তাহা হইলে তিনি আত্মধর্ম্ম-পরায়ণ বৈষ্ণবগণের সুশীতল পদ-ছায়া আশ্রয় করুন,—তাঁহাদের উপদেশে সহিষ্ণুতাধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক অনুক্ষণ সম্মুখস্থিত-ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-সাধনা করুন। কি করিয়া সাধক সহিষ্ণুতা-অবলম্বনে মনো-ধর্ম্মরূপ অস্থিরতা বা মায়াকে জয় করিতে পারেন, তাহা আমরা ঠাকুর-হরিদাসের আদর্শ-শিক্ষায় দেখিতে পাই। পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যা যখন হরিদাসের কুটীরের দুয়ারে আসিয়া আপনার রূপ-যৌবনের পসরা উদ্ঘাটন করি-বার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন হরিদাস যে সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন,—যে সহিষ্ণুতার দ্বারা অসামান্য অসহিষ্ণুতাকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন—বিজয় করিয়াছিলেন, তাহা সকল সাধকের শিক্ষার বিষয়। হরিদাস বারাঙ্গনাকে কি বলিয়াছিলেন ?—

> • • • "তোমা করিমু অঙ্গীকার।
> সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার॥
> তাবৎ ইহাঁ বসি' শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
> নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হ'বে তোমার মন॥"

আর এক দিন স্বয়ং মায়াদেবী—যিনি মোহিনীরূপে দেবাদি-দেব মহাদেবকে—জীবকুলের মোহনকারী ব্রহ্মাদি দেবতাকে পর্য্যন্ত মোহন করিবার শক্তি ধারণ করেন, তিনি জ্যোৎস্না-বতী রাত্রিতে হরিদাসের কুটীরের দুয়ারে আসিয়া সমুপস্থিত। ঠাকুর হরিদাস আবার সহিষ্ণুতার আদর্শ স্থাপন করিয়া মায়া-দেবীকে বলিলেন,—

"যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি' শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে, করিমু তব প্রীতি-আচরণ॥"

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন চলিয়া গেল, এ দীক্ষার আর সমাপ্তি নাই—এই যজ্ঞের আর পূর্ণাহুতি নাই। সহিষ্ণুতা-দ্বারা অসহিষ্ণুতা-মায়া জিত হইল। অন্যান্য তাৎকালিক-সাধন বা সিদ্ধির মত এ সাধন সমাপ্ত হইবার নহে। স্বর্গলা যেরূপ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই তিন লোককেই পবিত্র করিয়া থাকে, এ সাধনও তেমনি সাধককে, সাধকের পারিপার্শ্বিক সকল চেতনকে, আর সেই সাধন-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুকে পর্য্যন্ত মুক্ত করিয়া থাকে। এই সাধনের এতবড় শক্তি যে, ইহা স্বর্গের ভিতর দিয়া যাহার মর্ম্মে একটুকু পৌঁছিয়াছে, তাহার অস্থিরতা-দুর্যোগ চিরতরে নির্ম্মূল হইয়াছে। পরম-সহিষ্ণু হরিদাসের কীর্ত্তন-শ্রবণে অসহিষ্ণু-বেশ্যার হৃদয় ফিরিয়া গেল—স্বয়ং মায়া জিত হইল—জগতে সহিষ্ণুতা-দ্বারা অসহিষ্ণুতার বিজয়কারিনী অবিনাশী শিলালিপিতে দিবা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিল।

সাধক। ঠাকুর-হরিদাসের সহিষ্ণুতাময় বচন-ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছেন কি? নিকপট ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব কিরূপ সুচতুর—কিরূপ সহিষ্ণু, দর্শন করুন—অনুভব করুন—হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখুন। ঠাকুর-হরিদাসের সহিষ্ণুতার আদর্শে মর্কট-বৈরাগ্যের অস্থিরতা নাই—যুক্ত-বৈরাগ্যের নামে ছলনাও নাই—কাপুরুষত্ব বা লোক-দেখান সাময়িক বীরত্ব নাই, আছে শুধু—সহজ-সরল-স্বাভাবিক-নিকপট-সেবোন্মুখতাময়ী সহিষ্ণুতা।

ঠাকুর-হরিদাসের এই সহিষ্ণুতার আদর্শ সাধক-জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছে। যখন কোন ভাগ্যবান্-জীবের সাধক-জীবন আরম্ভ হয়, তখন শত শত বাধা-বিপত্তি—বিঘ্নরাশি পর্ব্বত-পরিমাণ হইয়া সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। দেবতাগণ ভগবানকে বলিয়াছিলেন,—

"ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।"
(ভাঃ ১১।৬।১০)

হে ভগবন্! তোমার সেবনকারী-পুরুষগণ দেবতাদিগের স্থান অতিক্রম করিয়া (বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও পরপারস্থ) তোমার পরম-পদ পরব্যোমে আরোহণ করিতেছেন দেখিয়া দেবতাগণ তোমার সাধক-গণের সাধনায় অনেক বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা জগতের অন্যান্য-বস্তু বা প্রয়োজন-লাভের জন্য সাধনা করেন, তাঁহাদের প্রাপ্য-বস্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা-দ্বারা গতি-মুহূর্ত্তে পরাকৃত ও বিনষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাঁহাদের উৎকর্ষে বড় বড় দেবতাগণের বিশেষ হিংসা হয় না; কাজেই তাহাতে বাধা-বিপত্তিও তত নাই। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র পরম-প্রয়োজন ও পরম-সিদ্ধির লাভের জন্য সাধন করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য দেবতাগণেরও যত্ন দেখা যায়। দেবতাগণ দেহ-গেহ-পুত্র-কলত্র, পূজাস্পদ পিতা, মাতা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পরোপকার, উদারতা, বদান্যতা, স্বাস্থ্য-সম্পত্তি, দেশ-সমাজ, দুঃস্থ-সেবা, বলিদান, তীর্থ-যাত্রা, তীর্থবাস, সাত্ত্বিকতা, শাস্ত্র-পূজা-প্রতিষ্ঠা, নির্জ্জন-ভজন প্রভৃতি বহু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধক যদি বহু-রূপিণী বিঘ্ন-কারিণী দেবতাগণের এইসকল মায়া-মূর্ত্তি দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনি পথ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে যদি ঠাকুর-হরিদাসের সহিষ্ণুতার আদর্শকে একমাত্র ধ্রুবতারা করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি পরমপদে পৌঁছিতে পারিবেন; নতুবা অন্য উপায় নাই।

যখন বিঘ্নকারিণী দেবতা দেহগেহ, বিষয়-বৈভব, পুত্র-কলত্র, স্বাস্থ্য-সম্পদ্রূপে সাধকের নিকট আসিয়া তাহার মনোহারী দোকানটী খুলিয়া বসিবে, তখন সাধক হরিদাসের আদর্শে সহিষ্ণু হইয়া মায়াবিনীকে চতুরতার সহিত বলিবেন,—"তুমি একটুকু অপেক্ষা কর, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব; আমার একটু নিত্য-কর্ম্ম বাকী আছে, সেইটুকু শেষ করিয়া লই।"

সাধকের কাছে তখন আবার বহুরূপিণী বিঘ্নকারিণী দেবতা পূর্ব্বের পোষাক কিঞ্চিৎ বদলাইয়া পরম-নিঃস্বার্থপরতার পরচুল পরিয়া দেশ-প্রীতি, সমাজ-প্রীতি, দুঃখের সেবা, জীবশিক্ষায়তনের (?) সেবা প্রভৃতির মনোহারিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইবে। সেবোন্মুখ সাধক সহিষ্ণু থাকিয়া সেই সুরসুন্দরী মায়াকে বলিবেন,—"একটু দাঁড়াও, তোমার মনোবাঞ্ছা অচিরেই পূর্ণ করিব, আমার হাতের কাজটা একটু সারিয়া

লইতে যাও।" তখন কিন্তু ঐ মায়াবিনী সুরসুন্দরী সাধকের বৈরাগ্যচ্যুতি করাইবার জন্য ধর্ম্মের বচন আওড়াইয়া বলিবেন,—"ওহে ধার্ম্মিক! ওহে ভক্ত! তোমার বেশ-ভূষা আজ অতল জলধিমাঝে ডুবিয়া যাইতেছে, আর তুমি নিশ্চল নীরব হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছ! তোমার জপ, তপ, নাম-সংকীর্ত্তন সব ফেলিয়া রাখ; 'ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে', আগে ঝাঁপাইয়া পড়।

মায়াবিনীর এই বচন-বিন্যাসে—এই ধর্ম্মের কাহিনীতে—এই প্রাণস্পর্শী প্রত্যক্ষ-দৃষ্টান্তে সহিষ্ণু সাধক কিন্তু ভুলিয়া যা'ন না। তিনি তখন ঠাকুর-হরিদাসের পদ-নখকে ধ্যানতারা করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত বলেন,—"সুরসুন্দরি! আপনার কথা ঠিক; কিন্তু আমি যদি অন্ততঃ আমার জাঙ্গিয়া একটু করিয়া না লই, তাহা হইলে যে জল-মধ্যে উদ্ধার করিতে যাইয়া আমরা উভয়েই জড়াজড়ি করিয়া অতলে চলিয়া যাইব। জলে ঝাঁপ দিবার মত আমাকে একটু প্রস্তুত হইতে দিন্।"

সহিষ্ণু-সাধক "বিদ্বয়ঃ খলু সময়ঃ স্যাৎ" এই বাক্যের মর্ম্ম জানিয়া ঐরূপ চতুরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত মায়াকে বঞ্চনা করেন।

বহুরূপিণী বিঘ্নকারিণী দেবতা আবার যখন লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, জনানুরক্তি বা নির্জ্জনানুরক্তি, ক্রোধ বা বৈরাগ্য প্রভৃতি বিভিন্নরূপে সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, সাধক তখন হরিদাসের আদর্শে সহিষ্ণু হইয়া বলেন,—"আমার এই কীর্ত্তন-দীক্ষা-ব্রতটী পূর্ণ হইলেই তোমাদের সকলের অভিলাষ পূর্ণ করিব।"

কিন্তু এ দীক্ষার যে বিরাম নাই—এ ব্রতের যে সমাপ্তি নাই—এ যজ্ঞের যে শেষ-আহুতি নাই; এই কীর্ত্তন-যজ্ঞ পূর্ণ হইতে পূর্ণতর—পূর্ণতম হইয়া নব-নবায়মান-পূর্ণতমতায় পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হন।

সাধক যদি সাধন-সংগ্রামে জয়-মাল্যে বিভূষিত হইতে চা'ন, তাহা হইলে ঠাকুর-হরিদাসের সহিষ্ণুতার আদর্শকে জীবনের ধ্রুবতারা করিতে হইবে। 'বড়' বা 'গুরু'-হরিদাসের আদর্শে সহিষ্ণুতা আছে বলিয়াই তাহা 'যুক্তবৈরাগ্য'; আর 'ছোট' বা 'লঘু'-হরিদাসের আদর্শে 'অস্থিরতা' আছে বলিয়াই তাহার নাম 'মর্কট-বৈরাগ্য'। জীবমাত্রেই—হরিদাস। অসহিষ্ণু হইলে স্বরূপতঃ হরিদাস-জীবও 'ছোট' বা 'লঘু' হইয়া পড়েন; আর সহিষ্ণু হইয়া কীর্ত্তন-সাধনা করিলে হরিদাস-জীব 'সিদ্ধ', 'বড়' বা 'গুরু' হইতে পারেন।

ধৈর্য্য যেমন কৃষ্ণ পাইবার মূলীভূত-সাধন, সহিষ্ণুতাও তেমনি কৃষ্ণ রক্ষা করিবার ও কৃষ্ণে সিদ্ধ হইবার মূল-সাধন।

আমরা সাধক-জীবনের দুই একটী কথা-মাত্র আলোচনা করিলাম, ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরও অনেক কথা আলোচনা করিবার বাসনা থাকিল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

নৈমিষারণ্য হইতে নিম্নস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

ভাগবত পাঠশালা

গত ১৮ই আষাঢ় ২রা জুলাই সোমবার নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের সংলগ্ন একটী ভাগবত-পাঠশালা খোলা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে অগ্রণী হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও বিনোদ-বিহারী জীউকে ব্রহ্মচারী-ছাত্রবৃন্দের সহিত প্রণামপূর্ব্বক ভাগবত-পাঠশালার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজের অনুগমনে বালকগণ উচ্চকণ্ঠে গুর্ব্বষ্টক-কীর্ত্তন ও গুরু-গৌরাঙ্গের জয়-ধ্বনি করিয়া পাঠারম্ভ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ অধ্যয়নার্থী বালকগণের নিকট ভাগবত-পাঠশালার উদ্দেশ্য কীর্ত্তনমুখে বলেন যে, পরবিদ্যা বিতরণই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক বালক গুর্ব্বষ্টক ও গুরু-বন্দনা লিখিয়া লইয়াছে। প্রত্যহ ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন-কার্য্য হইতেছে। প্রত্যহ বন্দনা ও গুরুকীর্ত্তন করিবার পর মঠের অধ্যাপকগণ ১১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ভাগবত গ্রন্থপাঠ উপদেশ করিতেছেন। ২ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত হিন্দি, উর্দ্দু ও ইংরাজী পড়ান হইতেছে। নিষ্কপট সেবোন্মুখ ও শুশ্রূষু ব্যক্তিগণ মঠে অবস্থান পূর্ব্বক ভাগবতানুশীলন ও অধ্যাপনাদি করিতে পারিবেন। তাহা-দিগকে ভগবৎপ্রসাদাদিও প্রদত্ত হইবে। ইহা নৈমিষা-রণ্য মিশ্রিক প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই কিছু দিনের মধ্যেই অনেক ব্রহ্মচারী-ছাত্র শ্রীভাগবত-পাঠশালায় সমবেত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৫ই শ্রাবণ ১৩৩৫, ২১শে জুলাই, ১৯২৮ | ৪৮শ সংখ্যা

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
চতুর্দ্দশ বার্ষিক বিরহমহোৎসবে

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—নীলিমা, চক্রতীর্থ, সমুদ্রতীর, পুরী

১৩৩৫ সাল, ৩রা আষাঢ় সন্ধ্যা ৭।০ ঘটিকা

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

আমি বৈষ্ণবগণকে নমস্কার করি;—একবার নহে, দুইবার নহে, বহুবার। তদ্ব্যতীত আমার আর কোনও কার্য্য নাই। 'ম'-কারের অর্থ—অহঙ্কার; সেই অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আমি নমস্কার করি।

বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু। জগতে কল্পবৃক্ষ যেমন প্রার্থীর প্রার্থনানুযায়ি ফল দান করে, সেইরূপ অপার্থিব বৈষ্ণব-ঠাকুরের নিকট যে প্রার্থনা করা যায়, তিনি তাহা পূরণ করেন। তবে প্রাকৃত-জগতে কল্পবৃক্ষ অস্থায়ি জাগতিক ফল দান করে, আর বৈষ্ণবঠাকুর অখণ্ড পরম ফল বা নিত্য প্রয়োজন দান করেন।

বৈষ্ণবঠাকুর কৃপার সমুদ্র। তিনি অযাচিতভাবে সম্পূর্ণ দয়া করেন। তাঁহার ভাণ্ডার অল্প নহে। সে ভাণ্ডারে অভাব হয় না। প্রাকৃত-জগতে সমুদ্রের শুখাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বৈষ্ণবের কৃপা-ভাণ্ডার অপূর্ণ হয় না। সে ভাণ্ডারের ধন অপরকে দিলে ক্ষতি হয় না। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" এমন বৈষ্ণবঠাকুরকে আমি নমস্কার করি।

বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন। ইহজগতে আমার পবিত্রতা-কারক আর কেহই নাই। এখানে একজনের সহিত অপরের দেখা হইলে ঈর্ষা-মূলে অহঙ্কার আসে। একজন অপরকে নিজ অপেক্ষা নীচ, ক্ষুদ্র, দরিদ্র, মূর্খ, কুৎসিত ইত্যাদিভাবে দর্শন করে, কিন্তু বৈষ্ণব-ঠাকুর সেরূপ নহেন। আমি পতিত; কৃষ্ণ ভুলিয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত। চক্ষু আমার পরম শত্রু, সে সর্ব্বক্ষণ রূপরস মোহে প্রমত্ত; কর্ণ নিজের প্রশংসা শুনিতে ব্যস্ত; রসনা সুস্বাদু দ্রব্যসংগ্রহে, নাসিকা সুগন্ধ-গ্রহণে, ত্বক্ কোমল বস্তুর স্পর্শে এবং মন বিষয়-চিন্তায় মত্ত। আমি কেবলমাত্র ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া আছি। আমার অবস্থা যখন বিচার করি, তখন দেখি যে, আমি উর্দ্ধে ছিলাম, অধঃপতিত হইয়াছি। নারকী আমি, পাপিষ্ঠ আমি। এ-হেন জীবকে তিনি উদ্ধার করিতে ব্যস্ত। জীবে দয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর কর্ত্তব্য নাই—তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি নাই।

যাবতীয় অহঙ্কার,—অর্থাৎ দর্শনকারী, স্পর্শনকারী, ঘ্রাণকারী ও চিন্তনকারি-সূত্রে যাবতীয় অভিমান—যে অভিমান ইন্দ্রিয়বৃত্তি ছাড়া আর কিছু নহে—যে-বৃত্তি দ্বারা আমি পতিত ও ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি, সেই অভিমান ছাড়িয়া আমি আজ বৈষ্ণবের শরণাগত। আমি আজ যে-স্থানে উপস্থিত, সেখানকার প্রত্যেক বস্তুই আমাকে আকৃষ্ট করিতেছে। আমার এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া যখন দেখিতেছি যে, আমার ন্যায় আরকী আর কেহই নাই, তখনই বুঝিতেছি যে, বৈষ্ণবদাসানুদাস ছাড়া আমার আর গতি নাই।

"বৈষ্ণব" শব্দটী শুনিয়া অনেকে মনে করিবেন যে, বিষ্ণুর উপাসক একটী সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক জীববিশেষ। কিন্তু তাহা নহে। ভগবদ্বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ জানেন যে, ভগবান্ সকল জগতে ব্যাপ্ত,—অন্তর্যামিসূত্রে সর্ব্বত্র অবস্থিত। একদিকে তিনি—ভূমা, ব্যাপক আবার অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যষ্টিদেহের ভিতর নিজ অসীম বৈকুণ্ঠরাজ্য ধারণ করিতে সমর্থ। মানুষের বুদ্ধিতে 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' শব্দ যে বস্তু জ্ঞাপন করে, 'বিষ্ণু' শব্দে তাহা বুঝায় না। 'বিষ্ণু'-শব্দ—বিভুত্ব বা ব্যাপক সর্ব্বসূচক, সাম্প্রদায়িক শব্দ নহে। বৈষ্ণবই সেই ভগবানের একমাত্র সেবক। তাঁহার সহিত ভগবানের কোন ভেদ নাই। বৈষ্ণব—ভগবানের অভিন্ন কলেবর। এই 'বৈষ্ণব'-শব্দে বিষ্ণুসম্বন্ধি অর্থাৎ বিষ্ণুর (Paraphernalia) বস্তুকে বুঝায়। তিনি আত্মধর্ম্মবিৎ, জড়জগতের সীমা-বিশিষ্ট ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন। মানবের সঙ্কীর্ণ বিচার অতিক্রম করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারাই 'বৈষ্ণব'। 'বৈষ্ণব'-শব্দে অবৈষ্ণবতা বাদ দিয়া সঙ্কীর্ণতা আরোপ করা যায়,—এরূপ নহে। আমরা এইরূপ বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নমস্কার করি।

আর একটী কার্য্যোপলক্ষে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ কোন বৈষ্ণব-সম্রাটের অপ্রকট-তিথি। সাধারণ-মানুষের মৃত্যুতে উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু আজ আমাদের মহা-আনন্দের দিন। কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। মৃত্যু-দিনই সেই জীবের শেষ হিসাবের দিন—জীবিতাবস্থায় সে যে-সকল সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম করিয়াছে, সেই সকল কার্য্যের শেষ-বিচারের দিন। মানবের হিসাব-নিকাশের শেষ দিনই মৃত্যু-দিবস। সেইদিন জীবের দণ্ড বা পুরস্কারের কাল উপস্থিত হয়। বৈষ্ণবের বিচার এরূপ নহে। তিনি কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন। সাধারণ জীব কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্ম্ম করে, সুতরাং সেই সেই কর্ম্মের ভাল বা মন্দ ফল ভোগ করে। মৃত্যু সেই ভাল-মন্দের প্রাপ্তির দিন। পাশ্চাত্যদেশে এই দিনকে 'Day of Judgment' বলে। যাঁহারা জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে মৃত্যুর দিন—জীবিতাবস্থার ক্রিয়ার শেষ ও তৎফল-ফল-প্রাপ্তির প্রারম্ভ। একজন্মেই জীবের শেষ বিচার হয় নাই, এরূপ বিচার ভারতবর্ষে ছিল না। ভারতেতর-দেশে এইরূপ কথা সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, আর যাঁহারা স্বীকার করেন না,—এই দুই মতের সম্বন্ধে আমি আজ কিছু আলোচনা করিব।

জন্মান্তরবাদ-অস্বীকারকারী বলেন যে, যদি আমরা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করি, তবে আমরা বলিতে পারি যে, এই জন্মের ফল-যখন পর-পর-জন্মে ভোগ করিতে হয়, তখন এই জন্মে আমি কিছু ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া লই—ভোগ করিয়া লই; পরজন্মে make up (পূরণ) করিয়া লইব। এই ভাব গ্রহণ করিলে জীব ধর্ম্মপথে চলিবে না, অধর্ম্মপথে চলিবে। অতএব জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা উচিত নহে।

যাঁহারা তথা-কথিত জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের যে চিন্তাস্রোত, তাহাও প্রশংসনীয় নহে। তাঁহারা বলেন যে, এ জীবনে পুণ্যকার্য্যাদির দ্বারা জীবিতাবস্থায় সুখ ও পরলৌকিকালে স্বর্গাদি ভোগ্য-লাভ হয়। এই জন্মে অধর্ম্মপথে চলিলে ইহ-জন্মেও দুঃখ, পরজন্মেও দুঃখ। এই বিচারে কর্ম্মস্রোতে ভাসমান জীবের [illegible] চিরদিন। শ্রীমদ্ভাগবত এইসকল চিন্তাস্রোত বাধা দিয়া বলেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

প্রত্যক্ষবাদী বলেন যে, যখন এই জন্ম পাইয়াছি, তখন বেশ করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিয়া লওয়া যাক। 'Make hay while the sun shines'—সূর্য্যের উত্তাপ থাকিতে থাকিতে কাঁচা ঘাস শুকাইয়া লও। ভারতে শাক্যসিংহ, সাংখ্যকার, মীমাংসকাদি সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না। তাঁহারা

বলেন যে, মনুষ্য-জীবন-প্রাপ্তি একটা chance মাত্র,—এই বুদ্ধি থাকিলে মনুষ্য পবিত্র থাকিবে। এই যুক্তি সাধারণ-জ্ঞানে কার্য্যকরী হইলেও ভাগবত তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

আমরা মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। এই জন্ম সুদুর্লভ। 'মানুষ্যম্'—মনুষ্য-সম্বন্ধি জন্ম, পশু-পক্ষী-কীট-জন্ম নহে। আবার এমন কোন স্থিরতা নাই যে, পরজন্মেও 'মানুষ' হইব,—ভূত, প্রেত, পশু বা পক্ষীও হইতে পারি। সুতরাং এই জন্মের যে কয়টা দিন পাইয়াছি, তাহা অন্য কাজে লাগাইবার আবশ্যকতা নাই।

'অর্থদম্'—'অর্থ'-শব্দে প্রয়োজন, তাহা দানকারী। কিন্তু অসুবিধা এই যে, জীবন—অনিত্য। শীঘ্র শীঘ্র 'অর্থ' অর্থাৎ 'পরমার্থ' অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে। মনুষ্য নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐরূপ মিথ্যা অভিমানের অন্তর্গত হইবেন না। কেননা, ঐরূপ বিচারকারীর নিকট মনুষ্যজন্মের ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধ হইল না। 'অহং'-'মম'-ভাবকারী ব্যক্তির জিহ্বায় হরি-নাম উচ্চারিত হন না। নিত্যকৃষ্ণবৈমুখ্য বশতঃ অসুবিধার পতিত ব্যক্তির অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকবে—সত্য বস্তুতে শরণাগতি ব্যতীত অন্যগতি নাই। হাতী নিজেকে 'হাতী', কুকুর নিজেকে 'কুকুর' বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু মানুষ সেরূপ করিবেন না,—নিজের স্বরূপের অভিমান করিবেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু 'প্রোদ্যদ্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

আমি প্রাকৃত-বুদ্ধিতে বর্ণাভিমানে 'ব্রাহ্মণ' নই, 'ক্ষত্রিয় রাজা' নই, 'বৈশ্য' বা 'শূদ্র' নই, আশ্রমাভিমানে 'ব্রহ্মচারী' নই, 'গৃহস্থ' নই, 'বানপ্রস্থ' নই, 'সন্ন্যাসী'ও নই। কিন্তু প্রোন্মীলিত নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-মহাসমুদ্ররূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই।

যে-দিন সূত-গোস্বামীর নিকট শৌনকাদি অষ্টাদশ ঋষি শরণাগত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা জানিতেন যে, সূত-গোস্বামী—বর্ণাশ্রম-কুলে জাত। ঋষিগণ কিন্তু এই বুদ্ধি ছাড়িয়া বৈকবজ্ঞানে তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণ্ডিত্যের অভিমান, বয়ো-বৃদ্ধির অভিমান, অপরের সহিত তুলনায় আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করায় বটে, কিন্তু এতাদৃশ অভিমান-মত্ত ব্যক্তি-গণের কোনও সুবিধা নাই। এইরূপ ভেদ কখন্ গত হয় তদ্বিষয়ক বিচারে শ্রীব্যাস বলেন,—

"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—'পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ।' 'পণ্ডা' —বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিযুক্ত যে এব পণ্ডিতঃ। অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তি-দ্বারা জীব 'পণ্ডিত'-শব্দের যে বিচার করেন, বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিজাত বিচার তাহা নহে।

আমরা এই জগতে পরস্পরের সহিত পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত। আবার বিশেষত্ব এই যে, বিবাদে পরাস্ত হইলেও আমরা নিজেদের অহঙ্কার ছাড়ি না,—যে 'অহঙ্কার' আমাদিগকে নরক-পথে লইয়া যায়।

'সম্ভব'—জন্ম। এই মনুষ্য-জন্ম মহা-দুষ্প্রাপ্য, অতএব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। জগতে অনন্তকোটি জীবের তুলনায় মানুষ সংখ্যায় খুব অল্প। উদাহরণ-স্থলেও দেখা যায় যে, একটী অল্প-পরিসর-যুক্ত স্থানে অসংখ্য কীটের সমাবেশ রহিয়াছে। এমন মনুষ্য-জন্মে অনিত্যতার উপলব্ধি না হইলে মানুষ নিশ্চয়ই মূর্খ, গর্দ্দভের-শেষর।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

বোতলের ভিতর সুরক্ষিত মধু পাইবার লোভে কাচের বাহিরে অবস্থিত মক্ষিকার ন্যায় পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনিত্য দেহে 'অহং'-অভিমানে অভিমানী ব্যক্তির সহস্র সহস্র চেষ্টায় ভগবদ্দর্শন বা তাঁহার ভক্তের নিকট যাইবার যোগ্যতা নাই। এজগতে জীব অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির দ্বারা চালিত ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া নিজের প্রত্যক্ষ বিচারের সাহায্যে নিজের সুবিধা করিতে পারে না।

প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর, ত্রাসরেণুর ভিতর, শব্দের ভিতর, ধাতুর ভিতর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর ভিতর ভগবান্ বিষ্ণুর চৈতন্যবস্তু অবস্থিত। তিনি মূর্খকে তাহার

মূর্খতা, পণ্ডিতকে তাঁহার পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করাইয়া আচণ্ডালকে স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছেন। যাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের লোকের বাহবা, বড় হওয়ার আশা, 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা পাইবার অভিলাষ নাই, তাঁহারাই তাঁহার কথা শুনিবেন। কিন্তু ঐ সকল বস্তুর প্রার্থীর কর্ণে প্রভুর ডাক পৌঁছিবে না। কিন্তু তাঁহাদেরও জানা উচিত, মৃত্যু যে, অবশ্যম্ভাবী—'জন্মমৃতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'

আমরা চৈতন্য-বস্তু। কিন্তু আমরা যখন চেতন হইয়া বৈষ্ণবের নিকট—পরমহংসগণের নিকট উপনীত হইলাম না,—তাঁহাদের কথায় কর্ণ দিলাম না, তখন আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।

প্রত্যেক মানুষের 'ধীর' হওয়া আবশ্যক। সাধুর চারুতা যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রেয়ঃ যাহাতে লাভ হয়, মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ summarily reject করিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ভজন করিব। জগতে সকলেই আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত। এই বান্ধবহীন দেশে, 'আত্মীয়'-নামধারী, সকলেই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল। আত্মীয়রূপে একমাত্র বৈষ্ণবের আশ্রয় ছাড়া আর আমাদের উপায় নাই! কোন মানুষের অন্য কোন কাজই করিবার দরকার নাই,—সকলে মিলিয়া কেবলমাত্র ভগবানের সেবকগণেরই সেবা করুন। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বল, অর্থ সামর্থ্যের দ্বারাও সকলেই ভগবানের সেবা করুক। 'ভূর্ণা যতেত'—কাল-বিলম্বে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

অবৈষ্ণব-ধর্ম্ম-গ্রহণকারীর মঙ্গল নাই। সর্ব্ববিধ মঙ্গল —বৈষ্ণবের পাদপদ্মাশ্রয়কারীর হস্তামলক। অবৈষ্ণবই জন্ম-মরণ-মালা গলায় ধারণ করিয়াছে। হরি-পরায়ণগণের কখনও মাতৃকুক্ষিতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবের অলৌকিক অমায়িক পাদপদ্ম-দর্শনের যাঁহার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারও পুনর্জ্জন্ম নাই। এমন বৈষ্ণবের দিব্য-তিথিতে তাঁহার কথা স্মৃতিপথে আনিবার জন্যই এই মহোৎসব। এস্থলে লোকে বলিতে পারে,—'বিরহ বাসরে আনন্দোৎসব কি প্রকারে হয়? এ জগতে সে দিনে ত' শোকসভারই অধিবেশন হয়?' তাহার উত্তর এই যে, বৈষ্ণবের 'মৃত্যু' নাই। তিনি—অমর, তিনি—ভগবানের সঙ্গে নিত্যলীলায় নিযুক্ত তাঁহার কার্য্য—কেবলমাত্র কৃষ্ণসেবা। তাঁহার প্রকটকালীন কার্য্যও—কৃষ্ণসেবা এবং অপ্রকটোত্তর কালেও তাঁহার কার্য্য—নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণসেবা। ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—নিত্য।

আপনারা বিচারের কথা-শ্রবণে কষ্ট বোধ করিতেছেন বটে; আপাততঃ শারীরিক কষ্ট হইলেও হরিকথায় আপনাদের নিত্য উপকার হইবে। বর্ত্তমানে এই কথা আপনাদের প্রয়োজনীয় না হইলেও মঙ্গলপ্রার্থী হইয়াই আমি এই কথা বলিতেছি।

এই বৈষ্ণব কি করেন? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্য-চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার কথা বুঝিতে চেষ্টা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্, সুতরাং তাঁহার ভজন কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তের ভজনীয় বস্তু যে কৃষ্ণ, তিনি তাহাই। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট নিজেকে অনাদ্যন্ত বলিয়া জানাইয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনিই 'ভগবান্'—

১। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

২। যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্॥

৩। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সহস্র-সহস্রবার ইহা বলা সত্ত্বেও জীবের জ্ঞানোদয় হইল না। আপনাকে ভজন করিবার উপদেশ আপনিই দিতেছেন, এইরূপ স্বার্থপর বাক্যে অনেকে কৃষ্ণভজন বুঝিল না। সেই জন্য পরম-করুণাময় ভগবান্, ভক্তরূপে, ভজনকারিরূপে এই জগতে আসিলেন, যদিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গালগল্প শুই হইয়াছিল যে,—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ"

মূর্খ-সম্প্রদায়,—"তদপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ তাঁহাকে বিভিন্নভাবে বর্ণন করেন। যে যেভাবে বর্ণন করে, করুক। যদি তাঁহাকে কেহ সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-রূপে স্বীকার করেন, 'শচী-নিদীয়' ছেলে বলেন এবং এই বিচারেও তাঁহার কথা শোনেন, তাঁহার দাসগণের নিকট পৌঁছেন, তবে তিনি লোকের মাড়ী-নক্ষত্র নাড়া দিবেন, তাঁহার মৃত্যু হইবে—অর্থাৎ একাল পর্য্যন্ত তাঁহার

মূর্খতা-পরিত্যক্ত দানগৃহীত জ্ঞান শুদ্ধ হইবে, পূর্ণ-সঞ্চিত মূর্খতা ও অভিজ্ঞতাকে মল-মূত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া পরম-সত্যের অনুসন্ধান করিবে। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বাপেক্ষা পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্যই "শ্রীচৈতন্যদেব" হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানিলেন যে, কৃষ্ণের জন্য যাঁহার এত স্বার্থ, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নহেন।

আর একদল ভাবিলেন, মহাপ্রভু কৃষ্ণ নহেন,—ভক্ত। তখন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থদ্বয় বৈষ্ণব বা গুরুর নিকট পড়িতে হয়। 'গুরু' কিন্তু যে-সে ব্যক্তি নহেন। ভগবানের চরিত্র-কথা উপাদক ছাড়া কেহই 'গুরু' নহেন। সাধারণ ব্যক্তি 'গুরু' নহে। প্রকৃত-প্রস্তাবে যদি কেহ চৈতন্যদেবের চরিত্র অনুশীলন করিতে করিতে কৃষ্ণের চরিত্র আলোচনা করেন, তবে মায়া হইতে উদ্ধার পাইবেন। চৈতন্যদেবের চরিত্র আলোচনা ব্যতীত জড়তা যায় না—চৈতন্য হয় না।

বৈষ্ণব অন্য জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যাশ্রিত, কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্য্যে, জীবনে-মরণে তিনি চৈতন্যচরণ ছাড়িয়া অন্যকার্য্যে ব্যস্ত নহেন। যখন মানুষ নিজের চর্ম্মচক্ষে বৈষ্ণবকে দেখিতে যায়, তখন ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র তাঁহার কৃপালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলে আসিলেন, তখন জগন্নাথকে 'মুরলীবদন কৃষ্ণ' দেখিলেন। আমরা আমাদের চোখে 'পুঁতের মাচা' দেখি। জড়লোক 'জগন্নাথ' না দেখিয়া ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হয় বা চেতন-রহিত কাষ্ঠ দেখে; আবার কেহ বা জীবিকা-বিশেষ দর্শন করে। 'গৌড়ীয়' পত্রে কোন বৈষ্ণবের জগন্নাথ-দর্শনের কথা আমি পাঠ করিয়া আপনাদিগকে শুনাইতেছি—গৌড়ীয়—৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৩।৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করিলাম—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের পরিচয় দিতে। শ্রীজগন্নাথের সেবকসূত্রে আজ আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। বিষয়টা এই,—

প্রথমতঃ ভগবদ্দর্শনকে বেদশাস্ত্র 'সম্বন্ধ' বলেন। যিনি দর্শন করেন, তিনি—দর্শক, যাঁহাকে দর্শন করেন, তিনি—দৃশ্য, যে-বৃত্তি অবলম্বনে দর্শক ও দৃশ্যের সম্মেলন হয়, তাহা—দর্শন। যেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের ভিতর অনিত্যতা আছে, তাহাই আর্ত্তাচার। বৈষ্ণব বিচার ঐরূপ নহে; সেখানে ঐ তিনটাই নিত্য। সর্ব্বপ্রথমে সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভের আবশ্যকতা আছে। সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে—পরিচয়ের অভাবে, প্রাপ্যবস্তুলাভে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। আমরা ঐ সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভের জন্য যদি শ্রীদশাক্ষরশিক্ষা পাঠ না করি, তজনের অধিকার যদি বেশ ধারণ করি, অথবা হরিনামোচ্চারণের ছল করি, তবে কেবলমাত্র শিক্ষাবৃদ্ধি হইবে—নামাপরাধ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত হরি-নাম হয় না। নামাপরাধ ও নামের পার্থক্য-জ্ঞানাভাবে অনেকে কীর্ত্তনের বদলে পশু গ্রহণ করেন। সুতরাং তজনীয় সম্বন্ধ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কেন তজন করি, কি তজন করি, এ সমস্ত কথা জানার নামই শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ; দীক্ষা-কার্য্যটাই—সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদান-লীলা।

জগন্নাথের প্রথম দর্শন—নিরাকারবাদী বলেন,—জগন্নাথদেব কাষ্ঠ-মাত্র। তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ছেলে-ভুলান-ভাবে বিশ্বাস করি। প্রকৃত কথা তাহা নহে। কেননা, তবে জগন্নাথদেবের পাদপদ্ম হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত দর্শন হইত।

লৌকিক-দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রথমে পাদপদ্ম-দর্শন হয়। নিরাকারের পদ-দর্শন হইলে পৌত্তলিকতা হইত। জগন্নাথের দর্শন পৌত্তলিকতা নহে। আকার-দর্শনে প্রথমে পাদপদ্ম দর্শন করিতে যাইয়া কোথায় তাঁহার পাদপদ্ম অবস্থিত, তাহা দেখিতে পাই না। আমাদিগকে এই অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি পদদ্বয়ের দর্শন দিতেছেন না। তাঁহার পাদপদ্ম-শোভার দর্শন হইলে অন্যবস্তু-দর্শনে বিরক্তি আসিবে; এই জন্যই তিনি পদদ্বয় দেখাইতেছেন না। বদ্ধজীবকে তাহার যোগ্যতানুসারে নশ্বর-ঐশ্বর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট করাইবার জন্য তিনি সুদর্শন দেখান না। বৈষ্ণবেরা কিন্তু তাঁহাকে মুরলীবদন ও তাঁহার পদনখ-শোভা দর্শন করেন। আমার ন্যায় ব্যক্তি, মূলবেদী মণিকোঠার ভিতরে অবস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিতে যাইয়া বুড়ার পুঁই মাচার দর্শনের ন্যায় দেখে। গৌরসুন্দর কিন্তু সাক্ষাৎ মুরলীবদন দেখিলেন—প্রণব-পুটিত মূর্ত্তি দেখিলেন না। জগতের ব্যাপারের অন্যতম শ্রীজগন্নাথকে দেখিলে খণ্ডিত দর্শন হইবে—অন্য কিছু দেখিবে।

শ্রীজগন্নাথ-দেব মানবের মঙ্গলের জন্য মূর্ত্ত-বিগ্রহে—

অর্চা-বিগ্রহে আসিয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন—কাষ্ঠময় নহেন। যাহারা তাঁহাকে কাঠ দেখিবে, তাহারা সংসার কূপে-ছলহীন মীনের ন্যায় থাকিবে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত জগন্নাথকে দেখা উচিত। আমি বলরাম, তিনি সমগ্র জগতের পতি,—সমগ্র দেবলোকের পতি—তিনি দেবদেব। তাঁহার পাদ-সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোনও কৃত্য নাই। বিশিষ্ট জ্ঞানময়—বিজ্ঞানময় চক্ষুর্দ্বারা সেবা-বুদ্ধিতে তাঁহাকে দর্শন করা উচিত, কেন না—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অপ্রাকৃত রাজ্যের বস্তুর নিকট চৈতন্যগতের কোন বস্তুই উপস্থিত হইতে পারে না। অচিৎএর দুষ্টিযুক্ত চক্ষুর দ্বারা তাঁহার দর্শন হয় না। এইসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃশ্যজগতের দৃশ্যবস্তু বস্তুসকলের দর্শন হয়। সেই দৃষ্টি ভ্রান্তিময়ী। এ দেশে জগন্নাথ দেখিতে আসিয়া আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ভ্রমণ করিতে করিতে সময় কাটাইতেছি।

জগন্নাথের দ্বিতীয় দর্শন—দর্শন-ভক্ত সেবার অধিকার। অভিধেয়ের বা দ্বিতীয় দর্শন-বিচারে পূর্ব্বাচার্য্যগণ চৈতন্যবৃত্তিতে সেবাবস্তুর সেবা করেন। এই দর্শন শিখাইবার জন্য অভিধেয় ভক্তিতে অর্চন বা উপাদানবস্তুর সেবা। শ্রৌত ও অনুভাষ্যাদির আলোচনাকারী মহা-মহা-বৈদান্তিকই ভগবদ্দর্শনের অধিকারী। অতএব জীব শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন করিবেন। মনভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণ ভজনের নামে 'অনুকরণ' করে,—মহাজনের অনুসরণ করিতে পারে না; কেননা, মূলে তাহাদের তত্ত্বানুগতো সম্বন্ধজ্ঞানেরই অভাব।

জগন্নাথের তৃতীয় দর্শন—প্রয়োজন তৃতীয় দর্শন। লোকের ভিড় ঠেলিয়া জগন্নাথ দর্শন করা অপেক্ষা চক্রদর্শনে ভগবদ্দর্শনলব্ধা ভাল। তাহাতে সার্ব্বকালীন সেবা করিবার সুযোগ। নিকটে যাইয়া সেবোর অর্চনে কনিষ্ঠাধিকার। সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত ভজনে—মধ্যমাধিকার, আর সেবোন্মুখী হইয়া সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করিয়া ভজনে—উত্তমাধিকার বা মহা-ভাগবতাধিকার।

নীলাচলে মহাপ্রভু

বেদান্ত-ব্যাখ্যান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬৩শ সংখ্যার পর]

সার্ব্বভৌম—উপনিষদ্-বাক্যের সর্ব্বত্র 'ব্রহ্ম' শব্দই পাওয়া যায়।

মহাপ্রভু—সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দে বিষ্ণুতত্ত্ব বা বিষ্ণু-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্।

সার্ব্বভৌম—বেদে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই কেন?

মহাপ্রভু—বেদে উল্লেখ আছে, তবে বেদ-বাক্যের অর্থ-সমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ বেদ-বাক্যের তাৎপর্য্য জগতে বুঝাইবার জন্যই পুরাণবাক্যে বেদ-তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। বেদার্থ-পূরণকারী ও প্রাগ্‌বৃত্তান্তযুক্ত প্রকাশিত বলিয়া 'পুরাণ' অর্থাৎ 'প্রাচীন'-নাম। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদকে পূরণ করিবে। যাহা বেদ নয়, তাহা-দ্বারা বেদের পূরণ হইতে পারে না। যেমন সুবর্ণ-বলয়ের কোন অংশে-পূরণের প্রয়োজন, সীসকের দ্বারা কখনই তাহা পূরণ হইতে পারে না। পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-তন্ত্রসমূহ বেদের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশিত ও বিস্তারিত করেন বলিয়াই বেদ হইতেও পুরাণের অধিকতর গৌরব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; যথা নারদীয়ে,—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমেকমপ্যত্র হিত্বান্যদ্‌বাঙ্ময়ং পৃথক্।
পুরাণজ্ঞোঽপি পূতাত্মাঽপি ন যাতি কলিজাং ভয়ং॥"

হে বরাননে! বেদার্থ অপেক্ষাও পুরাণার্থকে অধিক মনে করি, কারণ নিখিল বেদ-তাৎপর্য্য পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূতাত্মাই হউক, আর পূতাত্মাই হউক, যে ব্যক্তি পুরাণকে বেদ হইতে অন্যপ্রকার মনে করে, সে ভিন্নযোনি লাভ করে; কখনই তাহার উত্তমগতি লাভ হয় না।

সার্ব্বভৌম—আপনি পুরাণের সাধ্যতা বলিতেছেন, কিন্তু পুরাণও ব্রহ্মকে-নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-তত্ত্বই স্বীকার করিয়াছেন

মহাপ্রভু—অদয়-জ্ঞানের শুদ্ধ ও নিঃশক্তিক-প্রতীতিই—ব্রহ্ম। জড়মধ্যে প্রবিষ্ট শুদ্ধ আত্মময় প্রতীতিই—পরমাত্মা। অদয়-জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ-প্রতীতিই—ভগবান্। ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভগবৎপ্রকাশের নাম—শ্রীপতি নারায়ণ, আর মাধুর্য্য প্রধান ভগবৎপ্রকাশের নাম—রাধানাথ কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে স্ব-মুখে বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

সবিশেষ-তত্ত্ব-স্বরূপ আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্ম-রূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক-সুখ-রূপ ব্রহ্মরস,—এই সমুদায়ই নির্ব্বিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বামি-চরণও এই অর্থই করিয়াছেন,—"ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীকৃতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীকৃতপ্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদধিষ্ঠাতৃ।" "আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা"—এই অর্থে ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি। যেরূপ ঘনীভূত-প্রকাশই সূর্য্যমণ্ডল, সেইরূপ। 'প্রতিষ্ঠা'-শব্দে পর্য্যাপ্তিও হইতে পারে। কোষকার বলেন,—'পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা'।

"পরাকৃতমনস্বন্তং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।
সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

"অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥"

'অহো! নন্দরাজ-প্রমুখ পঞ্চদশাশ্রিত ব্রজবাসিগণের মহা-সৌভাগ্যের বলিহারি যাই; পরমানন্দ-স্বরূপ পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।'

সার্ব্বভৌম—'অপাণি-পাদ' শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে 'নিরাকার' 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়াছেন, তখন জানিতে হইবে যে, সগুণ-ব্রহ্ম সেই নির্গুণ-ব্রহ্মেরই গৌণ প্রতীতিমাত্র। অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, অদ্বৈত, অমের ব্রহ্মই মায়া-মনুষ্যরূপে নন্দ-যশোদার পুত্র বা গোপগণের মিত্র হইয়া থাকেন।

মহাপ্রভু—আপনি শ্রুতি-বিরুদ্ধ-কথা বলিতেছেন। 'অপাণি-পাদ' শ্রুতি-মন্ত্রে জড়-বিশেষ নিরসনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আদৌ ব্রহ্মের "প্রাকৃত হস্ত পদ নাই" বলিয়া পরে "তিনি চলেন এবং সমস্ত বস্তু গ্রহণ করেন"—এই বাক্যদ্বারা অপ্রাকৃত হস্তপদ আছে বলিয়া ব্রহ্মের নিত্য সবিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এই শ্রুতির মুখ্য-বৃত্তিতে সবিশেষত্ব ও গৌণ-বৃত্তিতে নির্ব্বিশেষত্ব। আপনি শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণা-বৃত্তিতে অজ্ঞানরূপে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব নিষেধ নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করিতেছেন। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মের চিন্তা সবিশেষ রূপে 'মায়ার বাদ' উঠাইয়া ব্রহ্মকে 'নিত্য নিরাকার' বলিয়া স্থাপন করেন; পরন্তু শ্রুতির সিদ্ধান্ত মতে সেই ব্রহ্ম—ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ আনন্দ-বিগ্রহ-বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু শ্রুতি বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।

সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত-দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ—পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে একসময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণ-বিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনে নিত্যলীলা-বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অচিন্ত্য-শক্তির আধার। তাঁহার অচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত-জীব বুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অচিন্ত্য-শক্তির নাম—'পরা শক্তি'। এক হইয়াও স্বাভাবিকী শক্তি—জ্ঞান (সাম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী)-ভেদে বিবিধা। এই পরা শক্তি বিচিত্রানন্দ-সম্বর্দ্ধিনী; সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয়-মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥

তথা তিরোধিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু দৃশ্যেত তারতম্যেন বর্ত্ততে॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে॥

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞা-বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরা শক্তিই 'চিচ্ছক্তি'; ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিই জীবশক্তি—যাহা মায়া-রূপা 'অবিদ্যা' হইতে 'অপরা' অর্থাৎ ভিন্না বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কর্ম্মসংজ্ঞা-রূপা অবিদ্যা-শক্তির নাম 'মায়া'। ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিই জীবশক্তি, সেই জীবশক্তি 'সঙ্কল্প' হইয়াও মায়া-বৃত্তিরূপা অবিদ্যা-দ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিল-তাপ নিত্য ভোগ করিতেছে। আবার সেই 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-নাম্নী শক্তি অবিদ্যা-কুণ্ঠাবৃত হইয়া সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি—মধ্যমা, এবং অবিদ্যা-কর্ম্ম-সংজ্ঞিতা মায়া-শক্তি—অধমা। জীবশক্তি মায়া-দ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসার-তাপ লাভ করেন। সেই-রূপ দূরীভূত অবস্থান-ক্রমে অবিদ্যার কর্ম্ম-চক্রে প্রবেশ করিয়া উচ্চ-নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন। হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধ-ব্যাপারই চিন্ময়। মায়া-বশযোগ্য চিৎকণ-জীব মায়াবিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয়পূর্ব্বক যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি 'হ্লাদকরী', 'তাপকরী' ও 'মিশ্রা'—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্গুণা ও নির্ব্বিশেষরূপে একাকারা। বেদবাক্যে অনেক-স্থলে এই পরা শক্তির প্রভাবত্রয়ের বর্ণন আছে; যথা—

চিচ্ছক্তি-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরে—

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য
ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥"

ঋগ্বেদে যে অক্ষর পরব্যোমের কথা আছে—যাহাতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করিতেছেন, যিনি সেই তত্ত্ব জানেন না, তিনি ঋক্ দ্বারা কি করিবেন? যাঁহারা সেই তত্ত্ব জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

"যে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥"

এক শক্তিমান্ দেব কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি-কারণসকলকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ-ব্যক্তিগণ সেই স্বরূপভূতা ও নিজ প্রভাব-দ্বারা সংবৃতা শক্তিকেই ধ্যান-যোগ-পরায়ণ হইয়া নিখিল-কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

জীবশক্তি-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরে—

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগামজোঽন্যঃ॥"

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা, বহু প্রজার জননীস্বরূপা সমানরূপা, এক অজা-নাম্নী প্রকৃতিকে অজ এক অজপুরুষ (জীব) সেবা করিতে করিতে ভজন করেন। অপর অজ পুরুষ (পরমাত্মা) ভুক্ত-ভোগা ঐ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

মায়াশক্তি-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরে,—

"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভবাং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥"

বেদ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অশ্বমেধাদি ক্রতু, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত ও ভবিষ্যৎ,—যাহা কিছু বেদ কীর্ত্তন করেন, তৎ-সমস্তই মায়াধীশ পুরুষ সৃষ্টি করেন। সেই বিশ্বে, অন্য জীব মায়া-দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন।

সাধকগণ—ব্রহ্মের শক্তি আছে স্বীকার করিলে, অন্য বেদ-প্রমাণে যে তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' বলা হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি হয় কিরূপে?

হ্লাদপ্রভু—নির্ব্বিশেষ-ভণ্ডটীও সেই পরা শক্তিই প্রকাশ করেন; অতএব নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেও শক্তির পরিচয় দেখা যায়। সুপ্তশক্তি ব্রহ্ম একটী ভাণ-মাত্র—মায়াবাদীর কল্পিত তত্ত্ব। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বস্তুতঃ মায়াবাদের অতীত। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম এইরূপ বেদে বর্ণিত হইয়াছেন—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।"
"য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বাংল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ॥"

পরমেশ্বর অধয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বশক্তিমাত্র-সহায়। এ জগতে যাহা কিছু, সমস্তই পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ। তিনি নিজ-শক্তিমাত্র-সহায়ে সমস্ত প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ বা প্রাকৃত-জন-রহিত হইয়াও নিজ নানাশক্তি-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ ও তত্তদাদিরূপ উৎপাদন করিয়া থাকেন। যিনি অদ্বিতীয় মায়াধীশ, তিনি স্ব-শক্তির দ্বারা লোক-সকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন।

পরম-তত্ত্বের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় না, তাহা সর্ব্বদা স্ব-প্রকাশ। সেই স্বপ্রকাশ-তত্ত্বের শক্তির ত্রিবিধ পরিচয় নিত্যরূপে এই মন্ত্রে লক্ষিত হয়,—

"য বিশ্বজ্ঞো বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ
কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসার-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥"

সেই শক্তিমান্ তত্ত্ব—বিশেষ কর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, আত্মযোনি, জ্ঞানী, কালকর্ত্তা, গুণী, সর্ব্ববেত্তা, প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞপতি, গুণেশ এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের কারণ।

সার্ব্বভৌম—এই সকল শ্রুতিমন্ত্র ব্রহ্মের ঈশ্বরাবস্থা বর্ণন করিতেছেন মাত্র, বস্তুতঃ নিঃশক্তিক ব্রহ্মাবস্থাই চরমাবস্থা।

মহাপ্রভু—ব্রহ্মাবস্থা ও ঈশ্বরাবস্থা-ভেদে লুপ্তশক্তি ও বাক্তশক্তির পরিচয়ভেদ মায়াবাদাভিমত মতবাদ-মাত্র; বস্তুতঃ পরমব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমান্। সচ্চিদানন্দময়ত্বই তাঁহার স্বরূপ। ভগবানেরই এক চিচ্ছক্তিই 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ'—এই তিন অংশে তিনরূপে প্রকাশ পা'ন। আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী' এবং চিদংশে 'সম্বিৎ'। সেই সম্বিদ্‌ই কৃষ্ণ-সম্বন্ধি জ্ঞান। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি তিনস্বরূপে প্রকাশ পান—'অন্তরঙ্গা' অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বরূপ, 'তটস্থা' অর্থাৎ জীবশক্তি, 'বহিরঙ্গা' অর্থাৎ মায়াশক্তি। উক্ত তিন শক্তি-প্রভাব দ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-রূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদ্ভবন, চিদ্‌পকরণ ইত্যাদি সর্ব্ব-প্রকার চিদ্বৈভব উদিত হইয়াছেন। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা, সমুদায়ই সন্ধিনী-কার্য্য। চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্‌বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিন্তামণি-ভাবোদয় হইয়াছে। চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী-বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দাস্বাদন হইতেছে। জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী, তাহার কার্য্যস্বরূপ জীবের চিন্ময়-সত্তা, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে। তাহাতে যে সম্বিচ্ছক্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানাদির উদয় হয়। তাহাতে যে হ্লাদিনী, তৎকার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ক্রিয়া লাভ করে। অষ্টাঙ্গ-যোগগত সমাধিসুখ বা কৈবল্যসুখও তাহার কার্য্যবিশেষ। মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি আছে, তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশ-লোকময় সমস্ত জড় বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ-শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি-লোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। বদ্ধ-জীবের জড়ীয় নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয়-কার্য্য, সমুদয়ই তদ্ভূত। মায়াতে যে সম্বিদ্‌বৃত্তি, তদ্দ্বারা জড় বদ্ধ-জীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচারসমূহ উদিত হয়। মায়াতে যে হ্লাদিনী-বৃত্তি, তদ্দ্বারা স্থূল জড়ানন্দ ও স্বর্গাদি-গত সূক্ষ্ম-জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বৃত্তিত্রয় চিচ্ছক্তিতে নির্ম্মল ও নিত্যরূপে পূর্ণতার সহিত নিত্য-ক্রিয়াবতী। জীবশক্তিতে পরমাণুপ্রায় হইয়া অতি ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ পায়। মায়া-শক্তিতে বিকৃত-ভাবে তত্তদ্‌বৃত্তির আভাসমাত্র দেখা যায়। জীবের পক্ষে মায়াবৃত্তিসকল হেয়। জীবশক্তির স্বীয়-বৃত্তিসমূহ হেয় নয়, কিন্তু অপ্রভূত। চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারেন না। তাহা কেবল কৃষ্ণ-কৃপা ও কৃষ্ণ-জনের কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হয় না।

সার্ব্বভৌম—শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' ও 'নির্ব্বিশেষ' বলা হইয়াছে, তখন তাঁহাকে আবার একই সময় 'শক্তিমান্' ও 'সবিশেষ' বলিলে কি বিবিধ শ্রুতি-বাক্যের অসঙ্গতি হইল না? অতএব আমরা মনে করি, যে-সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বা নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাই মুখ্যা শ্রুতি; আর যাহাতে ব্রহ্মকে সবিশেষ ও সশক্তিক বলা হইয়াছে, তাহা গৌণী শ্রুতি। মুখ্যা ও গৌণীর মধ্যে মুখ্যাই প্রবলা।

মহাপ্রভু—শ্রুতি পরমারাধ্যা, কোন শ্রুতিই অসম্মানের বিষয় নহে। একটীকে সম্মান প্রদান করিয়া

আর একটীকে তাহা অপেক্ষা ন্যূন বা লঘু করিলে বস্তুতঃ বিভিন্ন শ্রুতির মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি ও শ্রুতি বাক্যের অসম্মানই করা হয়। দুইটী গাভীর মধ্যে যদি পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর কেহই গো-মাতার একটীকে হত্যা করিয়া আর একটীকে রক্ষা করিতে যান না। গো-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিগণই একটীকে হত্যা করিয়া অপরটীকে রক্ষা করেন। আর যাঁহার গো-মাতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে, তিনি উভয় গাভীকেই সমভাবে সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রুতি-সম্বন্ধেও তাহাই। বিষ্ণু-প্রতীতিবিশিষ্ট পুরুষগণ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-ভেদ-প্রতিপাদক ও অভেদ-প্রতিপাদক, উভয়বিধ শ্রুতিকেই সমভাবে সম্মান করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিরোধতঞ্জিকা-নাম্নী একটী অচিন্ত্য শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। সগুণতা ও অগুণতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্তকৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্ব্বাত্মভাব ও গোপত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা ও নরজ্ঞাবত্তা, সবিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধিধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনীর সেবানুকূল্যে নিযুক্ত আছেন। এ বিষয়ে যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহারা নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারম্ভের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নবযুক্তি সহজে সীমা-বিশিষ্ট, অতএব অসীম-তত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শুষ্ক-তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া আপ্ত-বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধা-বীজ হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে আরোহণ করেন। শ্রুতিতে পর-ব্রহ্মের যুগপৎ বিরুদ্ধগুণসমূহ শ্রুত হইয়া থাকে,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

ভগবানের প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই, অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত-কর্ণ-শূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"

সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধা-
চ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥"

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরা-রহিত, উপাধি-শূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা নিত্য পদার্থসকলকে তত্তদ্-বিশেষ-দ্বারা পৃথগ্‌রূপে বিধান করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয়ে 'তর্কাবকার' বলিয়াছেন, যথা,—

"তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। ততত এব নিবৃত্তে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি॥"

দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতা-গণ গর্ব্বিত হইলে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া অগ্নি-প্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতা-গণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—"এই বরেণ্য পুরুষকে আমি জানিতে পারিলাম না।" বিষ্ণুর মূর্ত্তত্ব কথিত আছে, যথা ছান্দোগ্যে,—

"তদ্যদ্ধিবলং প্রপদে শবলাঙ্ক্যামং প্রপদে।"

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

(৯)

স্মার্ত্তবাদ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬৫শ সংখ্যার পর]

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব, উভয়েই সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন। কিন্তু উভয়ের অনুষ্ঠিত-নিষ্ঠা সম্পূর্ণ পৃথক্। স্মার্ত্তের সন্ধ্যা-বন্দনাদি

কর্ম্মকাণ্ড-বিশেষ, কিন্তু বৈষ্ণবের সন্ধ্যা-বন্দনাদি বৈধ-ভক্তি। কর্ম্মকাণ্ড ও বৈধভক্তির মধ্যে যে বিপুল তাত্ত্বিকভেদ বর্ত্তমান, তাহা স্মার্ত্তগণ বুঝিতে পারেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপ সেবন-নৈষ্ঠিক-জীবন ভক্তিভাবে পরিণত হইলে ভক্ত-জীবন হইয়া পড়ে; কিন্তু যে-কাল-পর্য্যন্ত সেবন-নৈষ্ঠিক-জীবন স্ব-স্বরূপকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্ত-জীবন-স্বরূপকে গ্রহণ না করে, সে-কাল-পর্য্যন্ত তাহার নাম 'কর্ম্ম'ই থাকে। কর্ম্ম কখনই ভক্ত্যঙ্গ নহে। কর্ম্মের পরিপাকে হইলে ভক্তিসাধক স্বরূপ উদিত হয়। তাহাকে তখন 'ভক্তি'ই বলা যায়, তখন 'কর্ম্ম' বলিয়া তাহার নাম থাকে না। ভগবৎসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা উদিত হইলেই কর্ম্মাধিকার নিবৃত্ত হয়। কর্ম্মাঙ্গের মধ্যে যে সন্ধ্যা-বন্দনাদি আছে, তাহা ধর্ম্ম-নীতিগত কর্ত্তব্যকর্ম্মবিশেষ, শ্রদ্ধোদিতা ভক্তির কার্য্য নয়। যে-সময়ে ভগবৎসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা উদিতা হয়, তখন ভগবদানুগত্যরূপ সমস্ত ভক্তি-কার্য্যই তাৎপর্য্যক্রমে আদৃত হইয়া উঠে। তখন কোন-স্থলে সন্ধ্যা-কালে হরিকথা হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্ম করিতে রুচি হয় না। সাধক তখন এরূপ স্থির করেন যে, সন্ধ্যা-বন্দনাদির যে তাৎপর্য্য, তাহাই যখন উপস্থিত, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? স্মার্ত্তগণ কিন্তু হরিকথা বা সাধুসঙ্গকে 'গৌণ' বা কদাচিৎ সন্ধ্যা-বন্দনাদির তুল্য অন্যতম ব্যাপার-বিশেষ মনে করিয়া হরিকথা ও সাধুসঙ্গ-পরিত্যাগ করিয়াও সন্ধ্যা-বন্দনাদির প্রতি অত্যাগ্রহ দেখাইয়া থাকেন; এমন কি, অনেক স্মার্ত্তের আচরণে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, যখন সাধুসঙ্গে হরিকথা উপস্থিত হইয়াছে, তখন যদি পিতা, মাতা, কিম্বা স্ত্রী-পুত্রের শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা বা কোন বিষয়-কার্য্যের সংবাদ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়, তাঁহারা তাঁহাদের মনোগত-বিচার দেখাইয়া বলেন যে, পিতা, মাতা, স্ত্রী-পুত্রের সেবা পরিত্যাগ করিয়া হরিকথা বা সাধুসঙ্গ করা উচিত নহে। বরং হরিকথা পরিত্যাগ করিয়াও পিতা, মাতা, স্ত্রী-পুত্রাদির সেবন-রূপ আর্থিক কর্ম্ম করা যায়। মহাপ্রভু শ্রীবাসের পুত্রের বিয়োগ-কালে শ্রীবাসের আচরণের দ্বারা এইরূপ স্মার্ত্তবাদ নিরাস করিয়াছেন।

স্মার্ত্তগণ মনে করেন,—সন্ধ্যা-বন্দনাদি যাহা, হরি-ভজনও তাহাই, বরং হরি-কীর্ত্তনাদি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের স্ব-ধর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদি করাই অধিকতর শ্রেয়ঃ। বৈষ্ণবগণ বলেন,—ব্যবহারিক বা ঔপচারিকভাবে সন্ধ্যা-বন্দনাদিকে নিত্যকর্ম্ম বলিয়া নাম প্রদান করিলেও ঐ শব্দ-গুলি পদের মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তি বা বিষয়বৃত্তিশক্তিতে ঐরূপ-ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনাকে নিত্যকর্ম্ম বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে, শারীরিক, ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ করিবার যে পন্থা বিহিত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ নিত্য নহে। ইহার নাম উপচার। বস্তুতঃ বিচার করিলে জীবের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেমানু-শীলনই একমাত্র নিত্য-কর্ম্ম বলিয়া জানা যায়; ইহার তাত্ত্বিক নাম—বিশুদ্ধচিদনুশীলন। তাত্ত্বিকভাবে দেখিলে সন্ধ্যা-বন্দনাদিকে 'নিত্য' না বলিয়া 'নৈমিত্তিক' বলাই যুক্তিযুক্ত।

বস্তু-বিচার করিলে শুদ্ধ-চিদনুশীলনই কেবল জীবের নিত্যধর্ম্ম হয়। আর যতপ্রকার ধর্ম্ম, সকলই নৈমিত্তিক। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাঙ্খ্যজ্ঞান ও তপস্যা, সমুদয়ই নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত, তবে ঐ সকল ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ হওয়ায় মায়ামুগ্ধ-অবস্থাই এক 'নিমিত্ত' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই নিমিত্তের জন্যই ঐসকল ধর্ম্ম 'ধর্ম্ম'-নামে কথিত হইয়াছে, অতএব তাত্ত্বিক-বিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যা-বন্দনাদি-কর্ম্ম ও তাঁহার কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ,—এ সমস্তই নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম।

স্মার্ত্ত যে সন্ধ্যা-বন্দনাদিকে নিত্য-কর্ম্ম বলিয়া থাকেন, তাহাতে সাক্ষাৎ চিদনুশীলন নাই। স্মার্ত্তের সন্ধ্যা-বন্দনা তাহার অন্যান্য-কর্ম্মের ন্যায় ক্ষণিক ও বিধি-সাধ্য। নিত্য-স্বরূপের সহজ প্রবৃত্তি হইতে ঐ সকল কার্য্য হয় না। পরে বহুদিন বৈধ-ব্যাপারে থাকিতে থাকিতে যখন সাধুসঙ্গ-সংস্কার-দ্বারা চিদনুশীলনরূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন সন্ধ্যা-বন্দনাদি আর কর্ম্মাকারে থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদনুশীলন, সন্ধ্যাবন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান-কার্য্যের উপায় মাত্র। কিন্তু স্মার্ত্তগণের পক্ষে তাহাও হয় না, কারণ সাক্ষাৎ-চিদনুশীলন হরিনামকে তাঁহারা সন্ধ্যা, বন্দনা, ত্যাগ, ব্রত, যজ্ঞাদিরই অন্যতম বলিয়া মনে করেন, কিম্বা হরিনামে অর্থবাদাদি কল্পনা করিয়া হরিনামকীর্ত্তনাদি পরিত্যাগ করিয়াও সন্ধ্যা-বন্দনাদিকে নিত্যকর্ম্ম মনে করিয়া তাহার প্রতি অত্যাগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা ঘোর সংসারগতি প্রাপ্ত হন,

কিন্তু বৈষ্ণবগণ বৈধভক্তিযাজনপূর্ব্বক ক্রমপন্থায় আত্ম-মঙ্গল লাভ করেন।

কর্ম্মকাণ্ডের সন্ধ্যা-বন্দনাদি ও বৈধ-ভক্তিতে বিশেষ ভেদ আছে। কর্ম্মকাণ্ডে সন্ধ্যা-বন্দনাদি চিত্তশুদ্ধি বা মুক্তি-লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। হরিজনমূলক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির কোন 'নিমিত্ত' নাই। তবে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফল শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, সে-সকল কেবল বহির্ম্মুখ লোকের রুচি উৎপাদন করিবার জন্য। হরিজনের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই। হরিজনে রতি উৎপাদন করাই বৈধ-অঙ্গের মুখ্য ফল। বৈষ্ণবের সাধন-ভক্তি কেবল সিদ্ধ-ভক্তির উদয় করাইবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গ-সাধনে দুইটী তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধন-ক্রিয়ার আকার-ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু নিষ্ঠা-ভেদই মূল। কর্ম্মাঙ্গে কৃষ্ণ-পূজা করিয়া চিত্ত-শোধন ও মুক্তি অথবা রোগ-শান্তি বা পার্থিব ফল পাইয়া থাকে; আর ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজা-দ্বারা কেবল কৃষ্ণ-প্রেমে রতি উৎপত্তি করায়। কর্ম্মীদিগের একাদশী-ব্রতে পাপ নষ্ট হয়; ভক্তদিগের একাদশী-ব্রতের দ্বারা হরি-ভক্তি বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ স্মার্ত্তগণের সন্ধ্যা-বন্দনাদির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের নাগর-দোলায় ঘূর্ণিপাকরূপা গতি-লাভ হয়, আর পারমার্থিকগণের সন্ধ্যা-বন্দনাদি-দ্বারা ভগবৎসেবায় রতি উৎপত্তি হয়। বৈধ-আর্থিক-ধর্ম্মকে কর্ম্মকাণ্ড, আর বৈধ-পারমার্থিক ধর্ম্মকে ভক্তি বা সাধনভক্তি বলা যায়। সুতরাং স্মার্ত্তগণের সন্ধ্যা-বন্দনাদি ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিবার সাধনী-কৃত কর্ম্মকাণ্ড-বিশেষ, আর পারমার্থিকগণের সন্ধ্যা-বন্দনাদি বা সাধন-ভক্তি বৈকুণ্ঠে প্রবেশের দ্বার-বিশেষ। স্মার্ত্তগণের কর্ম্মে অত্যাগ্রহ, আর পারমার্থিকগণের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতেই একান্ত নিষ্ঠা।

বিদ্বস্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণের গায়ত্রী-সম্বন্ধে ধারণা, আর শুদ্ধ পারমার্থিক-ব্রাহ্মণের গায়ত্রী-সম্বন্ধে ধারণা পৃথক্। বিদ্বস্মার্ত্ত-গণ মায়া বা প্রকৃতিকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া স্থির করেন।-অদ্বয়-জ্ঞানের পূর্ণ-প্রতীতিই যে ভগবৎপ্রতীতি এবং অসম্যক্‌প্রতীতিই যে ব্রহ্ম-প্রতীতি অর্থাৎ "বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি 'শ্রীভগবান্'। ষড়বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্ব-ধাম"।—এই ভাগবতীয় বিচার গ্রহণ করেন না; কাজেই ব্রহ্ম-গায়ত্রী-সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা পারমার্থিকগণ হইতে পৃথক্। পারমার্থিকগণ বলেন,—বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। বেদমাতা গায়ত্রী অবলম্বন করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ। বেদ-বৃক্ষের বীজ—প্রণব, মাতা বা অঙ্কুর—গায়ত্রী এবং ফল—চতুঃশ্লোকী ভাগবত। প্রণবই সর্ব্ববেদের মহাবাক্য; সেই প্রণবে যে অর্থ আছে, তাহাই গায়ত্রীতে আছে এবং সেই অর্থ ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত চিল্লীলা-মিথুন শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্‌বিলাসের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদমাতা গায়ত্রী গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাকেই তাঁহার পরমাকাঙ্ক্ষিত-বিষয় জানিয়া সর্ব্বদা তাহার অভিলাষ করেন। পদ্মপুরাণের সৃষ্টি-খণ্ডে বর্ণিত আছে যে, বেদমাতা গায়ত্রী গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-সেবা-লাভের জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিলেন; তখন তিনি কাম-গায়ত্রীরূপে পরিচিতা হন। অনাদিকাল-সিদ্ধা গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন, পরে অন্যান্য উপনিষদ্‌গণের সৌভাগ্য আলোচনা করিয়া সাধনা-দ্বারা গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে আবির্ভূত হন। কাজেই যাঁহারা ব্রহ্ম-গায়ত্রীকে নির্ব্বিশেষ-মুক্তি বা কামদেবের আরাধনার সন্ধান প্রদান করিবার পরিবর্ত্তে জীবগণকে কর্ম্ম-ভোগানলে দগ্ধ করিবার সহায়কারিণীবিশেষ মনে করেন, সেইসকল বিদ্ধ-স্মার্ত্তগণ নামে-মাত্র গায়ত্রীর সম্মান করিয়া কার্য্যতঃ গায়ত্রীদেবীর মনোঽভীষ্টের বিরুদ্ধ আচরণই করিয়া থাকেন। অগ্নিপুরাণে গায়ত্রীর যে অর্থ লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায়, গায়ত্রীর সমস্ত অর্থই বিষ্ণু-তাৎপর্য্যময়। যাঁহারা বেদ-কথিত পরম-পদকে অসম্যগ্‌ না জানিয়া বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতার সহিত সমান জ্ঞান করেন, সেইসকল স্মার্ত্ত সন্ধ্যা-বন্দনাদিকালে গায়ত্রী-জপ করিয়াও গায়ত্রীদেবীর কৃপা লাভ করেন না। গায়ত্রী-দেবী তাঁহার বহিরঙ্গ ছায়া-স্বরূপের দ্বারা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে যে, গায়ত্রী ব্রহ্মার কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র ব্রহ্মা বিজ্ঞান-সম্ভার লাভ করিয়া সেই গায়ত্রী গান করিতে লাগিলেন। এই গায়ত্রী জপতঃ যে যে জীব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রকৃত চিদনুশীলন-সহায়ক সাবিত্রজন্ম লাভ হয়। বদ্ধজীবগণের স্বভাব ও বংশানু-সারে মায়িক-সংসারে যে দ্বিজত্ব-লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা এই অপ্রাকৃত-জগতে প্রবেশরূপ দ্বিজত্বলাভ শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টতর; কেন না, চিদ্‌বিষয়ে দীক্ষিত হইয়া যে দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত-

জন্ম, তদ্দ্বারাই চিজ্জগৎ-প্রাপ্তিরূপ জীবের চরম মহিমা। ব্রহ্ম গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃষ্ণের নিত্য-দাস উপলব্ধিতে সপরিকর-বৈশিষ্ট্য আদি-পুরুষ গোবিন্দের স্তব করিয়াছিলেন এবং স্তব-মধ্যে পরমেশ্বর-তত্ত্ব হইতে ব্রহ্ম, শিব, শক্তি, গণদেবতা, সূর্য্য এবং পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও বিষ্ণু-তত্ত্বের প্রতীতি-পার্থক্য ও সমতা বিচার করিয়াছিলেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ গায়ত্রীকে এইরূপ বিচারে দর্শন করেন না; কাজেই বাহ্য-দৃষ্টিতে পারমার্থিক-ব্রাহ্মণ ও বিদ্ধ-স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ, উভয়েই সন্ধ্যা-বন্দনাদিকালে গায়ত্রী জপ করিলেও একজন যোগমায়াশ্রিতা, এবং আর একজন তদাবরণী ছায়া-শক্তি মহামায়াশ্রিতা। স্মার্ত্তগণ কামদেব কৃষ্ণের গায়ত্রীর পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম-গায়ত্রীর কদর্থ করিয়া জীবকে কর্ম্মভোগানলে আবদ্ধ করেন। (ক্রমশঃ)

[২]

পরমারাধ্য

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু

শ্রীশ্রীচরণ-কমলেষু

নিত্য ত্রিসন্ধ্যা শতকোটিদণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক-নিবেদনমিদম্ মহাশয়।

আমি গৌড়ীয়-পত্রের গ্রাহক নই, কিন্তু একজন গৌড়ীয়-পাঠিকা। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল অর্থকর ও মনোধর্ম্মের সহায়ক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে কেবল ভগবদ্বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে নামিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কোন সঞ্চিত সুকৃতি ছিল, তাই আমার এক আত্মীয়-বন্ধুর অনুকম্পায় আপনাদের অমৃত-পত্র "গৌড়ীয়" খানা পাঠ করিতে অধিকারিণী হইলাম। জানি না, এ রত্ন এতকাল কোন্ মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। শ্রীপত্রের এক একটী অক্ষর এক একটী উপদেশামৃত। প্রতি প্রশ্নোত্তরের প্রতি সিদ্ধান্ত-বাক্যই ধ্রুব-সত্য এবং প্রত্যেক বাক্যেই আপনাদের মহানুভবতার পরিচয় প্রকটরূপে দেখা যাইতেছে; তাহা আপনাদের অহৈতুকী-কৃপা ব্যতীত অন্য আর কি হইতে পারে? নিম্নলিখিত প্রশ্ন-কয়টীর উত্তর শ্রীপত্রিকায় স্থান পাইলে চিরানুগৃহীতা হইব। ইতি ২৯শে আষাঢ় ১৩৩৫

পদরজঃপ্রার্থিনী

শ্রীমতী কুমারী উষারাণী দেই

কুয়পাই, পোঃ কাকপেছিয়া, মেদিনীপুর।

প্রশ্ন

১। জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি?

২। এই যে সংসার-চক্র, ইহাতে কি সুখ আছে?

৩। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে ভোগ্য পদার্থ কি?

৪। এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ মরীচিকা জলের ন্যায় বিনষ্ট হয় কেন?

উত্তর

১। জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বস্তুর নাম—জীব। জীবের চেতনতা আছে। চেতন-বস্তু-মাত্রই ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিবিশিষ্ট। জড়বস্তুর চেতনতা নাই, কাজেই তাহার ইচ্ছাশক্তি ও স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তিও নাই। দেহ ও মন অচেতন বস্তু; তবে দেহ ও মনে যে কখনও কখনও ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ সূক্ষ্ম-দেহের উপর যখন চেতনের আভাস পতিত হয়, তখনই তাহা ফলাকারে ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট হয় এবং যখন স্থূল-দেহের উপর চেতনাভাসের ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়, তখনই তাহা ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। আত্মাই একমাত্র অবিমিশ্র চেতন; এই আত্মা পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মা পূর্ণ ও বিভুচেতন, তাঁহারই অংশ আত্মা খণ্ড বা অণু-চেতন,—যেমন একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড ও তৎস্ফুলিঙ্গরাশি। পরমাত্মা অগ্নিকুণ্ড-স্থানীয়, জীবাত্মা—স্ফুলিঙ্গ-কণস্থানীয়। যাহা কোন বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে বা যাহা ধারণ করিয়া কোন বস্তু অবস্থিত থাকে, তাহাই সেই বস্তুর 'ধর্ম্ম'। ধর্ম্ম দ্বিবিধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক; নিত্যধর্ম্ম তাহাই—যাহা সকল-সময়, সকল-স্থানে কোন বিশেষ-জাতীয় সকল বস্তুকে ধরিয়া বা আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন লৌহ-খণ্ডের নিত্যধর্ম্ম—কঠিনতা, জলের নিত্যধর্ম্ম—তরলতা। কঠিনতা ও তরলতা-ধর্ম্মদ্বয় যথাক্রমে সকল লৌহপিণ্ড ও সমস্ত জলরাশিকে সকল-সময়, সকল-স্থানে ধরিয়া রহিয়াছে। আর নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম তাহাই—যাহা কিছু-সময়ের জন্য কোন বিশেষ-স্থানে, কোন বিশেষ-পাত্রকে অবলম্বন করিয়া বিরাজিত থাকে। যেমন লৌহখণ্ড যখন অগ্নিতে উত্তপ্ত হয়, বা জল যখন অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া বরফ হয়, তখন লৌহখণ্ডের কোমলতা ও জলের কঠিনতারূপ যে ধর্ম্ম, তাহা অনিত্য বা নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া সেই আগন্তুক-ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং উহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বপাত্রে

অবস্থান করে না। উত্তপ্ত কোমল লৌহখণ্ড কিছুক্ষণ পরেই আবার কঠিন হইয়া যায়, আর বরফও কিছুক্ষণ পরেই গলিয়া গিয়া তাহার নিত্য স্বাভাবিক তারল্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হয়। অতএব যে-স্বভাব সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, বিশেষ-জাতীয় সর্ব্ব-পাত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহাই সেই বস্তুর নিত্য-ধর্ম্ম। "জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" বলিতে অণু-চৈতন্যের যাহা নিত্যধর্ম্ম ও নিত্য কর্ম্ম, তাহাই বুঝায়। জীব যখন অণুচেতন-বস্তু, তখন পূর্ণ-চেতন বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই সে নিত্যকাল অবস্থান করে,—ইহাই তাহার নিত্য-স্বভাব বা ধর্ম্ম;—অর্থাৎ অণুচেতন-জীব, আশ্রিত আর বিভু-চেতন পরমেশ্বর—আশ্রয়। অণুচেতন—আকৃষ্ট, বিভুচেতন—আকর্ষক বা কৃষ্ণ। জীব—অণুচৈতন্য, আর পরমেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ। এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত পদার্থদ্বয়ের যাহা নিত্য-স্বভাব, তাহাই তাহাদের "প্রকৃত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধধর্ম্ম ও কর্ম্ম।" বড় ছোটকে আকর্ষণ করে, আর ছোট আকৃষ্ট হয়; সুতরাং আকৃষ্টি, প্রীতি, অনুরাগ, ভক্তি, সেবা বা প্রেম—ইহাই জীবের প্রকৃত-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। কালের গণনা পাত্রে পরার মত বর্ত্তমানকালে বিভু-চৈতন্যের প্রতি আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম যে প্রীতি বা অনুরাগ, তাহা অযথা-স্থানে অর্থাৎ অচেতন-প্রকৃতিজাত খণ্ডবস্তুতে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কালের গণনা কালে পরিতে শিখিলেই অর্থাৎ যেখানকার জিনিষ সেখানে নিযুক্ত করিতে পারিলেই আমাদের যাহা নিত্য-স্বভাব বা সহজাবস্থা, তাহা প্রকাশিত হইল। সুতরাং "জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম"—ভগবৎপ্রীতি বা অনুরাগ; আর তদ্ব্যতীত দেহ-প্রীতি, গেহ-প্রীতি বা তাহা আরও বিস্তৃত হইয়া অপর জীবের দেহ বা বহু জীবের দেহ, একটী ক্ষুদ্র গৃহের পরিবর্ত্তে অনেকগুলি গৃহ অর্থাৎ বিরাট্ সমাজ বা দেশের প্রতি প্রীতি কিংবা বিরাট্ প্রকৃতির প্রতি যে-সকল প্রীতির দৃষ্টান্ত জগতে উদারতা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লোক-হিতৈষিতা বা বিশ্বপ্রেমিকতা প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়, তাহা কালের গণনা পাত্রে পরারই বিভিন্ন উদাহরণ। ঐসকল কর্ম্ম—জীবের অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম মাত্র। যাঁহারা ভগবানে অহৈতুকী, নির্ম্মলা প্রীতি করেন, সেইসকল প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ যে জগতের সর্ব্বলোক, সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বস্থানের প্রতি অহৈতুকী প্রীতির আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা ভগবদ্বহির্ম্মুখগণের জড়লোক, জড়দেশ বা জড়স্থানের প্রতি হৈতুকী প্রীতির ন্যায় নহে; তাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধে সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়,—যেমন পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধেই স্বামীর পিতা, স্বামীর মাতা, স্বামীর ভ্রাতা, স্বামীর ভগিনী, স্বামীর বন্ধু, স্বামীর দেশ, স্বামীর গৃহ, স্বামীর বসন-ভূষণ, এমন কি, স্বামীর গৃহের কুক্কুর, তৃণ, মৃত্তিকা প্রভৃতির প্রতিও আন্তরিক প্রীতি করিয়া থাকেন, এবং সকল-বস্তুকেই স্বামীর বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত করাইতে চাহেন; আবার স্বামীর মাতা পিতা তাঁহার (পতিব্রতার) স্বামীর প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট বলিয়াই পতিব্রতা স্ত্রী স্বীয় স্বামীর মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্টা, স্বামীর দেহ, গৃহ, মৃত্তিকা, স্বামীর গৃহের কুক্কুর, তৃণ প্রভৃতি স্বামীর সেবার সহায়ক বলিয়াই তাহাদের প্রতি পতিব্রতা স্ত্রী আদরবিশিষ্টা। পক্ষান্তরে, ব্যভিচারিণী স্ত্রীতে সেরূপ পতি-প্রীতির অকৃত্রিম নিদর্শন নাই। জগতে কৃষ্ণ-প্রীতি-রহিত যে-সকল ধার্ম্মিক ও কর্ম্মী শতজনের মধ্যে প্রায় শতজনই দৃষ্ট হয়, তাহাদের বাহ্য-জগতের প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-নিষ্ঠাময়ী। বিভিন্নপ্রকারে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাই—জীবের বিরূপের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম; আর জীবের স্বরূপের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্মই—অব্যভিচারিণী ভগবৎপ্রীতি।

২। এই সংসার-চক্রে সুখের ছায়া আছে, কিন্তু সুখের বাস্তবতা নাই। যেমন মরুভূমিতে পরিশ্রান্ত পথিক মরীচিকা দেখিয়া মনে করিলেন,—'নিকটেই স্বচ্ছ জলরাশি বিরাজিত, সুতরাং এইস্থানেই স্নান-পান করিয়া এখনই পরিতৃপ্তি লাভ করিব।' কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে থাকিলেন, ততই দেখেন,—তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সুখের ভাণ্ডার তাঁহাকে ধরা দিতেছে না—কেবল তাঁহার সঙ্গে লুকোচুরি-খেলা খেলিয়া তাঁহাকে অধিকতর পরিশ্রান্ত করিতেছে। জগতে সুখের ছবিও সেইরূপ। জগতে যে সুখ আছে, তাহা দুঃখেরই প্রস্তাবনা, উপোদ্ঘাত বা মুখবন্ধ, কিংবা দস্যু বা তস্করের দলের চরের ন্যায় বিষকুম্ভ-পয়োমুখবৎ। তস্কর বা দস্যুর দলের চর যেরূপ অনেক আদর-আপ্যায়ন-দ্বারা পথিককে ভুলাইয়া তাহাকে বিপৎসঙ্কুলস্থানে লইয়া যায়, পরে তাহার সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি, তাহাকে প্রাণে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে, এ-জগতে দুঃখ-দস্যুর

সুবর্ণময়ী চরণ সেইরূপ ওস্তাদ বলের দালালের মত আমাদিগকে প্রথমমুখে আদর-আপ্যায়ন ও নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া স্ব-স্থানে লইয়া যায়, পরে আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও চিরদুঃখ-রাজ্যে পাতিত করিয়া থাকে। শ্রীসনাতন-গোস্বামী প্রভু যেরূপ পাতড়া-পর্ব্বতের দস্যুদলপতির অস্বাভাবিক আদর-যত্ন দেখিয়া দস্যুর অন্তরের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, সেই শিক্ষানুসারে শ্রীসনাতন-গোস্বামীপ্রভুর দাসের সুবুদ্ধিমান্ দাসগণও তদ্রূপ দুঃখ-দস্যুর মৃতরূপী সুখের প্রলোভনে পড়িয়া আত্মবিনাশ বরণ করেন না। শ্রীসনাতন-শিক্ষা হইতে জানা যায়, পূর্ব্বকালে দণ্ডদাতা দণ্ডযোগ্য অপরাধি-ব্যক্তিগণকে পুনঃপুনঃ নদীগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া শাস্তি প্রদান করিতেন—একবার ডুবাইতেন, আর একবার উঠাইতেন,—ক্লেশের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বহুক্ষণ ব্যাপী করিবার জন্যই অপরাধীকে এক একবার করিয়া উঠাইতেন, আবার অপরাধী দম (শ্বাস-বায়ু) লইতে না লইতেই তাহাকে জলের ভিতর পুনরায় চাপিয়া ধরিতেন। সংসার-চক্রে যে সুখ আছে, তাহাও ঐরূপ মুহূর্ত্তকাল দম লইবারই মত। সংসার-কারা-রক্ষয়িত্রী মহামায়া দুর্গা-দেবী ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবদিগকে দুঃখ-সাগরে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত করিয়া ক্লেশের পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত ও বহুকাল-স্থায়ী করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদিগকে যে দম লইবার একটুকু সময় দিতেছেন, সেই সময়টুকুকেই আমরা সুখের সময় বলিয়া মনে করি, কিন্তু তখন বুঝি না যে, ঐ দম লইবার সময়টুকু বা সুখের সময়টুকু আমাদিগকে দুঃখের অনুভূতি অধিকতর-গাঢ়তীব্র-ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এই সংসার-চক্রের সুখও দুঃখেরই অন্তর্ভুক্ত বা দুঃখেরই পালাল। এই সুখ প্রচ্ছন্ন-মূর্ত্তিতে দুঃখের দূত;—দুঃখ হইতেও লোকের অধিকতর অনিষ্টকারী। দুঃখ অনেকটা স্পষ্ট বলিয়া তাহাকে দেখিয়া বরং আমাদের অনেক সময় আর্ত্ত বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচ্ছন্ন-শত্রু সুখের (জগতে যাহাকে 'মহা-সৌভাগ্য' বলা হয়) মোহন-বেশে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ণ-ভোগ যে কত দেশী, তাহা সাধুগণই দিব্য-চক্ষে দেখিতে পারেন। অতএব জগতের সুখে মুগ্ধ না হইয়া নিষ্কপট সাধুপদেশে শরণাপন্ন হওয়াই সুবুদ্ধিমানের কার্য্য।

৩। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে জীবের কোন ভোগ্য পদার্থ নাই। কারণ জীবের স্বরূপ-গঠনেই ভোক্তৃ-ধর্ম্ম নাই। জীব স্বয়ংই ভোগ্য—ভোক্তা নহেন। ভোক্তা একমাত্র ভগবান্। সমস্ত বস্তুই ভগবানের ভোগ্য, জীবও ভগবানের ভোগ্য—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"।

(গীঃ ৯।২৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—একমাত্র আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। বেদ বলিতেছেন,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে যাহা কিছু ভোগ্য পদার্থ (জগৎ) তাহা সমস্তই লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর (শ্রী=লক্ষ্মী, তাঁহার শাসন-কর্ত্তা, পালক বা পতির) আবাস-ভোগ্য অর্থাৎ তাঁহারই ভোগ্য। অতএব বিষ্ণুর পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াই বিষ্ণু-সেবার্থে অর্থাৎ বিষ্ণুর ভোগ্যপদার্থরূপে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত জীবের জীবনধারণ করা উচিত। যখন এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে জীবের কোন বস্তুই ভোগ্য নহে, তখন বিষ্ণুর ধনে কাহারও ভোগ-বুদ্ধি-সহকারে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ভোক্তাভিমান করা উচিত নহে।

এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে জীবের ভোগ্য পদার্থ কিছুই থাকিতে পারে না বলিয়া অর্থাৎ ভোগ্যত্ব জীবে স্বতন্ত্র ভোক্তৃত্ব-ধর্ম্মের অভাব-নিবন্ধন এই বিশ্বে জীব যে কিছু ভোগ করিবার আশা করে, কার্য্যতঃ তাহা ভোগ করিতে না পারিয়া স্বয়ংই আপন ভোগার্থে অভিলষিত বস্তুর ভোগ্য হইয়া পড়ে। এ জগতে মাতা-পিতা পুত্রকে ভোগ অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা সেবা করিয়া লইবার আশা পোষণ করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা স্বয়ংই পুত্র-কন্যার ভোগ্য হইয়া পড়েন অর্থাৎ পুত্র-কন্যার লালন-পালনাদি সেবা ও তাহাদের সুখ-দুঃখাদির চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পুত্র-কন্যাও আবার পিতা-মাতার দ্বারা সুখ-শান্তি পাইবার আশা পোষণ করিয়া তাঁহাদের ভোগ্য হইয়া পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধেও তাহাই। মহারাজ-চক্রবর্ত্তী রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার আশা করিয়া রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের গোলাম হইয়া পড়েন। বিলাসী অগুরু-চন্দন-বনিতা ভোগ করিবার অভিলাষ করিয়া উহাদের ক্রীতদাস হইয়া পড়েন। নেশাখোর-ব্যক্তি মদ, অহিফেন প্রভৃতি নেশা ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐসকল নেশার গোলাম হইয়া পড়েন। কারণ, অবিকৃত-বিধে যাহা, বিকৃত-প্রতিফলনেও তাহাই থাকে।

জীব স্বরূপতঃই গোপাল বা ঠাকুর, সে কখনও 'প্রভু' নহে, তবে অবিদ্যা-মায়ায় আবৃত স্বরূপে অখণ্ড পূর্ণ-বস্তুর চাকর, আর এই বিকৃত হেয় প্রতিফলিত বিশ্ব-প্রপঞ্চে ভোগবুদ্ধি-নিবন্ধন খণ্ডবস্তুর চাকর। জীবের এই স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ "আমি কৃষ্ণদাস, আমি ভগবানের ভোগ্য পদার্থ, আমি ভোক্তা নহি, সকলেরই ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ"—এই দিব্য-জ্ঞান উপস্থিত হইলেই জীব বিশ্ব-প্রপঞ্চে নিজ-ভোগ্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না; সর্ব্বত্রই "ঈশাবাস্য" অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগাবস্থ দর্শন করেন—সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের বিষয়-ভূমিকা অর্থাৎ বৃন্দাবন দর্শন করেন। এইরূপ দর্শনই মহাভাগবতের দর্শন—শুদ্ধ বস্তু বা প্রকৃত বিষয় দর্শন।

৬। এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ জীবের ভোগ্য পদার্থ নহে বলিয়াই মায়া জীবকুলকে মরীচিকার দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত করে। জীবের যেরূপ মস্তকে 'টোপ' ফেলিয়া প্রলুব্ধ ও তৎপরে বড়িশবিদ্ধ করিয়া থাকে এবং কিছুকাল জলমধ্যে খেলিতে দিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলে, মৎস্য অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া অনন্যোপায়-হেতু উক্ত জীবরের নিকট অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ-জীবও নানাবিধ অভিমানে আবৃত হইয়া যখন কিছুতেই ভগবানের শরণাগত হইতে চাহে না,—তখন বহিরঙ্গীয়ের কারা-রক্ষয়িত্রী মহা-মায়াদেবী বিমুখ জীবকুলকে এই জগৎ-প্রপঞ্চের নানা-বিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া এবং এই প্রপঞ্চ-মধ্যে কিছুকাল যথেচ্ছ খেলিতে দিয়া জীবকুলকে পরিশ্রান্ত করে; অবশেষে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জীব অনন্যগতি হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন। এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ মরীচিকার জলের ন্যায় নিত্য না হইলে আমরা এই জগৎকেই 'নিত্য' বলিয়া বিচার করিতাম। পরম-করুণাময় ভগবান্ আমাদের এই মোহ-মত্ততা বিনষ্ট করিবার জন্যই এইরূপ বিধান করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার অত্যন্ত করুণার পরিচয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

প্রয়াগে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ভক্ত ব্রহ্মচারীর সহিত শ্রীরূপশিক্ষাহ্নী প্রয়াগধামে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রতিপাদ্য শুদ্ধভক্তি শিক্ষিত জন-সাধারণের নিকট প্রচার করিয়াছেন। তদ্দেশবাসিগণ শ্রীরূপানুগধর্ম্মের সর্ব্বোজ্জ্বল আদর্শের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণে আকৃষ্ট হইতেছেন। ত্রিদণ্ডী গোস্বামী মহারাজ ও ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবনে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়-মঠে যাত্রা করিয়াছেন।

দানবাদে—পরমভাগবত নিষ্ণ ভক্তবর শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিভাস্কর প্রভু ধানবাদে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় অচিরেই মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইয়া তাঁহার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট-পূর্ত্তিরূপা সেবার আদর্শে আমরাও অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হইতে পারিব।

উড়িষ্যায়—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ ও ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি-মহারাজ উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। সম্প্রতি ভারতী মহারাজ মযূরভঞ্জের নবরাজ্যাভিষিক্ত মাননীয় মহা-রাজের আগ্রহাতিশয্যে রাজপ্রাসাদে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাননীয় মহারাজ স্বয়ং দুই দিবসকাল শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া-ছিলেন। আমরা মহারাজের আত্যন্তিক মঙ্গল-কামনা করি। মযূরভঞ্জনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্রদাস ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহোদয়দ্বয় পুরীধামের শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্যের আনুকূল্য করিয়া যে মহতী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অনুমোদনীয়। ইহা তাঁহাদের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-চরণে অকৃত্রিম সেবা-বুদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণব-গণের কৃপায় তাঁহাদের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

কলিকাতায়—গত ৩০শে আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ণে ৬৮নং পূর্ণদাসরোড ইষ্ট-লেনস্থ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়-মহাশয়ের ঠাকুর বাটীতে বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও পরিষদের সভাপতি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন করেন। আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর গৌরবিহিত সুললিত কীর্ত্তনে সভাস্থল মুখরিত হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, এম্, এ, বি, এল মহাশয়ও পাঠের অন্তে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১২ই শ্রাবণ ১৩৩৫, ২৮শে জুলাই, ১৯২৮ | ৪৯শ সংখ্যা

প্রভাসতীর্থে প্রভুপাদ

[অনুপাদের পত্রাবলী হইতে সংগৃহীত]

দূরস্থিত চরণপাহাড় হইতে নামিয়া পুনরায় গোরক্ষনাথ-পর্ব্বতে উঠিতে হইল। পরে গোরক্ষনাথ হইতে নামিয়া অম্বা-মন্দির, পুনরায় তাহা হইতে নামিয়া শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী জৈনগণের মন্দির-সংলগ্ন পর্ব্বতসমূহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। পদযাত্রিবাহিগণ ক্রমে ক্রমে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। তথা হইতে আমরা ক্রমশঃ গিরি-পর্ব্বত হইতে উত্তরণ করিয়া আমাদের কুটীরে প্রত্যাগমন করিলাম। যাঁহারা পর্ব্বতে উঠিতে পারেন নাই, তাঁহারা পূর্ব্বেই জুনাগড়ে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমরাও অপরাহ্নে তথায় স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জুনাগড়ে ফিরিলাম।

জুনাগড়ে দ্বিতল প্রকোষ্ঠে রজনী যাপন করিয়া আমরা সকলে মিলিয়া প্রাতুষেই ভেরাওয়াল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। জুনাগড়ের গৃহস্বামী আমাদের নিকট তাঁহার প্রাপ্য শুল্কাদি গ্রহণ করিলেন। প্রভাতে জিউল সহর হইতে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল। আমরা সেই গাড়ীতে প্রভাসতীর্থ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমাদের গাড়ীতে সৈনিক-বিভাগের একটী মুসলমান কর্ম্মচারী এবং অপর একটী কাথিওয়াড়-দেশীয়রাজ্যের জন্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি বেশ সামাজিক ও সৌজন্য-পূর্ণ। তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে আমরা মধ্যাহ্নের অনতিপূর্ব্বেই ভেরাওয়াল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনে একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় লইয়া গেল। ধর্ম্মশালাটী বেশ লোকালয়ের মধ্যে অবস্থিত। উহার দ্বিতল প্রকোষ্ঠে আমরা স্থান না পাইয়া একতলায় দুইটী ঘর পাইলাম। এখানে পানীয় জলের নূতন নূতন কল করিয়া ব্যবস্থা হয়। মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া আমরা অপরাহ্নকালেই প্রভাসতীর্থ-দর্শন করিতে অগ্রগামী হইলাম। শকট-বাহক আমাদিগকে প্রথমেই একটী স্থানে লইয়া গেল। তথাকার কিংবদন্তী এই যে, সেইখানেই বাসুদেবকে বাণবিদ্ধ করা হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ে ব্রহ্মশাপগ্রস্তের অভিনয়কারী যাদবগণের দ্বারকায় নানা-প্রকার অরিষ্ট দর্শন-হেতু শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দ্বারকা হইতে প্রভাস-গমনের কথা এবং লোকানুকরণে তথায় সরস্বতী স্নান ও সংযতচিত্তে উপবাস, তর্পণার্জ্জন, ব্রাহ্মণবন্দন প্রভৃতি পারিস্নবস্ত্যয়নের সঙ্কল্প বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া যাদবগণ দ্বারকা হইতে নৌকাযোগে তীরে অবতীর্ণ হইয়া রথযোগে প্রভাস যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তথায় পরম ভক্তিসহকারে সকল মঙ্গল-কার্য্যের সহিত বভ্রুদেবের আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। অনন্তর অচিন্ত্য-লীলাময় ভগবানের সদ্ভক্তজনগম্য অচিন্ত্যলীলা জগতে প্রকাশার্থ যাদবগণ প্রভাসক্ষেত্রে মৈরেয়-নামক রস পান করিয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত এবং নানা

মন্ত্রের দ্বারা মহামুষ্ট করিয়া এরকা-তৃণ দ্বারা পরস্পরকে আঘাতপূর্ব্বক নিধন প্রাপ্ত হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রভাসে যাদবাদির নিধনপ্রাপ্তি-লীলার পর শ্রীবলদেব মনুষ্যলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশপূর্ব্বক দক্ষিণ উরুতে কোকনদ-সদৃশ রক্তবর্ণ যাবপদ স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট হইলে জরা-নামক এক ব্যাধ প্রভাসক্ষেত্রের সমুদ্রতীর হইতে অরুণবর্ণ চরণকে মৃগমুখভ্রমে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সেই পুরুষকে চতুর্ভুজ দর্শন করিয়া ব্যাধ সভয়ে অরিন্দম মধুসূদনের চরণযুগলে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া স্বীয় অপরাধের কথা জ্ঞাপন এবং অপরাধের প্রতিকাররূপ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সংহার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ভগবান্ ব্যাধকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, এইরূপ লীলা ভগবানেরই মায়া-কৃত; বস্তুতঃ ভগবানের সচ্চিদানন্দ-দেহ—ছেদ ও ভেদাদির অযোগ্য। ভগবানের কেন, ভগবৎপার্ষদস্বরূপ ভক্তগণের দেহও সচ্চিদানন্দ। তিনি অসুরগণকে বিমোহন করিবার জন্যই এই লীলা প্রকট করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার আজ্ঞায় জরা-ব্যাধ সুকৃতিগণের গতি বৈকুণ্ঠে গমন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। মহাভারত মৌষল-পর্ব্বেও এইরূপ আখ্যায়িকা শ্রুত হয়।

যে পিপ্পলবৃক্ষে কৃষ্ণ উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং সমুদ্রতীরের যে স্থান হইতে জরা-ব্যাধ শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই পিপ্পলবৃক্ষ ও সমুদ্রোপকূলস্থিত স্থানটী স্থানীয় অধিবাসিগণ ও প্রভাসক্ষেত্রের অধিবাসিগণ আমাদিগকে দেখাইলেন। তথায় কিংবদন্তী এই যে, ভগবন্মায়া-সৃষ্ট যে পাদপদ্মের উপর জরা-ব্যাধ বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই মায়া-সৃষ্ট দেহ হইতে যে রক্ত নির্গত হইয়াছিল, তাহা হইতে একটী কূপ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাকে বর্ত্তমানে পদ্মতীর্থ বা বাণগঙ্গা বলে। এই স্থানে আমাদের সঙ্গী পণ্ডিত বিষ্ণুতীর্থাচার্য্য মহাশয় অবগাহন স্নান করিয়াছিলেন। পিপ্পলবৃক্ষের মূলে একটী দেবালয়ও আছে। এই স্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সমুদ্রকূলে "বীরপ্রভঞ্জন মঠ" এবং তথা হইতেই ব্যাধ বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ।

শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ 'মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে' উপসংহারে মৌষল-লীলার তাৎপর্য্য-বর্ণনে লিখিয়াছেন (মঃ ভাঃ তাঃ ৩২-৩৪),—ভগবানের সচ্চিদানন্দ দেহ অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য, সুতরাং তাঁহাতে কখনও বাণ-সংলগ্ন কিম্বা অন্যদ্বারা রক্তপাতাদি হইতে পারে না। ভগবান্ অসুরগণকে বিমোহন ও স্বভক্ত সুহৃদ্গণের বাক্যের যাথার্থ্য-সংরক্ষণার্থ স্বীয় মায়া-দ্বারা যে দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই দেহেই বাণ সংলগ্ন হইয়াছিল, পরন্তু তাঁহার চতুর্ভুজ-দেহে তাহা সংলগ্ন হয় নাই। জরা-ব্যাধ তাঁহারই ভক্ত কৃত্ত ঋষি, এই কৃত্ত পূর্ব্বকালে বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন। স্বীয় পদপ্রহার-দোষ ক্ষালন করিবার জন্য কৃত্ত ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু ভক্ত সেবার নীচতা স্বীকার করিলেও ভগবান্ তাহা সহ্য করেন না, তাই ভগবান্ আদেশ করিলেন যে, যাদবান্তে যখন তিনি তাঁহার প্রকটলীলা সংগোপন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন জরা-ব্যাধরূপী তাঁহার ভক্ত কৃত্ত ভগবন্মায়া-সৃষ্ট দেহে শর নিক্ষেপ করিয়া অনুতপ্ত হইলে ব্যাধবন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারিবেন। ভক্ত-কৃত্তের তোষণ এবং অভক্ত অসুরগণের মোহনকল্পে ভগবান্ প্রভাসে এইরূপ মৌষললীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা মায়িকী। শ্রীমদ্ভাগবাচার্য্য মহাভারতের তাৎপর্য্যের আরম্ভে আরও বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক গোপালমন্ত্রের ভজনকারিগণের ফল-প্রদাতা হইয়া অনুরূপে ভূলোকে অবস্থান করিলেন, দ্বিতীয়রূপে দেবগণের উপাস্য হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে বিরাজিত রহিলেন, তৃতীয়রূপে শিব-পূজিত হইয়া কৈলাসে অবস্থান করিলেন, চতুর্থরূপে সত্যলোকে ব্রহ্মার পূজ্যরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন, এবং পঞ্চমরূপে পার্ষদগণের সহিত অপ্রকট-প্রকাশ বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলেন। যেহেতু ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার প্রাদুর্ভাবকালে ব্রাহ্মি প্রদর্শন করেন নাই অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যশিশুর মত মাতৃকুক্ষি হইতে প্রসূত হন নাই, কিন্তু অচিন্ত্যভাবে সূতিকা-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পৃথিবী-ত্যাগকালে দৈত্য-মোহনার্থ ব্রাহ্মি প্রদর্শন করিলেন। তিনি অসুরগণকে মোহন করিয়া অন্তর্দ্ধানে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-দেহ হইয়াও নিজের মায়া-দ্বারা অপর মায়িক দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই পাতিত করিয়াছিলেন; ইহা কেবল তাঁহার অসুরমোহনের ছলনা-মাত্র, পরন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকারেই দেহপাতাদি হয় নাই,—

"যতো ন দর্শিতা ব্রাহ্মিঃ প্রাদুর্ভাবেষপি ক্বচিৎ।
দেহত্যাগাদ্যনারেণ হরিণা তদিহোচ্যতে॥

মোহয়িত্বাঽসুরান্মোহাদ্বহ্নতঃ প্রাপয়িতুং প্রভুঃ।
চিদানন্দৈক-দেহোঽপি ত্যক্তং দেহমিবাপরম্ ॥
সৃষ্ট্বা স্বদেহোপমিতং শয়ানং কৃষ্ণমাদিদম্ ॥"

(ঃ ভাঃ তাঃ ৩২অঃ ৩৩—৩৪)

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সম্বর্ত্তে বলিয়াছেন যে, প্রভাসে যাদবগণের মৈরেয়-মধুপান, বৃষ্ণিবংশ ও পরস্পর কলহ-পরতন্ত্রতা-নিবন্ধন প্রাণ-পরিত্যাগের অভিনয় প্রভৃতি ব্যাপার, সমস্তই ইন্দ্রজালের মত মায়িক। তবে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতাদিতে যে উহার বর্ণনা আছে, তাহা কেবল গো-ব্রাহ্মণ-হিতার্থ অবতীর্ণ ভগবানের ব্রাহ্মণবাক্যের যাথার্থ্য-প্রমাণের উদাহরণ-স্থাপনার্থ অভিনয়মাত্র। সীতাহরণলীলা যেরূপ মায়িক বলিয়া বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রভাসে যাদবাদির পরস্পর কলহ, ধ্বংস, বলদেবের পৃথিবী-লোকত্যাগ ও কৃষ্ণের অপ্রকট-লীলার বাহ্যপ্রকারাদি সকলই মায়িক, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবদ্বাক্য-দ্বারাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে; যথা সম্বর্ত্তে,—"স তু শ্রীমদ্দর্শন-পরাজয়বিমোহপর্য্যন্তো মায়িক এব। তথা বচনক ব্রহ্মশাপা-নিবর্ত্ত্যতা-খ্যাপনায়ৈব গোব্রাহ্মণহিতাবতারিণা ভগবতা নিহিতমিতি জ্ঞেয়ম্। দৃশ্যতে চ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণাদৌ রাবণ-কৃতায়াঃ সীতায়া মায়িকত্বং যথা তদ্বৎ।"

শ্রীল জীবপ্রভু সম্বর্ত্তে আরও বলিয়াছেন,—"পরমা শ্রীকৃষ্ণা যে তদুদ্ভূতঃ প্রদ্যুম্নমানে যদি তাং তদ্ভাং ভাগবতীং তনুমিতি শ্রীনারদোক্তানুসারেণ তদীয়াপ্তস্বরূপমেব যাদবস্তস্তৎ-পার্ষদা যাদবাদয়স্তেষাং জননাদ্যাত্মরূপা ঈহাশ্চেষ্টাঃ কেবলং পরস্যৈব মায়য়া অনুকরণম্ অবেহি। • • • যথা সৌমত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ। তথা তেনৈব সার্দ্ধং নিজলোকাদ্ যদৃচ্ছয়া। পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎপদং শাশ্বতং পরম্। ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ইতি। • • • যঃ শ্রীকৃষ্ণো যমলোকং গতমপি গুরুসুতং তদ্যোর্জ্জিতেন পঞ্চজনতক্ষিতেন তেন মর্ত্ত্যেন দেহেনৈবানয়ৎ ন চ ব্রহ্মতেজসো বলবত্ত্বং মন্তব্যম্। তাঞ্চ ব্রহ্মশাপং যদ্যস্মাদ্ব্রহ্মাস্ত্রাদানয়ত্রক্ষিতবানিত্যর্থঃ। কিমদ্ভুতকর্ত্তব্যম্?—যচ্চাঙ্গকানামধিপতিকমীশং শ্রীরুদ্রমপি বাণসংগ্রামে জিতবান্। অথো যচ্চ তং জরাখ্যং মৃগয়ুমপি স্ববৈকুণ্ঠবিশেষং সশরীরমেব প্রাপিতবান্। স কথং স্বানাং যদূনামবনে ঈশো ন ভবতি? তস্মাত্তেষাঞ্চ তথা-দর্শনং ন তাত্ত্বিকলীলানুগতম্। সশরীরস্তেষাং স্বলোকগমনমতীবসুকরিত্যর্থঃ।"

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা তদুদ্ভূত অর্থাৎ "শ্রীহরির প্রতিকৃতি সেই শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত ভগবৎপার্ষদোচিত শরীর ভগবৎকৃপায় লাভ করিতে উপযুক্ত হইলে"—শ্রীনারদের এই উক্তি অনুসারে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী তনু ধারণ করেন, সেই ভগবৎপার্ষদ যাদবগণের জনন-মরণ-রূপ চেষ্টা কেবলমাত্র পরমকারুণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ার অনুকরণ বলিয়া জানিবে। যেমন লক্ষ্মণ ও ভরত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে, যেমন শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রভৃতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজ নিজ-লোক হইতে ভগবদিচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হন, পুনর্ব্বার ভগবানেরই সহিত শাশ্বত পরমপদ বৈকুণ্ঠে গমন করেন, তেমনি যাদবগণও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার ইচ্ছায় নিজ-লোক হইতে অবতীর্ণ হন এবং ভগবদিচ্ছায় তাঁহারই সহিত নিজ নিত্যধামে গমন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের কর্ম্মবন্ধন-নিমিত্ত জন্মাদি নাই, সকলই ভগবদিচ্ছায় লাভিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যমলোকগত গুরুপুত্রকে, গুরু হইতে উদ্ভূত পঞ্চজনাসুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত যে দেহ, ঠিক সেইরূপ নরদেহেই, আনয়ন করিয়াছিলেন। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা সম্ভব হইলেও ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যদুকুলকে রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না!'—তাহা হইলে সেই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন, যে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মতেজও কোন প্রভাব প্রদর্শন করিতে পারে না, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—পরীক্ষিৎ। শ্রীকৃষ্ণ গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তরা-তনয় পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অধিক কি, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গকগণেরও অঙ্গক শ্রীরুদ্রকেও বাণ-যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। অহো! যাঁহা হইতে জরা-নামক ব্যাধও স্বশরীরে বৈকুণ্ঠ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁহার নিজ জন যাদবগণকেও রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন? অতএব প্রভাসক্ষেত্রে যাদবগণের যে অন্যরূপ দর্শন, তাহা তাত্ত্বিক-লীলানুগত নহে, ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক। যাদবগণের যে স্বশরীরেই নিজলোকে গমন, তাহা অতীব সুকৃত,—এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

অতএব ভগবানের অংশাবতরণ-সময়ে যে সকল দেবতা নিত্যাবস্থিত যাদবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ভগবান্ তাহাদিগকে যাদবগণ হইতে নিষ্কাশনপূর্ব্বক প্রভাসে পাঠাইয়া-

ছিলেন, পরে লোকসমক্ষে তাহাদিগের দেহত্যাগ মায়া-বলে প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে মধুপানান্তে দেবরূপে পরিণত করিয়া স্বর্গলাভ করাইয়াছিলেন,—ইহা একাদশ স্কন্ধের শেষাংশের ব্যাখ্যানুসারে জানিতে হইবে। কৃষ্ণের নিত্য-লীলাপরিকর যাদবগণ প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট অলক্ষিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বারকাপুরীতেই পূর্ব্বের অপ্রকট-লীলার ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন,—ইহা শ্রীভাগবতামৃত-কথিত সিদ্ধান্ত হইতে অবগত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বলিয়াছেন,—

ভগবানের আশ্চর্য্যচরিত্র-সময়ে যে সকল দেবতা নিত্যাবস্থিত যাদবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ভগবান্ তাহাদিগকে যাদবগণ হইতে নিষ্কাশনপূর্ব্বক প্রভাসে পাঠাইয়াছিলেন, পরে মায়াবলে লোকসমক্ষে তাহাদিগের দেহত্যাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে মধুপানান্তে দেবরূপে পরিণত করিয়া স্বর্গলাভ করাইয়াছিলেন,—ইহা একাদশ স্কন্ধের শেষাংশের ব্যাখ্যানুসারে জানিতে হইবে। কৃষ্ণের নিত্যলীলাপরিকর যাদবগণ প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট অলক্ষিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বারকা পুরীতেই পূর্ব্বের অপ্রকটলীলার ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন,—ইহা শ্রীভাগবতামৃতকথিতসিদ্ধান্ত হইতে অবগত হওয়া আবশ্যক।

সমুদ্রোপকূলস্থ বীরপ্রভঞ্জন-দেবালয় ও প্রভাসতীর্থ-নগরের। মধ্যবর্ত্তি স্থানসমূহে মুসলমানগণের অসংখ্য কবর স্থাপিত আছে

কিংবদন্তী এই যে, গজনীর মাহ্‌মুদ যে-কালে সোমনাথ-মন্দির লুণ্ঠন করেন, তৎকালে ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহার মহাসমর হইয়াছিল। তাহার ফলে, যে-সকল মুসলমান ও অন্যান্য নিহত হয়, তাহাদের সমাধিক্ষেত্র প্রায় একবর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল। অপর কি রেবন্তী এই যে, মুসলমান রাজত্বকালে সাম্প্রদায়িক বিবাদ-ফলে যে সকল মুসলমান নিহত হইয়াছিল, উহা তাহাদেরই সমাধিক্ষেত্র। আমরা সেই সমাধিক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী এবং স্থানে স্থানে মধ্যবর্ত্তী রাজপথ দিয়া প্রভাসে গমন করিয়াছিলাম। তথায় একটী বৃহৎ মসজিদ আছে, উহা জুনাগড়ের নবাব-সাহেবের পৃষ্ঠপোষিত। ঐস্থানে কোন হিন্দুর গমনাধিকার নাই বলিয়া শোনা যায়। পূর্ব্বে তথায় হিন্দুগণের একটী তীর্থ ছিল এবং যাত্রিগণ সেই তীর্থে যাতায়াত করিত। কিন্তু এক্ষণে ঐস্থানে হিন্দুগণের গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

প্রভাসপত্তন-সহরটী বহুজনাকীর্ণ। অনেকগুলি বিপণি ও পণ্যবীথিকা নগরের সমৃদ্ধি স্থাপন করিয়াছে। পথগুলি সঙ্কীর্ণ। এই নগরের একপ্রান্তে সমুদ্রোপকণ্ঠে সুপ্রসিদ্ধ সোমনাথমন্দির অবস্থিত। সোমনাথমন্দিরের দেবস্থান উৎখাত হইয়াছে। মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগ জীর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, দেখিলাম।

প্রবাদ এই যে, বহু সহস্র-বৎসর পূর্ব্বে সোম-নামক জনৈক রাজা সমুদ্রোপকূলে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরটী সমুদ্রতীরে একটী প্রকাণ্ড শৈল-স্তম্ভের ন্যায় শোভিত থাকিয়া নিরন্তর ফেনিল জলধিজলের পাদ্যে অভিষিক্ত হইত। মন্দিরের অলিন্দসকল বীচিবিক্ষুব্ধ সাগরের উপর বিস্তৃত ছিল এবং সীসকমণ্ডিত একটী কাষ্ঠ-স্তম্ভ অলিন্দ বেষ্টন করিয়া এই মন্দিরের সুদৃঢ়তা সংস্থাপন করিত। মধ্যপ্রকোষ্ঠে একটী বিরাট্ শিবলিঙ্গ বিরাজমান ছিলেন; কথিত আছে, শিবলিঙ্গটী দশ হাত দীর্ঘ এবং তিন হাত প্রস্থ ছিলেন। মন্দিরের মধ্যভাগে মন্দিরের চূড়া হইতে দুইশত মণ ওজনের একটী স্বর্ণশৃঙ্খল বিলম্বিত ছিল; সহস্র ঘণ্টা এই শৃঙ্খলমালায় সংলগ্ন ছিল। আরাত্রিক-কালে যখন দুইশত ব্রাহ্মণ পূজারী ঐ স্বর্ণশৃঙ্খল সঞ্চালন করিয়া ঘণ্টাবাদ্য করিতেন, তখন সেই মধুরধ্বনি সমুদ্রের গম্ভীর গর্জ্জনের সহিত প্রতিধ্বনির সাহায্যে মিলিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া দিত। মন্দিরের মধ্যভাগ অন্ধকারাবৃত হইলেও ঘৃতসিক্ত, সুসজ্জিত অসংখ্য স্বর্ণ-দীপশ্রেণীর সম্মিলিত আলোক, শত শত হীরকখণ্ড এবং মহামূল্য মরকত-মণি-সমূহের সমুজ্জ্বল-ছটায় মন্দিরাভ্যন্তরে বিচিত্র বর্ণের আলোক-মালা প্রকাশিত হইয়া স্বর্গরাজ্যের কোন বিচিত্র শোভাময় স্থানবিশেষের ঔজ্জ্বল্যের সহিত স্পর্দ্ধা করিত। বহু শত ক্রোশ দূর হইতে গঙ্গাজল আনীত হইয়া তদ্দ্বারা প্রত্যহ শিবলিঙ্গের স্নান সম্পন্ন হইত। সহস্র ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন। ৩৫০জন চারণ প্রতিদিন মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সুললিত-স্বরে স্তুতি পাঠ করিতেন। তিনশত গায়ক দৈনিক উৎসবে শ্রীত-বাদ্যের দ্বারা সমাগত যাত্রিগণের শ্রুতি রঞ্জন করিত। পাঁচশত সুন্দরী নর্ত্তকী নৃত্যদ্বারা সকলের চিত্ত রঞ্জন করিত। অসংখ্য দাসদাসী

নানাবিধ সেবায় নিযুক্ত ছিল। সহস্র সহস্র লোক প্রতিদিন মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রণাম পাইত। শিবলিঙ্গের সেবার জন্য দশসহস্র দেবোত্তর-গ্রাম নির্দ্দিষ্ট ছিল, চন্দ্র ও সূর্য্য-গ্রহণোপলক্ষে লক্ষ লক্ষ যাত্রী দেশ-দেশান্তর হইতে এখানে আগমন করিতেন। চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত ও নানাভাস্কর্য্য-খচিত বৃহৎ সিংহদ্বার মন্দিরের শোভা বর্দ্ধন করিত এবং গন্ধরস-সাহায্যে ধূপদীপপুষ্পাদির সুরভির সহিত চন্দন-সৌরভ বিমিশ্রিত হইয়া পৃথীতে অমরাবতীর স্মৃতি আনয়ন করিত।

গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদ তাঁহার সপ্তদশবার ভারতবর্ষে আক্রমণের ষোড়শবারে ১০২৪ খৃষ্টাব্দে এই সোমনাথ-মন্দির আক্রমণ করেন, ইহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই জানেন। সুলতান মাহ্‌মুদ যে-কালে এই মন্দির আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সহস্র সহস্র ব্যক্তির রুধির-স্রোতে নীল বারিধির নীলজলও রক্তবর্ণ হইয়াছিল। মন্দিররক্ষক ব্রাহ্মণগণ প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। জীবিত ব্রাহ্মণগণ ভূপতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে সুলতানের নিকট শিবলিঙ্গ ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তদ্বিনিময়ে দুই কোটী স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সুলতান ব্রাহ্মণদের কথায় স্বকার্য্য হইতে বিরত হন নাই। প্রবাদ এই যে, তিনি কুঠারের দারুণ আঘাতে প্রতিমা ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে অগণিত ভূপ্রকৃতি মণি-মুক্তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন একত্র করিলেও সোমনাথের ধনভাণ্ডারের ন্যায় বহুমূল্য রত্ন পাওয়া যাইবে কিনা, সন্দেহ। আরও কথিত আছে যে, সুলতান বিংশকোটি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, সমুদ্রাতের ঊর্ব্বক্ষেত্রে শঙ্খাদির ন্যায় মুণি-মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। দাবসিলীম-নামক একজনকে করদরাজা করিয়া সুলতান মাহ্‌মুদ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। যাইবার সময় তিনি গজনীতে সোমনাথমন্দিরের চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত কপাটটী খুলিয়া লইয়া যান। কথিত আছে যে, সুলতান মাহ্‌মুদ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে গজনীতে তাঁহার প্রাসাদের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে মখ্‌মলের উপরে সোমনাথের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাপ্ত মণি-মুক্তা ও সুবর্ণ-রাশি সজ্জিত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। অত্যুজ্জ্বল প্রভাময় স্তূপীকৃত মণি-মুক্তা অনিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ ও হস্ত-দ্বারা স্পর্শ করিতে করিতেও তাঁহার তৃপ্তির শেষ না হওয়াতে তিনি উহাদিগকে চিরকাল ভোগ করিতে পারিলেন না বলিয়া মৃত্যুকালে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এইরূপ অতৃপ্ত বাসনা লইয়া তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। আমরা জগতের মুক্তিকামি-সম্প্রদায়ের এইরূপ অতৃপ্ত ভোগানলের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অগ্রাকৃত কামদেবের সেবকগণের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলাম। কামদেবের সেবা ব্যতীত মুক্তি-মুক্তি-কামনা লইয়া কেহ তৃপ্তি বা শান্তি লাভ করিতে পারেন না; এইজন্যই কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণ-ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। মুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥"

আমরা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, কতিপয় মুসলমান তথায় বিশ্রামসুখে কথোপকথন করিতেছেন। সোমনাথ-মন্দিরের স্থানটী একেবারেই সমুদ্রের ধারে হওয়ায় সমুদ্রের দিকে যে সুদীর্ঘ প্রাচীর বর্ত্তমান, তাহাও একটী দেখিবার জিনিষ। মন্দিরের কারুকার্য্য অনেকটা কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমরা সেই অতীতের স্মৃতি বহন করিতে করিতে ক্রমশঃ সমুদ্রকূলে বীরপ্রভঞ্জনের মন্দির দেখিলাম।

সোমনাথ-মন্দিরেরই নাতিদূরে একটী দেবালয়ে ভূগর্ভে একটী বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছে, সেই স্থানে ইঁহাকেই পূর্ব্বতন সোমনাথ শিবলিঙ্গ বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। সোপান অবলম্বনপূর্ব্বক নীচে অবতরণ করিয়া এই ভূগর্ভস্থিত শিবলিঙ্গ দেখিতে হয়।

এই প্রভাস-ক্ষেত্রে পরস্তরাম-প্রকাশিত ভৃগুতীর্থ বলিয়া বলিয়া একটী স্থান আছে। সরস্বতী ও হিরণ্যা-নাম্নী নদী-দ্বয় যেখানে সমুদ্রের সহিত সঙ্গত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলই 'ভৃগুতীর্থ' নামে পরিচিত। যে স্থানে ব্যাধ বাণ-সংযোগ করিয়াছিল, সেই স্থানটী প্রস্তরদ্বারা বেষ্টিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। প্রভাসতীর্থের বিস্তৃত বিবরণ স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে আছে। শ্রীমহাভারতেও এই প্রভাসতীর্থের অনেক ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্দেশে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বহুকষ্টে রিজার্ভ গাড়ী পাওয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাত্রা করিয়া উষার পূর্ব্বেই রাজকোট-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তথায় একটি বৃহৎ ধর্ম্ম-

থাকায় আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমরা রাজকোটে নগরভ্রমণে বাহির হইয়া বাজার দেখিলাম। বাজারে চাষী প্রভৃতি বিক্রেতৃগণ দ্রব্যাদি লইয়া উপস্থিত হইলে তাহাদের দ্রব্যাদি নিলাম হইতে লাগিল। দোকানদার ও কড়িয়াগণ সমানীত বিক্রেয়দ্রব্যাদি সমস্তই সস্তোষজনক ক্রয় করিয়া লইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত দোকানদারগণ খুচরা-ক্রেতৃগণকেও দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছিল। আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া প্রসাদ পাইয়া মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই ষ্টেশনে আসিলাম। রাজকোট-ষ্টেশনে ব্রহ্মচারী লক্ষ্মীনারায়ণের পূর্ব্বের হারান দ্রব্যাদি অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার সন্ধান পাওয়া গেল। দুইখানি কম্বলের মধ্যে ভাল কম্বলখানি মাত্র অপহৃত হইয়াছিল, বাকী দ্রব্যাদি, সমস্তই পাওয়া গেল।

নীলাচলে মহাপ্রভু

বেদান্ত-ব্যাখ্যান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৮শ সংখ্যার পর]

সার্ব্বভৌম—আপনার ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্ম ও জীবে পারমার্থিক ভেদ বেদান্ত-শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। আমরা বেদান্তের সিদ্ধান্ত বিশেষতঃ আচার্য্য-শঙ্করের ন্যায় বহু-মনীষীর বাক্যই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিব। বেদান্তের মতই আমাদের মত।

মহাপ্রভু—কিন্তু আপনি বেদান্তের বিরুদ্ধ স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যমতকেই বেদান্তের মত বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক বিপ্রলিপ্সা-দোষের প্রশ্রয় দিতেছেন। পরব্রহ্ম মায়াধীশ, আর জীব মায়াবশ-যোগ্য। এইরূপ জীব ও ব্রহ্মে আপনি কোন্ সাহসে অভেদ বলিতেছেন?

সার্ব্বভৌম—এ সাহস পরমবলীয়সী শ্রুতিমাতাই প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্য ভগবান্ শঙ্কর চতুরানন ইহা ঘোষণা করিয়াছেন।

মহাপ্রভু—সূত্রবিরুদ্ধ পারকীয়ভাষ্য পণ্ডিত-সভায় বাচ্য নহে; যেহেতু স্বত্যর্থনির্ণায়কসূত্রের অর্থের নিরাকরণে কাহারও সামর্থ্য নাই। ভগবদাদিষ্ট হইয়াই আচার্য্যপাদ বিষ্ণু-বিমোহকল্পে ব্রহ্মসূত্রার্থ-বিরোধি স্বকোপকল্পিত ভাষ্য প্রচার করিয়াছেন। বেদান্ত সর্ব্বত্র মায়াধীশ ঈশ্বর ও মায়াবশ জীবে নিত্য-ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

সার্ব্বভৌম—আপনি সূত্র হইতে বর্ণন করুন।

মহাপ্রভু—সূত্রকার "হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ" এই সূত্রে কর্ম্ম-ফলের অর্পণ এবং অনর্পণরূপ যুক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপ "যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ" এই সূত্রে কাম এবং মায়াধিপ-শাখীর সংবাদ অনুসারে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ স্থাপিত হইয়াছে। "ভেদব্যপদেশাচ্চ" "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" এই সূত্রদ্বয়েও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। "বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ" এই সূত্রে সগুণত্বাদি বিশেষণ দ্বারা এবং চতুর্ম্মুখাদির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বনিবন্ধন, চতুর্ম্মুখ এবং প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। "অন্তর উপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" এই সূত্রদ্বয়েও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সাধিত হইয়াছে। "ন প্রতীকে ন হি সঃ" এই সূত্রে প্রতীকসকল হইতে স্পষ্টরূপে ব্রহ্মের ভেদ বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত ষোড়শ-দেবতা প্রতীকরূপে প্রসিদ্ধ, যদি তাদৃশ দেবগণের সহিতই ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যাদির সহিত অভেদ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? "মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ" "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" এই সূত্রদ্বয়ে মুক্তজন-প্রাপ্য এবং সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তির নিয়ামকরূপ লক্ষণ-দ্বারা জীবেশ্বরের ভেদ স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। "পৃথগুপদেশাৎ" "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ" এই সূত্রদ্বয়ে ভেদনির্দ্দেশ এবং স্বরূপতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ প্রতিপাদনপূর্ব্বক ভেদ ব্যবস্থিত হইয়াছে। "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জ্যম্" এই সূত্রে জীবের ব্রহ্মতুল্য নিরবধিক ঐশ্বর্য্যের নিষেধ করিয়া বিষ্ণুরই জগৎকর্ত্তৃত্ব সাধিত হইয়াছে। অতএব জগৎকর্ত্তা বিষ্ণু জীব হইতে ভিন্নই হইয়া থাকেন। বেদব্যাস বহুসূত্রে এইরূপে ভেদের উচ্চ-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সার্ব্বভৌম—সূত্রকারের এই সকল ভেদোক্তি পারমার্থিক-ভেদনিষ্ঠ নহে, ব্যবহারিক ভেদ-কথনেরই অভ্যাস মাত্র। "ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" এই সূত্রে অভেদ-সত্ত্বেও ব্যবহারিকভেদের কথা সূত্রকার বলিয়াছেন। যেমন উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইলেও তদ্বিকারীভূত ফেন, বীচি, তরঙ্গ, বুদ্বুদ্ প্রভৃতির পরস্পরের সহিত প্রভেদ ও

মিলন প্রভৃতি ব্যবহার সম্ভব হয়, যেমন আকাশ অবিকৃত থাকিলেও ঘটাদি উপাধির নিমিত্ত তাহার ব্যবহারিক ভেদ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-জীবসম্বন্ধেও জানিতে হইবে।

মহাপ্রভু—"ভোক্তাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" এই সূত্রে পরব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যপ্রাপ্তি-কথনহেতু উভয়ের অভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়া "গোষ্ঠে গো-সকল একীভূত হইতেছে" ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের ন্যায় শ্রুতিতে তাদৃশ একীভাবেরই উল্লেখ হইয়াছে, অভেদহেতু নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সূত্রকার জীবেশ্বরের যে ঐক্যকে পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্তে তাহার নিষেধ করিয়া থাকেন, ভাষ্যকার তাদৃশ ঐক্যসিদ্ধান্তপর বলিয়া মূলবিরোধী দুইদলেই গণ্য হইয়া থাকেন। "পরেঽব্যয়ে সর্ব্বে একীভবন্তি" এই শ্রুতিতে ঐক্য-ব্যবহারহেতু মুক্তগণের ব্রহ্মের সহিত অভেদশঙ্কা বেদব্যাস গো-সকলের ঐক্য-দৃষ্টান্তদ্বারা পরিহারপূর্ব্বক মুক্তগণের মধ্যেও পারমার্থিক-ভেদই স্বীকার করিতেছেন। সূত্রসমূহের প্রতিপাদ্য যে ভেদ তত্ত্ব, তাহা "মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ" ইত্যাদিসূত্র-দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি ঐক্য-বাক্যবলে চেতনাচেতনাত্মক সর্ব্বজগতের ঐক্য লাভ হইলে ভোক্তৃজীব এবং ভোগ্য জড়সকলের অভেদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া মায়াবাদিগণ "স্যাৎ লোকবৎ" এইরূপ সমাধান বলিয়াছেন। সূত্রের আপাত-তাৎপর্য্য যদি বস্তুতঃ এইরূপই হয়, তাহা হইলে সমাধান-কালে "স্যাৎ" এই সম্ভাবনাসূচক পদদ্বারা জড় এবং চেতনের অভেদই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে, পরন্তু জড়মিথ্যাত্ববাদী আপনাদের পক্ষে এতাদৃশ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধই হয় এবং সূত্র-কারেরও অসম্মতই হইয়া থাকে।

সার্ব্বভৌম—আচ্ছা, আপনি পুরাণশাস্ত্রকে বেদার্থনির্ণায়ক বলিয়াছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতে ত' বহুস্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদই কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"
(ভাঃ ৪।৩।২৩)

ভগবান্ দক্ষ প্রজাপতিকে বলিলেন,—"আমি, ব্রহ্মা ও রুদ্র—এই তিনজনই একস্বরূপ। সর্ব্বভূতাত্মা আমাদিগের তিনজনে যিনি ভেদ দর্শন না করেন, সেই ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।" আপনার মতে জীবতত্ত্ব ব্রহ্মা ও রুদ্রে এবং বিষ্ণুতে অথবা জীব ও ব্রহ্মে অভেদ-দর্শনকারী ব্যক্তি—পাষণ্ডী মধ্যে গণ্য। কিন্তু আপনি যাহাকে প্রমাণ-শিরোমণি বলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, ভেদ-দর্শনকারীর মোক্ষপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ নাই। অতএব আপনার বাক্যবলেই আমরা প্রমাণ করিতেছি যে, জীব ও ব্রহ্মে অভেদ-সিদ্ধান্তই বেদ-বেদান্ত ও তাহাদের অর্থনির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণের মত।

মহাপ্রভু—ব্রহ্মসূত্রমধ্যে ভেদ সাধিত হওয়ায় শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতি নির্ণেয়-গ্রন্থসকলের মধ্যে কুত্রচিৎ ভেদ-নিষেধ দেখা গেলেও সূত্রানুসারেই তাদৃশ বচনের অর্থবর্ণন কর্ত্তব্য, সুতরাং তাদৃশ ভেদনিষেধ-অর্থে বিরোধ-নিষেধই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

সার্ব্বভৌম—আমরা এইরূপ স্বকপোল-কল্পিত অর্থ স্বীকার করিব কেন?

মহাপ্রভু—ইহা স্বকপোল কল্পনা নহে; তত্ত্বকোবিদগণ 'ভেদ'শব্দের এইসকল অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

ভেদ-শব্দো হি বিস্বিম্বিম্বো ভেদে প্রযুজ্যতে।
ভ্রমে বিরোধে ধীভেদে নাশেঽন্যোন্যমিশ্রণে।
অসংযুক্তত্বমাত্রেঽস্মিন্বিভিন্নাদি ভিদোচ্যতে॥
ভিন্না সেনা মিত্রভেদঃ ক্ষীর-নীর-বিভেদনম্।
ভিন্ন-নীরস্থ-বাক্যাদে ভিন্নার্থস্থবাপ্যসৌ॥
বিমিশ্রতামাহ ঔষ্ণ্যস্তস্মাদ্ভেদো বিমিশ্রণম্।
দ্বৈধঞ্চ ভেদোপারূঢ়ং পৃথগ্ধীঃ কেত্যুদীরিতম্॥
ছিন্নভিন্নমিতি প্রাহুর্নটং ঘটপটাদিকম্।
ভ্রমো ভিদা ভিন্নতার্থানন্যধীকুরুতে যতঃ॥

পণ্ডিতগণ কোন স্থলে পরস্পর ভেদ অর্থে, কোন স্থলে ভ্রম অর্থে, কোন স্থলে বিরোধ অর্থে, কোন স্থলে বুদ্ধিগত পার্থক্য অর্থে, কোন স্থলে নাশ অর্থে, কোন স্থলে পরস্পর মিশ্রণ অর্থে এবং কোন স্থলে অসংযুক্তরূপে বস্তুদ্বয়ের অবস্থান অর্থে "ভেদ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "সৈন্যগণ ভিন্নরূপে বর্ত্তমান" এই স্থলে 'ভিন্ন'শব্দে তাহাদের অসংযুক্ত-রূপে অবস্থান কথিত হইয়া থাকে। "চৈত্র ও মৈত্র ভিন্ন" এই স্থলে ভেদশব্দ বিরোধবাচক, "ক্ষীর ও নীর ভিন্ন" এই স্থলে মিশ্রণ-বাচক, এইরূপ মাঘ-কাব্যে—"একত্র স্ফটিক-ঘটাংশু-

ভিন্ন-নীয়া-নীলাপরাভিত্তিরাস্থসোহপরস্ব" এই শ্লোকে ভিন্নপ অর্থে "ভিন্ন" এবং "ভিন্নর" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব ভেদশব্দ ভিন্নার্থক, এইরূপ 'বৈর' এবং 'ভেদোপায়' এই শব্দদ্বয় বুদ্ধিভেদ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ 'পৃথগ্-বুদ্ধি' পরস্পরাভি অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ভিন্নঘট, ভিন্নঘট—এই শব্দদ্বয় বিনাশ অর্থে এবং ভ্রম অর্থ বৈপরীত্য-জনকরূপে ভেদশব্দে উক্ত হইয়া থাকে। "ত্রয়াণামেক-ভাবানাম্" ইত্যাদি ভাগবতশ্লোকের অর্থ স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় না, সুতরাং স্পষ্টার্থক শ্লোকান্তরের অর্থানুসারেই ইহার অর্থও বর্ণনীয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে ঋষিগণের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইয়াছিল। মুনিগণ তত্ত্ব বর্ণিতবাক্য শ্রবণ করিয়া সংশয়যুক্ত হইয়া মোক্ষ ও অভয়প্রদায়ক বিষ্ণুকেই সর্বোত্তমরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৮৯ অঃ)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সর্বদেবগণ শাপ এবং অনুগ্রহপ্রদান সমর্থ, তন্মধ্যে শিব এবং ব্রহ্মা অল্প-সেবনেই অনুগ্রহ এবং অল্প অপরাধেই শাপ প্রদান করেন। ভগবান্ বহুসেবায় তুষ্ট কিম্বা বহু অপরাধে রুষ্ট হন না। "হে বিভো! প্রদীপ যেরূপ অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ আপনিও আমার হৃদয়গত অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছেন। অতএব আপনাকেই আমি দেবতাত্রয়ের মধ্যে উত্তম বলিয়া মনে করি। দেব, অসুর এবং মনুষ্যগণ মধ্যে যাহারা শিবের আরাধনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই ধনবন্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা লক্ষ্মীপতি শ্রীহরির উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই দরিদ্র।" এবম্বিধ অনেক ভাগবত-বচন দ্বারা বিষ্ণুর সর্বোত্তমত্ব প্রতিপাদনপূর্বক ভেদ স্থাপিত হইয়া থাকে। এইরূপ—"বন্দারবো বন্দনম্" ইত্যাদি স্তুতিবাক্য এবং "ভব বরদ! বরাজ্বাবাপিয়া" ইত্যাদি রুদ্রবাক্যদ্বারা ভগবানের সর্বোৎকৃষ্টত্ব অবগত হওয়া যায়। "ত্রয়াণাম্" ইত্যাদি বাক্যেও "একভাবানাং" এই পদটী হেতুগর্ভ বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এই পদ দ্বারা উক্ত শ্লোকে দেবতাত্রয়ের বুদ্ধিভেদই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ অবগত হওয়া যায়। মুনিগণ বিচারপূর্বক সর্বলোকে গমন করিয়া অতঃপর যে ভেদের নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ব্যবহারিক হইতে পারে না। পরন্তু "ত্রয়াণাং" ইত্যাদি বাক্য দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসকালে উগ্র রুদ্রসৈন্য-বর্ণনে ভীত স্তুতিবাদিকর্তৃক তাঁহাদের প্রীতির জন্য প্রযুক্ত হওয়ায় ব্যবহারিকভেদ নিষেধপর হইতে পারে। আপনার মতেও বিশিষ্ট-ভেদনগত ঐক্য স্বীকৃত হয় না। অতএব "ত্রয়াণাং" ইত্যাদি বাক্যে আপনাকেই অমুখ্যবৃত্তিই স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং বিরোধরূপ মুখ্য অর্থের সম্ভব হইলে অমুখ্যবৃত্তি স্বীকারের আবশ্যকতা কি? "হে মোহিনি! আমাদের মধ্যে যাহাতে ভেদ না ঘটে, সেইরূপভাবেই মুখ্য বণ্টন কর। হে ব্রাহ্মণ! ঋষিগণ কি-জন্য ব্রহ্মগণকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং এক রুদ্রই সমস্ত যাদবের অধীশ্বর বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কিরূপে ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আপনি বর্ণন করুন" এতাদৃশী রীতি অনুসারে ভাগবতে উত্তরস্থানে বিরোধ অর্থেই 'ভেদ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। লোকমধ্যেও সামপ্রভৃতি উপায়চতুষ্টয়ের অন্তর্গত ভেদ-শব্দ বিরোধ অর্থেই প্রযুক্ত হয়। অতএব "ত্রয়াণাম্" ইত্যাদি ভাগবতবাক্যেও ভেদ-শব্দ মুখ্যভাবে বিরোধবাচকই হইয়া থাকে। মুখ্যার্থের সম্ভবস্থলে 'লক্ষণা' বিদ্বজ্জন-স্বীকার্য নহে। অথবা, এই বাক্য ব্রহ্মা রুদ্র এবং বিষ্ণুর একবস্তুবিষয়ক মনোবৃত্তিরূপ জ্ঞানের মধ্যে কোন ভেদ নাই, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যজ্ঞকালে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ হইয়াছিল, নিষেধও তাহারই হওয়া সঙ্গত। শৈব এবং বৈষ্ণবগণের বিরোধই তথায় প্রসক্ত হইয়াছিল, মূর্তিত্রয়ের অভেদ প্রসক্ত হয় নাই, অতএব ভেদশব্দে শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিরোধই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। বৈকুণ্ঠ, সত্যলোক এবং কৈলাসে নিত্য বিরাজমান বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্রের রূপভেদ-প্রসঙ্গ সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে, কেবলমাত্র যজ্ঞকালে তাহার প্রসঙ্গ হইতে পারে না, সুতরাং অন্যকালে তাহার নিষেধ না হইয়া কেবলমাত্র যজ্ঞকালে তাহার নিষেধ যুক্তিসঙ্গত নহে। পরন্তু যজ্ঞকালে তাঁহাদের মধ্যে প্রেমবশতঃ পূজ্য-পূজক-ভাবও দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকে বিরোধই নিষেধ্য, ভেদ নিষেধ্য নহে, এরূপই বলা উচিত। যজ্ঞকালে সভামধ্যে একমুখ, চতুর্মুখ ও পঞ্চমুখ, এইরূপ বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট এবং চক্র, অক্ষমালা ও শূলরূপ বিভিন্ন চিহ্নবিশিষ্ট বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্রের মধ্যে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবে ও প্রণম্য-প্রণেতৃভাবে অবস্থানহেতু ভেদই সিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ সমাগত বিষ্ণুকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্বক প্রণাম করিয়াছিলেন। দেবগণ-বিষ্ণুভেদে হতপ্রভ এবং ভয়ে

নির্ব্বাক্ হইয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুর মায়াত্ব সম্যক্ না জানিয়াও স্ব-স্ব-যোগ্যতানুসারে স্তুতি করিয়াছিলেন। এবম্বিধ পূর্ব্বোক্ত স্পষ্টবচনদ্বারা অস্পষ্ট বাক্যসকলের অর্থও নির্ণয়যোগ্য হইয়া থাকে। বৈকালিক ভেদজ্ঞ বৃত্তগুলি কেবলমাত্র তৎকালে অভেদ বর্ণন করিতে পারেন না। যদি ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানের মায়াত্ব-জ্ঞানলাভেই অসক্ত, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার সহিত ঐক্যলাভে সমর্থ হইতে পারেন? "যন্মায়য়া মোহনয়া" ইত্যাদি বৃত্তবাক্যেও ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং বিষ্ণুর মধ্যে আশ্রয়াশ্রিতভাব-শ্রবণহেতু স্বরূপগত ঐক্য নিষিদ্ধই হইয়া থাকে। অতএব "ত্রয়ানাম্" ইত্যাদি অভিন্ন-বাক্য পূর্ব্ব ও মধ্য-বাক্যের বিরোধি হইতে পারে না। যিনি এক তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট আদি, মধ্য এবং অন্ত্য-শ্লোকের মধ্যে অর্থভেদ দর্শন না করেন, তিনি ভেদাভেদ-কলহ হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন। যদি এস্থলে স্বরূপভেদেরই নিষেধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে "রুদ্রকে যজ্ঞোচ্ছিষ্ট আহুতি-প্রদান কর্ত্তব্য" দেবর্ষিগণের এইরূপ আদেশবচন ব্যর্থই হইয়া থাকে এবং প্রথমতঃ রুদ্রের আহুতি প্রদান না করায় যে কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারও নির্মূলকত্বই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব শ্রুতি-স্মৃতিপ্রভৃতি শাস্ত্রনির্ণীত পদার্থসকলের মধ্যে পারমার্থিক এবং অপারমার্থিকরূপ বিবিধ ভেদ বক্তব্য নহে, পরন্তু মুখ্যার্থের বাধা হইলেই গৌণ অর্থ ব্যক্ত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক জোহান্স্

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪১শ সংখ্যার পর]

অধ্যাপক—কৃষ্ণ ও বৃন্দাবন-সম্বন্ধে আপনি যে-ভাবে বর্ণনা করিলেন, সেই ধারণা অতি সুন্দর।

প্রভুপাদ—ইহা কেবল 'আইডিয়া' বা ধারণা-মাত্র নহে, ইহা বাস্তব-সত্য। এই জগতের কাব্য বা সাহিত্যের কথার মত ইহা কেবল কথামাত্র নহে; যাবতীয় সাহিত্য ও কাব্য শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে প্রসূত। বৃন্দাবন সমস্ত অপ্রাকৃত সাহিত্য ও কাব্যের পীঠ। জগতের সাহিত্য ও কাব্যসমূহ —যাহার এক একটী ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা আলোচনা করিতে করিতেই প্রাকৃত লোক মুগ্ধ, বিস্মিত ও মোহিত হইয়া পড়েন, তাহা সেই অপ্রাকৃত, অখণ্ড, অনন্ত সাহিত্য-বৈচিত্র্যের ক্ষেত্র, মাত্র ও খণ্ড বিকৃত প্রতিফলনমাত্র।

অধ্যাপক—কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপাসনার কথা বলুন।

প্রভুপাদ—ব্রজবনিতাগণের রচিত উপাসনাই কৃষ্ণের উপাসনা। পূর্ব্বে শুনিয়াছেন, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্, নিরঙ্কুশ-ইচ্ছাময়। পূর্ণশক্তিমানের একটী পূর্ণশক্তি আছে, সেই একই শক্তির তিনটী রূপ কার্য্য,—(১) আনন্দ বা রসাস্বাদন-দান, (২) কর্ত্তৃত্ব-পরিচালন বা ভোক্তৃত্ব-সম্পাদন, (৩) সত্তা-প্রকাশন বা অস্তিত্ব-বিধান। প্রথমোক্ত শক্তির নাম হ্লাদিনী, দ্বিতীয় প্রভাবের নাম সম্বিৎ, তৃতীয় প্রকাশের নাম সন্ধিনী। কৃষ্ণের যাবতীয় ভোগ্য-বস্তুই সন্ধিনীর পরিণতি। কৃষ্ণের ধাম, কৃষ্ণ-অবয়ব, কৃষ্ণ-বিলাসের উপকরণ প্রভৃতি যাবতীয় চিদ্বৈভব এই সন্ধিনী-শক্তি প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, সম্বিৎ-শক্তি ভগবানের অনুভব-কর্ত্তৃত্ব, আনন্দের ভোক্তৃত্ব উপলব্ধি এবং অন্বয়জ্ঞানে ভগবজ্জ্ঞানের অনুভব করাইয়া কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, হ্লাদিনীশক্তি রসের বিবর্ত্তন ও নব-নবায়মান রস-চমৎকারিতার জন্য আপনাকে বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারাই ব্রজবনিতা; ব্রজবধূগণ মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণ-প্রীতি-পরাকাষ্ঠা, কৃষ্ণাকর্ষিণী শ্রীরাধারই কায়-বিস্তার। শ্রীরাধা—কৃষ্ণের যাবতীয় ঐশ্বরী শক্তির মূল আশ্রয়-স্বরূপা। এই চিল্লীলা-মিথুন (Divine couple) একস্বরূপ হইয়াও আস্বাদক এবং আস্বাদিতরূপে দুই-দেহ। Mahaprabhu comes to establish service through subordination to Srimati Radhica.

অধ্যাপক—ইহা অতীব উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব।

প্রভুপাদ—ইহা জগতের অন্যান্য দশটা দর্শনের অন্যতম বা উহাদের তুলনায় উচ্চদর্শন নহে—ইহা অধোক্ষজ অসমোর্দ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভে অধোক্ষজের সংজ্ঞা এইরূপ দিয়াছেন,—Godhead or Krishna is He Who has reserved the absolute right of not being exposed to modern

human senses যাহা ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান মাপিয়া লইতে পারে না, তাহাই—অধোক্ষজ। সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান কেবল সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন, তখনই তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, নতুবা কৃষ্ণতত্ত্ব জাগতিক সর্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি কিছুর দ্বারাই আংশিকভাবেও জানা যায় না। অথচ অনেকে তাঁহাকে প্রাকৃত-সাহিত্য বা দর্শনের মত মনে করিয়া তোপা বুদ্ধিতে তাহা আলোচনা করিতে যায়। তাহাদের কাছে অধোক্ষজ বস্তু কখনও প্রকাশিত হন না। আমরা বর্তমানে সৃষ্টিকর্তার দ্বারা যে সকল ইন্দ্রিয়সহায়ে ভূষিত হইয়াছি, তাহা দ্বারা কখনও চতুর্থ বা পঞ্চম আয়তন মাপিয়া লইতে পারি না—না পারিয়া অনেক স্থলেই "to the Infinity" বলিয়া ছাঁট ছাড়িয়া বাঁচি। বৈকুণ্ঠ বা অধোক্ষজ বস্তু 'তুরীয়' (চতুর্থ), কাজেই তাঁহাকে ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা 'নির্বিশেষ' বলিয়া গোঁজামিল দিতে চাই। কিন্তু অধোক্ষজ তুরীয় পূর্ণ বস্তু কখনও নির্বিশেষ নহেন।

অধ্যাপক—হুঁ, হুঁ (অত্যন্ত আনন্দসহকারে), অতীব সুন্দর বিচার।

প্রভুপাদ—অধোক্ষজ তত্ত্ববস্তু যতই তাঁহার অপ্রাকৃত গুণসমূহকে অপসারিত করিয়া প্রকাশিত হন, ততই তিনি 'নির্বিশেষ', 'নিরাকার' প্রভৃতি বলিয়া বিবেচিত হন, ইহাও একপ্রকার পৌত্তলিকতা। অধোক্ষজ তত্ত্ব পরম স্বতন্ত্র, তাহা জীবের বিচার-বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবিত কোন বস্তু নহে। উদ্ভাবিত বা কল্পিত বস্তুই পুত্তলিকা। জীব তাহার উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা যে বস্তুকে 'সবিশেষ' বা 'নির্বিশেষ' বলিয়া ধারণা বা কল্পনা করে, কিংবা গড়িয়া তোলে, যাঁহাকে 'সাকার' বা 'নিরাকার' বলিয়া থাকে, সে সকলই পুত্তলিকা। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম সেইরূপ 'সবিশেষ' 'নির্বিশেষ' 'সাকার' বা 'নিরাকার' পুত্তলিকা নহেন। আমরা অধোক্ষজ তত্ত্বের নিকট challenging attitude (স্পর্দ্ধার প্রবৃত্তি) লইয়া কখনও উপস্থিত হইতে পারিব না, উহার নাম তর্কপন্থা। আমাদিগকে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। Godhead can Himself take initiative. Thousands of our exertions can never lead to him. আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা মাপিয়া লইতে পারি—বিচার করিতে পারি—'হয়' 'নয়' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি—যাহার সীমা নির্দেশ করিতে পারি, তাহা খণ্ড বস্তু। কেহ বলেন, ভগবান্—সাকার ; কেহ বলেন, ভগবান্—নিরাকার ; কেহ কেহ বলেন, ভগবান্ প্রথমে সাকার, চরমে নিরাকার,—এইরূপ তথাকথিত সাকার ও নিরাকারবাদী সকলেই বৈকুণ্ঠবস্তুকে জাগতিক স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত পৌনর্মাস করিয়া ফেলেন। অধোক্ষজ ভগবান্ কখনই আমাদের কোন প্রকার আধিপত্য বা কবলের অন্তর্গত হন না। পরিদৃশ্যমান দেশ, কাল, পাত্র কখনও বৈকুণ্ঠ পরমেশ্বরে আরোপিত হইতে পারে না। এই অজ্ঞান জ্ঞানই আমাদের ভগবদ্দর্শনের পক্ষে পরম অন্তরায় ; এই জন্যই শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, যাঁহা হইতে অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবদ্বস্তু। চৈতন্যের প্রকৃত অনুগত ভক্তগণ কখনও কোন প্রকার ব্যক্ত বা অব্যক্ত, স্থূল বা সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতায় প্রশ্রয় দেন না ; তাঁহারা কখনও মানুষের কল্পনার ছাঁচে গড়া দর্শন-প্রভৃতি লইয়া বৈকুণ্ঠবস্তু দর্শনের প্রয়াস করেন না।

অধ্যাপক—চৈতন্যের অনুগতগণ কিরূপ দার্শনিক প্রণালী স্বীকার করেন ?

প্রভুপাদ—দার্শনিক চিন্তা-প্রণালী জগতে অসংখ্য প্রকার হইলেও উহাদিগকে দুইটী বিশেষভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—একটী শ্রৌত-প্রণালী, আর একটী অভিজ্ঞতার প্রণালী। অনেকে আবার মুখে শ্রৌত-প্রণালীর বিজ্ঞাপন দিয়া কার্যতঃ অভিজ্ঞতার প্রণালীকেই বরণ করেন, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে শ্রৌতক্রব অশ্রৌত-পন্থী বলিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে যখন বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিচার হইয়াছিল, তখন তিনি মায়াবাদিগণকে শ্রৌতক্রব প্রচ্ছন্ন নাস্তিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিলেন—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ী নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥" ...

বাস্তব জ্ঞান কখনও অভিজ্ঞতার প্রণালী হইতে লাভ করা যায় না, গোমুখী দিয়া যেরূপ হিমালয় হইতে গঙ্গা নির্গত হয়, আচার্যের মুখ হইতেও সেইরূপ বৈকুণ্ঠ-বিষয়ক বাস্তব-জ্ঞান-ধারা বিগলিত হইয়া থাকে। আচার্য, ভগবানের সংবাদবাহক, তিনি অতীন্দ্রিয় দেশের সংবাদ আমাদের

কাছে আনিয়া দেন। তাঁহার কথাগুলি জাগতিক অভ্রান্ত শব্দ-সমষ্টির অন্যতম মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা এই জাগতিক শব্দ-সমষ্টির ন্যায় অভিজ্ঞতাবাদীর চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই চারি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমর্থিত হয় না। কেবলমাত্র শুদ্ধমুখবিগলিত বৈকুণ্ঠের সংবাদ কর্ণেন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয়-দ্বারা তাহা বর্ত্তমান যোগ্যতায় সমর্থিত হইতে পারে না। যিনি কলিকাতা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কলিকাতার সংবাদ শুনিতে হইবে, তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলে আহ্বান না করিয়া বিনীত হইয়া তাঁহার কথা কর্ণে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে নিষ্কপট জিজ্ঞাসু হইয়া পরিপ্রশ্ন করিবার সৎপ্রবৃত্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুষ্ট-প্রবৃত্তি বলা যায় না, তাহাও শ্রবণ করিবারই পিপাসা। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, গুরুকে অন্ততঃ একবৎসরকাল সময় দিতে হইবে। শিষ্য কোনপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্তি লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা প্রকৃত জিজ্ঞাসু হইয়া গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইবার বাসনা করিতেছেন, তাহার পরিচয় ঐ সম্বৎসরকালের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারিবে। গুরুর কাছে উপনীত হইতে হইবে—শুনিতে হইবে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে না। আমরা এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইব। এই প্রণালীর নামই—অবরোহ-বাদ। আর অভিজ্ঞতাবাদীর যে প্রণালী, তাহাকে 'আরোহ-বাদ' বলা যায়। আরোহবাদিগণ সঞ্চিত অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলেও আহ্বান করেন। অভিজ্ঞতাবাদীর ভূমিকা সর্ব্বদা বিপদ্‌গ্রস্ত। ত্রিশৎবৎসরের অভিজ্ঞতাবাদী পঞ্চাশদ্‌বৎসরের অভিজ্ঞতাবাদীর নিকট পরাভূত কিম্বা গবেষণাদ্বারা নব্য আবিষ্কৃত অন্য কোন অভিজ্ঞতার নিকট সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়েন। দশহাজার বৎসরের সভ্যতা বিশহাজার বৎসরের সভ্যতার নিকট অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং অভিজ্ঞতার প্রণালীতে কখনও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, পূর্ণ-জ্ঞান লাভ হওয়া ত' দূরের কথা। চৈতন্যদেবের ভক্তগণ এইরূপ অভিজ্ঞতার প্রণালী স্বীকার করেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলেই অভিজ্ঞতার প্রণালীকে কম-বেশী স্বীকার ও আদর করেন বা করিতে বাধ্য হন। আমরা বাস্তব-সত্যের কথা জানিতে চাহিলে কখনও ইসায়নবেত্তা বা পদার্থ-বেত্তা প্রভৃতির ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হইব না; কিন্তু আচার্য্য আমাদের শ্রবণোন্মুখ কর্ণের সম্মুখে যে সকল বৈকুণ্ঠের সংবাদ কীর্ত্তন করিবেন, তাহা আমরা বিনীতভাবে গ্রহণ করিব, সহিষ্ণুতার সহিত তাহা শ্রবণ করিব। আমরা যোদ্ধা, গাধার দার্শনিক তত্ত্ব অতীন্দ্রিয় দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার বা তথাকথিত বিচারের দ্বারা সমন্বিত করিবার চেষ্টা করিব না। ঐরূপ আরোহ-প্রণালী গ্রহণ করিলে কখনই অবিমিশ্র চৈতন্যের দার্শনিক তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে না। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রচারকালে তথাকথিত বিভিন্ন দার্শনিকগণের সহিত বিচার করিয়া অভিজ্ঞতা-প্রণালীর ভিত্তিতে অবস্থিত যাবতীয় কুদর্শনকে নিজ সুদর্শন-দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়াছেন। যদি আমরা মনোযোগ ও সহিষ্ণুতার সহিত চৈতন্যানুরাগী ভক্তগণের নিকট চৈতন্যের চরিত্র বিচারপূর্ব্বক শ্রবণ করি, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রে পরিপূর্ণ মহা-চিৎ-সমন্বয় ও নিখিল সমস্যার অপূর্ব্ব সমাধান দর্শন করিয়া বিস্মিত ও পরমশান্তিলাভ করিতে পারিব।

অধ্যাপক—চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার শুনিবার প্রবল আগ্রহ আছে, আপনার অবসরমত আপনি আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত ও বাধিত হইব।

প্রভুপাদ—আমাদের ইহা ছাড়া আর কোন কাজ নাই। আমরা আপনাদের সেবার জন্যই সর্ব্বদা উপস্থিত আছি। আপনি দর্শনের অধ্যাপক; সুতরাং আপনার সুদর্শনের কথাও শোনা আবশ্যক। জগতের দর্শনসমূহ—কুদর্শন, তাহা ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়স্বরূপ। সুদর্শনের দ্বারা কুদর্শন খণ্ডিত না হইলে কেহ ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না।

অধ্যাপক—হাঁ, আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহা খুবই ঠিক।

প্রভুপাদ—আমি আপনার নিকট ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া শ্রবণ করুন। ইহাতে বৈষ্ণব-দর্শনের কথা অতি সংক্ষেপে সুন্দর-রূপে গ্রথিত আছে। [এই বলিয়া প্রভুপাদ "To love God" নামক প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন। উক্ত প্রবন্ধটী পরবর্ত্তি-কালে "হারমনিষ্ট" পত্রিকার এপ্রিল (১৯২৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।]

অধ্যাপক—অতীব সুন্দর। কৃপা করিয়া এই প্রবন্ধটী "হারমনিষ্ট"-পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন।

প্রভুপাদ—রেঃ রিড্‌লে ডে সাহেবের সঙ্গে আমার একবার দেখা হইয়াছিল, তিনি নীরবে প্রায় ২।৩ ঘণ্টাকাল আমার কথা শ্রবণ করিয়া আমাকে বলিলেন,—আপনি যখন আমাদের খৃষ্টধর্ম্মের অনুরূপ কথাই বলিতেছেন, তখন কেনই বা আপনি আপনাকে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ঘোষণা করেন না? তাহাতে আমি বলিলাম যে, খৃষ্টধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী সোপানের আংশিক পরিচয়; তদ্ব্যতীত We have more supplements, অধিকার-বিচারে খৃষ্টধর্ম্মে যাহা কথিত হয় নাই—বৈষ্ণবধর্ম্মে এরূপ অনেক অধিক কথা আছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই একমাত্রতম ধর্ম্ম বা সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মগুলি কেহ বা উহার সোপান, কেহ বা বিকৃতি। সোপানস্থলে কোন কোন অধিকারীর জন্য আদরণীয়, বিকৃতিস্থলে পরিত্যাজ্য। খৃষ্ট, কৃষ্ণচন্দ্রের অংশ-কলাস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্ত্যাবেশ অবতার। কোন দেশ বা সমাজবিশেষের বিশেষ উপযোগিতা ও যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের ততটুকু মঙ্গল-বিধানের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু কোন মহত্তমজীবে তাঁহার কিঞ্চিৎ শক্তি আবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র বীশুরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পরিপূর্ণতত্ত্ব স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের চিদ্‌বিলাসের পূর্ণ মাধুর্য্য—যাহা একমাত্র অখিলরসামৃতসিন্ধু স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রই জগতে প্রকাশিত করিতে পারেন, সেই উন্নতোজ্জ্বলরস প্রকাশ করিবার অধিকারসম্পন্ন ছিলেন না। বিরজা-বৈকুণ্ঠের প্রথমভাগের অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যধাম-বৈকুণ্ঠরাজ্যের অধিকারিগণও কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারেন না। বৈকুণ্ঠরাজ্যে সার্দ্ধ-দ্বিতয় রস বিরাজিত অর্থাৎ সেখানে শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্যমাত্র বিরাজিত। "কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ"—এইরূপ বিশ্রম্ভ-সখ্য বৈকুণ্ঠেও নাই। সেখানে সঙ্কোচ, গৌরব ও সম্ভ্রমের সহিত ভগবানের কাছে দাঁড়াইতে হয়। রামানুজ বিশ্রম্ভ-সখ্য, বিশ্রম্ভ-বাৎসল্য বা মধুর রসের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। ঐশ্বর্য্যগত দাস্যরস, সখ্যরস ও বাৎসল্যরস কিঞ্চিৎ পরিমাণে খৃষ্টের প্রকৃত ভক্তগণের হৃদয়ে স্পর্শ করিয়াছিল বটে, কিন্তু গৌরবসম্ভ্রমহীন বিশ্রম্ভ-প্রধান রস বা মধুর-রস একমাত্র ব্রজধামেই জাজ্বল্যমান। নবদ্বীপচন্দ্র শচীনন্দন ঐ নিগূঢ়রস বিতরণ করেন। রামানুজাচার্য্য বিশ্রম্ভ-সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর রসকে মুখ্য ভগবৎসেবার পক্ষে হানিকর মনে করিলেও আমরা বলি,—প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরব ও সম্ভ্রমাদি কণ্টক বিদূরিত না হইলে মুখ্যভাবে সেবাই হইতে পারে না। কারণ এই জগৎ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ ধামেরই বিকৃত হেয় প্রতিফলন। বৈকুণ্ঠে যাহা অনন্ত বিচিত্রতায় নির্দ্দোষ-স্ব-স্বরূপে নিত্য বিরাজিত, এখানে তাহাই সান্ত বিচিত্রতায় দোষযুক্ত, অনিত্য ও বিকৃতরূপে প্রতিফলিত। আমরা এই প্রতিফলিত জগতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসের আশ্রয়ালম্বন ও বিষয়ালম্বন-সমূহ দেখিতে পাই। যদি বিরজা-বৈকুণ্ঠে এই পঞ্চবিধ রসের বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন না থাকিবেন, তাহা হইলে ইহ জগতে উক্ত পঞ্চরসের আলম্বনগণ থাকিত না; তবে বিশেষ এই যে, সেখানে সমস্ত বস্তুই নির্দ্দোষ, পরিপূর্ণ, নিত্য ও স্বরূপে অবস্থিত। প্রতিফলিত জগতে তাহার বিপরীত অর্থাৎ এখানে সকল বস্তুই দোষযুক্ত, খণ্ডিত, অনিত্য ও বিকৃত; আর এখানে বিষয়ালম্বনের দৃশ্য অনেক, কিন্তু অবিকৃতধামে বাস্তব বিষয়ালম্বন অদ্বিতীয় হইয়াও অচিন্ত্য-অপ্রাকৃতশক্তিবলে সেবকের সেবাবৃত্তি-অনুসারে অনন্ত সেবাপ্রকাশে প্রকাশিত। এই জগতে যাহা অতীব হেয়, তাহা সেখানে পরমোপাদেয়। শ্রীচৈতন্যদেব সেই পরমোপাদেয় উন্নতোজ্জ্বলরস সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিয়াছেন। এই অপ্রাকৃত উন্নতোজ্জ্বলরসের কথা শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত আর কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই বা পারেন না। কারণ ইহা কৃষ্ণের নিজস্ব সম্পত্তি, অপরের বিতরণের অধিকার নাই।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

স্মার্ত্তবাদ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৭ সংখ্যার পর]

দৈববর্ণাশ্রমী শুদ্ধস্মার্ত্ত এবং বর্ণাশ্রমি-ক্রব বিদ্ধস্মার্ত্ত,—উভয়েই পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন, কিন্তু উভয়ের বৃত্তি স্বরূপতঃ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অজ্ঞান-কর্দ্দমজী, প্রকৃতির গুণে সংমূঢ়,

অকৃৎস্নবিৎ কৃৎস্নবারী স্মার্ত্ত আপনাকে পূর্ব্ব পিতৃপুরুষগণের দেহনিঃসৃত মনোধর্ম্মযুক্ত মাংসপিণ্ড জ্ঞান করিয়া পিতৃপুরুষগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থ যে 'শ্রদ্ধা' প্রদর্শন করেন, তাহাই বিদ্ধস্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধ। কর্ম্মজড়-ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে, মানব মৃত্যুর পর প্রেতত্বপ্রাপ্ত হয়, পরে পুত্রাদি আত্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গ ঐ প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য করিলে প্রেতযোনি হইতে উহার মুক্তি হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের শ্রাদ্ধতত্ত্বান্তর্গত সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ-প্রকরণে উল্লিখিত আছে,—সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে মৃতপুরুষের সূক্ষ্মদেহ একবৎসর পরে প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়,—

"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতত্বেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥"

বিদ্ধ-স্মার্ত্তগণ বিচার-মতে পিতৃশ্রাদ্ধবাসরে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইলে পিতৃগণ একমাস, মৎস্যপ্রদানে দুইমাস, শশকমাংসপ্রদানে তিনমাস, পক্ষিমাংসপ্রদানে চারিমাস, শূকরমাংসপ্রদানে পাঁচমাস, ছাগমাংসপ্রদানে ছয়মাস, এণমাংসদ্বারা সাতমাস, রুরুমৃগমাংসে আটমাস, গবয়মাংসে নয়মাস, মেষমাংসে দশমাস এবং বার্দ্ধ্রীণ-মাংস প্রদান করিলে বহুকাল পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। গয়ায় গমন-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হন কিন্তু সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত বৈষ্ণবর্ণাশ্রমী পারমার্থিকগণ আপনাদিগকে কৃৎস্নবারী মনোধর্ম্মী স্মার্ত্তের ন্যায় পূর্ব্বপিতৃপুরুষগণের দেহ-নিঃসৃত মনোধর্ম্মযুক্ত মাংসপিণ্ড বুদ্ধি করিবার পরিবর্ত্তে আপনাদিগকে আত্মা ও সেবা পরমাত্মার নিত্যভৃত্য জ্ঞান এবং ব্যবহারিক পিতৃপুরুষগণের আত্মাকে কৃষ্ণের নিত্যদাস বিচার করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃষ্ণের সম্বন্ধে কৃষ্ণবস্তু বস্তু দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। অতএব বিষ্ণুর প্রসাদ-নির্ম্মাল্য-দ্বারাই শুদ্ধস্মার্ত্ত পারমার্থিকগণ পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর ঐকান্তিকগণ সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদিদ্বারা নিরন্তর ভগবদ্ভজন ও নিখিল জীবের তৃপ্তি সাধন করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগের আর বর্ণাশ্রমিগণের ন্যায় বাহ্য অনুষ্ঠানেরও অপেক্ষা নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাস পারমার্থিকগণের গয়া-শ্রাদ্ধাদিরও অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন; কারণ, তাঁহারা নিত্য হরিভক্তি যাজন করায় তাহাতেই পিতৃপুরুষগণের আত্মা পরিতৃপ্ত হইতেছেন। সত্যযুগে উপরিচর বসু নামক পুরুবংশীয় জনৈক বৈষ্ণবরাজ মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃপুরুষগণের আত্মার পরিতৃপ্তিসাধনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বৈষ্ণবর্ণাশ্রমী পারমার্থিকগণের সদাচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু ভগবৎপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য-দ্বারা পিতৃপুরুষ-গণের পরিতৃপ্তি এবং বিদ্ধস্মার্ত্তের শ্রাদ্ধাঙ্গ আমিষ বিচারে দুষ্ট যবনকুলোদ্ভূত শ্রীল ঠাকুর-হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে সেই শ্রাদ্ধান্ন প্রদান করিয়া বৈষ্ণবর্ণাশ্রমী পারমার্থিক-গণের সদাচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অবৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমী বিদ্ধ-স্মার্ত্তগণের বিচার অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বা পিতৃপুরুষ-গণকে মৎস্যমাংসাদি ভোজন করাইয়া তাঁহাদের অনিত্য দেহ মন বা প্রেতের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই; পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ এবং কৃষ্ণের অবশেষ-দ্বারা কৃষ্ণদাস আত্মার পরিতৃপ্তি করিয়াছেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের বিচারানুসারে ভক্তির অধিষ্ঠাতৃ আচার্য্য, নিখিল-শাস্ত্রে পারদর্শী শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরের ন্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থানে কোন সদাচারী শৌক্র-ব্রাহ্মণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ বিষ্ণু-সেবা-প্রবৃত্তি দর্শন করিতে না পাইয়া যবনকুলোদ্ভূত ঠাকুর-হরিদাসে শাস্ত্রীয়ব্রাহ্মণতা পূর্ণ-মাত্রায় পরিদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকেই পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্র প্রদান করিবার যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যেও পারমার্থিক শুদ্ধ-স্মার্ত্ত এবং কৃৎস্নবারী আধিক বিদ্ধস্মার্ত্তের বিচারের পার্থক্য, বৈষ্ণবর্ণাশ্রমে এবং তথা-কথিত "ছেলে ভুলান" বর্ণা-শ্রম বা বাজারে-পর্য্যবসিত বর্ণাশ্রম কিম্বা আসুর-বর্ণাশ্রমের বিচারের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। সদ্গুরুপদাশ্রয় ও দিব্য-জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে লোকের দুর্দ্দশা অর্থাৎ লৌকিক বিচারে অভিনিবিষ্ট হইয়া অজ্ঞান কর্ম্মজড়রূপে বিচরণ করিবার আদর্শপ্রদর্শন-কল্পে বহির্ম্মুখলোকানুকরণপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দর গয়া-শ্রাদ্ধাদি-লীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিমুখ-মোহন ও উন্মুখ-তোষণ-কল্পেই সাধিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরই স্বয়ং তাঁহার নিজ অন্তরঙ্গভক্ত আচার্য্য-গোস্বামী শ্রীল সনাতন ও শ্রীগোপাল ভট্টের দ্বারা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণবর্ণাশ্রমিগণের শ্রাদ্ধ-বিধান বিবৃত করিয়াছেন। কাজেই বিদ্ধ-স্মার্ত্ত এবং শুদ্ধ-স্মার্ত্ত পারমার্থিকের আচরণের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কর্ম্মজড় বিদ্ধস্মার্ত্তগণ কর্ম্মের

নাগর-দোলায় দুর্বিপাকে যাইবার জন্য 'ছেলে-ভুলানো' কথা বা ফল-শ্রুতি দ্বারা বালসদৃশ বহির্মুখ লোকদিগকে প্রলুব্ধ ও মুগ্ধ করিতেছেন; আর সম্বন্ধজ্ঞান-যুক্ত পারমার্থিকগণ সমগ্র-জীবকুলকে সর্বপ্রযত্নে স্বতঃপরার্থে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের নিত্য মঙ্গল বিধান করিতেছেন,—ইহাই স্মার্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য।

বিদ্ধ-স্মার্ত ও পারমার্থিক বৈষ্ণব, উভয়েই চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন করিয়া থাকেন। স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের কৃত্য-তত্ত্বে এবং সাত্বত স্মৃতি-নিবন্ধকার শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৪শ বিলাসে চাতুর্মাস্য ব্রতের বিধান লিপিবদ্ধ আছে। বাহ্য-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বিদ্ধ-স্মার্ত ও শুদ্ধ-স্মার্তের বাহ্য-বিধি-ব্যবস্থায় সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু উভয়ের অন্বিতা অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান এবং প্রয়োজন ভিন্ন হওয়ায় কেবলমাত্র অভিধেয়ের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া সাধারণ লোক স্মার্ত ও বৈষ্ণবে অনেক সময়েই ভেদ লক্ষ্য করিতে পারে না। স্মার্ত ও পারমার্থিকের অভিধেয়-নিষ্ঠার মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে। স্মার্তগণ শ্রবণ-কীর্তনাদি অভিধেয়কে গৌণ-ব্যাপার মনে করিয়া উহাদিগকে ধর্ম-ব্রত-ত্যাগাদির অন্যতম মনে করেন। কখনও কখনও বা কর্মাড়ম্বরকে শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করেন; কিন্তু শুদ্ধস্মার্ত বা পারমার্থিকগণ শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গকেই মুখ্য অভিধেয়-জ্ঞানে তদনুকূল যাবতীয় অনুষ্ঠান স্বীকার করিয়া থাকেন, প্রতিকূল ব্যাপার-সমূহকে পরিত্যাগ করেন। বিদ্ধস্মার্ত অক্ষয়স্বর্গকামী বা মোক্ষ-কামী হইয়া চাতুর্মাস্যব্রত পালন করেন; কিন্তু পারমার্থিক-গণ শুদ্ধভক্তির প্রতিকূলাচরণ-কারিণী ভুক্তি-মুক্তি-কামনা সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া চাতুর্মাস্যব্রত পালন করেন।—

"চাতুর্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে॥"

—এইরূপ ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ও তদনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চাতুর্মাস্য-যাজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ও এখনও করিয়া থাকেন। কিন্তু স্মার্তগণ বলেন,—

"গোসাঞির শয়ন করিবা চারি মাস।
ইহাতে কি সুখায় ডাকিতে বড় ডাক॥
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞী।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ)

শুদ্ধ স্মার্তগণ ভক্তির অনুকূল বা কৃষ্ণ-ভক্তিবৃদ্ধির জন্য সমস্ত অনুষ্ঠান স্বীকার করেন; আর বিদ্ধ স্মার্তগণ অধোক্ষজ কৃষ্ণে অনন্যভক্তি অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-কামনা-বৃদ্ধির জন্য তদনুকূল সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাই আর্ষিক স্মার্ত ও পারমার্থিক বৈষ্ণবের আচরণে ভেদ।

বিদ্ধস্মার্ত ও শুদ্ধ-স্মার্ত বা পারমার্থিক উভয়েই সংস্কারাদি গ্রহণ করেন; কুণপাত্মবাদী কর্ম-জড় স্মার্তের অস্থিতা কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে আবদ্ধ থাকায় তাঁহারা শৌক্র-প্রণালীতেই সংস্কার আবদ্ধ রাখিতে চান। তাহাতে তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে সংস্কৃত অর্থাৎ শুদ্ধ হন না। কিন্তু সম্বন্ধজ্ঞান-যুক্ত পারমার্থিক শ্রৌত-প্রণালী অনুসারে আর্জব বা সরলতা অর্থাৎ নিষ্কপট সেবোন্মুখতা বা বৈষ্ণবতাকেই দ্বিজত্বসংস্কার-লাভের প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। পারমার্থিক স্মৃতি বলেন,—শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য,—এই কয়েকটী ব্রাহ্মণলক্ষণ (শ্রীগীতা ১৮।৪২ ও শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।২১)। শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্যপাদ ছান্দোগ্যশ্রুতির সত্যকাম-জাবাল ও গৌতমপ্রসঙ্গ-ব্যাখ্যায় নামসংহিতা-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন,—ব্রাহ্মণে সরলতা ও শূদ্রে কুটিলতা বর্তমান। হারিদ্রুমত গৌতম সত্যকাম-জাবালের সরলতা দেখিয়াই তাঁহাকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। শুদ্ধ-স্মার্তগণ স্বামিপাদ 'সরলতাদি গুণ অর্থাৎ ভগবৎ-সেবোন্মুখতা দর্শনদ্বারাই ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্য, জাতিমাত্র অর্থাৎ শৌক্রপ্রণালীর ব্যবহার মুখ্য নহে' বিচার করিয়া সেইরূপ সরলতাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি অবরকুলোদ্ভূত হইলেও তাঁহাকেই সাবিত্র্যসংস্কারাদি-দ্বারা বিপ্রত্বে বিনির্দেশ করিবার বিশেষ আদেশ প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় প্রদান করিয়াছেন। নারদ-পঞ্চরাত্রান্তর্গত ভরদ্বাজ-সংহিতা ও মহাভারতে অনুশাসন-পর্বে অতি স্পষ্টভাবে ভগবৎসেবোন্মুখ শিষ্য-পুত্রগণকে আচার্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চ-রাত্রিক মন্ত্র প্রদান করিয়া দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃতকরণান্তর মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন,—এইরূপ বিধি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দ্বিতীয়-

বিলাসের দিগ্‌দর্শিনী-টীকায় দীক্ষিতব্যক্তি-মাত্রেরই পারমার্থিক দ্বিজত্ব-স্বীকার এবং শ্রীভাগবতামৃত টীকায় তাঁহাদের পারমার্থিক ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্যবর্য শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্য-সংস্কার-গ্রহণ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিতে গিয়া—ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তির যেমন সবন-যোগ্যতা-নির্বাহক বিশেষ-পুণ্যময় সাবিত্র্যজন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডালাদি অবরকুলোদ্ভূত পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় অদীক্ষিত ব্যক্তির নাম-কীর্ত্তনমাত্রেই ব্রাহ্মণত্ব বা সবনযোগ্যতা-লাভ হইলেও দীক্ষা-জনিত সাবিত্র্য-জন্মের অপেক্ষা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসংহিতার টীকায় দ্রবের ন্যায় দীক্ষার পরেই ব্রহ্মার দ্বিজত্ব সংস্কার অব্যাহত হওয়ায় সেই সেই দীক্ষামন্ত্রের অধিদেবতা হইতে ঐ সংস্কারের উৎপত্তি প্রমাণিত করিয়াছেন। স্মার্তগণ এই বিবাদতর্কময় কলি-যুগে শৌক্র-প্রণালীর শুদ্ধতা জোর করিয়া স্থাপন করিতে চাহিলেও শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা, শ্রীহরিভক্তি-বিলাস, ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি বা নীলকণ্ঠ-টীকা-ধৃত সত্যপ্রিয় ঋষিগণের বাক্য তৎপ্রতিকূলে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; তাই তত্ত্ববিত্তিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিয়া বিদ্ধ স্মার্ত-বিচারের প্রতিকূলে উর্দ্ধবাহু হইয়া তারস্বরে বলিতেছেন,—

"অতস্তাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্নৈষ্টেন বর্ত্মনা।"

(হঃভঃবিঃ ৪র্থ বিঃ ৩য়সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)

কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা শূদ্র-সদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান-মার্গে নিশ্চলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।

স্মৃতি বলেন—"ষট্‌ত্রিংশেঽষ্টচত্বারিংশৎসংস্কারাঃ স ব্রাহ্মণঃ" (মঃ ভাঃ শাঃ ১৮৯।২ শ্লোকে নীলকণ্ঠটীকা-ধৃত স্মৃতিবাক্য) —অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

কর্ম্ম-মার্গীয় স্মার্তগণ ও পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণ, উভয়েই ৪৮টী সংস্কার গ্রহণ করেন; কিন্তু কর্ম্মমার্গীয়গণের মতে ৪৮টী সংস্কার ও পাঞ্চরাত্রিকগণের মতে ৪৮টী সংস্কারে পার্থক্য লক্ষিত হয়। কর্ম্মমার্গীয়গণের মতে ৪৮টী সংস্কার যথা—১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সীমন্তোন্নয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নামকরণ, ৬। নিষ্ক্রমণ, ৭। অন্নপ্রাশন, ৮। কর্ণবেধ, ৯। চৌড়কর্ম্ম, ১০। উপনয়ন, ১১। সমাবর্ত্তন, ১২। বিবাহ, ১৩। অগ্ন্যাধি, ১৪। দেবযজ্ঞ, ১৫। পিতৃযজ্ঞ, ১৬। ভূতযজ্ঞ, ১৭। নৃযজ্ঞ, ১৮। অতিথি-যজ্ঞ, ১৯। যৌগচতুষ্টয়, ২০। অষ্টকা-শ্রাদ্ধ, ২১। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, ২২। শ্রাবণী, ২৩। আগ্রহায়ণী, ২৪। চৈত্রী, ২৫। আশ্বযুজী, ২৬। অগ্ন্যাধান, ২৭। অগ্নিহোত্র, ২৮। দর্শপৌর্ণমাসী, ২৯। আগ্রয়ণেষ্টি, ৩০। চাতুর্ম্মাস্য, ৩১। নিরূঢ় পশুবন্ধ, ৩২। সৌত্রামণি, ৩৩। অগ্নিষ্টোম, ৩৪। অত্যগ্নিষ্টোম, ৩৫। উক্থ, ৩৬। ষোড়শী, ৩৭। বাজপেয়, ৩৮। অতিরাত্র, ৩৯। আপ্তোর্য্যাম, ৪০। রাজসূয়াদি, ৪১। সর্ব্বপৃষ্ঠস্তুতি, ৪২। লোকত্রয়-চাতুর্থ, ৪৩। ক্ষান্তি, ৪৪। অনসূয়া, ৪৫। শৌচ, ৪৬। অনায়াস-মঙ্গলাচার, ৪৭। অকার্পণ্য ও অস্পৃহা।

পাঞ্চরাত্রিকগণের মতে—

শ্রীমহাভারতে ৪৮টী সংস্কারের কথা উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে তাপ, পুণ্ড্র ও নাম—এই তিনটী কনিষ্ঠাধিকারগত সংস্কার। মধ্যমাধিকারে মন্ত্র ও যোগ বা যাগ—এই দুইটী লইয়া তাপাদি পঞ্চ সংস্কার। উত্তমাধিকারে নবেজ্যা কর্ম্ম, পঞ্চবিংশতিসংস্কারাত্মক অর্থপঞ্চক-তত্ত্বজ্ঞান এবং বিপ্রত্ব-সাধক নয়টী সংস্কার-প্রকারও বিদ্যমান। মন্ত্রের উপদেশে যে দীক্ষা-বিধান, তাহাতে দ্বিজসংস্কারে, সর্ত্তধানাদি দশটী সংস্কার-গ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে। মহাভাগবত-অধিকারে নয়টী সংস্কার-প্রদানের যোগ্যতা-লাভরূপ সংস্কার সর্ব্বসমষ্টি ৪৮ সংখ্যা। শ্রীযামুনাচার্য্য ও অপ্পয়দীক্ষিতাদি যে চত্বারিংশৎ সংস্কারের কথা বলেন, তাহাতে বিপ্রকে একটী সংস্কার গণনা করিলে চল্লিশটী সংস্কার সিদ্ধ হয়।

(ক্রমশঃ)

আবার সত্যযুগ।

পরমহংসকুল-মুকুটমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন যে, কলি অশেষ দোষের আকর হইলেও তাহার একটী মহান্ গুণ এই যে, এই যুগে জীব কেবলমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বারাই মুক্তসঙ্গ হইয়া অনায়াসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-শিরোমণি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু এই কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ জগতে বড়ই প্রবল। সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌর-নিত্যানন্দ যে-কালে জগতে সঙ্কীর্ত্তন-বন্যা

আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার সেবনকারিরূপে তৎকালে অনেক ভক্ত মহানুভব পুরুষ উদিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্নভাবে সঙ্কীর্ত্তন-পিতার কীর্ত্তন-যজ্ঞের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। আবার দ্বিতীয়বার যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুরয় কীর্ত্তন-যজ্ঞের বহ্নি পুনরুদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন, তখনও কোন কোন সুকৃতিশালী মহানুভব-ব্যক্তি তাহাতে আত্মনিয়োগ ও বিভিন্নভাবে আনুকূল্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে আবার জগতে যে শুদ্ধ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের শিখা প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহার আহুতিস্বরূপ বহু সুকৃতিমান্ ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং বহু মহানুভব ব্যক্তি সেই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের বিভিন্ন সম্ভার উপহারস্বরূপে প্রদান করিয়া জগতে এবং জগতের অতীত অমরধামে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতেছেন। নিম্নে সেইসকল সুদুর্লভ শুভানুধ্যী সুকৃতিশালী মহানুভবগণের নাম ও তাঁহাদের সেবা-সম্ভারের প্রকার প্রদত্ত হইল,—

১। দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ (১লা শ্রাবণ, ১৩৩৫) দৈনিকবরেণ্য তাঁদের সংবাদ উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন,—শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম পার্থমঠ শ্রীদৈনিবিদ্যা-প্রতিষ্ঠিত শ্রীপরমহংসমঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিনোদবিহারীজী ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহের যথোপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণকল্পে **নবদ্বীপনগরের মাননীয়া রাণী মহোদয়া** এককালীন ৪০,০০০৲ **চল্লিশ হাজার টাকা** দান করিয়াছেন।

২। পরলোকগত মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুহৃদ্ মহাশয়ের যোগ্য পুত্রদ্বয় পরমভাগবত **শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মিত্র** বিদ্যাভূষণ ও **শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মিত্র** মহাশয়গণ শ্রীধাম মায়াপুরের একটী **ধর্ম্মশালার** জন্য এককালীন ১০,০০০৲ **দশ হাজার** টাকা দান করিয়াছেন।

৩। পরম ভাগবত **শ্রীযুক্ত মদন মোহন ভক্তি-মধুকর** মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা—গিরিধারীর **শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণকল্পে** ১০,০০০৲ **দশ হাজার টাকা** দান করিয়াছেন।

৪। নির্সাচটির জমিদার ও ব্যাঙ্কার পরমভাগবত **শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র মহাশয়** শ্রীধাম মায়াপুরে ইন্দ্র-নারায়ণ ধর্ম্মশালা-নির্ম্মাণের জন্য এককালীন ৫০০০৲ **পাঁচ হাজার টাকা** দান করিয়াছেন।

৫। কলিকাতা-প্রবাসী পরমভাগবত **শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায়** মহাশয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের আগামী উৎসবকালে তাহা বন্টনকার্য্য নির্ব্বাহণের জন্য ৩০০০৲ **তিন হাজার টাকা** দান করিয়াছেন।

৬। বালেশ্বর-নিবাসী পরলোকগত **সুবোধ গোপাল দে** মহাশয়ের পরমভক্তিমতী মাতা-ঠাকুরাণী আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণের জন্য ৩০০০৲ **তিন হাজার টাকা** দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৭। বর্দ্ধমান-নিবাসী স্বর্গীয় সাতকড়ি ঘোষের ভক্তিমতী দুহিতা **শ্রীযুক্তা বিজয়বসন্ত দাসী** শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ দেবকে বহন করিবার জন্য একটী **হস্তীর** মূল্য বাবদ্ এককালীন ২০০০৲ **দুই হাজার টাকা** দান করিয়াছেন।

৮। কলিকাতা-নিবাসী **স্বর্গীয় নীলমণি কুণ্ডার** মহাশয়ের ভক্তিমতী দুহিতা **শ্রীমতী হরিমতি দাসী** ঘোষ-ক্রয়-বীণে ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের জন্মস্থিটায় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের **শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণকল্পে** আনুকূল্য বাবৎ ১৫০০৲ **দেড় হাজার টাকা** দান করিতেছেন।

৯। পরমভাগবত **শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র** ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী **শ্রীযুক্ত গঙ্গামণি দাসী** এবং তাঁহাদের ভক্তিমান্ জামাতা **শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ পাল** মহাশয় পুনঃপুনঃ, মজার ও কানাঞ্চির নাট্যশালা—এই তিন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ ও তদুপরি শ্রীমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণের যাবতীয় আনুকূল্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া তদর্থে শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটী তার প্রেরণ করিয়াছেন। অষ্টোত্তর-শত স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ ও শ্রীমন্দির প্রকাশিত হইবেন। উপরি-উক্ত সুকৃতিশালী মহাত্মাগণের আদর্শ সেবা-চেষ্টা সকলেরই অনুসরণীয়।

কলিকাতা আলবার্ট হলে বক্তৃতা

আগামী ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট রবিবার এবং ৩রা ভাদ্র ১৯শে আগষ্ট রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ 'শ্রীচৈতন্য-দেবের দান' সম্বন্ধে ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে যথোচিত কীর্ত্তনাদি হইবে। ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট তারিখে সেনমান্য স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয়—মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম-জগতের অবস্থা, মহাপ্রভুর আগমনে পৃথিবী কিরূপ উন্নত হইয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রকট-সময়ে সমাজ ও ধর্ম্মের অবস্থা,—এইসকল বিষয় বিস্তৃত-ভাবে বক্তৃতা-মুখে সর্ব্বসাধারণের নিকট কীর্ত্তিত হইবে। সকলের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৫, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯২৮ | ৫০শ সংখ্যা

বর্ষশেষে নিবেদন

যেমিতে দেখিতে গৌড়ীয় অষ্টমুগ অতিক্রম করিলেন। ভগবানের নিঃশ্বাস হইতে জগতে বেদরাশি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই বেদ অসংখ্য শাখায়িত বলিয়া বেদের শিরোভাগ উপনিষদাবলী হইতে বেদের উদ্দিষ্ট বিষয় নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই উপনিষদাবলীরও তাৎপর্য্য সাধারণের বোধগম্য ব্যাপার হইতে পারে না বলিয়া পরম কারুণিক বেদব্যাস উপনিষদাবলীর তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক ব্রহ্ম-সূত্র রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্র নানাবিধ ভাষ্যের দ্বারা বিভিন্ন-ভাবে আম্নায়িকগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। এই অসুবিধা নিরাকরণ-কল্পে স্বয়ং বেদব্যাস ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত করেন। শ্রীগৌর-সুন্দর এই ভাগবতকেই 'প্রমাণ শিরোমণি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত থাকিলেও ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সেই গ্রন্থ-ভাগবতের তাৎপর্য্য ভক্ত-ভাগবতের লীলাভিনয় করিয়া জগতে প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সেই শ্রীমদ্ভাগবতেরই যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বুঝা আবশ্যক, নতুবা ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষায় বলিতে হইবে,—

"ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ।
নিন্দে অমৃত চাঁদে জগত-নিবাস॥"

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পত্রিকার অভিনয় করিয়াও জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। কেহ বা শ্রীচরিতামৃতের 'আউল', 'বাউল', 'সহজ' প্রভৃতি শব্দ হইতে এক একটী অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, কেহ বা চৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকে ব্যবসায় করিয়া তুলিয়াছেন; কেহ বা নানাবিধ প্রাকৃত-সহজিয়া-মত কল্পনা করিয়া জগতে অশান্তি জঞ্জাল আনয়ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত মত আচ্ছাদিত হইয়াছে। স্বকপোল-কল্পিত-মতেরই প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা হইতেছে। আপাত-লোক-চিত্তরঞ্জন ও নাম-পূজা-প্রতিষ্ঠাই চৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকের অভিনয়কারীর ভাগ্যে ঘটিতেছে। চৈতন্যের প্রকৃত মত বিলুপ্ত হইতেছে দেখিয়া সজ্জন-সমাজ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন; এই ভীষণ দুর্দ্দিনে চরিতামৃতের যথার্থ তাৎপর্য্য জগতে প্রচার করিয়া সজ্জন-হৃদয় তোষণ করিবার জন্য গৌড়দেশে শ্রীসজ্জনতোষণীর আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই সজ্জনতোষণী প্রাচ্যভূমি হইতে পাশ্চাত্য-দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রকট-কালের পূর্ব্বে কাশ্যেতন্ত্রে কোন সুকৃতিশালীর "গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ" নাম উচ্চারণের ন্যায় বেদান্ত পঠিত হইয়া থাকে,

সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রীমদ্ভাগবতও গৃহের মাঙ্গলিক দেবতার ন্যায় অনেকের গৃহে কাষ্ঠমঞ্জুষার ভিতরে আবদ্ধ হইয়াই অবস্থান করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌড়দেশে অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক পঠিত হইলেও চরিতামৃতের দার্শনিক বিচারে খুব কম লোকেই প্রবেশ করিতে পারেন। এরূপ সময়ে শ্রীসজ্জনতোষণী সেই চরিতামৃতের তাৎপর্য্য প্রতিমাসে একবার আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত করিবার জন্য অযাচিত দূতের ন্যায় আসিয়া আমাদের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিতেন। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যের পরদুঃখ-কাতর হৃদয় জগতের জীবের গাঢ়-তমসাচ্ছন্ন দশা দেখিয়া অসহ্য হইয়া পড়ায় শ্রীসজ্জনতোষণীদেবীর বরপুত্ররূপে 'গৌড়ীয়' গৌড়ীয়-আকাশে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া উদিত হইয়া প্রতি জীবের রুদ্ধ দ্বারের যে কোন একটী অবকাশ খুঁজিয়া লইয়া অযাচিতভাবে প্রবেশ করিতেছেন। জীবের এরূপ ঘোরতর দারিদ্র্য ও কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-মধ্যে প্রতি সপ্তাহে একবারমাত্র আহার পাইয়া জীবের জীবন রক্ষিত হইতে পারে না, বিবেচনা করিয়া পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি গৌড়পুর হইতে জীবের জীবনের দৈনিক রসদস্বরূপ "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুনিতে পাইতেছি, ইহাতেও তাঁহার তৃপ্তি নাই। তিনি বলেন,—মানুষ দু'দিনকার দেহ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যহ চারি বেলা, অন্ততঃ দুই বেলা ভোজন না করিয়া থাকিতে পারে না, আর অনন্তকালের চেতনময় জীবন ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে ভগবান্ জীবের তদনুপাতে কত অধিক শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল, হরি-কথামৃত, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের চরিতামৃত পান করা আবশ্যক!

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য আমরা—এমনই আত্ম-মঙ্গলে পরাঙ্মুখ আমরা যে, আমাদের নিজ অমঙ্গলই আমরা বরণ করিতে চাই,—'সাধ্য ধন' পায়ে ঠেলিয়া দেই—মঙ্গলকে 'অমঙ্গল' মনে করি—আর আপাত সুখের মুখপরা অমঙ্গলকে 'মঙ্গল' মনে করি—সাধুকে সন্দেহ করি—আর চোর-দস্যুকে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদের অন্তঃপুরে লইয়া আসি।

আমরা অনেকে মনে করি, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অর্থ বুঝিতে পারি বা পারিব—আমরা পণ্ডিত সভায় ভাগবতাদি-শাস্ত্রে পারঙ্গত বলিয়া দাম্ভিকতা, অভিমান পোষণ করিতে পারিব। আমাদের সেইরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া "গৌড়ীয়" কোনক্রমে তাঁহাকে আমাদের নিকট প্রকাশিত করিবার জন্য গৌড়ীয়-গ্রাহকগণের পক্ষে স্বল্প ভিক্ষায় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতাদি-গ্রন্থ প্রদান করেন। কিন্তু আমরা মনে করি, শ্রীমদ্ভাগ-বতাদি গ্রন্থই আমাদের বিশেষ আবশ্যক, গৌড়ীয় পাঠের ততদূর আবশ্যকতা নাই। এইরূপ বুদ্ধি কর্ম্মজড় কিম্বা বাগিশগণের ভগবদ্ভক্তের অর্চ্চনা অপেক্ষা ভগবানের অর্চ্চনার লৌকিক আদর প্রদর্শনের ন্যায়। ভগবদ্ভক্তের মুখে কথা-শ্রবণ বা ভগবদ্ভক্তের পরিচর্য্যা ব্যতীত যেমন আমাদের কোনকালেই শ্রীভগবানের সেবা বা শ্রীবিগ্রহে সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি হয় না, সেইরূপ "গৌড়ীয়" পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্বরূপ, সিদ্ধান্ত ও বিচার বুঝা যায় না। ভগবদ্ভক্ত যেরূপ অধিকারী-বিশেষের অধিকার বা উপযোগিতা অনুসারে হাতে কলমে ধরিয়া ভগবানের সেবার প্রকার শিক্ষা দেন, সেইরূপ গৌড়ীয়ও আমাদের উপযোগিতা ও অধিকার লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সিদ্ধান্ত, তাৎপর্য্য ও বিচার প্রকাশ করেন। ঔষধালয়ে বহু প্রকার ঔষধ সঞ্চিত থাকে, বিভিন্ন রোগের জন্য বিভিন্ন ঔষধ ঔষধালয়ে রহিয়াছে; কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া কোন রোগবিশেষের ঔষধরূপে পরিণত হইতে পারে, আবার সেই ঔষধই অন্য রোগের পক্ষে মহা অনিষ্টকর দ্রব্যরূপে পর্য্যবসিত হয়। ঔষধালয়ের ঔষধমধ্যে কোথাও অমৃত আছে, কোথাও বা বিষ আছে; সেই বিষ রোগবিশেষে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে, আবার অমৃতও অযথাস্থানে নিযুক্ত হইলে বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে। কোন ধনবান ব্যক্তি যদি ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া সেই ঔষধালয়ের সমস্ত ঔষধ একত্রে সংগ্রহ করেন এবং নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে সেইগুলি ব্যবহার ও প্রয়োগ করিতে থাকেন, তাহা হইলে যেরূপ ঐ ব্যক্তির কুফল প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, আমরাও যদি সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃতরূপ বিরাট ঔষধালয়ের বিভিন্ন ঔষধগুলি "গৌড়ীয়"-রূপ চিকিৎ-সকের উপদেশ ও আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে যাই, তাহা হইলে (শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতা-মৃত পাঠের অভিনয় করিয়াও) বিপরীত ফল উৎপন্ন হইবে।

উক্তি অদ্বৈত জ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া জীব ও ব্রহ্মে অভেদই অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন।

মহাপ্রভু—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ"—এই ভাগবত-বচনে "দ্বিতীয়"-পদ দ্বারা স্বকীয় দেহ-গেহাদিই উক্ত হইয়াছে। দেহ-গেহাদি-বিষয়ক আসক্তি হইতে নরক-ভয় হইয়া থাকে, অতএব ভগবানেরই শরণ গ্রহণ কর্ত্তব্য—এইরূপই শ্লোকার্থ বক্তব্য, অন্যথা পূর্ব্বোত্তর বিরোধ ঘটিয়া থাকে। যদি আত্মব্যতিরিক্ত সর্ব্ব পদার্থই "দ্বিতীয়" পদবাচ্য বলিয়া তত্ত্বস্তুবিষয়ক অজ্ঞান হইতে 'ভয়' জন্মিয়া থাকে, এইরূপ অর্থ বলা হয়, তাহাহইলে "ভজেৎ" এই পদ দ্বারা ভজনরূপ দ্বিতীয় পদার্থের বিধানও অসঙ্গত হইয়া থাকে।

সার্ব্বভৌম—"গুরুদেবতাত্মা" পদের দ্বারা জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। গুরুদেবতাস্বরূপ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ আপনাকে ব্রহ্ম-স্বরূপ ভাবনা করিয়া সাধনা করিয়া থাকেন—ইহাই 'গুরুদেবতাত্মা'-শব্দে পরীবৃত হওয়ায় আপনার কল্পিত ব্যাখ্যা বাধিত হইতেছে।

মহাপ্রভু—"গুরুদেবতাত্মা" এই পদেও গুরুদেবতার স্বরূপ—এইরূপ অর্থ নহে, পরন্তু 'আত্মা' শব্দ মনোবাচক বলিয়া উক্তপদে গুরুদেবতাগত চিত্ত—এইরূপ অর্থ দ্বারা সেবকের গুণাত্মরই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অন্যথা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপের ভজনাদি-ক্রিয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই শ্লোকে গুরুদেবতাত্মক বৃষকপিকে উদ্দেশ করিয়া ভজনের বিধান করা হইয়াছে; সুতরাং গুরুদেবতাত্মকস্বরূপ বিশেষ অপেক্ষা "শিশু" প্রত্যয়ের অর্থভূত বিশিষ্টরূপ-ভজনই প্রবল। অতএব শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে আপাত প্রতীয়মান অর্থ গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।

সার্ব্বভৌম—এখানে নির্গুণ ব্রহ্মকেই অদ্বিতীয় এবং তদতিরিক্ত সমস্ত পদার্থকেই দ্বিতীয় বা মিথ্যা উপাধিরূপে বর্ণন করিয়া মিথ্যা বস্তুতে অভিনিবেশ পরিত্যাগের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। আর আপনার মতানুসারে যদি "ভজেৎ" এই ক্রিয়ার প্রাধান্যই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ঐরূপ ভজন ঈশ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হওয়ায় ঐরূপ ভজনক্রিয়ারও ব্যবহারিকতাই সিদ্ধ হইল। অতএব ব্রহ্ম ও জীবে অভেদই সিদ্ধান্ত, জীব ও জগৎ মিথ্যা উপাধি মাত্র।

মহাপ্রভু—যদি দ্বিতীয়াভিনিবেশ ভয়ের কারণ হয়, তাহা হইলে উহা মুমুক্ষুগণের পরিত্যাজ্য—এইরূপ অর্থই হইতে পারে, পরন্তু দ্বিতীয় বস্তুর মিথ্যাত্ব কোনরূপে সিদ্ধ হয় না। বৈরাগ্যশীল পুরুষ সন্ন্যাস-অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিলে সে জন্য যেরূপ গৃহ মিথ্যা হইয়া যায় না, সেইরূপ মুমুক্ষুগণ দ্বিতীয় পদার্থ-বিষয়ক অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিলেই তদ্দ্বারা দ্বিতীয় পদার্থের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না। দ্বিতীয় বস্তু সর্ব্বতোভাবে অবিদ্যমান হইলে শশ-শৃঙ্গ সদৃশই হইয়া থাকে। যদি দেহ-গেহাদি দ্বিতীয় বস্তুকে আপনার মতে পারমার্থিকরূপে অবিদ্যমান বলা হয়, তাহা হইলে আমরাও উহাদিগকে স্বরূপতঃ অবিদ্যমান (অর্থাৎ আগন্তুক) বলিতে পারি। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা বিষ্ণুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিষয়ে অভিনিবেশশীল পুরুষের ভয় এবং বিপরীত জ্ঞান হইয়া থাকে। সশক্তিক মায়াধীশ পরব্রহ্মের অপেক্ষায় নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই দ্বিতীয় হইয়া থাকে। "স ব্যাপকত্বাত্মানম্" ইত্যাদি শ্লোকে হংসযুগলের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব, ভিন্নভাব, পরস্পর আশ্রয়ভাব, বোধ্য-বোধকভাব এবং নিত্যজ্ঞান জন্য জ্ঞানভাব বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাকে পরব্রহ্মের আশ্রিত এবং পরব্রহ্মকে আত্মার নিয়ামকরূপে অবগত হইয়া তদীয় জ্ঞান পরিত্যাগ না করিয়া এই সংসার ভ্রান্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধূম, অগ্নিকণা এবং অঙ্গার লোকমধ্যে অগ্নিরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও বস্তুতঃ অগ্নি যেরূপ এইসকল পদার্থ হইতে পৃথক্-স্বরূপ, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুও ভূতপঞ্চক, ইন্দ্রিয়গণ, অন্তঃকরণ, প্রকৃতি এবং জীব হইতে ভিন্নই হইয়া থাকেন। শ্রুতিসমূহে—"অয়মগ্নিঃ" "ইমৌ দ্বৌ" "ভিন্নাবিমৌ" ইত্যাদি পদসকলের স্বরূপভেদ ব্যতীত অন্য অর্থ আদরণীয় নহে। ভেদশ্রুতি-সকল জীবের বন্ধত্ব, অপূর্ণত্ব, কর্ম্মফলভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মের নিত্যমুক্তত্ব, পূর্ণত্ব, কর্ম্মফলভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কীর্ত্তন দ্বারাই ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন। নিত্য পদার্থসমূহের মধ্যে অতিনিত্য এবং চেতনসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট চেতনস্বরূপ এক ভগবান্ বহু জীবের কাম্য বিষয়রূপে জড় পদার্থ সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহাকে আত্মমধ্যে অন্তর্যামিরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদের শাশ্বত সুখ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা উক্তরূপে দর্শন

করিতে সমর্থ নহেন কিম্বা বিরুদ্ধভাবে দর্শন করেন, তাঁহারা শাশ্বত সুখভাগী হইতে পারেন না। "নিত্যো নিত্যানাং" এই শ্রুতি কর্ত্তৃক এবম্বিধ অর্থ সকল কথিত হইতেছে। "নিত্যানাম্" ইত্যাদি পদে নিদ্ধারণার্থক ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রয়োগহেতু বহুত্ব এবং নিত্যদেহও সিদ্ধ হইয়া থাকে। গুণ-সকলের বারম্বার কীর্ত্তনরূপ অভ্যাস দ্বারা গুণ-সকলের শ্রুতি তাৎপর্য্য-বিষয়ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। অনেক জীবমধ্যে অবস্থিত ভগবানের একত্ব-কীর্ত্তন দ্বারা অনন্ত অবতাররূপ-সকলেরও অভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। একত্ব বলায়ও ভগবানের অনন্তত্ব-ঘটক শক্তি-বিশেষ সিদ্ধ বলিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি-বর্ণিত পুচ্ছের সহিত পুচ্ছবিশিষ্ট আনন্দময়ের অভেদ কৈমুত্য-ন্যায়-বলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভগবদ্গত নিখিল-গুণের অভেদ-কীর্ত্তন-হেতু, গুণ-সমূহের চিন্ময়ত্ব এবং দোষত্ব-কথন-হেতু ভগবানের অভীষ্ট-দেবত্ব, সৌন্দর্য্য ও সুপ্রসন্নতা প্রভৃতি গুণ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রুতি বলে জীবের অন্তঃস্থিত ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্ব, শক্তি, স্বতন্ত্রতা, স্রষ্টৃত্ব, কামদাতৃত্ব, মুক্তিপ্রদত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, পূর্ণত্ব এবং নিত্যত্ব প্রভৃতি গুণ স্থাপিত হইয়াছে। "চেতনানাং" এই বহুবচনান্ত প্রয়োগ হেতু মুক্তগণের বহুত্ব, ব্রহ্মের মুক্তগণ-স্বামিত্ব এবং মুক্তগণের মধ্যেও আত্মগত ভগবজ্জ্ঞানের স্থিতি কথিত হইয়াছে। জীবসকলের মধ্যে কেহ কেহ আত্মস্থ ভগবানকে অবগত হইয়া থাকেন, কেহ কেহ তদ্বিষয়ে অজ্ঞ এবং কেহ কেহ বা তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট। এইরূপে জীবগত বৈবিধ্য-কথন-হেতু তাহাদের পরস্পর ভেদ এবং অভিন্নাত্মক ভগবান্ হইতে পার্থক্য সাধিত হইয়া থাকে। অতএব উপপত্তি-সহকারে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্থাপিত হইল। মোক্ষোপযোগিনিবন্ধন উচ্ছেদ অত্যন্ত সত্য। কাম্য বিষয়ের বহুত্ব কীর্ত্তন-হেতু জড়পদার্থসমূহের পরস্পর ভেদ এবং ঈশ্বর-কর্ত্তৃক-কথন দ্বারা ঈশ্বরের সহিত তাহাদের ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। জগতের সৃষ্টিকথন-হেতু তাহার সত্যত্ব এবং "নট" প্রত্যয় প্রয়োগবলে নিত্যকাল স্থিতি নির্ণীত হইয়াছে। জীবের ভোগের জন্য জড়সৃষ্টি কথনহেতু জীব ও জড়গত ভেদ সাধিত হইয়া থাকে। এই সকল শ্রুতিপদ দ্বারা এক জীববাদ, জীবগত অভেদবাদ; জীব ও ঈশ্বরগত অভেদবাদ, জীবগণের চিদ্রূপত্ব, ব্রহ্মের অকর্ত্তৃত্ব, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের মোক্ষ-সাধনত্ব, জগতের মিথ্যাত্ব এবং এককালীন সর্ব্ব-বিমুক্তি দূষিত হইয়াছে। সর্ব্ব-জীবোত্তম চতুর্ম্মুখের ও ভগবানের সহিত ঐক্য শ্রুতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি তাঁহারই ঐক্য সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ক্ষুদ্র জীবগণের ঐক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? হয়গ্রীব নামক অসুর বেদ অপহরণ করিলে চতুর্ম্মুখ উহার উদ্ধারে অসমর্থ হইয়াছিলেন, পরন্তু শ্রীহরি মৎস্যাদি-অবতার গ্রহণপূর্ব্বক বেদ সকলের উদ্ধার করিয়াছেন, শ্রুতিতে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। শ্রীহরি নিজগুণ পরিত্যাগ কিম্বা অন্যকে উক্ত-গুণ প্রদান করেন না। তপস্যাদ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র কর্ত্তৃত্বাদি-গুণই প্রদান করিয়া থাকেন। পৌণ্ড্রক রাজা নিজকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়াছিলেন এবং শিশুপাল নিজকে লক্ষ্মীপতি বলিয়া অভিমান করায় তাহাকেও সংহার করিয়াছিলেন; সুতরাং অপর যে কেহ তাঁহার সাম্যবুদ্ধি করিলেই তিনি তাহা ক্ষমা করিতে পারেন না। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের "আমিই কৃষ্ণ" এইরূপ অভিমান ব্যতীত অন্য কোন অপরাধই ছিল না; সুতরাং সোঽহং ভাবই যদি শাস্ত্রতত্ত্ব হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কি জন্য পৌণ্ড্রককে বধ করিয়াছিলেন? মধুসংগ্রহশীল ভ্রমরগণের মধ্যে স্থূল ও ক্ষুদ্র-ভেদে দ্বিবিধ জাতিভেদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে স্থূল ভ্রমর ক্ষুদ্র ভ্রমরকে ভক্ষণ করিবার জন্য নিজ বাসস্থানে আনয়নপূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিলে ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরই সর্ব্বদা নিজের ভবিষ্যৎ সংহারকর্ত্তা স্থূলভ্রমরের রূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বয়ংও কালান্তরে তাদৃশ স্থূল ভ্রমররূপেই পরিণত হয়, এইরূপ জীবও "অহংব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বয়ং ব্রহ্মরূপ লাভ করিয়া থাকেন, ইহা মায়াবাদিগণের সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,—ক্ষুদ্র ভ্রমর স্থূল ভ্রমরকে পান করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থূল ভ্রমর হইতে পৃথক অন্য স্থূল ভ্রমররূপেই পরিণত হয়, পূর্ব্ব স্থূল ভ্রমরের ঐক্য প্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ভ্রমর স্থূল ভ্রমরকে নিজের সংহারকর্ত্তারূপেই চিন্তা করিয়া থাকে, নিজকে তদভিন্নরূপে চিন্তা করে না। মায়াবাদিগণ ক্ষীর এবং নীর দৃষ্টান্ত-অনুসারে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-প্রাপ্তি বলিয়া থাকেন, পরন্তু ক্ষীর নীরের মিশ্রভাবই হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ঐক্য লাভ হয় না। যদি ঐক্য প্রাপ্তিই হইত, তাহা হইলে অগ্নি সন্তাপে জলের নাশ এবং কেবলমাত্র ক্ষীরের পিণ্ডাকারে অবস্থান সম্ভব হইত না, ক্ষীর এবং

অনের তাদৃশ একীভাবস্থলেও অন্নরস-সংযোগে পুনরায় পৃথক্ ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, পরন্তু, বস্তুতঃ ঐকান্তিক তাদৃশ পৃথক্‌ভাব সম্ভবপর নহে; সুতরাং কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্ব এবং অভোক্তৃস্বরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-নিবন্ধন জীব এবং ঈশ্বরের ঐক্য হইতে পারে না। জীব—মায়াবশ, ঈশ্বর—মায়াধীশ। অতএব জীব ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

স্মার্ত্তবাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

পারমার্থিক ও স্মার্ত্তিক উভয়েই গোত্র ও বংশ স্বীকার করেন। উভয়ের পরিভাষা এক হইলেও তাহাদের তাৎপর্য্য ভিন্ন। আমাদের বর্ত্তমান বিস্তৃত প্রবন্ধমধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের নামই স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম; আর আত্মধর্ম্মের নামান্তরই সাত্বত, ভাগবত, বৈষ্ণব-পর. কৃষ্ণভোগোদ্দিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম, সুতরাং দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম-নিষ্ঠ স্মার্ত্তগণ নিজ দেহ ও মনকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের সমস্ত বিচার-সম্পত্তি ও কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অপরদিকে, পারমার্থিক বা বৈষ্ণবগণ জড় স্মার্ত্তের বিচার-বৈষম্য গ্রহণ করিয়া পরমাত্মাকে কেন্দ্র জানিয়া আত্মা বা চেতনের বৃত্তির যাবতীয় অনুশীলন করেন। বৈষ্ণবগণ অচ্যুতগোত্রীয়, পরমাত্মাই—শ্রীঅচ্যুত। যাঁহার কখনও চ্যুতি বা পতন নাই, সেইরূপ বাস্তব পূর্ণবস্তুই তাঁহাদের মূল-পুরুষ। 'গোত্র'-শব্দের বিভিন্ন অর্থ কোষকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। কোষকার ভরত বলেন, 'গবতে শব্দয়তি পূর্ব্বপুরুষান্ যৎ তদেব গোত্রম্'। কেহ কেহ বলেন, বংশ-পরম্পরাপ্রসিদ্ধং আদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপং গোত্রম্। 'গোত্র'-শব্দে কেহ কেহ 'ক্ষেত্রম্' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। বহু-শাখাময়ী অনন্তকাদম্বলম্বিনী অব্যবসায়িনী বুদ্ধিতে প্রথাবিত দেহ-মনোধর্ম্মযুক্ত স্মার্ত্তগণের যোগ্যতানুসারে গোত্রের কোথাও বা অষ্ট, কোথাও বা চতুর্ব্বিংশতি, কোথাও বা বা তিনকোটী, কোথাও বা অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যা স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট অচ্যুত-পরায়ণগণ অধ্যক্ষজ্ঞানতত্ত্বের উপাসক বলিয়া একমাত্র অচ্যুতগোত্রকেই স্বীকার করেন। পারমার্থিকগণের মূল-পুরুষপুরুষ একমাত্র চ্যুতিরহিত নিত্যবাস্তববস্তু ভগবান্ বিষ্ণু। তাঁহাদের গোত্র তাঁহাদের পুরুষপুরুষ অর্থাৎ সজ্জীবাত্মার কারণ অচ্যুত পুরুষ কারণার্ণবশায়ি-বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। পার-মার্থিকগণের অস্মিতা পরমাত্মনিষ্ঠ বলিয়া অর্থাৎ তাঁহারা সতত-সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত আত্মবিৎ বলিয়া অচ্যুতগোত্রীয়। হরি-বিমুখ আধ্যক্ষিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানসর্ব্বস্ব স্মার্ত্তগণের ন্যায় চ্যুত অর্থাৎ ভ্রষ্টগোত্রীয় নহেন। চ্যুতগোত্রীয় স্মার্ত্তগণ প্রবৃত্তি-মার্গে ধাবিত হইবার জন্য বিবাহাদি কার্য্যার্থে গোত্রাদির আবশ্যকতা স্বীকার করেন, কিন্তু পারমার্থিকগণ প্রবৃত্তি-কামী না হওয়ায় তাঁহারা ভগবৎসেবানুকূল কার্য্যেই আপনাদিগের নিত্য অস্মিতা অর্থাৎ অচ্যুত-দাস্যাভিমান পোষণ করিয়া থাকেন। চ্যুতগোত্রীয় স্মার্ত্তগণের ন্যায় ঔপাধিক অভিমানে গোত্রের পরিচয় প্রদান করেন না।

অচ্যুতগোত্রীয় পারমার্থিকগণ চ্যুতগোত্রীয় স্মার্ত্তের ন্যায় গৌণ-প্রণালীতে বংশ স্বীকার করেন না। অতএবঃ বীজে আত্মবাস্তুময়ী গৌণপ্রণালীই চ্যুতপ্রণালী,—উহা জীবের বদ্ধদশা-মাত্র। যাঁহারা গৌণ-প্রণালী বা আমায় স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই অচ্যুতগোত্রীয় গৃহস্থ হংসজাতীয় বৈষ্ণব ও ভগবানের বংশ্য। গৌণপ্রণালী স্বীকার-করণে মহাপ্রভুর ভক্তগণই মহাপ্রভুর বংশ্য। যাঁহারা গৌণ প্রণালীতে বিমুগ্ধ হইয়া অচ্যুত-বিষ্ণুবস্তুকে প্রাকৃতজীবের ন্যায় রক্ত-মাংসের পিণ্ড মনে করেন এবং তাঁহার চ্যুতি কল্পনা করিয়া তাহা হইতে গৌণ বংশধারার অনুমান করেন, তাঁহারা অপকৃষ্ট প্রাকৃত স্মার্ত্ত। ইহা জানাইবার জন্যই বিশ্বের উপাদান-কারণ-বিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আপন অচ্যুতকেই অচ্যুতগোত্রীয়গণের পিতৃপুরুষরূপে অচ্যুতানন্দ-সংজ্ঞা প্রদান করিয়া চ্যুতগোত্রাভিমানী স্মার্ত্তশাস্ত্রতৎপর অদ্বৈতসন্তান ভ্রুবগণকে ফাৎনার ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

অতএব পারমার্থিকগণ "অবরুদ্ধ-সৌরত" অচ্যুতকেই তাঁহাদের মূল পুরুষ জানিয়া আপনাদিগকে নিত্যস্বরূপের পরিচয়ে পরিচিত করান অর্থাৎ অচ্যুতগোত্রীয় বলিয়া জানেন। অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগুরুর নিকট শুদ্ধা বৈষ্ণবী দীক্ষালাভে জীবমাত্রেরই অচ্যুতগোত্র আবিষ্কৃত হয়। যতদিন জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে কর্ম্মফলের উচ্চাবচ

যোনিতে পরিনয়ণ করিতে ইচ্ছুক হয়, ততদিনই তাহার বিদ্ধ স্মার্ত্ত-ধর্ম্মে অর্থাৎ বিবর্ত্তের ধর্ম্মে আসক্তি ও চাতুর্গোত্রীয় অভিমান।

আমরা ক্রমিক বিস্তৃত প্রবন্ধে "স্মার্ত্তবাদ" সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম তথাপি এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য রহিয়া গেল বলিয়া আমাদের এখনও পরিতৃপ্তি হইল না। যাহা হউক এই বিস্তৃত প্রবন্ধপাঠে সুধীব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বদ্ধজীবগণের উপযোগিতার নৈমিত্তিক ধর্ম্মই—স্মার্ত্ত ধর্ম্ম, আর মুক্ত পুরুষগণের সাধ্য শুদ্ধ জীবাত্মার যে নিত্য স্বাভাবিক ধর্ম্ম ঐকান্তিক মঙ্গলেচ্ছু সেবোন্মুখ জীবের হৃদ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হয়, তাহাই পারমার্থিক ধর্ম্ম, এই পারমার্থিক ধর্ম্মের নামই—সাধনভক্তি, ইহা ক্রমশঃ নির্ম্মল, শুদ্ধরূপে প্রতিভাত হইলে প্রৌঢ়াবস্থায় ভাবভক্তি এবং সুপরিপক্কাবস্থায় প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হয়।

যোহিনী মায়া জীবমাত্রকে পারমার্থিক থাকিতে দেয় না, পারমার্থিকতা অতীব দুর্ল্লভ সম্পত্তি; ভাগ্যবান্ জীব ব্যতীত ভগবানের এই অকপট কৃপার দান সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না। অনেকে আবার পারমার্থিকতার নামে মায়ার প্রয়োচনায় আর্থিকতা বা প্রচ্ছন্ন স্মার্ত্তধর্ম্মেই আসক্ত হইয়া পড়েন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এবং প্রভুত্রয়ের চরণানুরাগী নিত্যকিঙ্করগণ কৃপাপূর্ব্বক জগতে আবির্ভূত হইয়া স্মার্ত্তবাদ নিরাসপূর্ব্বক পারমার্থিক সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনও উহার সাক্ষ্যস্বরূপ দৈনন্দিন গৃহ-পঞ্জীতে 'গোস্বামি-মত' ও 'স্মার্ত্ত-মত' বলিয়া দুইটী ভিন্ন মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু জগতে মহাপ্রভুর বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার মহিষমীশক্তির নিদর্শনস্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রকট কালে 'শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সন্তান'-অভিমানী অনেকের মধ্যেই স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের আদর্শ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতপাঠে বেশ অবগত হওয়া যায়। প্রভুত্রয় ও গোস্বামিগণের অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই আবার বিশ্বাকাশে স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রবল-মার্ত্তণ্ড-রশ্মি পারমার্থিকতা-বল্লরীর কমনীয়তা হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ভারতবর্ষ স্মার্ত্তধর্ম্মের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। পারমার্থিক অভিমানিগণও তাঁহাদের জীর্ণ শীর্ণ কুটীরগুলি সেই স্রোতের মুখে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। জগতের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া গৌরসুন্দর জগতে আবার পারমার্থিকতা পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তাঁহারই নিজ জন শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দ এই প্রভুত্রয়কে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু ঐ স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রবল স্রোত হইতে নিমজ্জমান জীবগণকে রক্ষা করিতে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীনরোত্তম বিলাস, শ্রীরসিকমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ বিস্তৃতভাবে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য আভিজাত্যসম্পন্ন পুরুষগণ ঠাকুর নরোত্তমের চরণ-ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ, শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীল রসিকানন্দমুরারি প্রভুর পদনখরূপে অগণিত কৃষ্ণগণ মানকেলি এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সমর্থনে স্মার্ত্তধর্ম্মের স্রোতে নিমজ্জমান বহুব্যক্তি শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দের কৃপা লাভ করিয়া জগতে আবার পারমার্থিকতার সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়া কোন ছিদ্র পাইলেই তাহার আধিপত্য-বিস্তারে শতমুখিনী চেষ্টা দেখাইয়া থাকে। এই সকল মহাত্মার অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই জগতে আবার বিকৃত ধর্ম্মের স্রোত অবাধ গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যে গৌড়পন্থা পারমার্থিক আচার্য্যগণ কোনদিনই স্বীকার করেন নাই, —মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয় কিম্বা তদনুগত গোস্বামিগণ কিম্বা তৎপরবর্ত্তী শ্রীনিবাসাদি আচার্য্যগণ কোনপ্রকারে স্বীকার করেন নাই—যাহা একমাত্র বিকৃতধর্ম্মের যন্ত্রের যান্ত্রিকগণেরই আরাধ্য বস্তু, সেই গৌড়পন্থা বা অদ্বৈতবাদ স্মার্ত্তবাদ প্রচ্ছন্ন আকারে পারমার্থিক অভিমানিগণের মধ্যে উদর ভরণের ও ইন্দ্রিয়তর্পণের নাট্যরূপে স্থান লাভ করিল। তাহাতে আবার একটু প্রাচীনতার রঙ্ পরাইয়া ব্যবসায়িসমাজ তাহা দ্বারা সাধারণকে বঞ্চনা করিতে লাগিল। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মপ্রচারফলে শিক্ষিত সমাজ যখন কিছুদিনের জন্য স্মার্ত্তধর্ম্মকে বিদ্বেষের সহিত ঘৃণা করিতে শিখিলেন, তখন পারমার্থিকের বেশে প্রচ্ছন্ন-স্মার্ত্তগণও শিক্ষিত সমাজের নাসিকা-কুঞ্চনের পাত্র হইয়া পড়িল, কিন্তু মহাপ্রভুর মনোভীষ্টপূরক শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রচারফলে যখন শিক্ষিত লোক মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকিলেন, সেই সুযোগে অবসর বুঝিয়া পারমার্থিকবেশী প্রচ্ছন্ন স্মার্ত্তগণ চন্দ্রিকের

সংখ্যা খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেরূপ জাতিগোস্বামিবাদ বা জাতিবৈরাগীবাদ। মহাপ্রভু বা তাঁহার পার্ষদভক্তগণ কিম্বা কোন শাস্ত্র কখনও কি এই অশাস্ত্রীয়-মত সমর্থন করিয়াছিলেন? কিন্তু বর্ত্তমানে বহির্মুখ-সমাজে ইহা এতদূর মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, এই অশাস্ত্রীয় মতের প্রতিকূলে শাস্ত্রীয় কোন বিচার করিলেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি। মহাপ্রভুর কোন প্রামাণিক লীলা-গ্রন্থে বর্ত্তমানে প্রচলিত 'হরির লুটে'র ব্যবস্থার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পরবর্ত্তিকালে বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে, যেমন কর্ত্তাভজা-দলের 'সতীমা'র সমাজের মহোৎসবাদিতে বা হরিবোলা-দলের যথেচ্ছ আচারাদিতে এইরূপ হরির লুটের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবোলা-দলে কোন স্ত্রীলোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তুলসীতলায় বাতাসা ও মিষ্টান্নাদি 'হরির লুট' দিয়া কামা-পূজা ও সংস্কার সমাধা করিবার ব্যবস্থা আছে; কর্ত্তাভজা-দলের সতীমা-সম্প্রদায়েও তজ্জাতীয় আচার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা উৎসবাদিতে বা সংকীর্ত্তনান্তে ঐরূপ বাতাসা-নিক্ষেপাদি করিয়াও 'হরির লুট' দিয়া থাকেন। কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্র-জ্ঞানহীন গ্রাম্যলোকের গ্রাম্য বা দেহেন্দ্রিয়-আচার কিম্বা বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের কাম্য-আচার যদি মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইয়া থাকে, পারমার্থিকগণ তাহাকেই শাস্ত্রীয় সদাচার বা ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। কোন দ্রব্য সংকীর্ত্তনমুখে ভগবানে নিবেদিত হইলে অথবা অর্চ্চন-প্রণালীমতে শ্রীতুলসী-দ্বারা ভগবানে নিবেদিত হইলে সেই প্রসাদবস্তুকে জনতা মধ্যে নিক্ষেপ করিলে অনেকের পদদেশে পতিত হইতে পারে, অথবা অনবধানতাবশতঃ ভূনিক্ষিপ্ত প্রসাদ পদ-দ্বারা মর্দ্দিত হইতে পারে। প্রসাদ-বস্তুকে শিরে ধারণ করাই কর্ত্তব্য, তাহা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অতিভক্তি বা প্রেমোন্মত্ততা দেখাইতে গেলে নানা-ভাবে মহা অপরাধের আশঙ্কা; কাযেই শুদ্ধপারমার্থিকগণ প্রসাদকে জনতামধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে দিয়া অপরাধের প্রশ্রয় দেন না। এই কারণেই পাঠ ও সংকীর্ত্তনান্তে আপনার গৃহে জনতামধ্যে প্রসাদ নিক্ষেপ করিতে দেওয়া হয় নাই। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে অনুকরণ প্রথাই প্রবল। অপ্রাকৃত ভক্তগণ প্রেম-ভাণ্ডার লুটপাট করিয়া প্রেম-আস্বাদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাকৃত কামাসক্ত লোকগণ ভোগ-বুদ্ধি লইয়া অনুকরণবৃত্তিতে সেইরূপ উন্মত্ততা দেখাইতে গেলে তাহা কখনও 'প্রেম' বলিয়া গণ্য হইবে না। ভক্তি আমার সহজ বস্তু, উহা অনুকরণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

প্রসাদ সকলের হস্তে প্রদত্ত হইতে পারে। কোন বিষয় কামনা করিয়া হরির লুট প্রভৃতি দেওয়ার প্রথা সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ; উহা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতা। কারণ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছার নাম—বৈষ্ণবতা, আর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-কামনার নাম—অবৈষ্ণবতা। ঐ সকল গ্রাম্য আচার-ব্যবহার—যাহা বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, বাজারে যাহা বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া বিকাইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার চরণানুরাগী ভক্তগণ কখনও সেই সকল আচার-ব্যবহারের প্রশ্রয় দেন নাই। পারমার্থিকগণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

লোকান্তরে ভূষণচন্দ্র

বহরমপুর কলেজের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূষণ চন্দ্র দাস মহাশয় গত ৭ই শ্রাবণ রাত্রি আড়াই ঘটিকার সময় ভগ্নস্থ বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভূষণ বাবু 'গৌড়ীয়,' শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত গৌড়ীয়মঠের যাবতীয় গ্রন্থ তিনি বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছেন। বহরমপুরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ বনমহারাজ যখন শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে স্থানীয় টাউনহলে বক্তৃতা করেন, সেই সভায় ভূষণ বাবু উপস্থিত থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণে এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারই একান্ত আগ্রহে শ্রীপাদ বনমহারাজ আরও অতিরিক্ত দুই দিবস বহরমপুরে বক্তৃতা করেন। ভূষণবাবু সরলতানিবন্ধন-জীবনের অধিকাংশভাগ বিদ্ধ-বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবক্রুব সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া যাপিত করিলেও পরবর্ত্তিকালে তিনি গৌড়ীয়পাঠ ও গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের শ্রীমুখে কয়েকবার হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বকের মধ্যে একটী দার্শনিক বিচার বুঝিবার জন্য গৌড়ীয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি পত্রের দ্বারা আরও কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, শেষ জীবনে তাঁহার শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি বিশেষ শ্লাঘ্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন।

ভায় "আপনা প্রকটাইতে" চাহিলেন। তাহাতে সাধারণ লোক প্রচ্ছন্ন স্মার্তধর্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া ভুল করিলেন। এইরূপ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার প্রবল বাত্যায় বিক্ষুব্ধ, মনোধর্ম্মের উত্তালতরঙ্গে তরঙ্গায়িত অসংখ্য বহির্ম্মুখ অড়-নাস্তিক্য-পাষণ্ড-মতবাদরূপ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অকূল বারিধিকে দুই হস্তদ্বারা সেচনরূপ কর্য্যা কোন শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষের উপর পড়িয়া গেল। দয়ার্দ্রহৃদয় মহাপুরুষ দেখিলেন, এই মনোধর্ম্মরূপ বিশাল বারিধি পারমার্থিক সাম্রাজ্যকে প্লাবিত করিয়াছে এবং অচিরেই সমস্ত স্থান গ্রাস করিয়া পারমার্থিক গণের বিশ্রাম-স্থান লোক-লোচন হইতে অপসারিত করিবে। যদিও কার্য্য মহাবিপুল—অসম্ভব-সম্ভব-সম্পাদন; বিশাল সমুদ্রকে দুই হস্তে সেচন করিয়া সেইস্থানে পারমার্থিকতা-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর সিংহাসন স্থাপন করা—তথাপি সেই শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিরত হইলেন না; সোৎসাহে সেই বিপুল কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তৎপরিচ্ছদে বহু নিষ্কপট অনুচর তাঁহার উড্ডীয়মান-পদ-পতাকার নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কোন কোন অঘ, বক, প্রলম্বতুল্য ব্যক্তিও প্রচ্ছন্নবেশে আসিয়া তাঁহার মহীয়ান্ কার্য্যের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। জগতে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই আবার পারমার্থিক ও স্মার্তধর্ম্মের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন। সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণ স্মার্তধর্ম্মরূপ আপাতরমণীয় ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিকধর্ম্মরূপ সৎ-সঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এবার শুধু স্মার্তধর্ম্মমাত্র নিরস্ত হইল না, পরন্তু প্রচ্ছন্ন-স্মার্তধর্ম্মরূপ কালসর্পও এই শক্তিমান্ প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অন্তর্ভেদী জ্যোতির নিকট কোন গুপ্ত বিবরে লুকাইয়া থাকিবার অবসর পাইল না।

২ নং প্রশ্ন

অসংখ্য দণ্ডবদ্ভতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

প্রভো! আপনাদের অহৈতুক কৃপায় সেই দিবস এ অধম পামরের গৃহে যে অদ্ভুতক শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সম্মিলন ও সঙ্কীর্ত্তন বর্ষিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহা এ অধমের কোটি কোটি জন্মের সুকৃতির ফল। অনেকেই আমাকে সেই দিবস শ্রীগ্রন্থপাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনের পর শ্রীহরির-লুট পর্য্যন্ত ছড়াইয়া দেওয়া হইল না কেন বলিয়া অনুযোগ করিতেছেন। আমরা অদ্ভুতক পাঠক ও বাবাজীদের সংকীর্ত্তনের সহিত বাতাসা হরির লুটরূপে জনতামধ্যে নিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাই এবং কোন কোন মহিলার প্রসবান্তে শ্রীশ্রীতুলসীর নিকট প্রত্যহ বাতাসা নিবেদন করিয়া হরির লুট দিয়া সেবন করিতে দেখিতে পাই। সংসারের কাহারও কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেও অনেকে এইরূপ হরির লুট দিয়া থাকেন; কিন্তু এই হরির লুটের প্রথা কি প্রকারে, কোন্ সময়ে, কাহার দ্বারা আমাদের সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। অতএব এ অধমের বিনীত নিবেদন,—শ্রীগৌড়ীয়ে এ প্রশ্নটীর আলোচনা করিলে বহু লোক উপকৃত হইতে পারে।

হরিরলুটের কোন শাস্ত্রীয় বিধি ও যুক্তি আছে কি না? জনতামধ্যে বাতাসাদি নিক্ষেপ করিয়া হরিরলুট দেওয়া সঙ্গত কিনা? আপনারা এইরূপ ভাবে জনতামধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হরিরলুট দেন না কেন? শ্রীবটকৃষ্ণদাস।

উত্তর

শুদ্ধ পারমার্থিকগণের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তখন সুবিধাবাদী হইয়া নানাপ্রকার দেহ ও মনোধর্ম্মকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে; কাযেই বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে সেই সকল দেহ ও মনোধর্ম্ম অতি সহজেই প্রচলিত হইয়া পড়ে। অনেক সময় বহির্ম্মুখ-সমাজে শাস্ত্রীয় সদাচার প্রচলন করিতে পারমার্থিকগণকে যে বেগ পাইতে হয়, যথেচ্ছাচারি-ইন্দ্রিয়প্রীতিকামিগণকে অশাস্ত্রীয় যথেচ্ছ আচার প্রচলন করিতে সেরূপ কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কারণ দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মী-সমাজ বিরূপগত স্বভাবে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, স্বরূপ-গত স্বভাবই তাহাদের নিকট অভিনব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মগত কোনপ্রকার আচার-ব্যবহার সেইরূপ অভিনব মনে হয় না। কাজেই তাহারা সেই সকল ব্যাপারকেই সহজে গ্রহণ করিয়া ফেলে। ধর্ম্মের অঙ্গরূপে এইরূপ অনেক আচার-প্রচার বহির্ম্মুখ-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে—শুধু প্রবিষ্ট মাত্র হয় নাই, সেই আচার-প্রচার-গুলি এতদূর মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই সকল অশাস্ত্রীয় ব্যাপারই বর্ত্তমান বিভ্রমসমাজে পরমশাস্ত্রীয় মহা-জনানুমোদিত শিক্ষা-দীক্ষা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আর প্রকৃতশাস্ত্রীয় প্রচারগুলি নূতন বলিয়া মনে হইতেছে। কেন না, শাস্ত্রীয় আচার-প্রচারের গ্রাহক ও আচরণকারীর